"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

তৃতীয় বর্ষ, কার্তিক, ১৩৭১]　　　　[পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা　　　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

বাজিহ্রেষিতসংঘুষ্টমদ্ভুতৈশ্চ হয়ৈস্তথা।
রথৈর্যানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়-গজৈঃ শুভৈঃ ॥২৭
বারণৈশ্চ চতুর্দ্দন্তৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ।
ভূষিতৈঃ রুচিরদ্বারং মত্তৈশ্চ মৃগ-পক্ষিভিঃ ॥২৮
রক্ষিতং সুমহাবীর্যৈর্যাতুধানৈঃ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাধিপতেগুর্প্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ ॥২৯

স হেমজাম্বুনদচক্রবালং
মহার্হমুক্তামণিভূষিতান্তম্
পরার্ধ্যকালাগুরুচন্দনার্হং
স রাবণান্তঃ পুরমাবিবেশ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

শ্বেতপদ্মসুশোভিত, পরিখা-পরিবৃত, অতি উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, স্বর্গের ন্যায় মনোরম সুমধুর দিব্য শব্দে মুখরিত, অশ্বগণের হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত, অদ্ভুত অশ্ব, রথ, যান, বিমান, সুন্দরাকৃতি অশ্ব, গজ এবং মেঘসদৃশ সুসজ্জিত চতুর্দ্দন্ত হস্তিসমূহে সমাবৃত, মনোজ্ঞ দ্বার বিভূষিত, মদমত্ত মৃগ ও পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র মহাবলশালী নিশাচর কর্তৃক সুরক্ষিত রাক্ষসপতি রাবণের গুপ্ত গৃহে হনুমান্ প্রবেশ করিলেন।১৫-২৯

কনকনির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, শিরোভাগে মহামূল্য মণিমুক্তা মালায় বিভূষিত ও বহুমূল্য কৃষ্ণাগুরু চন্দন সৌরভে সুবাসিত রাবণের অন্তঃপুরে কপিবর প্রবিষ্ট হইলেন।১৬-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[গগনাঙ্গনে চন্দ্রদেবস্যাবতরণম্, হনূমতা নানারাক্ষসানাং দর্শনম্, সীতাদেবীমনবলোকয়তো হনূমতশ্চিন্তা চ।]

ততঃ স মধ্যং গতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্না-বিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্ ॥১
লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং
মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম্।
ভূতানি সর্ব্বাণি বিরাজয়ন্তং
দদর্শ সীতাংশুমথাভিযান্তম্ ॥২

যা ভাতি লক্ষ্মীর্ভুবি মন্দরস্থা
যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা
ররাজ সা চারু-নিশাকরস্থা ॥৩
হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থ
শ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ ॥৪

পঞ্চম সর্গ

[চন্দ্রদেবের গগনাঙ্গনে অবতরণ, হনুমানের নানাপ্রকার নিশাচর ও নিশাচরী অবলোকন, সীতাদেবীকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার চিন্তা।]

(এই সর্গ টী অনুপ্রাস সমুজ্জ্বল মহাকাব্য।)

অনন্তর (রাত্রির প্রথম যামার্ধ অন্তঃপুর প্রবেশ কার্য্যে অতীত হওয়ার পর) বুদ্ধিমান্ হনুমান্ (আকাশ ও নক্ষত্রের) মধ্যগত হইয়া পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণকারী সূর্য্যের ন্যায় (সমধিক) প্রকাশমান্ শীতাংশু চন্দ্রদেবকে গোষ্ঠে বিচরণশীল মদমত্ত বৃষভের ন্যায় অবলোকন করিলেন।১

অনন্তর তিনি জগতের (লোকের) পাপ (জনক-

স্থিতঃ ককুদ্মানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো
মহাচলঃ শ্বেত ইবোর্ধ্বশৃঙ্গঃ।
হস্তীব জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গো
বিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ ॥৫

বিনষ্টশীতাম্বুতুষারপঙ্কো
মহাগ্রহগ্রাহবিনষ্টপঙ্কঃ
প্রকাশলক্ষ্ম্যাশ্রয়নির্মলাঙ্কো
ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ ॥৬

শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো
মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ।
রাজ্যং সমাসাদ্য যথা নরেন্দ্র-
স্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ ॥৭

প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ
প্রবৃদ্ধরক্ষঃ পিশিতাশদোষঃ।
রামাভিরামেরিতচিত্তদোষঃ
স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ ॥৮

তন্ত্রীস্বরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃত্তাঃ
স্বপন্তি নার্যঃ পতিভিঃ সুবৃত্তাঃ।
নক্তঞ্চরাশ্চাপি তথা প্রবৃত্তা
বিহর্তুমত্যদ্ভুতরৌদ্রবৃত্তাঃ ॥৯

মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি
রথাশ্বভদ্রাসনসঙ্কুলানি।
বীরশ্রিয়া চাপিসমাকুলানি
দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি ॥১০

পরস্পরং চাধিকমাক্ষিপন্তি
ভুজাংশ্চ পীনানধিবিক্ষিপন্তি।
মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপন্তি
মত্তানি চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তি ॥১১

দুঃখ) রাশি বিনাশপূর্বক মহোদধি (সাগর) পরিবর্ধিত করিয়া ভূত (জীব)-সকলের প্রকাশ সাধন করিতে করিতে চন্দ্রদেবকে গমন করিতে দেখিলেন।২

যে লক্ষ্মী (শোভা) পৃথিবীতে মন্দরপর্বতে বিরাজমানা, প্রদোষকালে সাগরে অবস্থিতা, (দিবাভাগে) সলিলমধ্যস্থ পুষ্করে (পদ্মে) সন্নিহিতা, (বর্তমানে) সেই লক্ষ্মী মনোজ্ঞ নিশাকর অর্থাৎ চন্দ্রে বিরাজমানা।৩

রজতনির্মিতপঞ্জরস্থিত হংস, মন্দর পর্বতের গুহাশ্রয়ী সিংহ এবং গর্বিত-কুঞ্জর (হস্তী) পৃষ্ঠস্থিত বীরের ন্যায় নভোমণ্ডলমধ্যবর্তী চন্দ্র দীপ্যমান হইতেছিলেন।৪

পরিপূর্ণ মৃগচিহ্নরূপ শৃঙ্গশোভিত চন্দ্র তীক্ষ্ণশৃঙ্গ-বৃষভ, সমুন্নতশিখরসমন্বিত শুভ্রবর্ণ মহাপর্বত এবং হিরণ্যবদ্ধশৃঙ্গ (দন্ত) হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।৫

(বর্ষাকাল অতীত হওয়ায়) শীতল জলবিন্দুরূপ পঙ্কশূন্য, মহাগ্রহ সূর্য্যের কিরণ সম্পর্কবশতঃ বিনষ্ট-মালিন্য, প্রকাশ রূপলক্ষ্মীর (শোভার) আশ্রয় নিবন্ধন (অর্থাৎ তেজঃ সম্বন্ধিযোগ থাকা) স্পষ্টকলঙ্ক ভগবান্ শশাঙ্ক চন্দ্র প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।৬

শিলাতল প্রাপ্ত মৃগেন্দ্র (সিংহ) রণমধ্যবর্তী গজেন্দ্র ও প্রাপ্তরাজ্য নরেন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রও সমধিক প্রকাশ-শোভায় বিরাজিত হইতেছিলেন।৭

প্রকাশমান চন্দ্রের উদয়ে (রাশির গৃহাভ্যন্তরই) অন্ধকার রূপদোষ নষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসগণের মাংস ভক্ষণদোষ বর্ধিত হইয়াছে, রমণীগণের প্রণয়কলহনিরত হওয়ায় স্বর্গীয় সুখ আবির্ভূত হওয়ায় প্রদোষ (সন্ধ্যাকাল) সমধিক শোভাময় যইয়াছে।৮

কর্ণসুখকর বীণাধ্বনি প্রবর্তিত হইল, পতিতা রমণীগণ স্বামীর সহিত শয়ন করিল এবং অত্যন্ত অদ্ভুত ও রৌদ্র-কর্মকারী নিশাচরগণ বিহারে প্রবৃত্ত হইল।৯

বুদ্ধিমান্ কপি রথ, অশ্ব ও স্বর্ণময় আসনে পূর্ণ বীরশ্রী পরিব্যাপ্ত, ঐশ্বর্য্য মদমত্ত নিশাচরগণে সমাকীর্ণ রাক্ষসগৃহসকল অবলোকন করিলেন।১০

তিনি দেখিলেন মদমত্ত রাক্ষসগণ পরস্পর কটু উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেছে, কেহ বা পীনস্তন বিক্ষেপ করিতে করিতে উত্তম প্রলাপবাক্য প্রয়োগে পরস্পরের নিন্দা

রক্ষাংসি বক্ষাংসি চ বিক্ষিপন্তি
গাত্রাণি কান্তাসু চ বিক্ষিপন্তি।
রূপাণি চিত্রাণি চ বিক্ষিপন্তি
দৃঢ়ানি চাপানি চ বিক্ষিপন্তি ॥১২
দদর্শ কান্তাশ্চ সমালভন্ত্য-
স্তথা পরাস্তত্র পুনঃ স্বপন্ত্যঃ।
স্বরূপবক্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ
ক্রুদ্ধাঃ পরাশ্চাপি বিনিঃশ্বসন্ত্যঃ ॥১৩
মহাগজৈশ্চাপি তথা নদদ্ভিঃ
সুপূজিতৈশ্চাপি তথা সুসদ্ভিঃ।
ররাজ বীরৈশ্চ বিনিঃশ্বসদ্ভি-
র্হ্রদো ভুজঙ্গৈরিব নিঃশ্বসদ্ভিঃ ॥১৪
বুদ্ধিপ্রধানান্ রুচিরাভিধানান্
সংশ্রদ্দধানাঞ্জগতঃ প্রধানান্।
নানাবিধানান্ রুচিরাভিধানান্
দদর্শ তস্যাং পুরী যাতুধানান্ ॥১৫
ননন্দ দৃষ্ট্বা স চ তান্ সুরূপান্
নানাগুণানাত্মগুণানুরূপান্।
বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুরূপান্
দদর্শ কাংশ্চিচ্চ পুনর্বিরূপান্ ॥১৬
ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবা-
স্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবা
দদর্শ তারা ইব সুখভাবাঃ ॥১৭
স্ত্রিয়ো জ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢ়া
নিশীথকালে রমণোপগূঢ়াঃ।
দদর্শ কশ্চিৎ প্রমদোপগূঢ়া
যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢ়াঃ ॥১৮
অন্যাঃ পুনর্হর্ম্যতলোপবিষ্টা-
স্তত্র প্রিয়াঙ্ক সুখোপবিষ্টাঃ।
ভর্তুঃ পরা ধর্ম্মপরা নিবিষ্টা
দদর্শ ধীমান্ মদনোপবিষ্টাঃ ॥১৯
অপ্রাবৃতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ
কশ্চিৎ পরার্ধ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ।
পুনশ্চ কাশ্চিচ্ছশলক্ষ্মবর্ণাঃ
কান্তপ্রহীণা রুচিরাঙ্গবর্ণাঃ ॥২০

করিতেছে। রাক্ষসগণের কেহ বা বক্ষঃস্থল নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা প্রেয়সীর গাত্রে স্বীয়গাত্র নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা বিচিত্র রূপসজ্জা ধারণ করিতেছে, কেহ বা ধনুর্বাণ আকর্ষণ করিতেছে। রমণীগণের কেহ চন্দনলেপন, কেহ শয়ন, কেহ প্রফুল্লবদনে হাস্য এবং কেহ বা ক্রুদ্ধা হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।১১-১৩

মদমত্ত মাতঙ্গকুলের গর্জনে, সম্মাননীয় (বিভীষণাদি) অতি সজ্জন বীরগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে (সেই অন্তঃপুর) ভুজঙ্গকুল পরিব্যাপ্ত হ্রদের ন্যায় শোভমান হইয়াছিল।১৪

তিনি সেই পুরীতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মধুরভাষী, (গুরুবাক্যাদিতে) শ্রদ্ধাশীল (আস্তিক), নানা মনোজ্ঞ নামধারী ও বিচিত্র বেশভূষিত জগতের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে দর্শন করিলেন।১৫

আত্মগুণের অনুরূপ (রামসেবকগুণানুরূপ) বিবিধ-গুণালঙ্কৃত, অত্যন্ত সুন্দররূপ-সম্পন্ন রাক্ষসগণকে তথায় বিদ্যোতমান দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন এবং কতকগুলি বিকৃতরূপ রাক্ষসকে স্বরূপ সাহচর্য্যে সুশোভিত দেখিতে পাইলেন।১৬

অনন্তর তিনি তথায় শ্রেষ্ঠভূষণ সজ্জিতা, বিশুদ্ধান্তঃকরণা, শোভনস্বভাবা, (কটাক্ষ বিক্ষেপাদি) হাব-ভাব সমন্বিতা এবং প্রীতিজনক (মদ্য) পানে সমাশক্তা রাক্ষসীগণকে তারকার ন্যায় (শোভনদর্শনা) দেখিলেন।১৭

পুনরায় অর্ধরাত্রে তিনি বিহগসমালিঙ্গিতা বিহগা (বিহগী)র ন্যায় রমণ (স্বামী) কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা কোন কোন রমণীকে অত্যন্ত হর্ষসমন্বিতা (অথচ) লজ্জাবলীঢ়া অবস্থায় স্বকীয় রূপসম্পদে জাজ্বল্যমানা দেখিতে পাইলেন।১৮

ততঃ প্রিয়ান্ প্রাপ্য মনোভিরামান্
সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোভিরামাঃ।
গৃহেষু হৃষ্টাঃ পরমাভিরামা
হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ ॥২১
চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ হি বক্ত্রমালা
বক্রাঃ সুপক্ষ্মাশ্চ সুনেত্রমালাঃ।
বিভূষণানাঞ্চ দদর্শ মালাঃ
শতহ্রদানামিব চারুমালাঃ ॥২২
ন ত্বেব সীতাং পরমাভিজাতাং
পথিস্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধু জাতাং
দদর্শ তন্বীং মনসাঽভিজাতাম্ ॥২৩
সনাতনে বর্ত্মনি সন্নিবিষ্টাং
রামেক্ষণীং তাং মদনাভিবিষ্টাম্।
ভর্ত্তুর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রবিষ্টাং
স্ত্রীভ্যঃ পরাভ্যশ্চ সদা বিশিষ্টাম্ ॥২৪
উষ্ণার্দিতাং সানুসৃতাস্রকণ্ঠীং
পুরা বরাহোত্তমনিষ্ককণ্ঠীম্।
সুজাতপক্ষ্মামভিরক্তকণ্ঠীং
বনে প্রনৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্ ॥২৫
অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং
পাংসু প্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বর্ণরেখাং
বায়ুপ্রভুগ্নামিব হেমরেখাম্ ॥২৬
সীতামপশ্যন্ মনুজেশ্বরস্য
রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।
বভূব দুঃখোপহতশ্চিরস্য
প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচিরস্য ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

এতদ্ব্যতীত বুদ্ধিমান্ হনুমান্ অন্য কোন কোন পরিণীতা পতিব্রতা রমণীকে প্রাসাদতলে কাহাকেও বা মদনবিবশা হইয়া পতির ক্রোড়দেশে সুখে উপবেশন করিতে দেখিলেন।১৯

তিনি দেখিলেন,—তাহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়-হীনা পতিবিরহিতা বলিয়া কনকরেখার ন্যায় কৃশাঙ্গী, কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কেহ বা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হওয়ায় তাহার অঙ্গবর্ণ সর্বথা মনোজ্ঞ হইয়াছে।২০

অনন্তর হরিশ্রেষ্ঠ কোন কোন রমণীকে স্বামি-সঙ্গলাভে অত্যন্ত প্রীতিমতী, কাহাকেও বা প্রসূন-গুচ্ছালঙ্কৃতা, পরমপ্রীতিযুক্তা, কাহাকেও বা স্বগৃহে পরমানন্দ সন্দোহতৃপ্তা দেখিতে পাইলেন।২১

শশধরসদৃশ চারুবদনপরিপাটী, কুটীল দৃষ্টি, সুকোমল পক্ষ্মরাজিবিরাজিত নেত্ররাজি, বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রদীপ্ত অলঙ্কারসমূহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।২২

কিন্তু অভিজাত (শ্রেষ্ঠ) রাজবংশে সমুৎপন্না, ধর্মপথানুবর্তিনী, সুজাতা প্রফুল্লিতা লতার ন্যায় সুকুমারী, বিনীতায় মনঃসঙ্কল্পনির্মিতা কৃশাঙ্গী সীতাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না।২৩

সনাতন-পাতিব্রত্য পথানুস্মরণকারিণী, একমাত্র রামচন্দ্রই যাহার মদনাভিনিবেশের বিষয়, স্বামীর নির্মল চিত্তে প্রবিষ্টা, মহিলাকুলের ললামভূতা, সর্বথা সুবৈশিষ্ট্য-রক্ষণপরায়ণা, স্বামিবিরহ সন্তাপবিধুরা হইয়া সাশ্রুকণ্ঠী, পূর্বে মহামূল্যভূষণসারনিষ্কবিভূষিতকণ্ঠী, সুকোমল পক্ষ্ম (নেত্রলোম)-যুক্তা, অরণ্যে নৃত্যমালা ময়ূরীর ন্যায় সুমধুরভাষিণী, স্বামিবিরহে রাহুগ্রস্তচন্দ্রের ন্যায়, ধূলি-ধূসরিতা স্বর্ণরেখার ন্যায়, ক্ষতস্থানে সঞ্জাত বর্ণরেখার ন্যায়, প্রভঞ্জনালোড়িত মেঘের ন্যায় নিরতিশয় শোচনীয়া-কৃতি ও মনুজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতাকে বহুকাল অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে না পাওয়ায় কপিরাজ হনুমান্ কিছুকাল অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত ও শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িলেন।২৪-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[লঙ্কায়া ভূষণস্বরূপং রাবণবাসগৃহং গত্বা তৎসমীপস্থিত-প্রহস্তপ্রমুখরাক্ষসানাং গৃহেষু সীতাঞ্চান্বিষ্য রাবণগৃহে হনূমতঃ প্রবেশঃ।]

স নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্।
বিচচার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমন্বিতঃ ॥১
আসসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্ ॥২
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্বনম্।
সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ ॥৩
রূপ্যকোপহিতৈশ্চিত্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ।
বিচিত্রাভিশ্চ কক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্ ॥৪
গজাস্থিতৈর্মহামাত্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ।
উপস্থিতমসংহার্য্যৈর্হয়ৈঃ স্যন্দনযাযিভিঃ ॥৫
সিংহ-ব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দান্তকাঞ্চনরাজতৈঃ।
ঘোষবদ্ভির্বিচিত্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ ॥৬
বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্ধ্যাসনভূষিতম্।
মহারথসমাবাপং মহারথমহাসনম্ ॥৭
দৃশ্যৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ।
বিবিধৈর্বহুসাহস্রৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥৮
বিনীতৈরন্তপালৈশ্চ রক্ষোভিশ্চ সুরক্ষিতম্।
মুখ্যাভিশ্চ বরস্ত্রীভিঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥৯
মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিঃস্বনম্ ॥১০
তদ্ রাজগুণসম্পন্নং মুখ্যৈশ্চ বরচন্দনৈঃ।
মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্বনম্ ॥১১
ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্।
নিত্যার্চিতং পর্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা ॥১২

ষষ্ঠ সর্গ

[লঙ্কার অলঙ্কার স্বরূপ রাবণের বাসগৃহে গিয়া তন্নিকটবর্ত্তী প্রহস্তপ্রমুখ রাক্ষসগণের গৃহে সীতার অন্বেষণ পূর্বক রাবণের গৃহে হনুমানের প্রবেশ।]

কামরূপী শ্রীমান্ হনুমান্ যথেচ্ছভাবে দ্রুতগতিতে লঙ্কানগরীতে সপ্ততল প্রাসাদসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সিংহগণ রক্ষিত মহাবনের ন্যায় ভীষণ রাক্ষসগণ পরিরক্ষিত, চতুর্দিকে সূর্য্যসমবর্ণ প্রোজ্জ্বল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত দুর্গম রাক্ষসেন্দ্র ভবনে উপনীত হইলেন এবং সেই ভবন দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। রৌপ্যখচিত ও সুবর্ণভূষিত বিচিত্র তোরণ বিশিষ্ট বহু কক্ষ্যা সমন্বিত মনোরম ভবনগুলি অতিশয় শোভিত হইতেছিল। গজোপরি উপবিষ্ট বিরতশ্রম শৌর্য্যশালী মহামাত্র (মাহুত)গণ এবং রথবাহী সিংহব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত গাত্র, অপ্রতিতহগতি অশ্বসমূহ, বিচিত্র শব্দকারী রথসমূহ তাহাতে সতত বিচরণ করিতেছিল। মহামূল্যরত্ন পরিব্যাপ্ত, বহুমূল্য আসন বিভূষিত, সুবৃহৎ রথসমূহে সমাকীর্ণ, মহারথদিগের আসন বিভূষিত; নানাবর্ণ আকৃতিযুক্ত সুদৃশ্য বহু সহস্র মৃগপক্ষিসমূহে পরিবৃত বিনীত সীমারক্ষক রাক্ষসগণে সুরক্ষিত; প্রধানা বরাঙ্গণা ও প্রফুল্লচিত্তা প্রমদাগণে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ, সাগরসদৃশ উত্তম ভূষণসমূহের শব্দ গম্ভীররবে নিনাদিত, রাজভবনোচিত লক্ষণোপলক্ষিত শ্রেষ্ঠ চন্দন সৌরভে সুরভিত, সিংহ সমাকুল মহাবনের ন্যায় মহাজনসমূহে সমাকীর্ণ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা ধ্বনিত, পর্ব্বসমূহে রাক্ষসগণ কর্তৃক নিত্য সুপূজিত, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, সাগরের তুল্য নিঃস্বনকারী, হস্তী অশ্ব রথসমূহে সমাকুল, মহামূল্যরত্নরাজি বিভূষিত

সমুদ্রমিব গম্ভীরং সমুদ্রসমনিঃস্বনম্ ।
মহাত্মনো মহদ্বেশ্ম মহারত্নপরিচ্ছদম্ ॥১৩
মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ ।
বিরাজমানং বপুষা গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥১৪
লঙ্কাভরণমিত্যেব সোঽমন্যত মহাকপিঃ ।
চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ ॥১৫
গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্বশঃ ।
বীক্ষমাণোঽপ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥১৬
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্ ।
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্ ॥১৭
অথ মেঘপ্রতীকাশং কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ।
বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ১৮
মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুন্মালেস্তথৈব চ ॥১৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ।
শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥২০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম জগাম হরিযূথপঃ ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ জগাম হরিসত্তমঃ ॥২১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ ।
বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥২২
ধূম্রাক্ষস্যাথ সম্পাতের্ভবনং মারুতাত্মজঃ ।
বিদ্যুদ্রূপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ ॥২৩
শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য লোমশস্য চ রক্ষসঃ ॥২৪
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য সাদিনঃ ।
বিদ্যুজ্জিহ্ব-দ্বিজিহ্বানাং তথা হস্তিমুখস্য চ ॥২৫
করালস্য পিচাস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি ।
প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ ।
তেষামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ ॥২৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সমন্ততঃ ।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥২৮
রাবণস্যোপশায়িন্যো দদর্শ হরিসত্তমঃ ।
বিচরন্ হরিশার্দ্দূলো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ ॥২৯
শূল-মুদ্গরহস্তাংশ্চ শক্তি-তোমরধারিণঃ ।
দদর্শ বিবিধান্ গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥৩০

রত্নসমাকীর্ণ, রাক্ষসরাজ রাবণের বিশাল ভবন অবলোকন করিয়া কপিবর হনুমান্ তাহাকে লঙ্কানগরীর অলঙ্কারস্বরূপ মনে করিলেন এবং তাহার নিকটস্থ গৃহে বিচরণ করিতে করিতে, এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিয়া রাক্ষসগণের গৃহ ও মধ্যবর্ত্তী উদ্যানসমূহ নির্ভীক হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন ।১-১৬

তখন হনুমান্ মহাবেগে উল্লম্ফন পূর্বক ক্রমে ক্রমে প্রহস্ত, মহাবলশালী মহাপার্শ্ব ; অনন্তর মহামেঘসদৃশ কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুৎজিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সার বুদ্ধিমান্ মারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, ভয়াবহবিদ্যুদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, শম্ব, কপট, করালদন্ত, হ্রস্বকর্ণ, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহী শ্রেষ্ঠ ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাখ্যের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাযশা মহাকপি হনুমান্ ক্রমে ক্রমে সেই সকল সমৃদ্ধিশালী গৃহে ভ্রমণ করিতে, করিতে রাক্ষসদের ধনসমৃদ্ধি দেখিয়া প্রীত হইলেন। সকলের ভবনশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক পরম শোভাসম্পন্ন রাক্ষস-রাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন বিকৃত-নয়না রাক্ষসীগণ শক্তি, তোমর, শূল ও মুদগর ধারণ পূর্বক তাহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে বহু বিকৃতবদনা রাক্ষসী অবসর লইয়া শয়ন করিতেছে। বিশালকায় রাক্ষসেরা বিবিধ অস্ত্র লইয়া সেই গৃহের বহির্দেশে অবস্থিত আছে। রক্ত শুভ্র ও গৌরবর্ণ অতিবেগগামী অশ্ব শোভিত হইতেছে এবং শত্রুপক্ষের হস্তি-পরাভবকারী রূপসম্পন্ন সুশিক্ষিত ঐরাবতের ন্যায় পরাক্রমশালী শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের

রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্।
রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্॥৩১
কুলীনান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্।
শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি ॥৩২
নিহন্তৄন্ পরসৈন্যানাং গৃহে তস্মিন্ দদর্শ সঃ।
ক্ষরতশ্চ যথা মেঘান্ স্রবতশ্চ যথা গিরীন্ ॥৩৩
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ দুর্দ্ধর্ষান্ সমরে পরৈঃ।
সহস্রং বাহিনীস্তত্র জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ ॥৩৪
হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ।
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে ॥৩৫
শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ।
লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ ॥৩৬
ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ
কামস্য গৃহকং রম্যং দিবাগৃহকমেব চ ॥৩৭
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।
স মন্দরসমপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্ ॥৩৮
ধ্বজযষ্টিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্।
অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ ॥
ধীরনিষ্ঠিতকর্ম্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব ॥৩৯
অর্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ।
বিররাজ চ তদ্বেশ্ম রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ ॥৪০
জাম্বূনদময়ান্যেব শয়ন্যাসনানি চ।
ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৪১
মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্।
মনোরমমসংবাধং কুবেরভবনং যথা ॥৪২
নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ।
মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্ ॥৪৩
প্রাসাদসংঘাতযুতং স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্।
সুব্যূঢ়কক্ষ্যং হনুমান্ প্রবিবেশ মহাগৃহম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

দুর্জ্জয়, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, শুভ লক্ষণযুক্ত হস্তিসকল জলবর্ষী মেঘ ও ধাতুস্রাবী পর্বতের ন্যায় মদধারা বর্ষণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সেই গৃহে কনকনির্মিত জালরন্ধ্রে বিভূষিত, স্বর্ণালঙ্কৃত, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, সহস্র-সহস্র লোক বহনক্ষম নানা আকৃতি বিশিষ্ট শিবিকাসকল দেখা যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে বিবিধ সুরম্য লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, রতিগৃহ, দিবা-কালীন বিহারগৃহ, চিত্রপটশোভিত গৃহ ও ক্রীড়ার্থ কাষ্ঠনির্মিত কৃত্রিম পর্বতসকল বিরাজ করিতেছে। বায়ুপুত্র ক্রমে রাক্ষসরাজ রাবণের দিবাভবন দেখিতে পাইলেন; তাহার স্থানে স্থানে ময়ূরগণের অনেক ক্রীড়াস্থান বিরাজ করিতেছে। উহা মন্দর ভূধরের তলদেশের ন্যায় রমণীয় ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ এবং বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে অনেক ধনাগার, নির্ভীক, স্থিরচিত্ত, ধীরস্বভাব রক্ষিগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের গৃহের ন্যায় রহিয়াছে।১৭-৩৯

রশ্মিশালী সূর্য্যকিরণদ্বারা যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই গৃহ রত্নরাশির জ্যোতি এবং রাবণের তেজঃপ্রভাবে সম্যক্ দীপ্তি হইতেছে; তাহাতে কনক-রচিত পর্য্যঙ্ক ও আসন এবং শুভ্রবর্ণ পাত্রসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহা মণিখচিত ভাজনসমূহে সমাকীর্ণ, মদ্য এবং আসবে আর্দ্র হইয়া কুবেরের ভবনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। মৃদঙ্গ অন্যান্য বাদ্য কাঞ্চী এবং নূপুরের শিঞ্জনে মুখরিত, রাক্ষসরাজের সেই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যমালায় পরিবেষ্টিত, স্ত্রীরত্নসমাকুল বহু কক্ষ্যাগৃহে সুশোভিত গৃহ দেখিয়া বায়ুপুত্র হনুমান্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

[রাবণভবনস্য পুষ্পকবিমানস্য চ বর্ণনম্ ।]

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যাসক্তবৈদূর্য্যসুবর্ণজালম্ ।
যথা মহৎ প্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুৎপিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্ ॥১

নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ
প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ ।
মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা
দদর্শ বেশ্মাদ্রিষু চন্দ্রশালাঃ ॥২

গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি
দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি ।
সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি
কপির্দদর্শ স্ববলার্জিতানি ॥৩

তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি
ময়েন সাক্ষাদিব নির্ম্মিতানি ।
মহীতলে সর্বগুণোত্তরাণি
দদর্শ লঙ্কাধিপতের্গৃহাণি ॥৪

ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং
মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্ ।
রক্ষোধিপস্যাত্মবলানুরূপং
গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্ ॥৫

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্ ।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্ ॥৬

নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তড়িদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্ ।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানং
শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্ ॥৭

যথা নগাগ্রং বহুধাতুচিত্রং
যথা নভশ্চ গ্রহ-চন্দ্রচিত্রম্ ।
দদর্শ যুক্তাকৃতচারুমেঘ-
চিত্রং বিমানং বহুরত্নচিত্রম্ ॥৮

সপ্তম সর্গ

[রাবণ ভবন ও পুষ্পকবিমান বর্ণনা ।]

মহাবল হনুমান্ বর্ষাকালে বিহগকুলের সহিত বিদ্যুৎসমাশ্লিষ্ট মহামেঘমালার ন্যায় বিহগসমূহ চিত্রিত, বৈদূর্য্যমণিখচিত, সুবর্ণময় বাতায়ন সংযুক্ত, নাগরিক গৃহসমূহ; প্রশস্ত শঙ্খ, আয়ুধ ও শরাসনে সুসজ্জিত গৃহসমূহের বিবিধ কক্ষ (অবান্তর গৃহ)সকল ; পর্বত সদৃশ ভবনসমূহের উপরিস্থিত মনোহর, বিশাল, শিরোগৃহ (চন্দ্রশালা) এবং বিবিধ ধনরত্ন বিভূষিত দেবতা অসুরগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত, সর্বদোষ বিবর্জিত, স্বীয় পরাক্রমে সমুপার্জিত, যত্নপূর্বক সম্যগ্ভাবে যথাস্থানে সংস্থাপিত, যেন সাক্ষাৎ ময়দানব বিনির্মিত পৃথিবীতে সর্বগুণসমন্বিত লঙ্কাধিপতির গৃহসকল অবলোকন করিলেন ।১-৪

অনন্তর উন্নত মেঘসদৃশ সুবর্ণমনোহররূপসম্পদ্ বিশিষ্ট স্বীয় শক্তির অনুরূপ নিরূপম রাক্ষসরাজের প্রধান গৃহের মধ্যে উত্তম গৃহসকলকে মহীতলে বিনিক্ষিপ্ত স্বর্গের ন্যায় বিবিধরত্ন সমাকীর্ণ সুষমা-সমুজ্জ্বল, বিক্ষিপ্তপ্রসুনপরাগ-সমাচ্ছন্ন নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্পপরিপূর্ণ পর্বতাগ্রভাগের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখিলেন ।৫-৬

শ্রেষ্ঠ রমণীগণ কর্ত্তৃক দীপ্যমান, বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হংসকুল কর্ত্তৃক বাহ্যমান, আকাশে সৌন্দর্য্য-শোভিত পুণ্যবান্‌গণের অবস্থানের ন্যায়, বহু ধাতু-বিচিত্রিত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায়, গ্রহচন্দ্রালঙ্কৃত গগনের ন্যায়

মহী কৃতা পর্বতরাজিপূর্ণা
শৈলাঃ কৃতা বৃক্ষবিতানপূর্ণাঃ।
বৃক্ষাঃ কৃতাঃ পুষ্পবিতানপূর্ণাঃ
পুষ্পং কৃতং কেসরপত্রপূর্ণম্ ॥৯
কৃতানি বেশ্মানি চ পাণ্ডুরাণি
তথা সুপুষ্পাণ্যপি পুষ্করাণি।
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরাণি
বনানি চিত্রাণি সরোবরাণি ॥১০
পুষ্পাহ্বয়ং নাম বিরাজমানং
রত্নপ্রভাভিশ্চ বিঘূর্ণমানম্।
বেশ্মোত্তমানামপি চোচ্চমানং
মহাকপিস্তত্র মহাবিমানম্ ॥১১
কৃতাশ্চ বৈদূর্য্যময়া বিহঙ্গা
রূপ্যপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ।
চিত্রাশ্চ নানাবসুভির্ভুজঙ্গা
জাত্যানুরূপাস্তুরগাঃ শুভাঙ্গাঃ ॥১২
প্রবাল-জাম্বুনদ-পুষ্পপক্ষাঃ
সলীলমাবর্জিত-জিহ্মপক্ষাঃ।
কামস্য সাক্ষাদিব ভান্তি পক্ষাঃ
কৃতা বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ ॥১৩
নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা
লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা ॥১৪
ইতীব তদ্গৃহমভিগম্য শোভনং
সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্।
পুনশ্চ তৎপরমসুগন্ধি সুন্দরং
হিমাত্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্ ॥১৫
ততঃ স তাং কপিরভিপত্য পূজিতাং
চরন্ পুরীং দশমুখবাহুপালিতাম্।

পুঞ্জীকৃতমেঘ চিত্রসদৃশ, বহুরত্ন সুসজ্জিত (পুষ্পক নামক) বিমান (ব্যোমযান) তিনি দেখিতে লাগিলেন।৭-৮

এই বিমানে (বহুজনের) উপবেশন স্থান (কৃত্রিম) পর্বতসমূহে পরিপূর্ণ; পর্বতগুলি বৃক্ষরাজিপূর্ণ; বৃক্ষগুলি পুষ্পসকলপূর্ণ, পুষ্পরাজি কেশরপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। তথায় আরও পাণ্ডুরবর্ণ বিবিধভবন, সুপুষ্পশোভিত পুষ্করিণী, কেশরযুক্ত পদ্ম, বিচিত্র বন ও সরোবর বিদ্যমান। মহাকপি রত্নপ্রভাভাস্বর, ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ, দেবগৃহ-ভূতবিমানসমূহ অপেক্ষা অত্যুচ্চ (সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) পুষ্পক নামক মহাবিমান দর্শন করিলেন।৯-১১

(সেই বিমান) বৈদূর্য্য (মণি)ময় বিহঙ্গম, রৌপ্য প্রবাল নির্মিত বিহঙ্গ, (স্বর্ণরৌপ্যাদি) নানারত্ন চিত্রিত ভুজঙ্গ এবং জাত্যানুরূপ (প্রকৃত অশ্বের সদৃশ) সুন্দরাঙ্গ তুরঙ্গসকল বিচিত্রিত। যাহাদের পক্ষসকল প্রবাল ও স্বর্ণনির্মিত পুষ্পে সুশোভিত, (শিল্পনিপুণতাপ্রযুক্ত) যে পক্ষ লীলার সহিত (অনায়াসে) বক্র করা যায়, সাক্ষাৎ কামদেবের পক্ষের (সহায়কের) ন্যায় (তদ্দর্শনে মানসে কাম উদ্দীপিত হয় বলিয়া) দীপ্যমান, সুন্দর মুখ ও সুন্দর পক্ষ বিহঙ্গকুল তাহাতে চিত্রিত রহিয়াছে। পদ্মশোভিত বিমান সরোবরে পদ্মহস্তে সুশোভিতা লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁহার অভিষেকে (স্নানকার্য্যে) ব্যাপৃত কেশরের সহিত পদ্মদল শোভিত হস্ত (শুণ্ড)যুক্ত হস্তীসকলও তথায় চিত্রিত রহিয়াছে। এইপ্রকার মনোরম গুহাবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় বসন্তকালে পরম সুগন্ধি সুন্দর কোটর (গর্ত)-যুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রাবণের শোভমান গৃহে গমন করিয়া হনুমান্ পুনঃ পুনঃ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সেই দশমুখ রাবণের বাহুপালিত অতি প্রশংসিত লঙ্কানগরীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াও

অদৃষ্ট্বা তাং জনকসুতাং সুপূজিতাং
সুদুঃখিতাং পতিগুণবেগনির্জ্জিতাম্ ॥১৬

ততস্তদা বহুবিধভাবিতাত্মনঃ
কৃতাত্মনো জনকসুতাং সুবর্ত্মনঃ।

অপশ্যতোঽভবদতিদুঃখিতং মনঃ
সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাত্মনঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

(বিয়োগ দুঃখে) নিতান্ত দুঃখিতা, সুপ্রশংসিতা ও পতিগুণ-স্মরণে বিহ্বলহৃদয়া জনকদুহিতাকে দেখিতে না পাওয়ায় নানাপ্রকারে সমগ্র জগতে পূজিতস্বভাব, সুশিক্ষিতচিত্ত, শোভননীতিপথাবলম্বী, শাস্ত্রচক্ষুঃসম্পন্ন, সেই মহাত্মা কপিবরের মন নিরতিশয় দুঃখিত হইল।১২-১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[পুনর্বিস্তারেণ পুষ্পকবিমানবর্ণম্]

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
মহদ্ বিমানং মণিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজাম্বূনদজালকৃত্রিমং
দদর্শ ধীমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥১

তদপ্রমেয়-প্রতিকার-কৃত্রিমং
কৃতং স্বয়ং সাধ্বিতি বিশ্বকর্ম্মণা।
দিবং গতে বায়ুপথে প্রতিষ্ঠিতং
ব্যরাজতাদিত্যপথস্য লক্ষ্ম তৎ ॥২

ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহার্ঘরত্নবৎ।
ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরেষ্বপি
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ ॥৩

তপঃ সমাধান-পরাক্রমার্জ্জিতং
মনঃ সমাধানবিচারচারিণম্।
অনেক-সংস্থান-বিশেষনির্মিতং
ততস্ততস্তুল্য-বিশেষনির্মিতম্ ॥৪

অষ্টম সর্গ

[বিস্তৃতভাবে পুনরায় পুষ্পক বিমান বর্ণনা।]

বুদ্ধিমান্ পবনপুত্র হনুমান্ রাবণের গৃহমধ্যে অবস্থান পূর্বক বিবিধ শ্রেষ্ঠ মণি দ্বারা বিচিত্রিত, প্রতপ্ত স্বর্ণনির্মিত, গবাক্ষজাল সমলঙ্কৃত, নিরুপম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, প্রতিমা-শোভিত, স্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্ত্তৃক সম্যক্‌বিধানে নির্মিত, আকাশবর্তিবায়ুপথে আদিত্যপথের চিহ্ন স্বরূপে বিরাজমান, অতিমহৎ পুষ্পক নামক উত্তমবিমান দর্শন করিলেন। সেই বিমানে এমন কোন অংশ ছিল না, যাহা অতিযত্নে নির্মিত হয় নাই, এমন কোন অবয়ব ছিল না, যাহা মহামূল্য রত্ন খচিত নহে; দেবগণের বিমানে যাদৃশ শিল্পসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না, তদপেক্ষা অতিবিশেষ শিল্পকলা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। (রাবণের) তপস্যাও

মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনং
দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্ ।
মহাত্মনাং পুণ্যকৃতাং মহর্দ্ধিনাং
যশস্বিনামগ্র্যমুদামিবালয়ম্ ॥৫
বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং
বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্ ।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্মলং
বিচিত্রকূটং শিখরং গিরের্যথা ॥৬
বহন্তি যৎ কুণ্ডলশোভিতাননা
মহাশনা ব্যোমচরা নিশাচরাঃ ।
বিবৃত্তবিধ্বস্তবিশাললোচনা
মহাজবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ ॥৭
বসন্তপুষ্পোৎকরচারুদর্শনং
বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং
দদর্শ তদ্বানরবীরসত্তমঃ ॥৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

সমাধিলব্ধপরাক্রমে সমুপার্জিত, মনের অভিলাষ অনুসারে শীঘ্র ও সর্বত্র গতিশীল, বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যে বিনির্মিত, উৎকৃষ্টতর হইতে উৎকৃষ্টতম দিব্যবিমান-নির্মাণযোগ্যবিশেষে বিশেষিত, প্রভুর মনোবৃত্তি অনুসারে শীঘ্রগামী, অত্যন্ত দুর্বার, বায়ুর ন্যায় বেগগামী, ধনবান্, যশস্বী, পুণ্যশীল মহাত্মাগণের নিরতিশয় আনন্দ-প্রদ-ভবনস্বরূপ, বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে শূন্য-পথে বিচরণ সমর্থ, অদ্ভুতপদার্থ সমূহের সমষ্টিস্বরূপ বহু সংখ্যক গৃহে সুসজ্জিত, পরম রমণীয় শারদ শশধরের ন্যায় নির্মল, বিচিত্র কূটসমন্বিত পর্বত শিখরের ন্যায় সুরঞ্জিত। যাহাদের চক্ষুঃশ্রেণী সর্বদা ঘূর্ণায়মান, নিমেষশূন্য ও বিশাল, তাদৃশ গগনগামী নিশাচর ও মহাবেগবান্ কুণ্ডলালঙ্কৃত সহস্র সহস্র ভূতগণ কর্তৃক এই বিমান গম্ভীর নির্ঘোষে বাহিত হইত। এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমান্ বসন্তপুষ্পসম্ভারসমলঙ্কৃত বসন্ত অপেক্ষাও অতি সুদর্শন এই উৎকৃষ্ট বিমান অবলোকন করিলেন।১-৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[রাবণগৃহে সীতায়া অন্বেষণায় হনূমতঃ পুষ্পকবিমানারোহণম্, নানাবস্থাসু প্রসুপ্তায়া রমণীনামবলোকনঞ্চ ।]

তস্যালয়বরিষ্ঠস্য মধ্যে বিমলমায়তম্ ।
দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১
অর্ধযোজনবিস্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ ।
ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্ ॥২
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং সীতামায়তলোচনাম্ ।
সর্ব্বতঃ পরিচক্রাম হনুমানরিসূদনঃ ॥৩
উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্ ।
আসসাদার্থ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥৪
চতুর্বিষাণৈর্দ্বিরদৈস্ত্রিবিষাণৈস্তথৈব চ ।
পরিক্ষিপ্তমসংবাধং রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ ॥৫
রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্ ।
আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্ ॥৬
তন্নক্র-মকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিল-ঝষাকুলম্ ।
বায়ুবেগসমাধূতং পন্নগৈরিব সাগরম্ ॥৭
যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হরিবাহনে ।
সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী ॥৮
যা চ রাজ্ঞঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋদ্ধী রক্ষোগৃহেম্বিহ ॥৯
তস্য হর্ম্যস্য মধ্যস্থবেশ্ম চান্যৎ সুনির্মিতম্ ।
বহুনির্য্যূহসংযুক্তং দদর্শ পবনাত্মজঃ ॥১০
ব্রহ্মণোঽর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্বিশ্বকর্মণা ।
বিমানং পুষ্পকং নাম সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥১১
পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ ।
কুবেরমোজসা জিত্বা লেভে তদ্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

নবম সর্গ

[রাবণগৃহে সীতার অন্বেষণের জন্য হনুমানের পুষ্পকবিমানে আরোহণ এবং নানা অবস্থায় প্রসুপ্ত রমণীগণকে অবলোকন ।]

মারুতপুত্র হনুমান্ সেই সর্বোত্তম ভবনসমূহের মধ্যে অতিসুন্দর বিমল, অতিবৃহৎ, অর্ধযোজন বিস্তার, একযোজন দীর্ঘ ও বহু প্রাসাদ পরিবেষ্টিত রাবণের গৃহ পরিদর্শন করিলেন ।১-২

অরিনিষূদন হনুমান্ তথায় বিশাললোচনা বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য সর্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ রাক্ষসগণের উত্তম আবাসসকল অবলোকন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের ভবনে উপস্থিত হইলেন ।৩-৪

অতিশয় বিস্তৃত, চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিদন্ত হস্তিসমূহে পরিব্যাপ্ত, উদ্যতায়ুধ নিশাচরসমূহ ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, (স্বজাতীয়) পত্নী ও বলপূর্বক সমাহৃতা রাজকন্যা কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকায় এই (রাবণ) ভবন যেন নক্র, মকর, তিমিঙ্গিল, মৎস্য ও সর্পকুল পরিপূর্ণ বায়ুবেগে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ।৫-৭

কুবের, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মী বিরাজমানা, রাবণের গৃহেও সেই পরমরমণীয়া এবং বিনাশরহিতা লক্ষ্মী নিত্য সন্নিহিতা। রাজা কুবের, যম ও বরুণের যে ধন সমৃদ্ধি রাবণের এই গৃহ তাদৃশ বা তদপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। পবনাত্মজ সেই (পুষ্পকরথস্থিত) হর্ম্যের মধ্যস্থলে আর একটি সুনির্মিত মত্তবারণ চিহ্নিত গৃহ দেখিতে পাইলেন। স্বর্গে বিশ্বকর্মা নানাবিধ রত্ন সমলঙ্কৃত পুষ্পক নামক যে দিব্য বিমান ব্রহ্মার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যক্ষপতি কুবের কঠোর তপস্যাবলে যাহা পিতামহের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন,

ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ।
সুকৃতৈরাচিতং স্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া ॥১৩
মেরুমন্দরসঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্।
কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥১৪
জ্বলনার্কপ্রতীকাশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্মণা।
হেমসোপানযুক্তঞ্চ চারুপ্রবরবেদিকম্ ॥১৫
জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।
ইন্দ্রনীল-মহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্ ॥১৬
বিদ্রুমেণ বিচিত্রেণ মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভিস্তলে নাভিবিরাজিতম্ ॥১৭
চন্দনেন চ রক্তেন তাপনীয়নিভেন চ।
সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্ ॥১৮
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমারুরোহ মহাকপিঃ।
তত্রস্থঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্ ॥১৯
দিব্যং সম্মূর্চ্ছিতং জিঘ্রন্ রূপবন্তমিবানিলম্।
স গন্ধস্তং মহাসত্ত্বং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্ ॥২০
ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ।
ততস্তাং প্রস্থিতঃ শালাং দদর্শ মহতীং শিবাম্ ॥২১
রাবণস্য মহাকান্তাং কান্তামিব বরস্ত্রিয়ম্।
মণিসোপানবিকৃতাং হেমজালবিরাজিতাম্ ॥২২
স্ফাটিকৈরাবৃততলাং দন্তান্তরিতরূপিকাম্।
মুক্তা-বজ্রপ্রবালৈশ্চ রূপ্যচামীকরৈরপি ॥২৩
বিভূষিতাং মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্।
সমৈর্ঋজুভিরত্যুচ্চৈঃ সমন্তাৎ সুবিভূষিতৈঃ ॥২৪
স্তম্ভৈঃ পক্ষৈরিবাত্যুচ্চৈর্দিবং সংপ্রস্থিতামিব।
মহত্যা কুথয়াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণাঙ্কয়া ॥২৫
পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাং সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্।
নাদিতাং মত্তবিহগৈর্দিব্যগন্ধাধিবাসিতাম্ ॥২৬

রাক্ষসাধিপতি পরাক্রমে কুবেরকে জয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিলেন।৮-১২

সুবর্ণ ও রৌপ্যময় ঈহামৃগ (ব্যাঘ্র প্রতিকৃতি) সুগঠিত স্তম্ভসমুহে ও স্বীয় শোভায় এই বিমানটি উদ্ভাসিত হইতেছিল। সুমেরু এবং মন্দরপর্ব্বত সদৃশ, সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ, গগনস্পর্শী, কূটাগার (গুপ্ত স্বল্পগৃহ) ও বিহারগৃহসকল তাহাতে অলঙ্কৃত রহিয়াছে; বিশ্বকর্ম্মা শিল্পনৈপুণ্যে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা স্বর্ণময় সোপান ও উত্তমবেদিতে অলঙ্কৃত, কাঞ্চনময়, স্ফটিকময় গবাক্ষ ও বাতায়নসমূহ যাহাতে বিরাজমান; যাহাতে ইন্দ্রনীল, মহানীল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট মণিময় বেদি সকল শোভা পাইতেছে; বিচিত্র বিদ্রুম মহামুল্য মণি গোলাকৃতি মুক্তাদ্বারা এইস্থানের কুট্টিমসকল শোভিত হইয়া রহিয়াছে; যাহা সুবর্ণবর্ণ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। (বিবিধ উৎকৃষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট কূটাগার সমন্বিত) মহাকপি সেই পুষ্পক নামক বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া পান (মদ্যাদি) ভক্ষ্যান্নসম্ভূত সর্ব্বতোব্যাপী মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন; দিগন্তব্যাপ্ত সেই বায়ু যেন সাক্ষাৎ গন্ধরূপে তথায় বিরাজমান, বন্ধু যেমন অকৃত্রিম উত্তম বন্ধুকে আহ্বান করে, সেইরূপ গন্ধসমৃদ্ধ বায়ু মহাবীর হনুমান্‌কে "যে স্থানে রাবণ আছে আমার সহিত সেইস্থানে আগমন কর" এই কথা বলিল। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট রমণীর ন্যায় রাবণের পরমপ্রেমভাজন অতি রমণীয় সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিঘ্ন রাবণের সুবৃহৎ শয়ন মন্দির দর্শন করিলেন। মণিময় সোপানরাজি বিরাজিত, সুবর্ণ নির্ম্মিত গবাক্ষজাল পরিবৃত, তলভাগ স্ফটিকপ্রস্তরাবৃত, মধ্যে মধ্যে হস্তিদন্ত, মুক্তা, হীরক, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণনির্ম্মিতা বিবিধ প্রতিমায় সুশোভিত এই গৃহে সম, সরল, অত্যুচ্চ সুশোভিত স্তম্ভগুলি পক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে, বহু সংখ্যক স্তম্ভদ্বারা এই গৃহ যেন আকাশে সমুত্থিত পক্ষ দ্বারা উড্ডীন হইতেছে। রাষ্ট্র ও গৃহ-সমন্বিত পৃথিবীর ন্যায় বিস্তীর্ণ এই গৃহে প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। মদমত্ত বিহঙ্গমগণের কূজন

পরার্ধ্যাস্তরণোপেতাং রক্ষোঽধিপনিষেবিতাম্ ।
ধূম্রামগুরুধূপেন বিমলাং হংসপাণ্ডুরাম্ ॥২৭
পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্মাষীমিব সুপ্রভাম্ ।
মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্ ॥২৮
তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সংজননীমিব ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থৈস্তু পঞ্চ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ ॥২৯
তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা ।
স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ ॥
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ ॥৩০
প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্ ।
ধূর্তানিব মহাধূর্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্ ॥৩১
দীপানাঞ্চ প্রকাশেন তেজসা রাবণস্য চ ।
অর্চিভির্ভূষণানাঞ্চ প্রদীপ্তেত্যভ্যমন্যত ॥৩২
ততোঽপশ্যৎ কুথাসীনং নানাবর্ণাম্বরস্রজম্ ।
সহস্রং বরনারীণাং নানাবেষবিভূষিতম্ ॥৩৩
পরিবৃত্তেঽর্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশঙ্গতম্ ।
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ প্রসুপ্তং বলবত্তদা ॥৩৪
তৎ প্রসুপ্তং বিরুরুচে নিঃশব্দান্তরভূষিতম্ ।
নিঃশব্দহংস-ভ্রমরং যথা পদ্মবনং মহৎ ॥৩৫
তাসাং সংবৃতদান্তানি মীলিতাক্ষীণি মারুতিঃ ।
অপশ্যৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুযোষিতাম্ ॥৩৬
প্রবুদ্ধানীব পদ্মানি তাসাং ভূত্বা ক্ষপাক্ষয়ে ।
পুনঃ সংবৃতপাত্রাণি রাত্রাবিব বভুস্তদা ॥৩৭
ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ ।
অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥৩৮
ইতি বামন্যত শ্রীমানুপপত্ত্যা মহাকপিঃ ।
মেনে হি গুণতস্তানি সমানি সলিলোদ্ভবৈঃ ॥৩৯
সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা ।
শরদীব প্রসন্না দ্যৌস্তারাভিরতিশোভিতা ॥৪০
স চ তাভিঃ পরিবৃতঃ শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ ।
যথা হ্যুড়ুপতিঃ শ্রীমাংস্তারাভিরিব সংবৃতঃ ॥৪১

মুখরিত, মনোহর সৌরভে সুবাসিত ; অত্যুত্তম আভরণ-বিশিষ্ট, অগুরুধূপের দ্বারা ধূম্রবর্ণ হংসের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, অতিশয় নির্ম্মল পত্র ও পুষ্প রচনার সান্নিধ্যবশতঃ বিচিত্রবর্ণা বশিষ্ঠধেনুর ন্যায় প্রভাবশালী। হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, দেহকান্তির সর্ববিধ শোক বিনাশন, সাক্ষাৎ শোভাস্বরূপ রাবণের এই শয়নশালা তিনি দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র জননীর ন্যায় রূপ-রসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ভোগ্য বস্তুদ্বারা পবনতনয় হনুমান্ চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধন করিলেন। তখন তিনি মনে করিলেন যে, ইহা কি স্বর্গ, না দেবলোক, না ইন্দ্রনগরী অমরাবতী, কিম্বা উত্তম সিদ্ধি; যেহেতু উহা প্রদীপশিখার আলোকে ভূষণের (অলঙ্কার) জ্যোতিতে এবং রাবণের তেজঃ-প্রভাবে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে? তাহাতে কাঞ্চনময় প্রদীপসমূহ রাবণের তেজে প্রতিহত হইয়া ধূর্ত্ত (অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ব্যক্তি) যেমন মহাধূর্ত্ত কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ও দীপ্তি হীন রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বায়ুপুত্র হনুমান্ বিচিত্র অলঙ্কারে ও নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী বিচিত্র আসনে শয়ানা, অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে মদ্যপান ও নিদ্রার বশীভূত হইয়া ক্রীড়া হইতে বিরতা হইয়াছে। সকলে প্রসুপ্ত হওয়ায় নূপুর প্রভৃতির শব্দ তিরোহিত, সুতরাং ঐ গৃহ হংস ও ভ্রমর ধ্বনিবিরহিত বৃহৎ পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রজনীশেষে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া দিবাশেষে যেমন নিমীলিত হয়, সেইরূপ নিদ্রা সমাগমে তাহাদের নয়নযুগল সঙ্কুচিত ও দশনাবলী সংবৃত থাকায় সেই সুন্দরী রমণীগণের পদ্মগন্ধ সমন্বিত মুখমণ্ডল সেইরূপ শোভা ধারণ করিতেছে। মদমত্ত ভ্রমরকুল নিয়ত সেইসকল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মুখ কমলকে প্রার্থনা করিতেছে। কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হনুমান্ যুক্তি অনুসারে সমানগুণবশতঃ পদ্মের সহিত তাহাদের

যাশ্চ্যবন্তেঽম্বরাত্তারাঃ পুণ্যশেষসমাবৃতাঃ।
ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা ॥৪২

তারাণামিব সুব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চিষাম্।
প্রভাবর্ণ-প্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্ ॥৪৩

ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্‌প্রকীর্ণবরভূষণাঃ।
পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ ॥৪৪

ব্যাবৃত্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদুদ্ভ্রান্তনূপুরাঃ।
পার্শ্বে গলিতহারাশ্চ কাশ্চিৎ পরমযোষিতঃ ॥৪৫

মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
ব্যাবিদ্ধরশনাদামাঃ কিশোর্য্য ইব বাহিতাঃ ॥৪৬

অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্নমৃদিতস্রজঃ।
গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে ॥৪৭

চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুদ্গতাঃ।
হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্ ॥৪৮

অপরাসাঞ্চ বৈদূর্য্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ।
হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্ ॥৪৯

হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুলিনৈরিব ॥৫০

কিঙ্কিণীজালসঙ্কাশাস্তা হেমবিপুলাম্বুজাঃ।
ভাবগ্রাহা যশস্তীরাঃ সুপ্তা নদ্য ইবাবভুঃ ॥৫১

মৃদুম্বঙ্গেষু কাসাঞ্চিৎ কুচাগ্রেষু চ সংস্থিতাঃ।
বভুবুর্ভূষণানীব শুভা ভূষণরাজয়ঃ ॥৫২

অংশুকান্তাশ্চ কাসাঞ্চিন্মুখমারুতকম্পিতাঃ।
উপর্য্যুপরি বক্ত্রাণাং ব্যাধূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ ॥৫৩

তাঃ পতাকা ইবোদ্ধূতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ।
নানাবর্ণসুবর্ণানাং বক্ত্রমূলেষু রেজিরে ॥৫৪

ববল্গুশ্চাত্র কাসাঞ্চিৎ কুণ্ডলানি শুভার্চিষাম্।
মুখমারুতসঙ্কম্পৈর্মন্দং মন্দঞ্চ যোষিতাম্ ॥৫৫

শর্করাসবগন্ধঃ স প্রকৃত্যা সুরভিঃ সুখঃ।
তাসাং বদননিঃশ্বাসঃ সিষেবে রাবণং তদা ॥৫৬

মুখের তুলনা করিলেন। সেই গৃহ সুন্দরী প্রমদাগণের দ্বারা বিরাজিত হইয়া শরৎকালীন নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।১৩-৪০

আর সেই রাক্ষসাধিপতি সেই রমণীগণে পরিবৃত হইয়া তারকামালা সমাবৃত শোভাশালী চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪১

পুণ্য শেষ হইলে যে সকল তারা নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হয়, তাহারাই যেন এই সকল রমণীরূপে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে—কপিরাজ তখন ইহাই মনে করিলেন।৪২

উজ্জ্বলকান্তি মহতী মহিলাগণের দেহ-লাবণ্য বর্ণ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা নক্ষত্রমালার ন্যায় তথায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছিল।৪৩

মদ্যপানজন্য পরিশ্রমসময়ে রমণীগণ নিদ্রায় অচেতন হইলে তাহাদের আলুলিত কেশপাশ সুশ্লিষ্টকোমল মাল্যদাম এবং শ্রেষ্ঠ ভূষণরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।৪৪

কাহারও তিলক মুছিয়া গিয়াছিল—কাহারও নূপুর পদভ্রষ্ট হইয়াছিল, কোনও প্রধানা রমণীর হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ বা বিগলিত মুক্তাহার পরিবৃতা, কেহ বা (কটিদেশ হইতে) বিগলিত বসনা, কাহারও (নিতম্ব হইতে) কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রান্তা নারীগণ বহনক্লিষ্টা ঘোটকীর ন্যায় বিক্ষিপ্তভূষণা হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। অন্য কাহারও কুণ্ডল ধারণ করাই হয় নাই, কাহারও মাল্য বিমর্দ্দিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা মহারণ্যে বনহস্তিবিমর্দ্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। কাহারও কাহারও চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল মুক্তাহার ঊর্দ্ধদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই প্রমদাগণের স্তনমধ্যে সুপ্ত হংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অপর রমণীগণের কাহারও বৈদূর্য্য মণিখচিত হারমালা কলহংসের ন্যায়, কাহারও স্তনমধ্যস্থ হেমহার চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হংস-কারণ্ডববিরাজিত, চক্রবাকপক্ষিসুশোভিত নদীর ন্যায় কোন কোন সুন্দরীর জঘন (নিতম্বদেশ) পুলিনের ন্যায় শোভিত হইতেছিল।৪৫-৫০

সুপ্ত কামিনীগণের কিঙ্কিনীজাল মুদ্রিত নয়নসমূহ

রাবণাননশঙ্কাশ্চ কাশ্চিদ্ রাবণযোষিতঃ।
মুখানি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃ পুনঃ ॥৫৭
অত্যর্থং সক্তমনসো রাবণেন তা বরস্ত্রিয়ঃ।
অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা ॥৫৮
বাহূনুপনিধায়ান্যাঃ পারিহার্য্যবিভূষিতান্।
অংশুকানি চ রম্যাণি প্রমদাস্তত্র শিশ্যিরে ॥৫৯
অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যাঃ কাচিৎ পুনর্ভুজম্।
অপরা ত্বঙ্কমন্যস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যপরা কুচৌ ॥৬০
ঊরুপার্শ্বকটীপৃষ্ঠমন্যোন্যস্য সমাশ্রিতাঃ।
পরস্পরনিবিষ্টাঙ্গ্যো মদস্নেহবশানুগাঃ ॥৬১
অন্যোন্যস্যাঙ্গসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণা সুমধ্যমাঃ।
একীকৃতভুজাঃ সর্বাঃ সুষুপুস্তত্র যোষিতঃ ॥৬২
অন্যোন্যভুজসূত্রেণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা।
মালেব গ্রথিতা সূত্রে শুশুভে মত্তষট্পদা ॥৬৩

লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ।
অন্যোন্যমালাগ্রথিতং সংশক্তকুসুমোচ্চয়ম্ ॥৬৪
প্রতিবেষ্টিতসুস্কন্ধমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্।
আসীদ্ বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ ॥৬৫
উচিতেষ্বপি সুব্যক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা।
বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাঙ্গাম্বরস্রজাম্ ॥৬৬
রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ।
জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তো নিমিষা ইব ॥৬৭
রাজর্ষি-বিপ্র-দৈত্যানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশঙ্গতাঃ ॥৬৮
যুদ্ধকামেন তাঃ সর্বা রাবণেন হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ ॥৬৯
ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদাঃ প্রসহ্য
বীর্য্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।

মুকুলিত কুমুদ, রতিভাব মকরাদি এবং তাহাদের সুকোমল অঙ্গে কাহারও কুচাগ্রে বিমর্দ্দজনিত রেখারাজি রঞ্জিত হইয়া শোভা ধারণ করিতেছিল। কাহারও মুখ-মারুতহিল্লোলে চঞ্চল বস্ত্রাঞ্চল বদনের উপরিভাগে বারম্বার কম্পিত হইতেছিল। মনে হয় যেন নানাবর্ণ রঞ্জিত সুবর্ণতন্তু বিনির্ম্মিত বস্ত্রাঞ্চলসকল বায়ুকম্পিত পতাকার ন্যায় বিরাজিত হইতেছিল। কোন কোন কান্তিযুক্তা রমণীর কুণ্ডল মুখনিঃসৃত বায়ু কর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া মন্দমন্দ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহাদের স্বভাবতঃ সুগন্ধি বদন সম্পৃক্ত মুখস্পর্শ নিঃশ্বাসমারুত আসব-গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎকালে রাবণের সেবা করিতেছিল। কোন কোন রাবণ-মহিলা মদবিহ্বলা হইয়া রাবণের মুখভ্রমে বারম্বার সপত্নীদিগের মুখ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেইসকল শ্রেষ্ঠললনার মন রাবণের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া সপত্নী কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইলেও বিরক্ত না হইয়া, রাবণের মুখভ্রমে তাহাদের মুখ আঘ্রাণকরতঃ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। কেহ কেহ বিচিত্র বস্ত্রসকল এবং বলয়-বিভূষিত ভুজদ্বয়কে উপাধান করিয়া কেহ বা কাহারও বক্ষের উপর, কেহ বা কাহারও স্তনমণ্ডলের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল।৫১-৬০

রমণীগণ এইরূপে মত্ততাবশতঃ স্নেহের বশীভূত হইয়া একে অপরের ঊরু, কটি, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশ আশ্রয়করতঃ পরস্পর অঙ্গ সন্নিবেশ পূর্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং এই ভাবে সমস্তে সুমধ্যমা রমণীগণ পরস্পর বাহুসংবাহন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। মত্তষট্পদসকল সুগ্রথিত পুষ্পমালায় যেমন শোভা পায়, সেই রমণীরূপ মালা একে অপরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেইরূপ শোভা সঞ্চার করিতেছে। রাবণের সেই রমণী-বন দেখিয়া, বোধ হইতেছে যেন চৈত্রমাসে (বসন্তকালে) বিকসিত লতাবন বায়ুর আন্দোলনে পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত পুষ্পস্তবক পরস্পরে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে।৬১-৬৪

রাবণের সেই মহিলাবন যেন কম্পিত কুসুম-সমাকীর্ণ সুশোভন সংযুক্ত ভ্রমরসমাকুল বনের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহাদের অলঙ্কার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্ব্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু ॥৭০
ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা
নাদক্ষিণা নানুপচারযুক্তা ।
ভার্য্যাভবত্তস্য ন হীনসত্ত্বা
ন চাপি কান্তস্য ন কামনীয়া ॥৭১
বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য
যদীদৃশী রাঘবধর্মপত্নী ।
ইমা মহারাক্ষসরাজভার্য্যাঃ
সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ ॥৭২
পুনশ্চ সোঽচিন্তয়দাত্তরূপো
ধ্রুবং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা ।
অথায়মস্যাং কৃতবান্ মহাত্মা
লঙ্কেশ্বরঃ কষ্টমনার্য্যকর্ম্ম ॥৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

স্বরসংযোগ ও মাল্যাদি যথাস্থানে সুস্পষ্ট বিন্যস্ত থাকিলেও (কোন্‌টি কাহার অলঙ্কার বা কোন্‌টি কাহার অঙ্গ) তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়াছিল। রাবণ সুখসুপ্ত হইলে প্রজ্বলিত কাঞ্চন দীপমালা সেই রুচির-প্রভা রমণীগণকে যেন নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতেছিল। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসকন্যাগণ তাহার কামবশবর্তিনী (পত্নী) হইয়াছিল। সেই সমস্ত প্রমদা যুদ্ধাভিলাষে রাবণ কর্তৃক হৃতা হইয়াছিল। কতকগুলি মদমত্তা মদন কর্তৃক মোহিতা হইয়াই তাহার নিকট সমাগতা হইয়াছিল। বীর্য্যবান্ রাবণ বলাৎকার করিয়া কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া তথায় আনেন নাই। কেহ রাবণের পরাক্রমে, কেহবা সৌন্দর্য্যাদিগুণে মুগ্ধা হইয়াছিল—যাহারা পূর্বেই পরপুরুষসমাসক্তা হইয়াছিল বা স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল—জনকাত্মজা সীতা ব্যতীত অন্য কোন রমণী (বস্তুতঃ) রাবণ কর্তৃক হৃতা হয় নাই। অকুলীনা, সৌন্দর্য্যহীনা, দয়াদাক্ষিণ্যবর্জিতা, অলঙ্কারাদি উপচাররহিতা, দুর্বলা, কান্তের (স্বামীর) কামনীয়া নহে, এরূপ ভার্য্যা তাঁহার ছিল না। হরীশ্বরের এই বুদ্ধি হইল যে, ইঁহারা মহারাক্ষসরাজের ভার্য্যা (উপভুক্তা সুসুপ্তা), এইরূপ যদি রাঘব-ধর্মপত্নী হইয়া থাকেন, তবে সাধুবুদ্ধি রাবণের ভালই হইবে। (যেহেতু আমার বানরের) মুখে এই সংবাদ পাইলে রাঘবশ্রেষ্ঠ আর যুদ্ধ করিবেন না। পুনরায় আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলেন—সীতা (পাতিব্রত্যাদি) গুণে নিশ্চয় বৈশিষ্ট্যশালিনী, মহাত্মা লঙ্কেশ্বর সেই সীতাতে কি ক্লেশদায়ক অনার্য্যকর্ম করিবেন ? ৬৫-৭৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত

দশমঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানস্থিতেন হনূমতা নানালঙ্কারৈর্বিবিধোপকরণৈশ্চ দীপ্তিমচ্ছয্যাশায়িতস্য বিবিধালঙ্কারালঙ্ক-তদেহস্য রাবণস্য দর্শনম্, আরান্মৃদঙ্গ-বীণাদিবাদ্যসমন্বিতানাং শৈলূষীণাং মধ্যে বিচিত্রশয্যায়াং শয়ানামত্যুজ্জ্বলাভরণশোভিতাং মন্দোদরীং সীতেতি মত্বা তস্যানন্দপ্রকাশশ্চ ।]

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্ ।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্ ॥১
দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ ॥২
তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমালোপশোভিতম্ ।
দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্ ॥৩
জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্ ।
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্ ॥৪
বালব্যজনহস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ ।
গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্ ॥৫
পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্ ।
দামভির্বরমাল্যানাং সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥৬
তস্মিন্ জীমূতসঙ্কাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্ ।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্ ॥৭
লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গং চন্দনেন সুগন্ধিনা ।
সন্ধ্যারক্তমিবাকাশে তোয়দং সতড়িদ্গুণম্ ॥৮
বৃতমাভরণৈর্দিব্যৈঃ সুরূপং কামরূপিণম্ ।
সবৃক্ষ-বন-গুল্মাঢ্যং প্রসুপ্তমিব মন্দরম্ ॥৯
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্ ।
প্রিয়ং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্ ॥১০
পীত্বাপ্যুপরতং চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ ।
ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাধিপম্ ॥১১
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ ।
আসাদ্য পরমোদ্বিগ্নঃ সোপাসর্পৎ সুভীতবৎ ॥১২

দশম সর্গ

[পুষ্পকবিমানস্থিত হনুমান্ কর্তৃক নানালঙ্কার ও বিবিধোপকরণে দীপ্তিমতী শয্যায় শায়িত, বিবিধ অলঙ্কারালঙ্কৃতদেহ রাবণের দর্শন এবং অদূরে মৃদঙ্গবীণাদি-বাদ্যসমন্বিতা শৈলূষীগণের মধ্যে বিচিত্র শয্যায় শয়ানা অত্যুজ্জ্বল আভরণশোভিতা মন্দোদরীকে সীতা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ।]

হনুমান্ তথায় (রাবণের শয়নগৃহে) দেখিতে দেখিতে স্বর্গস্থাপিতের ন্যায় স্ফটিক নির্মিত, রত্ন এবং বৈদূর্য্যাদিমণি বিভূষিত, (হস্তি-) দন্ত ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ মহামূল্য আস্তরণ (বিছানার চাদর) শোভিত, মহাধন শ্রেষ্ঠ আসন (তোষকাদি) সমন্বিত উত্তম শয়নপর্য্যঙ্ক দেখিতে পাইলেন ।১-২

তাহার একদেশে তারাধিপতির (চন্দ্রের) ন্যায় মনোহর মাল্যসুশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রও দেখিলেন। কনকময় কারুকার্য্যে রচিত, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অশোক (পুষ্প) মাল্যে সমাবৃত সিংহাসন দেখিলেন ।৩-৪

তাহার চতুর্দিক্ চামরহস্তা (কৃত্রিম) রমণীগণ কর্তৃক বীজ্যমানা, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট ধূপদ্বারা সুবাসিতা, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণা, মেষচর্ম্মদ্বারা (পার্শ্বদেশ) পরিবেষ্টিতা এবং চতুষ্পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ মাল্যদাম দ্বারা সুশোভিতা ।৫-৬

তাহার মধ্যে রক্তনেত্র, মহাবাহু, সুবর্ণ সূত্রনির্মিত, বস্ত্রপরিধানকারী, সুগন্ধি রক্তচন্দন দ্বারা অনুলিপ্তগাত্র, সন্ধ্যাকালীন গগনে বিদ্যুদ্গুণশোভিত, মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ দিব্যাভরণভূষিত, সুরূপ, কামচারী, বৃক্ষ, বন ও গুল্মাদি সমাবৃত, মন্দরাচলের সদৃশ, রজনীকালে মত্তমান ও ক্রীড়াদি হইতে বিরত, শ্রেষ্ঠালঙ্কার বিভূষিত, রাক্ষসকন্যা-গণের প্রিয়তম, রাক্ষসগণের আনন্দদায়ক, পানোপরত

অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাশ্রিতঃ।
ক্ষীবং রাক্ষসশার্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ ॥১৩
শুশুভে রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বপতঃ শয়নং শুভম্।
গন্ধহস্তিনি সম্বিষ্টে যথা প্রস্রবণং মহৎ ॥১৪
কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ ॥১৫
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরাপীড়নকৃতব্রণৌ।
বজ্রোল্লিখিতপীনাংসৌ বিষ্ণুচক্রপরিক্ষতৌ ॥১৬
পীনৌ সমসুজাতাংসৌ সঙ্গতৌ বলসংযুতৌ।
সুলক্ষণনখাঙ্গুষ্ঠৌ স্বঙ্গুলীয়কলক্ষিতৌ ॥১৭
সংহতৌ পরিঘাকারৌ বৃত্তৌ করিকরোপমৌ।
বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভ্রে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ॥১৮
শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা।
চন্দনেন পরার্ধ্যেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ ॥১৯
উত্তমস্ত্রীবিমৃদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ।
যক্ষ-পন্নগ-গন্ধর্ব-দেব-দানবরাবিণৌ ॥২০
দদর্শ স কপিস্তস্য বাহূ শয়নসংস্থিতৌ।
মন্দরস্যান্তরে সুপ্তৌ মহাহী রুষিতাবিব ॥২১
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥২২
চূত-পুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ।
মৃষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ ॥২৩
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্ ॥২৪
মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্ ॥২৫
রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা।
পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা ॥২৬

এবং সমুজ্জ্বল শয়নে প্রসুপ্ত মহাবীর রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সেই মহাকপি দেখিতে পাইলেন।৭-১১

অনন্তর বানরোত্তম রাবণকে হস্তীর ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ব্যক্তিসদৃশ ধীরে ধীরে তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অতঃপর সোপান-পঙ্‌ক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যস্থ বেদিকা আশ্রয়-পূর্বক রাক্ষসশার্দূলকে দেখিতে লাগিলেন। সুপ্ত রাক্ষসেন্দ্রের মনোহর শয্যা গন্ধহস্তী কর্ত্তৃক সমারূঢ় মহাপ্রস্রবণের ন্যায় সুশোভিত ছিল। তিনি দেখিলেন কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; যাহা যুদ্ধকালে ঐরাবতের দন্তাগ্রভাগ ক্ষতদ্বারা চিহ্নিত, বিষ্ণুচক্র-প্রহারে বিক্ষত, স্থূল, বলযুক্ত, পরিঘতুল্যাকৃতি, হস্তিশুণ্ড-সদৃশ বৃত্তানুপূর্ব্ব ও গোলাকার। উহার সন্ধিস্থল সুলগ্ন, নখ ও অঙ্গুষ্ঠ সুলক্ষণযুক্ত, অঙ্গুলীসকল সুদৃশ্য-সুপুষ্ট বর্ত্তুল, অংশদেশ সুগঠিত ও বজ্রপ্রহার চিহ্নিত; এই ভুজযুগল পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্র শয্যাতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।১২-১৮

শশকের রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ, সুগন্ধি, সুশীতল, উৎকৃষ্ট চন্দনে অনুলিপ্ত, অলঙ্কৃত, বরাঙ্গনা (আলিঙ্গনে) বিমর্দিত, উত্তম গন্ধদ্রব্য নিষেবিত, যক্ষ, পন্নগ, গন্ধর্ব, দেব ও দানবগণের ভয়াবহ এবং শয্যাতলে সংস্থিত তাঁহার সেই বাহুযুগল মন্দরপর্বতের মধ্যে প্রসুপ্ত মহাসর্পদ্বয়ের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।১৯-২১

পর্বতপ্রতিম রাক্ষসেশ্বর সেই পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত বাহুযুগল দ্বারা শিখরযুগলশোভিত মন্দরাচলের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।২২

উৎকৃষ্ট বকুল পুষ্পসংযুক্ত আম্র ও নাগকেশর পুষ্পের ন্যায় সুরভি, মধুর অন্নরসযুক্ত মদ্যপান গন্ধ সদৃশ তাঁহার নিশ্বাসবায়ু সেই গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াই যেন তাঁহার বিশাল আনন হইতে বিনিঃসৃত হইতেছিল।২৩-২৪

মণিমুক্তাবিচিত্রিত কাঞ্চন বিরাজিত স্খলিত মুকুটের দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল কুণ্ডলসমুজ্জ্বল, তাঁহার বিশাল, পীন ও আয়ত বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে লিপ্ত ও সুশোভন হারসমন্বিত, তিনি পাণ্ডুরবর্ণ মহামূল্য নব ক্ষৌমবসন এবং পীতবর্ণ বামস্কন্ধে নিপতিত উত্তরীয়যুক্ত ছিলেন। চক্ষুর্দ্বয়

পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্ ।
মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা ॥২৭
মাষরাশিপ্রতীকাশং নিঃশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ ।
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥২৮
চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈর্দীপৈর্দীপ্যমানং চতুর্দিশম্ ।
প্রকাশীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্গণৈরিব ॥২৯
পাদমূলগতাশ্চাপি দদর্শ সুমহাত্মনঃ ।
পত্নীঃ স প্রিয়ভার্য্যস্য তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥৩০
শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ ।
অম্লানমাল্যাভরণা দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৩১
নৃত্যবাদিত্রকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভুজাঙ্কগাঃ ।
বরাভরণধারিণ্যো নিষণ্ণা দদৃশে কপিঃ ॥৩২
বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্ ।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ ॥৩৩
তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ ।
বিররাজ বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব ॥৩৪
মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ ॥৩৫

লোহিতবর্ণ, পাপরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগকারী ও সুবিশাল গঙ্গাজলভ্যন্তরে প্রসুপ্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থিত। বিদ্যুন্মালা দ্বারা মেঘ যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, সেইরূপ চতুর্দিকে অবস্থিত চারিটি সুবর্ণ প্রদীপে প্রদীপিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ সমুদ্ভাসিত ছিল। বানর-যূথপতি সেই গৃহে প্রিয়তমাপ্রিয় মহাত্মা রাক্ষসরাজের পাদমূলে সমাগতা চন্দ্রসমুজ্জ্বলবদনা, উৎকৃষ্টকুণ্ডলভূষণা, প্রদীপ্ত মাল্যাভরণা, নৃত্য ও বাদ্যে কুশলা, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রাক্ষসরাজের বাহু ও ক্রোড়ে সন্নিবিষ্টা নিদ্রিতা পত্নীগণকে দেখিলেন। সেই রমণীগণের হীরক বৈদূর্য্যমণিখচিত স্বর্ণকুণ্ডল ও অঙ্গদ কর্ণপ্রান্তে বিন্যস্ত। তারাগণ বিরাজিত গগনমণ্ডলের ন্যায় রমণীয়-মনোজ্ঞ কুণ্ডলসমূহে শোভিত তাহাদের চন্দ্রের সদৃশ আনন দ্বারা সেই বিমান বিরাজমান ছিল।২৫-৩৪

অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী ।
বিন্যস্তশুভসর্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী ॥৩৬
কাচিৎ বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্প্রকাশতে ।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা ॥৩৭
অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা ।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা ॥৩৮
পটহং চারুসর্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী ।
চিরস্য রমণং লব্ধ্বা পরিষ্বজ্যেব কামিনী ॥৩৯
কাচিদ্ বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা ।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী ॥৪০
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী ।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী ॥৪১
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ ।
মৃদঙ্গং পরিবিদ্ধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা ॥৪২
ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষগেন কৃশোদরী ।
পণবেন মহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা ॥৪৩
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা ।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী ॥৪৪

রাক্ষসেন্দ্রের সেই ক্ষীণমধ্যা রমণীগণ মদ ও রতিজনিত ব্যায়ামে ক্লান্ত হইয়া সেই সেই স্থানেই নিদ্রিতা রহিয়াছে। কোন নৃত্যশালিনী, বরবর্ণিনী কোমল অঙ্গহারসংযুক্তা সেই ভাবেই মনোরম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যস্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা বীণা আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রিতা হওয়ায় মহানদীতে বিক্ষিপ্তা পোত (জলযান) সমাশ্রিতা কমলিনীর ন্যায় প্রকাশমানা রহিয়াছে। শ্যামলনয়না কোন ভামিনী ডমরু কক্ষে লইয়া প্রসুপ্তা থাকায় পুত্রবৎসলার শিশুপুত্রে ক্রোড়ে রাখিয়া নিদ্রিতার ন্যায় শোভমানা। দীর্ঘকালের পর প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইয়া কামিনী যেমন গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করে, সেইরূপ কোন সুস্তনী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী পটহ আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা রহিয়াছে। কামার্ত্তা কামিনী যেমন বাঞ্ছিত প্রিয়তমকে

কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা ॥৪৫
কলশীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী।
বসন্তে পুষ্পশবলা মালেব পরিমার্জিতা ॥৪৬
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলশোপমৌ।
উপগুহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা ॥৪৭
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণীং প্রসুপ্তা মদবিহ্বলা ॥৪৮
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব ॥৪৯
তাসামেকান্তবিন্যস্তে শয়ানাং শয়নে শুভে।
দদর্শ রূপসম্পন্নামথ তাং স কপিঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৫০
মুক্তামণিসমাযুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিভূষিতাম্।
বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্ ॥৫১
গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্।
কপের্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্ ॥৫২
স তাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্ভূষিতাং মারুতাত্মজঃ।
তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা ॥
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ননন্দ হরিযূথপঃ ॥৫৩
আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং
ননন্দ চিক্রীড় জগৌ জগাম।
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ
নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করে, সেইরূপ কোন কমললোচনা কামিনী বীণা আলিঙ্গন পূর্বক প্রসুপ্তা আছে। নিয়ত নৃত্যশালিনী কোন বামা বিপঞ্চী লইয়া নিদ্রাবশীভূত হওয়ায় স্বামীর সহিত ভামিনার ন্যায় শয়ানা। অন্য কোন মত্তনয়না সুবর্ণসদৃশ স্থূল সুকোমল মনোরম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা মৃদঙ্গ আকর্ষণ পূর্বক প্রসুপ্তা। অনিন্দ্য সুন্দরী কোন রমণী মদশ্রমকাতরা কৃশোদরী ভুজপাশের মধ্যে কক্ষগত পণবের (নামক বাদ্যযন্ত্রের) সহিত নিদ্রিতা। (পৃষ্ঠদেশে) ডিণ্ডিমসংলগ্না কোন রমণী ডিণ্ডিমকে (ক্রোড়দেশে) আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হওয়ায় পতি পার্শ্বে পুত্রক্রোড়ে শায়িতা কামিনীর ন্যায় মনে হইতেছে। পদ্মপলাশনয়না মদমত্তা কোন নারী আড়ম্বর (নামক বাদ্যযন্ত্র) কে ভুজদ্বারা সম্ভোগাবস্থার ন্যায় নিপীড়ন করিয়া প্রসুপ্তা। বসন্তকালে কুসুমসমূহে কর্বুরবর্ণা (জল) পরিমার্জিতা মালার ন্যায় কোন কামিনী কলসী আলিঙ্গন পূর্বক (জলসিক্তাবস্থায়) শয়ানা। কোন অবলা স্বর্ণকলসদ্বয়সদৃশ কুচযুগল দ্বারা সমাবৃত করিয়া নিদ্রাভিভূতা। কমলপত্রাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কোন কামিনী অন্য এক নিতম্বিনীকে আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রাবশীভূতা। কামিনীগণ যেমন কামুক (পুরুষকে) আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত থাকে, সেইরূপে এই বরবর্ণিনীগণ বিচিত্র (মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজাদি) বাদ্যযন্ত্র সকল আলিঙ্গন করিয়া (স্বীয়) কুচমণ্ডল নিপীড়ন পূর্বক প্রসুপ্তা।৩৫-৩৯

অনন্তর কপিবর তাহাদের শয্যার একপার্শ্বে বিন্যস্ত সুকোমল শয্যায় শয়ানারূপ সম্পন্না এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা এবং নিজের দেহলাবণ্যে যেন সেই উত্তমভবনটিকেও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কনকবর্ণতুল্যা গৌরাঙ্গী, অন্তঃপুরের অধীশ্বরীস্বরূপা চারুরূপিণী মন্দোদরীকে কপিবর তথায় দেখিতে পাইলেন। হরিযূথপতি মহাবাহু পবননন্দন সেই সর্বাভরণভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না রমণীশ্রেষ্ঠাকে তখন সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া স্তম্ভে আরোহণ করিয়াই ভূতলে পতন, পুনঃ স্তম্ভে গমন, পুচ্ছচুম্বন, ক্রীড়ন, আস্ফোটন, গান প্রভৃতি বানরস্বভাব প্রদর্শন পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৪০-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত

একাদশঃ সর্গঃ

[মন্দোদরীং প্রতি সীতাবুদ্ধিসম্ভবাদ্ যুক্ত্যা পর্য্যালোচ্য তস্মাচ্চ নিবর্ত্য হনুমতা পানভূমিস্থিতস্য রাবণস্য চতুর্দিক্ষু নানাবস্থাস্থিতানাং রমণীনাং নানাপানপাত্রাদীনাঞ্চ দর্শনম্, পরদারদর্শনজন্যপাপমাশঙ্ক্য জিতেন্দ্রিয়তয়া তৎসংসর্গং নিবার্য্য তত্র চ সীতামনবলোক্য পুনরন্বেষণোপক্রমশ্চ।]

অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ ॥১
ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী।
ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্ ॥২
নান্যং নরমুপস্থাতুং সুরাণামপি চেশ্বরম্।
ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্ বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি ॥৩
অন্যেয়মিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ।
পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ ॥৪
ক্রীড়িতেনাপরাঃ ক্লান্তা গীতেন চ তথাপরাঃ।
নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লান্তাঃ পানবিপ্রহতাস্তথা ॥৫
মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাসু চ সংস্থিতাঃ।
তথাস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬
অঙ্গনানাং সহস্রেণ ভূষিতেন বিভূষণৈঃ।
রূপসংলাপশীলেন যুক্তগীতার্থভাষিণা ॥৭
দেশ-কালাভিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধায়িনা।
রতাধিকেন সংযুক্তাং দদর্শ হরিযূথপঃ ॥৮
অন্যত্রাপি বরস্ত্রীণাং রূপসংলাপশায়িনাম্।
সহস্রং যুবতীনাং তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ ॥৯
দেশকালাভিযুক্তং তু যুক্তবাক্যাভিধায়ি তৎ।
রতাবিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ ॥১০
তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ ॥১১
স রাক্ষসেন্দ্রঃ শুশুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বয়ম্।
করেণুভির্যথারণ্যে পরিকীর্ণো মহাদ্বিপঃ ॥১২

একাদশ সর্গ

[মন্দোদরীর প্রতি সীতাবুদ্ধি হওয়ায় যুক্তির সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে নিবর্তন পূর্বক হনুমান্ কর্তৃক পানভূমিস্থিত রাবণের চতুর্দিকে নানাবস্থায় রমণীগণকে ও নানাবিধ পানপাত্রাদি অবলোকন এবং পরদারদর্শনজন্য পাপের আশঙ্কা করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বহেতু সেই সংসর্গ নিবারণপূর্বক সেই স্থানে সীতার সন্ধান না পাইয়া অন্যত্র অন্বেষণের জন্য উপক্রম।]

মহাকপি তখন সেই (বানরোচিত) বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক অধোদেশে অবস্থান করিয়া সীতার (অভিজ্ঞানাদি) সম্বন্ধে অন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী রামচন্দ্র বিযুক্তা হইয়া কখনও শয়ন, ভোজন ও পান করিতে অথবা অলঙ্কার পরিধান করিতে পারেন না। অন্য কোন ব্যক্তি এমনকি দেবতাগণের ঈশ্বরেরও তিনি সেবা করিতে পারেন না—যেহেতু স্বর্গেও রামচন্দ্রের তুল্য কোন ব্যক্তি নাই। "ইনি অন্য কোন রমণী হইবেন"—এইরূপ স্থির করিয়া সীতার দর্শনে সমুৎসুক হরিশ্রেষ্ঠ পুনরায় সেই পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১-৪

দেখিলেন,—কেহ ক্রীড়া করিয়া, কেহ সঙ্গীত করিয়া, কেহ বা নৃত্য করিয়া, সুরাপানে বিহ্বলা ও ক্লান্তা। কোন রমণী মুরজ, কেহ মৃদঙ্গ এবং কেহ চেলিকা আশ্রয় করিয়া শায়িতা, কেহ বা সুবিন্যস্ত আস্তরণে শায়িতা। উত্তম অলঙ্কারসমূহে সমলঙ্কৃতা সহস্র সহস্র রতিশ্রমকাতরা প্রমদা (নিদ্রিতাবস্থায় পরস্পরের) রূপলাবণ্য সংলপনে কেহ কেহ (পূর্বগীত) সঙ্গীতের যথার্থ প্রকাশনে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ রূপসংলাপকারিণী সহস্র সহস্র উত্তমা যুবতী নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। বানরযূথপতি দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত বাক্যকথনে ব্যাপৃতা রতিক্লান্তপ্রসুপ্তাদেরও দেখিতে পাইলেন।৫-১০

সর্ব্বকামৈরুপেতাঞ্চ পানভূমিং মহাত্মনঃ।
দদর্শ কপিশার্দূলস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥১৩
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ ॥১৪
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বপ্যভক্ষিতান্।
দদর্শ কপিশার্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা ॥১৫
বরাহ-বাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলাযুতান্।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত ॥১৬
কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগাঞ্ছশকানর্ধভক্ষিতান্।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেষাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্ ॥১৭
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
তথাম্ললবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ ॥১৮
মহানূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ।
পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥১৯
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্।
তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ ॥২০
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে।
বহু প্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ ॥২১
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্।
দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি ॥২২
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৩
সন্ততা শুশুভে ভূমির্মাল্যৈশ্চ বহুসংস্থিতৈঃ।
হিরণ্ময়ৈশ্চ কলসৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥২৪
জাম্বূনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা।
রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বূনদময়েষু চ ॥২৫
পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ সঃ ॥
সোঽপশ্যচ্ছাতকুম্ভানি সীধোর্মণিময়ানি চ ॥২৬

সুবৃহৎ গোষ্ঠে মুখ্য মুখ্য গো-সমূহের মধ্যে বৃষভের ন্যায় মহাবল রাক্ষসেশ্বর সেই রমণীগণের মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন।১১

অরণ্যে করেণু (হস্তিনী)-গণে পরিবেষ্টিত মহাগজের ন্যায় সেই রাক্ষসেন্দ্র সেই ললনাকুল পরিবৃত হইয়া শোভিত হইয়াছিলেন।১২

কপিশার্দ্দূল সেই মহাত্মা রাক্ষসরাজের গৃহে কামনার সর্ববিধ ভোজ্যবস্তু সমন্বিত পানশালা দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন,—সেই পানভূমির কোন কোন অংশে মহিষ ও বরাহমাংস ভাগক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে।১৩-১৪

কোথাও স্বর্ণনির্মিত বিশালপাত্রে ভক্ষিত (ভুক্তাবশিষ্ট) ময়ূর ও কুক্কুটমাংস রহিয়াছে। হনুমান্ কোথাও দধি ও লবণ মাখান বরাহ, বার্ধীনস (কৃষ্ণগ্রীব, রক্তশীর্ষ, শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষ), শজারু, মৃগ ও ময়ূর মাংস দেখিলেন। কোথাও অর্ধভক্ষিত কৃকল, বিবিধ ছাগ, শশকমাংস কোথাও পরিপক্ক মহিষ, শজারু ও ছাগমাংস এবং নানাবিধ লেহ্য, ভালমন্দ পেয় ও ভোজ্য দ্রব্য, অম্ল এবং লবণ প্রধান রসদ্বারা জিহ্বার জড়তা নিবারক বিবিধ শর্করাদি মিশ্রিত তরল এবং গাঢ় দ্রাক্ষা, কুঙ্কুমও দাড়িম্বের রসের সহিত নানাপ্রকার উচ্চাবচ রাগ, খাণ্ডব (ক) প্রভৃতি লেহ্য, পেয় ও ভোজ্য দর্শন করিলেন। স্খলিত মহামূল্য হার নূপুর ও কেয়ূর এবং পান ও ভোজনে নিপতিত বিবিধ ফলদ্বারা পানভূমি যেন পুষ্পোপহার প্রাপ্ত হইয়া শোভা বর্ধন করিতেছিল। সেই সেই স্থানে সুনির্মিত (রত্নাদিনির্মিত পর্য্যঙ্কস্থ) শয্যা আসনসমূহে সুবিন্যস্ত থাকায় পানভূমি (মদ্যপানগৃহ) যেন বহ্নিব্যতীত ও জাজ্বল্যমান দেখাইতেছিল।১৫-২০

বহুপ্রকার বিবিধ রসসংস্কারে সংস্কৃত নিপুণ পাচক কর্তৃক পক্ক পানভূমিগত পৃথক্ পৃথক্ মাংসের সহিত বিবিধ সুনির্মল দিব্য সুরা (অমৃতমন্থনোত্থিত অকৃত্রিম সুরা) এবং নানা গন্ধদ্রব্যের চূর্ণমিশ্রিত (শৌণ্ডিক) কৃত সুরা,

---

(ক) সিতামধ্বাদিমধুরো দ্রাক্ষাদাড়িমজো রসঃ।
বিরলশ্চেৎ কৃতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ খাণ্ডবঃ স্মৃতঃ ॥
—ইতি টীকাকৃতঃ।

তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।
ক্বচিদর্ধবিশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ ॥২৭
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ।
ক্বচিদ্ভক্ষাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানানি ভাগশঃ ॥২৮
ক্বচিদর্ধবিশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ।
শয়নান্যত্র নারীণাং শূন্যানি বহুধা পুনঃ।
পরস্পরং সমাশ্লিষ্য কাশ্চিৎ সুপ্তা বরাঙ্গনাঃ ॥২৯
কাচিচ্চ বস্ত্রমন্যস্যা অপহৃত্যোপগুহ্য চ।
উপগম্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা ॥৩০
তাসামুচ্ছ্বাসবাতেন বস্ত্রং মাল্যঞ্চ গাত্রজম্।
নাত্যর্থং স্পন্দতে চিত্রং প্রাপ্য মন্দমিবানিলম্ ॥৩১
চন্দনস্য চ শীতস্য সীধোর্মধুরসস্য চ।
বিবিধস্য চ মাল্যস্য পুষ্পস্য বিবিধস্য চ ॥৩২
বহুধা মারুতস্তস্য গন্ধং বিবিধমুদ্বহন্।
স্নানানাং চন্দনানাঞ্চ ধূপানাং চৈব মূর্চ্ছিতঃ ॥৩৩
প্রববৌ সুরভির্গন্ধো বিমানে পুষ্পকে তদা।
শ্যামাবদাতাস্তত্রান্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাঙ্গনাঃ ॥৩৪
কাশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাঙ্গ্যঃ প্রমদা রাক্ষসালয়ে।
তাসাং নিদ্রাবশত্বাচ্চ মদনেন বিমূর্চ্ছিতম্ ॥৩৫
পদ্মিনীনাং প্রসুপ্তানাং রূপমাসীদ্ যথৈব হি।
এবং সর্বমশেষেণ রাবণান্তঃপুরং কপিঃ ॥
দদর্শ স মহাতেজা ন দদর্শ চ জানকীম্ ॥৩৬
নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ।
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ ॥৩৭
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি ॥৩৮

(১) শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব এবং ফলাসব সকল ভূমিতে স্থানে স্থানে সজ্জিত ছিল। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানাপুষ্পে গ্রথিত প্রচুরতর মনোহর মাল্য, হিরণ্ময়কলস, স্ফটিক নির্মিত পানপাত্র এবং সুবর্ণময় করক (দ্বিমুখ পানপাত্র বিশেষ) প্রভৃতিতে ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছিল। রজত ও স্বর্ণনির্মিত কুম্ভসমূহে উৎকৃষ্ট পেয় সঞ্চিত ছিল। মহাকপি সুবর্ণময় ও মণিময় পাত্রসমূহে স্থানে স্থানে মদ্য পূর্ণ আছে দেখিলেন। কোনস্থানের পাত্রে সুরা অর্ধপীত, কোথায়ও সম্পূর্ণ পীত, কোথাও বা কিছুই পীত হয় নাই দেখিতে পাইলেন। কোনও স্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় সুরা পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগ করিয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোনও স্থলে অর্ধাবশিষ্ট, কোথাও সম্পূর্ণ পীত এবং কোথাও বা অপীতপান ও ভোজনপাত্রসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। হনুমান্ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সকল দর্শনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন,—কোন কোন উত্তমাঙ্গনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শায়িতা থাকায় বহু শয্যা শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কোন অবলা নিদ্রাবেশে অপর কামিনীর শয্যায় গমন করিয়া তাহার বস্ত্র অপহরণ পূর্বক তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া শায়িতা রহিয়াছে। প্রমদাগণের গাত্রলগ্ন বিচিত্র বসন ও মাল্য যেরূপ মন্দ মন্দ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদের নিশ্বাস বায়ুতেও (সেই সব বস্ত্রাদি) আন্দোলিত হইতেছিল। শীতল চন্দন, মদ্য, মধুররস, বিবিধমাল্য ও পুষ্প এবং স্নানযোগ্য চন্দনের, ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের বিচিত্র গন্ধ বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।২১-৩৩

তদানীং পুষ্পকবিমানে সুরভি গন্ধ প্রবাহিত হইতেছিল। সেই রাক্ষসালয়ে কতগুলি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা এবং কতকগুলি কাঞ্চনবর্ণসমৃদ্ধা প্রমদার নিদ্রাবশতঃ রতিক্রীড়া বিমূর্চ্ছিত রূপসৌন্দর্য্য প্রসুপ্ত পদ্মিনীর তুল্য হইয়াছিল।৩৪-৩৫

মহাতেজস্বী মহাকপি এইপ্রকারে বিশেষভাবে (সমুহকক্ষে) রাবণের অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ করিলেন কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কপিবর সেই

(১) পানকং দ্রাক্ষমাধুকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মধূত্থং শীধুমাধ্বীকং মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥
—ইতি গোঃ টীকা।

ন হি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্তিনী ।
অয়ং চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ ॥৩৯।
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্য্যনিশ্চয়দর্শিনী ॥৪০
কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ ।
ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে ॥৪১
মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তনে ।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্ ॥৪২
নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্ ।
স্ত্রিয়ো হি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে ॥৪৩
যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎ পরিমার্গ্যতে ।
ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতুম্ ॥৪৪
তদিদং মার্গিতং তাবচ্ছুদ্ধেন মনসা ময়া ।
রাবণান্তঃপুরং সর্ব্বং দৃশ্যতে ন চ জানকী ॥৪৫
দেব-গন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
অবেক্ষমাণো হনুমান্নৈবাপশ্যত জানকীম্ ॥৪৬
তামপশ্যন্ কপিস্তত্র পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ।
অপক্রম্য তদা বীরঃ প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥৪৭
স ভূয়ঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্যত্নমাশ্রিতঃ ।
আপানভূমিমুৎসৃজ্য তাং বিচেতুং প্রচক্রমে ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

(বিবস্ত্রা পর) স্ত্রীগণকে দেখিতে দেখিতে ধর্ম (লোপ) ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। এই প্রসুপ্ত পরদারগণের অন্তঃপুরদর্শন নিশ্চয়ই আমার ধর্মকে অত্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিবে ; যেহেতু পর রমণীর প্রতি আমার দৃষ্টি কদাপি নিপতিত হয় নাই এবং এই পরদারাপহরণকারী রাবণও আমার দৃষ্টিতে পতিত হইল। স্থিরভাবে একান্তচিত্তে কার্য্যের সাধনসম্পাদিনী অন্যপ্রকার চিন্তা সেই মনস্বীর চিত্তে পুনরায় আবির্ভূত হইল। বিশ্বস্তভাবে শায়িতা রাবণরমণীগণকে যথেচ্ছ-ভাবে অবলোকন করিলাম কিন্তু তাহাতে আমার চিত্তের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য উৎপাদিত হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়গণের শুভ বা অশুভ অবস্থায় প্রবর্তন করার কারণ, সেই মন আমার সুব্যবস্থিত (বশীভূত) (সুতরাং আমার পাপাশঙ্কা নিরর্থক)। বৈদিহীকে আমি আর অন্যস্থানে অনুসন্ধান করিতে পারিনা, যেহেতু স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে হইলে স্ত্রীগণের মধ্যেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব। যে প্রাণীর যাহারা সমান জাতি, সেই জাতির মধ্যে তাহার অন্বেষণ বিধেয়—মৃগীসমূহমধ্যে অনুদ্দিষ্টা অঙ্গনার অন্বেষণ কর্ত্তব্য নহে। অমি বিশুদ্ধান্তঃকরণে রাবণের সমগ্র অন্তঃপুর বিশেষভাবে অন্বেষণ করিলাম কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।৩৭-৪৬

বীর্য্যবান্ হনুমান্ দেব, গন্ধর্ব ও নাগকন্যাগণের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কেবল অন্য প্রধানা স্ত্রীগণকে দেখিলেন। তখন তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ পবননন্দন সেই পানভূমি পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।৪৭-৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[চিত্রগৃহ-নিকুঞ্জাদিনানাস্থানেষু সীতামন্বিষ্য তাঞ্চানবলোক্য 'রাবণেন সীতা নিহতে'তি সম্ভাবনম্, অকৃতকার্য্যতয়া স্বীয়যত্নবৈফল্যাদ্ রাজ্ঞঃ সুগ্রীবস্য দর্শনং বিপত্তিকারণং মত্বা হনুমতো বিষাদঃ, অনির্বেদঃ ফলজনক ইতি সঞ্চিন্ত্য পুনঃ সীতায়া অন্বেষণারম্ভঃ, অন্বেষ্টব্যস্থানেষু সীতামপ্রাপ্য পুনঃ শোকলাভশ্চ ।]

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্নিশাগৃহান্ ।
জগাম সীতাং প্রতিদর্শনোৎসুকো
ন চৈব তাং পশ্যতি চারুদর্শনাম্ ॥১

স চিন্তয়ামাস ততো মহাকপিঃ
প্রিয়ামপশ্যন্ রঘুনন্দনস্য তাম্ ।
ধ্রুবং ন সীতা ধ্রিয়তে যথা ন মে
বিচিন্বতো দর্শনমেতি মৈথিলী ॥২

সা রাক্ষসানাং প্রবরেণ জানকী
স্বশীলসংরক্ষণতৎপরা সতী ।
অনেন নূনং প্রতিদুষ্টকর্মণা
হতা ভবেদার্য্যপথে পরে স্থিতা ॥৩

বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চসো
মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ ।
সমীক্ষ্য তা রাক্ষসরাজযোষিতো
ভয়াদ্ বিনষ্টা জনকেশ্বরাত্মজা ॥৪

সীতামদৃষ্ট্বা হ্যনবাপ্য পৌরুষং
বিহৃত্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্ ।
ন মেঽস্তি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ
সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ ॥৫

দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্ব্বং দৃষ্টা রাবণযোষিতঃ ।
ন সীতা দৃশ্যতে সাধ্বী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ ॥৬

কিন্নু মাং বানরাঃ সর্ব্বে গতং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ ।
গত্বা তত্র ত্বয়া বীর কিং কৃতং তদ্‌বদস্ব নঃ ॥৭

অদৃষ্ট্বা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকাত্মজাম্ ।
ধ্রুবং প্রায়মুপাসিষ্যে কালস্য ব্যতিবর্ত্তনে ॥৮

কিং বা বক্ষ্যতি বৃদ্ধশ্চ জাম্ববানঙ্গদশ্চ সঃ ।
গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ ॥৯

দ্বাদশ সর্গ

[চিত্রগৃহ নিকুঞ্জাদি নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও সীতার দর্শন না পাওয়ায় রাবণ কর্ত্তৃক সীতার বিনাশ সম্ভাবনা, অকৃতকার্য্যতাহেতু স্বীয় যত্নের বৈফল্য-জন্য রাজা সুগ্রীব দর্শনে স্বীয় বিপদ্‌মনে করিয়া হনুমানের বিষাদ লাভ। অনির্বেদই ফলজনক মনে করিয়া পুনরায় সীতার অন্বেষণ আরম্ভ এবং অন্বেষ্টব্য স্থানগুলিতে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় শোকলাভ।]

সেই রাবণভবনে অবস্থান পূর্ব্বক সীতা দর্শনে সমুৎসুক কপিবর লতাগৃহ (লতাচ্ছাদিত), চিত্র (বহুচিত্র বিশিষ্ট) গৃহে এবং নিশা (রাত্রিবাস) গৃহগুলিতে বিচরণ করিলেন কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর মহাকপি রঘুনন্দনের প্রিয়াকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অনুসন্ধান করিয়াও যখন মৈথিলীর দর্শন পাইলাম না, তখন মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই জীবিতা নাই। (অথবা) স্বীয় পাতিব্রত্য মর্য্যাদারক্ষণে আগ্রহশীলা এবং ন্যায্য পথে অবস্থিতা সেই বালিকা নিশ্চয়ই অতিক্রূরকর্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক নিহতা হইয়া থাকিবেন। (অথবা) বিকৃতরূপা বিকৃতা, তেজোহীনা, বিশালবদনা, দীর্ঘবীভৎসাকৃতি সেই রাক্ষসরাজের রমণীগণকে দেখিয়া জনকরাজনন্দিনী

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্ ।
ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ ॥১০
অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম যচ্চ করোতি সঃ ॥১১
তস্মাদনির্বেদকরং যত্নং চেষ্টেঽহমুত্তমম্ ।
অদৃষ্টাংশ্চ বিচেষ্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্ ॥১২
আপানশালা বিচিতাস্তথা পুষ্পগৃহাণি চ ।
চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ ॥১৩
নিষ্কুটান্তররথ্যাশ্চ বিমানানি চ সর্বশঃ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽপি বিচেতুমুপচক্রমে ॥১৪
ভূমীগৃহাংশ্চৈত্যগৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি ।
উৎপতন্নিপতংশ্চাপি তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ পুনঃ ক্বচিৎ ॥১৫

অপবৃণ্বংশ্চ দ্বারাণি কপাটান্যবঘট্টয়ন্ ।
প্রবিশন্নিষ্পতংশ্চাপি প্রপতন্নুৎপতন্নিব ॥১৬
সর্বমপ্যবকাশং স বিচচার মহাকপিঃ ।
চতুরঙ্গুলমাত্রোঽপি নাবকাশঃ স বিদ্যতে ॥
রাবণান্তঃপুরে তস্মিন্ যং কপির্ন জগাম সঃ ॥১৭
প্রাকারান্তরবীথ্যশ্চ বেদিকাশ্চৈত্যসংশ্রয়াঃ ।
শ্বভ্রাশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ সর্বং তেনাবলোকিতম্ ॥১৮
রাক্ষস্যো বিবিধাকারা বিরূপা বিকৃতাস্তথা ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥১৯
রূপেণাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাধরস্ত্রিয়ঃ ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু রাঘবনন্দিনী ॥২০

ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। বানরগণের সহিত চিরকাল থাকিয়া সীতাকে না দেখিয়া (সমুদ্রলঙ্ঘনাদি) পুরুষার্থপ্রাপ্ত না হইয়া সুগ্রীবের সমীপে যাওয়ার পন্থা নাই, যেহেতু বলবান্ বানররাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদণ্ড প্রদান করিবেন। অন্তঃপুরের সর্বত্র (প্রতিপ্রকোষ্ঠে) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল রাক্ষসরমণীই দেখিলাম কিন্তু সাধ্বী সীতা নয়নপথে পতিতা হইলেন না; আমার শ্রম বৃথা হইল। আমি সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে সম্মিলিত সহচর বানরগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবে—হে বীর! তুমি তথায় গিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ তাহা আমাদিগকে বল। সেই জনকাত্মজাকে না দেখিয়া আমি তাহাদের নিকট কি প্রত্যুত্তর দিব?" সুগ্রীবের কল্পিত কালের প্রায়শঃ অতিক্রম হওয়ায় নিশ্চয়ই আমি প্রায়োবেশন করিব। সমুদ্রের পরপারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বৃদ্ধ জাম্ববান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরগণই বা কি বলিবেন? অনির্বেদই (উৎসাহই) উন্নতির মূল—উৎসাহই পরম সুখের নিদান, অতএব যে স্থানে অন্বেষণ করি নাই, সেই সেই স্থানে পুনরায় অন্বেষণ করিব। উৎসাহই মানুষকে সতত সকল কার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে। উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া মানুষ যে কাজ করে, তাহা সফল হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল স্থান আমি দেখি নাই, উৎসাহ ও যত্নসহকারে রাবণরক্ষিত সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিব।১-১২

সমস্ত (মদ্য) পানশালা, পুষ্প (নির্মিত) গৃহ, চিত্রশালা ও ক্রীড়াগৃহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াছি। গৃহ ও উপবনের মধ্যবর্তী বীথী এবং সমস্ত বিমান ও অন্বেষণ করা হইয়াছে—এইরূপে চিন্তা করিয়া হনুমান্ পুনরায় দেবতায়তনভূমির নিম্নবর্তী গৃহ, চৈত্যগৃহ, গৃহের উপরিস্থিত গৃহসকল অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলেন। কোথাও উৎপতন, কোথাও নিপতন, কোথাও ক্ষণমাত্র অবস্থান, কোথাও পুনঃ পুনঃ গমন, কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন, কোথাও কপাটসম্বরণ, কোথাও গৃহপ্রবেশ, কোথাও গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক উন্নতস্থানে আরোহণ এবং কোথাও নিম্নদেশে অবতরণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাবণের অন্তঃপুর এরূপ অনুসন্ধান করিলেন যে, কোথাও চতুরঙ্গুলি পরিমিত স্থানও তাঁহার গমনের বাকি রহিল না।১-১৭

প্রাচীরের অন্তর্বর্তী মন্ত্রী ও কুমারগণের সমুদয় গৃহ, বেদিসকল, চৈত্যবৃক্ষ, গহ্বর ও পুষ্করিণী প্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া কেবল বিকৃতবেশা বিরূপা

নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥২১

প্রমথ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ নাগকন্যা বলাদ্ধৃতাঃ ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন সা জনকনন্দিনী ॥২২

সোঽপশ্যংস্তাং মহাবাহুঃ পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ।
বিষসাদ মহাবাহুর্হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৩

উদ্যোগং বানরেন্দ্রাণাং প্লবনং সাগরস্য চ ।
বর্থ্যং বীক্ষ্যানিলসুতশ্চিন্তাং পুনরুপাগতঃ ॥২৪

অবতীর্য্য বিমানাচ্চ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।
চিন্তামুপজগামাথ শোকোপহতচেতনঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

বিবিধাকারা রাক্ষসীই দেখিতে পাইলেন। কিন্তু জনক-দুহিতাকে দেখিতে পাইলেন না। অপ্রতিমরূপলাবণ্যবতী প্রধানা বিদ্যাধরপত্নীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, সেখানেও রাঘবানন্দদায়িনী সীতার দর্শন পাইলেন না।১৮-২০

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞবদনা রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও বলপূর্বক আনীতা বরারোহা নাগকন্যাদিগকে দেখিলেন, সে স্থানেও সেই জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলেন না। মহাবাহু পবনপুত্র হনুমান্ অন্যান্য মুখ্যা প্রমদাগণের মধ্যেও অন্বেষণ পূর্বক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। শ্রেষ্ঠ বানরগণের উদ্যোগ ও স্বীয় সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থ হইতেছে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পবনকুমার হনুমান্ শোকে অভিভূত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন।২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানান্নির্গমনানন্তরং তড়িদ্‌গত্যা সর্বত্র সীতায়া অন্বেষণম্, তামসমীক্ষ্য তদ্‌বিনাশসম্ভাবনা, সীতামনবলোক্য রামসমীপে গমনপূর্বকং তদ্‌বিষয়নিবেদনানিবেদনরূপবিশেষদোষং চিন্তয়িত্বা হনুমতঃ কিষ্কিন্ধায়াং প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছাত্যাগঃ, প্রয়োপবেশনাদিনা প্রাণবিনাশাশয়ঃ, রাবণ-বধপ্রভৃতিবিষয়াংশ্চিন্তয়তো হনুমতঃ অশোকবনদর্শনম্, তত্র অন্বেষ্টব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য দেবতানামৃষীণাং ব্রহ্মণশ্চ সমীপে প্রার্থনাপূর্বকমন্বেষণেচ্ছা চ।]

বিমানাত্তু স সংক্রম্য প্রাকারং হরিযূথপঃ।
হনুমান্ বেগবানাসীদ্ যথা বিদ্যুদ্‌ঘনান্তরে ॥১
সম্পরিক্রম্য হনুমান্ রাবণস্য নিবেশনান্।
অদৃষ্ট্বা জানকীং সীতামব্রবীদ্ বচনং কপিঃ ॥২
ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লঙ্কা রামস্য চরতা প্রিয়ম্।
ন হি পশ্যামি বৈদেহীং সীতাং সর্বাঙ্গশোভনাম্ ॥৩
পল্বলানি তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা।
নদ্যোঽনুপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ ॥৪
লোলিতা বসুধা সর্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্।
ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে ॥
আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন ন চ সা দৃশ্যতে ন কিম্ ॥৫
কিং তু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাত্মজা।
উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হৃতা বলাৎ ॥৬
ক্ষিপ্রমুৎপততো মন্যে সীতামাদায় রক্ষসঃ।
বিভ্যতো রামবাণানামন্তরা পতিতা ভবেৎ ॥৭
অথবা হ্রিয়মাণায়াঃ পথি সিদ্ধনিষেবিতে।
মন্যে পতিতমার্য্যায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্ ॥৮
রাবণস্যোরুবেগেন ভুজাভ্যাং পীড়িতেন চ।
তয়া মন্যে বিশালাক্ষ্যা ত্যক্তং জীবিতমার্য্যয়া ॥৯
উপর্য্যুপরি সা নূনং সাগরং ক্রমতস্তদা।
বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাত্মজা ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[পুষ্পক বিমান হইতে নির্গমনের পর বিদ্যুৎবেগে হনুমানের সর্বত্র সীতার অন্বেষণ, তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তদ্‌বিনাশসম্ভাবনা। সীতার দর্শন না পাইয়া রামের নিকট গমন করত তাহা জ্ঞাপন করা বা না করার বিশেষ দোষ চিন্তা, কিষ্কিন্ধ্যা ফিরিয়া যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ, প্রায়োপবেশনাদির দ্বারা প্রাণত্যাগ বাসনা, রাবণ বধ প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে এক অশোকবন দর্শন এবং তন্মধ্যে অন্বেষণ করা হয় নাই ভাবিয়া দেবতা ঋষি ব্রহ্মাদির প্রার্থনা পূর্বক তথায় অন্বেষণের ইচ্ছা।]

বেগবান্ হরিযূথপতি হনুমান্ বিমান হইতে অবতরণ পূর্বক মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া প্রাচীর পর্য্যবেক্ষন করিলেন। রাবণের সমস্ত গৃহ পরিক্রমা করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় হনুমান্ (বিলাপের ন্যায়) বলিতে লাগিলেন—"হায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমগ্র লঙ্কা বসুধা নিরন্তর পর্য্যটন করিলাম, তথাপি সর্বাঙ্গশোভনা সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতার দর্শন পাইলাম না। পল্বল (অল্পজলাভূমি), তড়াগ, সরোবর, হ্রদ, জলসমীপে কাননবেষ্টিতা নদী, দুর্গম পর্বত এবং সমগ্র বসুধা অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইতেছি না। বিহঙ্গরাজ সম্পাতি রাবণের এই ভবনে সীতা আছেন বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি কেন নয়নগোচর হইতেছেন না। ১-৫

রাবণকর্তৃক বলপূর্বক হৃতা সীতা বিদেহরাজপুত্রী মৈথিলী জনকাত্মজা তবে কি ভয়বিবশা হইয়া তাহার সেবা করিতেছেন? মনে হয়, রাক্ষসরাজ সীতাকে লইয়া দ্রুতগতিতে আকাশপথে আসার সময় রামচন্দ্রের বাণপ্রভাব স্মরণ করিয়া অবশ হইলে তাহার হস্ত হইতে তিনি (ভূতলে) পতিত হইয়া থাকিবেন। অথবা মনে হয় সিদ্ধচারণসেবিত (গগন) পথে হরণ করিয়া আসার সময় (ভয়ঙ্কর) সাগর দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে। অথবা সেই বিশালনয়না

আহো ক্ষুদ্রেণ চানেন রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ।
অবন্ধুর্ভক্ষিতা সীতা রাবণেন তপস্বিনী ॥১১
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা।
অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্ষিতা সা ভবিষ্যতি ॥১২
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
রামস্য ধ্যায়তী বক্ত্রং পঞ্চত্বং কৃপণা গতা ॥১৩
হা রাম লক্ষ্মণেত্যেবং হাযোধ্যে চেতি মৈথিলী।
বিলপ্য বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি ॥১৪
অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে।
ভৃশং লালপ্যতে বালা পঞ্জরস্থেব সারিকা ॥১৫
জনকস্য কুলে জাতা রামপত্নী সুমধ্যমা।
কথমুৎপলপত্রাক্ষি রাবণস্য বশং ব্রজেৎ ॥১৬
বিনষ্টা বা প্রণষ্টা বা মৃতা বা জনকাত্মজা।
রামস্য প্রিয়ভার্য্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্ ॥১৭
নিবেদ্যমানে দোষঃ স্যাদ্দোষঃ স্যাদনিবেদনে।
কথং নু খলু কর্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে ॥১৮

অস্মিন্নেবং গতে কার্য্যে প্রাপ্তকালং ক্ষমঞ্চ কিম্।
ভবেদিতি মতিং ভূয়ো হনুমান্ প্রবিচারয়ন্ ॥১৯
যদি সীতামদৃষ্ট্বাহহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ।
গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি ॥২০
মমেদং লঙ্ঘনং ব্যর্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি।
প্রবেশশ্চৈব লঙ্কায়াং রাক্ষসানাঞ্চ দর্শনম্ ॥২১
কিং বা বক্ষ্যতি সুগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ।
কিষ্কিন্ধামনুসম্প্রাপ্তং তৌ বা দশরথাত্মজৌ ॥২২
গত্বা তু যদি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি পরুষং বচঃ।
ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৩
পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্।
সীতানিমিত্তং দুর্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি ॥২৪
তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বগতমানসম্।
ভৃশানুরক্তমেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষ্মণঃ ॥২৫
বিনষ্টৌ ভ্রাতরৌ শ্রুত্বা ভরতোঽপি মরিষ্যতি।
ভরতঞ্চ মৃতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি ॥২৬

রাবণের প্রচণ্ডবেগ ও ভুজযুগ দ্বারা নিপীড়িতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অথবা অত্যুচ্চ স্থান দিয়া রাবণ সমুদ্র অতিক্রম করিতে থাকিলে ভয়বিবশা সীতা সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকিবেন।৬-১০

অথবা হায়! স্বীয় পাতিব্রত্য স্বভাব রক্ষা করিতে গিয়া স্বজনবিরহিণী (একাকিনী) দুঃখভাগিনী সীতা ক্ষুদ্রচেতা এই রাবণ কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন। অথবা অদুষ্টা অসিতনয়না সেই বৈদেহী রাক্ষসরাজের দুষ্টাভিপ্রায়া পত্নীগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন। অথবা পদ্মপলাশলোচন ও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল ধ্যান করিতে করিতে দুঃখিনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই প্রকার বিলাপ করিতে রামভামিনী বিদেহ-রাজনন্দিনী দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অথবা মনে হয় পিঞ্জরবদ্ধা সারিকার ন্যায় রাবণগৃহে অবরুদ্ধা হইয়া নিরন্তর বিলাপ করিতেছেন। উৎপলদলনয়না, ক্ষীণমধ্যা সীতা জনকবংশজাতা ও রামের ধর্মপত্নী হইয়া কেনই বা তিনি রাবণের বশীভূতা হইবেন? ১১-১৬

জনকাত্মজা বিনষ্টা (বিশেষতঃ চরিত্রনষ্টা,) প্রণষ্টা (দর্শনগোচর অপ্রাপ্তা) অথবা মৃতা এইরূপ কোনই (কথাই) প্রিয়ভার্য্য (যাহার ভার্য্যা অত্যন্ত প্রিয়) রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করা আমার সঙ্গত হইবে না। নিবেদন (তাঁহার বৃত্তান্ত না জানিয়া কোন সংবাদ জ্ঞাপন) করিলেও দোষ, নিবেদন না করিলেও (তাহা হইলে অন্বেষণ যথারীতি করা হয় নাই মনে করিলে) দোষ—এই নিয়ম (উভয় সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য) নির্ধারণ দুঃসাধ্য হইয়াছে। এইভাবে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হনুমান্ কার্য্যের এই বিষমদশাতে উচিতসময়ে কি অনুষ্ঠেয়, তাহা পুনরায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সীতাকে না দেখিয়া যদি আমি বানররাজ সুগ্রীবের

পুত্রাম্মৃতান্ সমীক্ষ্যাথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়ঃ ॥২৭
কৃতজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
রামং তথাগতং দৃষ্ট্বা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৮
দুর্মনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী।
পীড়িতা ভর্তৃশোকেন রুমা ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥২৯
বালিজেন তু দুঃখেন পীড়িতা শোককর্শিতা।
পঞ্চত্বমাগতা রাজ্ঞী তারাঽপি ন ভবিষ্যতি ॥৩০
মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সুগ্রীবব্যসনেন চ।
কুমারোঽপ্যঙ্গদস্তস্মাদ্ বিজহিষ্যতি জীবিতম্ ॥৩১

ভর্তৃজেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ।
শিরাংস্যভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ ॥৩২
সান্ত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা।
লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি বানরাঃ ॥৩৩
ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ।
ক্রীড়ামনুভবিষ্যন্তি সমেত্য কপিকুঞ্জরাঃ ॥৩৪
সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীড়িতাঃ।
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ ॥৩৫
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ ॥৩৬

পুরীতে উপস্থিত হই, তাহা হইলে আমার কি পুরুষকারই বা হইল। আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ ও রাক্ষসকুলের দর্শন সমস্তই ব্যর্থ হইবে। কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলে সুগ্রীবই বা কি বলিবেন—সম্মিলিত বানরগণ মিলিত হইয়া কি বলিবে এবং সেই দশরথপুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি বলিবেন! যদি রামচন্দ্রকে "আমি সীতাকে দেখিতে পাইলাম না" এই রূঢ় বাক্য বলি, তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। কর্কশ, অতিদারুণ, ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপপ্রদ, ভয়ঙ্কর ও সুতীক্ষ্ণ এই সীতার অদর্শনরূপ দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। ভ্রাতৃভক্ত মেধাবী লক্ষ্মণ তাঁহাকে (জ্যেষ্ঠরামকে) এইরূপ মননরা অবস্থায় দেখিলে তিনিও প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুশ্রবণে ভরতও প্রাণত্যাগ করিবেন; ভরতকে মৃত দেখিলে শত্রুঘ্ন আর নিশ্চয়ই থাকিতে (দেহধারণ করিতে) পারিবেন না। পুত্রগণকে মৃত দেখিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রমুখ মাতৃগণ যে প্রাণত্যাগ করিবেন—তাহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বানররাজ সুগ্রীবও রামকে সেই অবস্থায় দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। দুঃখিতা, চিন্তাব্যথিতহৃদয়া, শোচনীয়া, আনন্দশূন্যা হতভাগিনী রুমাও স্বামিশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। ভর্তা বালীর দুঃখে পীড়িতা, শোককৃশা, মৃতপ্রায়া রাজ্ঞী তারাও কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না।১৭-৩০

জনক, জননী ও পিতৃব্য সুগ্রীবের বিনাশ দুঃখে কুমার অঙ্গদও জীবন বিসর্জন করিবেন। প্রভুর বিয়োগদুঃখে অভিভূত হইয়া বনবাসী বানরগণ মস্তকে করতল ও মুষ্টির আঘাত করিতে থাকিবে। যশস্বী কপিনাথ বালী যাহাদিগকে সান্ত্বনা, ধনও সম্মান দান করিয়াছিলেন, সেই বানরকুলও প্রাণত্যাগ করিবে। শ্রেষ্ঠকপিগণ বনরাজিতে, শৈলশ্রেণীতে, বা গিরিগহ্বরে কোনও স্থানে আর সম্মিলিত হইয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিবে না। প্রভুর বিয়োগে শোকাকুল বানরগণ পুত্র, কলত্র ও অমাত্যগণের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষম স্থানে নিপতিত হইবে—বিষপান, উদ্বন্ধন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন অথবা শস্ত্রপ্রহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আমি (কিষ্কিন্ধায়) ফিরিয়া গেলে ভীষণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইবে, ইক্ষ্বাকুবংশের ও বনচর বানরগণের বিনাশ সাধিত হইবে, অতএব আমি এস্থান হইতে কিষ্কিন্ধানগরীতে ফিরিয়া যাইব না এবং মৈথিলী (সংবাদ) ব্যতীত সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিব না। আমি ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানে অবস্থান করিলে ধর্মাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ এবং

ঘোরমারোদনং মন্যে গতে ময়ি ভবিষ্যতি।
ইক্ষ্বাকুকুলনাশশ্চ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্ ॥৩৭
সোঽহং নৈব গমিষ্যামি কিষ্কিন্ধাং নগরীমিতঃ।
নহি শক্ষ্যাম্যহং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা ॥৩৮
ময্যগচ্ছতি চেহস্থে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ।
আশয়া তৌ ধরিষ্যেতে বানরাশ্চ তরস্বিনঃ ॥৩৯
হস্তাদানো মখাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
বানপ্রস্থো ভবিষ্যামি হ্যদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥৪০
সাগরানূপজে দেশে বহুমূলফলোদকে।
চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণীসুতম্ ॥৪১
উপবিষ্টস্য বা সম্যগ্ লিঙ্গিনং সাধয়িষ্যতঃ।
শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ ॥৪২
ইদমপ্যৃষিভির্দৃষ্টং নির্যাণমিতি মে মতিঃ।
সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্ ॥৪৩
সুজাতমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী।
প্রভগ্না চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ ॥৪৪
তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্ট্বাসিতেক্ষণাম্ ॥৪৫
যদি তু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্যতাম্।
অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি ॥৪৬
বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ ॥৪৭
এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু।
নাধ্যগচ্ছত্তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ ॥৪৮
ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্য্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্ ॥
কামমস্তু হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি ॥৪৯

তপস্বী বানরগণ আশার বশবর্তী হইয়া প্রাণধারণ করিবেন। জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাইলে হস্তে বা মুখমধ্যে যে ফলাদি খাদ্য স্বয়ং নিপতিত হইবে, তাহাদ্বারা জীবনধারণ পূর্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বৃক্ষ-মূলাশ্রয়ে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিব। অথবা বহু-ফলমূল জল সমন্বিত সাগরের তটভূমিতে চিতা প্রস্তুত করিয়া অরণি (কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণ জন্য সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত) বহ্নিতে প্রবেশ করিব।৩১-৪১

অথবা অনশন পূর্বক সূক্ষ্মশরীরী (লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট) আত্মোপাসনা দ্বারা শরীর হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিব, তখন বায়স ও শ্বাপদকুল আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। অথবা জানকীকে যদি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই জলমধ্যে প্রবেশ করিব—ইহাও ঋষিপ্রদর্শিত নির্য্যাণ (গমন অর্থাৎ মরণ) মার্গ বলিয়া আমার মনে হয়। সীতাকে দেখিতে না পাইলে আমার সৎকার্য্যমূলিকা, সৌভাগ্যশালিনা, যশস্বিনী কীর্ত্তিমালা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নিয়ত (সংযত) চিত্ত বৃক্ষমূলাশ্রয়ী তপস্বী হইব, তথাপি কজ্জলনয়না সীতার সন্ধান না লইয়া এ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিব না। সীতার বার্তা না লইয়া যদি ফিরিয়া যাই, তবে বানরগণের সহিত অঙ্গদ আর দেহ ধারণ করিবেন না। প্রাণ বিসর্জন করিলেও বহুদোষ, জীবিত থাকিলে কখনও কল্যাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিব—জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই কখনও সুখ সম্ভব হইতে পারে। কপিকুঞ্জর এই প্রকারে মনে মনে নানাপ্রকার দুঃখ করিয়াও তৎকালে শোকের পরপারে যাইতে পারিলেন না। অনন্তর ধৈর্য্যশালী কপিশ্রেষ্ঠ পরাক্রম অবলম্বন পূর্বক মহাবল দশানন রাবণকে বধ করিব তাহা হইতে সীতা হরণের বিলক্ষণ বৈরনির্য্যাতন করা হইবে। অথবা রুদ্রের নিকট পশু (বলির) উপহারের ন্যায় এই রাবণকে বারংবার সমুদ্রের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া উপহার দিব। সীতার সন্ধান না পাওয়ায় এই ভাবে চিন্তায় ব্যাকুল ও শোকা-ক্রান্তচিত্ত হইয়া হতাশ বানর চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত যশস্বিনী রামপত্নী সীতার দর্শন না পাই সে

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্য্যুপরি সাগরম্।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব ॥৫০
ইতি চিন্তাসমাপন্নঃ সীতামনধিগম্যতাম্।
ধ্যানশোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥৫১
যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ ॥৫২
সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়াম্যহম্।
অপশ্যন্ রাঘবো ভার্য্যাং নির্দহেৎ সর্ব্ববানরান্ ॥৫৩
ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ন মৎকৃতে বিনশ্যেয়ুঃ সর্ব্বে তে নর-বানরাঃ ॥৫৪
অশোকবনিকা চাপি মহতীয়ং মহাদ্রুমা।
ইমামধিগমিষ্যামি নহীয়ং বিচিতা ময়া ॥৫৫
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্ধনঃ ॥৫৬
জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিক্ষ্বাকুকুলনন্দিনীম্।
সম্প্রদাস্যামি রামায় সিদ্ধীমিব তপস্বিনে ॥৫৭

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তাবিগ্রথিতেন্দ্রিয়ঃ।
উদতিষ্ঠন্ মহাবাহুর্হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৫৮
নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি-মরুদ্গণেভ্যঃ ॥৫৯
স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্বা সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ।
দিশঃ সর্ব্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং প্রতি॥৬০
স গত্বা মনসা পূর্ব্বমশোকবনিকাং শুভাম্।
উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬১
ধ্রুবং তু রক্ষোবহুলা ভবিষ্যতি বনাকুলা।
অশোকবনিকা পুণ্যা সর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতা ॥৬২
রক্ষিণশ্চাত্র বিহিতা নূনং রক্ষন্তি পাদপান্।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা নাতিক্ষোভং প্রবায়তি ॥৬৩
সংক্ষিপ্তোঽয়ং ময়াত্মা চ রামার্থে রাবণস্য চ।
সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ ॥৬৪

পর্য্যন্ত এই লঙ্কাপুরীতে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতে থাকিব।৪২-৫২

সম্পাতির বাক্যবিশ্বাসে (সীতা লঙ্কায় আছেন) রামচন্দ্রকে যদি এ স্থানে আনায়ন করি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার (প্রিয়তমা) ভার্য্যাকে এ স্থানে দেখিতে না পাইলে বানরকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। আমার জন্যই সমস্ত বানর নিহত হইবে, অতএব এই স্থানেই আহারসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া বাস করিব। এই যে মহাবৃক্ষসমন্বিত বিশাল পরিধিপরিবৃত অশোক-কানন দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যে ত (সীতার) অন্বেষণ করা হয় নাই। রাক্ষসকুলের শোকবর্দ্ধনকারী আমি বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণকে প্রণাম করিয়া এই স্থানে এখন অন্বেষণ করিব। রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া তপস্বীকে তপস্যার ফল প্রদানের ন্যায় ইক্ষ্বাকুলনন্দিনী সীতা-দেবীকে রামচন্দ্রের নিকট সম্প্রদান করিব। চিন্তা-ব্যাকুলিতচিত্ত মহাবলবান্ পবননন্দন হনুমান্ মুহূর্তকাল 'লক্ষ্মণ ও জনকাত্মজা সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে' প্রণাম; 'রুদ্র, ইন্দ্র, যম ও অনিলগণকে' প্রণাম এবং 'চন্দ্র, অগ্নি ও মরুদ্গণকে' প্রণাম এইরূপ ধ্যান করিয়া ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া সমস্তদিক্ অবলোকন পূর্বক সমুত্থিত হইয়া অশোকবনে গমন করিলেন। পবননন্দন পূর্বে শোভিত অশোকবনে প্রবেশ করিয়া উত্তর (অনন্তর কর্তব্য) মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কানন-সমাবৃতা সর্ববিধ সংস্কারে (বৃক্ষমূল খনন—জলসেচন প্রভৃতি) সংস্কারযুক্তা, রাক্ষসবহুলা এই অশোকবনিকা। নিশ্চয়ই রক্ষি-রাক্ষসগণ এই স্থানে অবস্থিত হইয়া বৃক্ষসমূহ রক্ষা করিতেছে। বিশ্বাত্মা ভগবান্ পবনদেবও এই স্থানে অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন না। অতএব রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণের দর্শন পরিহারনিমিত্ত আমি আমার দেহ সঙ্কুচিত করিলাম। ঋষিগণের সহিত সমস্ত দেবগণ আমাকে সিদ্ধিদান

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ ॥৬৫
বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ।
অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব্ব এব চ ॥৬৬
সিদ্ধিং সর্ব্বাণি ভূতানি ভূতানাং চৈব যঃ প্রভুঃ।
দাস্যন্তি মম যে চান্যেঽপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ ॥৬৭
তদুন্নসং পাণ্ডুরদন্তমব্রণং
শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।

করুন। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবগণ, তপস্বিগণ, অগ্নি, বায়ু, বজ্রহস্ত পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ভূতগণ, ভূতাধিপতিগণ, সকলে আমার কর্মসিদ্ধি প্রদান করুন। আরও অদৃশ্যভাবে যাঁহারা পথে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই (দুষ্কর) কার্য্যে সফলতা দান করুণ।৫৩-৬৭

সেই উন্নত নাসিকা পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত পঙ্‌ক্তি-

দ্রক্ষ্যে তদার্য্যাবদনং কদা ন্বহং
প্রসন্নতারাধিপতুল্যবর্চসম্ ॥৬৮
ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্তিনা
সুদারুণালঙ্কৃতবেষধারিণা।
বলাভিভূতা হ্যবলা তপস্বিনী
কথং নু মে দৃষ্টিপথেঽদ্য সা ভবেৎ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

সুশোভিত, পদ্মপত্রবিশাল নেত্রদ্বয় বিরাজিত, মৃদুহাস্য সমুদ্ভাসিত, সুনির্মল শশধরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন সীতাদেবীর সেই অনবদ্য বদনমণ্ডল কবে দেখিতে পাইব? নীচপ্রকৃতি, হীন, নৃশংসমূর্তি রাবণ, তপস্বীর অতি নিদারুণ ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক বিপুলবলসহকারে অভিভূতা সেই অবলা সীতাদেবী কি প্রকারে আমার দৃষ্টিপথবর্তিনী হইবেন?৬৮-৬৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[অশোকবনিকাপ্রাকারমুল্লঙ্ঘ্য বনস্য রমণীয়তাঞ্চ দৃষ্ট্বা হনূমতস্তত্র প্রবেশঃ, বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরলম্ফনেন বৃক্ষশাখাকম্পনং, তেন চ পুষ্প-পত্রাদ্যবপাতনম্, সীতামন্বিষ্যতা হনূমতা বনমধ্যে কাঞ্চনবেদিকায়াং কাঞ্চনবৃক্ষপরিবেষ্টিতস্য কস্যচিচ্ছিংশপাবৃক্ষস্য দর্শনম্, তৎসমীপে প্রবহমানায়া নদ্যা অবলোকনঞ্চ।]

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা মনসা চাধিগম্যতাম্।
অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ ॥১
স তু সংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গঃ প্রাকারস্থো মহাকপিঃ।
পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥২
সালানশোকান্ ভব্যাংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।
উদ্দালকান্নাগবৃক্ষাংশ্চূতান্ কপিমুখানপি ॥৩
তথাঽম্রবর্ণসম্পন্নাংল্লতাশতসমন্বিতান্।
জ্যামুক্ত ইব নারাচঃ পুপ্লুবে বৃক্ষবাটিকাম্ ॥৪
স প্রবিশ্য বিচিত্রাং তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্।
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্ব্বতো বৃতাম্ ॥৫
বিহগৈর্ম্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশাং দদর্শ হনুমান্ বলী ॥৬
বৃতাং নানাবিধৈর্ব্বৃক্ষৈঃ পুষ্পোপগফলোপগৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মত্তৈর্নিত্যনিষেবিতাম্ ॥৭
প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্।
মত্তবর্হিণসঙ্ঘুষ্টাং নানাদ্বিজগণাযুতাম্ ॥৮
মার্গমাণো বরারোহাং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ ॥৯
উৎপতদ্ভির্দ্বিজগণৈঃ পক্ষৈর্বাতৈঃ সমাহতাঃ।
অনেকবর্ণা বিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥১০

চতুর্দ্দশ সর্গ

[অশোকবনিকার প্রাচীর উল্লম্ফন পূর্ব্বক প্রাচীরবনের রমণীয়তা দেখিয়া হনুমানের বনে প্রবেশ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফন করিতে করিতে শাখা কম্পন করিয়া পুষ্পপত্রাদি অবপাতন, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনের মধ্যভাগে কাঞ্চনময় বেদিকায় কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবেষ্টিত কোন শিংশপাবৃক্ষ দর্শন এবং তাহার সমীপে প্রবহমানা নদী অবলোকন।]

মহাতেজস্বী কপিবর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে সীতার ধ্যানপূর্ব্বক রাবণ ভবনের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে অশোকবনের প্রাচীরে উপনীত হইলেন। প্রাকারে অবস্থিত মহাকপি সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুতে যে যে পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে, সেই সেই বিকশিত পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষ অবোলকন করিতে লাগিলেন। পুষ্পিত শাল, অশোক, ভব্য (মহাদেবপ্রীতকর পুষ্প বিশেষের বৃক্ষ), চম্পক, উদ্দালক, নাগকেশর, কপিমুখাকৃতি ফলযুক্ত আম্রবৃক্ষ এবং আম্রকাননসমাচ্ছন্ন শতশত লতাসমাবৃত বৃক্ষবাটিকা অবলোকন পূর্ব্বক ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় (তথায়) লম্ফ প্রদান করিলেন। বলবান্ হনুমান্ সে স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—, তাহা (সেই বৃক্ষবাটিকা) রজতময় ও কাঞ্চনময় বৃক্ষরাজি দ্বারা সর্ব্বতঃ সমাবৃত, বিবিধ বিহগকুল কর্ত্তৃক (কাকলিকলাপে) অভিনন্দিত, বিহঙ্গসঙ্ঘ ও মৃগযূথ কর্ত্তৃক বিচিত্রিত, প্রান্তদেশ বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত ও চিত্রকাননাবৃত হইয়া সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং পুষ্প ও ফলসমন্বিত নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গকুল কর্ত্তৃক নিত্য নিষেবিত, প্রহৃষ্ট. মানব, মদমত্ত মৃগযূথ ও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বকালে সমাবৃত এবং মত্তময়ূরের কেকারবে প্রতিধ্বনিত। বানরোত্তম বিপুলনিতম্বা ও অনিন্দ্যসৌন্দর্য্যা সেই

পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥১১
দিশঃ সর্ব্বাভিধাবন্তং বৃক্ষখণ্ডগতং কপিম্।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে ॥১২
বৃক্ষেভ্যঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈরবকীর্ণা পৃথগ্বিধৈঃ।
ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা ॥১৩
তরস্বিনা তে তরবস্তরসা বহু কম্পিতাঃ।
কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা ॥১৪
নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলদ্রুমাঃ।
নিক্ষিপ্তবস্ত্রাভরণা ধূর্ত্তা ইব পরাজিতাঃ ॥১৫
হনূমতা বেগবতা কম্পিতাস্তে নগোত্তমাঃ।
পুষ্প-পত্র-ফলান্যাশু মুমুচুঃ ফলশালিনঃ ॥১৬
বিহঙ্গসঙ্ঘৈর্হীনাস্তে স্কন্ধমাত্রাশ্রয়া দ্রুমাঃ।
বভূবুরগমাঃ সর্ব্বে মারুতেন বিনির্ধূতাঃ ॥১৭
বিধূতকেশী যুবতীর্যথা মৃদিতবর্ণকা।
নিপীতশুভদন্তোষ্ঠী নখৈর্দন্তৈশ্চ বিক্ষতা ॥১৮
তথা লাঙ্গূলহস্তৈস্তু চরণাভ্যাঞ্চ মর্দ্দিতা।
তথৈবাশোকবনিকা প্রভগ্নবনপাদপা ॥১৯
মহালতানাং দামানি ব্যধমত্তরসা কপিঃ।
যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ ॥২০
স তত্র মণিভূমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ।
তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ ॥২১
বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
মহার্হমণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ ॥২২
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥২৩
বুদ্ধপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
নত্যূহরুতসংঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ ॥২৪

রাজপুত্রীর অন্বেষণ করিতে করিতে সুখপ্রসুপ্ত বিহগকুলকে জাগরিত করিয়া দিলেন। উড্ডীয়মান পক্ষিকুলের পক্ষপবনে আঘাতপ্রাপ্ত বৃক্ষসমূহ নানাবর্ণের নানাবিধ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।১-১০

অশোককাননমধ্যে পুষ্পরাশিতে সমাচ্ছন্ন পবনাত্মজ হনুমান্ পুষ্পময় গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত দিকে সেই প্রকারে ধাবমান হইতে দেখিয়া ঐ হনুমান্‌কে তত্রত্য ভূত (প্রাণি) সকল (ঋতুরাজ) বসন্ত বলিয়া মনে করিলেন। সেই স্থানে বসুন্ধরা বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত নানা জাতীয় কুসুমে সমাকীর্ণা হইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বলবান্ হনুমান্ কর্ত্তৃক বেগভরে কম্পিত বৃক্ষসকল পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষসমূহের পত্র, ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ বানরের বেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইলে বৃক্ষরাজি অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত অক্ষধূর্ত্তের বসন আভরণাদি নিক্ষেপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হনুমানের বেগভরে কম্পিত ফলশালী শ্রেষ্ঠ বৃক্ষগণ সহসা পুষ্প, পত্র ও ফল মোচন করিতে লাগিল। বিহঙ্গসঙ্গবিহীন, স্কন্ধ (গুঁড়ি)-মাত্রাবিশিষ্ট (অর্থাৎ শাখা পত্রাদিবিহীন মুঁড়া গাছগুলি) ও মারুতির বেগদর্পে বিকম্পিত দ্রুমসমূহ অগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। (অর্থাৎ ছায়া না থাকায় কোন ব্যক্তির সেস্থানে গমনের ইচ্ছা রহিল না।) আলুলায়িত কুন্তলা, বিগতাঙ্গরাগা যুবতী শুদ্ধদন্ত ও অধরোষ্ঠে নিপীড়িতা এবং নখর ও দন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই হনুমানের লাঙ্গুল, হস্ত ও পদপ্রহারে বন এবং বৃক্ষসমূহ ভগ্ন হওয়ায় অশোকবনিকা বিমর্দ্দিত হইয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষাকালে প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন মেঘমালার ন্যায় হনুমান্ বলপূর্ব্বক বৃহৎ লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।১১-২০

কপিপ্রবর তথায় বিচরণ করিতে করিতে মণিময়, রজতময় ও কাঞ্চনময় ভূমিভাগ, বিমল স্বাদু জল-পূর্ণ, মহামূল্য মণিময় সোপান শ্রেণীবদ্ধ, স্ফটিকরচিত কুট্টিমাভ্যন্তরবিশিষ্ট, মুক্তা ও প্রবালরূপ সিকতা (বালুকা)যুক্ত বিবিধ আকারের দীর্ঘিকাসমূহ দেখিতে

দীর্ঘাভিদ্রুর্ময়ুক্তাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ।
অমৃতোপমতোয়াভিঃ শিবাভিরুপসংস্কৃতাঃ ॥২৫
লতাশতৈরবততাঃ সন্তানকুসুমাবৃতাঃ।
নানাগুল্মাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ ॥২৬
ততোঽম্বুধরসঙ্কাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্।
বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্ ॥২৭
শিলাগৃহৈরবততং নানাবৃক্ষসমাবৃতম্।
দদর্শ কপিশার্দূলো রম্যং জগতি পর্ব্বতম্ ॥২৮
দদর্শ চ নগাত্তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্ ॥২৯
জলে নিপতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্য্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ ॥৩০
পুনরাবৃত্ততোয়াঞ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ।
প্রসন্নামিব কান্তস্য কান্তাং পুনরুপস্থিতাম্ ॥৩১

তস্যাদূরাৎ স পদ্মিন্যো নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
দদর্শ কপিশার্দূলো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩২
কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাং চাপি পূর্ণাং শীতেন বারিণা।
মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিকতশোভিতাম্ ॥৩৩
বিবিধৈর্ম্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
প্রাসাদৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নির্ম্মিতৈর্বিশ্বকর্ম্মণা ॥৩৪
কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।
যে কেচিৎ পাদপাস্তত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ ॥৩৫
সচ্ছত্রাঃ সবিতর্দীকাঃ সর্ব্বে সৌবর্ণবেদিকাঃ।
লতাপ্রতানৈর্বহুভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্ ॥৩৬
কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ।
বৃতাং হেমময়ীভিস্তু বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥৩৭
সোঽপশ্যদ্ ভূমিভাগাংশ্চ নগপ্রস্রবণানি চ।
সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসন্নিভান্ ॥৩৮

পাইলেন। সেই বাপী তীরজাত কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, প্রস্ফুটিত পদ্ম, উৎপলবন ও চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক বিমণ্ডিত, দাত্যূহ-হংস-সারস প্রভৃতি পক্ষিকুলের কূজনে মুখরিত এবং সুদীর্ঘবৃক্ষরাজিসমাবৃতা অমৃত-তুল্য জলপূর্ণা শুভময়ী নদীসমূহে পরিবেষ্টিত, শতশত অবনত লতাদলে ও সন্তানকুসুমে সমাবৃত, মধ্যে মধ্যে করবীর ও বিবিধ গুল্মে সমাচ্ছাদিত। অনন্তর কপিশ্রেষ্ঠ মেঘতুল্য অত্যুচ্চ শিখরসমন্বিত, বিচিত্র কূট-সমূহে সমলঙ্কৃত, কূটগৃহ ও শিলাগৃহে সুসজ্জিত, চতুর্দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সমাবৃত, জগতে পরমরমণীয় এক পর্বত দেখিতে পাইলেন।২১-২৮

প্রিয়তমের অঙ্ক (ক্রোড়) পরিত্যাগ করিয়া (ভূতলে) নিপতিতা প্রণয়িনীর ন্যায় সেই পর্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া (অধোদেশে) নিপতিতা এক নদী কপিবর দেখিতে লাগিলেন। প্রিয় আত্মীয়গণ যেমন কুপিতা প্রমদাকে (অন্যত্র গমনে) বারণ করে, (তীরজাত) বৃক্ষসমূহের শাখাসকল জলে নিপতিত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কান্তা যেমন পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, বৃক্ষশাখায় জলরাশি আবর্তিত হওয়ায় নদী যেন (পূর্বস্থানে) ফিরিয়া আসিতেছে। সেই পর্বতের অদূরে নানাজাতীয় বিহগকুল সমাকুলা, পদ্মিনীশোভিতা, শীতলবারিপরিপূর্ণা, মণিময় সোপানশ্রেণীবদ্ধা, মুক্তাময়বালুকাযুক্তা, বিবিধমৃগসঙ্ঘে বিচিত্রিতা ও চিত্র কাননপরিবেষ্টিতা এক কৃত্রিম দীর্ঘিকা কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দনের দৃষ্টি গোচর হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্মানির্মিত সুমহতী প্রাসাদমালা ও কৃত্রিম কাননরাজি বিরাজিত। সেই দীর্ঘীর সমীপবর্তী স্থানে সকল বৃক্ষই পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ, ছত্রাকারে বিস্তৃত এবং (মূলদেশে) আরোহণ সোপানবেদিকার সহিত বেদিকাসমূহে সুশোভিত। অনন্তর মহাকপি বহু লতার কুটিল তন্তু দ্বারা গ্রথিত, বহু পত্র পরিবেষ্টিত ও চতুর্দিকে সুবর্ণময়ী বেদিকা দ্বারা সমাবৃত এক কাঞ্চনময় শিংশপা বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২৯-৩৭

তিনি প্রস্রবণ সকল, ভূমিভাগ এবং অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষও দেখিলেন। সুমেরু

তেষাং দ্রুমাণাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ।
অমন্যত তদা বীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্বতঃ ॥৩৯

তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতম্ ॥৪০

সুপুষ্পিতাগ্রান্ রুচিরাংস্তরুণাঙ্কুরপল্লবান্।
তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্ ॥৪১

ইতো দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্।
ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্তাং সম্পতন্তীং যদৃচ্ছয়া ॥৪২

অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ।
চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতা ॥৪৩

ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতা।
ইমাং সা রাজমহিষী নূনমেষ্যতি জানকী ॥৪৪

সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সতী।
বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী ॥৪৫

অথবা মৃগশাবাক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা।
বনমেষ্যতি সাদ্যেহ রামচিন্তানুকর্শিতা ॥৪৬

রামশোকাভিসন্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা।
বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী ॥৪৭

বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা জনকস্য সুতা সতী ॥৪৮

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥৪৯

তস্যাশ্চাপ্যনুরূপেয়মশোকবনিকা শুভা।
শুভায়াঃ পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা ॥৫০

যদি জীবতি সা দেবী তারাধিপনিভাননা।
আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্ ॥৫১

এবং তু গত্বা হনুমান্ মহাত্মা
প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ দদর্শ সর্বং
সুপুষ্পিতে পর্ণঘনে নিলীনঃ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

পর্বতের সুবর্ণময় প্রভার ন্যায় সেই বৃক্ষসমূহের প্রভায় মহাবীর হনুমান্ স্বীয় দেহ কাঞ্চনময় বলিয়া মনে করিলেন। পবনপ্রকম্পিত সেই কনকপ্রভ বৃক্ষরাজি শত শত কিঙ্কিনীর শিঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেই সুপুষ্পিতাগ্র, কোমল কিশলয় ও অঙ্কুর প্রভৃতি মনোরম পত্রপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ পূর্বক মহাবেগবান্ কপিপ্রবর বলিলেন—রামচন্দ্রের দর্শনলালসা-পরায়ণা বৈদেহী ইতস্ততঃ যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদি এস্থানে আসিয়া থাকেন, তবে আমি এইস্থান হইতে তাঁহাকে দর্শন করিব। চন্দন, চম্পক ও বকুল বিভূষিতা দুরাত্মা রাবণের এই অশোকবনিকা অত্যন্ত রমণীয়া। বিহঙ্গমসঙ্ঘনিষেবিত পদ্মরমণীয় এই স্থানে রাজমহিষী জানকী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন। রাজমহিষী নিরন্তর রামপ্রিয়া এবং বনবিচরণে কুশলা ; সেই জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিয়াছেন। অথবা মৃগশিশুনয়না রামচিন্তাকাতরা বিচক্ষণা সেই রামা অদ্য এই বনে আসিয়া থাকিবেন। রামের শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা সেই বামলোচনা সীতা বনবাসে ব্যাপৃতা থাকায় (বনপ্রিয়া বলিয়া) বনচারিণী হইয়া নিত্যই এই স্থানে আসিয়া থাকেন। রামের প্রিয়তমা ভার্য্যা জনকরাজনন্দিনী পতিব্রতা সীতা পূর্বে বনচর পশুপক্ষীদের সতত অবস্থান অভিলাষ করিতেন সুতরাং এস্থানে আসিতে পারেন। অথবা বরবর্ণিনী শ্যামা (যৌবনমধ্যস্থা) জানকী সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া এই পবিত্রতোয়া নদীতে সন্ধ্যা উপাসনার জন্য নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি রাজেন্দ্র জনকের কন্যা এবং রামচন্দ্রের অভিমতা পত্নী, অতএব এই শুভা অশোকবনিকা তাঁহার বাসযোগ্যা। যদি সেই শশধরতুল্যবদনা দেবী জীবিতা থাকেন, তবে এই শীতলসলিল নদীতে অবশ্যই আসিবেন। মহাত্মা হনুমান্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহারাজ রামচন্দ্রের পত্নীর প্রতীক্ষায় সুপুষ্পিত ও নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শিংশপা বৃক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৮-৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বকং সর্বাসু দিক্ষু চক্ষু র্বিস্তীর্য্য হনুমতা চৈত্যপ্রাসাদস্থিতায়া যথাবর্ণিত-লক্ষণান্বিতায়া সীতায়া দর্শনম্, বিবিধযুক্ত্যা সীতারূপেণ তস্যা এব নিরূপণঞ্চ।]

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্ব্বাং তামন্ববৈক্ষত ॥১
সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥২
তাং স নন্দনসঙ্কাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্ ॥৩
কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাপীভিরুপশোভিতাম্।
বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্ ॥৪
সর্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্য্যোদয়প্রভাম্ ॥৫
প্রদীপ্তামিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাসকৃৎ ॥৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ।
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ ॥৭
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্।
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥৮
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্ব্বতঃ।
পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা ॥৯
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বক সর্বদিকে চক্ষু বিস্তার করিয়া হনুমান্ কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদস্থিতা যথাবর্ণিত লক্ষণাক্রান্তা সীতার দর্শন এবং বিবিধযুক্তি দ্বারা তাঁহাকেই সীতারূপে হনুমানের স্থিরীকরণ।]

সেই (শিংশপাবৃক্ষে) স্থানে অবস্থিত মৈথিলী-দর্শনলিপ্সু হনুমান্ তত্রত্য সমগ্র ভূখণ্ডে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন সেই ভূমিকে কল্পতরুলতাবেষ্টিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিতা, স্বর্গীয় গন্ধ ও রসসংশ্লিষ্টা, সর্বতোভাবে সমলঙ্কৃতা; মৃগ ও পক্ষিগণ কর্তৃক সমাবৃতা, কোকিলকুলকললাপে মধুরা, নন্দনবনের ন্যায় হর্ম্য ও প্রাসাদ পরিব্যাপ্তা, কাঞ্চনময় উৎপল ও কমলসমাচ্ছন্না বাপী (দীঘী)-সমূহে উপশোভিতা, কুশ, কম্বল প্রভৃতি বহু আসনে সমাস্তীর্ণা, সপ্তাষ্টতলাদি গৃহযুক্তা, সর্বঋতুতে সমুৎপদ্যমান রমণীয় পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে শোভাময়ী এবং প্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পের প্রভায় উদয়কালীন সূর্য্যের (রক্তিম) প্রভাচ্ছটায় সমুদ্ভাসিতা দেখিলেন।১-৫

বিবিধ শত শত পক্ষী পুনঃ পুনঃ তদুপরি নিপতিত হওয়ায় এবং পুষ্পভূষণে ভূষিত থাকায় বৃক্ষগুলি যেন শাখা ও পত্রহীন ছিল। মূলদেশ হইতে পুষ্পিত শোকনাশন অশোক পুষ্পসম্ভারভারে অবনত হইয়া মেদিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। এই অশোক ও বিকশিত সুপুষ্পিত কর্ণিকার ও পলাশ বৃক্ষসকলের প্রভায় সেই প্রদেশ যেন সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত। বিস্তীর্ণমূল শতশত পুন্নাগ, সপ্তবর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসকল সুপুষ্পিত ও শোভাময়। কাননের সহস্র অশোকের মধ্যে কতকগুলি সুবর্ণবর্ণ, কতকগুলি অগ্নিশিখার প্রভার ন্যায়, কতকগুলি নীলাঞ্জন সদৃশ। এই অশোককানন নন্দনবনের ন্যায় আনন্দজনক ও কুবেরের চৈত্ররথে (উদ্যানে)র ন্যায় বিচিত্র অথবা অচিন্ত্য স্বর্গীয় রমণীয় সুষমায় এতদুভয়কেও অতিক্রম করিয়া পুষ্পরূপ নক্ষত্রমালাশোভিত দ্বিতীয়

নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিত্তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।
নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা ॥১১
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যশ্রিয়াযুতম্।
দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণাযুতম্ ॥১২
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।
সর্ব্বর্তু পুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ ॥১৩
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণ-দ্বিজৈঃ।
অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোহরম্ ॥১৪
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যং দ্বিতীয়ং গন্ধমাদনম্।
অশোকবনিকায়াং তু তস্যাং বানরপুঙ্গবঃ ॥১৫
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদমূর্জ্জিতাম্।
মধ্যে স্তম্ভসহস্রেণ স্থিতং কৈলাসপাণ্ডুরম্ ॥১৬
প্রবালকৃতসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া ॥১৭
নির্ম্মলং প্রাংশুভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্।
ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্ ॥১৮
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্ ॥১৯
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্।
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥২০
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্ ॥২১
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্ ॥২২
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যং দুঃখপরায়ণাম্ ॥২৩
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব ॥২৪
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥২৫
সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্।
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্ ॥২৬

আকাশের ন্যায় এবং পুষ্পরূপ রত্নসমূহে চিত্রিত পঞ্চম সাগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল।৬-১২

পবননন্দন কপিরাজ সেই অশোকবনের অনতিদূরে সকল ঋতুর মধুগন্ধি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, মৃগ ও পক্ষিকুলের বিচিত্র নিনাদে রম্য, নানাপ্রকার পুণ্যগন্ধে মনোহর, দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় গন্ধাঢ্য, পর্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় অত্যুচ্চ সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপরিভাগে বর্ত্তুলাকারে সুবিন্যস্ত এবং কৈলাস শিখরের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ এক অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ দেখিতে পাইলেন।১৩-১৬

তাহার সোপানপঙ্‌ক্তি প্রবাল দ্বারা নির্মিত, বেদিকাগুলি তপ্তকাঞ্চনবর্ণসমৃদ্ধ। সৌন্দর্য্যরাশিতে বিদ্যোতিত হইয়া যেন নেত্র হরণ করিয়া লইতেছে। সুনির্মল প্রভায় অত্যুচ্চরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যেন গগন স্পর্শ করিতেছে।১৭

চৈত্যপ্রাসাদদর্শনানন্তর মলিনবস্ত্রে সমাচ্ছাদিতশরীরা, রাক্ষসীসমূহে পরিবৃতা, উপবাসে কৃশা, শোচনীয় দশাপ্রাপ্তা, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসত্যাগ কারিণী, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপৎ চন্দ্ররেখার ন্যায় (ক্ষীণ হইলেও) নিষ্কলঙ্কা, ধূমজালসমাচ্ছন্না অগ্নিশিখার ন্যায় কথঞ্চিৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানা, জীর্ণ পীতবর্ণ একমাত্র উত্তম বস্ত্র পরিহিতা, মলিনবেশা, কমলবিরহিতা কমলিনী (সরসী)র ন্যায়, অলঙ্কারশূন্যা অঙ্গারক তুল্য কেতুগ্রহের দ্বারা নিপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিপীড়িতা, অত্যন্ত দুঃখ সন্তপ্তা, পরিক্ষীণা, অশ্রুপূর্ণমুখী, দীনা, অনশনে (অভোজনে) কৃশা, শোকচিন্তায় নিয়ত দুঃখপরায়ণা, কুক্কুর পরিবৃতা স্বজনবিরহিতা হরিণীর ন্যায় প্রিয় জনকে দেখিতে না পাইয়া কেবল রাক্ষসীগণের প্রতি দত্তকাতরনয়না, বর্ষাকাল গত হইলে নীলবর্ণবনরাজি শোভিতা ধরণীর ন্যায়, নীলভুজঙ্গীর ন্যায় জঘন বিলম্বিনী, একবেণীধারিণী; দুঃখযোগ্যা, অবিজ্ঞাতদুঃখা (চিরকাল সুখে পালিতা হওয়ায় দুঃখবিষয়ে জ্ঞানহীনা),

তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ।
হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা ॥২৭
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা।
পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রুং চারুবৃত্তপয়োধরাম্ ॥২৮
কুর্ব্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্ব্বা বিতিমিরা দিশঃ।
তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ ॥২৯
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা।
ইষ্টাং সর্ব্বস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ॥৩০
ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥৩১
শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥৩২
তাং স্মৃতীমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥৩৩
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ॥৩৪
রামোপরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্।
অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ ॥৩৫
বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা।
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥৩৬
মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্ ॥৩৭
তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতাং নিরীক্ষ্য চ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥৩৮
দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্।
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্ ॥৩৯
তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ॥৪০

বিশালাক্ষী, অত্যন্ত শোকমলিনা ও কৃশাকে উৎপন্ন লক্ষণসমূহের দ্বারা সীতা বলিয়াই একরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিলেন।১৮-২৬

সেই কামরূপী নিশাচর হরণ করিয়া আনার সময় ইঁহার যেরূপ বেশভূষাদি দেখা গিয়াছিল, এই অঙ্গনা (লক্ষণাদি দ্বারা) সেইরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে! পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর বদনমণ্ডলা, সুভ্রূ, মনোজ্ঞ ও বর্ত্তুলপয়োধরা দেবীর দেহলাবণ্যে দশদিক্ সমুদ্ভাসিত। এই সীতা কামদেবের রতির ন্যায় (কণ্ঠস্থিত নীলকান্তমণিহারের প্রভায়) নীলকণ্ঠী, বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম-ওষ্ঠযুক্তা, ক্ষীণমধ্যা, (সমুদয় অঙ্গ যথাযথভাবে) সুপ্রতিষ্ঠিতা সর্বাবয়বা এবং পদ্মপলাশনয়না পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় সমগ্র জগতের পূজনীয়া। ব্রতচারিণী তাপসীর ন্যায় সুতনু ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়া ভয়বিহ্বলা সর্পরাজবধূর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ধূমজালসমাচ্ছন্না অগ্নির ন্যায়, সন্দেহমলিনা স্মৃতির ন্যায়, অন্যায়ভাবে অপহৃতা ঐশ্বর্য্যের ন্যায়, নাস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা অনাদৃতা শ্রদ্ধার ন্যায়, বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন নিষ্ফল আশা (আকাঙ্ক্ষা)র ন্যায়, প্রতিবন্ধকবহুলা সিদ্ধির ন্যায়; (রাগদ্বেষাদি) কলুষিতা বুদ্ধির ন্যায় এবং মিথ্যা ও অপবাদ-দূষিতা কীর্তির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ সুমহৎ শোকজালে সমাবৃতা সীতা তাদৃশ শোভমানা নহেন। রামসেবা-প্রতিবন্ধে ব্যথিতা, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িতা, চকিত মৃগশিশুনয়না ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপচঞ্চলা, চক্ষুজল পরিপূর্ণ ও কৃষ্ণকুটিলনেত্ররোমযুক্ত বিষণ্ণবদনে বারংবার নিঃশ্বাসত্যাগিনী, (স্নানাদি না থাকায়) গাত্রমলে মলিনকলেবরা, দীনা, ভূষণপরিধানযোগ্যা হইয়াও অনলঙ্কৃতা, কৃষ্ণমেঘসমাচ্ছন্না নক্ষত্র রাজচন্দ্র প্রভার সদৃশা, অভ্যাসাভাবে শিথিলীভূতা বিদ্যার ন্যায় সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি (ইনি সীতা কিনা) সন্দেহযুক্তা হইল।২৭-৩৮

হনুমান্ সীতাকে অনলঙ্কৃতা এবং যথোচিত স্নানাদি সংস্কারবিহীনা দেখিয়া ব্যাকরণসংস্কারশূন্য যথোচিত অর্থের বিপরীতার্থবোধক বাক্যের ন্যায় অতিকষ্টে জানিতে পারিলেন।৩৯

অনিন্দ্যরূপা বিশালনয়না রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া

বৈদেহ্যা যানি চাঙ্গেষু তদা রামোঽন্বকীর্ত্তয়ৎ।
তান্যাভরণজালানি গাত্রশোভীন্যলক্ষয়ৎ ॥৪১

সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ ॥৪২

শ্যামানি চিরযুক্তত্বাত্তথা সংস্থানবন্তি চ।
তান্যেবৈতানি মন্যেঽহং যানি রামোঽন্বকীর্ত্তয়ৎ ॥৪৩

তত্র যান্যবহীনানি তান্যহং নোপলক্ষয়ে।
যান্যস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ ॥৪৪

পীতং কনকপট্টাভং স্রস্তং তদ্বসনং শুভম্।
উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্লবঙ্গমৈঃ ॥৪৫

ভূষণানি চ মুখ্যানি দৃষ্টানি ধরণীতলে।
অনয়ৈবাপবিদ্ধানি স্বনবন্তি মহান্তি চ ॥৪৬

ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্ বসনং ক্লিষ্টবত্তরম্।
তথাপ্যনূনং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদ্‌যথেতরৎ ॥৪৭

ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি ॥৪৮

ইয়ং সা যৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপ্যতে।
কারণ্যেনানৃশংস্যেন শোকেন মদনেন চ ॥৪৯

স্ত্রী প্রনষ্টেতি কারুণ্যাদাশ্রিতেত্যানৃশংস্যতঃ।
পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ ॥৫০

অস্যা দেব্যা যথারূপমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্।
রামস্য চ যথারূপং তস্যেয়মসিতেক্ষণা ॥৫১

অস্যা দেব্যা মনস্তস্মিংস্তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
তেনেয়ং স চ ধর্ম্মাত্মা মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥৫২

বিবিধ হেতুদ্বারা তিনি (হনুমান্) তাঁহাকেই সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন।৪০

(হনুমানের সীতা অন্বেষণের জন্য) আগমনসময়ে রামচন্দ্র বৈদেহীর গাত্রে যে সকল অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেইসকল গাত্রশোভাকারী আভরণ তিনি সীতার অঙ্গে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন। এই যে কর্ণযুগলে সুঘটিত কুণ্ডলদ্বয়, এই যে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত কুকুরের দংষ্ট্রায় ত্রিকর্ণক শ্বদংষ্ট্র নামক কর্ণাভরণ-বিশেষ, এই যে হস্তস্থিত মণিপ্রবালখচিত, দীর্ঘকাল সংস্কারাভাবে শ্যামলতাপ্রাপ্ত আভরণগুলি দেখা যাইতেছে, আমার মনে হয় রাম যে সকল আভরণের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই সমস্ত আভরণ। রামের আজ্ঞপ্ত আভরণের মধ্যে যাহা (ঋষ্যমুকপর্বতে) পড়িয়া গিয়াছে, সেইগুলি আমি দেখিতে পাইতেছি না। যেগুলি পতিত হয় নাই, এইগুলি সেই আভরণ—সন্দেহ নাই। সুবর্ণপট্টের ন্যায় প্রদীপ্ত পীতবর্ণ যে সুন্দর উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়া পর্বতে পতিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে (সুগ্রীবাদি) সকল বানরই দর্শন করিয়াছিল। ইহা (সীতা) কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে সকল মহামূল্য শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাও তাহারা দেখিয়াছে। এই পরিধেয় বস্ত্র (উত্তরীয়) খণ্ডের অপেক্ষা ইহা বর্ণে ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই। নিরুদ্দিষ্ট হইয়াও যিনি রামের মন হইতে নিরুদ্দিষ্টা হইতে পারেন নাই, সেই এই সুবর্ণবর্ণাঙ্গী রামের প্রিয়া মহিষী। যাহার জন্য রাম কারুণ্য, আনৃশংস্য; শোক ও কাম—এই চতুষ্টয় দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছেন—ইনিই সেই। স্ত্রী অপহৃতা—(আপৎকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই) এই জন্য কারুণ্য, আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না—তাই দয়া, পত্নীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, তাই শোক এবং প্রিয়তমা বলিয়া মদন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। এই দেবীর যে রূপলাবণ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, আর রামেরও ত সেই প্রকার রূপচ্ছটা; তাহাতে মনে হয়—এই অসিত-নয়নাই রামের মহিষী। এই দেবীর মন তাঁহাতে ও রামের মন এই দেবীতে নিহিত—সেইজন্যই ইনিও সেই ধর্মাত্মা রাম জীবিত রহিয়াছেন। ইঁহার বিরহে প্রভু

দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি ॥৫৩

[দুষ্করং কুরুতে রামো য ইমাং মত্তকাশিনীম্।
সীতাং বিনা মহাবাহুর্মুহূর্তমপি জীবতি ॥]

রাম যে শোকেও প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা অতি দুষ্কর কর্ম—সন্দেহ নাই। (এই মত্তকাশিনী সীতার বিরহে মহাবাহু রাম যে মুহূর্তকালও জীবিত রহিয়াছেন—তাহা অতি দুষ্কর কর্ম) এই প্রকারে

এবং সীতাং তথা দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ।
জগাম মনসা রামং প্রশশংস চ তং প্রভুম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

গুণবতী সীতাকে সেই স্থানে দেখিয়া সন্তুষ্ট পবননন্দন মনে মনে রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং প্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৪১-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শুভশীল-লক্ষণাদীনি প্রশস্য তস্যা এতাদৃশীং দুরবস্থাঞ্চ বীক্ষ্য হনুমতঃ শোকঃ।]

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যাং সীতাং তাং হরিপুঙ্গবঃ।
গুণাভিরামং রামঞ্চ পুনশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
সীতামাশ্রিত্য তেজস্বী হনুমান্ বিললাপ হ ॥২
মান্যা গুরুবিনীতস্য লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া।
যদি সীতা হি দুঃখার্তা কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৩
রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।
নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে ॥৪
তুল্যশীল-বয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা ॥৫
তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্।
জগাম মনসা রামং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৬

ষোড়শ সর্গ

[সীতার শুভশীল-লক্ষণাদির প্রশংসা পূর্বক তাঁহার এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে হনুমানের শোক প্রকাশ।]

তেজস্বী হরিশ্রেষ্ঠ প্রশংসনীয়া সীতা ও গুণাভিরাম রামের গুণকীর্তন পূর্বক পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়াই অশ্রুপর্য্যাকুলনেত্রে সীতার উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। গুরুগণের সুশিক্ষার গুণে বিনীত লক্ষ্মণের সম্মাননীয়া গুরুপত্নী হইয়াও যে সীতা দুঃখে নিপীড়িতা হইতেছেন, তাহাতে মনে হয়—কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেবী বুদ্ধিমান্ রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম জানেন বলিয়া বর্ষাকালের (প্রয়াগস্থ) গঙ্গার ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হন্

অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ।
রাবণপ্রতিমো বীর্য্যে কবন্ধশ্চ নিপাতিতঃ ॥৭
বিরাধশ্চ হতঃ সংখ্যে রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
বনে রামেণ বিক্রম্য মহেন্দ্রেণেব শম্বরঃ ॥৮
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥৯
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ।
দূষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাত্মনা ॥১০
ঐশ্বর্য্যং বানরাণাঞ্চ দুর্লভং বালিপালিতম্।
অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবাঁল্লোকবিশ্রুতঃ ॥১১
সাগরশ্চ ময়াক্রান্তঃ শ্রীমান্নদ-নদীপতিঃ।
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা ॥১২
যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্ত্তয়েৎ।
অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ ॥১৩
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্ ॥১৪

ইয়ং সা ধর্মশীলস্য জনকস্য মহাত্মনঃ।
সুতা মৈথিলরাজস্য সীতা ভর্ত্তৃদৃঢ়ব্রতা ॥১৫
উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংসুভিঃ ॥১৬
বিক্রান্তস্যার্য্যশীলস্য সংযুগেষ্বনিবর্তিনঃ।
স্নুষা দশরথস্যৈষা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞো যশস্বিনী ॥১৭
ধর্ম্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ইয়ং সা দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীবশমাগতা ॥১৮
সর্ব্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্ত্তৃস্নেহবলাৎ কৃতা।
অচিন্তয়িত্বা কষ্টানি প্রবিষ্টা নির্জনং বনম্ ॥১৯
সন্তুষ্টা ফলমূলেন ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাপরা।
যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেঽপি ভবনে যথা ॥২০
সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুস্মিতভাষিণী।
সহতে যাতনামেতামনর্থানামভাগিনী ॥২১
ইমাং তু শীলসম্পন্নাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাঘবঃ।
রাবণেন প্রমথিতাং প্রপামিব পিপাসিতঃ ॥২২

নাই। অসিত (কৃষ্ণ)-নয়না সীতা ও রামের স্বভাব, বয়স, চরিত্র, বংশমর্য্যাদা ও (শুভ) লক্ষণ—এইরূপ বলিয়া সীতাই রামের যোগ্যা এবং রামও সীতার যোগ্য।১-৫

হনুমান্ লক্ষ্মীর ন্যায় অখিললোককমনীয়া তরুণী স্বর্ণবর্ণা সেই সীতাকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্রকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না সীতার জন্য মহাবল বালী নিহত, রাবণের তুল্য বীর্য্যবান্ কবন্ধ পাতিত এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক শম্বরাসুর বধের ন্যায় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বিরাধরাক্ষসও যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক রাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। (ইঁহার জন্যই) আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজস্বী রাম কর্ত্তৃক জনস্থানে বহ্নিশিখার ন্যায় শরজালে ভীমকর্মা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরা যুদ্ধে হত হইয়াছে। ইঁহার নিমিত্তই ভুবনবিখ্যাত সুগ্রীব বালিপালিত দুর্লভ বানররাজের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশালাক্ষীর জন্যই আমি নদ ও নদীর পতি শোভাময় সাগর লঙ্ঘন এবং এই লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াছি। ইহার জন্য রাম যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত মেদিনী এবং বিশ্বজগৎও যদি বিপর্য্যস্ত (ওলট-পালট) করিয়া ফেলেন, তবে তাহাও যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। ত্রিলোকের রাজ্য এবং জনকনন্দিনী সীতা,—ইহাদের মধ্যে সমগ্র ত্রৈলোক্যরাজ্য সীতার ষোড়শভাগের একভাগেরও তুল্য হইবে না। ইনি মিথিলাধিপতি ধর্মশীল মহাত্মা জনকের দুহিতা, দৃঢ় পতিব্রতা, পদ্মরেণু সদৃশ পবিত্র যজ্ঞভূমির ধূলিতে সমাচ্ছন্না হইয়া হলমুখে বিদারিত ক্ষেত্র হইতে ভূমিভেদ করিয়া উত্থিতা হইয়াছিলেন। ইনি আর্য্যচরিত্র, অপ্রতিহত পরাক্রমশালী, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং সেই ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ রামের দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়াছেন।৬-১৮

ইনি পতিস্নেহপাশে আবদ্ধা হইয়া সর্বভোগ পরিত্যাগ পূর্বক কোন কষ্ট চিন্তা না করিয়াই নির্জন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পতিশুশ্রূষাপরায়ণা

অস্যা নূনং পুনর্লাভাদ্ রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্ ॥২৩
কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং তৎসমাগমকাঙ্ক্ষিণী ॥২৪
নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্প-ফল-দ্রুমান্।
একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি ॥২৫
ভর্তা নাম পরং নার্য্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি।
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে ॥২৬
দুষ্করং কুরুতে রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি ॥২৭
ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রনিভেক্ষণাম্।
সুখার্হাং দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা মমাপি ব্যথিতং মনঃ ॥২৮
ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা
যা রক্ষিতা রাঘব-লক্ষ্মণাভ্যাম্।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ
সংরক্ষ্যতে সম্প্রতিবৃক্ষমূলে ॥২৯
হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা
ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥৩০
অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ
শোকং দৃঢ়ং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মি-
রভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥৩১
ইত্যেবমর্থং কপিরন্ববেক্ষ্য
সীতেয়মিত্যেব তু জাতবুদ্ধিঃ।
সংশ্রিত্য তস্মিন্নিষসাদ বৃক্ষে
বলী হরীণামৃষভস্তরস্বী ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

হইয়া ফলমূলাহারে সন্তুষ্টা থাকিয়া বনেও ভবনের ন্যায় পরমা প্রীতি অনুভব করিতেছিলেন।১৯-২০

যিনি নিত্য ঈষৎ হাস্যমুখে কথা বলিতেন, বিপদ্ বলিয়া যিনি কিছু জানিতেন না, সেই কনকবর্ণাঙ্গী সীতা এখন এই অসহনীয় যাতনা সহ্য করিতেছেন। পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে পানীয়শালার ন্যায় রামও রাবণনিপীড়িতা অথচ চারিত্র্যসম্পন্না এই সীতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। নষ্টরাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটিলে নরপতি যেরূপ আনন্দিত হন, ইঁহার পুনর্লাভে রাঘব নিশ্চয়ই সেইরূপ প্রীতিলাভ করিবেন। কামভোগে বঞ্চিতা বন্ধুজনবিরহিতা হইয়া ইনি রামের সমাগম আকাঙ্ক্ষায় স্বীয়দেহ ধারণ করিতেছেন। ইনি এই সকল রাক্ষসীগণকে এবং এই সমস্ত পুষ্পফলসমন্বিত তরুরাজিকে দর্শন করিতেছেন না, একান্তচিত্তে কেবল রামকেই চিন্তা করিতেছেন। অন্য ভূষণ অপেক্ষা নারীগণের পক্ষে ভর্তাই পরম শোভা বর্ধক। রামবিরহিতা সীতা সুশোভনা হইলেও ভর্তৃবিরহিতা হওয়ায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না। প্রভু রাম যে ইঁহার বিরহশোকে অবসন্ন না হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি অতি দুষ্কর কর্ম করিতেছেন। অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণকেশা, পদ্মপলাশনয়না এবং সুখোচিতা সীতাকে দুঃখিতা জানিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে। পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী পদ্মনয়না যে সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণ রক্ষা করিতেন, সেই সীতা এখন বিকৃতনয়না রাক্ষসীগণ কর্তৃক বৃক্ষমূলে রক্ষিতা হইতেছেন। বিপৎপরম্পরায় নিপীড়িতা জনকদুহিতা হিমহতা নলিনীর ন্যায় ও সহচর-রহিতা চক্রবাকীর ন্যায় নষ্টশোভা হইয়া শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পুষ্পভারাবনত অশোক তরুরাজির অগ্রশাখা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবে প্রকাশিত অনেকসহস্রকিরণ চন্দ্র ইঁহার সমধিক শোক উৎপাদন করিতেছে। হরিশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বলবান্ হনুমান্ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহাকেই সীতা নিশ্চয় পূর্বক সেই বৃক্ষেই অবস্থান করিলেন।২১-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[ভগবতি চন্দ্রে আকাশমধ্যভাগোপনীতে সতি ভয়ঙ্কর-বিকৃতানন-রাক্ষসীভিঃ পরিবেষ্টিতাং জানকীং দৃষ্ট্বা হর্ষবিস্ফুরিতনেত্রস্য হনূমতো মনসা রাম-লক্ষ্মণাভিবাদনম্, শিংশপাবৃক্ষাগ্রভাগে সংবৃতেনাবস্থানঞ্চ ।]

ততঃ কুমুদখণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্ ॥১
শচিব্যমিব কুবন্ ন প্রভয়া নির্ম্মলপ্রভঃ ।
চন্দ্রমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিষেবে পবনাত্মজম্ ॥২
স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।
শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি ॥৩
দিদৃক্ষমাণো বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
স দদর্শাবিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥৪
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা ।
অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাঞ্চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্ ॥৫
অতিকায়োত্তমাঙ্গীঞ্চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্ ।
ধ্বস্তকেশীং তথাকেশীং কেশকম্বলধারিণীম্ ॥৬
লম্বকর্ণললাটাঞ্চ লম্বোদরপয়োধরাম্ ।
লম্বোষ্ঠীং চিবুকোষ্ঠীঞ্চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্ ॥৭
হ্রস্বাং দীর্ঘাঞ্চ কুব্জাঞ্চ বিকটাং বামনাং তথা ।
করালাং ভুগ্নবক্ত্রাঞ্চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্ ॥৮
বিকৃতাঃ পিঙ্গলাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ।
কালায়স-মহাশূল-কূট-মুদ্গরধারিণীঃ ॥৯
বরাহ-মৃগ-শার্দূল-মহিষাজ-শিবামুখাঃ ।
গজোষ্ট্র-হয়পাদাশ্চ নিখাতশিরসোঽপরাঃ ॥১০

সপ্তদশ সর্গ

[ভগবান্ চন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপনীত হইলে ভয়ঙ্কর বিকৃতাননা রাক্ষসীগণ কর্তৃক জানকীকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া হর্ষবিস্ফুরিত নেত্রে হনুমান্ কর্তৃক মনে মনে রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন এবং শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাবে গোপনে অবস্থান ।]

অনন্তর (সেই দিবস অতীত হইলে) নীলনীর-বিহারী হংসের ন্যায় কুমুদরাশি সদৃশ শুভ্রবর্ণ নির্মলোদিত চন্দ্র ধীরে ধীরে নির্মল গগনমণ্ডলের (সমধিক) ঊর্ধ্বভাগে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সুনির্মলকান্তি নিশাপতি স্বীয় প্রভায় (দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া) তাহার সহায়তা করার জন্যই যেন স্নিগ্ধ কিরণরাশি দ্বারা পবননন্দনের সেবা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সলিলমধ্যে ভারাক্রান্তা নিমজ্জমানা নৌকার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রতুল্যবদনা সীতাকে শোকসাগরে নিমগ্না দেখিতে পাইলেন। মারুতাত্মজ হনুমান্ সেই সীতাকে বিশেষ-ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূরদেশে বিকটাকৃতি রাক্ষসীগণকে অবস্থিত থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের কাহারও এক চক্ষু, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও মস্তক আচ্ছাদনকারী কর্ণ, কাহারও বা কর্ণ নাই, কাহার শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ, কাহারও ললাট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ কর্ণ, কাহারও মস্তকের উপর ঊর্ধ্বমুখ নাসিকা, কাহারও দেহের উত্তরার্ধ সুদীর্ঘ, কাহারও গ্রীবা কৃশ অথচ দীর্ঘ, কাহারও কেশ বিধ্বস্ত, কাহারও বা কেশ নাই, কাহারও কম্বলের মত কেশ, কেহ লম্বস্তনী, কাহারও উদর লম্বমান, কাহারও ওষ্ঠ লম্বমান, কাহারও চিবুকে ওষ্ঠ, কেহ লম্বমানবদনা, কেহ দীর্ঘজানু। কেহ খর্বকায়া, কেহ দীর্ঘকায়া, কেহ কুব্জা, কেহ বিকটাকারা, কেহ বামনাকৃতি, কেহ বিকৃতশরীরা, কেহ ভগ্নমুখী, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বিকৃতমুখী, কেহ পিঙ্গলবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ

একহস্তৈকপাদাশ্চ খরকর্ণ্যশ্বকর্ণিকাঃ।
গোকর্ণীর্হস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীস্তথাপরাঃ ॥১১
অতিনাসাশ্চ কাশ্চিচ্চ তির্য্যঙ্নাসা অনাসিকাঃ।
গজসন্নিভনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ ॥১২
হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচূলিকাঃ।
অতিমাত্রশিরোগ্রীবা অতিমাত্রকুচোদরীঃ ॥১৩
অতিমাত্রাস্য-নেত্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বাননাস্তথা।
অজামুখী র্হস্তিমুখীর্গোমুখীঃ শূকরীমুখীঃ ॥১৪
হয়োষ্ট্র-খরবক্ত্রাশ্চ রাক্ষসার্ঘোরদর্শনাঃ।
শূল-মুদ্গরহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥১৫
করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
পিবন্তি সততং পানং সুরা-মাংসসদাপ্রিয়াঃ ॥১৬
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গীর্মাংসশোণিতভোজনাঃ।
তা দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠো রোমহর্ষণদর্শনাঃ ॥১৭
স্কন্ধবন্তমুপাসীনাঃ পরিবার্য্য বনস্পতিম্।
তস্যাধস্তাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্ ॥১৮
লক্ষয়ামাস লক্ষ্মীবান্ হনূমান্ জনকাত্মজাম্।
নিষ্প্রভাং শোকসন্তপ্তাং মলসঙ্কুলমূর্দ্ধজাম্ ॥১৯
ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব।
চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্ ॥২০
ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্।
রাক্ষসাধিপসংরুদ্ধাং বন্ধুভিশ্চ বিনাকৃতাম্ ॥২১
বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব।
চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্ ॥২২
ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্।
স তাং ভর্তৃহিতে যুক্তামযুক্তাং রক্ষসাং বশে ॥২৩
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্।
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্ ॥২৪

ক্রোধনস্বভাবা, কেহ কলহপ্রিয়া এবং কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ শূল, কূট ও মুদ্গরধারিণী। কাহারও মুখ বরাহ, মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিধ, ছাগ ও শৃগালের মুখের তুল্য ও কেহ হস্তিপাদ, কেহ উষ্ট্রপাদ, কেহ বা অশ্বপাদ, কেহ এক হস্ত, কেহ বা একপাদ, কাহারও মস্তক বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট, কেহ গর্দ্দভকর্ণী, অশ্বকর্ণী, গোকর্ণী, গজকর্ণী ও কেহ বা সিংহকর্ণী, কাহারও নাসিকা দীর্ঘ, কাহারও বক্র, কাহারও বা হস্তিশুণ্ডাকৃতি, কাহারও ললাটে উন্নত নাসিকা, কেহ বা নাসিকাশূন্যা, কাহারও ললাটে ঊর্দ্ধমুখ নাসিকা, কেহ মহাপাদ, কেহ গোপাদ, কাহারও পায়ে কেশগুচ্ছ, কাহারও মস্তক ও গ্রীবা অতিদীর্ঘ, কাহারও স্তনযুগল ও উদর অত্যন্ত দীর্ঘ, কাহারও বা নয়নদ্বয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কাহারও মুখ অতি দীর্ঘ, কাহারও বা জিহ্বা দীর্ঘ, কেহ অজমুখী, কেহ হস্তিমুখী, কেহ গোমুখী, কেহ শূকরমুখী, কেহ অশ্বমুখী, কেহ উষ্ট্রমুখী ও কেহ গর্দ্দভমুখী কেহ ভয়ঙ্করদর্শনা, কেহ শূল ও মুদ্গরহস্তা, ক্রোধযুক্তা ও কলহপ্রিয়া। করালা, ধূম্রবর্ণকেশযুক্তা, বিকৃতাননা মদ্য মাংসপ্রিয়া রাক্ষসীগণ সর্বদা মদ্যপানে সমাসক্তা। রক্ত ও মাংসে সংলিপ্তদেহ, মাংস-শোণিতভোজন-নিরতা ও রোমহর্ষণ দর্শনা (যাহাদের দর্শনভয়ে শরীরে রোমাঞ্চ উদ্গত হয়) রাক্ষসীগণ প্রশস্ত শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বনস্পতি বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। তাহার (সেই বৃক্ষের) অধোদেশে অনবদ্য সৌন্দর্য্যা রাজনন্দিনী সীতা সমাসীনা।১-১৮

লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ শোকসন্তপ্তা, মল (ধূল্যাদি) ব্যাপ্ত-কেশা জনকতনয়াকে পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গভ্রষ্টা তারার ন্যায় প্রভাহীনা দেখিলেন। পাতিব্রত্য-জন্য কীর্তিমণ্ডিতা, ভর্ত্তৃদর্শনদুর্লভা, উত্তমবিভূষণহীনা, স্বামিস্নেহস্নিগ্ধা ও বন্ধুবিহীনা, সীতাকে যূথভ্রষ্টা সিংহ-বিত্রস্তা গজবধূর ন্যায় রাক্ষসাধিপতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা এবং বর্ষাবসানে শারদ মেঘলায় সমাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় ও বাদক অসংস্পৃষ্ট বাদন ক্রিয়ারহিত বীণার ন্যায় শ্রীহীনা দেখিলেন। ভর্ত্তৃহিতাকাঙ্ক্ষিণী, রাক্ষসাধীনে অবস্থানের অনর্হা, অশোকবনমধ্যে শোকসাগরে নিমগ্না সীতা ক্রুরগ্রহ-গ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা। প্রসূনশূন্যা

দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব।
সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা ॥
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি চ ন ভাতি চ ॥২৫

মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্।
সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥২৬

তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্ ॥২৭

তাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্।
মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ ॥২৮

দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ।
সঙ্ঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোর্মিমিবোত্থিতাম্ ॥২৯
তাং ক্ষমাং সুবিভক্তাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্ ॥৩০
হর্ষজানি চ সোঽশ্রুণি তাং দৃষ্ট্বা মদিরেক্ষণাম্।
মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমশ্চক্রে চ রাঘবম্ ॥৩১
নমস্কৃত্বাঽথ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্য্যবান্।
সীতাদর্শনসংহৃষ্টো হনুমান্ সংবৃতোঽভবৎ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

লতা এবং পঙ্কলিপ্তা পদ্মিনীর ন্যায় সীতা মলিনদেহা ও আভরণশূন্যা অবস্থায় (স্বাভাবিক দেহলাবণ্যে) শোভমানা ও (আভরণহীনা ও মলিনা বলিয়া) অশোভমানা। মলিন ও জীর্ণবসনে আবৃতদেহা সেই মৃগশিশুনয়না সীতাকে হনুমান্ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সেই দীনা অথচ স্বামিপরাক্রম স্মরণে অদীনা অসিতনয়না সীতা স্বীয় চরিত্রবলে রক্ষিতা; চকিতা মৃগীর ন্যায় বালকুরঙ্গনয়না সীতা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাসে পল্লবিত তরুরাজিকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। বীর্য্যবান্ পবননন্দন হনুমান্ দুঃখসাগরের সমুত্থিত ঊর্মিমালার ন্যায়, মূর্ত্ত শোকরাশির ন্যায় অবস্থিতা সুবিন্যস্তদেহা, নিরাভরণ সুন্দরী, কৃশা মৈথিলীকে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন।১৯-৩০

সেই চকোরনয়নাকে দেখিয়া হনুমান্ আনন্দজাত অশ্রু মোচন করিলেন এবং সেইস্থান হইতে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া সীতা দর্শনানন্দে আনন্দিত বীর্য্যবান্ হনুমান্ (সেই বৃক্ষশাখায় লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।৩১-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[নিশাবসানে শতশঃ প্রমদাপরিবেষ্টিতস্য কামার্তস্য সীতাসমীপে আগচ্ছতো রাবণস্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গং সম্যগ্ দ্রষ্টুং হনূমতঃ শিংশপাবৃক্ষাগ্রাৎ নিঃশব্দেনাবতরণম্, শাখায়া অধো গূঢ়েনাবস্থানঞ্চ।]

তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনং পুষ্পিতপাদপম্।
বিচিন্বতশ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ ॥১
ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্ ॥২
অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ ॥৩
বিবুধ্য তু মহাভাগো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
স্রস্তমাল্যাম্বরধরো বৈদেহীমন্বচিন্তয়ৎ ॥৪
ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাঞ্চ মদনেন মদোৎকটঃ।
ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকাত্মনি গূহিতুম্ ॥৫
স সর্ব্বাভরণৈর্যুক্তো বিভ্রচ্ছ্রিয়মনুত্তমাম্।
তাং নগৈর্বিবিধৈর্জুষ্টাং সর্ব্বপুষ্পফলোপগৈঃ ॥৬
বৃতাং পুষ্করিণীভিশ্চ নানাপুষ্পোপশোভিতাম্।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাদ্ভুতৈঃ ॥৭
ঈহামৃগৈশ্চ বিবিধৈর্বৃতাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ।
বীথীঃ সম্প্রেক্ষমাণশ্চ মণি-কাঞ্চনতোরণাম্ ॥৮
নানা মৃগগণাকীর্ণাং ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বৃতাম্।
অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততদ্রুমাম্ ॥৯
অঙ্গনাঃ শতমাত্রন্তু তং ব্রজন্তমনুব্রজন্।
মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেব-গন্ধর্বযোষিতঃ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গঃ

[রজনীর শেষভাগে শতশত প্রমদা পরিবেষ্টিত কামার্ত রাবণকে সীতাসমীপে আসিতে দেখিয়া হনুমানের তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুটভাবে দেখিবার জন্য শিংশপাবৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে নিঃশব্দে অবতরণ এবং শাখার অধোদেশে গূঢ়বেশে অবস্থান।]

এই প্রকারে পুষ্পিত পাদপসুশোভিত কানন নিরীক্ষণ এবং বৈদেহীকে স্পষ্ট দর্শনের অবসর প্রতীক্ষা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল।১

রাত্রির অবসানে তিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।২

অনন্তর শ্রবণমনোহর মাঙ্গলিক বাদ্য ধ্বনিতে মহাবল মহাবাহু দশানন জাগরিত হইলেন।৩

প্রতাপশালী মহাভাগ রাক্ষসাধিপতি বিগলিত মাল্য ও বসন ধারণ অবস্থায় জাগরিত হইয়াই বৈদেহীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।৪

মাদকসুরাপানাদিদ্বারা মদোন্মত্ত রাক্ষস কামবেগে তাঁহাতে গাঢ় অভিনিবেশে চিত্ত স্থাপন করায় কোনপ্রকারে সেই কামকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই।৫

রাক্ষসরাজ সর্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম শোভা ধারণ পূর্বক সর্বঋতুর পুষ্পফল সমন্বিত নানাজাতীয় বৃক্ষরাজিবিরাজিত পুষ্করিণী-পরিবৃত, সদাপ্রমত্ত পরমাদ্ভুত পক্ষিকুলে বিচিত্রিত, দৃষ্টিমনোহর নানাবিধ ঈহামৃগ (কুকুরাকৃতি ব্যাঘ্রবিশেষ)গণে পরিবৃত, মণি ও কাঞ্চনময় তোরণ সংযুক্ত, বিবিধ মৃগকুলে সমাকীর্ণ, নিপতিত ফলসমূহে আবৃত এবং নিরন্তর বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত, অশোক কাননেই পথ দেখিতে দেখিতে প্রবেশ করিলেন।৬-৯

দেব ও গন্ধর্ব পত্নীগণ যেরূপ মহেন্দ্রের অনুগমন

দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাশ্চিজ্জগৃহুস্তত্র যোষিতঃ।
বালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ ॥১১
কাঞ্চনৈশ্চৈব ভৃঙ্গারৈর্জহ্রুঃ সলিলমগ্রতঃ।
মণ্ডলাগ্রা বৃসীশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ ॥১২
কাচিদ্রত্নময়ীং পাত্রীং পূর্ণাং পানস্য ভ্রাজতীম্।
দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্রাহ পাণিনা ॥১৩
রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্।
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ ॥১৪
নিদ্রামদপরীতাক্ষ্যো রাবণস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।
অনুজগ্মুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুল্লতা ইব ॥১৫
ব্যাবিদ্ধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ।
সমাগলিতকেশান্তাঃ সস্বেদবদনাস্তথা ॥১৬
ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ।
স্বেদক্লিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সমাল্যাকুলমূর্ধজাঃ ॥১৭

প্রয়ান্তং নৈঋতপতিং নার্য্যো মদিরলোচনাঃ।
বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্য্যাস্তমন্বয়ুঃ ॥১৮
স চ কামপরাধীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ।
সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাঞ্চিতগতির্বভৌ ॥১৯
ততঃ কাঞ্চীনিনাদঞ্চ নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।
শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ ॥২০
তং চাপ্রতিমকর্ম্মাণমচিন্ত্যবলপৌরুষম্।
দ্বারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥২১
দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমন্তাদবভাসিতম্।
গন্ধতৈলাবসিক্তাভির্ধ্রিয়মাণাভিরগ্রতঃ ॥২২
কামদর্পমদৈর্যুক্তং জিহ্মতাম্রায়তেক্ষণম্।
সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্ ॥২৩
মথিতামৃতফেনাভমরজোবস্ত্রমুত্তমম্।
সপুষ্পমবকর্ষন্তং বিমুক্তং সক্তমঙ্গদে ॥২৪

করিয়া থাকেন, সেইরূপ মাত্র শতসংখ্যক অঙ্গনা গমনকারী পৌলস্ত্যের (রাবণের) অনুগমন করিয়াছিল।১০

কোন কোন কামিনী স্বর্ণ প্রদীপ গ্রহণ করিল। কেহ কেহ চামরব্যঞ্জন, কেহ কেহ তালবৃন্ত হস্তে ধারণ করিল। কেহ কেহ পুরোভাগে স্বর্ণভৃঙ্গারে সলিল আহরণ করিল। অপর কতকগুলি স্বর্ণসিংহাসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। কোন অনুকূলা নায়িকা দক্ষিণ হস্তে পানীয়পূর্ণ মনোরম মণিময় পাত্র গ্রহণ করিল। অপর একজন রাজহংসসদৃশ, পূর্ণচন্দ্রপ্রভাসমুজ্জ্বল সুবর্ণদণ্ডসমন্বিত ছত্র লইয়া পৃষ্ঠদেশে যাইতে লাগিল। বিদ্যুল্লতার মেঘানুসরণের ন্যায় রাবণের উত্তমা প্রমদাগণ নিদ্রায় ও মাদকতায় বিজড়িতনয়না হইয়া বীর পতির অনুগমন করিল।১১-১৫

তাহাদের হার ও কেয়ূর স্ব স্ব স্থান হইতে বিগলিত, গাত্রানুলেপন মর্দ্দিত, কেশকলাপ আলুলায়িত, বদনে স্বেদবিন্দু প্রকাশিত হইয়াছে। মদাবস্থাপগমে অবসন্না, নিদ্রাবশতঃ ঘূর্ণিতকলেবরা সেই সব শুভাননার কেশগুচ্ছ মাল্যের সহিত বিক্ষিপ্ত এবং অঙ্গকুসুম স্বেদজলে ম্লান হইয়াছে। মদিরলোচনা প্রিয়পত্নীগণ ভর্ত্তৃকৃত বহুসম্মানে ও স্বীয় কামচরিতার্থের উদ্দেশ্যে গমনকারী সেই রাক্ষসাধিপতির অনুগমন করিল। তাহাদের সেই কামপরতন্ত্র মহাবল পতি সীতার প্রতি সমাসক্তচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে স্খলিতগতিতে গমন করিতে লাগিল। তারপর মারুততনয় কপি রমণীয় রমণীগণের কাঞ্চী ও নূপুরের নিঃস্বন (ধ্বনি) শুনিতে পাইলেন।১৬-২০

হনুমান্ কপি সেই অনন্যসাধারণকর্মা অচিন্ত্যনীয় শক্তি ও পৌরুষসম্পন্ন রাবণকে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে দেখিলেন।২১

সম্মুখভাগে রাক্ষসীরা গন্ধতৈলপূর্ণ বহু প্রদীপ ধারণপূর্বক গমন করিতে থাকায় দশদিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কাম, দর্প ও মত্ততাযুক্ত কুটিল এবং তাম্রাভনয়নে শোভিত রাক্ষসপতি যেন শরাসন-বিরহিত মূর্তিমান্ কন্দর্পের ন্যায় সমুপস্থিত। রাবণ মনোরম মুক্তাখচিত, মথিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্রধৌত, উৎকৃষ্ট বিলুলিত বস্ত্র ও কেয়ূর আসক্ত পুষ্পমালাদি আকর্ষণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছিলেন।

তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্র-পুষ্পশতাবৃতঃ।
সমীপমুপসঙ্‌ক্রান্তং বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে ॥২৫
অবেক্ষমাণস্তু তদা দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
রূপ-যৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥২৬
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ।
তন্মৃগদ্বিজসঙ্ঘুষ্টং প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্ ॥২৭
ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ।
তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ ॥২৮
বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ।
তং দদর্শ মহাতেজাস্তেজোবন্তং মহাকপিঃ ॥২৯
রাবণোঽয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ।
সোঽয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমে।
অবপ্লুতো মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩০
স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ ॥৩১
স তামসিতকেশান্তাং সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্।
দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্ত্তত রাবণঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

শাখাপত্রে লীন শত শত পুষ্প ও পত্রে আবৃত (হনুমান্) সমীপাগত ব্যক্তিকে বিশেষভাবে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন।২২-২৫

সেই সময়ে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া কপিকুঞ্জর রাবণের রূপ ও যৌবনসম্পন্না ভার্য্যাসকলকে এবং মহাযশা রাক্ষসরাজকে রূপবতী রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মৃগপক্ষিনিনাদিত সেই প্রমোদকাননে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মদমত্ত বিচিত্র আভরণভূষিত মহাবল শঙ্কুকর্ণ তারাগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দরী রমণীগণে পরিবেষ্টিত বিশ্রবাতনয় রাক্ষসাধিপতিকে দেখিতে পাইল। মহাতেজস্বী মহাকপি সেই তেজস্বী রাবণকে দেখিলেন। ইনি সেই মহাবাহুই রাবণ, ইনিই পূর্বে অন্তঃপুরে উত্তমগৃহে নিদ্রিত ছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উল্লম্ফন পূর্বক সেই শাখা হইতে উপরিতম শাখায় আরোহণ করিলেন। মারুতি অত্যন্ত উগ্রতেজঃসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ হইলেও রাবণের তেজে অভিভূত হইয়া বহুপত্রযুক্ত শাখার গুহ্যপ্রদেশে লুকায়িত হইলেন। সেই রাবণ কৃষ্ণকেশগুচ্ছশালিনী পীবরস্তনী, চারু-নিতম্বিনী, অসিতনয়না সীতার দর্শনলালসায় তদভিমুখে গমন করিলেন।২৬-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণভয়কম্পমানায়াঃ পরিম্লানায়াঃ সীতায়া অবস্থাবর্ণনম্, তাং বশীকর্তুমুদ্যমশ্চ ।]

তস্মিন্নেব ততঃ কালে রাজপুত্রী ত্বনিন্দিতা ।
রূপ-যৌবনসম্পন্নং ভূষণোত্তমভূষিতম্ ॥১
ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ।
প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা ॥২
ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী ॥৩
দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ॥৪
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্ ।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ ॥৫
মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্ ।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ ॥৬
সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ ॥৭
শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্ ।
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্ ॥৮
চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব ।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা ॥৯
বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্ম্মিকে ।
পুনঃ সংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে ॥১০
[অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥]
সন্নামিব মহাকীর্ত্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্ ।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব ॥১১

ঊনবিংশ সর্গ

[রাবণ ভয়ে কম্পমানা ও পরিম্লানা সীতার অবস্থা বর্ণন এবং সমাগত রাবণ কর্তৃক তাঁহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা ।]

অনন্তর সেই সময়ে অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্যা, নিতম্বশালিনী বিদেহরাজনন্দিনী রূপ ও যৌবন সম্পন্ন উত্তম ভূষণ সমূহে অলঙ্কৃত রাক্ষসাধিপতি রাবণকে দেখিয়াই বাত্যা (প্রবল বাতাস)হত কদলী (বৃক্ষে)র ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ।১-২

পরে বিশালনয়না বরবর্ণিনী সীতা ঊরুযুগল দ্বারা উদর ও বাহুদ্বয় দ্বারা স্তনযুগল আচ্ছাদন পূর্বক উপবিষ্টা থাকিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন ।৩

দশানন রাক্ষসীগণ কর্তৃক রক্ষিতা, মলিনা, দুঃখার্তা সীতাকে সমুদ্রে নিমগ্না নৌকার ন্যায় এবং অনাবৃত ভূমিতে উপবিষ্টা (যেন রাবণবধের জন্য) তীক্ষ্ণ ব্রতচারিণীকে ভূতলে নিপতিত বনস্পতির ছিন্ন শাখার ন্যায় দর্শন করিলেন ।৪-৫

দেখিলেন—সীতার অলঙ্কারের স্থানে গাত্র-মললিপ্তা ; অলঙ্করণের যোগ্যা হইয়াও অনলঙ্কৃতা, পঙ্কলিপ্তা মৃণালিনীর ন্যায় অশোভনা হইলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সুশোভনা । তিনি মনরূপ রথে সঙ্কল্পরূপ অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ রামের সমীপে গমন করিতেছেন । রামানুব্রতা, রামের ধ্যানে ও শোকে সমাসক্তচিত্তা, রোরুদ্যমানা এবং একাকিনী বালিকা দুঃখের অন্ত দেখিতে না পাইয়া শুকাইয়া যাইতেছেন । মন্ত্রাদি-সামর্থে রুদ্ধবীর্য্যা, পন্নগরাজবধূর (সর্পিণীর) ন্যায়

আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব ॥১২
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব ॥১৩
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব ॥১৪
উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥১৫
পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব।
পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ॥১৬
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্ ॥১৭
গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিঃশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব ॥১৮
একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥১৯
উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ।
পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্ ॥২০
আযাচমানাং দুঃখার্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব।
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্ ॥২১
সমীক্ষমাণাং রুদতীমনিন্দিতাং
সুপক্ষ্মতাম্রায়তশুক্ললোচনাম্।
অনুব্রতাং রামমতীব মৈথিলীং
প্রলোভয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ ॥

বিবিধ চেষ্টাপরায়ণা, ধূমকেতুগ্রহসমাক্রান্তা রোহিণীর ন্যায় সন্তপ্তা, সৎস্বভাব, সদাচার ও ধার্মিক বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও বিধিবিহিত সংস্কারকর্মানুষ্ঠানে সংস্কৃতা হইলেও (স্ত্রীগণের বিবাহই একমাত্র সংস্কার বলিয়া তাহা দ্বিজাতির উপনয়নজন্মের ন্যায় যেন দ্বিতীয় জন্ম) যেন দুষ্কুলে জাতার ন্যায় সংস্কৃতা হওয়ায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।৬-১০

(মিথ্যাপবাদে বিধ্বস্তা কীর্তি ও বেদাভ্যাসবিবর্জিতা প্রশিথিলিতা বিদ্যার ন্যায়)

তিনি যেন অবসন্না কীর্তি, অবমানিতা শ্রদ্ধা, (আস্তিক্যবুদ্ধি) পরিক্ষীণা প্রজ্ঞা, প্রতিহতা আশা, বিধ্বস্তা ধনাদিপ্রাপ্তিলজ্জিতা রাজাজ্ঞা, উল্কাপাতে প্রজ্বলিতা দিক্, বিনষ্টা দেবপূজা, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিতা নিশা, বিদলিতা পদ্মিনী, হতবীরা ভগ্নমুখী সেনা, অন্ধকারবিধ্বস্তা প্রভা, ক্ষীণা, তটিনী, পতিতাদি কর্তৃক দূষিতা যজ্ঞবেদী, নির্বাণপ্রাপ্তা অগ্নিশিখা, হস্তিশুণ্ড-বিদলিতা ব্যাকুলা পদ্মপূর্ণা বাপী (দীঘী), ভগ্নতটহেতুক শুষ্কজলা নদীস্বরূপা পতিশোকে হতপ্রভা। কৃষ্ণপক্ষের নিশিথিনীর ন্যায় অঙ্গরাগ না থাকায় মলিনা। শোভনাঙ্গী সুকুমারী রত্নরচিতগৃহবাসে অভ্যস্তা সীতা অল্পসময় সংগৃহীতা মৃণালিনীর ন্যায় উষ্ণসন্তপ্তা। যূথপতির নিকট হইতে পৃথক্‌কৃতা, গৃহীতা, স্তম্ভে বদ্ধা গজবধূর ন্যায় অত্যন্ত দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগিনী, মেঘাপগমে নীল বনরাজি-বিরাজিতা ধরণীর ন্যায় অযত্নে রক্ষিতা এক দীর্ঘ বেণী-দ্বারা শোভমানা। উপবাসে, শোকে, রামানুচিন্তনে ও রাবণ ভয়ে তপস্বিনী সীতা পরিক্ষীণা, কৃশদেহা এবং দীনাবস্থা প্রাপ্তা। কুলদেবতার উদ্দেশ্যে প্রাঞ্জলি পূর্বক দুঃখার্তা সীতা ধ্যানদ্বারা রামের নিকট দশাননের পরাজয় সম্যক্‌রূপে যাচমানা। অনিন্দিতা সুপক্ষ্ম (নেত্রলোম) শোভিত-লোহিতপ্রান্তা আয়ত শুক্ল-লোচনা রামপ্রাণা পতিব্রতা মৈথিলীকে রোদন করিতে দেখিয়া রাবণ স্বীয় মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াই যেন (যদি বশবর্তিনী না হও, তবে আমি (রাবণ) প্রাণত্যাগ করিব ইত্যাদি রূপে) প্রলুব্ধ করিতে লাগিল।১১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত

বিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সীতায়াঃ প্রলোভনম্ ।]

স তাং পরিবৃতাং দীনাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্ ।
সাকারৈর্মধুরৈর্বাক্যৈর্ন্যদর্শয়ত রাবণঃ ॥১
মাং দৃষ্ট্বা নাগনাসোরু গূহমানা স্তনোদরম্ ।
অদর্শনমিবাত্মানং ভয়ান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি ॥২
কাময়ে ত্বাং বিশালাক্ষি বহু মন্যস্ব মাং প্রিয়ে ।
সর্ব্বাঙ্গগুণসম্পন্নে সর্ব্বলোকমনোহরে ॥৩
নেহ কিঞ্চিন্মনুষ্যা বা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।
ব্যপসর্পতু তে সীতে ভয়ং মত্তঃ সমুত্থিতম্ ॥৪
স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা ॥৫

এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি ।
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম্ ॥৬
দেবী নেহ ভয়ং কার্য্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে ।
প্রণয়স্ব চ তত্ত্বেন মৈবং ভূঃ শোকলালসা ॥৭
একবেণী অধঃশয্যা ধ্যানং মলিনমম্বরম্ ।
অস্থানেঽপ্যুপবাসশ্চ নৈতান্যৌপয়িকানি তে ॥৮
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরূণি চ ।
বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৯
মহার্হাণি চ পানানি শয়নান্যাসনানি চ ।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি॥১০

বিংশ সর্গ

[রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে প্রলোভন ।]

রাক্ষসী পরিবৃতা, নিরানন্দা, দুঃখভাগিনী, মলিনা ও তাপসী সীতাকে রাবণ মধুর স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্যে বলিতে লাগিলেন ।১

হে নাগ (গজ)-নাসোরু ! (গজ নাসিকার ন্যায় উরুবিশিষ্টে !) তুমি আমাকে দেখিয়াই ভয়ে স্তনমণ্ডল ও উদর সঙ্গোপন করিলে ; নিজেকে (নিজ শরীরকে) আমার দর্শনের অগোচরে রাখিতে চাহিতেছ কেন ?২

হে বিশালনয়নে ! হে সমুদয় শরীরগুণসম্পন্নে ! হে সর্বলোকমনোহরে ! প্রিয়ে ! আমি তোমাকে কামনা করি (সুতরাং আমা হইতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই); আমাকে বহু (পর্য্যাপ্ত অভিপ্রেত) মনে কর (গ্রহণ কর)। এ স্থানে কোন মানুষ বা কামরূপী রাক্ষস নাই। হে সীতে! আমা হইতে সমুৎপন্ন তোমার ভীতি অপসারণ কর। হে ভীরু! বল পূর্বক পরপত্নীহরণ বা পরস্ত্রীগমন রাক্ষসগণের সনাতন নিজধর্ম তাহাতে সংশয় নাই। হে মৈথিলি! এইরূপ রাক্ষসধর্ম থাকিলে মন্মথ যথেচ্ছভাবে তোমার বিষয়ে কামে আমাকে উত্তেজিত করিতে থাকিলেও কামরহিতা তোমাকে আমি কদাচ স্পর্শ করিব না। হে দেবি ! আমাকে ভয় করিও না। হে প্রিয়ে! আমাকে ভয় করিও না, আমাকে বিশ্বাস কর। আমার প্রতি (স্বীয় অনুচর বুদ্ধিতে) প্রণয়বর্তী হও। এই ভাবে শোকাকুলা হইও না। একবেণী (ধারণ) অধোদেশে (ভূতলে) শয়ন, চিন্তা, মলিন বসনপরিধান, অকারণ উপবাস, এই সকল তোমার উপযুক্ত নহে। হে মৈথিলি। তুমি আমাকে অনুচররূপে গ্রহণ করিয়া

স্ত্রীরত্নমসি মৈবং ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্।
মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাস্ত্বমনর্হা সুবিগ্রহে ॥১১
ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ত্ততে।
যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব ॥১২
ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্ত্তা স বিশ্বকৃৎ।
নহি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে ॥১৩
ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহী রূপযৌবনশালিনীম্।
কঃ পুনর্নাতিবর্ত্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ ॥১৪
যৎ যৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাংশুসদৃশাননে।
তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষুর্মম নিবধ্যতে ॥১৫
ভব মৈথিলি ভার্য্যা মে মোহমেতং বিসর্জয়।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং [আহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্ব্বাসামেব ভদ্রং তে] মমাগ্রমহিষী ভব ॥১৬
লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহৃতানি মে।
তানি তে ভীরু সর্ব্বাণি রাজ্যং চৈব দদামি তে ॥১৭
বিজিত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং নানানগরমালিনীম্।
জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বিলাসিনি ॥১৮
নেহ পশ্যামি লোকেহন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ।
পশ্য মে সুমহদ্বীর্য্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৯
অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতধ্বজাঃ।
অশক্তাঃ প্রত্যনীকেষু স্থাতুং মম সুরাসুরাঃ ॥২০
ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম্ম তবোত্তমম্।
সুপ্রভাণ্যবসজ্জন্তাং তবাঙ্গে ভূষণানি হি ॥২১
সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্ম্মণা।
প্রতিকর্ম্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে ॥২২
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ যথাকামং পিব ভীরু রমস্ব চ।
যথেষ্টঞ্চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ ॥২৩

বিচিত্র মাল্য, চন্দন, অগুরু, নানাপ্রকার বস্ত্র, দিব্য আভরণ, মহামূল্য বিবিধ (রথাদি) যান, শয্যা, আসন, সঙ্গীত, নৃত্য, ও বাদ্য উপভোগ কর। তুমি—স্ত্রীরত্ন এ অবস্থায় থাকিও না, শরীরকে ভূষণে বিভূষিত কর। হে শোভনশরীরে! আমাকে লাভ করিয়া কেনই বা তুমি অনলঙ্কৃতা থাকিবে। তোমার এই নবোদ্ভূত মনোজ্ঞ যৌবন অতীত হইয়া যাইতেছে। স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায় অতীত যৌবন পুনরায় ফিরিয়া আসে না।৩-১২

শুভদর্শনে! মনে হয়,—রূপনির্মাতা বিশ্বস্রষ্টা তোমার এই সৌন্দর্য্যলাবণ্যপূর্ণ রূপ নির্ম্মাণ করিয়া (রূপ নির্ম্মাণ) কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন; যেহেতু তোমার রূপের সহিত তুলনা করা যায়, এরূপ অন্য কোন রমণী নাই। হে বৈদেহি! এইরূপ সৌন্দর্য্য ও যৌবনশালিনী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুরুষ না বিমুগ্ধ হয়? (অপরের কথা দূরে থাকুক) সাক্ষাৎ পিতামহও (ব্রহ্মা) এই যৌবনশোভায় সমাকৃষ্ট হন। হে চন্দ্রনিভাননে! বিপুলনিতম্বে! তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, সেই স্থানেই আমার চক্ষু নিবদ্ধ হইয়া রহিতেছে। হে মৈথিলি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। এই মূঢ়তা পরিহার কর। বহু উত্তমা রমণীগণের মধ্যে তুমি প্রধানা মহিষী হও। হে ভীরু! ত্রিভুবন মন্থন করিয়া আমি যে সকল রত্ন আহরণ করিয়াছি, সেই সমস্তই তোমার; এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করিব। বিলাসিনি! নানা নগরমালাশোভিতা সমগ্রা পৃথিবী জয় করিয়া তোমার সন্তোষের জন্য জনকরাজাকে দিব। হে সুনিতম্বে! এই জগতে এমন কোন (বীর) পুরুষ দেখি না যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধারী হইতে পারে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন সুমহান্ পরাক্রম অবলোকন কর। দেবতা ও অসুরগণ পুনঃ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছে, তাহাকর্ত্তৃক তাহাদের পতাকা বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই।১৩-২০

অতএব তুমি আমাকে ইচ্ছা কর (সেবকরূপে আকাঙ্ক্ষা কর)। অদ্য তোমার গাত্র উত্তম প্রসাধন অর্পণ কর। সমুজ্জ্বল ভূষণে তোমার অঙ্গ সুসজ্জিত হউক। হে

ললস্ব ময়ি বিস্রব্ধা ধৃষ্টমাজ্ঞাপয়স্ব চ।
মৎপ্রসাদাল্ললন্ত্যাশ্চ ললতাং বান্ধবস্তব ॥২৪
ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি।
কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা ॥২৫
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।
ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা ॥২৬
নহি বৈদেহী রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলভ্যতে।
পুরোবলাকৈরসিতৈর্মেঘৈর্জ্যোৎস্নামিবাবৃতাম্ ॥২৭
ন চাপি মম হস্তাত্ত্বাং প্রাপ্তুমর্হতি রাঘবঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ কীর্ত্তিমিন্দ্রহস্তগতামিব ॥২৮
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিন।
মনো হরসি মে ভীরু সুপর্ণঃ পন্নগং যথা ॥২৯

বরাননে! অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে তোমার রূপমাধুরী আরও মনোরম হইবে। আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি বিবিধ অলঙ্কারে প্রসাধিত হও। হে ভীরু! যথেচ্ছভাবে ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর। যথেচ্ছ পানীয় পান কর। পৃথিবী বা ধনসম্পদ্ যথাভিলাষে দান কর। হে ভদ্রে! আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ধৃষ্টভাবেই আমাকে আদেশ কর। আমার অনুগ্রহলব্ধ বস্তুনিচয়ে তোমার বান্ধবগণের সন্তোষ উৎপাদন কর। হে যশস্বিনি! সৌভাগ্যশালিনি! ভদ্রে! আমার পরাক্রসম্পদ ও ধনসম্পদ অবলোকন করিয়াও তুমি সেই চীরবসনধারী রামকে লইয়া কি করিবে? বিজয়োপকরণশূন্য, হতশ্রী, বনবাসী, ব্রতাচরণকারী ও ভূতলশায়ী রাম জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ। বৈদেহি! সম্মুখে বলাকাশ্রেণী ও কৃষ্ণমেঘ-সমাচ্ছন্না জ্যোৎস্নার ন্যায় সেই রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে না। হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্র করতলগত কীর্ত্তি (ভার্য্যার) ন্যায় রাম আমার হস্ত (কবল) হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে না।২১-২৮

ক্লিষ্টকৌশেয়বসনাং তন্বীমপ্যনলঙ্কৃতাম্।
ত্বাং দৃষ্ট্বা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্ ॥৩০
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
যাবত্যো মম সর্ব্বাসামৈশ্বর্য্যং কুরু জানকি ॥৩১
মম হ্যসিতকেশান্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ।
তাস্ত্বাং পরিচরিষ্যন্তি শ্রিয়মপ্সরসো যথা ॥৩২
যানি বৈশ্রবণে সুভ্রু রত্নানি চ ধনানি চ।
তানি লোকাংশ্চ সুশ্রোণি ময়া ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখম্ ॥৩৩
ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা ॥৩৪
পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্
ধননিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীঞ্চ।

হে চারুহাসিনি! চারুদন্তে! চারুনেত্রে! বিলাসিনি! গরুড় যেরূপ সর্পকুল হরণ করে, সেইরূপ তুমিও আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমাকে জীর্ণপট্টবস্ত্র পরিধানা ও অলঙ্কারবিহীনা দেখিয়া স্বীয় ভার্য্যা (মন্দোদরী প্রভৃতি) লাভ করিতে পারিতেছিনা। সর্বগুণ-সম্পন্না আমার অন্তঃপুরবাসিনী যত রমণী রহিয়াছে, হে জানকি! তুমি তাহাদের সকলের উপর আধিপত্য কর। হে নীলকুন্তলে! অপ্সরোগণ যেরূপ লক্ষ্মীর সেবা করে, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা রমণীয়া আমার রমণীগণ ও সেইভাবে তোমার সেবা করিবে। হে সুভ্রু! সুশ্রোণি! বৈশ্রবনের (কুবেরের) যে সকল ধন ও রত্ন ছিল, তাহা সমস্তই আমার আয়ত্তে আছে। সেই সকল ধনরত্ন ও ত্রিভুবনের সহিত তুমি আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম তপস্যায়, বলে, বিক্রমে, সম্পদে, তেজোবীর্য্যে বা খ্যাতিতে কিছুতেই আমার সমকক্ষ হইবে না। ললনে! পান কর, বিহার কর, যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর, পর্য্যাপ্ত বিত্ত ও পৃথিবী (ভূমি) ইচ্ছানুসারে দান কর। তুমি আমার সহিত যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর। তোমার বন্ধুবর্গও আমার

ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং
ত্বয়ি চ সমেত্য ললন্তু বান্ধবাস্তে ॥৩৫
কুসুমিত-তরুজালসন্ততানি
ভ্রমরযুতানি সমুদ্রতীরজানি ।
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গী
বিহর ময়া সহ ভীরু কাননানি ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

নিকট আসিয়া তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুক। হে ভীরু, বিশদ-সুবর্ণহারবিভূষিতাঙ্গি! আমার সহিত পুষ্পিত পাদপ-পরিব্যাপ্ত ভ্রমরকুলসঙ্কুল সমুদ্রতীরজাত কাননরাজিতে বিহার কর ।২৯-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

একবিংশঃ সর্গঃ

[দুর্জনসংসর্গপরিহারায় অন্তরা তৃণনিক্ষেপপূর্বকং শান্তেন বাক্যেন রাবণায় হিতোপদেশং দদত্যাঃ সীতায়া রামগুণকীর্তনম্, তেন (রামেণ) সহ মিত্রতায়াঃ শুভফলং শত্রুতায়াশ্চাশুভফলং দর্শয়িত্বা সীতয়া রামসমীপে আত্মসমর্পণদ্বারা মিত্রতাস্থাপনায় রাবণং প্রত্যুপদেশশ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্য রক্ষসঃ ।
আর্তা দীনস্বরা দীনং প্রত্যুবাচ ততঃ শনৈঃ ॥১
দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী ।
চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা ॥২
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা ।
নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ ॥৩
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ ।
অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ॥৪

একবিংশ সর্গ

[দুর্জন সংসর্গ পরিহারের জন্য মধ্যে তৃণ নিক্ষেপূর্বক শান্তবাক্যে রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে করিতে সীতার রামগুণ কীর্তন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতার শুভফল ও শত্রুতার অশুভ ফল দেখাইয়া রামের নিকটক আত্মসমর্পণ দ্বারা মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ ।]

সীতা সেই ক্রুর রাক্ষসের সেইসব বাক্য শ্রবণে দুঃখিতা হইয়া ক্ষীণস্বরে দীনতা প্রদর্শন পূর্বক ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখার্তা, বরারোহা, পতিব্রতা, কম্পিতকলেবরা, রোদনপরায়ণা (রাবণের দুরাশা চিন্তা করিয়া যেন) ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা সীতা (পরপুরুষ, তমোগুণাশ্রয়ী রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ কথা বলা উচিৎ নয় মনে করিয়া) মধ্যে তৃণ ব্যবধান রাখিয়া মনে মনে পতির ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ।১-২

আমা হইতে তোমার মনকে ফিরাইয়া নাও, স্বকীয় জনে (ভার্য্যায়) তোমার চিত্ত প্রীতিলাভ করুক। যেহেতু পাপকারী ব্যক্তি যেরূপ সিদ্ধি (ব্রহ্মলোকাদি) প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তদ্রূপ আমাকে (প্রাপ্তির আশায়) প্রার্থনা তোমার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আমি মহাকুলপ্রসূতা, পবিত্রবংশে (বধূরূপে) সমাগতা,

কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণ্যং কুলে মহতি জাতয়া।
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী ॥৫

রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ।
নাহমৌপয়িকী ভার্য্যা পরভার্য্যা সতী তব ॥৬

সাধু ধর্ম্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর।
যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর ॥৭

আত্মানমুপমাং কৃত্বা স্বেষু দারেষু রম্যতাম্।
অতুষ্টং স্বেষু দারেষু চপলং চপলেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্ ॥৮

ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্ত্তসে।
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জিতা ॥৯

বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে ॥১০

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥১১

তথৈব ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌঘসঙ্কুলা।
অপরাধাত্তবৈকস্য নচিরাদ্ বিনশিষ্যতি ॥১২

স্বকৃতৈর্হন্যমানস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ।
অভিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্ম্মণঃ ॥১৩

এবং ত্বাং পাপকর্ম্মাণং বক্ষ্যন্তি নিকৃতা জনাঃ।
দিষ্ট্যৈতদ্ ব্যসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ ॥১৪

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা ॥১৫

উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সৎকৃতম্।
কথং নামোপধাস্যামি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ ॥১৬

অহমৌপয়িকী ভার্য্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ ॥১৭

একপত্নী (এক পতি যাহার তাদৃশ) ব্রতচারিণী (পতিব্রতা) সুতরাং সাধুজননিন্দিত (পরপুরুষস্পর্শাদিরূপ) অকার্য্য করা আমার উচিত হইতে পারে না। যশস্বিনী বৈদেহী সেই রাবণকে এই কথা বলিয়াই কিন্তু রাবণকে পৃষ্ঠভাগে (পশ্চাদ্ভাগে) রাখিয়া পুনরায় বাক্য বলিতে লাগিলেন,—আমি সতী ও পরপত্নী, সুতরাং তোমার ভোগযোগ্যা নহি।৩-৬

সদ্ধর্ম পর্য্যবেক্ষণ কর। সজ্জনগণের অনুষ্ঠেয় সাধুব্রত আচরণ কর। নিশাচর! স্বীয় ভার্য্যার ন্যায় অন্যের ভার্য্যারও রক্ষণ সর্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য।৭

তুমি আপনাকে উপমা করিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে রত হও। যে ব্যক্তি নিজ ভার্য্যায় অসন্তুষ্ট সেই চপলেন্দ্রিয় মন্দবুদ্ধি চপলকে পরস্ত্রী আয়ুক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গলে পাতিত করে। তোমার যেরূপ শিষ্টাচারবিরহিতা বিপরীতা বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়—এস্থানে সদ্ব্যক্তি নাই, অথবা তুমি সজ্জনের অনুবর্তন কর না, কিংবা পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমাকে হিতবাক্য বলিয়া থাকিবেন কিন্তু তুমি রাক্ষসকুলের অমঙ্গলের (বিনাশের) জন্য সেই হিতবাক্যকে মিথ্যা মনে করিয়া অশ্রদ্ধায় তাহা গ্রহণ করিতেছ না। যেরূপ দুর্নীতিপরায়ণ ও অশিক্ষিত রাজাকে প্রাপ্ত হইলে অতি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও নগরসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নপূর্ণা লঙ্কা এক তোমারই অপরাধে অচিরকালমধ্যে বিনষ্ট হইবে। রাবণ! যে অদূরদর্শী নিজকর্মদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে যাইতেছে, সেই পাপকর্মার বিনাশে সমস্ত প্রাণীই সর্বতোভাবে আনন্দিত হইয়া থাকে।৮-১৩

তোমা কর্ত্তৃক বঞ্চিত ব্যক্তিরা এইরূপ পাপকর্মে নিরত তোমাকে আনন্দের সহিত বলিবে, "রে ক্রূর! তুই দৈবক্রমে এই বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিস্"। হে রাক্ষস! সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারেনা, সেইরূপ আমিও রাঘব হইতে কদাপি পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারি না। অতএব ঐশ্বর্য্য বা ধনের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। সেই লোকনাথের দক্ষিণ বাহু উপাধান করিয়া (আবার) কি প্রকারে (কোন্ লজ্জায়) অন্য কোন ব্যক্তির বাহুকে উপাধান করিব? তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় আমি ব্রতস্নাত

সাধু রাবণ রামেণ মাং সমানয় দুঃখিতাম্ ।
বনে বাসিতয়া সার্দ্ধং করেণ্বেব গজাধিপম্ ॥১৮
মিত্রমৌপয়িকং কর্ত্তুং রামঃ স্থানং পরীপ্সতা ।
বন্ধং চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ ॥১৯
বিদিতঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ ।
তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥২০
প্রসাদয়স্ব ত্বং চৈনং শরণাগতবৎসলম্ ।
মাং চাস্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি ॥২১
এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘূত্তমে ।
অন্যথা ত্বং হি কুর্ব্বাণঃ পরাং প্রাপ্স্যসি চাপদম্ ॥২২
বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্ ।
ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ ॥২৩
রামস্য ধনুষঃ শব্দং শ্রোষ্যসি ত্বং মহাস্বনম্ ।
শতক্রতুবিসৃষ্টস্য নির্ঘোষমশনেরিব ॥২৪
ইহ শীঘ্রং সুপর্বাণো জ্বলিতাস্যা ইবোরগাঃ ।
ইষবো নিপতিষ্যন্তি রাম-লক্ষ্মণলক্ষিতাঃ ॥২৫
রক্ষাংসি নিহনিষ্যন্তঃ পুর্য্যামস্যাং ন সংশয়ঃ ।
অসম্পাতং করিষ্যন্তি পতন্তঃ কঙ্কবাসসঃ ॥২৬
রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্পান্ স রামগরুড়ো মহান্ ।
উদ্ধরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্ ॥২৭
অপনেষ্যতি মাং ভর্ত্তা ত্বত্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ ।
অসুরেভ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং বিষ্ণুস্ত্রিভিরিব ক্রমৈঃ ॥২৮
জনস্থানে হতস্থানে নিহতে রক্ষসাং বলে ।
অশক্তেন ত্বয়া রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ ॥২৯
আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ ।
গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম ॥৩০
নহি গন্ধমুপাঘ্রায় রাম-লক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া ।
শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দুলয়োরিব ॥৩১

বিদিতাত্মতত্ত্ব ধরাপতির উপভোগ্যা ভার্য্যা। হে রাবণ! আমি অত্যন্ত ব্যথিতা; সুতরাং বনে কামুকী করিণীর সহিত গজপতির ন্যায় আমাকে রামের সহিত ভদ্রভাবে সম্মিলিত করিয়া দাও। লঙ্কানগরী রক্ষার ইচ্ছা থাকিলে ও সকলকুটুম্বপীড়াজনক স্বীয় মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত তোমার মিত্রতাস্থাপনই করা উচিত। তিনি সকল ধর্মজ্ঞাতা ও শরণাগত-বৎসলরূপে প্রসিদ্ধ; যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য। তুমি সংযতচিত্তে আমাকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন কর। এই ভাবে রঘুশ্রেষ্ঠের নিকট আমাকে সমর্পণ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদ্ প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু নিক্ষিপ্ত বজ্রও তোমাকে বর্জন করিতে পারে, যমও তোমাকে চিরকালের জন্য বর্জন করিতে পারে, কিন্তু লোকনাথ ক্রুদ্ধ রাঘব তোমার ন্যায় দুর্জনকে বর্জন করিবেন না, অবশ্যই বধ করিবেন।১৪-২৩

ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় তুমি অচিরেই রামের ধনুর মহাস্বনপ্রতিধ্বনিত শব্দ শুনিতে পাইবে।২৪

রাম ও লক্ষ্মণের নামচিহ্নাঙ্কিত শোভনপর্বসম্বলিত বাণসমূহ জ্বলিতবদন সর্পের ন্যায় শীঘ্রই লঙ্কানগরীতে নিপতিত হইবে।২৫

তাহারা (সেই বাণসমূহ) নিপতিত হইয়া এই পুরীতে রাক্ষসকুল সম্পূর্ণরূপে বধপূর্বক নিষ্প্রত্যূহে কঙ্কাদির বাসস্থান করিয়া দিবে।২৬

বিনতানন্দন গরুড় যেরূপে মহাবেগে সর্পসমূহকে সুমূলিত করে, সেইরূপ রামরূপ গরুড় রাক্ষসরূপ সর্পকে নির্মূল (বধ) করিবেন।২৭

বিষ্ণু যেরূপ তিন পাদক্ষেপে ত্রিবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণের নিকট হইতে প্রদ্যোতিতা শ্রীকে আহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত্রুনিসূদন আমার স্বামী তোমার নিকট হইতে সত্বর আমাকে লইয়া যাইবেন।২৮

হে রাক্ষস! সে বধ্যস্থানে জনস্থানে রাক্ষসসৈন্য নিহত হইলে তুমি স্বয়ং (তাহার প্রতীকারে) অসমর্থ হইয়া এই অসৎ আচরণ করিয়াছ।২৯

তস্য তে বিগ্রহে তাভ্যাং যুগগ্রহণমস্থিরম্।
বৃত্রস্যেবেন্দ্রবাহুভ্যাং বাহোরেকস্য বিগ্রহে ॥৩২
ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তোয়মল্পমিবাদিত্যঃ প্রাণানাদাস্যতে শরৈঃ ॥৩৩
গিরিং কুবেরস্য গতোঽথবালয়ং
সভাং গতো বা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
অসংশয়ং দাশরথের্বিমোক্ষ্যসে
মহাদ্রুমঃ কালহতোঽশনেরিব ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একবিংশ সর্গঃ ॥

রে অধম! সেই নরসিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের অগোচরে শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে তুই হরণ করিয়া আনিয়াছিস্।৩০

কুক্কুর যেমন ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইলে সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেনা, সেইরূপ তুইও রাম-লক্ষ্মণের গন্ধ পাইলে (সমীপে অবস্থান জানিলে) তাঁহাদের সমক্ষে থাকিতে পারিবি না।৩১

দ্বিবাহু ইন্দ্রের সহিত একবাহু বৃত্রাসুরের সংগ্রামের ন্যায় রাম-লক্ষ্মণের সহিত তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহায়কও (ভুজ) থাকিবে না।৩২

সূর্য্যের অল্পমাত্র জল শোষণের ন্যায় আমার পতি রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে অতিক্ষিপ্রই শরজালে তোমার প্রাণ হরণ করিবেন। তুমি ভয়ে কুবেরের আবাস পর্বতে (কৈলাসে) বা বরুণালয়ের পরপারে গেলেও কালাহত বনপতি যেমন বজ্রপাত হইতে রক্ষা পায় না, সেইরূপ তুমিও দাশরথির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না,—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।৩৩-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়ৈবং ভর্ৎসনয়া ক্রুদ্ধস্য 'মাসদ্বয়মপেক্ষ্য তাং বধিষ্যামি' ইতি কথিতস্য রাবণস্য ভয়প্রদর্শনম্, ততো রাবণপত্নীনাং চক্ষুঃসঙ্কেতেনাশ্বস্তয়া সীতয়া পুনা রাবণং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্, ভয়েন সান্ত্বনাবাক্যেন চ সীতাং বশীকর্তুং ভয়ঙ্করীর্বিকৃতবদনা রাক্ষসীর্নিযুজ্য ধন্যমালিনীতি নাম্না পত্ন্যা নিবৃত্তস্য রাবণস্য অন্তঃপুরচারিণীভিঃ সহ স্বগৃহে গমনঞ্চ।]

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রাক্ষসেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্ ॥১
যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা।
যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা ॥২
সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ ॥৩
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে ॥৪
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।
বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্ ॥৫
পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্।
তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ ॥৬
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধসংরম্ভসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ ॥৭
দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ॥৮

দ্বাবিংশ সর্গ

[সীতার এই প্রকার ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ রাবণ "দুই মাস অপেক্ষা করিয়া তোমাকে হত্যা করিব" বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন অনন্তর রাবণের পত্নীগণের চক্ষুঃসঙ্কেতে আশ্বস্তা সীতা কর্তৃক পুনরায় রাবণকে ভর্ৎসনা, ভয়ঙ্করী বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণকে ভয় ও সান্ত্বনাবাক্যে সীতাকে বশীভূত করার জন্য নিযুক্ত করিয়া 'রাবণকে ধান্যমালিনী নামক তাহার পত্নী তাহা হইতে নিবর্তন করিলে' মুগ্ধ রাবণের অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত স্বগৃহে গমন।]

অনন্তর রাক্ষসেশ্বর, সীতার কর্কশবাক্য শুনিয়া প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

হে বরাননে! সংসারে দেখা যায় পুরুষ স্ত্রীকে যেরূপে সান্ত্বনা করে, সেই পুরুষ সেই স্ত্রীর নিকট ততই আদৃত হইয়া থাকে কিন্তু আমি তোমাকে যতই প্রিয়-বাক্য বলিতেছি তুমি ততই আমাকে পরাভূত করিতেছ। বিপথে ধাবিত অশ্ববর্গকে সুসারথি যেমন সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার প্রতি সমুত্থিত কাম তেমনই ঐ ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিতেছে। মনুষ্যগণের পক্ষে কাম অতি ভয়ঙ্কর (প্রতিকূল), যাহার উপর কামভাব জাগ্রৎ হয়, সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। তুমি বধার্হা, অবমাননার যোগ্যা ও কপট তাপসব্রতনিরতা, তথাপি এই কারণেই তোমাকে বধ করিতেও পারিতেছি না। হে মৈথিলি! তুমি আমাকে যে সকল পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলিয়াছ, সেই প্রত্যেক বাক্যই তোমার দারুণ বধের কারণ হওয়া উচিত।২-৬

রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধ ও প্রণয়সংযুক্ত হইয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলার পর পরবর্তী বাক্যও বলিতে লাগিলেন। হে বরবর্ণিনি! (অরণ্য-কাণ্ডে 'মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি!' এই রাবণ বাক্যের) তোমার জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট দুইমাস প্রতীক্ষা করিব। তারপর তুমি আমার শয্যায় আরোহণ কর। এই দুই মাস অতীত হইলেও

দ্বাভ্যামূর্ধ্বং তু মাসাভ্যাং ভর্ত্তারং মামনিচ্ছতীম্ ।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ ॥৯
তাং ভর্ৎস্যমানাং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ জানকীম্ ।
দেব-গন্ধর্ব্বকন্যাস্তা বিষেদুর্বিকৃতেক্ষণাঃ ॥১০
ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বক্ত্রৈস্তথাপরাঃ ।
সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জিতাং তেন রক্ষসা ॥১১
তাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং বৃত্তশৌটীর্য্যগর্ব্বিতম্ ॥১২
নূনং ন তে জনঃ কশ্চিদস্মিন্নিঃশ্রেয়সি স্থিতঃ ।
নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্ম্মণোঽস্মাদ্ বিগর্হিতাৎ ॥১৩
মাং হি ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ ।
ত্বদন্যস্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়েন্মনসাপি কঃ ॥১৪
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ ।
উক্তবানসি যৎ পাপং ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে ॥১৫

যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে ।
তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ ॥১৬
স ত্বমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ ক্ষিপন্নিহ ন লজ্জসে ।
চক্ষুষো বিষয়ে তস্য ন যাবদুপগচ্ছসি ॥১৭
ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে ।
ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মান্মামনার্য্য নিরীক্ষতঃ ॥১৮
তস্য ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ ।
কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্য্যতি ॥১৯
অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ ।
ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা ॥২০
নাপহর্ত্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ ।
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥২১
শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ ।
অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ্ দারচৌর্য্যং ত্বয়া কৃতম্ ॥২২

তুমি যদি আমাকে ভর্তারূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হও তাহা হইলে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের (প্রাতর্ভোজনের) জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে ।৭-৯

বিশালনয়না দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ রাক্ষসরাজ কর্তৃক জানকীকে এইরূপ তিরস্কৃতা হইতে দেখিয়া বিষণ্ণা হইলেন এবং রাক্ষসরাজ কর্তৃক নির্ভৎসিতা সীতাকে কেহ ওষ্ঠভঙ্গী দ্বারা, কেহ কটাক্ষচালনভঙ্গীতে, কেহ বা মুখভঙ্গী দ্বারা আশ্বাস দিতে লাগিলেন। সেই দেব-গন্ধর্বকন্যাগণ কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়া সীতা স্বীয় পাতিব্রত্য ও পতির বীর্য্যে গর্বিত বাক্যসকল রাবণের কল্যাণের জন্য বলিতে লাগিলেন ।১০-১২

মনে হয়—তোমার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী এমন কোন ব্যক্তি এস্থানে নাই, যে তোমাকে এই নিন্দিত কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে ।১৩

শচীপতি (ইন্দ্রে)র শচীর ন্যায় আমি ধর্মাত্মা (রামে)র পত্নী। এই ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিতে পারেনা ।১৪

রাক্ষসাধম! আমি অপরিমিত তেজস্বী রামের পত্নী, তুমি যে সব পাপ কথা আমাকে বলিয়াছ ; কোন্ স্থানে গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবে ? ১৫

নীচ! বলদৃপ্ত হস্তী এবং শশক বনে যুদ্ধার্থে সম্মিলিত হইলে যাহা হয়, তদ্রূপ হস্তীর ন্যায় রামের সহিত শশকের ন্যায় তোমারও সংগ্রামে সেইরূপ অবস্থা হইবে ।১৬

সেই (শশকবৎ) তুমি সেই (গজেন্দ্রবৎ) রামের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না ? (কতক্ষণ আর নিন্দা করিবে ?) যে পর্য্যন্ত না তুমি তাঁহার নয়ন গোচর হও। (তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী)। অনার্য্য! আমার প্রতি (অসদভিপ্রায়ে) নিরীক্ষণকারী তোমার এই ক্রূর, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, পাপ-কলুষিত নয়নদ্বয় ভূতলে নিপতিত হইতেছে না কেন ? ১৭-১৮

(রে সাক্ষাৎ) পাপ! আমি সেই ধর্মাত্মা (রামে)র পত্নী ও দশরথের পুত্রবধূ; তুমি আমার প্রতি যে

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে জানকীমন্ববৈক্ষত ॥২৩
নীলজীমূতসঙ্কাশো মহাভুজশিরোধরঃ।
সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বোগ্রলোচনঃ ॥২৪
চলাগ্রমুকুটপ্রাংশুশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ ॥২৫
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ ॥২৬
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যাং ভুজাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥২৭
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতঃ।
রক্তপল্লবপুষ্পাভ্যামশোকাভ্যামিবাচলঃ ॥২৮

স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্।
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥২৯
অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ।
উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্ ॥৩০
অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুব্রতে।
নাশয়াম্যহমদ্য ত্বাং সূর্য্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা ॥৩১
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
সন্দদর্শ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥৩২
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণং তথা।
গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্ ॥৩৩
হস্তিপদ্যশ্বপদ্যৌ চ গোপদীং পাদচূলিকাম্।
একাক্ষীমেকপাদীঞ্চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্ ॥৩৪

(কটূক্তি দ্বারা) ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে তোমার জিহ্বা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না কেন? ১৯

হে দশানন! তোমাকে ভস্মীভূত করার মত তেজ আমার আছে, কিন্তু (পতি) রামের আদেশ না থাকায়ও যথারীতি পাতিব্রত্য পালন করিতেছি (অভিশাপ দিলে তপঃক্ষয় এবং ব্রতভঙ্গ) বলিয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিতেছি না।২০

আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে তুমি অপহরণ করিতে পারিতে না, তবে বিধাতা তোমার বধের জন্য এই বিধান করিয়াছেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।২১

তুমি শূর, কুবেরের ভ্রাতা, অমিতবলসম্পন্ন হইয়াও (কৌশলে) রামকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া কেন তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিলে।২২

সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাক্ষসাধিপতি রাবণ বিবর্তন কুটিল নেত্রদ্বয় দ্বারা ক্রুদ্ধভাবে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।২৩

তখন শ্রীমান্ রাবণ দেখিতে নীলজলদ মূর্তি, দীর্ঘবাহু, প্রশস্তগ্রীব, সিংহের ন্যায় বলদর্পিত গতি, জিহ্বা ও লোচনদ্বয় উদ্দীপ্ত ও প্রখর হইয়াছিল। মুকুটের অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে, আকৃতি অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কণ্ঠে বিচিত্র মাল্য ও অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন দেখা যাইতেছিল। রক্তমাল্য, রক্তবস্ত্র ও সমুজ্জ্বল কণ্ঠাভরণ তাহার গাত্রে শোভা পাইতেছিল। নিতম্বদেশে পরিহিত বৃহৎ মেখলা অমৃত মন্থনকালে ভুজঙ্গ (রজ্জু) দ্বারা পরিবেষ্টিত মন্দরপর্বতের (রূপ মন্থন দণ্ডের) ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। পরিপুষ্ট বাহুদ্বয় দ্বারা রাক্ষসেশ্বর শৃঙ্গযুগলযুক্ত মন্দর পর্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছিল। (কামাচারী রাবণের তখন দুই বাহুই দেখা যাইতেছিল।) রক্ত পল্লব পুষ্পশোভিত অশোকবৃক্ষ দ্বয় দ্বারা বিভূষিত পর্বতের ন্যায় রাবণ তরুণ আদিত্যদ্বয় সদৃশ কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। কল্পবৃক্ষের ও বসন্তের ন্যায় ভূষিত হইলেও তাহার রূপ শ্মশানও চৈত্যবৃক্ষের (শ্মশানবৃক্ষ বা শ্মশানমণ্ডপের) ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। এই প্রকার ক্রোধরক্তলোচন রাবণ সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বৈদেহীকে বলিল।২৪-৩০

হে রামব্রতধারিণি! তুমি প্রয়োজনহীন নীতিবহির্ভূত ব্রতপালন করিতেছ, অতএব সূর্য্য স্বীয় প্রভায় যেমন প্রভাতকালের অন্ধকার নাশ করে আমিও সেই রূপ বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করিব।৩১

শত্রুসন্তাপন রাবণ মৈথিলীকে এই কথা বলিয়া ভয়ঙ্করদর্শনা রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন;

অতিমাত্রশিরোগ্রীবামতিমাত্রকুচোদরীম্ ।
অতিমাত্রাস্য-নেত্রাঞ্চ দীর্ঘজিহ্বানখামপি ॥৩৫
অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং শূকরীমুখীম্ ।
যথা মদ্বশগা সীতা ক্ষিপ্রং ভবতি জানকী ॥৩৬
তথা কুরুত রাক্ষস্যঃ সর্ব্বাঃ ক্ষিপ্রং সমেত্য বা ।
প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সাম-দানাদিভেদনৈঃ ॥৩৭
আবর্জযত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ ।
ইতি প্রতি সমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮
কাম-মন্যুপরীতাত্মা জানকীং প্রতি গর্জত ।
উপগম্য ততঃ ক্ষিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী ॥৩৯
পরিষ্বজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ ।
ময়া ক্রীড় মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া ॥৪০
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মানুষ্যা রাক্ষসেশ্বর ।
নূনমস্যাং মহারাজ ন দেবা ভোগসত্তমান্ ॥৪১
বিদধত্যমরশ্রেষ্ঠাস্তব বাহুবলার্জ্জিতান্ ।
অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে ॥৪২
ইচ্ছন্তীং কাময়ানস্য প্রীতির্ভবতি শোভনা ।
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা সমুৎক্ষিপ্তস্ততো বলী ॥
প্রহসন্ মেঘসঙ্কাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্ত্তত ॥৪৩
প্রস্থিতঃ স দশগ্রীবঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ।
জ্বলদ্ভাস্করসঙ্কাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥৪৪
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাস্ততঃ ।
পরিবার্য্য দশগ্রীবং প্রবিশুস্তা গৃহোত্তমম্ ॥৪৫
স মৈথিলীং ধর্ম্মপরামবস্থিতাং
প্রবেপমানাং পরিভর্ৎস্য রাবণঃ ।
বিহায় সীতাং মদনেন মোহিতঃ
স্বমেব বেশ্ম প্রবিবেশ রাবণঃ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

তাহাদের কেহ একাক্ষী, কেহ এক কর্ণা, কেহ বিশাল কর্ণা, কেহ গোকর্ণসদৃশ কর্ণা, কেহ লম্বকর্ণা, কেহ বা বিগতকর্ণা, কেহ হস্তীপদী, কেহ অশ্বপদী, কেহ গো-সদৃশপদী, কেহ লোমপদী, কেহ একপদী, কেহ স্থূলপদী, কেহ বা পদবিহীনা, কাহারও মস্তক ও গ্রীবা পরিমাণাতিরিক্ত, কাহারও স্তন ও উদর অসাধারণ, কাহারও মুখ ও চক্ষু প্রমাণাতিরিক্ত, কাহারও জিহ্বা ও নখ সুদীর্ঘ, কেহ গোমুখাকৃতি, কেহ শূকরমুখাকৃতি, কেহ বা সিংহমুখাকৃতি কেহ বা নাসিকাবিহীনা এবং এই সব রাক্ষসীকে বলিলেন,—হে রাক্ষসীগণ! জানকী যাহাতে অচিরেই আমার বশবর্তিনী হন্, তোমরা প্রত্যেকে অথবা সম্মিলিতভাবে তাহা সম্পাদন কর। প্রতিকূল ও অনুকূল ব্যবহার, সান্ত্বনাবাক্য, অর্থাদিদান, ভেদ ও দণ্ড রূপ যে কোন উপায়ে বিদেহরাজনন্দিনীকে বশীভূতা কর। রাক্ষসরাজ পুনঃ পুনঃ এই প্রকার আদেশ প্রদান পূর্বক কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া জানকীর প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসী ধান্যমালিনী দ্রুত-গতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দশাননকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন,—মহারাজ রাক্ষসেশ্বর! আমার সহিত ক্রীড়া করুন; বিবর্ণা, দীনা এই মানুষী সীতায় তোমার কি প্রয়োজন? মহারাজ! মনে হয়—দেব-শ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুবলে উপার্জিত স্বর্গীয় উত্তম উত্তম ভোগ ইহার জন্য বিধান করেন নাই। অকামাকে কামনাকারীর শরীর সন্তপ্ত হয়, সকামার প্রতি ইচ্ছুক হইলে শোভনা প্রীতি হইয়া থাকে। রাক্ষসী কর্তৃক এই প্রকার কথিত ও সেই স্থান হইতে অপসারিত হইয়া বলবান্ মেঘসদৃশ রাক্ষস (ধান্যমালিনীর এই আচরণে স্ত্রীপ্রহার মনে করিয়া) হাসিতে হাসিতে সীতা প্রসঙ্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মেদিনী কম্পমান করিয়াই যেন দশগ্রীব সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্বক প্রোজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় স্বকীয় আবাস গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে স্থিতা দেব, গন্ধর্ব ও নাগকন্যাগণ দশাননকে পরিবেষ্টন পূর্বক তাঁহার অনুগমন করিল।৩২-৪৫

মদনবিমোহিত রাবণ ধর্মপরায়ণা কম্পিতগাত্রা উপবিষ্টা মৈথিলীকে ভৎর্সনা করিতে করিতে সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণনিযুক্তানামেকজটাপ্রমুখানাং রাক্ষসীনাং রাবণস্য প্রশংসাগীত্যা সীতাং মোহয়িতুমুদ্যমঃ ।]

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
সন্দিশ্য চ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ ॥১

নিষ্ক্রান্তে রাক্ষসেন্দ্রে তু পুনরন্তঃপুরং গতে ।
রাক্ষস্যো ভীমরূপাস্তাঃ সীতাং সমভিদুদ্রুবুঃ ॥২

ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
পরং পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবন্ ॥৩

পৌলস্ত্যস্য বরিষ্ঠস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ।
দশগ্রীবস্য ভার্য্যাত্বং সীতে ন বহু মন্যসে ॥৪

ততস্ত্বেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
আমন্ত্র্য ক্রোধতাম্রাক্ষী সীতাং করতলোদরীম্ ॥৫

প্রজাপতীনাং ষণ্ণাং তু চতুর্থোঽয়ং প্রজাপতিঃ ।
মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ ॥৬

পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ ॥৭

তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ॥৮

ময়োক্তং চারু সর্ব্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে ।
ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৯

বিবৃত্য নয়নে কোপান্মার্জারসদৃশেক্ষণা ।
যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবরাজশ্চ নির্জ্জিতঃ ॥১০

তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ।
বীর্য্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ ॥
বলিনো বীর্য্যযুক্তস্য ভার্য্যাত্বং কিং ন লিপ্সসে ॥১১

প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ ।
সর্ব্বাসাঞ্চ মহাভাগাং ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক নিযুক্তা একজটাপ্রমুখরাক্ষসীগণের রাবণের প্রশংসাগীতিতে সীতাকে তৎপ্রতি মুগ্ধ করিবার চেষ্টা ।]

অনন্তর শত্রুবিদারণ রাবণ মৈথিলীকে এইরূপ বলিয়া এবং রাক্ষসীগণকে সেইরূপ আদেশ প্রদানপূর্বক সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ।১

রাক্ষসরাজ বহির্গত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সেই সকল বিকটদর্শনা রাক্ষসী সীতাকে উপদ্রুত করিয়া তুলিল ।২

তারপর সেই ক্রোধবিহ্বলা রাক্ষসীগণ সীতার সমীপস্থা হইয়া অত্যন্ত কর্কশবাক্যে সীতাকে এইরূপ বলিতে লাগিল—"সীতে! পুলস্ত্যবংশীয় শ্রেষ্ঠ মহাত্মা দশগ্রীবের ভার্য্যা হওয়া কি তুমি উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ না? তৎপরে একজটা রাক্ষসী ক্রোধে রক্তাক্ষী হইয়া মুষ্টিমিতোদরী (কৃশোদরী) সীতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিল—"মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয়জন প্রজাপতির চতুর্থ প্রজাপতি পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে বিখ্যাত। প্রজাপতির সমান দ্যুতিমান্ তেজস্বী বিশ্রবা পুলস্ত্যের মানসপুত্র। হে বিশালনয়নে! শত্রুভয়াবহ রাবণ তাঁহারই পুত্র; তুমি সেই রাক্ষসেন্দ্রের সম্মানার্হা পত্নী হওয়ারই যোগ্যা ।৩-৮

হে শোভনসর্বাবয়বে! তুমি কি আমার উক্ত বাক্য অনুমোদন করিতেছ না? পরে বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় চক্ষু

সমৃদ্ধং স্ত্রীসহস্রেণ নানারত্নোপশোভিতম্ ।
অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥১৩
অন্যা তু বিকটানাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
অসকৃদ্ ভীমবীর্য্যেণ নাগা গন্ধর্বদানবাঃ ॥১৪
নির্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ ।
তস্য সর্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ।
কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যাত্বং নেচ্ছসেঽধমে ॥১৫
ততস্তাং দুর্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
যস্য সূর্য্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ ।
ন বাতি স্মায়তাপাঙ্গি কিং ত্বং তস্য ন তিষ্ঠসে ॥১৬
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ তরবো মুমুচুর্যস্য বৈ ভয়াৎ ।
শৈলাঃ সুস্রুবুঃ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি ॥১৭
তস্য নৈঋর্তরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি ।
কিং ত্বং ন কুরুষে বুদ্ধিং ভার্য্যার্থে রাবণস্য হি ॥১৮
সাধু তে তত্ত্বতো দেবি কথিতং সাধু ভামিনি ।
গৃহাণ সুস্মিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

যুক্তা হরিজটানাম্নী রাক্ষসী ক্রোধে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বলিতে লাগিল,—যিনি তেত্রিশ (কোটী) দেবতা ও দেবরাজকে পরাস্ত করিয়াছেন, সেই রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হওয়া তোমার অবশ্যই কর্তব্য। যিনি যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ বীর্য্যবলে দৃপ্ত, বলবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন, তুমি সেই রাবণের ভার্য্যা হইতে লিপ্সা করিতেছনা কেন? যিনি রমণীগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী, সর্বাপেক্ষা-প্রিয়তমা, সেই মন্দোদরীকেও পরিত্যাগ করিয়া মহাবল রাজা তোমার নিকটই থাকিবেন।৯-১২

সেই সহস্র সহস্র রমণী দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিবিধরত্নরাজি-সুশোভিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাবণ তোমার অনুগত হইবেন।১৩

অন্য এক বিকটা নাম্নী রাক্ষসী বলিতে লাগিল—অধমে! যিনি ভীমপরাক্রমে যুদ্ধে বহু গন্ধর্ব ও দানবকে বার বার পরাজিত করিয়াছেন, তিনিই আজ তোমার নিকট সমাগত, সেই সর্বসমৃদ্ধ মহানুভব রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হইতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ না কেন? ১৪-১৫

তারপর দুর্মুখীনামক রাক্ষসী বলিতে লাগিল—হে দীর্ঘাপাঙ্গি! যাহার ভয়ে ভীত সূর্য্য (অধিক) তাপ প্রদান করেন না, যাহার ভয়ে ভীত বায়ু (প্রবলবেগে) প্রবাহিত হন না, তুমি তাঁহার হইয়া থাকিবে না কেন? ভামিনি! যাহার ভয়ে বৃক্ষসকল পুষ্পবর্ষণ করে, যাহার ভয়ে শৈলরাজি ও জলদসকল ইচ্ছানুরূপ জল প্রদান করে, সেই রাজাধিরাজ রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্য্যা হওয়ার বুদ্ধি তোমায় হইতেছে না কেন? ভামিনি! দেবি! তোমাকে যথাযথ উত্তম তত্ত্বকথা বলিলাম। হে শোভন-হাস্যে! তুমি এই (সদুপদেশ) বাক্য গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।১৬-১৯

মহর্ষি বাল্মীকপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীভির্নির্ভৎর্সিতায়া দৃঢ়চিত্তায়াঃ সীতায়া অরুন্ধতী-শচীপ্রভৃতি পতিব্রতা উদাহৃত্য 'মরণেঽপি মম পরপুরুষস্বীকরণমসম্ভবম্' ইতি দার্ঢ্যেনোক্তিঃ, শিংশপাবৃক্ষস্থিতস্য হনূমতো নানাবিধশস্ত্রান্যুত্তোল্য রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রাসিতাং রোরুদ্যমানাং সীতাং প্রতি প্রযুক্ত-পরুষবাক্যশ্রবণঞ্চ।]

ততঃ সীতাং সমন্তাস্তা রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
পরুষং পরুষানর্হামূচুস্তদ্বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥১
কিং ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্ব্বভূতমনোরমে।
মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে ॥২
মানুষী মানুষস্যৈব ভার্য্যাত্বং বহু মন্যসে।
প্রত্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি ॥৩
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
ভর্ত্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥৪
মানুষী মানুষং তং তু রামমিচ্ছসি শোভনে।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবন্তমনিন্দিতে ॥৫

রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা সীতা পদ্মনিভেক্ষণা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬
যদিদং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরত সঙ্গতাঃ।
নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিল্বিষং প্রতিতিষ্ঠতি ॥৭
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥৮
দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্ত্তা স মে গুরুঃ
তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥৯
যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি।
অরুন্ধতী বসিষ্ঠঞ্চ রোহিণী শশিনং যথা ॥১০

চতুর্বিংশ সর্গ।

[রাক্ষসীগণ কর্তৃক নির্ভৎর্সিত হইয়াও দৃঢ়চিত্তা সীতার শচী, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতার উদাহরণ দিয়া 'মৃত্যু ঘটিলেও আমার পরপুরুষ স্বীকার সম্ভব নহে'—ইহা দৃঢ়তার সহিত উক্তি। শিংশপাবৃক্ষস্থিত হনুমানের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উত্তোলন দ্বারা রাক্ষসীগণ কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শিতা হইয়া রোরুদ্যমানা সীতার প্রতি প্রযুক্ত কর্কশ বাক্য শ্রবণ।]

অনন্তর সেই বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ কঠোর বাক্য প্রয়োগের অনর্হা সীতাকে অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিল—সীতে! মহামূল্য শয্যায় সুসজ্জিত সকল প্রাণীর মনোহর অন্তঃপুরে বাস তুমি অনুমোদন করিতেছ না কেন? হে মানুষি! তুমি মানুষের ভার্য্যা হওয়াই শ্লাঘনীয় মনে করিতেছ। রাম হইতে তোমার মন ফিরাইয়া আন। তোমার সহিত রামের কখনও মিলন হইবে না।১-৩

ত্রৈলোক্যের বিত্তরাশির উপভোক্তা রাক্ষসেশ্বর রাবণকে ভর্ত্তারূপে স্বীকার করিয়া ইচ্ছানুরূপ সুখে বিহার কর।৪

হে শোভনে! তুমি মানুষী বলিয়াই মানুষ রামের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছ, কিন্তু হে অনিন্দিতে! রাম রাজ্যভ্রষ্ট, বিহ্বল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে অভীষ্টসাধন অসম্ভব (অর্থাৎ তোমার উদ্ধারসাধনে তিনি অসমর্থ)।৫

পদ্মনিভাননা সীতা রাক্ষসীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন।৬

তোমরা সম্মিলিতা হইয়া যে লোকনিন্দিত কর্ম্মে উৎসাহিত করিতেছ, সেই পরপুরুষ সহবাসরূপ পাপবাক্য (কর্ম্ম) আমার চিত্তে স্থান পাইবে না।৭

লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা।
সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ কপিলং শ্রীমতী যথা ॥১১

সৌদাসং মদয়ন্তীব কেশিনী সগরং যথা
নৈষধং দময়ন্তীব ভৈমী পতিমনুব্রতা ॥১২

তথাহমিক্ষ্বাকুবরং রামং পতিমনুব্রতা।
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥
ভর্ৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্ব্বাক্যৈ রাবণচোদিতাঃ ॥১৩

অবলীনঃ স নির্ব্বাক্যো হনুমাঞ্ শিংশপাদ্রুমে।
সীতাং সন্তর্জয়ন্তীস্তা রাক্ষসীরশৃণোৎ কপিঃ ॥১৪

তামভিক্রম্য সংরব্ধা বেপমানাং সমন্ততঃ।
ভৃশং সংলিলিহুর্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্ ॥১৫

উচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যাশু পরশ্বধান্।
নেয়মর্হতি ভর্ত্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥১৬
সা ভর্ৎস্যমানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্ব্বরাঙ্গনা।
সা বাষ্পমপমার্জন্তী শিংশপাং তামুপাগমৎ ॥১৭
ততস্তাং শিংশপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা।
অভিগম্য বিশালাক্ষী তস্থৌ শোকপরিপ্লুতা ॥১৮
তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাম্বরবাসিনীম্।
ভর্ৎসয়াঞ্চক্রিরে ভীমা রাক্ষস্যস্তাঃ সমন্ততঃ ॥১৯
ততস্তু বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা।
অব্রবীৎ কুপিতাকারা করালা নির্ণতোদরী ॥২০
সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবদ্ভর্ত্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ।
সর্ব্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে ॥২১

মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। তোমরা আমাকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের বাক্য পালন করিব না। আমার স্বামী দরিদ্রই হউন বা রাজ্য বিহীন হউন, তথাপি তিনিই আমার গুরু। সুবর্চলার সূর্য্যের প্রতি অনুরক্তার ন্যায় আমি নিয়ত তাঁহার প্রতিই অনুরক্তা।৮-৯

মহাভাগা শচী ইন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের ও ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী যেমন নৈষধের প্রতি অনুরক্তা থাকিয়া পতির অনুগামিনী, সেইরূপ ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ রাম আমার পতি এবং আমি তাঁহারই অনুগামিনী।১০-১২

সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণের আজ্ঞাবর্তিনী রাক্ষসীগণ ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহাকে কর্কশ বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।১৩

শিংশপাবৃক্ষে নিলীন (লুক্কায়িত) কপিবর হনুমান্ কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া রাক্ষসীগণের তর্জ্জন-যুক্ত বাক্য শুনিতে লাগিলেন।১৪

ক্রুদ্ধা রাক্ষসীগণ ভয়কম্পিতা সীতার চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক লম্বমান দীপ্ত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক বলিল—এই মানুষী রাক্ষসাধিপতি রাবণকে স্বামীর যোগ্য মনে করিতেছে না (অতএব আমাদের ভক্ষণের যোগ্য হইতেছে)।১৫-১৬

ভীষণাকৃতি রাক্ষসীগণ কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃতা হইয়া বরবর্ণিনী সীতা অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে শিংশপাবৃক্ষের সমীপবর্তিনী হইলেন।১৭

অনন্তর রাক্ষসীগণপরিবৃতা বিশালাক্ষী সীতা শিংশপাবৃক্ষের সমীপে যাইয়া শোকসাগরে মগ্না হইয়াই তাহার মূলে উপবেশন করিলেন।১৮

সেই সকল ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মলিনবস্ত্রপরিধানা, ম্লানমুখী ও কৃশাঙ্গী সীতাকে চতুর্দ্দিক হইতে তিরস্কার করিতে লাগিল।১৯

তৎপরে নিম্নোদরী ভীষণদশনা বিকটদর্শনা বিনতা নামক রাক্ষসী কুপিতা হইয়া বলিল—সীতে! তুমি এপর্য্যন্ত পতির প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়াছ, তাহা পর্য্যাপ্ত কিন্তু হে মঙ্গলময়ি! সমস্তই অত্যন্ত (অধিক) হইলে তাহা বিপদের কারণ হইয়া থাকে। মৈথিলি! তুমি মনুষ্যজাতির কর্তব্য পালন করিয়াছ, তাহা অবশ্য

পরিতুষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষস্তে কৃতো বিধিঃ।
মমাপি তু বচঃ পথ্যং ব্রুবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলী ॥২২
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্।
বিক্রান্তমাপতন্তঞ্চ সুরেশমিব বাসবম্ ॥২৩
দক্ষিণং ত্যাগশীলঞ্চ সর্ব্বস্য প্রিয়বাদিনম্।
মানুষং কৃপণং রামং ত্যক্ত্বা রাবণমাশ্রয় ॥২৪
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা।
অদ্যপ্রভৃতি লোকানাং সর্ব্বেষামীশ্বরী ভব ॥২৫
অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচী বেন্দ্রস্য শোভনে।
কিং তে রামেণ বৈদেহি কৃপণেন গতায়ুষা ॥২৬
এতদুক্তঞ্চ মে বাক্যং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্ ॥২৭
অন্যা তু বিকটা নাম লম্বমানপয়োধরা।
অব্রবীৎ কুপিতা সীতাং মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতী ॥২৮
বহূন্যপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদুর্মতে।
অনুক্রোশান্মৃদুত্বাচ্চ সোঢ়ানি তব মৈথিলি ॥২৯
ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপুরস্কৃতম্।
আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমন্যৈর্দুরাসদম্ ॥৩০
রাবণান্তঃপুরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি।
রাবণস্য গৃহে রুদ্ধা অস্মাভিস্ত্বভিরক্ষিতা ॥৩১
ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
কুরুষ্ব হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি ॥৩২
অলমশ্রুনিপাতেন ত্যজ শোকমনর্থকম্।
ভজ প্রীতিং প্রহর্ষঞ্চ ত্যজন্তী নিত্যদৈন্যতাম্ ॥৩৩
সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড় যথাসুখম্।
জানীমহে যথা ভীরু স্ত্রীণাং যৌবনমধ্রুবম্ ॥৩৪
যাবন্ন তে ব্যতিক্রামেত্তাবৎ সুখমবাপ্নুহি।
উদ্যানানি চ রম্যাণি পর্ব্বতোপবনানি চ ॥৩৫
সহ রাক্ষসরাজেন চর ত্বং মদিরেক্ষণে।
স্ত্রীসহস্রাণি তে দেবি বশে স্থাস্যন্তি সুন্দরি ॥৩৬
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্।
উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি ॥৩৭

মঙ্গলজনক; তজ্জন্য আমিও পরিতুষ্টা হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার বক্ষ্যমাণ হিতবাক্য প্রতিপালন কর।২০-২২

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি রাবণকে স্বামীরূপে উপাসনা কর।২৩

দরিদ্র মনুষ্য রামকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি দাক্ষিণ্যভাবাপন্ন, দাতা এবং সকলেরই নিকট প্রিয়-বাদী রাবণকে আশ্রয় কর।২৪

হে শোভনে বৈদেহি! দিব্য অঙ্গরাগে ও স্বর্গীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া অগ্নির স্বাহার ন্যায় ও ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সমস্ত জগতের অধীশ্বরী হও। অল্পায়ু বিদেহসুতে! দুরবস্থাপন্ন রামের দ্বারা কোন কাজই হইবে না।২৫-২৬

আমার উক্ত বাক্য যদি তুমি পালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমরা সকলে তোমাকে ভক্ষণ করিব।২৭

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটানাম্নী রাক্ষসী অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া মুষ্টি সমুদ্যত করত তিরস্কার করিতে করিতে সীতাকে বলিতে লাগিল,—দুর্মতে! মৈথিলি! অতি তুচ্ছ বলিয়া দয়া করিয়া তোমার বহু অন্যায্য প্রলাপবাক্য আমরা সহ্য করিয়াছি। আমাদের সময়োপযোগী হিতবাক্যও তুমি গ্রহণ করিতেছ না। মৈথিলি! তুমি অন্যের দুষ্প্রবেশ সমুদ্রের পরপারে আনীতা হইয়াছ ও রাবণের ভয়ঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইয়াছ এবং রাবণের গৃহে অবরুদ্ধা থাকিয়া আমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইতেছ, সুতরাং তোমাকে সাক্ষাৎ দেবেন্দ্রও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন। মৈথিলি! অতএব হিতবাদিনী আমার বাক্য প্রতিপালন কর।২৮-৩২

অশ্রুপাতের প্রয়োজন নাই; নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর, আনন্দ ও প্রীতিলাভ কর; নিত্যদীনতা পরিত্যাগ কর। হে সীতে! স্বীয় অভিপ্রায় মত আনন্দে রাক্ষসরাজের সহিত ক্রীড়া কর। হে ভীরু! আমরা জানি—রমণীগণের যৌবন অনিত্য, যে পর্য্যন্ত না যৌবন

যদি মে ব্যাহৃতং বাক্যং ন যথাবৎ করিষ্যসি।
ততশ্চণ্ডোদরী নাম রাক্ষসী ক্রূরদর্শনা ॥৩৮
ভ্রাময়ন্তী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ।
ইমাং হরিণশাবাক্ষীং ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্ ॥৩৯
রাবণেন হৃতাং দৃষ্ট্বা দৌহৃর্দো মে মহানয়ম্।
যকৃৎ প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্ ॥৪০
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ।
ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪১
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াঃ পীড়য়ামঃ কিমাস্যতে।
নিবেদ্যতাং ততো রাজ্ঞে মানুষী সা মৃতেতি হ ॥৪২
নাত্র কশ্চন সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি।
ততস্ত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৩
বিশস্যেমাং ততঃ সর্বান্ সমান্ কুরুত পিণ্ডকান্।
বিভজাম ততঃ সর্বা বিবাদো মে ন রোচতে ॥৪৪
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্রং মাল্যঞ্চ বিবিধং বহু।
ততঃ শূর্পণখা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৫
অজামুখ্যা যদুক্তং বৈ তদেব মম রোচতে।
সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী ॥৪৬
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্।
এবং নির্ভৎর্স্যমানা সা সীতা সুরসুতোপমা ॥৪৭
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

অতিক্রান্ত হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তুমি সুখভোগ করিয়া লও। হে মদিরনয়নে! রমণীয় উদ্যান ও পার্বত্য উপবন-সমূহে তুমি রাক্ষসরাজের সহিত বিচরণ কর। হে সুন্দরি! হে দেবি! সহস্র সহস্র রমণী তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।৩৩-৩৬

রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণকে স্বামিভাবে সেবা কর। তুমি যদি আমার বাক্য যথাযথ পালন না কর, তবে আমরা তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব। অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী নাম্নী রাক্ষসী প্রকাণ্ড শূল (অস্ত্র) ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিল,—ভয়-কম্পিতস্তনী, মৃগশিশুনয়না ও রাবণহৃতা ইহাকে দেখিয়া গর্ভিণীর গর্ভাবস্থার ইচ্ছার ন্যায় আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজদ্বয়, পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত হৃদয়, মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল ভক্ষণ করি। অনন্তর প্রঘসা নাম্নী রাক্ষসী বলিতে লাগিল।৩৭-৪১

আমি এই নৃশংসার কণ্ঠদেশ নিপীড়ন করিব (গলা টিপিয়া দিব)। তোমরা বসিয়া আছ কেন? তারপর মহারাজের নিকট নিবেদন কর যে, মানুষী মরিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—তোমরা সকলে তাহা ভক্ষণ কর। অনন্তর অজামুখী নাম্নী রাক্ষসী বলিল—ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড সমানভাগ কর। পরে সকলে ভাগ করিয়া লইব; কেননা, আমার বিবাদ ভাল লাগে না। আর সত্বর তোমরা পর্য্যাপ্ত নানাপ্রকারের মদ্য ও নানাবিধ মাল্য আনয়ন কর। তারপর শূর্পণখা নাম্নী অন্যা (রাবণভগিনী নহে) রাক্ষসী বলিল,—অজামুখী যাহা বলিয়াছে, তাহাই আমার ইচ্ছা—অতএব সর্বলোক-বিনাশিনী সুরা আনয়ন কর, আমরা নর মাংসের আস্বাদ গ্রহণ পূর্বক নিকুম্ভিলায় (লঙ্কার পশ্চিমভাগে ভদ্রকালী দেবী) গিয়া নৃত্য করিব। অমরকন্যাসদৃশী সীতা রাক্ষসীগণের এইরূপ ভর্ৎসনাশ্রবণে ধৈর্য্যহারা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।৪২-৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীনাং তর্জ্জনান্যশক্ত্যা, অশোকশাখামবলম্ব্য রামপ্রভৃতীংশ্চোদ্দিশ্যাহ্বানং জ্ঞাপয়ন্ত্যা অশ্রূণি ত্যজন্ত্যাঃ সীতায়া রোদনম্ ।]

অথ তাসাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু ।
রাক্ষসীনামসৌম্যানাং রুরোদ জনকাত্মজা ॥১
এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্বিনী ।
উবাচ পরমত্রস্তা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥২
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি ।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥৩
সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সুরসুতোপমা ।
ন শর্ম লেভে শোকার্ত্তা রাবণেনেব ভং‌র্সিতা ॥৪
বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ ।
বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দ্দিতা ॥৫

সা ত্বশোকস্য বিপুলাং শাখামালম্ব্য পুষ্পিতাম্ ।
চিন্তয়ামাস শোকেন ভর্ত্তারং ভগ্নমানসা ॥৬
সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ স্তনৌ নেত্রজলস্রবৈঃ ।
চিন্তয়ন্তী ন শোকস্য তদান্তমধিগচ্ছতি ॥৭
সা বেপমানা পতিতা প্রবাতে কদলী যথা ।
রাক্ষসীনাং ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥৮
তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া তদা ।
দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী ॥৯
সা নিঃশ্বসন্তী শোকার্ত্তা কোপোপহতচেতনা ।
আর্ত্তা ব্যসৃজদশ্রূণি মৈথিলি বিললাপ চ ॥১০

পঞ্চবিংশ সর্গ

[রাক্ষসীগণের তর্জ্জন গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া অশোকশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক রাম প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইতে জানাইতে অশ্রুপূর্ণনয়না হইয়া জানকীর অত্যন্ত রোদন ।]

অনন্তর জনকরাজদুহিতা সেই অভদ্র রাক্ষসীগণের বিবিধ ভয়ঙ্কর কটুবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইলে মনস্বিনী বৈদেহী তৎপরে অত্যন্ত ভীতা হইয়া বাষ্প গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।১-২

মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। তোমরা সকলে যথেচ্ছভাবে আমাকে ভক্ষণ করিতে পার, তথাপি আমি তোমাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না। দেবকন্যাসদৃশী, শোকার্ত্তা ও রাবণতিরস্কৃতা সীতা রাক্ষসীমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। বনমধ্যে বৃক (ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রবিশেষ) কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় ভয়ে শরীরমধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া অত্যন্ত কম্পমানা হইলেন ।৩-৫

ভগ্নহৃদয়া সীতা পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের বৃহৎ শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক শোকে পতিদেবতাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৬

নেত্রজলধারায় বিপুল স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে শোকের কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না ।৭

প্রবল বায়ুতে কম্পমানা কদলী বৃক্ষের ন্যায় তিনি রাক্ষসীগণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে নিপতিতা হইয়া বিবর্ণা হইয়া গেলেন ।৮

সেই কম্পমানা সীতার সুদীর্ঘা কম্পমানা বেণী ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী সর্পিণীর ন্যায় পরিদৃষ্টা হইতে লাগিল ।৯

হা রামেতি চ দুঃখার্ত্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ।
হা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যে হা সুমিত্রেতি ভামিনী ॥১১
লোকপ্রবাদঃ সত্যোঽয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ।
অকালে দুর্ল্লভো মৃত্যুঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা ॥১২
যত্রাহমাভিঃ ক্রূরাভী রাক্ষসীভিরিহার্দিতা।
জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্ত্তমপি দুঃখিতা ॥১৩
এষাল্পপুণ্যা কৃপণা বিনশিষ্যাম্যনাথবৎ।
সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বায়ুবেগৈরিবাহতা ॥১৪
ভর্ত্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা।
সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হতং যথা ॥১৫
তং পদ্মদলপত্রাক্ষং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ধন্যাঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞং প্রিয়বাদিনম্ ॥১৬
সর্ব্বথা তেন হীনায়া রামেণ বিদিতাত্মনা।
তীক্ষ্ণং বিষমিবাস্বাদ্য দুর্লভং মম জীবনম্ ॥১৭
কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।
তেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্ ॥১৮
জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃতা।
রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া ॥১৯
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম্।
ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

শোকবিহ্বলচৈতন্যা শোকাকুলা মৈথিলী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আর্ত্তা হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা আমার শ্বশ্রু কৌশল্যে! হা শ্বশ্রু সুমিত্রে! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।১০-১১

পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত এই লোকপ্রবাদ সত্য যে, স্ত্রী বা পুরুষের অকালে মৃত্যু দুর্লভ।১২

যেহেতু এই ক্রূরা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িতা হইয়াও রামবিরহে এক মুহূর্ত্তও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছি না।১৩

অত্যল্পপুণ্যশালিনী দীনা আমি সমুদ্রমধ্যে বায়ু-প্রবাহে পরিপূর্ণা নৌকার ন্যায় অসহায় অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হইব।১৪

রাক্ষসীগণের বশে অবস্থিতা সেই ভর্ত্তা (রাম) কে দেখিতে না পাইয়া তরঙ্গাহত নদীকূলের ন্যায় আমি শোকে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছি।১৫

পদ্মপলাশলোচন, সিংহের ন্যায় বিক্রমে গমনশীল, কৃতজ্ঞ ও মধুরভাষী আমার সেই পতিকে যাহারা দেখিতেছে, তাহারা ধন্য—ধন্য।১৬

আত্মজ্ঞানী রামের বিরহে তীব্রবিষপানকারীর জীবনের ন্যায় আমার জীবন দুর্লভ হইবে।১৭

আমি পূর্ব্বজন্মে দেহান্তরে কীদৃশ মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই নিদারুণ ভয়ঙ্কর মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি। রাক্ষসী পরিরক্ষিতা আমাকে রাম আর প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না, অতএব মহাশোকে পর্য্যাকুলা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।১৮-১৯

মনুষ্যজন্মকে ধিক্! পরাধীনতাকে ধিক্! যেহেতু স্বীয় ইচ্ছানুসারে প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেছি না।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীনির্ভর্ৎসিতায়াঃ সীতায়া 'যুষ্মাভির্হননেঽপ্যহং যুষ্মদ্‌বাক্যং ন প্রতিপালয়িষ্যামি' ইতি প্রতিজ্ঞা, কথং রামস্তাং গ্রহীতুং ন সমাগত ইত্যস্য নানাকারণং প্রকল্প্য বিলাপশ্চ।]

প্রসক্তাশ্রুমুখী ত্বেবং ব্রুবতী জনকাত্মজা।
অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে ॥১
উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে ॥২
রাঘবস্য প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা।
রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশতী বলাৎ ॥৩
রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎস্যমানা চ দারুণম্।
চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্ত্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৪
নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ।
বসন্ত্যা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামং মহারথম্ ॥৫
অশ্মসারমিদং নূনমথবাপ্যজরামরম্।
হৃদয়ং মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্য্যতে ॥৬
ধিঙ্‌মামনার্য্যামসতীং যাহং তেন বিনা কৃতা।
মুহূর্ত্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা ॥৭
চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্।
রাবণং কিং পুনরহং কাময়েয়ং বিগর্হিতম্ ॥৮
প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নাত্মানং নাত্মনঃ কুলম্।
যো নৃশংসস্বভাবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি ॥৯
ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা।
রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্ ॥১০

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[রাক্ষসীগণ কর্তৃক নির্ভৎসিতা সীতা "তোমরা হত্যা করিলেও আমি তোমাদের কথা স্বীকার করিতে পারিব না"—এই প্রতিজ্ঞা এবং রাম কেন তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন না তাহার বিবিধ কারণ কল্পনা পূর্বক বিলাপ।]

অশ্রুধারাপ্লাবিতমুখী জনকাত্মজা বালিকা সীতা ভূতাবেশপ্রযুক্তউন্মত্তা, পিত্তোদ্রেকনিমিত্ত প্রমত্তা, দিঙ্‌মোহ জন্য উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় এই ভাবে (বক্ষ্যমাণ) শোকপ্রকাশক বাক্য বলিতে বলিতে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ভূতলে বিলুঠ্যমানা অশ্বকন্যার ন্যায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিতা হইয়া অধোমুখে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।১-২

মায়ারূপী (মারীচ) রাক্ষসের মায়ায় মোহিত রাঘব দূরবর্তী হইলে (শূন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট) রাবণ কর্তৃক নিপীড়িতা ক্রন্দনকারিণী আমি বলপূর্বক হৃতা (ও এস্থানে আনীতা) হইয়াছি।৩

রাক্ষসীগণের বশীভূতা, নিদারুণ তিরস্কৃতা ও রামের চিন্তায় অত্যন্ত দুঃখার্তা, আমি (এ অবস্থায়) আর জীবনধারণে উৎসাহিনী হইতেছি না।৪

মহারথ রামবিরহে রাক্ষসীমধ্যে নিবাসিনীর (আমার) জীবনের বিত্তের বা অলঙ্কারে কোন প্রয়োজন নাই।৫

আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, অজর অথবা অমর, যেহেতু এই (গভীর) দুঃখাবেগেও তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না।৬

পতিবিযুক্তা হইয়া থাকাই অনার্য্যাচার এবং অবিদ্যমানা প্রায় (থাকিয়াও না থাকার সমান) আমাকে ধিক্। এই ভাবে মুহূর্তকাল জীবন ধারণ প্রায়শঃ পাপজীবনের তুল্য।৭

নিশাচর রাবণকে কামনা করা দূরে থাক্, বামপাদ দ্বারাও তাহাকে স্পর্শ করিতেই ইচ্ছা করি না।৮

সে (আমার কৃত) প্রত্যাখ্যানও জানিতে

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ।
সদ্বৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ ॥১১
রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দশ।
একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদ্যতে ॥১২
নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্পবীর্য্যেণ রক্ষসা।
সমর্থঃ খলু মে ভর্ত্তা রাবণং হন্তুমাহবে ॥১৩
বিরাধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
রণে রামেণ নিহতঃ স মাং কিং নাভিপদ্যতে ॥১৪
কামং মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুষ্প্রধর্ষণা।
ন তু রাঘববাণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি ॥১৫
কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢ়পরাক্রমঃ।
রক্ষসাপহৃতাং ভার্য্যামিষ্টাং যো নাভিপদ্যতে ॥১৬

ইহস্থাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
জানন্নপি স তেজস্বী ধর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি ॥১৭
হৃতেতি মাং যোহধিগত্য রাঘবায় নিবেদয়েৎ।
গৃধ্ররাজোহপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ ॥১৮
কৃতং কর্ম মহত্তেন মাং তদাভ্যবপদ্যতা।
তিষ্ঠতা রাবণবধে বৃদ্ধেনাপি জটায়ুষা ॥১৯
যদি মামিহ জানীয়াদ্ বর্তমানাং হি রাঘবঃ।
অদ্য বাণৈরভিক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকমরাক্ষসম্ ॥২০
নির্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং নির্দহেচ্চ মহোদধিম্।
রাবণস্য চ নীচস্য কীর্ত্তিং নাম চ নাশয়েৎ ॥২১
ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে।
যথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ ॥২২

পারিতেছে না, নিজের স্বরূপ ও কুলও জানে না যে, এইরূপ নৃশংসস্বভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।৯

আমাকে তোমরা ছেদন করিয়া ফেল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল, বিদীর্ণ কর, অগ্নিতে সন্তাপিত কর বা ভস্মসাৎ কর, তথাপি আমি রাবণের ভজনা করিতে পারিব না। তোমাদের দীর্ঘকাল প্রলাপবাক্য প্রয়োগেরও কোন প্রয়োজন নাই।১০

রাঘব প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, বিখ্যাত ও সুশীল। মনে হয়,—আমার সৌভাগ্য ক্ষীণ হওয়ায় তিনিও নির্দ্দয় হইয়াছেন।১১

যিনি জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস একাকীই বধ করিয়াছেন, তিনি কি আমায় পুনর্লাভ করিতে পারিবেন না? ১২

স্বল্পবীর্য রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক আমি অবরুদ্ধা হইয়াছি কিন্তু আমার পতি যুদ্ধে রাবণকে নিধন করিতে সমর্থ। যিনি দণ্ডকারণ্যে যুদ্ধে রাক্ষসপ্রধান বিরাধকে সংহার করিয়াছেন—সেই রাম কি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না? (নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন) যদিও লঙ্কানগরী সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া সহজে কেহ আক্রমণ করিতে পারেনা, তথাপি রামচন্দ্রের বাণের গতি এস্থানে অবরুদ্ধ হইবে না (অর্থাৎ এস্থানে রামচন্দ্র প্রবেশ পূর্বক বাণসন্ধানে রাবণ বধ করিবেন)।১৩-১৫

সেই প্রবলপরাক্রম রাম রাক্ষসকর্তৃক অপহৃতা প্রিয়পত্নীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেছেন না—তাহার কারণ কি? ১৬

মনে হয়—লক্ষ্মণাগ্রজ রাম আমি যে এই স্থানে আছি, তাহা জানেনা না; জানিতে পারিলে কি তেজস্বী রাম এই অবমাননা সহ্য করিতেন? ১৭

যিনি আমার হরণবৃত্তান্ত অবগত থাকায় রঘুবরকে নিবেদন করিতে পারিতেন, সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।১৮

অতি বৃদ্ধ হইলেও তিনি তৎকালে আমার উদ্ধার কামনায় রাবণবধে যত্নবান্ হইয়া অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছেন।১৯

রঘুনন্দন যদি জানিতে পারেন আমি লঙ্কায় অবস্থিতা, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্যই শরাঘাতে ত্রিভুবন রাক্ষসশূন্য করিবেন।২০

এই লঙ্কানগরী নিঃশেষে দগ্ধ ও মহা সমুদ্র শোষণ করিয়া ফেলিবেন; এমনকি নীচাশয় রাবণের কীর্তি ও নামপর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।২১

তখন হতপতি রাক্ষসীগণের ঘরে ঘরে আমি যেরূপ

অন্বিষ্য রক্ষসাং লঙ্কাং কুর্য্যাদ্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
নহি তাভ্যাং রিপুর্দৃষ্টো মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥২৩
চিতাধূমাকুলপথা গৃধ্রমণ্ডলমণ্ডিতা।
অচিরেণৈব কালেন শ্মশানসদৃশী ভবেৎ ॥২৪
অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাম্যেনং মনোরথম্।
দুষ্প্রস্থানোঽয়মাভাতি সর্ব্বেষাং বো বিপর্য্যয়ঃ ॥২৫
যাদৃশানি তু দৃশ্যন্তে লঙ্কায়ামশুভানি তু।
অচিরেণৈব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা ॥২৬
নূনং লঙ্কা হতে পাপে রাবণে রাক্ষসাধিপে।
শোষমেষ্যতি দুর্ধর্ষা প্রমদা বিধবা যথা ॥২৭
পুণ্যোৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাঙ্গনা ॥২৮

নূনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে
শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্ত্তানামিহ ধ্বনিম্ ॥২৯
সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঙ্গবা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দগ্ধা রামসায়কৈঃ ॥৩০
যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তান্তলোচনঃ।
জানীয়াদ্ বর্ত্তমানাং যাং রাক্ষসস্য নিবেশনে ॥৩১
অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে।
সময়ো যস্তু নির্দ্দিষ্টস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৩২
স চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুষ্টেন বর্ত্ততে।
অকার্য্যং যে ন জানন্তি নৈর্ঋতাঃ পাপকারিণঃ ॥৩৩
অধর্মাৎ তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্।
নৈতে ধর্মং বিজানন্তি রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥৩৪

নিয়ত ক্রন্দন করিতেছি, সেইরূপ ক্রন্দনের রোল উঠিবে সন্দেহ নাই।২২

রাম ও লক্ষ্মণ অন্বেষণ করিয়া যখন আমার সন্ধান পাইবেন, তখন রাক্ষসগণের সংহারসাধন করিবেন; যেহেতু শত্রু তাঁহাদের (ভ্রাতৃযুগলের) নয়নপথবর্তী হইয়া মুহূর্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।২৩

অচিরকালমধ্যেই লঙ্কানগরী চিতাধূমে পরিব্যাপ্তমার্গা গৃধ্রমণ্ডলভূষিতা শ্মশানভূমি সদৃশী হইবে।২৪

তোমাদের সকলের নিকট আমার উক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিপরীত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে—ইহা তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলসূচক; অতি অল্পসময়ের মধ্যেই আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে।২৫

এই লঙ্কায় যে সকল অশুভ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাতে লঙ্কা অচিরকালমধ্যেই হতপ্রভা হইবে।২৬

সাক্ষাৎপাপ রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিহত হইলে দুষ্প্রবেশ্যা লঙ্কানগরী বিধবা প্রমদার ন্যায় বিশুষ্কা হইয়া যাইবে।২৭

পবিত্র উৎসবে পরিপূর্ণা লঙ্কাপুরী মৃতপতিকা রমণীর ন্যায় অবিলম্বেই হতস্বামিকা রাক্ষসীকুলে পরিব্যাপ্তা হইবে।২৮

রোরুদ্যমানা রাক্ষসকন্যাগণের দুঃখপ্রপীড়িতার ন্যায় ক্রন্দনধ্বনি অচিরেই প্রতিগৃহে আমি নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব।২৯

যদি প্রান্তরক্তনয়ন বীরচূড়ামণি রাম আমি রাক্ষসগৃহে রহিয়াছি জানিতে পারেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী রামবাণসমূহে অন্ধকারাচ্ছন্না, তেজোবিহীনা ও রাক্ষসবীর শূন্যা হইয়া নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে।৩০-৩১

এই নৃশংস অধম রাক্ষস আমার যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহারও কিন্তু সময় উপস্থিত।৩২

দুষ্টনির্দ্দিষ্ট সেই সময়ে আমার মৃত্যুর বিধান করিয়াছে; পাপকারী রাক্ষসগণ অকার্য্য কাহাকে বলে জানে না। (আমাকে হত্যারূপ) এই অধর্ম হইতে সত্বই মহা উৎপাত উপস্থিত হইবে। মাংসাশী রাক্ষসেরা ধর্ম জানে না। রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতর্ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিবে; সেই প্রিয়দর্শন রাম ব্যতীত আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? ৩৩-৩৫

যদি কেহ এস্থানে অদ্য বিষ প্রদান করিত, তাহা হইলে (তাহা পান করিয়া) পতিবিহনে সত্বর শমন-দেবকে দর্শন করিতাম।৩৬

ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থং রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি।
সাহং কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্ ॥৩৫
যদি কশ্চিৎ প্রদাতা মে বিষস্যাদ্য ভবেদিহ।
ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা ॥৩৬
নাজানাজ্জীবতীং রামঃ স মাং ভরতপূর্বজঃ।
জানন্তৌ তু ন কুর্য্যাতাং নোর্ব্যাং হি পরিমার্গণম্ ॥৩৭
নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে ॥৩৮
ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
মম পশ্যন্তি যে বীরং রামং রাজীবলোচনম্ ॥৩৯
অথবা নহি তস্যার্থো ধর্ম্মকামস্য ধীমতঃ।
ময়া রামস্য রাজর্ষের্ভার্য্যয়া পরমাত্মনঃ ॥৪০
দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌহৃদং নাস্ত্যদৃশ্যতঃ।
নাশয়ন্তি কৃতঘ্নাস্তু ন রামো নাশয়িষ্যতি ॥৪১
কিং বা মধ্যগুণাঃ কেচিৎ কিং বা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে।
যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ ভামিনী ॥৪২
শ্রেয়ো মে জীবিতান্ মর্তুং বিহীনায়া মহাত্মনা।
রামাদক্লিষ্টচারিত্রাচ্ছূরাচ্ছত্রুনিবর্হণাৎ ॥৪৩
অথবা ন্যস্তশস্ত্রৌ তৌ বনে মূল-ফলাশনৌ।
ভ্রাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ ॥৪৪
*অথবা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ছদ্মনা ঘাতিতৌ শূরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৫
সাহমেবংবিধে কালে মর্তুমিচ্ছামি সর্বতঃ।
ন চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুঃখেঽতিবর্ততি ॥৪৬

সেই ভরতাগ্রজ রাম আমি যে বাঁচিয়া আছি, তাহা জানেন না। জানিতে পারিলে সেই দুইজন (রাম ও লক্ষ্মণ) আমাকে কি পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতেন না? (অবশ্যই করিতেন) ।৩৭

হয়ত আমার শোকে সেই বীর লক্ষ্মণাগ্রজ (রাম) ভূতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গিয়াছেন ।৩৮

সেই দেবগণ গন্ধর্বের সহিত সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার কমললোচন বীর রামকে দেখিয়া ধন্য হইতেছেন ।৩৯

অথবা আত্মানাত্মবিবেকসম্পন্ন জীবন্মুক্ত পরমাত্মা ধার্মিক রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যার প্রয়োজন নাই ।৪০

দর্শনগোচর হইলে প্রীতি হয়, অন্তর্হিত হইলে সৌহার্দ্দ্য থাকে না; কৃতঘ্নগণই পূর্বপ্রণয় নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্র কদাপি পূর্বপ্রীতি বিনষ্ট করিতে পারেন না ।৪১

কিংবা আমার কোন (অগুণ) অপরাধ থাকিতে পারে, কিংবা আমার সৌভাগ্যের ক্ষয় হইয়া থাকিতে পারে; যেহেতু ভামিনী সীতা উত্তমবস্তুযোগ্য রাম হইতে বিযুক্তা হইয়াছে ।৪২

সেই মহাত্মা নির্মলচরিত্র শত্রুদমন মহাবীর রাম-বিরহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ।৪৩

অথবা সেই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত ফলমূলভোজী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন ।৪৪

অথবা দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কোন ছলে সেই বীর ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত করিয়া থাকিবে ।৪৫

এই অবস্থায় আমি সর্বতোভাবে প্রাণত্যাগেরই সাহস করিতেছি, কিন্তু এই ঘোরতর দুঃসময়ে বর্তমানা থাকিলেও (বিধাতা কর্তৃক) আমার মৃত্যু বিহিত হয় নাই ।৪৬

সেই সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মনিষ্ঠ (জিতেন্দ্রিয়) জিতান্তঃকরণ পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মবলে ব্রহ্ম ও আত্মাতে সমদর্শী নিষ্কাম যোগসম্পন্ন মুনিগণই ধন্য যাহাদের প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞান নাই ।৪৭

প্রিয় বস্তুর বিয়োগেও যাঁহাদের দুঃখ হয় না ও অপ্রিয় কিছু সঙ্ঘটিত হইলে যাঁহাদের প্রিয় বিয়োগ

* কোন কোন গ্রন্থে ৩৫নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায় ;—

রামং রক্তান্তনয়নমপশ্যন্তি সুদুঃখিতা।

ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ।
জিতাত্মানো মহাভাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ॥৪৭
প্রিয়ান্ন সম্ভবেদ্দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ।
তাভ্যাং হি তে বিযুজ্যন্তে নমস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥৪৮

অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ হয় না; যাঁহারা বিয়োগজন্য ও অপ্রিয় সংযোগজন্য দুঃখ হইতে বিমুক্ত, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ।৪৮

সাহং ত্যক্তা প্রিয়েণৈব রামেণ বিদিতাত্মনা।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পাপস্য রাবণস্য গতা বশম্ ॥৪৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥

পাপাশয় রাবণের বশবর্তিনী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম রাম হইতে বিযুক্তা আমি প্রাণত্যাগই করিব ।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[স্বপ্নদর্শনোত্থিতায়াস্ত্রিজটায়াঃ সীতাভৎ'সকারিণী রাক্ষসীরভি ভৎ'সনম্, 'অদ্য ময়া রামাভ্যুদয়-রাবণামঙ্গলসূচকং স্বপ্নং দৃষ্টমিতি হেতোঃ সীতাভৎ'সনাৎ প্রতিনিবর্ত্তধ্ব'মিতি জ্ঞাপনম্, ততো রাক্ষসীপৃষ্টায়াস্ত্রিজটায়াঃ স্বপ্নবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
কাশ্চিজ্জগ্মুস্তদাখ্যাতুং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যো ভীমদর্শনাঃ।
পুনঃ পরুষমেকার্থমনর্থার্থমথাব্রুবন্ ॥২
অদ্যেদানীং তবানার্য্যে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে।
রাক্ষস্যো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসমেতদ্ যথাসুখম্ ॥৩

সীতাং তাভিরনার্য্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
আত্মানং খাদতানার্য্যা ন সীতাং ভক্ষয়িষ্যথ।
জনকস্য সুতামিষ্টাং স্নুষাং দশরথস্য চ ॥৫
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ভর্ত্তুরস্যা ভবায় চ ॥৬

সপ্তবিংশ সর্গ

[স্বপ্নদর্শনোত্থিতা ত্রিজটা কর্তৃক সীতাকে ভৎ'সনা-কারিণী রাক্ষসীগণকে ভৎ'সনা—আমি আজ রামের অভ্যুদয় ও রাবণের অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি, অতএব তোমরা সীতাভৎ'সন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও—ইহা জ্ঞাপন, অনন্তর সেই রাক্ষসীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন।]

সীতা কর্তৃক এইরূপ (স্বীয় মরণনিশ্চায়ক) নিদারুণ বাক্য কথিত হইয়া ক্রোধমূর্চ্ছিতা রাক্ষসীগণের কেহ কেহ এই (মরণনিশ্চায়ক) সংবাদ জানাইবার জন্য দুরাত্মা রাবণের নিকট গমন করিল ।১

অনন্তর ভয়ঙ্করাকৃতি রাক্ষসীগণ সীতার সমীপস্থা হইয়া স্বকীয় অনর্থের হেতুস্বরূপ পুনরায় সেই (পূর্বোক্ত) রূপ কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিল ।২

অনার্য্যে! সীতে! সম্প্রতি অদ্য তুমি এই (স্বীয়

এবমুক্তাস্ত্রিজটয়া রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সর্বা এবাব্রুবন্ ভীতাস্ত্রিজটাং তামিদং বচঃ ॥৭
কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোঽয়ং কীদৃশো নিশি।
তাসাং শ্রুত্বা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্গতম্ ॥৮
উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্।
গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্ ॥৯
যুক্তাং বাজিসহস্রেণ স্বয়মাস্থায় রাঘবঃ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ॥১০
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তং শ্বেতপর্বতমাস্থিতা ॥১১
রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা।
রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্ ॥১২
আরূঢ়ঃ শৈলসঙ্কাশং চকাশ সহলক্ষ্মণঃ।
ততস্তু সূর্য্যসঙ্কাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা ॥১৩
শুক্লমাল্যাম্বরধরৌ জানকীং পর্য্যুপস্থিতৌ।
ততস্তস্য নগস্যাগ্রে হ্যাকাশস্থস্য দন্তিনঃ ॥১৪
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য জানকী স্কন্ধমাশ্রিতা।
ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুৎপত্য ততঃ কমললোচনা।
চন্দ্র-সূর্যৌ ময়া দৃষ্টা পাণিভ্যাং পরিমার্জতী ॥১৫
ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যামাস্থিতঃ স গজোত্তমঃ।
সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কায়া উপরিস্থিতঃ ॥১৬
পাণ্ডরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থঃ সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ॥১৭

মরণরূপ) পাপ নিশ্চয় করিলে রাক্ষসীগণ যথাসুখে তোমার মাংস ভক্ষণ করিবে।৩

তখন ধর্মজ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধা (জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধা) ত্রিজটা (বিভীষণের কন্যা—গোবিন্দরাজ বলেন) রাক্ষসী জাগরুক হইয়া অশিষ্টা রাক্ষসীগণকে সীতাভর্ৎসনে ব্যাপৃতা দেখিয়া তাহাদিগকে বলিল।৪

অনার্য্য রাক্ষসীসকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ কর, জনকের আদরের মেয়ে দশরথের পুত্রবধূ সীতাকে ভক্ষণ করিও না।৫

আমি আজ রাক্ষসগণের অমঙ্গল ও ইহার স্বামীর অভ্যুদয়সূচক অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নিদারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি।৬

ত্রিজটা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া ক্রোধবিহ্বলা রাক্ষসীগণ ভীতা হইয়া ত্রিজটাকে বলিল—তুমি রাত্রে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ,—তাহা আমাদিগকে বল। সেই রাক্ষসীগণের বদনবিনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিজটা প্রাতঃকালে দৃষ্ট স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম শুভ্রবস্ত্র ও শুক্লমাল্য পরিধান পূর্বক সহস্র অশ্বযোজিত, হস্তি-দন্তনির্মিত শূন্যগামী দিব্য শিবিকায় (রথে) লক্ষ্মণের সহিত সমারূঢ় হইয়া এ স্থানে উপনীত হইতেছেন।৭-১০

স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, ক্ষীরসমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত-পর্বতে অবস্থিত সূর্য্যদেবের সহিত সম্মিলিতা তদীয় প্রভার ন্যায় সীতা শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্বক রামচন্দ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আরও দেখিলাম, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পর্বতসদৃশ চতুর্দ্দন্ত মহাগজপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্বীয় প্রভায় সূর্য্যের ন্যায় বিদ্যোতিত হইয়া শোভিত হইতেছেন।১১-১৩

এবং শুক্লবসন পরিধান পূর্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কমলনয়না জানকী সেই আকাশস্থিত শ্বেতপর্বতাগ্রভাগে স্বামী রামের ক্রোড়ে পতিতা হইয়া তথা হইতে স্বামী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন করিলেন। তারপর দেখিলাম—সীতা দুই হস্তে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন।১৪-১৫

তদনন্তর সেই গজোত্তম কুমারযুগল রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বিশালনয়না সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার উপরিভাগে উপনীত হইল।১৬

আবার দেখিলাম,—রাম শ্বেতমাল্য ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্বক পাণ্ডুর বর্ণ অষ্ট বৃষভযোজিত রথে লক্ষ্মণের সহিত

শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সহাগতঃ।
ততোঽন্যত্র ময়া দৃষ্টো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥১৯
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টো রামো বিষ্ণুপরাক্রমঃ ॥২০
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্য্যয়া।
ন হি রামো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥২১
রাক্ষসৈর্বাপি চান্যৈর্বা স্বর্গঃ পাপজনৈরিব।
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ ॥২২
রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ।
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥২৩
কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ।
রথেন খরযুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ ॥২৪
পিবংস্তৈলং হসন্নৃত্যন্ ভ্রান্তচিত্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
গর্দভেন যযৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ ॥২৫
পুনরেব ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
পতিতোঽবাক্‌শিরা ভূমৌ গর্দভাদ্ ভয়মোহিতঃ ॥২৬
সহসোত্থায় সম্ভ্রান্তো ভয়ার্ত্তো মদবিহ্বলঃ।
উন্মত্তরূপো দিগ্বাসা দুর্বাক্যং প্রলপন্ বহু ॥২৭
দুর্গন্ধং দুঃসহং ঘোরং তিমিরং নরকোপমম্।
মলপঙ্কাং প্রবিশ্যাশু মগ্নস্তত্র স রাবণঃ ॥২৮
প্রস্থিতো দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টোঽকর্দমং হ্রদম্।
কণ্ঠে বদ্ধ্বা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী ॥২৯

আসিতেছেন (ভার্য্যা সীতার সহিত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।) ।১৭

তারপর অন্যত্র দেখিলাম,—সত্যপরাক্রম বীর্য্যবান্ পুরুষোত্তম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সূর্য্য-সদৃশ দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া উত্তর দিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন (১)।

এইরূপে আমি স্বপ্নে দেখিলাম—ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত রাম বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী, পাপী যেরূপ স্বর্গ জয় করিতে পারে না, তদ্রূপ সুর, অসুর, রাক্ষস বা অন্যকেহ মহাতেজা রামকে জয় করিতে সমর্থ নহে।

আবার স্বপ্নে দেখিলাম—রক্তবস্ত্র পরিধানকারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর পুষ্পমাল্যধারী তৈলাভ্যক্ত পানমত্ত রাবণ অদ্য পুষ্পক বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হইল।১৮-২৩

রমণীগণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুরঞ্জন লিপ্ত, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক রাবণকে গর্দ্দভযুক্ত রথে আকর্ষণ করিতেছে এবং ভ্রান্তচিত্ত আকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া তৈল-পান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে গর্দ্দভে আরোহণ পূর্বক দ্রুতগতিতে দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিতেছে।২৪-২৫

পুনরায় দেখিলাম—রাক্ষসেশ্বর রাবণ ভীতিবিহ্বল হইয়া অধোমস্তকে গর্দ্দভ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল।২৬

সন্ত্রস্ত ভয়বিহ্বল রাবণ বিবস্ত্র (উলঙ্গ) অবস্থায় সহসা উত্থিত হইয়া উন্মত্তরূপ প্রচুর কটুবাক্যে প্রলাপ করিতে করিতে দুর্গন্ধময় মলপঙ্কপরিপূর্ণ নরকসদৃশ দুঃসহ ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিসত্বর তাহাতে নিমজ্জিত হইল।২৭-২৮

সেই দক্ষিণ দিকে গিয়া কর্দ্দমশূন্য হ্রদে প্রবেশ করিল। কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী রক্তবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা প্রমদা দশগ্রীবের কণ্ঠদেশে বন্ধন পূর্বক দক্ষিণদিকে

---

(১) টীকাকারগণ স্বপ্নের এই পর্য্যন্ত সীতার পক্ষে মঙ্গলসূচক বলিতেছেন :—

'আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেষ্বগম্যাগমনঞ্চ রম্যম্॥
অপিচ
আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা।
স্বপ্নে গৃহ্নাতি হস্তাভ্যাং মহদ্রাজ্যং সমাপ্নুয়াৎ॥

কালী কর্দমলিপ্তাঙ্গী দিশং যাম্যাং প্রকর্ষতি।
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥৩০
রাবণস্য সুতাঃ সর্ব্বে মুণ্ডাস্তৈলসমুক্ষিতাঃ।
বরাহেণ দশগ্রীবঃ শিশুমারেণ চেন্দ্রজিৎ ॥৩১
উষ্ট্রেণ কুম্ভকর্ণশ্চ প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্।
একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ ॥৩২
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নৃত্তগীতৈরলঙ্কৃতঃ ॥৩৩
আরুহ্য শৈলসঙ্কাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্।
চতুর্দ্দন্তং গজং দিব্যমাস্তে তত্র বিভীষণঃ ॥৩৪
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং বৈহায়সমুপস্থিতঃ ॥৩৫
সমাজশ্চ মহান্ বৃত্তো গীত-বাদিত্রনিঃস্বনঃ।
পিবতাং রক্তমাল্যানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্ ॥৩৬
লঙ্কা চেয়ং পুরী রম্যা সবাজি-রথ-কুঞ্জরা।
সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরতোরণা ॥৩৭

লঙ্কা দৃষ্টা ময়া স্বপ্নে রাবণেনাভিরক্ষিতা।
দগ্ধা রামস্য দূতেন বানরেণ তরস্বিনা ॥৩৮

পিত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাস্বনাঃ।
লঙ্কায়াং ভস্মরূক্ষায়াং সর্ব্বা রাক্ষসযোষিতঃ ॥৩৯

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে সর্বে রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়হ্রদম্ ॥৪০
অপগচ্ছত পশ্যধ্বং সীতামাপ্নোতি রাঘবঃ।
ঘাতয়েৎ পরমামর্ষী যুষ্মান্ সার্দ্ধং হি রাক্ষসৈঃ ॥৪১

আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রকারেই মহাবল কুম্ভকর্ণকেও দেখিলাম।২৯-৩০

রাবণের পুত্রগণও মুণ্ডিতমস্তক এবং তৈলসিক্ত রহিয়াছে। দশগ্রীব—বরাহে, ইন্দ্রজিৎ—শিশুমারে এবং কুম্ভকর্ণ—উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতছত্রশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেই বিভীষণ শ্বেতমাল্য ও শ্বেতবসন পরিহিত, শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্ত, শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদ ও নৃত্যগীতে অলঙ্কৃত, পর্বতসদৃশ মেঘমন্দ্রধ্বনিকারী চতুর্দ্দন্ত দিব্য গজে আরোহণ পূর্বক চারিজন মন্ত্রীর সহিত গগনমার্গে উপনীত হইয়াছেন।৩১-৩৫

তাঁহার সভায় গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতেছে, রাক্ষসগণ, রক্তবস্ত্র ও রক্তমাল্য ধারণ পূর্বক (তৈল) পানে রত। ভগ্নগোপুর (নগরের দরজা) ও ভগ্ন-তোরণা রমণীয়া লঙ্কাপুরী অশ্ব, রথ ও হস্তিগণের সহিত সমুদ্রগর্ভে নিপতিতা।৩৬-৩৭

আমি স্বপ্নে দেখিলাম—রাবণপরিরক্ষিতা লঙ্কা বলবান্ রামদূত বানর কর্তৃক দগ্ধীভূতা বিকটশব্দকারিণী তৈলপানোন্মত্তা রাক্ষসরমণীগণ ভস্ম দ্বারা রুক্ষ এই লঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছ।৩৮-৩৯

কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসবীরবৃন্দ রক্তবর্ণ নিন্দিতবস্ত্র পরিধান করিয়া গোময়হ্রদে প্রবেশ করিতেছে।৪০

(রাক্ষসীগণ !) তোমরা সীতাভর্ৎসন হইতে প্রতি-নিবৃত্তা হইয়া এস্থান হইতে সরিয়া যাও। রঘুনন্দন সীতাকে লাভ করিবেন, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে; অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাঘব রাক্ষসগণের সহিত তোমাদেরও বধ করিবেন।৪১

অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা বনবাসব্রতসহচারিণী প্রিয়তমা ভার্য্যার প্রতি তোমাদের তিরস্কার ও তাড়না রাঘব কখনও ক্ষমা করিবেন না।৪২

অতএব কর্কশবাক্যে আর প্রয়োজন নাই; শান্ত ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ কর; বৈদেহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।৪৩

যে দুঃখিতার সম্বন্ধে এই প্রকার স্বপ্ন দেখা যায়, সে নানাবিধ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অত্যন্ত উত্তমপ্রিয় বস্তু লাভ করে।৪৪

রাক্ষসীগণ আর বলার প্রয়োজন নাই; নির্ভর্ৎসিতা হইলেও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। রামচন্দ্রের নিকট হইতে রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর ভয় উপস্থিত হইয়াছে।৪৫

প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং বনবাসমনুব্রতাম্ ।
ভর্ৎসিতাং তর্জিতাং বাপি নানুমংস্যতি রাঘবঃ ॥৪২
তদলং ক্রূরবাক্যৈশ্চ সান্ত্বমেবাভিধীয়তাম্ ।
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে ॥৪৩
যস্যা হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে ।
সা দুঃখৈর্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥৪৪
ভর্ৎসিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যঃ কিং বিবক্ষয়া ।
রাঘবাদ্ধি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্ ॥৪৫
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা ।
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ ॥৪৬
অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে ।
বিরূপমপি চাঙ্গেষু ন সূক্ষ্মমপি লক্ষণম্ ॥৪৭
ছায়াবৈগুণ্যমাত্রং তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্ ।
অদুঃখার্হামিমাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্ ॥৪৮
অর্থসিদ্ধিং তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যাম্যহমুপস্থিতাম্ ।
রাক্ষসেন্দ্রবিনাশঞ্চ বিজয়ং রাঘবস্য চ ॥৪৯
নিমিত্তভূতমেতত্তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্
দৃশ্যতে চ স্ফুরচ্চক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্ ॥৫০
ঈষদ্ধি হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হ্যদক্ষিণঃ ।
অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে ॥৫১
করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোরুরনুত্তমঃ ।
বেপন্ কথয়তীবাস্যা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্ ॥৫২
পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ
পুনঃ পুনশ্চোত্তমসান্ত্ববাদী ।
সুখাগতাং বাচমুদীরয়াণঃ
পুনঃ পুনশ্চোদয়তীব হৃষ্টঃ ॥৫৩
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা ।
অবোচদ্ যদি তত্তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

হে রাক্ষসীগণ! প্রণিপাতে প্রসন্না জনকাত্মজা মৈথিলী তোমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন। আরও দেখ; অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিয়াও এই বিশালনয়না সীতার কোন অঙ্গেই কোন বিরুদ্ধ (রেখাদি) চিহ্ন (দুর্লক্ষণাদি) দেখিতে পাইতেছি না।৪৬-৪৭

স্নানানুলেপনাদির অভাবে কান্তির মালিন্যই দুঃখরূপে উপস্থিত হইয়াছে; দুঃখের অনর্হা সীতাকে স্বপ্নে যেরূপ (আকৃতি) দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় সীতার অভীষ্ট-সিদ্ধি রাক্ষসরাজের বিনাশ ও রামের বিজয়াভ্যুদয় উপস্থিত।৪৮-৪৯

আরও দেখ, এই অতিপ্রিয় মঙ্গলনিমিত্তসূচক এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত সীতার বাম চক্ষুকে স্ফুরিত হইতে দেখা যাইতেছে। এই নিপুণা বৈদেহীর বামবাহু ঈষৎ হর্ষপুলকিত হইয়া সহসা কম্পিত হইতেছে এবং হস্তিনীর শুণ্ডের ন্যায় অনুত্তম বাম উরু স্পন্দিত হইয়া 'রামচন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত'—ইহাই যেন বলিয়া দিতেছে।৫০-৫২

(কাক-পিঙ্গলিকা) পক্ষী শাখাস্থিত নীড়ে প্রবিষ্ট হইয়া সুমধুর স্বরে পুনঃ পুনঃ উত্তম-শান্ত-স্বাগতবাক্যে "সীতে রাম আসিতেছেন"—এই কথা যেন সীতাকে হৃষ্টচিত্তে বার বার বলিতেছে।৫৩

অনন্তর লজ্জাশীলা বালিকা সীতা পতির বিজয়সূচিকা ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণপূর্বক হর্ষান্বিতা হইয়া বলিলেন—"যদি তোমাদের বাক্য সত্য হয়, তবে আমি তোমাদের রক্ষা করিব"।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণপ্রযুক্তরাক্ষসীনাং ভৎ র্সনং তাড়নঞ্চাসহিত্বা বহু বিলপন্ত্যাঃ সীতায়া বেণীমবলম্ব্যোদ্বন্ধনেন প্রাণোৎসর্জনোদ্যমঃ, তদা পূর্বানুভূত-শুভ-লক্ষণানামাবির্ভাবশ্চ।]

সা রাক্ষসেন্দ্রস্য বচো নিশম্য
তৎ রাবণস্য প্রিয়মপ্রিয়াতা।
সীতা বিতত্রাস যথা বনান্তে
সিংহাভিপন্না গজরাজকন্যা ॥১

সা রাক্ষসীমধ্যগতা চ ভীরু-
র্বাগ্‌ভির্ভৃশং রাবণতর্জিতা চ।
কান্তারমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা
বালেব কন্যা বিললাপ সীতা ॥২

সত্যং বতেদং প্রবদন্তি লোকে
নাকালমৃত্যু-র্ভবতীতি সন্তঃ।
যত্রাহমেবং পরিভৎ র্স্যমানা
জীবামি যস্মাৎ ক্ষণমপ্যপুণ্যা ॥৩

সুখাদ্ বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণ-
মিদং তু নূনং হৃদয়ং স্থিরং মে।
বিদীর্য্যতে যন্ন সহস্রধাদ্য
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥৪

নৈবাস্তি ননং মম দোষমত্র
বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য।
ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতু-
মলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায় ॥৫

তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ
শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[রাবণপ্রযুক্ত রাক্ষসীগণের ভৎ র্সন ও তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু বিলাপ করিতে করিতে সীতা বেণীর দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা এবং তখন পূর্বে অনুভূত শুভ লক্ষণসমূহের আবির্ভাব।]

অপ্রিয়বাক্যশ্রবণসন্তপ্তা সীতা রাবণের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বনমধ্যে সিংহ কর্তৃক সমাক্রান্তা গজরাজকন্যার ন্যায় সন্ত্রস্তা হইলেন।১

রাক্ষসীগণের মধ্যবর্তিনী রাবণ কর্তৃক ভৎ র্সিতা ভীতা সীতা বিজন অরণ্যে পরিত্যক্তা শিশুকন্যার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।২

হায়! পৃথিবীতে সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, অকালে কাহারও মৃত্যু হয় না, ইহা সত্য; যেহেতু আমি এতাদৃশী অপুণ্যশালিনী যে, এইরূপ তিরস্কৃতা হইয়া ক্ষণকালও জীবিতা আছি।৩

প্রিয়সংযোগহীন বহুদুঃখপূর্ণ আমার এই হৃদয় যেহেতু বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, অতএব মনে হয়—এই হৃদয় শৈলশিখর অপেক্ষাও দৃঢ়।৪

এই প্রাণত্যাগবিষয়ে আমার কোন দোষ নাই। আমি ত এই (অবাঞ্ছিত) অপ্রিয়দর্শনের বধ্যা, দ্বিজাতি যেমন অদ্বিজাতিকে (বৈদিক) মন্ত্র দান করিতে পারেন না, আমি ও তেমনি রাবণের অনুগমন (আত্মসমর্পণ) করিতে পারি না।৫

জগন্নাথ রাম রাবণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ।
বদ্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে
রাজোপরোধাদিব তস্করস্য ॥৭

হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে
হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।
এষা বিপদ্যাম্যহমল্পভাগ্যা
মহার্ণবে নৌরিব মূঢ়বাতা ॥৮

তরস্বিনৌ ধারয়তা মৃগস্য
সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
নূনং বিশস্তৌ মম কারণাত্তৌ
সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন ॥৯

নূনং স কালো মৃগরূপধারী
মামল্পভাগ্যাং লুলুভে তদানীম্।
যত্রার্যপুত্রৌ বিসসর্জ মূঢ়া
রামানুজং লক্ষ্মণপূর্বজঞ্চ ॥১০

হা রাম সত্যব্রত দীর্ঘবাহো
হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবক্ত্র
হা জীবলোকস্য হিতঃ প্রিয়শ্চ
বধ্যাং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্ ॥১১

অনন্যদেবত্বমিয়ং ক্ষমা চ
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চ ধর্ম্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং
কৃতং কৃতঘ্নেষ্বিব মানুষাণাম্ ॥১২

মোঘো হি ধর্ম্মশ্চরিতো মমায়ং
তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।
যা ত্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা
হীনা ত্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা ॥১৩

পিতুর্নিদেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥১৪

আসিলে অস্ত্রচিকিৎসক (প্রসূতির জীবনরক্ষার জন্য) যেমন শাণিত অস্ত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের ছেদন করে, সেইরূপ রাক্ষসেন্দ্রও নিশিত শরসমূহে অচিরেই জীবিতাবস্থায় আমার অঙ্গসমূহ নিশ্চয়ই ছেদন করিবে।৬

(পতিবিরহ) দুঃখিতা আমার আবার এই দুঃখ যে, যখন মৃত্যুর অবধিভূত দুইমাস শীঘ্রই অতীত হইয়া যাইবে, তখন (রাজ অপরাধীর ন্যায় টীকামতে) রাজার আদেশে গৃহে (কারাগার গৃহে) অবরুদ্ধ বধ্য তস্করের ন্যায় আমার বধ হইবে।৭

হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামমাতঃ! তৎসহ আমার জননীগণ! মহাসমুদ্রে মহাবাত্যাবেগ-তাড়িতা নৌকার ন্যায় এই মন্দভাগ্যা আমি বিপন্না হইলাম।৮

বজ্রাগ্নিসদৃশ সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস আমার জন্যই সেই সিংহশ্রেষ্ঠসদৃশ বলবান্ রাজপুত্রদ্বয়কে নিশ্চয়ই সংহার করিয়াছে।৯

মৃগরূপধারী কাল সেই সময়ে এই হতভাগিনীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমি মোহিতা হইয়া আর্য্যপুত্র লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণকে (সেই মায়া মৃগানুসরণের জন্য) বিদায় দিয়াছিলাম। (কবি এস্থলে "বিসসর্জ" এই উত্তমপুরুষে লিট্ প্রয়োগ করিয়া সীতার চিত্ত বিক্ষেপ সূচনা করিয়াছেন)।১০

হা সত্যব্রত! দীর্ঘবাহো! হা পূর্ণচন্দ্রনিভানন! রাম! হা জীবকল্যাণনিরত সর্বজনপ্রিয়! আমি যে রাক্ষসগণের বধ্যা হইতেছি, তাহা তুমি জানিতে পারিলে না? ১১

আমার পতিমাত্র দেবতাপূজিকাত্ব, (রাবণের কৃত অপরাধসহস্র সহনরূপ) ক্ষমা, (অভিশাপ না দিয়া) ভূমিতল শয্যায় শয়ন, ধর্মানুরাগ ও পাতিব্রত্য ধর্মপালন (কৃতোপকারবিস্মৃত) কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার করার ন্যায় বিফল হইল।১২

যেহেতু আমি তোমার সহিত পুনর্মিলনে নিরাশ

অহং তু রাম ত্বয়ি জাতকামা
চিরং বিনাশায় নিবদ্ধভাবা।
মোঘং চরিত্বাঽথ তপো ব্রতঞ্চ
ত্যক্ষ্যামি ধিগ্ জীবিতমল্পভাগ্যম্ ॥১৫
সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং
বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেঽস্তি কশ্চি-
চ্ছস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য ॥১৬
(ইতীব দেবী বহুধা বিলপ্য
সর্ব্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।
প্রবেপমানা পরিশুষ্কবক্ত্রা
নগোত্তমং পুষ্পিতমাসসাদ ॥)
শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য
সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্গ্রথনেন শীঘ্র-
মহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥১৭
উপস্থিতা সা মৃদুসর্বগাত্রী
শাখাং গৃহীত্বা চ নগস্য তস্য।
তস্যাস্তু রামং পরিচিন্তয়ন্ত্যা
রামানুজং স্বঞ্চ কুলং শুভাঙ্গ্যাঃ ॥১৮
তস্যা বিশোকানি তদা বহূনি
ধৈর্য্যার্জিতানি প্রবরাণি লোকে।
প্রাদুর্নিমিত্তানি তদা বভূবুঃ
পুরাপি সিদ্ধান্যুপলক্ষিতানি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

হইয়া অত্যন্ত কৃশা, হীনা ও মলিনা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। অতএব আমার এই সকল ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল এবং পাতিব্রত্য ধর্মপালনও নিরর্থক হইতেছে।১৩

আমার মনে হয়, তুমি যথানিয়মে পিতার আদেশ প্রতিপালন পূর্বক সমাচরিতব্রত বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় কৃতকৃত্য ও নির্ভয় হইয়া বিশাললোচনা রমণীগণের কামক্রীড়ারত হইবে।১৪

কিন্তু রাম! আমি তোমাতেই কামাভিলাষিণী, প্রাণ হানির দুঃখ সহ্যকরার জন্যই তোমাতে আমি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম। এই নিষ্ফল তপস্যা ও ব্রতসমাচরণ করিয়াও এই ভাগ্যহীন ধিক্ (কদর্য্য) জীবন পরিত্যাগ করিব।১৫

বিষপানে বা নিশিতশস্ত্রের আঘাতে অতি সত্বর আমি প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু এস্থানে আমার বিষপ্রদাতাও কেহ নাই; এই রাক্ষসগৃহে শস্ত্রই বা কে দিবে? ১৬

(সীতাদেবী এই ভাবে সর্বপ্রকারে অনুক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণপূর্বক বিবিধ বহু বিলাপ করিতে করিতে এবং শুষ্কবদনা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্পিত তরুবরের সমীপবর্তিনী হইলেন।) অনন্তর শোকসন্তপ্তা সীতা বহু চিন্তা করিয়া বেণীগ্রন্থি গ্রহণপূর্বক (বেণীগ্রহণে উদ্বন্ধন পূর্বক) শীঘ্রই আমি যমসমীপে গমন করিব।১৭

কোমলসর্বদেহা সীতা সেই বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করিয়া রাম, রামনুজ, নিজের অবস্থাদি ও বংশ প্রভৃতি চিন্তা করিতে থাকিলে তৎকালে সেই শুভাঙ্গীর ধৈর্য্যসম্পাদক পূর্বপরীক্ষিত (মিথিলায় রামের আগমন-সময়ের নিমিত্তসকল যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত) লোকপ্রসিদ্ধ, শোকবিনাশক, ভাবিশুভসূচক (শকুন) নিমিত্ত বা লক্ষণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[শুভনিমিত্তানাং কথনম্, পূর্বজ্ঞাত-লোমহর্ষলক্ষণসদৃশতয়া তেষাং লক্ষণানাং শুভত্বনির্দ্ধারণ-পূর্বকমানন্দানুভবশ্চ।]

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাং
ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ ॥১

তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্ম-
রাজ্যাবৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা
মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্ ॥২

ভুজশ্চ চার্বঞ্চিতবৃত্তপীনঃ
পরার্ধ্যকালগুরুচন্দনার্হঃ।
অনুত্তমেনাধ্যুষিতঃ প্রিয়েণ
চিরেণ বামঃ সমবেপতাশু ॥৩

গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীন-
স্তয়োর্দ্বয়োঃ সংহতয়োস্তু জাতঃ।
প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা
রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে ॥৪

শুভং পুনর্হেমসমানবর্ণ-
মীষদ্রজোধ্বস্তমিবাতুলাক্ষ্যাঃ
বাসঃ স্থিতায়াঃ শিখরাগ্রদন্ত্যাঃ
কিঞ্চিৎ পরিস্রংসত চারুগাত্র্যাঃ ॥৫

এতৈর্নিমিত্তৈরপরৈশ্চ সুভ্রুঃ
সঞ্চোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ
বাতাতপক্লান্তমিব প্রণষ্টং
বর্ষেণ বীজং প্রতিসংজহর্ষ ॥৬

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শুভ নিমিত্তগুলির কথন, পূর্বে পরিজ্ঞাত গাত্রলোমহর্ষলক্ষণের সমান জাতীয় বলিয়া সেই লক্ষণগুলির শুভত্ব নির্ধারণ পূর্বক সীতার আনন্দ অনুভব।]

ব্যথিতা, অনিন্দিতা, নিরানন্দা, দুঃখিতচিত্তা সীতা সেই (উদ্বন্ধন) কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলে সেবক ভৃত্য যেরূপ লক্ষ্মীবান্ ব্যক্তিগণের সমীপস্থ হইয়া সেবা করিতে থাকে, তদ্রূপ শুভলক্ষণসমূহ সেই শুভার সেবার জন্য প্রতিভাত হইতে লাগিল।১

সেই সুকেশীর কুটিল পক্ষরাজিপরিবৃত, কৃষ্ণ তারক শোভিত, অপাঙ্গ (নেত্রপ্রান্ত)-রক্তিম, বিশাল ও শুক্লবর্ণ বামলোচন মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার যে মনোরম সুগোল মাংসল বামবাহু উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাগুরু (চন্দনে) চর্চ্চিত হইয়া সর্বোত্তম প্রিয়তমের উপাধান হইত, সেই বামবাহু দীর্ঘ দিনের পর আজ মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল।২-৩

পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুদ্বয়ের মধ্যে গজেন্দ্রহস্ত সদৃশ সুঘটিত স্থূলতর বাম উরু স্পন্দিত হইয়া "রাম সম্মুখে উপস্থিত" ইহাই যেন প্রকাশ করিয়া দিল।৪

বিশালনয়না দাড়িম্ববীজাগ্রভাগবৎ দন্তশোভিনী, সমাসীনা সুচারুকান্তির (সীতার) ঈষৎমলিন মঙ্গলপ্রদ সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র কিঞ্চিৎ স্খলিত হইল। (আসন হইতে অধোদেশে পতিত হইল)।৫

সুভ্রূ সীতা এতাদৃশ এবং পূর্বানুভূত ভাবিশুভজনক অন্যান্য লক্ষণ সকল দেখিয়া বায়ু ও তাপবিহীন প্রণষ্ট-

তস্যাঃ পুনর্বিম্বফলোপমোষ্ঠং
স্বক্ষি-ভ্রূ-কেশান্তমরালপক্ষ্ম।
বক্ত্রং বভাসে সিত শুক্লদংষ্ট্রং
রাহোর্মুখাচ্চন্দ্র ইব প্রমুক্তঃ ॥৭
সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা
শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্য্যা বদনেন শুক্লে
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন ॥৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বীজ বর্ষার জললাভে যেরূপ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ হর্ষান্বিতা হইলেন।৬

তাঁহার কিন্তু বক্র ও কৃষ্ণবর্ণ পদ্মশোভিত বিশাল-নয়ন ঈষৎকুটিল ও সুশোভন মনোহর কেশসম্বলিত ভ্রূ, বিম্বফলতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, স্ফটিকমণির ন্যায় শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি সমন্বিত মুখমণ্ডল তৎকালে রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।৭

বীতশোকা, বিমুক্তালস্যা, শান্তসন্তাপা ও আর্য্যা সীতা আনন্দে প্রফুল্লবদনা হইয়া চন্দ্রোদয়ে শুক্লপক্ষের রাত্রির ন্যায় শোভমানা হইলেন।৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[প্রত্যক্ষং সকলবৃত্তান্তদর্শি-শিংশপাবৃক্ষস্থ-হনূমতা সীতায়ৈ আশ্বাসদানাঽদানয়োর্দোষগুণবিচারঃ, যথাকালং সমাশ্বাসপ্রদানং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়শ্চ।]

হনুমানপি বিক্রান্তঃ সর্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ।
সীতায়াস্ত্রিজটায়াশ্চ রাক্ষসীনাঞ্চ তর্জিতম্ ॥১
অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে।
ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥২
যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহূন্যযুতানি চ।
দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে সেয়মাসাদিতা ময়া ॥৩
চারেণ তু সুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা।
গূঢ়েন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া ॥৪

ত্রিংশ সর্গ

[প্রত্যক্ষ সকলবৃত্তান্তদর্শী শিংশপাবৃক্ষস্থ হনুমান্ কর্তৃক সীতাকে আশ্বাস দেওয়া ও আশ্বাস না দেওয়ার দোষগুণ বিচার এবং যথাসময়ে সমাশ্বাসপ্রদান কর্তব্য বলিয়া নিশ্চয়।]

মহাবীর হনুমান্ সীতার বিলাপ, রাক্ষসীগণের গর্জ্জন ও ত্রিজটার স্বপ্নবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তারপর তিনি নন্দনকাননস্থিতা দেবতার ন্যায় সীতাকে দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-২

সহস্র সহস্র বানর সমস্ত দিকে যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, আমি তাঁহারই দর্শন লাভ করিলাম।৩

প্রভু কর্তৃক গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইয়া গুপ্তভাবে বিচরণপূর্বক শত্রুর শক্তি, রাক্ষসগণের মধ্যে রাবণের বিশেষ ঐশ্বর্য্য, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রভাব এবং সুনিপুণ ভাবে এই লঙ্কাপুরীও নিরীক্ষণ করিলাম।৪-৫

রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা।
রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ ॥৫
যথা তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বসত্ত্বদয়াবতঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্য্যাং পতিদর্শনকাঙ্ক্ষিণীম্ ॥৬
অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্ ॥৭
যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্।
অনাশ্বাস্য গমিষ্যামি দোষবদ্ গমনং ভবেৎ ॥৮
গতে হি ময়ি তত্রেয়ং রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পরিত্রাণমপশ্যন্তী জানকী জীবিতং ত্যজেৎ ॥৯
যথা চ স মহাবাহুঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ন্যায্যঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥১০
নিশাচরীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাষিতম্।
কথং নু খলু কর্ত্তব্যমিদং কৃচ্ছ্রগতো হ্যহম্ ॥১১

সম্প্রতি সেই অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ অপরিমেয় গুণসম্পন্ন সর্বভূতে দয়াপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী পতিদর্শনাভিলাষিণী (সীতা যাহাতে আশ্বস্তা হন, তাহাই কর্তব্য বলিয়া) যে সীতা কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই, সত্বর এই দুঃখ হইতেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, আমি সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব।৬-৭

যদি শোকাসন্তাপে অচৈতন্যপ্রায়া এই সতীকে আশ্বাস না দিয়া গমন করি, তাহা হইলে সেই গমন দোষাবহ হইবে।৮

আমি এস্থান হইতে সমাশ্বাস না দিয়া চলিয়া গেলে যশস্বিনী রাজপুত্রী উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।৯

এতদ্ব্যতীত মহাবাহু পূর্ণচন্দ্রতুল্যবদন সীতার দর্শনলালসাযুক্ত রামচন্দ্রকে আশ্বাস দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। নিশাচরীগণের সমক্ষে সীতার সহিত সম্ভাষণও অযৌক্তিক। আমি কর্তব্যই বা কি উপায়ে সম্পাদন করিব? আমি মহাবিপদে পড়িলাম।১০-১১

অনেন রাত্রিশেষেণ যদি নাশ্বাস্যতে ময়া।
সর্ব্বথা নাস্তি সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥১২
রামস্তু যদি পৃচ্ছেন্মাং কিং মাং সীতাব্রবীদ্ বচঃ।
কিমহং তং প্রতি ব্রূয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্ ॥১৩
সীতাসন্দেশরহিতং মামিতস্ত্বরয়া গতম্।
নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধতীব্রেণ চক্ষুষা ॥১৪
যদি বোদ্‌যোজয়িষ্যামি ভর্তারং রামকারণাৎ।
ব্যর্থমাগমনং তস্য সসৈন্যস্য ভবিষ্যতি ॥১৫
অন্তরং ত্বহমাসাদ্য রাক্ষসীনামবস্থিতঃ।
শনৈরাশ্বাসয়াম্যদ্য সন্তাপবহুলামিমাম্ ॥১৬
অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥১৭
যদি বাসং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥১৮

এই রাত্রির শেষে যদি আশ্বাস প্রদান না করি, তবে তিনি সর্বপ্রকারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।১২

আর রাম যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—সীতা আমাকে কি বলিয়াছেন? তখন এই সুমধ্যমা সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব? সীতার বাক্য না লইয়া ত্বরান্বিত হইয়া সেস্থানে গেলে কাকুৎস্থ রাম ক্রোধতীব্রদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।১৩-১৪

(সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া) যদিও রামের জন্য কপিপতি সুগ্রীবকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া (সৈন্যগণের সহিত) এস্থানে আনয়ন করি, তাহা হইলে সৈন্যগণের সহিত তাঁহার আগমন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। (যেহেতু অনাশ্বস্তা সীতা তৎপূর্বেই প্রাণত্যাগ করিবেন)।১৫

অতএব রাক্ষসীগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অনবধানতার অবসর লইয়া নিরতিশয় সন্তাপে তাপিতা এই সীতাকে ধীরে ধীরে আশ্বস্তা করিব।১৬

আমি ক্ষুদ্রকায় বিশেষতঃ বানর হইয়া মনুষ্যগণের

(বানরস্য বিশেষেণ কথং স্যাদভিভাষণম্)
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥১৯

সেয়মালোক্য মে রূপং জানকী ভাষিতং তথা।
রক্ষোভিস্ত্রাসিতা পূর্ব্বং ভূয়স্ত্রাসমুপৈষ্যতি ॥২০

ততো জাতপরিত্রাসা শব্দং কুর্য্যান্মনস্বিনী।
জানানা মাং বিশালাক্ষী রাবণং কামরূপিণম্ ॥২১

সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ।
নানাপ্রহরণো ঘোরং সমেয়াদন্তকোপমঃ ॥২২

ততো মাং সম্পরিক্ষিপ্য সর্ব্বতো বিকৃতাননাঃ।
বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্য্যুর্যত্নং মহাবলাঃ ॥২৩

তং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ স্কন্ধাংশ্চোত্তমশাখিনাম্।
দৃষ্ট্বা চ পরিধাবন্তং ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ ॥২৪

মম রূপঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ।
রাক্ষস্যো ভয়বিত্রস্তা ভবেয়ুর্বিকৃতস্বরাঃ ॥২৫

ততঃ কুর্য্যুঃ সমাহ্বানং রাক্ষস্যো রক্ষসামপি।
রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্তানাং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনে ॥২৬

তে শূল-শর-নিস্ত্রিংশবিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
আপতেয়ুর্বিমর্দ্দেঽস্মিন্ বেগেনোদ্বেগকারণাৎ ॥২৭

সংরুদ্ধস্তৈস্তু পরিতো বিধমে রাক্ষসং বলম্।
শক্নুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ ॥২৮

মাং বা গৃহ্ণীয়ুরাবৃত্য বহবঃ শীঘ্রকারিণঃ।
স্যাদিয়ং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহণং ভবেৎ ॥২৯

হিংসাভিরুচয়ো হিংস্যুরিমাং বা জনকাত্মজাম্।
বিপন্নং স্যাৎ ততঃ কার্য্যং রাম-সুগ্রীবয়োরিদম্ ॥৩০

উদ্দেশে নষ্টমার্গেঽস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে গুপ্তে বসতি জানকী ॥৩১

ব্যবহৃত ব্যাকরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ ভাষায় সম্ভাষণ করিব।১৭

যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ মনে করিয়া সীতা ভীতা হইবেন।১৮

(বিশেষতঃ বানরই বা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন) অথচ আমাকে অবশ্যই অর্থযুক্ত মনুষ্যভাষা বলিতে হইবে। এই অনিন্দিতা সীতাকে অন্য প্রকারে আমার সান্ত্বনা দেওয়া চলিবে না।১৯

পূর্বে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিত্রাসিতা জানকী আমার (বানর) রূপ অবলোকন করিয়া এবং (মনুষ্যোচিত) ভাষা প্রয়োগ শুনিয়া পুনরায় সন্ত্রস্তা হইবেন।২০

অনন্তর বিশালাক্ষী মনস্বিনী সন্ত্রস্তা হইয়া আমাকে কামরূপী রাবণ মনে করিয়া চীৎকার করিতে পারেন।২১

সীতার বিকৃতশব্দে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষসীগণ বিবিধ অস্ত্রাদির সহিত সহসা উপস্থিত হইবে।২২

তারপর সেই বিকৃতবদন মহাবল রাক্ষসীগণ সমস্ত দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া (দেখিলেই আমাকে) গ্রহণ (ধরিবার) করার জন্য ও বধের জন্য চেষ্টা করিবে। তখন আমি উত্তম উত্তম বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধ (গুঁড়ি) অবলম্বন পূর্বক চতুর্দ্দিকে উল্লম্ফন (ছুটাছুটি) করিতে থাকিব, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইবে।২৩২৪

বনবিচরণকালে (রাক্ষসীগণের ধর্ষণ যাহাতে সম্ভব না হয়, তজ্জন্য তৎকালে গৃহীত) আমার মহৎরূপ দেখিয়া ভয়বিহ্বলা রাক্ষসীগণ বিকট শব্দ করিবে।২৫

তারপর সেই রাক্ষসীগণ রাক্ষসরাজের গৃহরক্ষায় নিযুক্ত রাক্ষসগণকে সম্যগ্‌ভাবে আহ্বান করিবে।২৬

তাহারাও শূল, বাণ এবং খড়গ প্রভৃতি নানাবিধ আয়ুধ (অস্ত্র) হস্তে লইয়া উদ্বেগবশতঃ অত্যন্ত বেগে এই সজ্বর্ষের জন্য সমুপস্থিত হইবে।২৭

সেই রাক্ষসসৈন্য কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া যদি রাক্ষসসৈন্যদের বিনাশ করি, তাহা হইলে (যুদ্ধ শ্রান্তিতে) মহাসমুদ্রের পরপারে যাইতে আর সমর্থ হইব না।২৮

বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভির্ময়ি সংযুগে।
নাশং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্য্যসাধনে ॥৩২

বিমৃশংশ্চ ন পশ্যামি যো হতে ময়ি বানরঃ
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েত মহোদধিম্ ॥৩৩

কামং হন্তুং সমর্থোঽস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্।
ন তু শক্যাম্যহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ ॥৩৪

অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে।
কশ্চ নিঃসংশয়ং কার্য্যং কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্ ॥৩৫

এষ দোষো মহান্ হি স্যান্মম সীতাভিভাষণে।
প্রাণত্যাগশ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে ॥৩৬

ভূতাশ্চার্থা বিরুদ্ধন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৭

অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তি হি কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৮

ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম।
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ ॥৩৯

কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ান্নোদ্বিজেত চ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংশ্চকার মতিমান্ মতিম্ ॥৪০

রামমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্ববন্ধুমনুকীর্ত্তয়ন্।
নৈনামুদ্বেজয়িষ্যামি তদ্বন্ধুগতচেতনাম্ ॥৪১

ইক্ষ্বাকূণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
শুভানি ধর্ম্মযুক্তানি বচনানি সমর্পয়ন্ ॥৪২

অথবা (শীঘ্রকারী) প্রত্যুৎপন্নমতি কার্য্যকুশল রাক্ষসগণ যদি আমাকে বেষ্টন পূর্বক ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই সীতাদেবী আমার আগমন প্রয়োজন জানিতে পারিবেন না অথচ আমিও নিরর্থক অবরুদ্ধ হইব।২৯

অথবা হিংসাপ্রিয় রাক্ষসগণ যদি এই জনকাত্মজাকে হত্যা করে, তাহা হইলে রাম ও সুগ্রীবের এই কার্য্য বিপন্ন (ব্যাঘাত প্রাপ্ত) হইবে।৩০

পথহীন, রাক্ষসপরিবৃত, সমুদ্রবেষ্টিত, দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও গুপ্ত প্রদেশে দেবী জানকী বাস করিতেছেন।৩১

যদি রাক্ষসেরা আমাকে যুদ্ধে বন্দী করে অথবা হত্যা করে, তাহা হইলে রামের কার্য্যসাধনে অন্য কোন সাহায্যকারী দেখিতে পাইতেছি না।৩২

আমি নিহত হইলে এই শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে—বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এমন কোন বানর দেখিতেছি না।৩৩

যদিও আমি সহস্র সহস্র রাক্ষস বধ করিতে পারি, তথাপি (তারপর ক্লান্তদেহে) সাগরের পরপারে যাইতে আর সমর্থ হইব না।৩৪

যুদ্ধ অসত্য (অর্থাৎ জয় বা পরাজয় উভয়ের একতর নিশ্চয় নাই), সন্দিগ্ধ ব্যাপারে আমার অভিরুচি নাই। কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি সম্ভাবিত নিঃসন্দিগ্ধ কার্য্যকে সংশয়াকুল করিয়া ফেলে? ৩৫

সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলে এই সকল গুরুতর দোষ হইতে পারে, আর সম্ভাষণ না করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। (এই উভয় সঙ্কটে আমার কি কর্ত্তব্য)।৩৬

সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবিমৃষ্যকারী দূত কর্ত্তৃক দেশ ও কালের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া প্রায়সিদ্ধিপ্রাপ্ত কার্য্যসকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে (অতএব দূতকে অতি সাবধানে চলিতে হইবে)।৩৭

রাজা ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক সুবিবেচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে নিশ্চিতা বুদ্ধিও পণ্ডিতাভিমানী দূতের নিকট শোভিত হয় না (নিষ্ফল হইয়া যায়)।৩৮

এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্যহানি না হয়, (পরন্তু কার্য্য সিদ্ধ হয়), কি উপায়েই বা ব্যাকুলতা (বুদ্ধিহীনতা) বিদূরিত হয়, কি করিলেই বা আমার সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয় (বরং সার্থক হয়)।৩৯

কি উপায় অবলম্বন করিলে সীতাদেবী আমার বাক্য শ্রবণে উদ্বিগ্না না হন—এইরূপ চিন্তা করিতে

শ্রাবয়িষ্যামি সর্ব্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্।
শ্রদ্ধাস্যতি যথা সীতা তথা সর্ব্বং সমাদধে ॥৪৩

ইতি স বহুবিধং মহাপ্রভাবো
জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।
মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং
দ্রুমবিটপান্তরমাস্থিতো হনূমান্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

করিতে মতিমান্ হনুমান্ মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন ।৪০

উদ্বেগজনককার্য্যানুষ্ঠানবিরত সুবন্ধু রামের (গুণ ও) নামসংকীর্তন পূর্বক রামগতহৃদয়া সীতার যাহাতে কোন উদ্বেগ না জন্মায়, তাহাই করিব। (সাক্ষাৎ দর্শন না দিয়া পূর্বে) ইক্ষ্বাকুকুলতিলক আত্মতত্ত্ববিৎ রামের ধর্মসম্বলিত শুভ বাক্যসকল শুনাইয়া পরে মধুর বাক্য বলিয়া যাহাতে সীতা সেই বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্না হন, সেই সমুহ সম্পাদন করিব ।৪১-৪৩

মহানুভব হনুমান্ বৃক্ষবিটপান্তরে লীন থাকিয়া জগৎপতির প্রমদাকে দেখিয়া এইরূপ বিবিধ মধুর সত্য বাক্য (পরবর্তী অধ্যায়ে) বলিলেন ।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[শিংশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমতা মনুষ্যবাক্যমবলম্ব্য রামচন্দ্রস্যা জন্মনঃ স্বীয়সীতাদর্শনপর্য্যন্তং সঙ্ঘটিতস্য বৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, তচ্ছ্রুত্বা সীতাদেব্যাঃ সহর্ষং চতুর্দিক্ষু দৃষ্টিনিক্ষেপঃ, শিশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমদ্দর্শনঞ্চ।]

এবং বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়িত্বা মহামতিঃ।
সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা ব্যাজহার হ ॥১

রাজা দশরথো নাম রথ-কুঞ্জর-বাজিমান্।
পুণ্যশীলো মহাকীর্ত্তিরিক্ষ্বাকূণাং মহাযশাঃ ॥২

রাজর্ষীণাং গুণশ্রেষ্ঠস্তপসা চর্ষিভিঃ সমঃ।
চক্রবর্ত্তিকুলে জাতঃ পুরন্দরসমো বলে ॥৩

অহিংসারতিরক্ষুদ্রো ঘৃণী সত্যপরাক্রমঃ।
মুখ্যস্যেক্ষ্বাকুবংশস্য লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মিবর্ধনঃ ॥৪

পার্থিবব্যঞ্জনৈর্যুক্তঃ পৃথুশ্রীঃ পার্থিবর্ষভঃ।
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বিশ্রুতঃ সুখদঃ সুখী ॥৫

তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাধিপনিভাননঃ।
রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥৬

রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ॥৭

তস্য সত্যাভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাৎ পিতুঃ।
সভার্য্যঃ সহ চ ভ্রাত্রা বীরঃ প্রব্রজিতো বনম্ ॥৮

তেন তত্র মহারণ্যে মৃগয়াং পরিধাবতা।
রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ ॥৯

জনস্থানবধং শ্রুত্বা নিহতৌ খর-দূষণৌ।
ততস্ত্বমর্ষাপহৃতা জানকী রাবণেন তু ॥১০

একত্রিংশ সর্গ

[শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্ কর্তৃক মনুষ্যের বাক্য অবলম্বন পূর্বক রামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সংঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণন, তাহা শ্রবণ করিয়া সীতা কর্তৃক আনন্দে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমানকে অবলোকন।]

মহামতি হনুমান্ এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তার বিষয় চিন্তা করিয়া বৈদেহীর যাহাতে সম্যক্ শ্রবণ গোচর হয়, সেইভাবে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্বে সমৃদ্ধ, পুণ্যশীল, মহাকীর্তি, ইক্ষ্বাকুবংশে মহাযশস্বী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন।২

রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, তপস্যায় ঋষিগণের তুল্য ও শক্তিতে ইন্দ্রসদৃশ সেই রাজা রাজচক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু, অহিংসারত, নীচসংসর্গবিরত, সত্যপরাক্রম, ইক্ষ্বাকু-রাজবংশের মুখ্য, লক্ষ্মীবান্, লক্ষ্মীবর্ধন, রাজলক্ষণাক্রান্ত, বিপুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, পার্থিবশ্রেষ্ঠ, সসাগরা পৃথিবী মধ্যে সুবিখ্যাত, সুখদাতা ও সুখী ছিলেন।৩-৫

তাঁহার প্রিয়তম চন্দ্রবদন রাম নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিশেষজ্ঞ এবং সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৬

সেই শত্রুসন্তাপন রাম স্বজন পরিপালক, চরিত্র, ধর্ম ও জীবলোকের রক্ষক।৭

সত্য-প্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার বাক্যে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত সেই বীর বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।৮

তিনি সেই মহারণ্যে মৃগয়া করিতে করিতে কামরূপী বহু বীর রাক্ষস বধ করেন।৯

রাবণ জনস্থানে খর ও দূষণের বধসংবাদ শ্রবণের

বঞ্চয়িত্বা বনে রামং মৃগরূপেণ মায়য়া ।
স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিন্দিতাম্ ॥১১
আসসাদ বনে মিত্রং সুগ্রীবং নাম বানরম্ ।
ততঃ স বালিনং হত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১২
আযচ্ছৎ কপিরাজ্যং তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে ।
সুগ্রীবেণাভিসন্দিষ্টা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ॥১৩
দিক্ষু সর্ব্বাসু তাং দেবীং বিচিন্বন্তঃ সহস্রশঃ ।
অহং সম্পাতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্ ॥১৪
তস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ প্লুতঃ ।
যথারূপাং যথাবর্ণাং যথালক্ষ্মবতীঞ্চ তাম্ ॥১৫
অশ্রৌষং রাঘবস্যাহং সেয়মাসাদিতা ময়া ।
বিররামৈবমুক্ত্বা স বাচং বানরপুঙ্গবঃ ॥১৬
জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা ।
ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্ ।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষত ॥১৭
নিশম্য সীতা বচনং কপেশ্চ
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ প্রদিশশ্চ বীক্ষ্য ।
স্বয়ং প্রহর্ষং পরমং জগাম
সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী ॥১৮
সা তির্য্যগূর্ধ্বঞ্চ তথা হ্যধস্তা-
ন্নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্ ।
দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং
বাতাত্মজং সূর্য্যমিবোদয়স্থম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

পর ক্রোধবশতঃ মায়ামৃগরূপে রামকে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে জানকীকে অপহরণ করিয়াছে ।১০

রাম সেই অনিন্দনীয়া দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনে সুগ্রীব নামক বানরকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হন্। অনন্তর অরিপুরবিজয়ী রাম বালীকে বধ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্য প্রদান করেন।১১-১২

সহস্র সহস্র কামরূপী বানর সমস্ত দিকে সেই দেবীর অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়াছে ।১৩

সম্পাতির উপদেশানুসারে আমি সেই বিশাল-লোচনা সীতার জন্য অতিবেগে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি ।১৪

আমি রঘুপতি রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার যেরূপ বর্ণ, চিহ্ন ও সৌন্দর্য্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেইরূপই ইঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ।১৫

সেই বানরশ্রেষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন; জানকীও এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইলেন ।১৬

অনন্তর সেই কুটিলকুন্তলা সুকেশী কেশসমাচ্ছাদিত বদন উত্তোলন পূর্বক ভীত-ভীতা হইয়া শিংশপা-বৃক্ষাভিমুখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।১৭

সীতা কপির সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সর্বপ্রকারে রামকে স্মরণ করিতে করিতে স্বয়ং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ।১৮

তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্বদেশ নিরীক্ষণ পূর্বক উদয়াচলস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অচিন্ত্যনীয়বুদ্ধি পিঙ্গা (বানরা)ধিপতির অমাত্য পবননন্দন হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন ।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ স্বচিন্তায়াং তর্ক-বিতর্কম্।]

ততঃ শাখান্তরে লীনং দৃষ্ট্বা চলিতমানসা।
বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্॥১
সা দদর্শ কপিং তত্র প্রশ্রিতং প্রিয়বাদিনম্।
ফুল্লাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্॥২
সাথ দৃষ্ট্বা হরিশ্রেষ্ঠং বিনীতবদবস্থিতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস বিস্ময়ং পরমং গতা॥৩
অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম্।
দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা॥৪
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা।
রাম রামেতি দুঃখার্ত্তা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী॥৫
রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী।
সাথ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনীতবদুপাগতম্॥
মৈথিলী চিন্তয়ামাস স্বপ্নোঽয়মিতি ভামিনী॥৬
সা বীক্ষমাণা পৃথুভুগ্নবক্ত্রং
শাখামৃগেন্দ্রস্য যথোক্তকারম্।
দদর্শ পিঙ্গপ্রবরং মহার্হং
বাতাত্মজং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্॥৭
সা তং সমীক্ষ্যৈব ভৃশং বিপন্না
গতাসুকল্পেব বভূব সীতা।
চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা॥৮
স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্য দৃষ্টঃ
শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[সীতার স্বচিন্তার উপর তর্ক বিতর্ক।]

অনন্তর বিহ্বলচিত্তা সীতা শাখাভ্যন্তরে লুক্কায়িত, শুক্লাম্বরপরিহিত, বিদ্যুৎসমূহের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বিকশিত অশোকপুষ্পের ন্যায় আরক্তবর্ণ এবং তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় লোচনযুক্ত, বিনীত প্রিয়বাদী কপিকে দেখিতে পাইলেন।১-২

বানরের ভয়ঙ্কর ও বিশাল আকৃতি দেখিয়া সীতা অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩

ইহার দর্শনও ভয়াবহ মনে করিয়া পুনরায় সীতা মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং ভীতিবিহ্বলা হইয়া অতীব করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৪

কুপিতা, দুঃখার্তা ও সতী সীতা "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বহু প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন।৫

মৈথিলী সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা বিনীতভাবে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—ইহা (এই ভয়ঙ্কর বানরের বিনীতভাবে উপসর্পণ) কি স্বপ্ন? ৬

সীতা বানররাজ সুগ্রীবের দূত, বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পবনপুত্র হনুমানের বিশাল ও বঙ্কিম বদনের সহিত পূর্বোক্ত প্রকার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।৭

সীতা তাঁহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত সংজ্ঞাহীনা অবস্থায় মৃতপ্রায়া হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘকাল পরে পুনরায়

স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ ॥৯
স্বপ্নো হি নায়ং নহি মেঽস্তি নিদ্রা
শোকেন দুঃখেন চ পীড়িতায়াঃ।
সুখং হি মে নাস্তি যতো বিহীনা
তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমাননেন ॥১০
রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা
বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব।
তস্যানুরূপঞ্চ কথাং তদর্থা-
মেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি ॥১১
অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন
সম্পীড়িতা তদ্গতসর্ব্বভাবা।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তমেব
তথৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি ॥১২
মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি
তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।
কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং
সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ং মাম্ ॥১৩
নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে সবজ্রিণে
স্বয়ম্ভুবে চৈব হুতাশনায়।
অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা ॥১৪

ইত্যার্ষেঃ শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশালনয়না সীতা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ স্বপ্নে শাস্ত্রসমূহে (বিগর্হিত) নিষিদ্ধ বিকৃত বানর দেখিয়াছি; লক্ষ্মণসহিত রামের এবং আমার পিতা জনকরাজের মঙ্গল হউক।৮-৯

শোকে ও দুঃখে নিপীড়িতা আমার নিদ্রাই কোথায় সুতরাং ইহা স্বপ্নই বা কিরূপে হইতে পারে? আর সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন রামবিহীনা আমার সুখও হইতে পারে না।১০

মনে মনে নিরন্তর রামের চিন্তায় বাক্যেও রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই রামচন্দ্রের রূপ যেন দেখিতেছি এবং তাঁহার বাক্যও যেন শ্রবণ করিতেছি।১১

আমি রামচন্দ্রেরই (প্রণয়িনী) আজ কাম-পীড়ায় তদ্গতচিত্তা হইয়া তাঁহাকেই সতত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে যেমন (ধ্যানে) দেখিতে পাইতেছি, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যও যেন শ্রবণ করিতেছি।১২

মনে চিন্তা করিতে পারা যায়—বুদ্ধিতে বিচার করা যায়—কিন্তু তাহাতে রূপ দেখা যায় না বা বাক্য শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু বানর আমাকে তাঁহার রূপ যেন সুব্যক্তভাবে বলিয়া দিতেছে।১৩

আমি বৃহস্পতি, দেবেন্দ্র, ব্রহ্মা ও অগ্নিকে প্রণাম করিতেছি, এই বনবাসী বানর আমার সমক্ষে যাহা কিছু বলিবে—তাহা যেন সমস্তই সত্য হয়—তাহার অন্যথা যেন না হয়।১৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতাসমীপে আত্মপরিচয়ং দত্ত্বা হনূমতা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য বনগমনবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্।]

সোঽবতীর্য্য দ্রুমাৎ তস্মাদ্ বিদ্রুমপ্রতিমাননঃ।
বিনীতবেষঃ কৃপণঃ প্রণিপত্যোপসৃত্য চ ॥১

তামব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় সীতাং মধুরয়া গিরা ॥২

কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতা ॥৩

কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীক-পলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্ ॥৪

সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগ-গন্ধর্ব্ব-রক্ষসাম্।
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে ॥৫

কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে। (ক)
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে ॥৬

কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ।
রোহিণী জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠাসর্ব্বগুণাধিকা ॥৭

কোপাদ্ বা যদি বা মোহাদ্ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে।
বসিষ্ঠং কোপয়িত্বা ত্বাং বাসি কল্যাণ্যরুন্ধতী ॥৮

কো নু পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা বা তে সুমধ্যমে।
অস্মাঁল্লোকাদমুং লোকং গতং ত্বমনুশোচসি ॥৯

রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি।
ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ ॥১০

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[সীতার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক হনুমান্ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামের বনগমন বৃত্তান্ত বর্ণন।]

সেই মহাতেজস্বী, প্রবালসদৃশানন, বিনীত বেশধারী ও সীতার দুঃখে সমদুঃখভাগী পবননন্দন হনুমান্ বৃক্ষশাখা হইতে অবতরণ পূর্বক সীতার সমীপবর্তী হইয়া মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি পূর্বক প্রণিপাত করত মধুর বাক্যে সীতাকে বলিতে লাগিলেন।১-২

হে পদ্মপলাশনয়নে! মলিনবস্ত্রধারিণি! অনিন্দিতে! বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন—আপনি কে? ৩

পদ্মপত্রদ্বয় হইতে বিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় আপনার নেত্রদ্বয় হইতে শোকসমুদ্ভূত জল নিঃসৃত হইতেছে কেন? ৪

হে শোভনে! আপনি দেব, দৈত্য, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, অথবা কিন্নরের কে (কন্যা বা বধূ)? ৫

হে বরাননে! আপনি রুদ্রগণের, মরুদ্গণের, অথবা বসুগণের কে (কন্যা বা বধূ)? হে বরারোহে! আপনি দেবতা বলিয়া আমার মনে হইতেছে।৬

আপনি কি জ্যোতিষ্কনক্ষত্রগণের শ্রেষ্ঠা সর্বগুণ-সম্পন্না রোহিণী? সুধাকরবিচ্যুতা হইয়া দেবভবন স্বর্গ হইতে (তলে) পতিতা হইয়াছেন? ৭

হে সুলোচনে! হে কল্যাণি! হে অসিতনয়নে! আপনি কে? ক্রোধান্ধা হইয়া স্বামী বশিষ্ঠের

পাঠান্তর :—(ক) কা ত্বং ভবসি কল্যাণি ত্বমনিন্দিতলোচনে।

ব্যঞ্জনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
মহিষী ভূমিপানস্য রাজকন্যা চ মে মতা ॥১১
রাবণেন জনস্থানাদ্ বলাৎ প্রমথিতা যদি।
সীতা ত্বমসি ভদ্রং তে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥১২
যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপং চাপ্রতিমানুষম্।
তপসা চান্বিতো বেষস্তং রামমহিষী ধ্রুবম্ ॥১৩
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্ত্তনহর্ষিতা।
উবাচ বাক্যং বৈদেহী হনূমন্তং দ্রুমাশ্রিতম্ ॥১৪
পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাত্মনঃ।
স্নুষা দশরথস্যাহং শত্রুসৈন্যপ্রণাশিনঃ ॥১৫
দুহিতা জনকস্যাহং বৈদেহস্য মহাত্মনঃ।
সীতেতি নাম্না চোক্তাহহং ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ ॥১৬
সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মনুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥১৭
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥১৮
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রত্যহং মম ভোজনম্।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥২০
যত্তদুক্তং ত্বয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম।
তচ্চেন্ন বিতথং কার্য্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২১
স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্।
মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ ক্রূরমপ্রিয়ম্ ॥২২
ততস্তং স্থবিরো রাজা সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠং যশস্বিনং পুত্রং রুদন্ রাজ্যমযাচত ॥২৩
স পিতুর্বচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্।
মনসা পূর্ব্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্ ॥২৪

ক্রোধোৎপাদনকারিণী মঙ্গলময়ী অরুন্ধতী? হে সুমধ্যমে! আপনার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা স্বামী এই মর্ত্ত্যলোক হইতে কি কেহ পরলোকে গমন করিয়াছেন—যাহার জন্য আপনি অনুশোচনা করিতেছেন? আপনার রোদন, দীর্ঘনিঃশাসত্যাগ, ভূলোকে অবস্থান এবং রাজচিহ্ন হেতু মনে হইতেছে আপনি দেবী নহেন। যে সব লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে আপনি রাজার মহিষী এবং রাজার কন্যা বলিয়াই আমার মনে হয়। যদি আপনি জনস্থান হইতে রাবণকর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা সীতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসু আমাকে সদুত্তর প্রদান করুন। আপনার অলৌকিক রূপ, দীনতা এবং তপস্বিনীর বেশ দেখিয়া মনে হইতেছে—আপনি নিশ্চিত রামচন্দ্রের মহিষী।৮-১৩

হনুমানের বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের নাম ও গুণকীর্তন শ্রবণে হৃষ্টচিত্তা বৈদেহী বৃক্ষাশ্রিত হনুমানকে বলিতে লাগিলেন।১৪

হে কপিবর! ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণের মধ্যে প্রধানতম, সুবিখ্যাত ও শত্রুসৈন্যবিনাশক রাজা দশরথের আমি পুত্রবধূ, বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের কন্যা এবং বুদ্ধিমান্ শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী; আমি সীতা নামে বিদিতা।১৫-১৬

অযোধ্যায় রঘুপতি রামচন্দ্রের অন্তঃপুরে দ্বাদশ বৎসর নানাপ্রকার সমস্ত কামনা পরিপূর্ণকারী মানবীয় ভোগ্য উপভোগ করিয়াছি।১৭

অনন্তর ত্রয়োদশবর্ষে কুলগুরু বশিষ্ঠের সহিত মহারাজ দশরথ ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইলেন।১৮

রঘুপতির রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইলে পর কৈকেয়ী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন।১৯

যদি রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে আমি জলপান করিব না ও প্রতিদিনের খাদ্যও ভোজন করিব না এবং ইহা দ্বারা আমার জীবনাবসান হইবে।২০

হে নৃপোত্তম! আপনি প্রসন্ন হইয়া যে বাক্য দান করিয়াছিলেন—তাহা যদি অসত্য প্রতিপাদন করিতে না চান, তাহা হইলে রামচন্দ্র বনে গমন করুক।২১

দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্নচানৃতম্।
অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৫
স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ।
বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ ॥২৬
সাহং তস্যাগ্রতস্তূর্ণং প্রস্থিতা বনচারিণী।
নহি মে তেন হীনায়া বাসঃ স্বর্গেঽপি রোচতে ॥২৭
প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
পূর্ব্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশচীরৈরলঙ্কৃতঃ ॥২৮

সত্যবাদী রাজা দশরথ দেবীকে বরপ্রদানস্মরণপূর্বক কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর ও অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।২২

তবে পরে সত্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠ বৃদ্ধ রাজা দশরথ রোদন করিতে করিতে সেই যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন।২৩

শ্রীমান্ রামচন্দ্র পিতার অভিষেকের প্রিয় বাক্য যে ভাবে পূর্বে মনে মনে স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই পরবর্তী পিতার বাক্যও স্বীকার করিলেন।২৪

সেই সত্যপরাক্রম রাম কেবল দান করিয়া থাকেন—প্রতিগ্রহ করেন না। তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন; জীবনরক্ষার প্রয়োজনেও তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।২৫

সেই মহাযশাঃ রঘুনাথ মহামূল্য (অভিষেক) উত্তরীয় পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমাকে জননীর নিকট অবস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন।২৬

তে বয়ং ভর্ত্তুরাদেশং বহুমান্য দৃঢ়ব্রতাঃ।
প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাদৃষ্টং বনং গম্ভীরদর্শনম্ ॥২৯
বসতো দণ্ডকারণ্যে তস্যাহমমিতৌজসঃ।
রাক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩০
দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ।
ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

আমি কিন্তু তাঁহার সমক্ষেই বনসহচারিণী হইলাম, যেহেতু তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বর্গলোকে অবস্থানও আমার রুচিপ্রদ নহে।২৭

স্বজনানন্দদায়ক সুমিত্রানন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণ তৎপূর্বেই অগ্রজের অনুগমনের জন্য কুশ ও চীর (বনবাসীর পক্ষে পরিধেয় জীর্ণবস্ত্র) দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।২৮

এই ভাবে অধিপতি দশরথের আদেশের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক কঠোর ব্রতধারণ করিয়া আমরা তিনজন অদৃষ্টপূর্ব গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম।২৯

দণ্ডকারণ্যে বাসসময়ে অমিততেজা শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যা আমি সীতা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছি।৩০

সেই রাক্ষসরাজ রাবণ দুইমাস আমার জীবনধারণের কাল নির্দিষ্ট করিয়াছে। (সেই দুইমাস মধ্যে আমাকে সে বশীভূতা করার আশা পোষণ করে।) এই দুইমাস অতীত হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[হনূমন্তং প্রতি সীতায়াঃ সন্দেহঃ, তৎসমাধানঞ্চ। হনূমতা শ্রীরামচন্দ্রস্য গুণসমূহানাং কীর্ত্তনম্]

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতায়াঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ ॥১
অহং রামস্য সন্দেশাদ্দেবি দূতস্তবাগতঃ।
বৈদেহী কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ ॥২
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।
স ত্বাং দাশরথী রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ ॥৩
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা ভর্ত্তুস্তেঽনুচরঃ প্রিয়ঃ।
কৃতবাঞ্ছোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেঽভিবাদনম্ ॥৪
সা তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নর-সিংহয়োঃ।
প্রতি সংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গী হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥৫
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥৬
তয়োঃ সমাগমে তস্মিন্ প্রীতিরুৎপাদিতাদ্ভুতা।
পরস্পরেণ চালাপং বিশ্বস্তৌ তৌ প্রচক্রতুঃ ॥৭
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
সীতায়াঃ শোকতপ্তায়াঃ সমীপমুপচক্রমে ॥৮
যথা যথা সমীপং স হনূবানুপসর্পতি।
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে ॥৯
অহো ধিগ্ ধিক্ কৃতমিদং কথিতং হি যদস্য মে।
রূপান্তরমুপাগম্য স এবায়ং হি রাবণঃ ॥১০

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[হনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ ও তাহার সমাধান। হনুমান্ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন।]

বানর-শিরোমণি হনুমান্ দুঃখাভিভূতা সীতার দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্ববাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।১

দেবি! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত; তাঁহার আদেশ লইয়া আমি আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। হে বিদেহরাজনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন। তিনি আপনার কুশল জানিতে ইচ্ছা করেন।২

দেবি! যিনি ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদে সুপণ্ডিত, বেদবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সেই দশরথনন্দন কুশলী রাম আপনার কুশলজিজ্ঞাসু।৩

আপনার পতির অনুচর এবং প্রিয়, মহাতেজস্বী শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ আপনার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়াছেন।৪

অতঃপর পুরুষসিংহ রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতসর্বকলেবরা সীতা হনুমান্‌কে বলিলেন।৫

জীবিত থাকিলে মানুষ শতবর্ষ পরেও আনন্দ লাভ করিতে পারে—এই লৌকিক প্রবাদবাক্য আমার নিকট মঙ্গলময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।৬

সীতা ও হনুমানের এই সম্মিলনে দুইজনেই অদ্ভুত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনই একে অপরের সহিত বিশ্বস্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন।৭

পবননন্দন হনুমান্ শোকসন্তপ্তা সীতার সেই কথা শুনিয়া সীতার সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন।৮

হনুমান্ যে ভাবে (ধীরে ধীরে) তাঁহার সমীপে

তামশোকস্য শাখাং তু বিমুক্ত্বা শোককর্শিতা।
তস্যামেবানবদ্যাঙ্গী ধরণ্যাং সমুপাবিশৎ ॥১১
অবন্দত মহাবাহুস্ততস্তাং জনকাত্মজাম্।
সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত ॥১২
তং দৃষ্ট্বা বন্দমানঞ্চ সীতা শশিনিভাননা।
অব্রবীদ্ দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য বানরং মধুরস্বরা ॥১৩
মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্ ॥১৪
স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিব্রাজকরূপবান্।
জনস্থানে ময়া দৃষ্টস্ত্বং স এব হি রাবণঃ ॥১৫
উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর।
সন্তাপয়সি মাং ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্ ॥১৬
অথবা নৈতদেবং হি যন্ময়া পরিশঙ্কিতম্।
মনসো হি মম প্রীতিরুৎপন্না তব দর্শনাৎ ॥১৭
যদি রামস্য দূতস্ত্বমাগতো ভদ্রমস্তু তে।
পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে ॥১৮
গুণান্ রামস্য কথয় প্রিয়স্য মম বানর।
চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ ॥১৯
অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেব চিরাহৃতা।
প্রেষিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকসম্ ॥২০
স্বপ্নেঽপি যদ্যহং বীরং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
পশ্যেয়ং নাবসীদেয়ং স্বপ্নোঽপি মম মৎসরী ॥২১
নাহং স্বপ্নমিমং মন্যে স্বপ্নে দৃষ্ট্বা হি বানরম্।
ন শক্যোঽভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তুং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ো মম ॥২২

গমন করিতে লাগিলেন—সীতাও (ক্রমে) সেইভাবে তাহাকে রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।৯

অহো! আমাকে ধিক্! যেহেতু আমি ইহাকে আমার মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম। নিশ্চয়ই সেই রাবণ রূপান্তর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।১০

অনিন্দিতদেহা শোককৃশা সীতা সেই অশোক-বৃক্ষের (হস্তধৃত) শাখা পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন।১১

তদনন্তর মহাবাহু হনুমান্ জনকনন্দিনী সীতার পাদবন্দনা (প্রণাম) করিলেন। কিন্তু সীতা ভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া পুনরায় তদভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না।১২

সেই সীতাকে পুনঃ পুনঃ (প্রণাম) বন্দনা করিতে দেখিয়া চন্দ্রমুখী সীতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মধুর স্বরে বলিলেন।১৩

তুমি মায়াবী রাবণ হইয়া যদি মায়াময় শরীরে প্রবেশ পূর্বক পুনঃ পুনঃ আমার সন্তাপ উৎপাদন করিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা তোমার মঙ্গলজনক হইবে না। জনস্থানে যাহাকে নিজরূপ পরিত্যাগ পূর্বক পরিব্রাজকরূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সেই রাবণ।১৪-১৫

হে স্বেচ্ছারূপধারিণ্! নিশাচর! আমি উপবাসে কৃশা ও দুর্বলা। আমাকে পুনঃ পুনঃ সন্তাপে সন্তপ্ত করিতেছ—ইহা তোমার পক্ষে ভাল নহে।১৬

অথবা আমি মনে মনে যে (কথা) আশঙ্কা করিতেছি, তাহা না হইতেও পারে। যেহেতু তোমার দর্শনে আমার মন আনন্দ লাভ করিতেছে।১৭

হে বানরশ্রেষ্ঠ! সত্যই যদি তুমি রামের দূত হইয়া আসিয়া থাক, তবে তোমার মঙ্গল হউক। এখন আমি তোমাকে আমার অত্যন্ত প্রীতিকর রামের কথা জিজ্ঞাসা করিব।১৮

হে সৌম্য বানর! প্রিয়তম রামচন্দ্রের গুণ বর্ণন কর। জলপ্রবাহের নদীকূলহরণের ন্যায় রাম-কথা দ্বারা আমার চিত্ত হরণ কর।১৯

অহো, স্বপ্ন কি সুখজনক! যে স্বপ্ন কর্তৃক হৃতা হইয়া রামচন্দ্রপ্রেরিত বনবাসী বানরকে দেখিতে পাইতেছি।২০

লক্ষ্মণের সহিত রঘুনাথকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলে আমি এরূপ অবসন্না হইতাম না, কিন্তু স্বপ্নও আমার সহিত ঈর্ষা করিতেছে।২১

এই স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে পারি

কিং নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্ বাতগতিস্ত্বিয়ম্।
উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদয়ং মৃগতৃষ্ণিকা ॥২৩
অথবা নায়মুন্মাদো মোহোঽপ্যুন্মাদলক্ষণঃ।
সম্বুধ্যে চাহমাত্মানমিমং চাপি বনৌকসম্ ॥২৪
ইত্যেবং বহুধা সীতা সম্প্রধার্য্য বলাবলম্।
রক্ষসাং কামরূপত্বান্মেনে তং রাক্ষসাধিপম্ ॥২৫
এতাং বুদ্ধিং তদা কৃত্বা সীতা সা তনুমধ্যমা।
ন প্রতিব্যাজহারাথ বানরং জনকাত্মজা ॥২৬
সীতায়া নিশ্চিতং বুদ্ধ্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ*।
শ্রোত্রানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥২৭
আদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা।
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য দেবো বৈশ্রবণো যথা ॥২৮
বিক্রমেণোপপন্নশ্চ যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
সত্যবাদী মধুরবাগ্ দেবো বাচস্পতির্যথা ॥২৯
রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্ত্তিমান্।
স্থানক্রোধে প্রহর্ত্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ ॥৩০
বাহুচ্ছায়ামবষ্টব্ধো যস্য লোকো মহাত্মনঃ।
অপক্রম্যাশ্রমপদান্ মৃগরূপেণ রাঘবম্ ॥৩১
শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষসি তৎফলম্।
অচিরাদ্ রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥৩২
ক্রোধপ্রমুক্তৈরিষুভির্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
তেনাহং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৩৩
ত্বদ্বিয়োগেন দুঃখার্তঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥৩৪

না, যেহেতু স্বপ্নে বানর দর্শন করিলে অভ্যুদয় লাভ করা যায় না, কিন্তু আমি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি।২২

তাহা হইলে ইহা কি আমার চিত্তের মূঢ়তা অথবা আমার বায়ু প্রকোপের ফল, অথবা উন্মত্ততাজনিত চিত্তবিকার অথবা ইহা কি মরীচিকা (আলেয়া) ? ২৩

অথবা ইহা উন্মত্ততা নহে, মোহও বলা যায় না, যেহেতু মোহও উন্মত্ততার প্রকারান্তর। আমি নিজেকে ও এই বনবাসী বানরকে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি।২৪

সীতা এইরূপে বিবিধপ্রকারে (এই বানর প্রকৃতপক্ষে মায়ারূপী রাক্ষস অথবা রামদূত এই উভয় পক্ষের) উভয় কোটির প্রবল দুর্বল ভাব ও রাক্ষসের কামরূপতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে রাক্ষসাধিপতি রাবণ বলিয়া মনে করিলেন।২৫

অতঃপর কৃশোদরী জনকনন্দিনী সীতা এই প্রকার চিন্তা করিয়া পুনরায় সেই বানরের সহিত কোনও কথা বলিলেন না।২৬

পবনকুমার হনুমান্ সীতার এই প্রকার (রাবণরূপে) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জানিতে পারিয়া শ্রোত্রমনোহর বাক্যে তাঁহার আনন্দ উৎপাদনপূর্বক বলিতে লাগিলেন।২৭

রামচন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় লোক-কমনীয় এবং কুবেরের ন্যায় সমগ্র জগতের রাজা।২৮

মহাযশাঃ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় সত্যবাদী ও মধুরভাষী।২৯

তিনি কামদেবের ন্যায় রূপবান, সৌভাগ্যশালী ও শ্রীমান্। ক্রোধের পাত্রের প্রতি প্রহার করিতে সমর্থ এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মহারথী।৩০

সমগ্র বিশ্ব যে মহাত্মার ভুজবলাশ্রিত (ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রিত) মায়ামৃগরূপধারী নিশাচর সেই রঘুপতিকে সরাইয়া লইয়া নির্জন আশ্রম হইতে আপনাকে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার ফল আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।৩১

প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় ক্রোধবিমুক্ত বাণ দ্বারা যে পরাক্রমশালী রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ করিবেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার দূতরূপে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার বিয়োগে দুঃখার্ত সেই রাম আপনার কুশল জানিতে চাহিয়াছেন।

* কোন কোন গ্রন্থে অধোলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি ২৭ নং শ্লোকের পূর্বে দেখা যায়,—

হনূমানতিদুঃখার্ত্তাং তাং দৃষ্ট্বা ভয়মোহিতাম্।

অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ ॥৩৫
রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
নিত্যং স্মরতি তে রামঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৩৬
দিষ্ট্যা জীবসি বৈদেহী রাক্ষসীবশমাগতা।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্ ॥৩৭
মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবং চামিতৌজসম্।
অহং সুগ্রীবসচিবো হনূমান্ নাম বানরঃ ॥৩৮
প্রবিষ্টো নগরীং লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্।
কৃত্বা মূর্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৯
ত্বাং দ্রষ্টুমুপযাতোঽহং সমাশ্রিত্য পরাক্রমম্।
নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি ॥
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সুমিত্রানন্দন মহাতেজস্বী মহাবাহু লক্ষ্মণও অভিবাদন পূর্বক আপনার কুশল জানিতে ইচ্ছা করেন। হে দেবি! রামচন্দ্রের সখা প্রধান প্রধান বানরসমূহের রাজা সুগ্রীব নামক বানরও আপনার কুশলজিজ্ঞাসু। সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র প্রতিদিন আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।৩২-৩৬

হে বিদেহরাজপুত্রি! রাক্ষসের অধীনে আসিয়াও আপনি যে জীবিতা আছেন—তাহা সৌভাগ্যের বিষয়। অচিরেই আপনি মহারথী রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইবেন।৩৭

বানরসমূহের মধ্যবর্তী মহাতেজা সুগ্রীবকেও দেখিতে পাইবেন। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ নামক বানর।৩৮

আমি মহাসমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি।৩৯

পরাক্রম অবলম্বন পূর্বক আপনার দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! আপনি আমাকে যে ভাবে বুঝিতেছেন—আমি তদ্রূপ নহি। আপনি বিপরীত আশঙ্কা পরিহার করুন এবং আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[সমাগতো হনূমান্ রামদূতো ন বেত্তি সম্যগ্ জ্ঞাতুং জানক্যা জিজ্ঞাসিতস্য হনূমতো রাম-লক্ষ্মণয়োর্বর্ণ-চিহ্নাদিনিরূপণপূর্বকং স্বস্য সুগ্রীবমন্ত্রিত্বগ্রহণাদি-সীতাদর্শনান্তবৃত্তসমূহকীর্তনঞ্চ ।]

তাং তু রামকথাং শ্রুত্বা বৈদেহী বানরর্ষভাৎ ।
উবাচ বচনং শান্ত্বমিদং মধুরয়া গিরা ॥১

ক্ব তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্ ।
বানরাণাং নারাণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥২

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ বানর ।
তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষ্ব ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ ॥৩

কীদৃশং তস্য সংস্থানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্ ।
কথমূরূ কথং বাহূ লক্ষ্মণস্য চ শংস মে ॥৪

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
ততো রামং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৫

জানন্তী বত দিষ্ট্যা মাং বৈদেহী পরিপৃচ্ছসি ।
ভর্তুঃ কমলপত্রাক্ষি সংস্থানং লক্ষ্মণস্য চ ॥৬

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ যানি বৈ ।
লক্ষিতানি বিশালাক্ষি বদতঃ শৃণু তানি মে ॥৭

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।
রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে ॥৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[সমাগত হনুমান্ যথার্থতঃ রামের দূত কিনা জানিতে ইচ্ছা করিয়া জানকী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হনুমানের রাম ও লক্ষ্মণের বর্ণ চিহ্নাদি নিরূপণ পূর্বক নিজের সুগ্রীবের মন্ত্রিত্ব ও সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সমূহ বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের নিকট হইতে রামের এই সকল কথা শুনিয়া বৈদেহী সান্ত্বভাবে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।১

হে বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার আলাপ আলোচনা হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণকেই বা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? আর নর ও বানরের মধ্যে কিরূপেই বা মিলন হইল? রাম ও লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন আছে—তুমি তাহা পুনরায় আমার নিকট সম্যক্ বর্ণন কর, তাহা হইলে আমার আর (সন্দেহনিমিত্তক) শোক থাকিবে না ।২-৩

রাম ও লক্ষ্মণের অবয়বসংস্থান, বাহুযুগল, উরুদ্বয় এবং বর্ণ কিরূপ? তাহা আমার নিকট বল ।৪

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ বৈদেহী কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া রামের যথাযথ (রূপাদি) তত্ত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ।৫

কমলদলনয়নে! বৈদেহি! ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে রামের দূত জানিয়া স্বামীর ও লক্ষ্মণের অবয়বাদি সংস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।৬

হে বিশালনয়নে! রাম ও লক্ষ্মণের যে যে চিহ্ন আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন ।৭

হে জনকতনয়ে! রামের নয়নযুগল পদ্মপলাশের

তেজসাহদিত্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা যশসা বাসবোপমঃ ॥৯
রক্ষিতা জীবলোকস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ॥১০
রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
মর্য্যাদানাঞ্চ লোকস্য কর্ত্তা কারয়িতা চ সঃ ॥১১
অর্চিষ্মানর্চিতোহত্যর্থং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ।
সাধূনামুপকারজ্ঞঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥১২
রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ ॥১৩
যজুর্ব্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ ॥১৪

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ।
গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥১৫
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ ॥১৬
ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ।
ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ ॥১৭
ত্রিবলীমাংস্ত্র্যবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্।
চতুষ্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃসমঃ ॥১৮
চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্গতিঃ।
মহোষ্ঠহনুনাসশ্চ পঞ্চস্নিগ্ধোহষ্টবংশবান্ ॥১৯
দশপদ্মো দশবৃহৎ ত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্।
ষড়ুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ ॥২০

ন্যায়, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এবং তিনি দাক্ষিণ্যাদি গুণবিভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।৮

শত্রুতাপন রাম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং দেবেন্দ্রের ন্যায় যশঃসম্পন্ন।৯

তিনি নিখিল জীবলোকের, স্বজনগণের, স্বীয় সচ্চরিত্রের এবং স্বধর্মের রক্ষক। হে ভামিনি! রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষিতা; তিনি লোকসকলের সম্মানকারী ও সম্মান প্রবর্ত্তক। তেজস্বী এবং ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ্য কর্ত্তৃক অত্যন্ত পূজিত রাম (গৃহস্থ হইয়াও) ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পরায়ণ, সজ্জনগণের উপকারই করিতে জানেন এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।১০-১২

শত্রুসন্তাপন রাম রাজনীতিতে সুপণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণের উপাসক, জ্ঞানী, সুশীল ও বিনীত। যজুর্বেদে সুশিক্ষিত, বেদজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পূজিত, ধনুর্বেদ, (অন্যান্য) বেদ এবং (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই) বেদাঙ্গসমূহে ব্যুৎপন্ন।১৩-১৪

সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্রের স্কন্ধদ্বয় বিপুল; বাহুযুগল—দীর্ঘ, কম্বু (শঙ্খ) সদৃশ গ্রীবা (ঘাড়); স্কন্ধসন্ধি গূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট; নয়নযুগল তাম্রবর্ণ; (কণ্ঠ) স্বর—দুন্দুভির ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর; বর্ণ—স্নিগ্ধ, শ্যাম অথচ সুন্দর; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সুগঠিত ও সুবিভক্ত।১৫-১৬

নিত্যই তাহার উরু, মণিবন্ধ ও মুষ্টি এই তিনটি স্থান স্থির (দৃঢ়); (উরুশ্চ মণিবন্ধশ্চ মুষ্টিশ্চ নৃপতেঃ স্থিরা ইতি তিলকাদয়ঃ), ভ্রূ, বৃষণ ও বাহুদ্বয় এই তিনস্থান লম্বমান ("প্রলম্বা যস্য স ধনী ত্রয়ো ভ্রূ-মুষ্ক-বাহবঃ" ইতি সামুদ্রিকঃ); এইরূপ কেশাগ্র, বৃষণ ও জানু সমান, (কেশাগ্রং বৃষণং জানু সমং যস্য স ভূপতিরিতি তিলকাদয়ঃ); নাভির মধ্যভাগ, কুক্ষি ও বক্ষঃ উন্নত (নাভ্যন্তঃ কুক্ষিবক্ষোভিরুন্নতৈঃ ক্ষিতিপো ভবেদিতি টীকাকৃতঃ); নেত্রপ্রান্তভাগ, নখ, করতল ও পদতল এই তিন স্থান তাম্রবর্ণ, (নেত্রান্ত-নখ-পাণ্যঙ্ঘ্রিতলৈস্তাম্রস্ত্রিভিঃ সুখীতি টীকাকৃতঃ), পাদরেখা, কেশ ও লিঙ্গমণি এই তিনটি স্নিগ্ধ; (স্নিগ্ধা ভবন্তি বৈ যেষাং পাদরেখাঃ শিরোরুহাঃ। তথা লিঙ্গমণিস্তেষাং মহাভাগ্যং বিনির্দ্দিশেদিতি টীকা); কণ্ঠস্বর, গতি ও নাভি এই তিনটি গম্ভীর; ("স্বরে গতৌ চ নাভৌ গম্ভীরস্ত্রিষু শস্যতে" ইতি তিলকঃ)।১৭

সত্যধর্ম্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রাহানুগ্রহে রতঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ংবদঃ ॥২১
ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।
অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ ॥২২
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ।
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ ॥২৩

বিচিন্বন্তৌ মহীং কৃৎস্নামস্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ।
ত্বামেব মার্গমাণৌ তৌ বিচরন্তৌ বসুন্ধরাম্ ॥২৪
দদর্শতুর্মৃগপতিং পূর্বজেনাবরোপিতম্।
ঋষ্যমূকস্য মূলে তু বহুপাদপসঙ্কুলে ॥২৫
ভ্রাতুর্ভয়ার্ত্তমাসীনং সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
বয়ঞ্চ হরিরাজং তং সুগ্রীবং সত্যসঙ্গরম্ ॥২৬

কণ্ঠ ও উদর বলীত্রয়শোভিত; পদতলের মধ্যভাগ, পদরেখা ও কুচাগ্র সমভাবে অবনত; গ্রীবা, প্রজনন, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা এই চারি স্থান হ্রস্ব (গ্রীবা প্রজননং পৃষ্ঠং হ্রস্বে জঙ্ঘে চ পূজিতে—ইতি টীকা); মস্তক তিনটী আবর্ত্তে সুশোভিত (আবর্ত্তত্রয়সংযুক্তং যস্য শিরঃ ক্ষিতিভৃতাময়ং নাথঃ ইতি টীকা); অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশে চতুর্বেদে অভিজ্ঞতাসূচক চারিটি রেখা; (মূলেঽঙ্গুষ্ঠস্য রেখানাং চতস্রস্তিস্র এব বা। একা দ্বে বা যথাযোগং বেদরেখা দ্বিজন্মনাম্ ইতি টীকা); ললাটদেশে চারিটী রেখা; (ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে চতুস্ত্রিদ্ব্যেকরেখিকাঃ। শতদ্বয়ং শতং ষষ্টিস্তস্যায়ুর্বিংশতিঃ ক্রমাৎ ইতি টীকা) চতুর্দ্দশাঙ্গুলী পরিমিত হস্তের এবং চতুর্হস্ত পরিমিত শরীরের ঔন্নত্য; (৯৬ অঙ্গুলী পরিমিত দেহ); বাহু, জানু, উরু ও গণ্ডস্থল এই চতুরবয়ব সমান, (বাহূরু-জানু-গণ্ডানি চত্বার্য্যথ সমানি চেতি টীকাকৃতঃ)।১৮

ভ্রূযুগল, নাসাপুটদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, চুচুকদ্বয়, কফোণিদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, বৃষণদ্বয়, কটি-পার্শ্বদ্বয়, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, স্ফিক্‌দ্বয়—এই চতুর্দ্দশ পরস্পর সমান; (ভ্রুবৌ নাসাপুটৌ নেত্রে কর্ণাবোষ্ঠৌ চ চুচুকৌ। কূর্পরে মণিবন্ধৌ চ জানুনী বৃষণৌ কটী। করৌ পাদৌ স্ফিজৌ যস্য সমৌ জ্ঞেয়ঃ স ভূপতিঃ। ইতি তিলকঃ); দন্তপঙ্‌ক্তি যুগলের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটী করিয়া চারিটি শুভলক্ষণাক্রান্ত দংষ্ট্রা; (স্নিগ্ধা ঘনাশ্চ দশনাঃ সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ শুভাশ্চতস্র ইতি তিলকঃ); সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বৃষভের গতির তুল্য তাঁহার চতুর্বিধ গতি; ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ অথচ মাংসল; হনু পরিপূর্ণ মাংসল ও উন্নত; নাসিকা দীর্ঘ উন্নত ও মনোজ্ঞ। বাক্য, বদনমণ্ডল, নখ, লোম ও চর্ম্ম—এই পাঁচটী অতি স্নিগ্ধ (চিক্কণ); বাহুদ্বয়, অঙ্গুলীদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় এই আটটী সুদীর্ঘ।১৯

তাঁহার মুখ, নয়ন, মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পাদ—এই দশটী পদ্মতুল্য, উরু, শিরঃ, ললাট, গ্রীবা, বাহু, স্কন্ধ, নাভি, পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ বিশাল; শ্রী (সম্পদ্-লক্ষ্মী), যশ ও তেজঃ—এই তিনটী দ্বারা তিনি সর্বদা পরিব্যাপ্ত। তাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয় কুলই শুদ্ধ; তাঁহার কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষঃ, নাসিকা, স্কন্দ ও ললাট এই ছয়টী উন্নত; (কক্ষঃ কুক্ষিশ্চ বক্ষশ্চ ঘ্রাণ-স্কন্ধ-ললাটিকাঃ। সর্বভূতেষু নির্দ্দিষ্টা উন্নতাস্ত সুখপ্রদাঃ ইতি তিলকটীকা)। তাঁহার অঙ্গুলীপর্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক, শেফঃ (পুং চিহ্ন), মৃদুশ্মশ্রু, দৃষ্টি ও বুদ্ধি এই নয়টী সূক্ষ্ম; (সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলি পর্বাণি কেশ-রোম-নখ-ত্বচঃ। শেফশ্চ যেষাং সূক্ষ্মাণি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ইতি প্রোক্তং ষট্‌কম্। মৃদু শ্মশ্রুত্বং সূক্ষ্মদৃষ্টিত্বং সূক্ষ্মবুদ্ধিত্বং চেতি নবকমিতি তিলকটীকা) এবং তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথাকালে সেবা করিয়া থাকেন। (তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিরূপে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন—একথা শিরোমণিটীকাকার বলেন। ভূষণ বলেন—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনকালে ধর্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। "ধর্মার্থ-কামাঃ কালেষু ত্রিষু যস্য স্বনিষ্ঠিতাঃ")।২০

তিনি সত্যধর্মে রত থাকিয়া ধনসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা প্রজাগণের রক্ষণাদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পরিচর্য্যামহে রাজ্যাৎ পূর্ব্বজেনাবরোপিতম্ ।
ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরপাণিনৌ ॥২৭
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য রম্যং দেশমুপাগতৌ
স তৌ দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রৌ ধন্বিনৌ বানরর্ষভঃ ॥২৮
অভিপ্লুতো গিরেস্তস্য শিখরং ভয়মোহিতঃ ।
ততঃ স শিখরে তস্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ ॥২৯
তয়োঃ সমীপং মামেব প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ।
তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীববচনাৎ প্রভূ ॥৩০
রূপ-লক্ষণসম্পন্নৌ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ ।
তৌ পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থৌ ময়া প্রীতিসমন্বিতৌ ॥৩১

পৃষ্ঠমারোপ্য তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ ।
নিবেদিতৌ চ তত্ত্বেন সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥৩২
তয়োরন্যোন্যসম্ভাষাদ্ ভৃশং প্রীতিরজায়ত ।
তত্র তৌ কীর্ত্তিসম্পন্নৌ হরীশ্বর-নরেশ্বরৌ ॥৩৩
পরস্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ব্ববৃত্তয়া ।
তং ততঃ সান্ত্বয়ামাস সুগ্রীবং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥৩৪
স্ত্রীহেতোর্বালিনা ভ্রাত্রা নিরস্তং পুরুতেজসা ।
ততস্ত্বন্নাশজং শোকং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৩৫
লক্ষ্মণো বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ।
স শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্তু লক্ষ্মণেনেরিতং বচঃ ॥৩৬

তিনি সকলের প্রতি প্রীতি সম্ভাষণাদি দ্বারা কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে কি কাজ করা উচিত,—তাহা বিবেচনা পূর্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন ।২১

তাহার বৈমাত্রেয় (দ্বিতীয়া মাতার পুত্র) ভ্রাতা অমিতপ্রভাসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রাদি অনুরাগে, রূপসৌন্দর্য্যে ও গুণগরিমায় তাঁহারই তুল্য ।২২

কনকতুল্য গৌরকান্তি সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও মহাযশা শ্যামকান্তি রাম—এই দুই নরশার্দ্দূল আপনার দর্শনোৎসুক হইয়া সমগ্র ধরণীমণ্ডল অন্বেষণ পূর্বক আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন এবং আপনার অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে অগ্রজ কর্তৃক নির্বাসিত, ভ্রাতার ভয়ে বহু বৃক্ষসমাচ্ছন্ন ঋষ্যমূক পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত, ভয়ার্ত্ত ও প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট সেই বানররাজ সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিতেছিলাম। বানররাজ সুগ্রীব সেই চীরবসনধারী নরব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে দিব্য ধনুর্ধারণ পূর্বক ঋষ্যমূক পর্বতের রমণীয় স্থানে আসিতে দেখিয়া ভীতিবিমূঢ় হইয়া উল্লম্ফনপূর্বক সেই পর্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন। অতঃপর বানরেন্দ্র সেই শিখরে অবস্থান পূর্বক সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইলেন।

আমি সুগ্রীবের আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে, পুরুষোত্তম সুলক্ষণ, রূপবান্, প্রভু রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমার নিকট প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া প্রীত হইলেন ।২৩-৩১

আমি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া সেই (পূর্ব) স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সকল তত্ত্ব নিবেদন করিলাম ।৩২

তাঁহাদের পরস্পর সম্ভাষণে অত্যন্ত প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। সেই কীর্তিসম্পন্ন নরপতি ও বানরপতি স্ব স্ব পূর্ব বৃত্তান্ত বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ।৩৩-৩৪

মহা পরাক্রমশালী ভ্রাতা বালী সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্য হইতে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন জানিয়া লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকে আপনার হরণজন্য অক্লিষ্টকর্মা রামের শোকবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর রাক্ষস কর্তৃক অপহরণকালে আপনার গাত্র শোভাবর্ধক যে অলঙ্কারগুলি আপনি ভূতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, বানর-যূথপতিগণ (সুগ্রীবের আদেশে) হৃষ্টচিত্তে সেই

তদাসীন্নিষ্প্রভোঽত্যর্থং গ্রহগ্রস্ত ইবাংশুমান্।
ততস্তদ্গাত্রশোভীনি রক্ষসা হ্রিয়মাণয়া ॥৩৭
যান্যাভরণজালানি পাতিতানি মহীতলে।
তনি সর্ব্বাণি রামায় আনীয় হরিযূথপাঃ ॥৩৮
সংহৃষ্টা দর্শয়ামাসুর্গতিং তু ন বিদুস্তব।
তানি রামায় দত্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ ॥৩৯
স্বনবন্ত্যবকীর্ণানি তস্মিন্ বিহতচেতসি।
তান্যঙ্কে দর্শনীয়ানি কৃত্বা বহুবিধং তদা ॥৪০
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্।
পশ্যতস্তানি রুদতস্তাম্যতশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৪১
প্রাদীপয়দ্ দাশরথেস্তদা শোকহুতাশনম্ ॥৪২
শায়িতঞ্চ চিরং তেন দুঃখার্ত্তেন মহাত্মনা।
ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছ্রাদুত্থাপিতঃ পুনঃ ॥৪৩

তানি দৃষ্ট্বা মহার্হাণি দর্শয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সংন্যবেশয়ৎ ॥৪৪
স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্ব্বতঃ ॥৪৫
ত্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশ্চিন্তা চ রাঘবম্।
তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্ন্যাগারমিবাগ্নয়ঃ ॥৪৬
তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচাল্যতে।
মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ ॥৪৭
কাননানি সুরম্যাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
চরন্ ন রতিমাপ্নোতি ত্বামপশ্যন্ নৃপাত্মজে ॥৪৮
স ত্বাং মনুজশার্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্স্যতি রাঘবঃ।
সমিত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং জনকাত্মজে ॥৪৯
সহিতৌ রাম-সুগ্রীবাবুভাবকুরুতাং তদা।
সময়ং বালিনং হন্তুং তব চান্বেষণং প্রতি ॥৫০

অলঙ্কার আনিয়া রামকে দেখাইল কিন্তু আপনার গমন-স্থান তাহারা জানিত না। আমিই প্রথমে রামকে প্রদত্ত এই অলঙ্কারগুলি সংগ্রহ করিয়া (সুগ্রীবকে) দিয়াছিলাম।৩৫-৩৯

ভূতলপতননিবন্ধন বিবর্ণ ও বিশীর্ণ সেই দর্শনীয় অলঙ্কারগুলিকে দেবাবতার দেব রাম ক্রোড়ে রাখিয়া দেখিতে দেখিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও আক্ষেপ করিতে করিতে বহুপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাহা তাঁহার শোকানলকে উদ্দীপিত করিয়া তুলল।৪০-৪২

মহাত্মা রাম দুঃখার্ত্ত হইয়া অনেকক্ষণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। পরে আমি নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সেই ক্লেশ হইতে তাঁহাকে উঠাইলাম।৪৩

লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই মহামূল্য অলঙ্কারগুলি পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ও দেখাইয়া সুগ্রীবের নিকট রাখিলেন।৪৪

আর্য্যে! আপনার অদর্শনে রঘুনন্দন রাম প্রজ্বলিত অগ্নিতাপে সন্তপ্ত (সংবর্তকনামক কালাগ্নিনিবাসভূত) অগ্নিপর্বতের ন্যায় নিরন্তর পরিতপ্ত হইতেছেন।৪৫

অগ্নি যেমন অগ্নি-গৃহকে উত্তপ্ত করে, সেইরূপ আপনার অদর্শনজাত অনিদ্রা, শোক ও চিন্তা সেই মহাত্মা রাঘবকে তাপিত করিতেছে।৪৬

প্রবল ভূমিকম্পে মহাপর্বতের ন্যায় রাঘব আপনার অদর্শনজন্য শোকে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।৪৭

রাজকন্যে! মনোরম কানন, নদী ও প্রস্রবণসমূহে বিচরণ করিলেও রাম আপনার অদর্শনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না।৪৮

জনকতনয়ে! সেই নরব্যাঘ্র রাঘব অচিরেই মিত্র ও বান্ধবসহ রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন।৪৯

সেই সময় রাম ও সুগ্রীব উভয়ে সম্মিলিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বালিবধ ও আপনার অন্বেষণে (এই উভয় কার্য্য সাধনে) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।৫০

তৎপরে মহাবীর কুমারযুগল রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে বালীকে বধ করিলেন।৫১

অনন্তর রাম যুদ্ধে পরাক্রমের দ্বারা বালীকে বধ

ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যাং বীরাভ্যাং স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ ॥৫১
ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে।
সর্ব্বর্ক্ষহরিসঙ্ঘানাং সুগ্রীবমকরোৎ পতিম্ ॥৫২
রাম-সুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত।
হনূমন্তঞ্চ মাং বিদ্ধি তয়োর্দূতমুপাগতম্ ॥৫৩
স্বং রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ স্বানানীয় মহাকপীন্।
ত্বদর্থং প্রেষয়ামাস দিশো দশ মহাবলান্ ॥৫৪
আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহৌজসঃ।
অদ্রিরাজপ্রতীকাশাঃ সর্ব্বতঃ প্রস্থিতা মহাম্ ॥৫৫
ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্রীববচনাতুরাঃ।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥৫৬
অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান্ বালিসূনুর্মহাবলঃ।
প্রস্থিতঃ কপিশার্দূলস্ত্রিভাগবলসংবৃতঃ ॥৫৭

তেষাং নো বিপ্রণষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকপরীতানামহোরাত্রগণা গতাঃ ॥৫৮
তে বয়ং কার্য্যনৈরাশ্যাৎ কালস্যাতিক্রমেণ চ।
ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপস্থিতাঃ ॥৫৯
বিচিত্য গিরিদুর্গাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
অনাসাদ্য পদং দেব্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতাঃ ॥৬০
ততস্তস্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি বয়ং প্রায়মুপাস্মহে।
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবিষ্টাংশ্চ সর্ব্বান্ বানরপুঙ্গবান্ ॥৬১
ভৃশং সোকার্ণবে মগ্নঃ পর্য্যদেবয়দঙ্গদঃ।
তব নাশঞ্চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্ ॥৬২
প্রায়োপবেশমস্মাকং মরণঞ্চ জটায়ুষঃ।
তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশান্নিরাশানাং মুমূর্ষতাম্ ॥৬৩
কার্য্যহেতোরিহায়াতঃ শকুনির্বীর্য্যবান্ মহান্।
গৃধ্ররাজস্য সোদর্য্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্ ॥৬৪

করত সুগ্রীবকে ভল্লুক ও বানরগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন।৫২

দেবি! এইভাবে রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী সজ্ঘটিত হইয়াছে; আমি তাঁহাদের দূতরূপে উপস্থিত হনুমান।৫৩

দেবি! সুগ্রীব স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ অধিকারে অবস্থিত মহাবল বানরসকল আনয়ন পূর্বক আপনার অন্বেষণের জন্য তাহাদিগকে দশদিকে পাঠাইয়াছেন।৫৪

কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে প্রবল পরাক্রমশালী গিরিরাজসদৃশ বানরগণ পৃথিবীর সর্বত্র প্রস্থিত হইয়াছে।৫৫

অতঃপর সুগ্রীবের আজ্ঞায় ভীত আমরা ও অন্যান্য বানরগণ আপনার অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিতেছি।৫৬

লক্ষ্মীবান্ কপিশ্রেষ্ঠ বালিপুত্র মহাবল অঙ্গদ এক তৃতীয়াংশ কপিসৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিয়াছেন।৫৭

পর্বতসত্তম বিন্ধ্যের গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোক-বিহ্বল অবস্থায় আমাদের কয়েকটি দিবারাত্র অতীত হইল।৫৮

সুগ্রীবের নির্দ্দিস্ট দিন অতীত হইতে লাগিল, সেইজন্য আমরাও কার্য্যে নিরাশ হইয়া কপিরাজে (সুগ্রীবে)র ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম।৫৯

গিরি, দুর্গ, নদী এবং প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াও যখন দেবীর (আপনার) দর্শন পাইলাম না, তখন প্রাণত্যাগে উদ্যুক্ত হইলাম।৬০

গিরিশিখরে প্রায়োপবেশন করিলাম। বৈদেহি! বানরপ্রধানগকে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত শোকসাগরে নিমগ্ন অঙ্গদ আপনার অদর্শন, বালিবধ, আমাদের প্রায়োপবেশন, জটায়ুর বধ প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্বামী (বানররাজ সুগ্রীব) কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে আপনার সন্ধান না পাইয়া নিরাশ হওত মরণের সঙ্কল্প করিলে কোনও কার্য্যব্যপদেশে আমাদের নিকট উপনীত গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর সম্পাতিনামক পক্ষিরাজ ভ্রাতার নিধনবার্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কোন্ ব্যক্তি কোন্

শ্রুত্বা ভ্রাতৃবধং কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ।
যবীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক চ নিপাতিতঃ ॥৬৫
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বানরোত্তমাঃ ।
অঙ্গদোঽকথয়ৎ তস্য জনস্থানে মহদ্বধম্ ॥৬৬
রক্ষসা ভীমরূপেণ ত্বামুদ্দিশ্য যথার্থতঃ ।
জটায়োস্তু বধং শ্রুত্বা দুঃখিতঃ সোঽরুণাত্মজঃ ॥৬৭
ত্বামাহ স বরারোহে বসন্তীং রাবণালয়ে ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ প্রীতিবর্ধনম্ ॥৬৮
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে ততঃ প্রস্থাপিতা বয়ম্ ।
বিন্ধ্যাদুত্থায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরস্যান্তমুত্তমম্ ॥৬৯
ত্বদ্দর্শনে কৃতোৎসাহা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ প্লবঙ্গমাঃ ।
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে বেলোপান্তমুপাগতাঃ ॥৭০
চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ ।
অথাহং হরিসৈন্যস্য সাগরং দৃশ্য সীদতঃ ॥৭১
ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ ।
লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুলা ॥৭২
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্ত্বঞ্চ শোকনিপীড়িতা ।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তমনিন্দিতে ॥৭৩
অভিভাষস্ব মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্ ।
তন্মাং রামকৃতোদ্যোগং ত্বন্নিমিত্তমিহাগতম্ ॥৭৪
সুগ্রীবসচিবং দেবি বুদ্ধ্যস্ব পবনাত্মজম্ ।
কুশলী তব কাকুৎস্থঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৭৫
গুরোরারাধনে যুক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ।
তস্য বীর্য্যবতো দেবি ভর্তুস্তব হিতে রতঃ ॥৭৬
অহমেকস্তু সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীববচনাদিহ ।
ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা ॥৭৭
দক্ষিণা দিগনুক্রান্তা ত্বন্মার্গবিচয়ৈষিণা ।
দিষ্ট্যাহং হরিসৈন্যানাং ত্বন্নাশমনুশোচতাম্ ॥৭৮

স্থানে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুকে বধ করিয়াছে ? ৬১-৬৫

হে বানরমুখ্যগণ ! আপনাদের নিকট তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা আপনার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় জনস্থানে ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক নির্মমভাবে (জটায়ুর) বধের যথাযথ বৃত্তান্ত অঙ্গদ তাঁহাকে বলিলেন। হে বরারোহে ! অরুণ-পুত্র সম্পাতি জটায়ুর বধসংবাদে দুঃখিত হইয়া আপনি যে রাবণ আলয়ে বাস করিতেছেন—তাহা বলিলেন। সম্পাতির সেই প্রীতিবর্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ-প্রমুখ আমরা সকলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। হৃষ্ট ও পুষ্ট বানরগণ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিন্ধ্য পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া মনোরম সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইল। অঙ্গদপ্রমুখ সকল বানর আপনার দর্শনে সমুৎসুক হইয়া (সমুদ্রের) বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন এবং (গভীর দুস্তর সমুদ্র দেখিয়া) ভয়ঙ্কর চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বানরসৈন্যগণ সমুদ্র দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের ভয়ঙ্কর ভয় অপনোদন করিয়া আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লম্ফন পূর্বক লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিতে রাক্ষসসঙ্কুল লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলাম।৬৬-৭২

রাবণকে দেখিলাম ; শোক নিপীড়িতা আপনাকেও দেখিলাম। অনিন্দিতে ! যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় আপনার নিকট বলিলাম।৭৩

দেবি ! আমি দশরথনন্দন রামের দূত ও সুতরাং আমার সহিত সম্ভাষণ করুন। দেবি ! আমাকে পবন-পুত্র, সুগ্রীবসচিব ও আপনার অন্বেষণের জন্য রামের উদ্‌যোগে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে সমাগত দূত বলিয়া অবগত হউন। শস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ আপনার সেইকাকুৎস্থ রাম কুশলে আছেন ; আর শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ আপনার সেই বীর্য্যবান্ পতির কল্যাণকর্মে নিরত ও সেই (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপ) গুরুর আরাধনায় (সেবায়) নিযুক্ত আছেন।৭৪-৭৬

আমি এককই সুগ্রীবের আদেশে এস্থানে আসিয়াছি। যথেচ্ছ রূপধারী আমি একাকী আপনার গন্তব্যস্থান অন্বেষণবাসনায় বিচরণ করিতে করিতে

অপনেষ্যামি সন্তাপং তবাধিগমশাসনাৎ।
দিষ্ট্যা হি ন মম ব্যর্থং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনম্ ॥৭৯
প্রাপ্স্যাম্যহমিদং দেবি ত্বদ্দর্শনকৃতং যশঃ।
রাঘবশ্চ মহাবীর্য্যঃ ক্ষিপ্রং ত্বামভিপৎস্যতে ॥৮০
সপুত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
মাল্যবান্নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ ॥৮১
ততো গচ্ছতি গোকর্ণং পর্ব্বতং কেসরী হরিঃ।
স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ।
তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শম্বসাদনমুদ্ধরন্ ॥৮২
যস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি।
হনূমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্ম্মণা ॥৮৩
বিশ্বাসার্থং তু বৈদেহি ভর্ত্তুরুক্তা ময়া গুণাঃ।
অচিরাৎ ত্বামিতো দেবি রাঘবো নয়িতা ধ্রুবম্ ॥৮৪
এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্ষিতা।
উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি ॥৮৫
অতুলঞ্চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী।
নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্ ॥৮৬
চারুতদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥৮৭
হনূমন্তং কপিং ব্যক্তং মন্যতে নান্যথেতি সা।
অথোবাচ হনূমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্ ॥৮৮
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সমাশ্বসিহি মৈথিলি।
কিং করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিযাম্যহম্ ॥৮৯
হতেঽসুরে সংযতি শম্বসাদনে
কপিপ্রবীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।
ততোঽস্মি বায়ুপ্রভবো হি মৈথিলি
প্রভাবতস্তৎপ্রতিমশ্চ বানরঃ ॥৯০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়াছি! এক্ষণে ভাগ্যক্রমে আমিই আপনার দর্শন বৃত্তান্ত বলিয়া আপনার অদর্শনে শোকনিমগ্ন বানরসৈন্যগণের সন্তাপ অপনোদন করিব। ভাগ্যক্রমে আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘ ব্যর্থ হয় নাই।৭৭-৭৯

দেবি! আপনার দর্শনপ্রাপ্তি জন্য এই যশঃ আমিই প্রাপ্ত হইব। সেই মহাবীর রাম অচিরেই পুত্র ও বান্ধবের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইবেন। বৈদেহি! পর্বতসমূহের মধ্যে মনোহর মাল্যবান্ নামক এক পর্বত আছে। কেশরী-নামক বানর সেই পর্বত হইতে গোকর্ণ পর্বতে গিয়াছিলেন। আমার পিতা মহাকপি কেশরী দেবর্ষিগণের আদেশে নদীপতি (সমুদ্রের) পুণ্যতীর্থে শম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করেন। মৈথিলি! সেই হরির ক্ষেত্রে বায়ুর (ঔরসে বায়ু) কর্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মাবধি আমি স্বীয় পরাক্রম বলে হনুমান্ নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছি।৮০-৮৩

আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই প্রভুর গুণসমূহ বর্ণন করিলাম। রঘুনন্দন অবিলম্বে আপনাকে এইস্থান হইতে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন।৮৪

শোকাকৃশা সীতা এই সকল যুক্তিযুক্ত ও অভিজ্ঞান-বোধক হেতুমদ্বাক্যে বিশ্বস্তা হইয়া তাহাকে দূতরূপেই জানিলেন এবং তিনি বিপুল আনন্দলাভ করিলেন; জানকী অত্যধিক হর্ষে কুটিলনেত্র লোমযুক্ত নয়নযুগল দ্বারা আনন্দাশ্রু মোচনকরিতে লাগিলেন।৮৫-৮৬

শুক্ললোহিত বিশাললোচনযুগলসমন্বিত সীতার সেই বদন তৎকালে রাহুমুক্ত নক্ষত্ররাজের (চন্দ্রের) ন্যায় মনোরম শোভা প্রাপ্ত হইল।৮৭

সীতা হনুমানকে অন্যপ্রকার না মনে করিয়া প্রকৃত বানর বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর হনুমান্ প্রিয়-দর্শনা সীতার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন—মৈথিলি! আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; আপনি আশ্বস্তা হউন; আমি রামের নিকট ফিরিয়া যাইব—এখন কি করিব? আপনার কি অভিপ্রায় তাহা বলুন। মৈথিলি! কপিপ্রবীর কেশরী মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শাম্বসাদন অসুরকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমি (অসুরবধে সন্তুষ্ট মহর্ষিগণের প্রভাবে বায়ুর ঔরসে) বায়ু হইতেই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিলাম; আমার প্রভাবও বায়ুর ন্যায় হইল।৮৮-৯০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[স্বং প্রতি প্রগাঢ়বিশ্বাসসম্পাদনায় হনূমতো জানক্যৈ রামচন্দ্রস্যাঙ্গুরীয়কপ্রদানম্, তৎ প্রাপ্য হৃষ্টায়াঃ সীতায়া হনূমৎপ্রশংসনং রামাদীনাং কুশলজিজ্ঞাসা চ, এতাবৎকালমনাগমনাৎ প্রীতিনয়নেন রামঃ সীতাং নাপশ্যদিত্যাশঙ্ক্য সীতায়াঃ ক্রোধঃ, ভবদীয়াবস্থানাদ্যজ্ঞানকারণাদ্ রামস্যানাগমনহেতুরিতি হনূমদুক্তিঃ, সীতাং প্রতি রামস্য প্রীতসন্দেশমুক্ত্বা হনূমতা রামস্য শোকাবস্থামুল্লিখ্য সীতাপ্রাপ্তয়ে তস্যাশেষপ্রযত্নবর্ণনম্, তস্যৈ আশ্বাসদানঞ্চ ।]

ভূয় এব মহাতেজা হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥১
বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্ ॥২
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি ॥৩
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ ॥৪
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
বভূব হর্ষোদগ্রঞ্চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥৫
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুঃ সন্দেশহর্ষিতা।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্ ॥৬

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[নিজের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য হনুমান্ কর্তৃক জানকীকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, তাহা লাভ করিয়া হৃষ্টা সীতা দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও রামাদির কুশল জিজ্ঞাসা, এ পর্য্যন্ত না আসায় রাম সীতাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না—এই আশঙ্কা করিয়া সীতার ক্রোধ, আপনার অবস্থানাদি জানা না থাকাই রামের অনাগমনের হেতু—হনুমানের এতাদৃশ উক্তি, সীতার প্রতি রামের অত্যন্ত প্রীতির কথা বলিয়া হনুমান্ কর্তৃক রামের শোকাবস্থা প্রতিপাদন পূর্বক সীতার প্রাপ্তির জন্য তাঁহার অশেষবিধ প্রযত্নের বর্ণনা এবং তাঁহাকে আশ্বাস দান।]

প্রবলপ্রতাপ পবনপুত্র হনুমান্ সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন, মহাভাগে! আমি যথার্থই বানর এবং বুদ্ধিমান্ রামের দূত; দেবি! রামনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করুন।১-২

মহাত্মা রাম কর্তৃক প্রদত্ত এই অঙ্গুরীয়ক আপনার বিশ্বাসের জন্য আনিয়াছি; আপনার দুঃখফলক সময় ক্ষীণ (অবসান) হইয়া আসিতেছে; আপনি আশ্বস্তা হউন; আপনার মঙ্গল উপস্থিত।৩

জানকী স্বামীর অঙ্গুলিভূষণ হস্তে লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে যেন স্বামীকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিতা হইলেন।৪

তাঁহার সেই আরক্ত শুক্ল দীর্ঘ সুচারু নয়নযুক্ত বদন তখন রাহু বিমুক্ত তারাপতির (চন্দ্রের) ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।৫

তদনন্তর সেই বালা (অঙ্গুলিসান্নিধ্যে ভর্তৃসান্নিধ্য জ্ঞানবশতঃ) লজ্জিতা, ভর্তার সংবাদ প্রাপ্তিবশতঃ পরিতুষ্টা প্রীতির বিষয়ীভূত করিয়া মহাকপির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬

বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম।
যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্ ॥৭
শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ।
বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ ॥৮
নহি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ।
যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ ॥৯
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিভাষিতুম্।
যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥১০
প্রেষয়িস্যতি দুর্ধর্ষো রামো নহ্যপরীক্ষিতম্।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ ॥১১
দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥১২
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং ন সাগরমেখলাম্।
মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥১৩

হে বানরোত্তম! তুমি বীর; দেশ ও কালোচিত কর্ম সম্পাদনে চতুর এবং ধর্মার্থবিষয়ক সর্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ; যেহেতু তুমি একাকী রাক্ষসগণের এইস্থান বিমর্দন করিয়াছ।৭

শতযোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর তুমি গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছ, তোমার পরাক্রম প্রশংসনীয়।৮

বানরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে সাধারণ বানর বলিয়া মনে করিতে পারি না, যেহেতু তোমার সমুদ্র হইতে সন্ত্রাস এবং রাবণের ভয়ে চিত্ত সংক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই।৯

হে কপিশ্রেষ্ঠ! যদি আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত তুমি আলাপ করিতে পার।১০

বিশেষতঃ পরাক্রান্ত রাম পরাক্রম না জানিয়া অপরীক্ষিত ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাইবেন না।১১

সৌভাগ্যবশতঃ সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা রাম এবং সুমিত্রার আনন্দবর্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। কিন্তু যদি কাকুৎস্থ রাম কুশলেই থাকেন, তবে কেন (আমার জন্য) প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন না? ১২-১৩

অথবা শক্তিমন্তৌ তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে।
মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্য্যয়ঃ ॥১৪
কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে।
উত্তরাণি চ কার্য্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ ॥১৫
কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্য্যেষু চ ন মুহ্যতি।
কচ্চিৎ পুরুষকার্য্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ ॥১৬
দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে।
বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচ্চিন্মিত্রেষু চ পরন্তপঃ ॥১৭
কচ্চিন্মিত্রাণি লভতেঽমিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে।
কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ ॥১৮
কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রসাদং পার্থিবাত্মজঃ।
কচ্চিৎ পুরুষকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে ॥১৯
কচ্চিন্ন বিগতস্নেহো বিবাসান্ময়ি রাঘবঃ।
কচ্চিন্মাং ব্যসনাদস্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ ॥২০

অথবা দেবতাগণেরও নিগ্রহে শক্তিসম্পন্ন রাম এবং লক্ষ্মণ আমার দুঃখের মূলীভূত পাপের নাশ হয় নাই বলিয়া কি স্থির রহিয়াছেন? পুরুষোত্তম রাম ব্যথিত ও সন্তপ্ত না হইয়া উত্তরকালে কর্তব্য (যাহাতে আমার দুঃখমুক্তি হয়, তদনুরূপ) কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন ত? ১৪-১৫

রাজপুত্র (রাম) দুঃখকাতর ও সম্ভ্রান্ত হইয়া কর্তব্য কার্য্যসমূহে বিমূঢ় হন নাই ত? পুরুষাকার অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ত? ১৬

শত্রুতাপন রাম মিত্রের প্রতি সৌহার্দ্যবশতঃ সাম ও দানরূপ দ্বিবিধ উপায়, বিজিগীষু হইয়া অমিত্রের (শত্রুর) প্রতি দান, ভেদ ও দণ্ড এই ত্রিবিধ উপায় (অথবা সৌম্য ও অসৌম্য রূপ উপায় দ্বয়, ধর্মার্থ কামরূপ পুরুষার্থ উপায়ত্রয়, সর্বত্র দানরূপ এক উপায়) প্রয়োগ করিতেছেন ত? ১৭

তিনি মিত্রলাভে সমর্থ হইতেছেন ত? মিত্রেরাও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন ত? তিনি মিত্রগণের মঙ্গলসাধন করিলে মিত্রগণ তাঁহার সম্মান পূর্বক অনুবর্তন করিতেছেন ত?১৮

সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনূচিতঃ।
দুঃখমুত্তরমাসাদ্য কচ্চিদ্ রামো ন সীদতি ॥২১
কৌশল্যায়াস্তথা কচ্চিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ।
অভীক্ষ্ণং শ্রূয়তে কচ্চিৎ কুশলং ভরতস্য চ ॥২২
মন্নিমিত্তেন মানার্হঃ কচ্চিচ্ছোকেন রাঘবঃ।
কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি ॥২৩
কচ্চিদক্ষৌহিণীং ভীমাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধ্বজিনীং মন্ত্রিভিগুপ্তাং প্রেষয়িষ্যতি মৎকৃতে ॥২৪
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ কচ্চিদেষ্যতি।
মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বৃতো দন্ত-নখায়ুধৈঃ ॥২৫
কচ্চিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
অস্ত্রবিচ্ছরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি ॥২৬
রৌদ্রেণ কচ্চিদস্ত্রেণ রামেণ নিহতং রণে।
দ্রক্ষ্যাম্যল্পেন কালেন রাবণং সসুহৃজ্জনম্ ॥২৭

কচ্চিন্ন তদ্ধেমসমানবর্ণং
তস্যাননং পদ্মসমানগন্ধি।
ময়া বিনা শুষ্যতি শোকদীনং
জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন ॥২৮

ধর্মাপদেশাত্ত্যজতঃ স্বরাজ্যং
মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতেঃ।
নাসীদ্ যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ
কচ্চিৎ স ধৈর্য্যং হৃদয়ে করোতি ॥২৯

ন চাস্য মাতা ন পিতা ন চান্যঃ
স্নেহাদ্ বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবদ্ধ্যহং দূত জিজীবিষেয়ং
যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য ॥৩০

রাজনন্দন রাম দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন ত? দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই অবলম্বন করিতেছেন ত? ১৯

আমি প্রবাসে থাকায় রাঘব আমার প্রতি বিগত-স্নেহ (স্নেহহীন) হন নাই ত? এই বিপদ্ হইতে রাঘব আমাকে মোচন করিবেন ত? ২০

নিরন্তর সুখ সংবর্ধিত রাম দুঃখ ভোগ করেন নাই; অতএব দুঃখপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া রাম ত অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই? কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল সংবাদ শ্রবণ করিতে পাইতেছেন ত? ২১-২২

আমার (বিরহ) জন্য শোকে সম্মানার্হ রাঘব বিমনা হন নাই ত? আমাকে উদ্ধার করিবেন ত? ২৩

ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার (উদ্ধারের) জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক সুরক্ষিতা অক্ষৌহিণী ভয়ঙ্করী সেনা পাঠাইবেন ত? ২৪

বানরাধিপতি সুগ্রীব দন্তনখায়ুধধারী বানর বীরগণে পরিবৃত হইয়া আমার (উদ্ধারের) জন্য আসিবেন ত? ২৫

সুমিত্রানন্দবর্ধন অস্ত্রবিৎ বীর লক্ষ্মণ শরজালে রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিবেন ত? ২৬

অত্যল্পকালের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে বন্ধুবর্গের সহিত রাবণকে রাম কর্তৃক ঘাতিত হইতে দেখিব ত? ২৭

জল ক্ষয় হইলে (শুকাইয়া গেলে) পদ্ম যেমন সৌরাতপে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ হেমসমানবর্ণ কমল গন্ধবৎ সৌরভ সমন্ধ তাঁহার মুখমণ্ডল শোকে মলিন হইয়া আমার বিরহে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ত? ২৮

ধর্মপালনের জন্য নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া এবং পাদচারে আমাকে অরণ্যে আনিয়াও যাঁহার ব্যথা, ভীতি ও শোক ছিল না, সেই রাম অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন ত? ২৯

তাঁহার মাতা, পিতা বা অন্য কাহারও প্রতি আমার অধিক স্নেহ থাকা ত দূরের কথা, সমান স্নেহও নাই। হে দূত! যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের সংবাদ শুনিতে পাই, কেবল ততদিনই আমি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।৩০

জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।
এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে
-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।
তেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যা
দির প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

[illegible]

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ইতীব দেবী বচনং মহার্থং
তং বানরেন্দ্রং মধুরার্থমুক্ত্বা।
শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোঽভিরামং
রামার্থযুক্তং বিররাম রামা ॥৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥৩২
ন ত্বামিহস্থাং জানীতে রামঃ কমললোচনঃ।
তেন ত্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব পুরন্দরঃ ॥৩৩
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসংযুতাম্ ॥৩৪
বিষ্টম্ভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভ্যং বরুণালয়ম্।
করিষ্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্ ॥৩৫
তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্যদি দেবা মহাসুরাঃ।
স্থাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বধিষ্যতি ॥৩৬
তবাদর্শনজেনার্যে শোকেন পরিপূরিতঃ।
ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥৩৭
মন্দরেণ চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ।
মলয়েন চ বিন্ধ্যেন মেরুণা দর্দুরেণ চ ॥৩৮
যথা সুনয়নং বল্গু বিম্বোষ্ঠং চারু কুণ্ডলম্।
মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৩৯
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রস্রবণে গিরৌ।
শতক্রতুমিবাসীনং নাগপৃষ্ঠস্য মূর্ধনি ॥৪০
ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্ ॥৪১
নৈব দংশান্ ন মশকান্ ন কীটান্ ন সরীসৃপান্।
রাঘবোঽপনয়েদ্ গাত্রাৎ ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥৪২
নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ।
নান্যচ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং গতঃ ॥৪৩

রামা দেবী বানরেন্দ্র হনুমান্‌কে এইরূপ অর্থগৌরব-পূর্ণ মধুরার্থ বাক্য বলিয়া পুনরায় তাঁহার (হনুমানের) রামপ্রয়োজনযুক্ত মনোরম বাক্য শ্রবণের জন্য বিরতা হইলেন।৩১

ভীমবিক্রম পবননন্দন সীতার বাক্য শ্রবণ পূর্বক মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন।৩২

আপনি যে এইস্থানে আছেন, তাহা কমললোচন রাম জানেন না; সেইজন্য ইন্দ্র যেরূপ (দৈত্যাপহৃতা) শচীকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনাকে সত্বর লইয়া যাইতে পারেন নাই। রাম আমার নিকট হইতে আপনার সংবাদ শুনিলেই যক্ষ ও বানরগণে পরিপূর্ণ বিরাট সৈন্য লইয়া সত্বর উপস্থিত হইবেন।৩৩-৩৪

কাকুৎস্থ রাম বাণসমূহের দ্বারা অক্ষোভ্য বরুণালয় (মহাসমুদ্র) সংস্তম্ভিত (সেতুবন্ধ পূর্বক স্তব্ধ) করিয়া লঙ্কাপুরীর রাক্ষসদিগকে প্রশমিত করিবেন।৩৫

যদি সেই কার্য্যের মধ্যে মৃত্যু ও অসুরগণের সহিত অন্য দেবতাবৃন্দ রামের আগমনপথে প্রতিবন্ধক ঘটায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবেন।৩৬

আর্য্যে! আপনার অদর্শনজন্য শোকে পরিপূরিত (বিহ্বলাক্রান্ত) রাম সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না।৩৭

আমি মন্দরপর্বত (অধিষ্ঠানস্থান), মেরু, মন্দর, বিন্ধ্য ও দর্দুর (মলয়পর্বতের নিকটবর্তী চন্দনের উৎপত্তি স্থান) পর্বত এবং সকল ফল ও মূলে (সঞ্জীবন সাধন) শপথ করিয়া বলিতেছি,—মনোজ্ঞ কুণ্ডলভূষিত, বিম্বতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠসমন্বিত, সুনয়ন এবং মনোরম রামের বদন সমুদিতপূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইবেন; বৈদেহি! ঐরাবত পৃষ্ঠে সমাসীন দেবেন্দ্রের ন্যায় অবিলম্বেই রামকে প্রস্রবণগিরিতে দেখিতে পাইবেন।৩৮-৪০

রাঘব মাংস ভোজন করেন না, মধু (মদ্য)-ও সেবন করেন না, (ব্রহ্মচর্য্য বিধি) সুবিহিত অরণ্যজাত (ফল মূলাদিরূপ) অন্ন পঞ্চম (সায়ংকালে) (কাহারও মতে এক-দিনের প্রাতঃ ও সায়ং এবং অপর দিনের প্রাতঃ ও সায়ং—এই চতুর্থকাল পরিত্যাগ করিয়া দুইদিন পরে তৃতীয় দিনে পঞ্চমকালে অর্থাৎ সকালে) ভোজন করিয়া থাকেন।৪১

অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোহপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে ॥৪৪

দৃষ্ট্বা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্।
বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্ত্বামভিভাষতে ॥৪৫

স দেবি নিত্যং পরিতপ্যমান-
স্ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমাণঃ।
ধৃতব্রতো রাজসুতো মহাত্মা
তবৈব লাভায় কৃতপ্রযত্নঃ ॥৪৬

সা রামসংকীর্ত্তনবীতশোকা
রামস্য শোকেন সমানশোকা।
শরন্মুখেনাম্বুদশেষচন্দ্রা
নিশেব বৈদেহসুতা বভূব ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাঘব গাত্র হইতে দংশ (ডাঁশ), মশক, কীট ও সরীসৃপ অপসারণ করেন না, কামপরবশ হইয়া কোন চিন্তা না করিয়া ত্বদ্‌গতচিত্ত হইয়া সতত আপনারই ধ্যানপরায়ণ ও নিত্য শোকাকুল হইয়া রহিয়াছেন।৪২ ৪৩

রাম প্রায়ই নিদ্রিত হন না; সামান্য ক্ষণ সুপ্ত হইয়া সেই নরোত্তম "সীতা" এই মধুর বাণী উচ্চারণ করিয়া জাগরিত হন।৪৪

ফল, পুষ্প অথবা রমণীগণের মনোরঞ্জন অন্য কোন বস্তু দেখিলে "হা প্রিয়ে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক আপনাকে আহ্বান করিতে থাকেন। দেবি! আপনাকে "সীতে" এই বলিয়া সম্ভাষণ পূর্বক সতত বিলাপ করিতে করিতে সেই মহাত্মা রাজপুত্র আপনার পুনর্লাভের জন্য যত্নপরায়ণ রহিয়াছেন।৪৫-৪৬

বিদেহরাজনন্দিনী রামের শোকে সমান শোকাকুলা হইলেও পুনঃ পুনঃ রামের নাম সংকীর্তনে শোকরহিতা হইয়া শরৎপ্রারম্ভে (স্বল্প) মেঘমণ্ডিত শশধর দ্বারা প্রকাশ ও অপ্রকাশবিশিষ্টা রজনীর ন্যায় হর্ষ শোকবতী হইলেন।৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[স্বকীয় (সীতায়াঃ) বিয়োগাদ্ রামচন্দ্রোঽতীব শোকাভিভূত ইতি শ্রুত্বা দুঃখিতয়া সীতয়া তত্র সত্বরং শ্রীরামমানেতুং হনূমৎসমীপে প্রার্থনম্। 'আয়াতু, মৎপৃষ্ঠে আরহতু, ভবতীমহং রামসমীপে নেষ্যামী'তি সীতাশোকমশক্নুবতো হনূমত উক্তিঃ, ততস্তদনুকূলমুদ্‌যুজ্য ক্ষুদ্রেণ শরীরেণ সীতানয়নমসম্ভবং মত্বা তস্য বিশালশরীরধারণম্, তেন সহ গমনমসমীচীনমিতি সীতায়া উত্তরম্, সত্বরং রামচন্দ্রমেবানেতুং হনূমৎপ্রেষণঞ্চ।]

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
হনূমন্তমুবাচেদং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ ॥১
অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া বানরভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ ॥২
ঐশ্বর্য্যে বা সুবিস্তীর্ণে ব্যসনে বা সুদারুণে।
রজ্জ্বেব পুরুষং বদ্ধ্বা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥৩
বিধির্নূনমসংহার্য্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম।
সৌমিত্রিং মাঞ্চ রামঞ্চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্ ॥৪
শোকস্যাস্য কথং পারং রাঘবোঽধিগমিষ্যতি।
প্লবমানঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে যথা ॥৫
রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্।
লঙ্কামুন্মথিতাং কৃত্বা কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ ॥৬
স বাচ্যঃ সন্ত্বরস্বেতি যাবদেব ন পূর্য্যতে।
অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবদ্ধি মম জীবিতম্ ॥৭
বর্ত্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম।
রাবণেন নৃশংসেন সময়ো যঃ কৃতো মম ॥৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[স্বকীয় (সীতার) বিয়োগজন্য রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিতা সীতা কর্তৃক রামচন্দ্রকে সত্বর সেই স্থানে লইয়া আসিবার জন্য হনুমানের নিকট প্রার্থনা। সীতার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি "আসুন! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন—আমি আপনাকে রামের নিকট লইয়া যাইতেছি" ইত্যাদি হনুমানের উক্তি, তদনুকূল উদ্‌যোগ করত ক্ষুদ্রাকৃতিতে সীতাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া হনুমানের বিশালশরীর ধারণ, তাঁহার সহিত সীতার যাওয়া সমীচীন হইবে না—ইহা সীতার উত্তর এবং রামচন্দ্রকেই সত্বর সে স্থানে আনার জন্য হনুমান্‌কে প্রেরণ।]

পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতা (হনুমানের এই সকল) বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্‌কে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

বানর! তোমার কথিত বাক্যে "রাম অনন্যমনা" ইহা অমৃতবৎ, আর "শোকপরায়ণ" ইহা বিষবৎ অতএব তোমার উক্তি বিষসম্পৃক্ত অমৃত।২

অতুল ঐশ্বর্য্যে অথবা নিদারুণ বিপদে (যে ভাবেই থাকুক না কেন) বিদ্যমান পুরুষকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া কাল কিন্তু (নিয়তই) আকর্ষণ করিতেছে।৩

হে বানরোত্তম! জীবের পক্ষে দৈব (পরমাত্মনিয়োগ) নিশ্চয়ই অপরিহার্য্য (অর্থাৎ জীব দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না)। দেখ; রাম, লক্ষ্মণ ও আমাকে বিপদ বিমূঢ় (অভিভূত) করিয়া রাখিয়াছে।৪

সাগরে তরণী বিনষ্টা হইলে পুরুষ যেমন (বাহুবলে সন্তরণ রূপ) পরাক্রম অবলম্বনপূর্বক ভাসিতে ভাসিতে কূলে উপনীত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রও কোনক্রমে এই শোকের পার প্রাপ্ত হইবেন।৫

রাক্ষসগণকে বধ ও রাবণকে বিনাশ করিয়া এবং লঙ্কা নগরীকে বিমর্দ্দিতা করিয়া কবে আমার পতি আমাকে দেখিতে পাইবেন? ৬

(রাবণ নির্দিষ্ট) এই এক বৎসর পর্য্যন্ত কাল যে

বিভীষণেন চ ভ্রাত্রা মম নির্য্যাতনং প্রতি।
অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে মতিম্ ॥৯
মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে।
রাবণং মার্গতে সংখ্যে মৃত্যুঃ কালবশংগতম্ ॥১০
জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা কলা নাম বিভীষণসুতা কপে।
তয়া মমৈতদাখ্যাতং মাত্রা প্রহিতয়া স্বয়ম্ ॥১১
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ধৃতিমাঞ্ছীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ ॥১২
রামাৎ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ।
ন চ তস্য স দুষ্টাত্মা শৃণোতি বচনং হিতম্ ॥১৩
আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাপ্স্যতে পতিঃ।
অন্তরাত্মা হি মে শুদ্ধস্তস্মিংশ্চ বহবো গুণাঃ ॥১৪
উৎসাহঃ পৌরুষং সত্ত্বমানৃশংস্যং কৃতজ্ঞতা।
বিক্রমস্তু প্রভাবশ্চ সন্তি বানর রাঘবে ॥১৫
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ।
জনস্থানে বিনা ভ্রাত্রা শত্রুঃ কস্তস্য নোদ্বিজেৎ ॥১৬
ন স শক্যস্তুলয়িতুং ব্যসনৈঃ পুরুষর্ষভঃ ॥
অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শক্রস্যেব পুলোমজা ॥১৭
শরজালাংশুমাঞ্ছূরঃ কপে রামদিবাকরঃ।
শত্রুরক্ষোময়ং তোয়মুপশোষং নয়িষ্যতি ॥১৮
ইতি সংজল্পমানাং তাং রামার্থে শোককর্শিতাম্।
অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনুমান্ কপিঃ ॥১৯
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসঙ্কুলাম্ ॥২০
অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে ॥২১
ত্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্।
শক্তিরস্তি হি মে বোঢ়ুং লঙ্কামপি সরাবণাম্ ॥২২

পর্য্যন্ত পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকিবে অতএব তাঁহাকে ত্বরান্বিত হইয়া আসিতে বলিবে।৭

হে প্লবঙ্গম! (বানর!) এখন দশমাস চলিতেছে; দুইমাস মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; নৃশংস রাবণ কর্ত্তৃক আমার সম্বন্ধে এইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৮

ভ্রাতা বিভীষণ (রামের নিকট) আমার প্রত্যর্পণ বিষয়ে যত্নের সহিত (রাবণের নিকট) অনুনয় করিয়াছিল; তাহাতে রাবণ সম্মত হয় নাই।৯

আমার প্রতিপ্রদান রাবণের রুচিসম্মত নহে; কাল-বশীভূত রাবণকে মৃত্যু সমরে অন্বেষণ করিতেছে।১০

হে কপি! বিভীষণের কলানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছে।১১

মেধাবী, বিদ্বান্, ধৈর্য্যশালী, সুশীল ও রাবণের প্রিয়পাত্র অবিন্ধ্য নামক এক বৃদ্ধ রাক্ষস "রাক্ষসগণ রাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে" এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু দুরাচার (রাবণ) তাহার হিতোপদেশ শ্রবণ করে নাই।১২-১৩

হরিশ্রেষ্ঠ! আমি (নিঃসংশয়ে) মনে করি—আমার পতি সত্বর আমাকে লাভ করিবেন, যেহেতু আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ; হে বানর! সেই রঘুপতির উৎসাহ, পুরুষাকার, সামর্থ্য, অনৃশংসতা, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি নানাবিধ গুণ রহিয়াছে। তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত জনস্থানে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন্ শত্রু উদ্বিগ্ন হইবে না? ১৪-১৬

ইন্দ্রাণী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব জানেন, আমিও তদ্রূপ রামের প্রভাব জানি। এই দুঃখপ্রদাতা রাক্ষসগণের সহিত পুরুষোত্তম রামের তুলনা যুক্তিযুক্ত নহে।১৭

হে কপি! মহাবীর রামরূপ সূর্য্য শরজালরূপ কিরণরাশি দ্বারা রাক্ষসশত্রুরূপ জলকে শীঘ্রই শোষণ করিয়া ফেলিবেন।১৮

রামবিরহে শোকক্লিষ্টা অশ্রুবদনা সীতা এই সব কল্পনা বাক্য বলিলে হনুমান্ তাঁহাকে বলিলেন—আমার নিকট (আপনার) এই সব বাক্য শ্রবণ করিলেই রাঘব ঋক্ষ ও বানরপরিব্যাপ্তা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই এইস্থানে আসিবেন।১৯-২০

অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।
প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ ॥২৩
দ্রক্ষস্যদ্যৈব বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
ব্যবসায়সমাযুক্তং বিষ্ণুং দৈত্যবধে যথা ॥২৪
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহমাশ্রমস্থং মহাবলম্।
পুরন্দরমিবাসীনং নগরাজস্য মূর্ধনি ॥২৫
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে।
যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥২৬
কথয়ন্তীব শশিনা সংগমিষ্যসি রোহিণী।
মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্ ॥২৭
নহি মে সম্প্রযাতস্য ত্বামিতো নয়তোঽঙ্গনে।
অনুগন্তুং গতিং শক্তাঃ সর্ব্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥২৮
যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্।
যাস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যম্য বিহায়সম্ ॥২৯
মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাচ্ছ্রুত্বা বচনমদ্ভুতম্।
হর্ষবিস্মিতসর্ব্বাঙ্গী হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥৩০
হনুমন্ দূরমধ্বানং কথং মাং নেতুমিচ্ছসি।
তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযূথপ ॥৩১
কথং চাল্পশরীরস্ত্বং মামিতো নেতুমিচ্ছসি।
সকাশং মানবেন্দ্রস্য ভর্ত্তুর্মে প্লবগর্ষভ ॥৩২
সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তয়ামাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্ ॥৩৩
ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা।
তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্ রূপং মম কামতঃ ॥৩৪

অথবা হে অনিন্দিতে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, অদ্যই আমি আপনাকে রাক্ষসগণকৃত এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিব।২১

আপনাকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারিব, (এমন কি) রাবণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকেও বহন করার সামর্থ্য আমার আছে।২২

মৈথিলি! অগ্নি যেমন আহুত হব্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করে, আমিও সেইরূপ আপনাকে লইয়া প্রস্রবণ-পর্বতে অবস্থিত রঘুপতি রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব।২৩

বৈদেহি! দৈত্যবধে সমুদ্যুক্ত বিষ্ণুর ন্যায় অদ্যই আপনার দর্শনের সমুৎসুক হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরাজের (প্রস্রবণপর্বতের) শিখরদেশস্থিত আশ্রমে অবস্থিত লক্ষ্মণের সহিত রামকে আপনি দেখিতে পাইবেন। ২৪-২৫।

শোভনে! চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় যদি আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। দেবি! নিরাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া উপেক্ষা করিবেন না।২৬

"রাম" এই শব্দের উচ্চারণ (করিতে যত সময় লাগে এই সময়ের মধ্যে) সমকালেই চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করত আকাশপথে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। হে ললনে! আপনাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাওয়ার সময় সমস্ত লঙ্কানিবাসিগণ আমার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবে না।২৭-২৮

বৈদেহি! নিরীক্ষণ করুন। আমি যেভাবে (শূন্যপথে) এস্থানে আসিয়াছি, আপনাকে পৃষ্ঠে লইয়া সেই ভাবেই আকাশপথ অবলম্বন পূর্বক নিঃসংশয়ে যাইতে পারিব।২৯

অনন্তর মৈথিলী বানরোত্তমের অদ্ভুত কথা শুনিয়া আনন্দে পুলকিতশরীরা হইয়া হনুমান্‌কে বলিলেন।৩০

হে বানরযূথপতে হনুমন্! কিরূপে তুমি আমাকে এই সুদূর পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে তোমাকে আমি সামান্য বানর বলিয়াই মনে করিতেছি।৩১

বানরর্ষভ! ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া তুমি আমাকে এইস্থান হইতে আমার পতি মানবেন্দ্র রামের নিকট কি সাহসে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? ৩২

তাহার পর পবননন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ সীতার

ইতি সঞ্চিন্ত্য হনূমাংস্তদা প্লবগসত্তমঃ।
দর্শয়ামাস সীতায়াঃ স্বরূপমরিমর্দনঃ ॥৩৫
স তস্মাৎ পাদপাদ্ধীমানাপ্লুত্য প্লবগর্ষভঃ।
ততো বর্ধিতুমারেভে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥৩৬
মেরুমন্দরসঙ্কাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ;
অগ্রতো ব্যবতস্থে চ সীতায়া বানরর্ষভঃ ॥৩৭
হরিঃ পর্ব্বতসঙ্কাশস্তাম্রবক্ত্রো মহাবলঃ।
বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ ॥৩৮
স পর্ব্বতবনোদ্দেশাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
লঙ্কামিমাং সনাথাং বা নয়িতুং শক্তিরস্তি মে ॥৩৯
তদবস্থাপ্যতাং বুদ্ধিরলং দেবি বিকাঙ্ক্ষয়া।
বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥৪০
তং দৃষ্ট্বাচলসঙ্কাশমুবাচ জনকাত্মজা।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী মারুতস্যৌরসং সুতম্ ॥৪১
তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে।
বায়োরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগ্নেরিবাদ্ভুতম্ ॥৪২
প্রাকৃতোঽন্যঃ কথং চেমাং ভূমিমাগন্তুমর্হতি।
উদধেরপ্রমেয়স্য পারং বানরযূথপ ॥৪৩
জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম।
অবশ্যং সম্প্রধার্য্যাশু কার্য্যসিদ্ধির্মহাত্মনঃ ॥৪৪
অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ।
বায়ুবেগসবেগস্য বেগো মাং মোহয়েৎ তব ॥৪৫
অহমাকাশমাসক্তা উপর্য্যুপরি সাগরম্।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভূয়ো বেগেন গচ্ছতঃ ॥৪৬
পতিতা সাগরে চাহং তিমি-নক্র-ঝষাকুলে।
ভবেয়মাশু বিবশা যাদসামন্নমুত্তমম্ ॥৪৭
ন চ শক্ষ্যে ত্বয়া সার্ধং গন্তুং শত্রুবিনাশন।
কলত্রবতি সন্দেহস্ত্বয়ি স্যাদপ্যসংশয়ম্ ॥৪৮

(তুমি ক্ষুদ্রকায়) বাক্য শ্রবণে নূতন পরিভূত (অবজ্ঞাত) হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৩

এই কৃষ্ণনয়না বৈদেহী আমার সামর্থ্য বা প্রভাব জানেন না, অতএব আমি যে কামরূপী (ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারি) তাহা প্রত্যক্ষ করুন।৩৪

তখন এরূপ চিন্তা করিয়া বানরসত্তম শত্রুবিমর্দ্দন হনুমান্ সীতাকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন।৩৫

বানরশ্রেষ্ঠ ধীমান্ হনুমান্ সেই বৃক্ষ হইতে উল্লম্ফন পূর্বক সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হইতে লাগিলেন।৩৬

উদ্দীপ্ত বহ্নির ন্যায় প্রভাশালী সেই বানরর্ষভ সীতার সম্মুখে অবস্থান পূর্বক মেরু ও মন্দর পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।৩৭

রক্তমুখ, বজ্রের ন্যায় দন্ত ও নখর বিশিষ্ট, মহাবলশালী এবং পর্বতের তুল্য ভয়ঙ্কর বানর বৈদেহীকে বলিতে লাগিলেন—পর্বতের সহিত বনভূমিবিভাগ, প্রাকারতোরণের সহিত অট্টালিকা ও রাবণের সহিত এই লঙ্কাপুরী লইয়া যাইবার শক্তি আমার আছে। অতএব বৈদেহি! আপনি সন্দেহ করিবেন না,—আপনার বুদ্ধি স্থির করুন; লক্ষ্মণের সহিত রঘুকুলপতির শোক দূর করুন।৩৮-৪০

পদ্মপত্রবিশালনয়না জনকরাজদুহিতা সীতা পবনের ঔরসপুত্র হনুমানকে পর্বতের ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"মহাকপে! তোমার প্রজ্ঞা, বল ও গতি বায়ুর ন্যায় এবং অগ্নির ন্যায় অদ্ভুত তেজ—এই সকল আমি বিশেষভাবে জানি। হে বানরযূথপতে! অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তি কি এই অপার সমুদ্র পার হইয়া এই ভূখণ্ডে আসিতে পারিত? (সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক) গমনে ও আমার বহনে তোমার শক্তি আছে—তাহা জানি। তুমি তোমার বলবৈভবে কার্য্যসিদ্ধি চিন্তা করিতেছ; তোমার ন্যায় আমারও কার্য্যসিদ্ধি অবশ্য বিচার করিয়া দেখা উচিত। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু বায়ুর বেগের তুল্য তোমার প্রবল বেগ আমাকে অজ্ঞান করিয়া দিবে।৪১-৪৫

তুমি যখন সাগরের উপর দিয়া আকাশমার্গে সবেগে

ম্রিয়মাণাং তু মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৪৯
তৈস্ত্বং পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূল-মুদ্গরপাণিভিঃ।
ভবেস্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্ ॥৫০
সায়ুধা বহবো ব্যোম্নি রাক্ষসাস্ত্বং নিরায়ুধঃ।
কথং শক্ষ্যসি সংযাতুং মাং চৈব পরিরক্ষিতুম্ ॥৫১
যুদ্ধমানস্য রক্ষোভিস্তৈস্তৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভয়ার্ত্তা কপিসত্তম ॥৫২
অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ।
কথঞ্চিৎ সাম্পরায়ে ত্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম ॥৫৩
অথবা যুদ্ধমানস্য পতেয়ং বিমুখস্য তে।
পতিতাঞ্চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ ॥৫৪
মাং বা হরেয়ুস্ত্বদ্ধস্তাদ্ বিশসেয়ুরথাপি বা।
অনবস্থৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ৌ ॥৫৫
অহং বাপি বিপদ্যেয়ং রক্ষোভিরভিতর্জিতা।
ত্বৎপ্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেন্নিষ্ফল এব তু ॥৫৬
কামং ত্বমপি পর্য্যাপ্তো নিহন্তুং সর্ব্বরাক্ষসান্।
রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শস্তৈস্তু রাক্ষসৈঃ ॥৫৭
অথবাদায় রক্ষাংসি ন্যসেয়ুঃ সংবৃতে হি মাম্।
যত্র তে নাভিজানীয়ুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ ॥৫৮
আরম্ভস্তু মদর্থোঽয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ।
ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ ॥৫৯
ময়ি জীবিতমায়ত্তং রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ ॥৬০

যাইতে থাকিবে, তখন আমি নিরবলম্বনাবস্থায় নিশ্চয়ই তোমার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইব।৪৬

তিমি, কুম্ভীরাদি জলজন্তু ও মৎস্যাদি পরিব্যাপ্ত সাগরে অবশভাবে নিপতিতা হইয়া আমি শীঘ্রই জলজন্তুগণের উপাদেয় ভক্ষ্য হইব।৪৭

হে অরিন্দম! স্ত্রীলোকের সহিত গমন করিলে রাক্ষসেরা তোমাকে নিঃসংশয়ে সন্দেহ করিবে, অতএব তোমার সহিত আমি যাইতে পারি না।৪৮

আমাকে অপহৃতা হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ দুরাচার রাবণের আদেশে তোমার পশ্চাদ্ ধাবিত হইবে।৪৯

হে বীর! রাক্ষসবীরেরা শূল ও মুদ্গর হস্তে লইয়া তোমার চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিলে তোমারই প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইবে, সুতরাং তোমার স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না।৫০

রাক্ষসেরা সংখ্যায় অধিক ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; তুমি একাকী, নিরস্ত্র ও আকাশচারী; সুতরাং তুমিই বা কেমন করিয়া যাইবে? আর আমাকেই বা কি করিয়া রক্ষা করিবে? ৫১

হে কপিসত্তম! তুমি যখন সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন আমি ভয়ে বিহ্বলা হইয়া তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে পড়িয়া যাইব।৫২

হে হনুমত্তম! পক্ষান্তরে সেই বিপুলকায় বলবান্ ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ কোন প্রকারে (প্রাণপণ যত্ন দ্বারা) সংগ্রামে হয়ত তোমাকে জয় করিতেও পারে।৫৩

অথবা যুদ্ধনিরতাবস্থায় আমার রক্ষায় বিমুখ হইয়া পড়িলে আমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইব, তখন পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিপাতিতা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।৫৪

আমাকে তোমার হস্ত হইতে হরণ করিতে পারে অথবা (রামের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ) আমাকে হত্যা করিতেও পারে। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় (উভয়ই) অনিশ্চিত দেখা যায়।৫৫

হে হরিশ্রেষ্ঠ! আমিও যদি রাক্ষসগণ কর্তৃক নির্জিতা হইয়া বিপদে পতিতা হই, তাহা হইলে তোমার এই প্রযত্ন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে।৫৬

তুমি হয়ত রাক্ষসকুলকে সংহার করিতে সমর্থ, কিন্তু তোমা কর্তৃক তাহারা নিহত হইলে (স্বয়ং রাম আমাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া) রাঘবের যশোহানি হইবে।৫৭

তৌ নিরাশৌ মদর্থঞ্চ শোকসন্তাপকর্শিতৌ।
সহ সর্ব্বর্ক্ষহরিভিস্ত্যক্ষ্যতঃ প্রাণসংগ্রহম্ ॥৬১
ভর্ত্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম ॥৬২
যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী ॥৬৩
যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥৬৪
শ্রুতাশ্চ দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা
মহাত্মনস্তস্য রণাবমর্দিনঃ।
ন দেব-গন্ধর্ব-ভুজঙ্গ-রাক্ষসা
ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে ॥৬৫
সমীক্ষ্য তং সংযতি চিত্রকার্ম্মুকং
মহাবলং বাসবতুল্যবিক্রমম্।
সলক্ষ্মণং কো বিষহেত রাঘবং
হুতাসনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্ ॥৬৬
সলক্ষ্মণং রাঘবমাজিমর্দনং
দিশাগজং মত্তমিব ব্যবস্থিতম্।
সহেত কো বানরমুখ্য সংযুগে
যুগান্তসূর্য্যপ্রতিমং শরার্চিষম্ ॥৬৭
স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষ্মণং প্রিয়ং
সযূথপং ক্ষিপ্রমিহোপপাদয়।
চিরায় রামং প্রতি শোককর্শিতাং
কুরুষ্ব মাং বানরবীর হর্ষিতাম্ ॥৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অথবা রাক্ষসগণ আমাকে যদি অতি গোপনীয় স্থানে রক্ষা করে, বানরগণ বা রাঘব যে স্থানের সন্ধান পাইবে না, তাহা হইলে আমার জন্য তোমার এত উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই নিরর্থক হইবে। অতএব তোমার সহিত রাম আসিলেই মহান্ গুণ (অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি) হইবে।৫৮

হে মহাবাহো! অমিত তেজঃসম্পন্ন রঘুপতি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, তোমার রাজকুল (সুগ্রীববংশ) ও তোমার জীবন সমস্তই আমার অধীন। (অর্থাৎ আমার বিনাশে সকলেই বিনষ্ট বা হতাশ হইবে) যেহেতু রাম ও লক্ষ্মণ আমার বিয়োগের শোক-সন্তাপে কৃশ হইয়াই রহিয়াছেন, (সম্পূর্ণ) নিরাশ হইলে ঋক্ষ ও বানরগণ সহ তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।৬৯-৬১

বানর! স্বামীর প্রতি ভক্তিবশতঃ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।৬২

হে বানরোত্তম। বলপূর্বক (রাম ও লক্ষ্মণ রূপ) রক্ষকবিহীনা, অসহায়া, অনাথা অবস্থায় থাকায় (স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ দুর্বলা বলিয়া) বলপূর্বক যদিও আমাকে রাবণের গাত্র সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তখন আমার কোন উপায় ছিল না। অতএব যদি রামচন্দ্র রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন হয়। সেই রণবিমর্দ্দনকারী মহাত্মা রামচন্দ্রের পরাক্রম-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি এবং প্রত্যক্ষও করিয়াছি। দেব, গন্ধর্ব, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণ সংগ্রামে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইবে না।৬৩-৬৫

সেই দেবেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী, বিচিত্র ধনুর্ধারী, প্রবল-পরাক্রম রঘুকুলসম্ভূত লক্ষ্মণের সহিত রামকে নিরীক্ষণ করিয়া বায়ুচালিত প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় তাঁহাদের প্রভাব কে সহ্য করিবে? হে বানরমুখ্য! মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় রণবিমর্দ্দনকারী লক্ষ্মণের সহিত রাম সমরক্ষেত্রে অবস্থিত হইলে মহাপ্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় কে তাঁহাদের প্রখর শরবহ্নিজ্বালা সহ্য করিবে? হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি লক্ষ্মণের সহিত আমার প্রিয়তম রাম ও যূথপতি সুগ্রীবকে এই লঙ্কাপুরীতে লইয়া আইস। হে বানরবীর! দীর্ঘকাল আমি রাম-বিরহশোকে কাতরা আছি—তুমি এই কার্য্য সাধন পূর্বক আমাকে আনন্দিতা কর।৬৬-৬৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

[রামস্য বিশ্বাসোৎপাদনায় হনুমতাভিজ্ঞান প্রার্থিতায়া জানক্যাঃ কাকাসুরবৃত্তান্তকথনম্, তদেব প্রত্যভিজ্ঞানরূপেণ জ্ঞাপনায়াদেশদানঞ্চ। রামস্যাভিবাদনং লক্ষ্মণস্য চ কুশলপ্রশ্নাদ্যুক্ত্বা 'রাবণনির্দিষ্টাবশিষ্টকালমাসদ্বয়মধ্যে ময়া কেবলং মাসমেকং জীবিষ্যতে' ইতি প্রতিজ্ঞাপূর্বকমভিজ্ঞানরূপেণ চূড়ামণিপ্রদানঞ্চ।]

ততঃ স কপিশার্দ্দলস্তেন বাক্যেন তোষিতঃ।
সীতামুবাচ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১
যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে।
সদৃশং স্ত্রীস্বভাবস্য সাধ্বীনাং বিনয়স্য চ ॥২
স্ত্রীত্বান্ন ত্বং সমর্থাসি সাগরং ব্যতিবর্ত্তিতুম্।
মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥৩
দ্বিতীয়ং কারণং যচ্চ ব্রবীষি বিনয়ান্বিতে।
রামাদন্যস্য নার্হামি সংসর্গমিতি জানকি ॥৪
এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রুয়াদ্ বচনমীদৃশম্ ॥৫
শ্রোষ্যতে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্বং নিরবশেষতঃ।
চেষ্টিতং যৎ ত্বয়া দেবি ভাষিতঞ্চ মমাগ্রতঃ ॥৬
কারণৈর্বহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
স্নেহপ্রস্কন্নমনসা ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্ ॥৭
লঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বাদ্ দুস্তরত্বান্মহোদধেঃ।
সামর্থ্যাদাত্মনশ্চৈব ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্ ॥৮
ইচ্ছামি ত্বাং সমানেতুমদ্যৈব রঘুনন্দিনা।
গুরুস্নেহেন ভক্ত্যা চ নান্যথা তদুদাহৃতম্ ॥৯
যদি নোৎসহসে যাতুং ময়া সার্দ্ধমনিন্দিতে।
অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্ রাঘবো হি যৎ ॥১০

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনুমান্ কর্তৃক অভিজ্ঞানপ্রার্থিতা হইয়া জানকীর কাকাসুর বৃত্তান্ত কথন ও ইহাই প্রত্যভিজ্ঞানরূপে জানাইবার জন্য আদেশ দান, রামকে অভিবাদন ও লক্ষ্মণকে কুশল প্রশ্নাদি বলিয়া 'রাবণনির্দ্দিষ্ট অবশিষ্ট কাল মাসদ্বয়ের মধ্যে আমি একমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা পূর্বক অভিজ্ঞানরূপে স্বীয় চূড়ামণি প্রদান।]

অনন্তর বাক্যবিশারদ কপিশার্দ্দূল হনুমান্ সীতা-কথিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক সেই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—হে শুভদর্শনে দেবি! আপনি (ভীরুত্বাদি) স্ত্রীস্বভাবের এবং পতিব্রতাগণের পাতিব্রত্যের অনুরূপ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন।১-২

হে বিনয়ান্বিতে জানকি! আপনি স্ত্রীলোক বলিয়া আমার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান পূর্বক শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন না। আর "রাম ব্যতীত অন্য কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে পারেন না" (আমার পৃষ্ঠে না যাওয়ার) এই দ্বিতীয় কারণ যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। হে দেবি! (এই ঘোর বিপৎকালে) আপনি ব্যতীত আর কে এইরূপ বাক্য বলিতে পারে? ৩-৫

হে দেবি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিসাধনাভিপ্রায়ে বিবিধ হেতুর উপন্যাসপূর্বক আপনি রোদন, উদ্বন্ধন বিলাপাদি চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি স্নেহার্দ্রচিত্তে তাহার (আনুপূর্বিক) সমস্তই কাকুৎস্থ রাম কে বলিব, তিনি নিরবশেষে আমার উক্তি হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবেন।৬-৭

লঙ্কার দুষ্প্রবেশত্ব (লঙ্কাপ্রবেশ অতীব কষ্টসাধ্য) সমুদ্রের দুস্তরত্ব (সমুদ্রলঙ্ঘন ততোধিক কষ্টসাধ্য)

এবমুক্তা হনুমতা সীতা সুরসুতোপমা।
উবাচ বচনং মন্দং বাষ্পপ্রগ্রথিতাক্ষরম্ ॥১১
ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ব্রূয়াস্ত্বং তু মম প্রিয়ম্।
শৈলস্য চিত্রকূটস্য পাদে পূর্বোত্তরে পদে ॥১২
তাপসাশ্রমবাসিন্যাঃ প্রাজ্যমূলফলোদকে।
তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রিতে দেশে মন্দাকিন্যবিদূরতঃ ॥১৩
তস্যোপবনখণ্ডেষু নানাপুষ্পসুগন্ধিষু।
বিহৃত্য সলিলে ক্লিন্নো মমাঙ্কে সমুপাবিশঃ ॥১৪
ততো মাংসসমাযুক্তো বায়সঃ পর্য্যতুণ্ডয়ৎ।
তমহং লোষ্ট্রমুদ্যম্য বারয়ামি স্ম বায়সম্ ॥১৫
দারয়ন্ স চ মাং কাকস্তত্রৈব পরিলীয়তে।
ন চাপ্যুপারমন্মাংসাদ্ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ ॥১৬
উৎকর্ষন্ত্যাঞ্চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং ময়ি পক্ষিণে।
স্রংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্ ॥১৭
ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা।
ভক্ষ্যগৃদ্ধেন কাকেন দারিতা ত্বামুপাগতা ॥১৮
ততঃ শ্রান্তাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্।
ক্রুধ্যন্তীব প্রহৃষ্টেন ত্বয়াহং পরিসান্ত্বিতা ॥১৯
বাষ্পপূর্ণমুখী মন্দং চক্ষুষী পরিমার্জতী।
লক্ষিতাহং ত্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা ॥২০
পরিশ্রমাচ্চ সুপ্তা হে রাঘবাঙ্কেঽপ্যহং চিরম্।
পর্য্যায়েণ প্রসুপ্তশ্চ মমাঙ্কে ভরতাগ্রজঃ ॥২১
স তত্র পুনরেবাথ বায়সঃ সমুপাগমৎ।
ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধাং মাং রাঘবাঙ্কাৎ সমুত্থিতাম্ ॥

হেতুক নিজ সামর্থ্য জানি বলিয়া আমি আপনাকে এরূপ (লইয়া যাইবার) কথা বলিতেছিলাম। গুরু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া অত্যই আপনাকে রঘুবংশের আনন্দদায়ক রামের সহিত সম্মিলিত করিবার অভিলাষে এরূপ কথা বলিয়াছিলাম, নচেৎ এরূপ কথা কখনও বলিতাম না। হে অনিন্দিতে! যদি আপনি আমার সহিত যাইতে উৎসাহিতা না হন, তবে যাহাতে রামচন্দ্র (এস্থানে আগমন ও আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎকার) জানিতে পারেন—এইরূপ অভিজ্ঞান (স্বকীয় চিহ্নাদি) আমাকে প্রদান করুন।৮-১০

হনুমান্ কর্তৃক এই প্রকার (অভিজ্ঞানবিষয়ে) কথিতা হইয়া দেবকন্যাসদৃশী সীতা বাষ্পগদ্‌গদাক্ষরে ধীরে ধীরে বাক্য বলিতে লাগিলেন। মন্দাকিনী নদীর অদূরে প্রচুর ফলমূল ও জল পরিপূর্ণ চিত্রকূটপর্বতের ঈশানদিকের (প্রত্যন্তপর্বত) পাদদেশে সিদ্ধাশ্রমে এই তাপসাশ্রমবাসিনীর (আমার) যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, আমার প্রিয়তমকে তুমি সেই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান বলিবে।১১-১৩

নানাবিধ পুষ্পসৌরভে সুরভিত সেই (পার্বত্য) উপবনসমূহে বিহার পূর্বক সলিলার্দ্র হইয়া তুমি আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলে; তখন কোন মাংসাভিলাষী কাক আমার স্তনমধ্যে চঞ্চুপুট দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, সেই কাককে আমি লোষ্ট্র (ঢিল) নিক্ষেপ পূর্বক বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বলিভোজী কাক পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও মাংসভক্ষণার্থীর ন্যায় সেই (মাংসবিদারণ) স্থানে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইল না—সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিল না। তখন আমি পক্ষীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বস্ত্রগ্রন্থি দৃঢ় করিবার জন্য কাঞ্চীদাম আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমার বসন স্খলিত হইল; তোমার দৃষ্টি গোচর হইলে তোমা কর্তৃক উপহসিতা হইলাম, তখন ক্রুদ্ধা, লজ্জিতা ও ভক্ষ্যলোলুপ কাক কর্তৃক বিদারিতা হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই সময় উপবিষ্ট তোমার ক্রোড়ে আমি শ্রান্তা হইয়া উপবেশন করিলাম। তুমি প্রহৃষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলে; তখন নয়নজলধারায় অভিষিক্তবদনা হইয়া আমি আমার নয়নদ্বয় মার্জন করিতে করিতে বলিয়াছিলাম—হে নাথ! কাক যে আমাকে অত্যন্ত কোপযুক্তা করিয়াছে, তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছ।১৪-২০

বায়সঃ সহসাগম্য বিদদার স্তনান্তরে ॥২২
পুনঃ পুনরথোৎপত্য বিদদার স মাং ভৃশম্।
ততঃ সমুত্থিতো রামো মুক্তৈঃ শোণিতবিন্দুভিঃ* ॥২৩
স মাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্বিতুন্নাং স্তনয়োস্তদা।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বাক্যমভাষত ॥২৪
কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥২৫
বীক্ষমাণস্ততস্তং বৈ বায়সং সমবৈক্ষত।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥২৬
পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।
ধরান্তরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥২৭
ততস্তস্মিন্ মহাবাহুঃ কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে কৃতবান্ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বরঃ ॥২৮

হে রাঘব! পরিশ্রমবশতঃ আমি তোমার ক্রোড়ে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, ভরতাগ্রজও পর্য্যায়ক্রমে আমার ক্রোড়ে প্রসুপ্ত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে সেই কাক পুনরায় তথায় সমুপস্থিত হইল। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গের পর আমি রামের ক্রোড় হইতে সমুত্থিতা হইলে হঠাৎ সেই কাক আসিয়া স্তনমধ্যস্থিত বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সে বার বার উড়িয়া আসিয়া আমাকে অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করিল। রক্তবিন্দু তাঁহার শরীরে বিমুক্ত হইলে (সুখসুপ্ত) তিনি জাগিয়া উঠিলেন। সেই মহাবাহু রাম স্তনযুগলের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধে বিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন ।২১-২৪

হে করিকরভোরু! (হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় উরুযুক্তে!) কে তোমায় স্তনাভ্যন্তর বিক্ষত করিল? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ আশীবিষের সহিত ক্রীড়া করিতেছে? ২৫

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ পূর্বক আমার অভিমুখে অবস্থিত রক্তের সহিত তীক্ষ্ণ নখরবিশিষ্ট কাককে দেখিতে

* কোন কোন গ্রন্থে ২৩নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

বায়সেন ততস্তেন বলবৎ ক্লিশ্যমানয়া।
স ময়া বোধিতঃ শ্রীমান্ সুখসুপ্তঃ পরন্তপঃ ॥

স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ যোজয়ৎ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্জ্বালাভিমুখো দ্বিজম্ ॥২৯
স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দর্ভঃ সোঽম্বরেঽনুজগাম হ ॥৩০
অনুসৃষ্টস্তদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্।
ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥৩১
স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্বৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
ত্রীংল্লোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ ॥৩২
ন তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্য্যপালয়ৎ ॥৩৩
পরিদ্যূনং বিবর্ণঞ্চ পতমানং তমব্রবীৎ।
মোঘমস্ত্রং ন শক্যং তু ব্রাহ্মং কর্ত্তুং তদুচ্যতাম্ ॥৩৪

পাইলেন। কাকরূপধারী সেই বিহগশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তখন বায়ুবেগে সত্বর ভূবিবরমধ্যে প্রবেশ করিল ।২৬-২৭

মহাজ্ঞানী মহাবাহু রাম ক্রোধে নয়নযুগল ঘূর্ণন পূর্বক সেই কাকের উপর ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেন ।২৮

তিনি দর্ভ (কুশ) মুষ্টি হইতে একটী দর্ভ লইয়া (মন্ত্রপূত করিয়া) ব্রহ্মাস্ত্রে যোজনা করিলেন। তাহা প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে প্রজ্বলিত হইল ।২৯

তিনি সেই প্রজ্বলিত দর্ভটী সেই কাকের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন, সেই দর্ভটী গগনপথে কাকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল ।৩০

বাণ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ প্রধাবিত কাক বিচিত্র গতিতে চলিতে লাগিল। পরিত্রাণলাভের আশায় (ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত) সমুহ লোক বিচরণ করিতে লাগিল। (কপটরূপধারী) সেই কাক (রক্ষালাভের আশায় সমাশ্রিত) নিজ পিতা এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া (আশ্রয় না পাইয়া) (স্বর্গ মর্ত্য পাতালরূপ) লোকত্রয় পর্য্যটন করত সেই (সর্বলোকাশ্রয়) রামের শরণাগত হইল ।৩১-৩২

শরণাগতপালক কাকুৎস্থ (রাম) কৃপা পূর্বক সেই বধযোগ্য, ভূমিতে নিপতিত ও শরণাগত কাকের প্রাণরক্ষা করিলেন ।৩৩

ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।
দত্ত্বা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিরক্ষিতঃ ॥৩৫
স রামায় নমস্কৃত্বা রাজ্ঞে দশরথায় চ।
বিসৃষ্টস্তেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্ ॥৩৬
মৎকৃতে কাকমাত্রেঽপি ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্।
কস্মাদ্ যো মাহরত্ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে ॥৩৭
স কুরুষ্ব মহোৎসাহাং কৃপাং ময়ি নরর্ষভ।
ত্বয়া নাথবতী নাথ হ্যনাথা ইব দৃশ্যতে ॥৩৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্।
জানামি ত্বাং মহাবীর্য্যং মহোৎসাহং মহাবলম্ ॥৩৯
অপারবারমক্ষোভ্যং গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমম্।
ভর্ত্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্ ॥৪০
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি।
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব ॥৪১
ন নাগা নাপি গন্ধর্ব্বা ন সুরা ন মরুদ্গণাঃ।
রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতিসমীহিতুম্ ॥৪২
তস্য বীর্য্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ।
কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্ ॥৪৩
ভ্রাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।
কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ ॥৪৪
যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বিন্দ্রসমতেজসৌ।
সুরাণামপি দুর্দ্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ ॥৪৫
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
সমর্থাবপি তৌ যন্মাং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ ॥৪৬
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রু ভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ হরিযূথপঃ ॥৪৭
তচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে দুঃখাভিপন্নে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥৪৮

(জগতে ত্রাণকর্তা না পাইয়া রামেরই শরণাপন্ন হইয়াছিল।) ক্ষীণশক্তি, বিবর্ণ ও পতমান সেই কাক-রূপধারী জয়ন্তকে রাম বলিলেন,—এই ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করিবার শক্তি আমার নাই, এখন কি করিব বল? অতঃপর সেই বাণ ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু বিনাশ করিল; সেও দক্ষিণ নেত্র দিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তারপর কাক রামকে ও রাজা দশরথকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইল।৩৪-৩৬

হে মহীপতে! তুমি আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে যে আমাকে অপহরণ করিল, তাহাকে কেন ক্ষমা করিতেছ? হে নরোত্তম! বিপুল-সমুৎসাহে আমার প্রতি কৃপা কর। হে নাথ! যে তোমার দ্বারা নাথবতী, সে আজ অনাথার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩৭-৩৮

তোমার নিকটই আমি দয়া পরমধর্ম—ইহা শুনিয়াছি। মহাবীর্য্যসম্পন্ন, পারাপাররহিত স্বীয় তেজে পরিপূর্ণ (কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), মহান্ উৎসাহশালী প্রবল পরাক্রান্ত, অধৃষ্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরের তুল্য, সসমুদ্রা ধরণীর অধিপতি ইন্দ্রতুল্য আপনাকে আমি জানি।৩৯-৪০

হে রাঘব! এতাদৃশ বলশালী বুদ্ধিমান্ অস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি কি কারণে রাক্ষসগণের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? ৪১

কি নাগ, কি গন্ধর্ব, কি অসুর, কি দেবগণ কেহই রামের প্রতিকূলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বেগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে।৪২

সেই বীর্য্যবান্ রাঘবের যদি আমার প্রতি সমাদর থাকে, তবে কি কারণে তিনি তীক্ষ্ণ শরজালে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিতেছেন না? ৪৩

পরন্তপ মহাবলী বীর লক্ষ্মণই কেন ভ্রাতার আদেশ গ্রহণপূর্বক আমাকে পরিত্রাণ করিতেছেন না? ৪৪

পবন ও দেবেন্দ্রসদৃশ তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এবং লক্ষ্মণ যদি দেবগণেরও অজেয় হইয়া থাকেন, তবে কি কারণে আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? ৪৫

যেহেতু শত্রুসন্তাপক রাম ও লক্ষ্মণ সমর্থ হইয়াও

কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি শোভনে ॥৪৯
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লোকান্ ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥৫০
হত্বা চ সমরক্রূরং রাবণং সহবান্ধবম্।
রাঘবস্ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতি ॥৫১
ব্রূহি যদ্ রাঘবো বাচ্যো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সুগ্রীবো বাপি তেজস্বী হরয়ো বা সমাগতাঃ ॥৫২
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ সীতা পুনরথাব্রবীৎ।
[উবাচ শোকসন্তপ্তা হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্।]
কৌশল্যা লোকভর্ত্তারং সুষুবে যং মনস্বিনী ॥৫৩

তং মমার্থে সুখং পৃচ্ছ শিরসা চাভিবাদয়।
স্রজশ্চ সর্ব্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ ॥৫৪
ঐশ্বর্য্যঞ্চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্।
পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ ॥৫৫
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।
আনুকূল্যেন ধর্ম্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্ ॥৫৬
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ ॥৫৭
পিতৃবদ্ বর্ত্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ ॥৫৮
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবাঞ্ শক্তো ন বহুভাষিতা।
রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে ॥৫৯

আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, তাহাতে আমার কোন মহাপাপ আছে সন্দেহ নাই।৪৬

রোদনের সহিত বৈদেহীর সেই করুণ উক্তি শ্রবণ করিয়া হরিযূথপতি মহাতেজা হনুমান্ বলিলেন।৪৭

হে দেবি! আমি সত্যদ্বারা আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাম আপনার (বিয়োগজন্য) শোকে কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। রাম শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় লক্ষ্মণও বিলাপ করিতেছেন।৪৮

বহু কষ্টসাধনের পর যখন আপনি দৃষ্টা হইয়াছেন, তখন আর অনুশোচনার অবসর নাই। হে শোভনে! অবিলম্বেই আপনার দুঃখের শেষ দেখিতে পাইবেন।৪৯

সেই পুরুষব্যাঘ্র মহাবল রাজপুত্রদ্বয় আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহসম্পন্ন হইয়া রাক্ষসলোক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন।৫০

হে বিশালাক্ষি! রাঘব বান্ধবের সহিত ক্রূর রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া নিজগৃহে আপনাকে ফিরাইয়া আনিবেন।৫১

মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানরগণকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।৫২

হনুমান্ এই কথা বলিলে সীতা পুনরায় বলিলেন,—

(শোকসন্তপ্তা হইয়া প্লবঙ্গম হনুমান্‌কে বলিলেন) মনস্বিনী কৌশল্যা যে লোকনাথকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে (রামচন্দ্রকে) কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে এবং অবনত-মস্তকে অভিবাদন জানাইবে। মাল্য, রত্নসমুদয়, প্রীতি-বিষয়ীভূতা বরাঙ্গনা ও এই বিশাল পৃথিবীতলের দুর্লভ ঐশ্বর্য্য এবং সুখ বিসর্জন দিয়া, পিতা ও মাতাকে সম্মান-প্রদর্শন পূর্বক প্রসন্ন রাখিয়া এবং অনুকূল আচরণে যিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষণ করিতে করিতে অনুগমন করিতেছে, যাহার দ্বারা সুমিত্রা সুপুত্রবতী; সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, মনস্বী যে প্রিয়দর্শন রামের প্রতি পিতার ন্যায় ও আমার প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে; সেই লক্ষ্মণ তৎকালে আমার অপহরণ বৃত্ত জানিতে পারে নাই। বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবান্ সমর্থ হইলেও যে বহুভাষী নহে, রাজপুত্র রামচন্দ্রের প্রিয়জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমার শ্বশুরের তুল্য গুণশালী যে ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর, যে বীর্য্যবান্ কার্য্যভারে গ্রহণে নিযুক্ত হইলে তাহা বহন এবং সুসম্পাদন করিয়া থাকে; রামচন্দ্র যাহাকে দেখিয়া পিতৃব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি আমার উদ্ধারের জন্য

মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।
নিযুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্বহতি বীর্য্যবান্ ॥৬০
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্য্যমনুস্মরৎ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম ॥৬১
মৃদুর্নিত্যং শুচির্দক্ষঃ প্রিয়ো রামস্য লক্ষ্মণঃ।
যথা হি বানরশ্রেষ্ঠ দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥৬২
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্বাহে প্রমাণং হরিযূথপ।
রাঘবস্ত্বৎসমারম্ভান্ ময়ি যত্নপরো ভবেৎ ॥৬৩
ইদং ব্রূয়াশ্চ মে নাথং শূরং রামং পুনঃ পুনঃ।
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ ॥৬৪
ঊর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে
রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং নিকৃত্যা পাপকর্ম্মণা ॥
ত্রাতুমর্হসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্ ॥৬৫
ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥৬৬
প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্।
অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস নহ্যস্য প্রাভবদ্ভুজঃ ॥৬৭
মণিরত্নং কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদ্য চ।
সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ ॥৬৮

আমার বচনানুসারে তাহাকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।৫৩-৬১

হে বানরশ্রেষ্ঠ! শান্তস্বভাব, নিত্যপবিত্রচরিত্র সুনিপুণ ও রামচন্দ্রের প্রিয় লক্ষ্মণ যেন আমার এই দুঃখক্ষয়কারক হয়।৬২

হে কপিসঙ্ঘপতে! এই উদ্ধারকার্য্যসম্পাদনে তুমিই প্রমাণ; রামচন্দ্র তোমার কার্য্যসমারম্ভের কুশলতা দেখিয়া তিনিও আমার উদ্ধারে যত্নপরায়ণ হইবেন।৬৩

আমার বীর স্বামী রামকে তুমি পুনঃপুনঃ এইসমস্ত কথা বলিবে,—হে দাশরথি! একমাসমাত্র আমি জীবনধারণ করিব; আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি, একমাসের পরে আমি আর বাঁচিয়া থাকিবনা* অতএব হে বীর! পাতাললোক হইতে কৌশিকীর সমুদ্ধরণের ন্যায় (১) পাপিষ্ঠ রাবণের নিয়োগে রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিগ্রহ দ্বারা অবরুদ্ধা আমাকে তুমি এই লঙ্কাপুরী হইতে পরিত্রাণ কর।৬৪-৬৫

অতঃপর সীতা অতি মঙ্গলময় অতিমনোহর চূড়ামণি (শিরোরত্ন) বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করত 'ইহা রঘুপতিকে প্রদান করিও' বলিয়া হনুমান্‌কে দিলেন।৬৬

বীর হনুমান্ সেই অনুত্তম (শ্রেষ্ঠ) মণি গ্রহণ পূর্ব্বক (সেই মণির আধারস্বরূপ স্বর্ণপুষ্পের ছিদ্র মধ্যে) তাহা অঙ্গুলীতে ধারণ করিলেন। সে সময় তাঁহার বাহুসূক্ষ্ম থাকিলেও বাহুতে ধারণ করা গেল না।৬৭

কপিবর হনুমান্ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ পূর্ব্বক

* রাবণনির্দ্দিষ্ট। সংবৎসরের অবশিষ্ট দুইমাস অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু দুইমাসের পর সেই অনার্য্য রাবণ আসিয়া আমার প্রতি অনার্য ব্যবহার করিবে। অতএব তাহার পূর্বেই আমার মরণ শ্রেয়স্কর।

(১) পুরাকালে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করিলে এবং সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র অভিভূত হইলে ইন্দ্রের শ্রী, লক্ষ্মী (কৌশিক ইন্দ্র, তাঁহার রমণী কৌশিকী) পাতাললোকে প্রবেশ করেন। তখন দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ বৈষ্ণবাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রকে পাপমুক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং পুরাতনী ইন্দ্রলক্ষ্মীকে আহ্বান করেন। অশরীরী বাণী বলেন— ইন্দ্রলক্ষ্মী গবাক্ষতীর্থে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সেস্থানে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রপত্নী পাতালে প্রবেশ করেন। দেবগণ তথায় প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইলে পুনরায় অশরীরী বাণী প্রযুক্ত হইয়া তাঁহারা আবার সেই পুরুষোত্তমের নিকট প্রার্থনা করেন। তখন নারায়ণ পাতাললোকে প্রবেশ পূর্বক তথা হইতে ইন্দ্রলক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায়। টীকাকারগণ বলেন,—কেহ কেহ বলেন—কৌশিকী কৌশিকগোত্রা পৃথিবী, নারায়ণ বরাহাবতারে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ।
হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণঞ্চ সলক্ষণম্ ॥৬৯
মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং
জনকনৃপাত্মজয়া ধৃতং প্রভাবাৎ।
গিরিবরপবনাবধূতমুক্তঃ
সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে ॥৭০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং পার্শ্বদেশে অবস্থান করিলেন।৬৮

সীতার দর্শনলাভে নিরতিশয় হর্ষান্বিতহৃদয়ে তিনি শুভ লক্ষণসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সমীপে মনে মনে গমন করিলেন অর্থাৎ স্মরণ করিলেন।৬৯

জনকরাজদুহিতা স্বীয় অলৌকিকপ্রভাবে যাহা সঙ্গোপনে ধারণ করিতেন, হনুমান্ সেই মহামূল্য মণিরত্ন পাইয়া উত্তম পর্বতোপরি বায়ুবিকম্পিত ব্যক্তি সে স্থান হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়, সেইরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া লঙ্কার দুর্গ প্রাকারের অভিমুখে গমনের জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন।৭০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[চূড়ামণিগ্রহণপূর্বকং প্রস্থানোদ্যতং হনূমন্তং স্বকুশলং বিজ্ঞাপ্য জানক্যা 'মমোদ্ধারায় রাম-লক্ষ্মণৌ উৎসাহিতৌ করিষ্যসি' ইতি নিবেদনম্, দুস্তরসমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরাণাং সামর্থমস্তি ন বেত্যাশঙ্কিতায়াঃ সীতায়াঃ সমীপে হনূমতঃ স্বীয়প্রভাবমুপবর্ণ্য 'নাস্তু, অহমেব তান্ পৃষ্ঠেন সংবাহ্যাত্র উপস্থিতো ভবিষ্যামি' ইত্যেবং সীতায়ৈ আশ্বাসদানঞ্চ।]

মণিং দত্বা ততঃ সীতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্ রামস্য তত্ত্বতঃ ॥১
মণিং দৃষ্ট্বা তু রামো বৈ ত্রয়াণাং সংস্মরিষ্যতি।
বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥২
স ভূয়স্ত্বং সমুৎসাহচোদিতো হরিসত্তম।
অস্মিন্ কার্য্যসমুৎসাহে প্রচিন্তয় যদুত্তরম্ ॥৩
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্য্যোগে প্রমাণং হরিসত্তম।
তস্য চিন্তয় যো যত্নো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥৪

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[চূড়ামণি গ্রহণ পূর্বক প্রস্থানোদ্যত হনুমান্‌কে জানকী কর্তৃক স্বীয়কুশল জানাইয়া 'আমাকে উদ্ধার করার জন্য রামও লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করিও' ইহা নিবেদন, দুস্তর সমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরেরা সমর্থ হইবেন কিনা সীতা আশঙ্কা করিলে হনুমান্ কর্তৃক স্বীয় প্রভাব বর্ণন পূর্বক 'না হয় আমিই আমার পৃষ্ঠে তাঁহাদিগকে লইয়া নিশ্চয় এ স্থানে উপস্থিত হইব' বলিয়া সীতাকে আশ্বাস প্রদান।]

অনন্তর সীতা মণিপ্রদান করিয়া হনুমান্‌কে বলিলেন,—আমার প্রদত্ত এই অভিজ্ঞান (চিহ্ন) রামের সর্বতোভাবে অভিজ্ঞাত।১

এই মণি দর্শন করিয়া বীর রাম আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে—এই তিনজনকে স্মরণ করিবেন। যেহেতু বিবাহকালে দশরথের সমক্ষে আমার জননী এই মণি আমাকে প্রদান করিয়াছেলেন।২

হে হরিসত্তম! (মণিদর্শনজন্য রামের) এই উৎসাহসম্পাদ্য কার্য্যে তুমিই পুনরায় নিযুক্ত হইবে; সেই কার্য্যসম্পাদনে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উত্তর কর্তব্য যাহা সম্পাদন করিবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা কর।৩

হনূমান্ যত্নমাস্থায় দুঃখক্ষয়করো ভব।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ॥৫
শিরসাবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে।
জ্ঞাত্বা সম্প্রস্থিতং দেবী বানরং পবনাত্মজম্ ॥৬
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ।
হনূমন্ কুশলং ব্রূয়াঃ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ বৃদ্ধাংশ্চ বানরান্।
ব্রূয়াস্ত্বং বানরশ্রেষ্ঠ কুশলং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥৮
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি ॥৯
জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্ত্তিমান্।
তৎ ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্ম্মমবাপ্নুহি ॥১০
নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রুত্বা ময়েরিতাঃ।
বর্ধিষ্যতে দাশরথেঃ পৌরুষং মদবাপ্তয়ে ॥১১
মৎসন্দেশযুতা বাচস্ত্বত্তঃ শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিধাস্যতি ॥১২
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১৩
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি ॥১৪
নহি পশ্যামি মর্ত্ত্যেষু নাসুরেষু সুরেষু বা।
যস্তস্য বমতো বাণান্ স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ ॥১৫
অপ্যর্কমপি পর্জন্যমপি বৈবস্বতং যমম্।
স হি সোঢ়ুং রণে শক্তস্তব হেতোর্বিশেষতঃ ॥১৬
স হি সাগরপর্য্যন্তাং মহীং সাধিতুমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সত্যং সুভাষিতম্।
জানকী বহু মেনে তং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১৮

হে হরিসত্তম! এই কার্য্যসম্পাদনে তুমিই প্রমাণ (সমর্থব্যবস্থাপক), যে প্রযত্ন রামের দুঃখক্ষয়কারী হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা কর।৪

হনুমন্! তুমি যত্নবান্ হইয়া রামচন্দ্রকে এবিষয়ে উদ্যুক্ত করিবে, তুমি রামের ও আমার দুঃখক্ষয় কারক হও। ভীমবিক্রম পবননন্দন হনুমান্ 'তাহাই করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবনতমস্তকে বৈদেহীকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন। দেবী মৈথিলী পবনপুত্র বানরকে প্রস্থানোদ্যত জানিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে তাহাকে বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমন্! তুমি রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কে একত্র আমার কুশল সংবাদ বলিবে। অমাত্যের সহিত সুগ্রীব এবং সমস্ত বৃদ্ধবানরকে আমার ধর্ম্মসংযুক্ত কুশল বলিবে। মহাবাহু রাঘব যে উপায়ে আমাকে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আনুকূল্য সম্পাদন করিবে।৫-৯

হে হনুমন্! কীর্ত্তিমান্ রাম আমাকে যাহাতে জীবিতাবস্থায় আশ্বস্তা (বাঁচারমত বাঁচিয়া থাকার ন্যায়) করেন, তোমাকে সেইরূপ তাঁহার নিকট বলিতে হইবে; তাহাতে তুমি বাক্যকৃত সাহায্যেও ধর্ম্মলাভ করিবে।১০

মদুক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করিলে আমাকে প্রাপ্তির জন্য নিত্য উৎসাহযুক্ত দশরথনন্দনের পৌরুষ সংবর্ধিত হইবে।১১

বীর রঘুবর তোমার নিকট হইতে আমার কথিত সংবাদযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেই পরাক্রমপ্রকাশে যথাবিধি উপায় নির্ধারণ করিবেন।১২

পবনতনয় হনুমান্ সীতার বাক্য শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৩

যিনি সংগ্রামে শত্রুসমূহকে জয় করিয়া আপনার শোক অপনোদন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া অতি ক্ষিপ্রই এস্থানে আগমন করিবেন।১৪

আমি মর্ত্ত্যবাসী অসুর বা দেবগণের মধ্যে এমন কাহাকে দেখিতে পাইতেছিনা, যে বাণবর্ষণকারী সেই রাঘবের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।১৫

এমনকি তিনি বিশেষতঃ আপনার জন্য সংগ্রামে

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমণা পুনঃপুনঃ।
ভর্ত্তৃস্নেহান্বিতং বাক্যং সৌহার্দাদনুমানয়ৎ ॥১৯
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমমিষ্যসি ॥২০
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্য শোকস্য মহতো মুহূর্ত্তং মোক্ষণং ভবেৎ ॥২১
ততো হি হরিশার্দ্দূল পুনরাগমনায় তু।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥২২
তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্দুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়ন্নিব বানর ॥২৩
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু হরীশ্বর ॥২৪
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যতি মহোদধিম্।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥২৫
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা ॥২৬
তদস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসে সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিদাংবরঃ ॥২৭
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ ॥২৮
বলৈঃ সমগ্রৈর্যুধি মাং রাবণং জিত্য সংযুগে।
বিজয়ী স্বপুরং যাযাৎ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥২৯
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥৩০

কি সূর্য্য, কি ইন্দ্র, অথবা সূর্য্যনন্দন যম সকলেরই তেজ সহ্য করিতে সমর্থ।১৬

হে জনকনন্দিনি! তিনি সাগরপর্য্যন্ত পৃথিবী জয়ে সমুদ্যত এবং আপনার প্রাপ্তির নিমিত্তই রামচন্দ্রের এই পৃথিবী জয় প্রয়োজন।১৭

তাঁহার (হনুমানের) এই শ্রবণমনোরম বাক্য সম্যক্ শ্রবণ পূর্বক জানকী প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর সীতা প্রস্থানোদ্যত হনুমানকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বামিস্নেহসমন্বিত এবং হনুমৎকথিত বাক্যের প্রশংসা করিলেন ও বলিলেন।১৮-১৯

হে শত্রুদমন বীর! যদি তুমি আমার কথা অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নির্জনস্থানে তুমি একদিন বিশ্রাম করিয়া আগামীকল্য গমন করিও।২০

হে বানর! আমার ভাগ্য খারাপ, তোমার সান্নিধ্যে থাকিলে মুহূর্ত্তকালের জন্য অন্ততঃ এই মহাশোকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া থাকিতে পারিব।২১

হে বানরশ্রেষ্ঠ! একদিন এখানে থাকিয়া গেলেও তোমার পুনরাগমনে সন্দেহ আছে, কিন্তু না আসিলে তাহাতে আমার প্রাণও সংশয়াপন্ন হইবে,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২২

হে বানর! তোমার অদর্শনজাত শোক এই অনুভূয়মান দুঃখ অপেক্ষা আরও সমধিক দুঃখিতা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে উদ্দীপিতা করিতে করিতে সন্তপ্তা করিয়া তুলিবে।২৩

হে বীর! আমার সমক্ষে অতিসুমহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, (সাক্ষাৎ কার্য্যসাধক) তোমার সহায়ক বানর ও ভল্লুকগণের সম্মেলনে হরীশ্বর সুগ্রীব, বানর ও ভল্লুকসৈন্যগণ এবং সেই রাজতনয়দ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ কি উপায়ে এই দুষ্পার সমুদ্র পার হইবেন?২৪-২৫

যেহেতু বিনতাতনয় গরুড়, বায়ু ও তুমি ইহলোকে বিদ্যমান এই তিনজনেরই এই সাগর পার হইবার শক্তি আছে।২৬

অতএব হে বীর! এই দুরতিক্রম কার্য্যসম্পাদনে তুমি কি সমাধান নিরীক্ষণ বিবেচনা করিতেছ? কার্য্যকুশলগণের মধ্যে তুমিই ত শ্রেষ্ঠ।২৭

অথবা হে শত্রুবীরঘাতন! তুমি এককই এইসব রাক্ষস বধপূর্বক আমাকে রামের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া রূপ কার্য্য পরিসাধনে পর্য্যাপ্ত, অপরের কি প্রয়োজন? তাহাতে তোমারই যশস্কর বিজয়রূপ ফল লাভ হইবে (রামের নহে)।২৮

তবে যদি সমগ্র সৈন্যের সহিত (লঙ্কায় আসিয়া) যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী রাম আমাকে

তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবেদাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥৩১
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনূমাঞ্ছ্রেষ্ঠং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥৩২
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৩
স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ ॥৩৪
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥৩৫
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ ॥৩৬
অসকৃত্তৈর্মহোৎসাহৈঃ সসাগরধরাধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥৩৭
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥৩৮
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥৩৯
তদলং পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥৪০
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাসত্ত্বৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥৪১
তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ॥৪২
সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতি যাস্যতি ॥৪৩
তদাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং প্রজ্বলন্তমিবানলম্ ॥৪৪

লইয়া নিজগৃহে গমন করেন, তবেই তাঁহার ন্যায় বীরের যথোপযুক্ত কার্য্য হয়।২৯

শক্রসৈন্যবিমর্দ্দনকারী কাকুৎস্থ রাম লঙ্কানগরীকে সৈন্যসমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত কার্য্য হয়।৩০

অতএব সেই রণবীর মহাত্মার যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। প্রয়োজন সিদ্ধিসম্পাদক সঙ্গত যুক্তিযুক্ত স্নেহপূর্ণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানও কার্য্যনির্বাহক সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ স্নেহময় প্রকৃত উত্তর বলিতে লাগিলেন।৩১-৩২

হে দেবি! বানর ও ভল্লুক-সৈন্যের অধিপতি পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীব আপনার উদ্ধারের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন।৩৩

হে বৈদেহি! রাক্ষসকুলের সংহারকারী রাম সহস্র কোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই লঙ্কায় আসিতেছেন।৩৪

ঊর্দ্ধদেশ, অধোদেশ বা বিষম দেশ কুত্রাপি যাহাদের গতি প্রতিরুদ্ধ হয় না, মনঃসঙ্কল্পের ন্যায় এবং অতি দুরূহ কার্য্যে যাহারা অবসন্ন হয় না, যাহারা দ্রুত গমন করিতে পারে,—এইরূপ পরাক্রমশালী সত্ত্বসম্পন্ন শক্তিমান্ ও অপরিমিতবীর্য্যসমন্বিত অনেক বানর তাঁহার আদেশ পালনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।৩৫-৩৬

তাহারা মহা উৎসাহের সহিত বহুবার বায়ুপথে শৈল ও সাগরের সহিত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে।৩৭

সুগ্রীবসন্নিধানে আমা অপেক্ষা সমধিকবলশালী ও সমানবলশালী বহুবনবাসী বানর রহিয়াছে। আমার অপেক্ষা ন্যূনবল কেহই নাই।৩৮

আমিই (হীনবল হইয়াও) এস্থানে আসিতে পারিয়াছি। সেই সমস্ত বিপুলশক্তিসম্পন্নদের ত কথাই নাই; কার্য্যের জন্য নিকৃষ্ট ইতর ব্যক্তিরাই প্রেরিত হইয়া থাকে, প্রধান প্রধান ব্যক্তি কোথায়ও প্রেরিত হন না। অতএব হে দেবি! আর পরিতাপের প্রয়োজন নাই; আপনার শোক অপগত হউক; হরি (বানর) যূথপতিগণ এক লম্ফেই লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন। আর বিপুল সৈন্যসহায়সম্পন্ন নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আপনার সমীপে আগমন করিবেন।৩৯-৪১

নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥৪৫

ক্ষিপ্রং ত্বং দেবি শোকস্য পারং দ্রক্ষ্যসি মৈথিলি।
রাবণঞ্চৈব রামেণ দ্রক্ষ্যসে নিহতং বলাৎ ॥৪৬

এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ ॥৪৭

তমরিঘ্নং কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্পাণিং লঙ্কাদ্বারমুপাগমৎ ॥৪৮

নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥৪৯

শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানামার্য্যে যূথান্যনেকশঃ ॥৫০

স তু মর্মণি ঘোরেণ তাড়িতো মন্মথেষুণা।
নশর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥৫১

রুদ মা দেবি শোকেন মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্।
শচীব ভর্ত্রা শক্রেণ সঙ্গমেষ্যসি শোভনে ॥৫২

রামাদ্ বিশিষ্টঃ কোঽন্যোঽস্তি কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ।
অগ্নি-মারুতকল্পৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ৌ ॥৫৩

নাস্মিংশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে
রক্ষোগণৈরধ্যুষিতেঽতিরৌদ্রে।
ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়স্য
ক্ষমস্ব মৎসঙ্গমকালমাত্রম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরযুগল রাম ও লক্ষ্মণ এক সঙ্গেই আসিয়া শরজালানলে লঙ্কাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।৪২

হে বরারোহে! রঘুকুলের আনন্দবর্ধক, রঘুনন্দন রাম রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া আপনাকে লইয়া নিজভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।৪৩

অতএব আপনি আশ্বস্তা হউন, কালের অপেক্ষা করুন ও দিবসগণনাতৎপরা হউন—আপনার শুভ হইবে। প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় আপনি অচিরেই রামকে দেখিতে পাইবেন।৪৪

পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর মিলনের ন্যায় রামের সহিত আপনি মিলিতা হইবেন।৪৫

হে দেবি! মৈথিলি! সত্বরই আপনি শোকের অবসান দেখিতে পাইবেন এবং রাবণকেও রামকর্ত্তৃক বলপূর্বক নিহত দেখিবেন।৪৬

পবনপুত্র হনুমান্ বৈদেহীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্বক গমনবুদ্ধিতে পুনরায় বৈদেহীকে বলিলেন।৪৭

আপনি অচিরেই নির্বিঘ্নে আত্মরক্ষাকারী রাম ও ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।৪৮

আর্য্যে! আপনি সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী নখ ও দন্তরূপ আয়ুধ (অস্ত্র) সম্পন্ন ও গজরাজের ন্যায় (বিশালদেহ) বানরবীর সকলকে মিলিতভাবে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে দেখিবেন। মলয়পর্বতের সানুপ্রদেশে অব্যক্তশব্দকারী এবং পর্বত ও মেঘমালার ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বানরমুখ্যগণকে বহুবার দেখিতে পাইবেন।৪৯-৫০

রাম তীব্র কামবাণে মর্মাহত হইয়া সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না।৫১

দেবি! শোকাকুলা হইয়া আর রোদন করিবেন না; আপনার মনের ভয় বিদূরিত হউক। হে শোভনে! ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় আপনি ও ভর্ত্তৃ-(স্বামি)সঙ্গলাভ করিবেন।৫২

রাম ও সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ অপেক্ষা সমধিক বলশালী কেহ নাই। অগ্নি ও বায়ুতুল্য উভয় ভ্রাতা আপনার আশ্রয় রহিয়াছেন অতএব—ভয় নাই।৫৩

দেবি! রাক্ষসগণ সমাশ্রিত এই ভয়ঙ্করপ্রদেশে আপনাকে আর বেশী দিন বাস করিতে হইবে না। আপনার প্রিয়তমের আগমনও বিলম্বিত হইবে না; রামের সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভের কালটুকু আপনি প্রতীক্ষা করুন।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

রামস্মরণহেতোঃ মনঃশিলয়া তিলকরচনা, কাকং প্রতি বাণনিক্ষেপ ইতি বৃত্তদ্বয়ং হনুমৎসমীপে উপবর্ণ্য স্বীয়দুর্দশাং নিবেদ্য, ততো বিমুক্তিপ্রার্থনাঞ্চ বিজ্ঞাপ্য সীতায়া আশীর্বাদ-পুরস্কারেণ হনূমদ্গমনানুমোদনম্ ।]

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং সীতা সুরসুতোপমা ॥১
ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সম্প্রহৃষ্যামি বানর ।
অর্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা ॥২
যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্শিতৈঃ ।
সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি ॥৩
অভিজ্ঞানঞ্চ রামস্য দত্ত্বা হরিগুণোত্তম ।
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিশাতনীম্ ॥৪
মনঃ শিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ ।
ত্বয়া প্রণষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্ত্তুমর্হসি ॥৫
স বীর্য্যবান্ কথং সীতাং হৃতাং সমনুমন্যসে ।
বসন্তীং রাক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম ॥৬
এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ ॥৭
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ ।
অতঃপরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক মনঃশিলা দ্বারা তিলকরচনা ও কাকের প্রতি বাণ মোক্ষণ রামের স্মৃতিপথে আনার উদ্দেশ্যে ঐ সকল বৃত্তান্ত হনুমানের নিকট বর্ণনপূর্বক স্বীয় দুর্দ্দশা নিবেদন ও তাহা হইতে বিমুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া আশীর্বাদ-সহকারে হনুমানের গমন অনুমোদন ।]

দেবকন্যাসদৃশী সীতা সেই মহাত্মা বায়ুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় কল্যাণজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বানর! বসুন্ধরা শস্যের অর্ধসঞ্জাত (অর্ধোৎপন্ন) অবস্থায় জলাভাবে শুষ্কপ্রায়া হইয়া (অমৃত) বৃষ্টিধারা প্রাপ্তির ন্যায় (প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়) আমি প্রিয় অমৃততুল্য মধুরভাষী তোমাকে দেখিয়া (এবং তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) হর্ষান্বিত হইলাম ।১-২

সেই পুরুষোত্তমস্পর্শাকাঙ্ক্ষিণী আমি যাহাতে আমার শোকসন্তাপে কৃশতাপ্রাপ্ত অঙ্গের দ্বারা সেই পুরুষোত্তম রামকে স্পর্শ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তদনুরূপ দয়া প্রকাশ কর ।৩

হে হরিগণশ্রেষ্ঠ! (চূড়ামণিরূপ) অভিজ্ঞান (চিহ্ন)টী শ্রীরামচন্দ্রকে দিও এবং ক্রোধবশতঃ কাকের প্রতি একচক্ষু বিনষ্টকারিণী ইষীকা (বাণ) নিক্ষেপ ও আমার (পূর্ব) তিলক নষ্ট হইলে আমার পথপার্শ্বে (তাঁহা কর্তৃক) মনঃশিলায় (ধাতুবিশেষে) তিলক সন্নিবেশ—ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও ।৪-৫

ইন্দ্র ও বরুণের ন্যায় পরাক্রমশালী সেই বীর্য্যবান্ রাম অপহৃতা ও রাক্ষসগণমধ্যে অবস্থিতা সীতার এই অবস্থা কিরূপে সহ্য করিতেছেন ? ৬

হে অনঘ (নিষ্পাপ)! এই স্বর্গীয় মনোহর চূড়ামণি আমি সুষ্ঠভাবে রক্ষা করিয়াছি; এই বিপদে ইহাকে দর্শন করিয়া তোমার দর্শনের তুল্য আনন্দলাভ করিয়াছি। সেই শ্রীমান্ সমুদ্রজাত রত্ন (অভিজ্ঞানস্বরূপে) তোমার

অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ।
রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বৎকৃতে মর্ষয়াম্যহম্ ॥৯
ধারয়িষ্যামি মাসং তু জীবিতং শত্রুসূদন।
মাসাদূর্ধ্বং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাত্মজ ॥১০
ঘোরো রাক্ষসরাজোঽয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা ময়ি।
ত্বাং চ শ্রুত্বা বিষজ্জন্তং ন জীবেয়মপি ক্ষণম্ ॥১১
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রুভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনূমান মারুতাত্মজঃ ॥১২
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥১৩
দৃষ্টা কথঞ্চিদ্ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুম্
ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি ॥১৪
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥১৫
হত্বা তু সমরে রক্ষো রাবণং সহবান্ধবৈ।
রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং
পুরীং প্রতি নেষ্যতঃ ॥১৬

যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।
প্রীতিসংজননং ভূয়স্তস্য ত্বং দাতুমর্হসি ॥১৭

সাব্রবীদ্ দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্।
এতদেব হি রামস্য দৃষ্ট্বা যত্নেন ভূষণম্ ॥১৮

শ্রদ্ধেয়ং হনুমন্ বাক্যং তব বীর ভবিষ্যতি।
স তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্লবগসত্তমঃ ॥১৯

প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে।
তমুৎপাতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য হরিযূথপম্ ॥২০

বর্ধমানং মহাবেগমুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥২১

নিকট প্রেরিত হইল; অতঃপর শোকাক্রান্তচিন্তা আমি (তোমার অনাগমনে) প্রাণধারণ করিতে সামর্থ হইব না।৭-৮

তোমার (সহিত পুনর্মিলনের আশায়) জন্যই এই অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা, হৃদয়চ্ছেদনকারী রাক্ষসীগণের কর্কশ বাক্যসমূহ ও রাক্ষসগণের মধ্যে বাস সহ্য করিতেছি। হে শত্রুনিষূদন! তোমার বিয়োগে একমাসের পর আর আমি বাঁচিতে পারিব না।৯-১০

এই রাক্ষসরাজ অত্যন্ত নৃশংস, আমার প্রতি ইহার দৃষ্টিপাত সুখকর নহে। তোমাকেও যদি বিলম্বে আগমন করিতে শ্রবণ করি, তবে আর একমাস কেন ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিব না।১১

অনন্তর বৈদেহীর রোদনের সহিত এই সকরুণ উক্তি শ্রবণপূর্বক পবনাত্মজ মহাতেজা হনুমান্ বলিলেন—হে দেবি! আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাম আপনার অপ্রাপ্তিজাত শোকে বিমনা হইয়া রহিয়াছেন এবং রাম শোকাকুল হওয়ায় লক্ষ্মণ পরিতাপ করিতেছেন।১২-১৩

আপনি কোনক্রমে দৃষ্টিগোচরা হইয়াছেন; আর বিলাপের অবসর নাই; হে ভামিনি! আপনি অতি সত্বর দুঃখরাশির অন্ত দেখিতে পাইবেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনিন্দিত রাজকুমারযুগল আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া লঙ্কাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। হে বিশালাক্ষি! বন্ধুবর্গের সহিত রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আপনাকে স্বীয় আবাসে ফিরাইয়া লইবেন।১৪-১৬

হে অনিন্দিতে! আপনার যে অভিজ্ঞান রাম বিশেষভাবে জানিতে পারেন, সেইরূপ সমধিক প্রীতিজনক অভিজ্ঞান যদি আর কিছু থাকে, তাহা আমাকে প্রদান করিতে পারেন।১৭

সীতা বলিলেন,—ওগো! আমি তোমাকে উত্তম অভিজ্ঞানই প্রদান করিয়াছি; হে বীর হনুমান্! এই ভূষণ যত্নপূর্বক দেখিলেই রাম তোমার বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন; কপিসত্তম শ্রীমান্ হনুমান্ সেই মণিরত্ন গ্রহণ পূর্বক অবনতমস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া গমনে

হনূমন্ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রুয়া অনাময়ম্ ॥২২
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি ॥২৩
ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রুয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥২৪

স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থঃ
কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ।
তদল্পশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং
দিশং হ্যুদীচীং মনসা জগাম ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সমুদ্যত হইলেন। বানরযূথপতি সেই হনুমান্‌কে উল্লম্ফনে উৎসাহযুক্ত, ক্রমশঃ বর্ধমান ও মহাবেগসম্পন্ন হইতে দেখিয়া ব্যথিতা ও অশ্রুপূর্ণবদনা জনকরাজদুহিতা বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে তাঁহাকে বলিলেন।১৮-২১

হে হনুমন্! সিংহসদৃশ মহাতেজাঃ ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে এবং সুগ্রীব ও বানরগণ সকলকেই আমার কুশল জানাইবে।২২

মহাবাহু রাঘব যাহাতে আমাকে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তুমি তাহার সমাধান করিবে।২৩

হে হরিপ্রবীর! তুমি রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমার এই তীব্র শোকাবেগ ও এই সমস্ত রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা তাঁহাকে বলিবে। তোমার গমনপথ মঙ্গল হউক।২৪

রাজনন্দিনী সীতার নিকট সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃতার্থ ও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হনুমান্ সেই কার্য্যবিষয়ে বিচার করিয়া উত্তরদিকে যাইতে মনস্থ করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[জানকীবাক্যং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং শক্তিপরীক্ষাকর্ম্মণি হনূমতো মনঃস্থাপনম্, প্রমদাবনভঙ্গ-স্থিরীপূর্বকং তস্যৈব কার্য্যে পরিনমনঞ্চ ।]

স চ বাগ্‌ভিঃ প্রশস্তাভির্গমিষ্যন্ পূজিতস্তয়া ।
তস্মাদ্ দেশাদপাক্রম্য চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥১
অল্পশেষমিদং কার্য্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা ।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥২
ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে ।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে ॥৩
ন চাস্য কার্য্যস্য পরাক্রমাদৃতে
বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদ্যতে
হতপ্রবীরাশ্চ রণে তু রাক্ষসাঃ
কথঞ্চিদীয়ুর্যদিহাদ্য মার্দবম্ ॥৪
কার্য্যে কর্ম্মণি নির্বৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ ।
পূর্ব্বকার্য্যাবিরোধেন স কার্য্যং কর্ত্তুমর্হতি ॥৫
ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্ম্মণঃ ।
যো হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে ॥৬

একচত্বারিংশ সর্গ

[জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান কর্ত্তৃক রাক্ষসগণের শক্তি পরীক্ষার কার্য্যে অবশিষ্ট মন স্থাপন ও প্রমদাবনভঙ্গ স্থির পূর্বক তাহা কার্য্যে পরিণতকরণ।]

প্রশস্তবাক্যে সীতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গমনেচ্ছু হনুমান্ সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রধান কার্য্য অসিতনয়না সীতাদর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে, আনুষঙ্গিক শত্রুসামর্থ নিরূপণরূপ অল্প কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে,—এই শত্রুবলপরীক্ষণ কার্য্যে সাম, দান ও ভেদ তিন প্রকার উপায় অতিক্রম পূর্বক চতুর্থ দণ্ডরূপ উপায়ই সাধনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে।১-২

রাক্ষসগণের প্রতি সাম প্রথম উপায় প্রয়োগে কোন ফল হইবে না, (যেহেতু সরল ব্যক্তিতে সাম ফলদায়ক, বীর কুটিলের নহে) অর্থবলে বলীয়ান্ রাক্ষসের প্রতিদান রূপ (দ্বিতীয়) উপায় ও যুক্তিযুক্ত হইবে না; বলগর্বে গর্বিত রাক্ষসগণে ভেদরূপ (তৃতীয়) উপায় প্রয়োগ করিয়াও আয়ত্তে আনা যাইবে না; অতএব এই কার্য্যে পরাক্রম দণ্ডরূপ (চতুর্থ) উপায় প্রদর্শনই আমার অভিরুচিসম্মত।৩

পরাক্রমপ্রদর্শন ব্যতীত এই রাক্ষসগণের শক্তি-নির্ণয় কার্য্যে আর অন্য কোন নিশ্চিত উপায় উপপাদন করা যাইতেছে না; আজিকার পরাক্রমপ্রকাশে মুখ্যরাক্ষসবীর কিছুসংখ্যক নিহত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে তাহারা কথঞ্চিৎ মৃদুভাব অবলম্বন করিতে পারে।৪

(সীতাদেবীর অন্বেষণরূপ) কর্তব্য কার্য্য সাধিত হইলেও যে ব্যক্তি পূর্বকার্য্যের অবিরোধে তাহা (আদিষ্ট কার্য্যের) অপেক্ষা অধিক কার্য্য সাধন করিতে পারে, সেই কার্য্য সাধনের যথোপযুক্ত পাত্র।৫

যিনি অতিযত্নে অল্পমাত্র কার্য্যের সাধকরূপে

ইহৈব তাবৎকৃতনিশ্চয়ো হ্যহং
ব্রজেয়মদ্য প্লবগেশ্বরালয়ম্ ।
পরাত্মসম্মর্দবিশেষতত্ত্ববিৎ
ততঃ কৃতং স্যান্মম ভর্তৃশাসনম্ ॥৭
কথং নু খল্বদ্য ভবেৎ সুখাগতং
প্রসহ্য যুদ্ধং মম রাক্ষসৈঃ সহ ।
তথৈব খল্বাত্মবলঞ্চ সারবৎ
সমানয়েন্মাঞ্চ রণে দশাননঃ ॥৮
ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং
সমন্ত্রিবর্গং সবলং সযায়িনম্ ।
হৃদি স্থিতং তস্য মতং বলঞ্চ
সুখেন মত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে ॥৯
ইদমস্য নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্ ।
বনং নেত্রমনঃকান্তং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ॥১০
ইদং বিধ্বংসয়িষ্যামি শুষ্কং বনমিবানলঃ ।
অস্মিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ ॥১১
ততো মহৎসাশ্বমহারথদ্বিপং
বলং সমানেষ্যতি রাক্ষসাধিপঃ ।
ত্রিশূল-কালায়সপট্টিশায়ুধং
ততো মহদ্ যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি ॥১২
অহঞ্চ তৈঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমৈঃ
সমেত্য রক্ষোভিরভঙ্গবিক্রমঃ ।
নিহত্য তদ্ রাবণচোদিতং বলং
সুখং গমিষ্যামি হরীশ্বরালয়ম্ ॥১৩
ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ।
ঊরুবেগেন মহতা দ্রুমান্ ক্ষেপ্তুমথারভৎ ॥১৪
ততস্তদ্ধনুমান্ বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্ ।
মত্তদ্বিজসমাঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ॥১৫

সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি সর্বকার্য্যসাধক হইতে পারেন না; কিন্তু যে ব্যক্তি অল্পপ্রযত্নে প্রধান কার্য্যসিদ্ধির (আনুষঙ্গিক কর্তব্য) বহুভাবে বিবেচনা করিতে সমর্থ হন তিনিই মুখ্যকার্য্য, সম্পাদনে সমর্থ।৬

যদিও আমি প্রথমতঃ সীতান্বেষণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছি, তথাপি সংগ্রাম সজ্বটিত হইলে শত্রু সামর্থ্যের সহিত আমাদের সামর্থ্যের পার্থক্য কত, তাহাও যদি জানিয়া বানররাজ সুগ্রীবমন্দিরে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রভুর আদেশ সম্যক্ ভাবে পালন করা হয়। (অন্যথায় শত্রুশক্তি জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর হইতে হইবে)।৭

আমার এই স্থানে আগমন কি প্রকারে শুভফল-জনক হয়, কি প্রকারেই বা রাক্ষসগণের সহিত স্বীয় বলপ্রয়োগে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই বা দশানন কি ভাবে স্বীয় সৈন্যের ও আমার সারবত্তার বিশেষ পরিচয় পাইয়া কাহার বা প্রশংসা করেন? ৮

অনন্তর মন্ত্রিবর্গ সৈন্য ও সারথির সহিত দশাননকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইলে আমি তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় ও সামর্থ্য অনায়াসে জানিয়া এই স্থান হইতে পুনর্যাত্রা করিব। অতএব বহ্নি কর্তৃক শুষ্কবন বিধ্বংসনের ন্যায় আমি নয়নমনোহর নানা তরুলতা সমাচ্ছন্ন নন্দনবনতুল্য এই বনকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব। ইহা ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইলে তাহার পর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে।৯-১১

অতঃপর (বনবিমর্দনাদির পর) রাক্ষসাধিপতি রাবণ (ত্রিশূল কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত অস্ত্রবিশেষ) ও পট্টিশ প্রভৃতি আয়ুধসমন্বিতা এবং হস্তী, অশ্ব, রথপরিব্যাপ্তা মহতী সেনা প্রেরণ করিবে, তাহা হইলে আমার মনস্তুষ্টিসম্পাদক সেই মহাসংগ্রাম সজ্বটিত হইবে।১২

আমিও প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সেই রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে সম্মিলিত হইয়া অখণ্ডবিক্রমে রাবণ-প্রেরিত সৈন্যবধ পূর্বক সুখে বানররাজ সুগ্রীবের গৃহে গমন করিতে পারিব।১৩

তদনন্তর ভীমবিক্রমশালী ও ক্রুদ্ধ পবননন্দন পবনের ন্যায় প্রবলবেগে বৃক্ষসমূহ ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১৪

তদ্বনং মথিতৈর্বৃক্ষৈর্ভিন্নৈশ্চ সলিলাশয়ৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৬
নানাশকুন্তবিরুতৈঃ প্রভিন্নসলিলাশয়ৈঃ।
তাম্রৈঃ কিসলয়ৈঃ ক্লান্তৈঃ ক্লান্তদ্রুমলতাযুতৈঃ ॥১৭
ন বভৌ তদ্বনং তত্র দাবানলহতং যথা।
ব্যাকুলাবরণা রেজুর্বিহ্বলা ইব তা লতাঃ ॥১৮
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চ সাদিতৈ-
র্ব্যালৈর্মৃগৈরার্ত্তরবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শিলাগৃহৈরুন্মথিতৈস্তথা গৃহৈঃ
প্রণষ্টরূপং তদভূন্মহদ্বনম্ ॥১৯
সা বিহ্বলাশোকলতাপ্রতানা
বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।
জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য
কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য ॥২০
ততঃ স কৃত্বা জগতীপতের্মহান্
মহদ্ ব্যলীকং মনসো মহাত্মনঃ।
যুযুৎসুরেকো বহুভির্মহাবলৈঃ
শ্রিয়া জ্বলংস্তোরণমাশ্রিতঃ কপিঃ ॥২১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

তারপর মহাবীর হনুমান্ মত্তবিহঙ্গকুলকূজনে মুখরিত এবং নানাতরুলতা সমাবৃত প্রমদাবন (রমণীগণের প্রমোদ উদ্যান) ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বিমর্দ্দিত বৃক্ষরাজিতে, উন্মথিত জলাশয়সমূহে, বিচূর্ণিত মনোরম (ক্রীড়া) পর্বত শিখরশ্রেণীতে, নানা পক্ষিনিনাদে, বিচ্ছিন্ন জলাশয় সকলে, তাম্রবর্ণ ম্লান কিশলয়কুলে ও বিপর্য্যস্ত দ্রুমলতায় সমাকীর্ণ সেই কানন ঐসময় দাবানলদগ্ধবনের ন্যায় সৌন্দর্য্যশূন্য হইল এবং তত্রত্য লতাগুচ্ছ স্খলিত (বিপর্য্যস্ত)-গাত্রবসনা ব্যাকুলা রমণীর ন্যায় বিরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল।১৫-১৮

লতাগৃহ চিত্রগৃহ বিশীর্ণ (বিধ্বস্ত) হইলে, হিংস্র শার্দ্দূল, হরিণাদি বন্যপশু ও পক্ষিকুল আর্তনাদ করিতে থাকিলে এবং শিলাবিনির্মিত গৃহ ও অন্যান্য গৃহসকল উত্থাপিত হইলে সেই মহান্ উদ্যান হতশ্রী হইল।১৯

অন্তঃপুরমধ্যস্থিত দশাননের রমণীগণ বিহরণ যোগ্য প্রমদাবনের অশোকলতাগুচ্ছ বিধ্বস্ত হইলে সেই বনস্থলী তখন শোকলতাগুল্মে পরিব্যাপ্তা হইল (অশোক বৃক্ষের বিরূপ অবস্থা শোকদায়িকা হইল)।২০

অতঃপর জগৎপতি মহাত্মা রাবণের এই প্রকার মানসিক অপ্রিয় সমুৎপাদন পূর্বক যুদ্ধোৎসাহে দেদীপ্যমান মহাকপি মহাবলসম্পন্ন বহুসংখ্যক রাক্ষসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় উদ্যানের বহির্দ্বারে (তোরণে) অবস্থান করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[হনূমতা প্রমদাবনং বিধ্বস্তং দৃষ্ট্বা সীতাসমীপে কোঽয়মিতি রাক্ষসীনাং জিজ্ঞাসা, 'নাহংজানে সম্ভাবয়ামি কোঽপি রাক্ষস ইতি' এবং সীতায়া উত্তরং শ্রুত্বা কেষাঞ্চিদ্ দূতানাং রাবণসমীপে গমনম্, সীতাস্থিতং কাননমৃতে নিখিলবনবিধ্বংসনসন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ ; হনূমতা রাবণপ্রেষিতানাং কিঙ্করনামকানাং রাক্ষসানাং হননবার্তাশ্রবণপূর্বকং রাবণেন প্রহস্তপুত্রস্য প্রেরণঞ্চ ।]

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গস্বনেন চ ।
বভূবুস্ত্রাসসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥১
বিদ্রুতাশ্চ ভয়ত্রস্তা বিনেদুর্ম্মৃগপক্ষিণঃ ।
রক্ষসাঞ্চ নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে ॥২
ততো গতায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষসো বিকৃতাননাঃ
তদ্বনং দদৃশুর্ভগ্নং তঞ্চ বীরং মহাকপিম্ ॥৩
স তা দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাসত্ত্বো মহাবলঃ ।
চকার সুমহদ্রূপং রাক্ষসীনাং ভয়াবহম্ ॥৪
ততস্তু গিরিসঙ্কাশমতিকায়ং মহাবলম্ ।
রাক্ষস্যো বানরং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুর্জনকাত্মজাম্ ॥৫
কোঽয়ং কস্য কুতো বায়ং কিন্নিমিত্তমিহাগতঃ ।
কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যুত ॥৬
আচক্ষ্ব নো বিশালাক্ষি মা ভূত্তে সুভগে ভয়ম্ ।
সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানয়ম্ ॥৭
অথাব্রবীৎ তদা সাধ্বী সীতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা ।
রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম ॥৮

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক প্রমদাবন বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সীতার নিকট ইনি কে এইরূপ রাক্ষসীগণের জিজ্ঞাসা, 'আমি জানিনা, হয়ত কোন রাক্ষস হইতে পারে' সীতার এই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া কতিপয় দূতের রাবণের সমীপে গমন এবং সীতাবস্থিত কানন ব্যতীত সমস্ত বনের বিধ্বংসন সংবাদ জ্ঞাপন। হনুমান্ কর্তৃক রাবণ প্রেরিত কিঙ্কর নামক বহুরাক্ষসগণের নিধন বার্তা শ্রবণ পূর্বক রাবণ কর্তৃক প্রহস্তরাক্ষসের পুত্রকে তথায় প্রেরণ।]

অনন্তর পক্ষিসংঘের নিনাদে ও বৃক্ষভঙ্গের মড়মড় শব্দে লঙ্কার অধিবাসিবৃন্দ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল।১

ভয়বিত্রস্ত ও পলায়নপরায়ণ মৃগ ও পক্ষিকুল নিনাদ করিতে লাগিল এবং রাক্ষসগণের নিকট অশুভলক্ষণ সকল প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।২

অতঃপর বনভঙ্গধ্বনিতে নিদ্রা অপগত হইলে বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ সেই ভগ্ন বন ও সেই বীর মহাকপিকে দেখিতে পাইল।৩

দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ ও মহদ্বলসম্পন্ন হনুমান তাহাদিগকে (রাক্ষসীগণকে) দেখিয়া রাক্ষসীগণের ভয়াবহ অতিবিশাল রূপ ধারণ করিল।৪

তারপর রাক্ষসীগণ পর্বতের ন্যায় বিশালশরীর বলবান্ বানরকে দেখিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল—হে বিশালাক্ষি! সুভগে! এই ব্যক্তি কে? কাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোনস্থান হইতে কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছে? তোমার সহিতই বা কি কারণে আলাপ করিল? হে কৃষ্ণনয়নপ্রান্তে! তোমার কোন ভয় নাই, এই বানর তোমার সহিত কি সংলাপ করিল,—তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ কর।৫-৭

তখন সর্বাঙ্গশোভনা সাধ্বী সীতা বলিলেন—কামরূপী রাক্ষসগণের বিশেষ বিজ্ঞান অবগত হওয়ার আমার কি উপায় আছে? এই ব্যক্তি কে এবং কি কার্য্যসাধনের

যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ ॥৯
অহমপ্যতিভীতাস্মি নৈব জানামি কো হ্যয়ম্।
বেদ্মি রাক্ষসমেবৈনং কামরূপিণমাগতম্ ॥১০
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যো বিদ্রুতা দ্রুতম্।
স্থিতাঃ কাশ্চিদ্গতাঃ কাশ্চিদ্ রাবণায় নিবেদিতুম্ ॥১১
রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
বিরূপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদিষুঃ ॥১২
অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ।
সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩
ন চ তং জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা।
অস্মাভির্বহুধা পৃষ্টা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি ॥১৪
বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো বৈশ্রবণস্য বা।
প্রেষিতো বাপি রামেণ সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া ॥১৫
তেনৈবাদ্ভুতরূপেণ যত্তত্তব মনোহরম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমৃষ্টং প্রমদাবনম্ ॥১৬
ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যস্তেন ন বিনাশিতঃ।
যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ ॥১৭
জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্ বা নোপলক্ষ্যতে।
অথবা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা ॥১৮
চারুপল্লবপত্রাঢ্যং যং সীতা স্বয়মাস্থিতা।
প্রবৃদ্ধঃ শিংশপাবৃক্ষঃ স চ তেনাভিরক্ষিতঃ ॥১৯
তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্ঞাতুমর্হসি।
সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্ ॥২০
মনঃ পরিগৃহীতাং তাং তব রক্ষোগণেশ্বর।
কঃ সীতামভিভাষেত যো ন স্যাৎ ত্যক্তজীবিতঃ ॥২১
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ ॥২২

জন্য এস্থানে আসিয়াছে, তাহা তোমরাই জানিতে পার; যেহেতু সর্পই সর্পের ব্যবসায়, উদ্‌যোগ অথবা লক্ষ জানিতে সমর্থ—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমিও অত্যন্ত ভয় পাইতেছি, এই বীর কে তাহা জানিতে পারিতেছি না; আমার মনে হয়—কোনও রাক্ষস এই প্রকার কামরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে*।৮-১০

সীতার এই অজ্ঞতাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসীগণের কেহ দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল, কেহ সেইস্থানে অবস্থান করিল, কেহ বা রাবণকে এই সংবাদ নিবেদনের জন্য গমন করিল। সেই বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ রাবণসমীপে সেই বিরূপ ভয়ঙ্কর বানরের ব্যাপার নিবেদন করিতে লাগিল,-- হে রাজন্! প্রবলপরাক্রম ভীষণাকৃতি এক বানর সীতার সহিত কথাবার্তা বলিয়া অশোককাননমধ্যে বসিয়া আছে। আমাদের কর্তৃক বহুবার জিজ্ঞাসিতা হইয়াও হরিণনয়না জনকরাজকন্যা সীতা সেই বানরের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের অথবা কুবের দূত হইতে পারে; অথবা রাম সীতার অন্বেষণ আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে এস্থানে পাঠাইতে পারেন।১১-১৫

নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ আপনার মনোহর প্রমোদকানন (প্রমদাবন) সেই অদ্ভুতাকৃতি বানর কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। সেখানে এমন কোন প্রদেশ নাই, যাহা সেই বানর কর্তৃক বিনাশিত হয় নাই; কিন্তু জানকীদেবী যে প্রদেশে আছেন, সে প্রদেশ বিনষ্ট করে নাই। জানকীর রক্ষার জন্যই হউক, অথবা পরিশ্রমবশতঃই হউক—নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না অথবা তাহার আবার পরিশ্রমই বা কি? যাহাই হউক জানকীর আশ্রয়বৃক্ষভঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে (জানকীকে) সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছে। মনোজ্ঞপল্লব ও পত্রসুশোভিত যে বৃক্ষকে স্বয়ং সীতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রবৃদ্ধ শিংশপা বৃক্ষকে বানর সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। সেই উগ্ররূপ বানরের প্রতি উগ্রদণ্ড

---

*এইস্থানে সীতার এই মিথ্যা ভাষণ দোষাবহ নহে, যেহেতু—"বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। মিত্রস্য চার্থেঽপ্যনৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" ইহা স্মরণ করিয়াই সীতার এই অসত্যভাষণ।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাম্ প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ ॥২৩
আত্মনঃ সদৃশান্ বীরান্ কিঙ্করান্নামরাক্ষসান্।
ব্যাদিদেশ মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনূমতঃ ॥২৪
তেষামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরস্বিনাম্।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ ॥২৫
মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
যুদ্ধাভিমনসঃ সর্ব্বে হনূমদ্গ্রহণোন্মুখাঃ ॥২৬
তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণস্থমবস্থিতম্।
অভিপেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥২৭
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ।
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥২৮
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাস-তোমরপাণয়ঃ।
পরিবার্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ ॥২৯

হনূমানপি তেজস্বী শ্রীমান্ পর্ব্বতসন্নিভঃ।
ক্ষিতাবাবিধ্য লাঙ্গূলং ননাদ চ মহাধ্বনিম্ ॥৩০
স ভূত্বা তু মহাকায়ো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
পুচ্ছমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥৩১
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা।
পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চেদমঘোষয়ৎ ॥৩২
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥৩৩
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনূমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৫
অর্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরাক্ষসাম্ ॥৩৬

বিধানের আদেশ করা উচিত; হে রাক্ষসগণেশ্বর! জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেই বা আপনার মনঃপরিগৃহীতা মানসবিবাহিতা সেই সীতার সহিত আলাপ করিতে পারে? ১৬-২১

রাক্ষসীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সংঘূর্ণিত-লোচন রাক্ষসেশ্বর রাবণ চিতানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২২

প্রদীপ্ত প্রদীপদ্বয় হইতে (বর্তিস্থিতপ্রজ্বলিত) জ্বালার সহিত তৈলবিন্দুপতনের ন্যায় ক্রুদ্ধ রাবণের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।২৩

মহাতেজা রাবণ হনুমানের নিগ্রহের জন্য আত্মসদৃশ পরাক্রমশালী কিঙ্করনামক রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন।২৪

তাহাদের মধ্যে অশীতি (আশী) সহস্র বীর কিঙ্কর কূট মুদ্গর প্রভৃতি আয়ুধ হস্তে লইয়া সেই (রাক্ষস) ভবন হইতে নির্গত হইল।২৫

মহোদর, মহাদংষ্ট্রা (দন্ত), ঘোররূপ, মহাভাগ ও সংগ্রাম সমুৎসুক হনুমান্‌কে গ্রহণ (আক্রমণ) করিবার নিমিত্ত উন্মুখ। তাহার সকলে তোরণোপরি (যুদ্ধাভিলাষে) অবস্থিত সেই কপিবরের সমীপবর্তী হইয়া পাবকাভিমুখ পতঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল।২৬-২৭

তাহারা বিচিত্র গদা, কাঞ্চনবলয়যুক্ত পরিঘ, সূর্য্যসঙ্কাশ শরসমূহদ্বারা বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল এবং মুদ্গর, পট্টিশ, শূল প্রাস ও তোমর হস্তে লইয়া সহসা হনুমানের চারিদিকে পরিবেষ্টন পূর্বক পুরোভাগে (সম্মুখে) অবস্থান করিল।২৮-২৯

তেজস্বী শ্রীমান্ হনুমানও পর্বততুল্যাকৃতি হইয়া ভূতলে লাঙ্গূলতাড়নাদ্বারা আস্ফালন পূর্বক মহানিনাদ করিলেন। সেই পবনপুত্র হনুমান্ কিন্তু বিশালশরীর ধারণ করিয়া পুচ্ছ শব্দে লঙ্কা পরিপূরিত করিতে করিতে পুচ্ছ আস্ফোটন করিতে লাগিলেন।৩০-৩১

তাঁহার সেই পুচ্ছাস্ফোটিত শব্দে ও মহান্ প্রতিধ্বনিতে গগনমণ্ডল হইতে বিহগকুল নিপতিত হইতে লাগিল এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন— অতি বলবান্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত মহারাজ সুগ্রীবের জয়। আমি অক্লিষ্টকর্মা

তস্য সন্নাদশব্দেন তেঽভবন্ ভয়শঙ্কিতাঃ।
দদৃশুশ্চ হনূমন্তং সন্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্ ॥৩৭
স্বামিসন্দেশনিঃশঙ্কাস্ততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্।
চিত্রৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ ॥৩৮
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্ব্বতঃ স মহাবলঃ।
আসসাদায়সং ভীমং পরিঘং তোরণাশ্রিতম্ ॥৩৯
স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্।
সপন্নগমিবাদায় স্ফুরন্তং বিনতাসুতঃ ॥৪০
বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।
সূদয়ামাস বজ্রেণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্ ॥৪১

স হত্বা রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাত্মজঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবস্থিতঃ ॥৪২
ততস্তস্মাদ্ভয়ান্মুক্তাঃ কতিচিত্তত্র রাক্ষসাঃ।
নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্ব্বান্ রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥৪৩
স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং
নিশম্য রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।
সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে
প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জয়ম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কোশলাধিপতির দাস, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা এবং পবননন্দন হনুমান্।৩২-৩৪

সহস্র সহস্র শিলা ও পাদপসমূহে প্রহার করিতে থাকিলে সহস্র রাবণ ও আমার প্রতিযোদ্ধা (সমকক্ষ যোদ্ধা) হইতে পারে না।৩৫

সমস্ত রাক্ষসের সমক্ষেই লঙ্কানগরী বিমথিত করিয়া মৈথিলীকে অভিবাদনপূর্ব্বক সিদ্ধপ্রয়োজন অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইব।৩৬

হনুমানের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যাকালীন সমুন্নত মেঘের ন্যায় হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।৩৭

অনন্তর প্রভু (রাবণের) আদেশে নিঃশঙ্কচিত্ত রাক্ষসগণ বিচিত্রবর্ণ ভয়ঙ্কর প্রহরণ (অস্ত্রশস্ত্র) দ্বারা হনুমানকে ইতস্ততঃ প্রহার করিতে লাগিল।৩৮

সেই সকল বীর (রাক্ষস) গণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত মহাবল হনুমান্ তোরণদ্বারে সমাশ্রিত লৌহময় ভয়ানক পরিঘ গ্রহণ করিলেন।৩৯

বিস্ফুরিত সর্প লইয়া বিনতানয় গরুড়ের ন্যায় সেই হনুমান্ সেই পরিঘ লইয়া নিশাচরসমূহ বধ করিতে লাগিলেন।৪০

বীর বায়ুপুত্র পরিঘ লইয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সহস্রনেত্র ইন্দ্র বজ্র (রূপ অস্ত্র) দ্বারা দৈত্যগণের ন্যায় তিনিও রাক্ষসদের বধ করিতে লাগিলেন।৪১

কিঙ্কর নামক রাক্ষসকুল হত্যা করিয়া মহাবীর পবননন্দন হনুমান্ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোরণোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪২

তারপর সেই যুদ্ধভয় হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় রাক্ষস রাবণসমীপে সমস্ত কিঙ্করসৈন্যের মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিল।৪৩

রাক্ষসগণের মহাবল নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিতলোচন রাজা পরাক্রমে অতুলনীয় রণদুর্জ্জয় প্রহস্ত-(রাক্ষসের) পুত্র জাম্বুমালীকে সমরগমনে আদেশ করিলেন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণপ্রেরিতকিঙ্করসৈন্যহননপূর্বকং রাক্ষসকুলদেবতানাং চৈত্যপ্রাসাদং ধ্বংসয়িতুং হনুমত উদ্যোগঃ, প্রাসাদরক্ষকৈঃ প্রাপ্তপ্রহারেণ হনুমতা তেষাং বিনাশঃ, রামনামকীর্তনানন্তরং স্বীয়পরাক্রমং প্রকট্য চৈত্যপ্রাসাদস্তম্ভোৎপাটনপূর্বকং তং ঘূর্ণয়তো হনূমতঃ প্রাসাদদাহঃ, ততোঽন্তরীক্ষ-গমনম্, অচিরেণৈবকালেনেয়ং নগরী যূয়ঞ্চ বিধ্বংসিতা ভবেয়ুরিতি নিবেদনম্ ।]

ততঃ স কিঙ্করান্ হত্বা হনূমান্ ধ্যানমাস্থিতঃ ।
বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ ॥১
তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসা দর্শয়ন্ বলম্ ॥২
চৈত্যপ্রাসাদমুৎপ্লুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ।
আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩
আরুহ্য গিরিসঙ্কাশং প্রাসাদং হরিযূথপঃ ।
বভৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৪
সম্প্রধৃষ্য তু দুর্ধর্ষশ্চৈত্যপ্রাসাদমুন্নতম্ ।
হনুমান্ প্রজ্বলঁল্লক্ষ্ম্যা পারিযাত্রোপমোঽভবৎ ॥৫
স ভূত্বা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্ মারুতাত্মজঃ ।
ধৃষ্টমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥৬
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা ।
পেতুর্বিহঙ্গমাস্তত্র চৈত্যপালাশ্চ মোহিতাঃ ॥৭
অস্ত্রবিজ্জয়তাং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥৮
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
হনূমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥৯
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥১০
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্ ।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥১১
এবমুক্ত্বা মহাকায়শ্চৈত্যস্থো হরিযূথপঃ ।
ননাদ ভীমনির্হ্রাদো রক্ষসাং জনয়ন্ ভয়ম্ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[রাবণপ্রেরিত কিঙ্করদের হত্যা করিয়া অদৃষ্টপূর্ব রাক্ষসকুলদেবতার চৈত্য প্রাসাদ ধ্বংস করিতে উদ্যোগ প্রাসাদরক্ষকের প্রহার হনুমান্ কর্তৃক প্রাপ্ত বধ এবং রাম নাম গর্জন পূর্বক নিজ পরাক্রম প্রকটিত করিয়া চৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তাহা ভ্রমণ করাইতে করাইতে প্রাসাদ দগ্ধ করণ পরে অন্তরিক্ষে গমন পূর্বক বলিলেন অচিরেই এই নগরী ও তোমরা বিধ্বস্ত হইবে এইরূপ নিবেদন ।]

কিঙ্কর নামক রাক্ষসসৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া হনুমান্ অনন্তর মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমি প্রমদাবন বিধ্বস্ত করিয়াছি, রক্ষঃকুলদেবতার চৈত্য প্রাসাদ ত বিনষ্ট করি নাই। অতএব অদ্যই পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক আমি এই প্রাসাদ বিধ্বংস করিয়া ফেলিব, হনুমান্ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন ।১-২

পবনপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রাক্ষসকুলদেবতার চৈতপ্রাসাদে উল্লম্ফন পূর্বক অধিরোহণ করিলেন ।৩

পর্বতসদৃশ প্রাসাদপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই সুমহৎতেজঃসম্পন্ন হরিযূথপতি উদিত দ্বিতীয়সূর্য্যের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ মনোজ্ঞ উত্তম চৈত্যপ্রাসাদ বিধ্বংসন পূর্বক বিজয়লক্ষ্মী সমুজ্জ্বল হইয়া পারিযাত্র (কুলাচল) পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন ।৪-৫

পবনপুত্র স্বীয় প্রভাবে সুবৃহৎ শরীর ধারণ পূর্বক সিংহনাদে লঙ্কানগরী পরিব্যাপ্ত করিতে করিতে নির্ভয়ে চৈত্যপ্রাসাদ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ।৬

তাহার সেই শ্রবণকঠোর মহান্ আস্ফোটিত শব্দে পক্ষিকুল ভূতলে নিপতিত ও চৈত্যপাল মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইল ।৭

অস্ত্রবিদ্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক। রাঘবরক্ষিত সুগ্রীবের জয় হউক। অক্লিষ্টকর্মা কোশলাধিপতি রামের দাস, শত্রুসৈন্যগণের নিহন্তা আমি পবনপুত্র হনুমান্ সহস্র সহস্র শিলা ও বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে সহস্র রাবণও সংগ্রামে আমার প্রতিপক্ষ হইতে পারেনা। রাক্ষসগণ সমক্ষে লঙ্কাপুরী

তেন নাদেন মহতা চৈত্যপালাঃ শতং যযুঃ।
গৃহীত্বা বিবিধানস্ত্রান্ প্রাসান্ খড়্গান্ পরশ্বধান্ ॥১৩
বিসৃজন্তো মহাকায়া মারুতিং পর্য্যবারয়ন্।
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ ॥১৪
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং বাণৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ।
আবর্ত্ত ইব গঙ্গায়াস্তোয়স্য বিপুলো মহান্ ॥১৫
পরিক্ষিপ্য হরিশ্রেষ্ঠং স বভৌ রক্ষসাং গণঃ।
ততো বাতাত্মজঃ ক্রুদ্ধো ভীমরূপং সমাস্থিতঃ ॥১৬
প্রাসাদস্য মহাংস্তস্য স্তম্ভং হেমপরিষ্কৃতম্।
উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৭
ততস্তং ভ্রাময়ামাস শতধারং মহাবলঃ।
তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদশ্চাপ্যদহ্যত ॥১৮
দহ্যমানং ততো দৃষ্ট্বা প্রাসাদং হরিযূথপঃ।
স রাক্ষসশতং হত্বা বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্ ॥১৯
অন্তরিক্ষস্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
মাদৃশানাং সহস্রাণি বিসৃষ্টানি মহাত্মনাম্ ॥২০
বলিনাং বানরেন্দ্রাণাং সুগ্রীববশবর্ত্তিনাম্।
অটন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥২১
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ ॥২২
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ সন্তি বায়ু বলোপমাঃ।
অপ্রমেয়বলাঃ কেচিৎ তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ ॥২৩
ঈদৃগ্বিধৈস্তু হরিভির্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ।
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি ॥২৪
আগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ সর্ব্বেষাং বো নিষূদনঃ।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ ॥
যস্য ত্বিক্ষ্বাকুবীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাত্মনা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বিধ্বংস করিয়া মিথিলারাজনন্দিনীকে অভিবাদন পূর্বক কৃতকৃত্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।৮-১১

চৈত্যপ্রাসাদোপরি উপবিষ্ট বৃহদাকৃতি হরিযূথপতি এই কথা বলিয়া রাক্ষসকুলের ভীতিসমুৎপাদন পূর্বক ভীমরবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহানিনাদে প্রাস, খড়গ, পরশু প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেপণাস্ত্র লইয়া শতসংখ্যক বিপুলাকৃতি চৈত্যপ্রাসাদরক্ষক উপস্থিত হইল এবং সেই অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বানরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিচিত্র গদা, কাঞ্চন-বলয়ান্বিত পরিঘ ও সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী শরজালে সেই বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ কপিশ্রেষ্ঠকে বেষ্টন করিয়া গঙ্গাজলপ্রবাহের বিপুল আবর্ত্তের (জলভ্রমির) ন্যায় শোভা পাইয়ত লাগিল। অনন্তর বায়ুপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। পবনাত্মজ মহান্ ও মহাবল হনুমান্ সেই প্রাসাদের সুবর্ণোজ্জ্বল শতধার স্তম্ভ উৎপাটন পূর্বক তাহা সবেগে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিদ্যমান অগ্নি প্রাসাদকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া বজ্রপ্রহারে ইন্দ্রের অসুর নিধনের ন্যায় কপিযূথপতি সেই একশত রাক্ষস নিধন পূর্বক আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মা সুগ্রীবের বশবর্তী আমার ন্যায় বলবান্ সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠ আমরা ও অন্যান্য বানরগণ প্রভুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি সেই হরিযূথপতিদের মধ্যে কতগুলি দশহস্তিতুল্য, কেহ কেহ বা সহস্র হস্তিতুল্য বল ও বিক্রমসম্পন্ন। কেহ কেহ ওঘসঙ্ঘাতগজবলসম্পন্ন অথবা (ওঘজলপ্রবাহ) জল-প্রবাহের ন্যায় বলবিশিষ্ট, কেহ কেহ বায়ুর তুল্য বলশালী, কেহ কেহ বা অপরিমিত (অসীম) বলশালী। দন্ত ও নখর রূপ আয়ুধযুক্ত এই প্রকার শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, কোটি কোটি, বানরগণ পরিবৃত তোমাদের নিহন্তা সুগ্রীবও আগমন করিবেন। ইক্ষ্বাকুবংশের বীর মহাত্মা রামের সহিত তোমরা যখন বদ্ধবৈর হইয়াছ, তখন তোমাদের লঙ্কাপুরীও নাই, তোমরাও নাই এবং রাবণও নাই—জানিও।১২-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[হনূমতং নিগ্রহীতুং রাবণপ্রেরিত-জম্বুমালিনো যুদ্ধে বিনাশঃ ।]

সন্দিষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রহস্তস্য সুতো বলী ।
জম্বুমালী মহাদংষ্ট্রো নির্জগাম ধনুর্ধরঃ ॥১
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ ।
মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ ॥২
ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং মহদ্ রুচিরসায়কম্ ।
বিস্ফারয়াণো বেগেন বজ্রাশনিসমস্বনম্ ॥৩
তস্য বিস্ফারঘোষেণ ধনুষো মহতা দিশঃ ।
প্রদিশশ্চ নভশ্চৈব সহসা সমপূর্য্যত ॥৪
রথেন খরযুক্তেন তমাগতমুদীক্ষ্য সঃ ।
হনুমান্ বেগসম্পন্নো জহর্ষ চ ননাদ চ ॥৫
তং তোরণবিটঙ্কস্থং হনূমন্তং মহাকপিম্ ।
জম্বুমালী মহাতেজা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬
অর্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা ।
বাহ্বোর্বিব্যাধ নারাচৈর্দশভিস্তু কপীশ্বরম্ ॥৭
তস্য তচ্ছুশুভে তাম্রং শরেণাভিহতং মুখম্ ।
শরদীবাম্বুজং ফুল্লং বিদ্ধং ভাস্কররশ্মিনা ॥৮
তত্তস্য রক্তং রক্তেন রঞ্জিতং শুশুভে মুখম্ ।
যথাকাশে মহাপদ্মং সিক্তং কাঞ্চনবিন্দুভিঃ ॥৯
চুকোপ বাণাভিহতো রাক্ষসস্য মহাকপিঃ ।
ততঃ পার্শ্বেঽতিবিপুলাং দদর্শ মহতীং শিলাম্ ॥১০

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্‌কে নিগৃহীত করার জন্য রাবণ কর্তৃক প্রেরিত জম্বুমালীকে যুদ্ধে নিধন ।]

প্রহস্তের পুত্র রক্তমাল্য ও রক্তবসনধারী মনোজ্ঞ-কুণ্ডলকর্ণ, মাল্যশোভিত, বিঘূর্ণিতনেত্র, সমরদুর্জয়, মহান্ বলবান্, মহাদংষ্ট্র, মহাধনুর্ধর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত জম্বুমালী রাক্ষসরাজের আদেশে (সুতীক্ষ্ণ) মহান্ ও মনোজ্ঞ বাণ বজ্রনিনাদতুল্যনিনাদিত ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনুতে জ্যা আরোপণ পূর্বক টঙ্কার করিতে করিতে (গৃহ হইতে) নির্গত হইলেন (যুদ্ধযাত্রা করিলেন) ।১ ৩

তাঁহার সেই মহাধনুর বিস্ফারণশব্দে দিক্ বিদিক্ ও নভোমণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।৪

খর (গর্দভ)-বাহিত রথারোহণে সমাগত জম্বুমালীকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই বেগবান্ হনুমান্ আনন্দিত হইলেন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।৫

মহাতেজা জম্বুমালী তোরণস্তম্ভোপরি অবস্থিত সেই মহাকপি হনুমান্‌কে নিশিতশরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল ।৬

বদনমণ্ডলে অর্ধচন্দ্রাকৃতিবাণ, মস্তকদেশে একটী কর্ণি (নামক) বাণ এবং বাহুযুগলে দশটী নারাচ (নামক) বাণে কপীশ্বরকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল ।৭

তাঁহার স্বাভাবিক লোহিতবর্ণমুখ বাণবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণসম্পাতে বিকশিত শারদীয় রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল ।৮

তাঁহার সেই (স্বাভাবিক) রক্তমুখ রক্তরঞ্জিত হইয়া গগনমণ্ডলে রক্তাশোকপুষ্পরসবিন্দুসিক্তমহান্ পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৯

তরসা তাং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ জববদ্ বলী।
তাং শরৈর্দশভিঃ ক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ ॥১১
বিপন্নং কর্ম্ম তদ্ দৃষ্ট্বা হনুমাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
সালং বিপুলমুৎপাট্য ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্ ॥১২
ভ্রাময়ন্তং কপিং দৃষ্ট্বা সালবৃক্ষং মহাবলম্।
চিক্ষেপ সুবহূন্ বাণাঞ্জম্বুমালী মহাবলঃ ॥১৩
সালং চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ বানরং পঞ্চভির্ভুজে।
উরস্যেকেন বাণেন দশভিস্তু স্তনান্তরে ॥১৪
স শরৈঃ পূরিততনুঃ ক্রোধেন মহাতা বৃতঃ।
তমেব পরিঘং গৃহ্য ভ্রাময়ামাস বেগিতঃ ॥১৫
অতিবেগোঽতিবেগেন ভ্রাময়িত্বা বলোৎকটঃ।
পরিঘং পাতয়ামাস জম্বুমালের্মহোরসি ॥১৬
তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ।
ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ ॥১৭
স হতস্তরসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ।
পপাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ ॥১৮
জম্বুমালিং সুনিহতং কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্।
চুক্রোধ রাবণঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥১৯
স রোষসংবর্তিততাম্রলোচনঃ
প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।
অমাত্যপুত্রানতিবীর্য্যবিক্রমান্
সমাদিদেশাশু নিশাচরেশ্বরঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষসের শরজালে অভিহত হইয়া মহাকপি ক্রুদ্ধ হইলেন ও তৎপরে পার্শ্বে অতিবিশাল একটি মহতী শিলা দেখিতে পাইলেন।১০

অতিবেগে বলবান্ হনুমান্ সবলে সেই শিলা সমুৎপাটনপূর্বক নিক্ষেপ করিলেন ও ক্রুদ্ধ রাক্ষস দশটি বাণে ঐ শিলা খণ্ডিত করিল।১১

প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বীর্য্যবান্ হনুমান্ সেই (শিলা-নিক্ষেপ) কার্য্য ব্যর্থ হইতে দেখিয়া প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক তাহা ভ্রমণ করাইতে (ঘুরাইতে) লাগিলেন।১২

মহাবলশালী জম্বুমালী মহাবল হনুমান্‌কে শালবৃক্ষ ভ্রমণ-করাইতে দেখিয়া বহুতর শর নিক্ষেপ করিল এবং চারিবাণে শালবৃক্ষ ছেদন করিল; বানরকে পাঁচবাণে বাহুতে, একবাণে বক্ষঃস্থলে এবং দশবাণে স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিল।১৩-১৪

শরজালে ব্যাপ্তশরীর হনুমান্ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া (শত্রুনিক্ষিপ্ত) সেই পরিঘ গ্রহণপূর্বক সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।১৫

মদোদ্ধত অতিবেগসম্পন্ন হনুমান প্রবলবেগে সেই পরিঘ ভ্রমণকরাইয়া জম্বুমালীর বিশাল বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাহার মস্তক, বাহুদ্বয়, জানুযুগল, ধনুঃ, রথ, (রথবাহী অশ্বস্থানীয়) গর্দ্দভ, বাণসমূহ কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না।১৬-১৭

হনুমান্ কর্তৃক বলে নিহত জম্বুমালী চূর্ণিতদেহ বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।১৮

জম্বুমালীর ও মহাবল কিঙ্করগণের নিধনসংবাদ শ্রবণ-পূর্বক রাবণ ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। মহাবল প্রহস্তপুত্র নিহত হইলে ক্রোধে রক্তবর্ণচক্ষুর্দ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় বল ও বিক্রমশালী অমাত্যপুত্রগণকে সত্বর যুদ্ধগমনে আদেশ প্রদান করিলেন।১৯-২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পবননন্দনেন পূর্বং কিঙ্করনামকরাক্ষসবধবৎ সপ্তানাং মন্ত্রিপুত্রাণাং যমালয়প্রেষণম্, পুনস্তত্তোরণমারুহ্য তস্যাবস্থানঞ্চ ।]

ততস্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সুতাঃ ।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চিবর্চসঃ ॥১
মহদ্বলপরীবারা ধনুষ্মন্তো মহাবলাঃ ।
কৃতাস্ত্রাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥২
হেমজালপরিক্ষিপ্তৈর্ধ্বজবদ্ভিঃ পতাকিভিঃ ।
তোয়দস্বননির্ঘোষৈর্বাজিযুক্তৈর্মহারথৈঃ ॥৩
তপ্তকাঞ্চনচিত্রাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ ।
বিস্ফারয়ন্তঃ সংহৃষ্টাস্তড়িদ্বন্ত ইবাম্বুদাঃ ॥৪
জনন্যস্তাস্ততস্তেষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্ ।
বভূবুঃ শোকসম্ভ্রান্তাঃ সবান্ধবসুহৃজ্জনাঃ ॥৫
তে পরস্পরসংঘর্ষাৎ তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ ।
অভিপেতুর্হনূমন্তং তোরণস্থমবস্থিতম্ ॥৬
সৃজন্তো বাণবৃষ্টিং তে রথগর্জিতনিঃস্বনাঃ ।
প্রাবৃট্ কাল ইবাম্ভোদা বিচেরুর্নৈর্ঋতাম্বুদাঃ ॥৭
অবকীর্ণস্ততস্তাভি র্হনূমান্ শরবৃষ্টিভিঃ ।
অভবৎ সংবৃতাকারঃ শৈলরাড়িব বৃষ্টিভিঃ ॥৮
স শরান্ বঞ্চয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ ।
রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঽম্বরে ॥৯
স তৈঃ ক্রীড়ন্ ধনুষ্মদ্ভির্ব্যোম্নি বীরঃ প্রকাশতে ।
ধনুষ্মদ্ভির্যথা মেঘৈর্মারুতঃ প্রভুরম্বরে ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[পবননন্দনের পূর্বে কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণের ন্যায় মন্ত্রিপুত্র সাতজনকে যমালয়ে প্রেরণ এবং পুনরায় সেই তোরণের উপর আরোহণপূর্বক অবস্থান ।]

অনন্তর রাক্ষসাধিপতির আদেশে অগ্নিতুল্যতেজ, সম্পন্ন মহতী সেনাসমন্বিত, অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত, অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অহমহমিকাবশতঃ পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী ধনুর্ধারী, সংহৃষ্ট, অমিতবিক্রম সপ্ত মন্ত্রিপুত্র, সুবর্ণজালবেষ্টিত বিশেষ ধ্বজা ও পতাকা বিশিষ্ট, মেঘতুল্যধ্বনি-সমন্বিত, অশ্বযুক্ত মহারথে (আরোহণ পূর্বক) তপ্তসুবর্ণ চিত্রিতধনুক আস্ফালন করিতে করিতে বিদ্যুদ্‌বিভূষিত মেঘমালার ন্যায় সেই (রাক্ষস) ভবন হইতে বহির্গত হইলেন ।১-৪

কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে জানিয়া সেই সময়ে তাহাদের জননীগণ বান্ধব ও সুহৃদ্‌গণের সহিত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িল ।৫

তপ্তসুবর্ণালঙ্কারভূষিত মন্ত্রিপুত্রগণ প্রত্যেকে অগ্রে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া তোরণোপরি নিশ্চলভাবে অবস্থিত হনুমানের অভিমুখে প্রধাবিত হইল ।৬

রথগর্জন সদৃশ গর্জ্জনকারী সেই রাক্ষসরূপ মেঘসকল বাণবর্ষণ করিতে করিতে বর্ষাকালের মেঘমালার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল ।৭

তাহাদের শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হনুমান্ বৃষ্টির জলে সমাচ্ছাদিত পর্বতের ন্যায় অদৃশ্যাকৃতি হইলেন ।৮

ক্ষিপ্রগামী হনুমান নির্মল গগনে (ইতস্ততঃ) বিচরণ করিতে করিতে সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত শর ও রথবেগ পরিহার করিতে লাগিলেন (অর্থাৎ ক্ষিপ্রগতিতে

স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসয়ংস্তাং মহাচমূম্।
চকার হনুমান্ বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্য্যবান্॥১১
তলেনাভিহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরন্তপঃ।
মুষ্টিভিশ্চাহনৎ কাংশ্চিন্নখৈঃ কাংশ্চিদ্ব্যদারয়ৎ॥১২
প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদূরুভ্যামপরানপি।
কেচিৎ তস্যৈব নাদেন তত্রৈব পতিতা ভুবি॥১৩
ততস্তেষ্ববপন্নেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ।
তৎসৈন্যমগমৎ সর্ব্বং দিশো দশ ভয়ার্দিতম্॥১৪
বিনেদুর্বিস্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি বাজিনঃ।
ভগ্ননীড়ধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূশ্চ কীর্ণাভবদ্ রথৈঃ॥১৫

স্রবতা রুধিরেণাথ স্রবন্ত্যো দর্শিতাঃ পথি।
বিবিধৈশ্চ স্বনৈর্লঙ্কা ননাদ বিকৃতং তদা॥১৬
স তান্ প্রবৃদ্ধান্ বিনিহত্য রাক্ষসান্
মহাবলশ্চণ্ড-পরাক্রমঃ কপিঃ।
যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব রাক্ষসৈ-
স্তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণম্॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥

আকাশে উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে লক্ষ্য অস্থির হওয়ায় শর তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না বা রথও তাঁহার অনুসরণে সমর্থ হইল না)।৯

ইন্দ্রধনুসুশোভিত মেঘমালার সহিত প্রভু (স্বীয়জনক) বায়ুর ন্যায় বীর (হনুমান্) সেই ধনুর্দ্ধারীদের (রাক্ষসগণের) সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আকাশে শোভমান হইলেন।১০

সেই বীর্য্যবান্ হনুমান্ ঘোর নিনাদে সেই মহাসৈন্যের ভীতি উৎপাদনপূর্বক রাক্ষসগণের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন।১১

শত্রুতাপন হনুমান্ কতকগুলি (রাক্ষস)কে চপেটাঘাতে, কতকগুলিকে পাদাঘাতে ও কতকগুলিকে মুষ্টিপ্রহারে নিহত করিলেন, কতকগুলিকে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।১২

কতকগুলিকে বক্ষঃস্থল দ্বারা, অপর কতকগুলিকে উরুদ্বারা বিমর্দ্দিত করিলেন; কেহ কেহ তাঁহার বিকট শব্দে সেইস্থানে ভূতলে পতিত হইল।১৩

অতঃপর তাহারা অবসন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে ভয়বিহ্বল সেই রাক্ষসসৈন্যসকল দশ দিকে পলায়ন করিল। হস্তিসকল বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; অশ্বসমূহ ভূমিতলে নিপতিত হইল, ভগ্ন নীড়-(রথারোহীর অধিষ্ঠান) স্থান ছত্র ও পতাকার সহিত রথসমূহে ধরাতল সমাচ্ছাদিত হইল।১৪-১৫

ক্ষরিতরুধিরপ্রবাহে পথে রক্তনদীসকল পরিদৃষ্ট হইল; সেই সময়ে রাক্ষসগণের বিবিধ বিকৃত শব্দে লঙ্কানগরী (প্রতিধ্বনিত) শব্দে যেন বিকৃত নিনাদ করিতে লাগিল।১৬

প্রচণ্ডপরাক্রম মহাবল বীর হনুমান্ প্রবীণ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া পুনরায় অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই তোরণের উপরিভাগে গমন করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অথ রাবণপ্রেরিতানাং পঞ্চসংখ্যকানাং সেনাপতিনাং বধসাধনপূর্ব্বকং পুনস্তত্তোরণোপরি অবস্থানম্ ।]

হতান্ মন্ত্রিসুতান্ বুদ্ধা বানরেণ মহাত্মনা ।
রাবণঃ সংবৃতাকারশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ॥১
স বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌদুর্দ্ধরঞ্চৈব রাক্ষসম্ ।
প্রঘসং ভাসকর্ণঞ্চ পঞ্চসেনাগ্রনায়কান্ ॥২
সন্দিদেশ দশগ্রীবো বীরান্নয়বিশারদান্ ।
হনূমদ্‌গ্রহণেঽব্যগ্রান্ বায়ুবেগসমান্ যুধি ॥৩
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ ।
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ॥৪
যত্তৈশ্চ খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদ্য বনালয়ম্ ।
কর্ম্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্ ॥৫
ন হ্যহং তং কপিং মন্যে কর্ম্মণা প্রতি তর্কয়ন্ ।
সর্ব্বথা তন্মহদ্ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্ ॥৬
বানরোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা নহি শুধ্যতি মে মনঃ ।
নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেয়ং প্রস্তুতা কথা ॥৭
ভবেদিন্দ্রেণ বা সৃষ্টমস্মদর্থং তপোবলাৎ ।
সনাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-দেবাসুরমহর্ষয়ঃ ॥৮
যুষ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ময়া সহ বিনির্জ্জিতাঃ ।
তৈরবশ্যং বিধাতব্যং ব্যলীকং কিঞ্চিদেব নঃ ॥৯
তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্ ।
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ ॥১০

ষট্চত্বারিংশ সর্গ

[অনন্তর রাবণপ্রেরিত পাঁচজন সেনাপতির বধসাধন পূর্বক হনুমানের পুনরায় সেই তোরণে অবস্থান ।]

মহাবল বানর কর্তৃক মন্ত্রিপুত্রগণ নিহত হইয়াছে জানিয়া অন্তরস্থ ভয় সংগোপনপূর্বক ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধবিষয়ে উত্তম বুদ্ধি করিয়া দশগ্রীব রাবণ নীতি-বিশারদ বায়ুতুল্য বেগশালী হনুমানের গ্রহণে বিলম্বকারী বীর বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পঞ্চ প্রধান সেনাপতিকে হনুমানকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন ।১-৩

তোমরা সকলে, অশ্ব, হস্তী, রথ ও মহাবলশালী পদাতি সৈন্যসহকারে নিজেরা সৈন্যগণের অগ্রবর্তী হইয়া গমন কর এবং সেই কপিকে (হনুমানকে) শাসন কর ।৪

বনবাসী সেই বানরের সমীপে গমন পূর্বক সাবধানে থাকিবে এবং সতর্কতার সহিত দেশ ও কালের অবিরোধে কর্তব্য কার্য্যের সমাধান করিবে ।৫

কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তাহাকে সাধারণ বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। সর্বপ্রকারে তাহাকে অদ্ভুত বলশালী মহাপ্রাণী বলিয়াই মনে করি ।৬

যেহেতু যে সব ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তাহাকে বানর বলিয়া আমার চিত্ত পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছে না ।৭

আমাদের নিগ্রহের জন্য তপোবলে দেবেন্দ্র ইহাকে সৃষ্টি করিতেও পারে। আমার ও মৎপ্রেরিত তোমাদের সকল কর্তৃক নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেব, অসুর ও মহর্ষিগণ পরাভূত হইয়াছে সুতরাং আমাদের কিছু অপ্রিয় সাধন তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। অতএব তাহাই (ইন্দ্রসৃষ্টপ্রাণীই) হইবে ;

সবাজি-রথ-মাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ।
নাবমন্যো ভবদ্ভিশ্চ কপির্ধীরপরাক্রমঃ ॥১১
দৃষ্টা হি হরয়ঃ পূর্ব্বং ময়া বিপুলবিক্রমাঃ ।
বালী চ সহসুগ্রীবো জাম্ববাংশ্চ মহাবলঃ ॥১২
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ ।
নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥১৩
ন মতির্ন বলোৎসাহো ন রূপপরিকল্পনম্ ।
মহৎসত্ত্বমিদং জ্ঞেয়ং কপিরূপং ব্যবস্থিতম্ ॥১৪
প্রযত্নং মহদাস্থায় ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ ।
কামং লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ সসুরাসুরমানবাঃ ॥১৫
ভবতামগ্রতঃ স্থাতুং ন পর্য্যাপ্তা রণাজিরে ।
তথাপি তু নয়জ্ঞেন জয়মাকাঙ্ক্ষতা রণে ॥১৬
আত্মা রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চঞ্চলা ।
তে স্বামিবচনং সর্ব্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ ॥১৭
সমুৎপেতুর্মহাবেগা হুতাশসমতেজসঃ ।
রথৈশ্চ মত্তৈর্নাগৈশ্চ বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ ॥১৮
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বৈশ্চোপহিতা বলৈঃ ।
ততস্তু দদৃশুর্বীরা দীপ্যমানং মহাকপিম্ ॥১৯
রশ্মিমন্তমিবোদ্যন্তং স্বতেজোরশ্মিমালিনম্ ।
তোরণস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্ ॥২০
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহাভুজম্ ।
তং সমীক্ষ্যৈব তে সর্ব্বে দিক্ষু সর্ব্বাস্ববস্থিতাঃ ॥২১
তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ ।
তস্য পঞ্চায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ সিতাঃ পীতমুখাঃ শরাঃ ।
শিরস্যুৎপলপত্রাভা দুর্ধরেণ নিপাতিতাঃ ॥২২
স তৈঃ পঞ্চভিরাবিদ্ধঃ শরৈঃ শিরসি বানরঃ ।
উৎপপাত নদন্ ব্যোম্নি দিশো দশ বিনাদয়ন্ ॥২৩

তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহাকে অচিরে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিবে। অশ্ব, গজ, রথ ও মহান্ (পদাতি) সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তোমরা সকলে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধে গমন কর এবং বানরকে শাসন কর। তোমরা সেই ভীম-পরাক্রমশালী বানরকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিবে না ।৮-১১

আমি শীঘ্রই পূর্ব্বে বিপুলপরাক্রমশালী সুগ্রীবের সহিত বালী, মহাবল জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিদ প্রভৃতি অনেক বানরকে অবলোকন করিয়াছি কিন্তু তাহাদের গতি এতাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে, তাহাদের তেজঃ নাই, পরাক্রম নাই, বুদ্ধি নাই, সামর্থ্য নাই, উৎসাহ নাই ও যথেচ্ছভাবে রূপগ্রহণ সামর্থ্য নাই, অতএব ইহাকে বানররূপধারী মহাসত্ত্বসম্পন্ন প্রাণী বলিয়া জানিবে, পরম প্রযত্নে তোমরা তাহার নিগ্রহ করিবে। যদিও ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, অসুর এবং মানবগণের সহিত ত্রিলোক (স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল) রণাঙ্গনে তোমাদের সমক্ষে অবস্থানে অসমর্থ, তথাপি যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী নীতিজ্ঞের পক্ষে সর্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু যুদ্ধে সিদ্ধি (জয়) লাভ অনিশ্চিত। হুতাশনতুল্যতেজস্বী সেই মহাবল রাক্ষসসকল প্রভুর আদেশ অঙ্গীকার (শিরোধার্য্য) করিয়া রথ, মদমত্তহস্তী, মহাবেগশালী অশ্ব, তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র ও সর্বপ্রকার বলে সুসজ্জিত হইয়া প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল। অনন্তর সেই বীরগণ মহাবেগবান্ মহাধ্যবসায়সম্পন্ন মহামুৎসাহী (অলৌকিককার্য্যে দৃঢ় প্রযত্নকে উৎসাহ বলা হয়) প্রখর বুদ্ধিমান্, মহাবল মহদাকৃতিযুক্ত ও মহাবাহু সেই মহাকপিকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় স্বীয়তেজঃ-প্রভাবে দীপ্যমান হইয়া তোরণের উপরিভাগে অবস্থিত দেখিল। তোরণস্থিত তাহাকে (কপিকে) নিরীক্ষণ করিয়াই সকল দিকে অবস্থিত সেই রাক্ষসবীরগণ সেই সেই (গৃহীত) ভয়াবহ অস্ত্রের সহিত স্ব স্ব অধিষ্ঠান স্থান হইতে অগ্রসর হইল। দুর্ধর্ষ রাক্ষস সুবর্ণপুঙ্খ, উৎপলপত্রপ্রভাবিশিষ্ট লৌহময় তীক্ষ্ণ শাণিত পাঁচটী শর তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিল ।১২-২২

সেই পঞ্চশরে মস্তকে বিদ্ধ হইয়া হনুমান্ স্বীয়

ততস্তু দুর্ধরো বীরঃ সরথঃ সজ্যকার্মুকঃ।
কিরঞ্ শরশতৈর্নৈকৈরভিপেদে মহাবলঃ ॥২৪
স কপির্বারয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবর্ষিণম্।
বৃষ্টিমন্তং পয়োদান্তে পয়োদমিব মারুতঃ ॥২৫
অর্দ্যমানস্ততস্তেন দুর্ধরেণানিলাত্মজঃ।
চকার নিনদং ভূয়ো ব্যবর্ধত চ বীর্য্যবান্ ॥২৬
স দূরং সহসোৎপত্য দুর্ধরস্য রথে হরিঃ।
নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরাবিব ॥২৭
ততঃ স মথিতাষ্টাশ্বং রথং ভগ্নাক্ষকূবরম্।
বিহায় ন্যপতদ্ভূমৌ দুর্ধরস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥২৮
তং বিরূপাক্ষ-যূপাক্ষৌ দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
তৌ জাতরোষৌ দুর্ধর্ষাবুৎপেততুররিন্দমৌ ॥২৯
স তাভ্যাং সহসোৎপ্লুত্য বিষ্ঠিতো বিমলেঽম্বরে।
মুদ্গরাভ্যাং মহাবাহুর্বক্ষস্যভিহতঃ কপিঃ ॥৩০

তয়োর্বেগবতোর্বেগং নিহত্য স মহাবলঃ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ ॥৩১
স সালবৃক্ষমাসাদ্য সমুৎপাট্য চ বানরঃ।
তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাত্মজঃ ॥৩২
ততস্তাংস্ত্রীন্ হতাঞ্জ্ঞাত্বা বানরেণ তরস্বিনা।
অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রঘসো বলী ॥৩৩
ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্য্যবান্।
একতঃ কপিশার্দূলং যশস্বিনমবস্থিতৌ ॥৩৪
পট্টিশেন শিতাগ্রেণ প্রঘসঃ প্রত্যপোথয়ৎ।
ভাসকর্ণশ্চ শূলেন রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্ ॥৩৫
স তাভ্যাং বিক্ষতৈর্গাত্রৈরসৃগ্দিগ্ধতনূরুহঃ।
অভবদ্ বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥৩৬
সমুৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগ-ব্যাল-পাদপম্।

নিনাদে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া ব্যোম (গগন) পথে উৎপতিত হইলেন।২৩

তখন রথের সহিত জ্যাযুক্ত কার্মুকধারী মহাবল বীর দুর্ধর নামক রাক্ষস শত শত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে হনুমানের সমীপবর্তী হইল।২৪

বর্ষাকালাবসানে (শরৎকালে) পবনের বারিবর্ষণকারী মেঘাপসারণের ন্যায় পবননন্দন আকাশে অবস্থিত থাকিয়াই স্বীয় হুংকারশব্দে শরবর্ষণকারী দুর্ধর নামক রাক্ষসের বাণবর্ষণ প্রতিরোধ করিলেন।২৫

অনন্তর বায়ুপুত্র বীর্য্যবান্ হনুমান্ দুর্ধরের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় ভীষণ নিনাদ করিলেন ও (স্বয়ং) শরীরের বৃদ্ধিসম্পাদন করিতে লাগিলেন।২৬

পর্বতোপরি বজ্রপাতের ন্যায় হনুমান্ সহসা দূর হইতে মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক দুর্ধরের রথোপরি নিপতিত হইলেন।২৭

তৎপরে দুর্ধরের অষ্ট অশ্ব বিমর্দ্দিত ও অক্ষ কুবর ভগ্ন হইলে সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া বিগতপ্রাণ দুর্ধর ভূতলে নিপতিত হইল।২৮

তাহাকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া অরিবিমর্দ্দনকারী দুর্ধর্ষ বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গগনে উৎপতিত হইল।২৯

তাহারা দুইজন সহসা উল্লম্ফনপূর্বক নির্মল নভোমণ্ডলে অধিষ্ঠিত মহাবাহু হনুমানের বক্ষঃস্থলে দুই মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিল।৩০

বেগবান্ হনুমান্ রাক্ষসদ্বয়ের মুদ্গর প্রহার বেগ নিষ্ফল করিয়া গরুড়ের ন্যায় অতিবেগে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।৩১

পবনাত্মজ বানর শালবৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া তাহা উৎপাটনপূর্বক তাহার দ্বারা প্রহার করিয়া সেই রাক্ষসবীরদ্বয়কে নিহত করিলেন।৩২

বলবান্ বানর সেই তিনজনকে নিধন করিয়াছে জানিয়া মহাবেগ বলশালী প্রঘস ও অতিক্রুদ্ধ বীর্য্যবান্ শূলহস্ত ভাসকর্ণ উভয়ে একত্র অবস্থিত হইয়া—প্রঘস শাণিত পট্টিশ ও রাক্ষস ভাসকর্ণ শূলদ্বারা সেই কপিশ্রেষ্ঠ যশস্বী হনুমানকে প্রোথিত করিল।৩৩-৩৫

এতদুভয়ের দ্বারা বিক্ষতগাত্র রক্তলিপ্তগাত্রলোম হওয়ায় বালসূর্য্যতুল্য অরুণপ্রভোদ্ভাসিত বানর ক্রুদ্ধ

জঘান হনুমান্‌বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।
গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্তৌ বভূবতুঃ ॥৩৭
ততস্তেষ্ববসন্নেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু।
বলং তদবশেষন্তু নাশয়ামাস বানরঃ ॥৩৮
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধৈর্যোধান্‌রথৈরথান্।
স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥৩৯
হয়ৈর্নাগৈস্তুরঙ্গৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ।
হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ ॥৪০

হইলেন এবং মৃগ, ব্যাল, সর্প ও পাদপসঙ্কুল পর্বতশৃঙ্গ সমুৎপাটন পূর্বক সেই রাক্ষসদ্বয়কে আঘাত করিলেন; তাহাতে তাহারা সেই পর্বতশৃঙ্গদ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া তিল তিল হইয়া গেল।৩৬-৩৭

সেই পঞ্চসেনাপতি নিহত হইলে বানর অবশিষ্ট সৈন্য সংহার করিলেন। ইন্দ্রের অসুরনিধনের ন্যায় সেই কপি অশ্ব দ্বারা (প্রহার করিয়া) অশ্বদিগকে, গজদ্বারা গজসমূহকে, যোদ্ধা দ্বারা যোদ্ধাসকলকে ও রথের দ্বারা রথনিবহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।৩৮-৩৯

ততঃ কপিস্তান্ ধ্বজিনীপতীন্ রণে
নিহত্য বীরান্ সবলান্ সবাহনান্।
তথৈব বীরঃ পরিগৃহ্য তোরণং,
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

হত হস্তী তুরঙ্গ, ভগ্ন যুগন্ধর (যোয়াল) মহারথ এবং নিহত রাক্ষসে ভূমিতে গমনপথ চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইল।৪০

এইরূপে বীর হনুমান্ যুদ্ধে বল ও বাহনের সহিত সেই বীর সেনাপতিদিগকে সংহার করিয়া প্রলয়কালে অবসর প্রাপ্ত কৃতান্তের ন্যায় (সমস্ত জীব প্রলয়ে বিনষ্ট হইলে আর হন্তব্য কিছু না থাকায়) তিনিও অবসর পাইয়া পূর্ববৎ তোরণ অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[হনুমতা যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিতস্য রাবণপুত্রস্য অক্ষস্য বধঃ।]

সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্
হনুমতা সানুচরান্ সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং
কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥১

স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ
প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো
দ্বিজাতি-মুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ ॥২

ততো মহান্ বালদিবাকরপ্রভং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালসন্ততম্।
রথং সমাস্থায় যযৌ স বীর্য্যবান্
মহাহরিং তং প্রতি নৈর্ঋতর্ষভঃ ॥৩

ততস্তপঃ সংগ্রহ সঞ্চয়ার্জিতং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালচিত্রিতম্।
পতাকিনং রত্নবিভূষিতধ্বজং
মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্ ॥৪

সুরাসুরাধৃষ্যমসঙ্গচারিণং
তড়িৎপ্রভং ব্যোমচরং সমাহিতম্।
সতূণমষ্টাসিনিবদ্ধবন্ধুরং
যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্ ॥৫

বিরাজমানং প্রতিপূর্ণবস্তুনা
সহেমদাম্না শশি-সূর্য্যবর্চসা।
দিবাকরাভং রথমাস্থিতস্ততঃ
স নির্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ ॥৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত রাবণের পুত্র অক্ষনামক রাক্ষস বধ]

হনুমান্ কর্ত্তৃক সানুচর সবাহন পঞ্চসেনাপতির নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী সমরোদ্ধত ও উৎকণ্ঠিত কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।১

রাবণের দৃষ্টিচালনেই যুদ্ধগমনের জন্য প্রেরিত হইয়া প্রতাপশালী সুবর্ণময় বিচিত্র ধনুর্ধারী সেই রাক্ষস অক্ষ যজ্ঞশালায় ব্রাহ্মণোত্তম প্রদত্ত ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত উদ্দীপ্ত বহ্নির ন্যায় সমুৎপতিত হইল।২

অতঃপর বীর্য্যবান্ মহান্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অক্ষ বিশুদ্ধ সুবর্ণজাল পরিব্যাপ্ত ও নবোদিত সূর্য্যকিরণরাগরঞ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেই মহাবানরের অভিমুখে যাত্রা করিল।৩

সঞ্চিত, দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার প্রভাবে সমুপার্জিত, তপ্তকাঞ্চন জাল বিচিত্রিত, রত্নবিভূষিতধ্বজ ও পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত, মানসতুল্য বেগশালী অষ্টঅশ্বশ্রেষ্ঠ সংযোজিত, দেব দানবের অজেয়, নিরালম্ব (ভূতলাদি অবলম্বন ব্যতীত) চারী, আকাশ ও পর্ব্বতোপরি অব্যাহতগতি, অতএব আকাশপথে বিচরণশীল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, তূণ (ইষুধি) (অষ্টদিকে) অষ্টঅসি দ্বারা রথফলক সজ্জিত, যথাক্রমে শক্তি ও তোমর

স পূরয়ন্ খঞ্চ মহীঞ্চ সাচলাং
তুরঙ্গমাতঙ্গমহারথস্বনৈঃ।
বলৈঃ সমেতৈঃ সহতোরণস্থিতং
সমর্থমাসীনমুপাগমৎ কপিম্ ॥৭
স তং সমাসাদ্য হরিং হরীক্ষণো
যুগান্তকালাগ্নিমিব প্রজাক্ষয়ে।
অবস্থিতং বিস্মিতজাতসম্ভ্রমং
সমৈক্ষতাক্ষো বহুমানচক্ষুষা ॥৮
স তস্য বেগঞ্চ কপের্মহাত্মনঃ
পরাক্রমং চারিষু রাবণাত্মজঃ।
বিচারয়ন্ স্বঞ্চ বলং মহাবলো
যুগক্ষয়ে সূর্য্য ইবাভিবর্দ্ধত ॥৯
স জাতমন্যুঃ প্রসমীক্ষ্য বিক্রমং
স্থিতঃ স্থিরঃ সংযতি দুর্নিবারণম্।
সমাহিতাত্মা হনুমন্তমাহবে
প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥১০

ততঃ কপিং তং প্রসমীক্ষ্য গর্ব্বিতং
জিতশ্রমং শত্রুপরাজয়োচিতম্।
অবৈক্ষতাক্ষঃ সমুদীর্ণমানসং
সবাণপাণিঃ প্রগৃহীতকার্ম্মুকঃ ॥১১
স হেমনিষ্কাঙ্গদচারুকুণ্ডলঃ
সমাসসাদাশু পরাক্রমঃ কপিম্।
তয়োর্বভূবাপ্রতিমঃ সমাগমঃ
সুরাসুরাণামপি সম্ভ্রমপ্রদঃ ॥১২
ররাস ভূমির্ন ততাপ ভানুমান্
ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।
কপেঃ কুমারস্য চ বীর্য্যসংযুগং
ননাদ চ দ্যৌরুদধিশ্চ চুক্ষুভে ॥১৩
স তস্য বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ
সুবর্ণপুঙ্খান্ সবিষানিবোরগান্।
সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববি-
চ্ছরানথ ত্রীন্ কপিমূর্দ্ধ্ন্যতাড়য়ৎ ॥১৪

সমাবেশিত, হেমমালা সহ সূর্য্য চন্দ্রপ্রভাবিদ্যোতিত, সমরোপকরণ সম্ভারে বিরাজিত ও সূর্য্যপ্রভ সেই রথে আরোহণ করিয়া অমরতুল্যপরাক্রমশালী অক্ষ গমন করিতে লাগিলেন।৪-৬

সেই কুমার অক্ষ অশ্বগণের হ্রেসারবে, হস্তিযূথের বৃংহিত নাদে এবং মহারথের (নির্ঘোষ)নিনাদে গগনমণ্ডল ও সশৈল পৃথিবী পরিপূরিত করিয়া সমবেত সৈন্য সমভিব্যাহারে তোরণোপরি সমাসীন সামর্থ্যসম্পন্ন হনুমানের সম্মুখীন হইল।৭

সিংহতুল্য ভয়ঙ্করদৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষ হনুমানের সমীপবর্ত্তী হইয়া বালক আমার সহিত যুদ্ধার্থে উপস্থিত বলিয়া সম্ভ্রমযুক্ত লোকসংহরণনিমিত্ত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অবস্থিত সেই কপিবরকে সসম্মানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।৮

মহাবল রাবণাত্মজ হনুমানের বেগ, শত্রুমধ্যে তাহার পরাক্রম এবং স্বীয় সৈন্য সামর্থ্য বিচার করিয়া প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।৯

ক্রোধাবিষ্ট অথচ ধীরভাবে অবস্থিত ও সংযতচিত্ত অক্ষ সমরে দুর্নিবার দর্শনীয় পরাক্রম হনুমানকে তিনটী শাণিত শরনিক্ষেপে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিল।১০

ধনুর্বাণধারী অক্ষ গর্বিত, ক্লান্তিশূন্য, শত্রুপরাজয়ে সমর্থ, নিশ্চিন্তচিত্ত হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন।১১

হেমময় (নিষ্ক) বক্ষোভূষণ, অঙ্গদ মনোজ্ঞকুণ্ডলালঙ্কৃত, তীক্ষ্ণপৌরুষ অক্ষ হনুমানের নিকট উপস্থিত হইল; তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে দেব ও দানবের ভয়প্রদ অতুলনীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইল।১২

কপি ও কুমারের বীর্য্যপূর্ণ সংগ্রাম অবলোকন করিয়া ভূতলবাসী চিৎকার করিতে লাগিল; সূর্য্য তেজোহীন হইলেন; বায়ু প্রবাহিত হইলেন না; পর্বত

স তৈঃ শরৈর্মূর্দ্ধ্নি সমং নিপাতিতৈঃ
ক্ষরন্নসৃগ্‌দিগ্ধবিবৃত্তনেত্রঃ।
নবোদিতাদিত্যনিভঃ শরাংশুমান্
ব্যরাজতাদিত্য ইবাংশুমালিকঃ ॥১৫
ততঃ প্লবঙ্গাধিপমন্ত্রিসত্তমঃ
সমীক্ষ্য তং রাজবরাত্মজং রণে।
উদগ্রচিত্রায়ুধচিত্রকার্ম্মুকং
জহর্ষ চাপূর্য্যত চাহবোন্মুখঃ ॥১৬
স মন্দরাগ্রস্থ ইবাংশুমালী
বিবৃদ্ধকোপো বলবীর্য্যসংবৃতঃ।
কুমারমক্ষং সবলং সবাহনং
দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিস্তদা ॥১৭
ততঃ স বাণাসনশক্রকার্ম্মুকঃ
শরপ্রবর্ষো যুধি রাক্ষসাম্বুদঃ।
শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে
বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে ॥*১৮
কপিস্ততস্তং রণচণ্ডবিক্রমং
প্রবৃদ্ধতেজোবল-বীর্য্যসায়কম্।
কুমারমক্ষং প্রসমীক্ষ্য সংযুগে
ননাদ হর্ষাদ্ ঘনতুল্যনিঃস্বনঃ ॥১৯
স বালভাবাদ্ যুধি বীর্য্যদর্পিতঃ
প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।
সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং
গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ ॥২০
স তেন বাণৈঃ প্রসভং নিপাতিতৈ-
শ্চকার নাদং ঘননাদনিঃস্বনঃ।
সমুৎসহেনাশু নভঃ সমারুজন্
ভুজোরুবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ ॥২১
সমুৎপতন্তং সমভিদ্রবদ্ বলী
স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।

প্রকম্পিত হইল, নভস্থল নিনাদিত হইল ও সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।১৩

অতঃপর লক্ষ্যদর্শন (বাণ যাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সেই লক্ষ্য স্থিরভাবে দর্শনে) শরসন্ধানে ও শরমোক্ষণে কুশল বীর রাক্ষস অক্ষ সুবর্ণপুঙ্খ সুমুখ পক্ষযুক্ত সবিষসর্পের ন্যায় তিনিটী শরে কপির মস্তকে আঘাত করিল।১৪

যুগপৎ মস্তকে নিপতিত সেই শরত্রয়ে বিদ্ধ, ক্ষরিতরুধির ধারায় অভিষিক্ত, বিশালনেত্রসম্পন্ন ও সমস্তকস্থিত শররূপ কিরণমালী হনুমান্ নবোদিত আদিত্যের ন্যায় লোহিতমূর্ত্তি অংশু (কিরণ)-মালী হইয়া আদিত্যসদৃশী শোভা প্রাপ্ত হইলেন।১৫

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী সমরোন্মুখ হনুমান্ অত্যুত্তম চিত্র আয়ুধ (অস্ত্র) ও চিত্র ধনুর সহিত রাজশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া হর্ষান্বিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।১৬

মন্দরাচলের শিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ক্রোধপরিপূর্ণ হনুমান্ সেই সময়ে নয়নবহ্নি কিরণজালায় যেন বল ও বাহনের সহিত কুমার অক্ষকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।১৭

গিরিরাজোপরি মেঘমালার বারিবর্ষণের ন্যায় যুদ্ধে শরধারারূপ বৃষ্টিযুক্ত রাক্ষসরূপ মেঘ, বিচিত্র ধনুঃরূপ ইন্দ্রধনুঃশোভিত হইয়া বানরোত্তমরূপ পর্বতে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।১৮

যুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, তেজ, বল, বীর্য্য ধনুর্বাণে সমৃদ্ধ, কুমার অক্ষকে যুদ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া হনুমান্ আনন্দে মেঘনাদের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিলেন।১৯

বালকস্বভাববশতঃ অত্যন্ত বীর্য্যগর্বিত এবং ক্রোধভরে রক্তনেত্র হইয়া কুমার অক্ষ হস্তীর তৃণাচ্ছাদিত মহাকূপে পতনের ন্যায় যুদ্ধে অতুলনীয় বানরের সহিত সম্মিলিত হইল।২০

ক্ষিপ্র নিক্ষিপ্ত কুমারের বাণনিকরে আহত বানর

* কোন কোন গ্রন্থে ১৮নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়।

স তস্য তানষ্ট শরান্ মহাহয়ান্ সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্ত্তনে।

রথী রথশ্রেষ্ঠতরঃ কিরঞ্ছরৈঃ
পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্মবৃষ্টিভিঃ ॥২২
স তাঞ্ছরাংস্তস্য হরির্বিমোক্ষয়ং-
শ্চচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে।
শরান্তরে মারুতবদ্বিনিষ্পতন্
মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ ॥২৩
তমাত্তবাণাসনমাহবোন্মুখং
খমাস্তৃণন্তং বিবিধৈঃশরোত্তমৈঃ।
অবৈক্ষতাক্ষং বহুমানচক্ষুষা
জগাম চিন্তাং স চ মারুতাত্মজঃ ॥২৪
ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ
কুমারবর্যেণ মহাত্মনা নদন্।
মহাভুজঃ কর্ম্ম বিশেষতত্ত্ববিদ্
বিচিন্তয়ামাস রণে পরাক্রমম্ ॥২৫
অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ
করোত্যয়ং কর্ম্ম মহন্মহাবলঃ
ন চাস্য সর্ব্বাহবকর্ম্মশালিনঃ
প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে ॥২৬
অয়ং মহাত্মা চ মহাংশ্চ বীর্য্যতঃ
সমাহিতশ্চাতিসহশ্চ সংযুগে
অসংশয়ং কর্ম্মগুণোদয়াদয়ং
সনাগযক্ষৈর্মুনিভিশ্চ পূজিতঃ ॥২৭
পরাক্রমোৎসাহবিবৃদ্ধমানসঃ
সমীক্ষতে মাং প্রমুখোঽগ্রতঃ স্থিতঃ।
পরাক্রমো হ্যস্য মনাংসি কম্পয়েৎ
সুরাসুরাণামপি শীঘ্রকারিণঃ ॥২৮
ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ
পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্ধতে

নিজ বাহু বিক্ষেপপূর্বক ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়া উৎসাহের সহিত সত্বর নভোমণ্ডলের সন্তাপসম্পাদক মেঘনিনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিলেন।২১

শৈলোপরি মেঘের শিলাবৃষ্টির ন্যায় অন্যান্য রথী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রথী, প্রতাপান্বিত, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, বলবান্ অক্ষ বাণবর্ষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধপথগামী সেই বানরকে অভিদ্রাবিত করিল।২২

মানসতুল্য বেগশালী ভীমবিক্রম বীর হনুমান্, সমাগতশরজালমধ্যবর্তী সংগ্রামে বায়ুর ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার সেই শরজাল (দ্রুত গমনপূর্বক শরীর স্পর্শ করিতে না দিয়া) ব্যর্থ করত বায়ুপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৩

সমরোদ্যত গৃহীতধনু অক্ষকে নানাবিধ উত্তম শরসমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্নকারী অক্ষকে পবনপুত্র সম্মানসূচক দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে এবং এতাদৃশ বীরকে কি প্রকারে বধ করিব ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।২৪

অনন্তর কুমারশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অক্ষের শরসঙ্ঘাতে বক্ষস্থলে বিদ্ধ পরাক্রমের বিশেষতাভিজ্ঞ মহাবাহু হনুমান্, হুঙ্কার নিনাদ করিতে করিতে সংগ্রামে অক্ষকুমারের পরাক্রম বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৫

নবোদিত দিবাকরতুল্য এই প্রশংসনীয় বিক্রম মহাবল রাক্ষস বালক (অবালকের) প্রবীণের ন্যায় কর্ম করিতেছে, অতএব এই সময়ে সর্বপ্রকার যুদ্ধকর্মকুশল এই বীরের নিধনে আমার বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইতেছে না অর্থাৎ ইহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।২৬

এই মহাতপা বীর্য্যাধিক্যবশতঃ অত্যন্ত মহান্, অপ্রমত্ত, যুদ্ধে প্রহারাদির সাংগ্রামিক ক্লেশসহনশীল ও পরাক্রমপ্রকাশরূপ কর্মগুণের নৈপুণ্য এই কুমার অক্ষ নাগ এবং যক্ষগণের সহিত মুনিগণের প্রশংসা ভাজন হইবে—সন্দেহ নাই।২৭

পরাক্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণচিত্ত বীরমুখ্য অক্ষ পুরোভাগে অবস্থিত থাকিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে,—এই ক্ষিপ্রকারীর পরাক্রম দেব ও দানবগণের হৃদয় প্রকম্পিত করিতে পারে।২৮

সংগ্রামে ইহার পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব

প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে
ন বর্দ্ধমানোঽগ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥২৯
ইতি প্রবেগস্তু পরস্য তর্কয়ন্
স্বকর্ম্মযোগঞ্চ বিধায় বীর্য্যবান্ ।
চকার বেগন্তু মহাবলস্তদা
মতিঞ্চ চক্রেঽস্য বধে তদানীম্ ॥৩০
স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্
সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্ত্তনে ।
জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে
তলপ্রহারৈঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥৩১
ততস্তলেনাভিহতো মহারথঃ
স তস্য পিঙ্গাধিপমন্ত্রিনির্জ্জিতঃ ।
স ভগ্ননীড়ঃ পরিবৃত্তকূবরঃ
পপাত ভূমৌ হতবাজিরম্বরাৎ ॥৩২
স তং পরিত্যজ্য মহারথো রথং
সকার্ম্মুকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতন্ ।

ইহাকে উপেক্ষা করিলে সে যে আমাকে অভিভূত (বিপর্য্যস্ত) করিবে না—এমন নহে (অবশ্যই করিবে)। অতএব ইহার বিনাশ আমার অভিপ্রেত ; যেহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।২৯

এই প্রকারে শত্রুর সামর্থ্য বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া কর্ত্তব্য যুদ্ধকর্ম্মে স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতি উপায় বিবেচনা পূর্ব্বক মহাবল বীর্য্যবান্ হনুমান্ সেইসময়ে তাহাকে বিনাশ করার বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং বেগ প্রকাশ করিলেন।৩০

সেই বীর বায়ুপুত্র হনুমান্ বিচিত্রমণ্ডল সব্যাপসব্যাদি বিচরণে সুশিক্ষিত ভারসহনসমর্থ মহান্ আটটী উত্তম অশ্বকে চপেটাঘাতে বায়ুমার্গে বধ করিলেন।৩১

বানরাধিপতি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ কর্তৃক পরাভূত-করতলপ্রহারাভিহত মহারথ হতাশ্ব ভগ্ননীড় (রথীর অবস্থান স্থানকে নীড় বলে) পরিবৃত্ত কুবর (যুগন্ধর) হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল।৩২

ততোঽভিযোগাদৃষিরুগ্রবীর্য্যবান্
বিহায় দেহং মরুতামিবালয়ম্ ॥৩৩
কপিস্ততস্তং বিচরন্তমম্বরে
পতৎ ত্রিরাজানিলসিদ্ধসেবিতে ।
সমেত্য তং মারুতবেগবিক্রমঃ
ক্রমেণ জগ্রাহ চ পাদয়োর্দৃঢ়ম্ ॥৩৪
স তং সমাবিধ্য সহস্রশঃ কপি-
র্মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ ।
মুমোচ বেগাৎ পিতৃতুল্যবিক্রমো
মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ ॥৩৫
স ভগ্নবাহূরুকটীপয়োধরঃ
ক্ষরন্নসৃঙ্ নির্মথিতাস্থিলোচনঃ ।
সম্ভিন্নসন্ধিঃ প্রবিকীর্ণবন্ধনো
হতঃ ক্ষিতৌ বায়ুসুতেন রাক্ষসঃ ॥৩৬
মহাকপির্ভূমিতলে নিপীড্য তং
চকার রক্ষোঽধিপতের্মহদ্ভয়ম্ ।

উগ্রবীর্য্যবান্ ঋষির তপঃপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমনের ন্যায় মহারথ অক্ষ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণের সহিত খড়্গ ধারণ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইল।৩৩

বায়ুতুল্যবেগ ও বিক্রমশালী সেই হনুমান্ বিহগরাজ গরুড়, পবন ও সিদ্ধগণ সেবিত আকাশে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ তাহার (অক্ষের) সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পা দুইটী ধরিয়া ফেলিলেন।৩৪

গরুড়ের মহাসর্পগ্রহণের ন্যায় পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী বানরোত্তম হনুমান্ সংগ্রামে তাহাকে (অক্ষকে) গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রবার (বহুবার) সবেগে ভ্রমণ করাইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

বায়ুপুত্র কর্তৃক ক্ষিতিতলে নিক্ষিপ্ত রাক্ষসের বাহু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্ন এবং অস্থি ও লোচন নির্মথিত হইল, সন্ধিসমূহ প্রভিন্ন ও সন্ধিবন্ধনসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া নিহত হইল।৩৬

মহর্ষিভিশ্চক্রচরৈঃ সমাগতৈঃ
সমেত্য ভূতৈশ্চ সযক্ষ-পন্নগৈঃ।
সুরৈশ্চ সেন্দ্রৈর্ভৃশজাতবিস্ময়ৈ-
র্হতে কুমারে স কপির্নিরীক্ষিতঃ ॥৩৭
নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে
কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষণম্।
তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

মহাকপি তাহাকে ভূমিতলে নিপীড়ন করিয়া রক্ষোঽধিপতির মহদ্ভয় উৎপাদন করিলেন; কুমার অক্ষ নিহত হইলে সমাগত ইন্দ্রসহ দেবগণ, যক্ষ ও পন্নগগণের সহিত ভূতগণ, মহর্ষি ও চক্রচর গ্রহগণ সম্মিলিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে সেই কপিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতনয়তুল্য বিক্রমাশালী রক্তনেত্র কুমার অক্ষকে সমরে নিধন করিয়া বীর হনুমান্ প্রলয়কালীন যমের ন্যায় কার্য্যান্তর না থাকায় অবসর প্রতীক্ষায় পুনরায় সেই তোরণে অভিগমন করিলেন।৩৭ ৩৮

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন হিতোপদিষ্টস্যেন্দ্রজিতো হনূমৎসমীপে গমনম্, দ্রুতগামিনা হনূমতেন্দ্রজিতো বাণস্য ব্যর্থে সতি ইন্দ্রজিতা ব্রহ্মাস্ত্রেণ তস্য বন্ধনম, বন্ধনমোচনসমর্থস্যাপি হনূমতো রাবণদর্শনেচ্ছো স্তস্যানুবর্তনম্ ; তেন সহেন্দ্রজিতো রাবণসমীপে গমনঞ্চ।]

ততস্তু রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
হনূমতাক্ষে নিহতে কুমারে।
মনঃ সমাধায় স দেবকল্পং
সমাদিদেশেন্দ্রজিতং সরোষঃ ॥১

ত্বমস্ত্রবিচ্ছস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ
সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্ম্মা
পিতামহারাধনসঞ্চিতাস্ত্রঃ ॥২

ত্বদস্ত্রবলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং সুরেশ্বরসমাশ্রিতাঃ ॥৩

ন কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগেন গতশ্রমঃ।
ভুজবীর্য্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ ॥
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ ॥৪

ন তেঽস্ত্যশক্যং সমরেষু কর্ম্মণাং
ন তেঽস্ত্যকার্য্যং মতিপূর্ব্বমন্ত্রণে।
ন সোঽস্তি কশ্চিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু
ন বেদ যস্তেঽস্ত্রবলং বলঞ্চ ॥৫

মমানুরূপং তপসো বলঞ্চ তে
পরাক্রমশ্চাস্ত্রবলঞ্চ সংযুগে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক হিতোপদিষ্ট ইন্দ্রজিতের হনুমানের নিকট গমন, দ্রুতগামী হনুমানের দ্বারা ইন্দ্রজিতের বাণ ব্যর্থ হইলে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন। সেই বন্ধনমোচনে সমর্থ হইলেও হনুমানের রাবণ সন্দর্শনেচ্ছায় তাহার অনুবর্তন এবং তাহাকে লইয়া ইন্দ্রজিতের রাবণের নিকটে গমন।]

হনুমান্ কর্তৃক কুমার অক্ষ নিহত হইলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুত্র বিনাশ জন্য রোষযুক্ত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বনে মনঃস্থির করিয়া দেবতুল্য ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করিলেন।১

তুমি পিতামহের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করায় তুমি অস্ত্রকুশল ও অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিরুদ্ধ সুর ও অসুরগণের পরাজয় করায় শোকদাতা ইন্দ্রের সহিত দেবগণ তোমার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২

দেবরাজসমাশ্রিত দেবগণের সহিত মরুদ্গণ তোমার অস্ত্রবলে সংগ্রামে স্থির থাকিতে সমর্থ হন না।৩

তুমি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে অন্যকেহ যুদ্ধে অক্লান্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তুমিই অদ্বিতীয় ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্।৪

যুদ্ধে কর্তব্য কার্য্যগুলির কোনটীই তোমার অসাধ্য নহে ; শাস্ত্রানুরূপবুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্ত হইলে তোমার অবিবেচনা প্রসূত কোন কার্য্য হয় না। ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্ত নাই, যিনি তোমার স্বাভাবিক বল ও অস্ত্র অবগত নহেন।৫

সংগ্রামে তোমার বিক্রম, অস্ত্রবল ও তপোবল আমার অনুরূপ ; এই রণসঙ্কটে নিশ্চিত জয়রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির

ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দে
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্ ॥৬
নিহতাঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ।
অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চ সেনাগ্রগামিনঃ ॥৭
বলানি সুসমৃদ্ধানি সাশ্ব-নাগ-রথানি চ।
সহোদরস্তে দয়িতঃ কুমারোঽক্ষশ্চ সূদিতঃ ॥
ন তু তেষ্বেব মে সারো যস্ত্বয্যরিনিষূদন ॥৮
ইদঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতং মহদ্‌বলং
কপেঃ প্রভাবঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
ত্বমাত্মনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সারং
কুরুষ্ব বেগং স্ববলানুরূপম্ ॥৯
বলাবমর্দস্ত্বয়ি সন্নিকৃষ্টে
যথা গতে শাম্যতি শান্তশত্রৌ।
তথা সমীক্ষ্যাত্মবলং পরঞ্চ
সমারভস্বাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ ॥১০

ন বীর সেনা গণশো চ্যবন্তি
ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।
ন মারুতস্যাস্তি গতিপ্রমাণং
ন চাগ্নিকল্পঃ করণেন হন্তুম্ ॥১১
তমেবমর্থং প্রসমীক্ষ্য সম্যক্
স্বকর্ম্মসাম্যাদ্ধি সমাহিতাত্মা।
স্মরংশ্চ দিব্যং ধনুষোঽস্য বীর্য্যং
বজ্রাক্ষতং কর্ম্ম সমারভস্ব ॥১২
ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বাং সম্প্রেষয়াম্যহম্।
ইয়ঞ্চ রাজধর্ম্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্মতা ॥১৩
নানাশাস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম।
অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং কামশ্চ বিজয়ো রণে ॥১৪
ততঃ পিতুস্তদ্বচনং নিশম্য
প্রদক্ষিণং দক্ষসুতপ্রভাবঃ।
চকার ভর্তারমতিত্বরেণ
রণায় বীরঃ প্রতিপন্নবুদ্ধিঃ ॥১৫

জন্য তোমাকে স্থির করায় আমার মন বিষাদ প্রাপ্ত নহে।৬

সমূহ কিঙ্করসৈন্য, রাক্ষস জম্বুমালী, বীর অমাত্য পুত্রগণ, সেনাগ্রগামী পঞ্চ সেনাপতি নিহত হইয়াছে।৭

হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাবল মহোদর এবং কুমার অক্ষও নিহত হইয়াছে। হে অরিবিমর্দ্দন! তাহাদের প্রতি আমার তাদৃশ উৎকর্ষতা বুদ্ধি ছিলনা।৭-৮

এই মহা মহা রাক্ষস সৈন্যদের নিধন দেখিয়া কপির প্রভাব ও পরাক্রম এবং স্বীয় বলোৎকর্ষ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ পূর্বক বিবেচনা করিয়া সসামর্থ্যানুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিবে।৯

হে অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধ করিতে করিতে তুমি শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইলে রাক্ষসসৈন্যবিমর্দ্দনকারী শত্রু বানর যাহাতে ক্ষীণশক্তি হয়, তদনুরূপ শত্রুবল ও আত্মবল বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে।১০

হে বীর! (আক্রান্ত হইলে) সৈন্যগণ দলে দলে পলায়ন করে; (তাহাদের অনুগামী করা বিফল), সেই পবনপুত্রের সামর্থ্যের ইয়ত্তা নেই (অর্থাৎ সে এককালে এতসংখ্যক বধ করিতে পারে, তদতিরিক্ত পারিবে না—এরূপ কোন পরিমাণ স্থির করা যায় না); তীক্ষ্ণ ও কঠিন বজ্রের ন্যায় আয়ুধসমূহও ব্যর্থ, যেহেতু অগ্নিতুল্য শত্রুকে (অস্ত্রাদি) কোন করণদ্বারা বধ করা অসম্ভব (অথচ এই কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে)।১১

অতএব এই সমস্ত বিষয় স্ব-সাধিত (পূর্ব) কর্মের সাদৃশ্য (ও মদুক্ত উপদেশ) স্থির ও ধীর চিত্তে সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক তোমার এই দিব্যাস্ত্র ধনুর্বাণের সামর্থ্য স্মরণ করিয়া সাবধানে শত্রুবিজয়ে গমন কর এবং শত্রুর অবিনাশ্য কর্ম সম্পাদন কর।১২

হে প্রশস্তবুদ্ধিশালিন্! (তুমি পরম প্রিয় পুত্র)। তোমাকে যে সঙ্কটে আমি পাঠাইতেছি—তাহা আমার উচিত বুদ্ধি নহে, তথাপি রাজধর্মানুসারিগণের এবং

ততস্তৈঃ স্বগণৈরিষ্টৈরিন্দ্রজিৎ প্রতিপূজিতঃ।
যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামং সম্প্রপদ্যত ॥১৬
শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ।
নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥১৭
স পক্ষিরাজোপমতুল্যবেগৈ-
ব্যাঘ্রৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।
রথং সমাযুক্তমসহ্যবেগঃ
সমারুরোহেন্দ্রজিদিন্দ্রকল্পঃ ॥১৮
স রথী ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ শস্ত্রজ্ঞোঽস্ত্রবিদাং বরঃ।
রথেনাভিযযৌ ক্ষিপ্রং হনূমান্ যত্র সোঽভবৎ ॥১৯
স তস্য রথনির্ঘোষং জ্যাস্বনং কার্ম্মুকস্য চ।
নিশম্য হরিবীরোঽসৌ সম্প্রহৃষ্টতরোঽভবৎ ॥২০
ইন্দ্রজিচ্চাপমাদায় শিতশল্যাংশ্চ সায়কান্।
হনূমন্তমভিপ্রেত্য জগাম রণপণ্ডিতঃ ॥২১
তস্মিংস্ততঃ সংযতি জাতহর্ষে
রণায় নির্গচ্ছতি বাণপাণৌ।
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ কলুষা বভূবু-
র্মৃগাশ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ ॥২২
সমাগতাস্তত্র তু নাগযক্ষা
মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।
নভঃ সমাবৃত্য চ পক্ষিসঙ্ঘা
বিনেদুরুচ্চৈঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ ॥২৩
আয়ান্তং স রথং দৃষ্ট্বা তূর্ণমিন্দ্রধ্বজং কপিঃ।
ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্দ্ধত চ বেগবান্ ॥২৪
ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাশ্রিতশ্চিত্রকার্ম্মুকঃ।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস তড়িদূর্জ্জিতনিঃস্বনম্ ॥২৫
ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ
মহাবলৌ তৌ রণনির্বিশঙ্কৌ।

ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এইরূপ বুদ্ধিই শাস্ত্রসম্মত। হে অরিন্দম! (ক্ষত্রিয় ও রাজধর্মানুগামিগণের) ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও সংগ্রামে নৈপুণ্য লাভ অবশ্যকর্তব্য অথচ রণে বিজয় লাভও (তাহাদের) একান্ত কাম্য।১৩-১৪

পিতার এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর দেবতুল্য প্রভাবশালী বীর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধগমনে নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া সত্বর প্রভু পিতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৫

তখন (সভাস্থিত) অভিমত অন্যান্য রাক্ষসগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত, পদ্মপলাশলোচন, তেজস্বী, রাক্ষসরাজতনয় শ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ রণোৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে অবতরণের জন্য পর্ব (অমাবস্যাপূর্ণিমাদি) কালীন (পরিবর্ধমান) সমুদ্রের ন্যায় (সভা হইতে) বহির্গত হইলেন।১৬-১৭

অসহ্যবিক্রম ইন্দ্রতুল্য ইন্দ্রজিৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তীক্ষ্ণদংষ্ট্র (দন্ত) চারিটী বিষধর সর্প সংযোজিত রথে আরোহণ করিলেন।১৮

সর্বধনুর্ধারিশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে প্রধান, রথচারী ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে যে স্থানে হনুমান্ অবস্থিত ছিলেন, সেইস্থানে দ্রুত উপনীত হইলেন।১৯

তাঁহার রথনির্ঘোষ, জ্যানিস্বন ও কার্মুকধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই বানরবীর (পূর্বাপেক্ষা) সন্তুষ্টতরচিত্ত হইলেন।২০

চাপ ও তীক্ষ্ণাগ্র বাণ লইয়া রণপণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ হনুমানের অভিমুখে গমন করিলেন।২১

তিনি বাণহস্তে সহর্ষে যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলে দিক্‌সকল মলিন হইল, শৃগালাদি ক্রূর পশুগণ বিরূপ নিনাদ করিতে লাগিল।২২

তৎকালে নাগ, যক্ষ, মহর্ষি, সিদ্ধ ও গ্রহগণ সেই (রণ) স্থলে সমুপস্থিত হইলেন; পক্ষিকুল নিরতিশয় পুলকিতচিত্তে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।২৩

ইন্দ্রধ্বজরথকে সত্বর আসিতে দেখিয়া কপি মহানাদে নিনাদ করিলেন এবং (স্বয়ং) বর্ধিত হইতে লাগিলেন।২৪

বিচিত্র ধনুর্ধারী ইন্দ্রজিৎ দিব্যরথে সমাশ্রিত থাকিয়া

কপিশ্চ রক্ষোঽধিপতেস্তনূজঃ
সুরাসুরেন্দ্রাবিব বদ্ধবৈরৌ ॥২৬

স তস্য বীরস্য মহারথস্য
ধনুষ্মতঃ সংযতি সম্মতস্য।
শরপ্রবেগং ব্যহনৎ প্রবৃদ্ধ-
শ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ ॥২৭

ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্
সুপত্রিণঃ কাঞ্চন-চিত্রপুঙ্খান্।
মুমোচ বীরঃ পরবীরহন্তা
সুসন্ততান্ বজ্রসমানবেগান্ ॥২৮

ততঃ স তৎস্যন্দননিঃস্বনঞ্চ
মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনঞ্চ।
বিকৃষ্যমাণস্য চ কার্মুকস্য
নিশম্য ঘোষং পুনরুৎপপাত ॥২৯

শরাণামন্তরেষাশু ব্যাবর্ত্তত মহাকপিঃ।
হরিস্তস্যাভিলক্ষ্যস্য মোক্ষয়ঁল্লক্ষ্যসংগ্রহম্ ॥৩০

শরাণামগ্রতস্তস্য পুনঃ সমভিবর্ত্তত।
প্রসার্য্য হস্তৌ হনুমানুৎপপাতানিলাত্মজঃ ॥৩১

তাবুভৌ বেগসম্পন্নৌ রণকর্ম্মবিশারদৌ।
সর্ব্বভূতমনোগ্রাহি চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্ ॥৩২

হনূমতো বেদ ন রাক্ষসোঽন্তরং
ন মারুতিস্তস্য মহাত্মনোঽন্তরম্।
পরস্পরং নির্বিষহৌ বভূবতুঃ
সমেত্য তৌ দেবসমানবিক্রমৌ ॥৩৩

ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে
শরেষমোঘেষু চ সম্পতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগ-সমাহিতাত্মা ॥৩৪

ততো মতিং রাক্ষসরাজসূনু-
শ্চকার তস্মিন্ হরিবীরমুখ্যে।
অবধ্যতাং তস্য কপেঃ সমীক্ষ্য
কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্ ॥৩৫

বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর শব্দে ধনুঃ বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন।২৫

ইহার পর অতিতীক্ষ্ণ-বেগসম্পন্ন, মহাবল, রণে ভয়শূন্য হনুমান্ ও রাক্ষসাধিপতির তনয় উভয়ে বদ্ধবৈর সুররাজ ও অসুররাজের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইলেন।২৬

অদ্বিতীয় বীর হনুমান্ মহারথ ধনুর্ধারী রণনিপুণ রাক্ষসবীরের শরসন্ধান ব্যর্থ করিলেন এবং নিজদেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিতার পথে (বায়ুপথে) বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৭

তখন শত্রুবীরনাশন রাক্ষসবীর আয়ত ও তীক্ষ্ণাগ্র, শোভন (কঙ্কাদি) পক্ষযুক্ত, কাঞ্চনচিত্রিত, ফলকবিশিষ্ট ও বজ্রতুল্য বেগশালী শরসমূহ নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।২৮

অনন্তর রথ, মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও আকৃষ্যমাণ ধনুর ঘোরতর শব্দ শ্রবণপূর্বক হনুমান্ পুনরায় উৎপতিত হইলেন।২৯

এইরূপ (বিচিত্রকার্মুকাদিধারণ) করায় দর্শনীয় রাক্ষসবীরের লক্ষ্যভেদ ব্যর্থ করিতে করিতে মহাকপি শীঘ্রই শরসমূহের সম্মুখ হইতে দূরে বিবিধভাবে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।৩০

বায়ুপুত্র হনুমান্ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া (কখনও সেই শরসমূহ ব্যর্থ করিয়া কখনও বা শরের সহিত অগ্রে ছুটিতে ছুটিতে) শরসমূহের পুরোভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩১

যুদ্ধকর্মবিশারদ বেগশালী বীরদ্বয় সকল জীব-জগতের হৃদয়গ্রাহী অনুপম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৩২

সেই সময়ে রাক্ষসবীর হনুমানের কোন ছিদ্র (অর্থাৎ হত্যা করিবার সুযোগ) পাইলেন না আর হনুমান্ও সেই মহাত্মার কোন ছিদ্র বুঝিতে পারিলেন না, অথচ সেই দেবতুল্য পরাক্রমশালী

ততঃ পৈতামহং বীরঃ সোঽস্ত্রমস্ত্রবিদাংবরঃ।
সন্দধে সুমহাতেজাস্তং হরিপ্রবরং প্রতি ॥৩৬
অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তমস্ত্রেণাস্ত্রতত্ত্ববিৎ।
নিজগ্রাহ মহাবাহুং মারুতাত্মজমিন্দ্রজিৎ ॥৩৭
তেন বদ্ধস্ততোঽস্ত্রেণ রাক্ষসেন স বানরঃ।
অভবন্নির্বিচেষ্টশ্চ পপাত চ মহীতলে ॥৩৮
ততোঽথ বুদ্ধা স তদস্ত্রবন্ধং
প্রভোঃ প্রভাবাদ্ বিগতাল্পবেগঃ।
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ
বিচিন্তয়ামাস হরিপ্রবীরঃ ॥৩৯
ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাভিমন্ত্রিতম্।
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বরদানং পিতামহাৎ ॥৪০

ন মেঽস্য বন্ধস্য চ শক্তিরস্তি
বিমোক্ষণে লোকগুরোঃ প্রভাবাৎ।
ইত্যেবমেবং বিহিতোঽস্ত্রবন্ধো
ময়াত্মযোনেরনুবর্ত্তিতব্যঃ ॥৪১
স বীর্য্যমস্ত্রস্য কপির্বিচার্য্য
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ।
বিমোক্ষশক্তিং পরিচিন্তয়িত্বা
পিতামহাজ্ঞামনুবর্ত্ততে স্ম ॥৪২
অস্ত্রেণাপি হি বদ্ধস্য ভয়ং মম ন জায়তে।
পিতামহ-মহেন্দ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ ॥৪৩
গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্।
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্নন্তু মাং পরে ॥৪৪

অনভিভবনীয় বীরদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অসহ্যবেগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন।৩৩

অতঃপর অব্যর্থ শরসমূহ নিপতিত হইলেও লক্ষ্য (হনুমান্) বিদ্ধ (স্বয়ং লক্ষ্যই তাহা ব্যর্থ করিতে থাকায়) না হওয়ায় মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ ধ্যানযোগে হনুমানের স্বরূপ জানিবার জন্য একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৪

তারপর (ধ্যানের পর) রাক্ষসরাজপুত্র ধ্যানে এই কপির অবধ্যত্ব অনুধাবন করিয়া এই বানরকে নিগৃহীত করিবার জন্য চিন্তা করিলেন—কি প্রকারে ইহাকে বন্ধন করা যায়? ৩৫

তখন অতিতেজঃসম্পন্ন অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ সেই বীর বানরপ্রবরের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন।৩৬

অস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ "হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য" ইহা জানিয়া মহাবাহু পবনপুত্রকে সেই অস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন।৩৭

পরিশেষে কপিবর রাক্ষসের সেই অস্ত্রে বদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।৩৮

তাহার পর সেই হনুমান্ নিজেকে তাহার (রাক্ষসের) ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্ধ জানিয়াও প্রভু রামের (ব্রহ্মার বরপ্রদান) প্রভাবে অল্পমাত্র পীড়াও অপ্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়-চিত্তে নিজের প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার (মুহূর্তমাত্রেই ব্রহ্মাস্ত্র বিনির্মুক্তি রূপ) অনুগ্রহ চিন্তা করিলেন।৩৯

এবং স্বয়ম্ভুদেবতার মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্রের এবং পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরও চিন্তা করিতে লাগিলেন।৪০

ত্রৈলোক্যগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের শক্তি নাই—এই প্রকার অস্ত্রবন্ধ বিধির বিধানে হইয়াছে সুতরাং মুহূর্তকালের জন্য আমার ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্তন করা কর্তব্য।৪১

সেই কপি ব্রহ্মাস্ত্রসামর্থ্য ও নিজের প্রতি পিতামহের অনুগ্রহ বিবেচনা করিয়া এবং বিমোচন-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহের আদেশের অনুবর্তন করিলেন।৪২

(স্বীয় সূর্য্যকর্তৃক কবলিত হওয়ার পর হইতে) পিতামহ, মহেন্দ্র ও পবনকর্তৃক আমি রক্ষিত অতএব অস্ত্রবদ্ধ হইলেও আমার কোন ভয় উৎপন্ন হইতেছে না।৪৩

রাক্ষসগণ আমাকে গ্রহণ করিলে বরং গুণই দেখা

স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহন্তা
সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেষ্টঃ।
পরৈঃ প্রসহ্যাভিগতৈর্নিগৃহ্য
ননাদ তৈস্তৈঃ পরিভর্ৎস্যমানঃ ॥৪৫
ততস্তে রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্।
ববন্ধুঃ শণবল্কৈশ্চ দ্রুমচীরৈশ্চ সংহতৈঃ ॥৪৬
স রোচয়ামাস পরৈশ্চ বন্ধং
প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণঞ্চ।
কৌতূহলান্মাং যদি রাক্ষসেন্দ্রো
দ্রষ্টুং ব্যবস্যেদিতি নিশ্চিতার্থঃ ॥৪৭
স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ত্ততে ॥৪৮
অথেন্দ্রজিৎ তং দ্রুমচীরবদ্ধং
বিচার্য্য বীরঃ কপিসত্তমং তম্।
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তা-
মন্যেন বদ্ধোঽপ্যনুবর্ত্ততেঽস্ত্রম্ ॥৪৯

অহো মহৎ কর্ম্ম কৃতং নিরর্থং
ন রাক্ষসৈর্মন্ত্রগতির্বিমৃষ্টা।
পুনশ্চ নাস্ত্রে বিহতেঽস্ত্রমন্যৎ
প্রবর্ত্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্ব্বে ॥৫০
অস্ত্রেণ হনুমান্ মুক্তো নাত্মানমববুধ্যতে।
কৃষ্যমাণস্তু রক্ষোভিস্তৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ ॥৫১
হন্যমানস্ততঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ।
সমীপং রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রাকৃষ্যত স বানরঃ ॥৫২
অথেন্দ্রজিৎ তং প্রসমীক্ষ্য মুক্ত-
মস্ত্রেণ বদ্ধং দ্রুমচীরসূত্রৈঃ।
ব্যদর্শয়ত্তত্র মহাবলং তং
হরিপ্রবীরং সগণায় রাজ্ঞে ॥৫৩
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বদ্ধং কপিবরোত্তমম্।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥৫৪
কোঽয়ং কস্য কুতো বাপি
কিং কার্য্যং কোঽভ্যুপাশ্রয়ঃ।

যাইতেছে, তাহাতে রাক্ষসরাজের সহিত কথোপকথন হইতে পারে অতএব শত্রুরা আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাউক।৪৪

বিচারপূর্বক কর্মকারী শত্রুবীরহন্তা সেই কপি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; চতুর্দিকে বিদ্যমান রাক্ষসকুল সমবেত হইয়া বলপ্রয়োগে গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে তিনি স্বজাতীয় শব্দ করিতে লাগিলেন।৪৫

রাক্ষসগণ অরিদমন হনুমান্‌কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শণের ছাল (বল্কল) ও গাছের ছালে নির্মিত রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিল।৪৬

রাক্ষসরাজ হয়ত কৌতূহলবশতঃ আমার দর্শনের নিশ্চয় করিয়া থাকিতে পারেন, এইভাবে কার্য্যতত্ত্বনিশ্চয় করিয়া হনুমান্ বলপূর্বক রাক্ষসগণের বন্ধন ও তিরস্কার রুচিসম্মতরূপে সহ্য করিলেন।৪৭

সেই বীর্য্যবান্ হনুমান্ রাক্ষসকর্তৃক বল্কলরজ্জু বদ্ধ হওয়া মাত্রই ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, যেহেতু (মন্ত্র দ্বারা) ব্রহ্মাস্ত্রবদ্ধ অন্য কোন বন্ধনের অনুসরণ করে না।৪৮

রাক্ষসকৃত বৃক্ষবল্কলরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইলে সেই হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত জানিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ চিন্তা করিলেন,—অন্যদ্বারা বদ্ধ হইয়াও যেন (এই কপি) ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্তন করিতেছে।৪৯

অহো! রাক্ষসগণ মন্ত্রের শক্তি বিচার না করিয়াই আমার সম্পাদিত এই সুমহৎ (ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন রূপ) কর্ম নিরর্থক করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হইলে অন্য কোন অস্ত্র সেস্থলে কার্য্যকারী হয় না, অতএব ইহাতে সকলেই সংশয়গ্রস্ত হইল।৫০

ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্ত হইলেও হনুমান্ তাহা যেন জানিতে পারিলেন না, কিন্তু রাক্ষসগণের বন্ধনে ও আকর্ষণে অত্যন্ত নিপীড়িত হইলেন।৫১

সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসগণ কালমুষ্টি প্রহার করিতে

ইতি রাক্ষসবীরাণাং দৃষ্ট্বা সংজজ্ঞিরে কথাঃ ॥৫৫
হন্যতাং দহ্যতাং বাপি ভক্ষ্যতামিতি চাপরে।
রাক্ষসাস্তত্র সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্ ॥৫৬
অতীত্য মার্গং সহসা মহাত্মা
স তত্র রক্ষোঽধিপপাদমূলে।
দদর্শ রাজ্ঞঃ পরিচারবৃদ্ধান্
গৃহং মহারত্নবিভূষিতঞ্চ ॥৫৭
স দদর্শ মহাতেজা রাবণঃ কপিসত্তমম্।
রক্ষোভির্বিকৃতাকারৈঃ কৃষ্যমাণমিতস্ততঃ ॥৫৮
রাক্ষসাধিপতিঞ্চাপি দদর্শ কপিসত্তমঃ।
তেজোবলসমাযুক্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥৫৯

স রোষসংবর্তিততাম্রদৃষ্টি-
র্দশাননস্তং কপিমন্ববেক্ষ্য।
অথোপবিষ্টান্ কুলশীলবৃদ্ধান্
সমাদিশৎ তং প্রতি মুখ্যমন্ত্রীন্ ॥৬০
যথাক্রমং তৈঃ স কপিশ্চ পৃষ্টঃ
কার্য্যার্থমর্থস্য চ মূলমাদৌ।
নিবেদয়ামাস হরীশ্বরস্য
দূতঃ সকাশাদহমাগতোঽস্মি ॥৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিতে সেই বানরকে রাক্ষসরাজ সমীপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল।৫২

ব্রহ্মাস্ত্রবিমুক্ত বৃক্ষবল্কলরজ্জুবদ্ধ বানরকে আনীত দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ সেই হরিপ্রবীরকে মন্ত্রিগণের সহিত রাজার দৃষ্টিগোচর করাইলেন।৫৩

রাক্ষসগণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বদ্ধ সেই কপিসত্তমকে রাক্ষসাধিপতির নিকট নিবেদন করিল।৫৪

সেই হনুমানকে দেখিয়া এই ব্যক্তি কে? কাহার আত্মজ? কোন্ স্থান হইতে আসিল? এস্থলে তাহার কি প্রয়োজন? কাহার আশ্রয়ে ইহার এই নির্ভীকতা? এইরূপ পরস্পরের কথাবার্তা চলিতে লাগিল।৫৫

রাজসভায় রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল—ইহাকে মারিয়া ফেল, কেহ বলিল দগ্ধ করিয়া ফেল, কেহ কেহ বলিল—ইহাকে ভোজন করিয়া ফেল।৫৬

মহাত্মা হনুমান্ কিছু পথ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের পদপ্রান্তে বৃদ্ধ পরিচারকগণকে ও মহারত্নবিভূষিত গৃহকেও দেখিতে লাগিলেন।৫৭

তেজস্বী রাবণও দেখিলেন,—কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিকৃতাকার রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ আকর্ষণ (টানাটানি) করিতেছে।৫৮

কপিসত্তমও দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও বলসম্পন্ন রাক্ষসরাজকে দেখিতে লাগিলেন।৫৯

হনুমানকে দেখিয়াই ক্রোধে নয়নযুগল ঘূর্ণিত ও রক্তবর্ণ করিয়া দশানন তাহার পরিচয় জানার জন্য সেস্থানে উপবিষ্ট কুলশীলসম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন।৬০

তাঁহারা প্রথমে তাহার কর্তব্য, প্রয়োজন, প্রয়োজনের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান্ বলিলেন,—আমি কপীশ্বর (সুগ্রীবের) দূতরূপে এস্থানে আসিয়াছি।৬১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য (মহাপুরুষ) চিহ্নং সম্পদমৈশ্বর্য্যঞ্চাবলোক্য বিস্মিতস্য হনূমতঃ যদি রাবণো ধর্মভ্রষ্টো ন স্যাৎ, তর্হি স দেবলোকানামপি শাসনকর্ত্তা স্যাদিতি সম্ভাবনা।]

ততঃ স কর্ম্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ।
হনূমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোধিপমবৈক্ষত ॥১
ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্ ॥২
বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ।
হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ ॥৩
মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্।
স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ ॥৪
বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ ॥৫
শিরোভির্দশভির্বীরো ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্ ॥৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্ ॥৭
বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ।
ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ ॥৮
মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে।
উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে ॥৯
অলঙ্কৃতাভিরত্যর্থং প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ।
বালব্যজনহস্তাভিরারাৎ সমুপসেবিতম্ ॥১০

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণের (মহাপুরুষ) চিহ্ন, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হনুমানের রাবণ যদি ধর্মভ্রষ্টা না হইতেন, তাহা হইলে তিনি দেবলোকেরও শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন—এইরূপ সম্ভাবনা।]

সেই সময়ে ইন্দ্রজিতের কার্য্যে বিস্মিত ভীমবিক্রম হনুমান্ ক্রোধরক্তনেত্রে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।১

মহামূল্য কাঞ্চনঘটিত ও মুক্তাজালসমাবৃত মুকুটে দেদীপ্যমানা; হীরকখচিত মহামূল্য মণিবিনির্মিত যেন মানসকল্পিত দিব্য বিচিত্র আভরণে শোভমান; বহুমূল্য ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত; রক্তচন্দন চর্চ্চিত; বিবিধ বিচিত্র ভক্তি (গাত্রে কৃত চিত্রাদি) রচনানুলিপ্তকলেবর; বিচিত্রদর্শন, রক্তাক্ষ, প্রলম্বিত ওষ্ঠধারী, দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট, ভীষণাকৃতি; সর্পসমাকীর্ণ শিখরযুক্ত মন্দর পর্বতের ন্যায় দশটী মস্তকে শোভমান; মহাতেজাঃ; বক্ষোবিরাজিত হারে নীলকজ্জলবৎ বিরাজমান; নবোদিত সূর্য্যের দ্বারা মেঘমালার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদনমণ্ডলে দীপ্যমান; উত্তম চন্দনচর্চিত, কেয়ূরভূষিত, অঙ্গদে ভয়ঙ্কর পঞ্চশীর্ষ সর্পবেষ্টিতের ন্যায় বাহুসমূহে বিরাজমান, উত্তম আস্তরণে সজ্জিত, রত্নখচিত, স্ফটিকনির্মিত বিচিত্র বিশাল সিংহাসনে সমুপবিষ্ট, অলঙ্কারালঙ্কৃত ও চামরহস্ত রমণীগণে চতুর্দিকে সুসেবিত; চারিটী মহাসাগরের ভূমণ্ডল বেষ্টনের ন্যায় চতুর্দিকে উপবিষ্ট মন্ত্রতত্ত্ববিশারদ দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন রাক্ষসমন্ত্রীদ্বারা পরিবৃত; বলদর্পিত; দেবসচিবগণের ইন্দ্রকে

দুর্ধরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্নিকুম্ভেন চ মন্ত্রিণা ॥১১
উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্।
কৃৎস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ ॥১২
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।
আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্ ॥১৩
অপশ্যদ্ রাক্ষসপতিং হনূমানতিতেজসম্।
বেষ্টিতং মেরুশিখরে সতোয়মিব তোয়দম্ ॥১৪
স তৈঃ সম্পীড্যমানোঽপি রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত ॥১৫
ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্।
মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ ॥১৬

আশ্বাস দানের ন্যায় মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষিসজ্ঞ কর্তৃক আশ্বাসিত, মেরুশিখরে পরিবেষ্টিত সজল জলদের ন্যায় অমিততেজঃসম্পন্ন সেই রাক্ষসাধিপতিকে হনুমান্ দর্শন করিলেন।২-১৪

ভীমপরাক্রম সেই সকল রাক্ষসকর্তৃক নিপীড়িত হইলেও তিনি (হনুমান্) পরমবিস্ময়সহকারে রক্ষোধিপতিকে দর্শন করিতে লাগিলেন।১৫

দীপ্যমান রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া হনুমান্ তাঁহার তেজে বিমুগ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৬

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥১৭
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥১৮
অস্য ক্রূরৈর্নৃশংসৈশ্চ কর্ম্মভির্লোককুৎসিতৈঃ।
সর্ব্বে বিভ্যতি খল্বস্মাল্লোকাঃ সামরদানবাঃ ॥১৯
অয়ং হ্যুৎসহতে ক্রুদ্ধঃ কর্ত্তুমেকার্ণবং জগৎ।
ইতি চিন্তাং বহুবিধামকরোন্মতিমান্ কপিঃ ॥
দৃষ্ট্বা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অহো! আশ্চর্য্য রাক্ষসরাজের রূপ, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, অদ্ভুত পরাক্রম, বিচিত্র তাঁহার দ্যুতি এবং তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত। যদি অধর্ম এত প্রবল না হইত, তবে রাক্ষসেশ্বর ইন্দ্রের সহিত দেবলোকের রক্ষক হইতে পারিতেন। ইঁহার নৃশংস, ক্রূর ও (জনসমাজে) লোকবিনিন্দিত কার্য্যকলাপে দেবদানবের সহিত সমস্ত লোকসমাজ বিত্রস্ত। ইনি ক্রুদ্ধ হইলে এই বিশ্বসংসার একমহাসমুদ্রে পরিণত করিতে পারেন। অপরিমেয় তেজঃসম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া হনুমান্ এই প্রকারের বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণাদিষ্ট-প্রহস্তেন হনুমৎসমীপে তদীয়পরিচয়স্য, বনবিমনস্য রাক্ষসসংহননস্য চ কারণস্য জিজ্ঞাসা, মন্ত্রিণো বাক্যমনাদৃত্য রাবণং সংলক্ষ্য চ বনভঙ্গঃ, রাক্ষসবধঃ। তস্য (রাবণস্য) দর্শনম্, আত্মরক্ষণায় প্রতিযুদ্ধমিত্যাদিবর্ণনপূর্বকং রামদূতোঽহমিতি হনুমতঃ পরিচয়দানম্, ব্রহ্মবরেণ ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তিঃ সুলভমিত্যপি ভবদীয়দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া অস্ত্রানুসারণং কৃতমিতি জ্ঞাপনঞ্চ।]

তমুদ্বীক্ষ্য মহাবাহুঃ পিঙ্গাক্ষং পুরতঃ স্থিতম্।
রোষেণ মহতাবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ ॥১

শঙ্কাহতাত্মা দধ্যৌ স কপীন্দ্রং তেজসাবৃতম্।
কিমেষ ভগবান্ নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ ॥২

যেন শপ্তোঽস্মি কৈলাসে ময়া প্রহসিতে পুরা।
কোঽয়ং বানরমূর্ত্তিঃ স্যাৎ
কিংস্বিদ্ বাণোঽপি বাসুরঃ ॥৩

স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্।
কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ ॥৪

দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ কুতঃ কিং বাস্য কারণম্।
বনভঙ্গে চ কোঽস্যার্থো রাক্ষসানাঞ্চ তর্জনে ॥৫

মৎপুরীমপ্রধৃষ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্।
আয়োধনে বা কিং কার্য্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ ॥৬

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া কপে ॥৭

যদি তাবৎ ত্বমিন্দ্রেণ প্রেষিতো রাবণালয়ম্।
তত্ত্বমাখ্যাহি মা তে ভূদ্ভয়ং বানর মোক্ষ্যসে ॥৮

যদি বৈশ্রবণস্য ত্বং যমস্য বরুণস্য চ।
চারুরূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাম্ ॥৯

বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাঙ্ক্ষিণা।
নহি তে বানরং তেজো রূপমাত্রং তু বানরম্ ॥১০

পঞ্চাশ সর্গ

[রাবণাদিষ্ট প্রহস্ত কর্তৃক হনুমানের নিকট তাহার পরিচয়, বনবিমর্দ্দন ও রাক্ষস সংহননের কারণ জিজ্ঞাসা, মন্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া ও রাবণকে লক্ষ্য করিয়া বনভঙ্গ, রাক্ষস বধ এবং তাঁহার (রাবণের) দর্শন, আত্মরক্ষণের জন্য প্রতিযুদ্ধ বর্ণন পূর্বক নিজেকে রামদূত বলিয়া হনুমানের পরিচয় দান এবং ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি সুলভ হইলেও আপনার দর্শনের জন্য অস্ত্রানুসরণ করিয়া আসিয়াছি—ইহা জ্ঞাপন।]

পিঙ্গলনয়ন তেজঃপুঞ্জসমাবৃত সেই কপীন্দ্রকে দেখিয়া মহাবাহু লোকবিদ্রাবণ রাবণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শঙ্কিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পুরাকালে (বানরমুখ দেখিয়া) আমি উপহাস করিলে যিনি কুপিত হইয়া কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—"এই বানরমুখ দ্বারাই তোমার বিনাশ হইবে" অধুনা সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ নন্দীই কি বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? এ বানরমূর্ত্তিধারী কে? তবে কি (বলিপুত্র শিবভক্ত) বাণাসুর? (নন্দীর আদেশে উপস্থিত?)।১-৩

রোষরক্তনেত্র সেই রাজা মন্ত্রিপ্রবর প্রহস্তকে সময়োপযোগী গম্ভীরার্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর—এই বানর কাহার আদেশে, কোন স্থান হইতে, কি কারণে আমার এই দুর্দ্ধর্ষনগরীতে আগমন করিয়াছে? বনভঙ্গের বা কি প্রয়োজন? রাক্ষসনিপীড়ন করার বা হেতু কি? (আমার কিঙ্করগণের সহিত) যুদ্ধেরই বা কি আবশ্যক? ৪-৬

প্রহস্ত রাবণের কথা শুনিয়া (হনুমানকে) বলিলেন,—হে কপে! তুমি আশ্বস্ত হও। তোমার মঙ্গল হইবে। ভয় করিও না। হে বানর! তোমার ভয় নাই। তুমি সত্য কথা বল—মুক্তি লাভ করিবে। তুমি কি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণগৃহে প্রেরিত হইয়াছ? অথবা কুবের, বরুণ বা যমের চররূপে চারুরূপ ধারণ

তত্ত্বতঃ কথয়স্বাদ্য ততো বানর মোক্ষ্যসে।
অনৃতং বদতশ্চাপি দুর্লভং তব জীবিতম্ ॥১১
অথবা যন্নিমিত্তস্তে প্রবেশো রাবণালয়ে।
এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্ ॥১২
অব্রবীন্নাস্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ ॥১৩
জাতিরেব মম ত্বেষা বানরোঽহমিহাগতঃ।
দর্শনে রাক্ষসেন্দ্রস্য তদিদং দুর্লভং ময়া ॥১৪
বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থে বিনাশিতম্।
ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫
রক্ষণার্থঞ্চ দেহস্য প্রতিযুদ্ধা ময়া রণে।
অস্ত্রপাশৈর্ন শক্যোঽহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি ॥১৬
পিতামহাদেষ বরো মমাপি হি সমাগতঃ।
রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াস্ত্রমনুবর্ত্তিতম্ ॥১৭
বিমুক্তোঽপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্বভিবেদিতঃ।
কেনচিদ্ রামকার্য্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্ ॥১৮
দূতোঽহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
শ্রূয়তামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রভো ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিয়া আমাদের এই পুরীতে প্রবেশ করিয়াছ? অথবা বিজয়াকাঙ্ক্ষী বিষ্ণুকর্তৃক তাঁহার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছ? যেহেতু তোমার পরাক্রম বানরের মত নহে, কেবল রূপটাই বানরের মত। অথবা তুমি যে উদ্দেশ্যে রাবণভবনে প্রবেশ করিয়াছ, তাহা তুমি আজ সত্যরূপে প্রকাশ করিলে মুক্তিলাভ করিবে—মিথ্যা বলিলে তোমার জীবন দুর্লভ হইবে।৭-১১

এই প্রকার কথিত (জিজ্ঞাসিত) হইয়া কপিপ্রবর রাক্ষসগণের অধিপতিকে বলিলেন—আমি ইন্দ্র, যম বা বরুণের দূত নহি; কুবেরের সহিত আমার মিত্রতা নাই; বিষ্ণুকর্তৃকও প্রেরিত হই নাই। আমি জাতিতেই বানর—সেই (স্বাভাবিক) বানররূপেই এস্থানে রাক্ষসপতির দর্শনাভিলাষে আসিয়াছি, (তাঁহার দর্শন) দুর্লভ বলিয়া তাঁহার দর্শনের অভিলাষেই বনভঙ্গ করিয়াছিলাম। তারপর যুদ্ধাভিলাষে বলবান্ রাক্ষসগণ আসিলে আত্মদেহ রক্ষারজন্য রণক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিয়াছি। পিতামহের বরপ্রভাবে দেবতা বা অসুরগণ আমাকে অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে সমর্থ নহেন; কেবল রাজদর্শনের জন্যই অস্ত্রের অনুবর্তন করিয়াছিলাম। রাক্ষসগণের বিজ্ঞাত যে, আমি ব্রহ্মাস্ত্রপাশ বিমুক্ত; তথাপি শ্রীরামের কোন কার্য্যের জন্য আপনার সমীপে আসিয়াছি। হে প্রভো! আমি অমিততেজঃশালী শ্রীরামচন্দ্রের দূত; অতএব আমার এই কল্যাণময় বাক্য শ্রবণ করুন।১২-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনুমতা রাবণসমীপে (রাবণায়) রামস্য বনাগমনাৎ সীতাদর্শনপর্য্যন্তস্য সর্বস্য বৃত্তস্য নিবেদনম্ ; রামমহিমবর্ণনপূর্বকং তৎসমীপে সীতাং প্রত্যর্প্য স্বস্য জীবনলাভে রাজ্যৈশ্বর্য্যরক্ষণে চ মনঃস্থাপনোপদেশশ্চ ।]

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ ।
বাক্যমর্থবদব্যগ্রস্তমুবাচ দশাননম্ ॥১
অহং সুগ্রীবসন্দেশাদিহ প্রাপ্তস্তবান্তিকে ।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ ॥২
ভ্রাতুঃ শৃণু সমাদেশং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্ ॥৩
রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্ ।
পিতেব বন্ধুর্লোকস্য সুরেশ্বরসমদ্যুতিঃ ॥৪
জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ ।
পিতুর্নির্দেশান্নিষ্ক্রান্তঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥৫
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ।
রামো নাম মহাতেজা ধর্ম্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ ॥৬
তস্য ভার্য্যা জনস্থানে ভ্রষ্টা সীতেতি বিশ্রুতা ।
বৈদেহস্য সুতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৭
মার্গমাণস্তু তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুজঃ ।
ঋষ্যমূকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ চ সঙ্গতঃ ॥৮
তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ।
সুগ্রীবস্যাপি রামেণ হরিরাজ্যং নিবেদিতুম্ ॥৯
ততস্তেন মৃধে হত্বা রাজপুত্রেণ বালিনম্ ।
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্য্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরঃ ॥১০

একপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের নিকট রামের বনাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাদর্শন পর্য্যন্ত সকল ঘটনা নিবেদন, রামমহিমা বর্ণনপূর্বক সীতাকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া নিজের জীবন লাভ ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে উপদেশ দান ।]

বীর্য্যবান্ হরিসত্তম মহাবলশালী দশাননকে নিরীক্ষণ করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ।১

আমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আপনার সমীপে আসিয়াছি। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা হরীশ্বর আপনার কুশলবার্তা জানিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের ইহকাল ও পরকালের হিতসাধনসমর্থ ধর্মার্থযুক্ত সমাদেশ শ্রবণ করুন ।২-৩

বহু রথ, হস্তী ও অশ্বের অধীশ্বর দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় জনপালক ও দেবেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবাহু রাম পিতার আদেশে (গৃহ হইতে) বহির্গত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সহধর্মিণী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্বক মহাতেজাঃ রাম ধর্মপথে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের দুহিতা সীতা নামে বিখ্যাতা তাঁহার পত্নী জনস্থানে অদৃশ্যা হন। অনুজের সহিত রাজতনয় সেই দেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকপর্বতে উপনীত হন এবং তথায় সুগ্রীবের সহিত মিলিত হন ।৪-৮

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণ করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে রাম সুগ্রীবকেও বানররাজ্য আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন ।৯

তারপর রাজপুত্র রাম যুদ্ধে বালীকে বধ করিয়া বানর

ত্বয়া বিজ্ঞাতপূর্ব্বশ্চ বালী বানরপুঙ্গবঃ।
স তেন নিহতঃ সংখ্যে শরেণৈকেন বানরঃ ॥১১
স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ।
হরীন্ সম্প্রেষয়ামাস দিশঃ সর্ব্বা হরীশ্বরঃ ॥১২
তাং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে ॥১৩
বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্রানিলোপমাঃ।
অসঙ্গগতয়ঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ ॥১৪
অহং তু হনুমান্নাম মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ।
সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥১৫
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বৈব ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ।
ভ্রমতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকাত্মজা ॥১৬
তদ্বান্ দৃষ্টধর্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।
পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৭

নহি ধর্ম্মবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্ম্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥১৮
কশ্চ লক্ষ্মণমুক্তানাং রামকোপানুবর্তিনাম্।
শরাণামগ্রতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষ্বপি ॥১৯
ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন।
রাঘবস্য ব্যলীকং যঃ কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥২০
তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্ম্ম্যমর্থানুযায়ি চ ॥
মন্যস্ব নরদেবায় জানকী প্রতিদীয়তাম্ ॥২১
দৃষ্টা হীয়ং ময়া দেবী লব্ধং যদিহ দুর্লভম্।
উত্তরং কর্ম্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ ॥২২
লক্ষিতেয়ং ময়া সীতা তথা শোকপরায়ণা।
গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্ ॥২৩
নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি।
বিষসংসৃষ্টমত্যর্থং ভুক্তমন্নমিবৌজসাঃ ॥২৪

ও ভল্লুকগণের অধীশ্বররূপে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।১০

বানররাজ বালী আপনার পূর্ববিজ্ঞাত। সেই বানরকে যুদ্ধে রাম একটী শরেই বধ করিয়াছেন।১১

সত্যপ্রতিজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া সমস্তদিকে বাণরগণকে পাঠাইয়াছেন।১২

শত, সহস্র ও নিযুতসংখ্যক বানর দশদিকে নভোমণ্ডল হইতে ঊর্দ্ধ, মধ্য ও পাতাল পর্য্যন্ত সীতার অন্বেষণ করিতেছেন।১৩

সেই মহাবলসম্পন্ন বানর বীরগণের কেহ কেহ গরুড়তুল্য এবং কেহ কেহ বায়ুতুল্য অসঙ্গগতি ও শীঘ্রগামী।১৪

আমি পবনের ঔরস পুত্র—নাম হনুমান্। সীতার অন্বেষণের জন্য শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর দ্রুতগতিতে লঙ্ঘনপূর্বক আপনার দর্শনেচ্ছু হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার গৃহে জনকনন্দিনী সীতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।১৫-১৬

হে মহাপ্রাজ্ঞ। আপনি ধর্মার্থতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী ও তপোবলসঞ্জাত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; অতএব পরদারাকে অবরুদ্ধ (সংগোপন) করিয়া রাখা আপনার সমুচিত কর্ত্তব্য নহে।১৭

ধর্মবিরুদ্ধ বহু অনর্থের এমনকি স্বীয়বিনাশের হেতুভূত কর্মে আসক্ত হওয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।১৮

দেব ও অসুরগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রামচন্দ্রের ক্রোধাধীন এবং লক্ষ্মণবিমুক্ত শরজালের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ? ১৯

রাজন্! এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে রামের অপ্রিয় আচরণ করিয়া সুখলাভ করিতে পারে।২০

অতএব আপনি আমার এই শাস্ত্রানুগত ধর্মযুক্ত বাক্য অনুমোদন করুন এবং নরশ্রেষ্ঠ রামের নিকট জনকদুহিতা সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করুন।২১

আমি (আপনার গৃহে) সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছি (অতএব গোপন করা দুঃসাধ্য)। (সহস্র কোটী বানরের) দুর্লভদর্শনা সীতার দর্শন লাভ করিলাম

তপঃসন্তাপলব্ধস্তে সোঽয়ং ধর্ম্মপরিগ্রহঃ।
ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ ॥২৫

অবধ্যতাং তপোভির্যাং ভবান্ সমনুপশ্যতি।
আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্হেতুস্তত্রাপ্যয়ং মহান্ ॥২৬

সুগ্রীবো ন চ দেবোঽয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ।
মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ ॥
তস্মাৎ প্রাণপরিত্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি ॥২৭

ন তু ধর্ম্মোপসংহারমধর্ম্মফলসংহিতম্।
তদেব ফলমন্বেতি ধর্ম্মশ্চাধর্ম্মনাশনঃ ॥২৮

প্রাপ্তং ধর্ম্মফলং তাবদ্ভবতা নাত্র সংশয়ঃ।
ফলমস্যাপ্যধর্ম্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে ॥২৯

জনস্থানবধং বুদ্ধ্বা বালিনশ্চ বধং তথা।
রাম-সুগ্রীবসখ্যঞ্চ বুধ্যস্ব হিতমাত্মনঃ ॥৩০

কামং খল্বহমপ্যেকঃ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তস্তস্যৈষ তু ন নিশ্চয়ঃ ॥৩১

রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্য্যৃক্ষগণসন্নিধৌ।
উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈস্তু প্রধর্ষিতা ॥৩২

অপকুর্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ।
ন সুখং প্রাপ্নুয়াদন্যঃ কিং পুনস্ত্বদ্বিধো জনঃ ॥৩৩

যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্ব্বলঙ্কাবিনাশিনীম্ ॥৩৪

তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা।
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্ ॥৩৫

অতঃপর অবশিষ্ট (সীতা উদ্ধরণ) উত্তরকর্তব্যকর্মসাধনে রামই কারণ। (সীতান্বেষণরূপ মৎকৃত্য সাধিত হইয়াছে)।২২

পঞ্চমুখী স্ববিনাশিকা পন্নগীর (সর্পীর) ন্যায় আপনার গৃহে অবস্থিতা যাঁহাকে আপনি জানিতে পারিতেছেন না, সেই সীতাকে আমি শোকপরায়ণা দেখিয়াছি। (তাঁহার শোকাগ্নি পন্নগীর বিষাগ্নির ন্যায় আপনার নগরী দগ্ধ করিয়া দিবে)।২৩

জঠরাগ্নির শক্তি থাকিলেও যেরূপ অত্যন্ত বিষসম্পৃক্ত অন্ন জীর্ণকরা যায় না, তদ্রূপ অসুরের সহিত দেবগণও বলপূর্বক তাঁহাকে (গোপনে) রক্ষা করিতে সমর্থ নহে।২৪

তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিয়া আপনি যে ধর্মসাধ্য ঐশ্বর্য্য ও চিরায়ু্ লাভ করিয়াছেন, তাহা পরদারপরিগ্রহ-রূপ পরম অধর্মের দ্বারা নষ্ট করা ন্যায্য হইবে না।২৫

আপনি আপনাকে দেবাসুরের অবধ্যত্ব রূপে যে অনুভব করিতেছেন, তাহাতে তপোবলই প্রধান কারণ।২৬

হে রাজন্! সুগ্রীব দেবতা, যক্ষ অথবা রাক্ষস নহেন। রামচন্দ্র মনুষ্য, সুগ্রীব বানরেশ্বর। অতএব হে রাজন্! আপনি এতদুভয় হইতে কিরূপে প্রাণরক্ষা করিবেন।২৭

অধর্মের আধিক্যবশতঃ যাহার অধর্ম ফলোন্মুখ তাহার অধিক ধর্মাচরণের ফলও অধর্মেরই অনুবর্তন করিয়া থাকে। বিপুল ধর্মাচরণ অতি অল্পই অধর্ম বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।২৮

আপনি ধর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই (যেহেতু বিপুল ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ুলাভ তাহার প্রমাণ); শীঘ্রই এই পরদারাপহরণরূপ অধর্মের ফলও প্রাপ্ত হইবেন (তাহাতেও সন্দেহ নাই)।২৯

জনস্থানের (রাক্ষস) বধ, বলবান্ বালীর বধ এবং রাম ও সুগ্রীবের সখ্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া আপনার কল্যাণ চিন্তা করুন।৩০

আমি একাকীই—হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত এই লঙ্কাপুরী অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ, কিন্তু যাঁহার আদেশে আমি এস্থানে আসিয়াছি, তাঁহার (সেই রামের) যে (লঙ্কাবিনাশ) আদেশ নাই।৩১

যাহারা সীতাকে লাঞ্ছনা দিয়াছে, সেই শত্রুদের (স্বয়ং) বিনাশ করিবেন—ইহা বানর ও ভল্লুকগণসমক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।৩২

সীতায়াস্তেজসা দগ্ধাং রামকোপপ্রদীপিতাম্।
দহ্যমানামিমাং পশ্য পুরীং সাট্টপ্রতোলিকাম্ ॥৩৬

স্বানি মিত্রাণি মন্ত্রীংশ্চ
জ্ঞাতীন্ ভ্রাতৄন্ সুতান্ হিতান্।
ভোগান্ দারাংশ্চ লঙ্কাঞ্চ
মা বিনাশমুপানয় ॥৩৭

সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম।
রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ ॥৩৮

সর্ব্বান্ লোকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্।
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ ॥৩৯

দেবাসুর-নরেন্দ্রেষু যক্ষ-রক্ষোরগেষু চ।
বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্ব্বেষু মৃগেষু চ ॥৪০

সিদ্ধেষু কিন্নরেন্দ্রেষু পতত্রিষু চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বকালেষু নাস্তি সঃ ॥৪১

যো রামং প্রতি যুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।
সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেহ কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
রামস্য রাজসিংহস্য দুর্লভং তব জীবিতম্ ॥৪২

দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ নিশাচরেন্দ্র
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-নাগ-যক্ষাঃ।
রামস্য লোকত্রয়নায়কস্য
স্থাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্ব্বে ॥৪৩

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননো বা
রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।

রামের অপকার করিয়া সাক্ষাৎ দেবেন্দ্রও সুখলাভে বঞ্চিত হন, আপনার ন্যায় অন্যব্যক্তির ত কথাই নাই (সমধিক দণ্ড—বিনাশ অনিবার্য্য) ।৩৩

আপনার গৃহে অবস্থিতা যাঁহাকে আপনি সীতা বলিয়া অবগত হইতেছেন, তাঁহাকে সর্বলঙ্কাবিনাশকারিণী (প্রলয়কালে জগদ্বিধ্বংসনকারিণী) কালরাত্রী বলিয়া জানিবেন ।৩৪

সীতামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ কালপাশকে (যমের পাশাস্ত্রকে) আপনি স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, (অতএব তাহা পরিহার করিয়া) স্বীয় আত্মমঙ্গল চিন্তা করুন ।৩৫

সীতার তেজঃ (বহ্নি) প্রভাবে দগ্ধা, রামের ক্রোধ-(বায়ুর) প্রদীপ্তা হইয়া অট্টালিকা ও বীথিকার সহিত এই লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ হইবে—দেখিতে পাইবেন ।৩৬

স্বকীয় মিত্র, মন্ত্রী, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, পুত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী, ভোগ্য বস্তু ও দারা—এই সকল এবং লঙ্কাকে বিনাশ করাইবেন না ।৩৭

হে রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি এই রামচন্দ্রের দাস ও দূত (অতএব তাঁহার প্রভাব জানি) বিশেষতঃ (বনবাসী) বানর জাতির (পক্ষপাতশূন্য) সত্য (হিত) বাক্য (বিশেষ বিবেচনা পূর্বক) শ্রবণ করুন ।৩৮

মহাযশাঃ রামচন্দ্র প্রাণিপুঞ্জের সহিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত লোক (স্বর্গ, মর্ত ও পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন) সম্যক্‌ভাবে (উপ) সংহার করিয়া পুনরায় সেইভাবেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ ।৩৯

বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী রামচন্দ্রের (বিপক্ষে) প্রতিযুদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দেব, অসুর, নরপতি, যক্ষঃ, রক্ষঃ, উরগ (সর্প), বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর, পক্ষী এবং সমস্ত দিকে সমস্ত স্থানে সর্বকালে (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান) বিদ্যমান, অন্যান্য প্রাণিকুলের মধ্যেও নাই। সর্বলোকেশ্বর রাজসিংহ রামচন্দ্রের এইরূপ অপ্রিয় আচরণ করায় আপনার জীবন দুর্লভ জানিবেন ।৪০-৪২

হে নিশাচরেন্দ্র ! দেবগণ, দৈত্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ ও যক্ষগণ সকলেই লোকত্রয়নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখসমরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন ।৪৩

(চতুরানন স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা অথবা ত্রিলোচন, ত্রিপুরান্তক রুদ্র অথবা সুরনায়ক মহাবিভূতিসম্পন্ন বিষ্ণুও

---

*এস্থলে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রামাণ্য বলে ইন্দ্রপদে উপেন্দ্রই গৃহীত বলিয়া টীকাকারগণ বলেন।

ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥৪৪

স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ
কপের্নিশম্যাপ্রতিমোঽপ্রিয়ং বচঃ।

দশাননঃ কোপবিবৃত্তলোচনঃ
সমাদিশৎ তস্য বধং মহাকপেঃ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

রঘুপতি রামচন্দ্রের সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন।৪৪

অদীন (অকাতরে স্পষ্ট)-বাদী হনুমানের সৌষ্ঠব (শব্দার্থসম্পদ্) যুক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুলনীয় বীর দশানন ক্রোধে নয়নযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া সেই মহাকপির বধসাধনে আদেশ প্রদান করিলেন।৪৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনূমতঃ পরুষবাক্যং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধরাবণেন তস্য বধাদেশঃ, দূতস্যাবধ্যত্বং প্রদর্শ্য বিভীষণস্য তস্মাৎ রাবণং প্রতিনিবর্তয়িতুমুদ্যমশ্চ।]

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপয়দ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১
বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা।
নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ ॥২
তং রক্ষোঽধিপতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্য্যমুপস্থিতম্।
বিদিত্বা চিন্তয়ামাস কার্য্যং কার্য্যবিধৌ স্থিতঃ ॥৩
নিশ্চিতার্থস্ততঃ সাম্না পূজ্যং শত্রুজিদগ্রজম্।
উবাচ হিতমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমানের কর্কশবাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক তাহার বধাদেশ, দূতের অবধ্যত্ব প্রদর্শন পূর্বক বিভীষণের তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা।]

মহাত্মা বানরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবিহ্বল রাবণ তাহার বধসাধনে আদেশ প্রদান করিলেন।১

স্বীয় দৌত্যকর্ম সম্পাদনকারী হনুমান্ দুরাত্মা রাবণের বধাদেশ প্রাপ্ত হইলে দূত অবধ্য বলিয়া ভ্রাতা বিভীষণ তাহা অনুমোদন করিলেন না এবং সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজও উপস্থিত এই (গুরু) কর্তব্য কার্য্য অবগত হইয়া কার্য্যবিধি অনুসারে কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর যথোচিত কার্য্য সম্পাদনে স্থিরবুদ্ধি বাক্যবিশারদ বিভীষণ শত্রুজয়ী পূজ্য অগ্রজ রাবণকে শান্তভাবে অত্যন্ত মঙ্গলজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন।২-৪

ক্ষমস্ব রোষং ত্যজ রাক্ষসেন্দ্র
প্রসীদমে বাক্যমিদং শৃণুষ্ব।
বধং ন কুর্বন্তি পরাবরজ্ঞা
দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ ॥৫
রাজন্ ধর্ম্মবিরুদ্ধঞ্চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্।
তব চাসদৃশং বীর কপেরস্য প্রমাপণম্ ॥৬
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্ম্মবিশারদঃ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ ॥৭
গৃহ্যন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮
তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ।
যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্ ॥৯
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কোপেন মহতাবিষ্টো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১০
ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্ ॥১১

অধর্ম্মমূলং বহুদোষযুক্ত-
মনার্য্যজুষ্টং বচনং নিশম্য।
উবাচ বাক্যং পরমার্থতত্ত্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ ॥১২
প্রসাদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
ধর্ম্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্
সর্ব্বেষু সর্ব্বত্র বদন্তি সন্তঃ ॥১৩
অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধঃ
কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যং প্রবদন্তি সন্তো
দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ ॥১৪
বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো
মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্
বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽস্তি ॥১৫

হে রাক্ষসেন্দ্র! ক্ষমা করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, প্রসন্ন হউন, আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন; রাজন্! উৎকর্ষাপকর্ষকার্য্যজ্ঞানসম্পন্ন সৎস্বভাব বসুধাধিপতিগণ কখনও দূতকে বধ করেন না। হে বীর! রাজন্! এই বানরকে বধসাধন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, লোকাচারবিনিন্দিত এবং আপনার ন্যায় পরমার্থবেত্তার অসদৃশ।৫-৬

আপনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, রাজধর্মবিশারদ, জীবকুলের উৎকর্ষাপকর্ষকার্য্যতত্ত্বজ্ঞ এবং আপনিই পরমার্থবেত্তা।৭

অতএব আপনার মত বিচক্ষণও যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহা হইলে (অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিয়া) শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসম্পাদন কেবল বৃথাশ্রম মাত্র।৮

অতএব হে শত্রুঘাতিন্, দুরাসদ, রাক্ষসরাজ! আপনি প্রসন্ন হউন। কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া দূতের দণ্ড বিধান করুন।৯

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তর-বাক্য বলিতে লাগিলেন।১০

হে শত্রুসূদন! পাপকারিগণের বধে পাপ হয় না, অতএব রাজদ্রোহ পাপাপরাধে এই পাপকারী বানরকে বধ করিতে হইবে।১১

রাবণের এই অধর্মমূলক, নীচজনোচিত অপকীর্তি প্রভৃতি বিবিধ দোষযুক্ত বাক্যশ্রবণ পূর্বক বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ সারগর্ভ তত্ত্বার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।১২

হে লঙ্কাধিপতে! রাক্ষসরাজ! আপনি প্রসন্ন হউন; নিগূঢ় ধর্মের তত্ত্বসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করুন। হে রাজন্! সময়ে দূত সর্বকালেই অবধ্য—ইহা সর্বদেশে সর্বক্ষেত্রেই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন।১৩

এই বলগর্বিত বানর যে শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দূত দুষ্ট হইলেও দূত বধ্য—এরূপ কথা সাধুগণ বলেন না বরং দূতের বিবিধ প্রকার দণ্ড বিধান দেখা যায়।১৪

শরীরের বিরূপতাসাধন, কশা (বেত্রা)ঘাত, মস্তক-

কথঞ্চ ধর্ম্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ
পরাবরপ্রত্যয়নিশ্চিতার্থঃ।
ভবদ্বিধঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ
কোপং ন গচ্ছন্তি হি সত্ত্ববন্তঃ ॥১৬
ন ধর্ম্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে
ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু বাপি।
বিদ্যেত কশ্চিত্তব বীরতুল্য-
স্ত্বংহ্যুত্তমঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাম্ ॥১৭
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়াপ্রমেয়েণ সুরেন্দ্রসঙ্ঘা
জিতাশ্চ যুদ্ধেষ্বসকৃন্নরেন্দ্রাঃ ॥১৮
ইত্থং বিধস্যামরদৈত্যশত্রোঃ
শূরস্য বীরস্য তবাজিতস্য।
কুর্ব্বন্তি ধারা মনসাপ্যলীকং
প্রাণৈর্বিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে ॥১৯

ন চাপ্যস্য কপের্ঘাতে কঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং গুণম্।
তেষ্বয়ং পাত্যতাং দণ্ডো যৈরয়ং প্রেষিতঃ কপিঃ ॥২০
সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ।
ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি ॥২১
অপি চাস্মিন্ হতে নান্যং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্।
ইহ যঃ পুনরাগচ্ছেৎ পরং পারং মহোদধেঃ ॥২২
তস্মান্নাস্য বধে যত্নঃ কার্য্যঃ পরপুরঞ্জয়।
ভবান্ সেন্দ্রেষু দেবেষু যত্নমাস্থাতুমর্হতি ॥২৩
অস্মিন্ বিনষ্টে নহি ভূতমন্যং
পশ্যামি যস্তৌ নররাজপুত্রৌ।
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্বিনীতা-
বুদ্যোজয়েদ্ বৈ ভবতা বিরুদ্ধৌ ॥২৪
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং
যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্ ॥২৫

মুণ্ডন অথবা কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া, দূতের প্রতি এইসকল দণ্ডের বিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু দূতের বধ আমাদের শ্রবণগোচর হয় নাই।১৫

আপনি ধর্ম ও অর্থতত্ত্বে বিনীতবুদ্ধিসম্পন্ন, উত্তম অধমপ্রভৃতি বিচার করিয়া কার্য্যনির্ণয় করিয়া থাকেন; আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশবর্তী হওয়া কি উচিত? সজ্জনগণ ক্রোধ অবলম্বন করেন না।১৬

হে বীর! ধর্মবাদে, লোকাচারে এবং (বিচারপূর্বক) শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য গ্রহণে আপনার তুল্য কেহই নাই; আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে সর্বোত্তম।১৭

আপনি পরাক্রমশালী, উৎসাহসম্পন্ন, মনস্বী এবং সুর ও অসুরগণের দুর্জ্জয়। বিবেচক আপনি দেবগণকে ও অন্য নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। এই ভাবে আপনি দেব ও দৈত্যগণের শত্রু। আপনি শূর, বীর ও সমুন্নত। সেই বীরবৃন্দও পূর্বে মনে মনেও আপনার অপ্রিয় আচরণ করেন নাই এবং সেই বীরগণও প্রাণে বিযুক্ত হয় নাই। (এই শ্লোকদ্বয় প্রক্ষিপ্ত) হে রাজন্! এই বানর বধে কোন গুণ (উপকার) ও দেখিতে পাইতেছি না অথবা যাহাদের দ্বারা এই দূত প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদেরই দণ্ড বিধান করুন।১৮-২০

ভাল-মন্দ যাহাই বলুক না কেন দূত পরের আদেশে পরের কথা বলে বলিয়া পরাধীন দূত বধযোগ্য হইতে পারে না।২১

হে রাজন্! এই বানর হত হইলে অন্য কোন গগনচারী (এই সমুদ্রের পরপারে) যে আসিবে—তাহা দেখিতেছি না। অতএব শত্রুনগরবিজয়িন্! ইহার বধসাধনে প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। দেবগণের সহিত ইন্দ্রের প্রতিই আপনার অবহিত হওয়া উচিত।২২-২৩

হে যুদ্ধপ্রিয়! এই দূত বিনষ্ট হইলে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারী সেই নররাজপুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে উদ্যুক্ত করিবে, সেইরূপ অন্য দূত আমি দেখিতেছি না।২৪

হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ
কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ
কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ ॥২৬
তদেকদেশেন বলস্য তাবৎ
কেচিৎ তবাদেশকৃতোঽভ্য যান্তু।
তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢ়ৌ
পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্ ॥২৭

নিশাচরাণামধিপোঽনুজস্য
বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্।
জগ্রাহ বুদ্ধ্যা সুরলোক শত্রু-
র্মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

হে রক্ষোমনোবিনোদন! আপনি পরাক্রমী, উৎসাহ-সম্পন্ন, মনস্বী, দেব ও অসুরগণের দুর্জয়, রাক্ষসগণের মানসিক যুদ্ধাভিলাষ বিনষ্ট করা আপনার উচিত হইবে না।২৫

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, বীর, (বেতনপ্রাপ্তিতে) সংযতচিত্ত, সৎকুলজাত, মহাগুণসম্পন্ন, মনস্বী, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রশস্তক্রোধপরায়ণ, অত্যন্ত পরিপুষ্ট যোদ্ধৃগণের কিছু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কোন ব্যক্তি আপনার আদেশে অদ্যই সেই মূঢ় রাজপুত্রদ্বয়কে ধরিয়া এখানে লইয়া আসুক—শত্রুগণের নিকট আপনার প্রভাব বিস্তার করা উচিত।২৬-২৭

নিশাচরাধিপতি, দেবলোকবিজয়ী ও মহাবল রাক্ষস-রাজাধিরাজ অনুজ বিভীষণের এই মঙ্গলজনক মনোরম বাক্যের তাৎপর্য্য বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করিলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণাদিষ্ট-নিশাচরৈস্তৈলসিক্তবস্ত্রখণ্ডেন হনূমতঃ পুচ্ছং সংবেষ্ট্য ঢক্কাদিবাদ্যনিনাদৈর্ঘোষয়িত্বা তেন সহ লঙ্কায়াঃ প্রদক্ষিণম্, রাক্ষসীসমীপত এতদ্‌বৃত্তং শ্রুত্বা অগ্নিনিকটে শপথপূর্বকং সীতায়াঃ প্রার্থনা, তোরণমারুহ্য স্বশরীরঞ্চ সঙ্কুচ্য হনূমতঃ পুচ্ছবহ্নের্মুক্তিলাভঃ, ততঃ স্বশরীরং বর্দ্ধয়িত্বা পরিঘঞ্চ ধৃত্বা রক্ষিণাং রাক্ষসানাং বধশ্চ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবো মহাত্মনঃ।
দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতুরুত্তরমব্রবীৎ ॥১
সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা।
অবশ্যন্তু বধাদন্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ ॥২
কপীনাং কিল লাঙ্গূলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্।
তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু ॥৩
ততঃ পশ্যন্ত্বিমং দীনমঙ্গবৈরূপ্যকর্শিতম্।
সমিত্রজ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥৪
আজ্ঞাপয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরং সর্ব্বং সচত্বরম্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রক্ষোভিঃ পরিণীয়তাম্ ॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ।
বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গূলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ ॥৬

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণাদিষ্ট নিশাচরগণ কর্তৃক তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পুচ্ছ সংবেষ্টনপূর্বক ঢক্কাদিবাদ্য ঘোষণা নিনাদে লঙ্কা প্রদক্ষিণ। রাক্ষসীর নিকট এই সব কথা শুনিয়া জানকীর অগ্নির নিকট শপথপূর্বক প্রার্থনা, তোরণের উপর আরোহণ পূর্বক নিজ শরীর কৃশ করিয়া পুচ্ছাগ্নি হইতে হনুমানের মুক্তিলাভ এবং স্বীয় শরীর বিশাল করতঃ পরিঘ লইয়া রক্ষী রাক্ষসগণকে বধ।]

ভ্রাতা মহাত্মা বিভীষণের দেশ ও কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন (দেশ ও তৎকালের কল্যাণজনক) উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১

(বিভীষণ!) তুমি যথার্থই বলিয়াছ, দূত বধ অত্যন্ত নিন্দনীয়; কিন্তু বধ ব্যতীত অন্যপ্রকারে ইহার নিগ্রহ অবশ্যই কর্তব্য।২

লাঙ্গুল বানরগণের অতীব প্রিয়ভূষণ; তাহার সেই লাঙ্গুল সত্বর (অগ্নি সংযোগ পূর্বক) প্রজ্বলিত কর; সেই দগ্ধলাঙ্গুলের সহিত (বানর) তাহার প্রভু সমীপে গমন করুক।৩

সুহৃদ্বর্গের সহিত মিত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিরূপকলেবর, ক্লিষ্ট ও ব্যাকুল এই বানরকে অবলোকন করুক। রাক্ষসাধিপতি আদেশ করিলেন—লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ পূর্বক রাক্ষসগণ এই বানরকে চত্বরের সহিত সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়া আনুক।৪-৫

রাবণের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কোপনস্বভাব রাক্ষসগণ (রাশি রাশি) জীর্ণ (ছিন্ন) কার্পাসবস্ত্র দ্বারা সেই বানরের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল।৬

সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গূলে ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ।
শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ ॥৭
তৈলেন পরিষিচ্যাথ তেঽগ্নিং তত্রোপপাদয়ন্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতাড়য়ৎ ॥৮
রোষামর্ষপরীতাত্মা বালসূর্য্যসমাননঃ।
স ভূয়ঃ সঙ্গতৈঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈর্হরিপুঙ্গবঃ ॥৯
সহস্ত্রী-বাল-বৃদ্ধাশ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ।
নিবদ্ধঃ কৃতবান্ বীরস্তৎকালসদৃশীং মতিম্ ॥১০
কামং খলু ন মে শক্তা নিবদ্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ।
ছিত্ত্বা পাশান্ সমুৎপত্য হন্যামহমিমান্ পুনঃ ॥১১
যদি ভর্ত্তৃহিতার্থায় চরন্তং ভর্ত্তৃশাসনাৎ।
নিবধ্নন্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥১২

লাঙ্গুল বেষ্টিত হইলে বনমধ্যে শুষ্ককাষ্ঠপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় হনুমান্ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।৭

অতঃপর রাক্ষসগণ তাহা (কার্পাস বস্ত্রখণ্ডে) তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে রোষ ও অমর্ষে সমাচ্ছন্ন, নবোদিত সূর্য্যসদৃশ বদন-মণ্ডলশালী হনুমান্ সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহাদের আঘাত করিতে লাগিলেন। (সেই হনুমানের প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দেখিবার জন্য) সমাগত ক্রূর রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বন্ধ করিল। স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধের সহিত নিশাচরগণ পরমা প্রীতি লাভ করিল। বদ্ধ বানর তৎকালোচিত বুদ্ধি স্থির করিলেন।৮-১০

আমি বদ্ধ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলেও নিশাচরগণ আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুনরুত্থানপূর্বক ইহাদিগকে বধ করিতে পারি।১১

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলের জন্য বিচরণকারী আমাকে যদি তাহারা তাহাদের প্রভু দশাননের আদেশে বন্ধন করিয়া থাকে, (তাহারা বন্ধন মাত্র করিয়াছে) আমার কৃত (অপ) কর্মের প্রতীকার তাহারা করিতে পারে নাই।১২

সর্ব্বেষামেব পর্য্যাপ্তো রাক্ষসানামহং যুধি।
কিন্তু রামস্য প্রীত্যর্থং বিষহিষ্যেঽহমীদৃশম্ ॥১৩
লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি।
রাত্রৌ ন হি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ ॥১৪
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে।
কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ ॥১৫
পীড়াং কুর্ব্বন্তি রক্ষাংসি ন মেঽস্তি মনসঃ শ্রমঃ।
ততস্তে সংবৃতাকারং সত্ত্ববন্তং মহাকপিম্ ॥১৬
পরিগৃহ্য যযুর্হৃষ্টা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্।
শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥১৭
রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্।
অন্বীয়মানো রক্ষোভির্যযৌ সুখমরিন্দমঃ ॥১৮

যদিও আমি একাকীই সমরে সমুদয় রাক্ষস সংহারে সমর্থ তথাপি রামচন্দ্রের প্রীতির জন্য ঈদৃশ বন্ধন সহ্য করিব। (পূর্বে) রাত্রিতে বিচরণ করায় লঙ্কার দুর্গসকল সুষ্ঠুভাবে নিরীক্ষণ সম্ভব হয় নাই, অতএব দিবাভাগে (এইভাবে) পুনরায় লঙ্কার সমস্ত স্থান বিচরণ পূর্বক দেখিতে পাইব।১৩-১৪

নিশাক্ষয়ে* (নিশাবসানে দিবাভাগে) অবশ্যই আমার

* "নিশাক্ষয়" এই পদটী দ্বারা হনুমান্ সীতার সহিত সম্ভাষণের জন্য কতিপয় দিবস লঙ্কায় বাস করিয়াছিলেন ইত্যাদি সূচিত হইতেছে বলিয়া টীকাকার তিলক বলেন,—ফাল্গুনমাসে সীতাপহরণ; আশ্বিনের শুক্লপক্ষাবসানে হনুমানের প্রেরণায় বানরগণের দূত প্রেরণ; কার্তিক শুক্লপক্ষে সীতাঅন্বেষণের জন্য বানরের গমন; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমীতে সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার; তখন সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট একমাস অতীত বলিয়া বানরগণের কথন; একাদশীতে হনুমানের লঙ্কায় গমন, রাত্রিশেষে সীতাদর্শন; দ্বাদশীর দিবাভাগে অবস্থান পূর্বক রাত্রিতে সম্যক্ সীতাসন্দর্শন; রাত্রিশেষে সীতার নিকট রাবণের আগমন, সেই সময় রাবণ প্রদত্ত দ্বাদশমাসের প্রায় দুইমাস অবশিষ্ট; ত্রয়োদশীর প্রাতঃকালে সীতার সহিত বাক্যালাপ, এই সেইদিনই অশোকবনিকাদি ভঙ্গ; চতুর্দ্দশীতে অক্ষপর্য্যন্ত সমূহ রাক্ষস বধ ও লঙ্কাদাহ; অথবা পূর্ণিমায় লঙ্কাদাহ; ইত্যাদি অনুসন্ধান করা উচিত।

হনূমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানাং মহাপুরীম্।
অথাপশ্যদ্ বিমানানি বিচিত্রাণি মহাকপিঃ ॥১৯
সংবৃতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্।
রথ্যাশ্চ গৃহসংবাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গাটকানি চ ॥২০
তথা রথ্যোপরথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্।
চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ ॥২১
ঘোষয়ন্তি কপিং সর্ব্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধা নির্জগ্মুস্তত্র তত্র কুতূহলাৎ ॥২২
তং প্রদীপিতলাঙ্গূলং হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ।
দীপ্যমানে ততস্তস্য লাঙ্গূলাগ্রে হনূমতঃ ॥২৩
রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্।
যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ ॥২৪
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে।
শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্ ॥২৫
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ।
মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্ মহাকপেঃ ॥২৬
উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রযতা হব্যবাহনম্।
যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ ॥২৭
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ।
যদি কিঞ্চিদনুক্রোশস্তস্য ময্যস্তি ধীমতঃ।

একবার লঙ্কা দর্শন করা উচিত অতএব তাহারা পুনরায় আমাকে বন্ধন করুক লাঙ্গুল প্রজ্বলিত করিয়া রাক্ষসেরা পীড়া প্রদান করিলেও তাহাতে আমার মানসিক ক্লেশ নাই। অনন্তর সেই রাক্ষসগণ গূঢ়স্বভাব বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপিকে গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে গমন করিল এবং শঙ্খভেরী প্রভৃতির নিনাদে তাহার রাজদ্রোহিতারূপ নিজ কর্ম্মদোষের জন্য রাজদণ্ড ঘোষণা করিতে করিতে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সেই বানরকে সেই নগরীতে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। শত্রুদমন হনুমান্‌ও নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন।১৫-১৮

হনুমান্ রাক্ষসগণের সহিত মহানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বিমান-প্রাচীরবেষ্টিত সুনির্ম্মিত অঙ্গন ভূমিভাগ, পার্শ্বদেশে নিবিড় গৃহসকল শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ চতুষ্পথ, গৃহদ্বয়মধ্য স্থান প্রভৃতি মহাকপির দৃষ্টিগোচর হইল। রাক্ষসগণ সেই চত্বরে চতুষ্পথে সেই মহাকপিকে রাম-দূত চোর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। সেই প্রজ্বলিত-পুচ্ছ হনুমানকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলবশতঃ স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণ গৃহ হইতে আসিতে লাগিল। সেই হনুমানের লাঙ্গুলাগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইলে পর বিরূপাক্ষী রাক্ষসীগণ সেই অপ্রিয় সংবাদ দেবী সীতার নিকট এই সব বৃত্তান্ত জানাইল—হে সীতে! তুমি যে তাম্রমুখ হনুমানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলে সেই হনুমানের লাঙ্গুল প্রজ্বলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান হইতেছে। বিদেহরাজনন্দিনী এই আত্ম-বিনাশসদৃশ ক্লেশদায়ক বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শোকসন্তপ্তা হইয়া হুতাশনের নিকট গমন করিলেন এবং হনুমানের মঙ্গল কামনায় তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন।১৯-২৬

বিশালনয়না সংযতচিত্তা বহ্নির উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে হুতাশন! যদি আমার পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্য্যার ফল থাকে, যদি আমি পতিব্রতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সেই ধীমান্ রামের আমার প্রতি করুণা থাকে, যদি আমার ভাগ্যে সুখ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সেই ধর্ম্মাত্মা আমাকে পাতিব্রত্যশালিনী ও তাঁহার মঙ্গলাভিকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। যদি সুগ্রীব আমাকে এই দুঃখরূপ জল সংরোধ হইতে উদ্ধারসাধনের জন্য সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। প্রখর জ্বালামালী হুতাশন হরিণনয়না সীতার সমীপে হনুমানের শুভ সংবাদ বলিবার নিমিত্তই যেন প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। হনুমানের জনক বায়ু পুচ্ছানলে সংযুক্ত হইলেও দেবীর সম্মুখে হিমানিলের

যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনূমতঃ ॥২৮
যদি মাং বৃত্তসম্পন্নাং তৎ-সমাগমলালসাম্ ।
স বিজানাতি ধর্ম্মাত্মা শীতো ভব হনূমতঃ ॥২৯
যদি মাং তারয়েদার্য্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাচ্ছীতো ভব হনূমতঃ ॥৩০
ততস্তীক্ষ্ণার্চিরব্যগ্রঃ প্রদক্ষিণশিখোঽনলঃ ।
জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যাঃ শংসন্নিব শুভং কপেঃ ॥৩১
হনূমজ্জনকশ্চৈব পুচ্ছানলযুতোঽনিলঃ ।
ববৌ স্বাস্থ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ ॥৩২
দহ্যমানে চ লাঙ্গূলে চিন্তয়ামাস বানরঃ ।
প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্ব্বতঃ ॥৩৩
দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্ ।
শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৪
অথ বা তদিদং ব্যক্তং যদ্ দৃষ্টং প্লবতা ময়া ।
রামপ্রভাবাদাশ্চর্য্যং পর্ব্বতঃ সরিতাং পতৌ ॥৩৫
যদি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ ।
রামার্থে সম্ভ্রমস্তাদৃক্কিমগ্নির্ন করিষ্যতি ॥৩৬
সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ ।
পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ ॥৩৭
ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ ।
কথমস্মদ্বিধস্যেহ বন্ধনং রাক্ষসাধমৈঃ ॥৩৮
প্রতিক্রিয়াস্য যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে ।
ততশ্ছিত্ত্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ ॥৩৯
উৎপপাতাথ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ ।
পুরদ্বারং ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ॥৪০
বিভক্তরক্ষঃ-সম্বাধমাসসাদানিলাত্মজঃ ।
স ভূত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্ ॥৪১
হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বন্ধনান্যবশাতয়ৎ ।
বিমুক্তশ্চাভবচ্ছ্রীমান্ পুনঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥৪২
বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘং তোরণাশ্রিতম্ ।

ন্যায় শীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ।২৭-৩২

লাঙ্গুল দহ্যমান হইতে থাকিলে হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন—অগ্নি চতুর্দিকে প্রজ্বলিত ও প্রবলশিখা সমন্বিত হইলেও আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না বা ক্লেশ দিতেছেন না কেন ? পরন্তু শিশিরস্নিগ্ধের ন্যায় আমার লাঙ্গুলের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন ।৩৩-৩৪

অথবা সমুদ্র লঙ্ঘনসময়ে রামের প্রভাবে সমুদ্র মধ্যে আশ্চর্য্য পর্বতদর্শনের ন্যায় এই ব্যাপারও তাঁহার প্রভাবেই হইতেছে সন্দেহ নাই ।৩৫

সমুদ্র ও ধীমান্ মৈনাক যদি রামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে রামের হিতসাধনে অগ্নিই বা কেন শৈত্যাবলম্বন করিবেন না ? ৩৬

সীতার আশ্রিতজনবাৎসল্য ও রামের তেজঃপ্রভাব ও পিতা পবনের সখ্য—এই কারণত্রয়েই অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না ।৩৭

কপিকুঞ্জর পুনরায় মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন—পরাক্রম থাকা সত্ত্বেও রাক্ষসাধমেরা আমার ন্যায় ব্যক্তিকে কিরূপে বন্ধন করিবে ? অতএব এই পাশে (বন্ধন) ছিন্ন করিয়া ইহার প্রতীকার সাধন আমার কর্তব্য। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া বেগবান হনুমান্ এই সকল পাশ ছেদন করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে উৎপতিত হইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ হনুমান্ শৈলশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত তোরণোপরি সবেগে সমুপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে সেই সময়ে রাক্ষসগণকে বিচরণ করিতে দেখা গেল না। হনুমান্ সযত্নে ক্ষণকালের মধ্যে পর্বততুল্য শরীর ধারণপূর্বক পুনরায় সেই মুহূর্তেই ক্ষুদ্রকায় হইয়া বন্ধনসকল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অবশেষে সেই হনুমান্ বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় আবার পর্বতসদৃশ হইলেন। অতঃপর ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তোরণোপরি কৃষ্ণলৌহ নির্মিত একটা গদা

স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিষ্কৃতম্।
রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্ব্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ ॥৪৩
স তান্ নিহত্বা রণচণ্ডবিক্রমঃ
সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
প্রকাশিতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥৪৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা রক্ষী রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ রক্ষিগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক পুনরায় লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে লাঙ্গুলস্থিত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি রশ্মিজাল-সমাবৃত রবির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।৩৮-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনূমতা লঙ্কাপুর্য্যা দহনম্, রাক্ষসানাং বিলাপশ্চ।]

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ।
বর্ধমানসমুৎসাহঃ কার্য্যশেষমচিন্তয়ৎ ॥১
কিং নু খল্ববশিষ্টং মে কর্ত্তব্যমিহ সাম্প্রতম্।
যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ ॥২
বনং তাবৎ প্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা হতাঃ।
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতঃ শেষং দুর্গবিনাশনম্ ॥৩
দুর্গে বিনাশিতে কর্ম্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্।
অল্পযত্নেন কার্য্যেঽস্মিন্ মম স্যাৎ সফলঃ শ্রমঃ ॥৪
যো হ্যয়ং মম লাঙ্গূলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ।
অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্ত্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ ॥৫
ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গূলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কাপুরীর দহন ও রাক্ষসগণের বিলাপ]

অনন্তর কপিবর হনুমান্ মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া লঙ্কানগরী নিরীক্ষণপূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধুনা এই রাক্ষসদিগের যাহাতে পুনর্ব্বার সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, সম্প্রতি তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বনভঙ্গ, প্রধান প্রধান রাক্ষস নিধন এবং কিয়দংশে সৈন্যও সংহার করিয়াছি, কেবল দুর্গ বিনষ্ট করাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সমুদ্র-সন্তরণে আমার যে শ্রম হইয়াছে, এই দুর্গ ধ্বংস হইলে তাহা সার্থক হইবে এবং সীতার অন্বেষণ করিতে আমার যে শ্রম হইয়াছে, অল্প যত্নে তাহাও সুসিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ যে হব্যবাহন (অগ্নি) আমার লাঙ্গুলে প্রদীপ্ত হইতেছেন, উত্তম উত্তম গৃহসকল দগ্ধ করিয়া তাঁহার তর্পণ করা উচিত।১-৫

তৎপরে বানরবর হনুমান্ প্রজ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া সবিদ্যুৎ তোয়দের ন্যায় লঙ্কাস্থ গৃহবৃন্দের উপরি বিচরণ

গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।
বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥৭
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।
অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী ॥৮
ততোহন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্।
মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্ ॥৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥১০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ ॥১১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ ॥১২
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ ॥১৩
করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি ॥১৪
নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য দুরাত্মনঃ।
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ ॥১৫

বর্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি।
ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ ॥১৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
গৃহেষ্বৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ ॥১৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্য্যবান্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্ ॥১৮
ততস্তস্মিন্ গৃহে মুখ্যে নানারত্নবিভূষিতে।
মেরুমন্দরসঙ্কাশে নানামঙ্গলশোভিতে ॥১৯
প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
ননাদ হনুমান্ বীরো যুগান্তজলদো যথা ॥২০
শ্বসনেন চ সংযোগাদতিবেগো মহাবলঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল প্রাবর্ধত হুতাশনঃ ॥২১
প্রদীপ্তমগ্নিং পবনস্তেষু বেশ্মসু চারয়ন্।
অভূচ্ছ্বসনসংযোগাদতিবেগো হুতাশনঃ ॥
তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামণিময়ানি চ ॥২২
ভবনানি ব্যশীর্য্যন্ত রত্নবন্তি মহান্তি চ।
তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্বসুধাতলে ॥২৩

করিতে লাগিলেন। নির্ভীকচিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রাসাদ, উদ্যান এবং প্রত্যেক আলয়েই ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বায়ুসদৃশ বেগবান্ বীর্য্যবান্ হনুমান্ প্রথমতঃ প্রহস্তের আলয়ে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। ক্রমে মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, মহাত্মা, কুম্ভ, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুর আলয়ে অগ্নি প্রদান করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কপিকুঞ্জর মহাতেজা হনুমান্ বিভীষণের আলয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল গৃহই দহন করিলেন। ধনবান্‌দিগের সেই সেই মহামূল্য ভবনে যে সকল ধনসম্পত্তি ছিল, কপিবর বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ হনুমান্ তাহাও দগ্ধ করিলেন। তাহাদিগের গৃহ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বিবিধ মঙ্গলময় বস্তুশোভিত, নানাবিধ রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত, মেরু ও মন্দর সদৃশ রাবণের যে সকল প্রধান প্রধান আলয় ছিল, বীর হনুমান্ তাহাতে লাঙ্গুলস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় গভীর স্বরে নিনাদ করিলেন। তখন সেই ঘোরতর হুতাশন পবনদেবের সহায়তায় অতিবেগে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। তখন প্রভঞ্জন সেই সেই ভবননিকরে প্রদীপ্ত অনল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। কাঞ্চন-রচিত বাতায়ন-সমন্বিত, মণি-মুক্তা ও রত্নখচিত বিশাল ভবন-সকল সেই অনলে বিশীর্ণ হইল। এমন কি, পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধদিগের আলয় যেমন অম্বরতল হইতে

ভবনানীব সিদ্ধানামম্বরাৎ পুণ্যসংক্ষয়ে।
সঞ্জজ্ঞে তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং প্রধাবতাম্ ॥২৪
স্বে স্বে গৃহপরিত্রাণে ভগ্নোৎসাহোজ্ঝিতশ্রিয়াম্।
নূনমেষোঽগ্নিরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি ॥২৫
ক্রন্দন্ত্যঃ সহসা পেতুঃ স্তনন্ধয়ধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিদগ্নিপরীতাঙ্গ্যো হর্ম্ম্যেভ্যো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ॥২৬
পতন্ত্যো রেজিরেঽভ্রেভ্যঃ সৌদামন্য ইবাম্বরাৎ।
বজ্র-বিদ্রুম-বৈদূর্য-মুক্তা-রজতসংহতান্ ॥২৭
বিচিত্রান্ ভবনাদ্ধাতূন্ স্যন্দমানান্ দদর্শ সঃ।
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং তৃণানাঞ্চ যথা তথা ॥২৮
হনূমান্ রাক্ষসেন্দ্রাণাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি।
ন হনূমদ্বিশস্তানাং রাক্ষসানাং বসুন্ধরা ॥২৯
হনূমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা।
লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা ॥৩০
ততঃ স লঙ্কাপুরপর্ব্বতাগ্রে
সমুত্থিতো ভীম-পরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো
হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ ॥৩১
যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ
সমারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবস্পৃক্।
বিধূমরশ্মির্ভবনেষু সক্তো
রক্ষঃ-শরীরাজ্য-সমর্পিতার্চিঃ ॥৩২
আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা
লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনিপ্ররূঢ়ৈ-
র্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ ॥৩৩
তত্রাম্বরাদগ্নিরতিপ্রবৃদ্ধো
রূক্ষপ্রভঃ কিংশুকপুষ্পচূড়ঃ।
নির্বাণধূমাকুলরাজয়শ্চ
নীলোৎপলাভাঃ প্রচকাশিরেঽভ্রাঃ ॥৩৪
বজ্রী মহেন্দ্রস্ত্রিদশেশ্বরো বা
সাক্ষাদ্ যমো বা বরুণোঽনিলো বা।

নিপতিত হয়, সেইরূপ গৃহরাজী ভগ্ন হইয়া বসুধাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা শ্রীহীন ও আপন আপন গৃহরক্ষায় নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া হাহাকার শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। অনল নিশ্চয়ই এই বানররূপে আগমন করিয়াছে। রাক্ষসীরা সর্ব্বাঙ্গে অনলাচ্ছন্ন হইয়া আলুলায়িত কেশে হর্ম্ম্যবৃন্দ হইতে পতিত হইয়া অম্বর-পতিত সৌদামিনীর ন্যায়, শোভা পাইল। রাক্ষসদিগের প্রজ্বলিত গৃহ হইতে হীরক, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বিচিত্র ধাতুসকল গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ও তৃণ দ্বারা তৃপ্ত হন না, হনুমানও তদ্রূপ নিশাচরদিগকে বধ করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিলেন না। পরন্তু হনুমান্ এত রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে সেই মৃত নিশাচরদিগের শয়নের স্থান হইল না। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, মহাত্মা বানরবর বেগবান্ হনুমান্ সেইরূপ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সেই ভয়ানক হুতাশন, বেগবান্ হনুমান্ কর্তৃক বিকীর্ণ হইয়া লঙ্কাপুরীর পর্ব্বত-শিখরে শিখাসকল বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। অধিক কি, কালানলতুল্য ভীষণ অগ্নি বায়ু সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল; তখন সেই বিধূমরশ্মি গৃহলগ্ন অনল রাক্ষসশরীররূপ আজ্যের আহুতি পাইয়া জ্বালাসকল উদ্গিরণ করিতে লাগিল। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী প্রলয়ানল সমস্ত লঙ্কাপুরী পরিবৃত করিয়া বজ্রের ন্যায় ঘোরতর নিনাদে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতই দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কিংশুক পুষ্প-সদৃশ শিখাসম্পন্ন রূক্ষকান্তি হুতাশন এইরূপে আকাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অধোভাগে বিচ্ছিন্ন ধূমসকল নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া মেঘের ন্যায় আকারে নীলোৎপলবৎ প্রভা বিস্তার-পূর্ব্বক সাতিশয় শোভা ধারণ করিল।৬-৩৪

লঙ্কাপুরীর সমস্ত গৃহ, প্রাণিপুঞ্জ এবং বৃক্ষরাজী দগ্ধ হইলে মহাবল রাক্ষসেরা তাহা দর্শন করিয়া পরস্পর

রৌদ্রোঽগ্নিরর্কো ধনদশ্চ সোমো
ন বানরোঽয়ং স্বয়মেব কালঃ ॥৩৫
কিং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপিতামহস্য
লোকস্য ধাতুশ্চতুরাননস্য।
ইহাগতো বানররূপধারী
রক্ষোপসংহারকরঃ প্রকোপঃ ॥৩৬
কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য
রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং
স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা ॥৩৭
ইত্যেবমূচুর্বহবো বিশিষ্টা
রক্ষোগণাস্তত্র সমেত্য সর্ব্বে।
সপ্রাণিসঙ্ঘাং সগৃহাং সবৃক্ষাং
দগ্ধাং পুরীং তাং সহসা সমীক্ষ্য ॥৩৮
ততস্তু লঙ্কা সহসা প্রদগ্ধা
সরাক্ষসা সাশ্বরথা সনাগা।
সপক্ষিসঙ্ঘা সমৃগা সবৃক্ষা
রুরোদ দীনা তুমুলং সশব্দম্ ॥৩৯

হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র
হা জীবিতেশাঙ্গ হতং সুপুণ্যম্।
রক্ষোভিরেবং বহুধা ব্রুবদ্ভিঃ
শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ ॥৪০
হুতাশনজ্বাল-সমাবৃতা সা
হতপ্রবীরা পরিবৃত্তযোধা।
হনূমতঃ ক্রোধবলাভিভূতা
বভূব শাপোপহতেব লঙ্কা ॥৪১
সসম্ভ্রমং ত্রস্তবিষণ্ণরাক্ষসাং
সমুজ্জ্বলজ্জ্বালহুতাশনাঙ্কিতাম্।
দদর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ
স্বয়ম্ভুরোষোপহতামিবাবনিম্ ॥৪২
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং পাদপরত্নসঙ্কুলং
হত্বা তু রক্ষাংসি মহান্তি সংযুগে।
দগ্ধ্বা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং
তস্থৌ হনূমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥৪৩

বলাবলি করিতে লাগিল যে, এ বানর নহে; ত্রিদশাধিপতি বজ্রধারী মহেন্দ্র, বরুণ, অনল, রৌদ্রাগ্নি, সূর্য্য, ধনদ, সোম, সাক্ষাৎ যম অথবা স্বয়ং কালই হইবেন; কিংবা সর্বলোকপিতামহ লোকবিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার কোপ রাক্ষসসংহারকারী বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছে। অথবা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত এবং একমাত্র পরম বিষ্ণুতেজ রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্ত সম্প্রতি মায়াবলে কপিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।৩৫-৩৮

অনন্তর লঙ্কানগরী,—রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব, রথ, মৃগ, বৃক্ষ এবং পক্ষীসহ দগ্ধ হইলে তথাকার রাক্ষসেরা দুঃখিত হইয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। হা তাতঃ! হা পুত্র! হা কান্ত! হা মিত্র! হা জীবিতেশ! আমাদের সমস্ত পুণ্যক্ষয় হইল, রাক্ষসেরা এইরূপে ঘোরতর শব্দে বিলাপ করিতে লাগিল। অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধাসকল অভিহত হইলে হনুমানের ক্রোধ এবং বলে অভিভূত লঙ্কাপুরী শাপ-হতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিশাচরেরা বিষণ্ণ ও ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতেছে। মহামনা হনুমান্ সসম্ভ্রমে দেখিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মার দিবাবসান অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার কোপে পৃথিবী যেমন লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, প্রজ্বলিত বহ্নিজ্বালায় পরিবৃত লঙ্কাপুরী সেইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। পবননন্দন কপিবর হনুমান্ পাদপ-সঙ্কুল বন ভগ্ন, গৃহসমূহ-সমন্বিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস সকলকে সমরে সংহার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা বহুবিধ তরুরাজি দ্বারা সুশোভিত কানন ভগ্ন, প্রভূত রাক্ষস সংহার এবং

স রাক্ষসাংস্তান্ সুবহূংশ্চ হত্বা
বনঞ্চ ভঙ্‌ক্ত্বা বহুপাদপং তৎ।
বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিং
জগাম রামং মনসা মহাত্মা ॥৪৪

ততস্তু তং বানরবীরমুখ্যং
মহাবলং মারুততুল্যবেগম্।
মহামতিং বায়ুসুতং বরিষ্ঠং
প্রতুষ্টুবুর্দেবগণাশ্চ সর্ব্বে ॥৪৫

দেবাশ্চ সর্ব্বে মুনিপুঙ্গবাশ্চ
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-পন্নগাশ্চ
ভূতানি সর্ব্বাণি মহান্তি তত্র
জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুল্যরূপাম্ ॥৪৬

ভঙ্‌ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে।
দগ্ধ্বা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥৪৭

গৃহাগ্র্যশৃঙ্গাগ্রতলে বিচিত্রে
প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
ব্যরাজতাদিত্য ইবাচমালী ॥৪৮

লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গূলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্ব্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥৪৯

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥৫০

তং দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনূমন্তং মহাকপিম্।
কালাগ্নিরিতি সঞ্চিন্ত্য সর্বভূতানি তত্রসুঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

তাহাদের ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন।৩৯-৪৪

তৎকালে দেবতারা সকলে মারুতসদৃশ বেগবান্ মহামতি বানর-বীর বায়ুপুত্রের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ এবং মহাভূতগণ অসীম প্রীতি লাভ করিলেন। মহাতেজা কপিবর হনুমান্,—বন ভগ্ন, ভয়ঙ্করা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসকুল বধ করিয়া শোভিত হইলেন। সেই বানররাজ প্রধানতম প্রাসাদমণ্ডলের বিচিত্র শিখরাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত লাঙ্গুলের শিখাসকল বিকীর্ণ হওয়ায়, অর্চ্চিমালাশোভিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরপুঙ্গব হনুমান্, সমস্ত লঙ্কাপুরী সর্বতোভাবে পীড়িত করিয়া তখন সাগরসলিলে লাঙ্গুলস্থ অনল নির্ব্বাপিত করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, এবং পরমর্ষিগণ লঙ্কাপুরীর সেইভাবে দগ্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ সেই মহাকপি হনুমানকে প্রলয়াগ্নি মনে করিয়া সকল প্রাণী ভীত হইয়াছিল।৪৫-৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সীতার্থে হনূমতশ্চিন্তা, তন্নিরাকরণশ্চ।]

সন্দীপ্যমানাং বিত্রস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্।
অবেক্ষ্য হনুমাঁল্লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥১
তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত।
লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া ॥২
ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্।
নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥৪
বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥৬
ধিগস্তু মাং সুদুর্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্।
অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিঘাতকম্ ॥৭
যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্ব্বা নূনমার্য্যাপি জানকী।
দগ্ধা তেন ময়া ভর্ত্তুর্হতং কার্য্যমজানতা ॥৮
যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্য্যমবসাদিতম্।
ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা ॥৯
ঈষৎকার্য্যমিদং কার্য্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ।
তস্য ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥১০
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী ॥১১
যদি তদ্বিহতং কার্য্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্য্যয়াৎ।
ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[সীতার জন্য হনুমানের চিন্তা ও তাহার নিবারণ।]

সেই লঙ্কাপুরীকে দহ্যমান, ভীত এবং ভীত রাক্ষসগণে ব্যাপ্ত নিরীক্ষণ করিয়া বানরবর হনুমানের মনে অতিশয় ভয় এবং আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, আমি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া কি কুৎসিত কর্ম করিয়াছি! যে মহাত্মারা বারিবর্ষণে প্রজ্বলিত অনলের নির্বাণের ন্যায় বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রোধ সংযম করেন, তাঁহারাই ধন্য। মানব কুপিত হইলে কোন্ পাপ কাজ না করিয়া থাকে? অন্য কথা দূরে থাকুক, কেহ কেহ কোপান্ধ হইয়া গুরুহত্যা করে, কেহ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্যে সাধুগণের প্রতি অধিক্ষেপ করে। ক্রুদ্ধ মনুষ্যদিগের কদাপি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না, বিশেষতঃ তাহাদিগের অকর্ত্তব্য এবং অবাচ্য কোনসময়ই থাকে না।১-৫

সর্প যেমন জীর্ণ নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি স্বীয় ক্ষমাগুণে উদয়সময়েই ক্রোধকে বিসর্জ্জন করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ বলিয়া কথিত হন। "এই পুরী দগ্ধ হইলে সীতাদেবীও সেইসঙ্গে দগ্ধ হইবেন" ইহা না ভাবিয়া যখন লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিয়াছি, তখন আমার তুল্য নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ আর নাই। বিশেষতঃ আমি প্রভু হত্যা করিয়া নিরতিশয় পাপে লিপ্ত হইলাম, অতএব আমাকে ধিক্! অধিকন্তু সমস্ত পুরী নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছে। যদি পূজনীয়া জনক-তনয়া দগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ আমি প্রভুর কার্য্য

কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্ বড়বামুখে।
শরীরমিহ সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্ ॥১৩
কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ।
তৌ বা পুরুষশার্দূলৌ কার্য্যসর্ব্বস্বঘাতিনা ॥১৪
ময়া খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্।
প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্ ॥১৫
ধিগস্তু রাজসং ভাবমনীশমনবস্থিতম্।
ঈশ্বরেণাপি যদ্ রাগান্ ময়া সীতা ন রক্ষিতা ॥১৬
বিনষ্টায়াং তু সীতায়াং তাবুভৌ বিনশিষ্যতঃ।
তয়োর্বিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্বিনশিষ্যতি ॥১৭
এতদেব বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধর্ম্মাত্মা সহশত্রুঘ্নঃ কথং শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ॥১৮
ইক্ষ্বাকুবংশে ধর্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ম্।
ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ শোকসন্তাপপীড়িতাঃ ॥১৯
তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তং লোকবিনাশনঃ ॥২০
ইতি চিন্তয়তস্তস্য নিমিত্তান্যুপপেদিরে।
পূর্ব্বমপ্যুপলব্ধানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ ॥২১
অথবা চারুসর্ব্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা।
ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে ॥২২
নহি ধর্ম্মাত্মনস্তস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ ॥২৩
নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ।
যস্মাং দহনকর্ম্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ ॥২৪

ক্ষতি করিলাম। লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করি নাই, সুতরাং যে কার্য্যের জন্য এই আরম্ভ, তাহাও নষ্ট হইল। এই লঙ্কাদহন কার্য্য অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যের ন্যায় অতিতুচ্ছ, অনায়াসে সম্পাদন করিয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মূলক্ষয় করিলাম।৬-১০

এই লঙ্কাপুরীর সমস্ত বস্তুই ভস্মীভূত হইয়াছে, অদগ্ধ কোন স্থানই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; অতএব জানকী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যদি আমি সেই কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকি, তবে অদ্যই এ স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। আমি এই অনলে বা সমুদ্রের বাড়বানলে কি নিপতিত হইব, অথবা সাগরবাসী জীবদিগের নিকট শরীর সমর্পণ করিব? যাঁহাকে লইয়া আমাদের এই কার্য্য, তাঁহাকে নষ্ট করিয়া জীবিত থাকিয়া কিরূপে পুরুষবর রাম, লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইব? পরন্তু বানরেরা যে অব্যবস্থিতচিত্ত, ইহা ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত; আমি রাক্ষসগণের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অদ্য সেই অব্যবস্থিতচিত্ততাই প্রদর্শন করিলাম। রজোগুণে লোক অসংযমী ও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। সেই রাজসিক ভাবকে ধিক্; যেহেতু, আমি রাজসিকভাব দমন করিতে সমর্থ হইয়াও রজোগণ-সম্ভূত কোপের বশীভূত হইয়া সীতাকে রক্ষা করিলাম না। পরন্তু সীতার মৃত্যু হইলে রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়ে প্রাণত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের নাশ হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এইরূপে ধর্মনিরত ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংস হইলে প্রজাসকল শোকে নিতান্ত কাতর হইবে; সন্দেহ নাই। অতএব আমি এমনই হতভাগ্য যে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সঞ্চিতধর্ম বিলুপ্ত করিয়া লোক সংহার করিলাম।১১-২০

এইরূপ বিষয়ের অনুশীলন করিতে করিতে তাঁহার নিকট শুভসূচক নিমিত্তসকল দেখা যাইতে লাগিল। হনুমান্ তাহা দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সেই সর্ব্বাঙ্গশোভনা সীতা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া থাকিবেন; কারণ, অগ্নি কখন অগ্নিকে দগ্ধ করে না, অতএব কল্যাণী জানকীও বিনষ্ট হন নাই। আমি বোধ করি, জানকীর পুণ্য ও রামের প্রভাবে দহনস্বভাব এই হব্যবাহন আমাকে দহন করেন নাই। বিশেষতঃ সেই অমিততেজা ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা স্বীয় চরিত্রগুণে সর্ব্বথা রক্ষিত হইতেছেন,

ত্রয়াণাং ভরতাদীনাং ভ্রাতৄণাং দেবতা চ যা।
রামস্য চ মনঃকান্তা সা কথং বিনশিষ্যতি ॥২৫
যদ্বা দহনকর্ম্মায়ং সর্ব্বত্র প্রভুরব্যয়ঃ।
ন মে দহতি লাঙ্গূলংকথমার্য্যাং প্রধক্ষ্যতি ॥২৬
পুনশ্চাচিন্তয়ৎ তত্র হনূমান্ বিস্মিতস্তদা।
হিরণ্যনাভস্য গিরের্জলমধ্যে প্রদর্শনম্ ॥২৭
তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যত্বাচ্চ ভর্ত্তরি।
অসৌ বিনির্দহেদগ্নিং ন তামগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি ॥২৮
স তথা চিন্তয়ংস্তত্র দেব্যা ধর্ম্মপরিগ্রহম্।
শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাত্মনাম্ ॥২৯
অহো খলু কৃতং কর্ম্ম দুর্বিগাহং হনূমতা।
অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি ॥৩০
প্রপলায়িতরক্ষঃস্ত্রীবালবৃদ্ধসমাকুলা।
জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ ॥৩১
দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা।
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ ॥৩২
ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমাম্।
বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ ॥৩৩
স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ ॥৩৪
ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থ-
স্তামক্ষতাং রাজসুতাং বিদিত্বা।
প্রত্যক্ষতস্তাং পুনরেব দৃষ্ট্বা
প্রতিপ্রযাণায় মতিঞ্চকার ।৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অতএব পাবক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন না। জনক-দুহিতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা কান্তা এবং ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতাস্বরূপ; অতএব তিনি কেন বিনষ্ট হইবেন? অথবা এই দহনস্বভাব অব্যয় অনলের সর্বত্র দহন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যখন তিনি আমার লাঙ্গুল দগ্ধ করেন নাই, তখন সেই আর্য্যা জনক-তনয়াকে কেন দগ্ধ করিবেন? ২১-২৬

তৎকালে হনুমান্ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মৈনাক পর্ব্বত দেবীর প্রভাবে আমার বিশ্রামের জন্যজলমধ্যে দর্শন দিয়াছিলেন। অধিক কি, সীতাদেবী তপস্যা, সত্যবাদিতা এবং পাতিব্রত্য বলে অগ্নিকেও নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন, সুতরাং পাবক কখন তাঁহাকে দহন করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন হনুমান্ এইরূপে দেবীর ধর্মনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিতে থাকিলে তথায় মহাত্মা চারণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, রাক্ষসদিগের গৃহে তীব্রতর ভয়ানক অনল প্রদান করিয়া হনুমান্ ত ভীষণ অচিন্ত্যনীয় আশ্চর্য্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরী দগ্ধ হওয়ায় রাক্ষসী বালক ও বৃদ্ধগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হওয়ায় এই পুরী জনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া গিরিকন্দর দ্বারা যেন ক্রন্দনরতা হইতেছে। পরন্তু এই নগরী—অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণসহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই, ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের অন্তঃকরণে হর্ষের উদয় হইল ।২৭-৩৩

দক্ষিণনেত্র-স্পন্দন প্রভৃতি নিমিত্তদর্শনে সীতা ও রামের প্রভাব জানিয়া এবং চারণবাক্যে প্রীতচিত্ত হইলেন। অনন্তর চারণদিগের বাক্যে রাজসুতার সুস্থ অবস্থা অবগত হইয়া কপিবরের মনোরথ সফল হইল, পরন্তু তিনি সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিতে স্থির করিলেন ।৩৪-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ হনুমতঃ পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ, তদনন্তরং সমুদ্রলঙ্ঘনঞ্চ।]

ততস্তু শিংশপামূলে জানকীং পর্য্যবস্থিতাম্।
অভিবাদ্যাব্রবীদ্ দিষ্ট্যা পশ্যামি ত্বামিহাক্ষতাম্।১

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ।
ভর্ত্তুঃ স্নেহান্বিতা বাক্যং হনুমন্তমভাষত॥২

যদি ত্বং মন্যসে তাত বসৈকাহমিহানঘ।
ক্বচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি॥৩

মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্ত্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ॥৪

গতে হি হরিশার্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি।
প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব॥৫

অদর্শনঞ্চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্মনঃ-শোককর্শিতাম্॥৬

অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহৎস্বু সহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু মহাবলঃ॥৭

কথং নু খলু দুষ্পারং সন্তরিষ্যন্তি সাগরম্।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ॥৮

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা॥৯

তদত্র কার্য্যনির্বন্ধে সমুৎপন্নে দুরাসদে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিশারদঃ॥১০

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

[সীতার সহিত হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎকার ও তারপর সমুদ্র লঙ্ঘন।]

জনক-দুহিতা সীতা শিংশপাবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে হনুমান্ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আমি শুভাদৃষ্টবশতঃই আপনার সুস্থ অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম। মারুতি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সীতাদেবী স্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার কথা যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নিভৃতস্থানে এক দিবস বিশ্রাম করিয়া কল্য গমন করিও। হে অনঘ! আমার অদৃষ্ট অতিমন্দ, তথাপি তুমি আমার নিকটে থাকিলে মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোকের অবসান হইতে পারে। হে হরিশার্দ্দূল! তুমি এখন গমন করিবে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার তোমাদের আসিতে আসিতে আমার জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ।১-৫

হে বানরবর! আমি মনের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুঃখ পাইতেছি। বিশেষতঃ তোমার অদর্শনই আমার হৃদয় বিদারণ করিবে। হে বীর! আমার মনে সর্ব্বদা মহাসন্দেহ হইতেছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর এবং ভল্লুকগণকে লইয়া মহাবল সুগ্রীব কি উপায়ে দুষ্পার সাগর পার হইবেন? আর রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে পার হইবেন? কারণ, বিনতা নন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি এই তিনজনই কেবল সাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ। তুমি কার্য্য-বিশারদ, অতএব এই দুষ্কর উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় দেখিতেছ? ৬-১০

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ ॥১১
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥১২
তদ্‌যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥১৩
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১৪
দেবি! হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৫
স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি! সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ ॥১৬
তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ॥১৭
সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতি যাস্যতি ॥১৮
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে ॥১৯
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥২০
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্যুতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীঞ্ছোকং ব্যপনয়িষ্যতি ॥২১
এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভ্যবাদয়ৎ ॥২২
রাক্ষসান্ প্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্ ॥২৩
নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্।
দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ ॥২৪
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্মধ্যেন সাগরম্।
ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ ॥২৫
আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দ্দনঃ।
তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভির্নীলাভির্বনরাজিভিঃ ॥২৬
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ ॥২৭
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব পর্ব্বতম্ ॥২৮

অথবা হে পরবীর-বিনাশন! অপরের আসিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, অতএব কার্য্যসিদ্ধিই তোমার যশের কারণ হইবে; কিন্তু শত্রুসৈন্য-সংহর্ত্তা কাকুৎস্থ রাম সৈন্য দ্বারা লঙ্কা নগরী আচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়; অতএব মহাত্মা রণবীরের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। সীতার সেই যুক্তিযুক্ত অর্থসঙ্গত স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর হনুমান্ উত্তর করিলেন,—হে দেবি! বানর ও ভল্লুক-সেনার অধিপতি সত্যপরায়ণ বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।১১-১৫

হে বৈদেহি! বানরপতি সুগ্রীব সহস্র কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সত্বর আগমন করিবেন। আর নরবীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আগমন করিয়া বাণানলে লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে বরারোহে! রঘুনন্দন রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া আপনাকে লইয়া নিজ নগরীতে গমন করিবেন; অতএব আশ্বাসিত হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, রাম অবিলম্বে রাবণকে সমরে সংহার করিবেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর যোগের ন্যায় রামের সহিত আপনার মিলন হইবে।১৬-২০

যিনি যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া আপনার শোক অপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম অবিলম্বেই প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন। হনুমান্ অনুত্তম বল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান রাক্ষসবধ এবং ঘোরতর পরাক্রমে রাবণকে বঞ্চনা

প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরত্যুচ্চৈরূর্ধ্ববাহুমিব স্থিতম্ ॥২৯
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাকুষ্টমিব সর্ব্বতঃ।
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ ॥৩০
বেণুভির্মারুতোদ্ধূতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ।
নিঃশ্বসন্তমিবামর্ষাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ ॥৩১
নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ।
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্ব্বতঃ ॥৩২
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ।
কূটৈশ্চ বহুধা কীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ ॥৩৩
সালতালৈশ্চ কর্ণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্বৃতম্।
লতাবিতানৈর্বিততৈঃ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ॥৩৪
নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষ্যন্দভূষিতম্।
বহুপ্রস্রবণোপেতং শিলাসঞ্চয়সঙ্কটম্ ॥৩৫
মহর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরগসেবিতম্।
লতাপাদপসংবাধং সিংহাধিষ্ঠিতকন্দরম্ ॥৩৬
ব্যাঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলদ্রুমম্।
আরুরোহানিলসুতঃ পর্ব্বতং প্লবগোত্তমঃ ॥৩৭
রামদর্শনশীঘ্রেণ প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ।
তেন পাদতলক্রান্তা রম্যেষু গিরিসানুষু ॥৩৮
সঘোষাঃ সমশীর্য্যন্ত শিলাশ্চূর্ণীকৃতাস্ততঃ।
স তমারুহ্য শৈলেন্দ্রং ব্যবর্ধত মহাকপিঃ ॥৩৯
দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ঁল্লবণাম্ভসঃ।
অধিরুহ্য ততো বীরঃ পর্ব্বতং পবনাত্মজঃ ॥৪০
দদর্শ সাগরং ভীমং ভীমোরগনিষেবিতম্।
স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাত্মসম্ভবঃ ॥৪১
প্রপেদে হরিশার্দূলো দক্ষিণাদুত্তরাং দিশম্।
স তদা পীড়িতস্তেন কপিনা পর্ব্বতোত্তমঃ ॥৪২
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্ বসুধাতলম্।
কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ পতদ্ভিরপি চ দ্রুমৈঃ ॥৪৩
তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনঃ।
নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব ॥৪৪
কন্দরোদরসংস্থানাং পীড়িতানাং মহৌজসাম্।
সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো
ভিন্দন্ হি শুশ্রুবে ॥৪৫
ত্রস্তব্যাবিদ্ধবসনা ব্যাকুলীকৃতভূষণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাৎ ॥৪৬
অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিষাঃ।
নিপীড়িতশিরোগ্রীবা ব্যচেষ্টন্ত মহাহয়ঃ ॥৪৭

করিয়া লঙ্কা নগরী আকুল করিলেন এবং এইরূপে আপনার বলের পরিচয় ও বৈদেহীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর অরিমর্দ্দন কপিবর হনুমান্ স্বামি-সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্টনামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত বিশাল ভূর্জ্জতরু শোভিত নীলবর্ণ বন-রাজিরূপ বসন পরিধান করিয়া শিখর-সংলগ্ন মেঘ-স্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক প্রীতিনিবন্ধন দিবাকর-কররূপ শুভ্র করস্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তুসকলকে উদ্বোধিত করিতেছে।২১-২৭

প্রকাশিত ধাতুরূপ লোচনসকল উন্মীলনপূর্ব্বক মেঘধ্বনিস্বরূপ গভীরস্বরে যেন অধ্যয়ন করিতেছে। নানাবিধ প্রস্রবণের মন্দ মন্দ শব্দরূপ বিস্পষ্টস্বরে যেন গান করিতে আরম্ভ করিতেছে। দেবদারুবৃক্ষ-সকল উন্নতভাবে অবস্থান করায় ঐ শিখর যেন ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সর্ব্বত্র গুহা হইতে বারিধারা পতনের শব্দ হইতেছে। বোধ হইতেছে পর্ব্বত যেন চীৎকার করিতে আরম্ভ করিতেছে। সপ্তপর্ণ প্রভৃতি শ্যামবর্ণ শরৎকালীন বৃক্ষ সকল কাঁপিতে থাকায় বোধ হইতেছে পর্ব্বত নিজেই কম্পিত হইতেছে। বায়ুর আঘাতে শব্দিত কীচক দ্বারা পর্ব্বত যেন বেণুরব করিতেছে। ভীষণ আশীবিষ সর্প গর্জ্জন করিতেছে, বোধ হইতেছে—পর্ব্বত যেন ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নীহারপাতে

কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরাস্তথা।
পীড়িতং তং নগবরং ত্যক্ত্বা গগনমাস্থিতাঃ ॥৪৮
স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীড়িতঃ।
সবৃক্ষশিখরোদগ্রঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥৪৯
দশযোজনবিস্তারস্ত্রিংশদ্ যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভূব ধরাধরঃ ॥৫০

স লিলঙ্ঘয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্।
কল্লোলাস্ফালবেলান্তমুৎপপাত নভো হরিঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সমাচ্ছন্ন হইয়া গহ্বরসকল গভীর ভাব ধারণ করায় পর্ব্বত রুদ্ধেন্দ্রিয় ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। মেঘখণ্ডসদৃশ প্রত্যন্ত পর্ব্বতরূপ পদ দ্বারা যেন সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। মেঘস্পর্শী শিখরবৃন্দ আকাশে উন্নত হইয়াছে। গিরিবর গাত্রমোটন করিতেছে। শৃঙ্গসকল নানাস্থানে বিকীর্ণ রহিয়াছে। গুহাসকল তাহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। শাল, তাল, অশ্বকর্ণ এবং নানাবিধ বংশ দ্বারা তাহার সকল স্থান আকীর্ণ রহিয়াছে। পুষ্পশোভিত বিস্তৃত লতারূপ বিতানসকল তাহার স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। নানাজাতীয় মৃগকুল সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ধাতুসকল নিঃসৃত হইয়া তাহাকে ভূষিত করিতেছে। প্রস্রবণসকল শিলাসমূহে দুর্গম হইয়া নানাস্থানে বিরাজমান রহিয়াছে। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগগণ এবং প্রত্যেক গুহায় সিংহসকল বাস করিতেছে*।২৮-৩৬

সুস্বাদু ফলমূল, বৃক্ষ, লতা এবং অপরাপর তরুরাজি সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। বায়ুতনয় হরিবর হনুমান্ রামদর্শন-লালসায় নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। অমনি শিলাসকল তাঁহার পদতলে আক্রান্ত হইয়া রমণীয় গিরিসানুমধ্যে সশব্দে পতিত হইবামাত্র একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর পবনতনয় কপিবর বীর হনুমান্ লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে যাইবার নিমিত্ত সেই শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহার ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ভয়ানক সর্পসেবিত ঘোরতর সাগর নয়নগোচর করিলেন। বায়ু যেমন আকাশপথে গমন করে, সেইরূপ হরিশার্দ্দূল মারুতি দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোত্তম বানরের ভয়ে পীড়িত হইয়া বিবিধ ভূতবর্গের সহিত ঘোররবে বসুধাতলে প্রবেশ করিল। তাহার শিখরসকল কম্পিত এবং বৃক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল। পুষ্পশোভিত পাদপশ্রেণী তাহার গুরুতর বেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।৩৭-৪৪

অতীব তেজস্বী সিংহ সকল পীড়িত হইয়া গুহামধ্যে গর্জ্জন করিল। সেই ঘোরতর শব্দ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে বিদ্যাধরীগণ স্খলিতবসনা ও বিপর্য্যস্তভূষণা হইয়া সহসা পর্ব্বত হইতে নিপতিত হইল। অতীব দীর্ঘ দীপ্তজিহ্বা বলবান্ মহাবিষ বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল মস্তক এবং গ্রীবাদেশে নিপীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। দশ-যোজন-বিস্তৃত ও ত্রিংশৎ-যোজন-উন্নত হইলেও সেই ধরাধর ধরণী মধ্যে সমতা প্রাপ্ত হইল। যাহা মহাতরঙ্গমালা দ্বারা বেলা ভূমির অন্তভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে, বানরবর হনুমান্ তাদৃশ ভয়ানক লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন।৪৫-৫১

---

* ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা জাম্ববানঙ্গদাদিভিঃ সহ হনুমতো মিলনম্ ।]

আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্ব্বতঃ ।
ভুজঙ্গ-যক্ষ-গন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥১
স চন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্ ।
তিষ্য-শ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্ ॥২
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্ ।
ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্ ॥৩
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মি-চন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ ।
হনুমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্ ॥৪
গ্রসমান ইবাকাশং তারাধিপমিবোল্লিখন্ ।
হরন্নিব সনক্ষত্রং গগনং সার্কমণ্ডলম্ ॥৫
অপারমপরিশ্রান্তশ্চাম্বুধিং সমগাহত ।
হনুমান্ মেঘজালানি বিকর্ষন্নিব গচ্ছতি ॥৬
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ ।
হরিতারুণবর্ণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥৭
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্ক্রমংশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে ॥৮
বিবিধাভ্রঘনাপন্নগোচরো ধবলাম্বরঃ ।
দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে ॥৯
তার্ক্ষ্যায়মাণো গগনে স বভৌ বায়ুনন্দনঃ ।
দারয়ন্ মেঘবৃন্দানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জাম্ববান্ ও অঙ্গাদির সহিত হনুমানের মিলন ।]

হনুমান্ উল্লঙ্ঘন পূর্বক সপক্ষ পর্বতের ন্যায় পরিশ্রান্ত না হইয়াই মহাবেগে অতি রমণীয় শোভন গগনসাগর পার হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব, যক্ষ এবং ভুজঙ্গ সেই গগনসাগরের প্রফুল্ল কমল; চন্দ্র তাহার কুমুদ, সূর্য্য তাহার হংস, পুষ্যা ও শ্রবণা তাহার কলহংস; মেঘসকল তাহার শৈবাল (শেওলা), শস্যশ্যামল তীর এবং তীরস্থ জলাভূমি, পুনর্বসু তত্রস্থ বৃহৎ মৎস্য; মঙ্গলগ্রহ তথাকার বিশাল গ্রহ, ঐরাবত সেই সাগরের মহাদ্বীপ; স্বাতী তাহার হংস; বাত্যাসমস্ত সেই সাগরের তরঙ্গমালা এবং শশাঙ্ক-কিরণ তাহার শীতল জল ।১-৪

বায়ুতনয় আকাশমণ্ডল গ্রাস করিয়া যেন তারাপতিকে নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন; এমনকি যেন গগনমণ্ডল হইতে আদিত্য এবং নক্ষত্রসকল গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপরিশ্রান্তভাবে অপার-সাগর মধ্যে অবগাহন করিলেন। তিনি যেন মেঘজাল আকর্ষণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেত, রক্ত, নীল, লোহিত এবং হরিৎ, অরুণ প্রভৃতি নানাবর্ণ বিশাল মেঘনিচয় তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ মেঘবৃন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং নির্গত হইয়া হনুমান্ কখন প্রকাশ, কখন বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্বেতাম্বরধারী বীর হনুমান্ নানাবিধ মেঘরাজির মধ্যবর্ত্তী পথে গমন করিয়া কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য হইয়া আকাশে

নদন্ নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ।
প্রবরান্ রাক্ষসান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥১১
আকুলাং নগরীং কৃত্বা ব্যথয়িত্বা চ রাবণম্।
অর্দয়িত্বা মহাবীরান্ বৈদেহীমভিবাদ্য চ ॥১২
আজগাম মহাতেজাঃ পুনর্মধ্যেন সাগরম্।
পর্বতেন্দ্রং সুনাভঞ্চ সমুপস্পৃশ্য বীর্য্যবান্ ॥১৩
জ্যামুক্ত ইব নারাচো মহাবেগোঽভ্যুপাগমৎ।
স কিঞ্চিদারাৎ সম্প্রাপ্তঃ সমালোক্য মহাগিরিম্ ॥১৪
মহেন্দ্রং মেঘসঙ্কাশং ননাদ স মহাকপিঃ।
স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ ॥১৫
নদন্নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ।
স তং দেশমনুপ্রাপ্তঃ সুহৃদ্দর্শনলালসঃ ॥১৬
ননাদ সুমহানাদং লাঙ্গূলং চাপ্যকম্পয়ৎ।
তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি ॥১৭
ফলতীবাস্য ঘোষেণ গগনং সার্কমণ্ডলম্।
যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ ॥১৮
পূর্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ।
মহতো বায়ুনুন্নস্য তোয়দস্যেব নিঃস্বনম্।
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনূমতঃ ॥১৯
তে দীনমনসঃ সর্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ।
বানরেন্দ্রস্য নির্ঘোষং পর্জন্যনিনদোপমম্ ॥২০
নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ।
বভূবুরুৎসুকাঃ সর্বে সুহৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২১
জাম্ববান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহৃষ্টমানসঃ।
উপামন্ত্র্য হরীন্ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽসৌ হনূমান্ নাত্রসংশয়ঃ।
ন হ্যস্যাকৃতকার্য্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ ॥২৩

চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কখনও মেঘনিচয় বিদারণ পূর্বক পুনঃপুনঃ নিপতিত হইয়া গগনমণ্ডলে গরুড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন।৫-১০

মহাতেজা হনুমান্ প্রথমতঃ মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ঘোরতর শব্দ করত লঙ্কানগরীতে গিয়া বহু প্রধান প্রধান রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আপনার নাম কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। যাইবার সময়ে তিনি আরও বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নিশাচরদিগকে নিপীড়ন পূর্বক লঙ্কানগরী আকুল করিয়া রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছেন। অবশেষে বৈদেহীকে অভিবাদন করিয়া পুনর্বার সাগর মধ্যে আগমন করিতেছেন। সেই মেঘসদৃশ বীর্য্যবান্ হনুমান্ মৈনাক পর্বতকে স্পর্শ করিয়া ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ-অস্ত্রের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কপিবর কিঞ্চিৎ দূর হইতে মহেন্দ্র নামক মহাগিরি দেখিবামাত্র মেঘের ন্যায় সুগভীর শব্দে ঘোরতর নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। ১১-১৫

অবশেষে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্দর্শন-লালসায় অতিগম্ভীর শব্দ করিয়া পুচ্ছ কাঁপাইতে লাগিলেন। আকাশমার্গে বারংবার নিনাদ করিতে থাকিলে, তাঁহার সেই নিনাদে সূর্য্য ও গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর যে সকল মহাবল বানরেরা বায়ুতনয় হনুমানের দর্শন-লালসায় সাগরের উত্তরতীরে পূর্বাবধি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই শূরগণ তখন বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন বৃহৎ মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় হনুমানের গুরুতর বেগজনিত নির্ঘোষ শ্রবণ করিল। অবশেষে নিতান্ত দীনচিত্ত কাননবাসী বানরসকল মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বানরবরের নিনাদ শুনিতে পাইয়া "ইহা হনুমানের ধ্বনি" এইরূপ নিশ্চয় করত সুহৃৎ-দর্শন-বাসনায় অতিশয় উৎসুক হইল।১৬-২১

তখন হরিবর জাম্ববান্ প্রীতিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত বানরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই হনুমান্ সর্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কারণ, কৃতকার্য্য না হইলে ইঁহার এইরূপ নিনাদ হইত না। তখন বানরসকল তাঁহার বাহু ও উরুর বেগজনিত শব্দ এবং কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। হনুমানকে দেখিবার জন্য

তস্য বাহূরুবেগঞ্চ নিনাদঞ্চ মহাত্মনঃ।
নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্যতস্ততঃ ॥২৪

তে নগাগ্রান্নগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিখরাণি চ।
প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ ॥২৫

তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবস্থিতাঃ।
বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিধ্যন্ত বানরাঃ ॥২৬

গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জতি মারুতঃ।
এবং জগর্জ বলবান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৭

তমভ্রঘনসঙ্কাশমাপতন্তং মহাকপিম্।
দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্ব্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥২৮

ততস্তু বেগবান্ বীরো গিরের্গিরিনিভঃ কপিঃ।
নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে ॥২৯

হর্ষেণাপূর্য্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্ব্বতনির্ঝরে।
ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ ॥৩০

ততস্তে প্রীতমনসঃ সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
হনূমন্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩১

পরিবার্য্য চ তে সর্ব্বে পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে তমাগতমুপাগমন্ ॥৩২

উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ।
প্রত্যর্চয়ন্ হরিশ্রেষ্ঠং হরয়ো মারুতাত্মজম্ ॥৩৩

বিনেদুর্মুদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা।
হৃষ্টাঃ পাদপশাখাশ্চ আনিন্যুর্বানরর্ষভাঃ ॥৩৪

হনূমাংস্তু গুরূন্ বৃদ্ধাঞ্জাম্ববৎপ্রমুখাংস্তদা।
কুমারমঙ্গদঞ্চৈব সোঽবন্দত মহাকপিঃ ॥৩৫

স তাভ্যাং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিশ্চ প্রসাদিতঃ।
দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ ॥৩৬

নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা ॥৩৭

হনুমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্।
অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাত্মজা ॥৩৮

রক্ষ্যমাণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
একবেণীধরা বালা রামদর্শনলালসা ॥৩৯

উপবাসপরিশ্রান্তা মলিনা জটিলা কৃশা।
ততো দৃষ্টেতি বচনং মহার্থমমৃতোপমম্ ॥৪০

নিশম্য মারুতেঃ সর্ব্বে মুদিতা বানরাভবন্।
ক্ষ্বেড়ন্ত্যন্যে নদন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে মহাবলাঃ ॥৪১

সাতিশয় উৎসুক হইয়া তাহারা পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে শাখা অবলম্বন পূর্বক প্রীতিচিত্তে বৃক্ষাগ্রে অবস্থিতি করিল এবং সুদৃশ্য বসন কাঁপাইতে লাগিল। বায়ুনন্দন বলবান্ হনুমান্ পর্বতগুহামধ্যে-প্রবিষ্ট বায়ু-তুল্য ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে মেঘসমূহের ন্যায়, আকাশপথে আগমন করিতেছেন দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বানরসকল অবস্থান করিতে লাগিল।২২-২৮

ইত্যবসরে পর্ব্বতপ্রতিম বীরবর বলবান্ হনুমান্ অরিষ্টনামক অচল হইতে উৎপ্লুত হইয়া বৃক্ষসঙ্কুল মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে নিপতিত হইলেন। অধিক কি, তিনি আহ্লাদপূর্ণচিত্তে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় আকাশ হইতে রমণীয় গিরিনির্ঝরে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান বানরসকল প্রীতচিত্ত হইয়া মহাত্মা হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিল। বানরগণ ফল, মূল প্রভৃতি উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া প্রফুল্ল-বদনে কপিবর বায়ুনন্দনের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অর্চনা করিল। প্রধান প্রধান বানরেরা অতীব হৃষ্ট হইয়া হনুমানের উপবেশনার্থ পাদপশাখা আনয়ন করিল, কেহ প্রীতচিত্তে কিল-কিলশব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে নিনাদ করিল। পরন্তু সেই বিক্রান্ত পূজ্যবর কপিবর হনুমান্ তৎকালে জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজনীয় বৃদ্ধবর্গকে ও কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন এবং জাম্ববান্ ও অঙ্গদ তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করিলে এবং অন্যান্য বানরগণ তাঁহাকে প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলে তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—সীতা-দেবীর দর্শন পাইয়াছি।২৯-৩৬

তৎকালে হনুমান্ বালি-তনয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রশিখরের রমণীয় বনপ্রদেশে উপবেশন করিলেন। তখন বানরগণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—অশোক-বনমধ্যে সেই অনিন্দিতা জনক-দুহিতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। ঘোররূপা রাক্ষসীরা

চক্রুঃ কিলকিলামন্যে প্রতিগর্জ্জন্তি চাপরে।
কেচিদুচ্ছ্রিতলাঙ্গূলাঃ প্রহৃষ্টাঃ কপিকুঞ্জরাঃ ॥৪২
আয়তাঞ্চিতদীর্ঘাণি লাঙ্গূলানি প্রবিব্যধুঃ।
অপরে তু হনূমন্তং শ্রীমন্তং বানরোত্তমম্ ॥৪৩
আপ্লুত্য গিরিশৃঙ্গেষু সংস্পৃশন্তি স্ম হর্ষিতাঃ।
উক্তবাক্যং হনূমন্তমঙ্গদস্তু তদাব্রবীৎ ॥৪৪
সর্ব্বেষাং হরিবীরাণাং মধ্যে বাচমনুত্তমাম্।
সত্ত্বে বীর্য্যে ন তে কশ্চিৎ সমো বানর বিদ্যতে ॥৪৫
যদবপ্লুত্য বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ।
জীবিতস্য প্রদাতা নস্ত্বমেকো বানরোত্তম ॥৪৬
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ।
অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্য্যমহো ধৃতিঃ ॥৪৭
দিষ্ট্যা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী।
দিষ্ট্যা ত্যক্ষ্যতি কাকুৎস্থঃ শোকং
সীতাবিয়োগজম্ ॥৪৮

ততোঽঙ্গদং হনূমন্তং জাম্ববন্তঞ্চ বানরাঃ।
পরিবার্য্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ ॥৪৯
উপবিষ্টা গিরেস্তস্য শিলাসু বিপলাসু তে।
শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ ॥৫০
দর্শনঞ্চাপি লঙ্কায়াঃ সীতায়া রাবণস্য চ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে হনূমদ্বদনোন্মুখাঃ ॥৫১
তস্থৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতঃ।
উপাস্যমানো বিবিধৈর্দিবি দেবপতির্যথা ॥৫২
হনূমতা কীর্ত্তিমতা যশস্বিনা
তথাঙ্গদেনাঙ্গদনদ্ধবাহুনা।
মুদা তদাধ্যাসিতমুন্নতং মহ-
ন্মহীধরাগ্রং জ্বলিতং শ্রিয়াভবৎ ॥৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সেই অবলার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, তিনি রামের দর্শনলালসায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া একবেণী ধারণ করিয়াছেন।৩৭-৩৯

বিশেষতঃ তিনি অনাহারে ক্লিষ্টা, মলিনা, জটাবিশিষ্টা এবং কৃশা হইয়াছেন। মারুতির অমৃতের ন্যায় মধুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরসকল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ নিনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ কিলকিলা ধ্বনি, কেহ বা প্রতি গর্জ্জন করিল। কতকগুলি প্রধান বানর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া স্থূল ও দীর্ঘ পুচ্ছ উন্নত করিয়া কম্পিত করিতে লাগিল। অপরাপর বানরসকল হৃষ্টচিত্তে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া বানরবর শ্রীমান্ হনুমানের গাত্র স্পর্শ করিল। তখন অঙ্গদ সেই সকল বানরবীরগণের সমক্ষে হনুমানকে বলিতে লাগিলেন,—হে বানরোত্তম! বলে বা বীর্য্যে কোন বানরই তোমার সমান নহে, যেহেতু তুমি একাকী বিস্তীর্ণ সাগর পার হইয়া পুনরাগমন করত আমাদিগের জীবন দান করিলে। অধিক কি, তোমার প্রসাদেই কৃতকার্য্য হইয়া আমরা রামের সহিত সম্মিলিত হইব। অহো! তোমার কি অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি! ও কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি অনুপম ধৈর্য্য! ভাগ্যবশতঃই রামরমণী যশস্বিনী সীতাদেবী তোমার নয়নগোচর হইয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ কাকুৎস্থ রাম সীতার বিয়োগজনিত শোক ত্যাগ করিতে পারিবেন। তৎপরে বানরসকল প্রহৃষ্ট হইয়া অঙ্গদ, জাম্ববান্ এবং হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া এক এক বিশাল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিল। শ্রেষ্ঠ বানরগণ সেই গিরির বিশাল শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া সাগরসন্তরণ-বৃত্তান্ত এবং লঙ্কা, সীতা ও রাবণের দর্শন-বিবরণ শ্রবণ করিবে বলিয়া হনুমানের মুখের দিকে একাগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন চতুর্দ্দিকে দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ অঙ্গদ বহুবিধ বানরে পরিবৃত হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। হস্তে কেয়ূর-যুগলধারী কীর্ত্তিমান্ হনুমান্ এবং যশস্বী অঙ্গদ, অতীব উন্নত পর্ব্বতের অগ্রভাগে উপবেশন করিলে—সেই পর্ব্বতাগ্র সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল।৪০-৫৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[জাম্ববতা পৃষ্টস্য হনূমতো লঙ্কাযাত্রায়া যাবতীয়বৃত্তান্তকথনম্ ।]

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ ।
হনুমৎপ্রমুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জগ্মুরুত্তমাম্ ॥১
প্রীতিমৎসূপবিষ্টেষু বানরেষু মহাত্মসু ।
তং ততঃ প্রতিসংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তং মহাকপিম্ ॥২
জাম্ববান্ কার্য্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলাত্মজম্ ।
কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ত্ততে ॥৩
তস্যাং চাপি কথং বৃত্তঃ ক্রূরকর্ম্মা দশাননঃ ।
তত্ত্বতঃ সর্ব্বমেতন্নঃ প্রব্রূহি ত্বং মহাকপে ॥৪
সম্মার্গিতা কথং দেবী কিঞ্চ সা প্রত্যভাষত ।
শ্রুতার্থাশ্চিন্তয়িষ্যামো ভূয়ঃ কার্য্যবিনিশ্চয়ম্ ॥৫
যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্ ।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ ॥৬
স নিযুক্তস্ততস্তেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
নমস্যন্ শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ প্রত্যভাষত ॥৭
প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ খমাপ্লুতঃ ।
উদধের্দক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ ॥৮
গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ ।
কাঞ্চনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্ ॥৯
স্থিতং পন্থানমাবৃত্য মেনে বিঘ্নঞ্চ তন্নগম্ ।
উপসঙ্গম্য তং দিব্যং কাঞ্চনং নগমুত্তমম্ ॥১০

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[জাম্ববান্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের লঙ্কা যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কথন ।]

অনন্তর মহাবল হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। মহাত্মা শ্রেষ্ঠ বানরগণ হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিলে জাম্ববান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সেই প্রীতচিত্ত কপিবর বায়ুনন্দন হনুমানকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—হে কপিবর! তুমি কিরূপে দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে? জানকীই বা তথায় কি অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? আমাদের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। হে হনুমন্! কি প্রকারে দেবীর অন্বেষণ করিলে? আর তিনিই বা তোমাকে কি প্রত্যুত্তর দিয়াছেন? আমরা তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আত্মজ্ঞ রামসন্নিধানে গমন করত তাঁহার নিকট যাহা ব্যক্ত করিতে পারিব, আর যাহা গোপন করিতে হইবে, সেই বিষয়ের চিন্তা করিব, অতএব তৎসমস্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।১-৬

হনুমান্ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুলকিত-গাত্রে সীতাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—সাগরের দক্ষিণপার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সমাহিতচিত্ত আপনাদিগের সমক্ষেই আমি মহেন্দ্র-পর্ব্বত হইতে আকাশে উৎপতিত হইলাম এবং সমুদ্রের দক্ষিণ পারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া একাগ্রচিত্তে গমন করিতে

কৃতা মে মনসা বুদ্ধির্ভেত্তব্যোঽয়ং ময়েতি চ।
প্রহতস্য ময়া তস্য লাঙ্গূলেন মহাগিরেঃ ॥১১
শিখরং সূর্য্যসঙ্কাশং ব্যশীর্য্যত সহস্রধা।
ব্যবসায়ঞ্চ তং বুদ্ধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ ॥১২
পুত্রেতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পিতৃব্যং চাপি মাং বিদ্ধি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ ॥১৩
মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তং মহোদধৌ।
পক্ষবন্তঃ পুরা পুত্র বভূবুঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥১৪
ছন্দতঃ পৃথিবীং চেরুর্বাধমানাঃ সমন্ততঃ।
শ্রুত্বা নগানাং চরিতং মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥১৫
বজ্রেণ ভগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ।
অহন্তু মোচিতস্তস্মাৎ তব পিত্রা মহাত্মনা ॥১৬
মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে।
রাঘবস্য ময়া সাহ্যে বর্ত্তিতব্যমরিন্দম ॥১৭
রামো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ ॥১৮
কার্য্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম।
তেন চাহমনুজ্ঞাতো মৈনাকেন মহাত্মনা ॥১৯
স চাপ্যন্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা।
শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ ॥২০
উত্তমং জবমাস্থায় শেষমধ্বানমাস্থিতঃ।
ততোঽহং সুচিরং কালং জবেনাভ্যগমং পথি ॥২১
ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীং সুরসাং নাগমাতরম্।
সমুদ্রমধ্যে সা দেবী বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২২
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমমরৈর্হরিসত্তম।
ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতস্ত্বং হি মে সুরৈঃ ॥২৩
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যঞ্চেদমুদীরয়ম্ ॥২৪

লাগিলাম। ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে দূর হইতে মনোহর কাঞ্চনময় এক দিব্য শিখর দেখিতে পাই। ঐ পর্ব্বত আমার পথিমধ্যে যাইবার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বোধ হইল। সুবর্ণময় দিব্য গিরিবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মনে করিলাম যে, ইহাকে ভয় দেখান কর্ত্তব্য; এই বিবেচনা করিয়া সেই মহাপর্ব্বতে লাঙ্গুলের আঘাত করিলাম, সেই প্রহারে তাহার সূর্য্য সমান-কান্তি শিখর সহস্রধা বিদীর্ণ হইল। সেই মহাগিরি আপনার তাদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া 'পুত্র' এই সুমধুর সম্ভাষণে আমাকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া বলিলেন যে, আমি তোমার পিতা বায়ুর সখা; সুতরাং আমি তোমার পিতৃব্য। আমার নাম মৈনাক। আমি মহাসাগর মধ্যে বাস করিয়া থাকি। পুরাকালে প্রধান প্রধান পর্ব্বতসকলের পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর সকলস্থানেই প্রজা-পীড়ন করিয়া বিচরণ করিত। তৎকালে পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বজ্রপ্রহারে তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদন করিলেন। হে বৎস! তোমার পিতা মহাত্মা বায়ু তৎকালে সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। হে অরিদমন! বাসব-সম-পরাক্রান্ত রঘুকুল-তিলক রাম ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, অতএব তাঁহার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গিরিবর মহাত্মা মৈনাক-সমীপে আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলাম, কিন্তু সত্বর গমনের জন্য আমার মন চঞ্চল হইল, সুতরাং মহাত্মা মৈনাকের অনুমতি লইয়া অতি দ্রুতবেগে অবশিষ্ট পথ গমন করিতে লাগিলাম। তখন সেই মহাগিরি মৈনাকও তৎক্ষণাৎ মনুষ্য শরীরে অন্তর্হিত হইয়া পাষাণরূপে মহাসাগর গর্ভে লীন হইলেন।৭-২০

তৎপরে অতিদ্রুতবেগে বহুক্ষণ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে সাগরমধ্যবর্ত্তিনী নাগমাতা সুরসা দেবীকে দর্শন করিলাম। তিনি বলিলেন,—হে বানর প্রবর! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্য করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এইরূপ বলিলে, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে রহিলাম, অবশেষে মলিন-বদনে এই কথা

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপ ॥২৫
তস্য সীতা হৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা।
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ ॥২৬
কর্ত্তুমর্হসি রামস্য সাহায্যং বিষয়ে সতি।
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ॥২৭
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে।
এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী ॥২৮
অব্রবীন্নাতিবর্ত্তেত কশ্চিদেষ বরো মম।
এবমুক্তঃ সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ ॥২৯
ততোঽর্দ্ধগুণবিস্তারো বভূবাহং ক্ষণেন তু।
মৎপ্রমাণাধিকঞ্চৈব ব্যাদিতন্তু মুখং তয়া ॥৩০
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং হ্রস্বং হ্যকরবং পুনঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে চ পুনর্বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ ॥৩১
অভিপত্যাশু তদ্বক্ত্রং নির্গতোঽহং ততঃ ক্ষণাৎ।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ মাং পুনঃ ॥৩২
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৩৩
সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর।
ততোঽহং সাধু সাধ্বীতি সর্ব্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ ॥৩৪
ততোঽন্তরিক্ষং বিপুলং প্লুতোঽহং গরুড়ো যথা।
ছায়া মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন ॥৩৫
সোঽহং বিগতবেগস্তু দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ন কিঞ্চিৎ তত্র পশ্যামি যেন মে বিহতা গতিঃ ॥৩৬
অথ মে বুদ্ধিরুৎপন্না কিন্নাম গমনে মম।
ঈদৃশো বিঘ্ন উৎপন্নো রূপমত্র ন দৃশ্যতে ॥৩৭
অধোভাগে তু মে দৃষ্টিঃ শোচতঃ পতিতা তদা।
তত্রাদ্রাক্ষমহং ভীমাং রাক্ষসীং সলিলেশয়াম্ ॥৩৮

বলিলাম যে, অরিদমন দশরথতনয় শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন।২১-২৫

দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং আমি রামের আদেশে দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করিতেছি। রামের এই কার্য্যে তোমারও সাহায্য করা উচিত; অথবা আমি তোমার নিকট এই সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সীতাকে দেখিয়া এবং তদীয় সংবাদ অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তোমার মুখমধ্যে আগমন করিব। পরন্তু কামরূপিণী সুরসা আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকট আসিলে কেহই ফিরিতে পারিবে না, আমার এই বর আছে। সুরসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন আমার শরীর দশ যোজন বৃদ্ধি করিলাম, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ আরও পঞ্চ যোজন বিস্তার করিলাম। তখন সুরসা মদীয় শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিকতর মুখ-ব্যাদান করিলেন। আমি তাঁহার বিস্তৃত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীর সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলাম, অবশেষে সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইয়া তাঁহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলাম। সুরসা তখন নিজমূর্তি ধারণ করিয়া আমাকে পুনরায় বলিলেন।২৬-৩২

হে সাধো! তুমি যথাইচ্ছা গমন কর। হে মহাবাহো বানর! আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি মহাত্মা রামের সহিত সীতার মিলন করিয়া দিয়া সুখী হও। তৎকালে সকল প্রাণীই 'সাধু সাধু' বলিয়া আমার প্রশংসা করিল। তৎপরে অনন্ত আকাশে গরুড়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার ছায়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই আমার দৃষ্টি-গোচর হইল না। পরন্তু আমার গতিবেগ একেবারে রুদ্ধ হইলে আমি দশদিক্ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কে আমার গতিরোধ করিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত, অথচ এখানে কিছুই দেখিতেছি না, অতএব আমার গমনের প্রয়োজন কি? মনোমধ্যে এইরূপ আলোচনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, ইতিমধ্যে নিম্নদিকে দৃষ্টি পতিত হইল।

প্রহস্য চ মহানাদমুক্তোঽহং ভীমযা তয়া।
অবস্থিতমসম্ভ্রান্তমিদং বাক্যমশোভনম্ ॥৩৯
কাসি গন্তা মহাকায় ক্ষুধিতায়া মমেপ্সিতঃ।
ভক্ষঃ প্রীণয় মে দেহং চিরমাহারবর্জিতম্ ॥৪০
বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রত্যগৃহ্ণামহং ততঃ।
আস্যপ্রমাণাদধিকং তস্যাঃ কায়মপূরয়ম্ ॥৪১
তস্যাশ্চাস্যং মহদ্ভীমং বর্ধতে মম ভক্ষণে।
ন তু মাং সা তু বুবুধে মম বা বিকৃতং কৃতম্ ॥৪২
ততোঽহং বিপুলং রূপং সংক্ষিপ্য নিমিষান্তরাৎ।
তস্যা হৃদয়মাদায় প্রপতামি নভঃস্থলম্ ॥৪৩
সা বিসৃষ্টভুজা ভীমা পপাত লবণাম্ভসি।
ময়া পর্ব্বতসঙ্কাশা নিকৃত্তহৃদয়া সতী ॥৪৪
শৃণোমি খগতানাঞ্চ বাচঃ সৌম্যা মহাত্মনাম্।
রাক্ষসী সিংহিকা ভীমা ক্ষিপ্রং হনুমতা হতা ॥৪৫
তাং হত্বা পুনরেবাহং কৃত্যমাত্যয়িকং স্মরন্।
গত্বা চ মহদধ্বানং পশ্যামি নগমণ্ডিতম্ ॥৪৬
দক্ষিণং তীরমুদধের্লঙ্কা যত্র গতা পুরী।
অস্তং দিনকরে যাতে রক্ষসাং নিলয়ং পুরীম্ ॥৪৭
প্রবিষ্টোঽহমবিজ্ঞাতো রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
তত্র প্রবিশতশ্চাপি কল্পান্তঘনসপ্রভা ॥৪৮
অট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী নারী কাপ্যুত্থিতা পুরঃ।
জিঘাংসন্তীং ততস্তাস্তু জ্বলদগ্নিশিরোরুহাম্ ॥৪৯
সব্যমুষ্টিপ্রহারেণ পরাজিত্য সুভৈরবাম্।
প্রদোষকালে প্রবিশং ভীতয়াহং তয়োদিতঃ ॥৫০
অহং লঙ্কাপুরী বীর নির্জ্জিতা বিক্রমেণ তে।
যস্মাৎ তস্মাদ্ বিজেতাসি সর্ব্বরক্ষাংস্যশেষতঃ ॥৫১
তত্রাহং সর্ব্বরাত্রন্তু বিচরঞ্জনকাত্মজাম্।
রাবণান্তঃপুরগতো ন চাপশ্যং সুমধ্যমাম্ ॥৫২
ততঃ সীতামপশ্যংস্তু রাবণস্য নিবেশনে।
শোকসাগরমাসাদ্য ন পারমুপলক্ষয়ে ॥৫৩
শোচতা চ ময়া দৃষ্টং প্রাকারেণাভিসংবৃতম্।
কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্ ॥৫৪

দৃষ্টিপাত করিবামাত্র জলমধ্যে ভীষণাকৃতি রাক্ষসী দেখিতে পাইলাম।৩৩-৩৮

কিন্তু নির্ভীকচিত্তে অবস্থিতি করিতেছি দেখিয়া সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বিকট হাস্য করত ভীষণস্বরে আমাকে এই অশুভ বাক্য বলিল যে, হে মহাকায়! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? আমি বহুকাল অনাহারে অতিশয় ক্ষুধিত হইয়া তোমাকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব তুমি আমাকে সন্তুষ্ট কর। তৎপরে আমি তাহার কথা স্বীকার করিলাম বটে; কিন্তু মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর শরীর বৃদ্ধি করিলাম। তথাপি সে আমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া রহিল। আমি কামরূপী, সুতরাং অনায়াসে বিঘ্ন নাশ করিতে সক্ষম, সে তাহা জানিতে পারিল না; প্রত্যুত আমি তৎকালে যে রূপান্তর অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। পরন্তু নিমেষমধ্যে বিপুল শরীর সঙ্কোচ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্বক নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইলাম। ৩৯-৪৩

আমি পর্বতাকারা ভীমা রাক্ষসীর হৃদয় ভেদ করিলে, সে বাহুযুগল বিক্ষিপ্ত করিয়া লবণ-সাগরের জলমধ্যে পতিত হইল। তৎকালে আকাশচারী মহাত্মাদিগের "ভীমা সিংহিকা রাক্ষসী হনুমান্ কর্ত্তৃক অবিলম্বে নিহত হইয়াছে" এই প্রকার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলাম। আমি তাহাকে নিপাতিত করিয়া সীতাদর্শনের কাল বিলম্ব হইল ভাবিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম, বহুদূর গমন করিয়া বহুপর্বতমণ্ডিত সাগরের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। সেই সাগর তীরেই লঙ্কাপুরী অবস্থিত। দিনকর অস্তগমন করিলে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, ইতিমধ্যে প্রলয় মেঘের ন্যায় নীলকান্তি কোন নারী বিকট হাস্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত

সপ্রাকারমবপ্লুত্য পশ্যামি বহুপাদপম্।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্ ॥৫৫
তমারুহ্য চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্।
অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাৎ পশ্যামি বরবর্ণিনীম্ ॥৫৬
শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্ ।
তদেকবাসঃ-সংবীতাং রজোধ্বস্তশিরোরুহাম্ ॥৫৭
শোকসন্তাপদীনাঙ্গীং সীতাং ভর্ত্তৃহিতে স্থিতাম্।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্ ॥৫৮
মাংসশোণিতভক্ষ্যাভির্ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা।
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥৫৯
একবেণীধরা দীনা ভর্ত্তৃচিন্তাপরায়ণা।
ভূমিশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে ॥৬০
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া।
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী তূর্ণমাসাদিতা ময়া ॥৬১
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং নারীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যন্নহমবস্থিতঃ ॥৬২
ততো হলাহলাশব্দং কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিতম্।
শৃণোম্যধিকগম্ভীরং রাবণস্য নিবেশনে ॥৬৩
ততোঽহং পরমোদ্বিগ্নঃ স্বরূপং প্রত্যসংহরম্।
অহঞ্চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ ॥৬৪
ততো রাবণদারাশ্চ রাবণশ্চ মহাবলঃ।
তন্দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা ॥৬৫
তং দৃষ্ট্বাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্।
সঙ্কুচ্যোরূ স্তনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ॥৬৬

হইল। সেই জ্বলন্ত বহ্নিসদৃশ কেশজাল-মণ্ডিতা ভীষণাকৃতি রাক্ষসী আমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাহাকে দক্ষিণ মুষ্টিপ্রহারে পরাজিত করিয়া প্রদোষকালে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তখন সে ভীত হইয়া আমাকে বলিল।৪৪-৫০

হে বীর! আমিই লঙ্কাপুরী, আমি যখন তোমার বিক্রমে পরাজিত হইয়াছি, তখন তুমি সমস্ত রাক্ষসকেই পরাজয় করিবে। তৎপরে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, তথাপি সুমধ্যমা জনক-দুহিতার দর্শন পাইলাম না। রাবণের পুরমধ্যে সীতার দর্শন না পাইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহার পার দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং শোক প্রকাশ করিতেছি, ইতিমধ্যে কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরসন্নিহিত মনোরম উপবন নয়নপথে পতিত হইল। তৎপরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যানস্থ নানাজাতীয় তরুরাজির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে অশোকবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক বিশাল শিংশপা দেখিতে পাইলাম।৫১-৫৫

পরে সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সুবর্ণবর্ণ কদলীকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পদ্মপলাশলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা শোকসন্তাপে নিতান্ত মলিন হইয়া তাহার অদূরে অবস্থান করিতেছেন। অনাহারে তাঁহার বদন অতীব কৃশ, কেশকলাপ ধূলিজালে আচ্ছন্ন, হরণকালে তাঁহার যে একখানি বসন ছিল,—তাহাই কেবল পরিধানে রহিয়াছে। রক্তমাংসাশিনী ব্যাঘ্রীরা যেমন হরিণীকে বেষ্টন করে, সেইরূপ বিরূপা ক্রূরা রাক্ষসীরা ভর্ত্তৃর হিতপরায়ণা সীতার সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর আমি অবিলম্বে মৃগনয়না সীতার সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম,—হেমন্তকাল সমাগত হইলে নলিনী যেমন বিবর্ণ হয়, সেইরূপ জানকী স্বামীর চিন্তায় নিতান্ত মলিনা হইয়াছেন। রাক্ষসীগণ মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে তর্জ্জন করিতেছে। তিনি পতিবিরহে একবেণী ধারণ করিয়া দীন-চিত্তে নিশাচরীদিগের মধ্যে ভূমিশয্যায় আসীন রহিয়াছেন। অধিক কি, রাবণের অত্যাচারে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন। রাম-রমণী যশস্বিনী জানকীর তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া সেই শিংশপাবৃক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলাম।৫৬-৬২

তৎপরে রাক্ষসপতির আলয়ে অদূরে নূপুর ও কাঞ্চীর

বিত্রস্তাং পরমোদ্বিগ্নাং বীক্ষ্যমাণামিতস্ততঃ।
ত্রাণঙ্কিঞ্চিদপশ্যন্তীং বেপমানাং তপস্বিনীম্ ॥৬৭
তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
অবাক্‌শিরাঃ প্রপতিতো বহুমন্যস্ব মামিতি ॥৬৮
যদি চেত্ত্বন্তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্ব্বিতে।
দ্বিমাসানন্তরং সীতে পশ্যামি রুধিরং তব ॥৬৯
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
উবাচ পরমক্রুদ্ধা সীতা বচনমুত্তমম্ ॥৭০
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশনাথস্য স্নুষাং দশরথস্য চ ॥৭১
অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথন্ন পতিতা তব।
কিংস্বিদ্ বীর্য্য! তবানার্য যো মাং ভর্ত্তুরসন্নিধৌ ॥৭২
অপহৃত্যাগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাত্মনা।
ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাস্যেহপ্যস্য ন যুজ্যসে ॥৭৩
অজেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ।
জানক্যা পরুষং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ ॥৭৪
জজ্বাল সহসা কোপাচ্চিতাস্থ ইব পাবকঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥৭৫
মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতস্তদা।
স্ত্রীণাং মধ্যাৎ সমুৎপত্য তস্য ভার্য্যা দুরাত্মনঃ ॥৭৬
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ।
উক্তশ্চ মধুরাং বাণীং তয়া স মদনার্দিতঃ ॥৭৭
সীতয়া তব কিঙ্কার্য্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম।
ময়া সহ রমস্বাদ্য মদ্বিশিষ্টা ন জানকী ॥৭৮
দেবগন্ধর্বকন্যাভির্যক্ষকন্যাভিরেব চ।
সার্দ্ধং প্রভো রমস্বেতি সীতয়া কিং করিষ্যসি ॥৭৯
ততস্তাভিঃ সমেতাভির্নারীভিঃ স মহাবলঃ।
উত্থাপ্য সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ ॥৮০

শিঞ্জন-মিশ্রিত অতিগম্ভীর হলহলা শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অতিক্ষুদ্র আকার ধারণ পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় শিংশপাবৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। ইত্যবসরে মহাবল রাবণ এবং তদীয় পত্নীসকল সীতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরারোহা বিদেহ-দুহিতা রাক্ষসপতিকে দর্শন করিবামাত্র ভীত হইয়া উরুযুগল সঙ্কুচিত এবং বাহুদ্বারা পীন স্তন-যুগল আচ্ছাদন করিলেন, কিন্তু নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ দর্শনপূর্ব্বক যখন আপনার কোন পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন।৬৩-৬৭

তখন দশানন সুদুঃখিতা সীতাকে কহিলেন,—আমি তোমার নিকট অবনত-মস্তকে পতিত রহিয়াছি, অতএব আমাকে সম্মানিত কর। হে গর্বিতে সীতে! যদি তুমি গর্ব্ববশতঃ আমাকে সন্তুষ্ট না কর, তাহা হইলে দুই মাস পরেই তোমার রুধির দর্শন করিব। সীতাদেবী দুরাচার রাবণের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে কোপাকুল হইয়া বলিলেন,—"রে রাক্ষসাধম! আমি অতুলপ্রভাব রামের ভার্য্যা, ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক দশরথের পুত্রবধূ, তথাপি তুই আমাকে অবাচ্য বলিতেছিস্! তোর জিহ্বা পতিত হইল না। রে অনার্য্য! তুই রামের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অগোচরে আমাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিস্। এই কি তোর বীর্য্য নাকি? রে পাপ! রঘুনন্দন রাম সত্যবাদী, শূর এবং সমরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তোর তুলনা করা দূরে থাকুক, তুই তাঁহার দাসত্ব করিবারও যোগ্য নহিস্। জানকীর এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করত দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া চিতানলের ন্যায় সহসা জ্বলিত হইলেন। অমনি নিষ্ঠুর নয়নযুগল ঘূর্ণিত এবং দক্ষিণ মুষ্টি উন্নত করিয়া মৈথিলীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহার মহিলাগণ 'হাহাকার' করিয়া উঠিল। দুরাত্মার প্রধান ভার্য্যা মন্দোদরী স্ত্রীদিগের মধ্য হইতে আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কামপীড়িত স্বীয় পতিকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহেন্দ্রসমবিক্রম! জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দরী নহে, অতএব সীতাকে লইয়া প্রয়োজন কি? আমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত

যাতে তস্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
সীতাং নির্ভৎসয়ামাসুর্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সুদারুণৈঃ ॥৮১
তৃণবদ্ভাষিতং তাসাং গণয়ামাস জানকী।
গর্জ্জিতঞ্চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপ্য নিরর্থকম্ ॥৮২
বৃথা গর্জ্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যঃ পিশিতাশনাঃ।
রাবণায় শশংসুস্তাঃ সীতাব্যবসিতং মহৎ ॥৮৩
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্ব্বা বিহতাশা নিরুদ্যমাঃ।
পরিক্লিশ্য সমস্তাস্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥৮৪
তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্তৃহিতে রতা।
বিলপ্য করুণং দীনা প্রশুশোচ সুদুঃখিতা ॥৮৫
তাসাং মধ্যাৎ সমুত্থায় ত্রিজটা বাক্যমব্রবীৎ।
আত্মানং খাদত ক্ষিপ্রং ন সীতামসিতেক্ষণাম্ ॥৮৬
জনকস্যাত্মজাং সাধ্বীং স্নুষাং দশরথস্য চ।
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ ॥৮৭
রক্ষসাঞ্চ বিনাশায় ভর্ত্তুরস্যা জয়ায় চ।
অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্ রাক্ষসীগণম্ ॥৮৮
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে।
যদি হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে ॥৮৯
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্মুক্তা সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা ॥৯০
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ।
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা ॥৯১
অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ।
তাঞ্চাহং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সীতায়া দারুণাং দশাম্ ॥৯২

হউন। হে প্রভো! দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং যক্ষকন্যা প্রভৃতি আপনার অনেক মহিলা, অতএব তাহাদের সহিত বিহার করুন, সীতাকে লইয়া কি করিবেন? মন্দোদরী এই কথা বলিলে রমণীগণ সমাগত মহাবলশালী রাক্ষসকে উঠাইয়া সহসা পুরমধ্যে লইয়া গেল।৬৮-৮০

দশগ্রীব স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা সুদারুণ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতাদেবীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, কিন্তু জানকী তাহাদের কথায় তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, সুতরাং সীতাসন্নিধানে তাহাদের গর্জ্জন বিফল হইল। মাংসাশিনী রাক্ষসীগণ গর্জ্জন নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়া রাবণের নিকটে গিয়া সীতার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিবেদন করিল। পরিশেষে সেই সমস্ত রাক্ষসীরা রাক্ষসপতির আনুকূল্য সম্পাদনে নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া শ্রমবশতঃ নিদ্রিত হইল। তাহারা নিদ্রিত হইলে পতির হিতাভিলাষিণী জানকী ভীত ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৮১-৮৫

ইত্যবসরে ত্রিজটা তাহাদের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া কহিতে লাগিল,—তোমরা নিজের মাংস নিজেই খাইবে, কিন্তু অসিতাপাঙ্গী সীতাকে কখন খাইতে পারিবে না; কারণ, ইনি জনকরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ এবং পতিব্রতা। অদ্য অত্যাশ্চর্য্য অতি ভীষণ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় যে, রাক্ষসদিগের বিনাশ এবং ইঁহার স্বামীর জয়লাভ হইবে। তৎকালে বৈদেহী আমাদিগকে রাঘব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, অতএব ইঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। দুঃখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখা যাইলে দুঃখিত অবিলম্বে বিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনুত্তম সুখলাভ করে। জনকনন্দিনী মৈথিলীকে প্রণিপাত করিলে তিনি প্রসন্না হইবেন।৮৬-৯০

তাহা হইলে ইনি আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। অনন্তর সেই লজ্জাশীলা বালা ভর্ত্তার ভাবী বিজয়সম্ভাবনায় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—যদি ত্রিজটার বাক্য সত্য হয়, তবে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব। সীতার তাদৃশ দারুণ অবস্থা দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম, কিন্তু আমার মন কিছুতেই সুখী হইল না। তথাপি কি প্রকারে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

চিন্তয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃতং মনঃ।
সম্ভাষণার্থে চ ময়া জানক্যাশ্চিন্তিতো বিধিঃ ॥৯৩
ইক্ষ্বাকুকুলবংশস্তু স্তুতো মম পুরস্কৃতঃ।
শ্রুত্বা তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্ ॥৯৪
প্রত্যভাষত মাং দেবী বাষ্পৈঃ পিহিতলোচনা।
কস্ত্বং কেন কথং চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব ॥৯৫
কা চ রামেণ তে প্রীতিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অহমপ্যব্রবং বচঃ ॥৯৬
দেবি! রামস্য ভর্ত্তুস্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ।
সুগ্রীবো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ॥৯৭
তস্য মাং বিদ্ধি ভৃত্যস্ত্বং হনূমন্তমিহাগতম্।
ভর্ত্রা সম্প্রহিতস্তুভ্যং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥৯৮
ইদন্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানমদাৎ তুভ্যং যশস্বিনি! ॥৯৯
তদিচ্ছামি ত্বয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিঙ্করবাণ্যহম্।
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পার্শ্বং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্ ॥১০০
এতচ্ছ্রুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী।
আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি ॥১০১
প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্য্যামনিন্দিতাম্।
রাঘবস্য মনোহ্লাদমভিজ্ঞানমযাচিষম্ ॥১০২
অথ মামব্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ।
মণির্যেন মহাবাহু রামস্ত্বাং বহু মন্যতে ॥১০৩
ইত্যুক্ত্বা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্।
প্রাযচ্ছৎ পরমোদ্বিগ্না বাচা মাং সন্দিদেশ হ ॥১০৪
ততস্তস্যৈ প্রণম্যাহং রাজপুত্র্যৈ সমাহিতঃ।
প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাভ্যুদ্গতমানসঃ ॥১০৫
উত্তরং পুনরেবাহ নিশ্চিত্য মনসা তদা।
হনূমন্ মম বৃত্তান্তং বক্তুমর্হসি রাঘবে ॥১০৬

পরে স্থির করিয়া তাঁহার অগ্রে ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্ত্তন করিলাম। পরন্তু সীতাদেবী রাজর্ষির গুণকীর্ত্তন-সমন্বিত মদীয় বচন শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রু-প্লাবিত-নয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে বানরবর! তুমি কে? কিজন্য কিরূপে এখানে আসিলে? আর রামের সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্দ হইল? এই সকল বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম।৯১-৯৬

হে দেবি! প্রবলপ্রতাপ মহাবল বানরাধিপতি সুগ্রীব আপনার ভর্ত্তা রামের সহায় হইয়াছেন; আমি তাঁহার ভৃত্য, আমার নাম হনুমান্। অপ্রতিহত-কর্ম্মা রাম আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, সেইজন্য এইস্থলে আসিয়াছি। অধিকন্তু হে যশস্বিনি! পুরুষ-প্রবর শ্রীমান্ দশরথ-নন্দন অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দেবি! আপনাকে সমুদ্রের উত্তরতীরে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব? অথবা আপনার কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। জনকদুহিতা ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন,—রাঘব রাবণকে সমূলে সংহার করিয়া আমাকে নিজ ভবনে লইয়া যান, ইহাই আমার বাসনা। তখন সেই অনিন্দিতা আর্য্যা সীতাকে প্রণাম করিয়া যাহাতে রামের আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম।৯৭-১০২

পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে বলিলেন,—তুমি এই মণি গ্রহণ কর; মহাবাহু রাম ইহা পাইয়া তোমাকে অধিকতর আদর করিবেন। এই কথা বলিয়া আমাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করিলেন, কিন্তু আরও অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া রামের নিকট বলিবার জন্য কতকগুলি পূর্ব্ববিবরণ বলিয়া দিলেন। তদনন্তর এখানে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া মনোমধ্যে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম, তৎপরে একাগ্রমনে রাজতনয়াকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলে আর্য্যা সীতা বাষ্প গদ্গদস্বরে আমাকে বলিলেন,—হনুমান্! তুমি রাঘব-সন্নিধানে আমার বৃত্তান্ত এমন ভাবে বর্ণন করিবে, যেন সেই বীরবর রাম এবং লক্ষ্মণ শ্রবণমাত্র সুগ্রীবের সহিত আগমন করেন; কারণ, পূর্ব্ব নিয়মানুসারে

যথা শ্রুত্বৈব নচিরাত্তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াতাং তথা কুরু ॥১০৭
যদন্যথা ভবেদেতদ্ দ্বৌ মাসৌ জীবিতং মম।
ন মাং দ্রক্ষ্যতি কাকুৎস্থো ম্রিয়ে সাহমনাথবৎ ॥১০৮
তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্ত্তত।
উত্তরঞ্চ ময়া দৃষ্টং কার্য্যশেষমনন্তরম্ ॥১০৯
ততোঽবর্ধত মে কায়স্তদা পর্ব্বতসন্নিভঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে ॥১১০
তদ্ভগ্নং বনখণ্ডন্তু ভ্রান্ত-ত্রস্ত-মৃগদ্বিজম্।
প্রতিবুদ্ধ্য নিরীক্ষন্তে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ ॥১১১
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ।
তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্রং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥১১২
রাজন্! বনমিদং দুর্গং তব ভগ্নং দুরাত্মনা।
বানরেণ হ্যবিজ্ঞায় তব বীর্য্যং মহাবল ॥১১৩
তস্য দুর্বুদ্ধিতা রাজংস্তব বিপ্রিয়কারিণঃ।
বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং যথাসৌ ন পুনর্ব্রজেৎ ॥১১৪

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদুর্জয়াঃ।
রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোঽনুগাঃ ॥১১৫
তেষামশীতিসাহস্রং শূল-মুদ্গরপাণিনাম্।
ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিঘেণ নিষূদিতম্ ॥১১৬
তেষান্তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ।
নিহতঞ্চ ময়া সৈন্যং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥১১৭
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্।
তত্রস্থান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতংস্তম্ভেন বৈ পুনঃ ॥১১৮
ললামভূতো লঙ্কায়া ময়াবিধ্বংসিতো রুষা।
ততঃ প্রহস্তস্য সুতং জম্বুমালিনমাদিশৎ ॥১১৯
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সার্ধং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ।
তমহং বলসম্পন্নং রাক্ষসং রণকোবিদম্ ॥১২০
পরিঘেণাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্তু মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্ ॥১২১
পদাতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
পরিঘেণৈব তান্ সর্ব্বান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥১২২

আমার জীবিতকাল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে কাকুৎস্থ রাম না আসিলে আমি অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব, সুতরাং তিনি আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।১০৩-৮

তাঁহার সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আমার শরীর, পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইল; তখন আমি লঙ্কানাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়া যুদ্ধাশয়ে তাহার প্রমদাবন ভাঙ্গিতে লাগিলাম। বনখণ্ড ভগ্ন হইবামাত্র পক্ষী এবং মৃগকুল ত্রস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই বনমধ্যে আমাকে দেখিতে পাইল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সত্বর রাবণ-সন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্! আপনার মহাবল-বীর্য্যপ্রভাব না জানিয়া দুরাত্মা বানর ভবদীয় দুর্গম বন ভগ্ন করিয়াছে। মহারাজ! সে যখন আপনার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, তখন তাহার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবে, অতএব সত্বর তাহাকে বধ করিতে আদেশ করুন, সে যেন পলায়ন না করে।১০৯-১৪

রাক্ষসপতি তাহা শ্রবণ করিয়া কতকগুলি দুর্জ্জয় রাক্ষসকে পাঠাইলেন। তাহারা রাবণের মনোমত ভৃত্য। শূল ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক সেই বনভূমিতে আসিবামাত্র আমি পরিঘ-প্রহারে সেই অশীতি সহস্র রাক্ষসকে নিপাতিত করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সকল হীনবীর্য্য রাক্ষসেরা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিল, তাহারা রাবণ সকাশে এই সংবাদ নিবেদন করিল। এই অবকাশে অনুত্তম চৈত্য প্রসাদ নষ্ট করিতে আমার বাসনা হইল, অমনি কোপপরবশ হইয়া স্তম্ভের আঘাতে তত্রত্য একশত রাক্ষসকে যমরাজের অতিথি করিয়া লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ সেই প্রাসাদ ধ্বংস করিলাম। অনন্তর রাক্ষসপতি বিকটাকার ভয়ঙ্কর অধিকসংখ্যক রাক্ষসসহ প্রহস্তসুত জম্বুমালীকে সমর-

মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্।
পঞ্চ সেনাগ্রগাঞ্ছূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥১২৩
তানহং সহসৈন্যান্ বৈ সর্ব্বানেবাভ্যসূদয়ম্।
ততঃ পুনর্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্ ॥১২৪
বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং প্রেষয়ামাস সংযুগে।
তস্তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্ ॥১২৫
সহসা খং সমুৎক্রান্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্।
তমাসীনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যপেষয়ম্ ॥১২৬
তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ।
ততশ্চেন্দ্রজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্ ॥১২৭
ব্যাদিদেশ সুসংক্রুদ্ধো বলিনং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
তচ্চাপ্যহং বলং সর্ব্বং তঞ্চ রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥১২৮
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ।
মহতাপি মহাবাহুঃ প্রত্যয়েন মহাবলঃ ॥১২৯
প্রহিতো রাবণেনৈষ সহ বীরৈর্ম্মদোদ্ধতৈঃ।
সোঽবিষহ্যং হি মাং বুদ্ধ্বা স্বসৈন্যঞ্চাবমর্দ্দিতম্ ॥১৩০
ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধা চাতিবেগিনঃ।
রজ্জুভিশ্চাপি বধ্নন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ ॥১৩১
রাবণস্য সমীপঞ্চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্।
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৩২
পৃষ্টশ্চ লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাঞ্চ তং বধম্।
তৎসর্ব্বঞ্চ রণে তত্র সীতার্থমুপজল্পিতম্ ॥১৩৩
তস্যাস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তস্ত্বদ্ভবনং বিভো।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্ ॥১৩৪
রামদূতঞ্চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
সোঽহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥১৩৫
শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে।
রাক্ষসেশ! হরীশস্ত্বাং বাক্যমাহ সমাহিতম্ ॥১৩৬

গমনে আদেশ করিলেন। আমি ঘোরতর পরিঘ-প্রহারে সমর-বিশারদ বলবান্ রাক্ষসকে অনুচরের সহিত সংহার করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণ পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বলবান্ মন্ত্রিপুত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদিগকেও পরিঘ দ্বারা শমন-সদনে পাঠাইলাম।১১৫-২২

পরিশেষে লঙ্কাপতি লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বলবান্ পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। আমি সৈন্যসহ তাহাদের সকলকে নিপাতিত করিলাম। তৎপরে দশানন বহুতর রাক্ষসসেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র মহাবল অক্ষকে সমরে পাঠাইলেন। পরন্তু মন্দোদরী-পুত্র রণকোবিদ কুমার অক্ষ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া যেমন আকাশপথে উৎপতিত হইতেছিল, অমনি সহসা তাহার পদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলাম।১২৩-২৬

দশবদন রাবণ 'অক্ষ আসিয়া ভগ্ন হইয়াছে' এই কথা শুনিবামাত্র দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। আমিও সমরে সেই রাক্ষসবর ইন্দ্রজিৎ এবং সেনানিচয়ের তেজোহানি করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। পরন্তু 'মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বলবান্, অতএব অনায়াসে শত্রু জয় করিবে' এই বিপুল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া রাক্ষসপতি মদগর্বিত বীরগণের সহিত তাহাকে সংগ্রাম-গমনে অনুমতি করেন। কিন্তু সে স্বীয় সৈন্যের পরাজয় এবং আমার অসহ্য পরাক্রম দর্শন করিয়া আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক সবেগে প্রস্থান করিল। অমনি অপরাপর রাক্ষসেরা আমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাবণ-সমীপে লইয়া গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখিয়া "কি জন্য আমি আসিয়াছি এবং রাক্ষস বধ করিলাম কেন?" তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম,—আমি সীতার নিমিত্ত এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।১২৭-৩৩

হে বিভো! তাঁহারই দর্শনাভিলাষে আপনার বাড়ীতে আগমন করিয়াছি। আমি বায়ুর ঔরসপুত্র, সুগ্রীবের সচিব, আমার নাম হনুমান্। আমি রামের দূত হইয়া আপনার আলয়ে আসিয়াছি। আপনার

সুগ্রীবশ্চ মহাভাগঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
ধর্ম্মার্থকামসহিতং হিতং পথ্যমুবাচ হ ॥১৩৭
বসত ঋষ্যমুকে মে পর্ব্বতে বিপুলদ্রুমে।
রাঘবো রণবিক্রান্তো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ ॥১৩৮
তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্য্যা মে রক্ষসা হৃতা*।
তত্র সাহায্যহেতোর্মে সময়ং কর্তুমর্হসি ॥১৩৯
বালিনা হৃতরাজ্যেন সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ।
চক্রেহগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥১৪০
তেন বালিনমাহত্য শরেণৈকেন সংযুগে।
বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সম্প্লবতাং প্রভুঃ ॥১৪১
তস্য সাহায্যমস্মাভিঃ কার্য্যং সর্ব্বাত্মনা ত্বিহ।
তেন প্রস্থাপিতস্তুভ্যং সমীপমিহ ধর্ম্মতঃ ॥১৪২
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ।
যাবন্ন হরয়ো বীরা বিধমন্তি বলন্তব ॥১৪৩
বানরাণাং প্রভাবোহয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা।
দেবতানাং সকাশঞ্চ যে গচ্ছন্তি নিমন্ত্রিতাঃ ॥১৪৪
ইতি বানররাজস্ত্বামাহেত্যভিহিতো ময়া।
মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব ॥১৪৫
তেন বধ্যোহহমাজ্ঞপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা।
মৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৪৬
ততো বিভীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ।
তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতো মম কারণাৎ ॥১৪৭
নৈবং রাক্ষসশার্দ্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ।
রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংলক্ষ্যতে ত্বয়া ॥১৪৮
দূতবধ্যা ন দৃষ্টা হি রাজশাস্ত্রেষু রাক্ষস।
দূতেন বেদিতব্যঞ্চ যথাভিহিতবাদিনা ॥১৪৯
সুমহত্যপরাধেহপি দূতস্যাতুলবিক্রম।
বিরূপকরণং দৃষ্টং ন বধোহস্তি হি শাস্ত্রতঃ ॥১৫০
বিভীষণেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।
রাক্ষসানেতদেবাদ্য লাঙ্গূলং দহ্যতামিতি ॥১৫১

নিকট যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাক্ষসেশ! বানরপতি সুগ্রীব মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! সুগ্রীব আপনার হিতকর ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত এই সকল কথা বলিয়াছেন।১৩৪-৩৭

আমি বিশাল তরুরাজি-শোভিত ঋষ্যমুক পর্বতে বসতি করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রণবিক্রান্ত রাম আসিয়া আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। রাজন্! তিনি আমাকে কহিলেন যে, রাক্ষসে আমার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সুগ্রীব বালিকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, সুতরাং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অগ্নিসাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিলেন। রাম একটি শরে সংগ্রামে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানরদিগের অধিপতি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য, সেইজন্য ধর্মানুসারে আপনার সন্নিধানে দূত পাঠাইয়াছেন। বানর-বীরেরা যাবৎ আপনার বলনাশ না করিতেছে, তাহার মধ্যে অতি ত্বরায় সীতাকে রামহস্তে প্রত্যর্পণ করুন। যাহারা পুরাকালে নিমন্ত্রিত হইয়া দেবগণের নিকট গমন করিত, সেই বানরদিগের প্রভাব কে না অবগত আছে? ১৩৮-৪৪

বানররাজ আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রৌদ্রকর্মা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ কোপপ্রজ্বলিত চক্ষুদ্বারা আমাকে দর্শন করত যেন দগ্ধ করিতে লাগিল এবং আমার প্রভাব না জানিয়া বধাদেশ করিল। তৎপরে তাহার ভ্রাতা মহামতি বিভীষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন,—হে রাক্ষসশার্দ্দূল! আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অবধ্য; অতএব এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। হে নিশাচরপতে! 'দূত বধ্য' ইহা ত রাজশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বিশেষতঃ দূতেরা প্রভুর নিকট যাহা শুনিয়া আইসে, তাহাই নিবেদন করে।১৪৫-৪৯

---

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি এইস্থানে অধিক দেখা যায়,—

তত্র সাহায্যমস্মাকং কার্য্যং সর্বাত্মনা ত্বয়া।
ময়া চ কথিতা তস্মৈ বালিনশ্চ বধং প্রতি ॥

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ।
বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পট্টৈঃ কার্পাসকৈস্তথা ॥১৫২
রাক্ষসাঃ সিদ্ধসন্নাহাস্ততস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ।
তদাদীপ্যন্ত মে পুচ্ছং হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ ॥১৫৩
বদ্ধস্য বহুভিঃ পাশৈর্যন্ত্রিতস্য চ রাক্ষসৈঃ।
ন মে পীড়াহভবৎ কাচিদ্ দিদৃক্ষোর্নগরীং দিবা ॥১৫৪
ততস্তে রাক্ষসাঃ শূরা বদ্ধং মামগ্নিসংবৃতম্।
অঘোষয়ন্ রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ ॥১৫৫
ততোহহং সুমহদ্রূপং সংক্ষিপ্য পুনরাত্মনঃ।
বিমোচয়িত্বা তং বন্ধং প্রকৃতিস্থঃ স্থিতঃ পুনঃ ॥১৫৬
আয়সং পরিঘং গৃহ্য তানি রক্ষাংস্যসূদয়ম্।
ততস্তন্নগরদ্বারং বেগেন প্লুতবানহম্ ॥১৫৭
পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন তাং পুরীং সাট্টগোপুরাম্।
দহাম্যহমসম্ভ্রান্তো যুগান্তাগ্নিরিব প্রজাঃ ॥১৫৮

বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী ॥১৫৯
দহতা চ ময়া লঙ্কাং দগ্ধা সীতা ন সংশয়ঃ।
রামস্য চ মহৎকার্য্যং ময়েদং বিফলীকৃতম্ ॥১৬০
ইতি শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তামহমুপাগতঃ।
ততোহহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্ ॥১৬১
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োদন্তভাষিণাম্।
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না শ্রুত্বা তামদ্ভুতাং গিরম্ ॥১৬২
অদগ্ধা জানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্।
দীপ্যমানে তু লাঙ্গূলে ন মাং দহতি পাবকঃ ॥১৬৩
হৃদয়ঞ্চ প্রহৃষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ।
তৈর্নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ ॥১৬৪
ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টার্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ।
পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিসৃষ্টশ্চ তয়া পুনঃ ॥১৬৫

হে অতুলবিক্রম! অত্যন্ত অপরাধী হইলে দূতকে বিকলাঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ; তাহার বধ ত কোন শাস্ত্রে নাই। রাবণ বিভীষণের কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন যে, 'ইহার লাঙ্গুল দগ্ধ কর।' তখন যুদ্ধোদ্যুক্ত প্রচণ্ড-বিক্রম রাক্ষসেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্পাসবস্ত্র এবং শণ দ্বারা আমার সমস্ত পুচ্ছ বেস্টন করিল। পরে তাহারা কাষ্ঠমুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আমার পুচ্ছ জ্বালাইয়া দিল। যদিও রাক্ষসগণ আমাকে বিবিধ পাশে বদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু দিবসে নগরী দর্শন করিব বলিয়া তৎকালে আমার কিছুমাত্র পীড়া হয় নাই, তৎপরে রাক্ষসবীরেরা আমাকে লইয়া নগরদ্বারে আগমণপূর্ব্বক রাজমার্গে আমার অবস্থাদির কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।১৫০-৫৫

তখন আবার আমার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আপনার বন্ধন মোচনপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলাম। সংহার করিয়াই অতিবেগে সেই নগরদ্বারে উল্লম্ফন করিলাম। প্রলয়ানল যেমন প্রজা নাশ করে, সেইরূপ আমিও অসম্ভ্রান্ত হইয়া লাঙ্গুললগ্ন অনল দ্বারা রাজভবন হইতে পুরদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত নগর ভস্মসাৎ করিলাম। সমস্ত পুরীই দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং লঙ্কার কোন স্থানই অদগ্ধ দৃষ্ট হইল না, অতএব জানকীও তৎ-সমভিব্যাহারে দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি লঙ্কা দহন করিতে গিয়া সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি, সুতরাং আমি রামের এই সুমহৎ কার্য্য বিফল করিলাম।১৫৬-১৬০

এইরূপ শোক-সন্তপ্ত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছি, ইত্যবসরে 'জানকী দগ্ধ হন নাই' চারণদিগের এই বিস্ময়কর অদ্ভুত বাক্য শ্রবণমাত্র আমার জ্ঞানের উদয় হইল। তখন জনক-তনয়া যে দগ্ধ হন নাই, ইহা শুভ-সূচক নিমিত্ত দেখিয়া আরও দৃঢ়প্রতীত হইল। মদীয় লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইলে অগ্নি আমাকে দহন করিলেন না, অধিকন্তু সুগন্ধ সমীরণ আমার হৃদয় আহ্লাদিত করিলেন; সেই শুভলক্ষণ দেখিয়া এবং ঋষিবাক্য কখন মিথ্যা হয় না জানি বলিয়া তৎকালে আমার অন্তঃকরণ

ততঃ পর্ব্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ।
প্রতিপ্লবনমারেভে যুষ্মদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৬৬
ততঃ শ্বসনচন্দ্রার্কসিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্।
পন্থানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহ ॥১৬৭
রাঘবস্য প্রসাদেন ভবতাঞ্চৈব তেজসা।
সুগ্রীবস্য চ কার্য্যার্থং ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥১৬৮
এতৎ সর্ব্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্।
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তামিতি ॥১৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অতীব হৃষ্ট হইল। পুনরায় বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিলাম।১৬১-৬৫

অনন্তর অরিষ্টনামক পর্বতে আরোহণ করিয়া আপনাদিগের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় পুনর্বার প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ চন্দ্র, সূর্য্য, সিদ্ধ, বায়ু এবং গন্ধর্বদিগের পথ অবলম্বনপূর্বক আসিতে আসিতে আপনাদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাইলাম। পরে রাঘবের প্রসাদে এবং আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে সুগ্রীবের সমুদয় কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিক কি, এই সমস্ত কার্য্য তথায় যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়াছি, আর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমস্ত আপনারা সম্পাদন করুন।১৬৬-৬৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বানরগণসমীপে হনূমতা সীতায়া দুরবস্থাবর্ণনপূর্বকং তেভ্যো লঙ্কাক্রমণে উৎসাহদানম্ ।]

এতদাখ্যায় তৎ সর্ব্বং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বক্তুমুত্তরম্ ॥১
সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্রীবস্য চ সম্ভ্রমঃ ।
শীলমাসাদ্য সীতায়া মম চ প্রীণিতং মনঃ ॥২
আর্য্যায়াঃ সদৃশং শীলং সীতায়াঃ প্লবগর্ষভাঃ ।
তপসা ধারয়েল্লোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দহেদপি ॥৩
সর্ব্বথাতিপ্রকৃষ্টোঽসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্ ॥৪
ন তদগ্নিশিখা কুর্য্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী ।
জনকস্য সুতা কুর্য্যাদ্ যৎ ক্রোধকলুষীকৃতা ॥৫
জাম্ববৎপ্রমুখান্ সর্ব্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্ ।
অস্মিন্নেবঙ্গতে কার্য্যে ভবতাঞ্চ নিবেদিতে ।
ন্যায্যং স্ম সহ বৈদেহ্যা দ্রষ্টুং তৌ পার্থিবাত্মজৌ ॥৬
অহমেকোঽপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্ ।
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্ ॥৭
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ ।
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ ॥৮
অহন্তু রাবণং যুদ্ধে সসৈন্যং সপুরঃসরম্ ।
সহপুত্রং বধিষ্যামি সহোদরযুতং যুধি ॥
ব্রাহ্মমস্ত্রঞ্চ রৌদ্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণন্তথা ॥৯

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[বানরগণসমীপে হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতার দুরবস্থা বর্ণনাপূর্বক তাহাদিগকে লঙ্কা আক্রমণে উৎসাহদান ।]

বায়ুতনয় হনুমান্ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—সুগ্রীবের উৎসাহ এবং রামের উদ্যোগ সফল হইল, বিশেষতঃ সীতার স্বভাব দর্শনে আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। হে বানরগণ! আর্য্যা সীতার চরিত্র অরুন্ধতীর সদৃশ ; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকসকল দহন করিতে আবার তপোবলে রক্ষা করিতেও পারেন। দেখ, রাক্ষসপতি রাবণও মহাতপস্বী; সুতরাং সীতাকে স্পর্শ করিলেও তপঃপ্রভাবে তাহার শরীর বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা জনক-সুতা রোষ পরবশ হইয়া যাহা করিতে পারেন, অনলশিখা পাণি-স্পৃষ্ট হইয়াও তাহা করিতে পারেন না। জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরদিগের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিলাম, এখন রাম, লক্ষ্মণ ও বৈদেহীকে একত্র নিরীক্ষণ করা আমাদিগের উচিত।১-৬

হনুমান্ বলিলেন,—আমি প্রবল পরাক্রমে একাকীই রাক্ষস-বৃন্দের সহিত লঙ্কানগরী ধ্বংস এবং রাবণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারি। পরন্তু আপনারা সকলেই পরাক্রান্ত বীর, অস্ত্র-কুশল এবং সমর্থ; বিশেষতঃ জয়াভিলাষী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন। অতএব আপনাদের সহিত সমবেত হইয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিব,—তাহা বলা বাহুল্য। সৈন্য, সহোদর, পুত্র এবং অনুচরবর্গের সহিত রাবণকে আমিই সমরে সংহার করিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য এবং বারুণ প্রভৃতি অস্ত্রসকল যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি সেই অস্ত্রজাল বিনষ্ট করিয়া সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিব।

যদি শক্রজিতোঽস্ত্রাণি দুর্নিরীক্ষ্যাণি সংযুগে।
তান্যহং নিহনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্ ॥১০
ভবতামভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি তম্।
মদ্‌বাহুবলসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা ॥১১
দেবানপি রণে হন্যাৎ কিম্পুনস্তান্ নিশাচরান্।
ভবতামনভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি মাম্ ॥১২
সাগরোঽপ্যতিয়াদ্ বেলাং মন্দরঃ প্রচলেদপি।
ন জাম্ববন্তং সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী ॥১৩
সর্ব্বরাক্ষসসঙ্ঘানাং রাক্ষসা যে চ পূর্ব্বজঃ।
অলমেকোঽপি নাশায় বীরো বালিসুতঃ কপিঃ ॥১৪
প্লবগস্যোরুবেগেন নীলস্য চ মহাত্মনঃ।
মন্দরোঽপ্যবশীর্য্যেত কিং পুনর্যুধি রাক্ষসাঃ ॥১৫
সদেবাসুরযক্ষেষু গন্ধর্ব্বোরগ-পক্ষিষু।
মৈন্দস্য প্রতিযোদ্ধারং শংসত দ্বিবিদস্য বা ॥১৬
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্লবগসত্তমৌ।
এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে ॥১৭

[পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ।
অমৃতপ্রাশিতাবেতৌ সর্ব্ববানরসত্তমৌ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সর্ব্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা ॥
বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীঞ্চমূম্।
সুরাণামমৃতং ধীরৌ পীতবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ ॥
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥]
ময়ৈব নিহতা লঙ্কা দগ্ধা ভস্মীকৃতা পুরী।
রাজমার্গেষু সর্ব্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া ॥১৮
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥১৯
অহং কোসলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ভবঃ।
হনুমানিতি সর্ব্বত্র নামবিশ্রাবিতং ময়া ॥২০
অশোকবনিকা মধ্যে রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
অধস্তাচ্ছিংশপামূলে সাধ্বী করুণমাস্থিতা ॥২১

আপনাদের অনুজ্ঞা ব্যতীত আমার বিক্রম রুদ্ধ রহিয়াছে, আমি সংগ্রামে বাহুবলে শৈলসমূহ নিক্ষেপ করিয়া দেবতাদিগকেও সংহার করিতে পারি, নিশাচর ত অতি সামান্য। সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে, মন্দরপর্ব্বত স্বস্থান হইতে চলিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য জাম্ববানকে সমরে বিচলিত করিতে পারিবে না।৭-১৩

বিশেষতঃ বালিতনয় বীর অঙ্গদ একাকী প্রধান প্রধান রাক্ষস-বীরদিগকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। মহাত্মা নীলের মহান্ বেগে (আহত হইলে) মন্দর পর্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়, যুদ্ধে রাক্ষসগণের ত কথাই নাই। দেব, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষিমধ্যে এমন কে আছে যে, মৈন্দ অথবা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে? আপনারাই বলুন।১৪-১৬

প্লবগসত্তম অশ্বিপুত্রদ্বয় অত্যন্ত বলসম্পন্ন; রণাঙ্গনে এতদুভয়ের প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না।১৭

(এই অশ্বিপুত্রদ্বয় পিতামহে (ব্রহ্মা)র বরপ্রভাবে পরম দর্পাশ্রয়ী। এই দুইজন অমৃতভোজী ও সর্ববানরোত্তম। এই অশ্বিদ্বয়ের সম্মানের জন্য পুরাকালে তাঁহাদের অতুলনীয় সকলের অবধ্যত্ব বরপ্রদান করিয়াছেন। বরপ্রভাবে এই বানর বীরদ্বয় দেবগণের মহতী সেনা মথিত করিয়া অমৃত পান করিয়াছেন। এই দুইজন ক্রুদ্ধ হইলে অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত লঙ্কা বিনাশে সমর্থ; অন্য সকল বানর দূরে থাকুক।—অতিরিক্ত পাঠ।)

লঙ্কানগরী আমা কর্ত্তৃক দগ্ধা, ভস্মীভূতা ও মৃতপ্রায়া হইয়াছে। আরও সমস্ত রাজপথে আমি (এইভাবে) নামও ঘোষণা করিয়াছি।১৮

অতিবল রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয়। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অভিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়।১৯

আমি কোশলরাজ রামচন্দ্রের দাস, পবনের পুত্র এবং আমার নাম হনুমান্—এইরূপে সর্বত্র সকলের নাম ঘোষণা করিয়াছি।২০

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা ।
মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেবানিষ্প্রভা ॥২২
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী রাবণং বলদর্পিতম্ ।
পতিব্রতা চ সুশ্রোণী অবষ্টব্ধা চ জানকী ॥২৩
অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্বাত্মনা শুভা ।
অনন্যচিন্তা রামেণ পৌলোমীব পুরন্দরে ॥২৪
তদেকবাসঃ সংবীতা রজোধ্বস্তা তথৈব চ ।
[শোকসন্তাপদীনাঙ্গী সীতাভর্তৃহিতে রতা] ॥
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥২৫
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্দৃষ্টা হি প্রমদাবনে ।
একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরায়ণা ॥২৬
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে ।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া ॥২৭
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী বিশ্বাসমুপপাদিতা ।
ততঃ সম্ভাষিতা চৈব সর্ব্বমর্থং প্রকাশিতা ॥২৮
রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা ।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্তরি চোত্তমা ॥২৯
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ ।
নিমিত্তমাত্রং রামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি ॥৩০
সা প্রকৃত্যৈব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা ।
প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা ॥৩১
এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা ।
যদত্র প্রতিকর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বমুপকল্প্যতাম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শোকসন্তাপে কৃশা, মেঘাবৃত চন্দ্ররেখার ন্যায় নিষ্প্রভা, সাধ্বী সীতা দুরাত্মা রাবণের অশোকবনিকার মধ্যে শিংশপাবৃক্ষের মূলে নিম্নদেশে রাক্ষসীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন। ২১-২২

শোভন-নিতম্বশালিনী পতিব্রতা বৈদেহী জানকী বলদর্পিত রাবণকে গ্রাহ্য করেন না বলিয়া অবরুদ্ধা ।২৩

দেবেন্দ্রচিন্তা-নিরতা (নহুষ কর্তৃক অবরুদ্ধা) ইন্দ্রাণীর ন্যায় রামচিন্তা-নিরতা মঙ্গলময়ী বৈদেহী সর্বতোভাবে রামে(র গুণে) অনুরক্তা ।২৪

একবস্ত্র-পরিহিতা, ধূলি-ধূসরিতা একবেণীধরা, দীনা ; অধোদেশে (ভূতলে) শয়ানা, হিমহত পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণাঙ্গী, রাবণের প্রলোভনে অবশীভূতা, মরণে কৃতনিশ্চয়া, ভর্তৃ-চিন্তাপরায়ণা, পুনঃ পুনঃ বিকৃতরূপা রাক্ষসীগণকর্তৃক নির্ভর্ৎস্যমানা (শোকসন্তাপে কৃশাঙ্গী সর্বদা ভর্তৃহিতনিরতা) সীতাকে আমি প্রমদাবনে রাক্ষসীগণের মধ্যে দেখিয়াছি ।২৫-২৭

অতি প্রযত্নে আমার প্রতি সেই হরিণনয়না সীতার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছি। তারপর সম্ভাষণপূর্বক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছি ।২৮

তিনি রাম ও সুগ্রীবের সখ্যসংবাদ শ্রবণে পরমা প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিরন্তর সদাচার ও উত্তমা পতিভক্তি যে দশাননকে বধ করিতেছে না, রাবণের (তপো) মাহাত্ম্যই তাহার কারণ। তাঁহার বধে রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্রই হইবেন ।২৯-৩০

স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী রামবিয়োগে আরও কৃশা হইয়া প্রতিপৎতিথিতে অধ্যয়নশীল শিষ্যের বিদ্যার ন্যায় অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্তা হইয়াছেন ।৩১

মহাভাগা সীতা এই প্রকার শোকপরায়ণা রহিয়াছেন—এখন এবিষয়ে যাহা প্রতি কর্তব্য থাকে, আপনারা সে সকল উপপাদন করুন ।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[স্বীয়পরাক্রমপ্রশংসয়োৎসাহিতস্যাঙ্গদস্য রাবণাদিরাক্ষসবিনাশপূর্বকং সীতামুদ্ধর্তুমুদ্যোগঃ, বিবেচক-জাম্ববতা যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং তস্মাৎ প্রতিনিবর্তনঞ্চ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালিসূনুরভাষত।
[অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবদ্ভিশ্চ বানর।
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ রাঘবস্য মাহাত্মনঃ॥]
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ॥১
পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥২
সর্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা।
বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীং চমূম্॥৩
সুরাণামমৃতং বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ।
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্॥৪
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
অহমেকোঽপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্॥৫
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্।
কিম্পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ॥৬
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ।
বায়ুসূনোর্বলেনৈব দগ্ধা লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্॥৭
দৃষ্ট্বা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতুম্।
ন যুক্তমিব পশ্যামি ভবদ্ভিঃ খ্যাতপৌরুষৈঃ॥৮
নহি বঃ প্লবনে কশ্চিন্নাপি কশ্চিৎ পরাক্রমে।
তুল্যঃ সামরদৈত্যেষু লোকেষু হরিসত্তমাঃ॥৯
জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষোঘাং হত্বা তং রাবণং রণে।
সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ॥১০
তেষ্বেবং হতবীরেষু রাক্ষসেষু হনূমতা।
কিমন্যদত্র কর্ত্তব্যং গৃহীত্বা যাম জানকীম্॥১১

ষষ্টিতম সর্গ

[স্বীয় পরাক্রম প্রশংসায় উৎসাহিত অঙ্গদের রাবণাদি রাক্ষস বিনাশপূর্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে উদ্যোগ, বিবেচক জাম্ববান্ কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক তাহা হইতে প্রতিনিবর্তন।]

হনুমানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বালিপুত্র অঙ্গদ বলিলেন,—(হে বানর! সীতাদেবী ব্যতীত আমাদের মহাত্মা রাঘবের সমীপে গমন করা অযুক্ত] অশ্বিপুত্রদ্বয় মহাবেগশালী ও বলবান্ প্লবঙ্গম। পিতামহ (ব্রহ্মা) প্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহারা অত্যন্ত গর্বিত। অশ্বিদ্বয়ের সম্মান প্রদর্শনের জন্য সর্বলোকপিতামহ পুরাকালে তাহাদের অতুলনীয় সকলের অবধ্যত্ব বর-প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বীরদ্বয় বরপ্রভাবে মত্ত হইয়া দেবগণের মহতী সেনা প্রমথন পূর্ব্বক অমৃত পান করিয়াছিল। এই দুইজন ক্রুদ্ধ হইলে অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত লঙ্কা বিনাশে সমর্থ; অন্য সব বানরের কথা থাকুক। আমিও একক প্রবল পরাক্রমে রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী এবং মহাবলশালী রাবণকে বিধ্বংস করিতে পারি। আপনারা সকলে বীর, বলশালী, রণে খ্যাতিসম্পন্ন, অস্ত্রকোবিদ, বিজয়াভিলাষী, সমর্থ ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। আপনাদের সহিত মিলিত হইলে একাজ যে সহজে সম্পন্ন হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? পবনপুত্রের বলেই লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়াছি। তিনি সীতাদেবীরও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আনিতে পারেন নাই। অতএব প্রখ্যাতপৌরুষ আপনাদের (রামের সমীপে) (এই সব কথা) নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি না। হে বানরোত্তমগণ! দেবলোকের সহিত দৈত্যলোকে উল্লম্ফনে বা পরাক্রমে আপনাদের তুল্য কেহই নাই। রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কা জয় করিয়া সেই রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া ও সীতাদেবীকে লইয়া সাফল্যের সহিত হৃষ্টমানসে (তাঁহার নিকট) যাইব।১-১০

হনুমান রাক্ষসগণকে হত (শেষ) করিলে পর

রাম-লক্ষ্মণয়োর্মধ্যে ন্যস্যাম জনকাত্মজাম্।
কিং ব্যলীকৈস্তু তান্ সর্ব্বান্ বানরান্ বানরর্ষভাঃ ॥১২
বয়মেব হি গত্বা তান্ হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
রাঘবং দ্রষ্টুমর্হামঃ সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্ ॥১৩
তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ ॥১৪
নৈষা বুদ্ধির্মহাবুদ্ধে যদ্ ব্রবীষি মহাকপে।
বিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্ ॥১৫
নানেতুং কপিরাজেন নৈব রামেণ ধীমতা।
কথঞ্চিন্নির্জিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ ॥১৬
রাঘবো নৃপশার্দূলঃ কুলং ব্যপদিশন্ স্বকম্।
প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ ॥১৭
সর্ব্বেষাং কপিমুখ্যানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি।
বিফলং কর্ম্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্ন তস্য চ ॥১৮
বৃথা চ দর্শিতং বীর্য্যং ভবেদ্ বানরপুঙ্গবাঃ।
তস্মাদ্ গচ্ছাম বৈ সর্বে যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্য্যস্যাস্য নিবেদনে ॥১৯
ন তাবদেষা মতিরক্ষমা নো
যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র।
যথা তু রামস্য মতির্নিবিষ্টা
তথা ভবান্ পশ্যতু কার্য্যসিদ্ধিম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

জানকীকে আনিয়া রামসমীপে গমন ব্যতীত এসময়ে অন্য কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? ১১

সুতরাং আমরা রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে সীতাকে স্থাপন করিব। অতএব হে বানরোত্তমগণ! (কিষ্কিন্ধায় সমাগত) সকল বানরগণকে অপ্রিয় দুঃখ দেওয়ার প্রয়োজন কি? ১২

আমরাই গিয়া রাক্ষসপ্রধানদিগকে বধ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দেখা করিতে পারিব। কার্য্যকুশল হরিসত্তম জাম্ববান্ পরম প্রীত হইয়া ঈদৃশ সঙ্কল্প নিশ্চয়কারী অঙ্গদকে অর্থতাৎপর্য্যপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৩-১৪

হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন মহাকপে! যেহেতু আমরা উত্তম দক্ষিণদিকে (সীতার) অন্বেষণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, (সীতাকে লইয়া আসার জন্য নহে) অতএব তুমি যাহা বলিলে—সে বিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য হইবে না।১৫

কপিরাজ সুগ্রীব অথবা ধীমান্ রামচন্দ্র (সীতাকে) আনিবার আদেশ দেন নাই। (প্রথমতঃ বিজয় লাভ দুষ্কর) কোন প্রকারে (কষ্টে-সৃষ্টে রাবণকে) পরাভূত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলে (স্বীয় বীর্য্যে বংশমর্য্যাদা রক্ষণেচ্ছুর পক্ষে) তাহা কোন মতে স্বীয় কুলমর্য্যাদা প্রকাশকারী নৃপশ্রেষ্ঠ রাঘবের রুচিসম্মত হইবে না। রাজা সুগ্রীব সর্বসমক্ষে স্বয়ং সীতা-সমুদ্ধরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—সকল বানরপ্রধানের রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন কেন? যে কার্য্যে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিবে না, সেই নিষ্ফল কর্ম অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? ১৬-১৮

হে বানরোত্তমগণ! (রাবণের নিকট প্রকাশিত) আমাদের বীর্য্যপ্রদর্শনও (তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে) বৃথা হইবে। সুতরাং এই (সীতাদর্শনাদি) কার্য্য নিবেদন করার জন্য আমরা সকলে যে স্থানে লক্ষ্মণের সহিত রাম ও মহাতেজা সুগ্রীব আছেন, তথায় যাইব।১৯

রাজকুমার! তুমি যেভাবে (বিবেচনা করিয়া) দেখিতেছ—আমাদের এই (বিচার) বুদ্ধি সেভাবে ততটা অসঙ্গত নয়। রামচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিনিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন, তদনুরূপ কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে তুমি বিচার বিবেচনা কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মহেন্দ্রপর্বতাৎ কিষ্কিন্ধামভি গমনকারিণাং বানরাণাং মার্গমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তম-দধিমুখরক্ষিত-মধুবনে অবতরণম্, অঙ্গদাদেশেন মধুবনস্য ফলোপভোগঃ, ক্রুদ্ধ-দধিমুখেন নিবারিতানাং বানরাণাং নখ-দন্তৈস্তস্মৈ প্রহারদানঞ্চ ।]

ততো জাম্ববতো বাক্যমগৃহ্লন্ত বনৌকসঃ ।
অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনূমাংশ্চ মহাকপিঃ ॥১
প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্ব্বে বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ ।
মহেন্দ্রাগ্রাৎ সমুৎপত্য পুপ্লুবুঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥২
মেরুমন্দরসঙ্কাশা মত্তা ইব মহাগজাঃ ।
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥৩
সভাজ্যমানং ভূতৈস্তমাত্মবন্তং মহাবলম্ ।
হনূমন্তং মহাবেগং বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ ॥৪
রাঘবে চার্থনির্ব্বৃত্তিং কর্ত্তুঞ্চ পরমং যশঃ ।
সমাধায় সমৃদ্ধার্থাঃ কর্ম্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ ॥৫
প্রিয়াখ্যানোন্মুখাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ।
সর্ব্বে রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ ॥৬
প্লবমানাঃ খমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ ।
নন্দনোপমমাসেদুর্বনং দ্রুমশতাযুতম্ ॥৭
যত্তন্মধুবনং নাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্ ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতমনোহরম্ ॥৮
যদ্ রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ ।
মাতুলঃ কপিমুখ্যস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥৯
তে তদ্বনমুপাগম্য বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ ।
বানরা বানরেন্দ্রস্য মনঃকান্তং মহাবনম্ ॥১০

একষষ্টিতম সর্গঃ

[মহেন্দ্র পর্বত হইতে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমনকারী বানরগণের পথিমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তম ও দধিমুখরক্ষিত মধুবনে অবতরণ । অঙ্গদের আদেশে মধুবনের ফল উপভোগ এবং ক্রুদ্ধ দধিমুখ কর্তৃক নিবারিত হইয়া নখদন্ত দ্বারা তাহাকে প্রহার দান ।]

অঙ্গদপ্রমুখ বনবাসী বীর (বানর)গণ এবং মহাকপি হনুমান্ তখন জাম্ববানের (যুক্তিযুক্ত) বাক্য গ্রহণ (অনুমোদন) করিলেন ।১

তখন পবনপুত্রপ্রমুখ প্রধান বানরগণ প্রীত হইয়া মহেন্দ্রপর্বত হইতে উৎপতিত হইয়া উল্লম্ফন পূর্বক চলিতে লাগিলেন ।২

মেরু ও মন্দর (পর্বত) তুল্য মহাকায় মহাবল বানরগণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াই যেন চলিতে লাগিলেন ।৩

সিদ্ধাদিকর্তৃক সম্মানিত, আত্মজ্ঞানবান্, মহাবল বেগশালী হনুমানকে তাহারা প্রীতিচিত্তে নির্নিমেষনয়নে যেন দৃষ্টিদ্বারা বহন করিতে লাগিল ।৪

রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে কৃতনিশ্চয়, (সীতাদর্শন-রূপ) কার্য্য সিদ্ধি দ্বারা সমুন্নতচিত্ত, যশোবিস্তারে উন্মত্ত-প্রায়, সকলেই প্রিয় সংবাদপ্রদানে উৎসুক এবং সকলেই রণোৎসাহী রামচন্দ্রের শত্রুনিধনরূপ প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প সেই সকল বনবাসী বানর লম্ফ প্রদানে গগন-পথ অতিক্রম করিতে করিতে শত শত দ্রুম সুশোভিত নন্দনবনের ন্যায় মনোরম বনে উপনীত হইল ।৫-৭

ইহা সুগ্রীবের অনুচর কর্তৃক অভিরক্ষিত, সকলপ্রাণীর ধর্ষণের অযোগ্য সর্বলোকমনোহর (সুগ্রীবের) মধুবন ।৮

ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ।
কুমারমভ্যযাচন্ত মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥১১

ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধান্ জাম্ববৎপ্রমুখান্ কপীন্।
অনুমান্য দদৌ তেষাং নিসর্গং মধুভক্ষণে ॥১২

তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেণ ধীমতা বালিসূনুনা।
হরয়ঃ সমপদ্যন্ত দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্ ॥১৩

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ।
জগ্মুঃ প্রহর্ষং তে সর্ব্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ ॥১৪

ততশ্চানুমতাঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ।
মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রনৃত্যন্তি ততস্ততঃ ॥১৫

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচি-
ন্নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥১৬

পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিক্রবন্তি।
দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥১৭

মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
হসন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥১৮

তুদন্তমন্যঃ প্রণদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎকপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥১৯

ততো বনং তৎ পরিভক্ষ্যমাণং
দ্রুমাংশ্চ বিধ্বংসিতপত্রপুষ্পান্।

কপিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখনামক মহাবীর কপি এই মধুবন রক্ষায় নিযুক্ত।৯

বানররাজ সুগ্রীবের মানস প্রীতিদায়ক সেই মহাবন মধুবনে প্রবেশ করিয়া (মধুপান প্রত্যাশায়) সেই বানরগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।১০

অনন্তর মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরগণ মহৎ মধুবন দর্শনে হৃষ্ট হইয়া কুমারের নিকট মধু প্রার্থনা করিল।১১

তখন কুমার অঙ্গদ জাম্ববান্ প্রমুখ বৃদ্ধ বানরগণের সম্মতি লইয়া তাহাদিগকে স্বভাবজাত মধুপান আজ্ঞা প্রদান করিলেন।১২

ধীমান্ যুবরাজ বালিপুত্রের আদেশপ্রাপ্ত সেই বানরগণ মধুকর-সমাকুল বৃক্ষকুলের সমীপবর্ত্তী হইল। সুগন্ধি মূল এবং ফল ভক্ষণ করিতে করিতে তাহারা নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইল এবং সকলেই মদোন্মত্ত হইল। আদেশপ্রাপ্ত সেই বনবাসিবানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া ইতস্ততঃ নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ বিচরণ, কেহ উল্লম্ফন, কেহ বা প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিল।১৩-১৬

কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গাত্রে সংশ্লেষণ (জড়াজড়ি), কেহ কেহ পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতে লাগিল। কেহ বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ কেহ পর্বতাগ্র দেশ হইতে ভূতলে, কেহ কেহ দ্রুত বেগে ভূতল হইতে মহাবৃক্ষের অগ্রভাগে লাফাইতে লাগিল; কেহ কেহ উপহাস করিতে করিতে সঙ্গীতরত বানরের নিকট আসিল। কেহ রোদন করিতেছে—অপর এক বানর রোদন করিতে করিতে তাহার নিকট আসিল। কেহ ব্যথা পাইতেছে—অপর কেহ তাহাকে আরও ব্যথা দিতে লাগিল। এই ভাবে সেই বানরবাহিনী সমাকুলা হইল। সেই স্থানে এমন কেহ ছিল না, যে প্রমত্ত হয় নাই বা দৃপ্ত হইয়া উঠে নাই।১৭-১৯

অনন্তর সেই বনের মধু নিঃশেষে পীত ও বৃক্ষ সমূহের পত্র ও পুষ্প বিধ্বংসিত হইতে দেখিয়া দধিবক্ত্র

সমীক্ষ্য কোপাদ্ দধিবক্ত্রনামা
নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্ ॥২০

স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভর্ৎস্যমানো
বনস্য গোপ্তা হরিবৃদ্ধবীরঃ।
চকার ভূয়ো মতিমুগ্রতেজা
বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ ॥২১

উবাচ কাংশ্চিৎ পরুষাণ্যভীতি-
মসক্তকন্যাংশ্চ তলৈর্জঘান।
সমেত্য কৈশ্চিৎ কলহং চকার
তথৈব সাম্নোপজগাম কাংশ্চিৎ ॥২২

স তৈর্মদাদপ্রতিবার্যবেগৈ-
র্বলাচ্চ তেন প্রতিবার্যমাণৈঃ।
প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়ৈঃ সমেত্য
প্রকৃষ্যতে চাপ্যনবেক্ষ্য দোষম্ ॥২৩

নখৈস্তুদন্তো দশনৈর্দশন্ত-
স্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।
মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমন্তা-
ন্মহাবনং নির্বিষয়ঞ্চ চক্রুঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

নামক কপি ক্রোধের সহিত সেই বানরগণকে নিবারণ করিলেন। উগ্রতেজঃসম্পন্ন বনরক্ষক বৃদ্ধ বানরবীর দধিবক্ত্র সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুঙ্কার মদমত্ত বানর কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলেন। তথাপি পুনরায় সেই বানরগণের হাত হইতে বন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।২০-২১

নির্ভয়ে কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলিলেন, কাহাকে বা নিরন্তর চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সম্মিলিত হইয়া কাহারও সহিত কলহ করিতে আর কাহাকে বা (সাম) শান্ত মধুর বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।২২

(রাজপুরুষ বলিয়া রাজদণ্ডের ভয় না থাকায়) অহঙ্কারে অপ্রতিহত বেগসম্পন্ন সেই বানরসৈন্যগণ দধিবক্ত্র কর্তৃক প্রতিবার্য্যমাণ (নিবারিত) হইলেও সকলে মিলিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহাকে প্রধর্ষণের জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিল। নিজেদের দোষ দেখিল না। সেই বানরগণ মত্ততাবশতঃ নখর দ্বারা বিদারণ, দশন দ্বারা দংশন এবং চপেটাঘাত ও পাদ-প্রহারে মৃতপ্রায় করিয়া চতুর্দিকে সেই বিশালকানন ফলশূন্য ও শ্রীহীন করিয়া ফেলিল।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনুমন্নির্দেশং লব্ধ্বা ক্ষোভেণ সহ মধুবনপ্রবেশপূর্বকং মধু পিত্বা গীত-নৃত্যাদিনা মত্ততামাচরদ্ভি-র্বানরৈর্নিষেধপ্রবৃত্তানাং রক্ষিণাং বিতাড়নম্, বিতাড়িতৈর্বনরক্ষকৈর্দধিমুখায় সর্ববৃত্তান্তস্য নিবেদনম্, পুনর্দধিমুখে নিষেধপ্রবৃত্তে অঙ্গদেন তং প্রহরতা ভুবি নিষ্পেষণম্, তদা সুগ্রীবায় সর্বং নিবেদিতুকামানাং দধিমুখ-রক্ষকানাং কিষ্কিন্ধাগমনম্, রামসন্নিধৌ সুগ্রীবনমনঞ্চ ।]

তানুবাচ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্ বানরর্ষভঃ ।
অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরাঃ ॥১
অহমাবর্জয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ ।
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোঽঙ্গদঃ ॥২
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পিবন্তু হরয়ো মধু ।
অবশ্যং কৃতকার্য্যস্য বাক্যং হনুমতো ময়া ॥৩
অকার্য্যমপি কর্ত্তব্যং কিমঙ্গং পুনরীদৃশম্ ।
অঙ্গদস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং বানরর্ষভাঃ ॥৪
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ।
পূজয়িত্বাঙ্গদং সর্ব্বে বানরাঃ বানরর্ষভম্ ॥৫
জগ্মুর্মধুবনং যত্র নদীবেগ ইব দ্রুমম্ ।
তে প্রবিষ্টা মধুবনং পালানাক্রম্য শক্তিতঃ ॥৬
অতিসর্গাচ্চ পটবো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ।
পপুঃ সর্ব্বে মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ ॥৭
উৎপত্য চ ততঃ সর্ব্বে বনপালান্ সমাগতান্ ।
তে তাড়য়ন্তঃ শতশঃ সক্তা মধুবনে তদা ॥৮

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[হনুমানের অনুমতি পাইয়া বানরগণ কর্তৃক ক্ষোভের সহিত মধুবনে প্রবেশ পূর্বক মধুপান করিয়া সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বারা মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে করিতে নিষেধপ্রবৃত্ত বনরক্ষকগণকে বিতাড়ন, বিতাড়িত বনরক্ষকগণের দধিমুখের নিকট সমস্ত নিবেদন, পুনরায় দধিমুখ নিষেধপ্রবৃত্ত হইলে অঙ্গদ কর্তৃক দধিমুখকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে নিষ্পেষণ, তখন সুগ্রীবের নিকট নিবেদনাভিপ্রায়ে দধিমুখ ও বনরক্ষকগণের কিষ্কিন্ধায় গমন এবং রামসমীপস্থ সুগ্রীবের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন।]

হরিশ্রেষ্ঠ বীরবরোত্তম হনুমান্ তাহাদিগকে বলিলেন, বানরগণ তোমরা অব্যগ্রচিত্তে মধু সেবন কর। তোমাদের প্রতিকূল শত্রুদের আমি নিবারণ করিব। হনুমানের বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত বানরপ্রবর অঙ্গদ বলিলেন—কপিগণ মধু পান করুক। কৃতকার্য্য (হইয়া প্রত্যাবৃত্ত) হনুমানের বাক্য (আদেশ) অকার্য্য হইলেও আমাদের অবশ্যই তাহা পালন করা কর্তব্য ; (ইহাতে অকার্য্য নহে) এইরূপ কার্য্যের কথাই বা কি ? বানরোত্তমগণ অঙ্গদের মুখ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে “সাধু, সাধু” বলিয়া অভিনন্দিত করিল। বানরগণ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সমস্ত বানরই (যে পথে গেলে মধুবনের বৃক্ষভাগে যাওয়া যায় সেই পথে) মধুবনে ক্রমাভিমুখে নদীর স্রোতের ন্যায় প্রধাবিত হইল। সীতার দর্শনও (হনুমানের নিকট তাঁহার বার্ত্তা) শ্রবণ করিয়া (নির্ভীকচিত্ত) বানরগণ অঙ্গদের অনুমতি পাইয়া মধুবনে প্রবেশ পূর্বক সামর্থ্যানুসারে পালকগণকে আক্রমণ করিয়া মধুপান

মধূনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে।
পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সঙ্ঘশস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥৯

ঘ্নন্তি স্ম সহিতাঃ সর্ব্বে ভক্ষয়ন্তি তথাপরেঃ।
কেচিৎ পীত্বাপবিধ্যন্তি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥১০

মধূচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘ্নুরন্যোন্যমুৎকটাঃ।
অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ ॥১১

অত্যর্থঞ্চ মদগ্লানাঃ পর্ণান্যাস্তীর্য্য শেরতে।
উন্মত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হৃষ্টবৎ ॥১২

ক্ষিপন্ত্যপি তথান্যোন্যং স্খলন্তি চ তথাপরে।
কেচিৎ ক্ষ্বেড়ান্ প্রকুর্বন্তি
কেচিৎ কূজন্তি হৃষ্টবৎ ॥১৩

হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে।
ধৃষ্টাঃ কেচিদ্ধসন্ত্যন্যে কেচিৎ কুর্বন্তি চেতরৎ ॥১৪

কৃত্বা কেচিদ্ বদন্ত্যন্যে কেচিদ্ বুধ্যন্তি চেতরৎ।
যেহপ্যত্র মধুপালাঃ স্যুঃ প্রেষ্যা দধিমুখস্য তু ॥১৫

তেহপি তৈর্বানরৈর্ভীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ।
জানুভিশ্চ প্রঘৃষ্টাশ্চ দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১৬

অব্রুবন্ পরমোদ্বিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ।
হনূমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।
বয়ঞ্চ জানুভির্ঘৃষ্টা দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১৭

তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনপস্তত্র বানরঃ।
হতং মধুবনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়ামাস তান্ হরীন্ ॥১৮

এতাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানতিদর্পিতান্।
বলেনাবারয়িষ্যামি প্রভুঞ্জানান্ মধূত্তমম্ ॥১৯

শ্রুত্বা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্ষভাঃ।
পুনর্বীরা মধুবনং তেনৈব সহিতা যযুঃ ॥২০

করিল ও রসাল ফল আহরণ করিল। অতঃপর সমাগত শতশত পালকগণকেও বিতাড়িত করিয়া মধুপানে সমাসক্ত হইল।১-৮

বিদ্যমান বানরসঙ্ঘের মধ্যে কেহ কেহ দ্রোণ (অষ্ট আঢ়ক) পরিমিত মধু বাহু (হস্ত) যুগলে গ্রহণ করিয়া সন্তোষ সহকারে মধু পান করিতে লাগিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরগণ সম্মিলিত হইয়া কেহ কেহ পরস্পর মারামারি করিতে লাগিল; কেহ কেহ অপরকে ভোজন করাইতে লাগিল, কেহ বা মধু পান করিয়া মৌচাকগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। কেহ কেহ মদমত্ত হইয়া উচ্ছিষ্ট মধু (সিক্‌থ) দ্বারা অপরকে আঘাত করিল। কেহ শাখা আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিল। উন্মত্ত বেগশালী মদমত্ত ও হৃষ্টচিত্ত কোন কোন বানর অপরিমিত মধু পানে গ্লানিবশতঃ (বৃক্ষের) পত্রসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া (পত্র শয্যা রচনা করিয়া) তাহাতে শয়ন করিল। সমধিক আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ (পদযুগলে ব্যথিত হইয়া) স্খলিত হইয়া পড়িল, কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ বা হৃষ্টচিত্তে কূজন করিল, মধু পানে মত্ত কোন কোন বানর ভূতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কেহ আনন্দে অপরকে উপহাস করিল, কেহ (হাস্যের ইতর) রোদন করিতে লাগিল, কেহ এক প্রকার কথা বলিলে অপরে তাহার ভিন্নার্থ গ্রহণ করিল। দধিমুখের প্রেষিত যে সকল মধুপালক কর্মচারী এই স্থানে (বন রক্ষায়) নিযুক্ত ছিল, তাহারা এই সমস্ত ভয়ঙ্কর বানর কর্তৃক পাদদ্বয় দ্বারা আকাশে উৎক্ষিপ্ত ও উৎপীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাহারা দধিমুখের নিকট গিয়া বলিল—হনুমানের বর (অনুমতি) প্রাপ্ত বানরগণ বলপূর্বক মধুবন বিনষ্ট করিয়াছে। আমাদের জানুযুগল আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে গগনমার্গে উৎক্ষেপণ করিয়াছে।৯-১৭

তখন বনপালক বানর দধিমুখ মধুবনকে বিনষ্ট হইতে জানিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই বানরদিগকে সান্ত্বনা দিলেন—তোমরা চল—উত্তম মধুবন ভগ্নকারী অতিদর্পিত বানরদিগকে আমি বলপূর্বক নিবারণ করিতেছি।১৮-১৯

মধ্যে চৈষাং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতরুম্ ।
সমভ্যধাবন্ বেগেন সর্ব্বে তে চ প্লবঙ্গমাঃ ॥২১

তে শিলাঃ পাদপাংশ্চৈব পাষাণানপি বানরাঃ ।
গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপি কুঞ্জরাঃ* ॥২২

বলান্নিবারয়ন্তশ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥২৩

অথ দৃষ্ট্বা দধিমুখং ক্রুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ ।
অভ্যধাবন্ত বেগেন হনূমৎপ্রমুখাস্তদা ॥২৪

স বৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তং মহাবলম্ ।
বেগবন্তং বিজগ্রাহ বাহুভ্যাং কুপিতোঽঙ্গদঃ ॥২৫

মদান্ধো ন কৃপাং চক্রে আর্য্যকোঽয়ং মমেতি সঃ ।
অথৈনং নিষ্পিপেষাশু বেগেন বসুধাতলে ॥২৬

স ভগ্নবাহূরুমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ ।
প্রমুমোহ মহাবীরো মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ ॥২৭

[স সমাশ্বস্য সহসা সংক্রুদ্ধো রাজমাতুলঃ ।
বানরান্ বারয়ামাস দণ্ডেন মধুমোহিতান্]

স কথঞ্চিদ্ বিমুক্তস্তৈর্বানরৈর্বানরর্ষভঃ ।
উবাচৈকান্তমাগত্য স্বান্ ভৃত্যান্ সমুপাগতান্ ॥২৮

এতাগচ্ছত গচ্ছামো ভর্ত্তা নো যত্র বানরঃ ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি ॥২৯

সর্ব্বং চৈবাঙ্গদে দোষং শ্রাবয়িষ্যাম পার্থিবে ।
অমর্ষী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যতি বানরান্ ॥৩০

দধিমুখের এই কথা শ্রবণ পূর্বক বানরমুখ্যগণ তাঁহার সহিত পুনরায় মধুবনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল ।২০

তাহাদের মধ্যবর্তী দধিমুখ বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত মহাবেগে ধাবিত হইতে লাগিল ।২১

সেই ক্রুদ্ধ বানরগণ শিলা, বৃক্ষ ও প্রস্তরসকল লইয়া (হনুমান্ প্রমুখ) বানর প্রধানগণের অভিমুখে চলিতে লাগিল ।২২

ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন পূর্বক পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে করিতে বানরগণ সেই (হনুমৎপক্ষীয়) বানরগণকে পরাক্রমের সহিত নিবারণ করিতে লাগিল ।২৩

অনন্তর দধিমুখকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হনুমৎপ্রমুখ বানরগণ (তদভিমুখে) সবেগে ধাবিত হইলেন ।২৪

বৃক্ষের সহিত মহাবল মহাবাহু মহাবেগে আপতিত দধিমুখকে ক্রুদ্ধ অঙ্গদ বাহুদ্বয় দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন ।২৫

সেই মদান্ধ অঙ্গদ ইনি (দধিমুখ সুগ্রীবের মাতুল অতএব) আমার পূজ্য আর্য্য—ইহা ভাবিয়া (দধিমুখের প্রতি) কৃপা করিলেন না, সত্বরই তাঁহাকে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিলেন ।২৬

বাহু, উরু ও মুখ ভগ্ন হইলে কপিকুঞ্জর মহাবীর দধিমুখ বিহ্বল পড়িলেন এবং রক্তাক্ত হৃদয়ে মুহূর্ত্ত কালমধ্যে মূর্চ্ছিত হইলেন ।২৭

(ক্রুদ্ধ রাজমাতুল সহসা আশ্বস্ত হইয়া দণ্ডদ্বারা মধুমোহিত বানরগণকে নিবারণ করিলেন ।—অধিক পাঠ ।)

অতি কষ্টে কোন প্রকারে সেই বানরগণকর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই বানরশ্রেষ্ঠ (দধিমুখ) নিভৃত স্থানে আসিয়া সমুপাগত নিজ ভৃত্যবর্গকে বলিলেন ।২৮

এস, চল, আমাদের রাজা বিশালগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন—আমরা তথায় যাই । সমস্ত দোষই অঙ্গদের—ইহা রাজাকে শোনাইব । ক্রুদ্ধ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বানরগণকে বধ করাইবেন ।২৯-৩০

* ২২ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

তে স্বামিবচনং বীরা হৃদয়েষ্ববসজ্য তৎ ।
ত্বরয়া হ্যভ্যধাবন্ত সাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥
বৃক্ষস্থাংশ্চ তলস্থাংশ্চ বানরান্ বলদর্পিতান্ ।
অভ্যক্রামংস্ততো বীরাঃ পালাস্তত্র সহস্রশঃ ॥

সেই বীরেরা প্রভুর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধহস্তে দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং সেই বীরপালকগণ বৃক্ষস্থিত ও বৃক্ষতলস্থিত বলদর্পিত সহস্র সহস্র বানরকে আক্রমণ করিল ।—অধিক পাঠ

ইষ্টং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পিতৃপৈতামহং দিব্যং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥৩১
স বানরানিমান্ সর্ব্বান্ মধুলুব্ধান্ গতায়ুষঃ।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সসুহৃজ্জনান্ ॥৩২
বধ্যা হ্যেতে দুরাত্মানো নৃপাজ্ঞাপরিপন্থিনঃ।
অমর্ষপ্রভবো রোষঃ সফলো মে ভবিষ্যতি ॥৩৩
এবমুক্ত্বা দধিমুখো বনপালান্ মহাবলঃ।
জগাম সহসোৎপত্য বনপালৈঃ সমন্বিতঃ ॥৩৪
নিমেষান্তরমাত্রেণ স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ।
সহস্রাংশুসুতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥৩৫
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীমাকাশান্নিপপাত হ ॥৩৬
স নিপত্য মহাবীরঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ।
হরির্দধিমুখঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ ॥৩৭
স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
সুগ্রীবস্যাশু তৌ মূর্দ্ধা চরণৌ প্রত্যপীড়য়ৎ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

এই মনোরম মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের একান্ত অভিলষিত এবং পিতৃপিতামহের (কাল হইতে) অধিকৃত, দেবগণও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না।৩১

সুগ্রীব দণ্ড প্রয়োগদ্বারা সুহৃদ্বর্গের সহিত এই গতায়ুঃ মধুলব্ধ বানরগণের বধসাধন করিবেন।৩২

রাজাজ্ঞালঙ্ঘনকারী এই দুরাত্মাসকল অবশ্য বধযোগ্য। (তাহা হইলে) আমার অমর্ষসঞ্জাত রোষও সফল হইবে।৩৩

মহাবল দধিমুখ বনরক্ষকগণকে এই কথা বলিয়া বনপালগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সহসা উল্লম্ফনপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন।৩৪

সেই বনবাসী বানর নিমেষমধ্যে সূর্য্যপুত্র ধীমান্ বানর সুগ্রীব যেখানে আছেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দেখিয়া দধিমুখ আকাশ হইতে সমতলভূমিতে অবতরণ করিলেন।৩৫-৩৬

বানর সেই সকল বনপালগণে পরিবৃত বনপালাধিপতি মহাবীর কপি দধিমুখ নিপতিত হইয়া দীনবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের চরণযুগল স্বীয় মস্তকের দ্বারা নিপীড়িত করিলেন।৩৭-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[দধিমুখেন সুগ্রীবায় মধুবনবিধ্বংসনসন্দেশনিবেদনম্, লক্ষ্মণস্য সুগ্রীবসমীপে দধিমুখবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, তদ্‌বৃত্তান্তমাকর্ণ্য বনারাণাঞ্চ হর্ষোদয়মবগম্য লক্ষ্মণস্য সীতাসন্ধানপ্রাপ্তিনিশ্চয়ঃ, দধিমুখায়াশ্বাসপ্রদানং, সত্বরমঙ্গদপ্রভৃতীন্ প্রেষয়িতুং নির্দেশশ্চ ।]

ততো মূর্ধ্না নিপতিতং বানরং বানরর্ষভঃ ।
দৃষ্ট্বৈবোদ্বিগ্নহৃদয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাত্ত্বং পাদয়োঃ পতিতো মম ।
অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাভিধীয়তাম্ ॥২

কিং সম্ভ্রমাদ্ধিতং কৃৎস্নং ব্রূহি যদ্ বক্তুমর্হসি ।
কচ্চিন্মধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর ॥ ৩

স সমাশ্বাসিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা ।
উত্থায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোঽব্রবীৎ ॥৪

নৈবর্ক্ষরজসা রাজন্ ন ত্বয়া ন চ বালিনা ।
বনং নিসৃষ্টপূর্ব্বং তে নাশিতং তত্তু বানরৈঃ ॥৫
ন্যবারয়মহং সর্ব্বান্ সহৈভির্বনচারিভিঃ ।
অচিন্তয়িত্বা মাং হৃষ্টা ভক্ষয়ন্তি পিবন্তি চ ॥৬
এভিঃ প্রধর্ষণায়াঞ্চ বারিতং বনপালকৈঃ ।
মামপ্যচিন্তয়ন্ দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ ॥৭
শিষ্টমত্রাপবিধ্যন্তি ভক্ষয়ন্তি তথাপরে ।
নিবার্য্যমাণাস্তে সর্ব্বে ভ্রুকুটিং দর্শয়ন্তি হি ॥৮
ইমে হি সংরব্ধতরাস্তদা তৈঃ সম্প্রধর্ষিতঃ ।
নিবার্যন্তে বনাত্তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ ॥৯

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[দধিমুখ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবনবিধ্বংসন সংবাদ নিবেদন, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবকে দধিমুখের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা, দধিমুখের বৃত্তান্ত শুনিয়া ও বানরগণের হর্ষোদয় অবগত হইয়া লক্ষ্মণের সীতার সন্ধানপ্রাপ্তি নিশ্চয়, দধিমুখকে আশ্বাস প্রদান এবং অঙ্গদ প্রভৃতিকে সত্বর পাঠাইয়া দিবার আদেশদান ।]

অনন্তর অবনতমস্তকে বানর (দধিমুখ)কে নিপতিত হইতে দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন ।১

উত্থিত হউন, উত্থিত হউন—আপনি আমার পদতলে পড়িলেন কেন? আপনাকে অভয়প্রদান করিতেছি—আপনি সত্য ঘটনা বলুন। কাহার ভয়ে আপনি এস্থানে আসিয়াছেন? (আমার বা আপনার) সমস্ত মঙ্গলজনক বাক্য (উচিত বা অনুচিত) যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বলুন । হে বানর! মধুবনের মঙ্গল ত? তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি ।২-৩

মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক সমাশ্বাসিত মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ সমুত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ।৪

রাজন্! ঋক্ষবৃদ্ধ, আপনি অথবা বালী পূর্বে কেহই মধুবনকে (বানরগণের) যথেচ্ছ ভোগের জন্য উৎসর্গ করেন নাই। (অঙ্গদপ্রমুখ) বানরগণ তাহা (সেই বন) নষ্ট করিয়া দিয়াছে ।৫

এই বনচারী বানরগণের সহিত আমি তাহাদের নিবারণ করিলেও তাহারা হৃষ্টচিত্তে ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতেছে ।৬

দেব! (হনুমৎপ্রমুখ) বনবাসী বানরগণ মধুবন নষ্ট করিতে থাকিলে এই বনরক্ষকগণ নিবারণ করিয়াছিল। (আমি গেলে) আমাকেও অবজ্ঞা করিয়া তাহারা ভক্ষণ করিতেছে ।৭

তাহারা ভক্ষণও করিতেছে, অবশিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট)

ততস্তৈর্বহুভির্বীরৈর্বানরৈর্বানরর্ষভাঃ।
সংরক্তনয়নৈঃ ক্রোধাদ্ধরয়ঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ ॥১০
পাণিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ।
প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥১১
এবমেতে হতাঃ শূরাস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভর্তরি।
কৃৎস্নং মধুবনং চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষ্যতে ॥১২
এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥১৩
কিময়ং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
কিঞ্চার্থমভিনির্দিশ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১৫
আর্য্য লক্ষ্মণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্ভক্ষিতং মধু বানরৈঃ ॥১৬
নৈষামকৃতকার্য্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ।
বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম্ম তদ্ ধ্রুবম্ ॥১৭
বারয়ন্তো ভৃশং প্রাপ্তাঃ পালা জানুভিরাহতাঃ।
তথা ন গণিতশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী ॥১৮
পতির্মম বনস্যায়মস্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ॥১৯
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্ম্মণোঽস্য হনূমতঃ।
কার্য্যসিদ্ধির্হনুমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে ॥২০
ব্যবসায়শ্চ বীর্য্যঞ্চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ ॥২১
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্হতং মধুবনং কিল ॥২২
বিচিত্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ।
আগতৈশ্চাপ্রধৃষ্য তদ্ধতং মধুবনং হি তৈঃ ॥২৩

বিধ্বংস করিয়া দিতেছে; নিবারিত হইয়া সকলেই ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে।৮

নিবারণ উদ্দেশ্যে প্রযত্নকারী এই বনরক্ষক বানরগণ ক্রুদ্ধ সেই শ্রেষ্ঠ বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও সেই বন হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।৯

তারপর ক্রুদ্ধ সংরক্তনয়ন বীর বহু বানর কর্তৃক এই বানরোত্তমগণ নির্য্যাতিত হইয়াছে।১০

কেহ ভগ্নবাহু, কেহ ভগ্নজানু হইয়া আহত হইয়াছে; কেহ বলপূর্বক আকৃষ্ট (গৃহীত) হইয়া ইচ্ছামত গগনমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।১১

আপনি প্রভু থাকা সত্ত্বেও এই বানরেরা এই ভাবে আহত হইল, আর তাহারা সেই সমগ্র মধুবন স্বেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিল।১২

এইরূপ বিজ্ঞাপিত বানররাজ সুগ্রীবকে শত্রু-বীরঘাতী মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩

রাজন্! এই প্রত্যুপস্থিত বানর কি বন-পালক? কোন্ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া দুঃখিতভাবে কথা বলিতেছে? মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্য-বিশারদ সুগ্রীব তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন।১৪-১৫

আর্য্য! লক্ষ্মণ! বীর বানর দধিমুখ বলিতেছেন,—অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরগণ মধু ভক্ষণ করিয়াছে।১৬

(আমাদের নিযুক্ত কার্য্যসাধনে) অকৃতকার্য্য হইলে ইহাদের এইরূপ ব্যতিক্রম হইত না; যেহেতু তাহারা বনবিধ্বংসনে প্রবৃত্ত; অতএব তাহারা সেই কার্য্য নিশ্চয়ই সাধন করিয়াছে—সন্দেহ নাই।১৭

পালকগণ নিবারণ করিতে গিয়া অত্যন্ত গুরুতর-ভাবে ভগ্নজানু হইয়া (আমার নিকট) উপস্থিত হইয়াছে এবং বলবান্ মদীয় বনের অধিপতি আমাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় সংস্থাপিত সেই বানর দধিমুখকে গ্রাহ্য করে নাই। অন্য কেহ নহে—হনুমানই দেবী (সীতা)র দর্শন লাভ করিয়াছে—সন্দেহ নাই।১৮-১৯

হনুমান্ ব্যতীত এই কর্ম সংসাধনে (প্রধান) কারণ হইতে পারেন না। কর্মসাধনবুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অধ্যবসায়, বীর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান বানরসত্তম হনুমানেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহাতে (সৈন্যবাহিনীতে) জাম্ববান্ (মুখ্য) নেতা, মহাবল অঙ্গদ সর্ববানর-নিয়ন্তা; হনুমান্ বুদ্ধিদাতা, তথায় (সেই সৈন্যে) অন্যায্য পথে গমন সম্ভব নহে। অঙ্গদপ্রমুখ বীরগণ মধুবন নষ্ট করিয়াছে।২০-২২

ধর্ষিতঞ্চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তন্তু বানরৈঃ।
পাতিতা বনপালাস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ ॥২৪
এতদর্থময়ং প্রাপ্তো বক্তুং মধুরবাগিহ।
নাম্না দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ ॥২৫
দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তত্ত্বতঃ।
অভিগম্য যথা সর্ব্বে পিবন্তি মধু বানরাঃ ॥২৬
ন চাপ্যদৃষ্ট্বা বৈদেহীং বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ।
বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্ষয়েয়ুর্বনৌকসঃ ॥২৭
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণঃ সহরাঘবঃ।
শ্রুত্বা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্রীববদনাচ্চ্যুতাম্ ॥২৮
প্রাহৃষ্যত ভৃশং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈবং সুগ্রীবস্তু প্রহৃষ্য চ ॥২৯
বনপালং পুনর্বাক্যং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত।
প্রীতোঽস্মি সোঽহং যদ্ভুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ ॥৩০
মর্ষিতং মর্ষণীয়ঞ্চ চেষ্টিতং কৃতকর্ম্মণাম্।
গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষস্ব ত্বমেব হি ॥
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তান্ হনূমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥৩১
ইচ্ছামি শীঘ্র হনূমৎ প্রধানাঞ্
শাখামৃগাংস্তান্ মৃগরাজদর্পান্।
প্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবাভ্যাং
শ্রোতুঞ্চ সীতাধিগমে প্রযত্নম্ ॥৩২
প্রীতিস্ফীতাক্ষৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ
দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাঞ্চ রাজা।
অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্য্যসিদ্ধিং বিদিত্বা
বাহ্বোরাসন্নামতিমাত্রং ননন্দ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

দক্ষিণদিক্ অন্বেষণপূর্বক প্রত্যাগত মুখ্য বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবনে প্রবেশ পূর্বক সমগ্র বন বিধ্বস্ত ও উপভুক্ত হইয়াছে এবং সেই সময়ে (বাধাপ্রদানকারী) বনপালক জানুপ্রহারে আহত ও নিপতিত হইয়াছে।২৩-২৪

এই বিখ্যাতবিক্রম মধুরভাষী দধিমুখ নামক বানর এই (সংবাদ জানাইবার) জন্য আমার নিকট উপনীত হইয়াছেন।২৫

হে মহাবাহো! সুমিত্রানন্দন! যথার্থ বিচার করিয়া দেখুন—বানরসকল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন মধুপানে নিরত, তখন নিশ্চয়ই সীতাদেবীর দর্শন ঘটিয়াছে—সন্দেহ নাই।২৬

হে পুরুষোত্তম! বনবাসী বিখ্যাত বানরবর্গ বৈদেহীর দর্শন না পাইলে কখনই বররূপে দেবগণ প্রদত্ত—এই দিব্য কানন ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইত না।২৭

ধর্মাত্মা রাম ও যশস্বী লক্ষ্মণ সুগ্রীবের মুখনিঃসৃত শ্রবণমনোহর এই মধুর বাণী শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।২৮

মহাযশা রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। দধিমুখের কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবও সংহৃষ্টমানসে তাঁহাকে (দধিমুখকে) পুনরায় বলিলেন,—তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়া মধুবন উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।২৯-৩০

সফলতা লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত সেই বানরগণের এই ধর্ষণাদি অবমানাচরণ ক্ষমার যোগ্য সহনীয়। শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনিই সেই মধুবন রক্ষা করুন এবং সত্বর সেই হনুমৎপ্রমুখ বানরগণকে (আমার নিকট) পাঠাইয়া দেন।৩১

সিংহ (তুল্য) পরাক্রম সম্পাদিত কার্য্য হনুমৎ-প্রধান শাখামৃগগণকে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমি শীঘ্রই দেখিতে এবং সীতাদেবীকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রযত্ন শুনিতে ইচ্ছা করি।৩২

(রাম ও লক্ষ্মণ) কুমারদ্বয়কে হর্ষে রোমাঞ্চিত কলেবর ও প্রীতিবিস্ফারিতনয়নে কৃতার্থ হইতে দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীবও সফলকাম হইয়াছেন মনে করিলেন এবং পুলকিতশরীরে কার্য্যসিদ্ধি করতলগত বলিয়া আনন্দিত হইলেন।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৭১] [সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই পৌষ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

অতিশয় আনন্দের সহিত সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণকে নিবেদন করিতেছি যে, পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ যুদ্ধকাণ্ডের কয়েকটি সর্গের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবন্নামপ্রচারনিরত অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতার্থ। তিনি যে যে দিবসে এবং যে যে স্থানে অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদে তাহা উল্লিখিত হইল।

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মধুবনং প্রত্যাগম্য সুগ্রীবসমাদিষ্টস্য দধিমুখস্য অঙ্গদসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনা, ঝটিতি সুগ্রীবসমীপে গমনায় সুগ্রীবাদেশজ্ঞাপনঞ্চ। হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ সাকং সুগ্রীবসন্নিধিমুপনীতেনাঙ্গদেন প্রণতিপূর্ব্বকং শ্রীরামচন্দ্রায় সীতাসন্দর্শনাদিবার্তানিবেদনম্।]

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবং চাভ্যবাদয়ৎ ॥১
স প্রণম্য চ সুগ্রীবং রাঘবৌ চ মহাবলৌ।
বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দিবমেবোৎপপাত হ ॥২
স যথৈবাগতঃ পূর্ব্বং তথৈব ত্বরিতং গতঃ।
নিপত্য গগনাদ্ভূমৌ তদ্ বনং প্রবিবেশ হ ॥৩
স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযূথপান্।
বিমদানুদ্ধতান্ সর্ব্বান্ মেহমানান্ মধূদকম্ ॥৪
স তানুপাগমদ্ বীরো বদ্ধ্বা করপুটাঞ্জলিম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমিদং হৃষ্টবদঙ্গদম্ ॥৫
সৌম্য রোষো ন কর্ত্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্।
অজ্ঞানাদ্ রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ ॥৬
শ্রান্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়স্ব স্বকং মধু।
যুবরাজস্ত্বমীশশ্চ বনস্যাস্য মহাবল ॥৭
মৌর্খ্যাৎ পূর্ব্বং কৃতো রোষস্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
যথৈব হি পিতা তেঽভূৎ পূর্ব্বং হরিগণেশ্বরঃ ॥৮

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[মধুবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুগ্রীবসমাদিষ্ট দধিমুখের অঙ্গদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং সত্বর সুগ্রীবসমীপ-গমনে সুগ্রীবের আদেশ নিবেদন। হনুমৎ প্রভৃতির সহিত অঙ্গদ কর্ত্তৃক সুগ্রীবসমীপে সমুপনীত হইয়া প্রণামপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাসন্দর্শনাদি নিবেদন।]

সুগ্রীব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত দধিমুখ কপি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করিলেন।১

এবং সুগ্রীব ও মহাবল রাঘবদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ)কে প্রণাম করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন বানরগণের সহিত ব্যোমমার্গে উৎপতিত হইলেন।২

যে ভাবে তিনি আসিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রুতগতিতে গমন করিলেন এবং গগন হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন।৩

মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি মধুবন এবং (মধুর পরিণামে মূত্ররূপে পরিণত) মধু মূত্রসলিল ত্যাগ পূর্বক মদহীন অনুদ্ধত বানরযূথপতি সকলকে দেখিতে লাগিলেন।৪

করপুটে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বীর দধিমুখ তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অঙ্গদকে প্রীতিজনক মধুর বাক্যে বলিলেন।৫

হে সৌম্য! অজ্ঞানবশতঃ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই বনরক্ষক বানরগণ আপনাদিগকে যে নিবারণ করিয়াছিল, তাহাতে রুষ্ট হওয়া আপনার উচিত হইবে না।৬

হে মহাবল! আপনি যুবরাজ; সুতরাং আপনিও এই বনের অধীশ্বর। দূর পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব স্বকীয় মধুপান করুন। মূর্খতাবশতঃ আমারও পূর্বকৃত ক্রোধ আপনি ক্ষমা করুন। হে হরিসত্তম! পূর্বে আপনার পিতা যেরূপ বানরগণের

তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্তু হরিসত্তম।
আখ্যাতং হি ময়া গত্বা পিতৃব্যস্য তবানঘ ॥৯
ইহোপযানং সর্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্।
ভবদাগমনং শ্রুত্বা সহৈভির্বনচারিভিঃ ॥১০
প্রহৃষ্টো ন তু রুষ্টোঽসৌ বনং শ্রুত্বা প্রধর্ষিতম্।
প্রহৃষ্টো মাং পিতৃব্যস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥১১
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তানিতি হোবাচ পার্থিবঃ।
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈতদ্ বচনং শ্লক্ষ্ণমঙ্গদঃ ॥১২
অব্রবীত্তান্ হরিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
শঙ্কে শ্রুতোঽয়ং বৃত্তান্তো রামেণ হরিযূথপাঃ ॥১৩
অয়ঞ্চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা।
তৎক্ষমং নেহ নঃ স্থাতুং কৃতে কার্য্যে পরন্তপাঃ ॥১৪
পীত্বা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ।
কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥১৫

অধীশ্বর ছিলেন, অধুনা সুগ্রীব ও আপনি সেইরূপ (বানরগণের অধীশ্বর); অপর কেহ নহে। হে নিষ্পাপ! আপনার পিতৃব্যের নিকটে গিয়া এই বনচারী বানরগণের এস্থানে আগমন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম। তিনি বনচারিগণের সহিত আপনার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও বন প্রমথিত শুনিয়া রুষ্ট হইলেন না। আপনার পিতৃব্য পৃথিবীপালক বানরেশ্বর সুগ্রীব আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—তাহাদের সকলকে শীঘ্র (আমার নিকট) পাঠাইয়া দাও। বাক্যবিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের এই মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরোত্তমগণকে বলিলেন,—হে হরিযূথপতিগণ! আমার মনে হয় রামচন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন।৭-১৩

যেহেতু এই দধিমুখ যেরূপ হর্ষবশতঃ সুগ্রীবের আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন, সেই কারণেই তাহা জানা যাইতেছে। অতএব হে শত্রুসন্তাপদায়ক বানরগণ! কার্য্যসম্পাদনের পর আর আমাদের এস্থানে অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে।১৪

হে বিক্রমসম্পন্ন বনচারিগণ! ইচ্ছানুসারে যথেষ্ট

সর্বে যথা মাং বক্ষ্যন্তি সমেত্য হরিপুঙ্গবাঃ।
তথাস্মি কর্তা কর্ত্তব্যে ভবদ্ভিঃ পরবানহম্ ॥১৬
নাজ্ঞাপয়িতুমীশোঽহং যুবরাজোঽস্মি যদ্যপি।
অযুক্তং কৃতকর্ম্মাণো যূয়ং ধর্ষয়িতুং বলাৎ ॥১৭
ব্রুবতশ্চাঙ্গদস্যৈবং শ্রুত্বা বচনমুত্তমম্।
প্রহৃষ্টমনসো বাক্যমিদমূচুর্বনৌকসঃ ॥১৮
এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তো হি সর্বোঽহমিতি মন্যতে ॥১৯
তব চেদং সুসদৃশং বাক্যং নান্যস্য কস্যচিৎ।
সন্নতির্হি তবাখ্যাতি ভবিষ্যচ্ছুভযোগ্যতাম্ ॥২০
সর্বে বয়মপি প্রাপ্তাস্তত্র গন্তুং কৃতক্ষণাঃ।
স যত্র হরিবীরাণাং সুগ্রীবঃ পতিরব্যয়ঃ ॥২১
ত্বয়া হ্যনুক্তৈর্হরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্।
ক্বচিদ্ গন্তুং হরিশ্রেষ্ঠ ব্রূমঃ সত্যমিদস্তু তে ॥২২

মধুপান করা হইয়াছে; অবশিষ্ট বা কি আছে? এখন বানর সুগ্রীব যেস্থানে বিদ্যমান, তথায় গমন করা উচিত।১৫

হরিপুঙ্গবগণ সম্মিলিত হইয়া যেভাবে আমাকে বলিতেছেন, তাহাতে আমি কর্তা বটে, তথাপি কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি আপনাদের দ্বারা পরাধীন (অর্থাৎ আপনারা ব্যতীত আমি একক কার্য্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ নহে)।১৬

যদিও আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারি না। আপনারা কৃতকর্মা (প্রবীণ), আপনাদের প্রতি (আদেশাদি প্রদানে) কোন প্রকার প্রভুত্ব প্রকাশ আমার পক্ষে অন্যায়।১৭

অঙ্গদের এইপ্রকার বিনয়মধুর উত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে বনবাসী বানরগণ বলিলেন।১৮

হে বানরসত্তম! রাজন্! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলেই আত্মাভিমানী হয়, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি প্রভু হইয়াও এরূপ বাক্য বলে? ১৯

এরূপ বাক্য আপনারই অনুরূপ—অন্য কাহারও

এবং তু বদতাং তেষামঙ্গদঃ প্রত্যভাষত।
সাধু গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ ॥২৩
উৎপতন্তমনূৎপেতুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ।
কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ ॥২৪
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্।
তেঽম্বরং সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥২৫
বিনদন্তো মহানাদং ঘনা বাতেরিতা যথা।
অঙ্গদে সমনুপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥২৬
উবাচ শোকসন্তপ্তং রামং কমললোচনম্।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়ঃ ॥২৭
নাগন্তুমিহ শক্যং তৈরতীতসময়ৈরিহ।
অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন ॥২৮

ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে।
যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতামঙ্গদো বরঃ ॥২৯
যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ।
ভবেত্তু দীনবদনো ভ্রান্তবিপ্লুতমানসঃ ॥৩০
পিতৃপৈতামহং চৈতৎ পূর্ব্বকৈরভিরক্ষিতম্।
ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥৩১
কৌসল্যাসুপ্রজা রাম সমাশ্বসিহি সুব্রত!
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ॥৩২
নহ্যন্যঃ কর্ম্মণো হেতুঃ সাধনেঽস্য হনূমতঃ।
হনূমতীহ সিদ্ধিশ্চ মতিশ্চ মতিসত্তম ॥৩৩
ব্যবসায়শ্চ শৌর্য্যঞ্চ শ্রুতঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ হরীশ্বরঃ ॥৩৪

এরূপ বাক্য শোভা পায় না। আপনার বিনয় আপনার ভবিষ্যৎ শুভ (ভাগ্যোন্নতি রূপ) যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।২০

আমরাও সকলে সমুপস্থিত এবং হরিবীরগণের অব্যয় অধিপতি সুগ্রীবের নিকট গমনের জন্য সমুৎসুক।২১

কিন্তু হে হরিশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশ ব্যতীত বানরগণ একপদও কোথাও যাইতে সমর্থ হইবে না,—ইহা আপনার নিকট সত্য বলিলাম।২২

বানরগণ এই কথা বলিলে অঙ্গদ গমনানুমতি প্রদান করিলেন। "ভাল কথা—চলুন, আমরা যাই" এই কথা বলিয়া মহাবল বানরগণ আকাশে উৎপতিত হইল।২৩

অঙ্গদ (গগনমার্গে) উৎপতিত হইলে সেই হরিযূথপতিগণ গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাসকলের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।২৪

অঙ্গদও হনুমানকে সম্মুখভাগে রাখিয়া বেগশালী বানরগণ সহসা আকাশে উৎপতিত হইয়া পবনসঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় মহানিনাদে নিনাদিত করিতে করিতে চলিতে লাগিল। অঙ্গদ সমীপবর্ত্তী হইলে বানরেশ্বর সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত কমললোচন রামকে বলিলেন,—হে শুভদর্শন! আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি আশ্বস্ত হউন। ইহারা সীতার দর্শন পাইয়াছে—সন্দেহ নাই। অঙ্গদের প্রহর্ষধ্বনি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। অন্যথা তাহারা সময় অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে সাহসী হইত না।২৫-২৮

কার্য্য সিদ্ধি না হইলে বানরমুখ্য যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ আমার সকাশে আসিত না।২৯

(বানরস্বভাববশতঃ) যদিও অকৃতকার্য্য বানরদের এইরূপ আড়ম্বর হইতে পারে, তথাপি তাহারা (হর্ষান্বিত না হইয়া) উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও ম্লানমুখ হইত।৩০

জনকনন্দিনীর সাক্ষাৎকার না পাইলে পূর্বপুরুষ-রক্ষিত পিতৃ-পিতামহক্রমাগত আমার মধুবন বিনষ্ট করিত না।৩১

হে সুব্রত! কৌশল্যাশোভনপুত্র রাম! আপনি আশ্বস্ত হউন। অন্য কেহ নহে—হনুমান্ সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই।৩২

হে বুদ্ধিসত্তম! এই কার্য্য সংসাধনে তাহার (হনুমানের) ন্যায় অন্য কেহ কারণ হইতে পারে না। (কার্য্যসম্পাদিকা) সিদ্ধি, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, শৌর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান—এই সমস্তই হনুমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরীশ্বর

হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা ।
মা ভূশ্চিন্তাসমাযুক্তঃ সম্প্রত্যমিতবিক্রম ॥৩৫
যদা হি দর্পিতোদগ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ ।
নৈষামকৃতকার্য্যাণামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ ॥৩৬
বনভঙ্গেন জানামি মধূনাং ভক্ষণেন চ ।
ততঃ কিলকিলাশব্দং শুশ্রাবাসন্নমম্বরে ॥৩৭
হনূমৎকর্ম্মদৃপ্তানাং নদতাং কাননৌকসাম্ ।
কিষ্কিন্ধামুপযাতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিব ॥৩৮
ততঃ শ্রুত্বা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ ।
আয়াতাঞ্চিতলাঙ্গূলঃ সোঽভবদ্ধৃষ্টমানসঃ ॥৩৯
আজগ্মুস্তেঽপি হরয়ো রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্ ॥৪০
তেঽঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মদান্বিতাঃ ।
নিপেতুর্হরিরাজস্য সমীপে রাঘবস্য চ ॥৪১
হনূমাংশ্চ মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ ।
নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥৪২
দৃষ্টা দেবীতি হনুমদ্বদনাদমৃতোপমম্ ।
আকর্ণ্য বচনং রামো হর্ষমাপ সলক্ষ্মণঃ ॥৪৩
নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাত্মজে ।
লক্ষ্মণঃ প্রীতিমান্ প্রীতং বহুমানাদবৈক্ষত ॥৪৪
প্রীত্যা চ পরযোপেতো রাঘবঃ পরবীরহা ।
বহুমানেন মহতা হনূমন্তমবৈক্ষত ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

অঙ্গদ ও জাম্ববান্ যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, হনুমান্ যাহার (বুদ্ধিদাতৃরূপে) অধিষ্ঠাতা, সে স্থানে কোন অকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হে অমিতবিক্রম! সম্প্রতি আর চিন্তাক্লিষ্ট হইবেন না।৩৩-৩৫

বলদর্পিত উদগ্র বনবাসিবানরগণ একত্র সম্মিলিত হইয়াছে—অকৃতকার্য্য হইলে ইহাদের এত আড়ম্বর দেখা যাইত না।৩৬

বনভঙ্গ ও মধুভক্ষণের দ্বারাও ইহা বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইতেছি। এই সময়ে সুগ্রীব সমীপবর্ত্তী আকাশে হনুমানের কৃতকার্য্যে গর্বিত মহানিনাদকারী বানরগণের কিষ্কিন্ধাসমীপে কার্য্যসিদ্ধির বার্ত্তা নিবেদন করিতে করিতেই যেন সমুত্থাপিত কিলকিলা শব্দ শুনিতে পাইলেন।৩৭-৩৮

অনন্তর কপিসত্তম সুগ্রীব সেই সময়ে কপিগণের সেই (হর্ষ) নিনাদ শ্রবণ করিয়া সংহৃষ্টমানসে লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত করিলেন।৩৯

রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী বানরগণ অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে সম্মুখে লইয়া উপস্থিত হইল।৪০

অঙ্গদপ্রমুখ মদমত্ত বীর বানরগণ রঘুবংশজাত রাম এবং বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে উপনীত হইল।৪১

তারপর মহাবাহু হনুমান্ অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া রাঘব রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন,—দেবী সীতা পাতিব্রত্যপালনে অক্ষত শরীরে বিদ্যমানা; আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছি। 'দেবী দৃষ্টা হইয়াছেন' হনুমানের বদননিঃসৃত এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রাম আনন্দ লাভ করিলেন।৪২-৪৩

সেই পবনপুত্র হনুমানের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি সাধনে কৃতনিশ্চয় সুগ্রীবকে শত্রুবীরঘাতী প্রীতিমান্ লক্ষ্মণ সমধিক প্রীত হইয়া সসম্মানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর রঘুবর রামচন্দ্র পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া বহু সম্মানের সহিত হনুমান্‌কে অবলোকন করিতে লাগিলেন।৪৪-৪৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[রামচন্দ্রেণ সীতাবৃত্তান্তজিজ্ঞাসিতস্য হনূমতঃ শিংশপাবৃক্ষমূলে রাক্ষসীনাং মধ্যে তস্যা অবস্থিতিনিবেদনপূর্ব্বকং তৎপ্রদত্তাভিজ্ঞানপ্রদানম্ ।]

ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্ ।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥১
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥২
রাবণান্তঃপুরে রোধং রাক্ষসীভিশ্চ তর্জ্জনম্ ।
রামে সমনুরাগঞ্চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ ॥৩
এতদাখ্যায়তে সর্ব্বে হরয়ো রামসন্নিধৌ ।
বৈদেহীমক্ষতাং শ্রুত্বা রামস্তূত্তরমব্রবীৎ ॥৪
ক্ব সীতা বর্ত্ততে দেবী কথঞ্চ ময়ি বর্ত্ততে ।
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ ॥৫

রামস্য গদিতং শ্রুত্বা হরয়ো রামসন্নিধৌ ।
চোদয়ন্তি হনূমন্তং সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্ ॥৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি ॥৭
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সীতায়া দর্শনং যথা ।
তং মণিং কাঞ্চনং দিব্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৮
দত্ত্বা রামায় হনুমাংস্ততঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমায়তম্ ॥৯
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিদৃক্ষয়া ।
তত্র লঙ্কেতি নগরী রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের শিংশপা বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণমধ্যে তাঁহার অবস্থান নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান ।

অনন্তর তাহারা (সেই বানরগণ) যুবরাজ (অঙ্গদ) কে পুরোভাগে রাখিয়া বিচিত্র কাননশোভিত প্রস্রবণশৈলে উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম এবং সুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া সীতাদেবীর বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল ১-২

বানরগণ রাবণের অন্তঃপুরে সীতাদেবীর অবরোধ, রাক্ষসীগণের তর্জ্জন, রামের প্রতি সীতার অনুরাগ ও (রাবণ কর্তৃক) সম্পাদিত নিয়ম (সীতাদেবী হনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন—"দশমো বর্ত্ততে মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম !" ইহা দশম মাস আর দুইমাস অবশিষ্ট আছে ; হনুমান্ ! আমার মৃত্যু অবধারিত) ইত্যাদি রামসমীপে নিবেদন করিল । বৈদেহীর কুশল সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক রাম বলিলেন—বানরগণ ! সীতা দেবী কোথায় ? আমার প্রতি কি ভাব পোষণ করিতেছেন ? সীতাসম্বন্ধে এই সব বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন কর ।৩-৫

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ সীতাদেবীর বৃত্তান্তকুশল হনুমান্‌কে রামচন্দ্রের নিকট (সীতার বৃত্তান্ত বলার জন্য) পাঠাইয়া দিল ।৬

তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যকুশল পবনপুত্র হনুমান্ অবনতমস্তকে সেই (দক্ষিণ) দিক্ অভিমুখে সীতা দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক যেভাবে সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্বকীয় প্রভায় দেদীপ্যমান কাঞ্চনময় সেই দিব্য মণি রামচন্দ্রকে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি একশত যোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন

দক্ষিণস্থ সমুদ্রস্থ তীরে বসতি দক্ষিণে।
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী ॥১১
ত্বয়ি সন্ন্যস্ত জীবন্তী রামা রাম মনোরথম্।
দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥১২
রাক্ষসীভির্বিরূপাভী রক্ষিতা প্রমদাবনে।
দুঃখমাপদ্যতে দেবী ত্বয়া বীর সুখোচিতা ॥১৩
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা ॥১৪
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া ॥১৫
দেবী কথঞ্চিৎ কাকুৎস্থ ত্বন্মনা মাগিতা ময়া।
ইক্ষ্বাকুবংশবিখ্যাতিং শনৈঃ কীর্ত্তয়তানঘ ॥১৬
সা ময়া নরশার্দ্দূল শনৈর্বিশ্বাসিতা তদা।
ততঃ সম্ভাষিতা দেবী সর্ব্বমর্থঞ্চ দর্শিতা ॥১৭
রাম-সুগ্রীবসংখ্যঞ্চ শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্চাস্যাঃ সদা ত্বয়ি ॥১৮
এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ ॥১৯
অভিজ্ঞানঞ্চ মে দত্তং যথাবৃত্তং তবান্তিকে।
চিত্রকূটে মহাপ্রাজ্ঞ বায়সং প্রতি রাঘব ॥২০
বিজ্ঞাপ্যঃ পুনরপ্যেষ রামো বায়ুসুত ত্বয়া।
অখিলেন যথাদৃষ্টমিতি মামাহ জানকী ॥২১
অয়ং চাস্মৈ প্রদাতব্যো যত্নাৎ সুপরিরক্ষিতঃ।
ব্রুবতা বচনান্যেবং সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥২২
এষ চূড়ামণিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যত্নরক্ষিতঃ।
মনঃশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরস্বেতি চাব্রবীৎ* ॥২৩
এষ নির্য্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
এতং দৃষ্টা প্রমোদিষ্যে ব্যসনে ত্বামিবানঘ ॥২৪

করিয়া সীতাদেবীর দর্শনলালসায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কানগরী অবস্থিতা, সেখানে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সতী সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছি। হে রাম! প্রমদাবনে রাক্ষসীগণমধ্যে পুনঃ পুনঃ নির্ভর্ৎস্যমানা ও বিকৃতরূপা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা অবস্থায় আপনাতে চিত্তসমর্পণ করিয়া জীবিতা সেই বামাকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। হে বীর! (আপনা কর্ত্তৃক) সুখলালিতা, রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা, একবেণীধরা, মলিনা, আপনার চিন্তায় নিমগ্না ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা দেবী সীতা আপনার বিরহে দুঃখভোগ করিতেছেন।৭-১৪

ভূমিশয্যায় শয়ানা এবং হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণদেহা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ থাকায় (আপনার সেবারূপ) স্বীয় বাসনায় বঞ্চিত হইয়া মরণের জন্য স্থিরনিশ্চয়া হইয়া রহিয়াছেন।১৫

হে নিষ্পাপ কাকুৎস্থ! কোন প্রকারে অন্বেষণ-প্রাপ্তা সীতার উদ্দেশে ইক্ষ্বাকুবংশের প্রশস্তি ক্রমশঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে আমি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করত তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলাম ও সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম।১৬-১৭

রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা সংবাদ শুনিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিলেন। আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও সমুদাচার নিয়ত ব্যবস্থিত রহিয়াছে।১৮

মহাত্মন্! পুরুষোত্তম! আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ জনকনন্দিনী কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা রহিয়াছেন—দেখিলাম।১৯

মহাপ্রাজ্ঞ রাঘব! আমার নিকট অভিজ্ঞানরূপে এই পূর্ব বৃত্তান্ত বলিলেন যে, হে বায়ুসুত! চিত্রকূটপর্বতে বায়সের প্রতি রামচন্দ্র যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিঃশেষভাবে আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে তোমাকে তাহা বলিলাম; আর (রাক্ষসীগণের অত্যাচার) যাহা দেখিলে তাহাও তুমি রামচন্দ্রকে জানাইবে—এই কথা জানকী আমাকে বলিয়াছেন।২০-২১

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি ২৩ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

ত্বয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্ত্তুমর্হসি ॥

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
ঊৰ্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা ॥২৫
ইতি মামব্রবীৎ সীতা কৃশাঙ্গী ধর্ম্মচারিণী।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা ॥২৬
এতদেব ময়াখ্যাতং সর্ব্বং রাঘব যদ্‌যথা।
সর্ব্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিধীয়তাম্ ॥২৭

তৌ জাতাশ্বাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা
তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।
দেব্যা চাখ্যাতং সর্ব্বমেবানুপূর্ব্বাদ্
বাচা সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

এই সমস্ত আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অতিযত্নে সুরক্ষিত এই মণি সুগ্রীবের সমক্ষে অর্পণ পূর্বক যাহাতে তাঁহার (সুগ্রীবের) শ্রবণ গোচর হয়, সেই ভাবে রামচন্দ্রকে এই কথাগুলি বলিবে। এই রমণীয় শোভাসম্পন্ন চূড়ামণি আপনার জন্য আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। আপনি আমার যে মনঃশিলার তিলক রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা স্মরণ করুন। (তিলক নষ্ট হইলেও তাহার বিষয় আপনার স্মৃতিপথে থাকা উচিত—অধিক পাঠ) হে নিষ্কলুষ! এই জলজাত মনোরম মণি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। আপনার প্রেরিত এই অঙ্গুরী দর্শনে এই বিপৎকালেও আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতে থাকিব। হে দশরথনন্দন! আর একমাস মাত্র জীবন ধারণ করিব—একমাস অতীত হইলে রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধা মৃগীর ন্যায় উৎফুল্লনয়না কৃশাঙ্গী ধর্মচারিণী সীতা এই সমস্ত কথা আমাকে (আপনাকে জানাইতে) বলিয়াছেন।২২-২৬

হে রাঘব! যেস্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। সর্বথা সাগরজলে সন্তরণের উপায় (চিন্তাপূর্বক) বিধান করুন।২৭

সেই রাজপুত্রদ্বয়কে আশ্বস্ত জানিয়া বায়ুপুত্র রামচন্দ্রকে সেই (সীতাপ্রদত্ত) অভিজ্ঞান (মণি) প্রদান পূর্বক সীতাদেবীর কথিত বিবরণ আনুপূর্বিক বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ বর্ণন করিলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেবীপ্রেরিত-চূড়ামণিং বক্ষসি ধৃত্বা বহুবিলপতো রামচন্দ্রস্য সীতাকথিতবাক্যানি পুনরাখ্যাতুং হনুমৎসমীপে অনুরোধজ্ঞাপনম্ ।]

এবমুক্তো হনুমতা রামো দশরথাত্মজঃ ।
তং মণিং হৃদয়ে কৃত্বা রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ ॥১
তস্তু দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবং শোককর্ষিতঃ ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥২
যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্ বৎসস্য বৎসলা ।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ ॥৩
মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে ।
বধূকালে যথাবদ্ধমধিকং মূর্ধ্নি শোভতে ॥৪
অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপুজিতঃ ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা ॥৫
ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্ ।
অদ্যাস্ম্যবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিভো ॥৬
অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়া মূর্ধ্নি মে মণিঃ ।
অদ্যাস্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে ॥৭
কিমাহ সীতা বৈদেহী ব্রূহি সৌম্য পুনঃ পুনঃ ।
পরাসুমিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা ॥৮
ইতস্তু কিং দুঃখতরং যমিমং বারিসম্ভবম্ ।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা ॥৯
চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি ।
ক্ষণং বীর ন জীবেয়ং বিনা তামসিতেক্ষণাম্ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[সীতাদেবীর প্রেরিত চূড়ামণি বক্ষে ধারণ করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিতে রামচন্দ্র কর্তৃক হনুমানকে পুনরায় সীতাকথিত বাক্যগুলি নিবেদন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন ।]

হনুমান্ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া দশরথনন্দন রাম সেই মণি হৃদয়ে ধারণপূর্বক লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন ।১

সেই মণিরত্ন অবলোকন করিয়া শোকাকুল রাম অশ্রুপূর্ণনয়নযুগলে সুগ্রীবকে বলিলেন ।২

বৎসসন্দর্শনে বৎসলা ধেনুর যেরূপ স্নেহবশতঃ ক্ষীরধারা (দুগ্ধ) ক্ষরিত হয়, সেইরূপ এই মণি দর্শনে আমার হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে ।৩

ধীমান্ ইন্দ্র পরম পরিতোষের সহিত এই দেবপূজিত জলজাত মণি যজ্ঞে জনককে দান করিয়াছিলেন । আমার শ্বশুর জনক বধূত্বসম্পাদক কালে অর্থাৎ বিবাহকালে সীতার মস্তকে যেরূপ বদ্ধ হইলে অধিক শোভিত হয়, সেইভাবে সাজাইয়া সীতাকে দিয়াছিলেন। সীতাকে লইয়া আসার সময় জনক তাহা পথে সাবধানে রক্ষার জন্য পিতার হস্তে দিয়াছিলেন ।৪-৫

সৌম্য ! এই মণিরত্ন সন্দর্শনে আজ পিতৃদেব দশরথের ও বিদেহরাজ জনকের দর্শন প্রাপ্ত হইতেছি। এই মণি প্রিয়তমা সীতার মস্তকে শোভিত থাকিত, অতএব এই মণির দর্শনে (সাক্ষাৎ) সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করি। (তিলক বলেন—এই মণি-দর্শনে যেরূপ সীতা দর্শন লাভ হইতেছে, সেইরূপ জনক দশরথের হস্তে প্রদান করায় দশরথের, জনক কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় জনকের এবং জনক রাজা সপত্নীক থাকায় সপত্নীক জনকেরও দর্শন লাভ হইতেছে) ।৬-৭

হে সৌম্য। মূর্চ্ছিত ব্যক্তির জলসেচনের ন্যায় (মোহগ্রস্ত) আমাকে সীতাকথিত বাক্য-বারি দ্বারা পুনঃপুনঃ সেচনকর, (পুনঃ পুনঃ সীতা কথিত বাক্য বল) ।৮

সুমিত্রানন্দন। বৈদেহী ব্যতীত সমুপনীত এই

নয় মামপি তং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া।
ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ ॥১১
কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী সদা।
ভয়াবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্‌ ॥১২
শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ।
আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্‌ ॥১৩
কিমাহ সীতা হনুমংস্তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে।
এতেন খলু জীবিষ্যে ভেষজেনাতুরো যথা ॥১৪
মধুরা মধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী।
মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্‌ কথয়স্ব মে।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ॥১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বারিজ মণিকে যে নিরীক্ষণ করিতেছি, এতদপেক্ষা সমধিক দুঃখজনক আর কি আছে? বৈদেহী যদি একমাস জীবিতা থাকেন, তবে তিনি দীর্ঘজীবিনী; কিন্তু হে বীর! আমি সেই অসিতনয়না সীতা ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না।৯-১০

যেস্থানে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা সীতা দৃষ্টা হইয়াছেন—আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল, যেহেতু তাঁহার বার্তা অবগত হইয়া ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার সেই সুশ্রোণী সতী অত্যন্ত ভীতা হইয়া কি প্রকারে ভয়াবহ ঘোররূপ রাক্ষসগণের মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন? ১১-১২

কলঙ্কবিহীন মেঘাবৃত শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বদন সম্প্রতি নিশ্চয়ই শোভা প্রাপ্ত হইতেছে না।১৩

হনুমন্‌! সীতা (আর) কি বলিয়াছেন? তুমি নিঃসঙ্কোচে (গোপন না করিয়া) যথার্থতঃ বর্ণন কর। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ সেবনের ন্যায় আমি সেই সকল বাক্য শ্রবণে জীবনধারণ করিব।১৪

হনুমন্‌! আমার মধুরভাষিণী মনোহারিণী নিতম্বিনী সহধর্মিণী জনকনন্দিনী আমার বিরহে সমধিক দুঃখিতা হইয়া আমাকে কি বলিয়াছেন এবং অসহনীয় দুঃখভোগ করিতে করিতে কিরূপেই বা জীবিতা আছেন? ১৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনূমতা সীতাকথিত-চিত্রকূটপর্বতসঙ্ঘটিতবায়সবৃত্তান্তরূপস্যাভিজ্ঞানস্য সম্যগ্ বর্ণনম্, সীতায়াঃ করুণং বিলাপো হনূমতস্তস্যৈ সান্ত্বনাপ্রদানঞ্চেতি বৃত্তকথনম্ ।]

এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
সীতায়া ভাষিতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ত রাঘবে ॥১
ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ ।
পূর্ব্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্ ॥২
সুখসুপ্তা ত্বয়া সার্দ্ধং জানকী পূর্ব্বমুত্থিতা ।
বায়সঃ সহসোৎপত্য বিদদার স্তনান্তরম্ ॥৩
পর্য্যায়েণ চ সুপ্তস্ত্বং দেব্যঙ্কে ভরতাগ্রজ ।
পুনশ্চ কিল পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথাম্ ॥৪
ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিল ।
ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যাঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ ॥৫
বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাধ্যমানয়া ।
বোধিতঃ কিল দেব্যা ত্বং সুখসুপ্তঃ পরন্তপ ॥৬
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাবাহো দারিতাঞ্চ স্তনান্তরে ।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাক্যং ত্বমূচিবান্ ॥৭
নখাগ্রৈঃ কেন তে ভীরু দারিতং বৈ স্তনান্তরম্ ।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥৮
নিরীক্ষমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ ।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥৯
সুতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাংবরঃ ।
ধরান্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥১০

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাকথিত চিত্রকূট পর্বতে সঙ্ঘটিত বায়সবৃত্তান্তরূপ অভিজ্ঞানের সম্যক্ বর্ণন, সীতার করুণ বিলাপ ও হনুমৎকর্ত্তৃক তাহার সান্ত্বনাপ্রদান— ইহা বর্ণন ।]

মহাত্মা রাঘব কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট সীতার সমূহ উক্তি নিবেদন করিতে লাগিলেন ।১

হে পুরুষোত্তম ! পূর্বে চিত্রকূটপর্বতে সঙ্ঘটিত ঘটনা দেবী জানকী অভিজ্ঞানরূপে যথাযথভাবে সেই বৃত্তান্ত এই ভাবে বলিয়াছেন যে, হে ভরতাগ্রজ ! জানকী আপনার সহিত সুখে নিদ্রিতা হইয়া পূর্বে উত্থিতা হইয়াছিলেন । সহসা এক বায়স (কাক) উৎপতিত হইয়া তাঁহার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়াছিল । আপনিও পর্য্যায়ক্রমে তখন দেবীর ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন । সেই পক্ষী পুনরায় (সেই স্তনমধ্যে আঘাত করিয়া) দেবীর ব্যথা উৎপাদন করিয়াছিল । তারপর পুনরায় আসিয়া (স্তনমধ্যে) গুরুতররূপে বিদীর্ণ করিল, তখন সেই দেবীর (গাত্রপ্রবাহিত) রক্তে আপনি অভিষিক্ত হইলে তিনি আপনার নিদ্রাভঙ্গে (প্রযত্ন) করিয়াছিলেন (তাহাতেও আপনি জাগরিত হন নাই) । হে পরন্তপ ! সেই বায়সকর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িতা

[পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দ্বারা রাবণবধযোগ্য কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য আসিয়াছিল (তিলক) উত্তর কালে রামের রোষ রাবণের বধযোগ্যত্ব সূচনা করিল—রামায়ণ শিরোমণি বলেন—রাম ও সীতার দেহ অপ্রাকৃত, তাহা রক্তক্ষরণের হেতুভূত বিদারণের যোগ্য নহে—সীতার রক্ত রাম শরীরে নিপতিত হওয়ায় রামের শরীর রক্তবস্ত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছিল, যেহেতু "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং রামস্য পরমাত্মনঃ । স সর্বস্মাদ্ বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ" এই উদ্ধৃত বচন তাহার প্রমাণ) ।২-৬

ততস্তস্মিন্ মহাবাহো কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে ত্বং ব্যধাঃ ক্রূরাঃ মতিং মতিমতাং বর ॥১১
স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ ন্যযোজয়ঃ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্জ্বালাভিমুখং খগম্ ॥১২
স ত্বং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোঽনুজগাম হ ॥১৩
ভীতৈশ্চ স পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বায়সঃ।
ত্রীন্ লোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি ॥১৪
পুনরপ্যাগতস্তত্র ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ ধরণ্যাং শরণাগতম্ ॥১৫

বধার্হমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয়।
মোঘমস্ত্রং ন শক্যন্তু কর্তুমিত্যেব রাঘব ॥১৬
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।
বায়সস্ত্বাং নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥১৭
বিসৃষ্টস্তু তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্।
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্ববান্ শীলবানপি ॥১৮
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব।
ন দানবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন মরুদ্গণাঃ ॥১৯
তব রাম রণে শক্তাস্তথা প্রতিসমাসিতুম্।
তব বীর্য্যবতঃ কশ্চিন্ময়ি যদ্যস্তি সম্ভ্রমঃ ॥২০

হইয়া দেবী আপনার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! স্তনমধ্য বিদারিত দেখিয়া আপনি বিষধরসর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন যে, হে ভীরু! নখের অগ্রভাগ দ্বারা কে তোমার স্তনমধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চবক্ত্র ফণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে? তখন আপনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রুধিরালিপ্ত তীক্ষ্ণনখরবিশিষ্ট এক কাককে সীতাভিমুখে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। সেই পক্ষিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের পুত্র বায়স পবনের তুল্য গতিতে শীঘ্রই ধরাস্তরে (পাতালে) প্রবেশ করিল। হে মতিমত্তম! মহাবাহো! আপনি তখন কোপে নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সেই কাকের (অনিষ্টসাধনে) ক্রূর বুদ্ধি ধারণ করিলেন। আপনি কুশশয্যা হইতে একটি কুশ গ্রহণ পূর্বক তাহা ব্রহ্মাস্ত্রে যোজনা (অভিমন্ত্রিত) করিলেন। তখন তাহা (সেই কুশ) প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রদীপ্ত কুশ আপনি সেই বায়সাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই দীপ্ত দর্ভ বায়সের অনুসরণ করিতে লাগিল। (পরিত্রাণ লাভের আশায় সেই কাক দেবগণের শরণাপন্ন হইলে) ভীত দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বায়স লোকত্রয় (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল) পরিক্রমা করিয়া পরিত্রাণকারী প্রাপ্ত হইল না।২-১৪

হে অরিন্দম! সে তখন পুনরায় আপনার সকাশে ভূতলে সমুপস্থিত হইল। হে কাকুৎস্থ! আপনি ধরণী পৃষ্ঠে নিপতিত বধযোগ্য সেই শরণাগতকে কৃপা করিয়া সর্বতোভাবে (তাহার জীবন) রক্ষা করিয়াছিলেন। হে রাঘব! কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করার শক্তি না থাকায় (আপনার অনুগ্রহে) সেই কাকের দক্ষিণাক্ষি বিনষ্ট করিয়াছিল। বায়স আপনাকে ও রাজা দশরথকে প্রণাম করিয়া (আপনাদের নিকট) বিদায় লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। হে রাঘব! আপনি এতাদৃশ অস্ত্রকুশল, বলবান্ ও শীলবান্ হইয়াও কি কারণে রাক্ষসগণের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? হে রাম! কি দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অসুরগণ, কি মরুদ্গণ কেহই রণস্থলে আপনার প্রতিকূলে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। আপনি বীর্য্যশালী, আমার প্রতি যদি আপনার একটুকুও

[রামায়ণ শিরোমণি বলেন—সীতার অঙ্গ স্পর্শ করায় সেই বায়স স্বভাবতঃ পবিত্র হওয়ায় তাহার প্রতি কল্যাণবুদ্ধি সমুৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক হইলেও তাহার প্রতি কোপ প্রদর্শনের উদ্দেশে এই যে 'প্রার্থিত হইলেই পরমাত্মা কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন' ইহাই পরমাত্মারীতি; যেহেতু, পুরাণ বলেন—"করুণারাশপি ব্যক্তং শক্তস্বমপি দেহিনাম্। অপ্রার্থিতো ন গোপ্তেতি তৎপ্রার্থনা মতিঃ।" অতএব বায়সের শরণাগতির প্রয়োজন ছিল।] ১৫-১৬

ক্ষিপ্রং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হন্যতাং যুধি রাবণঃ।
ভ্রাতুরাদেশমাজ্ঞায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ ॥২১
স কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ।
শক্তৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বগ্নিসমতেজসৌ ॥২২
সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ।
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ॥২৩
সমর্থৌ সহিতৌ যন্মাং ন রক্ষেতে পরন্তপৌ।
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাধুভাষিতম্ ॥২৪
পুনরপ্যহমার্য্যাং তামিদং বচনমব্রুবম্।
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে ॥২৫
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে।
কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্ ॥২৬
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি।
তাবুভৌ নরশার্দ্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ ॥২৭
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মী করিষ্যতঃ।
হত্বা চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্ ॥২৮
রাঘবস্ত্বাং বরারোহে স্বপুরীং নয়িতা ধ্রুবম্।
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে ॥২৯
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমর্হসি।
সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্বা বেণ্যুদ্গ্রথনমুত্তমম্ ॥৩০
মুক্ত্বা বস্ত্রাদ্দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল।
প্রতিগৃহ্য মণিং দোর্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয় ॥৩১
শিরসা সম্প্রণম্যৈনাম্ অহমাগমনে ত্বরে।
গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্ণিনী ॥৩২
বিবর্দ্ধমানঞ্চ হি মামুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদভাষিণী ॥৩৩
মমোৎপতনসম্ভ্রান্তা শোকবেগসমাহতা।
মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগ্যোঽসি মহাকপে ॥৩৪
যদ্দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুং রামং কমললোচনম্।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দেবরং মে যশস্বিনম্ ॥৩৫
সীতয়াপ্যেবমুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা।
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি ॥৩৬

আদর থাকে, তাহা হইলে সুব্যবস্থিত ক্ষিপ্রগামী শরজালে (বর্ষণে) যুদ্ধে রাবণকে বধ করুন। শত্রু-তাপন রঘুবংশাবতংস নরোত্তম লক্ষ্মণই বা ভ্রাতার আদেশ লইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন না কেন? অথবা বায়ু ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, দেবগণেরও অজেয় সেই পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ কি কারণে আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? আমারই কোনও মহাপাপ আছে—সন্দেহ নাই, তাই সেই শত্রুদমনসমর্থ রাম ও লক্ষ্মণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও আমাকে রক্ষা করিতেছেন না। বিদেহরাজনন্দিনীর সেই সুভাষিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি আর্য্যা সীতাদেবীকে বলিয়াছিলাম,—আমি সত্যশপথ পূর্বক বলিতেছি যে, দেবি! আপনার বিরহশোকে রাম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। রামকে দুঃখাভিভূত দেখিয়া লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। হে ভামিনি! আপনি যখন কোন প্রকারে আমার নয়নগোচর হইয়াছেন, তখন আর শোকের সময় নাই, অবিলম্বেই দুঃখের অবসান দেখিতে পাইবেন। নরশ্রেষ্ঠ পরন্তপ রাজপুত্রদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) আপনার সন্দর্শনে উৎসাহিত (যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত) হইয়া লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। হে সুনিতম্বিনি! রাঘব সমরে বন্ধুবর্গের সহিত ভয়ঙ্কর রাবণকে বধ করিয়া আপনাকে নিশ্চয়ই নিজগৃহে লইয়া যাইবেন। হে অনিন্দিতে! যাহাতে রামের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এইরূপ কোন তাঁহার প্রীতিজনক অভিজ্ঞান (নিদর্শন) আপনার প্রদান করা উচিত। হে মহাবল! তিনি সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া এই উত্তম মণি বেণীবন্ধন বস্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া আপনাকে প্রদান করিলেন। হে রঘুপ্রিয়! আপনার (প্রীতির) জন্য আমি করযুগলে সেই মণি গ্রহণ পূর্বক অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমনে ত্বরান্বিত হইলাম। বরবর্ণিনী জনকাত্মজা আমাকে গমনে উৎসাহসম্পন্ন (সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণবদনা, মলিনা, আমার

যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবঞ্চ মহাভাগে ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে ॥৩৭
সাব্রবীন্মাং ততো দেবী নৈষ ধর্ম্মো মহাকপে।
যত্তে পৃষ্ঠং সিষেবেঽহং স্ববশা হরিপুঙ্গব ॥৩৮
পুরা চ যদহং বীর স্পৃষ্টা গাত্রেষু রক্ষসা।
তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিপীড়িতা ॥৩৯
গচ্ছ ত্বং কপিশার্দ্দূল যত্র তৌ নৃপতেঃ সুতৌ।
ইত্যেবং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেষ্টুমাস্থিতা ॥৪০
হনূমন্ সিংহসঙ্কাশৌ তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্ ॥৪১
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাৎ তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥৪২

ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥৪৩

এতৎ তবার্যা নৃপ সংযতা সা
সীতা বচঃ প্রাহ বিষাদপূর্ব্বম্।
এতচ্চ বুদ্ধা গদিতং যথা ত্বং
শ্রদ্ধৎস্ব সীতাং কুশলাং সমগ্রাম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

উৎপতনবেগে সম্ভ্রান্তা, শোকাবেগে নিপীড়িতা হইয়া আমাকে বলিলেন—হে মহাকপে! তুমি সৌভাগ্যবান্, যেহেতু তুমি কমললোচন মহাবাহু রাম ও যশস্বী মহাবাহু আমার দেবর লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে।১৫-৩৫

সীতা কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া আমি তখন মৈথিলীকে বলিলাম—হে দেবি! জনকনন্দিনি! শীঘ্রই আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।৩৬

হে অসিতলোচনে! মহাভাগে! তাহা হইলে অদ্যই আমি সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে দেখাইতে পারিব।৩৭

তারপর সেই দেবী আমাকে বলিলেন,—হে মহাকপে! ইহা ধর্ম (সম্মত) নহে। হে হরিপুঙ্গব! আমি স্বেচ্ছায় তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারি না।৩৮

হে বীর! পূর্বে আমি রাক্ষস দ্বারা গাত্রে স্পৃষ্টা হইয়াছি। আমি তখন কি করিব? দৈব নিপীড়িতা হওয়ায় আমার কোন সামর্থ্য ছিল না।৩৯

হে কপিবর! রাজপুত্রদ্বয় যে স্থানে আছেন, তুমি তথায় গমন কর। এই কথা বলিয়াও পুনরায় আদেশ করিলেন।৪০

হনুমন্! সিংহবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণকে, অমাত্যের সহিত সুগ্রীবকে এবং অপর সকলকে আমার কুশল জানাইও।৪১

মহাবাহু সেই রাম আমাকে যাহাতে এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে সেইভাবে নিবেদন করিবে।৪২

হে হরিপ্রবীর! তুমি রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত রাক্ষসের নির্ভর্ৎসন (তিরস্কার) ও আমার এই তীব্র শোকবেগ নিবেদন করিবে। তোমার (গমন) পথ মঙ্গলময় হউক।৪৩

হে নৃপ! সংযতচিত্তা আর্য্যা সীতাদেবী বিষাদ পূর্বক এই সকল বাক্য বলিয়াছিলেন। আমার উক্তি সম্যক্ বোধ পূর্বক (আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া) সীতার সামগ্রিক (উদ্ধার দ্বারা ঐকান্তিক) কুশলসম্পাদনে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হউন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনূমতা রামচন্দ্রসমীপে 'বানরাণাং সমুদ্রতরণে শক্তিরস্তি ন বে'তি সীতাসন্দেহস্য কথনম্, তৎপরিহারবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্ভ্রমঃ।
তব স্নেহান্নরব্যাঘ্র সৌহার্দ্দাদনুমান্য চ ॥১
এবং বহুবিধং বাচ্যো রামো দাশরথিস্ত্বয়া।
যথা মাং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রং হত্বা রাবণমাহবে ॥২
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥৩
মম চাপ্যল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্য শোকবিপাকস্য মুহূর্ত্তং স্যাদ্ বিমোক্ষণম্ ॥৪
গতে হি ত্বয়ি বিক্রান্ত পুনরাগমনায় বৈ।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৫
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহান্ ত্বৎসহায়েষু হর্য্যক্ষেষু অসংশয়ঃ ॥৭
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্।
তানি হর্য্যক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য বায়োর্বা তব বানঘ ॥৯
তদস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ব্রূহি বাক্যবিদাং বর ॥১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ ॥১১

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট সমুদ্রতরণে বানরগণের শক্তি আছে কি না, এই সীতাকৃত সন্দেহের কথা নিবেদন ও তাহার পরিহারবিষয় বর্ণন।]

হে নরোত্তম! অনন্তর প্রত্যাবর্তনব্যস্ত আমাকে দেবী সীতা আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ (সর্বদা কপটসংসর্গ বিরহিতা থাকায়) সৌজন্য প্রদর্শন পূর্বক অবশিষ্ট এই বাক্য আমাকে বলিয়াছিলেন।১

তুমি দাশরথিকে এইরূপে (উদ্‌যুক্ত হওয়ার প্রেরণাসূচক) বহুবিধ উপদেশ এবং যাহাতে শীঘ্র তিনি রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাও বলিবে।২

হে শত্রুবিমর্দন! বীর! যদি (আমার বাক্য) অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন গোপনপ্রদেশে বিশ্রাম করিয়া আগামীকল্য গমন করিও।৩

হে বানর! তুমি এই হতভাগিনীর নিকট থাকিলে মুহূর্তের জন্যও আমার এই শোকবিপাকের বিমোক্ষণ হইতে পারে।৪

বিক্রমশালিন্! এখন ত চলিলে—কিন্তু তোমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমার প্রাণ থাকিবে কিনা সন্দেহ।৫

অতি দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পরাভূতা দুর্গতা ও দুঃখভাগিনী হইয়াই পড়িয়া আছি—তোমার অদর্শনজন্য ভয় আমাকে আরও সন্তপ্তা করিবে।৬

হে বীর! আমার সমক্ষে তোমার সহায়ক বানর ও ঋক্ষ বিষয়ে এই সংশয় সমুপস্থিত যে, সেই রাজপুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও ঋক্ষ সৈন্যাদি কি উপায়ে এই দুষ্পার মহোদধি উত্তরণ করিবেন? ৭-৮

হে নিষ্পাপ! এই পৃথিবীতে বিনতাতনয় গরুড়, বায়ু এবং তুমি; এই তিন প্রাণীরই সমুদ্রলঙ্ঘনে শক্তি রহিয়াছে।৯

হে বাক্যকুশল! বীর! সুতরাং এই দুরতিক্রম কার্য্য সাধনের কি (উপায়ে) সমাধান দেখিতেছ—তাহা বল।১০

বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।
বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্ যশস্করম্ ॥১২
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধিনা হৃতা।
রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ ॥১৩
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বাঃ লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥১৪
তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥১৫
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্যাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রুবম্ ॥১৬
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্ত্বদর্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৭

হে শত্রুবীরবিনাশন! তুমি এককই এই কার্য্য পরিসাধনে পর্য্যাপ্ত (সমর্থ)। পরাক্রমপ্রকাশে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে।১১

তবে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে রাবণকে বধ পূর্বক বিজয়ী রাম যদি আমাকে নিজগৃহে লইয়া যান, তবেই তাহা যশস্কর হয়।১২

রাক্ষস রাবণ যেমন সেই বীরের ভয়ে ছল প্রদর্শনে আমাকে বন হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। আমাকে তাহার ভয়ে ছল পূর্বক লইয়া যাওয়া রঘুবংশ-তিলক রামের পক্ষে উচিত হইবে না।১৩

শত্রুসৈন্যসংহর্তা কাকুৎস্থ রাম সৈন্যসমূহে লঙ্কানগরী সমাবৃত করিয়া যদি লইয়া যান, তাহাতে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য করা হইবে।১৪

অতএব যুদ্ধবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়—তুমি তাহা উপপাদন কর।১৫

অর্থগৌরবযুক্ত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি শেষ উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলাম।১৬

দেবি! বানর ও ভল্লুক সৈন্যের অধিপতি সত্যপ্রতিজ্ঞ প্লবঙ্গমশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব আপনার সমুদ্ধরণে দৃঢ়সঙ্কল্প রহিয়াছেন।১৭

তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥১৮
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎ স্বমিততেজসঃ ॥১৯
অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥২০
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥২১
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
ন হি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥২২
তদলং পরিতাপেন দেবি মন্যুরপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥২৩

ঊর্দ্ধ, অধঃ, কি পার্শ্বে কুত্রাপি যাহাদের গতি ব্যাহত হয় না; দুরূহ কৃত্যসাধনে যাহারা অবসন্ন হয়না—এইরূপ অমিত তেজঃসম্পন্ন, বিপুলবিক্রমসম্পন্ন, বীর্য্যবান্ মহাবল মানসসঙ্কল্পের ন্যায় দ্রুতগামী বানর তাঁহার আদেশ পরিপালনে প্রস্তুত রহিয়াছে।১৮-১৯

সেই সমস্ত বলসম্পন্ন বানরমহাভাগ বায়ুপথ অবলম্বন পূর্বক বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে।২০

সুগ্রীবের সান্নিধ্যে আমা অপেক্ষা বীর্য্যবিশিষ্ট,—আমার তুল্য বলসম্পন্ন বহু বানর আছে; আমা অপেক্ষা দুর্বল কিন্তু কেহই নহে।২১

অতএব আমি যখন এই দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া এস্থানে আসিতে পারিয়াছি, তখন সেই মহাবলগণ বিষয়ে সন্দেহ কি? (তাঁহারা অনায়াসে সাগর পার হইতে পারিবেন।) দৌত্যকার্য্যে প্রকৃষ্ট ব্যক্তিগণ প্রেরিত হন না, নিকৃষ্ট (ইতর) শ্রেণীর ব্যক্তিই দৌত্যকার্য্যে প্রেষিত হইয়া থাকে।২২

অতএব হে দেবি! পরিতাপের প্রয়োজন নাই। আপনার শোক অপনীত হউক। সেই হরিযূথপতিগণ এক লম্ফপ্রদানেই লঙ্কায় সমুপস্থিত হইবেন।২৩

মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাসং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥২৪
অরিঘ্নং সিংহসঙ্কাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্মন্তং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্ ॥২৫
নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দ্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বানরেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥২৬
শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাচ্ছ্রোষ্যসে স্বনম্ ॥২৭

হে মহাভাগ্যবতি! সেই নৃসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আপনার সমীপে আসিতে পারিবেন।২৪

আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন—শত্রুঘাতী সিংহসদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হস্তে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।২৫

আর সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রমশালী, গজরাজের ন্যায় দীর্ঘকায়, নখর ও দন্ত (রূপ) অস্ত্রযুক্ত বানরবীরগণকে (লঙ্কায়) তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত দেখিতে পাইবেন।২৬

নিবৃত্তবনবাসঞ্চ ত্বয়া সার্ধমরিন্দমম্।
অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥২৮
ততো ময়া বাগ্‌ভিরদীনভাষিণী
শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা।
উবাহ শান্তিং মম মৈথিলাত্মজা
তবাতি শোকেন তথাতিপীড়িতা ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

লঙ্কা সমীপবর্ত্তী মলয় পর্বতের সানুপ্রদেশে শৈল ও অম্বুদ (মেঘ) সদৃশ বানরমুখ্যগণের আস্ফালন ধ্বনি সততই শুনিতে পাইবেন। আপনি অবিলম্বে আরও দেখিতে পাইবেন—অরিন্দম শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আপনার সহিত (রাজ সিংহাসনে) অভিষিক্ত হইয়াছেন।২৭-২৮

অতঃপর আপনার (বিরহ) শোকে নিরতিশয় পীড়িতা (হইলেও) অকাতরভাষিণী জনকরাজনন্দিনী মদুক্ত ঈপ্সিত বাক্যবিন্যাসে প্রসন্ন হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

বঙ্গভাষানুবাদোঽয়ং সমাপ্তো যৎকৃপাবলাৎ।
সুন্দরং সুন্দরান্তে তং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥
রস-শৈলাহি-হিমাংশৌ শাকে চ গুরুবাসরে।
উত্তরায়ণসংক্রান্ত্যাং সমাপ্তেয়ং শুভা কৃতিঃ ॥
প্রীয়তাং শ্রীসীতারাম! কলিকলুষহারক!
প্রীতে ত্বয়ি জগৎ প্রীতং তত্রৈবৈষ মমোদ্যমঃ ॥

শ্রীশ্রীসীতারামচরণে সমেষাং মতিরস্তু।

ওঁ তৎসৎ

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযাদবেন্দ্রনাথন্যায়তর্কতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং

সুন্দরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ॥

যুদ্ধ(লঙ্কা)কাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ-কৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

১৬৭

যুদ্ধকাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

[শ্রীরামচন্দ্রস্য হনূমৎপ্রশংসনপূর্বকং সমুদ্রোত্তরণচিন্তা ।]

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্ ।
রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥১

কৃতং হনূমতা কার্য্যং সুমহদ্ভুবি দুর্লভম্ ।
মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে ॥২

নহি তং পরিপশ্যামি যস্তরেৎ মহার্ণবম্ ।
অন্যত্র গরুড়াদ্ বায়োরন্যত্র চ হনূমতঃ ॥৩

দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্ ॥৪

প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ ।
কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্ ॥৫

যো বীর্য্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনূমতঃ ।
ভৃত্যকার্য্যং হনুমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ ।
এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ ॥৬

যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্তা কর্ম্মণি দুষ্করে ।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥৭

যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্ নৃপতেঃ প্রিয়ম্ ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥৮

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥৯

তন্নিয়োগে নিযুক্তেন কৃতং কৃত্যং হনূমতা ।
ন চাত্মা লঘুতাং নীতঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোষিতঃ ॥১০

প্রথম সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা পূর্বক সমুদ্রপারের চিন্তা ।]

যথাবৎ কথিত হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম প্রসন্ন হইলেন এবং এই উত্তর বাক্য বলিলেন—হনুমান্ কর্তৃক পৃথিবীতে দুর্লভ সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জগতে এই কার্য্যের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারে না। গরুড়, বায়ু ও হনুমান্ ভিন্ন অন্য কেহ এই মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ—এরূপ কাহাকেও দেখি না ।১-৩

দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের অজেয় লঙ্কাপুরী রাবণ রক্ষিতা। সেই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া কে স্বয়ং জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারে? যে হনুমানের মত বলীবীর্যসম্পন্ন নয়, তাহার পক্ষে লঙ্কা প্রবেশ অসম্ভব। হনুমান্ বল-বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা সুগ্রীবের ভৃত্যকার্য্য নিজ অনুরূপ মহদ্ভাবে সম্পাদন করিয়াছে ।৪-৬

প্রভু কর্তৃক কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য যদি সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া তদতিরিক্ত প্রভুর হিতজনক অন্য কর্ম সমাধা করে, তাহা হইলে সেই ভৃত্যকে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ (উত্তম ভৃত্য) বলেন। যে ভৃত্য এক কর্মে নিযুক্ত হইয়া মাত্র তাহাই করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলেও প্রভুর প্রিয় অন্য কার্য্য করে না, তাহাকে মধ্যম পুরুষ (মধ্যম ভৃত্য) বলা হয়। সামর্থ্যবান্ ভৃত্য প্রভু কর্তৃক

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্ম্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ ॥১১
ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি।
যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্ম্মি সদৃশং প্রিয়ম্ ॥১২
এষ সর্ব্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনূমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে।
হনূমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্য্যমুপাগতম্ ॥১৪
ধ্যাত্বা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ।
হরীণামীশ্বরস্যৈব সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥১৫
সর্ব্বথা সুকৃতং তাবৎ সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাগরস্তু সমাসাদ্য পুনর্নষ্টং মনো মম ॥১৬
কথং নাম সমুদ্রস্য দুষ্পারস্য মহাম্ভসঃ।
হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ ॥১৭
যদ্যপ্যেষ তু বৃত্তান্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম।
সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্ ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা শোকসম্ভ্রান্তো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
হনূমন্তং মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমৎ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

নিযুক্ত হইয়াও যদি একাগ্রচিত্তে তৎকার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাকে অধম পুরুষ (অধমভৃত্য) বলে।৭-৯

হনুমান্ রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া কর্ম সমাধা করিয়াছে। নিজের মহত্ত্ব স্থাপিত ও সুগ্রীবের সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে। হনুমান্ বৈদেহীকে দেখিয়া আসায়—আমি, লক্ষ্মণ, এমন কি রঘুবংশও ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। এরূপ প্রিয় ও হিতকর্মকারীর কোন অনুরূপ অনুষ্ঠানে অক্ষম এই দীন আমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইতেছে। এখন এই মহাত্মা হনুমানকে আমার সর্বস্বভূত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি—এই কথা বলিতে বলিতে আদেশপালক কৃতকৃত্য হনুমান্‌কে শ্রীরামচন্দ্র প্রেম পুলকিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রঘুবংশমণি শ্রীরাম কপীশ্বর সুগ্রীবের সমীপেই (সুগ্রীবকে শুনাইয়াই) বলিতে লাগিলেন—সীতার অনুসন্ধান সুসম্পন্ন। কিন্তু সাগরের কথা মনে হইলেই মনভঙ্গ হইতেছে। তরঙ্গসঙ্কুল দুষ্পার মহান্ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে গমন এই বানরগণের পক্ষে কি ভাবে সম্ভব? জানকীর লঙ্কায় অবস্থিতির কথা বলিলে বটে, কিন্তু বানরগণের সমুদ্রপারের উপায় কে বলিয়া দিবে? শত্রুনিষূদন মহাবাহু শ্রীরাম শোকাতুর হইয়া হনুমানকে এই সকল কথা বলিলেন এবং চিন্তামগ্ন হইলেন।১০-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[শোকার্ত্ত-রামং প্রতি সুগ্রীবস্যোপদেশবাক্যম্ ।]

তং তু শোকপরিদ্যূনং রামং দশরথাত্মজম্ ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ শোকনাশনম্ ॥১
কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা ।
মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্ ॥২
সন্তাপস্য চ তে স্থানং ন হি পশ্যামি রাঘব ।
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ ॥৩
মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব ।
ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্ ॥৪
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্ ।
লঙ্কামারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামশ্চ তে রিপুম্ ॥৫
নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্য্যাকুলাত্মনঃ ।
সর্ব্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি ॥৬
ইমে শূরাঃ সমর্থাশ্চ সর্ব্বতো হরিযূথপাঃ ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ।
এষাং হর্ষেণ জানামি তর্কশ্চাপি দৃঢ়ো মম ॥৭
বিক্রমেণ সমানেষ্যে সীতাং হত্বা যথা রিপুম্ ।
রাবণং পাপকর্ম্মাণং তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥৮
সেতুরত্র যথা বধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুরীম্ ।
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব ॥৯
দৃষ্ট্বা তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্ ।
হতঞ্চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারয় ॥১০
অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরে তু বরুণালয়ে ।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥১১
সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ ।
সর্ব্বস্তীর্ণঞ্চ বৈ সৈন্যঃ জিতমিত্যুপধারয় ॥১২
তথাহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।
তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্ব্বার্থনাশনীম্ ॥১৩
পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ ।

দ্বিতীয় সর্গ

[শোকার্ত্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ বাক্য ।]

শ্রীমান্ সুগ্রীব শ্রীরামকে শোকার্ত্ত দেখিয়া শোকনাশক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে বীর ! আপনি কেন প্রাকৃত জনের ন্যায় শোক করিতেছেন ? কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন সৌহার্দ ত্যাগ করে, তদ্রূপ আপনিও সন্তাপ ত্যাগ করুন। হে রাঘব ! আমি শোকের কারণ দেখিতেছি না ; যেহেতু সীতার অবস্থিতি এবং শত্রুর বাসস্থান জানা গিয়াছে। হে রাঘব ! আপনি বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ; কৃতাত্মা ব্যক্তির ন্যায় আপনি অর্থদূষক এই প্রাকৃত বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। ভীষণ জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং আপনার শত্রু বধ করিব ।১-৫

নিরুৎসাহ, দীন ও শোকার্ত্তের সব নষ্ট হয় এবং বিপন্ন হয়। এই বানর দলপতিগণ বীর, রণকুশল এবং আপনার প্রিয়কামনায় অগ্নি প্রবেশেও প্রস্তুত। ইহাদের সানন্দ উৎসাহের দ্বারা বুঝিতেছি এবং আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। এখন যাহাতে আমরা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আপনার শত্রু পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিতে এবং সীতার উদ্ধার করিতে পারি। হে রঘুনন্দন ! আপনি সেইরূপ উপায় স্থির করুন। যাহাতে সেতুবন্ধন এবং লঙ্কাদর্শন সম্ভব হয় আপনি তাদৃশ উপায় নির্ধারণ করুন। ত্রিকূটপর্বতের শিখরে অবস্থিতা লঙ্কাপুরীর দর্শন হইলেই জানিবেন, নিশ্চয়ই রাবণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। বরুণের বাসস্থান ঘোর সাগরে সেতুবন্ধন না করিলে ইন্দ্রের সহিত দেবতা এবং অসুরগণও লঙ্কা গমনে সমর্থ হন না।

যত্তু কার্য্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্য্যমবলম্ব্যতাম্ ॥১৪
তদলঙ্করণায়ৈব কর্ত্তুর্ভবতি সত্বরম্ ।
অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা ॥১৫
শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্বিধানাং মহাত্মনাম্ ।
বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্ব্বার্থনাশনঃ ॥১৬
তৎ ত্বং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।
মদ্বিধৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধমরীন্ জেতুং সমর্হসি ॥১৭
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব ।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥১৮
বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্য্যং বিপৎস্যতে ।
অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে সীতাং তীর্ত্বা সাগরমক্ষয়ম্ ॥১৯
তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে ।
নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্ব্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি ॥২০
লঙ্ঘনার্থঞ্চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ ।
সহাস্মাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয় ॥২১
লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিনু ।
সর্ব্বস্তীর্ণঞ্চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধার্য্যতাম্ ॥২২
ইমে হি হরয়ঃ শূরাঃ সমরে কামরূপিণঃ ।
তানরীন্ বিধমিষ্যন্তি শিলা-পাদপবৃষ্টিভিঃ ॥২৩
কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্ ।
হতমিত্যেব তং মন্যে যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণ ॥২৪
কিমুক্ত্বা বহুধা চাপি সর্ব্বথা বিজয়ী ভবান্ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

যখনই সমুদ্রে সেতু নির্মিত হইবে, তখনই নিশ্চয় জানিবেন যে, সকল বানরসৈন্য পার হইয়াছে এবং আপনার জয়ও হইয়াছে। এই বানরগণ কামরূপী ও রণকুশল, তাই বলিতেছি—হে রাজন্! এই সর্বকর্ম-নাশিনী বিকল বুদ্ধি ত্যাগ করুন; কারণ, জগতে দেখা যায় যে শোক পুরুষের শৌর্য্যাদি গুণকে নষ্ট করে। এখন মানুষের যেরূপ কর্তব্য আপনি সেইরূপ শৌর্য্য অবলম্বন করুন।৬-১৪

শৌর্য্য অবলম্বনকারী ব্যক্তি শীঘ্রই সিদ্ধির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীরাম! এই সময়ে আপনি তেজের দ্বারা ধৈর্য্য ধারণ করুন। যেহেতু কোন বস্তুর বিনাশ বা অদর্শনজনিত শোক আপনার মত বীর ও মহাত্মা পুরুষগণের সর্বার্থ নাশ করে। আপনি বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও আমার ন্যায় সচিবগণের সাহায্যে শত্রু জয় করিতে সমর্থ। হে রাঘব! আপনি যুদ্ধস্থলে ধনু ধারণ করিলে ত্রিলোকমধ্যে এরূপ কাহাকে দেখি না যে, আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। বানরগণের উপর ন্যস্ত আপনার কার্য্য নষ্ট হইবে না। অক্ষয় সাগর পার হইয়া শীঘ্রই শ্রীসীতাকে দেখিতে পাইবেন।১৫-১৯

হে ভূপতে! শোক ত্যাগ করুন, ক্রোধ অবলম্বন করুন। উদ্যমহীন ক্ষত্রিয় জীবন্মৃত; ক্রোধীকে সকলে ভয় পায়। আপনি সূক্ষ্মবুদ্ধি—আপনি আমাদের সহিত একত্রিত হইয়া ঘোর সমুদ্রের লঙ্ঘনের উপায় চিন্তা করুন। এই সৈন্য সাগর পার হইলে জয়ও নিশ্চিত জানিবেন। মনে করুন—সমুদ্র লঙ্ঘিত হইয়াছে; আপনিও জয় লাভ করিয়াছেন। রণকুশল ও ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ এই বানরগণ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ দ্বারা সেই শত্রুগণকে সংহার করিবে। হে শত্রুনিষূদন শ্রীরাম! যদি কোন প্রকারে বরুণালয় সাগরের পরপার দেখিতে পাই, তাহা হইলে রাবণ যুদ্ধে নিহত—মনে করিতে পারি। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই—আপনি সর্বপ্রকারে বিজয়ী হইবেন। কারণ শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া আমার মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ।২০-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য হনুমৎসমীপে লঙ্কায়া পরিচয়জিজ্ঞাসা, হনূমত তস্যা বিবরণদানঞ্চ।]

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥১

তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ।
সর্ব্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে ॥২

কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ ব্রবীহি মে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং দর্শনাদিব বানর ॥৩

বলস্য পরিমাণঞ্চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি।
গুপ্তিকর্ম্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ ॥৪

যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্।
সর্ব্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন সর্ব্বথা কুশলো হ্যসি ॥৫

শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাব্রবীৎ ॥৬

শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ।
গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ ॥৭

রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা।
পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্ ॥৮

বিভাগঞ্চ বলৌঘস্য নির্দ্দেশং বাহনস্য চ।
এবমুক্ত্বা হরিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥৯

প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা।
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা ॥১০

বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ।
দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥১১

তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[হনুমানের নিকট শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কার পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং হনুমান্ কর্তৃক তাহার বিবরণদান।]

কাকুৎস্থ শ্রীরাম সুগ্রীবের তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন—আমি তপোবলে সেতুনির্মাণে, সমুদ্র-শোষণে ও সাগরলঙ্ঘনে সকলরকমে সমর্থ। হে বানর! দুর্গম লঙ্কায় কতগুলি দুর্গ আছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি স্পষ্ট বিবরণ দাও।১-৩

রাবণের সৈন্যের পরিমাণ; দ্বার সকলের দুর্গমতার সাধনসকল, পরিখাদির সংখ্যা, রাক্ষসগণের গৃহসকল তুমি অনায়াসে ও ভালভাবে দেখিয়াছ। তুমি যথাযথ ভাবে আমায় সব বল। তোমার সর্বতোভাবে বর্ণনা সামর্থ্য আছে।৪-৫

শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করত বাগ্মীশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—রাজন্! শ্রবণ করুন—আপনি লঙ্কার দুর্গনির্মাণপদ্ধতি, রক্ষাব্যবস্থা, রাক্ষসদের বিক্রমাদি, রাবণের প্রভাব এবং রাবণের প্রতি প্রীতি, লঙ্কার সমৃদ্ধি, সমুদ্রের ভয়ঙ্করতা, পদাতিকের সংখ্যা ও বিভাগ এবং বাহন সংখ্যা—এই সব বিষয় আপনাকে বলিতেছি। এই কথা বলিয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন।৬-৯

সেই লঙ্কা হর্ষ ও আমোদপ্লুতা, মদমত্ত হস্তি-সমাকুলা, অসংখ্য রথযুক্তা, রাক্ষসগণের বাসভূমি। মহাপরিঘ যুক্ত ও (অর্গল) দৃঢ় কপাটবদ্ধ ইহার চারিটি দ্বার আছে। সেই দ্বারে দৃঢ় ও মহৎ ইষূপল যন্ত্র সকল স্থাপিত আছে। সেই সকল যন্ত্র দ্বারা আক্রমণকারী

দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ ॥১৩
সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ ।
মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তাবিরচিতান্তরঃ ॥১৪
সর্ব্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ ।
অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ ॥১৫
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥১৬
ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি ।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্য্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ ॥১৭
একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিস্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ ॥১৮
স্বয়ং প্রকৃতিমাপন্নো যুযুৎসূ রাম রাবণঃ ।
উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে ॥১৯
লঙ্কা পুনর্নিরালম্বা দেবদুর্গভয়াবহা ।
নাদেয়ং পার্ব্বতং বান্যং কৃত্রিমঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥২০
স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব ।
নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২১
শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পুর্দ্দেবপুরোপমা ।
বাজি-বারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জয়া ॥২২
পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥২৩
অযুতং রাক্ষসামত্র পূর্ব্বদ্বারং সমাশ্রিতম্ ।
শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্ব্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ ॥২৪
নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্ ।
চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ ॥২৫
প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্ ।
চর্ম্মখড়্গধরাঃ সর্ব্বে তথা সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥২৬
ন্যর্ব্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্ ।
রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ ॥২৭
শতশোঽথ সহস্রাণি মধ্যমং স্কন্ধমাশ্রিতাঃ ।
যাতুধানা দুরাধর্ষাঃ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্ ॥২৮

সৈন্যকে আক্রমণ করা হয়। রাক্ষসবীরগণ লৌহসারময়ী ভয়ঙ্কর শত শত শতঘ্নী সাজাইয়া রাখিয়াছে। অন্যের অধৃষ্য মণিমুক্তা-বিদ্রুমাদি খচিত ও স্বর্ণনির্মিত চারিটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার চারিদিকে মৎস্য ও ভীষণ জলজন্তুসমাকুল, শীতল জলপূর্ণ গভীর পরিখা বর্ত্তমান। সেই লঙ্কাপুরীর চারিটি দ্বারে পরিখাতরণার্থ সুপ্রশস্ত সেতুপথ আছে। উহাতে বহু যন্ত্র আছে এবং চারিটি নিকটে বৃহদাকার গৃহসকল অবস্থিত। শত্রুসৈন্য আসিলে যন্ত্রসকল দ্বারা সেতুপথ রক্ষিত ও পরিখার চারিধারে নিক্ষিপ্ত হয়।১০-১৮

ঐ চারিটি পথের মধ্যে অতিসুদৃঢ় ও বৃহৎ সংক্রম আছে; তাহা কাঞ্চনময় বহু স্তম্ভ ও বেদিকার দ্বারা অলঙ্কৃত। হে শ্রীরাম! যুযুৎসু রাবণ শত্রুসৈন্য দেখিবার জন্য সতর্কভাবে সেই সেতুতে অবস্থান করে।১৯

আরও দেখুন—নিরালম্বা ভীতিপ্রদা লঙ্কায় নদী, পর্বত, বন ও কৃত্রিম এই চারিপ্রকার দুর্গ বর্ত্তমান থাকায় দেবতাদিগেরও অগম্য। রাঘব! দুস্তর সাগরের পরপারে লঙ্কা অবস্থিতা। জলযানের ব্যবস্থাও নাই। এই জন্য লঙ্কার সংবাদও কেহই জানেন না। সেই লঙ্কা দুর্গমা, পর্বতশিখরে রচিতা, বহু হস্তী, অশ্ব বলবাহনে সুশোভিতা এবং অমরাবতীর ন্যায় দুর্জ্জয়া। হে রাম! সেই দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী পরিখা, শতঘ্নী ও বহুপ্রকার যন্ত্রদ্বারা পরিশোভিতা। খড়্গ যুদ্ধে পারদর্শী শূলধারী দুর্দ্ধর্ষ দশ হাজার রাক্ষস সৈন্য পূর্বদ্বারে বর্ত্তমান। যুদ্ধকুশল দশলক্ষ রাক্ষস সেনা চতুরঙ্গ বলের সহিত দক্ষিণদ্বারে অবস্থিতি করিতেছে। পশ্চিমদ্বারে সর্বাস্ত্রকুশল খড়্গচর্মধারী প্রযুত সংখ্যক রাক্ষস আছে। সৎকুলজাত রাবণকর্ত্তৃক সম্মানিত দশকোটি রথী অশ্বারোহী রাক্ষস উত্তরদ্বারে অবস্থিত। লঙ্কার মধ্যম স্কন্ধের দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের সংখ্যা করা যায় না। উহাদের সংখ্যা শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটিও হইতে পারে।২০-২৮

তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ।
দগ্ধা চ নগরী লঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতাঃ ॥২৯
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতো রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্ ॥৩০
হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপধার্য্যতাম্।
অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ ॥৩১
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব।
প্লবমানা হি গত্বা তাং রাবণস্য মহাপুরীম্ ॥৩২
সপর্ব্বতবনাং ভিত্ত্বা সখাতাঞ্চ সতোরণাম্।
সপ্রাকারাং সভবনামানয়িষ্যন্তি রাঘব ॥৩৩

এবমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলানাং সর্ব্বসংগ্রহম্।
মুহূর্ত্তেন তু যুক্তেন প্রস্থানমভিরোচয় ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

আমি সেতুপথগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, পরিখাসকল পূরিত করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, প্রাচীরসকল পাতিত করিয়াছি, বিশাল রাক্ষস সৈন্যের এক চতুর্থাংশ সংহার করিয়াছি। যে কোন প্রকারে যদি আমরা সমুদ্র পার হইতে পারি, তাহা হইলে "লঙ্কা বিনষ্ট"—ইহা বানরগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে। অঙ্গদ দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল লঙ্কা বিজয়ের পক্ষে যথেষ্ট; অবশিষ্ট সৈন্যের কি প্রয়োজন? হে রাঘব! অঙ্গদাদি আমরা আকাশ-পথে রাবণের মহাপুরী লঙ্কায় গমন করিব এবং পর্বত, বন পরিখা, প্রাচীর, তোরণ ও গৃহসকলের সহিত লঙ্কাকে নষ্ট করিয়া সীতামাতাকে আনিয়া দিব। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সৈন্যদিগের সর্বসংগ্রহের আদেশ দিন এবং শুভমুহূর্তে যাত্রার আদেশ করুন।২৯-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থঃ সর্গঃ

[বানরসেনাভিঃ সহ শ্রীরামাদীনাং প্রস্থানম্, সমুদ্রতটোপরি তেষামেকত্র সমাবেশশ্চ।]

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১
যন্নিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ।
ক্ষিপ্রমেতাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়।
যুক্তো মুহূর্ত্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ ॥৩
সীতাং হৃত্বা তু তদ্ যাতু ক্কাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ।
সীতা শ্রুত্বা তু যানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।
জীবিতান্তেঽমৃতং স্পৃষ্ট্বা পীত্বা বিষমিবাতুরঃ ॥৪
উত্তরা ফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্ব্বানীকসমাবৃতাঃ ॥৫
নিমিত্তানি চ পশ্যামি যানি প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
নিহত্য রাবণং সখ্যে হ্যানয়িষ্যামি জানকীম্ ॥৬
উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিদং মম।
বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্ ॥৭
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা পুনরপ্যর্থকোবিদঃ ॥৮
অগ্রে যাতু বলস্যাস্য নীলো মার্গমবেক্ষিতুম্।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্ ॥৯
ফলমূলবতা নীল শীতকাননবারিণা।
পথা মধুমতা চাশু সেনাং সেনাপতে নয় ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[বানরসেনাগণের সহিত শ্রীরামাদির প্রস্থান ও সমুদ্রতটে তাঁহাদিগের একত্র সমাবেশ।]

সত্যপরাক্রম মহাতেজা শ্রীরাম যথানুপূর্বিক হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন—হনুমান্! তুমি যে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের পুরীর বর্ণনা করিলে সেই লঙ্কাপুরী অচিরে ধ্বংস করিব—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। হে সুগ্রীব! তোমরা এখন-ই অভিযানের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। সূর্যদেব মধ্যগগনে আসিয়াছেন; অতএব বিজয়* মুহূর্ত্তে যাত্রা করা বিধেয়।১-৩

রাবণ সীতা হরণ করিয়া প্রাণ লইয়া কোথাও পলাইতে পারিবে না। সীতাও আমার অভিযানের কথা শুনিয়া (মিলনের) আশায় জীবন ধারণ করিবে। হে সুগ্রীব! যেমন পীড়িত বা মৃত ব্যক্তি অমৃত প্রাপ্তিতে জীবন লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র (সাধক-তারা), কাল হস্তা নক্ষত্র হইবে; অতএব আজ-ই আমরা সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিব। শুভলক্ষণসকল দৃষ্ট হওয়ায় আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে গৃহে আনয়ন করিব। আমার দক্ষিণ-নয়নের উপরিভাগ বারংবার নৃত্য করিয়া বিজয়প্রাপ্তি ও ইষ্টসিদ্ধির সূচনা করিতেছে। শ্রীরামের এই বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বহুমান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—সেনাপতি নীল বেগশালী এক লক্ষ বানর সেনার সহিত পথ অন্বেষণের জন্য অগ্রে গমন করুক। হে নীল! যে পথে উত্তম ফলমূল, শীতল জল, বনচ্ছায়া বর্ত্তমান, এইরূপ পথে শীঘ্র চল। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথের ফল ও জল দূষিত করিয়া রাখিতে পারে—এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করিবে। বানর সৈন্যগণ যেন নিম্নভূমি বনদুর্গ প্রভৃতিতে শত্রুসৈন্য আত্মগোপন করিয়াছে কিনা

* দিবসের দ্বিপ্রহর সময়কে 'অভিজিৎ' মুহূর্ত বলে। এই সময়কে 'বিজয়' মুহূর্তও বলে। সেইজন্য এই সময়ে যুদ্ধযাত্রা উত্তম বলিয়া মানিতে হয়। যদ্যপি 'ভুক্তৌ দক্ষিণযাত্রায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দ্বিজন্মনি! আধানে চ ধ্বজারোহে মৃত্যুদঃ স্যাৎ সদাভিজিৎ॥' জ্যোতিবরত্নাকরের এই বচনানুযায়ী উক্ত মুহূর্তে যাত্রা নিষিদ্ধ, তথাপি কিষ্কিন্ধা হইতে লঙ্কা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে হওয়ার কারণ ঐ দোষ এইস্থলে হইবে না।

দূষয়েয়ুর্দুরাত্মানঃ পথি মূলফলোদকম্ ।
রাক্ষসাঃ পথি রক্ষেথাস্তেভ্যস্তং নিত্যমুদ্যতঃ ॥১১
নিম্নেষু বনদুর্গেষু বনেষু চ বনৌকসঃ ।
অভিপ্লুত্যাভিপশ্যেয়ুঃ পরেষাং নিহিতং বলম্ ॥১২
যত্তু ফল্গু বলং কিঞ্চিত্তদত্রৈবোপপদ্যতাম্ ।
এতদ্ধি ঘোরং কৃত্যং নো বিক্রমেণ প্রযুজ্যতাম্ ॥১৩
সাগরৌঘনিভং ভীমং মহানীকং মহাবলাঃ (ক) ।
কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্তু শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৪
গজশ্চ গিরিসঙ্কাশো গবয়শ্চ মহাবলঃ ।
গবাক্ষশ্চাগ্রতো যান্তু গবং দৃপ্তা ইবর্ষভঃ ॥১৫
যাতু বানরবাহিন্যা বানরঃ প্লবতাং পতিঃ ।
পালয়ন্ দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো বানরর্ষভঃ ॥১৬
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ ।
যাতু বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ ॥১৭
যাস্যামি বলমধ্যেঽহং বলৌঘমভিহর্ষয়ন্ ।
অধিরুহ্য হনূমন্তমৈরাবতমিবেশ্বরঃ ॥১৮

অঙ্গদেনৈব সংযাতু লক্ষ্মণশ্চান্তকোপমঃ ।
সার্ব্বভৌমেন ভূতেশো দ্রবিণাধিপতির্যথা ॥১৯
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ ।
ঋক্ষরাজো মহাবাহুঃ কুক্ষিং রক্ষন্তি তে ত্রয়ঃ ॥২০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ ।
ব্যাদিদেশ মহাবীর্য্যো বানরান্ বানরর্ষভঃ ॥২১
তে বানরগণাঃ সর্ব্বে সমুৎপত্য মহৌজসঃ ।
গুহাভ্যঃ শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা ॥২২
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ ।
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৩
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি ।
বারণাভৈশ্চ হরিভির্যযৌ পরিবৃতস্তদা ॥২৪
তং যান্তমনুযাতি স্ম মহতী হরিবাহিনী ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ ॥২৫
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ।
ক্ষ্বেলন্তো নিনদন্তশ্চ জগ্মুর্বৈ দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৬

তাহা লম্ফাদির দ্বারা পরীক্ষা করে। এই সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা বাল্য ও বার্দ্ধক্যহেতু দুর্বল, তাহারা কিষ্কিন্ধাতে-ই থাকুক। কারণ—যুদ্ধ ব্যাপারটি ঘোরতর, অতএব বলশালী সেনাগণই যাত্রা করুক। শত শহস্র মহাবল বানরসিংহগণ এই মহাসাগরতুল্য ভয়ঙ্কর বানরসেনা সঞ্চালন করুক। গিরিতুল্য গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ মদগর্বিত গোবৃষভের ন্যায় সেনাগণের অগ্রগামী হউক ।৪-১৫

লম্ফপ্রদানকারিগণের অগ্রগণ্য বানরপুঙ্গব ঋষভ দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করত চলুক। গন্ধহস্তীর মত দুর্দ্ধর্ষ বেগবান্ গন্ধমাদন বানরসেনার বামভাগ রক্ষা করিয়া চলুক। ইন্দ্র যেমন ঐরাবতে আরোহণ করে, তদ্রূপ আমি হনুমানের স্কন্ধে চড়িয়া সেনামধ্যে অবস্থান করত সৈন্যগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে চলিব। সার্বভৌমনামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া যক্ষরাজ

পাঠান্তর :—(ক)—অগ্রানীকং মহাবলঃ।

কুবের যেমন গমন করেন, সেইরূপ যমতুল্য লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করুক। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, মহাবাহু সুষেণ ও বেগদর্শী—এই তিনজন সেনাগণের কুক্ষিদেশ রক্ষা করুক ।১৬-২০

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল সেনাপতি সুগ্রীব যথোচিত আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই মহাবল বানরসকল লম্ফপ্রদান করিতে করিতে গুহা ও শিখর হইতে শীঘ্র বাহির হইতে আরম্ভ করিল ।২১-২২

তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অযুত অযুত কোটি কোটি হস্তিসদৃশ বানরগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন ।২৩-২৪

সুগ্রীব পালিত সেই বিশাল বানরবাহিনী হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইয়া শ্রীরামের অনুসরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানর সেনাগণের রক্ষার জন্য চতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করত, কেহ কেহ পথাদি নিরাপত্তা পরীক্ষা

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মধুনি চ ফলানি চ।
উদ্বহন্তো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ ॥২৭
অন্যোন্যং সহসা দৃপ্তা নির্ব্বহন্তি ক্ষিপন্তি চ।
পতন্তশ্চোৎপতন্ত্যন্যে পাতয়ন্ত্যপরেঽপরান্ ॥২৮
রাবণো নো নিহন্তব্যঃ সর্ব্বে চ রজনীচরাঃ।
ইতি গর্জ্জন্তি হরয়ো রাঘবস্য সমীপতঃ ॥২৯
পুরস্তাদৃষভো বীরো নীলঃ কুমুদ এব চ।
পন্থানং শোধয়ন্তিস্ম বানরৈর্বহুভিঃ সহ ॥৩০
মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ।
বলিভির্বহুভির্ভীমৈর্বৃতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৩১
হরিঃ শতবলির্বীরঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সর্ব্বামেকো হ্যবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্ ॥৩২
কোটীশতপরীবারঃ কেশরী পনসো গজঃ।
অর্কশ্চাতিবলঃ পার্শ্বমেকং তস্যাভিরক্ষতি ॥৩৩

সুষেণো জাম্ববাংশ্চৈব ঋক্ষৈর্বহুভিরাবৃতৌ।
সুগ্রীবং পুরতঃ কৃত্বা জঘনং সংররক্ষতুঃ ॥৩৪
তেষাং সেনাপতির্বীরো নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
সমন্তাৎ প্লবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্বলং পর্য্যবারয়ৎ ॥৩৫
দরীমুখঃ প্রজঙ্ঘশ্চ জম্ভোঽথ রভসঃ কপিঃ।
সর্ব্বতশ্চ যযুর্বীরাস্ত্বরয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্ ॥৩৬
এবং তে হরিশার্দ্দূলা গচ্ছন্তি বলদর্পিতাঃ।
অপশ্যন্ত গিরিশ্রেষ্ঠং সহ্যং দ্রুমশতাকুলম্ ॥৩৭
সরাংসি চ প্রফুল্লানি তটাকানি বরাণি চ।
রামস্য শাসনং জ্ঞাত্বা ভীমকোপস্য ভীতবৎ ॥৩৮
বর্জ্জয়ন্নগরাভ্যাসাংস্তথা জনপদানপি।
সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্বানরবলং মহৎ ॥৩৯
নিঃসসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষামবার্ণবম্।
তস্য দাশরথেঃ পার্শ্বে শূরাস্তে কপিকুঞ্জরাঃ ॥৪০

করিয়া, কেহ বা সিংহনাদ, কেহ বা চিৎকার পূর্বক সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ফলসকল ভক্ষণ এবং মঞ্জরীপুষ্প অলঙ্কৃত বিশাল বৃক্ষ উদ্‌বহন করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। উহারা কখনও সহসা বলদৃপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বহন ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূমিতে পড়িতে, লাফাইতে এবং খেলিতে লাগিল। আমরা 'রাবণ ও অপর সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিব।'—এই বলিয়া শ্রীরামসমীপে বানরগণ গর্জন করিতে লাগিল। বীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ বহু বানরগণের সহিত পথসকল সংস্কার করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল।২৫-৩০

এই সেনাদলের মধ্যস্থলে কপিরাজ সুগ্রীব এবং শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ অসংখ্য বানরবীরে বেষ্টিত হইয়া চলিলেন। বীর শতবলি দশ কোটি বানরসেনায় পরিবৃত হইয়া একাকী সেই বাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল। শতকোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া মহাবল কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক সেই সেনা পার্শ্বরক্ষা করত যাইতে লাগিল।৩১-৩৩

মহাবল সুষেণ ও জাম্ববান্ সুগ্রীবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বহু ঋক্ষসৈন্য সমভিব্যবহারে বাহিনীর জঘন দেশ রক্ষা করিয়া চলিল। বানরসিংহ সেনাপতি নীল ইতস্তত লম্ফপ্রদানকারী বানরদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ এবং শরভ সেনাগণকে সর্বতোভাবে বেগে চালনা করিতে লাগিল। এইরূপ গমন করিতে করিতে সেই বানর-শার্দ্দূলগণ শত শত বৃক্ষশোভিত পর্বতশ্রেষ্ঠ সহ্য, প্রস্ফুটিত পদ্মযুক্ত সরোবর এবং মনোরম তড়াগসকল দেখিতে পাইল। বানরগণ ভীমকোপ রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে নগর বা লোকালয়ের নির্জ্জন দিয়াও যাইতে সাহস করিল না। মহাসমুদ্রের মত ভয়ঙ্কর বিশাল বানরগণ ভয়ানক গর্জনকারী মহাসাগরের ন্যায় পর্বত হইতে বাহির হইল। সেই বীর কপি-কুঞ্জরগণ সুসারথিচালিত উত্তম অশ্বের ন্যায় লম্ফপ্রদান পূর্বক দ্রুত শ্রীরামপার্শ্বে উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন হনুমান্ ও অঙ্গদের স্কন্ধস্থিত শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ শুভগ্রহযুক্ত (শুক্র ও বৃহস্পতি যুক্ত) সূর্য্য ও চন্দ্রের

তূর্ণমাপুপ্লবুঃ সর্ব্বে সদশ্বা ইব চোদিতাঃ।
কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে নরর্ষভৌ ॥৪১
মহদ্ভ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রহাভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করৌ।
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ ॥৪২
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্।
তমঙ্গদগতো রামং লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা ॥৪৩
উবাচ পরিপূর্ণার্থং পূর্ণার্থপ্রতিভানবান্।
হৃতামবাপ্য বৈদেহীং ক্ষিপ্রং হত্বা চ রাবণম্ ॥৪৪
সমৃদ্ধার্থঃ সমৃদ্ধার্থামযোধ্যাং প্রতিযাস্যসি।
মহান্তি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাঘব ॥৪৫
শুভানি তব পশ্যামি সর্ব্বাণ্যেবার্থসিদ্ধয়ে।
অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাং মৃদুহিতঃ সুখঃ ॥৪৬
পূর্ণবল্গুস্বরাশ্চামী প্রবদন্তি মৃগদ্বিজাঃ।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা বিমলশ্চ দিবাকরঃ ॥৪৭
উশনাশ্চ প্রসন্নার্চ্চিরনু ত্বাং ভার্গবো গতঃ।
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্চ্চিষ্মন্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবং সর্ব্বে প্রদক্ষিণম্ ॥৪৮
ত্রিশঙ্কুর্ব্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ।
পিতামহঃ পুরোঽস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৪৯
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে।
নক্ষত্রং পরমস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৫০
নৈর্ঋতং নৈর্ঋতানাঞ্চ নক্ষত্রমতিপীড্যতে।
মূলো মূলবতা স্পৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা ॥৫১
সর্ব্বং চৈতদ্বিনাশায় রাক্ষসানামুপস্থিতম্।
কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্ ॥৫২
প্রসন্নাঃ সুরসাশ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ।
প্রবান্তি নাধিকা গন্ধা যথর্ত্তুকুসুমা দ্রুমাঃ ॥৫৩
ব্যূঢানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেঽধিকং প্রভো।
দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।
এবমার্য্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি ॥৫৪
ইতি ভ্রাতরমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।
অথাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী ॥৫৫
ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্নখ-দংষ্ট্রায়ুধৈরপি।
করাগ্রৈশ্চরণাগ্রৈশ্চ বানরৈরুদ্ধৃতং রজঃ ॥৫৬

শোভা ধারণ করিলেন। তারপর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সুপূজিত হইয়া ধর্মাত্মা শ্রীরাম সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। অঙ্গদস্কন্ধস্থিত লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং পূর্ণকাম শ্রীরামকে মঙ্গলময়ী বাণী বলিলেন—রঘুনাথ! আমরা শীঘ্রই রাবণ বধ করিয়া শ্রীসীতামাতার উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইব এবং ধন-জন পূর্ণ অযোধ্যায় ফিরিব। হে রাঘব! আকাশে ও পৃথিবীতে আপনার কার্য্যসিদ্ধির নির্দেশক শুভ সুমহৎ লক্ষণসকল দেখিতে পাইতেছি। দেখুন, সুখস্পর্শে মৃদুবায়ু সেনাগণের অনুকূলে বহিতেছে।৩৪-৪৬

পশুপক্ষীগণ সুস্বরে কূজন করিতেছে। দিক্‌সকল প্রসন্ন, দিবাকর নির্মল কিরণ দিতেছেন। প্রসন্নকিরণ ভৃগুনন্দন শুক্র আপনার পশ্চাতে উত্থিত হইয়াছেন। সপ্তর্ষিগণ শোভা পাইতেছেন, ঐস্থানে প্রসন্ন ধ্রুব নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। শুদ্ধ ও প্রকাশমান সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবকে দক্ষিণে রাখিয়া পরিক্রমা করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু-পিতামহ মহাত্মা রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত আমাদের পুরোভাগে বিমল কিরণ দান করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের পরম হিতকারী বিমল বিশাখা নক্ষত্রদ্বয় নিরুপদ্রব হইয়া (মঙ্গলাদি দুষ্ট গ্রহের আক্রমণ শূন্য হইয়া) প্রকাশিত হইতেছে। মূলা নক্ষত্র রাক্ষসদিগের হিতকারী—উহার দেবতা নির্ঋতি। ধূমকেতু ঐ নক্ষত্রকে পীড়িত ও সন্তাপিত করিতেছে। এই সব লক্ষণ রাক্ষসদিগের বিনাশকালের সূচনা করিতেছে। কারণ—যাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তাহাদিগের-ই নক্ষত্র সময়ানুসারে গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়।৪৭-৫২

সরোবরের জল প্রসন্ন ও সুপেয় এবং অকালে বৃক্ষ সকল ফলবান্ হইতেছে। সুগন্ধ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে। বৃক্ষসকল ঋতু অনুসারে পুষ্পিত হইয়াছে। প্রভো!

ভীমমন্তর্দ্দধে লোকং নির্বার্য্য সবিতুঃ প্রভাম্।
সপর্ব্বতবনাকাশাং দক্ষিণাং হরিবাহিনী ॥৫৭
ছাদয়ন্তী যযৌ ভীমা দ্যামিবাম্বুদসন্ততিঃ।
উত্তরন্ত্যাস্তু সেনায়াং সন্ততং বহুযোজনম্ ॥৫৮
নদী স্রোতাংসি সর্ব্বাণি সস্যন্দুর্বিবপরীতবৎ।
সরাংসি বিমলাম্ভাংসি দ্রুমাকীর্ণাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥৫৯
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ।
মধ্যেন চ সমন্তাচ্চ তির্য্যক্ চাধশ্চ সাবিশৎ ॥৬০
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
তে হৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্মারুতরংহসঃ ॥৬১
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
হর্ষ-বীর্য্য-বলোদ্রেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥৬২
যৌবনোৎসেকজান্ দর্পান্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি।
তত্র কেচিদ্ দ্রুতং জগ্মুরুৎপেতুশ্চ তথাপরে ॥৬৩
কেচিৎ কিলকিল্লাং চক্রুর্ব্বানরা বারণোপমাঃ।
প্রাস্ফোটয়ংশ্চ পুচ্ছানি সন্নিজঘ্নুঃ পদান্যপি ॥৬৪
ভুজান্ বিক্ষিপ্য শৈলাংশ্চ দ্রুমানন্যে বভঞ্জিরে।
আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গাণি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ ॥৬৫
মহানাদান্ প্রমুঞ্চন্তঃ ক্ষ্বেড়ামন্যে প্রচক্রিরে।
ঊরুবেগৈশ্চ মমৃদুর্লতাজালান্যনেকশঃ ॥৬৬
জৃম্ভমাণাশ্চ বিক্রান্তা বিচিক্রীড়ুঃ শিলাদ্রুমৈঃ।
ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৭
বানরাণাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎপরিবৃতা মহী।
সা স্ম যাতি দিবারাত্রং মহতী হরিবাহিনী ॥৬৮
প্রহৃষ্টমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ।
বানরাস্ত্বরিতা যান্তি সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
প্রমোক্ষয়িষবঃ সীতাং মুহূর্ত্তং কাপি নাবসন্ ॥৬৯
ততঃ পাদপসম্বাধং নানাবনসমাযুতম্।
সহ্যপর্ব্বতমাসাদ্য বানরাস্তে সমারুহন্ ॥৭০
কাননানি বিচিত্রাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
পশ্যন্নভিযযৌ রামঃ সহ্যস্য মলয়স্য চ ॥৭১

ব্যূহবদ্ধ বানরসেনার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তারকাসুরের যুদ্ধে দেবসেনার ন্যায় বানরসৈন্যগণ উৎসাহসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। হে আর্য্য! এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া আপনার প্রসন্ন হওয়া উচিত। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামকে এরূপ আশ্বাস দিলেন; সেই সময়ের মধ্যেই বানরসৈন্য সুবিস্তীর্ণ ভূমিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল।৫৩-৫৫

তখন নখ দন্তায়ুধ সেই ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছগণের হস্ত এবং পদাগ্রনিক্ষিপ্ত ধূলিসমূহ সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত করত সমগ্র দক্ষিণদেশ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন মেঘমালা আকাশকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইরূপ বানরসৈন্য পর্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক্‌কে সমাচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। বহু যোজনবিস্তৃত সেই বানরসৈন্যের বেগে নদী উত্তরণকালে স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই ভাবে সেই বিশাল বানরবাহিনী নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সরোবর, বৃক্ষাকীর্ণ গিরি, সমতল প্রদেশসকল এবং ফলপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। পবনের ন্যায় বেগশালী সেই কপিগণের মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাদের পরাক্রম স্বতঃই প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহারা পরস্পর হর্ষ, বল, বিক্রম ও যৌবনোচিত দর্পচিহ্ন দেখাইতে লাগিল। সেই বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ অতি দ্রুতবেগে কেহবা শূন্যমার্গে যাইতে লাগিল; কেহ বা হর্ষসূচক কিল কিল শব্দ করিতে লাগিল। কেহবা ভূমিতে লাঙ্গুলসঞ্চালন, কেহ বা পাদস্ফালন, কেহবা হস্ত প্রসারণ পূর্বক পর্বত বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। কেহবা ভয়ঙ্কর গর্জন পূর্বক শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। কেহবা মুখব্যাদন করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহবা ঊরুদেশের দ্বারা বিবিধ লতাজাল ছিন্ন করত শীলা ও বৃক্ষ লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল।

চম্পকাংস্তিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিন্ধুবারকান্।
তিনিশান্ করবীরাংশ্চ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥৭২
অঙ্কোলাংশ্চ করঞ্জাশ্চ প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-তিন্দুকান্।
জম্বুকামলপুন্নাগান্ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥৭৩
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্ ॥৭৪
মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
ষট্‌পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু ॥৭৫
অধিকং শৈলরাজস্তু ধাতুভিঃ সুবিভূষিতঃ।
ধাতুভ্যঃ প্রসৃতো রেণুর্বায়ুবেগেন ঘট্টিতঃ ॥৭৬
সুমহদ্বানরানীকং ছাদয়ামাস পর্ব্বতঃ।
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু সর্ব্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতাঃ ॥৭৭
কেতক্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৭৮
চিরিবিল্বা মধুকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
রঞ্জকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৭৯
চূতাঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
মুচুলিন্দার্জ্জুনাশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্তথা ॥৮০
হিন্তালাস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্তথা।
নীলাশোকাশ্চ সরলা অঙ্কোলাঃ পদ্মকাস্তথা ॥৮১
প্রীয়মাণৈঃ প্লবঙ্গৈস্তু সর্বে পর্যাকুলীকৃতাঃ
বাপ্যস্তস্মিন্ গিরৌ রম্যাঃ পল্বলানি তথৈব চ ॥৮২
চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণ্ডবনিষেবিতাঃ।
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সঙ্কীর্ণা বরাহ-মৃগসেবিতাঃ ॥৮৩
ঋক্ষৈস্তরক্ষুভিঃ সিংহৈঃ শার্দ্দূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥৮৪
পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা।
বারিজৈর্ব্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ রম্যাস্তত্র জলাশয়াঃ ॥৮৫

এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটি ভীমকায় বানরে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইল। ঈদৃশ হৃষ্ট, যুদ্ধার্থী ও সুগ্রীবপালিত সেই বানরসৈন্যগণ সীতাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় কোন স্থানে একমুহূর্ত্তও বিশ্রাম না লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।৫৬-৬৯

তদনন্তর সেই বানরসকল বিবিধ কাননে অলঙ্কৃত সহ্যপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার শিখরে আরোহণ করিল। শ্রীরামচন্দ্র সহ্য ও মলয়পর্বতের মনোরম কানন, নদী ও ঝরণাপঙ্ক্তের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। সেই সময় বানরগণ সেই দুই পর্বতস্থ চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্ধুবার, তিনিশ, করবী, অঙ্কুশ, করঞ্জ, প্লক্ষ, বট, তিন্দুক, জম্বুক, আমলকী এবং পুন্নাগ বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। মনোরম পর্বতস্থিত নানাজাতীয় বনতরুসকল বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া কপি সৈন্যগণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল।৭০-৭৪

মধুসুরভিত সেই অরণ্যভূমিতে সুমধুর গুঞ্জনকারী ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত, সুখস্পর্শ, সুশীতল চন্দনগন্ধ শীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৈলরাজ সহ্য ধাতুসমূহে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত ছিল এবং তৎকালে বায়ুবেগে ধাতুসমূহের রেণু সঞ্চালিত হইয়া সেই মহতী বানরবাহিনীকে সমাচ্ছাদিত করিল। মনোরম গিরিপ্রস্থে বহু কুসুমিত কেতকী সিন্ধুবার, নবমল্লিকা, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, স্থলপদ্ম, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলিক, রক্ত কাঞ্চন, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, গিরিমল্লিকা, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, নীলাশোক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্মক প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল পুষ্পিত হইয়াছিল।৭৫-৮১

অত্যন্ত আনন্দিত বানরগণ বৃক্ষ ও লতাসকল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল সেই পর্বতে স্থানে স্থানে বহু রমণীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় ছিল। চক্রবাক, কারণ্ডব, জল-কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ, বরাহ, মৃগ, ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল এবং ভীমকায় অসংখ্য নাগগণ কর্ত্তৃক সেই জলাশয়সকল অধ্যাসিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। প্রস্ফুটিত সৌগন্ধযুক্ত কুমুদ, কহ্লার, কমল ও নানাজাতীয় মনোহর জলজপুষ্প অলঙ্কৃত সেই জলাশয়সকলের তটদেশে বহু

তস্য সানুষু কূজন্তি নানাদ্বিজগণাস্তথা।
স্নাত্বা পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীড়ন্তি বানরাঃ ॥৮৬
অন্যোন্যং প্লাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি মূলানি কুসুমানি চ ॥৮৭
বভঞ্জুর্বানরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ।
দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লম্বমানানি বানরাঃ ॥৮৮
যযুঃ পিবন্তো হৃষ্টাস্তে মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
পাদপানবভঞ্জন্তো বিকর্ষন্তস্তথা লতাঃ ॥৮৯
বিধমন্তো গিরিবরান্ প্রযযুঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বৃক্ষেভ্যোঽন্যে তু কপয়ো নন্দন্তো মধুদর্পিতাঃ ॥৯০
অন্যান্ বৃক্ষান্ প্রপদ্যন্তে প্রপতন্ত্যপি চাপরে।
বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কলমকেদারৈঃ পক্কৈরিব বসুন্ধরা ॥৯১
তং সহ্যং সমভিক্রম্য মলয়ঞ্চ মহাগিরিম্।
মহেন্দ্রমথ সম্প্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ ॥৯২
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্।
ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাত্মজঃ ॥৯৩

জাতীয় পক্ষিসকল কূজন করিতেছিল। বানরগণ জলাশয়সকলে স্নান ও জলপান করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বাতকগুলি বানর পরস্পর পরস্পরকে জলক্ষেপণ করিতে লাগিল। কতকগুলি বানর পর্বতে আরোহণ করিয়া তরুসমূহের অমৃততুল্য ফলমূল এবং ফলসমূহ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ মদমত্ত বানরসকল দ্রোণপরিমাণ মধুযুক্ত মৌচাক সকল হইতে মধুপান করত আনন্দিত হইয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন বানর মধুপানে তৃপ্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর আরোহণ ও অবরোহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ বানরশিরোমণিগণে পরিব্যাপ্ত সেই প্রদেশ কলম ধান্য পূর্ণ ক্ষেত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল।৮২-৯১

কূর্ম্ম-মীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্।
আসেতুরানুপূর্ব্ব্যেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ॥৯৪
অবরুহ্য জগামাশু বেলাবনমনুত্তমম্।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৯৫
অথ ধৌতোপলতলাং তোয়ৌঘৈঃ সহসোত্থিতৈঃ।
বেলামাসাদ্য বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ ॥৯৬
এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।
ইহেদানীং হি চিন্তা সা যা নঃ পূর্বমুপস্থিতা ॥৯৭
অতঃপরমতীরোঽয়ং সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ।
ন চায়মনুপায়েন শক্যস্তরিতুমর্ণবঃ ॥৯৮
তদিহৈব নিবেশোঽস্তু মন্ত্রঃ প্রস্তূয়তামিহ।
যথেদং বানরবলং পরং পারমবাপ্নুয়াৎ ॥৯৯
ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্শিতঃ।
রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা ॥১০০
সর্বাঃ সেনা নিবেশ্যন্তাং বেলায়াং হরিপুঙ্গব।
সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে ॥১০১
স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎসৃজ্য মা চ কশ্চিৎ কুতো ব্রজেৎ।
গচ্ছন্তু বানরাঃ শূরা জ্ঞেয়ং ছন্নং ভয়ঞ্চ নঃ ॥১০২

কমলনয়ন মহাবাহু শ্রীরাম মহেন্দ্র পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষসুশোভিত পর্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর দাশরথি রাম মহেন্দ্রপর্বতের শিখর হইতে কূর্ম ও মৎস্যাদি পূর্ণ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। এইভাবে বানরগণ সহ্য এবং মলয় পর্বত অতিক্রম করত মহেন্দ্রপর্ব্বতের নিকটবর্তী ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রের তটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর ভক্ত-মনোরঞ্জকারিগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করত সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতবেগে মহাসমুদ্রের পরম উত্তম বেলাবনে আগমন করিলেন। অনন্তর জলতরঙ্গধৌত ও উপলশোভিত সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন,—সুগ্রীব! আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছি। সাগরের পরপার গমনবিষয়ে চিন্তা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সেনাং ন্যবেশয়ত্তীরে সাগরস্য দ্রুমাযুতে ॥১০৩
বিররাজ সমীপস্থং সাগরস্য চ তদ্বলম্।
মধুপাণ্ডুজলঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥১০৪
বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ।
নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাঙ্ক্ষমাণা মহোদধেঃ ॥১০৫
তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসন্নাহনিঃস্বনঃ।
অন্তর্ধায় মহানাদমর্ণবস্য প্রশুশ্রুবে ॥১০৬
সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবেণাভিপালিতা।
ত্রিধা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্থপরাভবৎ ॥১০৭
সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্ ॥১০৮
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ ॥১০৯

চণ্ডনক্র-গ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ ॥১১০

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণং তিমি-তিমিঙ্গিলৈঃ ॥১১১
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্ ॥১১২
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ ॥১১৩
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।

দুস্তর সরিৎপতি সাগর উত্তরণের কোন নিশ্চিত উপায় অবলম্বন না করিলে পরপারগমন অসম্ভব। সেইজন্য এই স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করতঃ বানরসৈন্য যাহাতে মহাসাগরের পরপারে যাইতে পারে, তাহার কোন উপায় স্থির করা হউক। সীতাহরণকর্শিত মহাবাহু রাম সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে এইরূপে সেনা সন্নিবেশের আদেশ দিলেন।৯২-১০০

হে কপিশ্রেষ্ঠ! সমস্ত বানরসেনাকে বেলাভূমিতে সন্নিবেশিত কর। এখন আমাদের সাগরলঙ্ঘনের উপায় চিন্তার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন কোন সেনাপতি কোন কারণে নিজ নিজ সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যেন না যায়। সমস্ত বানরসেনা রক্ষার জন্য সকলে নিজ নিজ স্থান অধিকার করুক। এখানে আমাদিগের অজ্ঞাত রাক্ষসীমায়াকৃত ভয়ের হেতু বর্ত্তমান—এবিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বৃক্ষশোভিত সাগরের তীরে সেনাসন্নিবেশ স্থাপন করিলেন। সমুদ্রের তীরবর্তী মধু-পিঙ্গলবর্ণ সেই বিশাল বানরসেনা জলপূর্ণ সাগরের শোভা ধারণ করিল। তখন শ্রেষ্ঠ বানরগণ সাগরের তটে উপস্থিত হইয়া সাগরপারের ইচ্ছায় সন্নিবিষ্ট হইল। সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর শব্দ (নিস্বন) মহাসমুদ্রের মহানাদকে বিলুপ্ত করিল। সুগ্রীবদ্বারা সুরক্ষিত ঐ বিশাল বানরসেনা রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সেই বিশাল বানরবাহিনী মহা-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত মহার্ণবের শোভা আনন্দের সহিত দেখিতে লাগিল—দূরপার সাগর রাক্ষসগণের আবাস; মধ্যে কোন আশ্রয় নাই, কুম্ভীরাদি ভয়ঙ্কর জলচরগণ তথায় বিচরণ করায় সাগরকে ভীষণতর করিয়াছে। প্রদোষে ফেনপুঞ্জ অলঙ্কৃত হওয়ায় সাগর যেন হাসিতেছে, তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় যেন নৃত্য করিতেছে, প্রতি তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রচণ্ড বায়ুতুল্য গতিশীল তিমি-তিমিঙ্গিল প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সাগর প্রদীপ্ত ফণাধারী ভুজঙ্গকুল পরিব্যাপ্ত বিশালকায় জলচর এবং নানা পর্ব্বতে সমাকীর্ণ, অত্যন্ত দুর্গম, দুস্তর পারাপারপথহীন এবং অসুরগণের বাসস্থল। মকর এবং জলনাগগণের ফণামণ্ডলপূর্ণ জলরাশি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া আনন্দে কখন উৎক্ষিপ্ত কখনও বা নিপতিত হইতেছিল। সেই রাক্ষসনিবাস পাতালস্পর্শী

অগ্নিচূর্ণামিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্ ।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা ॥১১৪
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্ ।
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥১১৫
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা ।
তাদৃগ্‌রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে ॥১১৬
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ ।
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ ॥১১৭
অন্যোন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ ।
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্য ইবাহবে ॥১১৮
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা ।
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্ ॥১১৯
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্ ।
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্ম্মিভিঃ ॥১২০
ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশু স্থিতাঃ ।
ভ্রান্তোর্ম্মিজালসন্নাদং প্রলোলমিব সাগরম্ ॥১২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

ভয়ঙ্কর মহাসাগরে যে সকল জলসর্প ছিল, তাহাদের মস্তকস্থিত মণির কিরণ জলে পতিত হওয়ায় মনে হইতেছিল যেন জলোপরি অগ্নিকণাসকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।১০১-১৪

সাগর আকাশের এবং আকাশ সাগরের শোভা ধারণ করায় আকাশ এবং সাগরের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছিল না। জলরাশি আকাশে মিলিত হইয়াছে, আকাশ সাগর জলে মিলিত হইয়াছে। আকাশে অসংখ্য তারা শোভা পাইতেছিল, সাগর জলে অসংখ্য রত্ন শোভা পাইতেছিল। আকাশে ঘনঘটা, সমুদ্রে তরঙ্গাকুলতা থাকায় সমুদ্র ও আকাশের কোন বিশেষতা ছিলনা। মহাসাগরের ভীষণ শব্দায়মান সেই নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গসকল পরস্পর সন্তাড়িত হইয়া রণভেরীর শব্দের অনুকরণ করিতেছিল।১১৫-১৮

জলজন্তুসমাকুল, বায়ুসঞ্চালিত এবং রত্নমালামণ্ডিত সমুদ্রতরঙ্গসকল যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই উৎপতিত হইতেছে। মহামনস্বী বানরসেনাগণ দেখিলেন যে, বায়ুদ্বারা চালিত জলরাশিযুক্ত সমুদ্র আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তরঙ্গভঙ্গের দ্বারা যেন নৃত্যের অনুকরণ করিতেছে। তদনন্তর ঘূর্ণায়মান সমুদ্রের চঞ্চল বারিরাশিকে তরঙ্গধ্বনিতে প্রলপমান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে বানরসেনাগণ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১১৯-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চমঃ সর্গ

[সীতায়ৈ শ্রীরামস্য শোকো বিলাপশ্চ ।]

সা তু নীলেন বিধিবৎ স্বারক্ষা সুসমাহিতা ।
সাগরস্যোত্তরে তীরে সাধু সেনা নিবেশিতা (ক) ॥১
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তত্র বানরপুঙ্গবৌ ।
বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থং সর্ব্বতো দিশম্ ॥২
বিনিষ্টায়াস্তু সেনায়াং তীরে নদনদীপতেঃ ।
পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ ॥৩
শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি ।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্দ্ধতে ॥৪
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ত্ততে ॥৫
বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥৬
তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং পীতমিবাশয়ে ।
হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা যদব্রবীৎ ॥৭
তদ্বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চ্চিষা ।
রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা ॥৮
অবগাহ্যার্ণবং স্বপ্স্যে সৌমিত্রে ভবতা বিনা ।
এবঞ্চ প্রজ্বলন্ কামো ন মাং সুপ্তং জলে দহেৎ ॥৯
বহ্বেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্ ।
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ ॥১০
কেদারস্যেব কেদারঃ সোদকস্য নিরূদকঃ ।
উপস্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যৎ শৃণোমি তাম্ ॥১১
কদা নু খলু সুশ্রোণীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্ ।
বিজিত্য শত্রূন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং স্ফীতামিব শ্রিয়ম্ ॥১২

পঞ্চম সর্গ

[সীতার জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ ।]

সেই বানরসৈন্য সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক সাগরের উত্তরতীরে সম্যক্ নিবেশিত হইয়া যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানর সেনাগণের রক্ষার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ নদ-নদীপতি সমুদ্রের তীরে সন্নিবেশিত হইলে শ্রীরাম পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—হে লক্ষ্মণ! সময় যত অতীত হয়, শোকও তত লাঘব হয়—ইহাই নিয়ম। কিন্তু আমার প্রিয়ার অদর্শনজনিত শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রিয়া দূরে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই; রাবণ হরণ করিয়াছে, সেজন্যও আমি দুঃখ করি না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল অতীত হইতেছে, সেই জন্যই আমার শোক হইতেছে। সমীরণ! কান্তা যেখানে আছেন, তুমি তথায় যাও; তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিয়া আমাকে স্পর্শ কর। তাপতপ্ত নয়ন চন্দ্রদর্শনে যেরূপ শীতল হয়, তদ্রূপ প্রিয়াস্পর্শকারী তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে আমার দেহ শীতল হইবে।১-৬

যখন রাবণ সীতাকে হরণ করে, তখন—"হা নাথ" বলিয়া আমাকে যে সে আহ্বান করিয়াছিল, সেই আহ্বানই বিষপানকারীর দেহের ন্যায় আমার দেহকে দগ্ধ করিতেছে। লক্ষ্মণ! দিবারাত্র মদনাগ্নিতে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে; প্রিয়াবিরহ ইহার কাষ্ঠ এবং প্রিয়া-চিন্তাই ইহার শিখাস্বরূপ হইয়াছে। হে সৌমিত্রে! তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি সাগরজলে নিদ্রা যাই। সাগরসলিলে নিদ্রিত হইলে প্রজ্বলিত কাম বোধ হয় আমায় দগ্ধ করিতে পারিবেনা। লক্ষ্মণ! সেই বামোরু সীতা ও আমি যখন একই পৃথিবীতে

পাঠান্তর :—(ক)—সাধু সা বিনিবেশিতা।

কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যাঃ পদ্মমিবাননম্ ।
ঈষদুন্নাম্য পশ্যামি রসায়নমিবাতুরঃ ॥১৩
তৌ তস্যাঃ সংহতৌ পীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ ।
কদা নু খলু সোৎকম্পৌ হসন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ(ক)॥১৪
সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী ।
মন্নাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি ॥১৫
কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া ।
রাক্ষসীমধ্যগা শেতে স্নুষা দশরথস্য চ ॥১৬
অবিক্ষোভ্যাণি রক্ষাংসি সা বিধূয়োৎপতিষ্যতি ।
বিধূয় জলদান্নীলান্ শশিলেখা শরৎস্বিব ॥১৭
স্বভাবতনুকা নূনং শোকেনানশনেন চ ।
ভূয়স্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্য্যয়াৎ ॥১৮
কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্ ।
শোকং প্রত্যাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্ ॥১৯
কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা ।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্ ॥২০
কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রযোগজম্ ।
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা ॥২১
এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ ।
দিনক্ষয়ান্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগতঃ ॥২২
আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত ।
স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

অবস্থিতি করিতেছি, তখন "তাহাকে নিশ্চয় পাইব" এই আশাতেই জীবন ধারণ করিয়া আছি।৭-১০

যেরূপ জলযুক্ত ক্ষেত্র শুকাইলেও তৎপ্রতি স্নেহবশতঃ ধান্যসকল কথঞ্চিদ্ ভাবে জীবিত থাকে, তদ্রূপ "সীতা জীবিত আছেন" ইহা শুনিয়াই জীবন ধারণ করিতেছি। হায়! কবে আমি শত্রু জয় করিয়া কমলায়তলোচনা ও সমৃদ্ধা রাজলক্ষীর ন্যায় সেই ক্ষীণমধ্যা সীতাকে দেখিতে পাইব? পীড়িত ব্যক্তির রসায়নপানের ন্যায় কবে আমি সুচারুদর্শনা সীতার মুখকমল উন্নত করত তাহা দর্শন করিব! কবে সেই সুহাসিনীর উৎকম্পান্বিত তালতুল্য ঘন পীন স্তনদ্বয় আমাকে পীড়ন করিবে! আহা! আমি নাথ বর্ত্তমান থাকিতেও সেই অসিতাপাঙ্গী পতিব্রতা জনকদুহিতা রাক্ষসগণের মধ্যগত অনাথার ন্যায় কাহাকেও পরিত্রাণকারীরূপে পাইতেছেন না। কি পরিতাপের বিষয়? রাজর্ষি জনকের তনয়া, আমার স্ত্রী ও দশরথের পুত্রবধূ হইয়াও তাহাকে রাক্ষসগণমধ্যে বাস করিতে হইতেছে। যেরূপ শরৎকালের চন্দ্রকলা সুনীল মেঘমালাকে অপসারিত করিয়া সমুদিত হয়, তদ্রূপ সীতাও দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিয়া সম্মানিতা হইবেন। স্বভাবকৃশাঙ্গী সীতা দেশকালের বিপর্য্যয়ে অনাহারে ও শোকেতে শীঘ্রই আরও কৃশাঙ্গী হইয়াছেন। কবে আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসরাজের বক্ষস্থল শরবিদ্ধ করত নিজের শোক দূর করিয়া সীতার শোক অপনোদন করিব? কবে দেবকন্যাসদৃশী সাধ্বী সীতা উৎকণ্ঠার সহিত আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিবে? কতদিনে সীতাবিরহজনিত এই শোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় সহসা পরিত্যাগ করিব? ধীমান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাশোকে ব্যাকুল হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দিবা অবসান হেতু ভগবান্ ভুবনভাস্কর হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। কমললোচনা সীতারস্মরণে শোকসন্তপ্ত শ্রীরামকে লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দান করিলে তিনি সায়ংকালীন সন্ধ্যা উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।১১-২৩

পাঠান্তর :—(ক)—স্নিগ্ধন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[কর্তব্যনির্ধারণায় সমুচিতপরামর্শং দাতুং মন্ত্রিণঃ প্রতি রাবণস্যানুরোধঃ]

লঙ্কায়াস্তু কৃতং কর্ম্ম ঘোরং দৃষ্ট্বা ভয়াবহম্।
রাক্ষসেন্দ্রো হনুমতা শক্রেণেব মহাত্মনা।
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥১
ধর্ষিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুষ্প্রসহা পুরী।
তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী ॥২
প্রাসাদো ধর্ষিতশ্চৈত্যঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ।
আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্ব্বা হনুমতা কৃতা ॥৩
কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্।
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতঞ্চ সুকৃতং ভবেৎ ॥৪
মন্ত্রমূলঞ্চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।
তস্মাদ্ বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ ॥৫
ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
তেষাস্তু সমবেতানাং গুণ-দোষৌ বদাম্যহম্ ॥৬

মন্ত্রস্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ ॥৭
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্ম্মারম্ভান্ প্রবর্ত্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥৮
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্ম্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্য্যাণি কুরুতে তমাহুর্ম্মধ্যমং নরম্ ॥৯
গুণ-দোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্য্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ ॥১০
যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধম-মধ্যমাঃ ॥১১
ঐক্যমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুসা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥১২

ষষ্ঠ সর্গ

[কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য রাবণ কর্তৃক মন্ত্রিগণকে সমুচিত পরামর্শ দিতে অনুরোধ।]

এদিকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ লঙ্কামধ্যে মহাবলী পুরন্দরের ন্যায় হনুমৎকৃত সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইলেন এবং রাক্ষসগণকে বলিলেন—দেখ, একমাত্র বানর আসিয়াই এই দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরী আক্রমণ করত পুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিয়া গেল। একাকী হনুমান্ই প্রাসাদ ধর্ষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে মারিয়া সমগ্র লঙ্কাপুরী বিক্ষুব্ধ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন তোমাদের কি কল্যাণ করিব এবং কোন কার্য্য বা তোমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? যে কার্য্য পরিণামে শ্লাঘনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়—এরূপ উপায় বল। মনীষিগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়ের মূল বলিয়া থাকেন। হে মহাবল রাক্ষসগণ! রামের বিষয়ে মন্ত্রণা করাই কর্তব্য। পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে পুরুষ তিন প্রকার,—আমি তাহাদের গুণ ও দোষ কীর্ত্তন করিতেছি।১-৬

যে পুরুষ মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ, নিম্নোক্ত মন্ত্রণাত্রয়যুক্ত অথবা সমসুখ-দুঃখভোগী মিত্র ও হিতকারীবন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণা করত দৈবসহায়ে যত্নপরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে—তাহাকেই পণ্ডিতগণ উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন। যে পুরুষ নিজেই ধর্ম্ম এবং অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম বলে। যে ব্যক্তি গুণ ও দোষের যথাযথ বিচার এবং দৈবের আশ্রয় না লইয়া 'আমি নিজেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিব' এইরূপে স্থির করত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ উপেক্ষা করে, তাহাকে অধম পুরুষ বলে।৭-১০

পুরুষগণের মধ্যে যেরূপ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী

বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥১৩
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে ॥১৪
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।
কার্য্যং সম্প্রতিপদ্যন্তমেতৎ কৃত্যং মতং মম ॥১৫
বানরাণাং হি ঘোরাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ।
রামোঽভ্যেতি পুরীং লঙ্কামস্মাকমুপরোধকঃ ॥১৬
তরিষ্যতি চ সুব্যক্তং রাঘবঃ সাগরং সুখম্।
তরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ ॥১৭
সমুদ্রমুচ্ছোষয়তি বীর্য্যেণান্যৎ করোতি বা।
তস্মিন্নেবংবিধে কার্য্যে বিরুদ্ধে বানরৈঃ সহ।
হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্ব্বং সম্মন্ত্র্যতাং মম ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

বিভাগ আছে, সেইরূপ মন্ত্রণারও উত্তম মধ্যম এবং অধম শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। নীতিবিদ্ মন্ত্রিগণ নয়দৃষ্টিতে সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ ঐক্যমত অবলম্বন করিলে যে মন্ত্রণায় উপনীত হইল, তাহাই নীতিবিদ্‌গণের মতে উত্তম মন্ত্রণা। যে মন্ত্রনিশ্চয়ে মন্ত্রিগণ প্রথমতঃ নানারূপ বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করত পরে ঐক্যমত হ'ন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম মন্ত্রণা বলে। যে মন্ত্রণাতে মন্ত্রিগণ বিভিন্নমত অবলম্বন পূর্ব্বক বিরুদ্ধভাষী হইয়াও শেষে কিয়ৎপরিমাণে একমত অবলম্বন করিলেও পরিণামে তাহা শ্রেয়স্কর হয়না, তাহাকে অধম মন্ত্রণা বলা হয়। সুতরাং উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রিগণ! তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা করণীয় বলিয়া স্থির করিবে, তাহাই আমি করিব।১১-১৫

শ্রীরাম অসংখ্য ভীষণ বানরসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য শীঘ্রই লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, রাঘব নিজের সমুচিত বলদ্বারা সেনা ও সেবকগণ অনুজগণের সহিত সুখে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি নিজ বীর্য্যবলে সমুদ্র শোষণ অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। এমতাবস্থায় বানরগণের সহিত বিরোধে আমার পুরী ও সৈন্যর যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা কর।১৬-১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

[রাক্ষসৈ রাবণস্যেন্দ্রজিতশ্চ বল-পরাক্রময়োর্বর্ণনম্, রামেণ সহ যুদ্ধে রাবণো জেষ্যতীতি বিশ্বাসোৎপাদনঞ্চ ।]

ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥১
দ্বিষৎপক্ষমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যাস্ত্ববুদ্ধয়ঃ ।
রাজন্ পরিঘ-শক্ত্যৃষ্টি-শূল-পট্টিশ-কুন্তলম্ ॥২
সুমহন্নো বলং কস্মাদ্ বিষাদং ভজতে ভবান্ ।
ত্বয়া ভোগবতীং গত্বা নির্জিতাঃ পন্নগা যুধি ॥৩
কৈলাসশিখরাবাসী যক্ষৈর্বহুভিরাবৃতঃ ।
সুমহৎকদনং কৃত্বা বশ্যস্তে ধনদঃ কৃতঃ ॥৪
স মহেশ্বরসখ্যেন শ্লাঘমানস্ত্বয়া বিভো ।
নির্জ্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ ॥৫
বিনিপাত্য চ যক্ষৌঘান্ বিক্ষোভ্য বিনিগৃহ্য চ ।
ত্বয়া কৈলাসশিখরাদ্ বিমানমিদমাহৃতম্ ॥৬
ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা ।
দুহিতা তব ভার্য্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব ॥৭
দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্য্যোৎসিক্তো দুরাসদঃ ।
বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুম্ভীনস্যাঃ সুখাবহঃ ॥৮
নির্জ্জিতাস্তে মহাবাহো নাগা গত্বা রসাতলম্ ।
বাসুকিস্তক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহৃতাঃ ॥৯
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ শূরা লব্ধবরাঃ পুনঃ ।
ত্বয়া সংবৎসরং যুদ্ধা সমরে দানবা বিভো ॥১০
স্ববলং সমুপাশ্রিত্য নীতা বশমরিন্দম ।
মায়াশ্চাধিগতাস্তত্র বহ্ব্যো বৈ রাক্ষসাধিপ ॥১১
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ বরুণস্য সুতা রণে ।
নির্জ্জিতাস্তে মহাভাগ চতুর্বিধবলানুগাঃ ॥১২

সপ্তম সর্গ

[রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণ ও ইন্দ্রজিতের বল-পরাক্রম বর্ণনা এবং রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের জয় হইবে—এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন ।]

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বলিলে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবল রাক্ষসেরা বলিল—রাজন্! শত্রুর বলাবল না জানিয়া মন্ত্রণা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল ও পট্টিশধারী বিপুল সৈন্য আছে, তথাপি কেন আপনি বিষণ্ণ হইতেছেন? আপনি পাতালে অভিযান করিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন। বিভো! যিনি মহেশ্বরের সখা বলিয়া গর্ব্ব করেন, সেই কৈলাসবাসী বহুযক্ষ পরিবৃত কুবেরকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধে রোষভরে সমস্ত মহাবল লোকপালগণকে জয় করিয়াছেন এবং যক্ষগণকে বিক্ষোভিত ও নিগৃহীত করত অনেককে বধ করিয়া কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসপুঙ্গব! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত মিত্রতানিমিত্ত নিজ দুহিতা মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে আপনাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। কুম্ভীনসীর ভর্ত্তা বলবান্ বলগর্বিত দানবেন্দ্র মধুর সহিত যুদ্ধ করত তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন। মহাবাহো! আপনি রসাতলে গমন করত নাগগণকে পরাজিত করিয়া বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগগণকে বশ করিয়াছেন। প্রভো! আপনি নিজবল আশ্রয় করত সংবৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া অক্ষয় বলবান্, শূর, লব্ধবর কালকেয় প্রভৃতি দানবগণকে নিজবশে আনিয়াছেন এবং তাহাদিগের সহিত বহুদিবস একত্র অবস্থান হেতু মায়াবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছেন।১-১১

মহাভাগ! আপনি রণভূমিতে চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত শূর এবং মহাবল বরুণনন্দনগণকেও জয়

মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহং শাল্মলীদ্রুমমণ্ডিতম্ ।
কালপাশমহাবীচিং যমকিঙ্করপন্নগম্ ॥১৩
মহাজ্বরেণ দুর্দ্ধর্ষং যমলোকমহার্ণবম্ ।
অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমস্য বলসাগরম্ ॥১৪
জয়শ্চ বিপুলং প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ ।
সুযুদ্ধেন চ তে সর্ব্বে লোকাস্তত্র সুতোষিতাঃ ॥১৫
ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্বীরৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ ।
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা মহদ্ভিরিব পাদপৈঃ ॥১৬
তেষাং বীর্য্যগুণোৎসাহৈর্ন সমো রাঘবো রণে ।
প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জ্জয়াঃ ॥১৭
তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্ ।
অয়মেকো মহারাজ ইন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি ॥১৮
অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুত্তমম্ ।
ইষ্ট্বা যজ্ঞং বরো লব্ধো লোকে পরমদুর্লভঃ ॥১৯
শক্তি-তোমরমীনঞ্চ বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলম্ ।
গজ-কচ্ছপসম্বাধমশ্বমণ্ডূকসঙ্কুলম্ ॥২০
রুদ্রাদিত্যমহাগ্রাহং মরুদ্বসুমহোরগম্ ।
রথাশ্বগজতোয়ৌঘং পদাতিপুলিনং মহৎ ॥২১
অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্ ।
গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাঞ্চাপি প্রবেশিতঃ ॥২২
পিতামহনিয়োগাচ্চ মুক্তঃ শম্বরবৃত্রহা ।
গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥২৩
তমেব ত্বং মহারাজ বিসৃজেন্দ্রজিতং সুতম্ ।
যাবদ্ বানরসেনাং তাং সরামাং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥২৪
রাজন্ নাপদযুক্তেয়মাগতা প্রাকৃতাজ্জনাৎ ।
হৃদি নৈব ত্বয়া কার্য্যা ত্বং বধিষ্যসি রাঘবম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছেন! রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাশক্র-সঙ্কুল, যাতনারূপ শাল্মলীদ্রুম মণ্ডিত, কালপাশরূপ ভীষণ ঊর্ম্মিমালা পরিব্যাপ্ত, যমদূতরূপ সর্প পরিপূর্ণ, মহাজ্বররূপহেতু দুর্দ্ধর্ষ যমের বলরূপ সাগর বিশিষ্ট যমলোক রূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করত সুমহান্ জয় লাভ করিয়াছেন এবং মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়াছেন। রাজন্! তথায় আপনার যুদ্ধ দেখিয়া সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিশাল পাদপসমূহের ন্যায় ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী বীর ক্ষত্রিয়গণে যে পৃথিবী পরিপূর্ণা ছিলেন, আপনি বাহুবলে সেই রণদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছেন। মহারাজ! রাম যুদ্ধবিষয়ে তাহাদের ন্যায় বীর্য্য, গুণ ও বলশালী নহে। রাজন্! যখন আপনি রণদুর্ব্বার বীরগণকে সংহার করিয়াছেন, তখন রামকে জয় করা আর আপনার পক্ষে এমনকি বড় কথা? অথবা মহারাজ! আপনারই বা পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? আপনি বিশ্রাম করুন। মহাবল ইন্দ্রজিৎ একাই বানরগণকে সংহার করিবেন। মহারাজ! ইন্দ্রজিৎ উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করত মহেশ্বরের নিকট হইতে জগতে দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন।১২-১৯

এই বীরই শক্তি ও তোমররূপ মীনগণে পরিপূর্ণ, বিকীর্ণ অস্ত্ররূপ শৈবালময়, গজরূপ কচ্ছপ এবং অশ্বরূপ ভেকসঙ্কুল, রুদ্র ও আদিত্যরূপ মহাগ্রাহ, সমাকুল বায়ু ও বসুগণরূপ মহাসর্পযুক্ত, রথ, অশ্ব অজরূপ বারিরাশি পূর্ণ এবং পদাতিরূপ মহৎ পুলিনবিশিষ্ট, দেবসেনা রূপ মহাসাগর প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করত লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। রাজন্! তদনন্তর পিতামহের নিয়োগে সেই সর্ব্বদেবনমস্কৃত, সম্বর ও বৃত্রঘাতী ইন্দ্রকে বিমুক্ত করিলে তিনি স্বর্গে প্রতিগমন করেন। অতএব মহারাজ! আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করুন তিনি রামের সহিত বানরসেনার নিধন করিবেন। রাজন্! আপনি নর-বানররূপ প্রাকৃত গণ হইতে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা আপনার করা উচিত নহে এবং চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—আপনি নিশ্চয়ই রামকে বধ করিবেন।২০-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[শক্রসৈন্যবিনাশায় রাবণসমীপে প্রহস্ত-দুর্মুখ-নিকুম্ভ বজ্রহনু-বজ্রদংষ্ট্রপ্রভৃতীনামুৎসাহপ্রদর্শনম্ ।]

ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা ॥১
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাঃ পিশাচ-পতগোরগাঃ।
সর্ব্বে ধর্ষয়িতুং শক্যাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে ॥২
সর্ব্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বঞ্চিতাঃ স্ম হনূমতা।
ন হি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ ॥৩
সর্বাং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্।
করোম্যবানরাং ভূমিমাজ্ঞাপয়তু মাং ভবান্ ॥৪
রক্ষাঞ্চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্ রজনীচর।
নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজম্ ॥৫
অব্রবীত্ত্বমসংক্রুদ্ধো দুর্ম্মুখো নাম রাক্ষসঃ।
ইদং ন ক্ষমণীয়ং হি সর্ব্বেষাং নঃ প্রধর্ষণম্ ॥৬
অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ।
শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্রপ্রধর্ষণম্ ॥৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে গত্বৈকো নিবর্ত্তিষ্যামি বানরান্।
প্রবিষ্টান্ সাগরং ভীমমম্বরং বা রসাতলম্ ॥৮
ততোঽব্রবীৎ সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং মাংস-শোণিতদূষিতম্ ॥৯
কিং নো হনূমতা কার্য্যং কৃপণেন তপস্বিনা।
রামে তিষ্ঠতি দুর্দ্ধর্ষে সুগ্রীবেঽপি সলক্ষ্মণে ॥১০
অদ্য রামং সসুগ্রীবং পরিঘেণ সলক্ষ্মণম্।
আগমিষ্যামি হত্বৈকো বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্ ॥১১
ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদিচ্ছসি।
উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছত্রূনতন্দ্রিতঃ ॥১২

অষ্টম সর্গ

[শক্রসেনাবিনাশ করিবার জন্য রাবণের নিকট প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির উৎসাহ প্রদর্শন।]

তদনন্তর নীল মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ বীর সেনাপতি প্রহস্তনামক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—"মহারাজ! আমরা দেবতা, দানব, গন্ধর্ভ, পিশাচ, প্রতগ ও উরগগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করিতে পারি; মানব রাম-লক্ষ্মণের কথা আর বেশি কি? আমরা অসাবধান ছিলাম, বিপদের সম্ভাবনাও ছিল না, সেইজন্য নিশ্চিন্ত ছিলাম। সেই কারণেই হনুমানকর্তৃক প্রতারিত হইয়াছি, নতুবা আমার প্রাণ থাকিতে সেই অরণ্যচারী প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। আপনি আদেশ করুন—আমি উপল (শিলা) এবং অরণ্যের সহিত আসমুদ্র সমুদয় ভূভাগ বানরশূন্য করিব। হে রাক্ষসরাজ! আমি বানর-ভয় হইতে রাক্ষসগণকে রক্ষা করিব! অতএব সীতা হরণ করা আত্মাপরাধজনিত আপনার দুঃখও উপস্থিত হইবে না।১-৫

তৎপশ্চাৎ দুর্ম্মুখ নামক রাক্ষস অতি ক্রোধের সহিত কহিল—মহারাজ! একটা বানর আসিয়াই আমাদের অপদস্থ করিয়া গিয়াছে। এই বানরের আক্রমণে সমস্ত লঙ্কাপুরীর, মহারাজের অন্তঃপুরের এবং মহারাজেরও পরাভব হইয়াছে। আমি এই মুহূর্তে যাইয়া একাকী সেই বানরগণকে সংহার করিব। তাহারা ভীষণ সমুদ্র, আকাশ এবং রসাতলে প্রবেশ করিলেও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।৬-৮

অতঃপর মহাবলী বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত মাংস-শোণিতলিপ্ত এক বিশাল পরিঘ গ্রহণ করত বলিল—রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব জীবিত থাকিতে দীন তপস্বী হনুমানকে মারিয়া কি ফল হইবে? আজই আমি একাকী এই পরিঘ আঘাতে সলক্ষ্মণ রাম এবং

কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিতাঃ ॥১৩
কাকুৎস্থমুপসঙ্গম্য বিভ্রতো মানুষং বপুঃ।
সর্ব্বে হ্যসম্ভ্রমা ভূত্বা ব্রুবন্তু রঘুসত্তমম্ ॥১৪
প্রেষিতা ভরতে নৈব ভ্রাত্রা তব যবীয়সা।
স হি সেনাং সমুত্থাপ্য ক্ষিপ্রমেবোপযাস্যতি ॥১৫
ততো বয়মিতস্তূর্ণং শূল-শক্তি-গদাধরাঃ।
চাপ-বাণাসিহস্তাশ্চ ত্বরিতাস্তত্র যামহে ॥১৬
আকাশে গণশঃ স্থিত্বা হত্বা তাং হরিবাহিনীম্।
অশ্মশস্ত্রমহাবৃষ্ট্যা প্রাপয়াম যমক্ষয়ম্ ॥১৭
এবঞ্চেদুপসর্পেতামনয়ং রাম-লক্ষ্মণৌ।
অবশ্যমপনীতেন জহতামেব জীবিতম্ ॥১৮
কৌম্ভকর্ণিস্ততো বীরো নিকুম্ভো নাম বীর্য্যবান্।
অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্ ॥১৯
সর্ব্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু মহারাজেন সঙ্গতাঃ।
অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥২০
সুগ্রীবং সহনূমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্।
ততো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্ব্বতোপমঃ ॥২১
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্ সৃক্কাং জিহ্বয়া বাক্যমব্রবীৎ।
স্বৈরং কুর্ব্বন্তু কার্য্যাণি ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ ॥২২
একোঽহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্ব্বাং হরিবাহিনীম্।
স্বস্থাঃ ক্রীড়ন্তু নিশ্চিন্তাঃ পিবন্তু মধু বারুণম্ ॥২৩
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্।
সাঙ্গদঞ্চ হনূমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

সুগ্রীবকে বধ করিয়া বানরসৈন্যকে উৎসন্নে পাঠাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। হে রাজন্! উপায়জ্ঞ পণ্ডিতই শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমার একটি কথা শ্রবণ করুন—কামরূপী, শূর, ভীমকায়, ভীমদর্শন অসংখ্য রাক্ষস মনুষ্যরূপ ধারণ করত সেই কাকুৎস্থ রঘুসত্তম রামের নিকট যাইয়া অভ্রান্তচিত্তে এই কথা বলুক—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীরাম বানরসৈন্য পরিত্যাগ করত শীঘ্রই আমাদের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। তদনন্তর আমরা শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ এবং খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবিলম্বে যাইব এবং দলে দলে আকাশে থাকিয়া শীলা ও অস্ত্রাদি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই বানরসেনাকে যমালয়ে পাঠাইব। রাম ও লক্ষ্মণ যদি এইরূপ ভাবে প্রতারিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদের ছলনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর প্রতাপী এবং বলী কুম্ভকর্ণপুত্র নিকুম্ভ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোকপীড়ক রাবণের প্রতি লক্ষ্য করত প্রহস্তাদি রাক্ষসগণকে বলিল—মহারাজের সহিত আপনারা সকলেই একত্র অবস্থান করুন। আমি একাই লক্ষ্মণসহিত রাম, সুগ্রীব, হনুমান্ এবং সমগ্র বানরসেনা সংহার করিব। অতঃপর পর্ব্বততুল্য বজ্রহনুনামক রাক্ষস ক্রোধে জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ অবলেহন করিতে করিতে বলিল—আপনারা সচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। একাকী আমিই বানরসৈন্যগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। আপনারা সুস্থ ও নিশ্চিন্তমনে বারুণী পানপূর্ব্বক ক্রীড়া করুন। আমি একাই লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানরসেনাকে বধ করিব।৯-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামোঽজেয় ইতি বিনিবেদ্য রামসমীপে সীতাং প্রত্যাবর্তয়িতুং রাবণমন্তিকে বিভীষণস্যানুরোধঃ।]

ততো নিকুম্ভো রভসঃ সূর্য্যশত্রুর্মহাবলঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ ॥১
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
ইন্দ্রশত্রুশ্চ বলবাংস্ততো বৈ রাবণাত্মজঃ ॥২
প্রহস্তোঽথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধূম্রাক্ষোঽথ নিকুম্ভশ্চ দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥৩
পরিঘান্ পট্টিশাঞ্ছূলান্ প্রাসান্ শক্তিপরশ্বধান্।
চাপানি চ সুবাণানি খড়্গাংশ্চ বিপুলাম্বুভান্ ॥৪
প্রগৃহ্য পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্য চ রাক্ষসাঃ।
অব্রুবন্ রাবণং সর্ব্বে প্রদীপ্তা ইব তেজসা ॥৫
অদ্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্।
কৃপণঞ্চ হনূমন্তং লঙ্কা যেন প্রধর্ষিতা ॥৬
তান্ গৃহীতায়ুধান্ সর্ব্বান্ বারয়িত্বা বিভীষণঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুনঃ প্রত্যুপবেশ্য তান্ ॥৭
অপ্যুপায়ৈস্ত্রিভিস্তাত যোঽর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে।
তস্য বিক্রমকালাংস্তান্ যুক্তানাহুর্মনীষিণঃ ॥৮
প্রমত্তেষ্বভিযুক্তেষু দৈবেন প্রহৃতেষু চ।
বিক্রমাস্তাত সিধ্যন্তি পরীক্ষ্য বিধিনা কৃতাঃ ॥৯
অপ্রমত্তং কথং তস্ত বিজিগীষুং বলে স্থিতম্।
জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ ॥১০
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্।
গতিং হনূমতো লোকে কো বিদ্যাৎ তর্কয়েত বা ॥১১
বলান্যপরিমেয়ানি বীর্য্যাণি চ নিশাচরাঃ।
পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্ত্তব্যা কথঞ্চন ॥১২
কিঞ্চ রাক্ষসরাজস্য রামেণাপকৃতং পুরা।
আজহার জনস্থানাদ্ যস্য ভার্য্যাং যশস্বিনঃ ॥১৩
খরো যদ্যতিবৃত্তস্তু স রামেণ হতো রণে।
অবশ্যং প্রাণিনা প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্ ॥১৪

নবম সর্গ

[শ্রীরাম অজেয়—ইহা জানাইয়া রামের নিকট সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে রাবণ সমীপে বিভীষণের অনুরোধ।]

তদনন্তর নিকুম্ভ, রভস, মহাবলী সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্জ্জয় অগ্নিকেতু, রাক্ষস রশ্মিকেতু, মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণকুমার ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবলী বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, অতিকায়, এবং নিশাচর দুর্ম্মুখ প্রভৃতি রাক্ষসগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া হস্তে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, কুঠার, সুবাণযুক্ত ধনু তথা তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল—আমরা আজই শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং কৃপণ লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমান্‌কে সংহার করিব।১-৬

সেই অস্ত্রশস্ত্রধারী রাক্ষসদিগকে নিবারণ এবং তাহাদিগকে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া বিভীষণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—তাত! সাম, দান ও ভেদ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ সেই কার্য্যসাধনের জন্য বিক্রম প্রকাশ সমর্থন করেন। হে তাত! যে শত্রু অনবহিত, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত, ব্যাধিগ্রস্তরূপ দৈবহত, তাহাকে বিধিমত পরীক্ষা করিয়া বিক্রম প্রয়োগ করিলে বিক্রম প্রয়োগ সফল হয়। শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদহীন, জয়েচ্ছু, দৈবসহায়, জিতক্রোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ। শ্রীরামকে কিরূপে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ? নিশাচরগণ! পূর্ব্বে তোমরা কে জানিতে যে, হনুমান্ এই ভয়ঙ্কর নদ-নদীপতি সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবে? শত্রুগণের বহু সেনা

এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহদ্ভবেৎ।
আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্ ॥১৫
ন তু ক্ষমং বীর্য্যবতা তেন ধর্ম্মানুবর্ত্তিনা।
বৈরং নিরর্থকং কর্ত্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী ॥১৬
যাবন্ন সগজাং সাশ্বাং বহুরত্নসমাকুলাম্।
পুরীং দারয়তে বাণৈর্দীয়তামস্য মৈথিলী ॥১৭
যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্দ্ধর্ষা হরিবাহিনী।
নাবস্কন্দতি নো লঙ্কাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাম্ ॥১৮
বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্ব্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে ॥১৯
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী ॥২০

পুরা শরৎসূর্য্যমরীচিসন্নিভান্
নবাগ্রপুঙ্খান্ সুদৃঢ়ান্ নৃপাত্মজঃ।
সৃজত্যমোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥২১
ত্যজাশু কোপং সুখধর্ম্মনাশনম্
ভজস্ব ধর্ম্মং রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম স পুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥২২
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

আছে এবং তাহাদের পরাক্রমও কম নহে। কখনও শত্রুগণকে সহসা অবজ্ঞা করা উচিত নহে।৭-১২

সেই যশস্বী রামচন্দ্রই বা প্রথমে রাক্ষসরাজ রাবণের এমন কি অপকার করিয়াছিলেন যে, রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? যদি বল—রাম খরকে নিহত করিয়াছেন; খর অত্যাচারী ছিল, রামকে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়াই রাম তাহাকে সংহার করেন। সামর্থ্যানুসারে জীবন রক্ষা করা প্রাণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি এই কারণে সীতাকে হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করুন। অন্যথায় আমাদের মহাভয়ের সম্ভাবনা আছে। যাহার ফল মাত্র কলহ, সে কর্ম্ম প্রয়োজন কি? শ্রীরাম ধর্ম্মাত্মা এবং পরাক্রমশালী, তাঁহার সহিত অযথা বিবাদ করা উচিত নয়। আপনি মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত এই হস্তী, অশ্ব ও বহুতর রত্নপূর্ণ লঙ্কাপুরীকে বাণ দ্বারা বিধ্বস্ত না করেন, তৎপূর্ব্বেই আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যে পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সুমহৎ ও দুর্জ্জয় বানরবাহিনী আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে বিধ্বস্ত না করে, তৎপূর্ব্বেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যদি শ্রীরামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী ও বীর রাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আমি আপনার ভ্রাতা, আপনার কল্যাণকর সত্য কথাই বলিতেছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার কথা শ্রবণ করুন রামচন্দ্রের নিকট মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। রাজকুমার শ্রীরাম যে পর্য্যন্ত আপনাকে বধ করার জন্য সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী, উজ্জ্বল, ফলপুঙ্খ, সুদৃঢ় ও সুশোভিত অব্যর্থ বাণ-সকল ক্ষেপণ না করেন, তৎপূর্ব্বেই মৈথিলীকে দাশরথি হস্তে প্রত্যর্পণ করুন। ভ্রাতঃ! আপনি শীঘ্র সুখ ও ধর্ম্মনাশক ক্রোধকে ত্যাগ করুন। রতি এবং কীর্ত্তিবর্দ্ধক ধর্ম্মকে ভজনা করুন। আপনি প্রসন্ন হউন, আমরা সপুত্র-বান্ধব জীবিত থাকি। আপনি দশরথনন্দন রামকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ করুন। বিভীষণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সকলকে বিদায় প্রদান করত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।১৩-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত

দশমঃ সর্গঃ

[বিভীষণস্য রাবণান্তঃপুরগমনম্, অমঙ্গলনিমিত্তানাং ভয়ং প্রদর্শ্য সীতাং প্রত্যর্পয়িতুং প্রার্থনা, তদ্‌বাক্যমস্বীকৃত্য রাবণেন বিভীষণস্য বিসর্জনঞ্চ।]

ততঃ প্রত্যুষসি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্ম্মার্থনিশ্চয়ঃ।
রাক্ষসাধিপতের্ব্বেশ্ম ভীমকর্ম্মা বিভীষণঃ ॥১
শৈলাগ্রচয়সঙ্কাশং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
সুবিভক্তমহাকক্ষং মহাজনপরিগ্রহম্ ॥২
মতিমদ্ভির্ম্মহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
রাক্ষসৈরাপ্তপর্য্যাপ্তৈঃ সর্ব্বতঃ পরিরক্ষিতম্ ॥৩
মত্তমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈর্ব্যাকুলীকৃতমারুতম্।
শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্য্যসম্বাধনাদিতম্ ॥৪
প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্।
তপ্তকাঞ্চননির্য্যূহং ভূষণোত্তমভূষিতম্ ॥৫
গন্ধর্ব্বাণামিবাবাসমালয়ং মরুতামিব।
রত্নসঞ্চয়সম্বাধং ভবনং ভোগিনামিব ॥৬
তং মহাভ্রমিবাদিত্যস্তেজোবিস্তৃতরশ্মিবান্।
অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ ॥৭
পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্ ॥৮
পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পির্ভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥৯
স পূজ্যমানো রক্ষোভির্দীপ্যমানং স্বতেজসা।
আসনস্থং মহাবাহুর্ববন্দে ধনদানুজম্ ॥১০
স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনং হেমভূষিতম্।
জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ ॥১১
স রাবণং মহাত্মানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ।
উবাচ হিতমত্যর্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্ ॥১২

দশম সর্গ

[বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন, অমঙ্গল-নিমিত্তসকলের ভয় দেখাইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে প্রার্থনা এবং রাবণ কর্ত্তৃক তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্যপূর্বক বিদায়দান।]

তদনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে তেজস্বী রশ্মিমান্ সূর্য্য যেমন মহামেঘমালায় প্রবিষ্ট হন্, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থ-তত্বজ্ঞ, ভীমকর্ম্মা, মহাদ্যুতি ও বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ পর্ব্বতশিখরসকলের ন্যায় বহু গৃহযুক্ত, পর্ব্বতশিখরসদৃশ উচ্চ সুবিভক্ত বৃহৎ কক্ষবিশিষ্ট, মহাজনপূর্ণ, বুদ্ধিমান্, মহাকায়, অনুরক্ত, হিতরত এবং কার্য্যসাধনক্ষম রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, মত্ত হস্তিগণের নিঃশ্বাস নিপীড়িত, বায়ু ও শঙ্খ শব্দের তুল্য সুমহান্ শব্দপূর্ণ, তূর্য্যধ্বনি নিনাদিত, প্রমদাজনসম্পন্ন, রাত্রিশেষ হেতু জনরবপূর্ণরাজপথ, উত্তম ভূষণভূষিত, তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণের ভবনতুল্য সমৃদ্ধিশালী এবং নাগভবনের সদৃশ রত্নজালপূর্ণ অগ্রজ রাবণের গৃহে প্রবেশ করিলেন।১-৭

মহাতেজস্বী বলবান্ বিভীষণ ভাইয়ের বিজয়ের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পবিত্র পুণ্যাহবাচন শ্রবণ করিলেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন, তাঁহাদের হস্তে দধি, ঘৃত, ফুল ও অক্ষত দিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। রাক্ষসগণসৎকৃত সেই মহাবাহু বিভীষণ সতেজ ও প্রদীপ্ত আসনস্থিত কুবেরানুজ রাবণকে বন্দনা করিলেন। রাবণ তাঁহাকে সদাচারসম্মত আশীর্ব্বাদ করত সভায় উপবেশনের ইঙ্গিত করিলেন। তিনিও সেই সুবর্ণভূষিত আসনে উপবেশন করিলেন। লোকসকলের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভীষণ প্রণামাদি করিয়া সান্ত্বনাপূর্ণ বচনদ্বারা অগ্রজ মহাত্মা রাবণকে প্রসন্নকরত একান্তে মন্ত্রিগণের সম্মুখে

প্রসাদ্য ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সান্ত্বেনোপস্থিতক্রমঃ।
দেশকালার্থসংবাদি দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥১৩
যদা প্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ।
তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ ॥১৪
সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চ্চিঃ সধূম-কলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে (ক) ॥১৫
অগ্নিষ্টেম্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ ॥১৬
গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।
দীনমশ্বাঃ প্রহেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ ॥১৭
খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ।
ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ ॥১৮
বায়সাঃ সঙ্ঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সঙ্ঘশঃ ॥১৯
গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পীড়িতাঃ।
উপপন্নাশ্চ সন্ধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ ॥২০
ক্রব্যাদানাং মৃগাণাঞ্চ পুরীদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জ্জিতনিঃস্বনাঃ ॥২১
তদেবং প্রস্তুতে কার্য্যে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্।
রোচতে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীয়তাম্ ॥২২
ইদঞ্চ যদি বা মোহাল্লোভাদ্ বা ব্যাহৃতং ময়া।
তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষং কর্ত্তুমর্হসি ॥২৩
অয়ং হি দোষঃ সর্ব্বস্য জনস্যাস্যোপলক্ষ্যতে।
রক্ষসাং রাক্ষসীনাঞ্চ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ ॥২৪
প্রাপণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্ব্বমন্ত্রিণঃ।
অবশ্যঞ্চ ময়া বাচ্যং যদ্দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সম্প্রধার্য্য যথান্যায়ং তদ্ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥২৫
ইতি স্বমন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমূচিবান্।
রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্ বিভীষণঃ ॥২৬
হিতং মহার্থং মৃদুহেতুসংহিতং
ব্যতীতকালায়তিসম্প্রতিক্ষমম্।

দেশ, কাল ও প্রয়োজন অনুরূপ-যুক্তিপূর্ণ এবং হিতকর বাক্যসকল বলিলেন ।৮-১৩

হে পরন্তপ! যে অবধি বৈদেহীকে এই লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিয়াছেন, তদবধি আমাদিগের অমঙ্গলসূচক নানা দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে। অগ্নি মন্ত্রসংস্কৃত হইলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং শিখার সহিত প্রভূত ধূমউদ্গীরণ করেন, মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়াও অগ্নি সবিশেষ সংবর্দ্ধিত হন্ না। মহানস, অগ্নিহোত্র শালা ও বেদ অধ্যয়ন গৃহসকলে সর্পাদি সরীসৃপ এবং হবনীয় দ্রব্যসমূহে পিপীলিকা সকল দৃষ্ট হইতেছে। গাভীসকল দুগ্ধবিহীন, উত্তম হস্তিসকল মদবিহীন এবং অশ্বগণ পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়াও নূতন আহার্য্য পাইবার আশায় দীনভাবে শব্দ করিতেছে। রাজন্! গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং অশ্বতরগণ রোমাঞ্চিতকলেবরে অশ্রুমোচন করিতেছে, সুচিকিৎসিত হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না ।১৪-১৮

ক্রূর বায়সসকল দলবদ্ধভাবে বিকৃত রব করিতেছে এবং দলবদ্ধ হইয়া বিমানোপরি উপবিষ্ট হইতেছে। গৃধ্রসকল পীড়িত হইয়া পুরীর উপরে পড়িতেছে। শৃগালসকল দুই সন্ধ্যায় সমীপে আগমন করত অশুভসূচক শব্দ করিতেছে। নগরীর দ্বারসমূহে ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুগণের শব্দ বজ্রপতন শব্দের তুল্য শ্রুত হইতেছে। অতএব হে বীর! শ্রীরাঘবকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে হইতেছে। মহারাজ! যদি আমি মোহ অথবা লোভবশতঃ এই সকল কথা বলিয়া থাকি, তথাপি আপনি দোষ লইবেন না। সীতাহরণজনিত দুর্নিমিত্তসকল এই লোকসমূহের এবং নিখিল রাক্ষস, রাক্ষসী, অন্তঃপুর ও সমগ্র লঙ্কাপুরীরই অনিষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছে। যদিও আপনার ভয়ে কোন মন্ত্রীই আপনাকে এই মন্ত্রণাদান করিতে পারেন নাই, তথাপি আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা আমার বলা

পাঠান্তর :—(ক)—মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে।

নিশম্য তদ্বাক্যমুপস্থিতজ্বরঃ
প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদব্রবীৎ ॥২৭
ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপ্যহং
ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্ ।
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি সঙ্গরে কথং
মহাগ্রতঃ স্থাস্যতি লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সুরসৈন্যনাশনো
মহাবলঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমঃ ।
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবাদিনং
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বিভীষণম্ ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

উচিত, সেইজন্য ব্যক্ত করিলাম। এখন বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন।১৯-২৫

ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণকে মন্ত্রিগণসমক্ষে এই সকল হিতবাক্য বলিলে সীতাভিলাষী রাবণ ত্রিকালের হিতজনক, বিনয় ও হেতুগর্ভ বিভীষণের বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—আমি কাহারও নিকট হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছিনা। রাঘব কখনই মৈথিলীকে লাভ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও আমার অগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। রণভূমিতে প্রচণ্ড বিক্রমশালী দেবসৈন্যসংহারক মহাবল রাবণ হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন।২৬-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথমহারাজকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুদ্ধকাণ্ডম্

একাদশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সহ তৎসভাসদ্‌গণস্যৈকত্র সম্মেলনম্ ।]

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা ॥১
অতীব কামসম্পন্নো বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্ ।
অতীতসময়ে কালে তস্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ ।
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ প্রাপ্তকালমমন্যত ॥২
স হেমজালবিততং মণিবিদ্রুমভূষিতম্ ।
উপগম্য বিনীতাশ্বমারুরোহ মহারথম্ ॥৩
তমাস্থায় রথশ্রেষ্ঠং মহামেঘসমস্বনম্ ।
প্রযযৌ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি ॥৪
অসিচর্মধরা যোধাঃ সর্ব্বায়ুধধরাস্ততঃ ।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥৫
নানাবিকৃতবেষাশ্চ নানাভূষণভূষিতাঃ ।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্য্য যযুস্তদা ॥৬
রথৈশ্চাতিরথাঃ শীঘ্রং মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ ।
অনুৎপেতুর্দশগ্রীবমাক্রীড়দ্ভিশ্চ বাজিভিঃ ॥৭
গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিতোমরপাণয়ঃ ।
পরশ্বধধরাশ্চান্যে তথান্যে শূলপাণয়ঃ ॥
ততস্তূর্য্যসহস্রাণাং সঞ্জজ্ঞে নিঃস্বনো মহান্ ॥৮
তুমুলঃ শঙ্খশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে ।
স নেমিঘোষেণ মহান্ সহসাভিনিনাদয়ন্ ॥৯
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ ।
বিমলঞ্চাতপত্রঞ্চ প্রগৃহীতমশোভত ॥১০

একাদশ সর্গ

[রাবণের সহিত তাহার সভাসদ্‌গণের একত্র সম্মেলন ।]

[সেহারাবাজার, ৪।১০।৭১, সকাল ৫॥০]

মিথিলারাজনন্দিনী সীতার প্রতি কামমোহিত, বিভীষণাদি সুহৃদ্‌গণের অসম্মান হেতু ও সীতাহরণরূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ কৃশ হইয়াছিল। বিদেহরাজকন্যা সীতাকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া অতীব কামার্ত্ত রাবণ সেই যুদ্ধের সময় অতীত হইলেও অমাত্য এবং বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ করাই স্থির কর্ত্তব্য মনে করিল ।১-২

সেই রাবণ স্বুবর্ণজালাচ্ছাদিত, মণিবিদ্রুম (প্রবাল) বিভূষিত ও সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত মহারথের নিকট আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিল ।৩

মহামেঘসদৃশ শব্দকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসপ্রধান দশানন সভা উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সেই সময়ে অসিচর্ম্মধারী ও সকল প্রকার আয়ুধধারী বহু যোদ্ধা রাক্ষসরাজ রাবণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল ।৪-৫

তখন নানা বিকৃত বেশধারী, বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাহারা রাবণকে পার্শ্বে এবং পশ্চাতে পরিবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল ।৬

অতিরথগণ শীঘ্র রথে, মত্ত হস্তীতে ও ক্রীড়াকারী অশ্বে আরূঢ় হইয়া দশগ্রীবের অনুগমন করিল ।৭

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গদা ও পরিঘহস্ত, কেহ কেহ শক্তি তোমরপাণি, অপর কেহ বা পরশুধারী, কেহ কেহ বা শূলপাণি ছিল। অনন্তর সহস্র তূর্য্যধ্বনিতে মহান্ শব্দ সঞ্জাত হইল ।৮

রাবণ সভায় গমন করিলে তুমুল শঙ্খধ্বনি উত্থিত

পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য পূর্ণস্তারাধিপো যথা।
হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহে ॥১১
চামরব্যজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে।
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রথস্থং পৃথিবীস্থিতাঃ ॥১২
রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে।
রাক্ষসৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ ॥১৩
আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা।
সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্ ॥১৪
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্।
তাং পিশাচশতৈঃ ষড়্ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্ ॥১৫
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সুকৃতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
তস্যাং তু বৈদূর্য্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্ ॥১৬
মহৎসোপাশ্রয়ং ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্।
ততঃ শশাসেশ্বরবদ্দূতাঁল্লঘুপরাক্রমান্ ॥১৭

সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি।
কৃত্যমস্তি মহজ্জানে কর্ত্তব্যমিতি শত্রুভিঃ ॥১৮
রাক্ষসাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ।
অনুগেহমবস্থায় বিহারশয়নেষু চ।
উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ ॥১৯
তে রথান্তচরা একে দৃপ্তানেকে দৃঢ়ান্ হয়ান্।
নাগানেকেঽধিরুরুহুর্জগ্মুশ্চৈকে পদাতয়ঃ ॥২০
সা পুরী পরমাকীর্ণা রথকুঞ্জরবাজিভিঃ।
সম্পতদ্ভির্বিরুরুচে গরুত্মদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥২১
তে বাহনান্যবস্থায় যানানি বিবিধানি চ।
সভাং পদ্ভিঃ প্রবিবিশুঃ সিংহা গিরিগুহামিব ॥২২
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ।
পীঠেষ্বন্যে বৃষীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্ ॥২৩

হইল। তাহার বিশাল রথ নেমিঘোষের (চক্রের ঘর্ঘর শব্দে) দ্বারা দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সহসা শোভাসমন্বিত রাজপথে উপস্থিত হইল। সেই সময় রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মস্তকে ধৃত বিমল শ্বেতচ্ছত্র ছিল, তাহা যেন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শোভাপ্রাপ্ত হইল। তাহার বামে ও দক্ষিণে সুবর্ণমঞ্জরী (বল্লরী) গর্ভ, শুদ্ধ-স্ফটিকনির্ম্মিত দণ্ডযুক্ত চামরব্যজন শোভা পাইতেছিল। পথিমধ্যে ভূতলে অবস্থিত সমস্ত রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসপ্রধান রাবণকে মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিতে লাগিল। রাক্ষসবৃন্দ কর্তৃক জয় এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা স্তুত হইতে হইতে শত্রুদমনকারী মহাতেজস্বী রাবণ বিশ্বকর্ম্ম-নির্মিত রাজসভায় উপস্থিত হইল। সুবর্ণরজত আস্তীর্ণা, মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ স্ফটিক শোভিতা, স্বর্ণ জড়িত রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা, স্বীয় প্রভায় দেদীপ্যমানা, ছয়শত পিশাচের দ্বারা রক্ষিতা, সতত উদ্ভাসিতা সেই বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত সুন্দর সভায় স্বীয় শরীরে বিরাজমান মহাতেজস্বী রাবণ প্রবেশ করিল। সেই সভায় বৈদূর্য্যমণি বিনির্মিত ও প্রিয়ক নামক মৃগের চর্ম্ম আচ্ছাদিত এক বিশাল সিংহাসন ছিল। তাহার পর রাবণ সেই পরমাসনে উপবেশন করিল। অনন্তর তথায় সমাসীন হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় রাবণ দ্রুতগামী দূতগণকে আজ্ঞা করিল।৯-১৭

তোমরা শীঘ্র যাইয়া রাক্ষসগণকে এখানে আনয়ন কর। শত্রুগণের সহিত এক্ষণে মহান্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে—এইটি মনে করিতেছি।১৮

রাক্ষসগণ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লঙ্কার মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিহার স্থান, শয়নাগার ও উদ্যানে গমন পূর্ব্বক নির্ভয়তার সহিত সেই সব রাক্ষসগণকে রাজসভায় প্রেরণ করিতে লাগিল।১৯

ঐ রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ রথে, কেহ বা মদমত্ত হস্তীর উপরে, কেহ কেহ বা অশ্বের উপর আরোহণপূর্ব্বক এবং অপর কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।২০

[সিউড়ী, ৭।১০।৭১, সকাল ৭টা।]

সেই সময় ধাবিত রথ, হস্তী এবং অশ্বসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন সেই লঙ্কাপুরী বহুসংখ্যক গরুড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২১

তে সমেত্য সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
যথার্হমুপতস্থুস্তে রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥২৪
মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।
অমাত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্ব্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ ॥২৫
সমীয়ুস্তত্র শতশঃ শূরাশ্চ বহবস্তথা।
সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্ব্বার্থস্য সুখায় বৈ ॥২৬
ততো মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং
রথং বরং হেম-বিচিত্রিতাঙ্গম্।
শুভং সমাস্থায় যযৌ যশস্বী
বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য ॥২৭
স পূর্বজায়াবরজঃ শশংস
নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো
দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি ॥২৮

সুবর্ণনানামণিভূষণানাং
সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।
তেষাং পরার্ধ্যাগুরুচন্দনানাং
স্রজাঞ্চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ ॥২৯
ন চুক্রুশুর্নানৃতমাহ কশ্চিৎ
সভাসদো নাপি জজল্পুরুচ্চৈঃ।
সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব্ব এবোগ্রবীর্য্যা।
ভর্ত্তুঃ সর্ব্বে দদৃশুশ্চাননং তে ॥৩০
স রাবণঃ শস্ত্রভৃতাং মনস্বিনাং
মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।
তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চকাশে
মধ্যে বসূনামিব বজ্রহস্তঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

তাহারা (রাক্ষসগণ) বিবিধ যান বাহন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাহারা পদব্রজে সভায় প্রবেশ করিল।২২

তাহারা রাক্ষসরাজের পদযুগল গ্রহণ করিয়া বন্দনা করত রাজা রাবণ কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া কেহ কেহ সিংহাসনে, কেহ বা কুশাসনে, কেহ কেহ ভূমিতে উপবেশন করিল।২৩

তৎকালে তাহারা রাজার আদেশে সেই সভায় একত্রিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে রাক্ষসরাজ রাবণকে উপাসনা করিল।২৪

যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে (মন্ত্রণাদানে) অভিজ্ঞ, কর্ত্তব্যনির্ণয়ে কুশল ও বিদ্বান্, মুখ্য মুখ্য মন্ত্রিগণ এবং বুদ্ধিদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সদ্গুণসম্পন্ন শত শত অমাত্য-(উপমন্ত্রী)গণ ও বহু সংখ্যক বীর শত্রুবধরূপ প্রয়োজন সুখে সম্পাদনের জন্য সুবর্ণসদৃশ শোভা (কান্তি) সম্পন্ন সেই সভায় উপস্থিত হইল।২৫-২৬

অনন্তর যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ এক সুবর্ণজড়িত সুন্দর অশ্বযুক্ত বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ শুভরথে আরূঢ় হইয়া অগ্রজের সভায় আগমন করিল।২৭

সেই কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ স্বীয় নাম উল্লেখকরত অগ্রজের চরণদ্বয় বন্দনা করিল। শুক এবং প্রহস্ত তদনুরূপ আচরণ করিল। রাবণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পৃথক্ পৃথক্ আসন দান করিল। তখন সুবর্ণ ও নানাপ্রকার মণিভূষণে অলঙ্কৃত, সুন্দর বস্ত্রধারী এবং বহুমূল্য অগুরু চন্দনচর্চিত সেই রাক্ষসগণের মাল্যের সুগন্ধ, সভার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল।২৮-২৯

সেই সভায় কেহই বাক্যোচ্চারণ করে নাই, অসত্য বাক্য বলে নাই, সমস্ত সভাসদ্ উচ্চৈঃস্বরে জল্পনা করে নাই এবং সকলে সফল মনোরথ ও ভীমপরাক্রমশালী, তাহারা সকলেই প্রভু রাবণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শস্ত্রধারী মনস্বী (প্রশস্তচিত্ত) মহাবলসম্পন্ন বীরগণের সমাগম হইলে মহামনস্বী সেই রাবণ সভায় বসুগণের মধ্যে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় প্রভায় বিভাসিত হইতে লাগিল।৩০-৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[নগররক্ষণায় সৈন্যনিয়োগঃ, সীতোপরি স্বীয়াসক্তিমুল্লিখ্য রাবণস্য তদ্ধরণবৃত্তান্তকথনম্, ভবিষ্যৎকর্তব্যায় সভাসদ্গণসমীপে নিদেশপ্রার্থনা, প্রাথমং কুম্ভকর্ণস্য তিরস্কারঃ, ততো নিখিলশত্রুসৈন্যবধায় স্বস্যৈব ভারগ্রহণঞ্চ ।]

স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ ।
প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্ ॥১
সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ ।
যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি ॥২
স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্ ।
বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্ব্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে ॥৩
ততো বিনিক্ষিপ্য বলং সর্ব্বং নগরগুপ্তয়ে ।
প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজ্ঞো নিষসাদ জগাদ চ ॥৪
বিহিতং বহিরন্তশ্চ বলং বলবতস্তব ।
কুরুষ্বাবিমনাঃ ক্ষিপ্রং যদভিপ্রেতমস্তি তে ॥৫
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা রাজ্যহিতৈষিণঃ ।
সুখেপ্সুঃ সুহৃদাং মধ্যে ব্যাজহার স রাবণঃ ॥৬
প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে ।
ধর্মকামার্থকৃচ্ছ্রেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম্ ॥৭
সর্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্ব্বদা ।
মন্ত্রকর্ম্মাণি যুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে ॥৮
স সোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ।
ভবদ্ভিরহমত্যর্থং বৃতঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াম্ ॥৯
অহন্তু খলু সর্ব্বান্ বঃ সমর্থয়িতুমুদ্যতঃ ।
কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নান্নেমমর্থমচোদয়ম্ ॥১০

দ্বাদশ সর্গ

[নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি আপনার আসক্তির কথা বলিয়া রাবণের তাহার হরণ-প্রসঙ্গ কথন এবং ভাবী কর্ত্তব্যের জন্য সভাসদ্গণের সম্মতি প্রার্থনা, প্রথমে কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক তিরস্কার পরে স্বয়ংই সমস্ত শত্রুসৈন্য বধের ভার গ্রহণ ।]

শত্রুবিজয়ী রাবণ সমগ্র সভা সন্দর্শন পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তকে সেই সময় এই প্রকার আদেশ করিল ।১

সেনাপতি ! তুমি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে নগর রক্ষার নিমিত্ত আদেশ কর ।২

মনোজয়ী প্রহস্ত রাজার আদেশ পালন করিবার ইচ্ছায় সমস্ত সৈন্যগণকে নগরের বাহিরে ও ভিতরে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিল ।৩

তারপর নগর রক্ষার জন্য সকল সৈন্যকে নিবেশিত করিয়া প্রহস্ত রাজা রাবণের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল এবং বলিল,—রাজন্ ! বলবান্ তোমার সৈন্যগণকে নগরের ভিতরে এবং বাহিরে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়াছি। স্থিরচিত্তে শীঘ্র তোমার যাহা ইচ্ছা (অভিপ্রেত), তাহার অনুষ্ঠান কর ।৪-৫

রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রহস্তের কথা শ্রবণকরত সুখাভিলাষী সেই রাজা রাবণ সুহৃদ্গণের মধ্যে এই কথা বলিল,—সভাসদ্বৃন্দ ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বিষয়ক সঙ্কট উপস্থিত হইলে তোমরা প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ ও হিত অহিতবিচারে সমর্থ ।৬-৭

তোমরা সতত পরস্পর বিচার করিয়া যে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, আমার সেই সমস্ত কার্য্য কখনও বিফল হয় নাই। চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্গণপরিবেষ্টিত ইন্দ্র যেমন স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন, সেই প্রকার তোমাদের কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আমি লঙ্কায় অতিশয় সুখ সম্পদ্ ভোগ করিতেছি ।৮-৯

অয়ং হি সুপ্তঃ ষণ্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ ॥১১
ইয়ঞ্চ দণ্ডকারণ্যাদ্ রামস্য মহিষী প্রিয়া।
রক্ষোভিশ্চরিতোদ্দেশাদানীতা জনকাত্মজা ॥১২
সা মে ন শয্যামারোঢ়ুমিচ্ছত্যলসগামিনী।
ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা ॥১৩
তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণী শরদিন্দুনিভাননা।
হেমবিম্বনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্ম্মিতা ॥১৪
সুলোহিততলৌ শ্লক্ষ্ণৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
দৃষ্ট্বা তাম্রনখৌ তস্যা দীপ্যতে মে শরীরজঃ ॥১৫
হুতাগ্নেরর্চ্চিঃসঙ্কাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্।
উন্নসং বিমলং বল্গু বদনঞ্চারুলোচনম্ ॥১৬
পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্।
ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্ব্বর্ণকরণেন চ ॥১৭
শোকসন্তাপনিত্যেন কামেন কলুষীকৃতঃ।
সা তু সংবৎসরং কালং মামযাচত ভামিনী ॥১৮
প্রতীক্ষমাণা ভর্ত্তারং রামমায়তলোচনা।
তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্ ॥১৯
শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবাধ্বনি।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিষ্যন্তি বনৌকসঃ ॥২০
বহুসত্ত্বঝষাকীর্ণং তৌ বা দশরথাত্মজৌ।
অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ ॥২১
দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্য্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি।
মানুষান্মো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্ ॥২২

আমি যে কর্ম্ম করি, প্রথমে তোমাদের সমর্থন লইয়া থাকি। পরন্তু কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলিয়া তাহাকে কোন কিছু বলিতে পারি না।১০

[এলাহবাদ, ১০।১০।৭১, সকাল ৪৷৷০ টা।]

সমস্ত শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলবান্ এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকে, অধুনা সে জাগরিত হইয়াছে।১১

রাক্ষসগণের বিচরণভূমি দণ্ডকারণ্য হইতে রামের প্রিয়া মহিষী জনকদুহিতা এই সীতাকে আনয়ন করিয়াছি।১২

মন্দগামিনী সেই সীতা আমার শয্যায় আরূঢ় হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। ত্রিভুবনে সীতার ন্যায় অন্য কোন সুন্দরী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।১৩

ময়দানব-নির্মিতা মায়াময়ী সুবর্ণপ্রতিমাসদৃশী সীতা ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্বিনী, শরচ্চন্দ্রবদনা ও অতি প্রিয়দর্শনা।১৪

অতিশয় রক্তবর্ণ, মসৃণ ও মনোহর তাম্রনখ-বিশিষ্ট তাহার চরণ-যুগল দেখিয়া আমার মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে।১৫

ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখাসদৃশী, সূর্য্যপ্রভার-ন্যায় কান্তি যুক্তা এই সীতাকে এবং তাহার উন্নত নাসিকা ও মনোরম সমন্বিতা সুন্দরবদনকমল দেখিয়া আমি অবশ হইয়া কামের বশীভূত হইয়াছি। ক্রোধ ও হর্ষ উভয় অবস্থায় সমানরূপে অবস্থিত, বর্ণমলিনকারী এবং সতত শোকসন্তাপদায়ক কাম আমার মনকে কলুষিত করিয়াছে। বিশালনেত্রা, মনোরমা ভামিনী সীতা স্বামী রামের প্রতীক্ষার জন্য একবৎসর কাল সময় আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে। শোভননয়না সীতার সেই সুন্দর (শুভ) বাক্য আমি স্বীকার করিয়াছি*।১৬-১৯

দীর্ঘপথভ্রমণে ক্লান্ত অশ্বের ন্যায় কামহেতু আমি সতত শ্রান্ত হইয়াছি। বনবাসী বানরগণ অথবা দশরথ-

*এইস্থানে রাবণ সভাসদ্গণের কাছে নিজের উদারতা দেখাইয়া অসত্যবাক্য বলিয়াছেন। সীতা কখনও নিজমুখে এই কথা বলেন নাই যে, আমাকে একবৎসর সময় দাও—ইহার মধ্যে রাম না আসিলে আমি তোমার হইব। সীতা সব সময়েই রাবণকে তিরস্কার বাক্য বলিয়াছে। রাবণের এই জঘন্য উক্তির সবটুকুই মিথ্যা। বরং রাবণই সীতাকে একবৎসর সময় দিয়াছিলেন যে, ইহার মধ্যে সীতা স্বয়ং বশে না আসিলে রাবণ জোর পূর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করিবে। ৫৬ সর্গ, ২৪-২৫ শ্লোক, অরণ্য।

তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ সহিতোঽজয়ম্ ।
তে মে ভবন্তশ্চ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্ ॥২৩
পরে পারে সমুদ্রস্য পুরস্কৃত্য নৃপাত্মজৌ ।
সীতায়াঃ পদবীং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্ ॥২৪
অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতঞ্চাভিধীয়তাম্ ॥২৫
নহি শক্তিং প্রপশ্যামি জগত্যন্যস্য কস্যচিৎ ।
সাগরং বানরৈস্তীর্ত্বা নিশ্চয়েন জয়ো মম ॥২৬
তস্য কামপরীতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২৭
যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা ।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্ ॥২৮
সর্ব্বমেতন্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব ।
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্ম্মণঃ ॥২৯
ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন ।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ ॥৩০
অনুপায়েন কর্ম্মাণি বিপরীতানি যানি চ ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব ॥৩১
যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভিচিকীর্ষতি ।
পূর্ব্বঞ্চাপরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ ॥৩২
চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্ ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥৩৩

পুত্র রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়, বহুজলজন্তু ও মৎস্যাদি সমাকুল অলঙ্ঘ্য সাগর কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবে? অথবা একমাত্র কপি আমাদের মহান্ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছে। কর্ম্মের গতি সকল গহনা (দুর্জ্ঞেয়া)। নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে উপায় বল। মানুষ হইতে আমাদের ভয় নাই, তথাপি তোমরা বিচার কর।২০-২২

যে সময় দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই সময় তোমাদের সহায়েই আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম। আজও তোমরা সেইরূপ আমার সহায়ক। সেই দুই রাজকুমার সীতার সন্ধান পাইয়া সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইয়াছে।২৩-২৪

অধুনা তোমরা পরস্পর এইরূপ কোন সুন্দর নীতি (মন্ত্রণা) বল যাহাতে—সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং দশরথপুত্রদ্বয় বিনষ্ট হয়।২৫

বানরগণের সহিত সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আগমন করিবার শক্তি জগতে অন্য কাহারও দেখিতেছি না, এই হেতু আমাদের জয় সুনিশ্চিত।২৬

কামাতুর রাবণের এইরূপ খেদপূর্ণ প্রলাপ শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং এই কথা বলিল।২৭

যখন তুমি মনে মনে একবার বিচার করিয়া সলক্ষ্মণ রামের আশ্রম হইতে সীতাকে বল (বঞ্চনা) পূর্ব্বক আনিয়াছিলে, সেই সময়ে আমাদের সহিত সুনিশ্চিত বিচার করা উচিত ছিল। যমুনার যামুন পূর্ণের ইচ্ছার ন্যায় এখন আর পরামর্শ ফলবতী হইবে না।২৮

মহারাজ! তুমি যে বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণাদি কার্য্য করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্ত্তব্য ছিল।২৯

দশানন! যে রাজা ন্যায়পূর্ব্বক সমস্ত রাজকর্ম্ম করেন, সেই নিশ্চিতার্থমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করেন না।৩০

যে কর্ম উচিত উপায় অবলম্বন বিনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা লোক ও শাস্ত্রের বিপরীত সেই পাপ কর্ম্ম অপবিত্র আভিচারিক যজ্ঞে হুত হবিষ্যের ন্যায় দূষিত হইয়া থাকে।৩১

যে ব্যক্তি পূর্ব্বকার্য্য পশ্চাতে করিতে থাকে এবং পশ্চাতের কার্য্য অগ্রেই করিতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে না।৩২

শত্রুগণ আপনার বিপক্ষের বল অধিক দেখিয়াও

ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্য্যমপ্রতিচিন্তিতম্ ।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্ ॥৩৪
তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ ॥৩৫
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব নিশাচর ।
যদি শক্র-বিবস্বন্তৌ যদি পাবক-মারুতৌ ।
তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবের-বরুণাবপি ॥৩৬
গিরিমাত্রশরীরস্য মহাপরিঘযোধিনঃ ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ ॥৩৭
পুনর্ম্মাং স দ্বিতীয়েন শরেণ নিহনিষ্যতি ।
ততোঽহং তস্য পাস্যামি রুধিরং কামমাশ্বস ॥৩৮

যদি সমস্ত কর্মে চপল হয়, তাহা হইলে পক্ষী যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ক্রৌঞ্চপর্বতের ছিদ্র আশ্রয় (অন্বেষণ) করে, তদ্রূপ তাহার দমনের জন্য ছিদ্র (উপায়) অনুসন্ধান করিয়া থাকে ।৩৩

রাজন্! তুমি ভাবী পরিণাম বিচার না করিয়া অতিশয় দুষ্কর্ম আরব্ধ করিয়াছ। যেমন বিষমিশ্রিত আমিষ ভোজনকারীর প্রাণ হরণ করিয়া লয়, তদ্রূপ রাম তোমাকে সংহার করিতেন, কিন্তু—সৌভাগ্যক্রমে রাম তোমার প্রাণ এখনও হরণ করেন নাই ।৩৪

অনঘ! যদ্যপি তুমি শত্রুর সহিত অনুচিত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিয়া সব ঠিক করিয়া দিব ।৩৫

নিশাচর! তোমার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ হয়, তথাপি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার শত্রুগণকে নিঃশেষ করিয়া দিব ।৩৬

বধেন বৈ দাশরথেঃ সুখাবহং
জয়ং তবাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে ।
হত্বা চ রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্ব্বান্ হরিযূথমুখ্যান্ ॥৩৯

রমস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং
কুরুষ্ব কার্য্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ ।
ময়া তু রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ড শরীরধারী আমি তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট হইয়া মহাপরিঘ হস্তে ধারণ পূর্বক যখন সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিব, তখন আমাকে দেখিয়া ইন্দ্রও ভীত হইবে ।৩৭

রাম যখন আমাকে একটি বাণ মারিয়া দ্বিতীয় বাণে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে, ঐ অবসরে আমি তাহার রক্ত পান করিব, তুমি ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত হও ।৩৮

আমি দশরথনন্দন রামের বধসাধন পূর্ব্বক তোমার সুখাবহ জয় আহরণ করিতে যত্ন করিব। লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া আমি সমস্ত বানরযূথ-পতিগণকে ভোজন করিব ।৩৯

তুমি আনন্দিত মনে বিহার কর, উত্তম বারুণী পান কর এবং নিশ্চিন্ত হইয়া স্বীয় হিতকর কার্য্যকরণে নিরত হও। আমার দ্বারা রাম যমলোকে গমন করিলে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশীভূতা হইবে ।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[সীতামুপভোক্তুং রাবণং প্রতি মহাপার্শ্বস্যোক্তিঃ, রাবণস্য তদকরণকারণ-ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তিরূপপূর্ববৃত্তান্তবর্ণনং, দুরাধর্ষত্বকথনঞ্চ]

রাবণং ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
মুহূর্ত্তমনুসঞ্চিন্ত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
যঃ খল্বপি বনং প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সম্প্রাপ্য স নরো বালিশো ভবেৎ ॥২
ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্দ্ধসু ॥৩
বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবল।
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ রমস্ব চ ॥৪
লব্ধকামস্য তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং ভয়ম্।
প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্ব্বং প্রতিবিধাস্যসে ॥৫
কুম্ভকর্ণঃ সহাস্মাভিরিন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।
প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্ ॥৬
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্।
সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে ॥৭
ইহ প্রাপ্তান্ বয়ং সর্ব্বাঞ্ছত্রূংস্তব মহাবল।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥৮
এবমুক্তস্তদা রাজা মহাপার্শ্বেন রাবণঃ।
তস্য সম্পূজয়ন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
মহাপার্শ্ব নিবোধ ত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

[মহাপার্শ্বের উক্তি, সীতাকে বলাৎকার করিবার জন্য রাবণের প্রতি রাবণের তাহা অকরণের কারণ ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তিরূপ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও দুরাধর্ষত্ব কথন।]

রাবণকে ক্রুদ্ধ জানিয়া মহাবলবান্ মহাপার্শ্ব মুহূর্ত্ত কাল কিছু চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।১

যে হিংস্র পশু ও সর্পসমাকুল দুর্গম বনে গমন করিয়া তথায় মধু প্রাপ্ত হইয়াও পান না করে, সেই পুরুষ অতিশয় মূর্খ।২

শত্রুনাশন রাজন্! ঈশ্বর তো আপনিই, আপনার আবার ঈশ্বর কে আছে? শত্রুমস্তকে চরণ রাখিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত রমণ করুন।৩

মহাবল! আপনি কুক্কুট ব্যবহারের ন্যায় সীতাকে বলাৎকার করুন। বারংবার আক্রমণ করত তাহার সহিত রমণ ও উপভোগ করুন।৪

আপনার মনোরথ সফল হইলে আর আপনার কোথা হইতে ভয় উপস্থিত হইবে? যদি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কোন ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ভয়ের যথোচিত প্রতিবিধান করিবেন।৫

[এলাহবাদ, ১২।১০।৭১ ভোর ৪॥ টা]

আমাদের সহিত মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ যদি যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।৬

আমি তো নীতিকুশল পুরুষগণের দ্বারা প্রযুক্ত সাম-দান এবং ভেদকে ছাড়িয়া কেবল দণ্ডের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি উত্তম বলিয়া মনে করি।৭

মহাবল রাক্ষসরাজ! এখানে আপনার যে সমস্ত শত্রু আসিবে, তাহাদের আমরা স্বীয় শস্ত্রপ্রভাবে বশীভূত করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৮

মহাপার্শ্ব কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে রাজা রাবণ তাহার সেই বাক্যের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিল।৯

মহাপার্শ্ব! বহুদিন পূর্ব্বে এক গুপ্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আমি শাপগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের সেই গুপ্ত রহস্য বলিতেছি—তাহা শ্রবণ কর।১০

পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম্।
চঞ্চূর্য্যমাণামদ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব ॥১১
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভূভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা ॥১২
তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞাতমাসীন্মহাত্মনঃ।
অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩
অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৪
ইত্যহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব তাম্।
নারোহয়ে বলাৎ সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে ॥১৫
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্ দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্ ॥১৬
কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি ॥১৭
ন মত্তো নির্গতান্ বাণান্ দ্বিজিহ্বান্ পন্নগানিব।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি ॥১৮
ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥১৯
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
উদিতঃ সবিতা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব ॥২০
ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুধাস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
ময়া ত্বিয়ং বাহুবলেন নির্জ্জিতা
পুরা পুরী বৈশ্রবণেন পালিতা ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

একদিন আমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় আকাশপথেবিচরণকারিণী পুঞ্জিকাস্থলা নাম্নী এক অপ্সরাকে পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে যাইতে দেখিয়াছিলাম।১১

আমি বল পূর্ব্বক তাহাকে বিবসনা করত উপভোগ করিয়াছিলাম, অনন্তর হস্তীর দ্বারা দলিতা পদ্মিনীর ন্যায় সে ব্রহ্মার আবাসে উপস্থিত হয়।১২

আমি মনে করি—আমার দ্বারা তাহার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, মহাত্মা ব্রহ্মা তাহা জ্ঞাত হন; অনন্তর তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।১৩

আজ হইতে তুমি যদি বলপূর্ব্বক অন্য কোন নারী গমন কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।১৪

এইজন্য আমি ব্রহ্মার শাপে ভীত হইয়া স্বীয় উত্তম শয্যায় সেই বিদেহনন্দিনী সীতাকে বলপূর্ব্বক নির্বিচারে আরোহণ করাই নাই।১৫

সমুদ্রসদৃশ আমার বেগ, পবনের ন্যায় আমার গতি একথা দশরথকুমার রাম জানে না। তজ্জন্য আমাকে দুঃখপ্রদানে উদ্যত হইয়াছে। (আক্রমণ করিয়াছে)।১৬

তাহা না হইলে পর্ব্বতগুহায় সুখসুপ্তসিংহের সমান ও কুপিত মৃত্যুর ন্যায় উপবিষ্ট আমাকে কে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করে? আমার ধনুক হইতে নির্গত দ্বিজিহ্ব সর্পসদৃশ বাণসকল সমরে রাম কখনো দেখে নাই, সেই হেতু আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে।১৭-১৮

যেমন উল্কার দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমি আমার ধনুকচ্যুত বজ্রসদৃশ শত শত বাণ দ্বারা শীঘ্র রামকে প্রজ্বলিত করিব।১৯

যেমন প্রাতঃকালীন উদিত সূর্য্য নক্ষত্রগণের প্রভাকে লীন করিয়া লন, সেইরূপ নিজের বিশাল সেনাপরিবৃত হইয়া আমি তাহার বল হরণ করিব।২০

সমরে সহস্রনয়ন ইন্দ্র এবং বরুণও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নয়। পূর্ব্বকালে কুবেরের দ্বারা পালিত এই লঙ্কাপুরী আমি বাহুবলে জয় করিয়া লইয়াছি।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[রামোঽজেয় ইত্যুক্ত্বা সীতাপ্রত্যর্পণায় বিভীষণস্যাভিমতপ্রকাশঃ।]

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশম্য বাক্যং
স কুম্ভকর্ণস্য চ গর্জ্জিতানি।
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্য-
মুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্ ॥১

বৃতো হি বাহ্বন্তরভোগরাশি-
শ্চিন্তাবিষঃ সুস্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।
পঞ্চাঙ্গুলীপঞ্চশিরোঽতিকায়ঃ
সীতামহাহিস্তব কেন রাজন্ ॥২

যাবন্ন লঙ্কাং সমভিদ্রবন্তি
বলীমুখাঃ পর্ব্বতকূটমাত্রাঃ।
দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৩

যাবন্ন গৃহ্নন্তি শিরাংসি বাণা
রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৪

ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজং-
স্তথা মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ বা।
নিকুম্ভ-কুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং সমর্থা যুধি রাঘবস্য ॥৫

জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যো-
র্নভো ন পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ॥৬

নিশম্য বাক্যন্তু বিভীষণস্য
ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।
ন নো ভয়ং বিদ্ম ন দৈবতেভ্যো
ন দানবেভ্যোঽপ্যথবা কদাচিৎ ॥৭

চতুর্দ্দশ সর্গ

["রাম অজেয়" এই কথা বলিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ।]

রাক্ষসরাজের এই কথা ও কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিভীষণ নিশাচরপতি রাবণকে অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য বলিল।১

হে রাজন্! যে সীতারূপ সর্পের হৃদয়ভাগ শরীর, চিন্তা বিষ, সুন্দর ঈষৎ হাস্য তীক্ষ্ণদন্ত, আর প্রত্যেক হস্তে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলি পঞ্চশির, সেই বিশালশরীরধারী সীতাকে কেন বরণ করিয়াছ? ২

যতক্ষণ (যাবৎ) দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ পর্ব্বত শিখর-সদৃশ উচ্চ বানরসমূহ লঙ্কা আক্রমণ না করে, তাবৎ দশরথ-তনয় শ্রীরামের হস্তে মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন।৩

যাবৎ শ্রীরামনিক্ষিপ্ত বায়ুতুল্য বেগশীল ও বজ্র-সমান বাণগুলি প্রধান রাক্ষসগণের মস্তকসকল দ্বিখণ্ডিত না করে, তাবৎ দশরথ-নন্দন শ্রীরামকে সীতা সমর্পণ করুন।৪

রাজন্! কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ এবং অতিকায় কেহই সংগ্রামে শ্রীরঘুনাথের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।৫

যদি সূর্য্য বা বায়ু আপনাকে রক্ষা করে, ইন্দ্র অথবা যমের যদি ক্রোড়গত হন কিংবা আকাশ এবং পাতালে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করেন, তাহা হইলেও শ্রীরামের হস্তে জীবিত থাকিবেন না।৬

বিভীষণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত প্রহস্ত এই কথা বলিল—আমরা কখনও দেবতাগণ অথবা দানবগণ হইতে ভীত হই না এবং ভয় যে কি,—তাহা জানি না।৭

ন যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহোরগেভ্যো
ভয়ং ন সংখ্যে পতগোরগেভ্যঃ।
কথং নু রামাদ্ ভবিতা ভয়ং নো
নরেন্দ্রপুত্রাৎ সমরে কদাচিৎ ॥৮
প্রহস্তবাক্যং ত্বহিতং নিশম্য
বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
ধর্ম্মার্থকামেষু নিবিষ্টবুদ্ধিঃ ॥৯
প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ
ত্বং কুম্ভকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।
ব্রুবীত রামং প্রতি তন্ন শক্যং
যথা গতিঃ স্বর্গমধর্ম্মবুদ্ধেঃ ॥১০
বধস্তু রামস্য ময়া ত্বয়া চ
প্রহস্ত সর্ব্বৈরপি রাক্ষসৈর্বা।
কথং ভবেদর্থবিশারদস্য
মহার্ণবং তর্ত্তুমিবাপ্লবস্য ॥১১
ধর্ম্মপ্রধানস্য মহারথস্য
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোঽহস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য
কৃত্যেষু শক্তস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ ॥১২
তীক্ষ্ণা ন তাবত্তব কঙ্কপত্রা
দুরাসদা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥১৩
ভিত্ত্বা ন তাবৎ প্রবিশন্তি কায়ং
প্রাণান্তিকাস্তেঽশনিতুল্যবেগাঃ।
শিতাঃ শরা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥১৪
ন রাবণো নাতিবলস্ত্রিশীর্ষো
ন কুম্ভকর্ণস্য সুতো নিকুম্ভঃ।
ন চেন্দ্রজিদ্ দাশরথিং প্রবোঢুং
ত্বং বা রণে শক্রসমং সমর্থাঃ ॥১৫
দেবান্তকো বাপি নরান্তকো বা
তথাতিকায়োঽতিরথো মহাত্মা।
অকম্পনশ্চাদ্রিসমানসারঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥১৬

যুদ্ধে যক্ষ, গন্ধর্ব, মহানাগ ও পক্ষী এবং সর্পসমূহ হইতে আমাদের কখনও ভয় হয় না। নরপতিনন্দন রাম হইতে কি প্রকারে সংগ্রামে ভয় হইবে? ৮

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে অনন্যচিত্ত সর্বতোভাবে রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী বিভীষণ অহিতকর প্রহস্তের কথা শ্রবণ করিয়া মহান্ অর্থযুক্ত বাক্য বলিল।৯

প্রহস্ত! যেমন পাপাত্মা পুরুষের স্বর্গগতি হয়না, তদ্রূপ মহারাজ রাবণ, মহোদর, তুমি এবং কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের প্রতি যাহা কিছু বলিতেছ, সেই সমস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।১০

প্রহস্ত! শ্রীরামচন্দ্র অর্থবিশারদ ও সমস্ত কার্য্যসাধনে নিপুণ। যেমন বিনা নৌকায় কেহ মহাসমুদ্র পার হইতে পারে না, সেইরূপ আমি, তুমি অথবা সমস্ত রাক্ষসগণের দ্বারা কি প্রকারে শ্রীরামের বিনাশ সম্ভব? ১১

ধর্মপ্রধান, ইক্ষ্বাকুবংশজাত সকল কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ এবং মহারথী (বলি, বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতির সংহারকারী) এইরূপ প্রসিদ্ধ পরাক্রমী রামের সম্মুখে দেবগণও বিমূঢ় হন।১২

প্রহস্ত! অদ্যাপি শ্রীরামনিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত দুর্জ্জয় তীক্ষ্ণবাণসমূহ তোমার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য এই প্রকার আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ।১৩

প্রহস্ত! প্রাণান্তকর বজ্রতুল্য বেগশীল, শ্রীরঘুনাথ-নিক্ষিপ্ত শাণিত বাণসকল এখনও তোমার শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই, সেইজন্য তুমি এইরূপ শ্লাঘা করিতেছ।১৪

রাবণ, অতিবলবান্ কুম্ভকর্ণ-তনয় নিকুম্ভ, ইন্দ্রজয়ী

অয়ঞ্চ রাজা ব্যসনাভিভূতো
মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবদ্ভিঃ।
অস্মাস্ততে রাক্ষসনাশনার্থে
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা হ্যসমীক্ষ্যকারী ॥১৭
অনন্তভোগেন সহস্রমূর্দ্ধ্না
নাগেন ভীমেন মহাবলেন।
বলাৎ পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো
রাজানমুৎক্ষিপ্য বিমোচয়ন্তু ॥১৮
যাবদ্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্ভিঃ
সমেত্য সর্ব্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ।
নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতব্যো
ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ ॥১৯
সুবারিণা রাঘবসাগরেণ
প্রচ্ছাদ্যমানস্তরসা ভবদ্ভিঃ।
যুক্তস্ত্বয়ং তারয়িতুং সমেত্য
কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ ॥২০
ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য
রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যক্ হি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি
নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্ ॥২১
পরস্য বীর্য্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা
স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা
বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥

মেঘনাদ এবং তুমি সমরে সুরেন্দ্রসদৃশ দশরথকুমার শ্রীরামচন্দ্রের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।১৫

দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, বিশাল শরীর অতিরথ ও পর্বতের ন্যায় শক্তিশালী অকম্পন রণস্থলে শ্রীরঘুনাথের সম্মুখে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না।১৬

এই রাজা রাবণ স্বভাবত তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, অবিবেচক ব্যসনের* দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তোমরা কার্য্যত শত্রুতুল্য, নামে মিত্র সাজিয়া রাক্ষসগণের কি নাশের জন্য রাক্ষসরাজের সেবায় নিযুক্ত আছ।১৭

অনন্ত শারীরিক বলসম্পন্ন সহস্র ফণাযুক্ত এবং মহাবলশালী ভয়ানক সর্প এই রাজাকে বলপূর্ব্বক আপনার শরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছে। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বন্ধনমুক্ত করত প্রাণসঙ্কট হইতে রক্ষা কর।১৮

যেমন ভীষণ বলসম্পন্ন ভূতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যক্তিকে সুহৃদ্‌গণ নিগ্রহকরত রক্ষা করে, তদ্রূপ পরিপূর্ণকাম সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া প্রয়োজনমত কেশগ্রহণ পূর্বক নিগৃহীত করত এই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।১৯

উত্তমচরিত্ররূপ জলে পরিপূর্ণ শ্রীরঘুনাথ সমুদ্রে নিমগ্ন অথবা কাকুৎস্থ শ্রীরামরূপী পাতালের গভীর গর্ত্তে নিপতিত এই রাবণকে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া শীঘ্র উদ্ধার কর।২০

আমি রাক্ষসগণের সহিত এই সমস্ত লঙ্কানগরীর এবং সুহৃদ্‌গণসহ মহারাজের হিতের জন্য স্বীয় উত্তম অভিমত ব্যক্ত করিতেছি যে, রাজতনয় শ্রীরামের হস্তে মিথিলারাজকুমারী সীতাকে সমর্পণ করুন।২১

যিনি আপনার এবং শত্রুপক্ষের বল পরাক্রম বুঝিয়া উভয় পক্ষের স্থিতি, হানি ও বৃদ্ধি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত স্বামীর হিতকর উচিত বাক্য বলিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।২২

* রাজগণের ৭টি ব্যসন—বাক্‌দণ্ডয়োস্ত পারুষ্যমর্থদূষণমেব চ। পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতং ব্যসনং সপ্তধা প্রভো।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[বিভীষণং প্রতীন্দ্রজিত উপহাসঃ, ইন্দ্রজিতং তিরস্কৃত্য বিভীষণস্য যথার্থসত্যকথনঞ্চ।]

বৃহস্পতেস্তুল্যমতের্বচস্ত-
ন্নিশম্য যত্নেন বিভীষণস্য।
ততো মহাত্মা বচনং বভাষে
তত্রেন্দ্রজিন্নৈর্ঋতযূথমুখ্যঃ ॥১

কিন্নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্য-
মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্য্যাৎ ॥২

সত্ত্বেন বীর্য্যেণ পরাক্রমেণ
ধৈর্য্যেণ শৌর্য্যেণ চ তেজসা চ।
একঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো
বিভীষণস্তাতকনিষ্ঠ এষঃ ॥৩

কিন্নাম তৌ মানুষরাজপুত্রা-
বস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন।
সুপ্রাকৃতেনাপি নিহন্তুমেতৌ
শক্যৌ কুতো ভীষয়সে স্ম ভীরো ৪॥

ত্রিলোকনাথো ননু দেবরাজঃ
শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ।
ভয়ার্দ্দিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ
সর্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥৫

ঐরাবতো নিঃস্বনমুন্নদন্ স
নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া তু।
বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য
বিত্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥৬

সোঽহং সুরাণামপি দর্পহন্তা
দৈত্যোত্তমানামপি শোককর্ত্তা।
কথং নরেন্দ্রাত্মজয়োর্ন শক্তো
মনুষ্যয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ সুবীর্য্যঃ ॥৭

অথেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহৌজসস্তদ্ বচনং নিশম্য।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
বিভীষণঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥৮

পঞ্চদশ সর্গ

[বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস ও ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার পূর্ব্বক সভায় বিভীষণের যথার্থ সত্য কথন।]

বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ বিভীষণের যত্নসহকারে কথিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসযূথপতিশ্রেষ্ঠ মহাকায় ইন্দ্রজিৎ তথায় এই কথা বলিল।১

কনিষ্ঠতাত। আপনি অত্যন্ত ভীতের ন্যায় অনর্থক কথা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেই ব্যক্তিও এইরূপ বাক্য বলিবে না এবং এতাদৃশ কার্য্য করিবে না।২

আমাদের এই রাক্ষসকুলে একমাত্র এই কনিষ্ঠতাত বিভীষণই বল, বীর্য্য, পরাক্রম, ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং তেজোবিহীন।৩

সেই মানবরাজতনয়দ্বয় কোন্ ছার, অতি সাধারণ কোন এক রাক্ষসেই তাহাদের (বিনাশ) নিধন করিতে সমর্থ। ভীরু কাপুরুষ! কি হেতু আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছ? ৪

ত্রিভুবনপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমি ধরাতলে নিবেশিত করিয়াছিলাম। সেই সময় সমস্ত দেবতা-মণ্ডলী ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন।৫

আমি বল পূর্বক ঐরাবত হস্তীর দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলে তৎকালে

ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি
বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপকবুদ্ধিঃ।
তস্মাৎ ত্বয়াপাত্মবিনাশনায়
বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্ ॥৯
পুত্রপ্রবাদেন তু রাবণস্য
ত্বমিন্দ্রজিন্মিত্রমুখোঽসি শত্রুঃ
যস্যেদৃশং রাঘবতো বিনাশং
নিশম্য মোহাদনুমন্যসে ত্বম্ ॥১০
ত্বমেব বধ্যশ্চ সুদুর্ম্মতিশ্চ
স চাপি বধ্যো য ইহানয়ৎ ত্বাম্।
বালং দৃঢ়ং সাহসিকঞ্চ যোঽদ্য
প্রাবেশয়ন্মন্ত্রকৃতাং সমীপম্ ॥১১
মূঢ়োঽপ্রগল্ভোঽবিনয়োপপন্ন-
স্তীক্ষ্ণস্বভাবোঽল্পমতির্দুরাত্মা।
মূর্খস্ত্বমত্যন্তসুদুর্ম্মতিশ্চ
ত্বমিন্দ্রজিদ্ বালতয়া ব্রবীষি ॥১২
কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশা-
নর্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্
সমক্ষমুক্তান্ যুধি রাঘবেণ ॥১৩
ধনানি রত্নানি সুভূষণানি
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই পরাক্রম দ্বারা দেবগণকে আমি সন্ত্রস্ত করিয়াছিলাম।৬

দেবগণের দর্পহননকারী প্রধান প্রধান দৈত্যগণের শোকজনক অতিবলবান্ সেই আমি সাধারণ মানুষ রাজকুমারদ্বয়কে কেন জয় করিতে সমর্থ হইব না? ৭

সুরেন্দ্রসদৃশ তেজস্বী মহাপরাক্রমশালী দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনন্তর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ মহার্থযুক্ত এই বাক্য বলিল।৮

বৎস! তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি অপরিপক্ব। তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা নিশ্চয় হয় নাই, সেই হেতু তুমি আপনার বিনাশের জন্য বহু নিরর্থক প্রলাপ বাক্য বলিতেছ।৯

ইন্দ্রজিৎ! তুমি রাবণের পুত্র বলিয়া বাহ্যতঃ তাহার মিত্র ও ভিতরে তাহার শত্রু, যেহেতু তুমি শ্রীরঘুনাথের দ্বারা রাক্ষসরাজের বিনাশের কথা শুনিয়াও মোহবশে তাহা অনুমোদন করিতেছ।১০

অতিশয় দুর্ম্মতি তুমি, অতএব বধ্য; আর যে ব্যক্তি তোমায় এখানে আনিয়াছে, সেও বধযোগ্য। অদ্য তোমার ন্যায় অতিশয় দুঃসাহসিক বালককে এই মন্ত্রণাকারিগণের নিকট যে প্রবেশ করাইয়াছে, সেই পুরুষও প্রাণদণ্ডার্হ।১১

ইন্দ্রজিৎ! তুমি অবিবেকী, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, বিনয়বিহীন, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্ষুদ্রমতি, দুরাত্মা মূর্খ, তুমি অতিশয় সুদুর্মতি বালকহেতু এই কথা বলিতেছ।১২

শ্রীরঘুনাথের দ্বারা রণক্ষেত্রে শত্রুগণের সমক্ষে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মদণ্ডের সমান প্রভাসম্পন্ন, শিখাবান্ কাল-সদৃশ এবং যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ বাণসকল কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবে?১৩

রাজন্! আমরা ধন, রত্ন, সুন্দর অলঙ্কার, দিব্যবস্ত্র ও বিচিত্র মণিসকল এবং দেবী সীতাকে শ্রীরামের করে সমর্পণ করত শোকবিহীন হইয়া এই নগরে বাস করিব।১৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শঃ সর্গঃ

[রাবণেন বিভীষণস্য তিরস্কারঃ, তং নির্ভর্ৎস্য বিভীষণস্যাপি সভাত্যাগশ্চ ।]

সুনিবিষ্টং হিতং বাক্যমুক্তবন্তং বিভীষণম্ ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥১
বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা ॥২
জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস ।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥৩
প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস ।
জ্ঞাতয়োঽপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ ॥৪
নিত্যমন্যোঽন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ ॥৫
শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা ।
পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম ॥৬
নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥৭
উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ ।
কৃৎস্নাদ্ ভয়াজ্‌জ্ঞাতিভয়ং কুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ ॥৮
বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্ ।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥৯
ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ ।
ঐশ্বর্য্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্দ্ধ্নি চ স্থিতঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ

[রাবণ কর্ত্তৃক বিভীষণের তিরস্কার এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করত বিভীষণেরও সভাত্যাগ ।]

কালপ্রেরিত রাবণ সুন্দর অর্থযুক্ত এবং হিতকর বাক্যোচ্চারণকারী বিভীষণকে কঠোর বাক্যে বলিতে লাগিল ।১

শত্রু এবং কুপিত সর্পের সহিতও বাস করিবে, কিন্তু মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শত্রুসেবীর সহিত কখনও বাস করিবে না ।২

রাক্ষস ! সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ জ্ঞাতিগণের স্বভাব আমি জানি। জ্ঞাতিগণের বিপদ্ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতি-সকল সতত আনন্দিত হইয়া থাকে ।৩

নিশাচর ! জ্যেষ্ঠত্বহেতু প্রাপ্তরাজ্য, রাজকার্য্যে দক্ষ, সাধক, বিদ্বান্, ধর্ম্মশীল ও বীর হইলেও জ্ঞাতিগণ তাহাকে অবমাননা করিয়া থাকে এবং পরিভূত করে ।৪

শত্রুরূপী জ্ঞাতিগণ মনোভাব গোপনকারী, ক্রূর ও ভয়াবহ। তাহারা সঙ্কট উপস্থিত হইলে পরস্পর নিত্য আনন্দিত হইয়া থাকে ।৫

পূর্ব্বকালে পদ্মবনে পাশহস্ত মানবগণকে দেখিয়া হস্তিসকলের গীত যে শ্লোক শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ।৬

আমাদের অগ্নি, অন্যান্য শস্ত্রসকল ও পাশ ভয়জনক নয়, ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিগণই আমাদের ভয়াবহ ।৭

ইহারা গ্রহণ করিবার উপায় বলিয়া থাকে। সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই আমাদের অতিশয় কষ্টদায়ক—ইহা অবগত আছি ।৮

গাভীগণে হব্য-কব্যের সম্পত্তি দুগ্ধ, নারীগণে চপলতা, ব্রাহ্মণে তপস্যা এবং জ্ঞাতিগণে ভয় অবশ্য বিদ্যমান থাকে ।৯

যেহেতু আমি লোকপূজিত, ঐশ্বর্য্যবান্, কুলীন ও

যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১১
যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জ্জতাম্।
ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১২
যথা মধুকরস্তর্ষাদ্ রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৩
যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি।
রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৪
যথা পূর্ব্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।
দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৫
যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন ॥১৬
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৭
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।
অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাধিপম্ ॥১৮
স ত্বম্ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ॥১৯
সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্নন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ ॥২০
পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥২১
বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্ব্বভূতাপহারিণঃ।
ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা ॥২২
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ ॥২৩

শত্রুগণের মস্তকে অবস্থিত, সেইহেতু এইসব তোমার অভীষ্ট নয়।১০

যেমন পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুসকল শ্লিষ্ট হয় না, তেমনি অনার্য্যসমূহের হৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকিতে পারে না।১১

যেমন শরৎ ঋতুতে গর্জ্জন ও বর্ষণকারী মেঘের জলে পৃথিবী পরিপ্লুতা হয় না, তদ্রূপ অনার্য্যগণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নিষ্ফল।১২

ভ্রমর যেমন অতিশয় প্রেমের সহিত ফুলের রস পান করিয়াও সেখানে অবস্থান করে না, সেই প্রকার অনার্য্যহৃদয়ে সহৃদয়তা থাকে না; তুমি ঐ প্রকার অনার্য্য।১৩

মধুকর ভ্রমর যেমন রসের ইচ্ছায় কাশপুষ্পের রস পান করিয়াও রস প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অনার্য্যবৃন্দের হৃদয়ে বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না।১৪

[মুরাদনগর—দিল্লী, ১৬।১০।৭১, সকাল ৬টা]

যেমন হস্তী স্নান করিয়া স্বীয় শুণ্ডের দ্বারা রজ (ধূলি) লইয়া আপনার শরীর দূষিত করে, সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তিতে সৌহার্দ্য দূষিত হইয়া থাকে।১৫

কুলকলঙ্ক রাক্ষস! তোমাকে ধিক্, যদি তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই কথা বলিত, তাহা হইলে এইমুহূর্ত্তে সে জীবিত থাকিত না।১৬

রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে, ন্যায়বাদী গদাপাণি বিভীষণ চারজন রাক্ষসের সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।১৭

সেই সময় অন্তরীক্ষগত শ্রীমান্ ভ্রাতা বিভীষণ রুষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল।১৮

রাজন্! তুমি ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মপথে অবস্থিত নও; তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তজ্জন্য পিতার সমান মাননীয়, কিন্তু তুমি আমাকে যাহা বলিলে, অগ্রজ হইলেও তোমার এই কর্কশ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না।১৯

দশানন! যে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামের বশীভূত, সে হিতকামনায় সুন্দর নীতিযুক্ত কথা গ্রহণ করে না।২০

রাজন্! প্রিয়বাদী পুরুষ সতত সুলভ, পরিণামে হিতকর বচনের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।২১

তুমি সর্ব্বভূতবিনাশকারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তুমি নষ্ট হইতেছ, সেইজন্য

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥২৪
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্ব্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ॥২৫
নিবার্য্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা
ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।
পরান্তকালে হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্নন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

তোমাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া হিতকর বাক্য বলিয়াছি।২২

শ্রীরামচন্দ্রের সুবর্ণ-ভূষিত প্রদীপ্ত অনলসদৃশ শাণিত শরের দ্বারা তোমাকে নিহত দেখিতে ইচ্ছা করি না।২৩

কালের বশীভূত হইলে শূর, বলবান্ এবং অস্ত্রবেত্তা মানবগণও সংগ্রামে বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।২৪

হিতকামী আমার দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছিল, তাহা তোমার প্রিয় হয় নাই; তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। সর্ব্বপ্রকারে রাক্ষসগণসহ এই পুরী ও আত্মাকে রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি যাইতেছি; আমি বিনা তুমি সুখী হও।২৫

রাক্ষসরাজ! আমি হিতৈষী কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও আমার সেই সকল বাক্য তোমার রুচিকর হইতেছে না, যেমন গতায়ু ব্যক্তিগণ অন্তিমকালে সুহৃদ্‌গণকথিত বাক্য গ্রহণ করে না।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম্, তস্মৈ আশ্রয়দানবিষয়ে মন্ত্রীভিঃ সহ শ্রীরামস্য পরামর্শশ্চ ।]

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ ।
আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥১
তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্ ।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ ॥২
যে চাপ্যনুচরাস্তস্য চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ ।
তেঽপি বর্মায়ুধোপেতা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥৩
স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ ।
বরায়ুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৪
তমাত্মপঞ্চমং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।
বানরৈঃ সহ দুর্দ্ধর্ষশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥৫
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তন্তু বানরাংস্তানুবাচ হ ।
হনুমৎপ্রমুখান্ সর্ব্বানিদং বচনমুত্তমম্ ॥৬
এষ সর্ব্বায়ুধোপেতশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।
রাক্ষসোঽভ্যেতি পশ্যধ্বমস্মান্ হন্তুং ন সংশয়ঃ ॥৭
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে তে বানরোত্তমাঃ ।
শালানুদ্যম্য শৈলাংশ্চ ইদং বচনমব্রুবন্ ॥৮
শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষাং দুরাত্মনাম্ ।
নিপতন্তি হতা যাবদ ধরণ্যামল্পচেতনাঃ ॥৯
তেষাং সম্ভাষমাণানামন্যোঽন্যং স বিভীষণঃ ।
উত্তরন্তীরমাসাদ্য খস্থ এব ব্যতিষ্ঠত ॥১০
স উবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্বরেণ মহতা মহান্ ।
সুগ্রীবং তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য খস্থ এব বিভীষণঃ ॥১১
রাবণো নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ

[শ্রীরামের নিকট বিভীষণের শরণগ্রহণ, তাহার আশ্রয় দান সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ।]

[লবকুশ আশ্রম, বিঠুর, ১৭।১০।৭১, সকাল ৮টা।]

রাবণানুজ বিভীষণ রাবণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া যেস্থানে রাম লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তকালমধ্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১

ভূতলস্থিত বানরযূথপতিগণ মেরুশিখরসদৃশ প্রকাণ্ডশরীর, প্রজ্বলিত অশনিতুল্য আকাশে অবস্থিত বিভীষণকে তাহারা দেখিতে পাইল।২

তাহার সহিত ভীষণ পরাক্রমশালী কবচ ও অস্ত্রশস্ত্রধারী এবং উত্তম ভূষণে ভূষিত চারিটি অনুচর ছিল।৩

মেঘ এবং পর্ব্বতসদৃশ সেইবীর বিভীষণ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, উত্তম অস্ত্রশস্ত্রধারী ও দিব্য আভরণে ভূষিত ছিল।৪

সেই চারিজন রাক্ষসের সহিত পঞ্চম বিভীষণকে দেখিয়া দুর্জ্জয় এবং বুদ্ধিমান্ বীর কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণের সঙ্গে বিচার করিতে লাগিল।৫

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া সুগ্রীব হনুমান্‌প্রমুখ সমস্ত বানরবৃন্দকে এই উত্তম কথা বলিল।৬

দেখ,—সকলপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত চারিজন রাক্ষসের সহিত এই রাক্ষস আমাদের হনন করিতে আসিতেছে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৭

সুগ্রীবের কথা শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত বানরযূথপতিগণ শালবৃক্ষ ও পর্ব্বতশিখর উদ্যত করিয়া এই বাক্য বলিল।৮

রাজন্! আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মগণের বধের আদেশ দিন, যাহাতে এই মন্দমতি নিশাচরবৃন্দ নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়।৯

পরস্পর তাহাদের এই প্রকার কথোপকথন

তেন সীতা জনস্থানাৎ হৃতা হত্বা জটায়ুষম্ ।
রুদ্ধা চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥১৩
তমহং হেতুভির্বাক্যৈর্বিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্ ।
সাধু নির্য্যাত্যতাং সীতা রামায়েতি পুনঃপুনঃ ॥১৪
স চ ন প্রতিজগ্রাহ রাবণঃ কালচোদিতঃ ।
উচ্যমানং হিতং বাক্যং বিপরীত ইবৌষধম্ ॥১৫
সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ ।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ ॥১৬
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে ।
সর্ব্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥১৭
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রমং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ ॥১৮

প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ ।
নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব ॥১৯
মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি ।
বানরাণাঞ্চ ভদ্রন্তে পরেষাঞ্চ পরন্তপ ॥২০
অন্তর্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।
শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ ॥২১
প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্ ।
অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥২২
অথবা স্বয়মেবৈষ চ্ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্ ।
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি ॥২৩
মিত্রাদপি বলঞ্চৈব মৌলভৃত্যবলন্তথা ।
সর্ব্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্ ॥২৪

হইতেছিল, এই সময় সেই বিভীষণ সমুদ্রের উত্তরতটে আসিয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল ।১০

মহাবুদ্ধিমান্ মহাপুরুষ বিভীষণ আকাশেই অবস্থান করিয়া সুগ্রীব ও বানরগণকে দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল ।১১

রাবণনামক যে দুরাচার রাক্ষস এবং রাক্ষসগণের অধীশ্বর, আমি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ ।১২

রাবণ জটায়ুকে হত্যা করিয়া জনস্থান হইতে সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। বিবশা দীনা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অধুনা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা আছে ।১৩

আমি বিবিধ যুক্তিসঙ্গত বাক্যের দ্বারা তাহাকে বারবার বুঝাইলাম যে, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে ।১৪

যেমন আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণ করে না, তেমনি রাবণ মৎকথিত হিতকর বাক্য গ্রহণ করে নাই ।১৫

তাহার দ্বারা কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত এবং দাসের ন্যায় অবমানিত হইয়া সেই আমি পত্নী পুত্রগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরঘুনাথের শরণে আসিয়াছি ।১৬

বানরগণ! তোমরা সর্ব্বলোকের শরণ্য মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে শীঘ্র নিবেদন কর যে, বিভীষণ উপস্থিত হইয়াছে ।১৭

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া শীঘ্রগামী সুগ্রীব রামের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের অগ্রে সকোপে এইপ্রকার বাক্য বলিল ।১৮

রাবণের সৈন্যে প্রবিষ্ট কোন শত্রু অকস্মাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পেচক যেমন বায়সগণকে হনন করে, সেইরূপ সেও অবসর প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বিনাশ করিবে ।১৯

হে শত্রুসূদন (শত্রুঘাতিন্) রঘুনাথ! বানরগণের মঙ্গল ও শত্রুর নিগ্রহের জন্য আপনি কার্য্যাকার্য্য বিচারে, সেনা সন্নিবেশে, নীতিযুক্ত উপায় প্রয়োগে ও গুপ্তচরের নিয়োগাদি বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হউন ।২০

অদৃশ্য সঞ্চরণশীল কামরূপী এই রাক্ষসগণ বলবান্ ও মায়াবী, তাহাদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয় ।২১

রাক্ষসরাজ রাবণের এই ব্যক্তি গুপ্তচর, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিবে—সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই ।২২

প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতা মিত্রস্য বৈ প্রভো।
আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ ॥২৫
রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।
চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ ॥২৬
রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥২৭
রাক্ষসো জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্ত্তুং মায়য়া ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ ॥২৮
বধ্যতামেব তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥২৯
এবমুক্ত্বা তু তং রামং সংরব্ধো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥৩০
সুগ্রীবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ।
সমীপস্থানুবাচেদং হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥৩১
যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি।
বাক্যং হেতুমদত্যর্থং ভবদ্ভিরপি চ শ্রুতম্ ॥৩২
সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।
সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা ॥৩৩
ইত্যেবং পরিপৃষ্টাস্তে স্বং স্বং মতমতন্দ্রিতাঃ।
সোপচারং তদা রামমূচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৩৪
অজ্ঞাতং নাস্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
আত্মানং পূজয়ন্ রাম পৃচ্ছস্যস্মান্ সুহৃত্তয়া ॥৩৫
ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্ম্মিকো দৃঢ়বিক্রমঃ।
পরীক্ষ্যকারী স্মৃতিমান্নিসৃষ্টাত্মা সুহৃৎসু চ ॥৩৬

অথবা এই বুদ্ধিমান্ রাক্ষস ছিদ্র লাভ করিয়া বিশ্বস্ত সেনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করত কখন স্বয়ংই আমাদের প্রহার করিবে।২৩

শত্রুপক্ষের সৈন্য পরিবর্জন পূর্ব্বক মিত্র এবং বনবাসী ও পরম্পরাগত ভৃত্যগণকে সৈন্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।২৪

এই বিভীষণ স্বভাবতঃ রাক্ষস, আপনার শত্রুর ভ্রাতা, সাক্ষাৎ শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, কি প্রকারে ইহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ২৫

বিভীষণনামে প্রসিদ্ধ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারিটি রাক্ষসের সহিত আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছে।২৬

সমুচিত কার্য্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ! সেই বিভীষণকে রাবণের দ্বারা প্রেরিত বলিয়া অবগত হউন। তাহার নিগ্রহই আমি উচিত বলিয়া মনে করি।২৭

নিষ্পাপ রাঘব! কুটিলবুদ্ধি রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই রাক্ষস মায়ার দ্বারা আত্মগোপন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত আপনাকে প্রহার করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।২৮

মহাক্রূর রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণ, সচিবগণের সহিত ইহাকে কঠোর দণ্ড দানের দ্বারা বধ করুন। অনন্তর বাক্যরুষ্ট সেনাপতি সুগ্রীবের বাচনিপুণ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া মৌন হইল।২৯-৩০

মহাবল শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ করত সমীপস্থ হনুমানপ্রমুখ বানরদিগকে বলিলেন।৩১

বানরগণ! কপিরাজ সুগ্রীব রাবণানুজ বিভীষণ-বিষয়ে যে যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছে, তাহা তোমরাও শ্রবণ করিয়াছ।৩২

স্থায়ী উন্নতিকামী বুদ্ধিমান্ সমর্থবান্ ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে মিত্রগণকে নিজ নিজ প্রকাশের সুযোগ দান করেন।৩৩

শ্রীরাম এইরূপে তাহাদের পরামর্শদানের সুযোগ দান করিলে প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বানরগণ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৪

রাঘব! ত্রিভুবনে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই তথাপি আমরা আপনার মিত্র বলিয়াই আমাদের সম্মানদানের জন্যই পরামর্শ দানের সুযোগ দান করিতেছেন।৩৫

আপনি সত্যব্রত, শূর, ধার্মিক দৃঢ়বিক্রম, পরীক্ষাকারী, স্মৃতিমান্ ও মিত্রগণে আত্মসমর্পণকারী।৩৬

তস্মাদেকৈকশস্তাবৎ ব্রুবন্তু সচিবাস্তব।
হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৭
ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ।
বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ ॥৩৮
শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা তর্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্ত্তব্যো বিভীষণঃ ॥৩৯
ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥৪০
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেদিহ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্য্যাদ্দোষতস্তু বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪১
যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ ॥৪২
শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্ ॥৪৩
প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা।
পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্য্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ ॥৪৪
জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্ ॥৪৫
বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্ ॥৪৬
ততো মৈন্দস্তু সম্প্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্ ॥৪৭
অনুজো নাম তস্যৈব রাবণস্য বিভীষণঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ ॥৪৮
ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতস্তং করিষ্যসি।
যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্ব্বং নরর্ষভ ॥৪৯
অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু ॥৫০

সেই হেতু সামর্থবান্ বুদ্ধিমান্ আপনার সব সচিবগণ ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে স্ব স্ব যুক্তিযুক্ত মত ব্যক্ত করুক ।৩৭

এই কথা বলিলে মতিমান্ কপি অঙ্গদ প্রথমেই বিভীষণকে পরীক্ষার কথা শ্রীরামকে নিবেদন করিল ।৩৮

প্রভু! বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে সন্দেহ করাই উচিত। বিভীষণকে সহসা বিশ্বাসের পাত্র মনে করা উচিত নয় ।৩৯

শঠগণ আত্মভাব গোপন করিয়া বিচরণ করে এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে। তখন মহা অনর্থের সৃষ্টি হয় ।৪০

অর্থ ও অনর্থ বিচার পূর্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গুণদর্শনে গ্রহণ ও দোষ দর্শনে ত্যাগ করিবে ।৪১

নৃপ! যদি তাহাতে (বিভীষণে) মহদ্ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ত্যাগ করা উচিত। আর যদি তাহার বহুগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংগ্রহ করা (দলে নেওয়া) কর্ত্তব্য ।৪২

তদনন্তর শরভ বিচার পূর্বক সার্থক বাক্য বলিল— পুরুষব্যাঘ্র! বিভীষণের পশ্চাতে শীঘ্র গুপ্তচর নিযুক্ত করুন ।৪৩

সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান্ গুপ্তচর নিয়োগ পূর্বক যথাবৎ উহার পরীক্ষা করত নীতিগতভাবে সংগ্রহ (গ্রহণ) করা উচিত ।৪৪

অতঃপর বিচক্ষণ জাম্ববান্ শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দোষরহিত গুণযুক্ত বচন বলিল ।৪৫

কৃতবৈর পাপী রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অসময়ে অযথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সর্বপ্রকারে ইহাকে (বিভীষণকে) সন্দেহ করা উচিত ।৪৬

অতঃপর নীতি ও অনীতিবিষয়ে পণ্ডিত, বাগ্মী মৈন্দ ভালভাবে বিচার করত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল ।৪৭

মহারাজ! যখন এই বিভীষণ সেই রাবণের অনুজ, তখন মধুর ব্যবহারে ধীরে ধীরে সব জিজ্ঞাসা করুন ।৪৮

নরশ্রেষ্ঠ! ইহার ভাব দুষ্ট বা অদুষ্ট, বুদ্ধি পূর্বক তাহা যথার্থভাবে জানিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবেন ।৪৯

ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্ ।
অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্ ॥৫১
ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ ।
বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রামগৌরবাৎ ॥৫২
অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব ।
তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া ন হ্যুপপদ্যতে ॥৫৩
ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে ।
সহসা বিনিয়োগো হি দোষবান্ প্রতিভাতি মে ॥৫৪
চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব ।
অর্থস্যাসম্ভবাত্তত্র কারণং নোপপদ্যতে ॥৫৫
অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যয়ং যদ্বিভীষণঃ ।
বিবক্ষা চাত্র মেঽস্তীয়ং তাং নিবোধ যথামতি ॥৫৬
স এষ দেশকালশ্চ ভবতীহ যথা তথা ।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি ॥৫৭
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি ।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ ॥৫৮
অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি ।
যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা ॥৫৯
পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ ।
তত্র মিত্রং প্রদুষ্যেত মিথ্যাপৃষ্টং সুখাগতম্ ॥৬০
অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বৌদ্ধুং পরস্য বৈ ।
অন্তরেণ স্বরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্ ॥৬১
ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা ।
প্রসন্নং বদনং চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৬২
অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি ।
ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৬৩
আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্ ।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্ ॥৬৪

তদনন্তর যথাশাস্ত্রসংস্কারসম্পন্ন সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রবণমধুর, সার্থক, মনোরম ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলিল ।৫০

প্রভো ! বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, সমর্থ ও বুদ্ধিমান্‌গণের বরিষ্ঠ আপনাকে ভাষণ-বিষয়ে বৃহস্পতিও অতিক্রম করিতে সমর্থ নয় ।৫১

মহারাজ শ্রীরাম ! আমি তর্ক, স্পর্দ্ধা, অভিমান অথবা কোন কামনার বশীভূত না হইয়া মাত্র কার্য্যের গৌরববশতঃ যথার্থ বাক্য বলিব ।৫২

অর্থ ও অনর্থবিষয়ে আপনার সচিবগণ যে পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; অধুনা পরীক্ষাকাল নয় ।৫৩

কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া সামর্থ (দোষগুণ) জানা যায় না। আর হঠাৎ নিয়োগও আমার নিকট দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ।৫৪

আপনার মন্ত্রিগণ গুপ্তচর-নিয়োগের যে পরামর্শ দিয়াছেন, প্রয়োজনাভাবে তাহারও কারণ দেখিতেছি না। "বিভীষণ অদেশকালে আসিয়াছে"—এই যে কথা বলা হইয়াছে, এ বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে,—আপনি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন ।৫৫-৫৬

উহার আগমনের দেশ, কাল, পাত্র, গুণ ও দোষ বিচার যথাযথই হইয়াছে। রাবণের দুষ্টতা এবং আপনার বিক্রম দর্শন করিয়া বুদ্ধি অনুসারে তাহার এইস্থানে আগমন যুক্তিযুক্ত ।৫৭-৫৮

রাজন্ ! "গুপ্তচর দ্বারা মনোভাব জ্ঞাত হউন"—এই যে কথা বলা হইয়াছে,—এ বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে ।৫৯

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহসা অপরিচিতের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে যদি জানিতে পারেন "সব জানিয়াও অজানার ভান করিতেছে" তাহা হইলে হৃদয় কলুষিত হইবে ।৬০

মহারাজ ! সহসা অন্যের মনোভাব জানা অসম্ভব। অত্যন্ত নিপুণতার সহিত স্বরভেদ লক্ষ্য না করিলে মনোভাব জানা যাইবে না ।৬১

ইহার আলাপকালে কোন দুষ্টভাব লক্ষিত হয় নাই; বদনও প্রসন্ন। সেইজন্য ইহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই ।৬২

দুষ্টব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে স্বস্থভাবে উপস্থিত হইতে পারে না, ইহার বাক্যও দোষযুক্ত নয়। অতএব ইহার প্রতি আমার সন্দেহ নাই ।৬৩

দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্য্যং কার্য্যবিদাং বর।
সফলং কুরুতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্ ॥৬৫
উদ্‌যোগন্তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্।
বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্ ॥৬৬
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্ত বুদ্ধিপূর্ব্বমিহাগতঃ।
এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ ॥৬৭
যথাশক্তি ময়োক্তস্তু রাক্ষসস্যার্জবং প্রতি।
প্রমাণং ত্বং হি সর্ব্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাং বর ॥৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

বহিরাকার (ভঙ্গি) গোপন করিলেও মানুষ অন্তর্গত ভাব গোপন করিতে পারে না—ঐ ভাব স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।৬৪

কার্য্যবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! বিভীষণের আগমন-রূপকার্য্য দেশ-কালের অনুরূপ হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইলে কর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই শীঘ্র সম্পন্ন হয়।৬৫

আপনার উদ্‌যোগ, রাবণের মিথ্যাচার, বালিবধ এবং সুগ্রীবের অভিষেক—এইসব সংবাদ শুনিয়া রাজ্য প্রার্থনায় বুদ্ধিপূর্ব্বক আপনার কাছে আসিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করত ইহাকে (বিভীষণকে) গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! এই রাক্ষসের সরলতা বিষয়ে যথাশক্তি আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট তুমিই নির্দ্ধারণ কর।৬৬-৬৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

অনুবাদকঃ—পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থঃ

[ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য শরণাগতরক্ষণমহত্ত্ববর্ণনম্, স্বীয়ব্রতবর্ণনপূর্ব্বকং বিভীষণেন সহ মিলনঞ্চ।]

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রুত্বা বায়ুসুতস্য হ।
প্রত্যভাষত দুর্দ্ধর্ষঃ শ্রুতবানাত্মনি স্থিতম্ ॥১
মমাপি চ বিবক্ষাস্তি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্বং ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সি স্থিতৈঃ ॥২
মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্ ॥৩
সুগ্রীবস্ত্বথ তদ্বাক্যমাভাষ্য চ বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবঃ ॥৪
স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ ॥৫
কো নাম স ভবেত্তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ।
বানরাধিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বানুদীক্ষ্য তু ॥৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্।
ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সত্যপরাক্রমঃ ॥৭
অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ ॥৮
অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিদ্ যাথাত্র প্রতিভাতি মা।
প্রত্যক্ষং লৌকিকং চাপি বর্ত্ততে সর্বরাজসু ॥৯
অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্তিতাঃ।
ব্যসনেষু প্রহর্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত রক্ষার মহত্ত্ব এবং স্বীয় ব্রতের বর্ণনপূর্ব্বক বিভীষণের সহিত মিলন।]

তদনন্তর বায়ুপুত্র হনুমানের মুখে স্ব অভিমত বাক্য শ্রবণ করত (শত্রুগণের) দুর্দ্ধর্ষ শ্রীরাম প্রসন্নচিত্তে বলিলেন। মিত্রগণ! বিভীষণবিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। আপনারা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব আমার মনোভাব আপনাদের জানা ভাল।১-২

মিত্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারি না। যদিও ইহার কোন দোষ থাকে, তথাপি দোষীকে আশ্রয়দান সৎপুরুষ-নিন্দিত কর্ম্ম নহে।৩

কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া এ বিষয়ে বিচার করত শুভতর বাক্য বলিল।৪

প্রভো! এই নিশাচর দুষ্ট হউক আর নাই হউক তাহাতে কি? যে ঈদৃশ বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার এমন কে আত্মীয় হইতে পারে যাহাকে সে পরিত্যাগ করিবে না? ৫

বানররাজ সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করত সত্য-পরাক্রম কাকুৎস্থ সকলের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যসহকারে পুণ্যলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন।৬-৭

লক্ষ্মণ! বানররাজ সুগ্রীব এখন যাহা বলিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৃদ্ধসেবা-ব্যতীত এইরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না।৮

সুগ্রীব! ভ্রাতৃত্যাগবিষয়ে আরও সূক্ষ্মতর কারণ আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সকলরাজগণেতেই যাহা (জ্ঞাতিভীতি) লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।৯

রাজার শত্রু দুই প্রকার—জ্ঞাতি ও নিকটস্থদেশবাসী। বিপদ উপস্থিত হইলে রাজগণ তাহাদিগকে প্রহার করেন, সেই ভয়ে বিভীষণ এখানে আসিয়াছে।১০

অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ ॥১১

যস্তু দোষস্ত্বয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽরিবলস্য চ।
তত্র তে কীর্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু ॥১২

ন বয়ং তৎকুলীনাশ্চ রাজকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ।
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ ॥১৩

অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্ ॥
ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ প্রাপ্তো বিভীষণঃ ॥১৪

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥১৫

এবমুক্তস্তু রামেণ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬

রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥১৭

রাক্ষসো জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্তুং ত্বয়ি বিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ময়ি বানঘ ॥১৮

লক্ষ্মণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥১৯

এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥২০

স সুগ্রীবস্য তদ্বাক্যং রামঃ শ্রুত্বা বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবম্ ॥২১

স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
সূক্ষ্মমপ্যহিতং কর্তুং মম শক্তঃ কথঞ্চন ॥২২

পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্।
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বরঃ ॥২৩

যাহাদের মনে পাপ নাই এবং এক কুলোৎপন্ন, নিজ কুটুম্বগণের হিতৈষী হইলেও এইরূপ স্বজাতীয়গণকেও রাজা ভয় করিয়া থাকেন* ।১১

শত্রুপক্ষীয় সৈন্যসংগ্রহে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছ, তোমাকে এই বিষয়ে যথাশাস্ত্র উত্তর দিতেছি—শ্রবণ কর ।১২

আমরা তাহার কুটুম্ব নহি ; রাক্ষসও (বিভীষণও) রাজ্যাভিলাষী, রাক্ষসগণ পণ্ডিতও হইয়া থাকে, অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা সমীচীন † ।১৩

বিভীষণ আমাদের সহিত মিলিত হইলে নিশ্চিন্ত ও প্রসন্ন হইবে। শরণাগতির প্রবলতা দেখিয়া মনে হইতেছে পরস্পরের (রাবণ-বিভীষণের) মধ্যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্যই ভেদ দেখা যাইতেছে, অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে ।১৪

তাত ! সংসারে সকল ভ্রাতাই ভরত নয়, পিতার সকল পুত্রই মাদৃশ নহে, আর সকল বন্ধুই তোমার (সুগ্রীবের) মত নয় ।১৫

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সলক্ষ্মণ মহাবুদ্ধিমান্ সুগ্রীব উত্থিত হইয়া প্রণাম করত এই কথা বলিল ।১৬

উচিত কার্য্যসম্পাদকশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! তাহাকে রাবণ প্রেরিত বলিয়া জানিবেন, তাহাকে নিগ্রহ করাই উচিত বলিয়া আমার মনে হয় ।১৭

হে অনঘ! এই কুটিল-বুদ্ধি রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার, আমার অথবা লক্ষ্মণের বিনাশসাধন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছে। অতএব নৃশংস রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে সচিবগণের সহিত বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। বাক্যবিৎ সেনাপতি সুগ্রীব বাক্যবিশারদ রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিল ।১৮-২০

রাম সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত বানররাজকে এই কল্যাণপ্রদ বাক্য বলিলেন,—সুগ্রীব! এই রাক্ষস বিভীষণ দুষ্টই হউক আর

* বিপদগ্রস্ত ভ্রাতৃত্যাগরূপ দোষ খণ্ডিত হইল।

† 'কুটুম্ব নহি' ইহাদ্বারা প্রহার ভয় এবং 'রাজ্যাভিলাষী' ইহা দ্বারা পরিত্যাগ-ভয় খণ্ডিত হইল।

শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ ॥২৪
স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতম্।
কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ ॥২৫
ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা।
শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনা ॥২৬
বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ ॥২৭
আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা ॥২৮
ন চেদ্ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্ ॥২৯

বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥৩০
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্য্যবিনাশনম্ ॥৩১
করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্।
ধর্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গ্যং স্যাত্তু ফলোদয়ে ॥৩২
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥৩৩
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্ ॥৩৪
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থং সৌহার্দেনাভিপূরিতঃ ॥৩৫

সচ্চরিত্রই হউক, আমার অনুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কপীশ্বর! সামান্য বিভীষণের কথা দূরে থাকুক, আমি ইচ্ছা করিলে ক্ষণকাল মধ্যেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।২১-২৩

(শরণাগতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর।) শুনিয়াছি, কোন সময়ে একজন ব্যাধ কপোতের আবাসভূত এক বৃক্ষের নিম্নভাগে উপস্থিত হয়। কপোত সেই স্বপত্নী কপোতীর অপহারক শত্রুকেও স্বাশ্রয়াগত ও শীতার্ত্ত দর্শন করিয়া অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক শীত নিবারণ করত সাধ্যানুসারে তাহার সেবা করিল এবং তদনন্তর স্বীয় মাংস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেও অনুরোধ করিল। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! যখন ঐ কপোত ভার্য্যাহন্তা শরণাগত শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া বরং যথাবিধি সৎকারই করিয়াছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে শরণাগত শত্রুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিব? ২৪-২৫

হে সুগ্রীব! এতদ্বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু যে কয়েকটী ধর্ম্মসঙ্গত গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আশ্রিত রক্ষণরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুরোধে তাদৃশ শত্রুকেও বিনাশ করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক অথবা দৃপ্তই হউক, কাতরভাবে শত্রুর শরণাগত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা ধর্ম্মাত্মার কর্ত্তব্য। আর যদি কোন ব্যক্তি ভয়, মোহ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক শক্ত্যানুসারে যথাবিধি তাহাকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে পাপগ্রস্ত হইয়া জনসমাজে নিন্দিত হয়।২৬-২৯

এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে অরক্ষিত হইয়া নিহত সেই ব্যক্তি তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে গমন করে। সুগ্রীব! শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে এইরূপ মহাদোষ হয় জানিবে এবং উহাতে অতিশয় অযশ, বলবীর্য্যনাশ ও স্বর্গগমনের সুকৃতিও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আমি সেই মহর্ষি কণ্ডুর ধর্ম্মসঙ্গত, যশোবর্দ্ধন ও স্বর্গপ্রাপক সদুপদেশ-বাক্য-সকল যথাবৎ প্রতিপালন করিব; তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে।৩০-৩২

'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এই

কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।
যত্ত্বমার্য্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ ॥৩৬
মম চাপ্যন্তরাত্মাঽয়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্।
অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ ॥৩৭
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ ॥৩৮

ততস্তু সুগ্রীববচো নিশম্য ত-
দ্ধরীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।
বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং
পতত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

কথা একবার মাত্র বলিয়া যে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে সকল প্রাণী হইতে অভয় দান করি,—ইহা আমার ব্রত (প্রধান সঙ্কল্প)। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! এ ব্যক্তি যদ্যপি বিভীষণ বা স্বয়ং রাবণই হয়, তথাপি আমি অভয় প্রদান করিতেছি; তুমি শীঘ্র তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর। বানররাজ সুগ্রীব, কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌহার্দ্দভাবে পরিপূরিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে লোকনাথ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বীর্য্যবান্ ও রাজসমূহের শিরোমণি-স্বরূপ; সুতরাং সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক যে, এরূপ কল্যাণ-জনক আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? পরম চতুর হনুমান্,—ভাব, রূপ ও অনুমান দ্বারা বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করায় এবং আপনার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করায়, আমার অন্তরাত্মাও এখন বিভীষণকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া বোধ করিতেছে। অতএব হে রঘুনন্দন! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের তুল্য হউক এবং ত্বরায় আমাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা সংস্থাপিত হউক। তদনন্তর নরেন্দ্র রাম সুগ্রীবের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ত্বরায় রাক্ষসরাজ বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন।৩৩-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচরণে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম, রামপৃষ্টেন বিভীষণেন রাবণস্য শক্তেঃ পরিচয়দানম, রাবণবধ-প্রতিজ্ঞাপূর্বকং শ্রীরামেণ লঙ্কারাজ্যে বিভীষণস্যাভিষেচনম, সমুদ্রতীরে আবাসস্থাপনঞ্চ।]

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ ॥১
উৎপপাতাবনিং হৃষ্টো ভক্তৈরনুচরৈঃ সহ।
স তু রামস্য ধর্মাত্মা নিপপাত বিভীষণঃ ॥২
পাদয়োর্নিপপাতাথ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং রামং প্রতি বিভীষণঃ ॥৩
ধর্মযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্।
অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ ॥৪
ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ।
পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ ॥৫
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ॥৬
বচসা সান্ত্বয়িত্বৈনং লোচনাভ্যাং পিবন্নিব।
আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥৭
এবমুক্তং তদা রক্ষো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
রাবণস্য বলং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৮
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং গন্ধর্বোরগপক্ষিণাম্।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥৯
রাবণানন্তরো ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠশ্চ বীর্য্যবান্।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ শক্রপ্রতিবলো যুধি ॥১০
রামসেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো যদি তে শ্রুতঃ।
কৈলাসে যেন সমরে মণিভদ্রঃ পরাজিতঃ ॥১১
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণস্ত্ববধ্যকবচো যুধি।
ধনুরাদায় যস্তিষ্ঠন্নদৃশ্যো ভবতীন্দ্রজিৎ ॥১২

ঊনবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের চরণে বিভীষণের শরণগ্রহণ, রামের দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিভীষণ কর্তৃক রাবণের শক্তির পরিচয় দান, রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা পূর্বক শ্রীরাম কর্তৃক লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক এবং সমুদ্রতীরে নিবাস স্থাপন।]

রঘুনন্দন রাম এইরূপে অভয় প্রদান করিলে রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করত অবরোহণ করিবার বাসনায় পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং হৃষ্টান্তঃকরণে সচিবগণের সহিত আকাশমার্গ হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করিয়া রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর অপর রাক্ষসচতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত এবং প্রীতিকর এই বাক্য বলিল,—আমি রাবণের অনুজ সহোদর, তৎকর্তৃক অবমানিত হইয়া লঙ্কা, মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে সর্ব্বভূতের শরণ্য দর্শন করিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। সম্প্রতি আমার প্রাণ, সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন। রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে অবলোকনপূর্বক মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—বিভীষণ! তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণনা কর।১-৭

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে রাক্ষস বিভীষণ রাবণের সম্পূর্ণ বল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল,—হে রাজনন্দন! ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে দশানন গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য। যুদ্ধে দেবরাজের সদৃশ বলবান্, রাবণের কনিষ্ঠ, বীর্য্যবান্ ও মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ নামক আমার এক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন। হে রঘুনন্দন! শুনিয়া থাকিবেন,—কৈলাসপর্বতে যুদ্ধেতে যে মণিভদ্রকেও

সংগ্রামে সুমহদ্ব্যূহে তর্পয়িত্বা হুতাশনম্।
অন্তর্ধানগতঃ শ্রীমাণিন্দ্রজিদ্ধন্তি রাঘব ॥১৩
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ রাক্ষসশ্চাপ্যকম্পনঃ।
অনীকপাস্তু তস্যৈতে লোকপালসমা যুধি ॥১৪
দশকোটি সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্ ॥১৫
স তৈস্তু সহিতো রাজা লোকপালানযোধয়ৎ।
সহ দেবৈস্তু তে ভগ্না রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৬
বিভীষণস্য তু বচস্তচ্ছ্রুত্বা রঘুসত্তমঃ।
অন্বীক্ষ্য মনসা সর্বমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
যানি কর্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ।
আখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্ ॥১৮
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে ॥১৯
রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ।
পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥২০
অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে ॥২১
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
শিরসাবন্দ্য ধর্মাত্মা বক্তুমেব প্রচক্রমে ॥২২
রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে।
করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্ ॥২৩
ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয় ॥২৪
তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্।
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ ॥২৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ ॥২৬

পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি; ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হইয়াও অঙ্গুলিত্রাণমাত্র ধারণ করিয়াই ধনুর্ব্বাণহস্তে রণভূমিতে অবস্থান করে এবং ইচ্ছামত অদৃশ্যও হইতে পারে। হে রাঘব! ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক সুমহৎ ব্যূহ-বিশিষ্ট রণভূমিতে অদৃশ্য হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে শত্রু-গণকে সংহার করিয়া থাকে। যুদ্ধে লোকপালগণের ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ তাঁহার সেনাপতি। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কামরূপী, মাংসশোণিতাশী, লঙ্কানিবাসী দশ সহস্র কোটি রাক্ষস-সেনায় পরিবৃত হইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করত দেবগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে।৮-১৬

রঘুসত্তম রাম বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—বিভীষণ! তুমি রাবণের বলবীর্য্যাদির বিষয় যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।১৭-১৮

তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে রাজা করিব। রাবণ যদ্যপি রসাতল, পাতাল অথবা ব্রহ্মার আলয়ে প্রবেশ করে, তথাপি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমি লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের শপথ করিয়া বলিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত রাবণকে বিনাশ না করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না।১৯-২১

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনম্র-মস্তকে তাঁহার চরণযুগল বন্দনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল,—আমি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণ বিষয়ে যথাশক্তি আপনাদের সাহায্য করিব। বিভীষণ এই কথা বলিলে রাম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মানদ! আমি বিভীষণের প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত কর।২২-২৫

এইরূপ আজ্ঞা হইলে সুমিত্রানন্দন মুখ্য মুখ্য বানর-

তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানং সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥২৭

অব্রবীচ্চ হনূমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরাম বরুণালয়ম্ ॥
সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্বে বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥২৮

উপায়ৈরভিগচ্ছাম যথা নদ-নদীপতিম্।
তরাম তরসা সর্বে সসৈন্যা বরুণালয়ম্ ॥২৯

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি ॥৩০

খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ।
কর্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্য্যং মহোদধিঃ ॥৩১

এবং বিভীষণেনোক্তং রাক্ষসেন বিপশ্চিতা।
আজগামাথ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৩২

ততশ্চাখ্যাতুমারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরস্যোপবেশনম্ ॥৩৩
প্রকৃত্যা ধর্মশীলস্য রামস্যাস্যাপ্যরোচত।
সলক্ষ্মণং মহাতেজাঃ সুগ্রীবঞ্চ হরীশ্বরম্ ॥৩৪
সৎক্রিয়ার্থং ক্রিয়াদক্ষং স্মিতপূর্বমভাষত।
বিভীষণস্য মন্ত্রোহয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে ॥৩৫
সুগ্রীবঃ পণ্ডিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ।
উভাভ্যাং সম্প্রধার্য্যার্থং রোচতে যৎ তদুচ্যতাম্ ॥৩৬
এবমুক্তৌ ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীব-লক্ষ্মণৌ।
সমুদাচারসংযুক্তমিদং বচনমূচতুঃ ॥৩৭
কিমর্থং নৌ নরব্যাঘ্র ন রোচিষ্যতি রাঘব।
বিভীষণেন যৎ তূক্তমস্মিন্ কালে সুখাবহম্ ॥৩৮
অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরেঽস্মিন্ বরুণালয়ে।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৩৯

গণের সম্মুখে বিভীষণকে রাক্ষস রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।২৬

শ্রীরামের সদ্য সেই প্রসাদ (অনুগ্রহ) দেখিয়া বানরগণ হর্ষধ্বনি করত মহাত্মাকে (শ্রীরামকে) 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিল।২৭

তদনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান্ বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা মহাবলী বানরসেনাগণের সহিত কিরূপে অক্ষোভ্য বরুণালয় সমুদ্রের পরপারে গমন করিব? ২৮

যে উপায়ে আমরা সসৈন্যে নদ-নদীপতি বরুণালয় সমুদ্র শীঘ্র পার হইতে পারি, তাহা চিন্তা করুন।২৯

তাহারা এইরূপ বলিলে ধর্মাত্মা বিভীষণ বলিল—'রাজা রামকে সমুদ্রের শরণ লইতে হইবে'।৩০

এই অপার সমুদ্র সগর কর্তৃক খাত হইয়াছিল, অতএব জ্ঞাতি শ্রীরামের কার্য্য সাগরের করা কর্তব্য।৩১

বিদ্বান্ রাক্ষস বিভীষণ এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সুগ্রীব সেস্থানে আসিয়া মিলিত হইল।৩২

তদনন্তর বিশালগ্রীব সুগ্রীব বিভীষণকথিত সাগর উপাসনা বিষয়ক অর্থাৎ সাগরের নিকট হত্যা (ধরণা) দেওয়ার শুভ কথা বলিতে আরম্ভ করিল।৩৩

ধার্মিক প্রকৃতি শ্রীরাম তাহা অনুমোদন করিলেন। মহাতেজস্বী শ্রীরাম স্মিতহাস্য পূর্বক কার্যদক্ষ সলক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বিভীষণের সৎকারের জন্য বলিলেন—লক্ষ্মণ! বিভীষণের পরামর্শ আমার ভাল মনে হইতেছে।৩৪-৩৫

সুগ্রীব রাজনীতিজ্ঞ, তুমিও নিত্য মন্ত্র-বিচক্ষণ। তোমরা দুইজনে বিচার করিয়া করণীয় নির্দেশ দাও।৩৬

এইরূপ কথিত হইলে তদনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সমাদর পূর্বক এইকথা বলিলেন।৩৭

পুরুষব্যাঘ্র রাঘব! অধুনা বিভীষণ যে সুখাবহ কথা বলিয়াছে, তাহা আমাদের রুচিকর কেন না হইবে? ৩৮

এই ঘোর বরুণালয় সাগরে সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরগণও লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে পারে না।৩৯

শূর বিভীষণের বাক্য সার্থক করুন। বিলম্বের

বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ।
অলং কালাত্যয়ং কৃত্বা সাগরোঽয়ং নিযুজ্যতাম্॥
যথা সৈন্যেন গচ্ছাম পুরীং রাবণপালিতাম্॥৪০

প্রয়োজন নাই। সাগরকে অনুরোধ করুন—যাহাতে সসৈন্যে আপনি রাবণ-পালিতা পুরীতে গমন করিতে পারেন।৪০

এবমুক্তঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ।
সংবিবেশ তদা রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ॥

এইকথা বলিলে শ্রীরাম নদ-নদীপতির তীরে কুশ আস্তরণ পূর্বক বেদিতে হুতাশনের (অগ্নির) ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীতআদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[শার্দূলপরামর্শেন দূতপদে শুকং বৃত্বা সুগ্রীবসমীপে প্রেষণম্, বানরৈস্তস্য দুর্দশায়াঃ কারণবর্ণনম্, শ্রীরামকৃপয়া তৎসঙ্কটমোচনম্, রাবণমুদ্দিশ্য সুগ্রীবস্যোত্তরদানঞ্চ।]

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং সুগ্রীবেণাভিপালিতাম্।
দদর্শ রাক্ষসোঽভ্যেত্য শার্দূলো নাম বীর্য্যবান্॥১
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
তাং দৃষ্ট্বা সর্বতোঽব্যগ্রাং প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ॥২
আবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ।
এষ ইব বানরর্ক্ষৌঘো লঙ্কাং সমভিবর্ততে॥৩
অগাধশ্চাপ্রমেয়শ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ॥৪

বিংশ সর্গ

[শার্দূলের পরামর্শে শুককে দূত করিয়া সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানর দ্বারা উহার দুর্দশার কারণ বর্ণন, শ্রীরামকৃপায় সঙ্কট মোচন ও রাবণ উদ্দেশে সুগ্রীবের উত্তর।]

তদনন্তর দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দূল

উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়াঃ পদমাগতৌ।
এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতে॥৫
বলঞ্চাকাশমাবৃত্য সর্বতো দশযোজনম্।
তত্ত্বভূতং মহারাজ ক্ষিপ্রং বেদিতুমর্হসি॥৬
তব দূতা মহারাজ ক্ষিপ্রমর্হন্তি বেদিতুম্।
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুজ্যতাম্॥৭
শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

নামক জনৈক মহাবলী রাক্ষস তথায় আসিয়া সাগর-তীরস্থ সুগ্রীবরক্ষিত সেই বানরসেনা দেখিয়া শীঘ্র লঙ্কাপুরী প্রত্যাগমন করত রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল। মহারাজ! দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ ও অসীম বানর ও ভল্লুক সেনা-প্রবাহ আসিয়া পড়িয়াছে। রাজা দশরথের দুই পুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পরম রূপবান্ ও বীর দুই ভ্রাতা শ্রীসীতার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন।

উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্য্যার্থমাত্মনঃ ॥
শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্ ॥৮
সুগ্রীবং ব্রূহি গত্বাশু রাজানং বচনান্মম।
যথা সন্দেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা ॥৯
ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো
মহাবলশ্চর্ক্ষরজঃসুতশ্চ।
ন কশ্চনার্থস্তব নাস্ত্যনর্থ-
স্তথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ ॥১০
অহং যদ্যহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাং প্রতি গম্যতাম্ ॥১১
নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন।
দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ কিং পুনর্নর-বানরৈঃ ॥১২
স তদা রাক্ষসেন্দ্রেণ সন্দিষ্টো রজনীচরঃ।
শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্লুত্য চাম্বরম্ ॥১৩
স গত্বা দূরমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥১৪
সর্বমুক্তং যথাদিষ্টং রাবণেন দুরাত্মনা।
তৎ প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমাপ্লুত্য বানরাঃ ॥১৫
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং লোপ্তুং হন্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ।
সর্বৈঃ প্লবঙ্গৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ ॥১৬
গগনাদ্ ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ।
বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ ॥১৭
ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্য্যন্তাং সাধু বানরাঃ।
যস্তু হিত্বা মতং ভর্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ ॥
অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি ১৮
শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্।
উবাচ মাবধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্ ॥১৯

মহাতেজস্বী মহারাজ - এই দুই ভ্রাতা সাগর প্রাপ্ত হইয়া তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসেনাসকল আকাশ ও সর্বদিকে দশযোজন ব্যাপিয়া আছে। আপনি শীঘ্র এই যথার্থ ঘটনা বিশেষভাবে জ্ঞাত হউন।১-৬

মহারাজ! আপনার দূতগণ সত্বর জানিতে সক্ষম—(দূত প্রেরণ করুন।) এইস্থলে সীতাপ্রত্যর্পণ, সন্ধি বা ভেদ কোন্‌টি প্রযোজ্য—তাহা বিবেচনা করুন।৭

শার্দূলের বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসেশ্বর রাবণ শীঘ্র আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্বক অর্থবেত্তৃগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষস শুককে এই উত্তম বাক্য বলিল।৮

(দূত!) আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি সুগ্রীবের নিকট ক্ষিপ্র গমন করত নির্ভিকচিত্তে মধুর ও উত্তম বাক্যে আমার সন্দেশ বলিবে।৯

বানররাজ! তুমি মহারাজকুলে জন্মিয়াছ! ঋক্ষরজার পুত্র বলবান্ তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় মনে করিয়া থাকি। আমার দ্বারা তোমার কোন লাভ বা লোকসান (অলাভ) হয় নাই।১০

সুগ্রীব! যদি আমি ধীমান্ রাজপুত্র রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া থাকি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? অতএব কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন কর।১১

আমার এই লঙ্কাপুরী বানরগণ কোন প্রকারেই আসিতে পারিবে না। দেবতা ও গন্ধর্বগণেরও লঙ্কা দুষ্প্রবেশ্য, নর-বানরের কথা আর কি বলিব? ১২

রাক্ষসরাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই রাক্ষস শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করত সত্বর আকাশে উৎপতিত হইল। সে সাগরের উপর দিয়া দূর পথ গমন করত সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল এবং আকাশে অবস্থান পূর্বক দুরাত্মা রাবণের আদেশানুসারে সব কথা সুগ্রীবকে বলিল। এই বাক্য শ্রবণ করত বানরগণ ক্ষিপ্রগতিতে আকাশে উৎপতিত হইয়া শুককে কেহ বা ছেদন, কেহ বা মুষ্টি প্রহারে বধ করিতে উদ্যত হইল। সকল বানরগণ কর্তৃক এইরূপে ঐ রাক্ষস নিগৃহীত হইল।১৩-১৬

তারপর বানরগণ তাহাকে ধরিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নামাইয়া আনিল। বানরগণ কর্তৃক শুক পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল।১৭

কাকুৎস্থ! বানরগণকে নিবৃত্ত করুন—তাহারা দূতকে

স চ পত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতেঽভয়ে।
অন্তরিক্ষে স্থিতো ভূত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥২০
সুগ্রীব সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম।
কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ ॥২১
স এবমুক্তঃ প্লবগাধিপস্তদা
প্লবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ।
উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য
চারং শুকং শুদ্ধমদীনসত্ত্বঃ ॥২২
ন মেঽসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো
ন চোপকর্তাসি ন মে প্রিয়োঽসি।
অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধ-
স্ততোঽসি বালীব বধার্হবধ্যঃ ॥২৩
নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং
সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ।
লঙ্কাঞ্চ সর্বাং মহতা বলেন
সর্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম ॥২৪

ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ।
অন্তর্হিতঃ সূর্য্যপথং গতোঽপি
তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ॥
গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা
হতোঽসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্ ॥২৫
তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্।
ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্বং ন চাসুরম্ ॥২৬
অবধীস্ত্বং জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুষম্।
কিং নু তে রামসান্নিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ ॥
হৃতা সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে ॥২৭
মহাবলং মহাত্মানং দুরাধর্ষং সুরৈরপি।
ন বুধ্যসে রঘুশ্রেষ্ঠং যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥২৮
ততোঽব্রবীদ্ বালীসুতোঽপ্যঙ্গদো হরিসত্তমঃ।
নায়ং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিভাতি মে ॥২৯

বধ করিতেছে। যে দূত প্রভুর মত ত্যাগ করত স্বমত ব্যক্ত করে, সেই অযুক্তবাদী দূত বধ্য।১৮

শুকের কথা ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম প্রহারকারী বানরগণকে বলিলেন—ইহাকে মারিও না।১৯

বানরগণের নিকট অভয় পাইয়া লঘুপত্র শুক আকাশে উত্থিত হইয়া পুনঃ বলিতে লাগিল।২০

সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পরাক্রম সুগ্রীব! লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া সেই লোকভয়ঙ্কর রাবণকে কি বলিব? বলুন।২১

এই কথা বলিলে কপিশ্রেষ্ঠ, মহাবলী ও উদার বানররাজ সুগ্রীব নিশাচররাজ রাবণের দূত শুককে বলিল।২২

(শুক! রাবণকে বলিবে) রাবণ! তুমি আমার মিত্র, দয়ার্হ, উপকারী বা প্রিয়ও নহ—তুমি শ্রীরামের শত্রু। অতএব পুত্রাদির সহিত তুমি বালির ন্যায় বধার্হ।২৩

নিশাচররাজ! পুত্র-জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব সহিত তোমাকে বধ করিব এবং বিপুল সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করিব।২৪

যদ্যপি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে রক্ষা করে অথবা সূর্য্যপথে আত্মগোপন কর কিংবা পাতালে প্রবেশ বা গিরীশের (শিবের) পাদপদ্ম আশ্রয় কর, তথাপি শ্রীরামের হস্তে সহানুজ তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।২৫

ত্রিভুবনে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অসুরগণের মধ্যে কাহাকে তোমার রক্ষক দেখিতেছি না।২৬

তুমি বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে কেন বধ করিয়াছ? তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণের উপস্থিতে কেন সীতা হরণ কর নাই? সীতা হরণ করায় তোমার সমূহ বিপদ্ কি বুঝিতেছ না? ২৭

দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ, মহাত্মা ও মহাবল রঘুশ্রেষ্ঠকে জান না যে, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন? ২৮

তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালিসুত অঙ্গদ বলিল—মহারাজ! এই রাক্ষস দূত নয়—গুপ্তচর বলিয়া আমার

তুলিতং হি বলং সর্বমনেন তব তিষ্ঠতা।
গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতদ্ধি মম রোচতে ॥৩০

ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপত্য বলীমুখাঃ।
জগৃহুশ্চ ববন্ধুশ্চ বিলপন্তমনাথবৎ ॥৩১

শুকস্তু বানরৈশ্চণ্ডৈস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীড়িতঃ।
ব্যাচুক্রোশ মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্ ॥
লুপ্যেতং মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদ্যেতে মে তথাক্ষিণী ॥৩২

যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিঞ্চ যামহম্।
এতস্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হ্যশুভং কৃতম্ ॥
সর্বং তদুপপদ্যেথা জহ্যাং চেদ্ যদি জীবিতম্ ॥৩৩

নাঘাতয়ত্তদা রামঃ শ্রুত্বা তৎপরিদেবিতম্।
বানরানব্রবীদ্ রামো মুচ্যতাং দূত আগতঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

মনে হইতেছে। এস্থানে অবস্থান করত এই নিশাচর আপনার বল ও ব্যূহাদি সব অবগত হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবরুদ্ধ করুন, যাহাতে লঙ্কায় যাইতে না পারে—ইহাই আমার মত।২৯-৩০

তৎপর সুগ্রীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলবান্ বানরগণ তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন নিশাচর অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।৩১

প্রচণ্ড বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শুক দশরথ-নন্দন মহাত্মা শ্রীরামকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বানরগণ বলপূর্বক পক্ষচ্ছেদন ও অক্ষি উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে—আপনি নিবারণ করুন। নতুবা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (যে রাত্রে জন্ম হইয়াছে ও যে রাত্রে আমার মৃত্যু হইবে ইহার মধ্যবর্তী সময়) আমি যত পাপ করিয়াছি, আপনি ঐ সব পাপভাগী হইবেন।৩২-৩৩

তখন শুকের সেই বিলাপ শ্রবণ করত শ্রীরাম তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং বলিলেন—ইহাকে মুক্ত কর। দূত হইয়া আসিয়াছে।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণপূর্বকং দিবসত্রয়মুপবিশ্য সমুদ্রদেবস্য দর্শনমলব্ধ্বা সক্রোধং বাণদ্বারা সমুদ্রস্য বিক্ষুব্ধীকরণম্ ।]

ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য রাঘবঃ ।
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ ॥১
বাহুং ভুজঙ্গভোগাভমুপধায়ারিসূদনঃ ।
জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা ॥২
মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ ।
ভুজৈঃ পরমনারীণামভিমৃষ্টমনেকধা ॥৩
চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্ ।
বালসূর্য্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরুপশোভিতম্ ॥৪
শয়নে চোত্তমাঙ্গেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা ।
তক্ষকস্যেব সম্ভোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্ ॥৫
সংযুগে যুগসঙ্কাশং শত্রূণাং শোকবর্ধনম্ ।
সুহৃদাং নন্দনং দীর্ঘং সাগরান্তব্যপাশ্রয়ম্ ॥৬
অস্যতা চ পুনঃ সব্যং জ্যাঘাতবিহতত্বচম্ ।
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্ ॥৭
গোসহস্রদাতারং হ্যুপধায় ভুজং মহৎ ।
অদ্য মে তরণং বাথ মরণং সাগরস্য বা ॥৮
ইতি রামো ধৃতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্ ।
অধিশিশ্যে চ বিধিবৎ প্রযতো নিয়তো মুনিঃ ॥৯
তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে ।
নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽভিজগ্মতুঃ ॥১০
স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্মবৎসলঃ ।
উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্ ॥১১
ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ ।
প্রযতেনাপি রামেণ যথার্হমভিপূজিতঃ ॥১২

একবিংশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণ পূর্বক দিবসত্রয় উপবেশন করিয়া সমুদ্রদেবের দর্শন না পাওয়ায় কোপসহকারে বাণ দ্বারা সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করণ।]

তদনন্তর রাঘব সমুদ্রতীরে বেলাভূমিতে কুশ আস্তরণ পূর্বক মহাসাগরের সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বমুখ হইয়া শয়ন করিলেন।১

অরিসূদন শ্রীরাম বনবাসের পূর্বে স্বর্ণভূষণে ভূষিত, সর্পশরীর তুল্য সৌন্দর্যসম্পন্ন বাহুকে উপাধান করিলেন।২

অযোধ্যায় অবস্থিতিকালে যে বাহু মাতৃস্থানীয়া পরম নারীগণের সুবর্ণ কেয়ূর তথা মতির অলঙ্কার যুক্ত কর-কমল দ্বারা প্রমার্জিত ও সেবিত হইয়াছিল।৩

যে বাহু চন্দন ও অগুরু সেবিত ছিল এবং রক্ত চন্দন দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় প্রাতঃকালে সূর্য্যের শোভা হরণ করিত।৪

যে বাহু সীতার মস্তক দ্বারা শোভিত হইত এবং লাল চন্দন লিপ্ত হইয়া শয্যায় স্থাপিত হইলে গঙ্গাজলস্থিত তক্ষকের শোভা ধারণ করিত।৫

যুগসদৃশ যে বাহুদ্বয় যুদ্ধস্থলে শত্রুদিগের শোক ও মিত্রদিগের হর্ষ বর্দ্ধিত করিত এবং আসমুদ্র ভূমণ্ডলের ভার যাহাতে অধিষ্ঠিত ছিল।৬

যে বাহু পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপজন্য জ্যাঘাত চিহ্নযুক্ত, মহাপরিঘতুল্য এবং যাহাদ্বারা অসংখ্য গো প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করত শ্রীরাম আজ সমুদ্রতরণ অথবা আমার হস্তে সমুদ্রের মরণ—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌন হইলেন এবং মন, বাক্য ও কায় সংযম পূর্বক সাগরের প্রসন্নতার জন্য যথাবিধি অপ্রমত্ত-

সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥১৩
অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্।
প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা ॥১৪
অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ।
আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্ ॥১৫
সর্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডঞ্চ লোকঃ সৎকুরুতে নরম্।
ন সাম্না শক্যতে কীর্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ ॥১৬
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেঽস্মিন্ জয়ো বা রণমূর্ধনি।
অদ্য মদ্বাণনির্ভগ্নৈর্মকরৈর্মকরালয়ম্ ॥১৭
নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে প্লবদ্ভিঃ পশ্য সর্বতঃ।
ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিন্নানি লক্ষ্মণ ॥১৮
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাঞ্চ করানিহ।
সশঙ্খশুক্তিকাজালং সমীনমকরং তথা ॥১৯
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোষয়ে।
ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ ॥২০
অসমর্থং বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে।
ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ ॥২১
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ ॥২২
অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্।
বেলাসু কৃতমর্যাদং সহস্রোর্মিসমাকুলম্ ॥২৩
নির্মর্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্।
মহার্ণবং ক্ষোভয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কুলম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
বভূব রামো দুর্ধর্ষো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥২৫
সম্পীড্য চ ধনুর্ঘোরং কম্পয়িত্বা শনৈর্জগৎ।
মুমোচ বিশিখানুগ্রান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ ॥২৬

ভাবে কুশাসনে শয়ন করিয়া তিন রাত্র অতিবাহিত করিলেন।৭-১০

নয়জ্ঞ ধর্ম্মবৎসল শ্রীরাম এইভাবে ত্রিরাত্রবাসরূপ ধর্ম আচরণের দ্বারা নদীপতি সাগরের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি সাগর—ব্রতী শ্রীরাম দ্বারা যথাযথরূপে পূজিত হইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন না।১১-১২

তখন অরুণলোচন শ্রীরাম সমুদ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৩

গর্ববশে সমুদ্র আমায় দর্শনদান করিলেন না। শান্তি, ক্ষমা, সরলতা ও মধুর ভাষণ—সৎপুরুষের এই সর্বগুণ দুর্জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে ঐ গুণবান্ পুরুষকে দুর্জনব্যক্তি অক্ষম মনে করে। আত্মপ্রশংসাকারী, দুষ্ট, ধৃষ্ট, সর্বত্র বাধার সৃষ্টিকারী এবং সকলের প্রতি দণ্ড প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে সকলে সৎকার করিয়া থাকে। সাম দ্বারা জগতে কীর্তি ও যশলাভ করা যায় না।১৪-১৬

লক্ষ্মণ! এইলোকে সাম দ্বারা সংগ্রামে বিজয়ও লাভ হয় না। সৌমিত্রে! অদ্য আমার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভাসমান জলজন্তুগণ দ্বারা এই মকরালয় সমুদ্রের জলরাশি সমাচ্ছাদিত করিব—দেখিবে। লক্ষ্মণ! আমি এখন-ই জলচর সর্পসকলের ও মৎস্যগণের বিশাল দেহসকল এবং জলহস্তীর শুণ্ডসকল খণ্ড খণ্ড করিব। অদ্য মহান্ যুদ্ধে শঙ্খ ও শুক্তিকাগণের সহিত এবং মৎস্য ও মকরগণের সহিত সমুদ্রকে শুকাইয়া ফেলিব। মকরালয় সমুদ্র ক্ষমাশীল আমাকে অক্ষম মনে করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা ধিক্। সামাশ্রয়ী আমাকে সমুদ্র দর্শন দান করিল না।১৭-২১

সৌমিত্রে! ধনু ও সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসকল আনয়ন কর। আমি সমুদ্র শোষণ করিব—বানরগণ পদব্রজে লঙ্কা যাউক।২২

যদিও সমুদ্র অক্ষোভ্য, তথাপি (আমি) ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরকে ক্ষুভিত করিব। সমুদ্র সহস্র তরঙ্গাকুল হইয়াও বেলা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। বাণ দ্বারা বরুণালয়ের মর্য্যাদা নষ্ট করিব এবং মহাদানবগণে পূর্ণ মহাসমুদ্রকে ক্ষুভিত করিব।২৩-২৪

এইকথা বলিয়া ধনুর্ধারী দুর্দ্ধর্ষ শ্রীরাম ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২৫

তে জ্বলন্তো মহাবেগাস্তেজসা সায়কোত্তমাঃ।
প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিত্রস্তপন্নগম্ ॥২৭
তোয়বেগং সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্।
স বভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা ॥২৮
মহোর্মিমালাবিততঃ শঙ্খশুক্তিসমাবৃতঃ।
সধূমঃ পরিবৃত্তোর্মিঃ সহসাসীন্মহোদধিঃ ॥২৯
ব্যথিতাঃ পন্নগাশ্চাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ।
দানবাশ্চ মহাবীর্যাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥৩০
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা।
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৩১
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ।
উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সঘোষো বরুণালয়ঃ ॥৩২
ততস্তু তং রাঘবমুগ্রবেগং
প্রকর্ষমাণং ধনুরপ্রমেয়ম্।
সৌমিত্রিরুৎপত্য বিনিঃশ্বসন্তং
মামেতি চোক্ত্বা ধনুরাললম্বে ॥৩৩
এতদ্বিনাপি হ্যুদধেস্তবাদ্য
সম্পৎস্যতে বীরতমস্য কার্য্যম্।
ভবদ্বিধাঃ ক্রোধবশং ন যান্তি
দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তম্ ॥৩৪
অন্তর্হিতৈশ্চাপি তথান্তরিক্ষে
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সুরর্ষিভিশ্চ।
শব্দঃ কৃতঃ কষ্টমিতি ব্রুবদ্ভি-
র্মামেতি চোক্ত্বা মহতা স্বরেণ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

ভয়ঙ্কর ধনুতে জ্যারোপণ পূর্বক জলকে কম্পিত করিয়া ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় উগ্র বাণসকল নিক্ষেপ করিলেন।২৬

তেজঃপ্রদীপ্ত মহান্ বেগশালী বাণসকল সমুদ্রের জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন জলবাসী সর্পসকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।২৭

মৎস ও মকরগণের সহিত সমুদ্রের জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল এবং মহাঘোর ঝটিকার শব্দে সাগর মুখরিত হইল।২৮

শঙ্খ ও শুক্তিসমাচ্ছন্ন মহান্ তরঙ্গসকলে সমাকীর্ণ মহাসমুদ্র ধূমযুক্ত ও ঘূর্ণীসঙ্কুল হইল।২৯

পাতালতলবাসী, দীপ্তমুখ ও দীপ্তলোচন সর্পগণ এবং মহাবলী অসুরগণ ব্যথিত হইল।৩০

তখন সমুদ্র হইতে নক্র ও মকরসমাকীর্ণ বিন্ধ্য এবং মন্দরসদৃশ বিশাল তরঙ্গসকল উত্থিত হইতে লাগিল।৩১

সাগরের তরঙ্গসকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সাগর-বাসী রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত হইল এবং মহাকায় জলচর-সকল উত্থিত হওয়ায় বরুণালয় ভীষণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল।৩২

এইরূপে রাঘব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই উগ্রবেগবান্ বিশাল ধনু আকর্ষণ পূর্বক শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে সৌমিত্রি 'না, না,' শব্দে নিবারণ করিয়া তাঁহার ধনু ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়। অন্যরূপেও আপনার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা অন্য কোন উপায় স্থির করুন। অদৃশ্যভাবে অন্তরীক্ষে অবস্থান করত ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ 'হা কষ্ট' 'না না' ইত্যাদি শব্দে আকাশ মুখরিত করিয়া আপনাকে নিবৃত্ত করিতেছেন।৩৩-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[সমুদ্রস্য পরামর্শেন নলদ্বারা সাগরোপরি শতযোজন-দীর্ঘ-সেতুনির্মাণম্, সেতুমার্গেণ বানরৈঃ সহ শ্রীরামাদীনাং পারেসমুদ্রগমনম্, তত্র সেনানিবাসস্থাপনঞ্চ ।]

অথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ ।
অদ্য ত্বাং শোষয়িষ্যামি সপাতালং মহার্ণব ॥১

শরনির্দগ্ধতোয়স্য পরিশুষ্কস্য সাগর ।
ময়া নিহতসত্ত্বস্য পাংশুরুৎপদ্যতে মহান্ ॥২

মৎকার্মুকনিস্সৃষ্টেন শরবর্ষেণ সাগর ।
পরং তীরং গমিষ্যন্তি পদ্ভিরেব প্লবঙ্গমাঃ ॥৩

বিচিন্বন্নাভিজানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্ ।
দানবালয় সন্তাপং মত্তো নাম গমিষ্যসি ॥৪

ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্ ।
সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচকর্ষ মহাবলঃ ॥৫

তস্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে ।
রোদসী সম্পফালেব পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥৬

তমশ্চ লোকমাবব্রে দিশশ্চ ন চকাশিরে ।
প্রতিচুক্ষুভিরে চাশু সরাংসি সরিতস্তদা ॥৭

তির্য্যক্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতৌ চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
ভাস্করাংশুভিরাদীপ্তং তমসা চ সমাবৃতম্ ॥৮

প্রচকাশে তদাকাশমুল্কাশতবিদীপিতম্ ।
অন্তরিক্ষাচ্চ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ ॥৯

বপুঃপ্রকর্ষেণ ববুর্দিব্যমারুতপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষান্ জলদানুদ্বহন্মুহুঃ ॥১০

আরুজংশ্চৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ ।
দিবি চ স্ম মহামেঘাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ ॥১১

মুমুচুর্বৈদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা ।
যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশুশ্চাশনেঃ সমম্ ॥১২

দ্বাবিংশ সর্গ

[সমুদ্রের পরামর্শানুযায়ী নল দ্বারা সাগরের উপর শতযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ এবং সেতুপথে বানরগণের সহিত শ্রীরামাদির পরপার গমন ও শিবির স্থাপন ।]

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সমুদ্রকে কঠোর বাক্যে বলিলেন—মহার্ণব ! অদ্য পাতাল সহিত তোমাকে শোষণ করিব ।১

সাগর ! বাণ দ্বারা জলরাশি পরিশুষ্ক করিব, জলচরগণ নিহত হইবে এবং তোমার গর্ভ হইতে সুমহান্ ধূলিজাল উত্থিত হইবে ।২

সমুদ্র ! আমার বাণের দ্বারা যখন তোমার এইরূপ দশা উপস্থিত হইবে, তখন বানরগণ পদব্রজে-ই পরপারে যাইবে ।৩

দানবালয় ! তুমি বর্দ্ধিত হইয়াছ বলিয়া আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতে পারিতেছ না । (জানিও) আমা হইতে তুমি (জীবননাশ রূপ) মহাসন্তাপ প্রাপ্ত হইবে ।৪

(এই বলিয়া) মহাবল শ্রীরাম ব্রহ্মদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শ্রেষ্ঠধনুতে শরযোজন পূর্বক আকর্ষণ করিলেন ।৫

সহসা শ্রীরাঘব এইরূপে শরাসন আকর্ষণ করিলে পৃথ্বী ও আকাশ স্ফুটিত এবং পর্বতসকল কম্পিত হইল ।৬

লোকসকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিক্‌সকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদীসকল সংক্ষুব্ধ হইল ।৭

চন্দ্র ও সূর্য্য নক্ষত্রগণের সহিত তির্য্যগ্ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল । আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াও তমসাচ্ছন্ন হইল ।৮

শত শত প্রজ্বলিত উল্কাপাত হইতে লাগিল । ভয়ঙ্কর শব্দে অন্তরীক্ষ হইতে বজ্রপাত হইতে লাগিল ।৯

দিব্য বায়ুসকল অত্যন্তবেগে প্রবাহিত হইয়া মেঘ

অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবস্বনম্ ।
শিশ্যিরে চাভিভূতানি সন্ত্রস্তান্যুদ্বিজন্তি চ ॥১৩
সম্প্রবিব্যথিরে চাপি ন চ পস্পন্দিরে ভয়াৎ ।
সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ ॥১৪
সহসাভূৎ ততো বেগাদ্ ভীমবেগো মহোদধিঃ ।
যোজনং ব্যতিচক্রাম বেলামন্যত্র সম্প্লবাৎ ॥১৫
তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিচক্রাম রাঘবঃ ।
সমুদ্ধতমমিত্রঘ্নো রামো নদনদীপতিম্ ॥১৬
ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ ।
উদয়াদ্রিমহাশৈলাম্মেরোরিব দিবাকরঃ ॥১৭
পন্নগৈঃ সহ দীপ্তাস্যৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশো জাম্বূনদবিভূষণঃ ॥১৮
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ।
সর্বপুষ্পময়ীং দিব্যাং শিরসা ধারয়ন্ স্রজম্ ॥১৯
জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ ।
আত্মজানাঞ্চ রত্নানাং ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ ॥২০
ধাতুভির্মণ্ডিতঃ শৈলো বিবিধৈর্হিমবানিব ।
একাবলীমধ্যগতং তরলং পাণ্ডুরপ্রভম্ ॥২১
বিপুলেনোরসা বিভ্রৎ কৌস্তুভস্য সহোদরম্ ।
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসঙ্কুলঃ ॥২২
গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাভিঃ সমাবৃতঃ ।
উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ ॥২৩
দেবতানাং সুরূপাভির্নানারূপাভিরীশ্বরঃ ।
সাগরঃ সমুপক্রম্য পূর্বমামন্ত্র্য বীর্য্যবান্ ॥২৪
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং শরপাণিনম্ ॥২৫
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব ।
স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ ॥২৬
তৎস্বভাবো মমাপ্যেষ যদগাধোঽহমপ্লবঃ ।
বিকারস্তু ভবেদ্ গাধ এতত্তে প্রবদাম্যহম্ ॥২৭
ন কামান্ন চ লোভাদ্ বা ন ভয়াৎপার্থিবাত্মজ ।
গ্রাহনক্রাকুলজলং স্তম্ভয়েয়ং কথঞ্চন ॥২৮
বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহিষ্যেঽপ্যহং তথা ।

জালকে বারংবার ইতস্তত সঞ্চালন, বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পর্বতসমূহকে উৎপীড়িত করিয়া শিখরসকলকে পাতিত করিতে লাগিল। আকাশে মহাবেগ মহাস্বন বজ্রসকলের সংঘাতে মুহুর্মুহুঃ বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেই সময়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিমাত্রই সন্ত্রস্ত ও অভিভূত হইয়া বজ্রসম ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া কম্পিতকলেবরে পড়িতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভয়ে জড়বৎ প্রতীতি হইতে লাগিল। তখন সাগর, জল, তরঙ্গ, নাগ, রাক্ষস এবং প্রাণিগণের মহান্ বেগে সমুদ্র হঠাৎ প্রচণ্ড বেগশালী হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও বেলাভুমি অতিক্রম করত একযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল ।১০-১৫

শত্রুহন্তা শ্রীরাম নদ-নদীপতি সমুদ্রের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখিয়া স্বীয় স্থান হইতে পশ্চাদপসারণ করিলেন না ।১৬

উদয়াচল হইতে যেরূপ দিবাকর উদিত হন, সেইরূপ সাগরের তরঙ্গসমূহ হইতে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ সাগর উত্থিত হইলেন। দীপ্তাস্য সর্পগণের সহিত সমুদ্র দৃষ্ট হইল। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় এবং তাঁহার দেহ জাম্বুনদনামক সুবর্ণ নির্মিত ভূষণে সমলঙ্কৃত ।১৭-১৮

(তিনি) রক্তমাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় এবং সর্বপ্রকার পুষ্পগ্রথিত দিব্য মাল্য তাঁহার শিরে শোভা পাইতেছিল ।১৯

সাগর সুবর্ণ এবং তপ্তকাঞ্চন নির্মিত ভূষণে ও স্বমধ্যে উৎপন্ন রত্নসমূহের উত্তমভূষণে ভূষিত ছিল। সেইজন্য বিবিধ ধাতুমণ্ডিত হিমমান্ পর্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাগর স্বীয় বিশাল বক্ষে কৌস্তুভমণির সহোদর (সদৃশ) এক শ্বেতপ্রভাযুক্ত মুখ্যরত্ন ধারণ করিয়াছিল, যাহা মতিহার মালার মধ্যভাগের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। আঘূর্ণিত তরঙ্গমালা, মেঘ এবং বায়ুসমূহে সঙ্কুল সমুদ্র—গঙ্গা সিন্ধুপ্রমুখ নদীগণে পরিবৃত ছিল। সাগরমধ্যে বিশাল বিশাল জলচরগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং সর্প ও রাক্ষসগণ বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হইলে দেবতাদিগের ন্যায় মনোহর

ন গ্রাহ্যা বিধমিষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্ ॥২৯
তমব্রবীৎ তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়।
অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ
কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্ ॥৩০
রামস্য বচনং শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১
উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম।
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো
লোকে খ্যাতো যথা ভবান্ ॥৩২
উগ্রদর্শনকর্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ।
আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম ॥৩৩
তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্মভিঃ।
অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ ॥৩৪

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ।
মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ ॥৩৫
তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্।
নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ ॥৩৬
ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা।
তস্মাদ্ ব্রণমুখাৎ তোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ ॥৩৭
স বভূব তদা কূপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ।
সততং চোত্থিতং তোয়ং সমুদ্রস্যেব দৃশ্যতে ॥৩৮
অবদারণশব্দশ্চ দারুণঃ সমপদ্যত।
তস্মাৎ তদ্ বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষ্বশোষয়ৎ ॥৩৯
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তারমেব চ।
শোষয়িত্বা তু তং কুক্ষিং রামো দশরথাত্মজঃ ॥৪০
বরং তস্মৈ দদৌ বিদ্বান্ মরবেঽমরবিক্রমঃ ॥৪১

রূপধারী নদীগণে পরিবৃত হইয়া শক্তিশালী নদীপতি সমুদ্র শ্রীরামের নিকট আসিয়া পূর্বে সম্বোধন করত পরে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন।২০-২৫

সৌম্য রাঘব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—স্বভাবে অবস্থিতি করে, নিজ নিজ সনাতন মার্গ ত্যাগ করে না। আমার সেই স্বভাব—আমি অগাধ এবং দুস্তর। যদি সুতর হই, তাহা হইলে আমার স্বভাবের বিকার অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইবে। এই বিষয়ে (পারাপার বিষয়ে) উপায় বলিতেছি।২৬-২৭

রাজকুমার! আমি কখনই লোভ, ভয়, অনুরাগ বা ইচ্ছাপূর্বক গ্রাহসমাকুল আমার জলরাশিকে স্তম্ভিত হইতে দিব না।২৮

শ্রীরাম! আমি এইরূপ উপায় বলিয়া দিব, যাহাতে আপনি আমার অপর পারে যাইতে পারেন। গ্রাহ(হিংস্র জলজন্তু)গণ বানরগণকে কষ্ট প্রদান না করে, সকল সেনা পার হইতে পারে এবং আমারও খেদ উপস্থিত না হয়। তখন শ্রীরাম উহাকে বলিলেন—বরুণালয়! আমার কথা শ্রবণ কর। আমার এই বাণ অব্যর্থ, তাহা কোন দেশে নিক্ষেপ করিতে পারিব ? ২৯-৩০

শ্রীরামের বচন শ্রবণ করিয়া ও সেই মহাবাণকে দেখিয়া মহাতেজস্বী মহোদধি রাঘবকে বলিলেন।৩১

আপনি যেমন লোক বিখ্যাত এবং পুণ্যাত্মা, সেইরূপ আমার উত্তর দিকে দ্রুমকুল্য নামক সুপ্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থান আছে।৩২

তথায় উগ্রদর্শন, দুষ্কর্মরত ও পাপাচারী আভীর প্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু আমার জলপান করিয়া থাকে।৩৩

সেই পাপাচারিগণ কর্তৃক জল পৃষ্ট হওয়ায় সঞ্চিত পাপ অসহ্য হইয়াছে। শ্রীরাম! আপনি আপনার এই উত্তম বাণ সেখানে সফল করুন।৩৪

মহাত্মা সাগরের সেই কথা শুনিয়া সাগরের উপদেশানুসারে শ্রীরাম অত্যন্ত দীপ্ত সেই বাণ তথায় নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

বজ্র ও অশনি তুল্য সেই বাণ যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইল, সেইস্থান পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে খ্যাত হইল।৩৬

তখন বাণ-পীড়িত বসুধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সেই ব্রণমুখে রসাতল হইতে জল নির্গত হইতে লাগিল। সেইস্থানে ব্রণ নামে খ্যাত কূপের সৃষ্টি হইল। সেই কূপ হইতে সতত জল উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৭-৩৮

পশব্যশ্চাল্পরোগশ্চ ফল-মূল-রসাযুতঃ।
বহুস্নেহো বহুক্ষীরঃ সুগন্ধিবিবিধৌষধিঃ ॥৪২
এবমেতৈশ্চ সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুতো মরুঃ।
রামস্য বরদানাচ্চ শিবঃ পন্থা বভূব হ ॥৪৩
তস্মিন্ দগ্ধে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
রাঘবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৪
অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥৪৫
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা ॥৪৬
এবমুক্তোদধির্নষ্টঃ সমুত্থায় নলস্ততঃ।
অব্রবীদ্ বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামং মহাবলম্ ॥৪৭
অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে।
পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ ॥৪৮

ঐ সময়ে ভূমিবিদারণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইল এবং বাণের তেজে তত্রস্থ সরোবরাদির জল শুষ্ক হইয়া যাইল। সেই সময় হইতে ঐস্থান মরুকান্তার নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইল। সমুদ্রের কুক্ষি প্রদেশ শুষ্ক করিয়া বিদ্বান্ দেবতুল্য পরাক্রমী দশরথনন্দন শ্রীরাম সেই মরুভূমিকে বরদান করিলেন।৩৯-৪১

সেই মরুভূমি রামের বরদানে পুনরায় পশুগণের বাসোপযোগী, রোগাল্পতা, বিবিধ সুরস ফলমূলে পূর্ণ, বহু স্নেহ, বহুক্ষীর এবং বহুবিধ সুগন্ধি ও ওষধি দ্বারা সমাকীর্ণ ও এইরূপ বিবিধ গুণভূষিত হওয়ায় তাহার পথসকল পথিকগণের সুখদায়ক হইল। সেই সময় সাগরের কুক্ষিস্থান দগ্ধ হইলে সরিৎপতি সমুদ্র সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রাঘবকে এই কথা বলিলেন।৪২-৪৪

সৌম! এই প্রীতিযুক্ত বিশ্বকর্মপুত্র শ্রীমান্ নল পিতৃবরে সর্ববস্তু নির্মাণ সামর্থ্য পাইয়াছে। পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক—আমি তাহা ধারণ করিব।৪৫-৪৬

এই কথা বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ নল উত্থিত হইয়া মহাবল শ্রীরামকে বলিল।৪৭

দণ্ড এব বরো লোকে পুরুষস্যেতি মে মতিঃ।
ধিক্ ক্ষমামকৃতজ্ঞেষু সান্ত্বং দানমথাপি বা ॥৪৯
অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্ম দিদৃক্ষয়া।
দদৌ দণ্ডভয়াদ্ গাধং রাঘবায় মহোদধিঃ ॥৫০
মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্মণা।
ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি ॥৫১
ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্মণা।
স্মারিতোঽস্ম্যহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ ॥

ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রব্রূয়ামাত্মনো গুণান্ ॥৫২
সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্তুং বৈ বরুণালয়ে।
তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ ॥৫৩

ততো বিসৃষ্টা রামেণ সর্বে তে হরিপুঙ্গবাঃ।
উৎপেতুর্মহারণ্যং হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥৫৪

এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর আমি পিতার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সেতুনির্মাণ করিব। মহাসাগর যথার্থ-ই বলিয়াছে।৪৮

জগতে অকৃতজ্ঞ পুরুষের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ-ই করণীয় —আমার ইহাই বিশ্বাস। ঐরূপ লোকের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্বনা ও দাননীতিকে ধিক্।৪৯

এই ভয়ঙ্কর মহোদধি সাগর দণ্ড ভয়ে-ই আপনার বক্ষে সেতু নির্মাণ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া স্থান দিল।৫০

মন্দরপর্বতে বিশ্বকর্মা আমার মাতাকে বর দিয়াছিলেন—দেবি! তোমার পুত্র আমার তুল্য হইবে।৫১

আমি তাঁহার ঔরস পুত্র এবং শিল্পকর্মে তৎসদৃশ। সমুদ্র সত্য-ই বলিয়াছে,—সমুদ্র আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। আপনারা জিজ্ঞাসা না করিলে নিজগুণ বলিতে পারি না, সেইজন্য আত্মগুণ বলি নাই।৫২

আমি বরুণালয়ে সেতু নির্মাণে সমর্থ। অতএব অদ্যই বানরপুঙ্গবগণ সেতু বন্ধন আরম্ভ করুক।৫৩

তৎপর শ্রীরামপ্রেরিত শত শত সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দিতমনে উল্লম্ফন করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিল।৫৪

তে নগাম্ নগসঙ্কাশাঃ শাখামৃগগণর্ষভাঃ।
বভঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুশ্চ সাগরম্ ॥৫৫
তে সালৈশ্চাশ্বকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ।
কুটজৈরর্জুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি ॥৫৬
বিল্বকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
চুতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্ ॥৫৭
সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিসত্তমাঃ।
ইন্দ্রকেতুনিবোদ্যম্য প্রজহ্রুর্বানরাস্তরূন্ ॥৫৮
তালান্ দাড়িমগুল্মাংশ্চ নারিকেল-বিভীতকান্।
করীরান্ বকুলান্ নিম্বান্ সমাজহ্রুরিতস্ততঃ ॥৫৯
হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ ॥৬০
প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধৃতম্।
সমুৎসসর্প চাকাশমবাসর্পৎ ততঃ পুনঃ ॥৬১
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ।
সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্ণন্তি হ্যায়তং শতযোজনম্ ॥৬২

তারপর পর্বততুল্য বিশালকায় বানরশিরোমণিগণ পর্বতশিখর ও বৃক্ষসকল ভঙ্গ করিয়া সমুদ্রতীরে আনিতে আরম্ভ করিল।৫৫

ঐ বানরগণ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিল, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, পুষ্পিত কর্ণিকার, চুত এবং অশোক প্রভৃতি বৃক্ষসকল দ্বারা সমুদ্রতীর আচ্ছন্ন করিল। এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমূল ও নির্মূল বৃক্ষসকলকে চারিদিক হইতে আহরণ করিতে লাগিল।৫৬-৫৮

চারিদিক হইতে তাল, দাড়িম্ব, নারিকেল, বিভীতক, করবীর, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বহু প্রকার বৃক্ষসকল বহুল পরিমাণে আহরণ করিতে লাগিল। হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্বতসকল উৎপাটন করত যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে আরম্ভ করিল।৫৯-৬০

শিলাখণ্ডসকল সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্রের জল সহসা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল।৬১

নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ।
স তদা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্মভিঃ ॥৬৩
দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্ণন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে।
বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞাপুরঃসরৈঃ ॥৬৪
মেঘাভৈঃ পর্বতাভৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈর্ববন্ধিরে।
পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ তরুভিঃ সেতুং বধ্নন্তি বানরাঃ ॥৬৫
পাষাণাংশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ।
দৃশ্যন্তে পরিধাবন্তো গৃহ্যদানবসন্নিভাঃ ॥৬৬
শিলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শৈলানাং তত্র পাত্যতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্তদা তস্মিন্ মহোদধৌ ॥৬৭
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দশ।
প্রহৃষ্টৈর্গজসঙ্কাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥৬৮
দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ।
কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ ॥৬৯
অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে।
ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ ॥৭০

চারিদিক হইতে প্রস্তরসকল নিপাতিত হওয়ায় সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কতকগুলি বানর (নির্মাণ কার্য্যের জন্য) শতযোজন বিস্তৃত সূত্র ধরিল।৬২

নল নদ-নদীপতির মধ্যস্থলে সেতু নির্মাণ করিতে লাগিল। ঘোরকর্মা বানরগণ তখন নলের সহিত কার্যে যোগদান করিল।৬৩

কোন কোন কপি দণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেঘ ও পর্বত-সদৃশ অসংখ্য বানরগণ শ্রীরামের আদেশানুসারে তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিত বৃক্ষাদির দ্বারা সেতুবন্ধন আরম্ভ করিল।৬৪-৬৫

পর্বততুল্য প্রস্তরসকল এবং গিরিশিখরসকল গ্রহণ করিয়া বানরগণ ধাবিত হইলে দানববৃন্দের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল।৬৬

তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ডসকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সমুদ্রে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।৬৭

চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি বা।
যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ ॥৭১
পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ ॥৭২
স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মাত্মজো বলী।
ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা ॥৭৩
স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে ॥৭৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্ ॥৭৬
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ হ্যদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৭
দদৃশুঃ সর্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্।
তানি কোটি সহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥৭৮
বধ্নন্তঃ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ।
বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ ॥৭৯
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।
ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাপাণির্বিভীষণঃ ॥৮০
পরেষামভিঘাতার্থমতিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ।
সুগ্রীবস্তু ততঃ প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৮১
হনুমন্তং ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ।
অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ ॥৮২
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ।
অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৮৩
জগাম ধন্বী ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ।
অন্যে মধ্যেন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোঽন্যে প্লবঙ্গমাঃ ॥৮৪

ক্ষিপ্রকারী, মহাবলী, মহাবেগবান্ ও গজের ন্যায় মহাকায় বানরগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রথম দিনে চতুর্দশযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ ক্ষিপ্রগতি সহকারে দ্বিতীয় দিনে বিংশতি, তৃতীয় দিনে একবিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন সেতু প্রস্তুত করিল। এইরূপে বানরগণ পঞ্চমদিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু ক্ষিপ্রতার সহিত নির্মাণ করিয়া সুবেলপর্বতে সংযোজিত করিল।৬৮-৭২

এইরূপে বিশ্বকর্মাতনয় বলী বানরশ্রেষ্ঠ নল পিতৃতুল্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরের বক্ষে সেতু নির্মাণ করিল।৭৩

মকরালয় সাগরে নলনির্মিত সেই সুন্দর ও শোভাশালী সেতু আকাশস্থ ছায়া পথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৭৪

তদনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণের সহিত সেতু দর্শনেচ্ছায় গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নলনির্মিত শতযোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন বিস্তৃত অদ্ভুত ও সুদুষ্কর সেতু দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিতে লাগিলেন।৭৫-৭৬

বানরগণ সেতুবন্ধন করিয়া আনন্দে গর্জন করত কেহ বা লম্ফন কেহ বা উল্লম্ফন প্রদান করিয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণ সাগরে সেই অচিন্ত্য, অসহ্য, লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত সেতুবন্ধন দেখিতে লাগিল। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া মহাতেজস্বী সহস্রকোটি বানর সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইল। সমতলসুশোভিত সেই সুনির্মিত বিরাট বিশাল সেতু সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। তদনন্তর স্বীয় অমাত্যগণের সহিত গদাহস্তে বিভীষণ পরপারে আসিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল। (অর্থাৎ সেতু রক্ষায় যত্নবান্ হইল)। তৎপশ্চাৎ বানররাজ সুগ্রীব সত্যপরাক্রম শ্রীরামকে বলিল।৭৭-৮১

বীর! আপনি হনুমানে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। কারণ—এই মকরালয় সমুদ্র সুদীর্ঘ।৮২

আকাশগামী এই দুই বানর আপনাদিগকে ধারণ করিতে পারিবে। ধনুর্ধারী ধর্মাত্মা শ্রীমান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সেনাগণের অগ্রভাগে চলিতে লাগিলেন। কোন কোন বানর সেনাগণের মধ্যে, কেহ কেহ পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল।৮৩-৮৪

সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।
কেচিদ্ বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব পুপ্লুবুঃ ॥৮৫

ঘোষেণ মহতা ঘোষং সাগরস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ভীমমন্তর্দধে ভীমা তরন্তী হরিবাহিনী ॥৮৬

বানরাণাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা।
তীরে নিবিবিশে রাজ্ঞা বহুমূলফলোদকে ॥৮৭

তদদ্ভুতং রাঘবকর্ম দুষ্করং
সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।

উপেত্য রামং সহসা মহর্ষিভি-
স্তমভ্যষিঞ্চন্ সুশুভৈর্জলৈঃ পৃথক্ ॥৮৮

জয়স্ব শত্রূন্ নরদেব মেদিনীং
সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ইতীব রামং নরদেবসৎকৃতং
শুভৈর্বচোভির্বিবিধৈরপূজয়ন্ ॥৮৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

কেহ কেহ সন্তরণ করিয়া, কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ বা সুপর্ণের ন্যায় আকাশ পথে যাত্রা করিল।৮৫

সেই ভয়ঙ্কর বানরসেনাসকলের সাগরতরণকালীন ভীষণ গর্জনে সমুদ্র গর্জনের শব্দকেও অভিভূত করিল।৮৬

নলনির্মিত সেতুপথে বানরবাহিনী সমুদ্র পার হইল। রাজা সুগ্রীব তাহাদিগকে ফল, মূল ও সুপেয় জল-পূর্ণস্থানে সন্নিবেশিত করিল।৮৭

শ্রীরামের অদ্ভুত এবং দুষ্কর কার্য দেখিয়া দেবগণ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধচারণ ও মহর্ষিগণের সহিত শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র ও শুভ জল দ্বারা অভিষেক করিলেন।৮৮

তাঁহারা বলিলেন—নরদেব! আপনি শত্রুগণকে পরাজিত করত সুদীর্ঘকাল সসাগরা ধরণী প্রতিপালন করুন। দেবগণ এইরূপ বহুবিধ মঙ্গলজনক বাক্য দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে অভিনন্দিত করিলেন।৮৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য লক্ষ্মণসমীপে দুর্লক্ষণানাং বর্ণনম্ ।]

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ ।
সৌমিত্রিং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ ॥২
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্ ।
প্রবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্ ॥৩
বাতাশ্চ কলুষা বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা ।
পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ ॥৪
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥৫
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা ।
জ্বলতঃ প্রপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥৬
দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরাঃ সর্বতো মৃগপক্ষিণঃ ।
প্রত্যাদিত্যং বিনর্দন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্ ॥৭
রজন্যামপ্রকাশস্তু সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ ॥৮
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষস্তু লোহিতঃ ।
আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে ॥৯
রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ ।
যুগান্তমিব লোকানাং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ ॥১০
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা নীচা গৃধ্রাঃ পরিপতন্তি চ ।
শিবাশ্চাপ্যশুভান্ নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্ ॥১১
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের লক্ষ্মণসমীপে দুর্নিমিত্তসকলের বর্ণন ।]

অনন্তর নিমিত্তজ্ঞ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম (বহুবিধ লোকক্ষয়কর ঘোর) নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ! যে স্থানে সুশীতল জল এবং ফলবান্ বৃক্ষসকল আছে, সেই স্থানে এই ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল এবং বানরসকলকে বিভাগ করত ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করা কর্ত্তব্য, কারণ; বীরাগ্রগণ্য ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের বিনাশ-সূচক ঘোরতর লোকক্ষয়কর ভয় উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ,—বায়ু রজঃ প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত হইয়া বহিতেছে, বসুন্ধরা এবং পর্ব্বতাগ্রসকল কম্পিত ও মহীরুহ(বৃক্ষ)সকল পতিত হইতেছে। ক্রব্যাদ(রাক্ষস)সদৃশ ক্রূর এবং নেত্রোদ্বেগকর ভীমঘোষ মেঘসকল ক্রূরভাবে শোণিত-মিশ্রিত বিন্দুসকল বর্ষণ করিতেছে।১-৫

সন্ধ্যাসময় রক্তচন্দনের ন্যায় নিদারুণ লোহিত বর্ণ হইয়াছে। আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি-খণ্ডসকল পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে ক্রূরস্বভাব পশু-পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে এবং করুণ-স্বরে আমার অন্তরে ভীষণ ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শ্রুতিকঠোর শব্দ করিতেছে। চন্দ্রমা পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রকাশ না হইয়া কৃষ্ণ এবং লোহিত পরিধি-পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া সন্তাপিত করিতেছেন। লক্ষ্মণ! হ্রস্ব ও রুক্ষভাবে প্রকাশমান এবং লোহিতবর্ণ পরিধিবেষ্টিত বিমল আদিত্যমণ্ডলে নীলচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে এবং নক্ষত্রসমূহ অত্যন্ত ধূলিরাশিতে আবৃত হইয়া হতপ্রভ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে।৬-১০

কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সহসা নিম্নে পতিত হইতেছে। শিবাগণ ভয়জনক অশুভ-সূচক সুমহৎ শব্দ করিতেছে।

ক্ষিপ্রমদ্যৈব দুর্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিযাম জবেনৈব সর্বৈর্হরিভিরাবৃতাঃ ॥১৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ধন্বী স রামঃ সংগ্রামধর্ষণঃ।
প্রতস্থে পুরতো রামো লঙ্কামভিমুখো বিভুঃ ॥১৪
সবিভীষণসুগ্রীবাঃ সর্বে তে বানরর্ষভাঃ।
প্রতস্থিরে বিনর্দন্তো ধৃতানাং দ্বিশতাং বধে ॥১৫
রাঘবস্য প্রিয়ার্থং তু সুতরাং বীর্য্যশালিনাম্।
হরীণাং কর্মচেষ্টাভিস্তুতোষ রঘুনন্দনঃ ॥১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, অত্রত্য ভূভাগ নিশ্চয় অচিরকালের মধ্যেই বানর ও রাক্ষসগণ বিক্ষিপ্ত শৈল, শূল, ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সমাবৃত এবং মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমপূর্ণ হইবে। অতএব আমরা অদ্যই বানরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর রাবণ-পালিত অজেয় লঙ্কাপুরীতে গমন করিব। সংগ্রামধর্ষণ লোকরঞ্জন বিভু রাম এই কথা বলিয়া হস্তে শরাসন ধারণ করত লঙ্কাভিমুখে অগ্রে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব এবং অপর বানরগণও বিপুল সিংহনিনাদ করত তাঁহাদের অনুগামী হইল। রঘুনন্দন রাম সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত বীর্য্যশালী বানরগণের তাদৃশ কার্য্য ও যত্নদর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।১১-১৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কায়াঃ শোভাবর্ণনপূর্বকং ব্যূহবন্ধভাবেন সৈন্যানামবস্থানায়াদেশদানম্, শ্রীরামাদেশেন বন্ধনমুক্তস্য শুকস্য রাবণসমীপে গমনান্তরং শ্রীরামস্য সৈন্যশক্তেঃ প্রাবল্য-প্রদর্শনম্, রাবণস্যাপি সবলস্য গর্বপ্রদর্শনঞ্চ।]

সা বীরসমিতী রাজ্ঞা বিররাজ ব্যবস্থিতাঃ।
শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী ॥১
প্রচচাল চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা।
পীড্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চসা ॥২
ততঃ শুশ্রুবুরাক্রুষ্টং লঙ্কায়াং কাননৌকসঃ।
ভেরী-মৃদঙ্গসংঘুষ্টং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥৩
বভূবুস্তেন ঘোষেণ সংহৃষ্টা হরিযূথপাঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তদ্ ঘোষং বিনেদুর্ঘোষবত্তরম্ ॥৪
রাক্ষসাস্তৎ প্লবঙ্গানাং শুশ্রুবুস্তেঽপি গর্জিতম্।
নর্দতামিব দৃপ্তানাং মেঘানামম্বরে স্বনম্ ॥৫
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা ॥৬
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুধ্যতে।
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী ॥৭
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণ।
উবাচ বচনং বীরস্তৎকালহিতমাত্মনঃ ॥৮
আলিখন্তীমিবাকাশমুত্থিতাং পশ্য লক্ষ্মণ।
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্মণা ॥৯
বিমানৈর্বহুভির্লঙ্কা সঙ্কীর্ণা রচিতা পুরা।
বিষ্ণোঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ ॥১০
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনৈশ্চিত্ররথোপমৈঃ।
নানাপতগসঙ্ঘুষ্টফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ ॥১১
পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কার শোভাবর্ণনপূর্বক ব্যূহবন্ধভাবে সৈন্যগণকে অবস্থান করিতে শ্রীরামের আদেশদান, তাঁহার আদেশে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শুকের রাবণ সমীপে গমনান্তর শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণেরও নিজ সৈন্যের গর্বপ্রদর্শন।]

অনন্তর সেই সমাগত বীরগণ রাজপুত্র রামকর্তৃক ব্যূহমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া শোভন নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শরৎকালীন পৌর্ণমাসী নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেখানকার ভূভাগ সাগরসদৃশ সেই বলসমূহের বেগে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর বনচারী বানর-যূথপতিগণ লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণের আক্রোশ শব্দ এবং ভেরী ও মৃদঙ্গসকলের সুমহৎ লোমহর্ষণ শব্দ শুনিতে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইল এবং তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ সুমহৎ শব্দ করিল যে, রাক্ষসেরাও অন্তরিক্ষে শব্দায়মান মেঘনির্ঘোষের ন্যায় মদগর্ব্ব বানরগণের সেই গর্জনধ্বনি শুনিতে পাইল।১-৫

দাশরথি রাম বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা-শোভিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া মনোমধ্যে সীতাকে স্মরণ করত 'এই স্থানেই সেই মৃগশাবকলোচনা জানকী মঙ্গল-গ্রহাভিভূত রোহিণী নক্ষত্রের ন্যায় রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছেন,' এইরূপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীরবর রাম লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত আপনার তৎকালোচিত হিতজনক এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পর্ব্বতের শিখরদেশে নির্ম্মিত লঙ্কানগরীর প্রাসাদশিখরসকল আকাশ ভেদ করত উঠিয়া এরূপ শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা মনোমধ্যেই এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেখ, লঙ্কানগরী সপ্তভূমি প্রাসাদবিশিষ্ট বিমানসকলে সঙ্কীর্ণ হইয়া পাণ্ডুবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।৬-১০

ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত।
বলঞ্চ তত্র বিভজচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৩
শশাস কপিসেনাং তাং বলাদাদায় বীর্য্যবান্।
অঙ্গদঃ সহ নীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জয়ঃ ॥১৪
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ।
আশ্রিতো দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো নাম বানরঃ ॥১৫
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ ॥১৬
মূর্দ্ধ্নি স্থাস্যাম্যহং যত্তো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ ॥১৭
ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ।
জঘনং কপিসেনায়াঃ কপিরাজোঽভিরক্ষতুঃ ॥
পশ্চার্দ্ধমিব লোকস্য প্রচেতাস্তেজসা বৃতঃ ॥১৮
সুবিভক্তমহাব্যূহা মহাবানররক্ষিতা।
অনীকিনী সা বিবভৌ যথা দ্যৌঃ সাভ্রসম্প্লবা ॥১৯
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাণি মহতশ্চ মহীরুহান্।
আসেতুর্বানরা লঙ্কাং মিমর্দ্দয়িষবো রণে ॥২০
শিখরৈর্বিকিরামৈনাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিপুঙ্গবাঃ ॥২১
ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্ ॥২২
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।
মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ ॥২৩

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের উপবনের ন্যায় ফল-পুষ্পপূর্ণ বনরাজি লঙ্কাকে কেমন শোভিত করিতেছে। ঐ দেখ, নানজাতি বিহঙ্গগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ,—সুশীতল, সুরভি ও সুমন্দ সমীরণ বৃক্ষসকলকে কম্পিত করিতেছে; বিহঙ্গমগণ প্রমত্তভাবে তদুপরি বসিয়া আছে; পাছে বায়ুবেগে পতিত হইতে হয়, এই ভাবিয়াই যেন ভ্রমরকুল পুষ্প মধ্যে লীন হইতেছে। কোকিলগণ যেন বসন্ত সমাগমে ব্যাকুল হইয়াই সুমধুর কুহু রব করিতেছে। বীর্য্যবান্ দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই যুদ্ধশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সৈন্যবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া সেই বানরবল হইতে স্বীয় সাহায্যক্ষম সেনাগণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কপিসৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—দুর্জ্জয় অঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত এই সৈন্যগণের উরঃস্থলে অবস্থান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া বানরসেনাগণের সহিত দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করিবে।১১-১৫

মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ মহাবেগশালী বানরবর গন্ধমাদন বানরসেনাগণের সহিত বামভাগে অবস্থান করিবে। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিব। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল জাম্ববান্, সুষেণ এবং বেগদর্শী,—এই তিন জনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে। বরুণ যেরূপ স্বীয় তেজে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্ত রক্ষা করেন, তদ্রূপ বানররাজ সুগ্রীব এই সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করিব।১৬-১৮

বীরশ্রেষ্ঠ বানরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা সেই বানরবাহিনী এইরূপে বিভক্ত ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া নিবিড় ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল গ্রহণ করিয়া যেন মর্দ্দন করিবার ইচ্ছাতেই লঙ্কানগরীকে আক্রমণ করিল। তৎকালে বানরগণ এইরূপ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল,—এই লঙ্কাপুরীকে শৈলশিখরনিচয়বর্ষণে সমাচ্ছাদিত অথবা মুষ্টি প্রহারেই ইহার প্রাসাদসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিব।১৯-২১

অনন্তর মহাতেজস্বী রাম বানররাজ সুগ্রীবকে এইকথা বলিলেন,—এক্ষণে সমস্ত সৈন্য বিভাগ করা হইয়াছে, অতএব এই শুককে ছাড়িয়া দাও। মহাবল বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে রাক্ষসরাজের দূত সেই শুককে মুক্ত করিয়া দিলে, সেই রাক্ষস বানরগণ কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত ও ভীত হইয়া

মোচিতো রামবাক্যেন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ।
শুকঃ পরমসন্ত্রস্তো রক্ষোধিপমুপাগমৎ ॥২৪
রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ।
কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূনপক্ষস্য দৃশ্যসে ॥২৫
কচ্চিন্নানেকচিত্তানাং তেষাং ত্বং বশমাগতঃ।
ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥২৬
বচনং প্রত্যুবাচেদং রাক্ষসাধিপমুত্তমম্।
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং তথা।
যথা সন্দেশমক্লিষ্টং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥২৭
ক্রুদ্ধৈস্তৈরহমুৎপ্লুত্য দৃষ্টমাত্রঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
গৃহীতোঽস্ম্যপি চারব্ধো
হন্তুং লোপ্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ ॥২৮
ন তে সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন বিদ্যতে।
প্রকৃত্যা কোপনাস্তীক্ষ্ণা বানরা রাক্ষসাধিপ ॥২৯

স চ হন্তা বিরাধস্য কবন্ধস্য খরস্য চ।
সুগ্রীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ ॥৩০
স কৃত্বা সাগরে সেতুং তীর্ত্বা চ লবণোদধিম্।
এষ রক্ষাংসি নির্ধূয় ধন্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ ॥৩১
ঋক্ষ-বানরসঙ্ঘানামনীকানি সহস্রশঃ।
গিরিমেঘনিকাশানাং ছাদয়ন্তি বসুন্ধরাম্ ॥৩২
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেব-দানবয়োরিব ॥৩৩
পুরা প্রাকারমায়াস্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং চাঽস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্ ॥৩৪
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
রোষসংরক্তনয়নো নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৩৫
যদি মাং প্রতি যুধ্যেরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি ॥৩৬

সত্বর রাক্ষসরাজের নিকটে গমন করিল। রাবণ শুককে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত "এ কি? তোমার পক্ষসকল ছিন্ন দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার পক্ষদ্বয় বদ্ধ করিয়াছিল? অথবা তুমি কি সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশতাপন্ন হইয়াছিলে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভয়োদ্বিগ্নচিত্ত শুক রাক্ষসপতিকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল,—মহারাজ! আমি সাগরের উত্তরতীরে গমন করিয়া প্রথমতঃ মধুর-বাক্যে বানরগণকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আদিষ্ট সেই বীরোচিত বাক্যসকল বলিতে আরম্ভ করিলাম। বানরগণ আমাকে দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করত আমাকে গ্রহণ করিল এবং পক্ষদ্বয় ছেদন ও মুষ্টি—প্রহার দ্বারা আমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে উদ্যত হইল।২২-২৮

রাক্ষসনাথ! সেই বনচারী বানরগণ স্বভাবতই কোপন-স্বভাব এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই সত্বর কার্য্য করিয়া থাকে, এজন্য কোন বিচার না করিয়াই আমাকে এইরূপ লাঞ্ছনা দিয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবার উপায় নাই। মহারাজ! যে বীর—মহাবল বিরাধ, কবন্ধ এবং আপনার ভ্রাতা খরকেও বিনাশ করিয়াছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ও সেতু-নির্ম্মাণ দ্বারা লবণসমুদ্রের পরপারে যাইয়া রাক্ষসগণকে তুচ্ছজ্ঞান করত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।২৯-৩১

তাঁহার পর্ব্বত ও মেঘসদৃশ বিশালকায় এত সহস্র সহস্র বানর ভল্লুক-সৈন্য আসিয়াছে যে, তাহারা বসুন্ধরাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ! আপনার এবং বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যগণের মধ্যে দেবগণের সহিত দানবগণের ন্যায় পরস্পর সন্ধিস্থাপন হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং লঙ্কাকে প্রাকারাকারে ঘিরিয়া ফেলার পূর্বে আপনি সত্বর রামকে সীতা প্রদান অথবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ,—এই উভয়ের অন্যতর অবলম্বন করুন।৩২-৩৪

শুকের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রোষপূর্ণনয়নে যেন শুককে দগ্ধ করত

কদা সমভিধাবন্তি মামকা রাঘবং শরাঃ।
বসন্তে পুষ্পিতং মত্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্ ॥৩৭
কদা শোণিতদিগ্ধাঙ্গং দীপ্তৈঃ কার্ম্মুকবিচ্যুতৈঃ।
শরৈরাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥৩৮
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
জ্যোতিষামিব সর্ব্বেষাং প্রভামুদ্যন্ দিবাকরঃ ॥৩৯
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে বলম্।
ন চ দাশরথির্ব্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৪০
ন মে তূণীশয়ান্ বাণান্ সবিষানিব পন্নগান্।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৪১
ন জানাতি পুরা বীর্য্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ।
মম চাপময়ীং বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্ ॥৪২
জ্যাশব্দতুমুলাং ঘোরামার্ত্তগীতমহাস্বনাম্।
নারাচতলসন্নাদাং নদীমহিতবাহিনীম্ ॥
অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে ॥৪৩
স বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুদ্ধেঽস্মি শক্যো বরুণেন বা স্বয়ম্।
যমেন বা ধর্ষয়িতুং শরাগ্নিনা
মহাহবে বৈশ্রবণেন বা পুনঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

এইকথা বলিল,—যদি দেব, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোকবাসী যাবতীয় লোকসকলও আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে সমর্পণ করিব না। হায়! কখন এতাদৃশ শুভ সময় উপস্থিত হইবে, যখন বসন্তকালে প্রমত্ত ভ্রমরকুল যেরূপ কুসুমিত পাদপাভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ মদীয় শরনিকর সেই রাঘবের প্রতি ধাবিত হইবে! কখন আমার কার্ম্মুক-বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শরসমূহ দ্বারা শোণিত-দিগ্ধাঙ্গ সেই রামকে উল্কা দ্বারা যেরূপ হস্তী দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। হে শুক! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া নক্ষত্রাদি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কসকলের প্রভাব তিরোহিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও বিপুল বলপরিবৃত হইয়া সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিব। বোধ হয়—দশরথের পুত্র সেই রাম আমার সাগরসমান বেগ এবং বায়ুসদৃশ বল অবগত নহে, সেই কারণেই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।৩৫-৪১

রাম এখনও রণভূমিতে মদীয় শরাসন বিনির্গত সবিষ আশীবিষ (সর্প) তুল্য শরসমূহ দর্শন করে নাই বলিয়াই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মনে হয়, রাম পূর্ব্বে আমার বীর্য্য এবং আমি যে সমরভূমিতে সেনারূপনদীতে মহারঙ্গে অবগাহন করিয়া যে শররূপ কোণ সকলদ্বারা বাদিত, জ্যাশব্দরূপ তুমুল শব্দবিশিষ্ট, আর্ত্ত এবং ভীত সকলের 'হা হতো স্মি' ইত্যাদিরূপ গীতশব্দসদৃশ বিবিধ স্বরপূর্ণ এবং প্রক্ষিপ্ত নারাচ-তলের ন্যায় সন্নাদ-বিশিষ্ট ধনুর্ম্ময়ী বীণা বাদিত করিব, তাহা জানিতে পারে নাই, সেইজন্যই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। শুক! অধিক কি? সহস্রলোচন ইন্দ্র কিংবা বরুণও আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ নহেন; যম অথবা স্বয়ং কুবেরও আমাকে শরাগ্নিদ্বারা ধর্ষণ করিতে অক্ষম।৪২-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন শুক-সারণয়োর্গুপ্তভাবেন বানরসেনামধ্যে প্রেরণম্, বিভীষণেন তয়োর্গ্রহণম্, শ্রীরামকৃপয়া মুক্তয়োস্তয়োঃ শ্রীরামসন্দেশং গৃহীত্বা লঙ্কায়াং গমনম্, রাবণসমীপে তন্নিবেদনঞ্চ।]

সবলে সাগরং তীর্ণে রামে দশরথাত্মজে।
অমাত্যৌ রাবণঃ শ্রীমানব্রবীচ্ছুক-সারণৌ ॥১

সমগ্রং সাগরং তীর্ণং দুস্তরং বানরং বলম্।
অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্ ॥২

সাগরে সেতুবন্ধং তং ন শ্রদ্দধ্যাং কথঞ্চন।
অবশ্যং চাপি সংখ্যেয়ং তন্ময়া বানরং বলম্ ॥৩

ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ।
পরিমাণঞ্চ বীর্যঞ্চ যে চ মুখ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪

মন্ত্রিণো যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ।
যে পূর্বমভিবর্তন্তে যে চ শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৫

স চ সেতুর্যথা বদ্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে।
নিবেশঞ্চ যথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥৬

রামস্য ব্যবসায়ঞ্চ বীর্য্যং প্রহরণানি চ।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য তত্ত্বতো জ্ঞাতুমর্হথঃ ॥৭

কশ্চ সেনাপতিস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ ॥৮

ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ।
হরিরূপধরৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ বানরং বলম্ ॥৯

ততস্তদ্ বানরং সৈন্যমচিন্ত্যং লোমহর্ষণম্।
সঙ্খ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুক-সারণৌ ॥১০

তৎস্থিতং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
সমুদ্রস্য চ তীরেষু বনেষূপবনেষু চ।
তরমাণঞ্চ তীর্ণঞ্চ তর্তুকামঞ্চ সর্বশঃ ॥১১

পঞ্চবিংশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক গুপ্তভাবে শুক ও সরণকে বানর-সেনামধ্যে প্রেরণ, বিভীষণ কর্তৃক তাহাদের বন্ধন, শ্রীরামের কৃপায় মুক্ত হইয়া তাঁহার সংবাদ গ্রহণ পূর্বক শুক ও সারণের লঙ্কায় গমন এবং রাবণ সমীপে তাহা নিবেদন।]

দশরথ নন্দন রাম সৈন্যগণের সহিত সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ শুক ও সারণ নামক স্বীয় মন্ত্রিদ্বয়কে বলিতে লাগিল,—রাম সমুদ্রের উপর অভূতপূর্ব এক সেতু বন্ধন করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বানরসৈন্য দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছে।১-২

সাগরে সেতুবন্ধন ইহা ত আমি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে রামের সহিত কত বানর সৈন্য আসিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। অতএব তোমরা অনুপলক্ষিত (গুপ্ত) ভাবে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বানরসৈন্যের সংখ্যা, তাহাদের বলবীর্য্য, তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান, রামের মন্ত্রী এবং যাহারা সুগ্রীবের সহচর ও যাহারা সৈন্যের অগ্রগামী এবং যে যে বানরগণ বীর বলিয়া বিখ্যাত।৩-৫

সেই সলিলার্ণব সমুদ্রের উপর যেপ্রকারে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, মহাবল বানরগণ যেরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মহাবীর রাম-লক্ষ্মণের কার্য্য প্রণালী, পরাক্রম ও অস্ত্রাদির বিষয় যথার্থরূপে অবগত হও। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের সেনাপতিই বা কে? তাহাও বিশেষভাবে অবগত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। রাক্ষসদ্বয় শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানররূপ ধারণ করত বানরসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ বানরসৈন্য গণনা করিতে সমর্থ হইল না।৬-১০

কারণ, তখন অসংখ্য বানরসৈন্য সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ, নির্ঝর, গুহা, সমুদ্রতট, বন এবং উপবনে

নিবিষ্টং নিবিশচ্চৈব ভীমনাদং মহাবলম্।
তদ্বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ ॥১২
তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছন্নৌ বিভীষণঃ।
আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুক-সারণৌ ॥১৩
তস্যৈতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ।
লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয় ॥১৪
তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনং চেদমূচতুঃ ॥১৫
আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ।
পরিজ্ঞাতুং বলং সর্বং তদিদং রঘুনন্দন ॥১৬
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥১৭
যদি দৃষ্টং বলং সর্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।
যথোক্তং বা কৃতং কার্য্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্ ॥১৮
অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ।
বিভীষণো বা কাৎস্ন্যেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি ॥১৯
ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।
ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ ॥২০
প্রচ্ছন্নৌ চ বিমুঞ্চেমৌ চারৌ রাত্রিঞ্চরাবুভৌ।
শত্রুপক্ষস্য সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ ॥২১
প্রবিশ্য মহতীং লঙ্কাং ভবদ্ভ্যাং ধনদানুজঃ।
বক্তব্যো রক্ষসাং রাজা যথোক্তং বচনং মম ॥২২
যদ্ বলং ত্বং সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি।
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যশ্চ সবান্ধবঃ ॥২৩
শ্বঃ কাল্যে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রক্ষসাঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া ॥২৪
ক্রোধং ভীমমহং মোক্ষ্যে সসৈন্যে ত্বয়ি রাবণ।
শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ ॥২৫

অবস্থান করিতেছিল, অনেকেই পার হইতেছিল এবং বহু সংখ্যক সৈন্য তখনও পরপারে থাকিয়া পার হইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। প্রচ্ছন্ন বেশধারী রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশোন্মুখ সেই ভীমনাদ মহাবল অক্ষোভ্য বানরবল দর্শন করিতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী বিভীষণ তাহাদিগকে রামচন্দ্রের কাছে আনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে শত্রুতাপন! ইহারা উভয়েই সেই রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মন্ত্রী, ইহাদের নাম শুক ও সারণ। মহারাজ! ইহারা রাবণ কর্ত্তৃক চররূপে প্রেরিত হইয়া আপনার বল-দর্শনের জন্য এ স্থানে আসিয়াছে। অনন্তর শুক ও সারণ রামকে দর্শন করত ভয়বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এই কথা বলিল—হে সৌম্য রঘুনন্দন! আমরা উভয়েই রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার এই সমস্ত বল জ্ঞাত হইবার জন্য এ স্থানে আসিয়াছি।১১-১৬

সর্ব্বভূত-হিতৈষী দশরথনন্দন রাম তাহাদের তাদৃশ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত এইকথা বলিলেন,—যদি আমাদের সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, অমাত্য সুগ্রীব এবং আমাদের বীর্য্যাদির বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাক, অথবা রাবণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়াও যদ্যপি কোন কর্ম্ম করিয়া থাক, (আমি তৎসকলই ক্ষমা করিতেছি।) তথাপি তোমরা ইচ্ছানুসারে ফিরিয়া যাও। যদি কিছু দেখিতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও দেখিয়া যাও অথবা বিভীষণ পুনর্ব্বার সমস্ত দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমার বশীভূত হইয়াছ বলিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিও না; কারণ, তোমরা দূত, অশস্ত্র এবং শরণাগত, সেইহেতু অবধ্য। বিভীষণ! রাবণের শত্রুপক্ষভেদ-সাধনক্ষম এবং প্রচ্ছন্নরূপী—এই দুই রাক্ষসচরকে ছাড়িয়া দাও।১৭-২১

রঘুনন্দন রাম বিভীষণকে এইকথা বলিয়া পুনরায় শুক এবং সারণকে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুবেরের কনিষ্ঠ সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে আমার এই কথাগুলি বলিবে;—তুমি যে বলে আমার প্রণয়িনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, অধুনা সৈন্য এবং বান্ধবগণের সহিত

ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ।
জয়েতি প্রতিনন্দ্যৈনং রাঘবং ধর্মবৎসলম্ ॥২৬
আগম্য নগরীং লঙ্কামব্রুতাং রাক্ষসাধিপম্।
বিভীষণগৃহীতৌ তু বধার্থং রাক্ষসেশ্বর ॥২৭
দৃষ্ট্বা ধর্মাত্মনা মুক্তৌ রামেণামিততেজসা।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥২৮
লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাঁল্লক্ষ্মণশ্চ বিভীষণঃ ॥২৯
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
এতে শক্তাঃ পুরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্ ॥৩০
উৎপাট্য সংক্রাময়িতুং সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
যাদৃশং তদ্ধি রামস্য রূপং প্রহরণানি চ ॥৩১
বধিষ্যতি পুরীং লঙ্কামেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী ॥
বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৩২
প্রহৃষ্টযোধা ধ্বজিনী মহাত্মনাং
বনৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্।
অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥৩৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই বল দর্শন করাও। তুমি কল্য প্রাতঃকালেই দেখিবে তোরণশোভিত এবং প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কানগরী ও সমগ্র রাক্ষসবল মদীয় শরসমূহ দ্বারা বিধ্বংসিত হইতেছে। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, রাবণ! আমি কল্য প্রাতে তোমার উপর সেইরূপ ক্রোধ নিক্ষেপ করিব।২২-২৫

শুক ও সারণ এইরূপে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রামকে আপনি বিজয়ী হউন—এই বলিয়া অভিবাদন করত লঙ্কানগরীতে আসিয়া রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিল,—হে রাক্ষসেশ্বর! আমরা বানরসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বধ করিবার জন্য বিভীষণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, অমিততেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম তাহা দেখিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহারাজ! লোকপাল-সদৃশ বীর্য্যবান্ সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও প্রবল পরাক্রম দশরথ-নন্দন শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণ, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ এবং মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী মহাতেজস্বী কিষ্কিন্ধারাজ সুগ্রীব—এইপুরুষশ্রেষ্ঠ চতুষ্টয় যখন একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অপর বানরগণের সাহায্য না লইয়া চারিজনেই প্রাকার ও তোরণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হইতে উৎপাটন করিয়া অন্যস্থানে সংস্থাপিত করিতে পারিবেন। রামের যেরূপ রূপ এবং অস্ত্রাদি দেখিলাম, তাহাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হইবে না, তিনি একাকীই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করিবেন। মহারাজ! যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই বানর-সেনাকে সমগ্র অমর এবং অসুর-গণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হইল। রাজন্! সেই মহাবল বনচারী বানরসেনাগণ সকলেই রণকুশল এবং তাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদের সহিত বিরোধের আবশ্যক নাই; আপনি দাশরথির কাছে জানকীকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন।২৬-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

[রাবণসমীপে সারণস্য পৃথক্‌শো বানরযূথপতীনাং পরিচয়দানম্।]

তদ্বচঃ সত্যমক্লীবং সারণেনাভিষিতম্।
নিশম্য রাবণো রাজা প্রত্যভাষত সারণম্ ॥১
যদি মামভিযুঞ্জীরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
নৈব সীতামহং দদ্যাং সর্বলোকভয়াদপি ॥২
ত্বং তু সৌম্য পরিত্রস্তো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্।
প্রতিপ্রদানমদ্যৈব সীতায়াঃ সাধু মন্যসে ॥৩
কো হি নাম সপত্নো মাং সমরে জেতুমর্হতি।
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৪
আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্।
বহুতালসমুৎসেধং রাবণোঽথ দিদৃক্ষয়া ॥৫
তাভ্যাং চরাভ্যাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পশ্যমানঃ সমুদ্রং তং পর্বতাংশ্চ বনানি চ ॥৬
দদর্শ পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্লবঙ্গমৈঃ।
তদপারমসহ্যঞ্চ বানরাণাং মহাবলম্ ॥৭
আলোক্য রাবণো রাজা পরিপপ্রচ্ছ সারণম্।
এষাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ ॥৮
কে পূর্বমভিবর্ত্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ।
কেষাং শৃণোতি সুগ্রীবঃ কে বা যূথপযূথপাঃ ॥৯
সারণাচক্ষ্ব মে সর্বং কিম্প্রভাবাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ ॥১০
আবভাষেঽথ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ।
এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নর্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ ॥১১
যূথপানাং সহস্রেণ শতেন পরিবারিতঃ।
যস্য ঘোষেণ মহতা সপ্রাকারা সতোরণা ॥১২

ষড়্বিংশ সর্গ

[রাবণসমীপে সারণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বানর-যূথপতিগণের পরিচয়দান।]

রাবণ সারণের সেই সত্য এবং অকাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল,—যদি দেব, দানব এবং গন্ধর্বগণ অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোক একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আমি তথাপি ভয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না। হে সৌম্য! বানরগণ তোমাকে অতিশয় পীড়ন করিয়াছে, সেই কারণেই তুমি নিরতিশয় ভীত হইয়াছ, সুতরাং সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ করিতেছ; বিশেষতঃ কোন শত্রু আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ হইবে? রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ এইরূপ পরুষ বাক্যসকল বলিয়া বানরবল দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া সেই চরদ্বয়ের সহিত হিমের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ এবং তালবৃক্ষ সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।১-৫

অনন্তর সমুদ্র, পর্বত ও বনসকল বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অপার দুঃসহ মহাবল বানরগণ বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা বীর এবং কোন্ বানরগণই বা মহাবলশালী? কোন্ বানরগণ সাতিশয় উৎসাহের সহিত সর্বতোভাবে বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ রক্ষা করিতেছে? কাহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং কোন বানরগণই বা দলপতিগণেরও প্রধান।৬-৯

হে সারণ! তাহাদের পরাক্রমই বা কিরূপ? তুমি আমার কাছে এই সকল বিষয়ের কীর্ত্তন কর। বানরগণের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সারণ রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ করত প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ঐ দেখুন, যে বানর শত সহস্র দলপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপকরত সিংহনাদ করিতেছে,

লঙ্কা প্রতিহতা সর্বা সশৈলবনকাননা।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
বলাগ্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নামৈষ যূথপঃ।
বাহূ প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্য্যবান্ ॥১৪
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদভীক্ষ্ণঞ্চ বিজৃম্ভতে।
গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ॥১৫
স্ফোটয়ত্যতিসংরব্ধো লাঙ্গূলঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
যস্য লাঙ্গূলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ ॥১৬
এষ বানররাজেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম ত্বামাহ্বয়তি সংযুগে ॥১৭
বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তঃ শক্রার্থে বরুণো যথা ॥১৮
এতস্য সা মতিঃ সর্বা যদ্ দৃষ্টা জনকাত্মজা।
হনূমতা বেগবতা রাঘবস্য হিতৈষিণা ॥১৯
বহূনি বানরেন্দ্রাণামেষ যূথানি বীর্য্যবান্।
পরিগৃহ্যাভিযাতি ত্বাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২০

অনুবালিসুতস্যাপি বলেন মহতা বৃতঃ।
বীরস্তিষ্ঠতি সংগ্রামে সেতুহেতুরয়ং নলঃ ॥২১

যে তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি ক্ষ্বেড়য়ন্তি নদন্তি চ।
উত্থায় চ বিজৃম্ভন্তে ক্রোধেন হরিপুঙ্গবাঃ ॥২২

এতে দুষ্প্রসহা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ ॥
য এনমনুগচ্ছন্তি বীরাশ্চন্দনবাসিনঃ ॥২৩

এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।
শ্বেতো রজতসঙ্কাশশ্চপলো ভীমবিক্রমঃ ॥২৪

বুদ্ধিমান্ বানরঃ শূরস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥২৫

বিভজন্ বানরীং সেনামনীকানি প্রহর্ষয়ন্।
যঃ পুরা গোমতীতীরে রম্যং পর্যেতি পর্বতম্ ॥২৬

নাম্না সংরোচনো নাম নানানগযুতো গিরিঃ।
তত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যেষ কুমুদো নাম যূথপঃ ॥২৭

তাহার তুমুল শব্দে পর্ব্বত, জলাশয় ও কাননসকলের সহিত প্রাকারবেষ্টিত ও তোরণশোভিত লঙ্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যে বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যাগ্রে অবস্থান করিতেছে, উহার নাম নীল। পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতকায় এবং পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ ঐ যে বানর বাহুদ্বয় উদ্যত করত পদদ্বয়ে বিচরণ করিতেছে, ক্রোধভরে লঙ্কাভিমুখে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ও মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া যেন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল উৎক্ষেপ করিতেছে এবং যাহার লাঙ্গুল উৎক্ষেপশব্দে দশদিক্ প্রতিশব্দিত হইতেছে, মহারাজ! বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত এই যুবরাজ অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে।১০-১৭

মহারাজ! বরুণ যেরূপ ইন্দ্রের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করেন, সুগ্রীবের প্রিয় অঙ্গদ পিতার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অঙ্গদের মন্ত্রণানুসারেই রামচন্দ্রের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান্ জনকনন্দিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল। মহারাজ! এই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ অসংখ্য বানরদলপতিগণ পরিবৃত হইয়া আপনাকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়েই সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে। সাগরে সেতুবন্ধনের হেতু সেই নল বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অঙ্গদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছে।১৮-২১

(মহারাজ!) শত্রুগণের দুঃসহ প্রচণ্ড পরাক্রমশালী এবং বেগবান্ চন্দনবন-নিবাসী সহস্রকোটি অষ্টলক্ষ পরিমিত বানরদলপতিগণ গাত্রস্তম্ভিত করিয়া সিংহনাদ করত লম্ফপ্রদান এবং ক্রোধভরে উৎপতিত হইয়া বিজৃম্ভণ করত যে বীরের অনুগামী হইয়াছে এবং যে সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধন করত বানরসেনাগণকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট ফিরিয়া আসিতেছে, ঐ রজতের ন্যায় শুক্লবর্ণ চপলস্বভাব ভীম-পরাক্রম, বুদ্ধিমান্ বীর্য্যবান্ এবং ত্রিলোক-বিশ্রুত

যোঽসৌ শতসহস্রাণি সহর্ষং পরিকর্ষতি।
যস্য বালা বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ ॥২৮
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।
অদীনো বানরশ্চণ্ডঃ সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতি ॥
এষোঽপ্যাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২৯
যস্ত্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ কপিলো দীর্ঘকেসরঃ।
নিভৃতঃ প্রেক্ষতে লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা ॥৩০
বিন্ধ্যং কৃষ্ণগিরিং সহ্যং পর্বতঞ্চ সুদর্শনম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে স রম্ভো নাম যূথপঃ ॥
শতং শতসহস্রাণাং ত্রিংশচ্চ হরিপুঙ্গবাঃ ॥৩১
যং যান্তং বানরা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
পরিবার্যানুগচ্ছন্তি লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা ॥৩২
যস্তু কর্ণৌ বিবৃণুতে জৃম্ভতে চ পুনঃ পুনঃ।
ন তু সংবিজতে মৃত্যোর্ন চ সেনাং প্রধাবতি ॥৩৩
প্রকম্পতে চ রোষেণ তির্য্যক্ চ পুনরীক্ষতে।
পশ্য লাঙ্গূলবিক্ষেপং ক্ষ্বেড়ত্যেষ মহাবলঃ ॥৩৪
মহাজবো বীতভয়ো রম্যং সাল্বেয়পর্বতম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে শরভো নাম যূথপঃ ॥৩৫
এতস্য বলিনঃ সর্বে বিহারা নাম যূথপাঃ।
রাজঞ্ছতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ ॥৩৬
যস্তু মেঘ ইবাকাশং মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মধ্যে বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ ॥৩৭
ভেরীণামিব সন্নাদো যস্যৈষ শ্রূয়তে মহান্।
ঘোষঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতাম্ ॥৩৮
এষ পর্বতমধ্যাস্তে পারিযাত্রমনুত্তমম্।
যুদ্ধে দুষ্প্রসহো নিত্যং পনসো নাম যূথপঃ ॥৩৯
এনং শতসহস্রাণাং শতার্ধং পর্য্যুপাসতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠং যেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥৪০
যস্তু ভীমাং প্রবল্গন্তীং চমূং তিষ্ঠতি শোভয়ন্।
স্থিতাং তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥৪১
এষ দর্দুরসঙ্কাশো বিনতো নাম যূথপঃ।
পিবংশ্চরতি যো বেণাং নদীনামুত্তমাং নদীম্ ॥৪২

সংরোচননামক বানর স্বীয় সেনাদ্বারাই লঙ্কাপুরী বিদলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে পূর্ব্বে গোমতী-তীরস্থ রম্যপর্বতে বাস করিত এবং এক্ষণে বিবিধ বৃক্ষশোভিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতের রাজা, ঐ সেই কুমুদনামক যূথপতি। যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলের অতিদীর্ঘ কেশসকল পীত, কৃষ্ণ, শুক্ল প্রভৃতি বিধানে রঞ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকায় অতি ভীষণ দর্শনীয় হইয়াছে, ঐ সেই চণ্ডনামক বানর নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মহারাজ! ঐ বীর কেবল মাত্র স্বীয় সেনাগণের সাহায্যেই লঙ্কা পুরীকে দলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সিংহসদৃশ দীর্ঘকেশর এবং পিঙ্গলবর্ণ যে বানর লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন একাগ্রচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ও প্রচণ্ডপরাক্রম ঘোরতর ত্রিংশৎকোটি বানরপুঙ্গবগণ লঙ্কাকে দলিত করিবার অভিপ্রায়ে যাহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ যূথপতির নাম রম্ভ। মহারাজ! ঐ বীর বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য এবং সুদর্শন—এই চারিটী পর্ব্বতের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সতত সেইসকল স্থানে বাস করে। ঐ যে বীর কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া হাই তুলিতেছে, মৃত্যুকেও যে ভয় করে না, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকের সহায়তা অপেক্ষা করে না, ক্রোধে যাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে এবং যে স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতেছে, ঐ যূথপতির নাম শরভ। রাজন্! এই বীর তেজোবলে সাল্বেয়পর্ব্বতের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে বাস করে।২২-৩৫

যে বিশাল বানর মেঘের ন্যায় আকাশকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, সেই বীরের একচত্বারিংশৎ লক্ষ বিহারনামক বলশালী যূথপতিগণ অনুগামী হইয়াছে। যথায় সমরাভিলাষী বানরসিংহের সুমহৎ শব্দ ভেরী-নিনাদের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, দেবরাজ বাসব যেরূপ অমরগণের মধ্যে সমাসীন থাকেন, সেইরূপ যে বীর বানর বীরগণের মধ্যে আসীন রহিয়াছে, যুদ্ধে নিয়ত

ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্লবঙ্গমাঃ।
ত্বামাহ্বয়তি যুদ্ধায় ক্রোধনো নাম বানরঃ ॥৪৩
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ যথা যূথানি ভাগশঃ।
যস্তু গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ ॥৪৪
অবমত্য সদা সর্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ।
গবয়ো নাম তেজস্বী ত্বাং ক্রোধাদভিবর্ততে ॥৪৫

এনং শতসহস্রাণি সপ্ততিঃ পর্যুপাসতে।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥৪৬
এতে দুষ্প্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠাস্তেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥

দুঃসহ ঐ যূথপতি শ্রেষ্ঠ পর্বত পারিযাত্রনামক উৎকৃষ্ট পর্ব্বতে বাস করে। মহারাজ! পঞ্চাশৎ লক্ষ পরিমিত বানরযূথপতিগণ নিজ নিজ সেনাগণের সহিত এই বীরের অনুগামী হইয়াছে।৩৬-৪০

যে বীর প্লবমান ভীমপরাক্রম বানরগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্রের তীরস্থিত দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ মেঘসদৃশ বিনতনামক দলপতি বিচরণ করত প্রত্যহ উত্তম পর্ণসানদীর জলপান করিয়া থাকে। ষষ্টি লক্ষ পরিমিত বানর এই বীরের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ঐ দেখুন,—ক্রোধননামক যূথপতি আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে। মহারাজ! এই বীরের অধীনে যে সকল বল-বিক্রমশালী দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনেই তাদৃশ বলশালী বানর সৈন্য রহিয়াছে। যাহার শরীরকান্তি গৈরিকবর্ণের ন্যায়, ঐ তেজস্বী গবয়নামক বানর ক্রোধভরে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ঐ গবয়! এরূপ বলদর্পিত যে, অপর কোন বানরকেই বীর বলিয়া গণ্য করে না। ইহার যে সপ্ততি লক্ষ সৈন্য আছে, তাহা দ্বারাই লঙ্কানগরীকে বিধ্বংসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। মহারাজ! এই দুঃসহ বানর-বীরগণকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না; কারণ, ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রবীণ দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে অনেক দলপতি এবং সেই দলপতিগণের প্রত্যেকের অধীনেও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য আছে।৪১-৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[বানরসেনানাং মধ্যে প্রধান-যূথপতীনাং পরিচয়দানম্।]

তাংস্তু তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যূথপান্।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তা যে ন রক্ষন্তি জীবিতম্ ॥১
স্নিগ্ধা যস্য বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ।
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ ॥২
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ।
পৃথিব্যাং চানুকৃষ্যন্তে হরো নামৈষ বানরঃ ॥৩
যং পৃষ্ঠতোঽনুগচ্ছন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বৃক্ষানুদ্যম্য সহসা লঙ্কারোহণতৎপরাঃ ॥৪
যূথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ।
নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি ॥৫
অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
অসংখ্যেয়াননির্দেশ্যান্ পরং পারমিবোদধেঃ ॥৬
পর্বতেষু চ যে কেচিদ্ বিষয়েষু নদীষু চ।
এতে ত্বামভিবর্তন্তে রাজন্নৃক্ষাঃ সুদারুণাঃ ॥৭
এষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
পর্জন্য ইব জীমূতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥৮
ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্মদাং পিবন্।
সর্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ ॥৯
যবীয়ানস্য তু ভ্রাতা পশ্যৈনং পর্বতোপমম্।
ভ্রাত্রা সমানো রূপেণ বিশিষ্টস্তু পরাক্রমে ॥১০
স এষ জাম্ববান্ নাম মহাযূথপযূথপঃ।
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্বমর্ষণঃ ॥১১
এতেন সাহ্যস্তু মহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা।
দৈবাসুরে জাম্ববতা লব্ধাশ্চ বহবো বরাঃ ॥১২

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[বানরসেনাগণের মধ্যে প্রধান যূথপতিগণের পরিচয় দান।]

মহারাজ! আপনি যে সকল বানরগণকে দেখিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাঘবের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন পর্যান্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় দিতেছি,—শ্রবণ করুন। যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলাশ্রিত তাম্র, পীত এবং শুক্লবর্ণ প্রকীর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও অতিদীর্ঘ কেশকলাপ মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালার ন্যায় পৃথিবীকে দীপ্তিমতী করিয়াছে, ঐ বীরের পশ্চাদ্ভাগেই বানররাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর শত সহস্র দলপতিগণ বলসহকারে লঙ্কা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বত, গ্রাম এবং নদীসকলে নীল, মেঘ ও অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, যুদ্ধে সত্যপরাক্রম এবং রেণুসকলের ন্যায় অসংখ্য ও সমুদ্রের পরপারে ন্যায় অনির্দ্দেশ্য যে ভয়াবহ ঋক্ষগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে।১-৭

রাজন্! আকাশ যেরূপ মেঘমালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভীমলোচন ও ভীমবিক্রম যে বীর ঐ বানরদলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, ঐ ধূম্রনামক বানরযূথপতি নর্ম্মদার পশ্চাদ্দেশস্থিত ঋক্ষবান্ নামক উত্তম পর্ব্বতে বাস করে। রূপে ভ্রাতার সমান, বলে তদপেক্ষাও অধিক ধূম্রের কনিষ্ঠভ্রাতা ঐপর্ব্বতপ্রমাণ বীরকে দর্শন করুন। মহারাজ! যাহাকে রণভূমিতে পরাভব করিতে পারা যায় না, সেই শান্তমূর্ত্তি গুরুবশবর্ত্তী এবং যূথপতিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্; ধীমান্ জাম্ববান্ সুর এবং অসুরগণের সমরসময়ে সুররাজ শচীপতির সুমহৎ সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন।৮-১২

আরুহ্য পর্বতাগ্রেভ্যো মহাভ্রবিপুলাঃ শিলাঃ।
মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ ॥১৩
রাক্ষসানাঞ্চ সদৃশাঃ পিশাচানাঞ্চ রোমশাঃ।
এতস্য সৈন্যা বহবো বিচরন্ত্যমিতৌজসঃ ॥১৪
য এনমভিসংরব্ধং প্লবমানমবস্থিতম্।
প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্ব্বে স্থিতা যূথপযূথপম্ ॥১৫
এষ রাজন্ সহস্রাক্ষং পর্য্যুপাস্তে হরীশ্বরঃ।
বলেন বলসংযুক্তো দম্ভো নামৈষ যূথপঃ ॥১৬
যং স্থিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে।
ঊর্দ্ধং তথৈব কায়েন গতঃ প্রাপ্নোতি যোজনম্ ॥১৭
যস্মাত্তু পরমং রূপং চতুষ্পাৎসু ন বিদ্যতে।
শ্রুতঃ সন্নাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ ॥১৮
যেন যুদ্ধং তদা দত্তং রণে শক্রস্য ধীমতা।
পরাজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোঽয়ং যূথপযূথপঃ ॥১৯
যস্য বিক্রমমাণস্য শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
এষ গন্ধর্ব্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা ॥২০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।
যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বুমুপনিষেবতে ॥২১
যো রাজা পর্বতেন্দ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্।
বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতুস্তে রাক্ষসাধিপ ॥২২
তত্রৈষ রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ।
যুদ্ধেষ্বকত্থনো নিত্যং ক্রথনো নাম যূথপঃ ॥২৩
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্ ॥২৪
যো গঙ্গামনুপর্যেতি ত্রাসয়ন্ গজযূথপান্।
হস্তিনাং বানরাণাঞ্চ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥২৫
এষ যূথপতির্নেতা গর্জ্জন্ গিরিগুহাশয়ঃ।
গজান্ রোধয়তে বন্যানারুজংশ্চ মহীরুহান্ ॥২৬
হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু।
উশীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্বতোত্তমম্ ॥২৭
রমতে বানরশ্রেষ্ঠো দিবি শক্র ইব স্বয়ম্।
এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ত্ততে ॥২৮

যাহারা মৃত্যু উপস্থিত হইলেও কম্পিত হয় না, রাক্ষস এবং পিশাচগণের ন্যায় ক্রূরস্বভাব যে বানরগণ সিংহনাদ করত পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করিয়া মহামেঘসদৃশ বিপুল শিলাসকল ক্ষেপণ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, উহারা সকলেই এই অমিততেজস্বী জাম্ববানের সৈন্য।১৩-১৪

যে বানর ক্রীড়া করিবার জন্য কখন উৎপতিত হইতেছে, কখন বা ভূতলে ক্রীড়া করিতেছে এবং বানরগণ সকলেই যাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, ঐ সেনাপরিবৃত বলশালী দলপতি শ্রেষ্ঠের নাম দম্ভ। মহারাজ! এই বানরপুঙ্গব সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর পর্ব্বতোপরি অবস্থানসময়ে একযোজন, গমনকালে পার্শ্ব দ্বারা একযোজন, অগ্রে পদদ্বয় দ্বারা একযোজন ও ঊর্দ্ধে স্বীয় শরীর দ্বারা একযোজন ব্যাপিয়া গমন করে, যে বুদ্ধিমান্ বানর ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাতে জয়লাভ করিয়াছিল এবং চতুষ্পাদগণের মধ্যে যাহার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর রূপ আর নাই, ঐ সেই বিখ্যাত বানরগণের পিতামহ সন্নাদন নামক যূথপতি।১৫-১৯

যে বীর পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামসময়ে দেবতাগণের সাহায্যের নিমিত্ত অগ্নির ঔরসে গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে রণভূমিতে দেবরাজের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সেই ক্রথন নামক দলপতি। হে রাক্ষসনাথ! যেস্থানে রাজা কুবের জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন, বহুকিন্নরসেবিত পর্বতশ্রেষ্ঠগণের যে রাজা, আপনার ভ্রাতা যেস্থানে বিহারজনিত পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন, সেইস্থানে বলবান্ ও শ্রীমান্ এই বানরোত্তম রমণ করিয়া থাকে। মহারাজ যুদ্ধে আত্মশ্লাঘা বিরহিত এবং সহস্রকোটি বানর পরিবৃত এই বীর স্বীয় সেনাগণ দ্বারাই লঙ্কানগরী দলন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।২০-২৪

যে বানর গজরূপী শম্বসাদনের সহিত বানরবর কেশরীর সংগ্রামবিষয়ক হত্যা এবং বানরগণের পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গাসমীপস্থিত গজযূথগণকে ভয় দেখাইয়া

বীর্য্যবিক্রমদৃপ্তানাং নর্দতাং বাহুশালিনাম্
স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৯
স এষ দুর্ধর্ষো রাজন্ প্রমাথী নাম যূথপঃ।
বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি ॥৩০
অনীকমপি সংরব্ধং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
উদ্ধূতমরুণাভাসং পবনেন সমন্ততঃ ॥৩১
বিবর্তমানং বহুশো যত্রৈতদ্বহুলং রজঃ।
এতেঽসিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ ॥৩২
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বৈ সেতুবন্ধনম্।
গোলাঙ্গূলং মহারাজ গবাক্ষং নাম যূথপম্ ॥৩৩
পরিবার্য্যাভিনর্দন্তে লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা।
ভ্রমরাচরিতা যত্র সর্বকালফলদ্রুমাঃ ॥৩৪
যং সূর্য্যস্তুল্যবর্ণাভমনুপর্যেতি পর্ব্বতম্।
যস্য ভাসা সদা ভান্তি তদ্বর্ণা মৃগপক্ষিণঃ ॥৩৫
যস্য প্রস্থং মহাত্মানো ন ত্যজন্তি মহর্ষয়ঃ।
সর্বকামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ ॥৩৬
মধূনি চ মহার্হাণি যস্মিন্ পর্বতসত্তমে
তত্রৈষ রমতে রাজন্ রম্যে কাঞ্চনপর্বতে ॥৩৭
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেসরী নাম যূথপঃ।
ষষ্টিগিরিসহস্রাণি রম্যাঃ কাঞ্চনপর্বতাঃ ॥৩৮
তেষাং মধ্যে গিরিবরস্ত্বমিবানঘ রক্ষসাম্।
তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতাস্তাম্রাস্যা মধুপিঙ্গলাঃ ॥৩৯
নিবসন্ত্যুত্তমগিরৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা নখায়ুধাঃ।
সিংহা ইব চতুর্দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥৪০
সর্বে বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিষোপমাঃ।
সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গূলা মত্তমাতঙ্গসন্নিভাঃ ॥৪১
মহাপর্বতসঙ্কাশা মহাজীমূতনিঃস্বনাঃ।
বৃত্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাভীমগতিস্বনাঃ ॥৪২

থাকে, ঐ সেনাপতিকে দর্শন করুন। মহারাজ! এই যূথপতি গিরিগুহামধ্যে শয়ন করিয়া যে সময়ে গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন গজযূথগণ দূর হইতে ইহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হয় এবং বৃক্ষসকলও ভগ্ন হইয়া যায়। দেবরাজ যেরূপ অমরাবতীতে বাস করেন, তদ্রূপ এই বানরবাহিনীপতি গঙ্গার সমীপবর্ত্তী উশীরবীজ এবং মন্দরনামক উত্তম পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। রাক্ষসেন্দ্র! বলগর্ব্বিত, ঘোররব, বলশালী এবং মহাবাহু সহস্র লক্ষ বানর যাহার অনুগত এবং যেখানে ক্রুদ্ধস্বভাব বেগবান্ বানরসেনা সমুদ্ধত অরুণবর্ণ ধূলিজাল চতুর্দ্দিকে বিকির্ণ হইয়াছে, ঐ সেই শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রমাথীনামক যূথপতি। মহারাজ! ঘোরতর শুক্লমুখ মহাবল শতলক্ষবানর সেতুবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে গবাক্ষ নামক বানরদলপতির চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়াছে, উহারাই লঙ্কাকে দলন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, প্রধান প্রধান বানরদিগের নায়ক কেশরী নামক যূথপতি অবস্থান করিতেছে। রাজন্! যথায় যথাকার সর্ব্বকাল ফলপ্রদ বৃক্ষ সর্ব্বদা ভ্রমরসেবিত সূর্য্য যাহাকে আপনার সমান বর্ণ বোধে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার কান্তি দ্বারা প্রতিভাত হইয়া তত্রত্য মৃগ পক্ষিগণ তাহার সমান বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেখানে বৃক্ষসকল ফল পুষ্পশালী ও ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদ হওয়ায় মহর্ষিগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন এবং যে উত্তম পর্ব্বতে মহামূল্য মধু পাওয়া যায়, এই বীরকেশরী সেই মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে।২৫-৩৮

হে অনঘ! আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের প্রধান, তদ্রূপ ষষ্টি সহস্রসংখ্যক মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরুনামক পর্ব্বত সর্ব্ব প্রধান; সেই সাবর্ণিমেরুপর্ব্বতে তাম্রমুখ, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত, নখায়ুধ, সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দন্ত, ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ এবং রমণীয় লাঙ্গুলবিশিষ্ট, মত্ত মাতঙ্গ ও মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিশালকায় এবং মহামেঘের ন্যায় ঘোর গর্জ্জনকারী পিঙ্গলবর্ণ সুগোল নেত্র-

মর্দয়ন্তীব তে সর্বে তস্থুর্লঙ্কাং সমীক্ষ্য তে।
এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্ ॥৪৩
জয়ার্থী নিত্যমাদিত্যমুপতিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ ॥৪৪
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।
বিক্রান্তো বলবান্ শূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ॥৪৫
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং দয়াং ন কুরুতে হরিঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ ॥৪৬
একৈকমেব যোধানাং কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
তথান্যে বানরশ্রেষ্ঠা বিন্ধ্যপর্বতবাসিনঃ ॥
ন শক্যন্তে বহুত্বাৎ তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ ॥৪৭
সর্বে মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ
সর্বে মহাশৈলনিকাশকায়াঃ।
সর্বে সমর্থাঃ পৃথিবীং ক্ষণেন
কর্তুং প্রবিধ্বস্তবিকীর্ণশৈলাম্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

বিশিষ্ট, মহাভীমগতি ও ভীমবর যে বানরগণ বাস করে, দেখুন, উহারাই যেন লঙ্কাকে দলিত করিবে বলিয়া আসিয়াছে। রাজন্! যে জয়ার্থী হইয়া সর্বদা আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকে, এই বানরগণের অধিপতি, ঐ সেই শতবলীনামক বীর্য্যবান্ বানর উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজ! এই বীর শতবলী এরূপ বিক্রান্ত, বলবান্ ও পৌরুষশালী যে, স্বীয় সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।৩৯-৪৫

গজ, গবাক্ষ, গবয়, ও নল প্রভৃতি বানরগণ সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করত দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রামের হিতসাধন বাসনায় সমাগত হইয়াছে। রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বলপ্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত যে বানরশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। মহারাজ! এই বীরগণের সকলেরই দেহ মহাশৈল-সদৃশ, সকলেই মহা প্রভাবসম্পন্ন ও সকলেই শিলাবর্ষণ দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে।৪৩-৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবমন্ত্রিণাং, মৈন্দ-দ্বিবিদয়োঃ, হনূমতঃ, বিভীষণস্য, শ্রীরামস্য, লক্ষ্মণস্য, সুগ্রীবস্য চ পরিচয়ং বিজ্ঞাপ্য শুকেন বানরসৈন্যানাং সংখ্যায়া নিরূপণম্ ।]

সারণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ।
বলমাদিশ্য তৎ সর্বং শুকো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥১
স্থিতান্ পশ্যসি যানেতান্মত্তানিব মহাদ্বিপান্ ।
ন্যগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব ॥২
এতে দুষ্প্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ ।
দৈত্য-দানবসঙ্কাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ ॥৩
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ ।
তথা শঙ্কুসহস্রাণি তথা বৃন্দশতানি চ ॥৪
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিষ্কিন্ধানিলয়াঃ সদা ।
হরয়ো দেবগন্ধর্বৈরুৎপন্নাঃ কামরূপিণঃ ॥৫
যৌ যৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ সমানৌ দেবরূপিণৌ ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাভ্যাং নাস্তি সমো যুধি ॥৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা অমৃতপ্রাশিনাবুভৌ ।
আশংসেতে যথা লঙ্কামেতৌ মর্দিতুমোজসা ॥ ৭

যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্ ।
যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ ॥৮

এষোঽভিগন্তা লঙ্কায়াং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো ।
এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগমৎ ॥৯

জেষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রো বাতাত্মজ ইতি শ্রুতঃ ।
হনুমানিতি বিখ্যাতো লঙ্ঘিতো যেন সাগরঃ ॥১০

কামরূপো হরিশ্রেষ্ঠো বলরূপসমন্বিতঃ ।
অনিবার্যগতিশ্চৈব যথা সততগঃ প্রভুঃ ॥১১

অষ্টাবিংশ সর্গ

[সুগ্রীবমন্ত্রিগণ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান্, বিভীষণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া শুক কর্তৃক বানরসৈন্যগণের সংখ্যা নিরূপণ ।]

সারণ এইরূপে রামের বল নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শুক রাক্ষসাধিপ রাবণকে বলিল,—মহারাজ ! হিমালয়সম্ভূত শালবৃক্ষের ন্যায় গঙ্গাতীরজাত বটবৃক্ষের ন্যায় এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিশালকায় ঐ যে কামরূপী বলবান্ বীরগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই রণভূমিতে দেব-দানবের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তৎকালে কেহই উহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উৎপন্ন সহস্রশঙ্কু শতবৃন্দ একবিংশত্যধিক সহস্রকোটিসংখ্যক ঐ কামরূপী কিষ্কিন্ধাবাসী বানরগণ সকলেই সুগ্রীবের সচিব ।১-৫

দেবরূপী ও সমানরূপী ঐ যে দুই বীরকে দেখিতেছেন, রণভূমিতে ঐ মৈন্দ ও দ্বিবিধের ন্যায় কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না ; মহারাজ ! যাহারা ব্রহ্মার নিকট অনুমতি লাভ করিয়া অমৃত পান করিয়াছিল, ঐ সেই বীরদ্বয় নিজশক্তিতে লঙ্কাকে দলিত করিবার বাসনা করিতেছে। মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে বানরকে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাজন্! যে সমুদ্রলঙ্ঘন করত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বৈদেহীর এবং আপনারও অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং আপনি যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, কেশরীর জ্যেষ্ঠপুত্র পবননন্দন সেই বিখ্যাত হনুমান্ আবার আগমন করিয়াছে। যেরূপ বায়ুর গতি রোধ হয় না, তদ্রূপ কেহই ঐ সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, কামরূপী, রূপবান্, বলশালী ও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের গতিরোধ করিতে পারে না ।৬-১১

তৃতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৭১]

[অষ্টম সংখ্যা—শল্যোদনী যাত্রা (নবশস্য যাত্রা)

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই মাঘ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭/৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা বালঃ কিল বুভুক্ষিতঃ।
ত্রিযোজনসহস্রন্তু অধ্বানমবতীর্য্য হি ॥১২
আদিত্যমাহরিষ্যামি ন মে ক্ষুৎ প্রতিযাস্যতি।
ইতি নিশ্চত্য মনসা পুপ্লুবে বলদর্পিতঃ ॥১৩
অনাধৃষ্যতমং দেবমপি দেবর্ষি-রাক্ষসৈঃ।
অনাসাদ্যৈব পতিতো ভাস্করোদয়নে গিরৌ ॥১৪
পতিতস্য কপেরস্য হনুরেকা শিলাতলে।
কিঞ্চিদ্ভিন্না দৃঢ়হনুর্হনূমানেষ তেন বৈ ॥১৫
সত্যমাগমযোগেন মমৈষ বিদিতো হরিঃ।
নাস্য শক্যং বলং রূপং প্রভাবো বানুভাষিতুম্ ॥১৬
এষ আশংসতে লঙ্কামেকো মথিতুমোজসা।
যেন জাজ্বল্যতেঽসৌ বৈ ধূমকেতুস্তবাদ্য বৈ ॥
লঙ্কায়াং নিহিতশ্চাপি কথং বিস্মরসে কপিম্ ॥১৭
যশ্চৈষোঽনন্তরঃ শূরঃ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ।
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো লোকে বিশ্রুতপৌরুষঃ ॥১৮
যস্মিন্ন চলতে ধর্ম্মো যো ধর্ম্মং নাতিবর্ত্ততে।
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ ॥১৯
যো ভিন্দ্যাদ্ গগনং বাণৈর্মেদিনীং বাপি দারয়েৎ।
যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ ॥২০
যস্য ভার্য্যা জনস্থানাৎ সীতা চাপি হৃতা ত্বয়া।
স এষঃ রামস্ত্বাং রাজন্ যোদ্ধুং সমভিবর্ত্ততে ॥২১
যশ্চৈব দক্ষিণে পার্শ্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভঃ।
বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ॥২২
এষো হি লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
নয়ে যুদ্ধে চ কুশলঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥২৩
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তশ্চ জয়ী বলী।
রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ ॥২৪
নহ্যেষ রাঘবস্যার্থে জীবিতং পরিরক্ষতি।
এষৈবাশংসতে যুদ্ধে নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্ ॥২৫
যস্তু সব্যমসৌ পক্ষং রামস্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
রক্ষোগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥২৬
শ্রীমতা রাজরাজেন লঙ্কায়ামভিষেচিতঃ।
ত্বামসৌ প্রতিসংরব্ধো যুদ্ধায়ৈষোঽভিবর্ত্ততে ॥২৭
যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং মধ্যে গিরিমিবাচলম্।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রাণাং ভর্ত্তারমমিতৌজসম্ ॥২৮

বাল্যকালে একদিবস এই বীর বুভুক্ষিত অবস্থায় সূর্য্যদেবকে উদিত হইতে দেখিয়া 'আমি সূর্য্যকে ভক্ষণ করিব নতুবা আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না' মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করত ত্রিসহস্রযোজন পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উঠিয়াছিল; পরন্তু দেব, ঋষি ও রাক্ষসগণের অধর্ষণীয় সেই আদিত্যদেবকে না পাইয়া উদয়াচলে পতিত হইল।১২-১৪

মহারাজ! পূর্ব্বে এই বীরের হনু অতিশয় দৃঢ় ছিল, কিন্তু শিলাতলে পতিত হইবামাত্রই ইহার একটী হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হওয়ায় এই বীর সেই হইতে হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আমি বিশ্বসনীয় ব্যক্তির নিকট হইতে ইহার বৃত্তান্ত জানিয়াছি। এই বীরের বল, রূপ এবং প্রভাব বর্ণন করা সকলেরই সাধ্যাতীত; অধিক কি, হনুমান্ একাকীই স্বীয় তেজোবলে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছে। রাজন্! পূর্ব্বে যে বীর আপনার প্রতাপ-জ্বলিত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে লঙ্কামধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াছিল, আপনি কি অদ্য হনুমান্‌কে বিস্মৃত হইতেছেন? ১৫-১৭

হনুমানের সমীপে যে শ্যামবর্ণ কমললোচন বীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই সেই ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথী এবং লোকে উহার (অসামান্য) পুরুষাকার বিখ্যাত। মহারাজ! ধর্ম্ম যাঁহাতে অটলভাবে অবস্থিত, যিনি কখনই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন না, যিনি বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, যে বীর ব্রহ্মঅস্ত্র ও নিখিল বেদ অবগত হইয়াছেন, যিনি বাণ দ্বারা মেদিনীকে বিদারণ এবং আকাশকেও ভেদ করিতে পারেন, যাঁহার পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায় ও ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এবং জনস্থান হইতে আপনি যাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, উনি সেই রাম। আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।১৮-২১

রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে ঐ যে বীরকে দেখিতেছেন,

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা বলেনাভিজনেন চ।
যঃ কপীনতিবভ্রাজ হিমবানিব পর্বতঃ ॥২৯
কিষ্কিন্ধ্যাং যঃ সমধ্যাস্তে দুর্গাং সগহনদ্রুমাম্।
দুর্গাং পর্বতদুর্গম্যাং প্রধানৈঃ সহ যূথপৈঃ ॥৩০
যস্যৈষা কাঞ্চনী মালা শোভতে শতপুষ্করা।
কান্তা দেব-মনুষ্যাণাং যস্যাং লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥৩১
এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ ॥৩২
শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহুর্মনীষিণঃ।
শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে ॥৩৩
শতং শঙ্কুসহস্রাণাং মহাশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
মহাশঙ্কুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে ॥৩৪
শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দমিতি স্মৃতম্।
মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদ্মমিহোচ্যতে ॥৩৫
শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতি স্মৃতম্।
মহাপদ্মসহস্রাণাং শতং খর্বমিহোচ্যতে ॥৩৬
শতং খর্বসহস্রাণাং মহাখর্বমিতি স্মৃতম্।
মহাখর্বসহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীয়তে।
শতং সমুদ্রসাহস্রমোঘ ইত্যভিধীয়তে ॥৩৭
শতমোঘসহস্রাণাং মহৌঘা ইতি বিশ্রুতঃ।
এবং কোটিসহস্রেণ শঙ্কূনাঞ্চ শতেন চ।
মহাশঙ্কুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ ॥৩৮
মহাবৃন্দসহস্রেণ তথা পদ্মশতেন চ।
মহাপদ্মসহস্রেণ তথা খর্বশতেন চ ॥৩৯
সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌঘেন তথৈব চ।
এষ কোটিমহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন চ ॥৪০
বিভীষণেন বীরেণ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।

যাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত, চক্ষু লোহিতবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল; কেশকলাপ সুনীল ও আকুঞ্চিত, উনিই সেই লক্ষ্মণ। উনি নীতিবিশারদ, যুদ্ধকুশল, শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, ক্রোধশালী, দুর্জ্জয়, জয়শীল, বিক্রান্ত ও বলদর্পিত; এমন কি রামের দক্ষিণবাহু এবং বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। ঐ বীর লক্ষ্মণ রাঘবের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। মহারাজ! এই বীর একাকীই সকল রাক্ষস বধ করিবেন বলিতেছিলেন। রাক্ষস-চতুষ্টয় পরিবেষ্টিত হইয়া যে বীর রামের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, উনিই রাজা বিভীষণ। রাজন্! বিভীষণ রাজরাজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধকামনায় ক্রোধভরে অবস্থান করিতেছেন।২২-২৭

শাখামৃগ(বানর)গণের অধিপতি ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল যাঁহাকে মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, হিমালয় যেমন পর্ব্বতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ঐ বীর তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল এবং কৌলীন্য দ্বারা সকল বানরকেই অতিক্রম করিয়াছেন। রাজন্! যে বীরপ্রধান দলপতিগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যানগরে পর্ব্বত-দুর্গম, দ্রুমসমাকুল ও অন্যের দুর্গম গুহামধ্যে অবস্থান করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের বাঞ্ছনীয় অতি সুন্দর শতপদ্মনির্ম্মিত কাঞ্চনীমালা যাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে, ঐ সেই বীর সুগ্রীব। রামসাহায্যে বালীকে নিহত করিয়া ঐ মাল্য, তারা এবং অক্ষয় কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।২৮-৩২

মহারাজ! মনীষিগণ বলিয়াছেন,—এক শত শতসহস্রে এককোটি, এইরূপ শতসহস্র কোটিতে শঙ্কু, শতসহস্র শঙ্কুতে মহাশঙ্কু, একশত মহাশঙ্কুসহস্রে এক বৃন্দ, শত সহস্র বৃন্দে মহাবৃন্দ, শত মহাবৃন্দ-সহস্রে পদ্ম, শত গুণিত সহস্রপদ্মে মহাপদ্ম, শত সহস্র মহাপদ্মে খর্ব্ব, শতসহস্র খর্ব্বে মহাখর্ব্ব, শতসহস্র মহাখর্ব্বে সমুদ্র এবং শত-গুণিত সহস্র সমুদ্রে এক মহৌঘ হইয়া থাকে। মহারাজ! মিত্র মহাবল-পরিবৃত মহাবল-পরাক্রম বানরেন্দ্র সুগ্রীব বীরবর বিভীষণ এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধকরিবার বাসনায় শতাধিক কোটি

সুগ্রীবো বানরেন্দ্রস্ত্বাং যুদ্ধার্থমনুবর্ত্ততে ॥
মহাবলবৃতো নিত্যং মহাবলপরাক্রমঃ ॥৪১

ইমাং মহারাজ সমীক্ষ্য বাহিনী-
মুপস্থিতাং প্রজ্বলিতগ্রহোপমাম্ ।

ততঃ প্রযত্নঃ পরমো বিধীয়তাং
যথা জয়ঃ স্যান্ন পরৈঃ পরাভবঃ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

মহৌঘ, শতাধিক কোটি সমুদ্র, শত খর্ব্ব, শত মহাখর্ব্ব, সহস্র মহাপদ্ম, শতপদ্ম, সহস্র মহাবৃন্দ, শত বৃন্দ, সহস্র মহাশঙ্কু, শত শঙ্কু এবং লক্ষ কোটি বানর-সৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ! প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় উপস্থিত এই বানর-সৈন্য দর্শন করিলেন, এক্ষণে যাহাতে শত্রুহস্তে পরাভূত না হইয়া বিজয়ী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করুন।৩৩-৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন শুক-সারণা অভিভর্ৎস্য রাজসভাতস্তয়োর্বহিষ্করণম্, শ্রীরামকৃপয়া রাবণপ্রেরিত-গুপ্তচরাণাং বানরেভ্যো মুক্তিলাভঃ, লঙ্কায়ামাগমনঞ্চ।]

শুকেন তু সমাদিষ্টান্ দৃষ্ট্বা স হরিযূথপান্ ।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীর্য্যং ভুজং রামস্য দক্ষিণম্ ॥১
সমীপস্থঞ্চ রামস্য ভ্রাতরঞ্চ বিভীষণম্ ।
সর্ববানররাজঞ্চ সুগ্রীবং ভীমবিক্রমম্ ॥২
অঙ্গদং চাপি বলিনং বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্ ।
হনুমন্তঞ্চ বিক্রান্তং জাম্ববন্তঞ্চ দুর্জয়ম্ ॥৩
সুষেণং কুমুদং নীলং নলঞ্চ প্লবগর্ষভম্ ।
গজং গবাক্ষং শরভং মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং তথা ॥৪
কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ ।
ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুক-সারণৌ ॥৫
অধোমুখৌ তৌ প্রণতাবব্রবীচ্ছুক-সারণৌ ।
রোষগদ্গদয়া বাচা সংরব্ধং পরুষং তথা ॥৬
ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ ।
বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ ॥৭
রিপূণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ত্তাম্ ।
উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্তুমপ্রস্তবে স্তবম্ ॥৮

ঊনত্রিংশ সর্গ

[রাবণ কর্ত্তৃক শুক-সারণকে ভর্ৎসনাপূর্বক রাজসভা হইতে তাহাদের বহিষ্করণ, শ্রীরামের কৃপায় রাবণ-প্রেরিত গুপ্তচরগণের বানরদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এবং লঙ্কায় আগমন।]

রাবণ শুক কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বানরযূথপতিগণ, রামের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ মহাবীর্য লক্ষ্মণ, রামের নিকটস্থ ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরগণের অধিপতি ভীমবিক্রম সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালির নন্দন বলশালী অঙ্গদ, বিক্রান্ত হনুমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, কপিবর নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল এবং পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুই বীর শুক ও সারণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।১-৫

ভর্ৎসিত শুক এবং সারণ প্রণত ও অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাবণ রোষগদগদস্বরে ক্রোধপূর্ণ এই কর্কশ বাক্যসকল বলিতে লাগিল,—যিনি ইচ্ছা করিলে নিগ্রহ অনুগ্রহ দুইই করিতে পারেন, সেই রাজার সম্মুখে তাঁহার অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী সচিবগণের কখনই উচিত নহে। তোমরা উভয়ে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও

আচার্য্যা গুরবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্য্যুপাসিতাঃ।
সারং যদ্ রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে ॥৯
গৃহীতো বা ন বিজ্ঞাতো ভারোঽজ্ঞানস্য বাহ্যতে।
ঈদৃশৈঃ সচিবৈর্যুক্তো মূর্খৈর্দিষ্ট্যা ধরাম্যহম্ ॥১০
কিং নু মৃত্যোর্ভয়ং নাস্তি মাং বক্তুং পরুষং বচঃ।
যস্য মে শাসতো জিহ্বা প্রযচ্ছতি শুভাশুভম্ ॥১১
অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
রাজদণ্ডপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ ॥১২
হন্যামহং ত্বিমৌ পাপৌ শত্রুপক্ষপ্রশংসিনৌ।
যদি পূর্বোপকারৈর্মে ক্রোধো ন মৃদুতাং ব্রজেৎ ॥১৩
অপধ্বংসত নশ্যধ্বং সন্নিকর্ষাদিতো মম।
নহি বাং হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্ ॥
হতাবেব কৃতঘ্নৌ দ্বৌ ময়ি স্নেহপরাঙ্মুখৌ ॥১৪
এবমুক্তৌ তু সব্রীড়ৌ তৌ দৃষ্ট্বা শুক-সারণৌ।
রাবণং জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্যাভিনিঃসৃতৌ ॥১৫

অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ সমীপস্থং মহোদরম্।
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং চারানিতি নিশাচরঃ ॥
মহোদরস্তথোক্তস্তু শীঘ্রমাজ্ঞাপয়চ্চরান্ ॥১৬
ততশ্চারাঃ সন্ত্বরিতাঃ প্রাপ্তাঃ পার্থিবশাসনাৎ।
উপস্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বর্ধয়িত্বা জয়াশিষঃ ॥১৭
তানব্রবীত্ততো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চারান্ প্রত্যায়িকান্ শূরান্ ধীরান্ বিগতসাধ্বসান্ ॥১৮
ইতো গচ্ছত রামস্য ব্যবসায়ং পরীক্ষিতুম্।
মন্ত্রেষ্বভ্যন্তরা যেঽস্য প্রীত্যা তেন সমাগতাঃ ॥১৯
কথং স্বপিতি জাগর্তি কিমদ্য চ করিষ্যতি।
বিজ্ঞায় নিপুণং সর্বমাগন্তব্যমশেষতঃ ॥২০
চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।
যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে ॥২১
চারাস্তু তে তথেত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টা রাক্ষসেশ্বরম্।
শার্দূলমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥২২

যুদ্ধার্থ সমাগত প্রতিকূল শত্রুগণের বলোৎকর্ষ বর্ণন করিলে ইহা কি রাক্ষসরাজের মন্ত্রীর যোগ্যকার্য্য হইয়াছে? আচার্য্য, গুরু এবং বৃদ্ধগণকে বৃথা উপাসনা করিয়াছিলে; কারণ, রাজধর্ম্মের সারস্বরূপ যে অনুজীবিধর্ম্ম, তাহা গ্রহণ কর নাই। অথবা গৃহীত হইয়াও সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় কেবল এই অজ্ঞানের ভার বহন করিতেছ। আমি এতাদৃশ মূর্খ সচিব লইয়া অদৃষ্ট বলেই রাজ্য রক্ষা করিতেছি।৬-১০

তোমাদের শুভ অশুভ আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তী, ইহা জানিয়াও আমার নিকট এতাদৃশ পরুষবাক্য বলিতে তোমাদের কি মৃত্যুর ভয়ও হইল না? বনমধ্যে বৃক্ষসকল অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডাধিকারী অপরাধিগণ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হইত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই শত্রুপক্ষ-স্তাবক এই দুই পাপাত্মাকে বিনাশ করিতাম। তোমরা যেরূপ কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহবিহীন, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের বধ করা উচিত; কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার-সকল স্মরণ করিয়া বধ করিলাম না। তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, আর সভামধ্যে প্রবেশ করিও না। রাবণের বাক্য শুনিয়া শুক ও সারণ জয়শব্দ দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করত লজ্জিতভাবে উভয়েই সভা হইতে নির্গত হইল।১১-১৫

অনন্তর নিশাচর দশগ্রীব সমীপস্থ মহোদরকে আদেশ করিল,—চারগণকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহোদর চারগণকে সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। তদনন্তর চারগণ রাজাদেশে সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া জয়সূচক আশীর্ব্বাদ দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ ধীর, নির্ভীক, শূর ও বিশ্বাসী সেই চারগণকে বলিল—তোমরা রাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাহার কার্য্য করিবার জন্য আগত মন্ত্রিবর্গের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র এস্থান হইতে গমন কর। তাহারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং

ততস্তস্য মহাত্মানং চারা রাক্ষসসত্তমম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং জগ্মুর্যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥২৩
তে সুবেলস্য শৈলস্য সমীপে রাম-লক্ষ্মণৌ ।
প্রচ্ছন্না দদৃশুর্গত্বা সসুগ্রীব-বিভীষণৌ ॥২৪
প্রেক্ষমাণাশ্চমূং তাঞ্চ বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ।
তে তু ধর্মাত্মনা দৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাঃ ॥২৫
বিভীষণেন তত্রস্থা নিগৃহীতা যদৃচ্ছয়া ।
শার্দূলো গ্রাহিতস্ত্বেকঃ পাপোঽয়মিতি রাক্ষসঃ ॥২৬
মোচিতঃ সোঽপি রামেণ বধ্যমানঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।
আনৃশংস্যেন রামেণ মোচিতা রাক্ষসাঃ পরে ॥২৭
বানরৈরর্দিতাস্তে তু বিক্রান্তৈর্লঘুবিক্রমৈঃ ।
পুনর্লঙ্কামনুপ্রাপ্তা শ্বসন্তো নষ্টচেতসঃ ॥২৮
ততো দশগ্রীবমুপস্থিতাস্তে
চারা বহির্নিত্যচরা নিশাচরাঃ ।
গিরেঃ সুবেলস্য সমীপবাসিনং
ন্যবেদয়ন্ রামবলং মহাবলাঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অন্যই বা কি করিবে ? তোমরা কৌশলে নিঃশেষরূপে এই সমস্ত জানিয়া আসিবে ; কারণ, বিচক্ষণ মহীপতিগণ চার দ্বারা শত্রুগণের অবস্থা জানিতে পারিলে রণভূমিতে স্বল্পায়াসেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন ।১৬-২১

চারগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শার্দ্দূলকে অগ্রবর্ত্তী করত হৃষ্টচিত্তে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে প্রদক্ষিণ করিল ।২২

তদনন্তর মহাকায় রাবণকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিল ।২৩

চারগণ সুবেলশৈলসমীপে গমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে দর্শন করিল এবং সেই বানরসৈন্য দর্শন করিয়া ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল । পরন্তু রাক্ষসেন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইয়া বানরগণ দ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত করিল এবং পাপাশয় বলিয়া কেবল প্রধান চর শার্দ্দূলকেই বন্ধন করাইল ; কিন্তু দয়ালু রাম বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত তাহাকে অন্যান্য রাক্ষসগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন ।২৪-২৭

এইরূপে সেই চর রাক্ষসগণ প্রবল পরাক্রান্ত বানরগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া (এবং রামচন্দ্র কর্তৃক মুক্তিলাভ করিয়া) দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত হতচেতনের ন্যায় পুনর্ব্বার লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল ।২৮

অনন্তর মহাবল নিত্য বহিশ্চর সেই নিশাচর চরগণ দশগ্রীবসমীপে উপস্থিত হইয়া সুবেলশৈলের নিকটবর্ত্তী রাম-বলের কথা নিবেদন করিল ।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাবণসমীপে গুপ্তচরাণাং শার্দূলস্য চ বানরসেনাসামাচারকথনম্, মুখ্যবীরাণাং পরিচয়দানঞ্চ ।]

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কাধিপতয়ে চরাঃ ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্ ॥১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্ ।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিচ্ছার্দূলং বাক্যমব্রবীৎ ॥২
অযথাবচ্চ তে বর্ণো দীনশ্চাসি নিশাচরঃ ।
নাসি কচ্চিদমিত্রাণাং ক্রুদ্ধানাং বশমাগতঃ ॥৩
ইতি তেনানুশিষ্টস্তু বাচং মন্দমুদীরয়ন্ ।
তদা রাক্ষসশার্দূলং শার্দূলো ভয়বিহ্বলঃ ॥৪
ন তে চারয়িতুং শক্যা রাজন্ বানরপুঙ্গবাঃ ।
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ রাঘবেণ চ রক্ষিতাঃ ॥৫
নাপি সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন লভ্যতে ।
সর্বতো রক্ষ্যতে পন্থা বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥৬
প্রবিষ্টমাত্রে জ্ঞাতোঽহং বলে তস্মিন্ বিচারিতে ।
বলাদ্ গৃহীতো রক্ষোভির্বহুধাস্মি বিচারিতঃ ॥৭
জানুভির্মুষ্টিভির্দন্তৈস্তলৈশ্চাভিহতো ভৃশম্ ।
পরিণীতোঽস্মি হরিভির্বলমধ্যে অমর্ষণৈঃ ॥৮
পরিণীয় চ সর্বত্র নীতোঽহং রামসংসদি ।
রুধিরস্রাবিদীনাঙ্গো বিহ্বলশ্চলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯
হরিভির্বধ্যমানশ্চ যাচমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
রাঘবেণ পরিত্রাতো মা মেতি চ যদৃচ্ছয়া ॥১০
এষ শৈলশিলাভিস্তু পূরয়িত্বা মহার্ণবম্ ।
দ্বারমাশ্রিত্য লঙ্কায়া রামস্তিষ্ঠতি সায়ুধঃ ॥১১
গরুড়ব্যূহমাস্থায় সর্বতো হরিভির্বৃতঃ ।
মাং বিসৃজ্য মহাতেজা লঙ্কামেবানিবর্ততে ॥১২

ত্রিংশ সর্গ

[রাবণের নিকট গুপ্তচরগণ ও শার্দূলের বানরসেনা-সমাচার কথন এবং মুখ্যবীরগণের পরিচয় দান ।]

অনন্তর সেই চরগণ 'রামচন্দ্র সুবেলশৈলে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার সৈন্যসকল অধর্ষণীয়'—এই কথা রাবণের কাছে নিবেদন করিলে রাবণ মহাবল রাম লঙ্কা-মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শার্দ্দূলকে বলিল,—ওহে নিশাচর! তোমাকে বিবর্ণ এবং দীনভাবাপন্ন বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি? ক্রুদ্ধ শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলে কি? রাবণ এইরূপ ভয়বিহ্বল শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস শার্দ্দূল রাবণকে মন্দ মন্দ বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল,—মহারাজ! রাঘব-পালিত সেই বিক্রান্ত বলবান্ বানর-পুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা চারগণের দুঃসাধ্য।১-৫

রাজন্! পর্ব্বতসদৃশ বানরগণ চতুর্দ্দিকের পথসকল এরূপে রক্ষা করিতেছে যে, সেই বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা দূরে থাকুক, তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতে পারিলাম না।৬

সৈন্য পর্য্যবেক্ষণকালে আমরা প্রবেশ করিবামাত্রই বিভীষণসহচর রাক্ষসগণ আমাকে জানিতে পারিয়া বানরগণ দ্বারা বন্ধন এবং বিবিধ গতিতে বলমধ্যে পরিভ্রমণ করাইল। তদনন্তর বানরগণ ক্রোধভরে জানু, মুষ্টি, দন্ত ও তল দ্বারা প্রহার করত ঘোষণাসহকারে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে রামসন্নিধানে উপস্থিত করিল। মহারাজ! তৎকালে আমি বানরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অবশ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা বাহির হইতেছিল, সুতরাং দীনভাবে

পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং বাপি প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্ ॥১৩
মনসা তৎ তদা প্রেক্ষ্য তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ।
শার্দুলং সুমহদ্বাক্যমথোবাচ স রাবণঃ ॥১৪
যদি মাং প্রতিযুধ্যন্তে দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি ॥১৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণঃ পুনরব্রবীৎ।
চরিতা ভবতা সেনা কেঽত্র শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥১৬
কিম্প্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য বানরা যে দুরাসদাঃ।
কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তত্ত্বমাখ্যাহি সুব্রত ॥১৭
তথাত্র প্রতিপৎস্যামি জ্ঞাত্বা তেষাং বলাবলম্।
অবশ্যং খলু সঙ্খ্যানং কর্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা ॥১৮
অথৈবমুক্তঃ শার্দুলো রাবণেনোত্তমশ্চরঃ।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং রাবণসন্নিধৌ ॥১৯

করজোড়ে রাঘব-সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ 'না না, প্রহার করিও না' এই বলিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন।৭-১০

রাজন্! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র শিলা এবং পর্ব্বতখণ্ড-সকল দ্বারা মহাসাগরকে পরিপূরিত করত সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছিলেন; সম্প্রতি আমাকে বিসর্জ্জন করত বানরগণে পরিবৃত হইয়া 'গরুড়' ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! বোধ হয়—তিনি শীঘ্রই পুরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অতএব আপনি সত্বরই সীতা প্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধ দান, এই উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করুন। অনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ সেই সকল বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই বাক্য বলিল,—হে সুব্রত! যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোকই আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না। মহাতেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে সৌম্য! তুমি ত সেই বানরবলের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছ, সম্প্রতি

অথর্ক্ষরজসঃ পুত্রো যুধি রাজন্ সুদুর্জয়ঃ।
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ ॥২০
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽন্যো গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ।
কদনং যস্য পুত্রেণ কৃতমেকেন রক্ষসাম্ ॥২১
সুষেণশ্চাত্র ধর্মাত্মা পুত্রো ধর্মস্য বীর্য্যবান্।
সৌম্যঃ সৌম্যাত্মজশ্চাত্র রাজন্ দধিমুখঃ কপিঃ ॥২২
সুমুখো দুর্মুখশ্চাত্র বেগদর্শী চ বানরঃ।
মৃত্যুর্বানররূপেণ নূনং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥২৩
পুত্রো হুতবহস্যাত্র নীলঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্।
অনিলস্য তু পুত্রোঽত্র হনূমানিতি বিশ্রুতঃ ॥২৪
নপ্তা শক্রস্য দুর্ধর্ষো বলবানঙ্গদো যুবা।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ বলিনাবশ্বিসম্ভবৌ ॥২৫
পুত্রা বৈবস্বতস্যাথ পঞ্চ কালান্তকোপমাঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ ॥২৬

সেই দুরাসদ বানরগণ কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, তাহাদের শরীরকান্তিই বা কিরূপ এবং কাহারাই বা বীর বলিয়া বিখ্যাত? তুমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট যথার্থভাবে বর্ণনা কর; তাহা হইলে আমি তাহাদের বলাবল জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতিবিধান করিব; কারণ, বিজিগীষু নৃপতির অগ্রে শত্রুর সৈন্যসংখ্যা করা ও তাহাদের বলাবল জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।১১-১৮

চরপ্রবর শার্দ্দূল এইরূপে অভিহিত হইয়া রাবণের কাছে উত্তম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—মহারাজ! সেই বলমধ্যে ঋক্ষরজার (ক্ষেত্রসম্ভূত) পুত্র বানরবর সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন। গদ্গদের পুত্র লোকবিখ্যাত জাম্ববান্ এবং সেই গদ্গদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজপুত্র ধূম্র এবং দেবরাজের গুরু বৃহস্পতির পুত্র কেশরীও সেখানে অবস্থান করিতেছে, যাহার পুত্র হনুমান একাকীই রাক্ষসগণের সাতিশয় দুরবস্থা করিয়াছিল।১৯-২১

রাজন! সেই বানরগণের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র এবং সৌম্যমূর্ত্তি কপিবর দধিমুখ চন্দ্রের সন্তান। সেখানে সুমুখ, দুর্মুখ এবং বেগদর্শী নামক যে

দশ বানরকোট্যশ্চ শূরাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রীমতাং দেবপুত্রাণাং শেষং নাখ্যাতুমুৎসহে ॥২৭
পুত্রো দশরথস্যৈষ সিংহসংহননো যুবা।
দূষণো নিহতো যেন খরশ্চ ত্রিশিরাস্তথা ॥২৮
নাস্তি রামস্য সদৃশো বিক্রমে ভুবি কশ্চন।
বিরাধো নিহতো যেন কবন্ধশ্চান্তকোপমঃ ॥২৯
বক্তুং ন শক্তো রামস্য গুণান্ কশ্চিন্নরঃ ক্ষিতৌ।
জনস্থানগতা যেন তাবন্তো রাক্ষসা হতাঃ ॥৩০
লক্ষ্মণশ্চাত্র ধর্মাত্মা মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ।
যস্য বাণপথং প্রাপ্য ন জীবেদপি বাসবঃ ॥৩১
শ্বেতো জ্যোতির্মুখশ্চাত্র ভাস্করস্যাত্মসম্ভবৌ।
বরুণস্যাথ পুত্রোঽথ হেমকূটঃ প্লবঙ্গমঃ ॥৩২
বিশ্বকর্মসুতো বীরো নলঃ প্লবগসত্তমঃ।
বিক্রান্তো বেগবানত্র বসুপুত্রঃ স দুর্ধরঃ ॥৩৩
রাক্ষসানাং বরিষ্ঠশ্চ তব ভ্রাতা বিভীষণঃ।
প্রতিগৃহ্য পুরীং লঙ্কাং রাঘবস্য হিতে রতঃ ॥৩৪
ইতি সর্বং সমাখ্যাতং তথা বৈ বানরং বলম্।
সুবেলেঽধিষ্ঠিতং শৈলে শেষকার্যে ভবান্ গতিঃ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তিনটি বানর আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, যেন বিধাতা সাক্ষাৎ মৃত্যুকেই বানররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি-তনয় নীল স্বয়ং সেনাপতি হইয়াছেন। বায়ুপুত্র বিখ্যাত হনুমান্‌ও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। দেবরাজের নপ্তা বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ যুবা অঙ্গদ; অশ্বিতনয় বলশালী মৈন্দ ও দ্বিবিধ এবং বৈবস্বতের (যমের) কালান্তক যমসদৃশ পঞ্চ পুত্র—গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, এই বীরগণ সকলেই সেখানে অবস্থান করিতেছেন। দেবনন্দন অপর যে দশকোটি শূর শ্রীমান্ বানরগণ যুদ্ধকামনায় লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারি না।২২-২৭

মহারাজ! যিনি জনস্থানবাসী সকল রাক্ষসকেই বিনাশ করিয়াছেন, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, বিরাধ ও অন্তক-সদৃশ কবন্ধক যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে এবং রণভূমিতে কেহই যাঁহার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না, পৃথিবীতে কোন মানুষই সেই সিংহবিক্রম যুবা রামের গুণবর্ণন করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! যাঁহার বাণপথে পতিত হইলে দেবরাজও জীবনরক্ষা করিতে পারেন না, সেই গজরাজ-সদৃশ ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণও সেখানে রহিয়াছেন। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক ভাস্কর-পুত্রদ্বয়, বরুণপুত্র হেমকূট, বিশ্বকর্ম্মনন্দন কপিপ্রবর নল এবং বেগবান্ বসুপুত্র দুর্দ্ধর্ষও সেখানে রহিয়াছে। রামচন্দ্রের নিকট লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার হিতসাধন বাসনায় আপনার ভ্রাতা রাক্ষস-শার্দ্দূল বিভীষণও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! সুবেলশৈলে অধিষ্ঠিত বানরবলের বিষয় আপনার কাছে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন*।২৮-৩৫

* এই সর্গে বানরগণের জন্মবৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহা আদিকাণ্ডে ১৭ সর্গে বর্ণিত বৃত্তান্তের বিরুদ্ধ। সেখানে বরুণের পুত্র সুষেণ এবং কুবেরের পুত্র গন্ধমাদন—ইহা বলা হইয়াছে; পরন্তু এই সর্গে ধর্ম্মের পুত্র সুষেণ এবং শরভ ও গন্ধমাদন বৈবস্বত যমের পুত্র বলা হইল। ইহার সমাধান এই যে, আদিকাণ্ডে বর্ণিত সুষেণাদি হইতে এই সর্গে বর্ণিত সুষেণাদি পৃথক্ বানর।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য মায়ারচিতং মস্তকং দর্শয়িত্বা সীতাং মোহয়িতুং রাবণস্য প্রচেষ্টা ।]

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কায়াং নৃপতেশ্চরাঃ ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্ ॥১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্ ।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিৎ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥২
মন্ত্রিণঃ শীঘ্রমায়ান্তু সর্বে বৈ সুসমাহিতাঃ ।
অয়ং নো-মন্ত্রকালো হি সম্প্রাপ্ত ইতি রাক্ষসাঃ ॥৩
তস্য তচ্ছাসনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽভ্যাগমন্ দ্রুতম্ ।
ততঃ স মন্ত্রয়ামাস রাক্ষসৈঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪
মন্ত্রয়িত্বা তু দুর্ধর্ষঃ ক্ষমং যৎ তদনন্তরম্ ।
বিসর্জয়িত্বা সচিবান্ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্ ॥৫
ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাবলম্ ।
মায়াবিনং মহামায়ং প্রাবিশদ্ যত্র মৈথিলী ॥৬
বিদ্যুজ্জিহ্বঞ্চ মায়াজ্ঞমব্রবীদ্ রাক্ষসাধিপঃ ।
মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম্ ॥৭
শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর ।
মাং ত্বং সমুপতিষ্ঠস্ব মহচ্চ সশরং ধনুঃ ॥৮
এবমুক্তস্তথেত্যাহ বিদ্যুজ্জিহ্বো নিশাচরঃ ।
দর্শয়ামাস তাং মায়াং সুপ্রযুক্তাং স রাবণে ॥৯
তস্য তুষ্টোঽভবদ্ রাজা প্রদদৌ চ বিভূষণম্ ।
অশোকবনিকায়াঞ্চ সীতাদর্শনলালসঃ ॥১০
নৈঋর্তানামধিপতিঃ সংবিবেশ মহাবলঃ ।
ততো দীনামদৈন্যার্হাং দদর্শ ধনদানুজঃ ॥১১
অধোমুখীং শোকপরামুপবিষ্টাং মহীতলে ।
ভর্তারং সমনুধ্যান্তীমশোকবনিকাং গতাম্ ॥১২

একত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের মায়ারচিত মস্তক দেখাইয়া সীতাকে মোহিত করিবার জন্য রাবণের প্রচেষ্টা ।]

তারপর রাক্ষসপতির নিকট চারগণ লঙ্কামধ্যে সুবেলপর্ব্বতে অধিষ্ঠিত এবং অক্ষোভ্যবল শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় এইরূপে নিবেদন করিল ।১

রাবণ চারগণের নিকট হইতে মহাবল রামকে উপস্থিত জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল এবং মন্ত্রিগণকে বলিল,—ওহে মন্ত্রী রাক্ষসগণ! সম্প্রতি আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা শীঘ্র শান্তভাবে সভামধ্যে আগমন কর। রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ সত্বর সভামধ্যে উপস্থিত হইলে, দুর্ধর্ষ রাবণ সেই রাক্ষসসচিবগণের সহিত অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং মন্ত্রণাকার্য্য শেষ হইলে সচিবগণকে বিদায় দিয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিল ।২-৫

তারপর রাক্ষসনাথ রাবণ মায়াবী, মায়া-বিশারদ ও মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্বনামক রাক্ষসকে লইয়া যেখানে মৈথিলী আছেন, সেইস্থানে প্রবেশ করত মায়াবিদ্ বিদ্যুজ্জিহ্বকে বলিল,—হে নিশাচর! আমরা উভয়ে মায়াবলে জনকাত্মজাকে মোহিত করিব, অতএব তুমি রাঘবের মায়া-বিরচিত মস্তক এবং একটি ধনু ও বাণ লইয়া সীতাসন্নিধানে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রাবণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব 'তাহাই হউক' এই বলিয়া স্বীকার করত রাবণকে সুপ্রযুক্ত সেই মায়া দেখাইল। রাক্ষসপতি মহাবলশালী রাবণ তাহার সেই মায়াকার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিভূষণাদি পারিতোষিক দিয়া সীতাদর্শন বাসনায় অশোক-বন মধ্যে প্রবেশ করিল ।৬-১০

কুবেরানুজ রাক্ষসরাজ রাবণ অশোকবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে শোককর্ষিতা, ভর্তৃধ্যানপরায়ণা, ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা এবং অদীনার্হা হইয়াও দীনার ন্যায় অধোমুখে ভূতলে উপবিষ্টা জনকনন্দিনীকে দেখিতে

উপাস্যমানাং ঘোরাভী রাক্ষসীভিরদূরতঃ।
উপসৃত্য ততঃ সীতাং প্রহর্ষং নাম কীর্ত্তয়ন্ ॥১৩

ইদঞ্চ বচনং ধৃষ্টমুবাচ জনকাত্মজাম্।
সান্ত্ব্যমানা ময়া ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে ॥১৪

খরহন্তা স তে ভর্ত্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ।
ছিন্নং তে সর্ব্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া ॥১৫

ব্যসনেনাত্মনঃ সীতে মম ভার্য্যা ভবিষ্যসি।
বিসৃজৈতাং মতিং মূঢ়ে কিং মৃতেন করিষ্যসি ॥১৬

ভবস্ব ভদ্রে ভার্য্যাণাং সর্ব্বাসামীশ্বরী মম।
অল্পপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি ॥
শৃণু ভর্ত্তৃবধং সীতে ঘোরং বৃত্রবধং যথা ॥১৭

সমায়াতঃ সমুদ্রান্তং হন্তুং মাং কিল রাঘবঃ।
বানরেন্দ্রপ্রণীতেন বলেন মহতা বৃতঃ ॥১৮
সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য পীড্য তীরমথোত্তরম্।
বলেন মহতা রামো ব্রজত্যস্তং দিবাকরে ॥১৯

অথাধ্বনি পরিশ্রান্তমর্দ্ধরাত্রে স্থিতং বলম্।
সুখসুপ্তং সমাসাদ্য চরিতং প্রথমং চরৈঃ ॥২০
তৎপ্রহস্তপ্রণীতেন বলেন মহতা মম।
বলমস্য হতং রাত্রৌ যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥২১
পট্টিশান্ পরিঘাংশ্চক্রানৃষ্টীন্ দণ্ডান্ মহাযুধান্।
বাণজালানি শূলানি ভাস্বরান্ কূটমুদ্গরান্ ॥২২
যষ্টীশ্চ তোমারান্ প্রাসাংশ্চক্রাণি মুসলানি চ।
উদ্যম্যোদ্যম্য রক্ষোভির্ব্বানরেষু নিপাতিতাঃ ॥২৩
অথ সুপ্তস্য রামস্য প্রহস্তেন প্রমাথিনা।
অসক্তং কৃতহস্তেন শিরশ্ছিন্নং মহাসিনা ॥২৪
বিভীষণঃ সমুৎপত্য নিগৃহীতো যদৃচ্ছয়া।
দিশঃ প্রব্রাজিতঃ সৈন্যৈর্লক্ষ্মণঃ প্লবগৈঃ সহ ॥২৫
সুগ্রীবো গ্রীবয়া সীতে ভগ্নয়া প্লবগাধিপঃ।
নিরস্তহনুকঃ সীতে হনুমান্ রাক্ষসৈর্হতঃ ॥২৬
জাম্ববানথ জানুভ্যামুৎপতন্ নিহতো যুধি।
পট্টিশৈর্ব্বহুভিশ্ছিন্নো নিকৃত্তঃ পাদপো যথা ॥২৭

পাইল। অনন্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হর্ষসহকারে আপনার নাম কীর্ত্তন করত মৈথিলীকে এই সপ্রগল্ভ বাক্য বলিল,—হে ভদ্রে! আমি বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য বলিলেও তুমি যাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে, তোমার সেই খরঘাতী ভর্ত্তা রাঘব সমরে নিহত হইয়াছে; সুতরাং সম্প্রতি তোমার মূল ছিন্ন ও দর্প চূর্ণ হইল।১১-১৫

মূঢ়ে সীতে! এখন সেই মৃত পতিকে লইয়া আর কি করিবে? অতএব এই উপস্থিত বিপৎকালে দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও। হে অল্পপুণ্যে, পণ্ডিতমানিনি, মূঢ়ে, জানকি! তুমি এতদিন যে রামের আশায় দিন কাটাইতেছিলে, তোমার সে আশা ত শেষ হইল, অতএব হে ভদ্রে! সম্প্রতি আমার ভার্য্যাগণের মধ্যে প্রধানা হইয়া কাল যাপন কর। হে সীতে! নিদারুণ বৃত্রাসুরবধের ন্যায় তোমার সেই ভর্ত্তৃ বধ শ্রবণ কর;—রাঘব আমাকে বধ করিবার জন্য বানরেন্দ্র সুগ্রীব কর্ত্তৃক আনীত সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রপারে আগমন করত সন্ধ্যাকালে সেনাগণকে সমুদ্রের উত্তরতীরে সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং সেখানে অবস্থান করিতেছিল। পরন্তু বানরসৈন্যগণ পথশ্রান্তিবশতঃ নিতান্ত কাতর হইয়া সুখে নিদ্রিত হইলে আমার চরগণ প্রথমে তাহাদের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসে।১৬-২০

তারপর প্রহস্ত আমার সুমহৎসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিল, সেই স্থানে যাইয়া রাত্রিমধ্যেই বানরগণকে আক্রমণ করিল এবং রাক্ষসগণ পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ডনামক মহাস্ত্র, বাণ, সুশাণিত শূল, কূট, মুদ্গর, যষ্টি, তোমর পাশ ও মুষলসকল উদ্যত করিয়া বানরগণের উপর নিক্ষেপ করত সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছে। সেইসময় রামও সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া শত্রু-বিদলনকারী প্রহস্ত ক্ষিপ্রহস্ততাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সুমহৎ

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তৌ বানরবরর্ষভৌ।
নিঃশ্বসন্তৌ রুদন্তৌ চ রুধিরেণ পরিপ্লুতৌ ॥২৮
অসিনা ব্যায়তৌ ছিন্নৌ মধ্যে হরিনিষূদনৌ।
অনুশ্বসিতি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা ॥২৯
নারাচৈর্বহুভিশ্ছিন্নঃ শেতে দর্য্যাং দরীমুখঃ।
কুমুদস্তু মহাতেজা নিষ্কূজন্ সায়কৈর্হতঃ ॥৩০
অঙ্গদো বহুভিশ্ছিন্নঃ শরৈরাসাদ্য রাক্ষসৈঃ।
পরিতো রুধিরোদ্গারী ক্ষিতৌ নিপতিতোঽঙ্গদঃ ॥৩১
হরয়ো মথিতা নাগৈ রথজালৈস্তথাপরে।
শয়ানা মৃদিতাস্তত্র বায়ুবেগৈরিবাম্বুদাঃ ॥৩২
প্রসৃতাশ্চ পরে ত্রস্তা হন্যমানা জঘন্যতঃ।
অনুদ্রুতাস্তু রক্ষোভিঃ সিংহৈরিব মহাদ্বিপাঃ ॥৩৩
সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ গগনমাশ্রিতাঃ।
ঋক্ষা বৃক্ষানুপারূঢ়া বানরীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ ॥৩৪
সাগরস্য চ তীরেষু শৈলেষু চ বনেষু চ।
পিঙ্গলাস্তে বিরূপাক্ষৈ রাক্ষসৈর্বহবো হতাঃ ॥৩৫
এবং তব হতো ভর্ত্তা সসৈন্যো মম সেনয়া।
ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদং চাস্যাহৃতং শিরঃ ॥৩৬
ততঃ পরমদুর্দ্ধর্ষো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতায়ামুপশৃণ্বত্যাং রাক্ষসীমিদমব্রবীৎ ॥৩৭
রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং বিদ্যুজ্জিহ্বং সমানয়।
যেন তদ্রাঘবশিরঃ সংগ্রামাৎ স্বয়মাহৃতম্ ॥৩৮
বিদ্যুজ্জিহ্বস্তদা গৃহ্য শিরস্তৎসশরাসনম্।
প্রণামং শিরসা কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥৩৯

অসির দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ যথেচ্ছাভাবে পলায়ন করিতেছিল; কিন্তু অন্য বানরসৈন্যগণের সহিত ধৃত হইয়াছে।২১-২৫

হে সীতে! বানররাজ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব হইয়া শয়ান রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হনুমান্‌কে হনুহীন করিয়া বধ করিয়াছে।২৬

জাম্ববান্ ভয়ে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্যক পট্টিশের দ্বারা তাহার জানুদ্বয়ে আঘাত করায় সে নিহত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইয়াছে।২৭

বিশালকায় অরিনিসূদন কপিবর মৈন্দ ও দ্বিবিদ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অসি দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া পতিত হইয়াছে। দেখিলাম—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তের ধারায় আপ্লুত এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। পনসবানর মধ্যস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় পনসের (কাঁঠালের) ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া অন্তিম শ্বাসগ্রহণ করিতেছে। দরীমুখনামক বানর বহুসংখ্যক নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া দরীমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মহাতেজস্বী কুমুদ আহত হইয়া নিঃশব্দেই পতিত হইয়াছে।২৮-৩০

অঙ্গদধারী অঙ্গদ রাক্ষসগণ নিক্ষিপ্ত বহুশরে ছিন্ন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা বাহির হইতেছে। বানরগণ বায়ুবেগ-সঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় হস্তী ও রথসকলের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া ইতস্তত শয়ান রহিয়াছে।৩১-৩২

সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মহামাতঙ্গগণ যেরূপ ইতস্তত পলায়ন করে, তদ্রূপ বানরগণ রাক্ষস সকলের দ্বারা সন্তাড়িত ও পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ বানরদের সহিত মিলিত হইয়া লুক্কায়িত ভাবে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহ বা সাগরে পতিত হইয়াছে এবং কেহ বা আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে সাগরতীর শৈল এবং বন মধ্যে বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক পিঙ্গলাক্ষ বানর বিনষ্ট হইয়াছে।৩৩-৩৫

(জানকি!) এইরূপে আমার সেনাগণ কর্ত্তৃক তোমার ভর্ত্তা সসৈন্যে নিহত হইয়াছে, তোমার বিশ্বাসোৎ-পাদনার্থ তাহার রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিয়াছি। অনন্তর অতি দুর্জ্জয় রাক্ষসনাথ রাবণ সীতাকে ইহা শুনাইয়া সমীপবর্ত্তিনী এক রাক্ষসীকে বলিল,—যে রণভূমি হইতে স্বয়ং রামের ছিন্ন মস্তক আনিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র আনয়ন

তমব্রবীৎ ততো রাজা রাবণো রাক্ষসং স্থিতম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাজিহ্বং সমীপপরিবর্তিনম্ ॥৪০
অগ্রতঃ কুরু সীতায়াঃ শীঘ্রং দাশরথেঃ শিরঃ।
অবস্থাং পশ্চিমাং ভর্তুঃ কৃপণা সাধু পশ্যতু ॥৪১

এবমুক্তস্তু তদ্ রক্ষঃ শিরস্তৎ প্রিয়দর্শনম্।
উপনিক্ষিপ্য সীতায়াঃ ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥৪২

রাবণশ্চাপি চিক্ষেপ ভাস্বরং কার্মুকং মহৎ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্ ॥৪৩

ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্।
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্ ॥৪৪
স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরো
ধনুশ্চ ভূমৌ বিনিকীর্য্যমাণঃ।
বিদেহরাজস্য সুতাং যশস্বিনীং
ততোঽব্রবীৎ তাং ভব মে বশানুগা ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

কর। তারপর বিদ্যুজ্জিহ্ব রাঘবের মস্তক ও সশর শরাসন (ধনু) গ্রহণ করত সত্বর রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।৩৬-৩৯

তারপর রাবণ মহাজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিল—দাশরথির ছিন্নমস্তক শীঘ্র সীতার সম্মুখে রাখ; এই কৃপণা সীতা স্বীয় ভর্ত্তার অন্তিমদশা দর্শন করুক।৪০-৪১

রাবণ এইকথা বলিলে রাক্ষস বিদ্যুৎজ্জিহ্ব সেই প্রিয়দর্শন মস্তক সীতার সম্মুখে স্থাপন করত শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল।৪২

অনন্তর রাবণ বলিল,—"সীতে! দেখ, এই সেই রাঘবের ত্রিলোকবিখ্যাত উজ্জ্বল সুমহৎ ধনু। প্রহস্ত নিশাকালে তোমার সেই রামকে নিহত করিয়া এই সুবৃহৎ সজ্যা ধনু আনয়ন করিয়াছে।৪৩-৪৪

অনন্তর রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্ব কর্ত্তৃক আনীত সেই মস্তক ও ধনু যশস্বিনী জনকনন্দিনীর সম্মুখে রাখিয়া সীতাকে বলিল,—যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।৪৫

মহর্ষি বাল্মীকপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[সরমায়াঃ সীতায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, রাবণস্য মায়োদ্‌ঘাটনম্, শ্রীরামাগমনরূপপ্রিয়সন্দেশ-শ্রাবণম্, শ্রীরামস্য বিজয়বিষয়ে সীতায়া বিশ্বাসোৎপাদনঞ্চ।]

সা সীতা তচ্ছিরো দৃষ্ট্বা তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্।
সুগ্রীবপ্রতিসংসর্গমাখ্যাতঞ্চ হনূমতা ॥১
নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্তুস্তৎসদৃশং সুখম্।
কেশান্ কেশান্তদেশঞ্চ তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্ ॥২
এতৈঃ সর্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় সুদুঃখিতা।
বিজগর্হেঽত্র কৈকেয়ীং ক্রোশন্তী কুররী যথা ॥৩
সকামা ভব কৈকেয়ি হতোঽয়ং কুলনন্দনঃ।
কুলমুৎসাদিতুং সর্বং ত্বয়া কলহশীলয়া ॥৪
আর্য্যেণ কিং নু কৈকেয্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্।
যন্ময়া চীরবসনং দত্ত্বা প্রব্রাজিতো বনম্ ॥৫
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী বেপমানা তপস্বিনী।
জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা ॥৬
সা মুহূর্তাৎ সমাশ্বস্য পরিলভ্যাথ চেতনাম্।
তচ্ছিরঃ সমুপাস্থায় বিললাপায়তেক্ষণা ॥৭
হা হতাস্মি মহাবাহো বীরব্রতমনুব্রত।
ইমাং তে পশ্চিমাবস্থাং গতাস্মি বিধবা কৃতা ॥৮
প্রথমং মরণং নার্য্যা ভর্তুর্বৈগুণ্যমুচ্যতে।
সুবৃত্তঃ সাধুবৃত্তায়াঃ সংবৃত্তস্ত্বং মমাগ্রতঃ ॥৯
মহদ্দুঃখং প্রপন্নায়া মগ্নায়াঃ শোকসাগরে।
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপি ত্বং বিনিপাতিতঃ ॥১০
সা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যা ত্বয়া পুত্রেণ রাঘব।
বৎসেনেব যথা ধেনুর্বিবৎসা বৎসলা কৃতা ॥১১
উদ্দিষ্টং দীর্ঘমায়ুস্তে দৈবজ্ঞৈরপি রাঘব।
অনৃতং বচনং তেষামল্পায়ুরসি রাঘব ॥১২

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[সীতাকে সরমার সান্ত্বনাদান, রাবণের মায়া উদ্‌ঘাটন, শ্রীরামের আগমনরূপ প্রিয় সংবাদ কর্ণগোচরীকরণ এবং শ্রীরামের বিজয়বিষয়ে সীতার বিশ্বাস উৎপাদন।]

সীতা সেই উত্তম ধনু ও ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া এবং হনুমান্ যাহাদিগকে সুগ্রীবের সচিব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাদের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া চীৎকার-কারিণী কুররীর ন্যায় বহুক্ষণ রোদন করিলেন। তদনন্তর নয়ন, মুখবর্ণ, কেশ ললাট, সেই মঙ্গলজনক চূড়ামণি এবং অন্য বহুবিধ চিহ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে ভর্ত্তৃমুখের কোন বৈলক্ষণ্যই (পার্থক্য) দেখিতে পাইলেন না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া বলিলেন—কৈকেয়ি! এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তুমি রঘুকুলনন্দন রামকে নিহত করিলে এবং সুমহৎ রঘুকুলও উৎসন্ন করিলে! হায়! আর্য্যপুত্র তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তুমি চীরবসন পরাইয়া আমার সহিত তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে।১-৫

এই কথা বলিয়াই দীনভাবাপন্ন বালিকা বিদেহ-নন্দিনীর দেহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর আয়ত-লোচনা সীতা মুহূর্ত্তকালের পর আশ্বস্ত হইয়া চৈতন্যলাভ করিলেন এবং সেই ছিন্ন মস্তক নিকটে রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা মহাবাহো! আমি জীবিতা থাকিয়াও বিনষ্টা হইলাম, তুমি বীরবরের ন্যায় পিতৃসত্য প্রতিপালন করিলে; কিন্তু আমি বিধবা হইয়া তোমার এই শেষ দশা দেখিলাম। হা নাথ! প্রথমে স্বামীর মরণ স্ত্রীর পাপেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমি ত কোন পাপ করি নাই, তবে কেন তুমি সাধুর ন্যায় অগ্রে গতাসু (ত্যক্তপ্রাণ) হইলে। হায়! আমি সুমহৎ দুঃখে পড়িয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হওয়ায় তুমি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াই নিহত হইলে।৬-১০

অথবা নশ্যতি প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতস্তব।
পচত্যেনং তথা কালো ভূতানাং প্রভবো হ্যয়ম্ ॥১৩
অদৃষ্টং মৃত্যুমাপন্নঃ কস্মাৎ ত্বং নয়শাস্ত্রবিৎ।
ব্যসনানামুপায়জ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বর্জনে ॥১৪
তথা ত্বং সম্পরিষ্বজ্য রৌদ্রয়াতিনৃশংসয়া।
কালরাত্র্যা মমাচ্ছিদ্য হৃতঃ কমললোচন ॥১৫
ইহ শেষে মহাবাহো মাং বিহায় তপস্বিনীম্।
প্রিয়ামিব যথা নারীং পৃথিবীং পুরুষর্ষভ ॥১৬
অর্চিতং সততং যত্নাদ্ গন্ধমাল্যৈর্ময়া তব।
ইদং তে মৎপ্রিয়ং বীর ধনুঃ কাঞ্চনভূষিতম্ ॥১৭
পিত্রা দশরথেন ত্বং শ্বশুরেণ মমানঘ।
সর্বৈশ্চ পিতৃভিঃ সার্ধং নূনং স্বর্গে সমাগতঃ ॥১৮
দিবি নক্ষত্রভূতশ্চ মহৎকর্মকৃতং তথা।
পুণ্যং রাজর্ষিবংশং ত্বমাত্মনঃ সমুপেক্ষসে ॥১৯

কিং মাং ন প্রেক্ষসে রাজন্ কিং বা ন প্রতিভাষসে।
বালাং বালেন সম্প্রাপ্তাং ভার্য্যাং মাং সহচারিণীম্ ॥২০
সংশ্রুতং গৃহ্নতা পাণিং চরিষ্যামীতি যৎ ত্বয়া।
স্মর তন্মাম কাকুৎস্থ নয় মামপি দুঃখিতাম্ ॥২১
কস্মান্মামপহায় ত্বং গতো গতিমতাং বর।
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং ত্যক্ত্বা মামপি দুঃখিতাম্ ॥২২
কল্যাণৈ রুচিরং গাত্রং পরিষ্বক্তং ময়ৈব তু।
ক্রব্যাদৈস্তচ্ছরীরং তে নূনং বিপরিকৃষ্যতে ॥২৩
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ।
অগ্নিহোত্রেণ সংস্কারং কেন ত্বং ন তু লপ্স্যসে ॥২৪
প্রব্রজ্যামুপপন্নানাং ত্রয়াণামেকমাগতম্।
পরিপ্রেক্ষ্যতি কৌসল্যা লক্ষ্মণং শোকলালসা ॥২৫
স তস্যাঃ পরিপৃচ্ছন্ত্যা বধং মিত্রবলস্য তে।
তব চাখ্যাস্যতে নূনং নিশায়াং রাক্ষসৈর্বধম্ ॥২৬

হা নাথ! আমার সেই শ্বশ্রূ বৎসলা কৌশল্যা বৎসলা ধেনুর ন্যায় কি কারণে ভবাদৃশ পুত্রহারা হইলেন? রাঘব! বশিষ্ঠাদি দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অল্পায়ুর ন্যায় গতাসু হওয়ায় তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইল। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়াও যে বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ সুপ্তাবস্থায় শত্রুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছ, বোধ হয় তাহা কালকর্ত্তৃকই হইয়াছে; কারণ, কালই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। হা নীতিশাস্ত্রবিশারদ! তুমি আসন্ন বিপদসকলের উপায়জ্ঞ ও তাহার প্রতীকার-সমর্থ হইয়াও কি কারণে অজ্ঞাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে? হা কমললোচন! হায়, আমিই অতিনৃশংস ভীষণ কালরাত্রির স্বরূপ হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করত অভিভূত করিয়া হরণ করিলাম।১১-১৫

হা মহাবাহো পুরুষপ্রবর! এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করত প্রিয়তমা রমণীজ্ঞানে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়াছ? আমি নিয়ত গন্ধমাল্যাদির দ্বারা যাহার অর্চ্চনা করিতাম এবং যাহা আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, তোমার এই সেই কাঞ্চনভূষিত ধনুর এ কি অবস্থা হইয়াছে! হা অনঘ! তুমি নিশ্চয়ই অমরধামে আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর দশরথ এবং অপর পিতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছ। যিনি অন্তরীক্ষে নক্ষত্ররূপে* অবস্থান করিতেছেন, সেই রাজর্ষি ত্রিশঙ্কুর পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি পিতৃবাক্য-পালনরূপ সুমহৎ কার্য্য করিলে। কিন্তু এইরূপ পুণ্যলাভ করিয়া যে এতাদৃশ মহর্ষিবংশে উপেক্ষা প্রদর্শন করত সুরধামে গমন করিলে—ইহা নিতান্ত অনুচিত হইল। হা রাজন্! তুমি বাল্যকালেই যে বালিকাকে সহচরী ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, অধুনা কি জন্য তাহার কথায় প্রত্যুত্তরদান অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছ না? ১৬-২০

কাকুৎস্থ! তুমি পাণিগ্রহণকালে 'তোমার সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করিব' এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এখন তাহা স্মরণ কর এবং দুঃখিতা আমাকেও তোমার অনুগামিনী কর। গতিমদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! তুমি কি জন্য আমাকে দুঃখভাগিনী করিয়া

* ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু আকাশে নক্ষত্র হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন, সেইজন্য কবিত্রিশ্রায়ে সমস্ত কুলকে নক্ষত্রকুল বলিয়া দেখান হইয়াছে।

সা ত্বাং সুপ্তং হতং জ্ঞাত্বা মাঞ্চ রক্ষোগৃহং গতাম্।
হৃদয়েনাবদীর্ণেন ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥২৭
মম হেতোরনার্য্যায়া অনঘঃ পার্থিবাত্মজঃ।
রামঃ সাগরমুত্তীর্য্য বীর্য্যবান্ গোষ্পদে হতঃ ॥২৮
অহং দাশরথেনোঢ়া মোহাৎ স্বকুলপাংসনী।
আর্য্যপুত্রস্য রামস্য ভার্য্যা মৃত্যুরজায়ত ॥২৯
নূনমন্যাং ময়া জাতিং বারিতং দানমুত্তমম্।
যাহমদ্যৈব শোচামি ভার্য্যা সর্বাতিথেরিহ ॥৩০
সাধু ঘাতয় মাং ক্ষিপ্রং রামস্যোপরি রাবণ।
সমানয় পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥৩১
শিরসা মে শিরশ্চাস্য কায়ং কায়েন যোজয়।
রাবণানুগমিষ্যামি গতিং ভর্তুর্মহাত্মনঃ ॥৩২

ইতীব দুঃখসন্তপ্তা বিললাপায়তেক্ষণা।
ভর্তুঃ শিরো ধনুশ্চৈব দদর্শ জনকাত্মজা ॥৩৩
এবং লালপ্যমানায়াং সীতায়াং তত্র রাক্ষসঃ।
অভিচক্রাম ভর্তারমনীকস্থঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৪
বিজয়স্বার্য্যপুত্রেতি সোঽভিবাদ্য প্রসাদ্য চ।
ন্যবেদয়দনুপ্রাপ্তং প্রহস্তং বাহিনীপতিম্ ॥৩৫
অমাত্যৈঃ সহিতঃ সর্বৈঃ প্রহস্তস্ত্বামুপস্থিতঃ।
তেন দর্শনকামেন অহং প্রস্থাপিতঃ প্রভো ॥৩৬
নূনমস্তি মহারাজ রাজভাবাৎ ক্ষমান্বিত।
কিঞ্চিদাত্যয়িকং কার্য্যং তেষাং ত্বং দর্শনং কুরু ॥৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা দশগ্রীবো রাক্ষসপ্রতিবেদিতম্।
অশোকবনিকাং ত্যক্ত্বা মন্ত্রিণাং দর্শনং যযৌ ॥৩৮

ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকবাসী হইলে? ২১-২২

হায়! তোমার যে মঙ্গলময় মনোহর গাত্র কেবল আমিই আলিঙ্গন করিতাম, সেই দেহ এইবার রাক্ষসগণকর্তৃক ইতস্তত আকর্ষিত হইবে।২৩

তুমি ভূরিদক্ষিণা দিয়া যে অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞ করিতে এখন কি কারণে আর সে অগ্নিহোত্র সংস্কৃত হইতেছে না? ২৪

হায়! আমরা তিনজনে বনবাসে আগমন করিয়াছিলাম; কিন্তু কৌশল্যা একমাত্র লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্না হইবেন।২৫

অতঃপর লক্ষ্মণকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই বানরবলের বধ এবং তুমিও যে রাত্রিকালে রাক্ষসগণকর্তৃক নিহত হইয়াছ, তাহাও বলিবে।২৬

রাঘব! তৎকালে তোমাকে সুপ্তাবস্থায় নিহত এবং আমাকে রাক্ষসগণের গৃহগতা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কি শতধা বিদীর্ণ হইবে না? এই অনার্য্যার নিমিত্তই নিষ্পাপ নৃপনন্দন রাম সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন।২৭-২৮

হায়! আর্য্যপুত্র রাম অজ্ঞানবশতঃই এই কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কারণ, সেই ভার্য্যাই তাঁহার মৃত্যুর নিমিত্ত হইল।২৯

হা আর্য্য! আমি পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কাহারও উত্তম দানকার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম, এই জন্যই নিখিল অতিথিবৎসল তোমার ভার্য্যা হইয়াও আমি আজ এইরূপ বিপন্ন হইয়া শোক করিতেছি।৩০

রাবণ! তুমি শীঘ্রই আমাকে বধ করিয়া রামের উপর স্থাপন কর; তুমি এই পতিপত্নী সংযোজনরূপ পুণ্য কার্য্যটি সম্পন্ন কর।৩১

দশানন! তুমি রাঘবের দেহে আমার দেহ ও তাঁহার মস্তকে আমার মস্তক সংযোজিত কর, তাহা হইলেই মহাত্মা ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া গতিলাভ করিব।৩২

আয়তলোচনা জনকনন্দিনী সীতা ভর্ত্তার ছিন্নমস্তক ও সেই সুমহৎ কার্ম্মুক (ধনু) দর্শন করত নিতান্ত দুঃখসন্তপ্তা হইয়া এইপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; এই সময় প্রহস্ত প্রেরিত একজন দ্বাররক্ষক রাক্ষস রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক "মহারাজ বিজয়ী হউন" এইরূপ বিজয়বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করত করজোড়ে নিবেদন করিল।৩৩-৩৫

স তু সর্বং সমর্থ্যৈব মন্ত্রিভিঃ কৃত্যমাত্মনঃ।
সভাং প্রবিশ্য বিদধে বিদিত্বা রামবিক্রমম্ ॥৩৯
অন্তর্ধানন্তু তচ্ছীর্ষং তচ্চ কার্ম্মুকমুত্তমম্।
জগাম রাবণস্যৈব নির্যাণসমনন্তরম্ ॥৪০
রাক্ষসেন্দ্রস্তু তৈঃ সার্ধং মন্ত্রিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
সমর্থয়ামাস তদা রামকার্য্যবিনিশ্চয়ম্ ॥৪১
অবিদূরস্থিতান্ সর্বান্ বলাধ্যক্ষান্ হিতৈষিণঃ।
অব্রবীৎ কালসদৃশং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৪২
শীঘ্রং ভেরীনিনাদেন স্ফুটং কোণাহতেন মে।
সমানয়ধ্বং সৈন্যানি বক্তব্যঞ্চ ন কারণম্ ॥৪৩
ততস্তথেতি প্রতিগৃহ্য তদ্বচ-
স্তদৈব দূতাঃ সহসা মহদ্বলম্।
সমানয়ংশ্চৈব সমাগতঞ্চ
ন্যবেদয়ন্ ভর্তরি যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণি ॥৪৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

প্রভো! সেনাপতি প্রহস্ত সচিবগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ক্ষমাশীল মহারাজ! মনে হয় নিশ্চয়ই কোন অত্যাবশ্যক রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, সে জন্যই তাঁহারা এই অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন।৩৬-৩৭

দশানন রাক্ষসকথিত এই বাক্য শুনিয়া অশোকবন পরিত্যাগ করত সত্বর মন্ত্রিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিল। সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রমুখাৎ রামের পরাক্রম জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। এদিকে রাবণের বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মায়ামুণ্ড ও সেই উত্তম মায়াকার্ম্মুক অদৃশ্য হইয়া যাইল।৩৮-৪০

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামের সহিত কি করা উচিত তাহা স্থির করিল। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কালসদৃশ রাক্ষসনাথ রাবণ সমীপস্থ হিতৈষী সৈন্যাধ্যক্ষগণকে বলিল,—তোমরা কোণা(বাদ্যদণ্ডবিশেষ)বাদিত ভেরীধ্বনি দ্বারা সেনাগণকে শীঘ্র আমার এইস্থানে আনয়ন কর, কিন্তু কাহাকেও আহ্বানের কারণ বলিব না।৪১-৪৩

তদনন্তর যুদ্ধাভিলাষী দূতগণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাক্ষসরাজের বাক্য স্বীকার পূর্বক সেই সুমহৎ সৈন্যকে সেখানে উপস্থিত করত প্রভুসন্নিধানে তাহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়ৈ সরমায়াঃ সান্ত্বনাদানম্, রাবণকৃতমায়াকথনম্, শ্রীরামস্যাগমনরূপপ্রিয়সমাচারজ্ঞাপনম্, তস্য বিজয়বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপনঞ্চ।]

সীতাং তু মোহিতাং দৃষ্ট্বা সরমা নাম রাক্ষসী।
আসসাদাথ বৈদেহীং প্রিয়াং প্রণয়িনী সখীম্ ॥১
মোহিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা সরমা মৃদুভাষিণী ॥২
সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।
রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢ়ব্রতা ॥৩
সা দদর্শ সখী সীতাং সরমা নষ্টচেতনাম্।
উপাবৃত্যোত্থিতাং ধ্বস্তাং বড়বামিব পাংসুষু ॥৪
তাং সমাশ্বাসয়ামাস সখীস্নেহেন সুব্রতাম্।
সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া ॥৫
সখীস্নেহেন তদ্ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্।
লীনয়া গহনে শূন্যে ভয়মুৎসৃজ্য রাবণাৎ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নহি মে রাবণাদ্ভয়ম্ ॥৬
স সম্ভ্রান্তশ্চ নিষ্ক্রান্তো যৎকৃতে রাক্ষসেশ্বরঃ।
তত্র মে বিদিতং সর্বমভিনিষ্ক্রম্য মৈথিলি ॥৭
ন শক্যং সৌপ্তিকং কর্তুং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
বধশ্চ পুরুষব্যাঘ্রে তস্মিন্ নৈবোপপদ্যতে ॥৮
ন ত্বেবং বানরা হন্তুং শক্যাঃ পাদপযোধিনঃ।
সুরা দেবর্ষভেণেব রামেণ হি সুরক্ষিতাঃ ॥৯
দীর্ঘবৃত্তভুজঃ শ্রীমান্ মহোরস্কঃ প্রতাপবান্।
ধন্বী সংহননোপেতো ধর্মাত্মা ভুবি বিশ্রুতঃ ॥১০

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[সরমার সীতাদেবীকে সান্ত্বনাদান, রাবণের মায়ার কথা বর্ণন, শ্রীরামের আগমনরূপ প্রিয় সমাচার জ্ঞাপন এবং তাঁহার বিজয়বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন।]

এখানে সীতার প্রণয়িনী সখী সরমারাক্ষসী সীতাকে মোহিতা দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্তিনী হইল এবং মৃদু বাক্যে সেই রাবণমোহিতা ও পরমদুঃখিতা সীতাকে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিল।১-২

দৃঢ়ব্রতা ও দয়াবতী সরমা রাবণাদেশে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সখী হইয়াছিল। অনন্তর সরমা গতচেতনা সুব্রতা সখী সীতাকে ঘোটকীর ন্যায় কখন ধূলিলুণ্ঠিতা কখন উত্থিতা দেখিয়া স্নেহভরে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিল—বৈদেহি! তুমি আশ্বস্তা হও এবং মনোব্যথা দূর কর। হে ভীরু! তুমি রাবণের বাক্যে যে সকল প্রত্যুত্তর দিয়াছ, আমি তোমার স্নেহবশতঃ রাবণের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নির্জ্জন বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই সমস্তই শুনিয়াছি। হে বিশাললোচনে! রাবণ আমাকে তোমার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে; সুতরাং তোমার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে আমার ভয় নাই।৩-৬

মৈথিলি! সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যে কারণে এইস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া গিয়াছিল, আমি তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া সেই সমস্তই জানিয়া আসিয়াছি। সেই আত্মজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী রাম নিদ্রিত হইলে তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করাও সকলেরই দুঃসাধ্য এবং তাদৃশ অবস্থায় সেই পুরুষশার্দ্দূল রামকে বধ করাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। রামের কথা দূরে থাকুক, সুররাজ-রক্ষিত সুরগণের ন্যায় রাঘবরক্ষিত বৃক্ষদ্বারা যুদ্ধকারী সেই বানরগণকে নিহত করাই দুঃসাধ্য। সখি! যাহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত ও বর্ত্তুল, সেই বিশালবক্ষা

বিক্রান্তো রক্ষিতা নিত্যমাত্মনশ্চ পরস্য চ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা কুলীনো নয়শাস্ত্রবিৎ ॥১১
হন্তা পরবলৌঘানামচিন্ত্যবলপৌরুষঃ।
ন হতো রাঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রুনিবর্হণঃ ॥১২
অযুক্তবুদ্ধিকৃত্যেন সর্বভূতবিরোধিনা।
এবং প্রযুক্তা রৌদ্রেণ মায়া মায়াবিনা ত্বয়ি ॥১৩
শোকস্তে বিগতঃ সর্বকল্যাণং ত্বামুপস্থিতম্।
ধ্রুবং ত্বাং ভজতে লক্ষ্মীঃ প্রিয়ং তে ভবতি শৃণু ॥১৪
উত্তীর্য্য সাগরং রামঃ সহ বানরসেনয়া।
সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য তীরমাসাদ্য দক্ষিণম্ ॥১৫
দৃষ্টো মে পরিপূর্ণার্থঃ কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সহিতৈঃ সাগরান্তস্থৈর্বলৈস্তিষ্ঠতি রক্ষিতঃ ॥১৬
অনেন প্রেষিতা যে চ রাক্ষসা লঘুবিক্রমাঃ।
রাঘবস্তীর্ণ ইত্যেবং প্রবৃত্তিস্তৈরিহাহৃতা ॥১৭

স তাং শ্রুত্বা বিশালাক্ষি প্রবৃত্তিং রাক্ষসাধিপঃ।
এষ মন্ত্রয়তে সর্বৈঃ সচিবৈঃ সহ রাবণঃ ॥১৮
ইতি ব্রুবাণা সরমা রাক্ষসী সীতয়া সহ।
সর্বোদ্যোগেন সৈন্যানাং শব্দং শুশ্রাব ভৈরবম্ ॥১৯
দণ্ডনির্ঘাতবাদিন্যাঃ শ্রুত্বা ভের্যা মহাস্বনম্।
উবাচ সরমা সীতামিদং মধুরভাষিণী ॥২০
সন্নাহজননী হ্যেষা ভৈরবা ভীরু ভেরিকা।
ভেরীনাদঞ্চ গম্ভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥২১
কল্প্যন্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যন্তে রথবাজিনঃ।
দৃশ্যন্তে তুরগারূঢ়াঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥২২
তত্র তত্র চ সন্নদ্ধাঃ সম্পতন্তি সহস্রশঃ।
আপূর্যন্তে রাজমার্গাঃ সৈন্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥২৩
বেগবদ্ভির্নদদ্ভিশ্চ তোয়ৌঘৈরিব সাগরঃ।
শস্ত্রাণাঞ্চ প্রসন্নানাং চর্মণাং বর্মণাং তথা ॥২৪

প্রতাপশালী, ধর্ম্মী, যুদ্ধসজ্জিত, বিক্রান্ত, নিয়ত আত্মপররক্ষণসমর্থ, ত্রিলোক-বিশ্রুত, নীতিশাস্ত্রবিদ্ ও প্রখ্যাতকুলসম্ভূত শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন।৭-১১

হে সীতে। পরবলহন্তা, অচিন্ত্য-বলপৌরুষ ও শত্রুবধকারী শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম নিহত হন নাই। অযুক্তবুদ্ধি, ক্রূরকর্ম্মা, সর্ব্বভূতবিরোধী, ভীষণমূর্ত্তি ও মায়াবী রাবণ তোমার নিকট মায়া প্রকাশ করিয়াছে।১২-১৩

(সীতে!) তোমার শোকের অবসান হইয়াছে এবং সমুদয় কল্যাণ সমুপস্থিত। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীলাভ করিবে; অদ্য তোমার নিকট প্রিয়সংবাদ বলিতেছি—শ্রবণ কর।১৪

রাম বানরসেনাসমভিব্যাহারে সমুদ্র পার হইয়া মহাসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি, কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ সাগরতীরস্থ বানরসৈন্য পরিবেষ্টিত ও সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।১৫-১৬

রাবণ যে সকল ক্ষিপ্রকর্ম্মা বলবান্ রাক্ষসগণকে রামের নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাবণসন্নিধানে রামের সমুদ্র পার হইয়া উপস্থিত বার্ত্তা দিয়াছে। হে আয়ত-লোচনে! রাক্ষসনাথ রাবণ উক্ত বার্ত্তা শুনিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। সরমা এই কথা বলিতেছে, ইত্যবসরে তাঁহারা সমরোদ্যগজনিত অতিভীষণ সৈন্য কোলাহল শুনিলেন। মধুরভাষিণী সরমা দণ্ডের আঘাতে বাদ্যমান ভেরীর সুমহৎ ধ্বনি শুনিয়া সীতাকে বলিল।১৭-২০

হে ভীরু! যে ভেরীরব শ্রবণপূর্ব্বক সেনাগণ সন্নাহ(বর্ম) ধারণাদিরূপ সমরোদ্যোগ করিয়া থাকে, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ ঐ সেই ভেরীনিনাদ শ্রবণ কর। ঐ যে দেখ, মদমত্ত মাতঙ্গগণ সমরসজ্জায় সজ্জিত এবং তুরঙ্গম(অশ্ব)গণ রথে যোজিত হইতেছে; সন্নাহ(বর্ম)ধারী অসংখ্য বীরগণ প্রাসহস্তে অশ্বে আরোহণ করিতেছে এবং যেরূপ মহাসাগর তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ রাজমার্গ অদ্ভুতদর্শন, বেগবান্ ও শব্দায়মান সেনাগণে পরিপূরিত হইয়াছে। ঐ দর্শন কর, রাক্ষসেন্দ্রের অনুগামী বেগবান্ রাক্ষসগণ সসম্ভ্রমে সুশাণিতশস্ত্র, চর্ম্ম ও বর্ম্মসকল ইতস্ততঃ ক্ষেপণ করিতেছে এবং তুরঙ্গ ও রথ প্রভৃতি

রথবাজিগজানাঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রাক্ষসামেষ হৃষিতানাং তরস্বিনাম্॥২৫
প্রভাং বিসৃজতাং পশ্য নানাবর্ণসমুত্থিতাম্।
বনং নির্দহতো ঘর্মে যথারূপং বিভাবসোঃ॥২৬
ঘণ্টানাং শৃণু নির্ঘোষং রথানাং শৃণু নিঃস্বনম্।
হয়ানাং হ্রেষমাণানাং শৃণু তূর্যধ্বনিং তথা॥২৭
উদ্যতায়ুধহস্তানাং রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ তুমুলো লোমহর্ষণম্॥২৮
শ্রীস্ত্বাং ভজতি শোকঘ্নী রক্ষসাং ভয়মাগতম্।
রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ॥২৯
অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রাবণং সমরে হত্বা ভর্তা ত্বাধিগমিষ্যতি॥৩০
বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্তা তে সহলক্ষ্মণঃ।
যথা শত্রুষু শত্রুঘ্নো বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ॥৩১
আগতস্য হি রামস্য ক্ষিপ্রমঙ্কাগতাং সতীম্।
অহং দ্রক্ষ্যামি সিদ্ধার্থাং ত্বাং শত্রৌ বিনিপাতিতে॥৩২
অশ্রূণ্যানন্দজানি ত্বং বর্তয়িষ্যসি জানকি।
সমাগম্য পরিষ্বক্তা তস্যোরসি মহোরসঃ॥৩৩
অচিরান্মোক্ষ্যতে সীতে দেবি তে জঘনং গতাম্।
ধৃতামেকাং বহূন্ মাসান্ বেণীং রামো মহাবলঃ॥৩৪
তস্য দৃষ্ট্বা মুখং দেবি পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
মোক্ষ্যসে শোকজং বারি নির্মোকমিব পন্নগী॥৩৫
রাবণং সমরে হত্বা ন চিরাদেব মৈথিলি।
ত্বয়া সমগ্রঃ প্রিয়য়া সুখার্হো লপ্স্যতে সুখম্॥৩৬
সভাজিতা ত্বং রামেণ মোদিষ্যসি মহাত্মনা।
সুবর্ষেণ সমাযুক্তা যথা শস্যেন মেদিনী॥৩৭
গিরিবরমভিতো বিবর্তমানো
হয় ইব মণ্ডলমাশু যঃ করোতি।
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি
দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্॥৩৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥

বাহনসকল বহির্গত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে বন-দহনকারী অগ্নির ন্যায় ঐ নানাবর্ণ-সমুত্থিত প্রভা দর্শন কর। হে সীতে! ঐ ঘণ্টানিনাদ, রথসকলের চক্রধ্বনি এবং তূর্য্যনিনাদ ও তুরঙ্গগণের হ্রেষারব শ্রবণ কর। রাক্ষসেন্দ্র রাবণের অনুযায়ী উদ্যতায়ুধ রাক্ষসগণের লোমহর্ষণকর তুমুল ত্বরা (শীঘ্র) দর্শন কর।২১-২৮

তোমার শোকবিনাশী অভ্যুদয় নিকটবর্ত্তী এবং রাক্ষসদিগের ভীতিও সমুপস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দৈত্যকবল হইতে রাজ্যলক্ষ্মীর উদ্ধার করিয়া ছিলেন পদ্মপলাশলোচন জিতেন্দ্রিয় রাম অচিরেই সেই রাবণকে সমরে বিনাশ করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। (ইহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, কারণ—রামের পরাক্রম অচিন্তনীয়।) উপেন্দ্রের (বিষ্ণুর) সাহায্যে ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণের উপরে বল প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্রূপ তোমার স্বামী লক্ষ্মণের সাহায্যে রাক্ষসদিগের উপরে বিক্রমপ্রদর্শন করত নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। তোমার শত্রু বিনষ্ট হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং (শীঘ্র) তোমাকে সেই সমাগত স্বামীর অঙ্কে অবস্থান করিতে দেখিব। হে জানকি! তুমি শীঘ্রই সেই বিশালবক্ষা ভর্ত্তাকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে দেবি, সীতে! তুমি যে এই কয়েকমাস জঘনদেশলম্বিত একমাত্র বেণী ধারণ করিয়াছ, মহাবল রাম শীঘ্রই সেই বেণী মোচন করিবেন। হে দেবি! যেরূপ পন্নগী (সর্পী) নির্ম্মোক (খোলোস) ত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই ভর্তৃমুখ দর্শন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। মৈথিলি! সুখোচিত রাম অচিরকাল মধ্যেই রণভূমিতে রাবণকে নিহত করত তোমার সহিত সুখলাভ করিবেন। সুবর্ষযুক্ত শস্যপূর্ণবসুন্ধরার ন্যায় তুমি রামসন্দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করিবে। হে দেবি জানকি! যিনি গিরিবর সুমেরুর চতুর্দ্দিকে অশ্বের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই দিবাকরের শরণাগতা হও; কারণ, তিনিই প্রজাবর্গের সুখদুঃখবিধাতা।২৯-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়া অনুরোধেন সরমায়াস্তস্যৈ মন্ত্রিভিঃসহ রাবণস্য নিশ্চিতাভিপ্রায়নিবেদনম্ ।]

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্
সরমা হ্লাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা ॥১
ততস্তস্যা হিতং সখ্যাশ্চিকীর্ষন্তি সখী বচঃ ।
উবাচ কালে কালজ্ঞা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ॥২
উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে ।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্ ॥৩
নহি মে ক্রমমাণায়া নিরালম্বে বিহায়সি ।
সমর্থো গতিমন্বেতুং পবনো গরুড়োঽপি বা ॥৪
এবং ব্রুবাণাং তাং সীতা সরমামিদমব্রবীৎ ।
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূর্বশোকাভিপন্নয়া ॥৫
সমর্থা গগনং গন্তুমপি চ ত্বং রসাতলম্ ।
অবগচ্ছাদ্য কর্তব্যং কর্তব্যস্তে মদন্তরে ॥৬
মৎপ্রিয়ং যদি কর্তব্যং যদি বুদ্ধিঃ স্থিরা তব ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং গত্বা কিং করোতীতি রাবণঃ ॥৭
স হি মায়াবলঃ ক্রূরো রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
মাং মোহয়তি দুষ্টাত্মা পীতমাত্রেব বারুণী ॥৮
তর্জাপয়তি মাং নিত্যং ভর্ৎসাপয়তি চাসকৃৎ ।
রাক্ষসীভিঃ সুঘোরাভির্যো মাং রক্ষতি নিত্যশঃ ॥৯
উদ্বিগ্না শঙ্কিতা চাস্মি ন স্বস্থঞ্চ মনো মম ।
তদ্ভয়াচ্চাহমুদ্বিগ্না অশোকবনিকাং গতা ॥১০
যদি নাম কথা তস্য নিশ্চিতং বাপি যদ্ভবেৎ ।
নিবেদয়েথাঃ সর্বং তদ্ বরো মে স্যাদনুগ্রহঃ ॥১১
সাপ্যেবং ব্রুবতীং সীতাং সরমা মৃদুভাষিণী ।
উবাচ বচনং তস্যাঃ স্পৃশন্তী বাক্যবিক্লবম্ ॥১২

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[সীতার অনুরোধে সরমা কর্ত্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রিগণ সহিত রাবণের নিশ্চিতাভিপ্রায় নিবেদন ।]

দাবানলদগ্ধ ধরিত্রী যেমন বারিপাতে শীতল হয়, সেইরূপ রাবণ-বাক্যমোহিতা সীতার শোকসন্তপ্ত অন্তঃকরণ সরমার এবম্বিধ আশ্বাসবাক্যে শীতল হইল। তদনন্তর কালজ্ঞা সখী সরমা সীতার হিতসাধনবাসনায় ঈষৎহাস্য-সহকারে বলিল,—হে অসিতলোচনে! আমি আচ্ছন্নভাবে রামসন্নিধানে গমন করত তোমার কুশল-বার্ত্তা নিবেদন করিয়া অদৃশ্যভাবেই পুনরায় আসিতে পারি। হে সীতে! অধিক কি, আমি যখন নিরাবলম্ব ভাবে আকাশে গমন করি, তখন পবন অথবা গরুড় আমার গতি নিরূপণ করিতে পারেন না। সরমা এইকথা বলিলে, সীতা নবজাত দারুণ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদুমধুর বাক্য বলিলেন,—সরমে! তুমি যে গগন অথবা রসাতলেও গমন করিতে পার, তাহা আমি জানি; আমার জন্য যদি তুমি কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি তুমি একান্তই আমার প্রিয়কার্য্য করিবার বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে শত্রুপীড়ক রাবণ এস্থান হইতে গিয়া কি করিতেছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা (তুমি গিয়া জানিয়া আইস) করি। যেরূপ লোকে সুরা পান করিয়া মোহিত হয়, তদ্রূপ মায়াবলে বলীয়ান্ রাবণ আমাকে মায়া দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরমে! রাবণ সর্ব্বদা দুষ্টাত্মা, ক্রূর, রাক্ষসীগণ দ্বারা আমার রক্ষা বিধান করে এবং তাহাদের দ্বারা আমাকে তর্জ্জন ও ভর্ৎসনা করাইয়া থাকে।১-৯

সখি! আমি এই ক্ষুদ্র অশোকবনমধ্যে রাবণ-ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্না ও শঙ্কিতা হইয়া রহিয়াছি, আমার মন কখনও সুস্থ থাকিতেছে না। সভামধ্যে গিয়া রাবণ

এষ তে যদ্যভিপ্রায়স্তস্মাদ্ গচ্ছামি জানকি।
গৃহ্য শত্রোরভিপ্রায়মুপাবর্তামি মৈথিলি ॥১৩
এবমুক্ত্বা ততো গত্বা সমীপং তস্য রক্ষসঃ।
শুশ্রাব কথিতং তস্য রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ ॥১৪
সা শ্রুত্বা নিশ্চয়ং তস্য নিশ্চয়জ্ঞা দুরাত্মনঃ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রমশোকবনিকাং শুভাম্ ॥১৫
সা প্রবিষ্টা ততস্তত্র দদর্শ জনকাত্মজাম্।
প্রতীক্ষমাণাং স্বামেব ভ্রষ্টপদ্মামিব শ্রিয়ম্ ॥১৬
তাং তু সীতা পুনঃ প্রাপ্তাং সরমাং প্রিয়ভাষিণীম্।
পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধং দদৌ চ স্বয়মাসনম্ ॥১৭
ইহাসীনা সুখং সর্বমাখ্যাহি মম তত্ত্বতঃ।
ক্রূরস্য নিশ্চয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৮
এবমুক্তা তু সরমা সীতয়া বেপমানয়া।
কথিতং সর্বমাচষ্ট রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ ॥১৯
জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ ॥২০
দীয়তামভিসংকৃত্য মনুজেন্দ্রায় মৈথিলী।
নিদর্শনন্তে পর্য্যাপ্তং জনস্থানে যদদ্ভুতম্ ॥২১
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য দর্শনঞ্চ হনূমতঃ।
বধঞ্চ রক্ষসাং যুদ্ধে কঃ কুর্যান্মানুষো যুধি ॥২২
এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধৈশ্চ মাত্রা চ বহুবোধিতঃ।
ন ত্বামুৎসহতে মোক্তুমর্থমর্থপরো যথা ॥২৩
নোৎসহত্যমৃতো মোক্তুং যুদ্ধে ত্বামিতি মৈথিলি।
সামাত্যস্য নৃশংসস্য নিশ্চয়ো হ্যেষ বর্ত্ততে ॥২৪
তদেষা সুস্থিরা বুদ্ধির্মৃত্যুলোভাদুপস্থিতা।
ভয়ান্ন শক্তস্ত্বাং মোক্তুমনিরস্তঃ স সংযুগে ॥২৫
রাক্ষসানাঞ্চ সর্বেষামাত্মনশ্চ বধেন হি।
নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥

যেরূপ পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করে, তুমি তাহা জানিয়া আমার নিকট বলিবে, তাহা হইলেই তোমার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।১০-১১

মৃদুভাষিণী সরমা সীতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত বলিল,—জানকি! যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি এইক্ষণেই চলিলাম এবং শত্রুর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। এই বলিয়া সরমা রাবণের সভায় গমন করিল এবং রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ পরামর্শ করিতেছিল, তৎসমস্তই শ্রবণ করিল।১২-১৪

তাহার পর সেই বুদ্ধিমতী সরমা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা অবগত হইয়া শীঘ্রই মনোহর অশোকবনে ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল জনকনন্দিনী কমলশূন্যা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করত তাহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সীতা প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরাগত দেখিয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক স্বয়ংই বসিতে আসন দিয়া বলিলেন,—সখি! এই আসনে বসিয়া সেই ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণাসকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সীতা সরমাকে এইকথা বলিলে সরমা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, সেই সমস্ত বলিতে লাগিল।১৫-১৯

সরমা বলিল,—বৈদেহি! বৃদ্ধ এক মন্ত্রী তোমাকে সমাদরপূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মধুরস্বরে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন,—"রাবণ! শীঘ্র রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান কর। রাজন্! হনুমান্ যে সমুদ্রপার হইয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছে এবং রামচন্দ্র জনস্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদ্বারাই তাঁহার পরাক্রমের বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বল—দেখি, কোন্ মনুষ্য রণভূমিতে রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পারে? সীতে! বৃদ্ধমন্ত্রী এবং রাবণের জননী এইরূপে রাবণকে বহু উপদেশ দিলেন; কিন্তু অর্থলোভী যেমন অর্থপরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হয় না, সেইরূপ রাবণ কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।২০-২৩

প্রতিনেষ্যতি রামস্ত্বামযোধ্যামসিতেক্ষণে ॥২৬
এতস্মিন্নন্তরে শব্দো ভেরীশঙ্খসমাকুলঃ।
শ্রুতো বৈ সর্বসৈন্যানাং কম্পয়ন্ ধরণীতলম্ ॥২৭
শ্রুত্বা তু তং বানরসৈন্যনাদং
লঙ্কাগতা রাক্ষসরাজভৃত্যাঃ।
হতৌজসো দৈন্যপরীতচেষ্টাঃ
শ্রেয়ো ন পশ্যন্তি নৃপস্য দোষাৎ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

হে মৈথিলি! সেই নৃশংস রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত একমত হইয়া এইরূপ পণ করিয়াছে যে, যুদ্ধে না মরিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।২৪

রাক্ষসগণ এবং স্বয়ং নিহত না হইলে কেবল মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাই তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অসিতলোচনে! তুমি চিন্তিত হইও না, রাম শীঘ্রই তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।২৫-২৬

সরমা এইরূপ বলিতেছে ইত্যবসরে সৈন্যগণের শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি এবং তুমুলকোলাহলে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।২৭

রাক্ষসরাজভৃত্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ বানরসেনা-বৃন্দের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করত রাজার অন্যায় ব্যবহারে অমঙ্গল আশঙ্কা পূর্বক নিস্তেজ ও সাতিশয় কাতর হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ সহ সন্ধিং স্থাপয়িতুং রাবণং প্রতি মাল্যবতঃ প্রবোধবাক্যম্ ।]

তেন শঙ্খবিমিশ্রেণ ভেরীশব্দেন নাদিনা ।
উপযাতি মহাবাহু রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১
তং নিনাদং নিশম্যাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
মুহূর্তং ধ্যানমাস্থায় সচিবানভ্যুদৈক্ষত ॥২
অথ তান্ সচিবাংস্তত্র সর্বানাভাষ্য রাবণঃ ।
সভাং সন্নাদয়ন্ সর্বামিত্যুবাচ মহাবলঃ ॥৩
জগৎ সন্তাপনঃ ক্রূরোঽগর্হয়ন্ রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তরণং সাগরস্যাস্য বিক্রমং বলপৌরুষম্ ॥৪
যদুক্তবন্তো রামস্য ভবন্তস্তন্ময়া শ্রুতম্ ।
ভবতাশ্চাপ্যহং বেদ্মি যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্ ॥
তূষ্ণীকানীক্ষতোঽন্যোন্যং বিদিত্বা রামবিক্রমম্ ॥৫
ততস্তু সুমহাপ্রাজ্ঞো মাল্যবান্ নাম রাক্ষসঃ ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা ইতি মাতামহোঽব্রবীৎ ॥৬

বিদ্যাস্বভিবিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ ।
স শাস্তি চিরমৈশ্বর্য্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে ॥৭
সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্লংশ্চারিভিঃ সহ ।
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে ॥৮
হীয়মানেন কর্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্ ॥৯
তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ ।
যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥১০
তস্য দেবর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্বাশ্চ জয়ৈষিণঃ ।
বিরোধং মা গমস্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্ ॥১১
অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ধর্মাধর্মৌ তদাশ্রয়ৌ ॥১২

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য রাবণের প্রতি মাল্যবানের প্রবোধবাক্য ।]

শত্রুপুরবিজয়ী মহাবাহু রাম শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার কাছাকাছি হইতে লাগিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সচিবগণের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। অতঃপর জগৎসন্তাপন, ক্রূর ও মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ গভীর গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত করিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসাকারী রাক্ষসগণের নিন্দা করত সচিবগণকে বলিল ;—তোমরা রামের সমুদ্রতরণ, বল, বিক্রম এবং পৌরুষের বিষয় যাহা বলিয়াছ, আমিও তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমরা পরাক্রম প্রকাশে কৃতী হইয়াও যে রামের পরাক্রম অবগত হইয়া নিরুৎসাহে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি।১-৫

অনন্তর রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান্ রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিল,—মহারাজ যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন, তিনি শত্রুবর্গকে বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি যথাসময়ে শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিগ্রহ করিয়া স্বপক্ষ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। নৃপতি কখনই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না ; স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমানবল হইলেও সন্ধি করিবেন, কিন্তু শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য।৬-৯

রাবণ ! সেইজন্য রামের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই শ্রেয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। যাঁহার জন্য তুমি অভিযুক্ত হইয়াছ সেই সীতাকে তুমি রামের নিকট সমর্পণ কর।১০

দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সকলেই রামের জয়

ধর্ম্মো হি শ্রূয়তে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্ ।
অধর্ম্মো রক্ষসাং পক্ষো হ্যসুরাণাঞ্চ রাক্ষস ॥১৩
ধর্ম্মো বৈ গ্রসতেঽধর্ম্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্ ।
অধর্ম্মো গ্রসতে ধর্ম্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ততে ॥১৪
তৎ ত্বয়া চরতা লোকান্ ধর্ম্মোঽপি নিহতো মহান্ ।
অধর্ম্মঃ প্রগৃহীতশ্চ তেনাস্মদ্বলিনঃ পরে ॥১৫
স প্রমাদাৎ প্রবৃদ্ধস্তেঽধর্ম্মোঽহির্গ্রসতে হি নঃ ॥
বিবর্দ্ধয়তি পক্ষঞ্চ সুরাণাং সুরভাবনঃ ॥১৬
বিষয়েষু প্রসক্তেন যৎকিঞ্চিৎকারিণা ত্বয়া ।
ঋষীণামগ্নিকল্পানামুদ্বেগো জনিতো মহান্ ॥১৭
তেষাং প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ।
তপসা ভাবিতাত্মানো ধর্ম্মস্যানুগ্রহে রতা ॥১৮
মুখ্যৈর্যজ্ঞৈর্যজন্ত্যেতে তৈস্তৈর্যত্নে দ্বিজাতয়ঃ ।
জুহ্বত্যগ্নীংশ্চ বিধিবদ্ বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে ॥১৯

অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মঘোষানুদীরয়ন্ ।
দিশো বিপ্রদ্রুতাঃ সর্বাঃ স্তনয়িত্নুরিবোষ্ণগে ॥২০
ঋষীণামগ্নিকল্পানামগ্নিহোত্রসমুত্থিতঃ ।
আদত্তে রক্ষসাং তেজো ধূমো ব্যাপ্য দিশো দশ ॥২১
তেষু তেষু চ দেশেষু পুণ্যেষ্বেব দৃঢ়ব্রতৈঃ ।
চর্যমাণং তপস্তীব্রং সন্তাপয়তি রাক্ষসান্ ॥২২
দেব-দানব-যক্ষেভ্যো গৃহীতশ্চ বরস্ত্বয়া ।
মনুষ্যা বানরা ঋক্ষা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ ।
বলবন্ত ইহাগম্য গর্জন্তি দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥২৩
উৎপাতান্ বিবিধান্ দৃষ্ট্বা ঘোরান্ বহুবিধান্ বহূন্ ।
বিনাশমনুপশ্যামি সর্বেষাং রক্ষসামহম্ ॥২৪
খরাভিস্তনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ ।
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্বতঃ ॥২৫

কামনা করিতেছেন, এইকারণে তাঁহার সহিত বিরোধ করিও না। তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হও। ভগবান্ পিতামহ,—সুর ও অসুরগণের আশ্রয়ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। হে নিশাচর! আমি শুনিয়াছি—তন্মধ্যে ধর্ম্ম মহাত্মা অমরগণের এবং অধর্ম্ম—অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, অধর্ম্ম যখন ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগের প্রারম্ভ। পরন্তু তুমি দিগ্বিজয়কালে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত দেবতা ও ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার শত্রুগণ এরূপ প্রবল হইয়াছে।১১-১৫

তোমার অনবধানতা দোষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই অধর্ম্মই সম্প্রতি আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু সুরগণের নিত্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিষয়সংসক্ত হইয়া নিরন্তর অগ্নিকল্প ঋষিগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। হে রাবণ! যাঁহারা তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিগণের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুঃসহ। তপস্যা দ্বারা স্বান্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মসংগ্রহে তৎপর সেই দ্বিজাতিগণ বেদমন্ত্র পাঠে রাক্ষসগণকে নিবারণ করত বেদাধ্যয়ন, ধ্যানরূপ মুখ্যযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা এবং বিধিঅনুসারে অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে যেরূপ প্রখরতেজা সূর্য্যদেব উঠিলে মেঘসকল যে প্রকার ইতস্তত সঞ্চালিত হয়, সেইপ্রকার রাক্ষসগণ তাঁহাদের বেদধ্বনি শ্রবণ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। সেই অগ্নিকল্প ঋষিগণের অগ্নিহোত্র ধূম রাক্ষসগণকে নিস্তেজ করিয়া দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই ধৃতব্রত ঋষিগণ তপস্যাস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে অতি গভীর গর্জ্জন সহকারে রাক্ষসগণকে সন্তাপিতত করিয়া থাকেন। তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করিয়া কেবল দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ; কিন্তু সম্প্রতি বলবান্, দৃঢ়বিক্রম এবং মহাবল মনুষ্য, বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ এখানে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে।১৬-২৩

এই অসংখ্য বিবিধপ্রকার উৎপাত দর্শনে

রুদতাং বাহনানাঞ্চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ।
রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্ ॥২৬
ব্যালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্।
প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াংশ্চ কুর্বতে ॥২৭
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্ত্যো গৃহাণি প্রতিভাষ্য চ ॥২৮
গৃহাণাং বলিকর্ম্মাণি শ্বানঃ পর্য্যুপভুঞ্জতে।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষিকা নকুলেষু চ ॥২৯
মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্ধং শূকরাঃ শুনকৈঃ সহ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্মানুষৈঃ সহ ॥৩০
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ।
রাক্ষসানাং বিনাশায় কপোতা বিচরন্তি চ ॥৩১
চীচীকূচীতি বাশন্ত্যঃ শারিকা বেশ্মসু স্থিতাঃ।
পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জ্জিতাঃ কলহৈষিভিঃ ॥৩২

আমার মনে হইতেছে যে, সমস্ত রাক্ষসই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ঐ দেখ, অতি ভীষণ মেঘগণ অতি গভীর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে। বাহনসকল রোদন করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে এবং দিক্‌সকল ধূলিধূসরিত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র পশু পক্ষিগণ লঙ্কানগরস্থ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করত দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে। আরও স্বপ্ন দেখিতেছি যে, মহাকালীমূর্ত্তি স্ত্রীসকল গৃহমধ্যে প্রবেশ করত সেখানকার দ্রব্য সমূহ অপহরণ পূর্ব্বক পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য এবং আমাদের প্রতিকূলে সম্ভাষণ করিতেছে।২৪-২৮

পূজার উপচার দ্রব্যসমূহ কুক্কুরে ভক্ষণ করিতেছে, গর্দ্দভসকল গোগর্ভে এবং মূষিকগণ নকুলীগর্ভে উৎপন্ন হইতেছে। ব্যাঘ্রের সহিত বিড়াল, কুক্কুরের সহিত শূকর এবং রাক্ষস ও মানুষের সহিত কিন্নরগণ সঙ্গম করিতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য কালপ্রেরিত হইয়াই যেন গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহপালিত শারিকাগণ পরস্পর কলহ করত পরাভূত ও একত্রে গৃহমধ্যে পড়িয়া চীচীকূচী প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করিতেছে। পশুপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া রোদন করিতেছে। করাল ও বিকলমুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে। মহারাজ! নিয়তই এইপ্রকার দুর্নিমিত্ত ও উৎপাতসকল উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং যিনি সমুদ্রমধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি অসীম পরাক্রমশালী; সামান্য মনুষ্যমাত্র নহেন; বোধহয়,—স্বয়ং বিষ্ণুই মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ! তুমি রামের কর্ম্ম এবং এই দুর্নিমিত্ত সকল অবগত হইয়া, যাহাতে উত্তরকালে মঙ্গল হয়, তদনুসারে সেই নররাজ রামের সহিত সন্ধি কর।

পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ সর্বে প্রত্যাদিত্যং রুদন্তি তে।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥৩৩
কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালেঽন্ববেক্ষতে।
এতান্যন্যানি দুষ্টানি নিমিত্তান্যুৎপতন্তি চ ॥৩৪
বিষ্ণুং মন্যামহে রামং মানুষং রূপমাস্থিতম্।
নহি মানুষমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥৩৫
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাদ্ভুতঃ।
কুরুষ্ব নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ ॥
জ্ঞাত্বাবধার্য্য কর্ম্মাণি ক্রিয়তামায়তিক্ষমম্ ॥৩৬
ইদং বচস্তস্য নিগদ্য মাল্যবান্
পরীক্ষ্য রক্ষোধিপতের্মনঃ পুনঃ।
অনুত্তমেষূত্তমপৌরুষো বলী
বভূব তূষ্ণীং সমবেক্ষ্য রাবণম্ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

উত্তম মন্ত্রিগণশ্রেষ্ঠ পৌরুষ-বলশালী মাল্যবান্ এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের মন পরীক্ষা করত তাহার মুখভঙ্গী দর্শন করিয়া মৌন অবলম্বন করিল।২৯-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[মাল্যবতঃ শোকপ্রকাশঃ, নগর্য্যা রক্ষণব্যবস্থাং সম্পাদ্য রাবণস্য অন্তঃপুরে গমনঞ্চ।]

তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥১
স বদ্ধ্বা ভ্রুকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য বশমাগতঃ।
অমর্ষাৎ পরিবৃত্তাক্ষো মাল্যবন্তমথাব্রবীৎ ॥২
হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে।
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম ॥৩
মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনাশ্রয়ম্ ॥৪
রক্ষসামীশ্বরং মাঞ্চ দেবানাঞ্চ ভয়ঙ্করম্।
হীনং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ ॥৫
বীরদ্বেষেণ বা শঙ্কে পক্ষপাতেন বা রিপোঃ।
ত্বয়াহং পরুষাণ্যুক্তো পরপ্রোৎসাহনেন বা ॥৬
প্রভবন্তং পদস্থং হি পরুষং কোঽভিভাষতে।
পণ্ডিতঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বিনা প্রোৎসাহনেন বা ॥৭
আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্ ॥৮
বৃতং বানরকোটীভিঃ সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
পশ্য কৈশ্চিদহোভিশ্চ রাঘবং নিহতং ময়া ॥৯
দ্বন্দ্বে যস্য ন তিষ্ঠন্তি দৈবতান্যপি সংযুগে।
স কস্মাদ্ রাবণো যুদ্ধে ভয়মাহারয়িষ্যতি ॥১০
দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥১১
যদি তাবৎ সমুদ্রে তু সেতুর্বদ্ধো যদৃচ্ছয়া।
রামেণ বিস্ময়ঃ কোঽত্র যেন তে ভয়মাগতম্ ॥১২

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[মাল্যবানের আক্ষেপ, নগরীর রক্ষণব্যবস্থা করত রাবণের অন্তঃপুরে গমন।]

রাবণের তৎকালে কালপ্রেরণীয় দুর্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেইকারণে মাল্যবানের উক্ত হিতবাক্য তাহার অসহ্য হইল। পরন্তু ক্রোধে তদীয় চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অতঃপর ক্রোধ বশবর্ত্তী হইয়া ভীষণ ভ্রূকুটি সঞ্চালন করত মাল্যবান্‌কে বলিল, —তুমি শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া আমার হিতসাধনবাসনায় যে অহিতকর কঠোর বাক্য বলিলে, তাহা আমার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই; যে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও বনবাসী হইয়া বানরগণের শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই দীন রামকে সমর্থ এবং যে দেবগণের ভয়োৎপাদন করিয়াছে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ঈশ্বর আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিতেছ, ইহার কারণ কি? ১-৫

বোধহয়, বীরগণের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুগণের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ অথবা আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপ কঠোর বাক্যসকল বলিলে; কারণ, উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধসমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়? আমি পদ্মহীনা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে বন হইতে আনয়ন করিয়া কি জন্য রাঘবের ভয়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব? তুমি অল্প দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রাঘবকে নিহত করিয়াছি, রণভূমিতে দেবগণও যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবস্থান করিতে পারেন না, সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধ করিতে ভীত হইবে? ৬-১০

বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না, যদিও এইটি আমার স্বভাবসিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রমনীয়। (সুতরাং আমি এই স্বভাব

স তু তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সহ বানরসেনয়া।
প্রতিজানামি তে সত্যং ন জীবন্ প্রতিযাস্যতি ॥১৩
এবং ক্রুবাণং সংরব্ধং রুষ্টং বিজ্ঞায় রাবণম্।
ব্রীড়িতো মাল্যবান্ বাক্যং নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥১৪
জয়াশিষা তু রাজানং বর্ধয়িত্বা যথোচিতম্।
মাল্যবানভ্যনুজ্ঞাতো জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৫
রাবণস্তু সহামাত্যো মন্ত্রয়িত্বা বিমৃশ্য চ।
লঙ্কায়াস্তু তদা গুপ্তিং কারয়ামাস রাক্ষসঃ ॥১৬
ব্যাদিদেশ চ পূর্বস্যাং প্রহস্তং দ্বারি রাক্ষসম্।
দক্ষিণস্যাং মহাবীর্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥১৭
পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা।
ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥১৮
উত্তরস্যাং পুরদ্বারি ব্যাদিশ্য শুক-সারণৌ।
স্বয়ং চাত্র গমিষ্যামি মন্ত্রিণস্তানুবাচ হ ॥১৯
রাক্ষসন্তু বিরূপাক্ষং মহাবীর্যপরাক্রমম্।
মধ্যমেঽস্থাপয়দ্ গুল্মে বহুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥২০
এবং বিধানং লঙ্কায়াং কৃত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥২১
বিসর্জয়ামাস ততঃ স মন্ত্রিণো
বিধানমাজ্ঞাপ্য পুরস্য পুষ্কলম্।
জয়াশিষা মন্ত্রিগণেন পূজিতো
বিবেশ সোঽন্তঃপুরমৃদ্ধিমন্মহৎ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

পরিত্যাগ করিতে পারি না।) সমুদ্রে রাঘবের যে সেতুবন্ধন দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? যেহেতু তাহা ত দৈববশেই হইয়াছে। রাম বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকট শপথ করত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সেই রাম জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। রাবণ ক্রোধভরে এই কথা বলিলে মাল্যবান্ লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিল না; রাবণকে যথোচিত জয়সূচক আশীর্ব্বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করিয়া তাহার অনুমত্যানুসারে স্বগৃহে গমন করিল।১১-১৫

রাক্ষসবর রাবণও অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া লঙ্কার রক্ষণবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। তদনন্তর মন্ত্রিগণকে বলিল,—রাক্ষস প্রহস্ত পূর্ব্বদ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করুক। মায়াবিশারদ্ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিবে এবং শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার হইতে অপসারিত করিয়া আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান করিব। পরাক্রমশালী মহাবীর্য্য বিরূপাক্ষ পুরমধ্যবর্ত্তী শিবিরে বহুসংখ্যক রাক্ষসগণের সহিত অবস্থান করুক। রাক্ষসপ্রধান রাবণ এইরূপে রক্ষাবিধান পূর্ব্বক কালপ্রেরিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর লঙ্কার এইপ্রকার রক্ষাবিধান করত মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া এবং স্বয়ং জয়সূচক আশীর্ব্বাদ দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।১৬-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে বিভিষণস্য রাবণেন লঙ্কাপুরীরক্ষণব্যবস্থাজ্ঞাপনম্, লঙ্কাপুর্য্যা বিভিন্নদ্বারি আক্রমিতুং শ্রীরামেণ সেনাপতীনাং নিযুক্তিশ্চ ।]

নর-বানররাজানৌ স তু বায়ুসুতঃ কপিঃ ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥১
অঙ্গদো বালিপুত্রশ্চ সৌমিত্রিঃ শরভঃ কপিঃ ।
সুষেণঃ সহদায়াদো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥২
গজো গবাক্ষঃ কুমুদো নলোঽথ পনসস্তথা ।
অমিত্রবিষয়ং প্রাপ্তাঃ সমবেতাঃ সমর্থয়ন্ ॥৩
ইয়ং সা লক্ষ্যতে লঙ্কা পুরী রাবণপালিতা ।
সাসুরোরগগন্ধর্বৈরমরৈরপি দুর্জয়া ॥৪
কার্যসিদ্ধিং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ধ্বং বিনির্ণয়ে ।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫
অথ তেষু ব্রুবাণেষু রাবণাবরজোঽব্রবীৎ ।
বাক্যমগ্রাম্যপদবৎ পুষ্কলার্থং বিভীষণঃ ॥৬
অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা ।
গত্বা লঙ্কাং মমামাত্যাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ ॥৭
ভূত্বা শকুনয়ঃ সর্বে প্রবিষ্টাশ্চ রিপোর্বলম্ ।
বিধানং বিহিতং যচ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতাঃ ॥৮
সংবিধানং যথাহুস্তে রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
রাম তদ্ ব্রুবতঃ সর্বং যাথাতথ্যেন মে শৃণু ॥৯
পূর্বং প্রহস্তঃ সবলো দ্বারমাসাদ্য তিষ্ঠতি ।
দক্ষিণঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥১০
ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমং দ্বারং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ।
পট্টিশাসিধনুষ্মদ্ভিঃ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ ॥১১
নানাপ্রহরণৈঃ শূরৈরাবৃতো রাবণাত্মজঃ ।
রাক্ষসানাং সহস্রৈস্তু বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥১২

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[বিভীষণের শ্রীরামের নিকট রাবণকর্ত্তৃক লঙ্কাপুরীর রক্ষণব্যবস্থা জ্ঞাপন, লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে আক্রমণ করিবার জন্য শ্রীরামকর্ত্তৃক সেনাপতিগণের নিযুক্তি ।]

নরপতি রাম,—বানররাজ সুগ্রীব, কপিবর বায়ুতনয়, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, রাক্ষস বিভীষণ, বালিনন্দন অঙ্গদ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানরবীর শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস ইঁহারা শত্রুপুরী মধ্যে উপস্থিত হইয়া একত্রে উপবেশন করত বিচার করিতে লাগিলেন,—এই সেই রাবণপালিত লঙ্কাপুরী, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ কেহই এই পুরী জয় করিতে পারে না। রাক্ষসরাজ রাবণ এই পুরীমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। অধুনা কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সকলে মন্ত্রণা কর ।১-৫

অনন্তর রাবণানুজ বিভীষণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিশুদ্ধ ভাষায় অনেকার্থযুক্ত যুক্ত বাক্য বলিল,—অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি নামক মদীয় অমাত্য চতুষ্টয় লঙ্কামধ্যে গমন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহারা পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগের রক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমার নিকট উপনীত হইয়াছে। রাম! তাঁহারা দুরাত্মা রাবণের নগররক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে আমায় যাহা বলিলেন,—আমি আপনার নিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রহস্ত বহুবলপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করিতেছে ।৬-১০

রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পট্টিশ ও খড়গ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রধারী এবং শূল-মুদগরহস্ত শূর রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রবিদ্ রাবণ,—সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে শস্ত্রপাণি বহু সহস্র রাক্ষসপরিবৃত হইয়া স্বয়ং নগরের উত্তরদ্বারে অবস্থান করিতেছে।

যুক্তঃ পরমসংবিগ্নো রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রবিৎ।
উত্তরং নগরদ্বারং রাবণঃ স্বয়মাস্থিতঃ ॥১৩
বিরূপাক্ষস্তু মহতা শূলখড়্গধনুষ্মতা।
বলেন রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং মধ্যমং গুল্মমাশ্রিতঃ ॥১৪
এতানেবংবিধান্ গুল্মাঁল্লঙ্কায়াং সমুদীক্ষ্য তে।
মামকা মন্ত্রিণঃ সর্বে শীঘ্রং পুনরিহাগতাঃ ॥১৫
গজানাং দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা।
হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্ ॥১৬
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সংযুগেষ্বাততায়িনঃ।
ইষ্টা রাক্ষসরাজস্য নিত্যমেতে নিশাচরাঃ ॥১৭
একৈকস্যাত্র যুদ্ধার্থে রাক্ষসস্য বিশাম্পতে।
পরীবারঃ সহস্রাণাং সহস্রমুপতিষ্ঠতে ॥১৮
এতাং প্রবৃত্তিং লঙ্কায়াং মন্ত্রিপ্রোক্তাং বিভীষণঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাক্ষসাংস্তানদর্শয়ৎ ॥১৯
লঙ্কায়াং সচিবৈঃ সর্বং রামায় প্রত্যবেদয়ৎ।
রামং কমলপত্রাক্ষমিদমুত্তরমব্রবীৎ ॥২০
রাবণাবরজঃ শ্রীমান্ রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
কুবেরস্তু যদা রাম রাবণঃ প্রতিযুধ্যতি ॥২১
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি তদা নির্যান্তি রাক্ষসাঃ।
পরাক্রমেণ বীর্য্যেণ তেজসা সত্ত্বগৌরবাৎ ॥
সদৃশা হ্যত্র দর্পেণ রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥২২
অত্র মন্যুর্ন কর্তব্যঃ কোপয়ে ত্বাং ন ভীষয়ে।
সমর্থো হ্যসি বীর্য্যেণ সুরাণামপি নিগ্রহে ॥২৩
তদ্ভবাংশ্চতুরঙ্গেণ বলেন মহতা বৃতম্।
ব্যূহ্যেদং বানরানীকং নির্মথিষ্যসি রাবণম্ ॥২৪
রাবণাবরজে বাক্যমেবং ব্রুবতি রাঘবঃ।
শত্রূণাং প্রতিঘাতার্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৫
পূর্বদ্বারস্তু লঙ্কায়া নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
প্রহস্তং প্রতিযোদ্ধা স্যাদ্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥২৬
অঙ্গদো বালিপুত্রস্তু বলেন মহতা বৃতঃ।
দক্ষিণে বাধতাং দ্বারে মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥২৭

বিরূপাক্ষ শূল, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী সুমহৎ রাক্ষসবলের সহিত পুরমধ্যে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। আমার মন্ত্রিগণ লঙ্কাপুরী মধ্যে এইরূপ সেনাসন্নিবেশ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে।১১-১৫

দশ সহস্র মাতঙ্গ, অযুতসংখ্যক রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এককোটি বিক্রান্ত, বলবান্, শস্ত্রপাণি ও রাক্ষসরাজের প্রিয় নিশাচর সমবেত হইয়াছে। হে নরনাথ! সেই প্রত্যেক রাক্ষসের সহিত তাহাদের অসংখ্য পরিবারগণ সম্মিলিত হইয়াছে। মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিগণকথিত এই লঙ্কাবিবরণ নিবেদন করিয়া সেই রাক্ষসচতুষ্টয়কে দেখাইল এবং তাহারা লঙ্কাপুরীমধ্যে যে যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা বলিল। তদনন্তর রাবণানুজ শ্রীমান্ বিভীষণ রামের হিতকামনায় সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে বলিল,—রাম! রাবণ যখন কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। রাজন্! সেই রাক্ষসগণ পরাক্রম, বীর্য্য, তেজ, বল, অসীম ধৈর্য্য ও দর্পে দুরাত্মা রাবণের অনুরূপ—তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য এরূপ বলিতেছি না, কেবল আপনার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার জন্যই বলিলাম; কারণ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বীর্য্যবলে সুরগণেরও নিগ্রহ করিতে পারেন! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আপনি এই অসংখ্য চতুরঙ্গ বানরসৈন্যের ব্যূহ করিয়া রাবণকে বিমথিত করিবেন।১৬-২৪

রাবণানুজ বিভীষণ এই কথা বলিলে রঘুনন্দন রাম শত্রুগণের প্রতিঘাতের নিমিত্ত বলিলেন;—বানর-পুঙ্গব নীল বানরগণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করত প্রহস্তের সহিত যুদ্ধ করুক। বালিপুত্র অঙ্গদ মহদ্বল-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণদ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতিযোদ্ধা হউক। অতুলবল পবন-নন্দন

হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ।
প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ ॥২৮
দৈত্য-দানবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বিপ্রকারপ্রিয়ঃ ক্ষুদ্রো বরদানবলান্বিতঃ ॥২৯
পরিক্রমতি যঃ সর্বাংল্লোকান্ সন্তাপয়ন্ প্রজাঃ।
তস্যাহং রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বয়মেব বধে ধৃতঃ ॥৩০
উত্তরং নগরদ্বারমহং সৌমিত্রিণা সহ।
নিপীড্যাভিপ্রবেক্ষ্যামি সবলো যত্র রাবণঃ ॥৩১
বানরেন্দ্রশ্চ বলবানৃক্ষরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
রাক্ষসেন্দ্রানুজশ্চৈব গুল্মে ভবতু মধ্যমে ॥৩২
ন চৈব মানুষং রূপং কার্য্যং হরিভিরাহবে।
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে ॥৩৩
বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বয়ং তু মানুষেণৈব সপ্ত যোৎস্যামহে পরান্ ॥৩৪
অহমেব সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন মহৌজসা।
আত্মনা পঞ্চমশ্চায়ং সখা মম বিভীষণঃ ॥৩৫
স রামঃ কৃত্যসিদ্ধ্যর্থমেবমুক্ত্বা বিভীষণম্।
সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ ॥
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্ ॥৩৬
ততস্তু রামো মহতা বলেন
প্রচ্ছাদ্য সর্বাং পৃথিবীং মহাত্মা।
প্রহৃষ্টরূপোঽভিজগাম লঙ্কাং
কৃত্বা মতিং সোঽরিবধে মহাত্মা ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

হনুমান্ পশ্চিমদ্বারে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকুক। যে প্রজাবর্গকে সন্তাপিত করত সকল লোককেই অতিক্রম করিয়াছে এবং দৈত্য, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণের অনিষ্ট করিতে যে ভালবাসে, সেই ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমি স্বয়ংই লক্ষ্মণের সহিত প্রবল রাবণাশ্রিত সেই উত্তরদ্বার নিপীড়িত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিব।২৫-৩১

বানরেন্দ্র বলবান্ সুগ্রীব, বীর্যবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং রাবণানুজ বিভীষণ মধ্যমগুল্মে অবস্থান করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বানরগণ যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে, আমার এই সঙ্কেত থাকিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বানররূপই আমাদের আত্মীয়, সেইকারণে অবধ্য; কেবল আমরা সাতজন মনুষ্যরূপে যুদ্ধ করিব। আমি, মহাতেজা লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ এবং তাহার সচিব রাক্ষসচতুষ্টয়—আমরা এই সাতজনে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যরূপধারী অপর যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বধ করিবে।৩২-৩৫

সর্ব্বকার্য্যসমর্থ বুদ্ধিমান্ রাম বিভীষণকে এইকথা বলিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য রমণীয়তর সুবেলশৈলতট দর্শন-করত সেই সুবেলপর্বতে আরোহণ করিতে বাসনা করিলেন। এইরূপে মহাবল মহাত্মা রাম অরাতিবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহতী বানরসেনাদ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করত হৃষ্টান্তঃকরণে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।৩৬-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[বানরৈঃ সহ শ্রীরামপ্রভৃতীনাং সুবেলপর্বতে আরোহণম্, তত্র রাত্রিযাপনঞ্চ।]

স তু কৃত্বা সুবেলস্য মতিমারোহণং প্রতি।
লক্ষ্মণানুগতো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥১
বিভীষণঞ্চ ধর্মজ্ঞমনুরক্তং নিশাচরম্।
মন্ত্রজ্ঞঞ্চ বিধিজ্ঞঞ্চ শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা ॥২
সুবেলং সাধু শৈলেন্দ্রমিমং ধাতুশতৈশ্চিতম্।
অধ্যারোহামহে সর্বে বৎস্যামোঽত্র নিশামিমাম্ ॥৩
লঙ্কাং চালোকয়িষ্যামো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ।
যেন মে মরণান্তায় হৃতা ভার্য্যা দুরাত্মনা ॥৪
যেন ধর্মো ন বিজ্ঞাতো ন বৃত্তং ন কুলং তথা।
রাক্ষস্যা নীচয়া বুদ্ধ্যা যেন তদ্ গর্হিতং কৃতম্ ॥৫
তস্মিন্ মে বর্ত্ততে রোষঃ কীর্তিতে রাক্ষসাধমে।
যস্যাপরাধান্নীচস্য বধং দ্রক্ষ্যামি রক্ষসাম্ ॥৬
একো হি কুরুতে পাপং কালপাশবশং গতঃ।
নীচেনাত্মাপচারেণ কুলং তেন বিনশ্যতি ॥৭
এবং সম্মন্ত্রয়ন্নেব সক্রোধো রাবণং প্রতি।
রামঃ সুবেলং বাসায় চিত্রসানুমুপারুহৎ ॥৮
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণশ্চৈনমন্বগচ্ছৎ সমাহিতঃ।
সশরং চাপমুদ্যম্য সুমহদ্বিক্রমে রতঃ ॥৯
তমন্বারোহৎ সুগ্রীবঃ সামাত্যঃ সবিভীষণঃ।
হনুমানঙ্গদো নীলো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥১০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
পনসঃ কুমুদশ্চৈব হরো রম্ভশ্চ যূথপঃ ॥১১
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ ঋষভশ্চ মহামতিঃ।
দুর্মুখশ্চ মহাতেজাস্তথা শতবলিঃ কপিঃ ॥১২

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[বানরগণসহ শ্রীরাম প্রভৃতির সুবেলপর্ব্বতে আরোহণ ও সেখানে রাত্রিযাপন।]

রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত সুবেলশৈলে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ, যথাবিধি মন্ত্রণাকুশল ও অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণ এবং সুগ্রীবকে এই মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন;—আমরা সকলেই বৃক্ষসঙ্কুল এবং বিচিত্র ধাতুশোভিত সুবেলশৈলে আরোহণ করিয়া অদ্য সেইস্থানে রাত্রিযাপন করিব। তারপর সেখান হইতে যে মরিবার জন্য আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, যে নীচা রাক্ষসী বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম, সদাচার ও কুলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, সেই দুরাত্মা রাক্ষসের গৃহ লঙ্কা দর্শন করিব।১-৫

প্রখ্যাত, রাক্ষসাধম সেই রাবণের উপর আমার ক্রোধ জন্মিয়াছে। সেই নীচ রাক্ষসের জন্য সমস্ত রাক্ষসগণের বধ আমি অবলোকন করিব।৬

কারণ, কালপাশে বশীভূত হইয়া একজন পাপ করিলে তাহার সেই আত্মদোষে নিজকুলও বিনষ্ট হয়। রাম ক্রোধভরে রাবণকে এই কথা বলিয়াই বাস করিবার জন্য বিচিত্রসানুশোভিত সুবেলশৈলে আরোহণ করিলেন। অতিশয় বিক্রমশালী লক্ষ্মণ সশর ধনু উদ্যত করিয়া একমনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সুগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ এবং হনুমান্, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, হর, যূথপতি রম্ভ, জাম্ববান, সুষেণ, মহামতি ঋষভ, মহাতেজস্বী দুর্মুখ ও বানর শতাবলি—এইসকল বানরগণ ও অন্যান্য অসংখ্য শীঘ্রগামী গিরিচারী বানরগণ বায়ুবেগে সেই সুবেলশৈলে আরোহণ করিয়া রাঘবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। সেই বানরযূথপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে সুবলপর্বতে আরোহণ করিয়া যেন আকাশে রচিত, উত্তম প্রাচীরশোভিত, সুবৃহৎ দ্বারযুক্ত, রাক্ষস পরিপূর্ণ ও মনোহর লঙ্কাপুরী দর্শন

এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ শীঘ্রগামিনঃ ।
তে বায়ুবেগপ্রবণাস্তং গিরিং গিরিচারিণঃ ॥১৩

অধ্যারোহন্ত শতশঃ সুবেলং যত্র রাঘবঃ ।
তে ত্বদীর্ঘেণ কালেন গিরিমারুহ্য সর্বতঃ ॥১৪

দদৃশুঃ শিখরে তস্য বিষক্তামিব খে পুরীম্ ।
তাং শুভাং প্রবরদ্বারাং প্রাকারবরশোভিতাম্ ॥১৫

লঙ্কাং রাক্ষসসম্পূর্ণাং দদৃশুর্হরিযূথপাঃ ।
প্রাকারবরসংস্থৈশ্চ তথা নীলৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥১৬

দদৃশুস্তে হরিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকারমপরং কৃতম্ ॥১৭

তে দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে রাক্ষসান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
মুমুচুর্বিবিধান্ নাদাস্তস্য রামস্য পশ্যতঃ ॥১৮

ততোহস্তমগমৎ সূর্য্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্তত ॥১৯

ততঃ স রামো হরিবাহিনীপতি-
বিভীষণেন প্রতিনন্দ্য সংকৃতঃ ।
স লক্ষ্মণো যূথপযূথসংযুতঃ
সুবেলপৃষ্ঠে ন্যবসদ্ যথাসুখম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গ ॥

করিল। সেই কপিবরগণ দেখিল ;—প্রাচীররক্ষানিযুক্ত নীলবর্ণ রাক্ষসগণ উত্তম প্রাচীরোপরি আরোহণ করায় যেন প্রাকারের উপরি দ্বিতীয় প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে। বানরগণ, রাক্ষসসকলকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে রামের সম্মুখেই সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর সূর্য্যদেব সান্ধ্যরাগরঞ্জিত হইয়া অস্তগমন করিলেন। পূর্ণচন্দ্রে আলোকিত হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইল। অনন্তর বানরসৈন্যবাহিনীপতি রাম বিভীষণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং অপর প্রধান প্রধান যূথপতিগণের সহিত সেই সুবেলপর্ব্বতে যথাসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৭-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বানরৈঃ সহ শ্রীরামস্য সুবেলপর্বতশিখরাল্লঙ্কাদর্শনম্ ।]

তাং রাত্রিমুষিতাস্তত্র সুবেলে হরিযূথপাঃ ।
লঙ্কায়াং দদৃশুর্বীরা বনান্যুপবনানি চ ॥১

সমসৌম্যানি রম্যাণি বিশালান্যায়তানি চ ।
দৃষ্টিরম্যাণি তে দৃষ্ট্বা বভূবুর্জাতবিস্ময়াঃ ॥২

চম্পকাশোক-বকুল-শাল-তালসমাকুলা ।
তমালবনসঞ্ছন্না নাগমালাসমাবৃতা ॥৩

হিন্তালৈরর্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ ॥৪

শুশুভে পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্দ্রুমৈঃ ।
লঙ্কা বহুবিধৈর্দিব্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥৫

বিচিত্র-কুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ ।
শাদ্বলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিত্রাভির্বনরাজিভিঃ ॥৬

গন্ধাঢ্যান্যতিরম্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ ॥৭

তচ্চৈত্ররথসঙ্কাশং মনোজ্ঞং নন্দনোপমম্ ।
বনং সর্বর্তুকং রম্যং শুশুভে ষট্‌পদাযুতম্ ॥৮

দাত্যুহ-কোযষ্টি-বকৈর্নৃত্যমানৈশ্চ বর্হিণৈঃ ।
রুতং পরভৃতানাঞ্চ শুশ্রুবে বননির্ঝরে ॥৯

নিত্যমত্তবিহঙ্গানি ভ্রমরাচরিতানি চ ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি বিহঙ্গাভিরুতানি চ ॥১০

ভৃঙ্গরাজাধিগীতানি কুররস্বনিতানি চ ।
কোণালকবিঘুষ্টানি সারসাভিরুতানি চ ।
বিবিশুস্তে ততস্তানি বনান্যুপবনানি চ ॥১১

হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।
তেষাং প্রবিশতাং তত্র বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥১২

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[বানরগণের সহিত শ্রীরামের সুবেলপর্বতের শিখর হইতে লঙ্কাপুরী দর্শন]

বীর বানরদলপতিগণ সেইরাত্রি সেখানে বাসকরত সেখান হইতে লঙ্কামধ্যস্থলে সুন্দর, রমণীয়, বিশাল, বিস্তৃত ও দৃষ্টিসুখকর বন উপবনসকল দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল, শাল তাল, তমাল, পনস, নাগকেশর হিন্তাল, অর্জুন, কদম্ব, তিলক, কর্ণিকার ও পলাশপ্রভৃতি বৃক্ষসকল পুষ্পিত ও লতাজালবেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভিত থাকায় লঙ্কানগরী কুসুমিত নন্দনকাননশোভিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল ।১-৫

বিচিত্র কুসুম ও কোমল রক্তপল্লবশোভিত বনরাজি এবং নীলবর্ণ শাদ্বলসকল তাহার অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল। মনুষ্যগণ যেরূপ অলঙ্কার পরিধান করে, সেইরূপ বৃক্ষসকল মনোরম ও সুরভি পুষ্প এবং ফল ধারণ করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ ও নন্দনবন-সদৃশ সকল ঋতুতেই মনোহর ভ্রমরগুঞ্জিত বনরাজি অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই বনের স্থানে স্থানে নির্ঝর, সেই বনমধ্যে ডাকপাখী, টিট্টিভ, বক ও ময়ূরের নৃত্য হইতেছিল এবং কোকিলগণের কূজন শুনা যাইল। ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছিল। কুররপক্ষীর ও সারসগণের শব্দ এবং কোণালকশব্দে বন আলোড়িত হইতেছিল। অনন্তর সেই কামরূপী বীর বানরগণ আনন্দিত মনে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহা-

পুষ্পসংসর্গসুরভির্ববৌ ঘ্রাণসুখোঽনিলঃ।
অন্যে তু হরিবীরাণাং যূথান্নিষ্ক্রম্য যূথপাঃ ॥
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা লঙ্কাং জগ্মুঃ পতাকিনীম্ ॥১৩
বিত্রাসয়ন্তো বিহগান্ গ্লাপয়ন্তো মৃগদ্বিপান্।
কম্পয়ন্তশ্চ তাং লঙ্কাং নাদৈঃ স্বৈর্নদতাং বরাঃ ॥১৪
কুর্বন্তস্তে মহাবেগা মহীং চরণপীড়িতাম্।
রজশ্চ সহসৈবোর্ধ্বং জগাম চরণোত্থিতম্ ॥১৫
ঋক্ষাঃ সিংহাশ্চ মহিষা বারণাশ্চ মৃগাঃ খগাঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তা জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ ॥১৬
শিখরস্তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্।
সমন্তাৎ পুষ্পসঞ্ছন্নং মহারজতসন্নিভম্ ॥১৭
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।
শ্লক্ষ্ণং শ্রীমন্মহচ্চৈব দুষ্প্রাপং শকুনৈরপি ॥১৮
মনসাপি দুরারোহং কিং পুনঃ কর্মণা জনৈঃ।
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা ॥১৯
দশযোজনবিস্তীর্ণা বিংশদ্যোজনমায়তা।
সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ ॥
কাঞ্চনেন চ শালেন রাজতেন চ শোভতে ॥২০
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥২১
যস্যাং স্তম্ভসহস্রেণ প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ।
কৈলাসশিখরাকারো দৃশ্যতে খমিবোল্লিখন্ ॥২২
চৈত্যঃ স রাক্ষসেন্দ্রস্য বভূব পুরভূষণম্।
শতেন রক্ষসাং নিত্যং যঃ সমগ্রেণ রক্ষ্যতে ॥২৩
মনোজ্ঞাং কাঞ্চনবতীং পর্বতৈরুপশোভিতাম্।
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ উদ্যানৈরুপশোভিতাম্ ॥২৪
নানাবিহগসংঘুষ্টাং নানামৃগনিষেবিতাম্।
নানাকুসুমসম্পন্নাং নানারাক্ষসসেবিতাম্ ॥২৫
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থাং লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
রাবণস্য পুরীং রামো দদর্শ সহ বানরৈঃ ॥

তেজস্বী বানরগণের বন-প্রবেশকালে কুসুমসৌরভ-বাহী এবং ঘ্রাণের সুখকর সুসমীরণ (বায়ু) বহিতে লাগিল। অন্যান্য দলপতিগণ সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে প্রধান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতাকাশোভিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল।৬-১৩

তাহাদের লঙ্কাপ্রবেশকালীন ভীষণ গর্জ্জনে পক্ষিগণ বিত্রাসিত, মৃগ ও হস্তিগণ ক্ষুভিত এবং লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবেগশালী সেই বানর-দিগের পদভরে মেদিনী অবনত হইয়া গেল। তাহাদের পদোত্থিত ধূলিরাশি সহসা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। ঋক্ষ, সিংহ, মহিষ, মাতঙ্গ ও বিহঙ্গগণ তাহাদের ভীমগর্জ্জনে ভীত হইয়া দশদিকে আশ্রয়-গ্রহণ করিল। ত্রিকূটপর্ব্বতের অতি উচ্চ গগনস্পর্শী এক শৃঙ্গ শতযোজন বিস্তৃত, দেখিতে অতিসুন্দর, সেই সুশ্রী নির্ম্মল মসৃণশৃঙ্গ এত উচ্চ যে, যেখানে পক্ষিগণও উঠিতে পারে না, অধিক কি লোকের চিত্তও ততদূর উঠিতে সমর্থ হয় না—মনুষ্যের তো কথাই নাই। সেই দুরারোহ বিশাল ত্রিকূটশৃঙ্গে রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরী; যে পুরী বিস্তারে দশযোজন ও ও দৈর্ঘ্যে বিংশতিযোজন! শ্বেতমেঘসদৃশ উচ্চ বহির্দ্বার ও স্বর্ণরৌপ্যময় প্রাচীর দ্বারা যে পুরী অতিশয় শোভিত।১৪-২০

গ্রীষ্মাবসানে আকাশ যেরূপ মেঘসমূহ দ্বারা শোভিত হয়, সেইরূপ প্রাসাদ ও বিমানসকল দ্বারা লঙ্কানগরী নিরতিশয় শোভিত, পুরমধ্যে যে স্তম্ভসহস্রশোভিত কৈলাসশিখরসদৃশ প্রাসাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এবং বহু শত রাক্ষস যাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই চৈত্য-নামক প্রাসাদ যে লঙ্কানগরীর ভূষণস্বরূপ, সেই রমণীয় কানন এবং বিবিধ বিহগনিনাদিত, বিবিধ মৃগ-সেবিত, বিবিধ কুসুমসমাকীর্ণ, বিবিধ রাক্ষস-সেবিত ও অমরাবতীসদৃশ সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া

তাং মহাগৃহসম্বাধাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
নগরীং ত্রিদিবপ্রখ্যাং বিস্ময়ং প্রাপ বীর্য্যবান্ ॥২৬

তাং রত্নপূর্ণাং বহুসংবিধানাং
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতাঞ্চ।
পুরীং মহাযন্ত্রকবাটমুখ্যাং
দদর্শ রামো মহতা বলেন ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে
ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম বিস্মিত হইলেন ।২১-২৬

রাম এইরূপে বহুতর বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক সেই রত্নপূর্ণ, প্রাসাদশ্রেণী-সুশোভিত ও বিশাল যন্ত্র কবাটযুক্ত লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন ।২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবস্য রাবণস্য চ মল্লযুদ্ধম্।]

ততো রামঃ সুবেলাগ্রং যোজনদ্বয়মণ্ডলম্।
উপারোহৎ সসুগ্রীবো হরিযূথৈঃ সমন্বিতঃ ॥১
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং তত্রৈব দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ত্রিকূটশিখরে রম্যে নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥২
দদর্শ লঙ্কাং সুন্যস্তাং রম্যকাননশোভিতাম্।
তস্যা গোপুরশৃঙ্গস্থং রাক্ষসেন্দ্রং দুরাসদম্ ॥৩
শ্বেতচামরপর্যন্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্।
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥৪
নীলজীমূতসঙ্কাশং হেমসঞ্ছাদিতাম্বরম্।
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥৫
শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসসা।
সন্ধ্যাতপেন সঞ্ছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে ॥৬

চত্বারিংশ সর্গ

[সুগ্রীব ও রাবণের মল্লযুদ্ধ।]

অনন্তর রাম সুগ্রীব ও বানরদলপতিগণসমভিব্যাহারে সেই যোজনদ্বয়বিস্তৃত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল সেখানে অবস্থান করত দশদিক্ অবলোকন করিয়া মনোহর ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত, রম্য-কানন- শোভিত ও সুন্যস্ত লঙ্কা নগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ গোপুরের (বহির্দ্বারের) উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। মস্তকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও দুইপার্শ্বে শ্বেত চামর শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে লিপ্ত, রক্ত আভরণে ভূষিত, উত্তরীয় বস্ত্র সুবর্ণরঞ্জিত এবং গাত্র লালবর্ণ—এ কারণে দূর হইতে দেখিলে নীল মেঘ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐরাবত-হস্তীর দন্তাঘাতচিহ্ন ।১-৫

তাহার পরিধেয় বসন শশরক্তের মত রক্তবর্ণ। এই কারণে রাবণ সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রঘুনন্দন ও বানরেন্দ্রগণ এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীব সহসা উত্থিত

পশ্যতাং বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ।
দর্শনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্রীবঃ সহসোত্থিতঃ ॥৭
ক্রোধবেগেন সংযুক্তঃ সত্ত্বেন চ বলেন চ।
অচলাগ্রাদথোত্থায় পুপ্লুবে গোপুরস্থলে ॥৮
স্থিত্বা মুহূর্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
তৃণীকৃত্য চ তদ্ রক্ষঃ সোঽব্রবীৎ পরুষং বচঃ ॥৯
লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস।
ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা ॥১০
ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য পুপ্লুবে তস্য চোপরি।
আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ভুবি ॥১১
সমীক্ষ্য তূর্ণমায়ান্তং বভাষে তং নিশাচরঃ।
সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি ॥১২
ইত্যুক্ত্বোত্থায় তং ক্ষিপ্রং বাহুভ্যামাক্ষিপৎ তলে।
কন্দুবৎ স সমুত্থায় বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ধরিঃ ॥১৩

পরস্পরং স্বেদবিদিগ্ধগাত্রৌ
পরস্পরং শোণিতরক্তদেহৌ।
পরস্পরং শ্লিষ্টনিরুদ্ধচেষ্টৌ
পরস্পরং শাল্মলিকিংশুকাবিব ॥১৪
মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ তলপ্রহারৈ-
ররত্নিঘাতৈশ্চ করাগ্রঘাতৈঃ।
তৌ চক্রতুর্যুদ্ধমসহ্যরূপং
মহাবলৌ রাক্ষস-বানরেন্দ্রৌ ॥১৫
কৃত্বা নিযুদ্ধং ভৃশমুগ্রবেগৌ
কালং চিরং গোপুরবেদিমধ্যে।
উৎক্ষিপ্য চোৎক্ষিপ্য বিনম্য দেহৌ
পাদক্রমাদ্ গোপুরবেদিলগ্নৌ ॥১৬
অন্যোন্যমাপীড্য বিলগ্নদেহৌ
তৌ পেততুঃ শালনিখাতমধ্যে।

হইয়া ক্রোধবেগে উৎসাহ ও বলসহকারে সেই পর্বতাগ্র হইতে লম্ফপ্রদান করত যে স্থানে রাবণ অবস্থান করিতেছিল, সেই গোপুরে উপস্থিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করত রাক্ষস রাবণকে দেখিয়া ও তাহাকে তৃণজ্ঞান করিয়া নির্ভীকচিত্তে বলিতে লাগিল,—রে নিশাচর! আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ তেজঃশালী হইয়াছি, তাহাতে তুই অদ্য কোনরূপেই আমার নিকট মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।৬-১০

বানররাজ এইকথা বলিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া সহসা তাহার মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ করিয়া লইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং স্বয়ংও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার রাবণের দিকে আসিতে লাগিল। নিশাচর রাবণ সুগ্রীবকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া বলিল,—সুগ্রীব! তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, এইবার ভগ্নগ্রীব হইবে। এই কথা বলিয়াই রাবণ সুগ্রীবকে বাহুদ্বয় ধরিয়া কন্দুকের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিল, সুগ্রীবও তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া রাবণের বাহুদ্বয় আক্রমণ করত তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। তাহারা পরস্পর এইরূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে উভয়েরই শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া আক্রমণ করাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া মিলিত শাল্মলি ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ও বানরেন্দ্র সুগ্রীব পরস্পর মুষ্টি, তল, অরত্নি এবং করাগ্র প্রহারের দ্বারা এরূপ সংগ্রাম আরম্ভ করিল যে, তাহা ক্রমে উভয়েরই নিরতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই উগ্রবেগ বীরদ্বয় বহির্দ্বারের বেদিমধ্যে বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করত উভয়ে উভয়ের দেহকে কখন নিম্নাভিমুখ করিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ ও কখন বা পদাঘাত দ্বারা বেদিতলে নিপাতিত করিতে লাগিল।১১-১৬

অনন্তর উভয়েই উভয়কে আক্রমণকরত বিলগ্নদেহ হইয়া প্রাকারপরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। সেখানে ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ

উৎপেততুর্ভূমিতলং স্পৃশন্তৌ
স্থিত্বা মুহূর্তং ত্বভিনিঃশ্বসন্তৌ ॥১৭
আলিঙ্গ্য চালিঙ্গ্য চ বাহুযোক্ত্রৈঃ
সংযোজয়ামাসতুরাহবে তৌ।
সংরম্ভশিক্ষাবলসম্প্রযুক্তৌ
সুচেরতুঃ সম্প্রতি যুদ্ধমার্গৈঃ ॥১৮
শার্দূলসিংহাবিব জাতদংষ্ট্রৌ
গজেন্দ্রপোতাবিব সম্প্রযুক্তৌ।
সংহত্য সংবেষ্ট্য চ তৌ করাভ্যাং
তৌ পেততুর্বৈ যুগপদ্ ধরায়াম্ ॥১৯
উদ্যম্য চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তৌ
সঞ্চক্রমাতে বহু যুদ্ধমার্গে।
ব্যায়ামশিক্ষাবল-সম্প্রযুক্তৌ
ক্লমং ন তৌ জগ্মতুরাশু বীরৌ ॥২০
বাহূত্তমৈর্বারণবারণাভৈ-
র্নিবারয়ন্তৌ পরবারণাভৌ।
চিরেণ কালেন ভৃশং প্রযুদ্ধৌ
সঞ্চেরতুর্মণ্ডলমার্গমাশু ॥২১
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যসূদনে।
মার্জারাবিব ভক্ষ্যার্থেঽবতস্থাতে মুহুর্মুহুঃ ॥২২
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
গোমূত্রকাণি চিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥২৩
তিরশ্চীনগতান্যেব তথা বক্রগতানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্ ॥২৪
অভিদ্রবণমাপ্লাবমলস্থানং সবিগ্রহম্।
পরাবৃত্তমপাবৃত্তমপক্রুতমবপ্লুতম্ ॥২৫
উপন্যস্তমপন্যস্তং যুদ্ধমার্গবিশারদৌ।
তৌ বিচেরতুরন্যোন্যং বানরেন্দ্রশ্চ রাবণঃ ॥২৬
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো মায়াবলমথাত্মনঃ।
আরব্ধুমুপসম্পেদে জ্ঞাত্বা তং বানরাধিপঃ ॥২৭
উৎপপাত তদাকাশং জিতকাশী জিতক্লমঃ।
রাবণঃ স্থিত এবাত্র হরিরাজেন বঞ্চিতঃ ॥২৮

পূর্ব্বক ভূমিতে ভর দিয়া উত্থিত হইল; ক্রোধসহকারে শিক্ষা কৌশল ও বলপ্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধমার্গে বিচরণ-করত উভয়ে উভয়কে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া বাহুরজ্জু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বন্ধন করিতে লাগিল। এইরূপে জাতদন্ত সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় অথবা হস্তিশাবকের ন্যায় উভয়ে উভয়কে দুই হস্তে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করত উভয়েই যুগপৎ ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। সেই বীরদ্বয় উদ্‌যোগ সহকারে পরস্পরকে তিরস্কার করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং ব্যায়াম ও শিক্ষাবলে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহই শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইল না।১৭-২০

মত্তমাতঙ্গসদৃশ সেই বীরদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বিশাল বাহুদণ্ড দ্বারা পরস্পরকে নিবারণ করত মণ্ডলগতিতে (মল্লযুদ্ধের প্রকারবিশেষ) বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের জন্য যেমন মার্জ্জার-(বিড়াল)দ্বয় বিবাদ করে, সেইরূপ তাহারা বিবাদ করত পরস্পরের বধসাধনায় যত্নবান্ হইল। এইরূপে সেই যুদ্ধবিশারদ রাক্ষসেন্দ্র ও বানরেন্দ্র বিচিত্র মণ্ডল*, বিবিধস্থান†, গোমূত্ররেখাসদৃশ কুটিলগতি, বিচিত্রভাবে গমনাগমন, বক্র ও চক্রাকার গতি, লক্ষভ্রংশীকরণ

---

* ভরতমুনি মল্লযুদ্ধে চারিপ্রকার মণ্ডলের কথা বলিয়াছেন,—চারিমণ্ডল, করণমণ্ডল, খণ্ডমণ্ডল ও মহামণ্ডল। একপদ অগ্রে বাড়াইয়া চক্কর দিতে দিতে শত্রুকে আক্রমণ করা—চারিমণ্ডল। দুই পদে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আক্রমণ করা—করণমণ্ডল। অনেক করণমণ্ডলের সংযোগ হইলে—খণ্ডমণ্ডল। আর তিন কিংবা চার খণ্ডলগুলের সংযোগ হইলে- মহামণ্ডল হয়।

† ভরতমুনি মল্লযুদ্ধে ছয়টি স্থানের কথা বলিয়াছেন—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়। পদদ্বয়কে অগ্র পশ্চাতে অদল বদল করিয়া চালনা করিতে করিতে যথাস্থানে তাহার স্থাপনের নামই স্থান। কেহ কেহ বলেন—ব্যাঘ্র-সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সমান দণ্ডায়মান হওয়ার নামই স্থান।

অথ হরিবরনাথঃ প্রাপ্তসংগ্রামকীর্তি-
নিশাচরপতিমাজৌ যোজয়িত্বা শ্রমেণ।
গগনমতিবিশালং লঙ্ঘয়িত্বার্কসূনু-
র্হরিগণবলমধ্যে রামপার্শ্বং জগাম ॥২৯
ইতি স সবিতৃসূনুস্তত্র তৎ কর্ম কৃত্বা
পবনগতিরনীকং প্রাবিশৎ সম্প্রহৃষ্টঃ।
রঘুবরনৃপসূনোর্বর্ধয়ন্ যুদ্ধহর্ষং
তরুমৃগগণমুখ্যৈঃ পূজ্যমানো হরীন্দ্রঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অভিমুখে শীঘ্র ধাবন, ধীরে ধীরে শত্রুর দিকে গমন, যুদ্ধবাসনায় অভিমুখে অবস্থান, পরাঙ্মুখ হইয়া গমন, পার্শ্বে অপসরণ, পরস্পর জানুগ্রহণ করত অবনত-দেহে ধাবন, প্রতিপদে প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে গমন, বক্ষস্থলোপরি দৃঢ়রূপে বাহুস্থাপন, বিপক্ষের বাহুগ্রহণ করিবার জন্য বাহু প্রসারণ ইত্যাদি বিবিধ কৌশল প্রকাশ করত রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।২১-২৬

ইত্যবসরে রাক্ষস রাবণ বানররাজ হইতে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে রাবণবিজয়ী শ্রান্তিশূন্য বানররাজ সুগ্রীব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা আকাশে উৎপতিত হইলে রাবণ বানরপ্রবরকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল।২৭-২৮

অনন্তর সূর্য্য-নন্দন বানররাজ সুগ্রীব সংগ্রামে নিশাচরপতি রাবণকে পরিশ্রান্ত করিয়া স্বয়ং বিজয়রূপকীর্ত্তি লাভ করত অতিবিশাল গগন উল্লঙ্ঘন করিয়া বানরবল মধ্যে রামসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইল।২৯

তদনন্তর সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ঐরূপ যুদ্ধকর্ম করিয়া হৃষ্টচিত্তে বায়ুবেগে বানরসেনা মধ্যে প্রবেশ করত বানরেন্দ্রগণ দ্বারা পূজিত হইয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক রঘু-নন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথমহারাজকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম

যুদ্ধকাণ্ডম্

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচন্দ্রেণ দুঃসাহসাৎ সুগ্রীবস্য নিবৃত্তিঃ, লঙ্কায়াশ্চতুর্ষু দ্বারেষু বানরসৈন্যানাং নিযুক্তিঃ, রাবণসদসি অঙ্গদস্য পরাক্রমপ্রকাশঃ, বানরাণামাক্রমণেন রাক্ষসানাং ভীতিশ্চ]

[শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং যুদ্ধকাণ্ডম্।]

অথ তস্মিন্ নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
সুগ্রীবং সম্পরিষ্বজ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥১
অসম্মন্ত্র্য ময়া সার্ধং তদিদং সাহসং কৃতম্।
এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্বন্তি জনেশ্বরাঃ ॥২
সংশয়ে স্থাপ্য মাঞ্চেদং বলঞ্চেমং বিভীষণম্।
কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয় ॥৩
ইদানীং মাং কৃথা বীর এবংবিধমরিন্দম।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্য্যং সীতয়া মম ॥৪
ভরতেন মহাবাহো লক্ষ্মণেন যবীয়সা।
শত্রুঘ্নেন চ শত্রুঘ্ন স্বশরীরেণ বা পুনঃ ॥৫

ত্বয়ি চানাগতে পূর্বমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
জানতশ্চাপি তে বীর্য্যং মহেন্দ্রবরুণোপম ॥৬
হত্বাহং রাবণং যুদ্ধে সপুত্র-বল-বাহনম্।
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং বিভীষণমথাপি বা ॥৭
ভরতে রাজ্যমারোপ্য ত্যক্ষ্যে দেহং মহাবল।
তমেবং বাদিনং রামং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত ॥৮
তব ভার্য্যাপহর্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্।
মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ ॥৯
ইত্যেবং বাদিনং বীরমভিনন্দ্য চ রাঘবঃ।
লক্ষ্মণং লক্ষ্মিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

[৩রা পৌষ, ১৩৭১, পুষ্করতীর্থ, ভরতপুর কুঞ্জ।]

একচত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীবকে দুঃসাহস হইতে নিবৃত্তি, লঙ্কার চতুর্দ্বারে বানর সৈন্যগণের নিযুক্তি, শ্রীরামদূত অঙ্গদের রাবণের মহলে পরাক্রম প্রকাশ এবং বানরগণের আক্রমণে রাক্ষসদিগের ভয়।]

লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের শরীরে যুদ্ধের ক্ষত চিহ্নসকল দেখিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।১

(প্রিয় সুগ্রীব!) তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যেরূপ সাহসের কার্য্য করিয়াছ, ভূপতিগণ এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করেন না।২

হে সাহসপ্রিয় বীর! তুমি আমাকে, এই বানর-সৈন্যগণকে এবং বিভীষণকেও সংশয়ে স্থাপিত করিয়া দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিয়াছ,—ইহাতে আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে।৩

হে শত্রুদমনকারী বীর! অধুনা তুমি এইরূপ দুঃসাহস করিবে না। যদি তোমার কিছু হয়, তাহা হইলে আমি সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন এবং স্বীয় শরীর লইয়াই বা কি করিব? ৪-৫

মহেন্দ্র ও বরুণের সমান মহাবলবান্! যদিও আমি তোমার বল পরাক্রম জানি, তথাপি যতক্ষণ তুমি আগমন কর নাই, তাহার পূর্বে আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, যুদ্ধে পুত্র, সেনা এবং বাহন সহিত রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কারাজ্যে বিভীষণকে অভিষেক পূর্বক এবং অযোধ্যারাজ্য ভরতকে দান করত আমি এই দেহ ত্যাগ করিব। এইরূপ কথনশীল রামকে সুগ্রীব বলিলেন—হে রাঘব! হে বীর রঘুনাথ! আমি স্বীয় পরাক্রম জানিয়াও আপনার ভার্য্যাপহারীকে দেখিয়া কি প্রকারে ক্ষমা করিতে সমর্থ হই? ৬-৯

পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠাম লক্ষ্মণ ॥১১
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।
নিবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্ ॥১২
বাতা হি পরুষং বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা।
পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে নদন্তি ধরণীধরাঃ ॥১৩
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বরাঃ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তে মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥১৪
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা।
জ্বলচ্চ নিপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥১৫
আদিত্যমভিবাশ্যন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্।
দীনা দীনস্বরাঃ ঘোরা অপ্রশস্তা মৃগ-দ্বিজাঃ ॥১৬
রজন্যামপ্রকাশশ্চ সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্য্যন্তো যথা লোকস্য সংক্ষয়ে ॥১৭
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষঃ সুলোহিতঃ।
আদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে ॥১৮
দৃশ্যন্তে ন যথাবচ্চ নক্ষত্রাণ্যভিবর্তন্তে।
যুগান্তমিব লোকস্য পশ্য লক্ষ্মণ শংসতি ॥১৯
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা গৃধ্রা নীচৈঃ পরিপতন্তি চ।
শিবাশ্চাপ্যশুভা বাচঃ প্রবদন্তি মহাস্বনাঃ ॥২০
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপি-রাক্ষসৈঃ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংস-শোণিতকর্দমা ॥২১
ক্ষিপ্রমদ্য দুরাধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিযাম জবেনৈব সর্বতো হরিভির্বৃতাঃ ॥২২

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ কথনকারী বীর সুগ্রীবকে অভিনন্দন পূর্বক শোভাসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বলিলেন।১০

হে লক্ষ্মণ! শীতল জলপূর্ণ জলাশয় এবং বহু ফল-সম্পন্ন বনের আশ্রয় লও। আমরা এই বিশাল বানর-সেনার বিভাগ করত ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব।১১

এই সময় আমি লোকক্ষয়কর ভয়ানক কুলক্ষণ দেখিতেছি। ইহার দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, বানর এবং রাক্ষসগণের প্রধান প্রধান বীরসকল নিহত হইবে।১২

প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত এবং বসুন্ধরা ও পর্ব্বত-শিখরসকল কম্পিত হইতেছে। দিগ্‌গজ সকল চীৎকার করিতেছে।১৩

মেঘসমূহ মাংসাশী জীবের ন্যায় নির্দয় হইয়া গিয়াছে, তাহারা ভীষণ স্বরে বিকট গর্জ্জন করত রক্তবিন্দু সহ প্রবল জল বর্ষণ করিতেছে।১৪

রক্তচন্দনের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্করী সন্ধ্যা এই জ্বলন্ত অগ্নি-মণ্ডল সূর্য্য হইতে নিপতিত হইতেছে।১৫

ভীষণ অলক্ষণ মৃগ ও পক্ষিগণ দীন হইয়া দীনস্বরে অতিশয় ভয় উৎপাদন করত সূর্য্যাভিমুখে চীৎকার করিতেছে।১৬

যেমন প্রলয়কালে চন্দ্রমার প্রান্তভাগ কৃষ্ণ এবং রক্তবর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ চন্দ্র রজনীতে অপ্রকাশ হইয়া সন্তাপ প্রদান করিতেছেন।১৭

লক্ষ্মণ! সূর্য্যমণ্ডলে ক্ষুদ্র, রূক্ষ, অমঙ্গলকারী ও সুলোহিত পরিবেশ তাহার সহিত নীল চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে।১৮

লক্ষ্মণ! দেখ—এই নক্ষত্রসমূহ যথাবৎ প্রকাশিত হইতেছে না, মলিন দেখা যাইতেছে। এই অশুভ লক্ষণ সংসারে প্রলয়কালের ন্যায় সূচিত হইতেছে।১৯

কাক, শ্যেন (বাজ) এবং গৃধ্র নিম্নে পতিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইতেছে এবং শৃগালসকল অতি উচ্চৈঃস্বরে অমঙ্গলসূচক চীৎকার করিতেছে।২০

ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বানর এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শৈল, শূল ও খড়্গ দ্বারা মাংস-শোণিতকর্দমা পৃথিবী আবৃতা হইয়া যাইবে।২১

রাবণের দ্বারা পালিতা ও শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ এই লঙ্কাপুরী, তথাপি অদ্য আমি সত্বর বানরগণের

ইত্যেবং তু বদন্ বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
তস্মাদবাতরচ্ছীঘ্রং পর্বতাগ্রান্মহাবলঃ ॥২৩
অবতীর্য্য তু ধর্মাত্মা তস্মাচ্ছৈলাৎ স রাঘবঃ।
পরৈঃ পরমদুর্ধর্ষং দদর্শ বলমাত্মনঃ ॥২৪
সন্নহ্য তু সসুগ্রীবঃ কপিরাজবলং মহৎ।
কালজ্ঞো রাঘবঃ কালে সংযুগায়াভ্যচোদয়ৎ ॥২৫
ততঃ কালে মহাবাহুর্বলেন মহতা বৃতঃ।
প্রস্থিতঃ পুরতো ধন্বী লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্ ॥২৬
তং বিভীষণ-সুগ্রীবৌ হনুমান্ জাম্ববান্ নলঃ।
ঋক্ষরাজস্তথা নীলো লক্ষ্মণশ্চান্বয়ুস্তদা ॥২৭
ততঃ পশ্চাৎ সুমহতী পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিমনুযাতি স্ম রাঘবম্ ॥২৮
শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পরবারণাঃ ॥২৯

তৌ ত্বদীর্ঘেণ কালেন ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
রাবণস্য পুরীং লঙ্কামাসেদতুররিন্দমৌ ॥৩০
পতাকামালিনীং রম্যামুদ্যানবনশোভিতাম্।
চিত্রবপ্রাং সুদুষ্প্রাপামুচ্চৈঃ প্রাকারতোরণাম্ ॥৩১
তাং সুরৈরপি দুর্ধর্ষাং রামবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
যথানিদেশং সম্পীড্য ন্যবিশন্ত বনৌকসঃ ॥৩২
লঙ্কায়াস্তূত্তরদ্বারং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
রামঃ সহানুজো ধন্বী জুগোপ চ রুরোধ চ ॥৩৩
লঙ্কামুপনিবিষ্টস্তু রামো দশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥৩৫
উত্তরদ্বারমাসাদ্য যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।
নান্যো রামাদ্ধি তদ্ দ্বারং সমর্থঃ পরিরক্ষিতুম্ ॥৩৫
রাবণাধিষ্ঠিতং ভীমং বরুণেনেব সাগরম্।
সায়ুধৈ রাক্ষসৈর্ভীমৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥৩৬

সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া সবেগে আক্রমণ করিব ।২২

লক্ষ্মণাগ্রজ বীর মহাবল শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সেই পর্ব্বতশিখর হইতে শীঘ্র অবতরণ করিলেন ।২৩

ধর্ম্মাত্মা শ্রীরঘুনন্দন সেই পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্বক শত্রুগণের অতি দুর্দ্ধর্ষ স্বীয় সেনাসমূহ দর্শন করিলেন ।২৪

পুনরায় সুগ্রীবের সহিত সেই বিশাল কপিরাজ-সেনা সুসজ্জিত করিয়া সময়জ্ঞ শ্রীরঘুনাথ শুভকালে যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা করিলেন ।২৫

অনন্তর মহাবাহু বিশাল ধনুর্দ্ধর শ্রীরামচন্দ্র সেই বিপুল সেনাদলের সহিত শুভমুহূর্ত্তে লঙ্কাপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।২৬

তখন বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, নল, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন ।২৭

তাঁহার পশ্চাতে ভল্লুক এবং বানরগণের সেই বিশাল সেনা, মহতী ভূমি আচ্ছাদিত করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ।২৮

শত্রুনিবারণে সমর্থ ও হস্তীর সমান বিশালশরীর বানরসৈন্যসমূহ শত শত শৈলশিখর এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ গ্রহণ করিল ।২৯

সেই শত্রুদমনকারী ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র রাবণের লঙ্কাপুরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ।৩০

সেই পুরী রমণীয় ধ্বজা পতাকা অলঙ্কৃতা, বিচিত্র প্রাচীর-বেষ্টিতা, অনেক উদ্যান ও বনশোভিতা, বিচিত্র ভূমি, অতিশয় দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চ প্রাকার ও তোরণমণ্ডিতা ।৩১

দেবতাগণের অজেয়া সেই লঙ্কার উপর আক্রমণ করিবার জন্য শ্রীরামের আদেশে প্রেরিত হইয়া বানরসমূহ যথাস্থানে অবস্থানপূর্বক পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল ।৩২

পর্ব্বতশিখরের সমান উন্নত লঙ্কার উত্তর দ্বারে অনুজের সহিত বিশাল ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র দ্বার অবরোধ পূর্বক সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৩৩

দশরথতনয় বীর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত রাবণ-

লঘূনাং ত্রাসজননং পাতালমিব দানবৈঃ।
বিন্যস্তানি চ যোধানাং বহূনি বিবিধানি চ ॥৩৭
দদর্শায়ুধজালানি তথৈব কবচানি চ।
পূর্বন্তু দ্বারমাসাদ্য নীলো হরিচমূপতিঃ ॥৩৮
অতিষ্ঠৎ সহ মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ বীর্য্যবান্।
অঙ্গদো দক্ষিণদ্বারং জগ্রাহ সুমহাবলঃ ॥৩৯
ঋষভেণ গবাক্ষেণ গজেন গবয়েন চ।
হনূমান্ পশ্চিমদ্বারং ররক্ষ বলবান্ কপিঃ ॥৪০
প্রমাথি-প্রঘসাভ্যাঞ্চ বীরৈরন্যৈশ্চ সঙ্গতঃ।
মধ্যমে চ স্বয়ং গুল্মে সুগ্রীবঃ সমতিষ্ঠত ॥৪১
সহ সর্বৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈঃ সুপর্ণ-পবনোপমৈঃ।
বানরাণাস্তু ষট্ত্রিংশৎকোট্যঃ প্রখ্যাতযূথপাঃ ॥৪২
নিপীড্যোপনিবিষ্টাশ্চ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।
শাসনেন তু রামস্য লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ ॥৪৩
দ্বারে দ্বারে হরীণান্তু কোটিং কোটীর্ন্যবেশয়ৎ।
পশ্চিমেন তু রামস্য সুষেণঃ সহ জাম্ববান্ ॥৪৪
অদূরান্মধ্যমে গুল্মে তস্থৌ বহুবলানুগঃ।
তে তু বানরশার্দূলাঃ শার্দূলা ইব দংষ্ট্রিণঃ।
গৃহীত্বা দ্রুম-শৈলাগ্রান্ হৃষ্টা যুদ্ধায় তস্থিরে ॥৪৫
সর্বে বিকৃতলাঙ্গূলাঃ সর্বে দংষ্ট্রা-নখায়ুধাঃ।
সর্বে বিকৃতচিত্রাঙ্গাঃ সর্বে চ বিকৃতাননাঃ ॥৪৬
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ ॥৪৭

পালিতা লঙ্কাপুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া যে স্থানে রাবণ অবস্থান করে, সেই উত্তর দ্বারে যাইয়া অবস্থান করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন সেই দ্বার রক্ষা করিতে কেহ সমর্থ হইত না।৩৪-৩৫

যেমন বরুণকর্তৃক ভীষণ সমুদ্র অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ রাবণ অস্ত্রশস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসসকল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত ঐ ভয়ানক দ্বারে অবস্থান করে।৩৬

দানবগণের দ্বারা সুরক্ষিত পাতাল যেমন ভয়দায়ক, সেই উত্তর দ্বারে ভীরু পুরুষগণের মনে তদ্রূপ ভয় উৎপন্ন হইত। শ্রীরামচন্দ্র ঐ দ্বারমধ্যে যোদ্ধাগণের বহু ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং কবচসমূহ দর্শন করিলেন। বানর-সেনাপতি মহাবীর্য্যবান্ নীল মৈন্দ এবং দ্বিবিদের সহিত লঙ্কার পূর্বদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিল। সুমহাবল অঙ্গদ ঋষভ, গবাক্ষ, গজ ও গবয়ের সহিত দক্ষিণ দ্বার অধিকার করিয়া রহিল। প্রমাথি, প্রঘস ও অন্য বানরবীরগণের সহিত বলবান্ কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। উত্তর এবং পশ্চিমের মধ্যভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণে যে রাক্ষসসেনা ছিল, সেইস্থানে গরুড় এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণের সহিত সুগ্রীব অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে স্থানে বানররাজ সুগ্রীব ছিলেন, তথায় ছত্রিশ কোটি বিখ্যাত বানরযূথপতি রাক্ষসগণকে নিপীড়িত করিয়া উপনিবিষ্ট রহিলেন। রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে কোটি কোটি বানর সৈন্য নিবিষ্ট করিলেন। সুষেণ এবং জাম্ববান্ অপরিমিত সেনাগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাতে অদূরে অবস্থানপূর্বক নিকটস্থ মধ্যমব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিল। সেই বানরশার্দূলসকল ব্যাঘ্রগণের ন্যায় দংষ্ট্রাবিশিষ্ট ছিল। তাহারা হর্ষ এবং উৎসাহভরে হস্তসমূহে বৃক্ষ ও পর্ব্বতশিখর লইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছিল।৩৭-৪৫

বানরসকল ক্রোধহেতু অস্বাভাবিকরূপে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতেছিল। সকলে দংষ্ট্রা এবং নখরূপ আয়ুধ বিশিষ্ট, সকলের মুখাদি অঙ্গের উপর ক্রোধরূপ বিকারের বিচিত্র চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল, সকলের মুখ বিকৃত দেখাইতেছিল।৪৬

তন্মধ্যে কোন কোন বানরের দশ হস্তীর বল, উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দশগুণ অধিক বলবান্ এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহস্র হস্তীর সমান বলবান্ ছিল।৪৭

সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছতগুণোত্তরাঃ।
অপ্রমেয়বলাশ্চান্যে তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ ॥৪৮
অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তত্র বানরসৈন্যানাং শলভানামিবোদ্গমঃ ॥৪৯
পরিপূর্ণমিবাকাশং সম্পূর্ণেব চ মেদিনী।
লঙ্কামুপনিবিষ্টৈশ্চ সম্পতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ ॥৫০
শতং শতসহস্রাণাং পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুরন্যে যোদ্ধুং সমন্ততঃ ॥৫১
আবৃতঃ স গিরিঃ সর্বৈস্তৈঃ সমন্তাৎ প্লবঙ্গমৈঃ।
অযুতানাং সহস্রঞ্চ পুরীং তামভ্যবর্ত্তত ॥৫২
বানরৈর্বলবদ্ভিশ্চ বভূব দ্রুমপাণিভিঃ।
সর্বতঃ সংবৃতা লঙ্কা দুষ্প্রবেশাপি বায়ুনা ॥৫৩
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুঃ সহসাভিনিপীড়িতাঃ।
বানরৈর্মেঘসঙ্কাশৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ ॥৫৪
মহাঞ্ছব্দোঽভবৎ তত্র বলৌঘস্যাভিবর্ততঃ।
সাগরস্যেব ভিন্নস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ ॥৫৫
তেন শব্দেন মহতা সপ্রাকারা সতোরণা।
লঙ্কা প্রচলিতা সর্বা সশৈল-বন-কাননা ॥৫৬
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী।
বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৫৭
রাঘবঃ সন্নিবিশ্যৈবং সসৈন্যং রক্ষসাং বধে।
সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ সার্ধং নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ ॥৫৮
আনন্তর্য্যমভিপ্রেপ্সুঃ ক্রমযোগার্থতত্ত্ববিৎ।
বিভীষণস্যানুমতে রাজধর্মমনুস্মরন্ ॥৫৯
অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহূয়েদমব্রবীৎ।
গত্বা সৌম্য দশগ্রীবং ব্রূহি মদ্বচনাৎ কপে ॥৬০
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ত্যক্ত্বা গতব্যথঃ
ভ্রষ্টশ্রীকং গতৈশ্বর্য্যং মুমূর্ষং নষ্টচেতনম্ ॥৬১

তাহাদের মধ্যে কাহারও দশ সহস্র হস্তীর শক্তি, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তদপেক্ষা এক শত গুণ বলবান্ এবং অন্য বহু বানর-যূথপতিগণের মধ্যেও অনেকে অসীম বলশালী ছিল।৪৮

পঙ্গপাল উদ্গমের ন্যায় সেস্থানে বানর-সেনাগণের অদ্ভুত এবং বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল।৪৯

লঙ্কায় লম্ফপ্রদান পূর্বক আগত বানরগণের দ্বারা আকাশ পরিপূরিত হইয়াছিল এবং লঙ্কায় প্রবেশ করত দণ্ডায়মান কপিসমূহের দ্বারা তথাকার সম্পূর্ণ পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল।৫০

ঋক্ষ এবং বানরগণের এক কোটি সেনা চারিটি দ্বারের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং অন্য সৈনিক-সকল সর্বত্র যুদ্ধ করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিল।৫১

সমস্ত বানরগণের দ্বারা চতুর্দিক্ হইতে ত্রিকূট-পর্বত আবৃত হইয়াছিল। সহস্র অযুত (এক কোটি) বানর ঐ লঙ্কাপুরীতে সমস্ত দ্বারের উপর যুদ্ধকারী সেনাগণের সমাচার গ্রহণের জন্য নগরের সমস্ত দিকে পরিভ্রমণ করিতেছিল।৫২

হস্তে বৃক্ষ লইয়া বলবান্ বানরগণের দ্বারা চতুর্দিক্ পরিবেষ্টিত লঙ্কায় পবনেরও প্রবেশ করা কঠিন হইয়া গিয়াছিল।৫৩

মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বানরসৈন্যের দ্বারা সহসা নিপীড়িত হইয়া রাক্ষসসকল বিস্মিত হইয়াছিল।৫৪

যেমন সেতু-বিদীর্ণ অথবা মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী সমুদ্রজলে মহান্ শব্দ হয়, সেই প্রকার তথায় আক্রমণ-কারী বিশাল বানরসেনার মহা কলরব হইয়াছিল।৫৫

সেই মহান্ কোলাহলে প্রাকার ও তোরণসমন্বিতা এবং পর্বত, বন ও কাননশোভিতা সম্পূর্ণা লঙ্কাপুরী প্রকম্পিতা হইয়াছিল।৫৬

শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব কর্তৃক সুরক্ষিত সেই বিপুল বানরবাহিনী সমস্ত সুরসমূহের এবং অসুর গণেরও অতিশয় দুর্ধর্ষা হইয়াছিল।৫৭

এই প্রকার রাক্ষসবৃন্দের বধের জন্য স্বীয় সেনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার পর কর্তব্য নির্ণয়ার্থ শ্রীরঘুনাথ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পুনঃ পুনঃ

ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা।
নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্ঞাঞ্চ রজনীচর ॥৬২
যচ্চ পাপং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস।
নূনং তে বিগতো দর্পঃ স্বয়ম্ভূবরদানজঃ।
তস্য পাপস্য সম্প্রাপ্তা ব্যুষ্টিরদ্য দুরাসদা ॥৬৩
যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্শিতঃ।
দণ্ডং ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ ॥৬৪
পদবীং দেবতানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ রাক্ষস।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং গমিষ্যসি যুধি স্থিরঃ ॥৬৫
বলেন যেন বৈ সীতাং মায়য়া রাক্ষসাধম।
মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হৃতবাংস্তন্নিদর্শয় ॥৬৬
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন চেচ্ছরণমভ্যেষি তামাদায় তু মৈথিলীম্ ॥৬৭
ধর্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং বিভীষণঃ।
লঙ্কৈশ্বর্য্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্ ॥৬৮
নহি রাজ্যমধর্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া
শক্যং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিতাত্মনা ॥৬৯
যুধ্যস্ব মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্য্যমালম্ব্য রাক্ষস।
মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তস্ততঃ পূতো ভবিষ্যসি ॥৭০
যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর।
মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি ॥৭১
ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্ধ্বদেহিকম্।
সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্ ॥৭২

পরামর্শ করিলেন এবং এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া সাম, দানাদি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ হইতে সুলভ অর্থতত্ত্বের জ্ঞাতা শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের অনুমতি লইয়া রাজধর্মের বিচার পূর্বক বালিপুত্র অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে প্রিয়দর্শন কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার আদেশে নির্ভয়ে ব্যথাশূন্য হইয়া লঙ্কাপুরীর প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্বক লক্ষ্মীভ্রষ্ট, ঐশ্বর্য্যবিহীন, মুমূর্ষু ও নষ্টচেতন দশাননকে এই কথা বলিবে।৫৮-৬১

হে নিশাচর রাক্ষসরাজ! তুমি মোহবশে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ এবং রাজগণের নিকট অতীব অপরাধ করিয়াছ। ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হইয়া তোমার অভিমান হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহা নষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে। তোমার সেই পাপের দুঃসহ ফল আজ উপস্থিত হইয়াছে।৬২-৬৩

আমি অপরাধিগণের দণ্ডদাতা। তুমি যে আমার ভার্য্যাপহরণ করিয়াছ, তদ্দ্বারা আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি; এই হেতু তাহার দণ্ডদানের জন্য আমি লঙ্কাদ্বারে অবস্থান করিতেছি।৬৪

রাক্ষস! যদি তুমি যুদ্ধে স্থিরতাপূর্বক অবস্থান কর, তাহা হইলে সমস্ত দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের পদবী লাভ করিবে অর্থাৎ তোমাকে পরলোকবাসী হইতে হইবে।৬৫

রাক্ষসাধম! যে বল আশ্রয় করত তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া সীতাকে মায়ার দ্বারা হরণ করিয়াছ, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদর্শন কর।৬৬

যদি তুমি মিথিলারাজকুমারী সীতাকে লইয়া আমার শরণ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই সংসার অরাক্ষস করিব।৬৭

রাক্ষসপ্রধান! শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও আমার সহিত এখানে আসিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কণ্টক লঙ্কা রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।৬৮

তুমি পাপী, তোমার স্বীয় স্বরূপ জ্ঞান নাই এবং তোমার সহচরগণ মূর্খ। সেইহেতু এইরূপ অধর্ম্ম পূর্বক একক্ষণও রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না।৬৯

রাক্ষস! শৌর্য্য অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক আমার সহিত যুদ্ধ কর। রণক্ষেত্রে আমার বাণের দ্বারা শান্ত (প্রাণশূন্য) হইয়া তুমি পূত (শুদ্ধ ও নিষ্পাপ) হইবে।৭০

হে নিশাচর! আমার দৃষ্টিপথ প্রাপ্তির পর যদি তুমি পক্ষী হইয়া ত্রিভুবনে উড়িতে থাক বা লুক্কায়িত

ইত্যুক্তঃ স তু তারেয়ো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
জগামাকাশমাবিশ্য মূর্তিমানিব হব্যবাট্ ॥৭৩
সোঽতিপত্য মুহূর্তেন শ্রীমান্ রাবণমন্দিরম্।
দদর্শাসীনমব্যগ্রং রাবণং সচিবৈঃ সহ ॥৭৪
ততস্তস্যাবিদূরেণ নিপত্য হরিপুঙ্গবঃ।
দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ ॥৭৫
তদ্ রামবচনং সর্বমন্যূনাধিকমুত্তমম্।
সামাত্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা ॥৭৬
দূতোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বালিপুত্রোঽঙ্গদো নাম যদি তে শোত্রমাগতঃ ॥৭৭
আহ ত্বাং রাঘবো রামঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
নিষ্পত্য প্রতিযুধ্যস্ব নৃশংস পুরুষো ভব ॥৭৮

হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবম্।
নিরুদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো লোকা ভবিষ্যন্তি হতে ত্বয়ি ॥৭৯
দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাঞ্চ কণ্টকম্ ॥৮০
বিভীষণস্য চৈশ্বর্য্যং ভবিষ্যতি হতে ত্বয়ি।
ন চেৎ সংকৃত্য বৈদেহীং প্রণিপত্য প্রদাস্যসি ॥৮১
ইত্যেবং পরুষং বাক্যং ব্রুবাণে হরিপুঙ্গবে।
অমর্ষবশমাপন্নো নিশাচরগণেশ্বরঃ ॥৮২
ততঃ স রোষমাপন্নঃ শশাস সচিবাংস্তদা।
গৃহ্যতামিতি দুর্মেধা বধ্যতামিতি চাসকৃৎ ॥৮৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীপ্তাগ্নিমিব তেজসা।
জগৃহুস্তং ততো ঘোরাশ্চত্বারো রজনীচরাঃ ॥৮৪

হও, তাহা হইলেও জীবিত হইয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না।৭১

অধুনা আমি তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি। তুমি স্বীয় শ্রাদ্ধ কর, পরলোকের সুখাদায়ক দানপুণ্য করিয়া লও এবং লঙ্কাকে ভাল করিয়া দেখ, কেননা তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে।৭২

অনায়াসে মহান্ কর্ম্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া তারাকুমার শ্রীমান্ অঙ্গদ মূর্ত্তিমান্ অনলের ন্যায় আকাশ পথে গমন করিল।৭৩

শ্রীমান্ অঙ্গদ এক মুহূর্ত্তেই প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাবণ ভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় মন্ত্রিগণের সহিত শান্তভাবে উপবিষ্ট রাবণকে দেখিল।৭৪

বানর-প্রধান কনকাঙ্গদধারী প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় অঙ্গদ রাবণের নিকট নিপতিত হইল।৭৫

অঙ্গদ প্রথমে আপনার পরিচয় দান করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে রামচন্দ্রের কথিত উত্তম বাক্য ন্যূনাধিক না করিয়া সমস্ত শুনাইয়াছিল।৭৬

সে বলিল—আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের দূত এবং বালির পুত্র অঙ্গদ। সম্ভবতঃ আমার নাম তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে।৭৭

জননী কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রঘুকুলমণি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে এই কথা বলিয়াছেন,—নৃশংস রাবণ! গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, প্রকৃত পুরুষ হও।৭৮

আমি মন্ত্রি, পুত্র এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমাকে বধ করিব। তুমি নিহত হইলে ত্রিভুবনের লোকসকল নিরুদ্বিগ্ন হইবে। ৭৯

তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসগণের শত্রু, ঋষিগণের তো কণ্টকস্বরূপ। আজ আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।৮০

সেইহেতু যদি তুমি আমার চরণে পতিত হইয়া সাদরে সীতাকে প্রত্যর্পণ না কর, তাহা হইলে আমার হাতে নিহত এবং বিভীষণ লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে।৮১

কপিশিরমণি অঙ্গদ এইরূপ কর্কশ বচন বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইল।৮২

রোষান্বিত রাবণ স্বীয় সচিবসমূহকে বারংবার বলিল—"এই দুর্বুদ্ধি বানরকে ধর এবং বধ কর" ।৮৩

রাবণের এই কথা শুনিয়া চারিজন ভয়ানক নিশাচর

গ্রাহয়ামাস তারেয়ঃ স্বয়মাত্মানমাত্মবান্ ।
বলং দর্শয়িতুং বীরো যাতুধানগণে তদা ॥৮৫

স তান্ বাহুদ্বয়াসক্তানাদায় পতগানিব ।
প্রাসাদং শৈলসঙ্কাশমুৎপপাতাঙ্গদস্তদা ॥৮৬

তস্যোৎপতনবেগেন নির্ধূতাস্তত্র রাক্ষসাঃ ।
ভূমৌ নিপাতিতাঃ সর্বে রাক্ষসেন্দ্রস্য পশ্যতঃ ॥৮৭

ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ।
চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৮৮

পফাল চ তদাক্রান্তং দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ।
পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেব বিদারিতম্ ॥৮৯

ভঙ্‌ক্ত্বা প্রাসাদশিখরং নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ।
বিনদ্য সুমহানাদমুৎপপাত বিহায়সা ॥৯০

ব্যথয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ংশ্চাপি বানরান্ ।
স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ ॥৯১

রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ ।
বিনাশঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোঽভবৎ ॥৯২

রামস্তু বহুভির্হৃষ্টৈর্বিনদদ্ভিঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।
বৃতো রিপুবধাকাঙ্ক্ষী যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্ত্তত ॥৯৩

সুষেণস্তু মহাবীর্যো গিরিকূটোপমো হরিঃ ।
বহুভিঃ সংবৃতস্তত্র বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ॥৯৪

স তু দ্বারাণি সংযম্য সুগ্রীববচনাৎ কপিঃ ।
পর্যক্রামত দুর্ধর্ষো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥৯৫

তেষামক্ষৌহিণীশতং সমবেক্ষ্য বনৌকসাম্ ।
লঙ্কামুপনিবিষ্টানাং সাগরঞ্চাভিবর্ত্ততাম্ ॥৯৬

রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুস্ত্রাসং জগ্মুস্তথাপরে ।
অপরে সমরে হর্ষাদ্ধর্ষমেবোপপেদিরে ॥৯৭

কৃৎস্নং হি কপিভির্ব্যাপ্তং প্রাকারপরিখান্তরম্ ।

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অঙ্গদকে ধারণ করিল ।৮৪

আত্মবলে বলীয়ান্ তারা-তনয় অঙ্গদ তৎকালে রাক্ষসগণকে স্বীয় বল দেখাইবার জন্য নিজেই ধরা দিল ।৮৫

অঙ্গদ আপনার দুই হস্তধারণকারী সেই চারিজন রাক্ষসকে লইয়া পক্ষিগণের ন্যায় উচ্চ প্রাসাদে উল্লম্ফন করিল ।৮৬

অনন্তর তাহার উল্লম্ফন-বেগে বিকম্পিত হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস দর্শনকারী রাবণের সম্মুখে ভূমিতে পতিত হইল ।৮৭

অনন্তর প্রতাপশালী বালিতনয় অঙ্গদ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত প্রাসাদশিখরে পাদাস্ফালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল ।৮৮

যেমন পূর্ব্বকালে বজ্রের আঘাতে হিমালয়-শিখর বিদীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ অঙ্গদের চরণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঐ প্রাসাদশিখর রাবণের সম্মুখেই খণ্ডিত হইয়া গেল ।৮৯

এই প্রকার প্রাসাদ শিখর ভঙ্গ করিয়া অঙ্গদ আপনার নাম শুনাইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত আকাশপথে উৎপতিত হইল ।৯০

রাক্ষসগণকে ব্যথাদান এবং সমুদয় বানরকে হর্ষিত করিয়া অঙ্গদ বানরসেনার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ।৯১

স্বীয় প্রাসাদ ধর্ষণহেতু রাবণ অত্যন্ত রুষ্ট হইল। পরন্তু নিজের বিনাশকাল সমাগত দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।৯২

এদিকে রিপুবধাকাঙ্ক্ষী শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিতচিত্তে গর্জ্জনকারী বহু সংখ্যক বানরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।৯৩

পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বিশাল শরীর মহাবীর্য্য দুর্জ্জয় বানরবীর সুষেণ ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী অগণিত বানরের সহিত লঙ্কার সমস্ত দ্বার সংযম করত

দদৃশু রাক্ষসা দীনাঃ প্রাকারং বানরীকৃতম্ ॥
হাহাকারমকুর্বন্ত রাক্ষসা ভয়মাগতাঃ ॥৯৮

তস্মিন্ মহাভীষণকে প্রবৃত্তে
কোলাহলে রাক্ষসরাজযোধাঃ।
প্রগৃহ্য রক্ষাংসি মহায়ুধানি
যুগান্তবাতা ইব সংবিচেরুঃ ॥৯৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে যেমন চন্দ্রমা ক্রমশঃ সমস্ত নক্ষত্রগণের উপর গমন করে, তদ্রূপ সর্বত্র (সমস্ত দ্বারে) বিচরণ করিতে লাগিল ।৯৪-৯৫

লঙ্কাতে উপনিবিষ্ট ও সাগরপর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই বানরবৃন্দের শত অক্ষৌহিণী সেনাসমূহকে দেখিয়া রাক্ষসগণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। অপর বহু নিশাচর ভীত এবং অন্য কতকগুলি রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে হর্ষ এবং উৎসাহে ভরিত হইল ।৯৬-৯৭

তৎকালে লঙ্কার প্রাকারপরিখাসমূহ বানরগণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দীন রাক্ষসগণ বানরাকার প্রাকার অবলোকন করত অত্যন্ত ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল ।৯৮

সেই মহাভয়ঙ্কর কোলাহল আরম্ভ হইলে রাক্ষসরাজ রাবণের যোদ্ধা নিশাচরবৃন্দ অতিশয় শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল হস্তে গ্রহণ করত প্রলয়কালের প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ।৯৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[লঙ্কোপরি বানরাণামাক্রমণম্, রাক্ষসৈঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।]

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র গত্বা রাবণমন্দিরম্।
ন্যবেদয়ন্ পুরীং রুদ্ধাং রামেণ সহ বানরৈঃ ॥১
রুদ্ধাস্তু নগরীং শ্রুত্বা জাতক্রোধো নিশাচরঃ।
বিধানং দ্বিগুণং কৃত্বা প্রাসাদঞ্চাপ্যারোহত ॥২
স দদর্শ বৃতাং লঙ্কাং সশৈল-বন-কাননাম্।
অসংখ্যেয়ৈর্হরিগণৈঃ সর্বতো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৩
স দৃষ্ট্বা বানরৈঃ সর্বৈর্বসুধাং কপিলীকৃতাম্।
কথং ক্ষপয়িতব্যাঃ স্যুরিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৪
স চিন্তয়িত্বা সুচিরং ধৈর্য্যমালম্ব্য রাবণঃ।
রাঘবং হরিযূথাংশ্চ দদর্শায়তলোচনঃ ॥৫
রাঘবঃ সহ সৈন্যেন মুদিতো নাম পুপ্লুবে।
লঙ্কাং দদর্শ গুপ্তাং বৈ সর্বতো রাক্ষসৈর্বৃতাম্ ॥৬
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা ॥৭
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী মৎকৃতে জনকাত্মজা।
পীড্যতে শোকসন্তপ্তা কৃশা স্থণ্ডিলশায়িনী ॥৮
নিপীড্যমানাং ধর্মাত্মা বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্ রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে ॥৯
এবমুক্তে তু বচসি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
সঙ্ঘর্ষমাণাঃ প্লবগাঃ সিংহনাদৈরনাদয়ন্ ॥১০

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[লঙ্কার উপর বানরগণের আক্রমণ ও রাক্ষসগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ।]

অনন্তর সেই রাক্ষসসকল রাবণের ভবনে যাইয়া 'রাম বানরগণের সহিত লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছে' এই কথা নিবেদন করিল।১

লঙ্কানগরী অবরুদ্ধ শুনিয়া নিশাচর রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং নগর রক্ষার দ্বিগুণ বিধান করত প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিল।২

তথা হইতে রাবণ দেখিল—পর্ব্বত, বন এবং কানন সহিত সমস্ত লঙ্কা সর্ব্বতোভাবে অসংখ্য যুদ্ধাভিলাষী বানরবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।৩

রাবণ এই প্রকার সমস্ত বানরগণের দ্বারা আচ্ছাদিত বসুধা কপিলবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কি প্রকারে এই সকল বানরের বিনাশ করিবে—এই চিন্তায় মগ্ন হইল।৪

বহুক্ষণ চিন্তা করত পরে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বিশাল-নয়ন রাবণ রামচন্দ্র এবং বানর সেনাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।৫

এদিকে শ্রীরঘুনাথ স্বীয় সৈন্যসহ আনন্দ সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি লঙ্কাকে সর্ব্বতোভাবে রাক্ষসগণের দ্বারা আবৃতা ও সুরক্ষিতা দর্শন করিলেন।৬

বিচিত্র ধ্বজা-পতাকা অলঙ্কৃতা লঙ্কাপুরী দেখিয়া দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র ব্যথিতচিত্তে মনে মনে সীতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।৭

হায়! এখানে সেই মৃগশাবকনয়না, শোকসন্তপ্তা, কৃশা জনক-নন্দিনী ভূতলশায়িনী সীতা আমার জন্য অর্থাৎ আমার মহাক্লেশ হইতেছে এই ভাবিয়া পীড়িতা হইতেছেন।৮

এই প্রকার রাক্ষসীগণের দ্বারা নিপীড়িতা বিদেহ-তনয়া সীতাকে চিন্তা করত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বানরগণকে শত্রুভূত রাক্ষসগণকে বধ করিবার আদেশ দিলেন।৯

শিখরৈর্বিকিরামৈতাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিযূথপাঃ ॥১১
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি মহান্তি শিখরাণি চ।
তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধাংস্তিষ্ঠন্তি হরিযূথপাঃ ॥১২
প্রেক্ষতো রাক্ষসেন্দ্রস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা ॥১৩
তে তাম্রবক্ত্রা হেমাভা রামার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
লঙ্কামেবাভ্যবর্তন্ত সাল-ভূধরযোধিনঃ ॥১৪
তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রাকারাগ্রাণ্যসংখ্যানি মমন্থুস্তোরণানি চ ॥১৫
পরিখান্ পূরয়ন্তশ্চ প্রসন্নসলিলাশয়ান্।
পাংশুভিঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাঃ ॥১৬
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ।
কোটিযূথশতাশ্চান্যে লঙ্কামারুরুহুস্তদা ॥১৭

অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্র এইরূপ আজ্ঞাদান করিবামাত্র অগ্রগমনের জন্য পরস্পর সঙ্ঘর্ষকারী বানরসকল সিংহনাদের দ্বারা ধরণী এবং আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল।১০

সেই সমস্ত বানরযূথপতিগণ নিজ নিজ মনে এই নিশ্চয় করিয়া দণ্ডায়মান রহিল—আমরা পর্ব্বতশিখর বর্ষণ করত লঙ্কার প্রাসাদসকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিব অথবা মুষ্ট্যাঘাতে সব চূর্ণ করিব।১১

সেই বানরসেনাপতিগণ গিরিশৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতশিখর উদ্যত করিয়া এবং নানাপ্রকার বৃক্ষসকল উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহার করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিল।১২

রাক্ষসরাজ রাবণের সম্মুখে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া সেই বানরসৈন্যের দল শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় তখন লঙ্কাপ্রাসাদে আরোহণ করিল।১৩

তাম্রবদন, সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্, শালবৃক্ষ ও শৈলশিখর দ্বারা যুদ্ধকারী এবং শ্রীরঘুনাথের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত বানরবৃন্দ লঙ্কা আক্রমণ করিল।১৪

সেই সব বানর বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর এবং মুষ্ট্যাঘাতে অসংখ্য প্রাকারাগ্রভাগ ও তোরণসকল চূর্ণ করিতে লাগিল।১৫

কাঞ্চনানি প্রমর্দন্তস্তোরণানি প্লবঙ্গমাঃ।
কৈলাসশিখরাগ্রাণি গোপুরাণি প্রমথ্য চ ॥১৮
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কাং তামভিধাবন্তি মহাবারণসন্নিভাঃ ॥১৯
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥২০
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যধাবন্ত লঙ্কায়াঃ প্রাকারং কামরূপিণঃ ॥২১
বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ নলশ্চ পনসস্তথা।
নিপীড্যোপনিবিষ্টাস্তে প্রাকারং হরিযূথপাঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্ ॥২২
পূর্বদ্বারন্তু কুমুদঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ হরিভির্জিতকাশিভিঃ ॥২৩

সেই বানরবৃন্দ স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ পরিখার জলাশয়সকল ভস্ম, ধূলা, পর্ব্বতশিখর, তৃণ ও কাষ্ঠের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিল।১৬

অনন্তর সহস্রযূথ, কোটিযূথ এবং শতকোটি যূথ সঙ্গে লইয়া অনেক যূথপতি তৎকালে লঙ্কা-দুর্গের উপর উত্থিত হইল।১৭

বৃহৎ বৃহৎ গজরাজসদৃশ বিশালদেহ বানর সুবর্ণনির্ম্মিত তোরণসকল মর্দন করিতে লাগিল। কৈলাসশিখরসদৃশ সুউচ্চ গোপুরসকল প্রমথিত করিল। এদিকে ওদিকে লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে প্রাকারের দিকে উল্লম্ফন ও গর্জ্জন করত লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইল।১৮-১৯

'শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক' 'মহাবলবান্ লক্ষ্মণের জয় হউক' এবং 'রঘুনাথের দ্বারা সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবেরও জয় হউক' এইরূপ ঘোষণা ও গর্জ্জন করিতে করিতে অতিশয় বলবান্ কামরূপী বানরদল লঙ্কার প্রাকার অভিমুখে ধাবিত হইল।২০-২১

এই সময় বীরবাহু, সুবাহু, নল এবং পনসাদি বানরযূথপতিগণ লঙ্কার প্রাকার নিপীড়িত করিয়া উপবিষ্ট

সহায়ার্থে তু তস্যৈব নিবিষ্টঃ প্রঘসো হরিঃ।
পনসশ্চ মহাবাহুর্বানরৈরভিসংবৃতঃ ॥২৪
দক্ষিণদ্বারমাসাদ্য বীরঃ শতবলিঃ কপিঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ বিংশত্যা কোটিভির্বৃতঃ ॥২৫
সুষেণঃ পশ্চিমদ্বারং গত্বা তারাপিতা বলী।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ কোটিকোটিভিরাবৃতঃ ॥২৬
উত্তরদ্বারমাগম্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ ॥২৭
গোলাঙ্গুলো মহাকায়ো গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্য্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ ॥২৮
ঋক্ষাণাং ভীমকোপানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্য্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ ॥২৯
সন্নদ্ধস্তু মহাবীর্য্যো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
বৃতো যত্তৈস্তু সচিবৈস্তস্থৌ যত্র মহাবলঃ ॥৩০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো ররক্ষুর্হরিবাহিনীম্ ॥৩১
ততঃ কোপপরীতাত্মা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
নির্যাণং সর্বসৈন্যানাং দ্রুতমাজ্ঞাপয়ৎ তদা ॥৩২
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং রাবণস্য মুখেরিতম্।
সহসা ভীমনির্ঘোষমুদ্ঘুষ্টং রজনীচরৈঃ ॥৩৩
ততঃ প্রবোধিতা ভের্য্যশ্চন্দ্রপাণ্ডুরপুষ্করাঃ।
হেমকোণৈরভিহিতা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ ॥৩৪
বিনেদুশ্চ মহাঘোষাঃ শঙ্খাঃ শতসহস্রশঃ।
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং মুখমারুতপূরিতাঃ ॥৩৫
তে বভুঃ শুভনীলাঙ্গাঃ সশঙ্খা রজনীচরাঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলসন্নদ্ধাঃ সবলাকা ইবাম্বুদাঃ ॥৩৬
নিষ্পতন্তি ততঃ সৈন্যা হৃষ্টা রাবণচোদিতাঃ।
সময়ে পূর্য্যমাণস্য বেগা ইব মহোদধেঃ ॥৩৭

হইল। এই অবসরে তথায় ব্যূহাকারে সেনা-সন্নিবেশ করিল।২২

বলবান্ কুমুদ বিজয়শ্রী-সুশোভিত দশকোটি বানরবৃন্দ সহ (ঈশান কোণে থাকিয়া) লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার আবৃত করিয়া অবস্থিত হইল।২৩

তাহার সাহায্যের জন্য অপর বানরসৈন্যসমূহ মহাবাহু পনস এবং প্রঘস আসিয়া উপস্থিত হইল।২৪

বীর শতবলি দক্ষিণদ্বারে আসিয়া বিংশতিকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।২৫

তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরদল সহ পশ্চিমদ্বার সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।২৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত মহাপরাক্রমশালী রামচন্দ্র ও বানররাজ সুগ্রীব উত্তরদ্বার সমাবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। (সুগ্রীব পূর্ব্ব বর্ণনা অনুসারে বায়ুকোণে অবস্থিত থাকিয়া উত্তর দ্বারস্থিত রামচন্দ্রের সহায়তা করিতেছিল)।২৭

মহাকায় মহাবলবান্ ভীষণদর্শন গোলাঙ্গুল বানর গবাক্ষ এককোটি বানরদলসহ শ্রীরামচন্দ্রের একপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল।২৮

তদ্রূপ রিপুনাশন মহাবীর (ঋক্ষরাজ) ধূম্র এককোটি ভীষণ ক্রোধী ভল্লুকগণকে লইয়া রামের অপরপার্শ্বে অবস্থিত হইল।২৯

কবচাদিদ্বারা সুসজ্জিত মহাবীর্য্য বিভীষণ গদাধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সাবধান মন্ত্রিসঙ্ঘ সহ যেখানে মহাবলবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল।৩০

গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করত বানরসেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিল।৩১

এই সময় অতিশয় ক্রোধান্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় সমস্ত সেনাগণকে দ্রুত বাহির হইবার জন্য আজ্ঞা দিল।৩২

রাবণের মুখ-নির্গত বহির্গমন আদেশ শুনিবামাত্র রাক্ষসসমূহ সহসা অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল।৩৩

অনন্তর রাক্ষসগণের চন্দ্র-সদৃশ উজ্জ্বল মুখভাগবিশিষ্ট

ততো বানরসৈন্যেন মুক্তো নাদঃ সমন্ততঃ।
মলয়ঃ পূরিতো যেন সসানু-প্রস্থ-কন্দরঃ ॥৩৮
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ সিংহনাদস্তরস্বিনাম্।
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ সাগরঞ্চাভ্যনাদয়ৎ ॥৩৯
গজানাং বৃংহিতৈঃ সার্দ্ধং হয়ানাং হ্রেষিতৈরপি।
রথানাং নেমিনির্ঘোষৈ রক্ষসাং বদনস্বনৈঃ ॥৪০
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যথা দেবাসুরে পুরা ॥৪১
তে গদাভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ শক্তি-শূল-পরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্বানরান্ সর্বান্ কথয়ন্তঃ স্ববিক্রমান্ ॥৪২
তথা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দন্তৈশ্চ বেগিনঃ ॥৪৩
রাজা জয়তি সুগ্রীব ইতি শব্দো মহানভূৎ।
রাজঞ্জয়জয়েত্যুক্ত্বা স্বস্বনামকথাং ততঃ ॥৪৪
রাক্ষসাস্ত্বপরে ভীমাঃ প্রাকারস্থা মহীং গতান্।
বানরান্ ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চৈব ব্যদারয়ন্ ॥৪৫
বানরাশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ প্রাকারস্থান্ মহীং গতাঃ।
রাক্ষসান্ পাতয়ামাসুঃ খমাপ্লুত্য স্ববাহুভিঃ ॥৪৬
স সম্প্রহারস্তুমুলো মাংসশোণিতকর্দমঃ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

ও স্বর্ণদণ্ড দ্বারা অভিহত ভেরীসকল এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল।৩৪

সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসমূহের মুখবায়ুর দ্বারা পূরিত হইয়া গম্ভীর নিনাদকারী লক্ষ শঙ্খ বাজিতে লাগিল।৩৫

আভরণপ্রভায় সুশোভিত নীলবর্ণশরীর নিশাচরগণ শঙ্খ বাজাইবার সময় বিদ্যুৎকান্তিতে উদ্ভাসিত বক-পঙ্‌ক্তিযুক্ত নীল মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল।৩৬

যেমন প্রলয়কালে মহামেঘের জলে সমুদ্রের বেগ বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ রাবণের প্রেরিত সৈন্যগণ অতি হর্ষের সহিত যুদ্ধের জন্য নির্গত হইতে লাগিল।৩৭

অনন্তর বানরসৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল, তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ শিখর এবং কন্দর সহিত মলয়পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল।৩৮

এইরূপ হস্তিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষা রথসমূহের নেমি-নির্ঘোষ এবং রাক্ষসবৃন্দের মুখ-নিঃসৃত শব্দের সহিত শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দ এবং বেগবান্ বানরগণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমুদ্র নিনাদিত হইয়া উঠিল।৩৯-৪০

এই অবসরে পুরাকালের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রাক্ষস এবং বানরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই রাক্ষসগণ সমুজ্জ্বল গদা, শক্তি, শূল এবং পরশুসমূহের দ্বারা বানরদলকে সংহার এবং স্বীয় পরাক্রম ঘোষণা করিতে লাগিল।৪১-৪২

সেইরূপ মহাবীর্য্যবান্ বিশালশরীর বানরবৃন্দও রাক্ষসগণকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর, নখ ও দন্তের দ্বারা বিনষ্ট করিতে লাগিল।৪৩

বানরসেনার মধ্যে 'কপিরাজ সুগ্রীবের জয় হউক' এই মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। এদিকে রাক্ষসগণও 'মহারাজ রাবণের জয় হউক' এইরূপ বলিয়া স্ব স্ব নাম উল্লেখ করিতে লাগিল।৪৪

প্রাকারস্থিত অপর অনেক ভয়ঙ্কর রাক্ষস ভূতলস্থ বানরগণকে ভিন্দিপাল (ক্ষেপণীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র) এবং শূলের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিল।৪৫

অনন্তর মহীস্থিত বানরগণও অতিশয় রুষ্ট হইয়া আকাশে উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্রাকারস্থিত রাক্ষসগণকে স্ব স্ব বাহুদ্বারা ধারণ করত নিম্নে পাতিত করিতে লাগিল।৪৬

এইরূপ রাক্ষস এবং বানরগণের অদ্ভুতের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হইয়া গিয়াছিল।৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরৈ রাক্ষসানাং পরাজয়ঃ।]

যুধ্যতাং তু ততস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রক্ষসাং সম্বভূবাথ বলরোষঃ সুদারুণঃ ॥১
তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্গজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ।
রথৈশ্চাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কবচৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥২
নির্যযূ রাক্ষসা বীরা নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসা ভীমকর্মাণো রাবণস্য জয়ৈষিণঃ ॥৩
বানরাণামপি চমূর্বৃহতী জয়মিচ্ছতাম্।
অভ্যধাবত তাং সেনাং রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্ ॥৪
এতস্মিন্নন্তরে তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্তত ॥৫
অঙ্গদেনেন্দ্রজিৎ সার্ধং বালিপুত্রেণ রাক্ষসঃ।
অযুধ্যত মহাতেজাস্ত্র্যম্বকেণ যথান্ধকঃ ॥৬
প্রজঙ্ঘেন চ সম্পাতির্নিত্যং দুর্ধর্ষণো রণে।
জম্বুমালিনমারব্ধো হনুমানপি বানরঃ ॥৭
সঙ্গতস্তু মহাক্রোধো রাক্ষসো রাবণানুজঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন শত্রুঘ্নেন বিভীষণঃ ॥৮
তপনেন গজঃ সার্ধং রাক্ষসেন মহাবলঃ।
নিকুম্ভেন মহাতেজাঃ নীলোঽপি সমযুধ্যত ॥৯
বানরেন্দ্রস্তু সুগ্রীবঃ প্রঘসেন সুসঙ্গতঃ।
সঙ্গতঃ সমরে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষেণ লক্ষ্মণঃ ॥১০
অগ্নিকেতুঃ সুদুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামেণ সহ সঙ্গতাঃ ॥১১
বজ্রমুষ্টিশ্চ মৈন্দেন দ্বিবিদেনাশনিপ্রভঃ।
রাক্ষসাভ্যাং সুঘোরাভ্যাং কপিমুখ্যৌ সমাগতৌ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরগণের দ্বারা রাক্ষসগণের পরাজয়।]

তদনন্তর পরস্পর যুদ্ধকারী মহাকায় বানরগণ এবং রাক্ষসগণের এক অপর সেনাগণকে দেখিয়া অতি ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছিল।১

স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত, অশ্ব, হস্তিযূথ, অগ্নিশিখা-সদৃশ দেদীপ্যমান রথসমূহ এবং তপনতুল্য তেজস্বী মনোরম কবচযুক্ত রাবণের বীর রাক্ষসবৃন্দ দশদিক গর্জ্জনের দ্বারা নিনাদিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই সমস্ত নিশাচরগণ রাবণের বিজয় প্রার্থনা করিতেছিল।২-৩

শ্রীরামচন্দ্রের জয়েচ্ছু বিপুল বানরসৈন্য সেই ভীম-কর্ম্মকারী রাক্ষসসেনার প্রতি ধাবিত হইল।৪

এই সময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত রাক্ষস এবং বানরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।৫

যেমন ত্রিনয়ন মহেশ্বরের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ বালিপুত্র অঙ্গদের সহিত মহাতেজস্বী-দশাননন্দন রাক্ষস ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৬

প্রজঙ্ঘনামক রাক্ষসের সহিত সদা যুদ্ধদুর্জ্জয় সম্পাতি এবং জম্বুমালির সহিত বীর হনুমানের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৭

ভীষণ ক্রোধী রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড বেগবান্ শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৮

মহাবলবান্ গজ তপননামক রাক্ষসের সহিত ও মহাতেজস্বী নিকুম্ভের সহিত নীল যুদ্ধ করিতে লাগিল।৯

বানরপতি সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সমরাঙ্গণে বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১০

দুর্জ্জয় রাক্ষস বীর অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।১১

বীরঃ প্রতপনো ঘোরো রাক্ষসো রণদুর্দ্ধরঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন নলেন সমযুধ্যত ॥১৩
ধর্ম্মস্য পুত্রো বলবান্ সুষেণ ইতি বিশ্রুতঃ।
স বিদ্যুন্মালিনা সার্দ্ধমযুধ্যত মহাকপিঃ ॥১৪
বানরাশ্চাপরে ঘোরা রাক্ষসৈরপরৈঃ সহ।
দ্বন্দ্বং সমীয়ুঃ সহসা যুদ্ধা চ বহুভিঃ সহ ॥১৫
তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥১৬
হরি-রাক্ষসদেহেভ্যঃ প্রভূতাঃ কেশশাদ্বলাঃ।
শরীরসঙ্ঘাটবহাঃ প্রসুস্রুঃ শোণিতাপগাঃ ॥১৭
আজঘানেন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেব শতক্রতুঃ।
অঙ্গদং গদয়া বীরং শত্রুসৈন্যবিদারণম্ ॥১৮
তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্।
জঘান গদয়া শ্রীমানঙ্গদো বেগবান্ হরিঃ ॥১৯
সম্পাতিস্তু প্রজঙ্ঘেন ত্রিভির্বাণৈঃ সমাহতঃ।
নিজঘানাশ্বকর্ণেন প্রজঙ্ঘং রণমূর্দ্ধনি ॥২০
জম্বুমালী রথস্থস্তু রথশক্ত্যা মহাবলঃ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো হনূমন্তং স্তনান্তরে ॥২১
তস্য তং রথমাস্থায় হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
প্রমমাথ তলেনাশু সহ তেনৈব রক্ষসা ॥২২
নদন্ প্রতপনো ঘোরো নলং সোঽভ্যনুধাবত।
নলঃ প্রতপনস্যাশু পাতয়ামাস চক্ষুষী ॥২৩
ভিন্নগাত্রঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষিপ্রহস্তেন রক্ষসা।
গ্রসন্তমিব সৈন্যানি প্রঘসং বানরাধিপঃ ॥২৪
সুগ্রীবঃ সপ্তপর্ণেন নিজঘান জবেন চ।
প্রপীড্য শরবর্ষেণ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্ ॥২৫
নিজঘান বিরূপাক্ষং শরেণৈকেন লক্ষ্মণঃ।

মৈন্দের সহিত বজ্রমুষ্টি এবং দ্বিবিদের সহিত অশনিপ্রভ যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই দুই ভয়ানক রাক্ষসের সহিত সেই কপিশ্রেষ্ঠ দুইজন বীর সম্মিলিত হইল। প্রতপননামক এক রণদুর্দ্ধর ভীষণ রাক্ষস প্রচণ্ড-বেগশালী নলের সহিত সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল।১২-১৩

বলবান্ ধর্ম্মপুত্র মহাকপি সুষেণ নিশাচর বিদ্যু-ন্মালির সহিত যুদ্ধ-নিরত হইল।১৪

এই প্রকার অন্যান্য ভয়ঙ্কর বানরবৃন্দ বহুনিশাচরের সহিত যুদ্ধ করত পরে অপরাপর রাক্ষসবৃন্দসহ সহসা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল।১৫

তথায় পরস্পর জয়েচ্ছু রাক্ষস এবং বীর বানরগণের রোমহর্ষণকারী ঘোরতর অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।১৬

বানর এবং রাক্ষসগণের দেহ হইতে প্রভূত কেশরূপ শৈবালপূর্ণ ও সৈনিকগণের শরীররূপ কাষ্ঠ-সমূহবহনকারী শোণিতের নদীসকল প্রবাহিত হইতে লাগিল।১৭

যেমন ইন্দ্র বজ্রদ্বারা প্রহার করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ শত্রুসৈন্য বিদারণকারী বীর অঙ্গদকে গদার দ্বারা আঘাত করিল।১৮

কিন্তু বেগবান্ বানর অঙ্গদ তাহার গদা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করত তদ্দ্বারা সারথি এবং অশ্বের সহিত সুবর্ণখচিত রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।১৯

প্রজঙ্ঘের তিনটি বাণে সম্পাতি অত্যন্ত আহত হইল। তখন সম্পাতিও অশ্বকর্ণনামক বৃক্ষের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রজঙ্ঘকে নিহত করিল।২০

রথে অবস্থিত মহাবল জম্বুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গণে রথস্থ শক্তি দ্বারা হনুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করিল।২১

পবনতনয় হনুমান্ তাহার সেই রথে উত্থিত হইয়া অতি শীঘ্র চপেটাঘাতে সেই রাক্ষসের সহিত রথকেও প্রমথিত করিল।২২

অপরদিকে ভয়ঙ্কর রাক্ষস প্রতপন তখন অতিশয় গর্জ্জন পূর্ব্বক নলের দিকে ধাবিত হইল। ক্ষিপ্রহস্ত সেই রাক্ষস স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নলের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। নল তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু

অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ ॥
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রাম নির্বিভিদুঃ শরৈঃ ॥২৬
তেষাং চতুর্ণাং রামস্তু শিরাংসি সমরে শরৈঃ।
ক্রুদ্ধশ্চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥২৭
বজ্রমুষ্টিস্তু মৈন্দেন মুষ্টিনা নিহতো রণে।
পপাত সরথঃ সাশ্বঃ সুরাট্ট ইব ভূতলে ॥২৮
নিকুম্ভস্তু রণে নীলং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
নির্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ করৈর্মেঘমিবাংশুমান্ ॥২৯
পুনঃ শরশতেনাথ ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ।
বিভেদ সমরে নীলং নিকুম্ভঃ প্রজহাস চ ॥৩০
তস্যৈব রথচক্রেণ নীলো বিষ্ণুরিবাহবে।
শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে নিকুম্ভস্য চ সারথেঃ ॥৩১

বজ্রাশনিসমস্পর্শো দ্বিবিদোঽপ্যশনিপ্রভম্।
জঘান গিরিশৃঙ্গেণ মিষতাং সর্বরক্ষসাম্ ॥৩২
দ্বিবিদং বানরেন্দ্রস্তু দ্রুমযোধিনমাহবে।
শরৈরশনিসঙ্কাশৈঃ স বিব্যাধাশনিপ্রভঃ ॥৩৩
স শরৈরভিবিদ্ধাঙ্গো দ্বিবিদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সালেন সরথং সাশ্বং নিজঘানাশনিপ্রভম্ ॥৩৪
বিদ্যুন্মালী রথস্থস্তু শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
সুষেণং তাড়য়ামাস ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥৩৫
তং রথস্থমথো দৃষ্ট্বা সুষেণো বানরোত্তমঃ।
গিরিশৃঙ্গেণ মহতা রথমাশু ন্যপাতয়ৎ ॥৩৬
লাঘবেন তু সংযুক্তো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
অপক্রম্য রথাৎ তূর্ণং গদাপাণিঃ ক্ষিতৌ স্থিতঃ ॥৩৭

দুইটি উৎপাটন করিয়া লইল। ওদিকে বানরপতি সুগ্রীব সপ্তপর্ণের দ্বারা বানরসেনাগ্রাসকারী প্রঘসকে সবেগে নিহত করিল। লক্ষ্মণ প্রথমে বাণ বর্ষণদ্বারা ভীষণ-দর্শন রাক্ষস বিরূপাক্ষকে প্রপীড়িত করিয়া এক বাণের দ্বারা তাহাকে নিপাত করিল। অগ্নিকেতু, দুর্জয় রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপনামক রাক্ষসসকল শ্রীরামচন্দ্রকে বাণসমূহের দ্বারা নির্ভিন্ন করিল।২৩-২৬

তখন রাঘব ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখাসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা রণক্ষেত্রে ঐ চারিজন রাক্ষসের শিরশ্ছেদন করিলেন।২৭

সেইসময়ে মৈন্দ বজ্রমুষ্টিকে মুষ্টিপ্রহারে বিনাশ করিল। যেমন দেবতাগণের বিমান পতিত হয়, তদ্রূপ সে রথ এবং অশ্বের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইল।২৮

নিকুম্ভ নীল অঞ্জনসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নীলকে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার তীক্ষ্ণবাণসকল দ্বারা যেমন আদিত্য স্বীয় প্রখর কিরণ রাশির সাহায্যে মেঘ সমুদয়কে বিভিন্ন করেন, তদ্রূপ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।২৯

অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত সেই রাক্ষস নিকুম্ভ সমরক্ষেত্রে নীলকে পুনরায় একশত বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিল ও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।৩০

ভগবান বিষ্ণু যেরূপ যুদ্ধে অসুরগণের শিরশ্ছেদন করেন, তদ্রূপ বীরবর নীল তাহারই রথচক্রের দ্বারা রণক্ষেত্রে নিকুম্ভ ও তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিল।৩১

বজ্র ও অশনি সমান অতি দুঃসহস্পর্শ দ্বিবিদ সমস্ত রাক্ষসগণের সম্মুখে অশনিপ্রভনামক রাক্ষসকে পর্ব্বত-শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিল।৩২

তখন অশনিপ্রভ সমরাঙ্গণে বৃক্ষের দ্বারা যুদ্ধকারী বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদকে বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিল।৩৩

শরসমূহে ছিন্নভিন্ন-শরীর এবং ক্রোধমূর্চ্ছিত সেই দ্বিবিদ শালবৃক্ষের দ্বারা রথ ও অশ্বের সহিত অশনিপ্রভকে নিহত করিল।৩৪

রথস্থ বিদ্যুন্মালী সুবর্ণভূষিত শরসমূহের দ্বারা সুষেণকে পুনঃ পুনঃ তাড়না করিল ও গর্জন করিতে লাগিল।৩৫

অনন্তর তাহাকে রথে উপবিষ্ট দেখিয়া কপিশ্রেষ্ঠ সুষেণ একখণ্ড গিরিশৃঙ্গ দ্বারা শীঘ্র তাহার রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।৩৬

রাক্ষস বিদ্যুন্মালী অতি সত্বর রথ হইতে লম্ফ

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সুষেণো হরিপুঙ্গবঃ।
শিলাং সুমহতীং গৃহ্য নিশাচরমভিদ্রবৎ ॥৩৮
তমাপতন্তং গদয়া বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
বক্ষস্যভিজঘানাশু সুষেণং হরিপুঙ্গবম্ ॥৩৯
গদাপ্রহারং তং ঘোরমচিন্ত্য প্লবগোত্তমঃ।
তাং তূষ্ণীং পাতয়ামাস তস্যোরসি মহামৃধে ॥৪০
শিলাপ্রহারাভিহতো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
নিষ্পিষ্টহৃদয়ো ভূমৌ গতাসুর্নিপপাত হ ॥৪১
এবং তৈর্বানরৈঃ শূরৈঃ শূরাস্তে রজনীচরাঃ।
দ্বন্দ্বে বিমথিতাস্তত্র দৈত্যা ইব দিবৌকসৈঃ ॥৪২
ভল্লৈশ্চান্যৈর্গদাভিশ্চ শক্তি-তোমরসায়কৈঃ।
অপবিদ্ধৈশ্চাপি রথৈস্তথা সাংগ্রামিকৈর্হয়ৈঃ ॥৪৩

প্রদান করিল এবং হাতে গদা লইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৭

অনন্তর অতিরুষ্ট বানরপ্রধান সুষেণ এক অতি বৃহৎ শিলা লইয়া সেই রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইল।৩৮

বানরপ্রধান সুষেণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া রাক্ষস বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদা দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিল।৩৯

কপিশিরোমণি সুষেণ সেই ভয়ানক গদা প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া ঐ প্রকাণ্ড শিলা নীরবে গ্রহণ পূর্ব্বক মহারণে তদ্দ্বারা বিদ্যুন্মালীর বক্ষে প্রহার করিল।৪০

শিলা-প্রহারে আহত চূর্ণ-বিচূর্ণহৃদয় রাক্ষস বিদ্যুন্মালী গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।৪১

যেমন সুরগণের দ্বারা দৈত্যগণ মথিত হয়, তদ্রূপ বলবান্ নিশাচরসমূহ শক্তিসম্পন্ন বানরবীরগণের দ্বারা সেইস্থলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিদলিত হইয়াছিল।৪২

নিহতৈঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈস্তথা বানর-রাক্ষসৈঃ।
চক্রাক্ষযুগদণ্ডৈশ্চ ভগ্নৈর্ধরণীসংশ্রিতৈঃ ॥৪৪
বভূবায়োধনং ঘোরং গোমায়ুগণসেবিতম্।
কবন্ধানি সমুৎপেতুর্দিক্ষু বানর-রক্ষসাম্।
বিমর্দে তুমুলে তস্মিন্ দেবাসুররণোপমে ॥৪৫
নিহন্যমানা হরিপুঙ্গবৈস্তদা
নিশাচরাঃ শোণিতগন্ধমূর্চ্ছিতাঃ।
পুনঃ সুযুদ্ধং তরসা সমাশ্রিতা
দিবাকরস্যাস্তময়াভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই সময় ভল্ল (ফলকবিশিষ্ট বর্শা), অন্যান্য বাণ, গদাসমূহ, শক্তি, তোমরসকলের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ রথ, যুদ্ধের অশ্ব, নিহত মত্তহস্তিসমূহ, বানর, রাক্ষস, ভগ্ন ও ভূপতিত চক্র, অক্ষ ও যুগদণ্ড সকলের দ্বারা শৃগালগণ-সেবিত যুদ্ধক্ষেত্র ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। সুরাসুরসমরসদৃশ সেই ঘোরতর সংগ্রামে বানর এবং রাক্ষসবৃন্দের কবন্ধ-সকল সমস্ত দিকে সমুৎপতিত হইতেছিল।৪৩-৪৫

তৎকালে বানরপ্রধানগণ দ্বারা নিহন্যমান রাক্ষসগণ রক্তের গন্ধে অচেতন হইয়াছিল। তাহারা সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করত পুনরায় অতি বেগে প্রচণ্ড যুদ্ধে তৎপর হইয়াছিল*।৪৬

* সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষ কাল হইতে সমস্ত রাত্রিতে রাক্ষসগণের বল অধিক বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নিশায়াং বানর-রাক্ষসয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, অঙ্গদেন ইন্দ্রজিতঃ পরাজয়ঃ, মায়য়া অদৃশ্যেনেন্দ্রজিতা নাগবাণদ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বন্ধনঞ্চ।]

যুধ্যতামেব তেষান্তু তদা বানর-রক্ষসাম্।
রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী ॥১
অন্যোন্যং বদ্ধবৈরাণাং ঘোরাণাং জয়মিচ্ছতাম্।
সম্প্রবৃত্তং নিশাযুদ্ধং তদা বানর-রক্ষসাম্ ॥২
রাক্ষসোঽসীতি হরয়ো বানরোঽসীতি রাক্ষসাঃ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তস্মিংস্তমসি দারুণে ॥৩
হত দারয় চৈহীতি কথং বিদ্রবসীতি চ।
এবং সুতুমলঃ শব্দস্তস্মিন্ সৈন্যে তু শুশ্রুবে ॥৪
কালাঃ কাঞ্চনসন্নাহাস্তস্মিংস্তমসি রাক্ষসাঃ।
সম্প্রদৃশ্যন্ত শৈলেন্দ্রা দীপ্তৌষধিবনা ইব ॥৫

তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
পরিপেতুর্মহাবেগা ভক্ষয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্ ॥৬
তে হয়ান্ কাঞ্চনাপীড়ান্ ধ্বজাংশ্চাশীবিষোপমান্।
আপ্লুত্য দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমকোপা ব্যদারয়ন্ ॥৭
বানরা বলিনো যুদ্ধেঽক্ষোভয়ন্ রাক্ষসীং চমূম্।
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহান্ পতাকাধ্বজিনো রথান্ ॥৮
চকর্ষুশ্চ দদংশুশ্চ দশনৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি রামশ্চ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥৯
দৃশ্যাদৃশ্যানি রক্ষাংসি প্রবরাণি নিজঘ্নতুঃ।
তুরঙ্গখুরবিধ্বস্তং রথনেমিসমুত্থিতম্ ॥

[উদয়পুর, ৭ই পৌষ।]

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[রাত্রিকালে বানর এবং রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ; অঙ্গদের দ্বারা ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগময় বাণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্ধন।]

যখন বানর এবং রাক্ষসসমূহের পরস্পর যুদ্ধ হইতেছিল, তখন সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন ও প্রাণনাশিনী রজনী উপস্থিত হইল।১

তখন পরস্পর জয় ইচ্ছাকারী এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ভয়ঙ্কর বানর ও রাক্ষসগণের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।২

সেই ভয়ানক অন্ধকারে বানরবৃন্দ আপনার বিপক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তুমি কি রাক্ষস? এবং রাক্ষসগণও প্রশ্ন করিল তুমি কি বানর? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া রণক্ষেত্রে তাহারা একে অপরকে প্রহার করিতে লাগিল।৩

সেই সৈন্যের সকলদিকে মার, কাট, এস, কেন পলায়ন করিতেছ?—এই সমস্ত সুঘোরতর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।৪

সেই অন্ধকারে স্বর্ণকবচের দ্বারা বিমণ্ডিত কৃষ্ণবর্ণ নিশাচরগণকে হইয়া দেদীপ্যমান ওষধিবনে কৃষ্ণপর্বত-সদৃশ দেখা যাইতে লাগিল।৫

সেই দুস্তর অন্ধকারে কোপাবিষ্ট বলবান্ নিশাচরগণ বানরবৃন্দকে ভক্ষণ করিতে করিতে চতুর্দিক্ হইতে উহাদের আক্রমণ করিল।৬

ভয়ঙ্কর ক্রোধসম্পন্ন কপিকুল লম্ফপ্রদান পূর্বক আপনাদের তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা সুবর্ণভূষিত অশ্বসমূহ এবং বিষধর সর্পসদৃশ ধ্বজাসকল বিদারিত করিয়া দিল।৭

বলবান্ বানরবৃন্দ যুদ্ধে রাক্ষসসেনাগণকে ক্ষোভিত করিল। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য তাহারা হস্তী ও তদারোহিগণকে এবং ধ্বজা-পতাকা সুশোভিত রথসকল আকর্ষণ করিল ও দন্তের দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ বিষধর সর্পসদৃশ শরসমূহের দ্বারা দৃশ্য এবং অদৃশ্য শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণকে সংহার করিতে

রুরোধ কর্ণনেত্রাণি যুধ্যতাং ধরণীরজঃ ॥১০
বর্তমানে তথা ঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
রুধিরৌঘা মহাঘোরা নদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ॥১১
ততো ভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥১২
হতানাং স্তনমানানাং রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শস্তানাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাত্র দারুণঃ ॥১৩
হতৈর্বানরমুখ্যৈশ্চ শক্তি-শূল-পরশ্বধৈঃ।
নিহতৈঃ পর্বতাকারৈ রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ ॥১৪
শস্ত্রপুষ্পোপহারা চ তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনী।
দুর্জ্ঞেয়া দুর্নিবেশা চ শোণিতাস্রাবকর্দমা ॥১৫
সা বভূব নিশা ঘোরা হরিরাক্ষসহারিণী।
কালরাত্রীব ভূতানাং সর্বেষাং দুরতিক্রমাঃ ॥১৬

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র তস্মিংস্তমসি দারুণে।
রামমেবাভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥১৭
তেষামাপততাং শব্দঃ ক্রুদ্ধানামপি গর্জতাম্।
উদ্বর্ত ইব সাপ্তানাং সমুদ্রাণামভূৎ স্বনঃ ॥১৮
তেষাং রামঃ শরৈঃ ষড়্‌ভিঃ ষড়্ জঘান্ নিশাচরান্
নিমেষান্তরমাত্রেণ শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥১৯
যজ্ঞশত্রুশ্চ দুর্ধর্ষো মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ।
বজ্রদংষ্ট্রো মহাকায়স্তৌ চোভৌ শুক-সারণৌ ॥২০
তে তু রামেণ বাণৌঘৈঃ সর্বমর্মসু তাড়িতাঃ।
যুদ্ধাদপসৃতাস্তত্র সাবশেষায়ুষোঽভবন্ ॥২১
নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
দিশশ্চকার বিমলাঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥২২
যে ত্বন্যে রাক্ষসা বীরা রামস্যাভিমুখে স্থিতাঃ।
তেঽপি নষ্টাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥২৩

লাগিলেন। অশ্বখুরবিদ্ধ রথচক্রবেষ্টনী সমুত্থিত পৃথিবীর ধূলিসমূহ যোদ্ধাগণের কর্ণ ও নেত্র রোধ করিল।৮-১০

এইরূপ রোমহর্ষণ ভীষণ সমর উপস্থিত হইলে তথায় শোণিতস্রোত-প্রবাহিনী মহাভয়ঙ্করী নদীসকল প্রবাহিত হইতে লাগিল।১১

অনন্তর ভেরী, মৃদঙ্গ, পণবাদি বাদ্যের ধ্বনি এবং শঙ্খশব্দ রথনেমী-শব্দের সহিত মিলিত হইয়া অদ্ভুত হইয়াছিল।১২

আহত আর্ত্তনাদকারী নিশাচরগণের এবং শস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত বানরবৃন্দের কাতর-ধ্বনি তথায় অতি ভীষণ প্রতীত হইল।১৩

[উদয়পুর, ৭।৮ই পৌষ ১৩৭১, ভোর রাত্রি।]

শক্তি, শূল এবং পরশু দ্বারা হত প্রধান বানরগণ ও বানরগণের দ্বারা নিহত পর্বতাকার কামরূপী রাক্ষসসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত রণক্ষেত্রে রক্তপ্রবাহে কর্দম হইয়া গিয়াছিল, চিনিবার উপায় ছিল না এবং তথায় অবস্থান কঠিন হইয়া গিয়াছিল। এরূপ মনে হইতেছিল যেন ঐ ভূমিতে শস্ত্ররূপী পুষ্প উপহার অর্পণ করা হইয়াছে।১৪-১৫

বানরবৃন্দ এবং রাক্ষসগণের সংহারকারিণী সেই ভীষণ রজনী সকলের জন্য দুস্তরা (দুরতিক্রমা) হইয়াছিল।১৬

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে তত্রস্থ রাক্ষসসমূহ হর্ষ ও উৎসাহের সহিত বাণবৃষ্টি করিতে করিতে শ্রীরামের দিকে ধাবিত হইল।১৭

সেই সময় গর্জ্জন করিতে করিতে আক্রমণকারী ক্রুদ্ধ নিশাচরগণের কোলাহল প্রলয়কালে সপ্ত সমুদ্রের মহান্ শব্দের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল।১৮

তখন শ্রীরামচন্দ্র নিমেষমাত্রে অগ্নিশিখার সমান ছয়টি বাণের দ্বারা নিম্নোক্ত ছয়জন রাক্ষসকে আহত করিলেন।১৯

তাহাদের নাম দুর্দ্ধর্ষ বীর যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহাকায় বজ্রদংষ্ট্র এবং শুক ও সারণ।২০

শ্রীরামচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা ঐ সমস্ত রাক্ষসগণের

সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
বভূব রজনী চিত্রা খদ্যোতৈরিব শারদী ॥২৪
রাক্ষসানাঞ্চ নিনদৈর্ভেরীণাঞ্চৈব নিঃস্বনৈঃ।
সা বভূব নিশা ঘোরা ভূয়ো ঘোরতরাভবৎ ॥২৫
তেন শব্দেন মহতা প্রবৃদ্ধেন সমন্ততঃ।
ত্রিকূটঃ কন্দরাকীর্ণঃ প্রব্যাহরদিবাচলঃ ॥২৬
গোলাঙ্গূলা মহাকায়াস্তমসা তুল্যবর্চসঃ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রজনীচরান্ ॥২৭
অঙ্গদস্তু রণে শত্রূন্ নিহন্তুং সমুপস্থিতঃ।
রাবণিং নিজঘানাশু সারথিঞ্চ হয়ানপি ॥২৮
ইন্দ্রজিত্তু রথং ত্যক্ত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্গদেন মহায়স্তস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৯
তৎ কর্ম বালিপুত্রস্য সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।
তুষ্টুবুঃ পূজনার্হস্য তৌ চোভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩০
প্রভাবং সর্বভূতানি বিদুরিন্দ্রজিতো যুধি।
ততস্তে তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা তুষ্টাঃ প্রধর্ষিতম্ ॥৩১
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কপয়ঃ সসুগ্রীব-বিভীষণঃ।
সাধু সাধ্বিতি নেদুশ্চ দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্ ॥৩২
ইন্দ্রজিত্তু তদানেন নির্জিতো ভীমকর্মণা।
সংযুগে বালিপুত্রেণ ক্রোধং চক্রে সুদারুণম্* ॥৩৩
সোঽন্তর্ধানগতঃ পাপো রাবণী রণকর্শিতঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো বীরো রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৩৪
অদৃশ্যো নিশিতান্ বাণান্ মুমোচাশনিবর্চসঃ।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব ঘোরৈর্নাগময়ৈঃ শরৈঃ ॥৩৫

মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলে সেই ছয়জন রাক্ষস যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল। এইহেতু তাহাদের আয়ু অবশেষ রহিল অর্থাৎ বাঁচিয়া গেল।২১

মহারথ সেই শ্রীরামচন্দ্র অনলশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান ভয়ানক শরসমূহের দ্বারা নিমেষমধ্যে দিক্ এবং প্রদিক্‌সমূহ নির্ম্মল করিয়া দিলেন।২২

অপর যে সকল নিশাচরগণ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও অগ্নিতে যেমন পতঙ্গকুল ভস্ম হইয়া যায়, তদ্রূপ বিনষ্ট হইল।২৩

চতুর্দ্দিকে কাঞ্চনপুঙ্খ শরসমূহ নিপতিত হইতেছিল, তদ্দ্বারা সেই রজনী শরৎকালের রাত্রির ন্যায় বিচিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল।২৪

নিশাচরগণের সিংহনাদ এবং ভেরীসমূহের নিনাদে সেই ভীষণা রজনী আরও ভয়ঙ্করী হইয়াছিল।২৫

চতুর্দ্দিকে মহান্ শব্দের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইয়া কন্দরকীর্ণ (ব্যাপ্ত) ত্রিকূটপর্ব্বত যেন কোন ব্যক্তির প্রত্যুত্তর দিতেছে—এইরূপ মনে হইতেছিল।২৬

অন্ধকারের সমান কৃষ্ণবর্ণ বিশাল শরীর গোলাঙ্গুলসকল নিশাচরগণকে দুই বাহু দ্বারা উত্তমরূপে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল।২৭

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে অঙ্গদ শত্রুসমূহকে সংহার করিবার জন্য সমুপস্থিত হইয়া রাবণপুত্র মেঘনাদকে আঘাত ও সত্বর তাহার সারথি ও অশ্বগণকে নিহত করিল।২৮

অঙ্গদের দ্বারা হতাশ্ব হতসারথি ও মহাক্লেশে পতিত ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্হিত হইল।২৯

প্রশংসনীয় বালি-তনয় অঙ্গদের সেই পরাক্রম ঋষিগণের সহিত সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাও প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৩০

প্রাণিসকল সমরে ইন্দ্রজিতের প্রভাব জানিত, এইহেতু অঙ্গদের দ্বারা তাহাকে পরাভূত হইতে দেখিয়া মহাত্মা অঙ্গদের প্রতি দৃষ্টিপাত করত সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিল।৩১

অনন্তর শত্রু পরাজিত দেখিয়া সুগ্রীব এবং

* কোন কোন গ্রন্থে ৩২ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দেখা যায় —

এতস্মিন্নন্তরে রামো বানরান্ বাক্যমব্রবীৎ।
সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু কপিরাজেন সঙ্গতাঃ ॥
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্।
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থং কালেন স সমাগতঃ ॥
অদ্যৈব ক্ষমিতব্যং মে ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ ॥

বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাক্ষসঃ।
মায়য়া সংবৃতস্তত্র মোহয়ন্ রাঘবৌ যুধি ॥৩৬
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ।
ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩৭
তৌ তেন পুরুষব্যাঘ্রৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিষৈঃ শরৈঃ।
সহসাভিহতৌ বীরৌ তদা প্রেক্ষন্ত বানরাঃ ॥৩৮
প্রকাশরূপস্তু যদা ন শক্ত-
স্তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্রঃ।
মায়াং প্রয়োক্তুং সমুপাজগাম
ববন্ধ তৌ রাজসুতৌ দুরাত্মা ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বিভীষণের সহিত কপিসকল অতীব আনন্দিত হইয়াছিল এবং অঙ্গদকে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিল।৩২

সমরাঙ্গনে ভীষণ কর্ম্মকারী বালিপুত্র অঙ্গদের দ্বারা পরাজিত হইয়া ইন্দ্রজিতের অতি ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল।৩৩

তখন রণক্লিষ্ট পাপী রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সেই রাবণনন্দন ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া বজ্রসদৃশ তেজোময় শাণিত শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে রুষ্ট ইন্দ্রজিৎ ভীষণ সর্পময় বাণসমূহের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে বিভিন্ন করিল। তাঁহাদের সর্ব্বগাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইল। মায়াদ্বারা আবৃত সর্ব্ব প্রাণীর অদৃষ্ট হইয়া কূটযোদ্ধা রাক্ষস রণাঙ্গনে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে মোহিত করিয়া সর্পাকার বাণ-বন্ধনে বন্ধন করিল।৩৪-৩৭

এইরূপ ক্রুদ্ধ সেই ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক পুরুষ প্রধান বীরদ্বয়কে বানরগণ সহসা সর্পাকার বাণের দ্বারা বন্দী দেখিল। রাক্ষসরাজ-তনয় যখন প্রকাশ্য যুদ্ধে সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল না তখন দুরাত্মা মায়া প্রয়োগ করিতে উদ্‌যুক্ত হইল এবং সেই রাজপুত্রদ্বয়কে বন্ধন করিল।৩৮-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রজিতো বাণেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সংজ্ঞালোপঃ, বানরাণাং শোকপ্রকাশশ্চ।]

স তস্য গতিমন্বিচ্ছন্ রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দিদেশাতিবলো রামো দশ বানরযূথপান্ ॥১
দ্বৌ সুষেণস্য দায়াদৌ নীলঞ্চ প্লবগাধিপম্।
অঙ্গদং বালিপুত্রঞ্চ শরভঞ্চ তরস্বিনম্ ॥২
দ্বিবিদঞ্চ হনূমন্তং সানুপ্রস্থং মহাবলম্।
ঋষভঞ্চর্ষভস্কন্ধমাদিদেশ পরন্তপঃ ॥৩
তে সম্প্রহৃষ্টা হরয়ো ভীমানুদ্যম্য পাদপান্।
আকাশং বিবিশুঃ সর্বে মার্গমাণা দিশো দশ ॥৪

[উদয়পুর, ৮ই পৌষ ১৩৭১।]

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ এবং বানর সমূহের শোকপ্রকাশ।]

অনন্তর অতিশয় বলবান্ প্রতাপসম্পন্ন রাজনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের গতি জানিবার জন্য দশটি বানরযূথপতিকে আদেশ করিলেন।১

তাহাদের মধ্যে দুইটি সুষেণের পুত্র এবং শেষ আটটি বানররাজ নীল, বালিতনয় অঙ্গদ, বেগবান্ শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান্, মহাবল সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ। শত্রুসন্তাপদায়ক এই দশজনকে তাহার

তেষাং বেগবতাং বেগমিষুভির্বেগবত্তরৈঃ।
অস্ত্রবিৎ পরমাস্ত্রস্তু বারয়ামাস রাবণিঃ ॥৫
তং ভীমবেগা হরয়ো নারাচৈঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
অন্ধকারে ন দদৃশুর্মেঘৈঃ সূর্য্যমিবাবৃতম্ ॥৬
রাম-লক্ষ্মণয়োরেব সর্বদেহভিদঃ শরান্।
ভৃশমাবেশয়ামাস রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥৭
নিরন্তরশরীরৌ তু তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ক্রুদ্ধেনেন্দ্রজিতা বীরৌ পন্নগৈঃ শরতাং গতৈঃ ॥৮
তয়োঃ ক্ষতজমার্গেণ সুস্রাব রুধিরং বহু।
তাবুভৌ চ প্রকাশেতে পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৯
ততঃ পর্য্যন্তরক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রাবণির্ভ্রাতরৌ বাক্যমন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ ॥১০

যুধ্যমানমনালক্ষ্যং শক্রোঽপি ত্রিদশেশ্বরঃ।
দ্রষ্টুমাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্যুবাম্ ॥১১
প্রাপিতাবিষুজালেন রাঘবৌ কঙ্কপত্রিণা।
এষ রোষপরীতাত্মা নয়ামি যমসাদনম্ ॥১২
এবমুক্ত্বা তু ধর্মজ্ঞৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
নির্বিভেদ শিতৈর্বাণৈঃ প্রজহর্ষ ননাদ চ ॥১৩
ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যামো বিস্ফার্য্য বিপুলং ধনুঃ।
ভূয় এব শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ মহামৃধেঃ ॥১৪
ততো মর্মসু মর্মজ্ঞো মজ্জয়ন্ নিশিতান্ শরান্
রাম-লক্ষ্মণয়োর্বীরো ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৫
বদ্ধৌ তু শরবন্ধেন তাবুভৌ রণমূর্ধনি।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ন শেকতুরবেক্ষিতুম্ ॥১৬

অনুসন্ধান করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। তখন সেইসকল কপি বিশাল বৃক্ষসমূহ উদ্যত করিয়া দশদিক্ অনুসন্ধান করিতে করিতে অতি হর্ষের সহিত আকাশপথে চলিল।২-৪

অস্ত্রজ্ঞ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ অতীব বেগবান্ বাণসমূহ বর্ষণ করত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের দ্বারা সেই বেগশালী বানরবৃন্দের বেগ রোধ করিল।৫

নারাচসমূহের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত সেই ভয়ঙ্কর বেগশালী বানরবৃন্দ অন্ধকারে মেঘের দ্বারা আবৃত সূর্য্যের ন্যায় ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না।৬

সমরজয়ী রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ পুনরায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উপর সর্ব্বশরীর বিদীর্ণকারী বাণসমূহ পুনঃ পুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিল।৭

ক্রোধিত ইন্দ্রজিৎ ঐ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বীরদ্বয়কে বাণরূপী সর্পসমূহের দ্বারা এইরূপ বন্ধন করিল যে, তাঁহাদের শরীরে এমন অল্পমাত্র স্থানও রহিল না—যাহা বাণবিদ্ধ হয় নাই।৮

উভয়ের শরীর যে ক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইতে লাগিল। তৎকালে সেই ভ্রাতৃদ্বয় পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন।৯

অনন্তর রক্তবর্ণ নেত্রপ্রান্ত ও দলিত কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ অন্তর্দ্ধত অবস্থায় ভ্রাতৃদ্বয়কে এইরূপ বলিয়াছিল।১০

[চতুর্ভুজা মন্দির, চিতোর, ৮।৯ই পৌষ ১৩৭১, ভোর-রাত্রি।]

যুদ্ধকালে অদৃশ্য হইয়া যাইলে আমাকে অমরপতি ইন্দ্র দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তোমাদের দুইজনের কথা কি বলিব ? ১১

আমি রঘুবংশসম্ভূত তোমাদের উভয়কে কঙ্কপত্রযুক্ত শরসমূহের দ্বারা বদ্ধ করিয়াছি। অধুনা আমি রোষপূর্ণচিত্তে তোমাদের দুইজনকে যমলোকে প্রেরণ করিব।১২

এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে শাণিত শরসমূহের দ্বারা নির্ভিন্ন করিল এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।১৩

দলিত কজ্জলসমূহ সদৃশ শ্যামবর্ণ ইন্দ্রজিৎ পুনরায় স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করত সেই মহারণে ভয়ানক শরসকল ত্যাগ করিতে লাগিল।১৪

অনন্তর মর্মজ্ঞ সেই বীর স্বীয় শাণিত শরসমূহ

ততো বিভিন্নসর্বাঙ্গৌ শরশল্যাচিতৌ কৃতৌ।
ধ্বজাবিব মহেন্দ্রস্য রজ্জুমুক্তৌ প্রকম্পিতৌ ॥১৭
তৌ সম্প্রবলিতৌ বীরৌ মর্মভেদেন কর্শিতৌ।
নিপেততুর্মহেষ্বাসৌ জগত্যাং জগতীপতী ॥১৮
তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ।
শরবেষ্টিতসর্বাঙ্গাবার্তৌ পরমপীড়িতৌ ॥১৯
নহ্যবিদ্ধং তয়োর্গাত্রে বভূবাঙ্গুলমন্তরম্।
নানির্বিণ্ণং ন চাধ্বস্তমাকারাগ্রাদজিহ্মগৈঃ ॥২০
তৌ তু ক্রূরেণ নিহতৌ রক্ষসা কামরূপিণা।
অসৃক্‌সুস্রুবতুস্তীব্রং জলং প্রস্রবণাবিব ॥২১

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মর্মস্থলে বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল।১৫

সমরাঙ্গণে সেই উভয় ভ্রাতা বাণবন্ধনে বদ্ধ হইলেন, তখন তাঁহাদের নিমেষমাত্র দেখিবার শক্তি রহিল না।১৬

অনন্তর (ইহা কেবল লীলামাত্র) এইরূপ শরশল্যের দ্বারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় বীর ভ্রাতৃযুগল সুরপতি ইন্দ্রের রজ্জুমুক্ত ধ্বজদ্বয়ের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।১৭

সেই মহাধনুর্ধর জগৎপতি বীরদ্বয় মর্ম্মস্থল ভেদহেতু অত্যন্ত বিচলিত এবং কর্শিত হইয়া ধরণীতে নিপতিত হইলেন।১৮

সেই বীরদ্বয় সমরাঙ্গণে বীর-শয্যায় শায়িত, শোণিত-স্নাত, সর্ব্বশরীরে শরবেষ্টিত হইয়া অতিশয় পীড়িত এবং আর্ত্ত হইলেন।১৯

উভয়ের শরীরে এক অঙ্গুলিমাত্র এরূপস্থান ছিলনা, যাহা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই। হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এমন কোন অঙ্গ ছিল না, যাহা বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হয় নাই।২০

যেমন প্রস্রবণ হইতে জল নির্গত হয়, সেই প্রকার কামরূপী নির্দয় রাক্ষসের বাণের দ্বারা আহত ভ্রাতৃযুগলের শরীর হইতে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল।২১

পপাত প্রথমং রামো বিদ্ধো মর্মসু মার্গণৈঃ।
ক্রোধাদিন্দ্রজিতা যেন পুরা শক্রো বিনির্জিতঃ ॥২২
রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ রজোগতিভিরাশুগৈঃ।
নারাচৈরর্ধনারাচৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি ॥
বিব্যাধ বৎসদন্তৈশ্চ সিংহদংষ্ট্রৈঃ ক্ষুরৈস্তথা ॥২৩
স বীরশয়নে শিশ্যে বিজ্যমাবিধ্য কার্মুকম্।
ভিন্নমুষ্টিপরীণাহং ত্রিনতং রুক্মভূষিতম্ ॥২৪
বাণপাতান্তরে রামং পতিতং পুরুষর্ষভম্।
স তত্র লক্ষ্মণো দৃষ্ট্বা নিরাশো জীবিতেঽভবৎ ॥২৫

পূর্বকালে যে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহার ক্রোধপূর্বক নিক্ষিপ্ত শরসমূহের দ্বারা মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে ধরণীতে পতিত হইলেন।২২

ইন্দ্রজিৎ সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত অগ্রভাগ, রজ-গতির ন্যায় গতিশালী শীঘ্রগামী নারাচ (১), অর্দ্ধ নারাচ (২), ভল্ল (৩), অঞ্জলিক (৪), বৎস-দন্ত (৫), সিংহ দংষ্ট্র (৬), এবং ক্ষুর (৭)-জাতীয় শরসমূহের দ্বারা ব্যথিত করিল।২৩

জ্যা-বিহীন, মুষ্টিস্থানে ভিন্ন, জ্যা-যুক্ত, শ্লথ-বন্ধন, উভয় পার্শ্ব ও মধ্যভাগ তিন স্থানে নত এবং কাঞ্চন-ভূষিত কার্মুক ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বীর-শয়নে শায়িত হইলেন।২৪

সেস্থানে শরসমূহ সম্পাতে পুরুষ-প্রধান শ্রীরামচন্দ্রকে

(১) যাহার অগ্রভাগ সরল এবং গোল সেই বাণকে 'নারাচ' বলে।

(২) অর্দ্ধভাগ নারাচের সমান বাণকে 'অর্দ্ধ নারাচ' বলে।

(৩) যাহার অগ্রভাগ পরশুর ন্যায় সেই বাণকে 'ভল্ল' বলে।

(৪) যাহার মুখভাগ দুই হস্তের অঞ্জলির ন্যায় তাহাকে 'অঞ্জলক' বলে।

(৫) যাহার অগ্রভাগ বৎস-দন্তের ন্যায় তাহাকে 'বৎস-দন্ত' বলে।

(৬) সিংহ-দন্তের ন্যায় অগ্রভাগযুক্ত বাণের নাম 'সিংহ দংষ্ট্র'।

(৭) যাহার অগ্রভাগ ক্ষুরধার সদৃশ সেই বাণকে 'ক্ষুর' বলে।

রামং কমলপত্রাক্ষং শরণ্যং রণতোষিণম্।
শুশোচ ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পতিতং ধরণীতলে ॥২৬
হরয়শ্চাপি তাং দৃষ্ট্বা সন্তাপং পরমং গতাঃ।
শোকার্ত্তাশ্চুক্রুশুর্ঘোরমশ্রুপূরিতলোচনাঃ ॥২৭
বদ্ধৌ তু তৌ বীরশয়ে শয়ানৌ
তে বানরাঃ সম্পরিবার্য্য তস্থুঃ।
সমাগতা বায়ুসুতপ্রমুখ্যা
বিষাদমার্ত্তাঃ পরমঞ্চ জগ্মুঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পতিত দেখিয়া লক্ষ্মণ আপনার জীবনে নিরাশ হইলেন।২৫

সকলের শরণ্য, যুদ্ধে সন্তুষ্ট, স্বীয় ভ্রাতা কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া লক্ষ্মণ শোক করিতে লাগিলেন।২৬

তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বানরসমূহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল। শোকার্ত্ত তাহারা অশ্রুপূর্ণনয়নে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।২৭

নাগপাশে বন্দী, বীর-শয্যায় শায়িত ভ্রাতৃদ্বয়কে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত বানর অবস্থান করিতে লাগিল। পবন-নন্দন প্রমুখ প্রধান প্রধান সমাগত বানরগণ ব্যথিত ও অতিশয় বিষাদিত হইল।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ চেতনাহীনৌ দৃষ্ট্বা বানরাণাং শোকঃ, ইন্দ্রজিত উল্লাসঃ, বিভীষণেন সুগ্রীবায় সান্ত্বনাদানম্, লঙ্কাগমনপূর্ব্বকং পিতৃসমীপে ইন্দ্রজিতঃ শত্রুবধবৃত্তান্তকথনম্, প্রসন্নেন রাবণেন স্বপুত্রায়াভিনন্দনজ্ঞাপনঞ্চ।]

ততো দ্যাং পৃথিবীঞ্চৈব বীক্ষ্যমাণা বনৌকসঃ।
দদৃশুঃ সন্ততৌ বাণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১
বৃষ্টেবোপরতে দেবে কৃতকর্ম্মণি রাক্ষসে।
আজগামাথ তং দেশং সসুগ্রীবো বিভীষণঃ ॥২
নীলশ্চ দ্বিবিদো মৈন্দঃ সুষেণঃ কুমুদোঽঙ্গদঃ।
তূর্ণং হনূমতা সার্দ্ধমন্বশোচন্ত রাঘবৌ ॥৩
অচেষ্টৌ মন্দনিঃশ্বাসৌ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
শরজালাচিতৌ স্তব্ধৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ ॥৪

[চতুর্ভুজা মন্দির, চিতোর, ৯ই পৌষ।]

ষট্চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বানরগণের শোক, ইন্দ্রজিতের হর্ষোল্লাস, বিভীষণ কর্ত্তৃক সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দান, লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের পিতৃসমীপে শত্রুবধবৃত্তান্ত কথন এবং প্রসন্ন রাবণ কর্ত্তৃক স্বীয় পুত্রের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন।]

অনন্তর সেই (দশজন) বানরগণ পৃথিবী এবং আকাশ অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে শর-বন্ধনে বিদ্ধ দেখিল।১

যেমন সুরপতি ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া শান্ত হন, তদ্রূপ নিশাচর ইন্দ্রজিৎ বাণ-বর্ষণে বিরত হইলে সুগ্রীবের সহিত বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইল।২

হনুমানের সহিত নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ এবং অঙ্গদ সত্বর রঘুনন্দনদ্বয়ের জন্য অতিশয় শোক করিতে লাগিল।৩

সেই সময় শরজালে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়

নিঃশ্বসন্তৌ যথা সর্পৌ নিশ্চেষ্টৌ মন্দবিক্রমৌ ।
রুধিরস্রাবদিগ্ধাঙ্গৌ তপনীয়াবিব ধ্বজৌ ॥৫

তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ মন্দচেষ্টিতৌ ।
যূথপৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতৌ বাষ্পব্যাকুললোচনৈঃ ॥৬

রাঘবৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা শরজালসমন্বিতৌ ।
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥৭

অন্তরিক্ষং নিরীক্ষন্তো দিশঃ সর্বাশ্চ বানরাঃ ।
ন চৈনং মায়য়া ছন্নং দদৃশূ রাবণিং রণে ॥৮

তন্তু মায়াপ্রতিচ্ছন্নং মায়য়ৈব বিভীষণঃ ।
বীক্ষমাণো দদর্শাগ্রে ভ্রাতুঃ পুত্রমবস্থিতম্ ॥
তমপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥৯

দদর্শান্তর্হিতং বীরং বরদানাদ্ বিভীষণঃ ।
তেজসা যশসা চৈব বিক্রমেণ চ সংযুতঃ ॥১০

ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ ।
উবাচ পরমপ্রীতো হর্ষয়ন্ সর্বরাক্ষসান্ ॥১১

দূষণস্য চ হন্তারৌ খরস্য চ মহাবলৌ ।
সাদিতৌ মামকৈর্বাণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১২

নেমৌ মোক্ষয়িতুং শক্যাবেতস্মাদিষুবন্ধনাৎ ।
সর্বৈরপি সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥১৩

যৎকৃতে চিন্তয়ানস্য শোকার্তস্য পিতুর্মম ।
অস্পৃষ্ট্বা শয়নং গাত্রৈস্ত্রিযামা যাতি শর্বরী ॥১৪

কৃৎস্নেয়ং যৎকৃতে লঙ্কা নদী বর্ষাস্বিবাকুলা ।
সোঽয়ং মূলহরোঽনর্থঃ সর্বেষাং শমিতো ময়া ॥১৫

রামস্য লক্ষ্মণস্যৈব সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্ ।
বিক্রমা নিষ্ফলাঃ সর্বে যথা শরদি তোয়দাঃ ॥১৬

এবমুক্ত্বা তু তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ পরিপশ্যতঃ ।
যূথপানপি তান্ সর্বাংস্তাড়য়ৎ স চ রাবণিঃ ॥১৭

নীলং নবভিরাহত্য মৈন্দং দ্বিবিদং তথা ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরমিত্রঘ্নস্তুতাপ পরমেষুভিঃ ॥১৮

জাম্ববন্তং মহেষ্বাসো বিদ্ধা বাণেন বক্ষসি ।
হনূমতো বেগবতো বিসসর্জ শরান্ দশ ॥১৯

শোণিত-পরিপ্লুত, শরশয্যায় শায়িত ও নিশ্চল হইয়া ধীরে ধীরে শ্বাস লইতেছিলেন ।৪

মন্দ-বিক্রম সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগকারী এবং রক্তস্রাবসিক্তশরীর ভ্রাতৃদ্বয় ছিন্ন সুবর্ণময় ধ্বজের সমান দৃষ্ট হইতেছিলেন ।৫

বীর-শয্যায় শায়িত নিশ্চেষ্ট সেই বীরদ্বয় বাষ্পাকুল-নয়ন স্বীয় যূথপতিসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন ।৬

বাণসমূহ-সমন্বিত রাঘবযুগলকে পতিত দেখিয়া বিভীষণের সহিত সমস্ত বানর ব্যথিত হইল ।৭

বানরসমূহ অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত সেই রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইল না ।৮

তখন বিভীষণ মায়া-দৃষ্টির দ্বারা প্রচ্ছন্ন অপ্রতিমকর্মা ও রণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃতনয় সেই ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দেখিল ।৯

তেজ, যশ এবং পরাক্রম-সংযুক্ত বিভীষণ বর-প্রভাবে বীর ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল ।১০

ইন্দ্রজিৎ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সমরে শায়িত দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত নিশাচরগণকে হর্ষিত করত আপনার পরাক্রম বর্ণনা করিতে লাগিল ।১১

দূষণ এবং খরহন্তা মহাবল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় আমার বাণের দ্বারা নিহত হইয়াছে ।১২

যদি মুনিগণ সহ সমস্ত দেব-মণ্ডলী ও অসুরগণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এই শরবন্ধন হইতে উভয়কে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে না ।১৩

যাহার জন্য চিন্তিত ও শোকার্ত আমার পিতার সমস্ত রজনী শয্যাস্পর্শ ব্যতীত অতীত হয়, যাহার কারণ এই সারা লঙ্কা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় আকুল হইয়া রহিয়াছে, আমি আমাদের সর্ব্বনাশকর সেই অনর্থকে প্রশমিত করিয়াছি ।১৪-১৫

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং বানরমণ্ডলীর যাবতীয় পরাক্রম

গবাক্ষং শরভং চৈব তাবপ্যমিতবিক্রমৌ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহাবেগো বিব্যাধ যুধি রাবণিঃ ॥২০
গোলাঙ্গুলেশ্বরং চৈব বালিপুত্রমথাঙ্গদম্।
বিব্যাধ বহুভির্বাণৈস্ত্বরমাণোঽথ রাবণিঃ ॥২১
তান্ বানরবরান্ ভিত্বা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
ননাদ বলবাংস্তত্র মহাসত্ত্বঃ স রাবণিঃ ॥২২
তানর্দয়িত্বা বাণৌঘৈস্ত্রাসয়িত্বা চ বানরান্।
প্রজহাস মহাবাহুর্বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৩
শরবন্ধেন ঘোরেণ ময়া বদ্ধৌ চমূমুখে।
সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ ॥২৪
এবমুক্তাস্তু তে সর্বে রাক্ষসাঃ কূটযোধিনঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্নাঃ কর্মণা তেন হর্ষিতাঃ ॥২৫
বিনেদুশ্চ মহানাদান্ সর্বে তে জলদোপমাঃ।
হতো রাম ইতি জ্ঞাত্বা রাবণিং সমপূজয়ন্ ॥২৬
নিষ্পন্দৌ তু তদা দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বসুধায়াং নিরুচ্ছ্বাসৌ হতাবিত্যন্বমন্যত ॥২৭
হর্ষেণ তু সমাবিষ্ট ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং হর্ষয়ন্ সর্বনৈর্ঋতান্ ॥২৮
রাম-লক্ষ্মণয়োর্দৃষ্ট্বা শরীরেসায়কৈশ্চিতে।
সর্বাণি চাঙ্গোপাঙ্গানি সুগ্রীবং ভয়মাবিশৎ ॥২৯
তমুবাচ পরিত্রস্তং বানরেন্দ্রং বিভীষণঃ।
সবাষ্পবদনং দীনং শোকব্যাকুললোচনম্ ॥৩০
অলং ত্রাসেন সুগ্রীব বাষ্পবেগো নিগৃহ্যতাম্।
এবং প্রায়াণি যুদ্ধানি বিজয়ো নাস্তি নৈষ্ঠিকঃ ॥৩১

শরৎকালীন মেঘসমূহের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। দর্শনকারী সেই সকল নিশাচরগণকে এই কথা বলিয়া রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ বানর-যূথপতিগণকেও তাড়ন করিতে আরম্ভ করিল।১৬-১৭

রিপুনাশন ঐ নিশাচর নয় বাণের দ্বারা নীলকে আহত করিয়া মৈন্দ ও দ্বিবিদকে তিন তিন উত্তম শরের দ্বারা সন্তপ্ত করিল।১৮

মহাধনুর্দ্ধর ইন্দ্রজিৎ এক বাণের দ্বারা জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশটি শর নিক্ষেপ করিল।১৯

মহাবেগসম্পন্ন রাবণতনয় সেই রণক্ষেত্রে অমিত-বিক্রম গবাক্ষ ও শরভঙ্গকেও দুই দুইটি বাণের দ্বারা ব্যথিত করিল।২০

অতঃপর ত্বরান্বিত রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ বহু সংখ্যক শরের দ্বারা গোলাঙ্গুলেশ্বর গবাক্ষকে এবং বালিপুত্র অঙ্গদকেও বিদীর্ণ করিল।২১

এইরূপ বলবান্ মহাবৈর্য্যসম্পন্ন সেই রাবণতনয় অগ্নিশিখার ন্যায় শরসমূহের দ্বারা সমরে প্রধান প্রধান বানরবৃন্দকে বিদারিত করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।২২

স্বীয় বাণসকলের দ্বারা সেই বানরগণকে পীড়িত এবং ত্রাসিত করত মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করিতে লাগিল এবং এইরূপ বলিল।২৩

ওহে রাক্ষসগণ! দেখ,—আমি ভীষণ বাণবন্ধনের দ্বারা এই দুই ভ্রাতা রাম এবং লক্ষ্মণকে একসঙ্গে বন্দী করিয়াছি।২৪

ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিলে কপটযোদ্ধা ঐ সমস্ত রাক্ষস সেই কর্ম্মের দ্বারা হৃষ্ট এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল।২৫

সেই নিশাচরগণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে মহা সিংহনাদ করিতে লাগিল ও রামচন্দ্র নিহত হইয়াছেন জানিয়া রাবণ-কুমারকে অতিশয় অভিনন্দিত করিল।২৬

ইন্দ্রজিৎ তৎকালে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে ভূতলে নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস অবস্থায় পতিত দেখিয়া উভয়ে হত হইয়াছে—এইরূপ মনে করিল।২৭

সমরজয়ী ইন্দ্রজিৎ অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া রাক্ষস-সমূহকে আনন্দিত করত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল।২৮

রাম এবং লক্ষ্মণের শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বাণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সুগ্রীব ভীত হইল।২৯

বিভীষণ অতিশয় ভীত, অশ্রুপূর্ণ-বদন, শোকাকুল-

সভাগ্যশেষতাস্মাকং যদি বীর ভবিষ্যতি।
মোহমেতৌ প্রহাস্যেতে মহাত্মানৌ মহাবলৌ ॥৩২
পর্য্যবস্থাপয়াত্মানমনাথং মাঞ্চ বানর।
সত্যধর্মাভিরক্তানাং নাস্তি মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥৩৩
এবমুক্ত্বা ততস্তস্য জলক্লিন্নেন পাণিনা।
সুগ্রীবস্য শুভে নেত্রে প্রমমার্জ বিভীষণঃ ॥৩৪
ততঃ সলিলমাদায় বিদ্যয়া পরিজপ্য চ।
সুগ্রীবনেত্রে ধর্মাত্মা প্রমমার্জ বিভীষণঃ ॥৩৫
বিমৃজ্য বদনং তস্য কপিরাজস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ কালসম্প্রাপ্তমসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ ॥৩৬
ন কালঃ কপিরাজেন্দ্র বৈক্লব্যমবলম্বিতুম্।
অতিস্নেহোঽপি কালেঽস্মিন্ মরণায়োপকল্পতে ॥৩৭
তস্মাদুৎসৃজ্য বৈক্লব্যং সর্বকার্য্যবিনাশনম্।
হিতং রামপুরোগাণাং সৈন্যানামনুচিন্তয় ॥৩৮

অথ বা রক্ষ্যতাং রামো যাবৎ সংজ্ঞাবিপর্য্যয়ঃ।
লব্ধসংজ্ঞৌ হি কাকুৎস্থৌ ভয়ং নৌ ব্যপনেষ্যতঃ ॥৩৯
নৈতৎ কিঞ্চন রামস্য ন চ রামো মুমূর্ষতি।
নহ্যেনং হাস্যতে লক্ষ্মীর্দুর্লভা যা গতায়ুষাম্ ॥৪০
তস্মাদাশ্বাসয়াত্মানং বলঞ্চাশ্বাসয় স্বকম্।
যাবৎ সৈন্যানি সর্বাণি পুনঃ সংস্থাপয়াম্যহম্ ॥৪১
এতে হি ফুল্লনয়নাস্ত্রাসাদাগতসাধ্বসাঃ।
কর্ণে কর্ণে প্রকথিতা হরয়ো হরিসত্তম ॥৪২
মাস্তু দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তমনীকং সম্প্রহর্ষিতম্।
ত্যজন্তু হরয়স্ত্রাসং ভুক্তপূর্বামিব স্রজম্ ॥৪৩
সমাশ্বাস্য তু সুগ্রীবং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিদ্রুতং বানরানীকং তৎ সমাশ্বাসয়ৎ পুনঃ ॥৪৪
ইন্দ্রজিত্তু মহামায়ঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং পিতরঞ্চাভ্যুপাগমৎ ॥৪৫

নয়ন ও দীন বানররাজকে বলিল,—হে সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাষ্পবেগ সংযত কর। হে বীর! সমস্ত সমরে প্রায় এইরূপই স্থিতি হইয়া থাকে। উহাতে বিজয় নিশ্চিত নাই। যদি আমাদের ভাগ্যের শেষ থাকে অর্থাৎ সৌভাগ্য থাকে, তাহা হইলে মহাত্মা মহাবল ভ্রাতৃযুগল এই মূর্চ্ছা ত্যাগ করিবেন। হে বানররাজ! তুমি নিজেকে এবং অনাথ আমাদিগকেও রক্ষা কর। সত্যধর্ম্মে অত্যাসক্ত জনগণের মরণজনিত ভয় হয় না।৩০-৩৩

ইহা বলিয়া বিভীষণ জলসিক্ত-হস্তের দ্বারা সুগ্রীবের সুন্দর নয়ন দুইটি মার্জনা করিয়া দিল।৩৪

তাহার পর হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে মন্ত্র জপ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সুগ্রীবের নেত্র দুইটি মুছাইয়া দিল।৩৫

সেই বিভীষণ পুনরায় বুদ্ধিমান্ বানরপতির সিক্ত-বদন মার্জনাপূর্ব্বক সময়োচিত অভ্রান্ত এই বাক্য বলিল।৩৬

হে কপিসম্রাট্! অধুনা বিহ্বল হইবার সময় নয়, এই সময় অতিশয় স্নেহপ্রদর্শনও মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়ে।৩৭

তজ্জন্য সর্ব্বকর্ম্মবিনাশন বৈক্লব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী সৈন্যগণের হিত চিন্তা কর।৩৮

কিংবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরঘুনাথের চেতনা না হয়, ততক্ষণ ইহাদিগকে রক্ষা কর। এই রঘুনন্দনদ্বয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া আমাদের সমস্ত ভয় বিদূরিত করিবেন।৩৯

শ্রীরামের পক্ষে এই সঙ্কট কিছুই নয়, তিনি মুমূর্ষু নন, কেননা যে শোভা গতায়ুগণের দুর্লভ, তাহা ইঁহাকে ত্যাগ করে নাই।৪০

সেইহেতু আত্মসংবরণ কর। যতক্ষণ না আমি এই বিপর্য্যস্ত সেনাগণকে সংস্থাপিত করি, ততক্ষণ স্বীয় সৈন্যসমূহকে আশ্বাস দাও।৪১

হে বানররাজ! দেখ, এই বানরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য ইহারা বিস্ফারিতনেত্রে দেখিতেছে এবং পরস্পর কানে কানে কথা বলিতেছে।৪২

(এইহেতু আমি ইহাদের আশ্বাস দিতে যাইতেছি)

তত্র রাবণমাসাদ্য অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
আচচক্ষে প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৬
উৎপপাত ততো হৃষ্টঃ পুত্রঞ্চ পরিষস্বজে।
রাবণো রক্ষসাং মধ্যে শ্রুত্বা শত্রূ নিপাতিতৌ ॥৪৭
উপাঘ্রায় চ তং মূর্দ্ধ্নি পপ্রচ্ছ প্রীতমানসঃ।
পৃচ্ছতে চ যথাবৃত্তং পিত্রে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৪৮
যথা তৌ শরবন্ধেন নিশ্চেষ্টৌ নিষ্প্রভৌ কৃতৌ ॥৪৯

স হর্ষবেগানুগতান্তরাত্মা
শ্রুত্বা গিরং তস্য মহারথস্য।
জহৌ জ্বরং দাশরথেঃ সমুত্থং
প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্ ॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

আমায় প্রহৃষ্ট এবং তদুদ্দেশ্যে ধাবমান দেখিয়া সৈন্যসকল আনন্দিত হউক। পরিভুক্ত মাল্য যেমন লোকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ বানরবৃন্দ শঙ্কা ত্যাগ করুক।৪৩

রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুগ্রীবকে এইভাবে বিশেষরূপে আশ্বাসিত করিয়া পলায়নপর বানরসেনাগণকে পুনরায় আশ্বাসিত করিল।৪৪

মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ সৈন্যগণের সহিত লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল।৪৫

সেখানে রাবণের নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে অভিবাদন পূর্বক 'রাম-লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে' এই প্রিয় সংবাদ বলিল।৪৬

স্বীয় শত্রুদ্বয় নিপতিত হইয়াছে—এই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণের মধ্যস্থিত রাবণ সানন্দে উল্লম্ফন পূর্বক পুত্রকে আলিঙ্গন করিল।৪৭

রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রাম-লক্ষ্মণকে বাণবন্ধনে বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহা পিতাকে যথাযথ নিবেদন করিল।৪৮-৪৯

মহারথ ইন্দ্রজিতের সেই কথা শুনিয়া রাবণের অন্তরাত্মা হর্ষবেগে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দশরথ-তনয় শ্রীরাম হইতে যে ভয় ও চিন্তা হইয়াছিল, সে তাহা ত্যাগ করত প্রসন্নতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা স্বীয় পুত্রকে অভিনন্দিত করিল।৫০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বানরৈঃ শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়ো রক্ষণম্, রাবণানুজ্ঞয়া পুষ্পকবিমানে সীতামারোহ্য নিহতৌ শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ দর্শয়িতুং রাক্ষসীনাং রণভূম্যাং গমনম্, তৌ দৃষ্ট্বা দুঃখিতায়াঃ সীতায়া রোদনঞ্চ।]

তস্মিন্ প্রবিষ্টে লঙ্কায়াং কৃতার্থে রাবণাত্মজে।
রাঘবং পরিবার্য্যাথ ররক্ষুর্বানরর্ষভাঃ ॥১
হনূমানঙ্গদো নীলঃ সুষেণঃ কুমুদো নলঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ ॥২
জাম্ববানৃষভঃ স্কন্দো রম্ভঃ শতবলিঃ পৃথুঃ।
ব্যূঢানীকাশ্চ যত্তাশ্চ দ্রুমানাদায় সর্বতঃ ॥৩
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাস্তির্য্যগূর্ধ্বঞ্চ বানরাঃ।
তৃণেষ্বপি চ চেষ্টৎসু রাক্ষসা ইতি মেনিরে ॥৪
রাবণশ্চাপি সংহৃষ্টো বিসৃজ্যেন্দ্রজিতং সুতম্।
আজুহাব ততঃ সীতারক্ষণী রাক্ষসীস্তদা ॥৫
রাক্ষস্যস্ত্রিজটা চাপি শাসনাৎ তমুপস্থিতাঃ।
তা উবাচ ততো হৃষ্টো রাক্ষসী রাক্ষসাধিপঃ ॥৬
হতাবিন্দ্রজিতাখ্যাত বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ।
পুষ্পকং তৎসমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ ॥৭
যদাশ্রয়াদবষ্টব্ধা নেয়ং মামুপতিষ্ঠতে।
সোঽস্যা ভর্তা সহ ভ্রাত্রা নিহতো রণমূর্ধনি ॥৮
নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী।
মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা ॥৯
অদ্য কালবশং প্রাপ্তং রণে রামং সলক্ষ্মণম্।
অবেক্ষ্য বিনিবৃত্তা সা চান্যাং গতিমপশ্যতী ॥১০

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[চিতোর গড়, পৌষ ১৩৭১, ভোর।]

[বানরগণের দ্বারা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের রক্ষা, রাবণের আদেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখাইতে রাক্ষসীগণের রণভূমিতে গমন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিতা সীতার রোদন।]

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ কৃতার্থ হইয়া লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত প্রধান বানরগণ শ্রীরঘুনন্দনকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল।১

হনুমান্, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, ঋষভ, স্কন্দ, রম্ভ, শতবলি এবং পৃথু সকলেই সাবধান হইয়া স্বীয় সেনার ব্যূহ রচনা করত হস্তে বৃক্ষ লইয়া সকলদিক্ রক্ষা করিতে লাগিল।২-৩

সেই সমস্ত বানর সকল দিক্, উপর, নীচে ও আশে পাশে দেখিতে লাগিল এবং তৃণ কম্পিত হইলেও তাহারা রাক্ষস আসিয়াছে মনে করিতে লাগিল।৪

ওদিকে রাবণও অতিশয় আনন্দিত হইয়া আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিয়া তখন সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিল।৫

আদেশ পাইবামাত্রই ত্রিজটা এবং অন্য রাক্ষসীগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন হৃষ্ট রাক্ষসপতি রাক্ষসীগণকে বলিল।৬

তোমরা বিদেহ-নন্দিনী সীতার নিকট গিয়া বল যে, ইন্দ্রজিৎ রাম এবং লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছে। আর পুষ্পক-বিমানে সীতাকে আরোহণ করাইয়া সমরক্ষেত্রে লইয়া যাও এবং ঐ হত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাও।৭

যাহার আশ্রয়ে গর্ব্বিত হইয়া সীতা আমার নিকট আসিতেছে না, তাহার সেই স্বামী ভ্রাতার সহিত রণমধ্যে নিহত হইয়াছে।৮

অধুনা মিথিলারাজনন্দিনী সীতা নিরপেক্ষা, উদ্বেগরহিতা, আশঙ্কাশূন্যা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া আমার সেবার জন্য উপস্থিত হইবে।৯

অনপেক্ষা বিশালাক্ষী মামুপস্থাস্যতে স্বয়ম্ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১১

রাক্ষস্যস্তাস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্মুর্বৈ যত্র পুষ্পকম্ ।
ততঃ পুষ্পকমাদায় রাক্ষস্যো রাবণাজ্ঞয়া ॥১২

অশোকবনিকাস্থাং তাং মৈথিলীং সমুপানয়ন্ ।
তমাদায় তু রাক্ষস্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাম্ ॥১৩

সীতামারোপয়ামাসুর্বিমানং পুষ্পকং তদা ।
ততঃ পুষ্পকমারোপ্য সীতাং ত্রিজটয়া সহ ॥১৪

জগ্মুর্দর্শয়িতুং তস্যৈ রাক্ষস্যো রাম-লক্ষ্মণৌ ।
রাবণশ্চারয়ামাস পতাকাধ্বজমালিনীম্ ॥১৫

প্রাঘোষয়ত হৃষ্টশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব হতাবিন্দ্রজিতা রণে ॥১৬

আজ সমরক্ষেত্রে কালবশীভূত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্ব্বক রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এবং আপনার অন্য কোনও গতি না থাকায় ওদিক্ হইতে নিরাশ হইয়া বিশালনয়না সীতা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। দুরাত্মা রাবণের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসীগণ 'উত্তম' এই বলিয়া যেস্থানে পুষ্পক-বিমান ছিল, তথায় গমন করিল। রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় পুষ্পক-বিমান লইয়া অশোক-কাননস্থিত সেই মিথিলা রাজনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই রাক্ষসীগণ স্বামী-শোকাকুলা সীতাকে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইল। ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া রাক্ষসীগণ তাঁহাকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করাইবার জন্য লইয়া চলিল। (পূর্বে) রাবণও সীতাকে এই প্রকার ধ্বজা-পতাকা-বিভূষিত লঙ্কাপুরীর উপর বিচরণ করাইছিল।১০-১৫

আনন্দিত নিশাচরপতি রাবণ লঙ্কার সর্ব্বত্র 'সমরে ইন্দ্রজিৎ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছে' এই ঘোষণা করাইল।১৬

বিমানেনাপি গত্বা তু সীতা ত্রিজটয়া সহ ।
দদর্শ বানরাণাস্তু সর্বং সৈন্যং নিপাতিতম্ ॥১৭

প্রহৃষ্টমনসশ্চাপি দদর্শ পিশিতাশনান্ ।
বানরাংশ্চাতিদুঃখার্তান্ রাম-লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ ॥১৮

ততঃ সীতা দদর্শোভৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ ।
লক্ষ্মণঞ্চৈব রামঞ্চ বিসংজ্ঞৌ শরপীড়িতৌ ॥১৯

বিধ্বস্তকবচৌ বীরৌ বিপ্রবিদ্ধশরাসনৌ ।
সায়কৈশ্ছিন্নসর্বাঙ্গৌ শরস্তম্বময়ৌ ক্ষিতৌ ॥২০

তৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ তত্র প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ ।
শয়ানৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ কুমারাবিব পাবকী ॥২১

শরতল্পগতৌ বীরৌ তথাভূতৌ নরর্ষভৌ ।
দুঃখার্তা করুণং সীতা সুভৃশং বিললাপ হ ॥২২

বিমানে আরোহণ করিয়া ত্রিজটার সহিত সীতা তথায় গমন করত বানরগণের সমস্ত সৈন্য নিপাতিত দেখিলেন।১৭

তিনি প্রহৃষ্টচিত্ত মাংসাশী রাক্ষসগণকে ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পার্শ্বে অতিশয় দুঃখিত বানরগণকে দর্শন করিলেন।১৮

অনন্তর সীতা শরশয্যায় শায়িত, সংজ্ঞা-শূন্য, শর-পীড়িত শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ উভয়কে দর্শন করিলেন।১৯

কবচবিহীন, বিচ্যুতশরাসন (ত্যক্তধনু), সায়কের দ্বারা সর্ব্ব শরীর ছিন্ন এবং শরস্তম্বময় ভূতলে বীর যুগলকে পতিত দেখিলেন।২০

অনল-তনয় শাখ ও বিশাখের ন্যায় অতিশয় বলবান্ পুরুষ-প্রধান কমললোচন নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ শরশয্যায় শায়িত আছেন। বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া দুঃখ-পীড়িতা সীতা করুণস্বরে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরমাসুন্দরী কৃষ্ণ-নয়না জনক-নন্দিনী সীতা আপনার স্বামীকে এবং দেবর

ভর্তারমনবদ্যাঙ্গী লক্ষ্মণঞ্চাসিতেক্ষণা।
প্রেক্ষ্য পাংশুষু চেষ্টন্তৌ রুরোদ জনকাত্মজা ॥২৩
সবাষ্পশোকাভিহতা সমীক্ষ্য
তৌ ভ্রাতরৌ দেবসুতপ্রভাবৌ।

লক্ষ্মণকে ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।২১-২৩
দেবকুমারের ন্যায় প্রভাব-সম্পন্ন সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে

বিতর্কয়ন্তী নিধনং তয়োঃ সা
দুঃখান্বিতা বাক্যমিদং জগাদ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

দেখিয়া উভয়ে নিহত হইয়াছেন আশঙ্কা করত অশ্রু-বিগলিত-নয়না শোকাকুল-দুঃখান্বিতা সীতা এই কথা বলিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়া বিলাপঃ, ত্রিজটয়া 'শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ জীবিষ্যতঃ' ইত্যেবমাশ্বস্য লঙ্কামানয়নঞ্চ।]

ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং শোককর্শিতাঃ ॥১
ঊচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥২
যজ্বনো মহিষীং যে মামুচুঃ পত্নীঞ্চ সত্রিণঃ।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥৩
বীরপার্থিবপত্নীনাং যে বিদুর্ভর্তৃপূজিতাম্।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥৪
ঊচুঃ সংশ্রবণে যে মাং দ্বিজাঃ কার্তান্তিকাঃ শুভাম্
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥৫
ইমানি খলু পদ্মানি পাদয়োর্বৈ কুলস্ত্রিয়ঃ।
আধিরাজ্যেঽভিষিচ্যন্তে নরেন্দ্রৈঃ পতিভিঃ সহ ॥৬

[চতুর্ভুজা মন্দির, চিতোর গড়, ১০ই পৌষ।]

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[সীতার বিলাপ, ত্রিজটা কর্তৃক 'শ্রীরামলক্ষ্মণ জীবিত হইবে' এই আশ্বাস প্রদান পূর্বক লঙ্কায় আনয়ন।]

নিজের স্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে ও মহাবল লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া শোকাভিভূতা সীতা পুনঃ পুনঃ করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১

যে সামুদ্রিক-লক্ষণবিজ্ঞাতাগণ আমাকে পুত্রবতী এবং সধবা বলিয়াছিলেন, আজ শ্রীরামচন্দ্র হত হওয়ায় সেই জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন।২

যাঁহারা আমাকে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকা সম্রাটের পত্নী বলিয়াছিলেন, আজ শ্রীরাম হত হওয়ায় সেইসব লক্ষণজ্ঞ পুরুষগণ মিথ্যাবাদী হইলেন।৩

যাঁহারা আমাকে বীর ভূপতিসকলের পত্নীগণের এবং স্বামী কর্তৃক সম্মানিত জানিতেন, আজ শ্রীরামচন্দ্র নিহত হওয়ায় সেই সমস্ত জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন।৪

জ্যোতিষশাস্ত্র-সিদ্ধান্তজ্ঞ যে সকল ব্রাহ্মণ আমাকে নিত্য কল্যাণময়ী বলিয়াছিলেন, সেই লক্ষণবেত্তা পুরুষগণ শ্রীরামচন্দ্র বিনষ্ট হওয়ায় অসত্যবাদী হইলেন।৫

বৈধব্যং যান্তি যৈর্নার্যোঽলক্ষণৈর্ভাগ্যদুর্লভাঃ।
নাত্মনস্তানি পশ্যামি পশ্যন্তী হতলক্ষণা ॥৭
সত্যনামানি পদ্মানি স্ত্রীণামুক্তানি লক্ষণৈঃ।
তানদ্য নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে ॥৮
কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংহতে মম।
বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম ॥৯
শঙ্খে নেত্রে করৌ পাদৌ গুল্ফাবূরূ সমৌ চিতৌ।
অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম ॥১০
স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচুচুকৌ।
মগ্না চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোরস্কঞ্চ মে চিতম্ ॥১১

পদযুগলে এই পদ্মচিহ্নসকল থাকিলে পরস্ত্রীগণ সম্রাট্ স্বামীর সহিত সাম্রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত হন। আমার পদে সেই চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে।৬

যে অশুভ লক্ষণের দ্বারা সৌভাগ্য দুর্লভ হয় এবং নারীগণ বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমি নিপুণভাবে দেখিয়াও স্বীয় শরীরে সেই লক্ষণসকল দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার সমস্ত শুভ লক্ষণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।৭

নারীগণের হস্তে ও পদে যে পদ্ম-চিহ্ন হয়, লক্ষণবিদ্গণ তাহাকে অমোঘ বলেন, কিন্তু অদ্য শ্রীরামচন্দ্র হত হওয়ায় সেই শুভ লক্ষণ সকল বৃথা হইয়াছে।৮

আমার কেশসমূহ সূক্ষ্ম, সমান ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ভ্রূদ্বয় পরস্পর অসংযুক্ত, আমার জঙ্ঘাদ্বয় গোলাকার এবং রোমহীন, আর আমার দশনসকল অবিরল।৯

আমার নয়নের পার্শ্বভাগ, লোচনদ্বয়, হস্তযুগল, দুই পদ, গুল্ফ দুইটি এবং জঙ্ঘা সমান। বিশাল ও মাংসল (পুষ্ট) হস্তাঙ্গুলিসকল সমান, স্নিগ্ধ ও বর্ত্তুল-নখ-শোভিত।১০

আমার স্তনযুগল পরস্পর সংলগ্ন এবং স্থূল, ইহাদের অগ্রভাগ ভিতরদিকে মগ্ন। আমার নাভি গভীর, তাহার চতুর্দিক্ উচ্চ। আমার পার্শ্বভাগ ও বক্ষস্থল মাংসবহুল।১১

মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূন্যঙ্গরুহাণি চ।
প্রতিষ্ঠিতাং দ্বাদশভির্মামূচুঃ শুভলক্ষণাম্ ॥১২
সমগ্রযবমচ্ছিদ্রং পাণিপাদঞ্চ বর্ণবৎ।
মন্দস্মিতেত্যেব চ মাং কন্যালাক্ষণিকা বিদুঃ ॥১৩
আধিরাজ্যেঽভিষেকো মে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ।
কৃতান্তকুশলৈরুক্তং তৎ সর্বং বিতথীকৃতম্ ॥১৪
শোধয়িত্বা জনস্থানং প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ।
তীর্ত্বা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্পদে হতৌ ॥১৫
ননু বারুণমাগ্নেয়মৈন্দ্রং বায়ব্যমেব চ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব রাঘবৌ প্রত্যপদ্যত ॥১৬

[কোটা, সারথল হাউস, নয়াপুরা, ১১ই পৌষ, ১৩৭১।]

আমার অঙ্গকান্তি মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল, লোমসকল কোমল এবং পদের দশ অঙ্গুলি এবং পদতল দুটি এই চারটি ভূতলে উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, এইজন্য লক্ষণজ্ঞগণ আমাকে শুভ-লক্ষণা বলিয়াছেন।১২

আমার হস্তপদতল রক্তবর্ণ এবং উত্তম কান্তিযুক্ত ও তাহাতে অচ্ছিদ্র সমগ্র যবচিহ্ন আছে। (আমার হস্তের অঙ্গুলীসকল যখন পরস্পর সংলগ্ন হয়, তখন তাহাতে অল্পমাত্র ছিদ্র থাকে না।) কন্যার শুভলক্ষণজ্ঞগণ আমাকে মন্দস্মিতা বলিতেন।১৩

জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-নিপুণ ব্রাহ্মণগণ 'স্বামীর সহিত আমার রাজ্যাভিষেক হইবে' এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আজ সেই সমস্ত কথা মিথ্যা হইয়া যাইল।১৪

এই ভ্রাতৃযুগল আমার জন্য জনস্থান রাক্ষসশূন্য করিয়াছেন। আমার সমাচার পাইয়া অক্ষোভ্য সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে নিমজ্জিত হইলেন, অর্থাৎ এই সব মহাবীরোচিত কর্ম্ম করিয়া সামান্য রাক্ষস-সেনার দ্বারা নিহত হইলেন।১৫

এই রাঘবদ্বয় বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং

অদৃশ্যমানেন রণে মায়য়া বাসবোপমৌ।
মম নাথাবনাথায়া নিহতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৭
নহি দৃষ্টিপথং প্রাপ্য রাঘবস্য রণে রিপুঃ।
জীবন্ প্রতিনিবর্ত্তেত যদ্যপি স্যান্মনোজবঃ ॥১৮
ন কালস্যাতিভারোঽস্তি কৃতান্তশ্চ সুদুর্জয়ঃ।
যত্র রামঃ সহ ভ্রাত্রা শেতে যুধি নিপাতিতঃ ॥১৯
ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
নাত্মানং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্ ॥২০
সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ সরাঘবম্ ॥২১
পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্ত্তায়ং তব জীবতি ॥২২
কারণানি চ বক্ষ্যামি মহান্তি সদৃশানি চ।
যথেমৌ জীবতো দেবি ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৩

নহি কোপপরীতানি হর্ষপর্য্যুৎসুকানি চ।
ভবন্তি যুধি যোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ ॥২৪

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ ॥২৫

হতবীরপ্রধানা হি গতোৎসাহা নিরুদ্যমা।
সেনা ভ্রমতি সংখ্যেষু হতকর্ণেব নৌর্জলে ॥২৬

ইয়ং পুনরসম্ভ্রান্তা নিরুদ্বিগ্না তপস্বিনি।
সেনা রক্ষতি কাকুৎস্থৌ ময়া প্রীত্যা নিবেদিতৌ ॥২৭

সা ত্বং ভব সুবিস্রব্ধা অনুমানৈঃ সুখোদয়ৈঃ।
অহতৌ পশ্য কাকুৎস্থৌ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৮

অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে ন চ বক্ষ্যামি মৈথিলি।
চারিত্রসুখশীলত্বাৎ প্রবিষ্টাসি মনো মম ॥২৯

ব্রহ্মশিরাদি অস্ত্রসকলও জানিতেন। তাঁহারা মরণের পূর্ব্বে সেই অস্ত্রসমূহ কেন প্রয়োগ করেন নাই? ১৬

অনাথিনী আমার রক্ষক শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং মায়া দ্বারা অদৃশ্য থাকিয়া ইহাদের সমরে নিহত করিয়াছে।১৭

নচেৎ সম্মুখসমরে শ্রীরঘুনন্দের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া মনের ন্যায় বেগগামী কোন শত্রুও জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত হইতে পারে না।১৮

পরন্তু কালের নিকট কিছুই অতিভার নাই অর্থাৎ কালের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, নিতান্ত সুদুর্জ্জয় সেই কালের বশে পতিত শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় ভ্রাতার সহিত হত হইয়া সমরক্ষেত্রে শায়িত আছেন।১৯

আমি শ্রীরামচন্দ্র, মহারথ লক্ষ্মণ, আপনার এবং স্বীয় মাতার জন্য সেরূপ শোক করিতেছি না, যেরূপ তপস্বিনী শ্বশ্রূমাতার জন্য করিতেছি। তিনি প্রত্যহ এই চিন্তা করিতেছেন—সেদিন কবে আসিবে, যখন বনবাসব্রত সমাপ্ত করিয়া আগত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে দেখিতে পাইব? ২০-২১

এইরূপ বিলাপকারিণী তাঁহাকে ত্রিজটারাক্ষসী বলিল,—হে দেবি! বিষাদ করিও না। তোমার স্বামী জীবিত আছেন।২২

দেবি! আমি তোমাকে এইরূপ কতকগুলি মহান্ যুক্তিযুক্ত কারণ বলিব, যাহার দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃযুগল যে জীবিত আছেন, তাহা সূচিত হইবে।২৩

সমরে স্বামী নিহত হইলে যোদ্ধাগণের মুখ রোষ, হর্ষ ও উৎসুকতাযুক্ত থাকিত না। (সেগুলি দেখা যাইতেছে, এই জন্য উভয়ে জীবিত)।২৪

বিদেহরাজ-নন্দিনি! যদি রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে বিগত-প্রাণ হইতেন, তাহা হইলে এই পুষ্পকনামক দিব্য বিমান বৈধব্যদশাপ্রাপ্ত তোমাকে ধারণ করিত না।২৫

যখন প্রধান বীর নিহত হয়, তখন তাহার সেনা উৎসাহ এবং উদ্যমশূন্য হইয়া জলস্থিত কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। পরন্তু তপস্বিনী এই বানর-সেনার কোনরূপ চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ নাই, ইহারা কাকুৎস্থদ্বয়কে রক্ষা করিতেছে। এইজন্য আমি তোমাকে প্রীতির সহিত বলিতেছি যে, ভ্রাতৃদ্বয় জীবিত।২৬-২৭

নেমৌ শক্যৌ রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
তাদৃশং দর্শনং দৃষ্ট্বা ময়া চোদীরিতং তব ॥৩০
ইদন্তু সুমহচ্চিত্রং শরৈঃ পশ্যস্ব মৈথিলি।
বিসংজ্ঞৌ পতিতাবেতৌ নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি ॥৩১
প্রায়েণ গতসত্ত্বানাং পুরুষাণাং গতায়ুষাম্।
দৃশ্যমানেষু বক্ত্রেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্ ॥৩২
ত্যজ শোকঞ্চ দুঃখঞ্চ মোহঞ্চ জনকাত্মজে।
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে নাদ্য শক্যমজীবিতুম্ ॥৩৩
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ সীতা সুরসুতোপমা।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেমামেবমস্ত্বিতি মৈথিলী ॥৩৪
বিমানং পুষ্পকং তত্তু সন্নিবর্ত্ত্য মনোজবম্।
দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেব প্রবেশিতা ॥৩৫
ততস্ত্রিজটয়া সার্দ্ধং পুষ্পকাদবরুহ্য সা।
অশোকবনিকামেব রাক্ষসীভিঃ প্রবেশিতা ॥৩৬
প্রবিশ্য সীতা বহুবৃক্ষখণ্ডাং
তাং রাক্ষসেন্দ্রস্য বিহারভূমিম্।
সম্প্রেক্ষ্য সঞ্চিন্ত্য চ রাজপুত্রৌ
পরং বিষাদং সমুপাজগাম ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

এইজন্য অধুনা তুমি আমার এই সুখদায়ক অনুমান-সমূহের দ্বারা নিশ্চয়রূপে বিশ্বস্তা হও যে, ইঁহারা জীবিত আছেন। তুমি এই আহত কাকুৎস্থযুগলকে দেখ,—এই কথা আমি তোমাকে স্নেহবশে বলিতেছি।২৮

মিথিলা-রাজকুমারি! তুমি তোমার নির্মল চরিত্র ও সুন্দরস্বভাবহেতু আমার মনে প্রবেশ করিয়াছ অর্থাৎ আমার মন হরণ করিয়াছ। আমি কখনও তোমার নিকট পূর্বে মিথ্যা কথা বলি নাই এবং পরেও বলিব না। এই বীরদ্বয়কে সমরে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতা এবং অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া আমি তোমার নিকট পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছি।২৯-৩০

মিথিলা-রাজপুত্রি! এই সুমহান্ আশ্চর্য্য দর্শন কর। শরাঘাতে হতচেতন হইয়া পতিত উভয়ের লক্ষ্মা (শরীরের সহজ কান্তি) ত্যাগ করে নাই।৩১

প্রায় গতপ্রাণ অর্থাৎ মুমূর্ষু ও গতায়ু পুরুষগণের মুখে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। (এই উভয়ের মুখ-শোভা অবিকৃত, এইজন্য ইহারা জীবিত)।৩২

জনক-নন্দিনি! তুমি শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের জন্য শোক, দুঃখ ও মোহ ত্যাগ কর। ইঁহারা অদ্য মরিতে পারেন না।৩৩

ত্রিজটার এই কথা শুনিয়া দেবকন্যা-সদৃশী সুন্দরী মিথিলা-রাজকুমারী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—এই-রূপই হউক।৩৪

পুনরায় মনের ন্যায় বেগগামী পুষ্পক-বিমানকে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া ত্রিজটা দীনা সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল।৩৫

অনন্তর ত্রিজটার সহিত তাঁহাকে পুষ্পক-বিমান হইতে অবতরণ করাইয়া রাক্ষসীগণ অশোক-বনে লইয়া যাইল।৩৬

বহু বৃক্ষসমূহের দ্বারা সুশোভিত, রাক্ষসরাজের সেই বিহার-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সীতা সেই রাজকুমার-যুগলকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণায় লব্ধসংজ্ঞস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য বিলাপঃ, প্রাণত্যাগং নিশ্চিত্য বানরান্ প্রতি প্রত্যাবর্ত্তননির্দ্দেশশ্চ ।]

ঘোরেণ শরবন্ধেন বদ্ধৌ দশরথাত্মজৌ ।
নিঃশ্বসন্তৌ যথা নাগৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ ॥১
সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সসুগ্রীবা মহাবলাঃ ।
পরিবার্য্য মহাত্মানৌ তস্থুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ॥২
এতস্মিন্নন্তরে রামঃ প্রত্যবুধ্যত বীর্য্যবান্ ।
স্থিরত্বাৎ সত্ত্বযোগাচ্চ শরৈঃ সন্দানিতোঽপি সন্ ॥৩
ততো দৃষ্ট্বা সরুধিরং নিষণ্ণং গাঢ়মর্পিতম্ ।
ভ্রাতরং দীনবদনং পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৪
কিং নু মে সীতয়া কার্য্যং লব্ধয়া জীবিতেন বা ।
শয়ানং যোঽদ্য পশ্যামি ভ্রাতরং যুধি নির্জ্জিতম্ ॥৫

[কোটা, নয়াপুরা, ১১ই পৌষ ।]

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[সংজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ এবং প্রাণত্যাগ নিশ্চয় করিয়া বানরগণকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দান ।]

দশরথ-তনয়যুগল ভীষণ সর্পাকার বাণবন্ধনের দ্বারা বন্দী ও রক্তাক্তকলেবরে শায়িত হইয়া নাগদ্বয়ের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন ।১

সুগ্রীবের সহিত শোকাভিভূত মহাবলবান্ বানর-শ্রেষ্ঠগণ মহাত্মাদ্বয়ের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে ।২

ইতিমধ্যে বীর্য্যবান্ শ্রীরামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইলেও স্বীয় শরীরের দৃঢ়তা এবং শক্তিমত্তা হেতু মূর্চ্ছা হইতে জাগরিত হইলেন ।৩

তিনি অতিশয়-বাণাহত শোণিত-সিক্ত দীনবদন ভ্রাতাকে পতিত দেখিয়া কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৪

শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্ত্যলোকে বিচিন্বতা ।
ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ ॥৬
পরিত্যক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ বানরাণান্তু পশ্যতাম্ ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥৭
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্
কথমম্বাং সুমিত্রাঞ্চ পুত্রদর্শনলালসাম্ ॥৮
বিবৎসাং বেপমানাঞ্চ বেপন্তীং কুররীমিব ।
কথমাশ্বাসয়িষ্যামি যদি যাস্যামি তং বিনা ॥৯
কথং বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্ ।
ময়া সহ বনং যাতো বিনা তেনাহমাগতঃ ॥১০

হায় ! আমি যখন আপনার যুদ্ধ-পরাজিত ভ্রাতাকে সমরে শায়িত দেখিতেছি, তখন আমি সীতাকে লাভ করত তাহাকে লইয়া কি করিব ? অথবা জীবিত থাকিয়া কি হইবে ? ৫

মর্ত্ত্যলোকে অনুসন্ধান করিলে সীতার ন্যায় রমণী মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের সমান সহচর ও সমরনিপুণ ভ্রাতা মিলিবে না ।৬

সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষ্মণ যদি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমি বানরগণের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ।৭

লক্ষ্মণ ব্যতীত যদি আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মাতা কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে কি বলিব এবং আপনার পুত্র-দর্শন-লালসায় উৎসুকা, বিবৎসা, কম্পিত-কলেবরা, কম্পান্বিতা ও কুররীর ন্যায় বিলাপ-কারিণী মাতা সুমিত্রাকে কি বলিব ? কি প্রকারে আশ্বাস দান করিব ? ৮-৯

আমি যশস্বী ভরত এবং শত্রুঘ্নকে 'আমার সহিত লক্ষ্মণ বনে গমন করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে বিনা ফিরিয়া আসিয়াছি' এই কথা কি প্রকারে বলিব ?১০

উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢ়ুমম্বাসুমিত্রয়া।
ইহৈব দেহং ত্যক্ষ্যামি নহি জীবিতুমুৎসহে ॥১১
ধিঙ্মাং দুষ্কৃতকর্মাণমনার্য্যং মৎকৃতে হ্যসৌ।
লক্ষ্মণঃ পতিতঃ শেতে শরতল্পে গতাসুবৎ ॥১২
ত্বং নিত্যং সুবিষণ্ণং মামাশ্বাসয়সি লক্ষ্মণ।
গতাসুর্নাদ্য শক্তোঽসি মামার্তমভিভাষিতুম্ ॥১৩
যেনাদ্য বহবো যুদ্ধে নিহতা রাক্ষসাঃ ক্ষিতৌ।
তস্যামেবাদ্য শূরস্ত্বং শেষে বিনিহতঃ শরৈঃ ॥১৪
শয়ানঃ শরতল্পেঽস্মিন্ সশোণিতপরিস্রুতঃ।
শরভূতস্ততো ভাসি ভাস্করোঽস্তমিব ব্রজন্ ॥১৫
বাণাভিহতমর্মত্বান্ন শক্নোষীহ ভাষিতুম্।
রুজা চাব্রুবতো যস্য দৃষ্টিরাগেণ সূচ্যতে ॥১৬
যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্ ॥১৭

ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাঞ্চ নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামদ্য গতোঽবস্থাং মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ ॥১৮
সুরুষ্টেনাপি বীরেণ লক্ষ্মণেন ন সংস্মরে।
পরুষং বিপ্রিয়ঞ্চাপি শ্রাবিতস্তু কদাচন ॥১৯
বিসসর্জ্জৈকবেগেন পঞ্চ বাণশতানি যঃ।
ইষ্বস্ত্রেস্বধিকস্তস্মাৎ কার্তবীর্য্যাচ্চ লক্ষ্মণঃ ॥২০
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি যো হন্যাচ্ছক্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
সোঽয়মুর্ব্যাং হতঃ শেতে মহার্হশয়নোচিতঃ ॥২১
তচ্চ মিথ্যা প্রলপ্তং মাং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যন্ময়া ন কৃতো রাজা রাক্ষসানাং বিভীষণঃ ॥২২
অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রতিযাতুমিতোঽর্হসি।
মত্বা হীনং ময়া রাজন্ রাবণোঽভিভবিষ্যতি ॥২৩
অঙ্গদন্তু পুরস্কৃত্য সসৈন্যং সপরিচ্ছদম্।
সাগরং তর সুগ্রীব নীলেন চ নলেন চ ॥২৪

আমি মাতৃগণের সহিত সুমিত্রা-জননীর নিন্দাজনিত সরোষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিব। দুষ্কৃতকারী অনার্য্য আমাকে ধিক্! যাহার জন্য লক্ষ্মণ পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় শরশয্যায় শায়িত রহিয়াছে।১১-১২

হা লক্ষ্মণ! তুমি নিত্য অতিশয় বিষণ্ণ আমাকে আশ্বাস দান করিতে; কিন্তু আজ তুমি বিগত-প্রাণ হইয়া দুঃখিত আমাকে কিছু বলিতে পারিতেছ না।১৩

যে তুমি সমরে বহু নিশাচরগণকে নিহত করিয়া ধরাতলে পাতিত করিয়াছ, সেই তুমি সুর (দেবতা) হইয়াও রণক্ষেত্রে বাণের দ্বারা বিগত-প্রাণ হইয়া শায়িত আছ। এই শরশয্যায় রক্তাক্তকলেবরে শয়ন করিয়া আছ এবং বাণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ।১৪-১৫

বাণের দ্বারা মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হওয়ায় যদিও তুমি কিছু বলিতে পারিতেছ না, তথাপি তোমার নয়নরাগের দ্বারা মর্ম্মপীড়া সূচিত হইতেছে।১৬

যেমন বনগমনকালে মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ আমার অনুগমন করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও যমালয়ে ইহার অনুগমন করিব।১৭

যে আমার নিত্য প্রিয় বন্ধুজন এবং সতত আমার অনুরাগী, আজ অনার্য্য আমার দুর্নীতির জন্য সেই লক্ষ্মণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।১৮

বীর লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও কখনও আমাকে অপ্রিয় কর্কশ বাক্য শুনাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না।১৯

লক্ষ্মণ এককালে পাঁচশত শর বর্ষণ করিত, এইজন্য সে ধনুর্বিদ্যাতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক ছিল।২০

যে আপনার অস্ত্রের দ্বারা মহাত্মা সুরেন্দ্রেরও অস্ত্রসমূহ খণ্ডন করিতে সমর্থ, বহুমূল্য শয্যায় যাহার শয়ন করা অভ্যাস, সেই লক্ষ্মণ নিহত হইয়া আজ ধরাতলে শায়িত আছে।২১

আমি বিভীষণকে রাক্ষসগণের রাজা করিতে পারি নাই, সেইহেতু সেই মিথ্যা প্রলাপ আমাকে সতত প্রদগ্ধ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।২২

কৃতং হি সুমহৎ কর্ম যদন্যৈর্দুষ্করং রণে (ক)।
ঋক্ষরাজেন তুষ্যামি গোলাঙ্গুলাধিপেন চ ॥২৫
অঙ্গদেন কৃতং কর্ম মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ।
যুদ্ধং কেশরিণা সংখ্যে ঘোরঃ সম্পাতিনা কৃতম্ ॥২৬
গবয়েন গবাক্ষেণ শরভেণ গজেন চ।
অন্যৈশ্চ হরিভির্যুদ্ধং মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতৈঃ ॥২৭
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং দৈবং সুগ্রীব মানুষৈঃ।
যত্তু শক্যং বয়স্যেন সুহৃদা বা পরং মম ॥২৮
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতা ধর্মভীরুণা।
মিত্রকার্য্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ ॥২৯
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।
শুশ্রুবুস্তস্য যে সর্বে বানরাঃ পরিদেবিতুম্ ॥
বর্ত্তয়াঞ্চক্রিরেঽশ্রূণি নেত্রৈঃ কৃষ্ণেতরেক্ষণাঃ ॥৩০
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি স্থাপয়িত্বা বিভীষণঃ।
আজগাম গদাপাণিস্ত্বরিতং যত্র রাঘবঃ ॥৩১
তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং যান্তং নীলাঞ্জনচয়োপমম্
বানরা দুদ্রুবুঃ সর্বে মন্যমানাস্তু রাবণিম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

কপিরাজ সুগ্রীব! তুমি এই মুহূর্ত্তেই এইস্থান হইতে ফিরিয়া যাও, আমা ব্যতীত অসহায় মনে করিয়া রাবণ তোমাকে তিরস্কার করিবে।২৩

সুগ্রীব! তুমি সেনা এবং সামগ্রীর সহিত অঙ্গদকে অগ্রে লইয়া নল ও নীলের সহিত সাগর পার হইয়া যাও।২৪

অন্যের দুষ্কর সুমহৎ কর্ম্মকারী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং গোলাঙ্গুল-পতি গবয়ের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।২৫

অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ মহা পরাক্রম দেখাইয়াছে। কেশরী এবং সম্পাতিও সমরক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ করিয়াছে।২৬

গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ এবং অন্য বানরবৃন্দও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া আমার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে।২৭

কিন্তু সুগ্রীব! মানুষগণ দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। আমার পরমমিত্র অথবা উত্তমসুহৃদ্ ধর্ম্মভীরু পুরুষের দ্বারা যাহা করা সম্ভব, সুগ্রীব! তুমি তাহা সবই করিয়াছ। বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এই মিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। অধুনা আমি আদেশ দিতেছি, তোমরা যথেচ্ছ গমন কর। যে সকল পিঙ্গলাক্ষ বানরগণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই বিলাপ কথা শ্রবণ করিল, তখন তাহাদের নয়ন হইতে অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল।২৮-৩০

অনন্তর বানরসেনাগণকে পুনঃস্থাপিত করিয়া গদাপাণি বিভীষণ যেস্থানে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, তথায় শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।৩১

নীল কজ্জল রাশির সমান কৃষ্ণবর্ণ বিভীষণকে সত্বর আসিতে দেখিয়া বানরসকল তাহাকে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।৩২

পাঠান্তরঃ—(ক) কৃতং হনুমতা কর্ম যদন্যৈর্দুষ্করং মহৎ

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিভীষণম্ ইন্দ্রজিতং মত্বা বানরাণাং পলায়নম্। জাম্ববতা তেভ্য আশ্বাসদানম্, বিভীষণস্য বিলাপঃ, সুগ্রীবেণ তস্মৈ সান্ত্বনাদানম্, গরুড়স্যাগমনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ নাগপাশাদ্ বিমুচ্য গমনঞ্চ]

অথোবাচ মহাতেজা হরিরাজো মহাবলঃ।
কিমিয়ং ব্যথিতা সেনা মূঢবাতেব নৌর্জলে ॥১
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা বালিপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ
ন ত্বং পশ্যসি রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্ ॥২
শরজালাচিতৌ বীরাবুভৌ দশরথাত্মজৌ।
শরতল্পে মহাত্মানৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ ॥৩
অথাব্রবীদ্ বানরেন্দ্রঃ সুগ্রীবঃ পুত্রমঙ্গদম্।
নানিমিত্তমিদং মন্যে ভবিতব্যং ভয়েন তু ॥৪
বিষণ্ণবদনা হ্যেতে ত্যক্তপ্রহরণা দিশঃ।
পলায়ন্তেঽত্র হরয়স্ত্রাসাদুৎফুল্ললোচনাঃ ॥৫
অন্যোন্যস্য ন লজ্জন্তে ন নিরীক্ষন্তি পৃষ্ঠতঃ।
বিপ্রকর্ষন্তি চান্যোন্যং পতিতং লঙ্ঘয়ন্তি চ ॥৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
সুগ্রীবং বর্ধয়ামাস রাঘবঞ্চ জয়াশিষা ॥৭
বিভীষণন্তু সুগ্রীবো দৃষ্ট্বা বানরভীষণম্।
ঋক্ষরাজং মহাত্মানং সমীপস্থমুবাচ হ ॥৮
বিভীষণোঽয়ং সম্প্রাপ্তো যং দৃষ্ট্বা বানরর্ষভাঃ।
দ্রবন্ত্যায়তসন্ত্রাসা রাবণাত্মজশঙ্কয়া ॥৯
শীঘ্রমেতান্ সুসন্ত্রস্তান্ বহুধা বিপ্রধাবিতান্।
পর্য্যবস্থাপয়াখ্যাহি বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥১০

[সারথল, ১২-৯৭।]

পঞ্চাশ সর্গ

[বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া বানরগণের পলায়ন, জাম্ববান্ কর্তৃক তাহাদের সান্ত্বনা দান, বিভীষণের বিলাপ, সুগ্রীব কর্তৃক তাহাকে সান্ত্বনাদান গরুড়ের আগমন এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করত গমন।]

অনন্তর মহাতেজা মহাবল বানররাজ সুগ্রীব বলিল,—যেরূপ প্রচণ্ড বাত্যার দ্বারা জলমধ্যগত নৌকা কম্পিত হয়, তদ্রূপ এই বানরসেনা সহসা ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে—ইহার কারণ কি? ১

সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া বালি-তনয় অঙ্গদ বলিল,—আপনি কি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের দশা দেখিতেছেন না? ২

মহাত্মা দশরথ-তনয় বীরযুগল শোণিতসিক্তশরীরে শরসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া শর-শয্যার উপর শায়িত আছেন।৩

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে বলিল,—বৎস! আমি এরূপ মনে করি না যে, সেনামধ্যে অকারণ এরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, অবশ্যই কোন না কোন ভয়ের হেতু রহিয়াছে।৪

ভয়ে বিস্ফারিতনয়নে বিষণ্ণবদন এই বানরগণ স্ব স্ব অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতেছে।৫

পলায়ন করিবার সময় তাহারা পরস্পর লজ্জিত হইতেছে না। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। একজন অপরকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছে, আর যে পতিত হইতেছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াই গমন করিতেছে।৬

এই সময়ে গদাহস্তে বীর বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়া সুগ্রীব ও শ্রীরঘুনাথকে বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদের দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করিল।৭

বানরগণের ভয়প্রদ বিভীষণকে দেখিয়া সুগ্রীব সমীপস্থ মহাত্মা ভল্লুকপতি জাম্ববান্‌কে বলিল।৮

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু জাম্ববানৃক্ষপার্থিবঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়ামাস সন্নিবর্ত্ত্য প্রধাবতঃ ॥১১
তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ সর্বে বানরাস্ত্যক্তসাধ্বসাঃ।
ঋক্ষরাজবচঃ শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভীষণম্ ॥১২
বিভীষণস্তু রামস্য দৃষ্ট্বা গাত্রং শরৈশ্চিতম্।
লক্ষ্মণস্য তু ধর্মাত্মা বভূব ব্যথিতস্তদা ॥১৩
জলক্লিন্নেন হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমৃজ্য চ।
শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ ॥১৪
ইমৌ তৌ সত্ত্বসম্পন্নৌ বিক্রান্তৌ প্রিয়সংযুগৌ।
ইমামবস্থাং গমিতৌ রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ ॥১৫
ভ্রাতৃপুত্রেণ চৈতেন দুষ্পুত্রেণ দুরাত্মনা।
রাক্ষস্যা জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা বঞ্চিতাবৃজুবিক্রমৌ ॥১৬
শরৈরিমাবলং বিদ্ধৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।
বসুধায়ামিমৌ সুপ্তৌ দৃশ্যেতে শল্যকাবিব ॥১৭
যয়োর্বীর্য্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥১৮
জীবন্নদ্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ।
প্রাপ্তপ্রতিজ্ঞশ্চ রিপুঃ সকামো রাবণঃ কৃতঃ ॥১৯
এবং বিলপমানং তং পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নো হরিরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥২০
রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ।
রাবণঃ সহ পুত্রেণ স্বকামং নেহ লপ্স্যতে ॥২১
গরুড়াধিষ্ঠিতাবেতাবুভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ।
ত্যক্ত্বা মোহং বধিষ্যেতে সগণং রাবণং রণে ॥২২

এই বিভীষণ আসিয়াছে, যাহাকে দেখিয়া বানর-প্রধানগণ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে।৯

তুমি সত্বর যাইয়া অতিশয় ভীত ও ইতস্ততঃ প্রধাবিত কপিসমূহকে বিভীষণ আসিয়াছেন এই কথা বলিয়া স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত (সুস্থির) কর।১০

সুগ্রীব এই কথা বলিলে ঋক্ষপতি জাম্ববান্ পলায়ন-পরায়ণ বানরবৃন্দকে ফিরাইয়া আনাইয়া তাহাদের সান্ত্বনা দান করিল।১১

বানরগণ ভল্লুকপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বিভীষণকে স্বচক্ষে দেখিয়া নির্ভয় হইল। তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।১২

শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের শরীর শরের দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ধর্মাত্মা বিভীষণ তখন ব্যথিত হইল।১৩

বিভীষণ জলসিক্ত হস্তের দ্বারা উভয় ভ্রাতার নয়ন মার্জ্জনাপূর্বক অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া রোদন করত বিলাপ করিতে লাগিল।১৪

হায়! যুদ্ধপ্রিয়, বলসম্পন্ন ও বিক্রমশালী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এই ভ্রাতৃদ্বয়কে মায়াযুদ্ধকারী রাক্ষসগণের হস্তে এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইয়াছে।১৫

ভ্রাতার এই দুরাত্মা কুপুত্র আপনার কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধির দ্বারা সরলপরাক্রমী দুই বীরকে বঞ্চনা করিয়াছে।১৬

উভয়ের শরীর সম্পূর্ণরূপে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রুধিরস্নাত হইয়াছে। এই অবস্থায় নিদ্রিত ইঁহাদিগকে শজারুর ন্যায় দেখা যাইতেছে।১৭

যাঁহাদের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমি লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই দুই ভ্রাতা পুরুষ-প্রধান শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রসুপ্ত হইয়াছেন।১৮

আজ আমি জীবিত থাকিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি! আমার রাজ্যবিষয়ক মনোরথ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শত্রু রাবণ যে 'সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সেই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পুত্র তাহাকে সফল মনোরথ করিয়াছে।১৯

এইরূপ বিলাপকারী বিভীষণকে আলিঙ্গনপূর্বক বলবান্ বানররাজ সুগ্রীব তাহাকে এই কথা বলিল।২০

ধর্মজ্ঞ! তুমি লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। পুত্রের সহিত রাবণ স্বীয় কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না।২১

তমেবং সান্ত্বয়িত্বা তু সমাশ্বাস্য তু রাক্ষসম্ ।
সুষেণং শ্বশুরং পার্শ্বে সুগ্রীবস্তমুবাচ হ ॥২৩
সহ শূরৈর্হরিগণৈর্লব্ধসংজ্ঞাবরিন্দমৌ ।
গচ্ছ ত্বং ভ্রাতরৌ গৃহ্য কিষ্কিন্ধাং রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৪
অহন্তু রাবণং হত্বা সপুত্রং সহবান্ধবম্ ।
মৈথিলীমানয়িষ্যামি শক্রো নষ্টামিব শ্রিয়ম্ ॥২৫
শ্রুত্বৈতদ্ বানরেন্দ্রস্য সুষেণো বাক্যমব্রবীৎ ।
দেবাসুরং মহাযুদ্ধমনুভূতং পুরাতনম্ ॥২৬
তদা স্ম দানবা দেবান্ শরসংস্পর্শকোবিদান্ ।
নিজঘ্নুঃ শস্ত্রবিদুষশ্ছাদয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥২৭
তানার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাংশ্চ গতাসূংশ্চ বৃহস্পতিঃ ।
বিদ্যাভির্মন্ত্রযুক্তাভিরোষধীভিশ্চিকিৎসতি ॥২৮

তান্যৌষধান্যানয়িতুং ক্ষীরোদং যান্তু সাগরম্ ।
জবেন বানরাঃ শীঘ্রং সম্পাতি-পনসাদয়ঃ ॥২৯
হরয়স্তু বিজানন্তি পার্বতী তে মহৌষধী ।
সঞ্জীবকরণীং দিব্যাং বিশল্যাং দেবনির্মিতাম্ ॥৩০
চন্দ্রশ্চ নাম্না দ্রোণশ্চ ক্ষিরোদে সাগরোত্তমে ।
অমৃতং যত্র মথিতং তত্র তে পরমৌষধী ॥৩১
তৌ তত্র বিহিতৌ দেবৈঃ পর্বতৌ তৌ মহোদধৌ ।
অয়ং বায়ুসুতো রাজন্ হনূমাংস্তত্র গচ্ছতঃ ॥৩২
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্মেঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ ।
পর্য্যস্য সাগরে তোয়ং কম্পয়ন্নিব পর্বতান্ ॥৩৩
মহতা পক্ষবাতেন সর্বদ্বীপমহাদ্রুমাঃ ।
নিপেতুর্ভগ্নবিটপাঃ সলিলে লবণাম্ভসি ॥৩৪

এই ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মূর্চ্ছাত্যাগের পর গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে বধ করিবেন ।২২

রাক্ষস বিভীষণকে এই প্রকার সান্ত্বনা এবং সম্যক্-রূপে আশ্বাস দান করিয়া সুগ্রীব আপনার পার্শ্বস্থিত শ্বশুর সুষেণকে বলিল ।২৩

এই শত্রুদমনকারী শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ করিলে আপনি উভয়কে সঙ্গে লইয়া বলবান্ বানরগণের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিবেন ।২৪

যেমন দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় নষ্ট রাজ্যলক্ষ্মীকে দৈত্যগণের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সপুত্র রাবণকে বধ করিয়া মিথিলারাজকুমারী সীতাকে আনয়ন করিব ।২৫

কপিপতি সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুষেণ বলিল,—পূর্ব্বকালে যে দেবাসুর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি তাহা দেখিয়াছিলাম ।২৬

সেই সময় অস্ত্র-শস্ত্র-বিশারদ ও লক্ষ্যভেদে নিপুণ দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ শরসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দানবগণ নিতান্ত আহত করিয়াছিল ।২৭

সেই সময় অস্ত্রপীড়িত, অচেতন এবং প্রাণহীনগণকে রক্ষার জন্য বৃহস্পতি মন্ত্রযুক্ত দিব্য ওষধির দ্বারা তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন ।২৮

আমার কথা এই যে, সেই ওষধি সমস্ত আনয়ন করিবার জন্য সম্পাতি এবং পনসাদি বানর শীঘ্র ক্ষীর-সাগর-তীরে গমন করুক ।২৯

সম্পাতি আদি বানর তথায় পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধ মহৌষধি অবগত আছে। তন্মধ্যে একটির নাম সঞ্জীবকরণী। অপরটির নাম বিশল্যকরণী। এই দুটি মহৌষধির নির্ম্মাণ স্বয়ং ব্রহ্মা করিয়াছেন ।৩০

সাগরের মধ্যে উত্তম ক্ষীর-সাগরের তীরে চন্দ্র এবং দ্রোণ নামক দুইটি পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বকালে যেস্থানে অমৃত মথিত হইয়াছিল, সেই দুটি পর্ব্বতের উপর পরমৌষধি বর্ত্তমান আছে। সুরগণ মহাসাগরে ঐ পর্ব্বতদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজন্! এই বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই দিব্য ওষধিসকল আনিবার জন্য তথায় গমন করুক ।৩১-৩২

[তনোভিন্না, ১৩ই পৌষ ।]

এই সময় প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং বিদ্যুতের সহিত মেঘও দৃষ্ট হইল। সেই প্রচণ্ড বাত্যা সাগরের

অভবন্ পন্নগাস্ত্রস্তা ভোগিনস্তত্র বাসিনঃ ।
শীঘ্রং সর্বাণি যাদাংসি জগ্মুশ্চ লবণার্ণবম্ ॥৩৫
ততো মুহূর্তাদ্ গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলম্ ।
বানরা দদৃশুঃ সর্বে জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥৩৬
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য নাগাস্তে বিপ্রদুদ্রুবুঃ ।
যৈস্তু তৌ পুরুষৌ বদ্ধৌ শরভূতৈর্মহাবলৈঃ ॥৩৭
ততঃ সুপর্ণঃ কাকুৎস্থৌ স্পৃষ্ট্বা প্রত্যভিনন্দ্য চ ।
বিমমর্শ চ পাণিভ্যাং মুখে চন্দ্রসমপ্রভে ॥৩৮
বৈনতেয়েন সংস্পৃষ্টাস্তয়োঃ সংরুরুহুর্ব্রণাঃ ।
সুবর্ণে চ তনূ স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভূবতুঃ ॥৩৯
তেজো বীর্য্যং বলং চৌজ উৎসাহশ্চ মহাগুণাঃ ।
প্রদর্শনঞ্চ বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ দ্বিগুণা তয়োঃ ॥৪০
তাবুত্থাপ্য মহাতেজা গরুড়ো বাসবোপমৌ ।
উভৌ চ সস্বজে হৃষ্টো রামশ্চৈবমুবাচ হ ॥৪১
ভবৎপ্রাসাদাদ্ ব্যসনং রাবণিপ্রভবং মহৎ ।
উপায়েন ব্যতিক্রান্তৌ শীঘ্রঞ্চ বলিনৌ কৃতৌ ॥৪২
যথা তাতং দশরথং যথাজঞ্চ পিতামহম্ ।
তথা ভবন্তমাসাদ্য হৃদয়ং মে প্রসীদতি ॥৪৩
কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ।
বসানো বিরজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৪৪
তমুবাচ মহাতেজা বৈনতেয়ো মহাবলঃ ।
পতত্রিরাজঃ প্রীতাত্মা হর্ষপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥৪৫
অহং সখা তে কাকুৎস্থ প্রিয়ঃ প্রাণো বহিশ্চরঃ ।
গরুত্মানিহ সম্প্রাপ্তো যুবয়োঃ সাহ্যকারণাৎ ॥৪৬

জলকে বিপর্য্যস্ত করত পর্ব্বতসমূহকে যেন কাঁপাইতে লাগিল ।৩৩

গরুড়ের প্রবল প্রচণ্ড পক্ষবাতের দ্বারা সমস্ত দ্বীপের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখা সকলও ভগ্ন হইয়া লবণ-সাগরের সলিলে পতিত হইল ।৩৪

লঙ্কাস্থিত বিশালশরীর সর্পসমূহ ভয়ে ত্রস্ত হইল, জলজন্তুগণ সত্বর লবণসাগরে নিমজ্জিত হইল ।৩৫

অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যে বানরবৃন্দ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহাবলবান্ বিনতা-নন্দন গরুড়কে তথায় দেখিল ।৩৬

তাঁহাকে আগত দেখিয়া যে মহাবল সর্পসমূহ শরের আকার ধারণ করত সেই দুই পুরুষোত্তমকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা সকলেই অতি দ্রুত পলায়ন করিল ।৩৭

অতঃপর গরুড় ঐ কাকুৎস্থদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া অভিনন্দন পূর্ব্বক স্বীয় পাণি যুগলদ্বারা তাঁহাদের চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিল ।৩৮

গরুড়ের সংস্পর্শমাত্র শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং তাঁহাদের শরীর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ, সুন্দর এবং কান্তিযুক্ত হইল ।৩৯

তাঁহাদের উভয়ের তেজ, বীর্য্য, বল, ওজ, উৎসাহ, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি এবং স্মরণ-শক্তি আদি মহাগুণসকল পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ হইল ।৪০

অনন্তর মহাতেজা গরুড় ইন্দ্রতুল্য উভয় ভ্রাতাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন করিলে তখন আনন্দিত রাম তাহাকে বলিলেন ।৪১

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ হইতে জাত আমাদের যে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা আপনার কৃপায় অতিক্রান্ত হইলাম। বিশেষ উপায়দ্বারা আপনি আমাদের উভয়কে অতি সত্বর পূর্ব্বের ন্যায় বলবান্ করিয়াছেন ।৪২

পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজকে প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় যেরূপ প্রসন্ন হয়, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও আমার হৃদয় তদ্রূপ প্রসন্ন হইল ।৪৩

আপনি অতি রূপবান্। দিব্য পুষ্পমাল্য ও দিব্য অঙ্গরাগসম্পন্ন, নির্ম্মল বস্ত্রধারী এবং দিব্য আভরণবিভূষিত আপনি কে ?* ৪৪

তখন মহাতেজস্বী মহাবলবান্ পক্ষিরাজ বিনতা-

*শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মানব-স্বভাব আশ্রয় করত গরুড়কে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অসুরা বা মহাবীর্য্যা দানবা বা মহাবলাঃ।
সুরাশ্চাপি সগন্ধর্বাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ॥৪৭
নেমং মোক্ষয়িতুং শক্তাঃ শরবন্ধং সুদারুণম্।
মায়াবলাদিন্দ্রজিতা নির্মিতং ক্রূরকর্মণা ॥৪৮
এতে নাগাঃ কাদ্রবেয়াস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বিষোল্বণাঃ।
রক্ষোমায়াপ্রভাবেণ শরভূতাস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥৪৯
সভাগ্যশ্চাসি ধর্মজ্ঞ রাম সত্যপরাক্রম।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সমরে রিপুঘাতিনা ॥৫০
ইমং শ্রুত্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণোঽহমাগতঃ।
সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখীত্বমনুপালয়ন্ ॥৫১
মোক্ষিতৌচ মহাঘোরাদস্মাৎ সায়কবন্ধনাৎ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি ॥৫২
প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্ ॥৫৩
তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।
এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ ॥৫৪
এবমুক্ত্বা তদা রামং সুপর্ণঃ স মহাবলঃ।
পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥৫৫
সখে রাঘব ধর্মজ্ঞ রিপূণামপি বৎসল।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥৫৬
ন চ কৌতূহলং কার্য্যং সখিত্বং প্রতি রাঘব।
কৃতকর্মা রণে বীর সখিত্বং প্রতিবেৎস্যতি ॥৫৭
বালবৃদ্ধাবশেষান্তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোর্মিভিঃ।
রাবণন্তু রিপুং হত্বা সীতাং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥৫৮

তনয় গরুড় হৃষ্টচিত্তে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন।৪৫

কাকুৎস্থ! আমি আপনার প্রিয়সখা বহিশ্চর প্রাণ গরুড়, আপনাদের উভয়ের সাহায্য করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।৪৬

যদি মহাপরাক্রমী অসুরগণ, মহাশক্তিশালী দানবগণ অথবা দেবগণ গন্ধর্বগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া এখানে উপস্থিত হইতেন, তথাপি তাহারা অতি ভীষণ সর্পাকার বাণবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৭

ক্রূরকর্ম্মা-ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে সর্পরূপী-বাণবন্ধন নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা ভীষণ বিষসম্পন্ন কদ্রুনন্দন এই নাগসকল রাক্ষসের মায়া-প্রভাবে শর হইয়া আপনাদের শরীরে আশ্রয় লইয়াছিল।৪৮-৪৯

হে ধর্মজ্ঞ সত্যপরাক্রমশালিন্ শ্রীরামচন্দ্র! রণক্ষেত্রে শত্রুনাশকারী আপনার ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনি বড় সৌভাগ্যশালী (যেহেতু অনায়াসে নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন)।৫০

আমি দেবগণের মুখে আপনাদের নাগপাশ-বন্ধন শুনিয়া ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়াছি। আপনাদের উভয়ের যে স্নেহ আছে, তৎপ্রেরিত হইয়া মিত্রধর্ম পালন করিবার জন্য সহসা উপস্থিত হইয়াছি।৫১

আমি এই মহাভীষণ বাণবন্ধন হইতে আপনাদের উভয়কে মুক্ত করিয়া দিলাম। অধুনা আপনারা দুইজনে প্রতিনিয়ত সাবধানে থাকিবেন।৫২

রাক্ষসসমূহ স্বভাবতঃই সংগ্রামে কপট যুদ্ধকারী কিন্তু শুদ্ধস্বভাব আপনাদের ন্যায় বলবান্‌গণের সরলতাই বল।৫৩

এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া আপনাদের সমরাঙ্গণে রাক্ষসগণকে কখনও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়, কেন না নিশাচরগণ সতত কুটিল।৫৪

এইকথা বলিয়া মহাশক্তিশালী গরুড় তখন পরমপ্রেমী শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বস্থানে যাইবার আজ্ঞা লইতে উপক্রম করিলেন।৫৫

তিনি বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ সখে রাঘব! তুমি শত্রুগণের উপরও স্নেহসম্পন্ন। অধুনা আমি যথাসুখে গমন করিব, এইহেতু আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি।৫৬

বীর রঘুনাথ! আমি আপনাকে সখা বলিয়াছি, এবিষয়ে আপনি কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুপর্ণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
রামঞ্চ নীরুজং কৃত্বা মধ্যে তেষাং বনৌকসাম্ ॥৫৯
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা পরিষ্বজ্য চ বীর্য্যবান্।
জগামাকাশমাবিশ্য সুপর্ণঃ পবনো যথা ॥৬০
নীরুজৌ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা ততো বানরযূথপাঃ।
সিংহনাদং তথা নেদুর্লাঙ্গূলং দুধুবুশ্চ তে ॥৬১
ততো ভেরীঃ সমাজঘ্নুর্মৃদঙ্গাংশ্চাপ্যবাদয়ন্।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ সম্প্রহৃষ্টাঃ ক্ষ্বেলন্ত্যপি যথাপুরম্ ॥৬২
অপরে স্ফোট্য বিক্রান্তা বানরা নগযোধিনঃ।
দ্রুমাণ্যুৎপাট্য বিবিধাংস্তস্থুঃ শতসহস্রশঃ ॥৬৩
বিসৃজন্তো মহানাদাংস্ত্রাসয়ন্তো নিশাচরান্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুর্যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৬৪
তেষাং সুভীমস্তুমুলো নিনাদো
বভূব শাখামৃগযূথপানাম্।
ক্ষয়ে নিদাঘস্য যথা ঘনানাং
নাদঃ সুভীমো নদতাং নিশীথে ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

আপনি যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে আমার সখ্যভাব স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন।৫৭

আপনি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় শরাঘাতে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত, লঙ্কার অন্য সমস্ত শত্রুবর্গের উচ্ছেদসাধন করিয়া শত্রু রাবণকে হননপূর্বক সীতাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন।৫৮

এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী বীর্য্যশালী গরুড় শ্রীরামচন্দ্রকে (ভ্রাতৃদ্বয়কে) নীরোগ করত বানরবৃন্দের মধ্যে তাঁহাকে পরিক্রমা ও আলিঙ্গন পূর্বক বায়ুবেগে আকাশে গমন করিলেন।৫৯-৬০

অনন্তর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া সেই কপিযূথপতিগণ সিংহনাদ এবং নিজ নিজ পুচ্ছ কম্পিত করিতে লাগিল।৬১

অতঃপর বানরবৃন্দ ভেরীতে আঘাত করিল, মৃদঙ্গসমূহ বাজাইল এবং শঙ্খসকল নিনাদিত করিতে লাগিল। তাহারা অতীব আনন্দিত হইয়া পূর্বের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল।৬২

অপর শত শত সহস্র সহস্র পরাক্রমী পর্বতযোধী বানরবৃন্দ আস্ফালন পূর্বক বিবিধ বৃক্ষসকল উৎপাটন করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল।৬৩

উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া নিশাচরগণকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে যুদ্ধেচ্ছু বানরবৃন্দ লঙ্কার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।৬৪

তখন সেই বানর-যূথপতিগণের সুভীষণ ঘোরতর সিংহনাদ গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নিশীথকালে গর্জ্জনকারী মেঘসমূহের অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনির ন্যায় সর্বত্র সমাচ্ছন্ন করিল।৬৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বন্ধনমুক্ত-সন্দেশং প্রাপ্য চিন্তিত-রাবণেন ধূম্রাক্ষস্য যুদ্ধায় প্রেষণম্,
সৈন্যেন সহ তস্য নগরত্যাগশ্চ।]

তেষাং তু তুমুলং শব্দং বানরাণাং মহৌজসাম্।
নর্দতাং রাক্ষসৈঃ সার্ধং তদা শুশ্রাব রাবণঃ ॥১
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রুত্বা তং নিনদং ভৃশম্।
সচিবানাং ততস্তেষাং মধ্যে বচনমব্রবীৎ ॥২
যথাসৌ সম্প্রহৃষ্টানাং বানরাণামুপস্থিতঃ।
বহূনাং সুমহান্ নাদো মেঘানামিব গর্জতাম্ ॥৩
সুব্যক্তং মহতী প্রীতিরেতেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
তথাহি বিপুলৈর্নাদৈশ্চুক্ষুভে লবণার্ণবঃ ॥৪
তৌ তু বদ্ধৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অয়ঞ্চ সুমহান্ নাদঃ শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥৫
এবঞ্চ বচনং চোক্ত্বা মন্ত্রিণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচ নৈর্ঋতাংস্তত্র সমীপপরিবর্তিনঃ ॥৬
জ্ঞায়তাং তূর্ণমেতেষাং সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্।
শোককালে সমুৎপন্নে হর্ষকারণমুত্থিতম্ ॥৭
তথোক্তাস্তে সুসম্ভ্রান্তাঃ প্রাকারমধিরুহ্য চ।
দদৃশুঃ পালিতাং সেনাং সুগ্রীবেণ মহাত্মনা ॥৮
তৌ চ মুক্তৌ সুঘোরেণ শরবন্ধেন রাঘবৌ।
সমুত্থিতৌ মহাভাগৌ বিষেদুঃ সর্বরাক্ষসাঃ ॥৯
সন্ত্রস্তহৃদয়াঃ সর্বে প্রাকারাদবরুহ্য তে।
বিবর্ণা রাক্ষসা ঘোরা রাক্ষসেন্দ্রমুপস্থিতাঃ ॥১০

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[উজ্জয়িনী, ১৩ই পৌষ।]

একপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামের বন্ধন মুক্ত হইবার সংবাদ অবগত হইয়া চিন্তিত রাবণ কর্তৃক ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ এবং সসৈন্যে ধূম্রাক্ষের নগর ত্যাগ।]

তখন সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী মহাবলবান্ বানরবৃন্দের ঘোরতর সিংহনাদ রাক্ষসগণের সহিত রাবণ শ্রবণ করিল।১

মন্ত্রিগণের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ সেই স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে নির্ঘোষিত নিদারুণ সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিল।২

এই সময় অত্যধিক প্রহৃষ্ট বানরসমূহের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মহানাদ হইতেছে। ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ইহাদের অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই বিপুল গর্জ্জনে লবণ সমুদ্র ক্ষুভিত হইতেছে।৩-৪

সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু এই সুমহান্ নাদ আমার মনে যেন শঙ্কা উৎপন্ন করিতেছে।৫

[উজ্জয়িনী ধর্ম্মশালা,
১৪ই পৌষ।]

মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া নিশাচরপতি রাবণ সমীপবর্ত্তী রাক্ষসসমূহকে এই বাক্য বলিল।৬

সমুৎপন্ন শোকের সময়েও ঐ সব বানরগণের হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল, তাহা সত্বর যাইয়া অবগত হও।৭

রাবণ এই কথা বলিলে অতিশয় বিভ্রান্ত সেই রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর উঠিয়া মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক রক্ষিতা বানরসেনাকে দেখিল।৮

যখন নিশাচরগণ বুঝিতে পারিল যে, মহাভাগ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ সেই অতীব ভয়ানক নাগরূপ বাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সমুত্থান করিয়াছেন, তখন তাহারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল।৯

সেই ভীষণ রাক্ষসগণ অতিশয় ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ভীতান্তঃকরণে প্রাকার হইতে অবতরণ করত রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইল।১০

তদপ্রিয়ং দীনমুখা রাবণস্য চ রাক্ষসাঃ ।
কৃৎস্নং নিবেদয়ামাসুর্যথাবদ্ বাক্যকোবিদাঃ ॥১১
যৌ তাবিন্দ্রমিতা যুদ্ধে ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।
নিবদ্ধৌ শরবন্ধেন নিষ্প্রকম্পভুজৌ কৃতৌ ॥১২
বিমুক্তৌ শরবন্ধেন দৃশ্যেতে তৌ রণাজিরে ।
পাশানিব গজৌ ছিত্ত্বা গজেন্দ্রসমবিক্রমৌ ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ।
চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ ॥১৪
ঘোরৈর্দত্তবরৈর্বদ্ধৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
অমোঘৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ প্রমথ্যেন্দ্রজিতা যুধি ॥১৫
তদস্ত্রবন্ধমাসাদ্য যদি মুক্তৌ রিপূ মম ।
সংশয়স্থমিদং সর্বমনুপশ্যাম্যহং বলম্ ॥১৬
নিষ্ফলাঃ খলু সংবৃত্তাঃ শরাঃ পাবকতেজসঃ ।
আদত্তং যৈস্তু সংগ্রামে রিপূণাং জীবিতং মম ॥১৭

বাক্য-কথনে কুশল দীনবদন রাক্ষসগণ সেই সমস্ত অপ্রিয় সংবাদ রাবণের নিকট যথাবৎ নিবেদন করিল। (তাহারা বলিল, রাজন্!) কুমার ইন্দ্রজিৎ যে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে রণক্ষেত্রে নাগপাশরূপ বাণ-বন্ধনে বন্দী করিয়া তাঁহাদের বাহুদ্বয় নিস্পন্দ করিয়াছিল, সেই গজেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরদ্বয় হস্তী যেমন পাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হয়, তদ্রূপ বাণবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে।১১-১৩

মহাবলবান্ রাক্ষসরাজ তাহাদের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা ও ক্রোধে বিবর্ণবদন হইল।১৪

(মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল) বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক, সূর্য্যের সমান তেজস্বী, বরপ্রাপ্ত ভীষণ অমোঘ শরসমূহের দ্বারা সমরে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিৎ যাহাদের বন্ধন করিয়াছিল, যখন আমার সেই শত্রুদ্বয় তাদৃশ নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন এই সমস্ত সেনা দ্বারা বিজয়-লাভ সংশয়াপন্ন দেখিতেছি।১৫-১৬

সমরক্ষেত্রে আমার শত্রুগণের প্রাণগ্রহণকারী সেই অনলতুল্য দীপ্তিমান্ শরসকল নিশ্চয় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।১৭

এবমুক্ত্বা তু সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা ।
অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে ধূম্রাক্ষং নাম রাক্ষসম্ ॥১৮
বলেন মহতা যুক্তো রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমঃ ।
ত্বং বধায়াশু নির্যাহি রামস্য সহ বানরৈঃ ॥১৯
এবমুক্তস্তু ধূম্রাক্ষো রাক্ষসেন্দ্রেণ ধীমতা ।
পরিক্রম্য ততঃ শীঘ্রং নির্জগাম নৃপালয়াৎ ॥২০
অভিনিষ্ক্রম্য তদ্ দ্বারং বলাধ্যক্ষমুবাচ হ ।
ত্বরয়স্ব বলং শীঘ্রং কিং চিরেণ যুযুৎসতঃ ॥২১
ধূম্রাক্ষবচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো বলানুগঃ ।
বলমুদ্যোজয়ামাস রাবণস্যাজ্ঞয়া ভৃশম্ ॥২২
তে বদ্ধঘণ্টা বলিনো ঘোররূপা নিশাচরাঃ ।
বিনদ্যমানাঃ সংহৃষ্টা ধূম্রাক্ষং পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩
বিবিধায়ুধহস্তাশ্চ শূলমুদ্গরপাণয়ঃ ।
গদাভিঃ পট্টিশৈর্দণ্ডৈরায়সৈর্মুসলৈরপি ॥২৪

এই কথা বলিয়া (চিন্তা করিয়া) অতিশয় কুপিত রাবণ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাক্ষসগণের মধ্যে ধূম্রাক্ষনামক রাক্ষসকে বলিল।১৮

হে ভীমবিক্রম! রাক্ষসগণের অগণ্য সেনা সঙ্গে লইয়া বানরগণের সহিত রামকে বধ করিবার জন্য সত্বর নির্গত হও।১৯

বুদ্ধিমান্ নিশাচরপতি এইরূপ আদেশ করিলে ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে পরিক্রমা করত সত্বর রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রাবণের রাজদ্বার হইতে বিনির্গত হইয়া সে সেনাপতিকে বলিল—সত্বর সেনাবাহিনীকে ত্বরান্বিত কর। যুদ্ধেচ্ছুগণের বিলম্ব করিবার কারণ কি? ২০-২১

ধূম্রাক্ষের কথা শুনিয়া রাবণের আদেশ অনুসারে বলানুগ সেনাপতি সেনাবাহিনী সজ্জিত করিল।২২

সেই ভীষণরূপধারী বলবান্ রাক্ষসগণ প্রাস ও শক্তি আদি অস্ত্রে ঘণ্টা বাঁধিয়া আনন্দিতচিত্তে বিপুল গর্জ্জন করিতে করিতে ধূম্রাক্ষকে পরিবেষ্টন করিল।২৩

তাহাদের হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ছিল; কেহ কেহ শূল ও মুদগর ধারণ করিয়াছিল। গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্লপাশ এবং পরশু লইয়া বহু

পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্যযূ রাক্ষসা ঘোরা নর্দন্তো জলদা যথা ॥২৫
রথৈঃ কবচিনস্ত্বন্যে ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
সুবর্ণজালবিহিতৈঃ খরৈশ্চ বিবিধাননৈঃ ॥২৬
হয়ৈঃ পরমশীঘ্রৈশ্চ গজেন্দ্রৈশ্চৈব মদোৎকটৈঃ।
নির্যযুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥২৭
বৃক-সিংহমুখৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ।
আরুরোহ রথং দিব্যং ধূম্রাক্ষঃ খরনিঃস্বনঃ ॥২৮
স নির্যাতো মহাবীর্য্যো ধূম্রাক্ষো রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
হসন্ বৈ পশ্চিমদ্বারাদ্ধনূমান্ যত্র তিষ্ঠতি ॥২৯
রথপ্রবরমাস্থায় খরযুক্তং খরস্বনম্।
প্রয়ান্তন্তু মহাঘোরং রাক্ষসং ভীমদর্শনম্ ॥৩০
অন্তরীক্ষগতাঃ ক্রূরাঃ শকুনাঃ প্রত্যষেধয়ন্।
রথশীর্ষে মহাভীমো গৃধ্রশ্চ নিপপাত হ ॥৩১
ধ্বজাগ্রে গ্রথিতাশ্চৈব নিপেতুঃ কুণপাশনাঃ।
রুধিরার্দ্রো মহান্ শ্বেতঃ কবন্ধঃ পতিতো ভুবি ॥৩২
বিস্বরং চোৎসৃজন্নাদান্ ধূম্রাক্ষস্য নিপাতিতঃ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ সঞ্চচাল চ মেদিনী ॥৩৩
প্রতিলোমং ববৌ বায়ুর্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
তিমিরৌঘাবৃতাস্তত্র দিশশ্চ ন চকাশিরে ॥৩৪
স তূৎপাতাংস্ততো দৃষ্ট্বা রাক্ষসানাং ভয়াবহান্।
প্রাদুর্ভূতান্ সুঘোরাংশ্চ ধূম্রাক্ষো ব্যথিতোঽভবৎ ॥৩৫
ততঃ সুভীমো বহুভির্নিশাচরৈ-
র্বৃতোঽভিনিষ্ক্রম্য রণোৎসুকো বলী।
দদর্শ তাং রাঘববাহুপালিতাং
মহৌঘকল্পাং বহু বানরীং চমূম্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ভীষণ রাক্ষস মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল।২৪-২৫

অপর কতকগুলি কবচধারী রাক্ষস ধ্বজের দ্বারা উত্তমরূপে অলঙ্কৃত রথে চড়িয়া এবং অন্য কতিপয় ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসশার্দূল নানারূপ মুখ-বিশিষ্ট, সুবর্ণজাল-মণ্ডিত গর্দভ, অতিশয় শীঘ্রগামী অশ্ব ও মদমত্ত হস্তিগণের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল।২৬-২৭

ধূম্রাক্ষ বৃক ও সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, সুবর্ণভূষিত গর্দভের দ্বারা যোজিত, গর্দভের ন্যায় শব্দকারী দিব্যরথে আরোহণ করিল।২৮

এইরূপ রাক্ষসগণ পরিবৃত হইয়া মহাশক্তিশালী ধূম্রাক্ষ হাসিতে হাসিতে হনুমান্ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেই পশ্চিম দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।২৯

গর্দভযুক্ত ও গর্দভের ন্যায় শব্দকারী সেই উত্তম রথে যুদ্ধের জন্য গমনশীল ভীষণদর্শন মহাভয়ঙ্কর রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে অন্তরীক্ষগত ক্রূর শকুনসকল অশুভ শব্দ করত অগ্রগমনে প্রতিনিবৃত্ত করিল। তাহার রথের উপর এক মহাভয়ঙ্কর গৃধ্র নিপতিত হইল। ধ্বজার অগ্রভাগে বহু শবভোজী পক্ষিগণ মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ গ্রথিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক শোণিতাক্ত মহাশ্বেত কবন্ধ ভূতলে পতিত হইল।৩০-৩২

সেই কবন্ধ অতি উচ্চৈঃস্বরে কঠোর চীৎকার করিয়া ধূম্রাক্ষের নিকট পতিত হইলে পর্জন্যদেব শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবী অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিল।৩৩

বজ্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দকারী বায়ু প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্ধকারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় সমস্ত দিক্ অপ্রকাশিত হইল।৩৪

রাক্ষসগণের ভয়াবহ এই প্রাদুর্ভূত অতি ভীষণ উৎপাতসকল দেখিয়া ধূম্রাক্ষ ব্যথিত হইল। ধূম্রাক্ষের অগ্রগামী সমস্ত রাক্ষস মোহিত হইয়া যাইল।৩৫

অনন্তর বহুসংখক রাক্ষস পরিবৃত এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অতি ভয়ানক বলবান্ রাক্ষস ধূম্রাক্ষ নগর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরঘুনাথের বাহুবলে সুরক্ষিত ও প্রলয়কালীন সাগরসদৃশ বিশাল বানরসেনা দেখিল।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[ধূম্রাক্ষস্য যুদ্ধম্, হনুমতা তস্য বিনাশশ্চ ।]

ধূম্রাক্ষং প্রেক্ষ্য নির্যান্তং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ।
বিনেদুর্বানরাঃ সর্বে প্রহৃষ্টা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১
তেষাং সুতুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্ ।
অন্যোন্যং পাদপৈর্ঘোরৈর্নিঘ্নতাং শূলমুদ্গরৈঃ ॥২
রাক্ষসৈর্বানরা ঘোরা বিনিকৃত্তাঃ সমন্ততঃ ।
বানরৈ রাক্ষসাশ্চাপি দ্রুমৈর্ভূমিসমীকৃতাঃ ॥৩
রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধা বানরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
বিব্যধুর্ঘোরসঙ্কাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥৪
তে গদাভিশ্চ ভীমাভিঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ ।
ঘোরৈশ্চ পরিঘৈশ্চিত্রৈস্ত্রিশূলৈশ্চাপি সংশ্রিতৈঃ ॥৫
বিদার্য্যমাণা রক্ষোভির্বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥
অমর্ষজনিতোদ্ধর্ষাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ ॥৬
শরনির্ভিন্নগাত্রাস্তে শূলনির্ভিন্নদেহিনঃ ।
জগৃহুস্তে দ্রুমাংস্তত্র শিলাশ্চ হরিযূথপাঃ ॥৭
তে ভীমবেগা হরয়ো নর্দমানাস্ততস্ততঃ ।
মমন্থু রাক্ষসান্ বীরান্ নামানি চ বভাষিরে ॥৮
তদ্ বভূবাদ্ভুতং ঘোরং যুদ্ধং বানর-রক্ষসাম্ ।
শিলাভির্বিবিধাভিশ্চ বহুশাখৈশ্চ পাদপৈঃ ॥৯
রাক্ষসা মথিতাঃ কেচিৎ বানরৈর্জিতকাশিভিঃ ।
প্রবেমু রুধিরং কেচিন্মুখৈঃ রুধিরভোজনাঃ ॥১০
পার্শ্বেষু দারিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রাশীকৃতা দ্রুমৈঃ ।
শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দন্তৈর্বিদারিতাঃ ॥১১
ধ্বজৈর্বিমথিতৈর্ভগ্নৈঃ খড়্গৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ।
রথৈঃ বিধ্বংসিতৈঃ কেচিদ্ ব্যথিতা রজনীচরাঃ ॥১২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ধর্ম্মশালা, উজ্জয়িনী, ১৫ই পৌষ ।]

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ, হনুমানের দ্বারা তাহার বধ ।]

ভীষণ পরাক্রমশালী রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে নির্গত হইতে দেখিয়া যুদ্ধেচ্ছু সমস্ত বানর অতীব আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ।১

তখন সেই বানর ও রাক্ষসগণের অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ভয়ঙ্কর বৃক্ষ এবং শূল মুদ্গরসমূহের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ।২

রাক্ষসগণ সকলদিক্ হইতে ভীষণ বানরগণকে বিশেষরূপে কাটিতে লাগিল এবং কপিদলও রাক্ষসসমূহকে বৃক্ষাঘাতে ভূমিশায়ী করিল ।৩

অতিশয় ক্রোধিত রাক্ষসসমূহ স্বীয় কঙ্কপত্রযুক্ত সরলগামী ভীষণ শাণিত বাণসমূহ দ্বারা বানরবৃন্দকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ।৪

রাক্ষসগণের দ্বারা ভয়ানক গদা, পট্টিশ, কুটিল মুদ্গর, ভীষণ পরিঘ এবং হস্তধৃত বিচিত্র ত্রিশূলসমূহের দ্বারা বিদীর্য্যমান্ সেই মহাবল বানরদল ক্রোধ-সঞ্জাত উৎসাহে নির্ভয়ে কর্ম্মসকল করিতে লাগিল ।৫-৬

বাণের দ্বারা বিভিন্ন-গাত্র ও শূলের দ্বারা বিদীর্ণ-দেহ সেই বানর যূথপতিগণ হস্তে বৃক্ষ ও শিলাসমূহ গ্রহণ করিল ।৭

সেই ভীষণ বেগসম্পন্ন বানর সকল উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই সেই স্থানে রাক্ষসগণকে মথিতও স্ব স্ব নামসকল ঘোষণা করিতে লাগিল ।৮

নানারূপ শিলা ও বিবিধ বহু শাখাসম্পন্ন বৃক্ষ প্রহারের দ্বারা তথায় বানর ও রাক্ষসগণেরও ভয়ঙ্কর অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ।৯

বিজয়োল্লাসে সুশোভিত বানরবৃন্দ কতকগুলি রাক্ষসকে মথিত করিল, কতিপয় শোণিত-ভোজনকারী নিশাচর আহত হইয়া বদনের দ্বারা রুধির বমন করিতে লাগিল ।১০

কতকগুলি রাক্ষসকে পার্শ্বে বিদারিত করিল,

গজেন্দ্রৈঃ পর্বতাকারৈঃ পর্বতাগ্রৈর্বনৌকসাম্ ।
মথিতৈর্বাজিভিঃ কীর্ণং সারোহৈর্বসুধাতলম্ ॥১৩
বানরৈর্ভীমবিক্রান্তৈরাপ্লুত্যোৎপ্লুত্য বেগিতৈঃ ।
রাক্ষসাঃ করজৈস্তীক্ষ্ণৈর্মুখেষু বিনিদারিতাঃ ॥১৪
বিষণ্ণবদনা ভূয়ো বিপ্রকীর্ণশিরোরুহাঃ ।
মূঢ়াঃ শোণিতগন্ধেন নিপেতুর্ধরণীতলে ॥১৫
অন্যে তু পরমক্রুদ্ধা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।
তলৈরেবাভিধাবন্তি বজ্রস্পর্শসমৈর্হরীন্ ॥১৬
বানরৈঃ পাতয়ন্তস্তে বেগিতা বেগবত্তরৈঃ ।
মুষ্টিভিশ্চরণৈর্দন্তৈঃ পাদপৈশ্চাবপোথিতাঃ ॥১৭
সৈন্যস্তু বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষো রাক্ষসর্ষভঃ ।
রোষেণ কদনং চক্রে বানরাণাং যুযুৎসতাম্ ॥১৮
প্রাসৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদ্ বানরাঃ শোণিতস্রবাঃ ।
মুদ্গরৈরাহতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরণীতলে ॥১৯
পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ ভিন্দিপালৈশ্চ দারিতাঃ ।
পট্টিশৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ বিহ্বলন্তো গতাসবঃ ॥২০
কেচিদ্ বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রা বনৌকসঃ ।
কেচিদ্ বিদ্রাবিতা নষ্টাঃ সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৈর্যুধি ॥২১
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদেকপার্শ্বেন শায়িতাঃ ।
বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিদান্ত্রৈর্বিনিঃসৃতাঃ ॥২২
তৎ সুভীমং মহদ্‌যুদ্ধং হরি-রাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
প্রবভৌ শস্ত্রবহুলং শিলা-পাদপসঙ্কুলম্ ॥২৩
ধনুর্জ্যা-তন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্ ।
মন্দস্তনিতগীতং তদ্ যুদ্ধগান্ধর্বমাবভৌ ॥২৪

কতগুলিকে বৃক্ষাঘাতে নিহত করিয়া রাশীকৃত করিল, কতিপয় রাক্ষসকে প্রস্তরের দ্বারা চূর্ণ করিল এবং কোন কোন রাক্ষসকে দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিল ।১১

কতকগুলির ধ্বজা ভগ্ন করত বিমথিত করিল, কতকগুলিকে খড়্গাঘাতে ধরাতলে পাতিত করিল, কতকগুলি রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল,—ইহাতে বহু রাক্ষস অত্যন্ত ব্যথিত হইল ।১২

বানরগণের চালিত পর্ব্বতশিখরসমূহের দ্বারা মথিত পর্ব্বতাকার গজরাজ, অশ্ব এবং রথারোহিগণের দ্বারা যুদ্ধভূমি সমাচ্ছন্ন হইল ।১৩

ভীষণ পরাক্রমী বেগবান্ বানরবৃন্দ লম্ফ প্রদান করিয়া তীব্র নখের দ্বারা রাক্ষসগণের মুখসকল বিদীর্ণ করিয়া দিল ।১৪

পুনরায় বিষণ্ণবদন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তকেশ রাক্ষসগণ রক্তের গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া আলুলায়িতকেশে ধরাতলে পতিত হইল ।১৫

অপর ভীমবিক্রম রাক্ষসসমূহ অতীব রুষ্ট হইয়া স্বীয় গাত্রে বজ্রসদৃশ কঠোর চপেটাঘাত করিতে করিতে বানরবৃন্দের দিকে ধাবিত হইল ।১৬

সেই বেগে পাতিতকারী রাক্ষসগণকে অতিশয় বেগবান্ বানরবৃন্দ মুষ্টি, চরণ, দন্ত এবং বৃক্ষসকলের আঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিল ।১৭

[১৬ পৌষ, দেবাস, টপাল হাউস ।]

রাক্ষস-প্রধান ধূম্রাক্ষ বানরগণের দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া ক্রোধে যুদ্ধেচ্ছু বানর-সমূহকে নিধন করিতে লাগিল ।১৮

কতকগুলি বানরকে প্রাসের দ্বারা আহত করিল, তখন তাহাদের দেহ হইতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কতিপয় বানর মুদ্গর দ্বারা আহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ।১৯

কতকগুলি বানরকে পরিঘের দ্বারা নাশ, কতিপয় বানরকে ভিন্দিপাল-প্রহারে বিদীর্ণ এবং কতকগুলিকে পট্টিশ আঘাতে দলিত করিল। কতকগুলি বিহ্বল হইয়া গতাসু হইল ।২০

কতকগুলি বানর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিনিহত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে ভূতলে পতিত হইল, কতিপয় বানর অতি ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণের দ্বারা সমরে আহত হইয়া পলায়ন করিল ।২১

কোন কোন বানরের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় এক

ধূম্রাক্ষস্তু ধনুষ্পাণির্বানরান্ রণমূর্ধনি ।
হসন্ বিদ্রাবয়ামাস দিশস্তচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥২৫
ধূম্রাক্ষেণার্দিতং সৈন্যং ব্যথিতং প্রেক্ষ্য মারুতিঃ ।
অভ্যবর্ত্তত সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্ ॥২৬
ক্রোধাদ্ দ্বিগুণতাম্রাক্ষঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ ।
শিলাং তাং পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষস্য রথং প্রতি ॥২৭
আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদামুদ্যম্য সম্ভ্রমাৎ ।
রথাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত ॥২৮
সা প্রমথ্য রথং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি ।
সচক্রকূবরং সাশ্বং সধ্বজং সশরাসনম্ ॥২৯
স ভঙ্‌ক্ত্বা তু রথং তস্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।
রক্ষসাং কদনং চক্রে সস্কন্ধবিটপৈদ্রুমৈঃ ॥৩০
বিভিন্নশিরসো ভূত্বা রাক্ষসা রুধিরোক্ষিতাঃ ।
দ্রুমৈঃ প্রমথিতাশ্চান্যে নিপেতুর্ধরণীতলে ॥৩১
বিদ্রাব্য রাক্ষসং সৈন্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।
গিরেঃ শিখরমাদায় ধূম্রাক্ষমভিদুদ্রুবে ॥৩২
তমাপতন্তং ধূম্রাক্ষো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
বিনর্দমানঃ সহসা হনুমন্তমভিদ্রবৎ ॥৩৩
তস্য ক্রুদ্ধস্য রোষেণ গদাং তাং বহুকণ্টকাম্ ।
পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষো মস্তকেঽথ হনূমতঃ ॥৩৪

পার্শ্বে শায়িত হইল। ধূম্রাক্ষ ত্রিশূলাঘাতের দ্বারা বিদারিত করিয়া কতকগুলি অন্ত্র বাহির করিয়া দিল।২২

বানর ও রাক্ষস-সমাকীর্ণ, ভীষণ শস্ত্রবহুল এবং শিলা ও বৃক্ষবর্ষণে সমাচ্ছন্ন সেই মহাযুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর প্রতীত হইল।২৩

ধনুর জ্যা আকর্ষণে যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল, তাহা যেন বীণার মধুর শব্দ, মুমূর্ষুগণের হিক্কা যেন তাল, আহতদিগের মন্দস্বরে উত্থিত শব্দই গীত (কেহ বলেন, মন্দরনামক হস্তির গর্জ্জনই গীত)—এইরূপ শব্দ বিশিষ্ট সেই যুদ্ধ গন্ধর্ব-সঙ্গীতমহোৎসবের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।২৪

ধনুষ্পাণি ধূম্রাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে হাসিতে হাসিতে বাণ-বৃষ্টির দ্বারা সকলদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে বিতাড়িত করিল।২৫

ধূম্রাক্ষের দ্বারা নিষ্পিষ্ট বানরসৈন্যকে পীড়িত দেখিয়া পবন-নন্দন হনুমান্ অতিশয় রুষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলা হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন।২৬

পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হনুমান্ ক্রোধহেতু দ্বিগুণ-রক্তবর্ণ-নয়ন হইয়া ধূম্রাক্ষের রথের উপর সেই প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিল।২৭

সেই শিলা রথের উপর পড়িতেছে দেখিয়া ধূম্রাক্ষ অত্যন্ত ভয়ে গদা উদ্যত করিয়া বেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইল।২৮

সেই শিলা চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ এবং ধনুর সহিত ধূম্রাক্ষের রথকে চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।২৯

সেইরূপ পবন-নন্দন হনুমান্ তদীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া কাণ্ড-শাখা সমন্বিত বৃক্ষসমূহের দ্বারা রাক্ষসগণের নিধন আরম্ভ করিল।৩০

বহু রাক্ষস বিদীর্ণ-মস্তক ও শোণিতাক্ত-কলেবর হইল। অপর অনেক নিশাচর বৃক্ষ-প্রহারে বিদলিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।৩১

পবনকুমার হনুমান্ এইরূপ রাক্ষসসেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া পর্ব্বত-শিখর গ্রহণপূর্ব্বক ধূম্রাক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইল।৩২

শক্তিশালী ধূম্রাক্ষ হনুমানকে আসিতে দেখিয়া গদা উদ্যত করত ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সহসা হনুমানের দিকে ছুটিল।৩৩

অনন্তর ধূম্রাক্ষ ক্রোধে অতিরুষ্ট হইয়া বহু কণ্টকবিশিষ্ট সেই গদা হনুমানের মস্তকে নিক্ষেপ করিল।৩৪

ভয়ঙ্কর বেগসম্পন্ন সেই গদা দ্বারা প্রহৃত হইয়া

তাড়িতঃ স তয়া তত্র গদয়া ভীমবেগয়া।
স কপির্মারুতবলস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্ ॥৩৫
ধূম্রাক্ষস্য শিরোমধ্যে গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ।
স বিস্ফারিতসর্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ ॥৩৬
পপাত সহসা ভূমৌ বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ।
ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা হতশেষা নিশাচরাঃ।
ত্রস্তাঃ প্রবিবিশুর্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥৩৭
স তু পবনসুতো নিহত্য শত্রূন্
ক্ষতজবহাঃ সরিতশ্চ সংবিকীর্য্য।
রিপুবধজনিতশ্রমো মহাত্মা
মুদমগমৎ কপিভিঃ সুপূজ্যমানঃ ॥৩৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

পবনের ন্যায় বলবান্ বানর বীর হনুমান্ সেই প্রহারকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়া ধূম্রাক্ষের মস্তকের উপর পর্ব্বত-শিখর পাতিত করিল। গিরিশিখরের ভীষণ তাড়নায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইল গেল। সে বিকীর্ণ সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় সহসা ধরাতলে পতিত হইল। ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া হতাবশিষ্ট ভীত রাক্ষসগণ বানরবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে হইতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।৩৫-৩৭

এইরূপে শত্রুগণকে নিহত এবং শোণিতবাহিনী বহু নদী প্রবাহিত করিয়া শত্রুবধজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত মহাত্মা পবন-নন্দন হনুমান্ বানরগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিল।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[যুদ্ধায় সসৈন্যস্য বজ্রদংষ্ট্রস্য প্রস্থানম্। বজ্রদংষ্ট্রেণ বানরাণাম্ অঙ্গদেন চ রাক্ষসানাং সংহারঃ।]

ধূম্রাক্ষং নিহিতং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা ॥১
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
অব্রবীদ্ রাক্ষসং ক্রূরং বজ্রদংষ্ট্রং মহাবলম্ ॥২
গচ্ছ ত্বং বীর নির্যাহি রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
জহি দাশরথিং রামং সুগ্রীবং বানরৈঃ সহ ॥৩
তথেত্যুক্ত্বা দ্রুততরং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরঃ।
নির্জগাম বলৈঃ সার্দ্ধং বহুভিঃ পরিবারিতঃ ॥৪

[টপাল হাটজ, দেবাস, ১৭ই পৌষ।]

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের প্রস্থান, বজ্রদংষ্ট্র কর্ত্তৃক বানরগণের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসগণের সংহার।]

নিশাচরপতি রাবণ 'ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে' শ্রবণ করত অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।১

কোপকলুষিত উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাবণ মহাশক্তিমান্ ক্রূর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসকে বলিল।২

বীর! তুমি রাক্ষসবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন কর এবং দশরথ-নন্দন রামকে ও কপিসমূহ সহ সুগ্রীবকে সংহার কর।৩

তখন মায়াবী রাক্ষসপ্রধান বজ্রদংষ্ট্র 'তাহাই হউক'

নাগৈরশ্বৈঃ খরৈরুষ্ট্রৈঃ সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ।
পতাকাধ্বজচিত্রৈশ্চ বহুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥৫
ততো বিচিত্রকেয়ূরমুকুটেন বিভূষিতঃ।
তনুত্রঞ্চ সমাবৃত্য সধনুর্নির্যযৌ দ্রুতম্ ॥৬
পতাকালঙ্কৃতং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্।
রথং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সমারোহচ্চমূপতিঃ ॥৭
ঋষ্টিভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণৈশ্চ মুসলৈরপি।
ভিন্দিপালৈশ্চ চাপৈশ্চ শক্তিভিঃ পট্টিশৈরপি ॥৮
খড়্গৈশ্চক্রৈর্গদাভিশ্চ নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
পদাতয়শ্চ নির্যান্তি বিবিধাঃ শাস্ত্রপাণয়ঃ ॥৯
বিচিত্রবাসসঃ সর্বে দীপ্তা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
গজা মদোৎকটা শূরাশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥১০

বলিয়া বহু সৈন্যের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল।৪

হস্তী, অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রের দ্বারা সংযুক্ত, পতাকা, ধ্বজ ও চিত্রশোভিত রথ এবং বহু সেনাধ্যক্ষ দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া বজ্রদংষ্ট্র একাগ্রচিত্তে যুদ্ধযাত্রা করিল।৫

অনন্তর বিচিত্র কেয়ূর-মুকুট-বিভূষিত কবচের দ্বারা সমাবৃত বজ্রদংষ্ট্র হস্তে ধনুর্বাণ লইয়া অতি সত্বর নির্গমন করিল।৬

পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত, উজ্জ্বল ও তপ্ত কাঞ্চনভূষিত রথ প্রদক্ষিণ করিয়া সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্র তাহাতে আরোহণ করিল।৭

তাহার সহিত ঋষ্টি, বিচিত্র তোমর, চিক্কণ মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা এবং শাণিত পরশুসমূহে সুসজ্জিত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী বহু পদাতিক সৈন্য নির্গত হইল।৮-৯

বিচিত্র বস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠরাক্ষসগণ সকলেই দীপ্ততেজা। শৌর্য্যসম্পন্ন মদমত্ত হস্তিসকল গমনশীল পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইল।১০

তে যুদ্ধকুশলা রূঢ়াস্তোমরাঙ্কুশপাণিভিঃ।
অন্যে লক্ষণসংযুক্তাঃ শূরারূঢ়া মহাবলাঃ ॥১১
তদ্ রাক্ষসবলং সর্বং বিপ্রস্থিতমশোভত।
প্রাবৃট্কালে যথা মেঘা নর্দমানাঃ সবিদ্যুতঃ ॥১২
নিঃসৃতা দক্ষিণদ্বারাদঙ্গদো যত্র যূথপঃ।
তেষাং নিষ্ক্রমমাণানামশুভং সমজায়ত ॥১৩
আকাশাদ্ বিঘনাৎ তীব্রা উল্কাশ্চাভ্যপতংস্তদা।
বমন্তঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে ॥১৪
ব্যাহরন্ত মৃগা ঘোরা রক্ষসাং নিধনং তদা।
সমাপতন্তো যোধাস্তু প্রাস্খলংস্তত্র দারুণম্ ॥১৫
এতানৌৎপাতিকান্ দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য তেজস্বী নির্জগাম রণোৎসুকঃ ॥১৬

তোমর ও অঙ্কুশধারণকারী রাক্ষসগণ যাহাদের উপর আরোহণ করিল, সেই হস্তিসমূহ সমর-নিপুণ। অন্য মহাবল বীরগণ সুলক্ষণসম্পন্ন অশ্বে আরোহণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।১১

যুদ্ধের জন্য বিচলিত রাক্ষসগণের সেই সমস্ত সেনা বর্ষাকালে বিদ্যুতের সহিত গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভা পাইল।১২

বানর-যূথপতি অঙ্গদ যেথায় অবস্থিত ছিল, রাক্ষস সেনাসমূহ সেই দক্ষিণদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রমণকারী তাহাদের কুলক্ষণসকল সমুপস্থিত হইল।১৩

মেঘশূন্য আকাশ হইতে তখন তীব্র উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শৃগালসকল মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা বমন করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল।১৪

ভয়ানক পশুসকল রাক্ষসগণের নিধন-সূচক শব্দ করিতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাক্ষসযোদ্ধাগণ সেস্থলে ভয়ঙ্করভাবে স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল।১৫

এই সব উপদ্রবসূচক লক্ষণ দেখিয়াও মহাশক্তিমান্ তেজস্বী সমরোৎসুক বজ্রদংষ্ট্র ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।১৬

তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ।
প্রণেদুঃ সুমহানাদান্ দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥১৭
ততঃ প্রবৃত্তং তুমুলং হরীণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
ঘোরাণাং ভীমরূপাণামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥১৮
নিষ্পতন্তো মহোৎসাহা ভিন্নদেহশিরোধরাঃ।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা ন্যপতন্ ধরণীতলে ॥১৯
কেচিদন্যোন্যমাসাদ্য শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
চিক্ষিপুর্বিবিধান্ শস্ত্রান্ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ॥২০
দ্রুমাণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাং চাপি নিঃস্বনঃ।
শ্রূয়তে সুমহাংস্তত্র ঘোরো হৃদয়ভেদনঃ ॥২১
রথনেমিস্বনস্তত্র ধনুষশ্চাপি ঘোরবৎ।
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গানাং বভূব তুমুলঃ স্বনঃ ॥২২
কেচিদস্ত্রাণি সন্ত্যজ্য বাহুযুদ্ধমকুর্বত।
তলৈশ্চ চরণৈশ্চাপি মুষ্টিভিশ্চ দ্রুমৈরপি ॥২৩
জানুভিশ্চ হতাঃ কেচিদ্ ভগ্নদেহাশ্চ রাক্ষসাঃ।
শিলাভিশ্চর্ণিতাঃ কেচিদ্ বানরৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥২৪
বজ্রদংষ্ট্রো ভৃশং বাণৈ রণে বিত্রাসয়ন্ হরীন্।
চচার লোকসংহারে পাশহস্ত ইবান্তকঃ ॥২৫
বলবন্তোঽস্ত্রবিদুষো নানাপ্রহরণা রণে।
জঘ্নুর্বানরসৈন্যানি রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥২৬
জঘ্নে তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ ধৃষ্টো বালিসুতো রণে।
ক্রোধেন দ্বিগুণাবিষ্টঃ সংবর্ত্তক ইবানলঃ ॥২৭
তান্ রাক্ষসগণান্ সর্বান্ বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
অঙ্গদঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥২৮
চকার কদনং ঘোরং শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অঙ্গদাভিহতাস্তত্র রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥২৯
বিভিন্ন শিরসঃ পেতুর্নিকৃত্তা ইব পাদপাঃ।
রথৈশ্চিত্রৈর্ধ্বজৈরশ্বৈঃ শরীরৈর্হরি-রক্ষসাম্ ॥৩০

দ্রুতবেগে রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী-সুশোভিত বানরবৃন্দ দিক্‌সকল শব্দের দ্বারা পরিপূরিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল।১৭

রাক্ষসগণের সহিত ভয়ঙ্কর, ভীষণরূপ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী বানরবৃন্দের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

সেই অতি উৎসাহভরে যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র তাহারা বিদীর্ণদেহ ও মস্তকশূন্য হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতলে নিপতিত হইল।১৯

সমরে তখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই—এইরূপ পরিঘের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট কোন কোন বীর পরস্পরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ শস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২০

সেই সমর-ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ, শিলা ও শস্ত্রসমূহের ভীষণ হৃদয়ভেদকারী সুমহান্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।২১

রথ-নেমির ঘর ঘর শব্দ, ধনুকের ভয়ঙ্কর টঙ্কার ও শঙ্খ, ভেরী এবং মৃদঙ্গের শব্দ একত্রে মিশ্রিত হইয়া তথায় ঘোরতর ধ্বনি উত্থিত হইল।২২

কোন কোন যোদ্ধা আপনাদের অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া বাহু-যুদ্ধ করিতে লাগিল। চপেটাঘাত পাদপ্রহার, মুষ্ট্যাঘাত, বৃক্ষ ও জানুপ্রহারে কতক হত এবং কতকগুলি রাক্ষস ভগ্নদেহ হইল। সমরে দুর্দ্ধর্ষ বানরগণকর্ত্তৃক শিলার দ্বারা কোন কোন রাক্ষস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।২৩-২৪

তথায় বজ্রদংষ্ট্র আপনার শরসমূহের দ্বারা বানর-বৃন্দকে সমরে অত্যন্ত বিত্রাসিত করিয়া লোকসংহাররত পাশহস্ত যমের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল।২৫

ক্রোধমূর্চ্ছিত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-বিদ্ বলবান্ রাক্ষসগণও বনের সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিল।২৬

রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বানরসকলকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রলয়কালে সম্বর্ত্তক অগ্নির তুল্য স্পর্দ্ধিত বালি-তনয় অঙ্গদ দ্বিগুণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সমরে সেই সকল রাক্ষসকে সংহার করিতে লাগিল।২৭

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ক্রোধে আরক্তনয়ন বীর্য্যবান্ অঙ্গদ সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণকে সংহার করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত রাক্ষসকে ঘোরতর রূপে হনন করিতে

রুধিরৌঘেণ সঞ্ছন্না ভূমির্ভয়করী তদা।
হার-কেয়ূর-বস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতা ॥৩১
ভূমির্ভাতি রণে তত্র শারদীব যথা নিশা।
অঙ্গদস্য চ বেগেন তদ্ রাক্ষসবলং মহৎ ॥
প্রাকম্পত তদা তত্র পবনেনাম্বুদো যথা ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

লাগিল। অঙ্গদ কর্ত্তৃক আহত হইয়া সেই ভয়ানক বিক্রমশালী রাক্ষসগণের মস্তক বিভিন্ন হইল এবং তাহারা কর্ত্তিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ, বিচিত্র ধ্বজা, অশ্ব, রাক্ষস ও বানরগণের মৃতদেহ-সমূহ দ্বারা এবং শোণিতপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরক্ষেত্র তখন ভীতিদায়ক হইয়াছিল। সৈন্যগণের হার, কেয়ূর, বস্ত্র এবং শস্ত্রসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত যুদ্ধক্ষেত্র শরৎকালের রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অঙ্গদের বেগে সেই বিপুল রাক্ষসসেনা যেমন বায়ুবেগে মেঘকম্পিত হয়, তদ্রূপ প্রকম্পিত হইতে লাগিল।২৮-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অঙ্গদ-বজ্রদংষ্ট্রয়োর্যুদ্ধম্, অঙ্গদেন তস্য বিনাশশ্চ।]

স্ববলস্য চ ঘাতেন অঙ্গদস্য বলেন চ।
রাক্ষসঃ ক্রোধমাবিষ্টো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ॥১
বিস্ফার্য্য চ ধনুর্ঘোরং শক্রাশনিসমপ্রভম্।
বানরাণামনীকানি প্রাকিরচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥২
রাক্ষসাশ্চাপি মুখ্যাস্তে রথেষু সমবস্থিতাঃ।
নানাপ্রহরণাঃ শূরাঃ প্রাযুধ্যন্ত তদা রণে ॥৩
বানরাণাঞ্চ শূরাস্তু তে সর্বে প্লবগর্ষভাঃ।
অযুধ্যন্ত শিলাহস্তাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ ॥৪
তত্রায়ুধসহস্রাণি তস্মিন্নায়োধনে ভৃশম্।
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যেষু পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৫
বানরাশ্চৈব রক্ষঃসু গিরিবৃক্ষান্ মহাশিলাঃ।
প্রবীরাঃ পাতয়ামাসুর্মত্ত-বারণসন্নিভাঃ ॥৬

[দেবাস, টপাল, ১৭ই পৌষ।]

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদের যুদ্ধ এবং অঙ্গদ কর্ত্তৃক তাহার নিধন।]

অঙ্গদের বিক্রম এবং স্বীয় সেনার বিনাশ দেখিয়া মহাশক্তিমান্ রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অতীব ক্রুদ্ধ হইল।১

সে ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ দীপ্তিমান্ আপনার ভীষণ ধনু বিস্তারিত করত বাণবর্ষণে বানরসেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল।২

তাহার সহিত অন্য প্রধান প্রধান বীর রাক্ষসসমূহ রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া নানা অস্ত্রধারণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩

বানরগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ বলবান, সেই শ্রেষ্ঠ বানরসকল চতুর্দিকে সমবেত হইয়া হাতে শিলা লইয়া সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।৪

সেই সময় এই সমরক্ষেত্রে রাক্ষসগণ প্রধান প্রধান বানরগণের উপর সহস্র সহস্র ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।৫

মদমত্ত হস্তীর সমান বিশালশরীর মহাবলবান্

শূরাণাং যুদ্ধমানানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।
তদ্ রাক্ষসগণানাঞ্চ সুযুদ্ধং সমবর্ত্তত ॥৭
প্রভিন্নশিরসঃ কেচিচ্ছিন্নৈঃ পাদৈশ্চ বাহুভিঃ।
শস্ত্রৈরর্দ্দিতদেহাস্তু রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥৮
হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব শেরতে গাং সমাশ্রিতাঃ।
কঙ্ক-গৃধ্রবলাঢ্যাশ্চ গোমায়ুকুলসঙ্কুলাঃ ॥৯
কবন্ধানি সমুৎপেতুর্ভীরূণাং ভীষণানি বৈ।
ভুজ-পাণি-শিরশ্ছিন্নাশ্ছিন্নকায়াশ্চ ভূতলে ॥১০
বানরা রাক্ষসাশ্চাপি নিপেতুস্তত্র ভূতলে।
ততো বানরসৈন্যেন হন্যমানং নিশাচরম্ ॥১১
প্রাভজ্যত বলং সর্বং বজ্রদংষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।
রাক্ষসান্ ভয়বিত্রস্তান্ হন্যমানান্ প্লবঙ্গমৈঃ ॥১২
দৃষ্ট্বা স রোষতাম্রাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
প্রবিবেশ ধনুষ্পাণিস্ত্রাসয়ন্ হরিবাহিনীম্ ॥১৩

শরৈর্বিদারয়ামাস কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।
বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্টৌ নব পঞ্চ চ ॥১৪
বিব্যাধ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
ত্রস্তাঃ সর্বে হরিগণাঃ শরৈঃ সংকৃত্তদেহিনঃ।
অঙ্গদং সম্প্রধাবন্তি প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥১৫
ততো হরিগণান্ ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা বালিসুতস্তদা।
ক্রোধেন বজ্রদংষ্ট্রং তমুদীক্ষন্তমুদৈক্ষত ॥১৬
বজ্রদংষ্ট্রাঽঙ্গদশ্চোভৌ যোযুধ্যেতে পরস্পরম্
চেরতুঃ পরমক্রুদ্ধৌ হরিমত্তগজাবিব ॥১৭
ততঃ শতসহস্রেণ হরিপুত্রং মহাবলম্।
জঘান মর্ম্মদেশেষু শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥১৮
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গো বালিসূনুর্মহাবলঃ।
চিক্ষেপ বজ্রদংষ্ট্রায় বৃক্ষং ভীমপরাক্রমঃ ॥১৯

বানরগণও রাক্ষসদের উপর বৃহৎ বৃক্ষ এবং মহাশিলা-সকল পাতিত করিল।৬

রণে অপরাঙ্মুখ এবং উৎসাহপূর্বক যুদ্ধকারী বলবান্ সেই রাক্ষস ও বানরবৃন্দের উত্তম যুদ্ধ চলিতে লাগিল।৭

কাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইল, কাহারও বা হস্ত, পদ ছিন্ন হইল এবং সে স্থলে যোদ্ধাগণের শরীর শস্ত্রাঘাতে পীড়িত এবং শোণিতের দ্বারা স্নাত হইল।৮

বানর এবং রাক্ষসসমূহ ধরাতলে কঙ্ক, গৃধ্র, কূর্ম, ও শৃগালগণে সমাকীর্ণ রণভূমি সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া শায়িত হইল।৯

ভুজ, পাণি, মস্তক ও শরীর ছিন্ন হইলে যোদ্ধাগণ ভূতলে পতিত হইল। ভীরুগণের ভয়াবহ কবন্ধসকল সমুত্থিত হইল।১০

[টপাল হাউস, দেবাস, ১৭ই পৌষ।]

বানর এবং রাক্ষসবৃন্দ তথায় ভূমিতলে নিপতিত হইল। অনন্তর বানরসৈন্য কর্তৃক হন্যমান্ নিশাচর-সেনাসকল বজ্রদংষ্ট্রের সম্মুখেই পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণ কর্তৃক হন্যমান ও ভয়-বিত্রস্ত রাক্ষসসকলকে দেখিয়া সেই প্রতাপবান্ রোষে আরক্তলোচন বজ্রদংষ্ট্র হস্তে ধনু লইয়া বানরসেনাকে ত্রাসিত করত তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সরলগামী কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। অতিশয় রুষ্ট প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্র এক এক বাণের দ্বারা পাঁচ, সাত, আট ও নয় জন বানরকে বিদ্ধ ও ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। শরের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত (কর্ত্তিত) শরীর কপিসমূহ ভীত হইয়া প্রজাগণ যেমন প্রজাপতির নিকট শরণ গ্রহণের জন্য ধাবিত হয়, তদ্রূপ অঙ্গদের দিকে প্রধাবিত হইল।১১-১৫

তখন বানরবৃন্দকে ভগ্ন দেখিয়া বালিতনয় অঙ্গদ সেই দর্শনকারী বজ্রদংষ্ট্রকে সক্রোধে দেখিল।১৬

সেই বজ্রদংষ্ট্র এবং অঙ্গদ উভয়েই অতীব রুষ্ট হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়ে সমরে সিংহ এবং মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।১৭

বজ্রদংষ্ট্র মহাশক্তিশালী বালিতনয় অঙ্গদকে অগ্নি-

দৃষ্ট্বা পতন্তং তং বৃক্ষমসম্ভ্রান্তশ্চ রাক্ষসঃ।
চিচ্ছেদ বহুধা সোঽপি মথিতঃ প্রাপতদ্ ভুবি ॥২০
তং দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রস্য বিক্রমং প্লবগর্ষভঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং শৈলং চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥২১
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা স রথাদাপ্লুত্য বীর্য্যবান্।
গদাপাণিরসম্ভ্রান্তঃ পৃথিব্যাং সমতিষ্ঠত ॥২২
অঙ্গদেন শিলা ক্ষিপ্তা গত্বা তু রণমূর্ধনি।
সচক্র-কূবরং সাশ্বং প্রমমাথ রথং তদা ॥২৩
ততোঽন্যচ্ছিখরং গৃহ্য বিপুলং দ্রুমভূষিতম্।
বজ্রদংষ্ট্রস্য শিরসি পাতয়ামাস বানরঃ ॥২৪
অভবচ্ছোণিতোদ্গারী বজ্রদংষ্ট্রঃ সুমূর্চ্ছিতঃ।
মুহূর্তমভবন্মূঢ়ো গদামালিঙ্গ্য নিঃশ্বসন্ ॥২৫
স লব্ধসংজ্ঞো গদয়া বালিপুত্রমবস্থিতম্।
জঘান পরমক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে নিশাচরঃ ॥২৬
গদাং ত্যক্ত্বা ততস্তত্র মুষ্টিযুদ্ধমকুর্বত।
অন্যোন্যং জঘ্নতুস্তত্র তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ ॥২৭
রুধিরোদগারিণৌ তৌ তু প্রহারৈর্জনিতশ্রমৌ।
বভূবতুঃ সুবিক্রান্তাবঙ্গারক-বুধাবিব ॥২৮
ততঃ পরমতেজস্বী অঙ্গদঃ প্লবগর্ষভঃ।
উৎপাট্য বৃক্ষং স্থিতবানাসীৎ পুষ্পফলৈর্যুতঃ ॥২৯
জগ্রাহ চার্ষভং চর্ম খড়্গঞ্চ বিপুলং শুভম্।
কিঙ্কিণীজালসঞ্ছন্নং চর্মণা চ পরিষ্কৃতম্ ॥৩০
চিত্রাংশ্চ রুচিরান্ মার্গাংশ্চেরতুঃ কপি-রাক্ষসৌ।
জঘ্নতুশ্চ তদান্যোন্যং নর্দন্তৌ জয়কাঙ্ক্ষিণৌ ॥৩১
ব্রণৈঃ সাস্রৈরশোভেতাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।
যুধ্যমানৌ পরিশ্রান্তৌ জানুভ্যামবনীং গতৌ ॥৩২
নিমেষান্তরমাত্রেণ অঙ্গদঃ কপিকুঞ্জরঃ।
উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥৩৩

শিখাসদৃশ লক্ষ বাণের দ্বারা মর্ম্মদেশে বিদ্ধ করিল। ভয়ানক পরাক্রমশালী রক্তাক্ত-কলেবর মহাবল বালিতনয় অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি একবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল।১৮-১৯

সেই বৃক্ষকে আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া অবিচলিত রাক্ষস তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। সেই খণ্ডিত বৃক্ষ ভূমিতলে পতিত হইল।২০

বানর-প্রধান অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দেখিয়া এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিল ও সিংহনাদ করিয়া উঠিল।২১

সেই শৈলকে আসিতে দেখিয়া শক্তিমান্ রাক্ষস অক্ষুব্ধচিত্তে গদা হস্তে লইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইল।২২

তখন অঙ্গদ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা শিলা সমরক্ষেত্রে তাহার রথে পতিত হইয়া চক্র, কূবর এবং অশ্বের সহিত রথকে বিদলিত করিল।২৩

অনন্তর বানর অঙ্গদ বৃক্ষশোভিত অন্য একটি প্রকাণ্ড শিখর হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে পাতিত করিল।২৪

বজ্রদংষ্ট্র তাহার আঘাতে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং রক্ত বমন করিতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।২৫

সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে সেই নিশাচর সম্মুখে অবস্থিত বালিপুত্র অঙ্গদের বক্ষে গদা প্রহার করিল।২৬

তারপর তথায় গদা ত্যাগ করিয়া মুষ্টিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই বানর ও রাক্ষস বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। মঙ্গল ও বুধের ন্যায় অতিশয় বিক্রমশালী বীরদ্বয় পারস্পরিক প্রহারে পরিশ্রান্ত হইয়া শোণিত বমন করিতে লাগিল।২৭-২৮

অতঃপর পরমতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ একবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পুষ্পফলযুক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।২৯

ওদিকে বজ্রদংষ্ট্র ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত চর্ম্ম (ঢাল) এবং

নির্ম্মলেন সুধৌতেন খড়্গেনাস্য মহচ্ছিরঃ।
জঘান বজ্রদংষ্ট্রস্য বালিসূনুর্ম্মহাবলঃ ॥৩৪
রুধিরোক্ষিতগাত্রস্য বভূব পতিতং দ্বিধা।
তচ্চ তস্য পরীতাক্ষং শুভং খড়্গাহতং শিরঃ ॥৩৫
বজ্রদংষ্ট্রং হতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভয়মোহিতাঃ।
ত্রস্তা হ্যভ্যদ্রবঁল্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥
বিষণ্ণবদনা দীনা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখাঃ ॥৩৬

নিহত্য তং বজ্রধরঃ প্রতাপবান্
স বালিসূনুঃ কপিসৈন্যমধ্যে।
জগাম হর্ষং মহিতো মহাবলঃ
সহস্রনেত্রস্ত্রিদশৈরিবাবৃতঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

কিঙ্কিনী জাল-সমাচ্ছন্ন চর্ম্মের দ্বারা পরিষ্কৃত প্রকাণ্ড সুন্দর খড়্গ গ্রহণ করিল।৩০

তখন পরস্পর বিজয়েচ্ছু সেই বানর এবং রাক্ষস বীরদ্বয় বিচিত্র মনোহর যুদ্ধমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে করিতে উভয়ে উভয়কে আঘাত করিল।৩১

উভয়ের ক্ষত হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইল; তখন তাহাদের পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। তারপর যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত বীরদ্বয় জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩২

বানরশিরোমণি ক্রোধোদ্দীপ্ত-নয়ন নিমেষ মধ্যে দণ্ডের দ্বারা আহত সর্পের ন্যায় উত্থিত হইল।৩৩

মহাশক্তিমান্ বালিতনয় অঙ্গদ সুশাণিত নির্ম্মল খড়্গের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের বিশাল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।৩৪

শোণিতসিক্ত-কলেবর সেই রাক্ষসের বিকৃত নয়নযুক্ত সুন্দর মস্তক খড়্গের দ্বারা দ্বিধাকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বজ্রদংষ্ট্রকে হত দেখিয়া বানরগণের দ্বারা বধ্যমান, ভয়মোহিত, বিষণ্ণবদন, দীন এবং লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ রাক্ষসগণ ত্রস্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল।৩৫-৩৬

বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপবান্ মহাশক্তিশালী বালি-নন্দন অঙ্গদ সেই রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রকে সংহার করিয়া সুরগণ-পরিবৃত সহস্রনয়ন সুরেন্দ্রের ন্যায় বানরসেনার মধ্যে সম্মানিত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণানুজ্ঞয়া অকম্পনাদিরাক্ষসানাং যুদ্ধযাত্রা, বানরৈঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ ।]

বজ্রদংষ্ট্রং হতং শ্রুত্বা বালিপুত্রেণ রাবণঃ ।
বলাধ্যক্ষমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥১
শীঘ্রং নির্যান্তু দুর্ধর্ষা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।
অকম্পনং পুরস্কৃত্য সর্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদম্ ॥২
এষ শাস্তা চ গোপ্তা চ নেতা চ যুধি সত্তমঃ ।
ভূতিকামশ্চ মে নিত্যং নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ ॥৩
এষ জেষ্যতি কাকুৎস্থৌ সুগ্রীবঞ্চ মহাবলম্ ।
বানরাংশ্চাপরান্ ঘোরান্ হনিষ্যতি ন সংশয় ॥৪
পরিগৃহ্য স তামাজ্ঞাং রাবণস্য মহাবলঃ ।
বলং সম্প্রেরয়ামাস তদা লঘুপরাক্রমঃ ॥৫
ততো নানাপ্রহরণা ভীমাক্ষা ভীমদর্শনাঃ ।
নিষ্পেতূ রাক্ষসা মুখ্যা বলাধ্যক্ষপ্রচোদিতাঃ ॥৬
রথমাস্থায় বিপুলং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
মেঘাভো মেঘবর্ণশ্চ মেঘস্বনমহাস্বনঃ ॥৭
রাক্ষসৈঃ সংবৃতো ঘোরৈস্তদা নির্যাত্যকম্পনঃ ।
নহি কম্পয়িতুং শক্যঃ সুরৈরপি মহামৃধে ॥৮
অকম্পনস্ততস্তেষামাদিত্য ইব তেজসা ।
তস্য নির্ধাবমানস্য সংরব্ধস্য যুযুৎসয়া ॥৯
অকস্মাদ্ দৈন্যমাগচ্ছদ্ধয়ানাং রথবাহিনাম্ ।
ব্যস্ফুরন্নয়নং চাস্য সব্যং যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ॥১০
বিবর্ণো মুখবর্ণশ্চ গদ্‌গদশ্চাভবৎ স্বনঃ ।
অভবৎ সুদিনে কালে দুর্দিনং রূক্ষমারুতম্ ॥১১
ঊচুঃ খগমৃগাঃ সর্বে বাচঃ ক্রূরা ভয়াবহাঃ ।
স সিংহোপচিতস্কন্ধঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ ॥১২

[টপাল হাউস, দেবাস, ১৮ই পৌষ ।]

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণের আদেশে অকম্পন আদি রাক্ষসগণের যুদ্ধযাত্রা এবং বানরবৃন্দের সহিত ঘোর যুদ্ধ ।]

বালি-নন্দন অঙ্গদের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত সেনাধ্যক্ষ প্রহস্তকে এই কথা বলিল ।১

রাবণ বলিল,—সর্ব্ব অস্ত্রশস্ত্রবিদ্ অকম্পনকে অগ্রে করিয়া ভীষণ পরাক্রমশালী দুর্জ্জয় রাক্ষসসমূহ সত্বর যুদ্ধের জন্য নির্গত হউক ।২

সতত যুদ্ধপ্রিয় ও নিত্য আমার উন্নতিকামী এই অকম্পন যুদ্ধে একজন প্রধান যোদ্ধা, শত্রুগণের শাসনকারী, স্বীয় সৈন্যগণের রক্ষক এবং রণক্ষেত্রে সেনাগণের সঞ্চালনে সমর্থ ।৩

এই অকম্পন রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবল সুগ্রীবকে জয় করিবে এবং অপরাপর ভীষণ বানরবৃন্দকে সংহার করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ।৪

রাবণের সেই আদেশ শিরোধার্য্য করত শীঘ্র পরাক্রমী মহাশক্তিমান্ সেনাধ্যক্ষ প্রহস্ত তখন যুদ্ধের জন্য সেনা প্রেরণ করিল ।৫

অনন্তর সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত ভীষণ-নয়ন ভীম-দর্শন মুখ্য রাক্ষসসকল নানা প্রহরণ (অস্ত্র) ধারণ করত নগর হইতে নির্গত হইল ।৬

সেই সময় তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষিত প্রকাণ্ড রথে আরূঢ় হইয়া ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ-পরিবেষ্টিত, মেঘের ন্যায় আভাসম্পন্ন, মেঘের সমান কৃষ্ণবর্ণ ও মেঘগর্জ্জনের মত মহাগর্জ্জনকারী অকম্পন নির্গমন করিল । মহারণে দেবতাগণও তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হন না, তজ্জন্য সে অকম্পন নামে প্রখ্যাত এবং রাক্ষসগণের মধ্যে তেজে আদিত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত । ক্রোধবেগে সমরেচ্ছায় ধাবিত অকম্পনের রথযোজিত অশ্বগণের মন সহসা দীনভাব প্রাপ্ত হইল । যদিও অকম্পন যুদ্ধকে অভিনন্দন করিত, তথাপি

তান্যুৎপাতানচিন্ত্যৈব নির্জগাম রণাজিরম্ ।
তথা নির্গচ্ছতস্তস্য রক্ষসঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৩
বভূব সুমহান্ নাদঃ ক্ষোভয়ন্নিব সাগরম্ ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তা বানরাণাং মহাচমূঃ ॥১৪
দ্রুম-শৈলপ্রহারাণাং যোদ্ধু সমুপতিষ্ঠতাম্ ।
তেষাং যুদ্ধং মহারৌদ্রং সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্ ॥১৫
রাম-রাবণয়োরর্থে সমভিত্যক্তদেহিনঃ ।
সর্ব্বে হ্যতিবলাঃ শূরাঃ সর্ব্বে পর্বতসন্নিভাঃ ॥১৬
হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব পরস্পরজিঘাংসয়া ।
তেষাং বিনর্দতাং শব্দঃ সংযুগেঽতিতরস্বিনাম্ ॥১৭
শুশ্রুবে সুমহান্ কোপাদন্যোন্যমভিগর্জতাম্ ।
রজশ্চারুণবর্ণাভং সুভীমমভবদ্ ভৃশম্ ॥১৮
উদ্ধূতং হরিরক্ষোভিঃ সংরুরোধ দিশো দশ ।
অন্যোন্যং রজসা তেন কৌশেয়োদ্ধতপাণ্ডুনা ॥১৯
সংবৃতানি চ ভূতানি দদৃশুর্ন রণাজিরে ।
ন ধ্বজো ন পতাকা বা চর্ম বা তুরগোঽপি বা ॥২০
আয়ুধং স্যন্দনো বাপি দদৃশে তেন রেণুনা ।
শব্দশ্চ সুমহাংস্তেষাং নর্দতামভিধাবতাম্ ॥২১
শ্রূয়তে তুমুলো যুদ্ধে ন রূপাণি চকাশিরে ।
হরীনেব সুসংরুষ্টা হরয়ো জঘ্নুরাহবে ॥২২
রাক্ষসা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুস্তিমিরে তদা ।
তে পরাংশ্চ বিনিঘ্নন্তঃ স্বাংশ্চ বানর-রাক্ষসাঃ ॥২৩
রুধিরার্দ্রাং তদা চক্রুর্মহীং পঙ্কানুলেপনাম্ ।
ততস্তু রুধিরৌঘেণ সিক্তং ব্যপগতং রজঃ ॥২৪

ইহার বাম নয়ন পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং মুখ বিবর্ণ ও কণ্ঠস্বর গদগদ্ হইল। সেই সুদিন-সময়ে উগ্র পবনযুক্ত দুর্দিন উপস্থিত হইল ।৭-১১

সমস্ত মৃগ পক্ষিগণ ক্রূর ও ভয়প্রদ বাক্য বলিতে অর্থাৎ শব্দ করিতে লাগিল। সিংহের ন্যায় উন্নত স্কন্ধদেশ এবং ব্যাঘ্রসদৃশ বিক্রমশালী অকম্পন সেই সকল উৎপাত গ্রাহ্য না করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। রাক্ষসগণের সহিত সেই রাক্ষস অকম্পন যুদ্ধার্থ নির্গমন করিলে যেন সাগরকে ক্ষোভিত করিয়া সুমহান্ নাদ সমুত্থিত হইল। সেই ভীষণ শব্দে বানরগণের মহাসেনা অতিশয় ভীত হইল। যুদ্ধের জন্য উপস্থিত বৃক্ষ ও শৈলশিখর লইয়া প্রহারকারী সেই বানরবৃন্দের এবং রাক্ষসগণের অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।১২-১৫

শ্রীরাম এবং রাবণের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সমুদ্যত বানর ও রাক্ষসসেনাসকল অতিবলবান, বীর এবং সকলেই পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট ।১৬

বানর এবং রাক্ষসসমূহ পরস্পর বধ ইচ্ছা করিয়া তথায় একত্রিত হইয়াছিল। সমরে অতি দ্রুতগামী এবং ক্রোধে একে অপরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জনশীল সেই যোদ্ধাগণের সুমহান্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

[ইন্দোর, ১৯শে পৌষ।]

বানর এবং রাক্ষসগণের দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থিত রক্তবর্ণ ধূলিসমূহ অত্যন্ত ভয়ানক হইল এবং তদ্দ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। উভয় সৈন্য কর্ত্তৃক পরস্পর উদ্ধূত সেই ধূলা কম্পিত পাণ্ডুবর্ণ কৌশেয় (রেশমী) বস্ত্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল; তাহার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণী আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না। সেই ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কারণ ধ্বজ, পতাকা, চর্ম (ঢাল) গজ, অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র অথবা রথ কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবিত রাক্ষস ও বানরের অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর শব্দ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু তাহাদের রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমরক্ষেত্রে অতীব ক্রুদ্ধ বানরবৃন্দ বানরগণকে প্রহার এবং রাক্ষসসকল রাক্ষসসমূহকে নিহত করিতে লাগিল। (অন্ধকারে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিল না।)

শরীরশবসঙ্কীর্ণা বভূব চ বসুন্ধরা।
দ্রুমশক্তিগদাপ্রাসৈঃ শিলা-পরিঘ-তোমরৈঃ ॥২৫
রাক্ষসা হরয়স্তূর্ণং জঘ্নুরন্যোন্যমোজসা।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্যুধ্যন্তঃ পর্বতোপমান্ ॥২৬
হরয়ো ভীমকর্মাণো রাক্ষসাঞ্জঘ্নুরাহবে।
রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধাঃ প্রাস-তোমরপাণয়ঃ ॥২৭
কপীন্ নিজঘ্নিরে তত্র শস্ত্রৈঃ পরমদারুণৈঃ।
অকম্পনঃ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসানাং চমূপতিঃ ॥২৮
সংহর্ষয়তি তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
হরয়স্ত্বপি রক্ষাংসি মহাদ্রুমমহাশ্মভিঃ ॥২৯
বিদারয়ন্ত্যভিক্রম্য শস্ত্রাণ্যাচ্ছিদ্য বীর্য্যতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বীরা হরয়ঃ কুমুদো নলঃ ॥৩০
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদঃ ক্রুদ্ধাশ্চক্রুর্বেগমনুত্তমম্।
তে তু বৃক্ষৈর্মহাবীরা রাক্ষসানাং চমূমুখে ॥৩১
কদনং সুমহচ্চক্রুর্লীলয়া হরিপুঙ্গবাঃ।
মমন্থু রাক্ষসান্ সর্বে নানাপ্রহরণৈর্ভৃশম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

স্বপক্ষে এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণকে হননকারী বানর এবং রাক্ষসসমূহ সেই সমরক্ষেত্রকে শোণিতধারায় সিক্ত করায় সেই ভূমি রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইল। অতঃপর শোণিত-প্রবাহে সিক্ত হওয়াতে ধূলি অপগত হইল।১৭-২৪

তৎকালীন রণভূমি মৃতদেহ দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। বানর এবং রাক্ষসসকল একে অপরকে সবলে বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমরাদি দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে প্রহার করিতে লাগিল। ভীষণ-কর্ম্মকারী বানরবৃন্দ স্বীয় পরিঘের ন্যায় বাহু সমূহের দ্বারা পর্ব্বত-সদৃশ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে তাহাদের সংহার করিতে লাগিল। ওদিকে নিশাচরগণও ভয়ঙ্কর রুষ্ট হইয়া হস্তে প্রাস ও তোমর গ্রহণপূর্ব্বক অতিশয় ভীষণ শস্ত্রসমূহ দ্বারা বানরবৃন্দকে বধ করিতে লাগিল। সেই সময় অতীব সংরুষ্ট রাক্ষসসেনাপতি অকম্পন ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী সেই সমস্ত রাক্ষসকে সংহৃষ্ট করিতে লাগিল। কপিগণও সবলে আক্রমণপূর্ব্বক রাক্ষসগণের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া অতিবৃহৎ বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। এই অবসরে বানরবীর কুমুদ, নল, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিরতিশয় বেগ প্রদর্শন করিল। সেই সকল মহাবীর শ্রেষ্ঠ বানরগণ সৈন্যগণের সম্মুখে বৃক্ষসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসগণকে অতি ভয়ঙ্কর ভাবে বিনষ্ট করিতে লাগিল। নিশাচরগণও নানা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে পুনঃপুনঃ দলিত করিতে লাগিল।২৫-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীহনূমতা অকম্পনস্য বিনাশঃ ।]

তদ্ দৃষ্ট্বা সুমহৎ কর্ম কৃতং বানরসত্তমৈঃ ।
ক্রোধমাহারয়ামাস যুধি তীব্রমকম্পনঃ ॥১
ক্রোধমূর্চ্ছিতরূপস্তু ধুন্বন্ পরমকার্ম্মুকম্ ।
দৃষ্ট্বা তু কর্ম শত্রূণাং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥২
তত্রৈব তাবৎ ত্বরিতো রথং প্রাপয় সারথে ।
এতে চ বলিনো ঘ্নন্তি সুবহূন্ রাক্ষসান্ রণে ॥৩
এতে চ বলবন্তো বা ভীমকোপাশ্চ বানরাঃ ।
দ্রুম-শৈলপ্রহরণাস্তিষ্ঠন্তি প্রমুখে মম ॥৪
এতান্ নিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো হ্যহম্ ।
এতৈঃ প্রমথিতং সর্বং রক্ষসাং দৃশ্যতে বলম্ ॥৫
ততঃ প্রচলিতাশ্বেন রথেন রথিনাং বরঃ ।
হরীনভ্যপতদ্ দূরাচ্ছরজালৈরকম্পনঃ ॥৬
ন স্থাতুং বানরাঃ শেকুঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে ।
অকম্পনশরৈর্ভগ্নাঃ সর্ব এবাভিদুদ্রুবুঃ ॥৭
তান্ মৃত্যুবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্ ।
সমীক্ষ্য হনুমান্ জ্ঞাতীনুপতস্থে মহাবলঃ ॥৮
তং মহাপ্লবগং দৃষ্ট্বা সর্বে তে প্লবগর্ষভাঃ ।
সমেত্য সমরে বীরাঃ সংহৃষ্টাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৯
ব্যবস্থিতং হনুমন্তং তে দৃষ্ট্বা প্লবগর্ষভাঃ ।
বভূবুর্বলবন্তো হি বলবন্তমুপাশ্রিতাঃ ॥১০
অকম্পনস্তু শৈলাভং হনূমন্তমবস্থিতম্ ।
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরৈরভিববর্ষ হ ॥১১
অচিন্তয়িত্বা বাণৌঘান্ শরীরে পাতিতান্ কপিঃ ।
অকম্পনবধার্থায় মনো দধ্রে মহাবলঃ ॥১২

ষট্পঞ্চাশ সর্গ

[ইন্দোর, ১৮।১৯ পৌষ ।]

[শ্রীহনুমানের দ্বারা অকম্পন বধ ।]

সমরে শ্রেষ্ঠকপিগণকৃত সেই সুমহৎ কর্ম দেখিয়া অকম্পন দুঃসহ ক্রোধ করিল ।১

শত্রুগণের কর্ম দেখিয়া কোপে হতচেতন অকম্পন আপনার উৎকৃষ্ট ধনু কম্পিত করিয়া সারথিকে বলিল ।২

সারথে ! এই বলবান্ বানরবৃন্দ সমরে সুবিপুল রাক্ষসগণকে বধ করিতেছে, তজ্জন্য প্রথমে সত্বর সেইস্থলে রথ লইয়া চল ।৩

এই বলবান্, ভীষণক্রোধী এবং বৃক্ষ ও শৈলরূপ প্রহরণধারী বানরবৃন্দ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে ।৪

যুদ্ধেচ্ছু আমি এই সকল বানরকে নিহত করিতে অভিলাষ করিতেছি, ইহারা সমস্ত রাক্ষসসেনা বিদলিত করিয়াছে—দেখিতেছি ।৫

অনন্তর দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথিশ্রেষ্ঠ অকম্পন দূর হইতে বাণবর্ষণে বানরগণকে পাতিত করিতে লাগিল ।৬

তাহারা সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অকম্পনের বাণপ্রহারে বানরগণ রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেই সমর্থ হইল না, যুদ্ধের কথা আর কি বলিব ? ৭

অকম্পনের বাণপ্রহারে মৃত্যুকবলিত ও পীড়িত সেই জ্ঞাতিগণকে দেখিয়া মহাবলবান্ হনুমান্ অকম্পনের সম্মুখে উপস্থিত হইল ।৮

সেই মহাকপি হনুমান্‌কে দেখিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরবীর একত্র হইয়া সহর্ষে তাহার চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিল ।৯

সেই শ্রেষ্ঠবানরগণ হনুমান্‌কে রণভূমিতে অবস্থিত দেখিল। তাহারা বলবান্ হনুমান্‌কে সমাশ্রয় করিয়া সকলেই বলবান্ হইয়া যাইল। (যেহেতু হীনবল ব্যক্তি যদি বলবান্‌কে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সে বলবান্‌ই হইয়া যায়।) ।১০

স প্রহস্য মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদুদ্রাব তদ্রক্ষঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥১৩
তস্যাথ নর্দমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা।
বভূব রূপং দুর্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ ॥১৪
আত্মানং ত্বপ্রহরণং জ্ঞাত্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
শৈলমুৎপাটয়ামাস বেগেন হরিপুঙ্গবঃ ॥১৫
গৃহীত্বা সুমহাশৈলং পাণিনৈকেন মারুতিঃ।
স বিনদ্য মহানাদং ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্ ॥১৬
ততস্তমভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।
পুরা হি নমুচিং সংখ্যে বজ্রেণেব পুরন্দরঃ ॥১৭
অকম্পনস্তু তদ্ দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গং সমুদ্যতম্।
দূরাদেব মহাবাণৈরর্ধচন্দ্রৈর্ব্যদারয়ৎ ॥১৮
তং পর্বতাগ্রমাকাশে রক্ষোবাণবিদারিতম্।
বিকীর্ণং পতিতং দৃষ্ট্বা হনূমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৯
সোঽশ্বকর্ণং সমাসাদ্য রোষদর্পান্বিতো হরিঃ।
তূর্ণমুৎপাটয়ামাস মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥২০
তং গৃহীত্বা মহাস্কন্দং সোঽশ্বকর্ণং মহাদ্যুতিঃ।
প্রগৃহ্য পরয়া প্রীত্যা ভ্রাময়ামাস সংযুগে ॥২১
প্রধাবন্নুরুবেগেন বভঞ্জ তরসা দ্রুমান্।
হনূমান্ পরমক্রুদ্ধশ্চরণৈর্দারয়ন্ মহীম্ ॥২২
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা।
জঘান হনুমান্ ধীমান্ রাক্ষসাংশ্চ পদাতিগান্ ॥২৩
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সদ্রুমং প্রাণহারিণম্।
হনূমন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥২৪
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।
দদর্শাকম্পনো বীরশ্চুক্ষোভ চ ননাদ চ ॥২৫
স চতুর্দশভির্বাণৈর্নিশিতৈর্দেহদারণৈঃ।
নির্বিভেদ মহাবীর্য্যং হনূমন্তমকম্পনঃ ॥২৬

পরে অকম্পন পর্ব্বতের ন্যায় বিশালদেহ হনুমান্‌কে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে জল বর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।১১

স্বীয় শরীরে পতিত সেই শরসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া মহাবল কপিরাজ হনুমান্ অকম্পনকে বধ করিবার জন্য অভিলাষ করিল।১২

সেই মহাতেজস্বী পবননন্দন হনুমান্ উচ্চহাস্য করিয়া পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে সেই রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইল।১৩

তৎকালে গর্জ্জনকারী ও তেজে দীপ্যমান হনুমানের রূপ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া যাইল।১৪

আপনাকে নিরস্ত্র জানিয়া কুপিত কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বেগে এক পর্ব্বত উৎপাটন করিল।১৫

সেই প্রকাণ্ড পর্ব্বত একহস্তে লইয়া শক্তিমান্ পবননন্দন ভয়ঙ্কর সিংহনাদপূর্ব্বক তাহা ঘুরাইতে লাগিল।১৬

অতঃপর পূর্ব্বকালে যেমন দেবেন্দ্র বজ্র লইয়া সমরে নমুচিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হনুমান্ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের প্রতি ধাবিত হইল।১৭

অকম্পন সেই পর্ব্বত-শিখরকে সমুদ্যত দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র মহাবাণের দ্বারা দূর হইতেই তাহাকে বিদারিত করিল।১৮

রাক্ষসের বাণের দ্বারা খণ্ডিত সেই পর্ব্বত-শিখর আকাশে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া হনুমান্ ক্রোধে হতচেতন হইল।১৯

অনন্তর ক্রোধান্বিত ও দর্পান্বিত সেই বানরবর মহা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষকে সত্বর উৎপাটন করিল।২০

মহাতেজস্বী মহাবীর সেই মহাস্কন্ধ বৃক্ষকে গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতির সহিত তাহাকে রণে ঘুরাইতে লাগিল।২১

ভীষণ রুষ্ট হনুমান্ অতি বেগে ধাবিত হইয়া বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পদসঞ্চারে ধরাতল বিদারিত করিতে লাগিল।২২

বুদ্ধিমান্ হনুমান্ গজারোহিগণ সহ হস্তীসকলকে রথের সহিত রথিবৃন্দকে এবং ভয়ঙ্কর পদাতিক রাক্ষসগণকে হনন করিতে লাগিল।২৩

যমের ন্যায় রুষ্ট, বৃক্ষহস্ত ও প্রাণহারক সেই

স তথা বিপ্রকীর্ণস্তু নারাচৈঃ শিতশক্তিভিঃ।
হনুমান্ দদৃশে বীরঃ প্ররূঢ় ইব সানুমান্ ॥২৭
বিররাজ মহাবীর্য্যো মহাকায়ো মহাবলঃ।
পুষ্পিতাশোকসঙ্কাশো বিধূম ইব পাবকঃ ॥২৮
ততোঽন্যং বৃক্ষমুৎপাট্য কৃত্বা বেগমনুত্তমম্।
শিরস্যভিজঘানাশু রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্ ॥২৯
স বৃক্ষেণ হতস্তেন সক্রোধেন মহাত্মনা।
রাক্ষসো বানরেন্দ্রেণ পপাত চ মমার চ ॥৩০
তং দৃষ্ট্বা নিহতং ভূমৌ রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।
ব্যথিতা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে ক্ষিতিকম্প ইব দ্রুমাঃ ॥৩১
ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাস্তে পরাজিতাঃ।
লঙ্কামভিযযুস্ত্রাসাদ্ (ক) বানরৈস্তৈরভিদ্রুতাঃ ॥৩২
তে মুক্তকেশাঃ সম্ভ্রান্তা ভগ্নমানাঃ পরাজিতাঃ।
ভয়াচ্ছ্রমজলৈরঙ্গৈঃ প্রসবদ্ভির্বিদুদ্রুবুঃ ॥৩৩
অন্যোন্যং যে প্রমথ্নন্তো বিবিশুর্নগরং ভয়াৎ।
পৃষ্ঠতস্তে সুসম্মূঢ়াঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ ॥৩৪
তেষু লঙ্কাং প্রবিষ্টেষু রাক্ষসেষু মহাবলাঃ।
সমেত্য হরয়ঃ সর্ব্বে হনুমন্তমপূজয়ন্ ॥৩৫
সোঽপি প্রবৃদ্ধস্তান্ সর্বান্ হরীন্ সম্প্রত্যপূজয়ৎ।
হনুমান্ সত্ত্বসম্পন্নো যথার্হমনুকূলতঃ ॥৩৬
নিনেদুশ্চ যথাপ্রাণং হরয়ো জিতকাশিনঃ।
চকৃষুশ্চ পুনস্তত্র সপ্রাণানেব রাক্ষসান্ ॥৩৭
স বীরশোভামভজন্মহাকপিঃ
সমেত্য রক্ষাংসি নিহত্য মারুতিঃ।

হনুমান্‌কে সম্মুখে দেখিয়া নিশাচরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।২৪

বীর অকম্পন রাক্ষসগণের ভয়প্রদ, মহাক্রুদ্ধ এবং আক্রমণার্থ সমাগত হনুমান্‌কে দেখিয়া ক্ষুভিত হইল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল।২৫

অকম্পন শরীর-বিদারণকারী চতুর্দ্দশটি শাণিত শরের দ্বারা মহাবিক্রম হনুমান্‌কে নির্ভিন্ন করিল।২৬

এই প্রকার নারাচ ও তীক্ষ্ণশক্তিসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত মহাবীর হনুমান্ সেই সময় বৃক্ষ-ব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইল।২৭

শোণিতাক্ত-কলেবর মহাকায় মহাবলবান্ মহাবীর হনুমান্ পুষ্পিত অশোক ও ধূমহীন অনলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।২৮

[ইন্দোর, ১৮।১৯ পৌষ।]

অতঃপর হনুমান্ মহাবেগে অন্য একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সত্বর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিল। বানরশিরোমণি মহাত্মা ক্রোধপূর্ণ হনুমান্ কর্ত্তৃক বৃক্ষাহত হইয়া রাক্ষস ভূমিতলে পতিত হইল ও দেহত্যাগ করিল।২৯-৩০

যেমন ভূমিকম্পে বৃক্ষসকল কম্পিত হইতে থাকে, তদ্রূপ নিশাচর-প্রধান অকম্পনকে সমরভূমিতে নিহত হইতে দেখিয়া সমস্ত রাক্ষস অত্যন্ত ব্যথিত হইল।৩১

বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই রাক্ষসসকল অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে লঙ্কা অভিমুখে পলায়ন করিল।৩২

সেই মুক্তকেশ, বিচলিত, পরাজিত ও ভগ্নমান রাক্ষসগণের সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভয়ে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। সেই অবস্থাতেই তাহারা পলায়ন করিল।৩৩

ভয়হেতু পরস্পর পরস্পরকে বিদলিত করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। তৎকালে বিমূঢ় রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।৩৪

সেই রাক্ষসসকল লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত কপিকুল একত্রিত হইয়া হনুমানকে পূজা করিল।৩৫

সেই সুবিচক্ষণ সত্ত্বগুণান্বিত হনুমান্ সোৎসাহে অনুকূলভাবে সেই সমস্ত বানরগণকে উত্তমরূপে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিল।৩৬

অনন্তর বিজয়োল্লাসে সুশোভিত বানরবৃন্দ যথাশক্তি উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিল এবং সেখানে যে সকল রাক্ষস

পাঠান্তর :— (ক) লঙ্কামভিযযুস্ত্রস্তা—।

মহাসুরং ভীমমমিত্রনাশনো-
বিষ্ণুর্যথৈবোরুবলং চমূমুখে ॥৩৮

অপূজয়ন্ দেবগণাস্তদা কপিং
স্বয়ঞ্চ রামোঽতিবলশ্চ লক্ষ্মণঃ।

তথৈব সুগ্রীবমুখাঃ প্লবঙ্গমা
বিভীষণশ্চৈব মহাবলস্তদা ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

জীবিত ছিল, তাহাদেরকে আকর্ষণ করিল। যেমন অরাতিনাশন ভগবান্ বিষ্ণু ভীষণ মহাসুরকে বধ করত বীরশোভা (বিজয়লক্ষ্মী) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইপ্রকার কপি-শিরোমণি হনুমান্ রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিহত করত বীরোচিত শোভা ধারণ করিল। সেইসময় দেবগণ, অতিবল স্বয়ং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরবৃন্দ এবং অতিশয় শক্তিমান্ বিভীষণ কপিবর হনুমানকে যথাযোগ্য অভিনন্দন করিলেন।৩৭-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণাজ্ঞয়া বিশাল-সেনয়া সহ প্রহস্তস্য যুদ্ধায় গমনম্।]

অকম্পনবধং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো বৈ রাক্ষসেশ্বরঃ।
কিঞ্চিদ্দীনমুখশ্চাপি সচিবাংস্তানুদৈক্ষত ॥১

স তু ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তন্তু মন্ত্রিভিঃ সংবিচার্য্য চ।
ততস্তু রাবণঃ পূর্ব্বদিবসে রাক্ষসাধিপঃ ॥
পুরীং পরিযযৌ লঙ্কাং সর্বান্ গুল্মানবেক্ষিতুম্ ॥২

তাং রাক্ষসগণৈর্গুপ্তাং গুল্মৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
দদর্শ নগরীং রাজা পতাকাধ্বজমালিনীম্ ॥৩

রুদ্ধাং তু নগরীং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচাত্মহিতং কালে প্রহস্তং যুদ্ধকোবিদম্ ॥৪

পুরস্যোপনিবিষ্টস্য সহসা পীড়িতস্য হ।
নান্যযুদ্ধাৎ প্রপশ্যামি মোক্ষং যুদ্ধবিশারদ ॥৫

অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্মম।
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্ ॥৬

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণের আদেশে বিপুল সেনা সহিত প্রহস্তের যুদ্ধার্থ গমন।]

অকম্পনের বধ-সংবাদ শ্রবণ করত নিশাচরপতি রাবণ অতিরুষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ দীনবদনে মন্ত্রিগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।১

মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া এবং সচিবগণের সহিত সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণ সমস্ত 'গুল্ম' দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণকালে লঙ্কাপুরীতে সেনানিবাসে গমন করিল।২

রাজা রাবণ—রাক্ষসগণের দ্বারা রক্ষিতা, বহু সেনাব্যূহের দ্বারা পরিবেষ্টিতা এবং পতাকা ও ধ্বজাসমূহ দ্বারা সমলঙ্কৃতা লঙ্কানগরী দর্শন করিল।৩

লঙ্কাপুরী চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধা দেখিয়া নিশাচরপতি রাবণ আপনার হিতকারী যুদ্ধকুশল প্রহস্তকে কালোচিত বাক্য বলিল।৪

সেনা-সন্নিবেশ করিয়া পুরীকে উৎপীড়িত করিতেছে, তজ্জন্য যুদ্ধ করা ভিন্ন ইহার মুক্তির দ্বিতীয় উপায় দেখিতেছি না।৫

স ত্বং বলমতঃ শীঘ্রমাদায় রথমাস্থিতঃ।
বিজয়ায়াভিনির্যাহি যত্র সর্বে বনৌকসঃ ॥৭
নির্যাণাদেব তে নূনং চলিতা হরিবাহিনী।
নর্দতাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং শ্রুত্বা নাদং দ্রবিষ্যতি ॥৮
চপলা হ্যবিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ বানরাঃ।
ন সহিষ্যন্তি তে নাদং সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ ॥৯
বিদ্রুতে চ বলে তস্মিন্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
অবশস্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেষ্যতি ॥১০
আপৎ সংশয়িতা শ্রেয়ো নাত্র নিঃসংশয়ীকৃতা।
প্রতিলোমানুলোমং বা যত্তু নো মন্যসে হিতম্ ॥১১
রাবণেনৈবমুক্তস্তু প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনা ॥১২
রাজন্ মন্ত্রিতপূর্বং নঃ কুশলৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
বিবাদশ্চাপি নো বৃত্তঃ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥১৩
প্রদানেন তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া।
অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেব তথৈব নঃ ॥১৪
সোঽহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্ত্বয়া।
সান্ত্বৈশ্চ বিবিধৈঃ কালে কিং ন কুর্য্যাং হিতস্তব ॥১৫
নহি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্র-দার-ধনানি চ।
ত্বং পশ্য মাং জুহূষন্তং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু ভর্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ।
উবাচেদং বলাধ্যক্ষান্ প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥১৭
সমানয়ত মে শীঘ্রং রাক্ষসানাং মহাবলম্।
মদ্বাণানাস্তু বেগেন হতানাং তু রণাজিরে ॥১৮
অদ্য তৃপ্যন্তু মাংসাদাঃ পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষা মহাবলাঃ ॥১৯
বলমুদ্যোজয়ামাসুস্তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে।
সা বভূব মুহূর্তেন ভীমৈর্নানাবিধায়ুধৈঃ ॥২০

আমি, কুম্ভকর্ণ অথবা সেনাপতি তুমি, কিংবা ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ অধুনা এই ভার বহন করিতে সমর্থ।৬

এইহেতু তুমি সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক সেনা লইয়া বিজয়ের জন্য যেখানে সমস্ত বানরবৃন্দ অবস্থিত আছে, তথায় নির্গমন কর।৭

তোমার নির্গমনমাত্রেই বানরবাহিনী সত্বর বিচলিত হইবে এবং গর্জ্জনকারী শ্রেষ্ঠরাক্ষসগণের ভীমনাদ শুনিয়া দ্রবিত হইবে।৮

যেমন হস্তিসকল সিংহনাদ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ চঞ্চল, অবিনীত ও অস্থিরচিত্ত বানরবৃন্দ তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না।৯

প্রহস্ত! যখন কপিসেনা পলায়ন করিবে, তখন লক্ষ্মণের সহিত সহায়হীন রাম বিবশ হইয়া তোমার বশীভূত হইবে।১০

রাবণ এই কথা বলিলে সেনাপতি প্রহস্ত যেমন শুক্রাচার্য্য অসুরপতি বলিকে পরামর্শ বলিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষসরাজকে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিল।১১

সে বলিল,—রাজন্! আমাদের ন্যায় মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত আপনি প্রথমে এবিষয়ে বিচার করিয়াছেন, কিন্তু সেইদিন পরস্পর মতের সমালোচনা পূর্ব্বক আমরা বিবাদই করিয়াছি।১২-১৩

আমি প্রথমে 'সীতাকে ফিরাইয়া দিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, আর তাহা না হইলে যুদ্ধ সুনিশ্চিত' স্থির করিয়াছিলাম। আজ আমরা সেইরূপই দেখিতেছি।১৪

আপনি দান, মান এবং বিবিধ সান্ত্বনা দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাকে পূজা করিয়াছেন, সেহেতু আমি কেন আপনার উপকার করিব না।১৫

আমি স্বীয় জীবন, স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি রক্ষণীয় মনে করি না। আপনি দেখুন—আপনার জন্য সমরানলে কিরূপ স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করি।১৬

স্বীয় অধিপতি রাবণকে এই কথা বলিয়া প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ইহা বলিল।১৭

তোমরা সত্বর রাক্ষসগণের বিপুল সেনা আমার নিকটে আনয়ন কর। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বাণবেগে

লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা।
হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্ ॥২১

আজ্যগন্ধপ্রতিবহঃ সুরভির্মারুতো ববৌ।
স্রজশ্চ বিবিধাকারা জগৃহুস্ত্বভিমন্ত্রিতাঃ ॥২২

সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টা ধারয়ন্ রাক্ষসাস্তদা।
সধনুষ্কাঃ কবচিনো বেগাদাপ্লুত্য রাক্ষসাঃ ॥২৩

রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্য্যবারয়ন্।
অথামন্ত্র্য তু রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবাম্ ॥২৪

আরুরোহ রথং দিব্যং প্রহস্তঃ সজ্জকল্পিতম্।
হয়ৈর্মহাজবৈর্যুক্তং সম্যক্‌সূতং সুসংযুতম্ ॥২৫

মহাজলদনির্ঘোষং সাক্ষাচ্চন্দ্রার্কভাস্বরম্।
উরগধ্বজদুর্ধর্ষং সুবরূথং স্বপস্করম্ ॥২৬

সুবর্ণজালসংযুক্তং প্রহসন্তমিব শ্রিয়া।
ততস্তং রথমাস্থায় রাবণার্পিতশাসনঃ ॥২৭

লঙ্কায়া নির্যযৌ তূর্ণং বলেন মহতা বৃতঃ।
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ পর্জ্জন্যনিনদোপমঃ ॥
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনাদঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥২৮

শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতৌ।
নিনদন্তঃ শরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মুরগ্রতঃ ॥
ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ ॥২৯

নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদং সমুন্নতঃ।
প্রহস্তসচিবা হ্যেতে নির্যযুঃ পরিবার্য্য তম্ ॥৩০

ব্যূহেনৈব সুঘোরেণ পূর্ব্বদ্বারাৎ স নির্যযৌ।
গজযূথনিকাশেন বলেন মহতা বৃতঃ ॥৩১

নিহত বানরবৃন্দের মাংস ভোজন করিয়া আজ মাংসাশী পক্ষিসকল তৃপ্তি লাভ করুক। প্রহস্তের সেই কথা শুনিয়া মহাশক্তিমান্ সেনাধ্যক্ষগণ রাবণ-ভবনের নিকটে যুদ্ধের জন্য বিপুল সেনা সন্নিবেশিত করিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী এবং হস্তীর ন্যায় দীর্ঘকায় ভীষণ রাক্ষস বীরগণের দ্বারা সেই লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন হইল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান ও ব্রাহ্মণকে নমস্কার পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।১৮-২১

তখন ঘৃতগন্ধ গ্রহণকারী সুগন্ধ-পবন সর্বত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং রাক্ষসগণ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত নানাবিধ মালা গ্রহণ করিল।২২

সমরসজ্জা ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া প্রহৃষ্ট রাক্ষসসমূহ ধনু এবং কবচ ধারণ করত বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অগ্রসর হইল।২৩

আর রাজা রাবণকে দেখিতে দেখিতে প্রহস্তের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। অনন্তর রাজাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক ভেরী বাদন করত কবচাদি ধারণ পূর্ব্বক প্রহস্ত অস্ত্র-শস্ত্রসুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। মহাবেগশালী অশ্ব দ্বারা যোজিত ও উত্তম সারথি কর্তৃক সুসংযত ঐ রথ মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-শব্দকারী এবং সাক্ষাৎ চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান। সর্পাকৃতি ধ্বজ-সমন্বিত বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুশস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে আবরণ ঐ রথে ছিল, তাহা অতি সুন্দর এবং উহা সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট। সুবর্ণজাল-সংযুক্ত সেই রথ স্বীয় শোভা দ্বারা যেন অন্যের শোভাকে উপহাস করিতে লাগিল। রাবণের আদেশে প্রহস্ত সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিপুল সৈন্যবেষ্টিত হইয়া সত্বর লঙ্কা হইতে নির্গত হইল। প্রহস্ত নির্গত হইবামাত্র মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভিধ্বনি এবং পর্জ্জন্য ধ্বনির ন্যায় শঙ্খের ধ্বনি যেন পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিল।২৪-২৮

সেনাপতির প্রয়াণকালে শঙ্খ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। প্রহস্তের অগ্রগামী ভয়ঙ্কররূপধারী প্রকাণ্ডশরীর রাক্ষসদল ভীষণস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।২৯

প্রহস্তের সচিব নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত-নামক এই রাক্ষসচতুষ্টয় প্রহস্তকে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া চলিল।৩০

প্রহস্তের গজসমূহ-সমাকুল অতি ভয়ানক ব্যূহবদ্ধ

সাগরপ্রতিমৌঘেন বৃতস্তেন বলেন সঃ।
প্রহস্তো নির্যযৌ তূর্ণং ক্রুদ্ধঃ কালান্তকোপমঃ ॥৩২
তস্য নির্যাণঘোষেণ রাক্ষসানাঞ্চ নর্দতাম্।
লঙ্কায়াং সর্বভূতানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥৩৩
ব্যভ্রমাকাশমাবিশ্য মাংস-শোণিতভোজনাঃ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি খগাশ্চক্রু রথং প্রতি ॥৩৪
বমন্ত্যঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে।
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা বায়ুশ্চ পরুষং ববৌ ॥৩৫
অন্যোন্যমভিসংরব্ধা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে।
মেঘাশ্চ খরনির্ঘোষা রথস্যোপরি রক্ষসঃ ॥৩৬
ববৃষূ রুধিরঞ্চাস্যসিষিচুশ্চ পুরঃসরান্।
কেতুমূর্ধনি গৃধ্রস্তু বিলীনো দক্ষিণামুখঃ ॥৩৭
নদন্ মুভয়তঃ পার্শ্বং সমগ্রাং শ্রিয়মাহরৎ।
সারথের্বহুশশ্চাস্য সংগ্রামমবগাহতঃ (ক) ॥৩৮

প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সূতস্য হয়সাদিনঃ।
নির্যাণশ্রীশ্চ যা চাসীদ্ভাস্বরা চ সুদুর্লভা ॥
সা ননাশ মুহূর্তেন সমে চ স্খলিতা হয়াঃ ॥৩৯
প্রহস্তং তাং হি নির্যান্তং প্রখ্যাতবলপৌরুষম্।
যুধি নানাপ্রহরণা কপিসেনাভ্যবর্ত্তত ॥৪০
অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজায়ত।
বৃক্ষানারুজতাঞ্চৈব গুর্বীর্বৈ গৃহ্নতাং শিলাঃ ॥৪১
নর্দতাং রাক্ষসানাঞ্চ বানরাণাঞ্চ গর্জ্জতাম্।
উভে প্রমুদিতে সৈন্যে রক্ষোগণবনৌকসাম্ ॥৪২

মহাবলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদ্বার হইতে নির্গত হইল।৩১

প্রলয়কালে সংহারকারী শমনের ন্যায় ক্রুদ্ধ প্রহস্ত সাগরসদৃশ সেনার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নির্গমন করিল।৩২

তাহার প্রস্থানকালে রণশব্দে এবং গর্জ্জনকারী রাক্ষসগণের ভীষণশব্দে লঙ্কাবাসী সমস্ত প্রাণিগণ ভীত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।৩৩

তৎকালে মেঘশূন্য আকাশে উঠিয়া রক্ত-মাংস-ভোজী পক্ষিসকল মণ্ডলাকারে প্রহস্তের রথকে দক্ষিণাবর্ত্তে পরিক্রমা করিতে লাগিল।৩৪

ভয়ঙ্কর শৃগালসকল অগ্নিজ্বালা বমন করিতে করিতে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত এবং প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল।৩৫

গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের প্রকাশ মন্দ হইল। মেঘসকল রাক্ষস প্রহস্তের রথের উপর গর্দ্দভের ন্যায় গর্জ্জন করত শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং অগ্রগামী সৈন্যগণকে শোণিতসিক্ত করিল। তাহার ধ্বজের উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া গৃধ্র উপবিষ্ট হইল এবং উভয় পার্শ্বে অশুভ ধ্বনি করত তাহার সমস্ত শোভা হরণ করিয়া লইল। সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় অশ্বসংযমনকারী সারথির হস্ত হইতে প্রতোদ (বেত্র, চাবুক) পতিত হইল। যুদ্ধের জন্য নির্গমণের সময় যে সুদুর্লভ জাজ্বল্যমান শোভা ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইল, তাহার অশ্বসকল সমতল ভূমিতেও স্খলিত হইল।৩৬-৩৯

প্রখ্যাতবীর্য্য পৌরুষবান্ প্রহস্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র বৃক্ষ প্রস্তরাদি নানাপ্রকার প্রহরণ লইয়া বানরসেনা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।৪০

অনন্তর বৃক্ষভঙ্গ এবং প্রকাণ্ড শিলাসমূহ গ্রহণকরত বানরগণের অতি ঘোরতর কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত হইল।৪১

সিংহনাদকারী রাক্ষসগণের এবং গর্জ্জনকারী বানরবৃন্দের শব্দে রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষের সৈন্যসমূহ প্রহৃষ্ট হইল। সামর্থযুক্ত বেগবান্ পরস্পর বধাভিলাষী

পাঠান্তর :—(ক) —সংগ্রামমভিবর্ত্তিনঃ।

বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্ ।
পরস্পরং চাহ্বয়তাং নিনাদঃ শ্রূয়তে মহান্ ॥৪৩

ততঃ প্রহস্তঃ কপিরাজবাহিনী-
মভিপ্রতস্থে বিজয়ায় দুর্মতিঃ ।
বিবৃদ্ধবেগশ্চ বিবেশ তাং চমূং
যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

যোদ্ধৃবৃন্দ এক অপরকে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মহা কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল ।৪২-৪৩

এই সময় দুর্বুদ্ধি প্রহস্ত বিজয়ের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের সেনারদিকে ধাবিত হইল। যেমন পতঙ্গ মরণের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ প্রহস্ত বর্দ্ধিত বেগশালী সেই বানরসেনাদলের মধ্যে প্রবেশ করিল ।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[নীলেন প্রহস্তস্য বিনাশঃ ।]

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং দৃষ্ট্বা রণকৃতোদ্যমম্ ।
উবাচ সস্মিতং রামো বিভীষণমরিন্দমঃ ॥১
ক এষ সুমহাকায়ো বলেন মহতা বৃতঃ ।
আগচ্ছতি মহাবেগঃ কিংরূপ-বল-পৌরুষঃ ॥২
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো বীর্য্যবন্তং নিশাচরম্ ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ ॥৩
এষ সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ ।
লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রস্য ত্রিভাগবলসংবৃতঃ ।
বীর্য্যবানস্ত্রবিচ্ছূরঃ সুপ্রখ্যাতপরাক্রমঃ ॥৪

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ।
গর্জ্জন্তং সুমহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্ ॥৫

দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্ ।
অভিসঞ্জাতঘোষাণাং প্রহস্তমভিগর্জ্জতাম্ ॥৬

[ওঙ্কারমঠ, ২৭ পৌষ ।]

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[নীলের দ্বারা প্রহস্ত বধ ।]

যুদ্ধ করিতে উদ্যত প্রহস্তকে লঙ্কা হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া শত্রুদমন শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ।১

মহাবাহো! এই বিরাটশরীর, অতিশয় বেগসম্পন্ন ও বহুসেনা-পরিবৃত কোন্ বীর আসিতেছে? ইহার রূপ, বল এবং পৌরুষ কিরূপ? এই পরাক্রমশালী রাক্ষসের পরিচয় আমাকে বল। শ্রীরঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বলিল,—দেব! এই রাক্ষসের নাম প্রহস্ত। ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, বলবান্, অস্ত্র-শস্ত্রজ্ঞ, শূর এবং সুবিখ্যাত পরাক্রমশালী। ইনি লঙ্কার ত্রিভাগ সেনা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন ।২-৪

অনন্তর মহাশক্তিসম্পন্ন বানরগণের বিপুল সেনাও ভীষণ পরাক্রমশালী, অতি বিরাটশরীর ও রাক্ষসগণপরিবৃত প্রহস্তকে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে লঙ্কা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বানরদলের মহাকলরব হইতে লাগিল,

খড়্গ-শক্ত্যৃষ্টি-বাণাশ্চ শূলানি মুষলানি চ।
গদাশ্চ পরিঘাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ ॥৭
ধনূংষি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্।
প্রগৃহীতান্যরাজন্ত বানরানভিধাবতাম্ ॥৮
জগৃহুঃ পাদপাংশ্চাপি পুষ্পিতাংস্তু গিরীংস্তথা।
শিলাশ্চ বিপুলা দীর্ঘা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৯
তেষামন্যোন্যমাসাদ্য সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
বহুনামশ্মবৃষ্টিঞ্চ শরবর্ষঞ্চ বর্ষতাম্ ॥১০
বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহূন্ বানরপুঙ্গবান্।
বানরা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্ ॥১১
শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিৎ কেচিত্তু পরমায়ুধৈঃ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ॥১২
নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিৎ পতিতা জগতীতলে।
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদিষুসন্ধানসাদিতাঃ ॥১৩
কেচিদ্দ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি।
বানরা রাক্ষসৈঃ শূরৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ ॥১৪
বানরৈশ্চাপি সংক্রুদ্ধৈরাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সংপিষ্টা বসুধাতলে ॥১৫
বজ্রস্পর্শতলৈর্হস্তৈর্মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্।
বমঞ্ছোণিতমাস্যেভ্যো বিশীর্ণদশনেক্ষণাঃ ॥১৬
আর্ত্তস্বনঞ্চ স্বনতাং সিংহনাদঞ্চ নর্দ্দতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসামপি ॥১৭
বানরা রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধা বীরমার্গমনুব্রতাঃ।
বিবৃত্তবদনাঃ ক্রূরাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ ॥১৮
নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ।
এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্বে জঘ্নুর্বনৌকসঃ ॥১৯
তেষাং নিপততাং শীঘ্রং নিঘ্নতাঞ্চাপি বানরান্।
দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেণ জঘানৈকং নরান্তকম্ ॥২০

তাহারা প্রহস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।৫-৬

বানরগণের অভিমুখে ধাবিত জয়েচ্ছু রাক্ষসগণ খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, বাণ, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস, নানাপ্রকার পরশু এবং বিচিত্র ধনু ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছিল।৭-৮

তখন যুদ্ধেচ্ছু বানরবৃন্দও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ, পর্ব্বত এবং প্রকাণ্ড বিপুল শিলা গ্রহণ করিল।৯

উভয় পক্ষের প্রস্তর এবং শর বর্ষণকারী বহু বীরবৃন্দের মধ্যে পরস্পরের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।১০

রণস্থলে বহু রাক্ষস অনেক শ্রেষ্ঠবানরকে এবং বানরগণও বহু রাক্ষসকে নিহত করিল।১১

বানরগণের মধ্যে কেহ শূলের দ্বারা কেহ বা পরম অস্ত্র চক্রের দ্বারা বিদলিত হইল। কতকগুলি বানর পরিঘ প্রহারে আহত, কেহ কেহ বা পরশুর আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল।১২

কতকগুলি যোদ্ধা নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ধরাতলে পতিত, কেহ কেহ শরসন্ধানের লক্ষীভূত হইয়া বিদীর্ণহৃদয় হইল।১৩

খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত কতকগুলি বানর ভূতলে পড়িয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। বলবান্ রাক্ষসগণের দ্বারা কোন কোন বানর পার্শ্বদেশে বিদারিত হইল।১৪

মহারুষ্ট বানরগণ কর্ত্তৃক বৃক্ষ ও পর্ব্বত-শিখরসমূহ দ্বারা সংপিষ্ট রাক্ষস ভূতলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইল।১৫

কতকগুলি রাক্ষস বানরগণের বজ্রতুল্য কঠোর চপেটাঘাত এবং মুষ্ট্যাঘাতে বিশীর্ণদন্ত-নয়ন হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে করিতে হত হইল।১৬

কেহ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বা সিংহের সদৃশ গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই প্রকার বানর এবং রাক্ষসগণের ঘোরতর কলরব উত্থিত হইল।১৭

রুষ্ট, ঘূর্ণিত-বদন এবং ক্রূর বানর ও রাক্ষসগণ বীরোচিত পথ অনুসরণ করত যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া নির্ভয়ের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল।১৮

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ এবং সমুন্নত প্রহস্তের এই সমস্ত মন্ত্রিগণ বানরবৃন্দকে বধ করিতে লাগিল।১৯

দুর্মুখঃ পুনরাদায় কপিঃ সবিপুলং ক্রমম্।
রাক্ষসং ক্ষিপ্রহস্তস্তু সমুন্নতমপোথয়ৎ ॥২১
জাম্ববাংস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্।
পাতয়ামাস তেজস্বী মহানাদস্য বক্ষসি ॥২২
অথ কুম্ভহনুস্তত্র তারেণাসাদ্য বীর্য্যবান্।
বৃক্ষেণ মহতা সদ্যঃ প্রাণান্ সংত্যাজয়দ্ রণে ॥২৩
অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম প্রহস্তো রথমাশ্রিতঃ।
চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্বনৌকসাম্ ॥২৪
আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে সেনয়োরুভয়োস্তদা
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥২৫
মহতা হি শরৌঘেণ রাক্ষসো রণদুর্মদঃ।
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে ॥২৬
বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাঞ্চ মেদিনী।
বভূবাতিচিতা ঘোরৈঃ পর্বতৈরিব সংবৃতাঃ ॥২৭
সা মহী রুধিরৌঘেণ প্রচ্ছন্না সম্প্রকাশতে।
সংচ্ছন্না মাধবে মাসি পলাশৈরিব পুষ্পিতৈঃ ॥২৮
হতবীরৌঘবপ্রাং তু ভগ্নায়ুধমহাদ্রুমাম্।
শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্ ॥২৯
যকৃৎ-প্লীহমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলাম্।
ভিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বশাদ্বলাম্ ॥৩০
গৃধ্র-হংসবরাকীর্ণাং কঙ্ক-সারসসেবিতাম্।
মেদঃফেনসমাকীর্ণামাবর্ত্তস্তনিতনিঃস্বনাম্ ॥৩১
তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্।
নদীমিব ঘনাপায়ে হংস-সারসসেবিতাম্ ॥৩২
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যাশ্চ তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্।
যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ ॥৩৩
ততঃ সৃজন্তং বাণৌঘান্ প্রহস্তং স্যন্দনে স্থিতম্।
দদর্শ তরসা নীলো বিধমন্তং প্লবঙ্গমান্ ॥৩৪

সত্বর আক্রমণ এবং বানরগণকে নিহত করিতে দেখিয়া দ্বিবিদ একটি পর্ব্বতশিখরের দ্বারা নরান্তকনামক একজন প্রহস্তসচিবকে সংহার করিল।২০

পুনরায় বানর দুর্মুখ প্রশস্ত বৃক্ষ উৎখিত করিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে রাক্ষস সমুন্নতকে বিমথিত করিল।২১

অনন্তর তেজস্বী জাম্ববান্ অতীব রুষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণপূর্ব্বক মহানাদের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিল।২২

অতঃপর বলবান্ কুম্ভহনু তার কর্ত্তৃক মহাবৃক্ষের দ্বারা আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণে প্রাণত্যাগ করিল।২৩

রথে উপবিষ্ট প্রহস্ত বানরগণের সেই কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া ধনু ধারণ করত কপিবৃন্দের ভীষণ পীড়ন আরম্ভ করিল।২৪

জলের আবর্ত্তের ন্যায় বিঘূর্ণিত উভয় সেনাদলের মধ্যে তখন ক্ষুভিত অসীম সাগরের গর্জ্জনসদৃশ শব্দ সমুত্থিত হইল।২৫

অতিরুষ্ট রণদুর্ম্মদ রাক্ষস মহান্ শরসমূহের দ্বারা বানরগণকে ভীষণ যুদ্ধে পীড়িত করিতে লাগিল।২৬

বানর ও রাক্ষসগণের মৃত শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত ধরাতল ভয়ঙ্কর পর্ব্বতের দ্বারা সমাবৃতের ন্যায় মনে হইল।২৭

শোণিতপ্রবাহে সমাচ্ছন্না সেই সমরভূমি বৈশাখমাসে পুষ্পিত পলাশ-বৃক্ষের দ্বারা আবৃত ভূমির ন্যায় সুশোভিত হইল।২৮

হত বীরগণের শরীর যাহার উভয়তট, রক্তপ্রবাহ যাহার মহান্ জলরাশি, ভগ্ন অস্ত্রশস্ত্রই যাহার তীরস্থ বিশাল বৃক্ষসমূহ, যাহা যমলোকরূপী সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল, সৈন্যগণের যকৃৎ এবং প্লীহা যাহার মহাপঙ্ক, নির্গত অন্ত্রসমূহ যাহার শৈবাল, কর্ত্তিত শির এবং শরীর যেখানে মৎস্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল, দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব এবং কেশ যাহাতে ঘাস বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিতেছিল, যেখানে গৃধ্রই হংস হইয়া উপবিষ্ট ছিল, কঙ্করূপী সারস যাহার সেবা করিতেছিল, মেদই ফেন হইয়া যাহার চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ ছিল এবং পীড়িতগণের আর্ত্তনাদই যাহার কল কল শব্দ, ভীরুগণের দুস্তরা সেই যুদ্ধভূমিরূপিণী নদীকে প্রবাহিত করত রাক্ষস এবং শ্রেষ্ঠ বানরবৃন্দ বর্ষার অন্তে হংস ও সারসসেবিত সরিতের ন্যায় সেই দুস্তরা নদী যেমন গজযূথপতিগণ

উদ্ধূত ইব বায়ুঃ খে মহদভ্রবলং বলাৎ।
সমীক্ষ্যাভিদ্রুতং যুদ্ধে প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ ॥৩৫
রথেনাদিত্যবর্ণেন নীলমেবাভিদুদ্রুবে।
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো বিকৃষ্য পরমাহবে ॥৩৬
নীলায় ব্যসৃজদ্ বাণান্ প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
তে প্রাপ্য বিশিখানীলং বিনির্ভিদ্য সমাহিতাঃ ॥৩৭
মহীং জগ্মুর্মহাবেগা রোষিতা ইব পন্নগাঃ।
নীলঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্জ্বলনোপমৈঃ ॥৩৮
স তং পরমদুর্দ্ধর্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ।
প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্য্যবান্ ॥৩৯
স তেনাভিহতঃ ক্রুদ্ধো নদন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবগানাং চমূপতৌ ॥৪০

পদ্মপরাগে আচ্ছাদিত কোন পুষ্করিণী উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ অতিক্রান্ত হইতেছিল।২৯-৩৩

অনন্তর নীল দেখিল রথে উপবিষ্ট প্রহস্ত শরসমূহ বর্ষণের দ্বারা দ্রুত বানরগণকে সংহার করিতেছে।৩৪

যেমন ভীষণ বাত্যা আকাশে মহামেঘসমূহকে বলপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ নীলও রাক্ষসসেনা সংহার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেনাপতি প্রহস্ত সূর্য্যতুল্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক নীলের অভিমুখে ধাবিত হইল। ধনুর্ধারিগণের অগ্রগণ্য রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত সেই মহারণে আপনার ধনু আকর্ষণ করত নীলের উপর শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রোধিত সর্প-সদৃশ সেই মহাবেগশালী শরসমূহ নীলকে বিদীর্ণ করত ভূতলে প্রোথিত হইল। প্রহস্তের শাণিত অনলসদৃশ বাণের দ্বারা নীল আহত হইল। এইরূপ সেই পরম দুর্জ্জয় প্রহস্তকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবিক্রমশালী মহাকপি নীল এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া প্রহস্তকে তাড়ন করিল।৩৫-৩৯

নীলের দ্বারা আহত সেই রাক্ষস-প্রধান প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বানর সেনাপতিগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।৪০

তস্য বাণগণানেব রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্ণান্নিমীলিতঃ ॥
যথৈব গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্ ॥৪১
এবমেব প্রহস্তস্য শরবর্ষান্ দুরাসদান্।
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা নীলঃ সেহে সুদারুণম্ ॥৪২
রোষিতঃ শরবর্ষেণ সালেন মহতা মহান্।
প্রজঘান হয়ান্নীলঃ প্রহস্তস্য মহাবলঃ ॥৪৩
ততো রোষপরীতাত্মা ধনুস্তস্য দুরাত্মনঃ।
বভঞ্জ তরসা নীলো ননাদ চ পুনঃ পুনঃ ॥৪৪
বিধনুস্তু কৃতস্তেন প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
প্রগৃহ্য মুষলং ঘোরং স্যন্দনাদবপুপ্লুবে ॥৪৫
তাবুভৌ বাহিনীমুখ্যৌ জাতবৈরৌ তরস্বিনৌ।
স্থিতৌ ক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ প্রভিন্নাবিব কুঞ্জরৌ ॥৪৬

সেই দুরাত্মা রাক্ষসের শরসমূহ নিবারণ করিতে না পারিয়া নীল চক্ষু মুদ্রিত করত আপনার শরীরে গ্রহণ করিতে লাগিল। যেমন বৃষ শরৎ ঋতুতে সহসা আগত বর্ষাধারা নীরবে শরীরে গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রহস্তের দুর্দ্ধর্ষ শরবর্ষণ মুদ্রিতনয়নে নীল সহ্য করিতে লাগিল।৪১-৪২

প্রহস্তের বাণবর্ষণে রুষ্ট হইয়া মহাবলবান্ মহাবানর নীল এক বিশাল শালবৃক্ষের দ্বারা অশ্বসকলকে নিহত করিল।৪৩

অনন্তর অতিশয় রুষ্টচিত্ত নীল সেই দুরাত্মার ধনু সবেগে ভগ্ন করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল।৪৪

নীলের দ্বারা ধনুরহিত হইয়া সেনাপতি প্রহস্ত এক ভীষণ মুষল হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিল।৪৫

সেই উভয় বীর স্ব স্ব সেনার মধ্যে প্রধান। দুজনে পরস্পর জাতবৈরী ও বেগশালী, তাহারা উভয়ে রুধধারা-প্রবাহিত গজদ্বয়ের ন্যায় শোণিতসিক্তাঙ্গ হইল।৪৬

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশনস্থান—	শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫
২। প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩। মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬
৪। প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫
৫। যুগ্ম সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ ভারতীয় ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১।৩।৬৫

শ্রীশ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

বোধন

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

এখানে জিজ্ঞাস্য—যদি রামনামের দ্বারা সকলেই কৃতার্থ হইতে সমর্থ হ'ন, তাহা হইলে সাংখ্য-যোগ-বেদান্তাদি শাস্ত্র নিরর্থক ?—না, নিরর্থক বলিতে পার না। কেননা, সকলের অধিকার একরূপ নহে ; জন্মান্তরের কর্ম্ম অনুসারে মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়। যিনি পূর্ব্বজন্মে যে শাস্ত্রে ও সাধনে অনুরাগী ছিলেন, পরজন্মে তিনি সেই শাস্ত্রে ও সাধনে অনুরাগ সম্পন্ন হ'ন। মূল সূত্র—"বহু হইব—জন্ম গ্রহণ করিব"। তজ্জন্য অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন ; তাঁহারা স্ব স্ব অভিমত শাস্ত্র অবলম্বনে সাধন করত পরমানন্দ প্রেম-পারাবারে অভিসার করিয়া থাকেন।

এই রামনাম-পরমপাথেয় যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জ্ঞান, যোগ ও মুক্তি না চাহিলেও স্বতঃই হইয়া যায়।

—ভক্তগণ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি ভগবান্ দান করিলেও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা চাহেন সেবা।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা"।—ভক্তকে মুক্তিসকল দান করিলেও ভক্তগণ মুক্তি গ্রহণ করেন না। একমাত্র ভগবদ্‌ভক্তিপ্রভাবেই ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এ যুগেও দর্শনদান এবং যোগক্ষেম বহন করেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

> যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
> যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥৩২
> সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
> স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০

—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, যোগ এবং দান, ধর্ম্ম বা শ্রেয়ঃসাধন অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, সেই সকল এবং স্বর্গমুক্তি এমন কি আমার বৈকুণ্ঠলোকও যদি অভিলাষ করেন, তবে আমার ভক্ত আমার ভক্তির দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকেন ॥৩২-৩৩

তৃতীয় বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭১] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা।

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

উল্লিখন্তৌ সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।
সিংহ-শার্দুলসদৃশৌ সিংহ-শার্দুলচেষ্টিতৌ ॥৪৭
বিক্রান্তবিজয়ৌ বীরৌ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনৌ।
কাঙ্ক্ষমাণৌ যশঃ প্রাপ্তুং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৪৮
আজঘান তদা নীলং ললাটে মুসলেন সঃ।
প্রহস্তঃ পরমায়ত্তস্তস্য সুস্রাব শোণিতম্ ॥৪৯
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুম্।
প্রহস্তস্যোরসি ক্রুদ্ধো বিসসর্জ মহাকপিঃ ॥৫০
তমচিন্ত্য প্রহারং স প্রগৃহ্য মুসলং মহৎ।
অভিদুদ্রাব বলিনং বলান্নীলং প্লবঙ্গমম্ ॥৫১
তমুগ্রবেগং সংরব্ধমাপতন্তং মহাকপিঃ।
ততঃ সম্প্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাবেগো মহাশিলাম্ ॥৫২
তস্য যুদ্ধাভিকামস্য মৃধে মুসলযোধিনঃ।
প্রহস্তস্য শিলাং নীলো মূর্দ্ধি তূর্ণমপাতয়ৎ ॥৫৩
নীলেন কপিমুখ্যেন বিমুক্তা মহতী শিলা।
বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা ॥৫৪

স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥৫৫

বিভিন্ন শিরসস্তস্য বহু সুস্রাব শোণিতম্।
শরীরাদপি সুস্রাব গিরেঃ প্রস্রবণো যথা ॥৫৬

হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্প্যং মহাবলম্।
রাক্ষসানামহৃষ্টানাং লঙ্কামভিজগাম হ ॥৫৭

ন শেকুঃ সমবস্থাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ।
সেতুবন্ধং সমাসাদ্য বিশীর্ণং সলিলং যথা ॥৫৮

হতে তস্মিংশ্চমূমুখ্যে রাক্ষসাস্তে নিরুদ্যমাঃ।

উভয়েই তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাদ্বারা দংশন করিয়া পরস্পরের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল। দুইজনেই সিংহ ও শার্দ্দুলের ন্যায় বিজয়লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।৪৭

দুইবীরই পরাক্রমশালী বিজয়ী এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত না, বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের ন্যায় সমরে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিত।৪৮

তখন পরম উদ্যোগী প্রহস্ত নীলের ললাটে মুষলের দ্বারা আঘাত করিল, তাহাতে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল।৪৯

অনন্তর রক্তাক্ত কলেবর রুষ্ট মহাকপি এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া প্রহস্তের বক্ষে আঘাত করিল।৫০

প্রহস্ত সেই প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া মহামুসল হস্তে ধারণপূর্ব্বক বানরপ্রধান নীলের দিকে অতিবেগে ধাবিত হইল।৫১

সেই ভীষণবেগসম্পন্ন রাক্ষসকে ক্রোধিত হইয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবেগশালী মহাকপি নীল এক প্রকাণ্ডশিলা গ্রহণ করিল।৫২

সমরে যুদ্ধেচ্ছু মুষলযোধি রাক্ষস প্রহস্তের মস্তকে সেই শিলা অতি সত্বর নিক্ষেপ করিল। বানরশিরোমণি নীল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মহাশিলা প্রহস্তের মস্তক বহুখণ্ডে বিভক্ত করিল।৫৩-৫৪

গতায়ুঃ, গতশ্রীঃ, বলহীন গতেন্দ্রিয় সেই রাক্ষস ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইল।৫৫

তাহার বিদীর্ণ শির হইতে বহু শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, যেমন পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ নির্গত হয় সেইরূপ তাহার শরীর হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল।৫৬

নীলকর্ত্তৃক প্রহস্ত নিহত হইলে সেই অকম্পনীয় রাক্ষসগণের মহাসেনা দুঃখিত হইয়া লঙ্কা অভিমুখে প্রস্থান করিল।৫৭

যেমন বিশীর্ণ সেতুবন্ধ নদীর জল রুদ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ সেনাপতি নিহত হইলে সেই সেনা অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেনাপতি নিহত হইলে সেই রাক্ষসসকল নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে গমনপূর্ব্বক চিন্তায় মূক হইয়া রহিল, তীব্র শোকসাগরে নিমজ্জিত তাহারা সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় হইয়াছিল। অতঃপর

রক্ষঃপতিগৃহং গত্বা ধ্যানমূকত্বমাগতাঃ ॥৫৯
প্রাপ্তাঃ শোকার্ণবং তীব্রং বিসংজ্ঞা ইব তেঽভবন্ ॥৬০

ততস্তু নীলো বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ সুকৃতেন কর্ম্মণা।
সমেত্য রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রহৃষ্টরূপস্তু বভূব যূথপঃ ॥৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বিজয়ী মহাবল সেনাপতি নীল আপনার সুন্দরকর্ম্মের দ্বারা প্রসংশিত হইতেছিল তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আসিয়া মিলিত হইলে যূথপতি নীল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৫৮-৬১

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[প্রহস্তস্য মরণেন দুঃখার্ত্তরাবণস্য যুদ্ধায় আগমনম্, তেন সহ সমাগতানাং মুখ্যবীরাণাং পরিচয়ঃ, রাবণঘাতেন সুগ্রীবস্য মূর্চ্ছা, যুদ্ধায় লক্ষ্মণস্যাগমনম্, হনুমদ্-রাবণয়োঃ পরস্পরং চপেটাঘাতঃ, রাবণস্য বাণাঘাতেন নীলস্য মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণস্য শক্তিপ্রহারেণ রাবণস্য সংজ্ঞালোপঃ, চৈতন্য-লাভানন্তরং যুদ্ধে রামেণ পরাভূতস্য রাবণস্য লঙ্কাপ্রবেশশ্চ।]

তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যপালে
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
ভীমায়ুধং সাগরবেগতুল্যং
বিদুদ্রুবে রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥১
গত্বা তু রক্ষোধিপতেঃ শশংসুঃ
সেনাপতিং পাবকসূনুশস্তম্।
তচ্চাপি তেষাং বচনং নিশম্য
রক্ষোধিপঃ ক্রোধবশং জগাম ॥২
সংখ্যে প্রহস্তং নিহতং নিশম্য
ক্রোধার্দিতঃ শোকপরীতচেতাঃ।
উবাচ তান্ রাক্ষসযূথমুখ্যা-
নিন্দ্রো যথা নির্জরযূথমুখ্যান্ ॥৩
নাবজ্ঞা রিপবে কার্য্যা যৈরিন্দ্রবলসাদনঃ।
সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥৪
সোঽহং রিপুবিনাশায় বিজয়ায়াবিচারয়ন্।
স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষং তদদ্ভুতম্ ॥৫

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
[ওঙ্কারমঠ, ওঙ্কারেশ্বর, ২১ শে পৌষ, ভোর।]

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[প্রহস্তের মরণে দুঃখিত রাবণের যুদ্ধে আগমন, তাহার সহিত আগত মুখ্য বীরগণের পরিচয়, রাবণের প্রহারে সুগ্রীবের মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণের যুদ্ধে আগমন, হনুমান্ এবং রাবণের পরস্পর চপেটাঘাত, রাবণের বাণাঘাতে নীলের মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণের শক্তিপ্রহারে রাবণের সংজ্ঞালোপ এবং চৈতন্যলাভ করত রাম কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ।]

বানরশিরোমণি নীল কর্ত্তৃক রণাঙ্গণে সেই রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে সমুদ্রসদৃশ বেগশালী এবং ভীষণ আয়ুধধারী সেই রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ পলায়ন করিল।১

রাক্ষসদল নিশাচরপতি রাবণের নিকট যাইয়া অনলনন্দন নীলের হস্তে প্রহস্তের মরণ সংবাদ শুনাইল। তাহাদের সেইকথা শুনিয়া রাক্ষসপতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল।২

সমরে প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে এই কথা শুনিবামাত্র রোষান্বিত এবং শোকে ব্যাকুলচিত্ত রাবণ যেমন সমস্ত সুরপ্রধানগণের সহিত ইন্দ্র কথোপকথন করেন, তদ্রূপ রাক্ষসসেনার মুখ্য অধিনায়কগণকে বলিলেন।৩

অদ্য তদ্ বানরানীকং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণম্ ।
নির্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ ॥
অদ্য সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ ॥৬

স এবমুক্ত্বা জ্বলনপ্রকাশং
রথং তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তম্ ।
প্রকাশমানং বপুষা জ্বলন্তং
সমারুরোহামররাজশত্রুঃ ॥৭

স শঙ্খভেরীপণবপ্রণাদৈ-
রাস্ফোটিতক্ষ্বেড়িতসিংহনাদৈঃ ।
পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপি সুপূজ্যমান-
স্তদা যযৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥৮

স শৈলজীমূতনিকাশরূপৈ-
র্মাংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ ।
বভৌ বৃতো রাক্ষসরাজমুখ্যো
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ ॥৯

ইন্দ্রসেনাসংহারকারী সেবক এবং হস্তিগণের সহিত আমার সেনাপতিকে যাহারা বিনষ্ট করিয়াছে সেই শত্রুকে আর অবজ্ঞা করা উচিত নয় ।৪

অধুনা আমি শত্রুসংহার এবং আপনার বিজয়ের জন্য কোন বিচার না করিয়া স্বয়ংই সেই অদ্ভুত সমরশিবিরে যাইব ।৫

যেমন প্রদীপ্ত অনল বনকে ভস্ম করে, তদ্রূপ আজ আপনার শরসমূহের দ্বারা বানরসেনা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে দগ্ধ করিব। আজ কপি-শোণিতে আমি ধরণীকে উত্তমরূপে তৃপ্ত করিব ।৬

এইকথা বলিয়া অনলের সমান প্রকাশমান উত্তম অশ্বসমূহ সংযোজিত রথে দেদীপ্যমান শরীরের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সুররাজশত্রু রাবণ তাহাতে আরোহণ করিল। তাহার প্রস্থানকালে শঙ্খ ভেরী পণব আদি বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল। যোদ্ধাগণ, আস্ফোটন, গর্জ্জন এবং সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল ও বন্দীগণের স্তব এবং পুষ্পসমূহের দ্বারা সুপূজিত হইয়া রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ রাবণ গমন করিল ।৭-৮

ততো নগর্য্যাঃ সহসা মহৌজা
নিষ্ক্রম্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্ ।
মহার্ণবাভ্রস্তনিতং দদর্শ
সমুদ্যতং পাদপশৈলহস্তম্ ॥১০

তদ্ রাক্ষসানীকমতিপ্রচণ্ড-
মালোক্য রামো ভুজগেন্দ্রবাহুঃ ।
বিভীষণং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ-
মুবাচ সেনানুগতঃ পৃথুশ্রীঃ ॥১১

নানাপতাকাধ্বজছত্রজুষ্টং
প্রাসাসিশূলায়ুধশস্ত্রজুষ্টম্ ।
কস্যেদমক্ষোভ্যমভীরুজুষ্টং
সৈন্যং মহেন্দ্রোপমনাগজুষ্টম্ ॥১২

ততস্তু রামস্য নিশম্য বাক্যং
বিভীষণং শত্রুসমানবীর্য্যঃ ।

পর্ব্বত এবং মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও অনলসদৃশ প্রদীপ্তনয়ন মাংসাহারী রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত রাক্ষসরাজ মুখ্য সেই রাবণ ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরেশ্বর রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৯

মহাতেজা রাবণ লঙ্কাপুরী হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাসমুদ্র এবং মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী বৃক্ষ ও শৈলশিখর হস্তে যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত ভয়ঙ্কর বানর সৈন্যগণকে দেখিল ।১০

সেই অতিশয় প্রচণ্ড রাক্ষসসেনা দেখিয়া নাগরাজ অনন্তের তুল্য ভুজবিশিষ্ট বানরসেনাপরিবৃত পৃথুশ্রী শ্রীরামচন্দ্র শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে বলিলেন ।১১

নানা পতাকা-ধ্বজ-ছত্রযুক্ত, প্রাস-অসি-শূল আয়ুধ আদি অস্ত্রশস্ত্রবিশিষ্ট, অজেয় মহেন্দ্র পর্ব্বতের সমান প্রকাণ্ড হস্তিগণ সম্বলিত, বীরগণের সেবিত, অজেয় এই সৈন্য কাহার ? ১২

অনন্তর সুরেন্দ্রসদৃশ বলবান্ বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের এইকথা শুনিয়া মহামনা রাক্ষসপ্রধান রাবণের বল এবং সৈন্যশক্তির পরিচয় রামের নিকট বলিল ।১৩

শশংস রামস্য বলপ্রবেকং
মহাত্মনাং রাক্ষসপুঙ্গবানাম্ ॥১৩
যোঽসৌ গজস্কন্দগতো মহাত্মা
নবোদিতার্কোপমতাম্রবক্ত্রঃ।
সঙ্কম্পয়ন্নাগশিরোঽভ্যুপৈতি
হ্যকম্পনং ত্বেনমবেহি রাজন্ ॥১৪
যোঽসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতু-
র্ধূন্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্।
করীব ভাত্যুগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ
স ইন্দ্রজিন্নাম বরপ্রধানঃ ॥১৫
যশ্চৈষ বিন্ধ্যাস্তমহেন্দ্রকল্পো
ধন্বী রথস্থোঽতিরথোঽতিবীরঃ।
বিস্ফারয়ংশ্চাপমতুল্যমানং
নাম্নাতিকায়োঽতিবিবৃদ্ধকায়ঃ ॥১৬
যোঽসৌ নবার্কোদিতত্তাম্রচক্ষু-
রারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্।
গজং খরং গর্জতি বৈ মহাত্মা
মহোদরো নাম স এষ বীরঃ ॥১৭
যোঽসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ড-
মারুহ্য সন্ধ্যাভ্রগিরিপ্রকাশম্।
প্রাসং সমুদ্যম্য মরীচিনদ্ধং
পিশাচ এষোঽশনিতুল্যবেগঃ ॥১৮
যশ্চৈষ শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য
বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্করবজ্রবেগম্।
বৃষেন্দ্রমাস্থায় শশিপ্রকাশ-
মায়াতি যোঽসৌ ত্রিশিরা যশস্বী ॥১৯
অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ
কুম্ভঃ পৃথুব্যূঢ়সুজাতবক্ষাঃ।
সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতু-
র্বিস্ফারয়ন্ যাতি ধনুর্বিধুন্বন্ ॥২০
যশ্চৈষ জাম্বূনদবজ্রজুষ্টং
দীপ্তং সধূমং পরিঘং প্রগৃহ্য।
আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো
যোঽসৌ নিকুম্ভোঽদ্ভুতঘোরকর্ম্মা ॥২১
যশ্চৈষ চাপাসিশরৌঘজুষ্টং
পতাকিনং পাবকদীপ্তরূপম্।

রাজন্! এই যে মহামনস্বী নবোদিত আদিত্যের ন্যায় রক্তবর্ণবদন, হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় স্বীয় ভারে হস্তির মস্তক কম্পিত করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে—ইহাকে অকম্পন বলিয়া বিদিত হউন*।১৪

এই যে সিংহধ্বজরথে উপবিষ্ট উগ্র বহির্গত-দন্ত হস্তির ন্যায় শোভাসম্পন্ন ইন্দ্রধনুতুল্য দীপ্তিমান্ ধনু কম্পিত করিতে করিতে শোভা পাইতেছে—বরপ্রভাবে অতি প্রবল, ইহার নাম—ইন্দ্রজিৎ।১৫

এই যে বিন্ধ্যগিরি অস্তাচল এবং মহেন্দ্র পর্ব্বতের সদৃশ অতিরথ অত্যন্ত বলবান্ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক রথে উপবিষ্ট, স্বীয় অনুপম ধনু বিস্ফারিত করিতেছে ও নিরতিশয় সমুন্নত শরীর, ইহার নাম—অতিকায়।১৬

যাহার নয়ন প্রাতঃকালে উদিত অদিত্যের তুল্য রক্তবর্ণ ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত গজে আরোহণ করিয়া প্রখর গর্জ্জন করিতেছে, এই মনস্বী বীরের নাম—মহোদর।১৭

সায়ংকালীন মেঘযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশমান, বজ্রতুল্য বেগশালী, স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া দীপ্তিমান্ প্রাস সমুদ্যত করত এই যে আসিতেছে ইহার নাম—পিশাচ।১৮

বজ্রবেগ যাহার কিঙ্করসদৃশ বিদ্যুৎতুল্য প্রভাসম্পন্ন শাণিত শূল হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান বৃষরাজের উপর উপবিষ্ট হইয়া সমরে সমাগত হইতেছে, এই যশস্বী বীর—ত্রিশিরা।১৯

এই যে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আর পৃথু (বিশাল) ব্যূঢ় (বিপুল) ও সুন্দর বক্ষ নাগরাজ কেতু একাগ্রচিত্ত ধনু

*এই অকম্পন হনুমান্ কর্ত্তৃক নিহত অকম্পন নহে।

রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রো
নরান্তকোঽসৌ নগশৃঙ্গযোধী ॥২২
যশ্চৈষ নানাবিধঘোররূপৈ-
র্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগাশ্ববক্ত্রৈঃ।
ভূতৈর্বৃতো ভাতি বিবৃতনেত্রৈ-
র্যোঽসৌ সুরাণামপি দর্পহন্তা ॥২৩
যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতি
ছত্রং সিতং সূক্ষ্মশলাকমগ্র্যম্।
অত্রৈব রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবাবভাতি ॥২৪
অসৌ কিরীটী চলকুণ্ডলাস্যো
নগেন্দ্রবিন্ধ্যোপমভীমকায়ঃ।
মহেন্দ্র-বৈবস্বতদর্পহন্তা
রক্ষোধিপঃ সূর্য্য ইবাবভাতি ॥২৫
প্রত্যুবাচ ততো রামো বিভীষণমরিন্দমঃ।
অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥২৬
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্ ॥২৭
দেব-দানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ।
যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্ বিরাজতে ॥২৮
সর্বে পর্বতসঙ্কাশাঃ সর্বে পর্বতযোধিনঃ।
সর্বে দীপ্তায়ুধধরা যোধাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৯
বিভাতি রক্ষোরাজোঽসৌ প্রদীপ্তৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
ভূতৈঃ পরিবৃতস্তীক্ষ্ণৈর্দেহবদ্ভিরিবান্তকঃ ॥৩০
দিষ্ট্যায়মদ্য পাপাত্মা মম দৃষ্টিপথং গতঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি সীতাহরণসম্ভবম্ ॥৩১
এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
লক্ষ্মণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধৃত্য শরোত্তমম্ ॥৩২
ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা
রক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।
দ্বারেষু চর্য্যাগৃহগোপুরেষু
সুনির্বৃতাস্তিষ্ঠত নির্বিশঙ্কাঃ ॥৩৩

কম্পিত এবং বিস্ফারিত করিতে করিতে আসিতেছে, ইহার নাম—কুম্ভ।২০

এই যে সুবর্ণ এবং হীরকজড়িত সমুজ্জ্বল ও ইন্দ্রনীলমণিমণ্ডিত হওয়ায় ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় পরিঘ হস্তে লইয়া রাক্ষসসেনা কেতুসদৃশ আশ্চর্য্য ঘোর কর্ম্মকুশল যেই বীর আসিতেছে,—ইহার নাম নিকুম্ভ।২১

এই যে ধনু খড়্গ এবং শরসমূহসম্পন্ন, পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত ও প্রজ্জ্বলিত অনলসদৃশ জাজ্বল্যমান্ রথে আরোহণ করিয়া সুশোভিত হইতেছে, উদগ্র বৃক্ষ পর্ব্বতের দ্বারা যুদ্ধকারী ইহার নাম—নরান্তক।২২

এই যে ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, হস্তি, মৃগ এবং অশ্বের ন্যায় বদন নানাবিধ ভীষণ রূপ, বিস্ফারিতনয়ন ভূতগণের দ্বারা পরিবৃত দেবগণেরও দর্পনাশন যাহার সূক্ষ্ম শলাকাযুক্ত শশধরসদৃশ সুন্দর শ্বেতছত্র শোভা পাইতেছে, ভূতগণ বেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় শোভিত—ইনিই রাক্ষসরাজ মহামনা রাবণ।২৩-২৪

মুকুটধারী, চঞ্চল কুণ্ডল, অলঙ্কৃত বদন, হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের ন্যায় বিরাট্ শরীর, সুরেন্দ্র ও যমরাজের দর্পহারী সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় এই রাক্ষসরাজ সুশোভিত হইতেছেন।২৫

শত্রুসূদন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—অহো! রাক্ষসপতি রাবণ অতিশয় মহাতেজঃ-সম্পন্ন।২৬

রাবণ আপনার প্রভাব দ্বারা দুষ্প্রেক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তেজসমাবৃত ইহার রূপ আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।২৭

এই রাক্ষসরাজের শরীর যেমন প্রভান্বিত, সেইরূপ দেবদানব বীরগণেরও দেহ এইরূপ নহে।২৮

এই মহাকায় রাক্ষসের সমস্তযোদ্ধা পর্ব্বতসদৃশ, সকলে পর্ব্বতের দ্বারা যুদ্ধ করে, সকলেই দীপ্তিমান্ অস্ত্রশস্ত্র ধারণকারী।২৯

দেদীপ্যমান ভয়ঙ্করদর্শন এবং তীক্ষ্ণস্বভাব

ইহাগতং মাং সহিতং ভবদ্ভি-
র্বনৌকসশ্ছিদ্রমিদং বিদিত্বা।
শূন্যাং পুরীং দুষ্প্রসহাং প্রমথ্য
প্রধর্ষয়েযুঃ সহসা সমেতাঃ ॥৩৪
বিসর্জয়িত্বা সচিবাংস্ততস্তান্
গতেষু রক্ষঃসু যথানিয়োগম্।
ব্যদারয়দ্ বানরসাগরৌঘং
মহাঝষঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্ ॥৩৫
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
দীপ্তেষু চাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।
মহৎ সমুৎপাট্য মহীধরাগ্রং
দুদ্রাব রক্ষোধিপতিং হরীশঃ ॥৩৬
তচ্ছৈলশৃঙ্গং বহুবৃক্ষসানুং
প্রগৃহ্য চিক্ষেপ নিশাচরায়।
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥৩৭
তস্মিন্ প্রবৃদ্ধোত্তমসানুবৃক্ষে
শৃঙ্গে বিদীর্ণে পতিতে পৃথিব্যাম্।
মহাহিকল্পং শরমন্তকাভং
সমাদধে রাক্ষসলোকনাথঃ ॥৩৮
স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং
সবিস্ফুলিঙ্গজ্বলনপ্রকাশম্।
বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং
চিক্ষেপ সুগ্রীব বধায় রুষ্টঃ ॥৩৯
স সায়কো রাবণবাহুমুক্তঃ
শক্রাশনিপ্রখ্যবপুঃপ্রকাশম্।
সুগ্রীবমাসাদ্য বিভেদ বেগাদ্
গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ ॥৪০

রাক্ষসবৃন্দ পরিবৃত এই রাক্ষসরাজ রাবণ দেহধারি-ভূতগণ পরিবেষ্টিত যমের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে।৩০

সৌভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সীতাহরণসম্ভূত ক্রোধ আজ ইহার উপর বিমুক্ত করিব।৩১

অতঃপর এইকথা বলিয়া বলবান্ লক্ষ্মণ অনুচর শ্রীরামচন্দ্র ধনু্র্গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম বাণ ধারণকরত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩২

অনন্তর মহামনস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মহাবল নিশাচরগণকে বলিল—তোমরা নির্ভয়ে আনন্দিত হইয়া নগরের দ্বার ও রাজপথের গোপুরসমূহে অবস্থান কর।৩৩

কেননা, আমার সহিত তোমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছ, বানরগণ এই ছিদ্র বিদিত হইয়া দুষ্প্রবেশ্যা শূন্যাপুরী সহসা সমবেত হইয়া (প্রবেশ করিয়া) দলিতকরত প্রধর্ষিত করিবে।৩৪

এইপ্রকার সেই মন্ত্রিগণকে বিদায় দান করিলে রাক্ষসবৃন্দ আদেশ অনুসারে যথাযথস্থানে প্রস্থিত হইলে মহামৎস্যপূর্ণ সাগরসমূহের ন্যায় বানর সাগরকে বিদারিত করিতে লাগিল।৩৫

সুদীপ্ত ধনুর্ব্বাণধারী রাক্ষসরাজ রাবণকে সমরাঙ্গণে সহসা আক্রমণ করিতে দেখিয়া কপিরাজ সুগ্রীব এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর সমুৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল।৩৬

অনেক বৃক্ষ এবং শিখরযুক্ত সেই মহাশৈল শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া সুগ্রীব রাবণের উপর নিক্ষেপ করিল। আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া রাবণ সহসা কাঞ্চনময় পুঙ্খ বহু বাণের দ্বারা তাহা ছেদন করিল।৩৭

উত্তম বৃক্ষ ও শিখরযুক্ত সেই মহাশৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলে রাক্ষসলোকনাথ রাবণ মহাসর্পসদৃশ যমরাজের ন্যায় ভীষণ বাণ গ্রহণ করিল।৩৮

ক্রুদ্ধ রাবণ সেই পবনসমান বেগবান্, বিস্ফুলিঙ্গ সহিত প্রজ্বলিত অনলতুল্য প্রকাশ, সুরেন্দ্রের বজ্র-সদৃশ বেগশালী বাণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল।৩৯

স সায়কার্ত্তো বিপরীতচেতাঃ
কূজন্ পৃথিব্যাং নিপপাত বীরঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসঞ্জং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥৪১
ততো গবাক্ষো গবয়ঃ সুষেণ-
-স্থর্ষভো জ্যোতির্মুখো নলশ্চ।
শৈলান্ সমুৎপাট্য বিবৃদ্ধকায়াঃ
প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥৪২
তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্
রক্ষোধিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈ-
র্বিভেদ জাম্বূনদচিত্রপুঙ্খৈঃ ॥৪৩
তে বানরেন্দ্রাস্ত্রিদশারিবাণৈ-
র্ভিন্না নিপেতুর্ভুবি ভীমকায়াঃ।

রাবণবাহুমুক্ত সেইবাণ ইন্দ্রের বজ্রতুল্য দীপ্তিমান্ শরীর সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া যেমন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ানক শক্তি ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ বেগে তাহাকে বিদারিত করিল।৪০

সেই সায়কের দ্বারা পীড়িত বীর সুগ্রীব অচেতন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইল, তাহাকে সংজ্ঞাশূন্য ভূমিতে পতিত দেখিয়া সমরে সমাগত সমস্ত রাক্ষসগণ অতিশয় সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪১

অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ, নলাদি বিশালশরীর বানরবৃন্দ পর্ব্বতসকল সমুৎপাটন পূর্ব্বক সেই রাক্ষসরাজের প্রতি প্রধাবিত হইল।৪২

পরন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ সুতীক্ষ্ণ শতশরের দ্বারা তাহাদের প্রহার ব্যর্থ করিয়া দিল এবং সুবর্ণবিচিত্র-পুঙ্খ শরজালের দ্বারা সেই কপীশ্বরগণকেও ক্ষত বিক্ষত করিল। সুরারি রাবণের শরসমূহে বিদীর্ণ হইয়া বিশালশরীর বানরশিরোমণিসকল ধরাতলে নিপতিত হইল।৪৩

ততস্তু তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রং
প্রচ্ছাদয়ামাস স বাণজালৈঃ ॥৪৪
তে বধ্যমানাঃ পতিতাশ্চ বীরা
নানদ্যমানা ভয়শল্যবিদ্ধাঃ ॥
শাখামৃগা রাবণসায়কার্ত্তা
জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্ ॥৪৫
ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুষ্মা-
নাদায় রামঃ সহসা জগাম।
তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য
উবাচ রামং পরমার্থযুক্তম্ ॥৪৬
কামমার্য্য সুপর্য্যাপ্তো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ।
বিধমিষ্যাম্যহং চৈতমনুজানীহি মাং বিভো ॥৪৭
তমব্রবীন্মহাতেজাঃ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
গচ্ছ যত্নপরশ্চাপি ভব লক্ষ্মণ সংযুগে ॥৪৮

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
[হার্ণের বাড়ী হোসাঙ্গাবাদ, ২২শে পৌষ, ভোর।]

অনন্তর রাবণ স্বীয় শরজালের দ্বারা সেই ভীষণ বানরসেনাকে সমাচ্ছাদিত করিল। রাবণের বাণে বধ্যমান ভয়রূপ শল্যদ্বারা বিদ্ধ বীর কপিসকল উচ্চ চিৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত লইল।৪৪

রাবণের সায়কের দ্বারা পীড়িত হইয়া কপিদল শরণাগত রক্ষক শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিল। তখন বিশাল ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সহসা ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পরমার্থযুক্ত কথা বলিলেন।৪৫-৪৬

আর্য্য! এই দুরাত্মারাবণকে বধ করিবার জন্য আমিই যথেষ্ট, প্রভো! আমাকে আজ্ঞা দিন—আমি ইহাকে বিনাশ করিব।৪৭

তাহার কথা শুনিয়া অতিতেজস্বী সত্য-পরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—উত্তম, লক্ষ্মণ যাও; সমরে সম্যক্‌রূপে বিজয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ হও।৪৮

রাবণো হি মহাবীর্য্যো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ ॥৪৯
তস্য চ্ছিদ্রাণি মার্গস্ব স্বচ্ছিদ্রাণি চ লক্ষয়।
চক্ষুষা ধনুষাত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥৫০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পরিষ্বজ্য পূজ্য চ।
অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে ॥৫১
স রাবণং বারণহস্তবাহুং
দদর্শ ভীমোদ্যতদীপ্তচাপম্।
প্রচ্ছাদয়ন্তং শরবৃষ্টিজালৈ-
স্তান্ বানরান্ ভিন্নবিকীর্ণদেহান্ ॥৫২
তমালোক্য মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
নিবার্য্য শরজালানি বিদুদ্রাব স রাবণম্ ॥৫৩
রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪

কেননা, মহাবলবান্ ও যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রমশালী রাবণ যদি অতিরুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ত্রিভুবনেরও দুঃসহনীয়—ইহাতে সংশয় নাই।৪৯

তুমি যুদ্ধে রাবণ-ছিদ্র এবং স্বীয় ছিদ্র দেখিবে। সংযত হইয়া চক্ষু ও ধনুর দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবে।৫০

শ্রীরঘুনাথের এইকথা শুনিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন, পূজা ও অভিবাদন করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন।৫১

তিনি হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বাহু, ভীষণ উদ্যত সমুজ্জ্বল শরাসন, বাণবৃষ্টি সমূহের দ্বারা ছিন্ন বিদীর্ণদেহ সেই বানরগণকে প্রচ্ছাদনকারী রাবণকে দেখিলেন।৫২

অতিতেজস্বী পবননন্দন হনুমান্ রাবণকে দেখিয়া তাহার বাণসকল নিবারণপূর্ব্বক রাবণের দিকে ধাবিত হইল।৫৩

তাহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন করত বুদ্ধিমান্ হনুমান্ রাবণকে ত্রাসিত করিয়া এইকথা বলিল।৫৪

দেব-দানব-গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।
অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্ ॥৫৫
এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ।
বিধমিষ্যতি তে দেহে ভূতাত্মানং চিরোষিতম্ ॥৫৬
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫৭
ক্ষিপ্রং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীর্ত্তিমবাপ্নুহি।
ততস্ত্বাং জ্ঞাতবিক্রান্তং নাশয়িষ্যামি বানর ॥৫৮
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূনুর্বচোঽব্রবীৎ।
প্রহৃতং হি ময়া পূর্ব্বমক্ষং তব সুতং স্মর ॥৫৯
এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
আজঘানানিলসুতং তলেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥৬০
স তলাভিহতস্তেন চচাল চ মুহুর্মুহুঃ।
স্থিতো মুহূর্ত্তং তেজস্বী স্থৈর্য্যং কৃত্বা মহামতিঃ ॥৬১

রাক্ষস! তুমি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসের দ্বারা অবধ্য এই বর প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু বানরগণ হইতে তোমার ভয় আছে।৫৫

এই আমার পঞ্চ অঙ্গুলিযুক্ত সমুদ্যত দক্ষিণ বাহু দেখ। তোমার দেহে চিরকাল বাস করে যে, সেই—জীবাত্মাকে আমি বিনাশ করিব।৫৬

হনুমানের এই কথা শুনিয়া ভীষণপরাক্রমী রাবণ আরক্তলোচনে সরোষে এই বাক্য বলিল।৫৭

বানর! তুমি নির্ভয়ে সত্বর আমাকে প্রহার কর, অচঞ্চলা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হও, তারপর তোমার বিক্রম অবগত হইয়া তোমাকে বিনাশ করিব।৫৮

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ বলিল,—আমি প্রথমে তোমার পুত্র অক্ষকে সংহার করিয়া তোমাকেই মারিয়াছি—সে কথা স্মরণ কর।৫৯

হনুমান্ এই কথা বলিলে মহাতেজস্বী শক্তিমান্ নিশাচরপতি রাবণ পবনতনয়ের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিল।৬০

আজঘান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিষম্ ।
ততঃ স তেনাভিহতো বানরেণ মহাত্মনা ॥৬২

দশগ্রীবঃ সমাধুতো যথা ভূমিতলেঽচলঃ ।
সংগ্রামে তং তথা দৃষ্ট্বা রাবণং তলতাড়িতম্ ॥৬৩

ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহাসুরৈঃ ।
অথাশ্বস্য মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৪

সাধু বানর বীর্য্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ ।
রাবণেনৈবমুক্তস্তু মারুতির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৫

ধিগস্তু মম বীর্য্যস্য যৎ ত্বং জীবসি রাবণ ।
সকৃৎ তু প্রহরেদানীং দুর্বুদ্ধে কিং বিকত্থসে ॥৬৬

ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্ ।
ততো মারুতিবাক্যেন কোপস্তস্য প্রজজ্বলে ॥৬৭

সংরক্তনয়নো যত্নান্মুষ্টিমাবৃত্য দক্ষিণম্ ।
পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্য্যবান্ ॥৬৮

হনূমান্ বক্ষসি ব্যূঢ়ে সঞ্চচাল পুনঃপুনঃ ।
বিহ্বলন্তু তদা দৃষ্ট্বা হনুমন্তং মহাবলম্ ॥৬৯

রথেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমভ্যগাৎ ।
রাক্ষসানামধিপতির্দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥৭০

পন্নগপ্রতিমৈর্ভীমৈঃ পরমর্মাভিভেদনৈঃ ।
শরৈরাদীপয়ামাস নীলং হরিচমূপতিম্ ॥৭১

স শরৌঘসমায়স্তো নীলো হরিচমূপতিঃ ।
করেণৈকেন শৈলাগ্রং রক্ষোধিপতয়েঽসৃজৎ ॥৭২

হনূমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহামনাঃ ।
বিপ্রেক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ॥৭৩

নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ।
অন্যেন যুধ্যমানস্য ন যুক্তমভিধাবনম্ ॥৭৪

রাবণোঽথ মহাতেজাস্তং শৃঙ্গং সপ্তভিঃ শরৈঃ ।
আজঘান সুতীক্ষ্ণাগ্রৈস্তদ্ বিকীর্ণং পপাত হ ॥৭৫

সেই চপেটাঘাতে হনুমান্ পুনঃ পুনঃ চলিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহাবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী হনুমান্ মুহূর্ত্তমধ্যে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া অবস্থিত হইল। সংরুষ্ট হইয়া হনুমান্ সুরারি রাবণকে চপেটাঘাত করিল। অনন্তর সেই মহাত্মা বানরের দ্বারা অভিহত হইয়া যেরূপ ভূমিকম্পকালে পর্ব্বত কম্পিত হয়, তদ্রূপ দশানন কম্পিত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গণে রাবণকে চপেটতাড়িত দেখিয়া ঋষি, বানরবৃন্দ, সিদ্ধসকল ও অসুরগণসহ সুরমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতি তেজস্বী রাবণ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—বানর! তুমি বীরত্বে উত্তম,—আমার প্রসংশনীয় শত্রু। রাবণ এইকথা বলিলে পবননন্দন বলিল—রাবণ! আমার বীর্য্যে ধিক্, যেহেতু এখনও তুমি জীবিত আছ। দুর্বুদ্ধে! অধুনা তুমি একবার আমাকে প্রহার করে কি আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তারপর আমার মুষ্টি প্রহারে তোমাকে যমলোকে প্রেরণ করিব। হনুমানের এই বাক্যে তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। আরক্তলোচন বলবান্ রাবণ যত্নসহকারে দক্ষিণমুষ্টি বদ্ধকরত হনুমানের বক্ষে পাতিত করিল।৬১-৬৮

বক্ষে আহত হনুমান্ বারংবার বিচলিত হইতে লাগিল, তখন মহাবল হনুমান্‌কে বিহ্বল দেখিয়া অতিরথ রাবণ রথারোহণে নীলের প্রতি ধাবিত হইল। নিশাচরপতি প্রতাপশালী দশানন শত্রুমর্ম্মভেদকারী সর্পসদৃশ ভীষণ বাণের দ্বারা বানরসেনাপতি নীলকে সন্তপ্ত করিল।৬৯-৭১

রাবণের বাণসমূহে নিপীড়িত বানরসেনাপতি নীল একহস্তের দ্বারা একপর্ব্বত শিখর লইয়া রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিল।৭২

মহামনা তেজস্বী হনুমান্‌ও আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধেচ্ছায় নীলের সহিত যুদ্ধনিরত রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া সক্রোধে এই কথা বলিল—রাক্ষস! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এই হেতু তোমাকে আক্রমণ করা উচিত নয়।৭৩-৭৪

মহাতেজস্বী রাবণও সেই পর্ব্বতশিখরে সাতটী

তদ্বিকীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমূপতিঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল কোপেন পরবীরহা ॥৭৬
সোঽশ্বকর্ণদ্রুমান্ শালাংশ্চূতাংশ্চাপি সুপুষ্পিতান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ষেপ সংযুগে ॥৭৭
স তান্ বৃক্ষান্ সমাসাদ্য প্রতিচিচ্ছেদ রাবণঃ।
অভ্যবর্ষচ্চ ঘোরেণ শরবর্ষেণ পাবকিম্ ॥৭৮
অভিবৃষ্টঃ শরৌঘেণ মেঘেনেব মহাচলঃ।
হ্রস্বং কৃত্বা ততো রূপং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ ॥৭৯
পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে সমবস্থিতম্।
জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ চ ॥৮০
ধ্বজাগ্রে ধনুষশ্চাগ্রে কিরীটাগ্রে চ তং হরিম্।
লক্ষ্মণোঽথ হনুমাংশ্চ রামশ্চাপি সুবিস্মিতাঃ ॥৮১
রাবণোঽপি মহাতেজাঃ কপিলাঘববিস্মিতঃ।
অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মদ্ভুতম্ ॥৮২

ততস্তে চুক্রুশুর্হৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে ॥৮৩
বানরাণাঞ্চ নাদেন সংরব্ধো রাবণস্তদা।
সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥৮৪
আগ্নেয়েনাপি সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্।
ধ্বজশীর্ষস্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ ॥৮৫
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কপে লাঘবযুক্তোঽসি মায়য়া পরয়া সহ ॥৮৬
জীবিতং খলু রক্ষস্ব যদি শক্তোঽসি বানর।
তানি তান্যাত্মরূপাণি সৃজসি ত্বমনেকশঃ ॥৮৭
তথাপি ত্বাং ময়া মুক্তঃ সায়কোঽস্ত্রপ্রযোজিতঃ।
জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥৮৮
এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সন্ধায় বাণমস্ত্রেণ চমূপতিমতাড়য়ৎ ॥৮৯

সুতীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিল, তাহাতে সেই শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ হইল।৭৫

সেই পর্ব্বতশিখর বিকীর্ণ দেখিয়া শত্রুবীর হননকারী বানরসেনাপতি প্রলয়কালে অনলসদৃশ প্রজ্বলিত হইল।৭৬

সেই সময়ে নীল অশ্বকর্ণবৃক্ষ, সাল, সুপুষ্পিত আম্র ও অন্য বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক রাবণের উপর নিক্ষেপ করিল।৭৭

রাবণ সেই বৃক্ষসকলকে খণ্ড খণ্ড করিল এবং নীলের উপর ভীষণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল।৭৮

যেমন মেঘ কোন মহাপর্বতের উপর জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাবণ যখন নীলের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সে স্বীয় শরীর ক্ষুদ্র করত রাবণের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইল।৭৯

অনলনন্দনকে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া রাবণ রোষে জ্বলিয়া উঠিল। নীল উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।৮০

সেই বানরকে কখন ধ্বজাগ্রে, কখন ধনুর অগ্রে, কখনও মুকুটাগ্রে দেখিয়া লক্ষ্মণ, হনুমান্ এবং রামও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।৮১

অতিতেজস্বী রাবণও নীলের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও অদ্ভুত উজ্জ্বল আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিল।৮২

অনন্তর নীলের পটুতায় রাবণকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়া অনন্দিত সেই বানরবৃন্দ কলরব করিতে লাগিল।৮৩

তখন কপিগণের হর্ষধ্বনিতে রাবণ কুপিত হইল। উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিল না।৮৪

অনন্তর রাক্ষস রাবণ আগ্নেয় অস্ত্রে অভিমন্ত্রিত শর গ্রহণপূর্বক ধ্বজাগ্রে অবস্থিত নীলকে দেখিল।৮৫

অতঃপর মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ বলিল,—বানর! তুমি অতিশয় মায়ার দ্বারা ক্ষিপ্রতাযুক্ত।৮৬

বানর! যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে জীবন রক্ষা কর। যদিও তুমি অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছ,

সোঽস্ত্রমুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ।
নির্দহ্যমানঃ সহসা স পপাত মহীতলে ॥৯০
পিতৃমাহাত্ম্যসংযোগাদাত্মনশ্চাপি তেজসা।
জানুভ্যামপতদ্ভূমৌ ন তু প্রাণৈর্বিযুজ্যত ॥৯১
বিসংজ্ঞং বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ।
রথেনাম্বুদনাদেন সৌমিত্রিমভিদুদ্রুবে ॥৯২
আসাদ্য রণমধ্যে তং বারয়িত্বা স্থিতো জ্বলন্।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥৯৩
তমাহ সৌমিত্রিরদীনোসত্ত্বো
বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।
অবেহি মামদ্য নিশাচরেন্দ্র
ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমর্হসি ॥৯৪
স তস্য বাক্যং প্রতিপূর্ণঘোষং
জ্যাশব্দমুগ্রঞ্চ নিশম্য রাজা।
আসাদ্য সৌমিত্রিমুপস্থিতং তং
রোষান্বিতং বাচমুবাচ রক্ষঃ ॥৯৫
দিষ্ট্যাসি মে রাঘব দৃষ্টিমার্গং
প্রাপ্তোঽন্তগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ।
অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যসি মৃত্যুলোকং
সংসাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ ॥৯৬
তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়ানো
গর্জন্তমুদ্বৃত্তশিতাগ্রদংষ্ট্রম্।
রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা
বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠ ॥৯৭
জানামি বীর্য্যং তব রাক্ষসেন্দ্র
বলং প্রতাপঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
অবস্থিতোঽহং শরচাপপাণি-
রাগচ্ছ কিং মোঘবিকত্থনেন ॥৯৮

তথাপি আমার নিক্ষিপ্ত এই সায়ক অস্ত্রে তুমি জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও তোমাকে প্রাণশূন্য করিবে। এই বলিয়া মহাবাহু নিশাচরপতি রাবণ আগ্নেয় অস্ত্রযুক্ত বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেনাপতি নীলকে তাড়িত করিল।৮৭-৮৯

সেই রাবণ ধনুর্মুক্ত বাণের দ্বারা নীলবক্ষে প্রহার করিল। তাহাতে সে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। যদিও নীল জানু পাতিয়া ধরাতলে পতিত হইল, কিন্তু পিতা অনলের মাহাত্ম্যে ও স্বীয় তেজের প্রভাবে প্রাণহীন হইল না।৯০-৯১

বানর নীলকে অচেতন দেখিয়া রণোৎসুক দশানন রাবণ মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী রথারোহণে সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।৯২

সমরাঙ্গণে সমস্তবানর সৈন্যের অগ্রগমন নিবারণ-পূর্ব্বক দীপ্তিমান্ অনলতুল্য লক্ষ্মণকে অবস্থিত দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষস ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিল।৯৩

তৎকালে আপনার অপরিসীম অনুপম ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক উদার শক্তিমান্ লক্ষ্মণ বলিলেন—নিশাচররাজ! আমাকে অবগত হও। আমি আসিয়াছি—এই হেতু তুমি বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিও না।৯৪

লক্ষ্মণের গম্ভীর নির্ঘোষযুক্ত বাক্য এবং তাহার ভীষণ জ্যাশব্দ শুনিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত সুমিত্রানন্দনের নিকটে আসিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধযুক্ত বাক্য বলিল।৯৫

হে রাঘব! সৌভাগ্যক্রমে আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে। এইক্ষণেই তুমি আমার শরজালের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া যমলোকে গমন করিবে।৯৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া তীক্ষ্নদন্ত গর্জ্জনকারী তাহাকে বলিলেন—রাজন্! মহাপ্রভাবশালিগণ তোমার ন্যায় কেবল গর্জ্জন করেন না, পাপকারিগণের অগ্রগণ্য রাবণ! তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ।৯৭

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[হার্ণবাড়ী, হোসাঙ্গাবাদ, ২৩.শ পৌষ, ভোর।]

রাক্ষসরাজ! তুমি (শূন্য ঘর হইতে এক অসহায়

স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সসর্জ
রক্ষোধিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্।
তাঁল্লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতাগ্রধারৈঃ ॥৯৯

তান্ প্রেক্ষমাণঃ সহসা নিকৃত্তান্
নিকৃত্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্।
লঙ্কেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম
সসর্জ চান্যান্ নিশিতান্ পৃষৎকান্ ॥১০০

ন বাণবর্ষন্তু ববর্ষ তীব্রং
রামানুজঃ কার্মুকসম্প্রযুক্তম্।
ক্ষুরার্ধচন্দ্রোত্তমকর্ণিভল্লৈঃ
শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুক্ষুভে চ ॥১০১

স বাণজালান্যপি তানি তানি
মোঘানি পশ্যংস্ত্রিদশারিরাজঃ।
বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন
পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ মুমোচ ॥১০২

স লক্ষ্মণশ্চাপি শিতান্ শিতাগ্রান্
মহেন্দ্রতুল্যোঽশনিভীমবেগান্।
সন্ধায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্
সসর্জ রক্ষোধিপতের্বধায় ॥১০৩

স তান্ প্রচিচ্ছেদ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
শিতান্ শরান্ লক্ষ্মণমাজঘান।
শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ
স্বয়ম্ভুদত্তেন ললাটদেশে ॥১০৪

স লক্ষ্মণো রাবণসায়কার্ত-
শ্চচাল চাপং শিথিলং প্রগৃহ্য।
পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রা-
চ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ ॥১০৫

নিকৃত্তচাপং ত্রিভিরাজঘান
বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ।
স সায়কার্তো বিচচাল রাজা
কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসসাদ ॥১০৬

নারীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। ইহার দ্বারা) আমি তোমার শক্তি, বীর্য্য, প্রতাপ ও পরাক্রম উত্তমরূপে জানি এইজন্য হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অবস্থান করিতেছি। এস, যুদ্ধ কর; বৃথা বাক্যব্যয়ে কি হইবে? ৯৮

তাহাকে এইকথা বলিলে কুপিত হইয়া রক্ষঃপতি তাহার উপর সুন্দরপুঙ্খযুক্ত সাত বাণ নিক্ষেপ করিল, পরন্তু বীর লক্ষণও সুবর্ণ চিত্র পুঙ্খশোভিত এবং শানিতাগ্র শরের দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন।৯৯

সর্পরাজের খণ্ডিত শরীরের ন্যায় স্বীয় বাণসমূহকে সহসা ছেদিত দেখিয়া লঙ্কানাথ ক্রোধাভিভূত হইল এবং অন্য শানিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১০০

পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মণ ইহাতে বিচলিত না হইয়া স্বীয় ধনুর্দ্বারা দুঃসহ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, উত্তমকর্ণী ও ভল্লের দ্বারা রাবণের বাণসকল ছেদন এবং ক্ষুভিত করিলেন।১০১

সেই সব বাণজাল নিষ্ফল দেখিয়া অমরারিরাজ রাবণ লক্ষ্মণের পটুতাতে অতিবিস্মিত হইল এবং তাহার উপর পুনরায় শাণিত বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১০২

সুরেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী লক্ষ্মণ রাক্ষসপতির বধের জন্য বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বেগবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ, শাণিতাগ্র অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত বাণসমূহ ধনুকে সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১০৩

রাক্ষসপতি রাবণ সেইসব বাণ ছেদন করিল এবং শ্রীব্রহ্মার দত্ত কালাগ্নিসদৃশ প্রভান্বিত শরের দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে আঘাত করিল।১০৪

রাবণের সেই বাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণ শিথিল মুষ্টিতে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বিচলিত হইলেন পুনশ্চ কষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুরেন্দ্রশত্রু রাবণের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১০৫

দশরথ-নন্দন ছিন্নধনু রাবণকে তীক্ষ্ণ তিনবাণে প্রহার

স কৃত্তচাপঃ শরতাড়িতশ্চ
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।
জগ্রাহ শক্তিং স্বয়মুগ্রশক্তিঃ
স্বয়ম্ভুদত্তাং যুধি দেবশত্রুঃ ॥১০৭
স তাং সধূমানলসন্নিকাশাং
বিত্রাসনাং সংযতি বানরাণাম্।
চিক্ষেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং
সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ ॥১০৮
তামাপতন্তীং ভরতানুজোঽস্ত্রৈ-
র্জঘান বাণৈশ্চ হুতাগ্নিকল্পৈঃ।
তথাপি সা তস্য বিবেশ শক্তি-
র্ভুজান্তরং দাশরথের্বিশালম্ ॥১০৯
স শক্তিমান্ শক্তিসমাহতঃ সন্
জজ্বাল ভূমৌ স রঘুপ্রবীরঃ।
তং বিহ্বলন্তং সহসাভ্যুপেত্য
জগ্রাহ রাজা তরসা ভুজাভ্যাম্ ॥১১০

হিমবান্ মন্দরো মেরুস্ত্রৈলোক্যং বা সহামরৈঃ।
শক্যং ভুজাভ্যামুদ্ধর্তুং ন শক্যো ভরতানুজঃ ॥১১১
শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে।
বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ ॥১১২
ততো দানবদর্পঘ্নং সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ।
তং পীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং ন প্রভুর্লঙ্ঘনেঽভবৎ ॥১১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসুতো রাবণং সমভিদ্রবৎ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥১১৪
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জানুভ্যামগমদ্ ভূমৌ চচাল চ পপাত চ ॥১১৫
আস্যৈশ্চ নেত্রৈঃ শ্রবণৈঃ পপাতং রুধিরং বহু।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥১১৬
বিসংজ্ঞো মূর্চ্ছিতশ্চাসীন্ন চ স্থানং সমালভৎ।
বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্বা সমরে ভীমবিক্রমম্ ॥১১৭
ঋষয়ো বানরাশ্চৈব নেদুর্দেবাশ্চ সাসুরাঃ।
হনূমানথ তেজস্বী লক্ষ্মণং রাবণার্দিতম্ ॥১১৮

করিলেন। সেই সায়কাঘাতে কাতর রাজা বিচলিত হইল এবং অতিকষ্টে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিল।১০৬

সেই কর্ত্তিতকার্ম্মুক, শরতাড়িত মেদের দ্বারা আর্দ্রশরীর, শোণিতসিক্ত, দেবারি রাবণ সমরে ব্রহ্মদত্ত উগ্রশক্তিসম্পন্ন শক্তিগ্রহণ করিল।১০৭

সেই ধূমযুক্ত বহ্নির ন্যায় দর্শনীয় এবং সমরে বানরগণের ভীতিদায়িনী জাজ্বল্যমান শক্তি রাক্ষস-রাষ্ট্রের নায়ক অতিবেগে সুমিত্রানন্দনের উপর নিক্ষেপ করিল।১০৮

যদিও লক্ষ্মণ আপনার দিকে আপতিতা শক্তির উপর দীপ্ত অনলতুল্য তেজোময় বাণ আঘাত করিলেন, তথাপি সেই শক্তি দশরথনন্দন লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল।১০৯

সেই রঘুকুলশ্রেষ্ঠ বীর শক্তিমান্ লক্ষ্মণ শক্তিদ্বারা অতিশয় আহত ও ভূমিতে পতিত হইয়া জ্বলিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া সহসা উপস্থিত হইয়া সবেগে বাহুর দ্বারা গ্রহণ করিল।১১০

যে দেবগণের সহিত হিমালয়, মন্দরগিরি, মেরুপর্ব্বত অথবা ত্রিভুবন আপনার ভুজের দ্বারা উত্তোলন করিতে সমর্থ, সেই রাবণ ভরতের কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মণকে উত্থাপন করিতে সমর্থ হইল না।১১১

ব্রহ্মার শক্তির দ্বারা বক্ষস্থলে তাড়িত হইলেও লক্ষ্মণ ভগবানবিষ্ণুর অংশরূপ আপনাকে অনুচিন্তন করিলেন।১১২

সুরকণ্টক-সদৃশ রাবণ দানবগণের দর্পহন্তা সুমিত্রা-তনয়কে স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা পীড়ন করিয়া তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইল না।১১৩

অনন্তর ক্রোধিত পবননন্দন হনুমান্ রাবণের দিকে ধাবিত হইল এবং রুষ্ট হইয়া স্বীয় মুষ্টি দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিল।১১৪

আনয়দ্ রাঘবাভ্যাশং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্।
বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ ॥
শত্রূণামপ্যকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ ॥১১৯

তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জিতম্।
রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্থানং পুনরুপাগমৎ ॥১২০

রাবণোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে।
আদদে নিশিতান্ বাণান্ জগ্রাহ চ মহদ্ধনুঃ ॥১২১

আশ্বস্তশ্চ বিশল্যশ্চ লক্ষ্মণঃ শত্রুসূদনঃ।
বিষ্ণোর্ভাগমমীমাংস্যমাত্মানং প্রত্যনুস্মরন্ ॥১২২

নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমূম্।
রাঘবস্তু রণে দৃষ্ট্বা রাবণং সমভিদ্রবৎ ॥১২৩

অথৈনমনুসংক্রম্য হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ।
মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য রাক্ষসং শাস্তুমর্হসি ॥১২৪

বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং বায়ুপুত্রেণ ভাষিতম্ ॥১২৫

অথারুরোহ সহসা হনূমন্তং মহাকপিম্।
রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ ॥১২৬

তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রদুদ্রাব স রাবণম্।
বৈরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদ্যতায়ুধঃ ॥১২৭

জ্যাশব্দমকরোৎ তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্।
গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ ॥১২৮

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
ক্ব নু রাক্ষসশার্দূল গত্বা মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥১২৯

যদীন্দ্র-বৈবস্বত-ভাস্করান্ বা
স্বয়ম্ভু-বৈশ্বানর-শঙ্করান্ বা।
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা
তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে ॥১৩০

সেই মুষ্টির প্রহারে নিশাচরপতি রাবণ বিচলিত ভাবে জানু পাতিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।১১৫

তাহার মুখ, নয়ন এবং কর্ণসমূহ হইতে বহু শোণিত নির্গত হইল। তখন রাবণ বিঘূর্ণিত ও চেষ্টাহীন হইয়া রথের পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিল।১১৬

তারপর রাবণ সংজ্ঞাহীন হইয়া মূর্চ্ছিত হইল এবং স্বস্থানে স্থির থাকিতে পারিল না। সমরে ভীষণ পরাক্রমশালী রাবণকে অচেতন দেখিয়া ঋষিগণ, বানরসমূহ ও অসুরগণসহ সুরবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তেজস্বী হনুমান্ রাবণ কর্তৃক পীড়িত সেই লক্ষ্মণকে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্থিত করিয়া শ্রীরঘুনাথের নিকটে আনয়ন করিল। পবননন্দন হনুমানের সৌহার্দ এবং একান্ত ভক্তিনিবন্ধন শ্রীলক্ষ্মণ অরিগণের অকম্পনীয় হইলেও কপির নিকট লঘুতাপ্রাপ্ত হইলেন।১১৭-১৯

রণে পরাজিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগপূর্বক সেই শক্তি পুনরায় রাবণের রথে স্বস্থানে আগমন করিল।১২০

মহাসমরে কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতিশয় তেজস্বী রাবণ মহাধনু ও শাণিত শরসমূহ হস্তে গ্রহণ করিল।১২১

রিপুনাশন লক্ষ্মণও ভগবান্ বিষ্ণুর অচিন্ত্য-অংশরূপে আপনাকে অনুস্মরণ করিয়া আশ্বস্ত ও ব্যথাবিহীন হইলেন।১২২

বানরগণের বিরাট্‌বাহিনী মহা মহা বীরগণকে নিপতিত দেখিয়া সমরাঙ্গণে সেই রঘুনাথ রাবণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।১২৩

তৎকালে হনুমান্ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—প্রভু! যেমন বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া দানবগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া এই রাক্ষসকে শাসন করুন।১২৪

পবননন্দনের কথিত সেই কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনন্দন সহসা মহাকপি হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।১২৫

নরপতি শ্রীরামচন্দ্র রণস্থলে রথোপবিষ্ট রাবণকে

যশ্চৈষ শক্ত্যা নিহতস্ত্বয়াদ্য
গচ্ছন্ বিষাদং সহসাভ্যুপেত্য।
স এষ রক্ষোগণরাজ মৃত্যুঃ
সপুত্রপৌত্রস্য তবাদ্য যুদ্ধে ॥১৩১
এতেন চাত্যদ্ভুতদর্শনানি
শরৈর্জনস্থানকৃতালয়ানি।
চতুর্দশান্যাত্তবরায়ুধানি
রক্ষঃসহস্রাণি নিষূদিতানি ॥১৩২
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ
বায়ুপুত্রং মহাবেগং বহন্তং রাঘবং রণে ॥১৩৩
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
আজঘান শরৈর্দীপ্তৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ ॥১৩৪
রাক্ষসেনাহবে তস্য তাড়িতস্যাপি সায়কৈঃ।
স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূয়স্তেজোঽভ্যবর্ধত ॥১৩৫
ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্।
দৃষ্ট্বা প্লবগশার্দূলং ক্রোধস্য বশমেয়িবান্ ॥১৩৬
তস্যাভিসংক্রম্য রথং সচক্রং
সাশ্ব-ধ্বজ-চ্ছত্র-মহাপতাকম্।
সসারথিং সাশনি-শূল-খড়্গং
রামঃ প্রচিচ্ছেদ শিতৈঃ শরাগ্রৈঃ ॥১৩৭
অথেন্দ্রশত্রুং তরসা জঘান
বাণেন বজ্রাশনিসন্নিভেন।
ভুজান্তরে ব্যূঢ়সুজাতরূপে
বজ্রেণ মেরুং ভগবানিবেন্দ্রঃ ॥১৩৮

দেখিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র অতিশয় তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র যেমন রুষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় চক্র উদ্যত করিয়া বিরোচন-নন্দন বলির প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাবণ অভিমুখে ধাবমান হইলেন।১২৬-২৭

তিনি বজ্রধ্বনিতুল্য কঠোর দুঃসহ জ্যা-শব্দ করিলেন, পরে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে গম্ভীর বাণীতে বলিলেন।১২৮

রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণ! অবস্থান কর। আমার এইরূপ অপ্রিয় করিয়া তুমি কোথায় যাইয়া প্রাণসঙ্কটে মুক্তিলাভ করিবে? ১২৯

যদি ইন্দ্র, যম অথবা সূর্য্যের নিকট কিম্বা ব্রহ্মা, অনল ও শঙ্কর সকাশে বা দশ দিকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কর, তথাপি অদ্য আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না।১৩০

আজ তুমি স্বীয় শক্তিদ্বারা যুদ্ধে লক্ষ্মণকে আহত করিয়াছ। তাহাতে বিষাদিত হইয়া আমি তাহার প্রতিশোধ লইতে রণে সমাগত হইয়াছি। রাক্ষসগণপতি! আমি পুত্র পৌত্রের সহিত তোমায় মৃত্যুকবলিত করিব।১৩১

রাবণ! জনস্থাননিবাসী, অদ্ভুতদর্শন, উত্তম অস্ত্রধারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এই রাম স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা নিহত করিয়াছে।১৩২

শ্রীরঘুনাথের এইকথা শুনিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণকরত অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাশক্তিমান্ রাক্ষসরাজ রাবণ রাঘবকে বহনকারী, সমরে মহাবেগ সম্পন্ন বায়ুপুত্রকে প্রজ্বলিত কালাগ্নিশিখার ন্যায় শরের দ্বারা আঘাত করিল।১৩৩-৩৪

রণাঙ্গনে সেই রাক্ষসের সায়কের দ্বারা তাড়িত হইয়াও স্বাভাবিক তেজঃসম্পন্ন হনুমানের তেজ বিবর্দ্ধিত হইল।১৩৫

রাবণ কর্তৃক আহত কপিশার্দ্দূলকে দেখিয়া অতিশয় তেজস্বী রাম ক্রোধের বশীভূত হইলেন।১৩৬

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র, বিশালপতাকা, সারথি, অশনি, শূল এবং খড়্গের সহিত তাহার রথ স্বীয় শাণিত বাণসমূহের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন।১৩৭

যেমন ভগবান্ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেরু পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র বজ্র ও অশনিসদৃশ তেজোময় বাণের দ্বারা সবেগে রাবণের বিশাল এবং সুন্দর বক্ষে আঘাত করিলেন।১৩৮

যো বজ্রপাতাশনিসন্নিপাতা-
ন্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা।
স রামবাণাভিহতো ভৃশার্ত্ত-
শ্চচাল চাপঞ্চ মুমোচ বীরঃ ॥১৩৯

তং বিহ্বলন্তং প্রসমীক্ষ্য রামঃ
সমাদদে দীপ্তমথার্ধচন্দ্রম্।
তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং
চিচ্ছেদ রক্ষোধিপতের্মহাত্মা ॥১৪০

তং নির্বিষাশীবিষসন্নিকাশং
শান্তার্চিষং সূর্য্যমিবাপ্রকাশম্।
গতশ্রিয়ং কৃত্তকিরীটকূট-
মুবাচ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥১৪১

কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং
হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥১৪২

প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥১৪৩

স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো
নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসূতঃ।
শরার্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥১৪৪

তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেন্দ্রে
মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।
হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্মণেন
চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে ॥১৪৫

তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ
সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।
সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ
তথৈব ভূম্যম্বুচরাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥১৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

যে রাজা রাবণ বজ্র এবং অশনি আঘাতেও কখনও ক্ষুব্ধ এবং বিকম্পিত হয় নাই—সেই বীর শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা আহত হইয়া অতিশয় পীড়িত ও কম্পিত হইল এবং তাহার হস্ত হইতে ধনু বিচ্যুত হইয়া যাইল। তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণকরত তদ্দ্বারা রাক্ষসরাজের সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান্ কিরীট সহসা ছেদন করিলেন।১৩৯-৪০

সমরাঙ্গণে নির্ব্বিষ সর্পসদৃশ দীপ্তিহীন সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ, কর্ত্তিত কিরীটজালশোভাশূন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন।১৪১

রাবণ! তুমি আজ অতিশয় ভয়ানক কর্ম্ম করিয়াছ, আমার সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়াছ। সেই হেতু পরিশ্রান্ত—ইহা বুঝিয়া শরপ্রহারে তোমাকে যমের অধীন করিব না।১৪২

নিশাচরপতি! তুমি সমরে পীড়িত বলিয়া জানিতেছি। অতএব প্রয়াণ কর; লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া রথ, ধনু, সেনাসহ আসিয়া আমার বল দর্শন করিবে।১৪৩

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহা বলিলে দর্প-হর্ষবিহীন, কর্ত্তিতকার্ম্মুক, অশ্ব সারথিশূন্য, ভগ্ন মহাকিরীট, বাণ-পীড়িত সেই রাজা রাবণ সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিল।১৪৪

মহাবলবান্ দানব দেবরিপু নিশাচরপতি লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত বানরগণকে বিশল্য করিলেন অর্থাৎ শরীর হইতে বাণ সকল নিষ্কাশন করিলেন।১৪৫

অমররাজশত্রু রাবণ রণাঙ্গনে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে সুর ও অসুরসকল, ভূতগণ, দেবতাসমূহ, ঋষিগণের সঙ্গে মহা সর্পসকল, সাগরের সহিত ভূচর ও জলচরসমুদয় অতীব আনন্দিত হইলেন।১৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পরাজিতরাবণস্যাদেশেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঞ্জনম্, তস্য দর্শনেন বানরাণাং ভীতিশ্চ ।]

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণভয়ার্দিতঃ ।
ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ ।
অভিভূতোঽভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥২
ব্রহ্মদণ্ডপ্রতীকানাং বিদ্যুচ্চলিতবর্চসাম্ ।
স্মরন্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩
স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্ ।
বিপ্রেক্ষমাণো রক্ষাংসি রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ ॥৫
ইদং তদ্ ব্রহ্মণো ঘোরং বাক্যং মামভ্যুপস্থিতম্ ।
মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়ং ত্বমিতি তত্তথা ॥৬
দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ ।
অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্ ॥৭
তমিমং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্ ।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতেন অনরণ্যেন যৎপুরা ॥৮
উৎপৎস্যতি হি মদ্বংশপুরুষো রাক্ষসাধম ।
যস্ত্বাং সপুত্রং সামাত্যং সবলং সাশ্বসারথিম্ ॥৯
নিহনিষ্যতি সংগ্রামে ত্বাং কুলাধম দুর্মতে ।
শপ্তোঽহং বেদবত্যা চ যথা সা ধর্ষিতা পুরা ॥১০
সেয়ং সীতা মহাভাগা জাতা জনকনন্দিনী ।
উমা নন্দীশ্বরশ্চাপি রম্ভা বরুণকন্যকা ॥১১
যথোক্তাস্তময়া প্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম্ ।
এতদেব সমাগম্য যত্নং কর্তুমিহার্হথ ॥১২

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[হোসাঙ্গাবাদ, ২৩শে পৌষ ।]

ষষ্টিতম সর্গ

[পরাজিত রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঞ্জন ও তাহাকে দেখিয়া বানরগণের ভয়।]

রামচন্দ্রের বাণভয়ে পীড়িত রাক্ষসপতি রাবণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। তখন তাহার দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে ইন্দ্রিয়গণের ব্যথায় ব্যাকুল হইল।১

যেমন সিংহ হস্তীকে, গরুড় সর্পগণকে পীড়িত করে, তদ্রূপ মহাত্মা রঘুনাথ কর্তৃক রাক্ষসরাজ রাবণ অভিভূত হইয়াছিল।২

ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক ও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল তেজস্বী শ্রীরঘুনাথের বাণসমূহ স্মরণ করিয়া রাক্ষসপতি অত্যন্ত ব্যথিত হইল।৩

স্বর্ণময় দিব্য উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে দেখিতে দেখিতে রাবণ এই কথা বলিল।৪

আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, সে সমস্ত নিরর্থক হইল; কেননা, আজ সুরেন্দ্র-সদৃশ আমি (রাবণ) মানুষের দ্বারা পরাজিত হইলাম।৫

ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার মনুষ্য হইতে ভয়, তুমি ইহা বিদিত হও। তাঁহার কথিত সেই ভীষণ বাক্য এই সময় সবল হইয়া আমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে।৬

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ আমাকে বধ করিতে পারিবে না—আমি এ কথা বলিয়াছিলাম; মানুষের অবধ্যত্ব প্রার্থনা করি নাই।৭

পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকুল-সম্ভূত রাজা অনরণ্য শাপ প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে, রাক্ষসাধম! কুলাঙ্গার দুর্মতি! আমার বংশে একজন পুরুষ উৎপন্ন হইবে, সে তোমাকে পুত্র, সচিব, বল, অশ্ব, সারথিসহ সমরে নিহত করিবে। অনরণ্য যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, এই দশরথনন্দন রামই সেই মনুষ্য। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে মৎকর্তৃক ধর্ষিতা বেদবতী আমাকে শাপ প্রদান

রাক্ষসাশ্চাপি তিষ্ঠন্তু চর্য্যাগোপুরমূর্ধসু।
স চাপ্রতিমগাম্ভীর্য্যো দেব-দানবদর্পহা ॥১৩
ব্রহ্মশাপাভিভূতস্তু কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্।
সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তঞ্চ নিষূদিতম্ ॥১৪
জ্ঞাত্বা রক্ষোবলং ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ।
দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাধিরুহ্যতাম্ ॥১৫
নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্।
সুখং স্বপিতি নিশ্চিন্তঃ কামোপহতচেতনঃ ॥১৬
নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ।
মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমেঽহনি ॥১৭
তং তু বোধয়ত ক্ষিপ্রং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
স হি সংখ্যে মহাবাহুঃ ককুদং সর্বরক্ষসাম্ ॥
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যতি ॥১৮

এষ কেতুঃ পরং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্বরক্ষসাম্।
কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ ॥১৯
রামেণাভিনিরস্তস্য সংগ্রামেঽস্মিন্ সুদারুণে।
ভবিষ্যতি ন মে শোকঃ কুম্ভকর্ণে বিবোধিতে ॥২০
কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি।
ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সাহ্যায় কল্পতে ॥২১
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।
জগ্মুঃ পরমসন্ত্রাস্তাঃ কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ॥২২
তে রাবণসমাদিষ্টা মাংসশোণিতভোজনাঃ।
গন্ধং মাল্যং মহদ্ভক্ষ্যমাদায় সহসা যযুঃ ॥২৩
তাং প্রবিশ্য মহাদ্বারাং সর্বতো যোজনায়তাম্।
কুম্ভকর্ণগুহাং রম্যাং পুষ্প-গন্ধপ্রবাহিণীম্ ॥২৪
কুম্ভকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ।
প্রতিষ্ঠমানাঃ কৃচ্ছ্রেণ যত্নাৎ প্রবিবিশুর্গুহাম্ ॥২৫

করিয়াছিলেন, তিনি এই জনকনন্দিনী সীতারূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন। সেইপ্রকার উমা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী(র জন্য ভগবান্ ব্রহ্মা) ও রম্ভা(র জন্য নলকুবর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই ফল আমি প্রাপ্ত হইলাম। ঋষিগণের বাক্য কখনও অসত্য নয়*। সেই শাপই আমার ভয় অথবা সঙ্কটের কারণ হইয়াছে,—এই কথা জানিয়া অধুনা তোমরা আগত বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হও।৮-১২

রাক্ষসগণ রাজমার্গে তথা গোপুর শিখর সমূহে অবস্থান করুক। অতুলনীয় গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন দেব ও দানবগণের দর্পহননকারী ব্রহ্মার শাপে নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর। সংগ্রামে স্বীয় পরাজয়, প্রহস্তের নিধন জানিয়া মহাবল রাবণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনাকে আদেশ করিল—তোমরা নগরের দ্বারসমূহে অবস্থান করিয়া তাহা রক্ষা ও প্রাকারে আরোহণ কর।১৩-১৫

আর নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর। কামোপভোগে হতচেতন সে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত আছে। সেই রাক্ষস কখন নয়, কখনও সপ্ত, কখন দশ, কখন বা অষ্ট মাস নিদ্রা যায়। সে আজ হইতে নবম দিন আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রসুপ্ত হইয়াছে।১৬-১৭

মহাশক্তিমান্ মহাবল কুম্ভকর্ণ সমস্ত রাক্ষসের শিরোমণি; তোমরা তাহাকে সত্বর জাগরিত কর। সে নিশ্চয়ই সমরে বানরবৃন্দ ও রাজপুত্রদ্বয়কে শীঘ্রই বিনাশ করিবে।১৮

এই কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে সমস্ত রাক্ষসের প্রধান এবং যুদ্ধে বিজয় পতাকাস্বরূপ। কিন্তু গ্রাম্যসুখে রত সেই মূঢ় কুম্ভকর্ণ সতত নিদ্রিত থাকে।১৯

কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে এই অতিভয়ঙ্কর সমরে

*কৈলাস তুলিবার সময় জগজ্জননী উমা ভীতা হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন—তোর মৃত্যু স্ত্রীর কারণে হইবে। নন্দীশ্বরের বানর মূর্ত্তি দেখিয়া রাবণ হাস্য করিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি বলিয়াছিলেন—আমার সমান রূপ এবং পরাক্রমসম্পন্ন প্রাণী তোর কুল বিনাশ করিবে। রম্ভার নিমিত্ত নলকুবর ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলীর জন্য ব্রহ্মা শাপ দিয়াছিলেন যে, অকামা কোন নারীর সহিত সম্ভোগ করিলে তোমার মৃত্যু হইবে।

তাং প্রবিশ্য গুহাং রম্যাং রত্নকাঞ্চনকুট্টিমাম্।
দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্ ॥২৬
তে তু তং বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্বতম্।
কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্ ॥২৭
ঊর্ধ্বলোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্।
ভ্রাময়ন্তং বিনিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্ ॥২৮
ভীমনাসাপুটং তস্য পাতালবিপুলাননম্।
শয়নে ন্যস্তসর্বাঙ্গং মেদোরুধিরগন্ধিনম্ ॥২৯
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাঙ্গং কিরীটেনার্কবর্চসম্।
দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্ ॥৩০
ততশ্চক্রুর্মহাত্মনঃ কুম্ভকর্ণস্য চাগ্রতঃ।
ভূতানাং মেরুসঙ্কাশং রাশিং পরমতর্পণম্ ॥৩১

মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
চক্রুর্নৈর্ঋতশার্দূলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্ ॥৩২
ততঃ শোণিতকুম্ভাংশ্চ মাংসানি বিবিধানি চ।
পুরস্তাৎ কুম্ভকর্ণস্য চক্রুস্ত্রিদশশত্রবঃ ॥৩৩
লিলিপুশ্চ পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্।
দিব্যৈরাশ্বাসয়ামাসুর্মাল্যৈর্গন্ধৈশ্চ গন্ধিভিঃ ॥৩৪
ধূপগন্ধাংশ্চ সসৃজুস্তুষ্টুবুশ্চ পরন্তপম্।
জলদা ইব চানেদুর্যাতুধানাস্ততস্ততঃ ॥৩৫
শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্।
তুমুলং যুগপচ্চাপি বিনেদুশ্চাপ্যমর্ষিতাঃ ॥৩৬
নেদুরাস্ফোটয়ামাসুশ্চিক্ষিপুস্তে নিশাচরাঃ।
কুম্ভকর্ণবিবোধার্থং চক্রুস্তে বিপুলং স্বরম্ ॥৩৭

রামের দ্বারা পরাজিত হইবার শোক আমার হইবে না।২০

এই দারুণ বিপদ্‌কালে যে আমার সাহায্য করিবে না, সে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও তাহাকে লইয়া আমি কি করিব? ২১

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসসকল অতি সত্বর কুম্ভকর্ণের আবাসে গমন করিল।২২

সেই রক্তমাংসভোজনকারী রাক্ষসসকল রাবণের আদেশ পাইয়া গন্ধ, মাল্য ও বহু আহার্য্য সামগ্রী লইয়া সহসা কুম্ভকর্ণের নিকট যাইল।২৩

পুষ্পগন্ধপ্রবাহিণী, যোজন আয়তা কুম্ভকর্ণের সেই গুহায় প্রবেশ করিবামাত্র মহাবল রাক্ষসসকল কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসবেগে পশ্চাৎপদ হইল। পুনরায় অতি কষ্টে বিশেষ যত্নসহকারে গুহায় প্রবেশ করিল।২৪-২৫

যাহার তলদেশ (চাতাল বা মেঝে) স্বর্ণ ও রত্নে ভূষিত, সেই রমণীয় গুহায় প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ নিশাচরগণ ভীষণ পরাক্রমশালী শয়িত কুম্ভকর্ণকে দেখিল।২৬

মহানিদ্রাকারী কুম্ভকর্ণ বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় বিবশ হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিল।২৭

ঊর্দ্ধরোমাবলী-পূর্ণশরীর নিশ্বাসত্যাগকারী মহা-সর্পের ন্যায় নিশ্বাসের দ্বারা লোকসকলকে ভ্রমণ করাইয়া ভয়ানক পরাক্রমশালী শায়িত।২৮

তাহার নাসিকার ছিদ্রদ্বার ভয়ানক, পাতাল-সদৃশ বিশাল বদন। শয্যায় তাহার সমস্ত শরীর ন্যস্ত এবং তাহা মেদ-শোণিত গন্ধযুক্ত।২৯

স্বর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত শরীর সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ কিরীটশোভিত শত্রুসূদন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে সেই রাক্ষস সকল দেখিল।৩০

অনন্তর সেই বিশালকায় রাক্ষসবৃন্দ কুম্ভকর্ণের অগ্রে অতিশয় তৃপ্তিজনক মেরুপর্ব্বতের ন্যায় বিপুল প্রাণিগণের রাশি স্তূপীকৃত করিল।৩১

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ তথায় মৃগ, মহিষ, বরাহ সকল রাখিল ও অদ্ভুত অন্নের স্তূপ করিল।৩২

অনন্তর দেবশত্রুগণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে রক্ত কলস-সকল ও বিবিধ মাংস রাখিল।৩৩

অনন্তর তাহারা শত্রুসন্তাপদায়ী কুম্ভকর্ণের শরীরে বহুমূল্য চন্দন লেপন, দিব্য সুগন্ধ পুষ্প মাল্যের দ্বারা আশ্বাস প্রদান, ধূপ গন্ধের দ্বারা ধূপিত ও রিপুনাশন

সশঙ্খ-ভেরী-পণবপ্রণাদং
সাস্ফোটিত-ক্ষ্বেলিত-সিংহনাদম্।
দিশো দ্রবন্তস্ত্রিদিবং কিরন্তঃ
শ্রুত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥৩৮
যদা ভৃশং তৈর্নিনদৈর্মহাত্মা
ন কুম্ভকর্ণো বুবুধে প্রসুপ্তঃ।
ততো ভুশুণ্ডীর্মুসলানি সর্বে
রক্ষোগণাস্তে জগৃহুর্গদাশ্চ ॥৩৯
তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুসলৈর্গদাভি-
র্বক্ষঃস্থলে মুদ্গরমুষ্টিভিশ্চ।
সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং
রক্ষাংস্যুদগ্রাণি তদা নিজঘ্নুঃ ॥৪০
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
রাক্ষসাঃ কুম্ভকর্ণস্য স্থাতুং শেকুর্ন চাগ্রতঃ ॥৪১

ততঃ পরিহিতা গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
মৃদঙ্গ-পণবান্ ভেরীঃ শঙ্খ-কুম্ভগণাংস্তথা ॥৪২
দশ রাক্ষসসাহস্রং যুগপৎ পর্য্যবারয়ং।
নীলাঞ্জনচয়াকারং তে তু তং প্রত্যবোধয়ন্ ॥৪৩
অভিঘ্নন্তো নদন্তশ্চ ন চ সম্বুবুধে তদা।
যদা চৈনং ন শেকুস্তে প্রতিবোধয়িতুং তদা ॥৪৪
ততো গুরুতরং যত্নং দারুণং সমুপাক্রমন্।
অশ্বানুষ্ট্রান্ খরান্ নাগাঞ্জঘ্নুর্দণ্ডকশাঙ্কুশৈঃ ॥৪৫
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গাংশ্চ সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্।
নিজঘ্নুশ্চাস্য গাত্রাণি মহাকাষ্ঠকটঙ্করৈঃ ॥৪৬
মুদ্গরৈর্মুসলৈশ্চাপি সর্বপ্রাণসমুদ্যতৈঃ।
তেন নাদেন মহতা লঙ্কা সর্বা প্রপূরিতা।
সপর্বতবনা সর্বা সোঽপি নৈব প্রবুধ্যতে ॥৪৭

বীরের স্তব করত তত্রস্থ রাক্ষসগণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল।৩৪-৩৫

ইহাদ্বারাও যখন কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন ক্রোধভরে রাক্ষসগণ চন্দ্রের তুল্য শ্বেতবর্ণ বহু শঙ্খ বাদিত করিল এবং যুগপদ ঘোরতর ধ্বনিতে গর্জ্জন করিতে লাগিল।৩৬

সেই রাক্ষসগণ গর্জ্জন, আস্ফালন করিতে লাগিল এবং কুম্ভকর্ণের বিভিন্ন অঙ্গকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহারা কুম্ভকর্ণের জাগরণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।৩৭

শঙ্খ-ভেরী-পণবের শব্দে আস্ফোটন, গর্জ্জন ও সিংহনাদ শ্রবণে পক্ষিগণ দিকে দিকে পলায়ন করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, উড়িতে উড়িতে তাহারা নিপতিত হইল।৩৮

যখন ঐ ভীষণ কোলাহলেও নিদ্রিত বিরাট্‌শরীর কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন সমস্ত রাক্ষস হস্তে মুসল, ভুশুণ্ডী ও গদা গ্রহণ করিল।৩৯

ভূতলে সুখে নিদ্রিত সেই কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে ভীষণ রাক্ষসসকল পর্ব্বতশিখর, মুসল, গদা, মুদ্গর ও মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল।৪০

কিন্তু সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসপবনের দ্বারা চালিত হইয়া রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।৪১

অনন্তর ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষসগণ দৃঢ়ভাবে কটিবন্ধন করত কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলপর্ব্বতের ন্যায় আকার সেই কুম্ভকর্ণকে দশসহস্র রাক্ষস সমকালে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং দুন্দুভিসকল বাদিত করিয়া জাগরিত করিতে চেষ্টা করিল।৪২-৪৩

এইরূপ তাহারা বাদ্যবদন ও গর্জ্জন করিতে থাকিলেও কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না। যখন ইহাকে জাগরিত করিতে অসমর্থ হইল, তখন গুরুতর ভয়ানক যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও হস্তিগণকে দণ্ডকশা এবং অঙ্কুশ প্রহারের দ্বারা তাহার উপর চালিত করিল ও প্রাণপণে ভেরী, মৃদঙ্গ এবং শঙ্খ বাজাইতে লাগিল আর প্রকাণ্ড কণ্টকযুক্ত কাষ্ঠ, মুদ্গর, মুসলের দ্বারা সমস্ত শক্তি

ততো ভেরীসহস্রস্তু যুগপৎ সমহন্যত।
মৃষ্টকাঞ্চনকোণানামসক্তানাং সমন্ততঃ ॥৪৮
এবমপ্যতিনিদ্রস্তু যদা নৈব প্রবুধ্যতে।
শাপস্য বশমাপন্নস্ততঃ ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ ॥৪৯
ততঃ কোপসমাবিষ্টাঃ সর্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
তদ্ রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রুরন্যে পরাক্রমম্ ॥৫০
অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশানন্যে প্রলুলুপুঃ কর্ণানন্যে দশন্তি চ ॥৫১
উদকুম্ভশতানন্যে সমসিঞ্চন্ত কর্ণয়োঃ।
ন কুম্ভকর্ণঃ পস্পন্দে মহানিদ্রাবশং গতঃ ॥৫২
অন্যে চ বলিনস্তস্য কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
মূর্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু পাতয়ন্ কূটমুদ্গরান্ ॥৫৩
রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্বশঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ ॥৫৪

একত্রিত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে পর্ব্বত ও বনের সহিত সমস্ত লঙ্কা প্রপূরিত হইল, তথাপি কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না।৪৪-৪৭

অনন্তর কথিত কাঞ্চননির্ম্মিত দণ্ডের দ্বারা চতুর্দ্দিকে সহস্র ভেরীতে যুগপৎ আঘাত করিতে লাগিল।৪৮

এইরূপ প্রযত্ন সত্ত্বেও শাপবশীভূত অতিশয় নিদ্রিত রাক্ষসকে যখন প্রবুদ্ধ করিতে পারিল না, তখন রাক্ষসগণ রুষ্ট হইল।৪৯

অনন্তর ক্রোধপরায়ণ ভীষণ পরাক্রমশালী হিংস্র সমস্ত রাক্ষস সেই রাক্ষসকে জাগাইতে চেষ্টিত হইল। অপর কতকগুলি রাক্ষস পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল।৫০

কেহ সজোরে ভেরী বাজাইল, কেহ মহাচীৎকার করিতে লাগিল, কতকগুলি কুম্ভকর্ণের কেশ আকর্ষণ, আর কেহ কেহ দন্তের দ্বারা কর্ণে দংশন করিতে লাগিল।৫১

কতকগুলি রাক্ষস তাহার কর্ণদ্বয়ে শত কলস জল সিঞ্চন করিল কিন্তু গাঢ়নিদ্রাবশীভূত কুম্ভকর্ণ স্পন্দিতও হইল না।৫২

বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্।
কুম্ভকর্ণস্তদা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যত ॥৫৫
স পাত্যমানৈর্গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈ-
রচিন্তয়ংস্তান্ বিপুলান্ প্রহারান্।
নিদ্রাক্ষয়াৎ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতশ্চ
বিজৃম্ভমাণঃ সহসোৎপপাত ॥৫৬
স নাগভোগাচলশৃঙ্গকল্পৌ
বিক্ষিপ্য বাহূ জিতবজ্রসারৌ।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভং
নিশাচরোঽসৌ বিকৃতং জজৃম্ভে ॥৫৭
তস্য জাজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্।
দদৃশে মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর ইবোদিতঃ ॥৫৮
স জৃম্ভমাণোঽতিবলঃ প্রবুদ্ধস্তু নিশাচরঃ।
নিঃশ্বাসশ্চাস্য সংজজ্ঞে পর্বতাদিব মারুতঃ ॥৫৯

অপর কতকগুলি বলবান্ কণ্টকাকীর্ণ-মুদ্গরহস্ত রাক্ষস কুম্ভকর্ণের মস্তকে, বক্ষে ও সর্ব্বাঙ্গে সেই কণ্টকাকীর্ণ মুদ্গর সকল আঘাত করিতে লাগিল।৫৩

অনন্তর রজ্জুবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ শতঘ্নী অস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রহৃত সেই মহাকায় রাক্ষস জাগরিত হইল না।৫৪

অতঃপর তাহার শরীরে সহস্র হস্তী প্রধাবিত করা হইল, তখন কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া কিছু স্পর্শসুখ অনুভব করিল।৫৫

যদিও তাহার উপরে পর্ব্বতশিখর এবং বৃক্ষসকল পাতিত করা হইয়াছিল, তথাপি সেই ভীষণ প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া হস্তিস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হেতু ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইল।৫৬

নাগের শরীর এবং পর্ব্বতশিখর-সদৃশ, বজ্রশক্তি পরাজয়কারী বাহুদ্বয় বিক্ষেপ করিয়া বড়বানলের ন্যায় বদন বিস্তৃত করিয়া এই রাক্ষস ভীষণ বিকৃতজৃম্ভণ করিল।৫৭

রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্ বভৌ।
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ ॥৬০
তস্য দীপ্তাগ্নিসদৃশে বিদ্যুৎসদৃশবর্চসী।
দদৃশাতে মহানেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ ॥৬১
ততস্ত্বদর্শয়ন্ সর্বান্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব বভক্ষ স মহাবলঃ ॥৬২
আদদ্ বুভুক্ষিতো মাংসং শোণিতং তৃষিতোঽপিবৎ।
মেদঃ কুম্ভাংশ্চ মদ্যাংশ্চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা ॥৬৩
ততস্তৃপ্ত ইতি জ্ঞাত্বা সমুৎপেতুর্নিশাচরাঃ।
শিরোভিশ্চ প্রণম্যৈনং সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৬৪
নিদ্রাবিশদনেত্রস্তু কলুষীকৃতলোচনঃ।
চারয়ন্ সর্বতো দৃষ্টিং তান্ দদর্শ নিশাচরান্ ॥৬৫
স সর্বান্ সান্ত্বয়ামাস নৈর্ঋতান্ নৈর্ঋতর্ষভঃ।
বোধনাদ্বিস্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥৬৬
কিমর্থমহমাদৃত্য ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বা নেহ কিঞ্চন ॥৬৭
অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্।
যদর্থমেবং ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥৬৮
অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্।
দারয়িষ্যে মহেন্দ্রং বা শীতয়িষ্যে তথানলম্ ॥৬৯
নহ্যল্পকারণে সুপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্।
তদাখ্যাতার্থতত্ত্বেন মৎপ্রবোধনকারণম্ ॥৭০
এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্।
যূপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥৭১
ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ ভয়মস্তি কদাচন।
মানুষান্নো ভয়ং রাজংস্তুমুলং সম্প্রবাধতে ॥৭২
ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি হি নঃ ক্বচিৎ।
যাদৃশং মানুষং রাজন্ ভয়মস্মানুপস্থিতম্ ॥৭৩

জৃম্ভমান কুম্ভকর্ণের পাতাল-সদৃশ মুখ মেরুপর্ব্বত-শিখর উপরে উদিত আদিত্যতুল্য দেখাইতে লাগিল।৫৮

সেই জৃম্ভমাণ অতি বলবান্ রাক্ষস জাগরিত হইলে পর্ব্বত হইতে যেমন পবন প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ ইহার নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল।৫৯

নিদ্রা হইতে জাগরিত সেই কুম্ভকর্ণের রূপ প্রলয়কালে সর্ব্বভূত সংহারকারী কালের ন্যায় প্রতিভাত হইল।৬০

তাহার প্রজ্বলিত অনলতুল্য বিদ্যুৎ-সদৃশ মহানেত্রদ্বয় তেজোময় মহাগ্রহযুগলের ন্যায় দেখাইতেছিল।৬১

অনন্তর রাক্ষসগণ তত্রস্থ অনেক প্রকার ভক্ষ্য বরাহ ও মহিষ দেখাইল, তখন সেই মহাশক্তিসম্পন্ন সেগুলি ভোজন করিতে লাগিল।৬২

ক্ষুধিত, ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ মাংসভোজন এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করিল, মেদকলসসকল এবং প্রচুর মদ্য পান করিল।৬৩

তাহাকে তৃপ্ত জানিয়া রাক্ষসগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিল।৬৪

নিদ্রাবিশদনেত্র কিঞ্চিৎ মলিন নয়ন কুম্ভকর্ণ সকল দিকে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সেই নিশাচরগণকে দেখিল।৬৫

নিশাচরশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ সেইসব রাক্ষসগণকে সান্ত্বনা-দান করিল, তাহাকে প্রবুদ্ধ করণের জন্য বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিল।৬৬

তোমরা আমাকে প্রহার করিয়া কেন জাগরিত করিয়াছ? রাক্ষসরাজ কুশলে আছেন তো! এখানে কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই তো? ৬৭

অথবা নিশ্চয়ই এখানে অন্য হইতে মহদ্ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্য তোমরা সত্বর আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছ।৬৮

আজ আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভয় নির্মূল, মহেন্দ্রকে বিদারিত বা অনলকে শীতল করিব।৬৯

আমার মত নিদ্রিত ব্যক্তিকে তোমরা অল্পকারণে জাগরিত কর নাই, তোমরা যথার্থভাবে আমাকে জাগরিত করিবার কারণ বল।৭০

বানরৈঃ পর্বতাকারৈর্লঙ্কেয়ং পরিবারিতা।
সীতাহরণসন্তপ্তাদ্ রামান্নস্তুমুলং ভয়ম্ ॥৭৪
একেন বানরেণেয়ং পূর্বং দগ্ধা মহাপুরী।
কুমারো নিহতশ্চাক্ষঃ সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥৭৫
স্বয়ং রক্ষোধিপশ্চাপি পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।
ব্রজেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিত্যবর্চসা ॥৭৬
যন্ন দেবৈঃ কৃতো রাজা নাপি দৈত্যৈর্ন দানবৈঃ।
কৃতঃ স ইহ রামেণ বিমুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ ॥৭৭
স যূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্যুধি পরাভবম্।
কুম্ভকর্ণো বিবৃত্তাক্ষো যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ ॥৭৮
সর্বমদ্যৈব যূপাক্ষ হরিসৈন্যং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবঞ্চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্ ॥৭৯
রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ।
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্ ॥৮০
ততস্তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
সগর্বিতং রোষবিবৃদ্ধদোষম্।
মহোদরো নৈর্ঋতযোধমুখ্যঃ
কৃতাঞ্জলির্বাক্যমিদং বভাষে ॥৮১
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা গুণ-দোষৌ বিমৃশ্য চ।
পশ্চাদপি মহাবাহো শত্রূন্ যুধি বিজেষ্যসি ॥৮২
মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ ॥৮৩
সুপ্তমুত্থাপ্য ভীমাক্ষং ভীমরূপপরাক্রমম্।
রাক্ষসাস্ত্বরিতা জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্ ॥৮৪

শত্রুসূদন কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এই কথা বলিলে রাবণের মন্ত্রী যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।৭১

রাজন্! আমাদের কখনও দেবতাকৃত ভয় কিছুমাত্র নাই এই সময় এক মানুষ হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া বাধিত করিতেছে।৭২

রাজন্! দৈত্য অথবা দানব হইতে আমাদের কখনও এই রূপ ভয় হয় নাই, যেরূপ এক ভীতি মানুষ হইতে উপস্থিত হইয়াছে।৭৩

পর্ব্বতাকার বানরসকল লঙ্কাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। সীতাহরণ সন্তপ্ত রাম হইতে ঘোরতর ভয় সঞ্জাত হইয়াছে।৭৪

পূর্ব্বে একটি বানর দ্বারা লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইয়াছিল হস্তী এবং সঙ্গী সহ রাজকুমার অক্ষরাজ বিনষ্ট হইয়াছে।৭৫

সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শ্রীরাম সুরকণ্টক পুলস্ত্যকুল তনয় সাক্ষাৎ রাক্ষসরাজ রাবণকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লঙ্কায় যাও বলিয়া মুক্ত করিয়াছে।৭৬

যাহা সুরগণ দৈত্যসমূহ অথবা সমস্ত দানবও করিতে সমর্থ হয় নাই, অধুনা রাম কর্তৃক তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে; প্রাণসঙ্কট হইতে বিমুক্ত করিয়াছে।৭৭

যুদ্ধে ভ্রাতার পরাজয়সূচক যূপাক্ষের কথা শুনিয়া সেই কুম্ভকর্ণ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া যূপাক্ষকে এই কথা বলিল।৭৮

যূপাক্ষ! অদ্যই আমি বানর সেনা ও রাঘব-লক্ষ্মণের সহিত রামকে পরাজিত করিয়া তারপর রাবণকে দেখিব।৭৯

আমি অদ্য বানরগণের মাংস ও রক্তের দ্বারা রাক্ষস-সমূহকে সন্তৃপ্ত এবং স্বয়ং আমি রাম-লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।৮০

কুম্ভকর্ণের অতি ক্রোধজনিত দোষদুষ্ট অহঙ্কারপূর্ণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস যোদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিল।৮১

মহাবাহো! প্রথমে রাবণের কথা শুনিয়া গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক শত্রুসমূহকে জয় করিবেন।৮২

মহোদরের কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ পরিবেষ্টিত মহাবল মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ প্রস্থান করিল।৮৩

ভীষণনয়ন, ভয়ঙ্করদর্শন, পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণকে উত্থাপিত করিয়া রাক্ষসগণ রাবণের ভবনে গমন করিল।৮৪

তেঽভিগম্য দশগ্রীবমাসীনং পরমাসনে।
ঊচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব এব নিশাচরাঃ ॥৮৫
কুম্ভকর্ণঃ প্রবুদ্ধোঽসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসেশ্বরঃ।
কথং তত্রৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যসে তমিহাগতম্ ॥৮৬
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপস্থিতান্।
দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ঞ্চ পূজ্যতাম্ ॥৮৭
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে পুনরাগম্য রাক্ষসাঃ।
কুম্ভকর্ণমিদং বাক্যমূচূ রাবণচোদিতাঃ ॥৮৮
দ্রষ্টুং ত্বাং কাঙ্ক্ষতে রাজা সর্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ।
গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধির্ভ্রাতরং সম্প্রহর্ষয় ॥৮৯
কুম্ভকর্ণস্তু দুর্ধর্ষো ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।
তথেত্যুক্ত্বা মহাবীর্য্যঃ শয়নাদুৎপপাত হ ॥৯০
প্রক্ষাল্য বদনং হৃষ্টঃ স্নাতঃ পরমহর্ষিতঃ।
পিপাসুস্ত্বরয়ামাস পানং বলসমীরণম্ ॥৯১

উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দশাননের নিকট যাইয়া সেই সমস্ত কথা রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।৮৫

নিশাচররাজ কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। তিনি কি সেইখান হইতেই যুদ্ধে গমন করিবেন অথবা এখানে আসিয়া আপনাকে দেখিবেন।৮৬

আনন্দিত রাবণ সেই উপস্থিত রাক্ষসগণকে বলিল,—আমি কুম্ভকর্ণকে এখানে দেখিতে ও পূজা করিতে ইচ্ছা করি। তখন 'যথা আজ্ঞা' এইরূপ বলিয়া রাক্ষসসকল পুনরাগমন করত রাবণ কথিত এই কথা কুম্ভকর্ণকে বলিল।৮৭-৮৮

বিভো! সমস্ত নিশাচরপ্রধান মহারাজ রাবণ আপনাকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, অতএব আপনি তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করুন ও ভ্রাতাকে পরমানন্দিত করিতে আজ্ঞা হউক।৮৯

ভ্রাতার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাবল দুর্জ্জয় বীর কুম্ভকর্ণ 'উত্তম' এইকথা বলিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল।৯০

নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরমানন্দে স্নান করত পান করিবার ইচ্ছায় বলবর্দ্ধক পানীয় আনিবার জন্য আদেশ দান করিল।৯১

ততস্তে ত্বরিতাস্তত্র রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া।
মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রমেবোপহারয়ন্ ॥৯২
পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ ॥৯৩
কুম্ভকর্ণো বভৌ রুষ্টঃ কালান্তকযমোপমঃ।
ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোবলসমন্বিতঃ ॥
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥৯৪
স রাজমার্গং বপুষা প্রকাশয়ন্
সহস্ররশ্মির্ধরণীমিবাংশুভিঃ।
জগাম তত্রাঞ্জলিমালয়া বৃতঃ
শতক্রতুর্গেহমিব স্বয়ম্ভুবঃ ॥৯৫
তং রাজমার্গস্থমমিত্রঘাতিনং
বনৌকসস্তে সহসা বহিঃস্থিতাঃ।

তখন রাবণের অনুমতি অনুসারে সেই ত্বরিত রাক্ষসবৃন্দ বিবিধ মদ্য এবং ভক্ষ্যসকল অতি সত্বর উপহার প্রদান করিল।৯২

দুইসহস্র কলস মদ্য পান করিয়া ঈষৎ উত্তেজিত, মত্ত এবং তেজোবলসম্পন্ন কুম্ভকর্ণ গমন করিবার জন্য উপক্রম করিল।৯৩

রাক্ষসসৈন্য সমন্বিত ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আলয়ে গমন সময়ে প্রলয়কালে যমের ন্যায় দৃষ্ট হইল, কুম্ভকর্ণ পদক্ষেপে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিতেছিল।৯৪

যেমন সহস্র রশ্মি আদিত্যদেব নিজের কিরণসমূহ দ্বারা ধরণীকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই কুম্ভকর্ণ আপনার তেজোময় দেহের দ্বারা রাজপথ আলোকিত করিয়া সুরপতি ইন্দ্রের ব্রহ্মার ভবনে গমনের ন্যায় ভ্রাতৃগৃহে যুক্তকরে গমন করিলেন।৯৫

শক্র সংহারক পর্ব্বতশিখরকল্প (সদৃশ) বিরাট শরীর রাজপথস্থিত কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া নগরের বহিঃস্থ সেই

দৃষ্ট্বা প্রমেয়ং গিরিশৃঙ্গকল্পম্
বিতত্রসুস্তে সহ যূথপালৈঃ ॥৯৬
কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামম্
ব্রজন্তি কেচিদ্ ব্যথিতাঃ পতন্তি।
কেচিদ্ দিশশ্চ ব্যথিতাঃ পতন্তি
কেচিদ্ ভয়ার্তা ভুবি শেরতে স্ম ॥৯৭

তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং
স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাত্মতেজসা।
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবৃদ্ধমদ্ভুতম্
ভয়ার্দ্দিতা দুদ্রুবিরে যতস্ততঃ ॥৯৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বানরবৃন্দ সহসা যূথপালগণসহ বিত্রস্ত হইল (অতিশয় ভীত হইল)।৯৬

তাহার মধ্যে কোন কোন বানর শরণাগতপালক শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিল, কেহ কেহ ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, আর কতকগুলি দশদিকে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল, কেহ কেহ ভয়ে ভূতলশায়ী হইল। সেই পর্ব্বতশিখরসদৃশ কিরীটধারী আপনার তেজের দ্বারা সূর্য্যকে যেন স্পর্শ করিয়াছে—এরূপ অতিবিশালশরীর অদ্ভুত রাক্ষসকে দেখিয়া বনবাসী বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।৯৭-৯৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিভীষণেন শ্রীরাম-সমীপে কুম্ভকর্ণস্য পরিচয়দানম্, ততঃ শ্রীরামস্যাদেশেন লঙ্কাদ্বারোপরি আরোহণঞ্চ।]

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
কিরীটিনং মহাকায়ং কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ ॥১
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং পর্বতাকারদর্শনম্।
ক্রমমাণমিবাকাশং পুরা নারায়ণং যথা ॥২
স তোয়াম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্।
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রদুদ্রাব বানরাণাং মহাচমূঃ ॥৩

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানঞ্চ রাক্ষসম্।
সবিস্মিতমিদং রামো বিভীষণমুবাচ হ ॥৪
কোঽসৌ পর্বতসঙ্কাশ কিরীটী হরিলোচনঃ।
লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥৫
পৃথিব্যাং কেতুভূতোঽসৌ মহানেকোঽত্র দৃশ্যতে।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥৬

৬শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীকাশীরামাশ্রম, ২৬শে পৌষ।]

একষষ্টিতম সর্গ

[বিভীষণের শ্রীরামের নিকট কুম্ভকর্ণের পরিচয়দান এবং শ্রীরামের আজ্ঞায় লঙ্কার দ্বারের উপর আরোহণ।]

অনন্তর শক্তিমান্ অতিশয় তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক কিরীটধারী বিশালদেহ কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন।১

পর্ব্বতাকারের ন্যায় দর্শনীয়, পূর্ব্বে যেমন ভগবান্নারায়ণ আকাশে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পদক্ষেপকারী, সজল মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও সুবর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণের মহাসেনা পুনরায় বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। স্বীয় সেনাকে পলায়িত এবং রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে বর্দ্ধিত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সবিস্ময়ে বিভীষণকে এইকথা বলিলেন।২-৪

আচক্ষ্ব সুমহান্ কোঽসৌ রক্ষো বা যদি বাসুরঃ।
ন ময়ৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্ব্বং কদাচন ॥৭

সম্পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥৮

যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ।
সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুম্ভকর্ণঃ প্রতাপবান্ ॥
অস্য প্রমাণসদৃশো রাক্ষসোঽন্যো ন বিদ্যতে ॥৯

এতেন দেবা যুধি দানবাশ্চ
যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ।
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাশ্চ
সহস্রশো রাঘব সম্প্রভগ্নাঃ ॥১০

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ ॥১১

প্রকৃত্যা হ্যেষ তেজস্বী কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
অন্যেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্ ॥১২

বালেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্তেন মহাত্মনা।
ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহূন্যপি ॥১৩

তেষু সম্ভক্ষ্যমাণেষু প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ।
যান্তি স্ম শরণং শক্রং তমপ্যর্থং ন্যবেদয়ম্ ॥১৪

স কুম্ভকর্ণং কুপিতো মহেন্দ্রো
জঘান বজ্রেণ শিতেন বজ্রী।
স শক্রবজ্রাভিহতো মহাত্মা
চচাল কোপাচ্চ ভৃশং ননাদ ॥১৫

তস্য নানদ্যমানস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
শ্রুত্বা নিনাদং বিত্রস্তাঃ প্রজা ভূয়ো বিতত্রসুঃ ॥১৬

ততঃ ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
নিষ্কৃষ্যৈরাবতাদ্ দন্তং জঘানোরসি বাসবম্ ॥১৭

লঙ্কাপুরীতে পর্ব্বতসদৃশ বিরাটশরীর, মুকুটধারী, পিঙ্গলনয়ন ও বিদ্যুৎবিজড়িত মেঘের ন্যায় কোন বীর দৃষ্টিগোচর হইতেছে।৫

যে ধরণীতলে একমাত্র মহান্ কেতুর ন্যায় নয়ন গোচর হইতেছে, যাহাকে দেখিয়া সমস্ত বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে।৬

সখে! বল এই সুমহান্ পুরুষ কে? রাক্ষস অথবা অসুরে আমি এরকম প্রাণী দেখি নাই।৭

যিনি মহান্ কর্ম্ম করিয়াও কখন ক্লান্ত হন না, সেই রাজপুত্র রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিভীষণ কাকুৎস্থ রামকে এইপ্রকার বলিলেন।৮

যিনি সমরে আদিত্য এবং দেবেন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছেন, ইনি সেই বিশ্রবার পুত্র মহাপ্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। ইঁহার ন্যায় বিরাটশরীর অন্য রাক্ষস আর কেহ নাই। রঘুনাথ! ইঁহাদ্বারা রণাঙ্গনে দানব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সহস্রবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।৯-১০

শূলপাণি, বিরূপাক্ষ ও মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণকে হনন করিতে অমরবৃন্দ সমর্থ হন না। ইনি স্বয়ং কাল—এই মনে করিয়া বিমোহিত হন।১১

কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃই এইরূপ তেজস্বী মহাবলশালী অন্য রাক্ষসপতিগণের যে বল তাহা বরদান প্রাপ্ত।১২

এই বিরাটকায় রাক্ষস জন্মগ্রহণমাত্র বাল্যাবস্থায় ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া বহুসহস্র প্রজাগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল।১৩

সেইরূপ প্রজাগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে ভয়-নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল।১৪

ক্রুদ্ধ বজ্রধারী দেবেন্দ্র নিশিত বজ্রের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। সেই বিশালদেহ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া বিচলিত হইল এবং ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিল।১৫

[শ্রীকাশীরামাশ্রম, ২৭শে পৌষ, ভোর।]

পুনঃ পুনঃ সিংহনাদকারী সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শুনিয়া বিত্রস্ত প্রজাসকল অতিশয় ভীত হইল।১৬

কুম্ভকর্ণপ্রহারার্তো বিজজ্বাল স বাসবঃ।
ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষি-দানবাঃ ॥১৮
প্রজাভিঃ সহ শক্রশ্চ যযৌ স্থানং স্বয়ম্ভুবঃ।
কুম্ভকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংসুস্তে প্রজাপতেঃ ॥১৯
প্রজানাং ভক্ষণঞ্চাপি দেবানাঞ্চাপি ধর্ষণম্। (ক)
আশ্রমধ্বংসনঞ্চাপি পরস্ত্রীহরণং ভৃশম্ ॥২০
এবং যদি প্রজাস্ত্বেষ ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ।
অচিরেণৈব কালেন শূন্যো লোকো ভবিষ্যতি ॥২১
বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
রক্ষাংস্যাবাহয়ামাস কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ ॥২২
কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব বিতত্রাস প্রজাপতিঃ।
কুম্ভকর্ণমথাশ্বস্তঃ স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ ॥২৩
ধ্রুবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নির্মিতঃ।
তস্মাৎ ত্বমদ্যপ্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে ॥২৪
ব্রহ্মশাপাভিভূতোঽথ নিপপাতাগ্রতঃ প্রভোঃ।
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥২৫
প্রবৃদ্ধঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃত্যতে।
ন নপ্তারং স্বকং ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে ॥২৬
ন মিথ্যাবচনশ্চ ত্বং স্বপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
কালস্তু ক্রিয়তামস্য শয়নে জাগরে তথা ॥২৭
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ।
শয়িতা হ্যেষ ষণ্মাসমেকাহং জাগরিষ্যতি ॥২৮
একেনাহ্না ত্বসৌ বীরশ্চরন্ ভূমিং বুভুক্ষিতঃ।
ব্যাত্তাস্যো ভক্ষয়েল্লোকান্ সংবৃদ্ধ ইব পাবকঃ ॥২৯
সোঽসৌ ব্যসনমাপন্নঃ কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ।
ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ ॥৩০
স এষ নির্গতো বীরঃ শিবিরাদ্ ভীমবিক্রমঃ।
বানরান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ পরিধাবতি ॥৩১

অনন্তর মহাশক্তিমান্ ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সুরেন্দ্রের ঐরাবত গজের দন্ত উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করিল।১৭

কুম্ভকর্ণের প্রহারের দ্বারা পীড়িত দেবেন্দ্র অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিলেন। অন্তঃপর দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও দানবগণ সহসা বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন।১৮

অনন্তর প্রজাগণের সহিত ইন্দ্র ব্রহ্মার ধামে গমন করিলেন এবং তথায় যাইয়া তাঁহারা কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্য প্রজাপতির নিকট বলিলেন।১৯

প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবতাগণের পীড়ন, ঋষিগণের আশ্রমনাশ ও পুনঃ পুনঃ পরস্ত্রীহরণ—এইসব বিষয় নিবেদন করিলেন।২০

(ইন্দ্র বলিলেন—দেব!) যদি এই কুম্ভকর্ণ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে ভোজন করে, তবে অচিরকালের মধ্যে ত্রিলোকশূন্য হইবে। ইন্দ্রের কথা শুনিয়া সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসগণকে আহ্বান করিলেন ও কুম্ভকর্ণকে দেখিলেন।২১-২২

পাঠান্তর :—(ক)—ধর্ষণঞ্চ দিবৌকসাম্।

কুম্ভকর্ণকে দেখিবামাত্রই প্রজাপতি অত্যন্ত ভীত হইলেন। তারপর ব্রহ্মা আশ্বস্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে বলিলেন।২৩

কুম্ভকর্ণ! নিশ্চয়ই ত্রিলোকবিনাশ করিবার জন্য বিশ্বশ্রবা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেইহেতু তুমি আজ হইতে মৃতকল্প হইয়া শায়িত থাকিবে।২৪

তারপর কুম্ভকর্ণ প্রভু ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া প্রজাপতির সম্মুখে নিপতিত হইল, অনন্তর অতিশয় বিচলিত রাবণ তাঁহাকে বলিল।২৫

প্রজাপতি! আপনার দ্বারা বর্দ্ধিত সুবর্ণবৃক্ষ ফল-প্রদানকালে তাহাকে ছেদন করিবেন না, আপনার প্রপৌত্রকে এরূপ শাপপ্রদান উচিত নয়।২৬

আপনার কথা মিথ্যা হইতে পারে না, নিশ্চয়ই এ নিদ্রিত থাকিবে, তবে ইহার নিদ্রা এবং জাগরণের সময় করুন। রাবণের কথা শুনিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইকথা বলিলেন যে, কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকিবে ও একদিন জাগ্রত হইবে।২৭-২৮

একদিনই এই বীর ক্ষুধিত হইয়া ধরাতলে বিচরণ

কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব হরয়োঽদ্য প্রদুদ্রুবুঃ।
কথমেনং রণে ক্রুদ্ধং বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ ॥৩২
উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্ব্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্।
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ ॥৩৩
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ স্বমুখোদ্গতম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং নীলং সেনাপতিং তদা ॥৩৪
গচ্ছ সৈন্যানি সর্ব্বাণি ব্যূহ্য তিষ্ঠস্ব পাবকে।
দ্বারাণ্যাদায় লঙ্কায়াশ্চর্য্যাশ্চাপ্যথ সংক্রমান্ ॥৩৫
শৈলশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ শিলাশ্চাপ্যুপসংহরন্।
ভবন্তঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে বানরাঃ শৈলপাণয়ঃ ॥৩৬
রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলো হরিচমূপতিঃ।
শশাস বানরানীকং যথাবৎ কপিকুঞ্জরঃ ॥৩৭

ততো গবাক্ষঃ শরভো হনুমানঙ্গদস্তথা।
শৈলশৃঙ্গাণি শৈলাভা গৃহীত্বা দ্বারমভ্যয়ুঃ ॥৩৮

রামবাক্যমুপশ্রুত্য হরয়ো জিতকাশিনঃ।
পাদপৈরর্দ্দয়ন্ বীরা বানরাঃ পরবাহিনীম্ ॥৩৯

ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
ররাজ শৈলোদ্যতবৃক্ষহস্তম্।
গিরেঃ সমীপানুগতং যথৈব
মহন্মহাম্ভোধরজালমুগ্রম্ ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিতে প্রজ্বলিত অনলের সদৃশ মুখব্যাদন করিয়া লোকসমূহকে ভক্ষণ করিবে।২৯

এই বিপদাপন্ন অবস্থায় ও আপনার পরাক্রমে ভীত রাজা রাবণ সম্প্রতি কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করাইয়াছেন।৩০

এই ভীষণপরাক্রমশালী বীর স্বীয় শিবির হইতে নির্গত ও অতিশয় রুষ্ট হইয়া বানরগণকে নিহত করত চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে।৩১

যখন কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই বানরগণ পলায়ন করিতেছে, তখন সমরাঙ্গণে রুষ্ট তাহাকে বানরগণ কি প্রকারে নিবারণ করিবে? ৩২

সমস্ত বানরকে এইরূপ বলা হইল যে, (এ কোন রাক্ষস নয়) এ অতিউচ্চ যন্ত্রমাত্র—এইকথা বিদিত হইয়া বানরগণ নির্ভয়ই হইয়া যাইবে।৩৩

বিভীষণের স্বুন্দর বদন হইতে নির্গত এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ তখন সেনাপতি নীলকে বলিলেন।৩৪

অনলকুমার যাও, সমস্ত সেনাগণকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান কর এবং লঙ্কার দ্বারসকল ও রাজপথ-সমূহ অধিকার করিয়া অবস্থিত হও।৩৫

পর্ব্বতশিখর, বৃক্ষ এবং শিলা একত্রিত করত তুমি এবং সমস্ত বানর আয়ুধ ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া প্রস্তুত থাক। শ্রীরঘুনাথ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বানরসেনাপতি কপিশিরোমণি নীল বানরসেনাগণকে যথোচিত কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিল।৩৬-৩৭

তারপর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান্ এবং অঙ্গদ ও পর্ব্বতাকার বানরবৃন্দ শৈলশিখরসকল লইয়া লঙ্কার দ্বারাভিমুখে গমন করিল।৩৮

বিজয়োল্লাসে সুশোভিত বীরবানরবৃন্দ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া বৃক্ষের দ্বারা শত্রুসেনাকে পীড়িত করিতে লাগিল।৩৯

অনন্তর হস্তে পর্ব্বতশিখর ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বানরগণের সেই প্রচণ্ড সেনা পর্ব্বতসমীপে অনুগত অতিভীষণ মহামেঘসমূহসদৃশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণস্য রাবণভবনে প্রবেশঃ, রামাদ্ ভীতিমুল্লিখ্য শত্রুসৈন্যনাশায় রাবণস্য কুম্ভকর্ণায় প্রেরণাদানঞ্চ।]

স তু রাক্ষসশার্দূলো নিদ্রামদসমাকুলঃ।
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং যযৌ বিপুলবিক্রমঃ ॥১
রাক্ষসানাং সহস্রৈশ্চ বৃতঃ পরমদুর্জয়ঃ।
গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষেণ কীর্য্যমাণস্তদা যযৌ ॥২
স হেমজালবিততং ভানুভাস্বরদর্শনম্।
দদর্শ বিপুলং রম্যং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥৩
স তত্তদা সূর্য্য ইবাভ্রজালং
প্রবিশ্য রক্ষোধিপতের্নিবেশম্।
দদর্শ দূরেঽগ্রজমাসনস্থং
স্বয়ম্ভুবং শক্র ইবাসনস্থম্ ॥৪
ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোগণসমন্বিতঃ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥৫
সোঽভিগম্য গৃহং ভ্রাতুঃ কক্ষ্যামভিবিগাহ্য চ।
দদর্শোদ্বিগ্নমাসীনং বিমানে পুষ্পকে গুরুম্ ॥৬
অথ দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমুপস্থিতম্।
তূর্ণমুত্থায় সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ষমুপানয়ৎ ॥৭
অথাসীনস্য পর্য্যঙ্কে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
ভ্রাতুর্ববন্দে চরণৌ কিং কৃত্যমিতি চাব্রবীৎ ॥৮
উৎপত্য চৈনং মুদিতো রাবণঃ পরিষস্বজে।
স ভ্রাতা সম্পরিষ্বক্তো যথাবচ্চাভিনন্দিতঃ ॥৯
কুম্ভকর্ণঃ শুভং দিব্যং প্রতিপেদে বরাসনম্।
স তদাসনমাশ্রিত্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদ্ রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥১০
কিমর্থমহমাদৃত্য ত্বয়া রাজন্ প্রবোধিতঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীরামাশ্রম, বারাণসী, ২৭শে পৌষ।]

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[রাবণভবনে প্রবেশ ও রাবণের রাম হইতে ভয় এইকথা বলিয়া তাহাকে শত্রুসেনা বিনাশের জন্য প্রেরণা দান।]

মহাবিক্রমশালী রাক্ষসপ্রধান নিদ্রামদে সমাকুল সেই কুম্ভকর্ণ অতিশোভাসম্পন্ন রাজপথে গমন করিল।১

তখন সেই পরমদুর্দ্ধর্ষ বীর সহস্র রাক্ষসে পরিবেষ্টিত ও গৃহ হইতে পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পুষ্পাকীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইল।২

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুবর্ণজালসমাচ্ছন্ন, সূর্য্যসদৃশ তেজোময় দর্শন, বিশাল ও রমণীয় রাজভবন দেখিল।৩

মেঘসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যের মত সেই কুম্ভকর্ণ রাক্ষসনাথের নিকেতনে প্রবেশ করিয়া যেমন দেবরাজ ইন্দ্র কমলাসনে উপবিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, তদ্রূপ দূর হইতে আসনস্থ অগ্রজ রাবণকে দেখিল।৪

রাক্ষসগণে পরিবৃত সেই কুম্ভকর্ণ স্বীয় ভ্রাতার গৃহে গমনকালে তাহার পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।৫

ভ্রাতার ভবনে গমন পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পকবিমানে আসীন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিল।৬

অনন্তর দশানন কুম্ভকর্ণকে উপস্থিত দেখিয়া অতি সত্বর উত্থিত হইল সানন্দে স্বীয় সন্নিকটে আনয়ন করিল।৭

অতঃপর মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ভ্রাতার চরণযুগল বন্দনা করিল এবং 'কি কার্য্য করিব' জিজ্ঞাসা করিল। হৃষ্ট রাবণ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। এইরূপে কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও যথাযোগ্য অভিনন্দিত হইল।৮-৯

অনন্তর সুন্দর দিব্যআসনে উপবেশন করিয়া মহাশক্তিমান্ কুম্ভকর্ণ ক্রোধে আরক্তলোচনে রাবণকে এই কথা বলিল।১০

রাজন্! কিজন্য তুমি সাদরে জাগরিত করিয়াছ—

শংস কস্মাদ্ ভয়ং তেঽত্র কো বা প্রেতো ভবিষ্যতি ॥১১
ভ্রাতরং রাবণঃ ক্রুদ্ধং কুম্ভকর্ণমবস্থিতম্ ॥
রোষেণ পরিবৃত্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বাক্যমব্রবীৎ ॥১২
অদ্য তে সুমহান্ কালঃ শয়ানস্য মহাবল।
সুষুপ্তস্ত্বং ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্ ॥১৩
এষ দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতো বলী।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু কুলং নঃ পরিকৃন্ততি ॥১৪
হন্ত পশ্যস্ব লঙ্কায়াং বনান্যুপবনানি চ।
সেতুনা সুখমাগত্য বানরৈকার্ণবং কৃতম্ ॥১৫
যে রাক্ষসা মুখ্যতমা হতাস্তে বানরৈর্যুধি।
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কথঞ্চন ॥
ন চাপি বানরা যুদ্ধে জিতপূর্বাঃ কদাচন ॥১৬
তদেতদ্ ভয়মুৎপন্নং ত্রায়স্বেহ মহাবল।
নাশয় ত্বমিমানদ্য তদর্থং বোধিতো ভবান্ ॥১৭
সর্বক্ষপিতকোশঞ্চ স ত্বমভ্যুপপদ্য মাম্।
ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্ ॥১৮
ভ্রাতুরর্থে মহাবাহো কুরু কর্ম সুদুষ্করম্।
মযৈবং নোক্তপূর্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ ॥১৯
ত্বয্যস্তি মম চ স্নেহঃ পরা সম্ভাবনা চ মে।
দেবাসুরেষু যুদ্ধেষু বহুশো রাক্ষসর্ষভ ॥
ত্বয়া দেবাঃ প্রতিব্যূহ্য নির্জ্জিতাশ্চাসুরা যুধি ॥২০
তদেতৎ সর্বমাতিষ্ঠ বীর্য্যং ভীমপরাক্রম।
নহি তে সর্বভূতেষু দৃশ্যতে সদৃশো বলী ॥২১
কুরুষ্ব মে প্রিয়হিতমেতদুত্তমং
যথাপ্রিয়ং প্রিয়রণ বান্ধবপ্রিয়।
স্বতেজসা ব্যথয় স্বপত্নবাহিনীং
শরদ্‌ঘনং পবন ইবোদ্যতো মহান্ ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বল। কাহার দ্বারা অদ্য ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কে যমালয়ে গমন করিবে? ১১

তখন রাবণ স্বীয় সন্নিকটে অবস্থিত রুষ্ট ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে রোষদীপ্ত চঞ্চল নয়নে বলিল।১২

মহাবল বীর নিদ্রিত হইয়া তোমার বহু কাল অতীত হইয়াছে, গাঢ় নিদ্রিত তুমি রাম হইতে আমার ভয়ের কথা জান না। এই দশরথনন্দন বলবান্ শ্রীমান্ রাম সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার কুলবিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।১৩-১৪

হায়! দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া সুখে লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক বন উপবন সব (জলের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায়) বানরের দ্বারা একার্ণবীকৃত হইয়াছে।১৫

আমার যে সমস্ত প্রধান প্রধান রাক্ষস বীর ছিল, তাহাদিগকে বানরগণ যুদ্ধে নিহত করিয়াছে। যুদ্ধেতে বানরগণকে কেহ জয় করিতে পারে নাই।১৬

মহাবল বীর অধুনা এই উৎপন্ন মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া ইহাদিগকে নাশ কর, সেইজন্য তোমাকে জাগরিত করিয়াছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তুমি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বালবৃদ্ধ অবশেষিতা এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর।১৭-১৮

তুমি ভ্রাতার জন্য এ সুদুষ্কর কর্ম কর। শত্রুতাপন! পূর্ব্বে কখনও কোন ভ্রাতাকে আমি এ কথা বলি নাই।১৯

তোমার উপর আমার বড় স্নেহ এবং অতি আশা আছে! রাক্ষসপ্রধান! তুমি দেবাসুরসমরে বহু বার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থানগ্রহণ করিয়াছ এবং পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছ।২০

ভীষণ পরাক্রমশালী বীর! এইহেতু তুমি সমস্ত বিক্রমের কার্য্য অনুষ্ঠান কর। প্রাণিসমূহ মধ্যে তোমার মত বলবান্ আর দেখা যায় না।২১

রণপ্রেমী বান্ধবগণের প্রিয় তুমি, তোমার এই উত্তম প্রিয়হিতকর নিজের তেজের দ্বারা মহাবেগে প্রধাবিত প্রবল পবন কর্ত্তৃক শরৎকালের মেঘকে বিদূরিত করার ন্যায় শত্রুসেনাগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দাও।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণেন কুকর্মকারিণো রাবণস্য নিন্দা, সান্ত্বনাদানপূর্বকং যুদ্ধবিষয়ে তস্মৈ (রাবণায়) মন্ত্রণাদানঞ্চ ।]

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো বভাষেদং বচনং প্রজহাস চ ॥১
দৃষ্টো দোষো হি যোঽস্মাভিঃ পুরা মন্ত্রবিনির্ণয়ে।
হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া ॥২
শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥৩
প্রথমং বৈ মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্।
কেবলং বীর্য্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ ॥৪
যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্য্যাণি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
পূর্বঞ্চোত্তরকার্য্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ ॥৫
দেশ-কালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব ॥৬
ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যঃ প্রপশ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্‌ বর্ততে পথি ॥৭
যথাগমঞ্চ যো রাজা সময়ঞ্চ চিকীর্ষতি।
বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি ॥৮
ধর্মমর্থং হি কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাং পতে।
ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ ॥৯
ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্ ॥১০
উপপ্রদানং সান্ত্বঞ্চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্।
যোগঞ্চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ৌ ॥১১
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।
নিষেবেতাত্মবাঁল্লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥১২

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক কুকর্ম্মকারী রাবণের নিন্দা এবং তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধবিষয়ে মন্ত্রণাদান।]

সেই কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণের বিলাপ শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিল এবং হাসিতে লাগিল।১

(ভ্রাতঃ!) পূর্ব্বে মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ দেখিয়াছিলাম, অধুনা সেই দোষ তোমাতে উপস্থিত হইয়াছে; কেননা, তুমি হিতৈষী পুরুষ এবং তাহাদের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই।২

যেমন কুকর্ম্মী পুরুষগণ নরকেই পতিত হয়, সেইরূপ তোমার পাপ-কর্ম্মের ফল শীঘ্র উপস্থিত হইয়াছে।৩

মহারাজ! প্রথমে এইকর্ম্মের কোন চিন্তা কর নাই, কেবল বীর্য্যদর্পে এর পরিণাম ও বিচার কর নাই।৪

যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের অভিমানে পূর্ব্ব কার্য্যসকল পশ্চাতে অনুষ্ঠান করে এবং উত্তর কার্য্য পূর্ব্বে করে, সে নীতি ও অনীতি বিষয়ে কিছুই অবগত নয়।৫

যেমন সংস্কারহীন অগ্নিতে হোম করিলে দুঃখেরই কারণ হয়, সেইরূপ দেশকালবিহীন কর্ম্ম বিপরীতের ন্যায় হইয়া থাকে।৬

যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং স্থানরূপে উপলক্ষিত সাম, দান ও দণ্ড—এই তিন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান পাঁচপ্রকারে প্রয়োগ করেন, তিনি উত্তমমার্গে বিদ্যমান এই কথা—বুঝিবে*(১)।৭

যে রাজা নীতিশাস্ত্র অনুসারে মন্ত্রিগণের সহিত ক্ষয় আদির জন্য উপযুক্ত সময়ের বিচার করত কার্য্য করেন এবং আপনার বুদ্ধিদ্বারা বন্ধুগণকেও বিদিত হন, তিনি কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন (২)।৮

*(১) কার্য্য আরম্ভ করিবার উপায়, পুরুষ এবং দ্রব্যসম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ, বিপত্তি দূর করিবার উপায়, কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চপ্রকার যোগ।

(২) যখন আপনার বৃদ্ধি ও শত্রুর হানির সময় হয়, তখন যুদ্ধযাত্রা করা উচিত, আপনার এবং শত্রুর যখন সমান স্থিতি হইবে তখন সাম পূর্ব্বক সন্ধি করা কর্ত্তব্য, যখন আপনার হানি এবং শত্রুর বৃদ্ধির সময় হইবে, তখন তাহাকে দান করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্য্যাৎ কার্য্যমিহাত্মনঃ।
রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ ॥১৩
অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্‌ভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ ॥১৪
অশাস্ত্রবিদুষাং তেষাং কার্য্যং নাভিহিতং বচঃ।
অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞানাং বিপুলাং শ্রিয়মিচ্ছতাম্ ॥১৫
অহিতঞ্চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ।
অবশ্যং মন্ত্রবাহ্যাস্তে কর্তব্যাঃ কৃত্যদূষকাঃ ॥১৬
বিনাশয়ন্তো ভর্তারং সহিতাঃ শত্রুভির্বুধৈঃ।
বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ ॥১৭
তান্ ভর্তা মিত্রসঙ্কাশানমিত্রান্ মন্ত্রনির্ণয়ে।
ব্যবহারেণ জানীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্ ॥১৮
চপলস্যেহ কৃত্যাণি সহসানুপ্রধাবতঃ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥১৯
যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে ॥২০

রাক্ষসরাজ। নীতিজ্ঞ পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম অথবা সমস্ত স্বীয় সময় অনুসারে সেবন করিবেন। কিম্বা তিনটি দ্বন্দ্বের ধর্ম্ম-অর্থ, অর্থ-ধর্ম্ম এবং কাম-অর্থ এই সমস্ত উপযুক্ত সময়ে সেবনীয়*।৯

ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু অর্থ এবং কামকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের সেবন করা কর্ত্তব্য,—এই কথা বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট শুনিয়াও যে রাজা বা রাজপুরুষ বুঝেন না অথবা বুঝিয়াও স্বীকার করেন না, তাহার অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা।১০

রাক্ষসপ্রধান! যে মনস্বী রাজা সচিবগণের সহিত উত্তমরূপে মন্ত্রণা করত সময় অনুসারে দান, ভেদ এবং পরাক্রমাদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচপ্রকার যোগ, নয় এবং অনয় ও উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের সেবন করেন, তিনি ইহলোকে কখন দুঃখপ্রাপ্ত হন না।১১-১২

রাজা অর্থতত্ত্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিজিবী মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা লইয়া আপনার হিতোপক্রম দেখিয়া সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন।১৩

যাহারা পশুর সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অনুরূপ (যোগ্য) মন্ত্রিবর্গের ভিতর সম্মিলিত হয় না, সেই পুরুষগণ শাস্ত্রার্থ জানে না কেবল ধৃষ্টতাবশেই বাক্য বলিতে ইচ্ছা করে।১৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীমহাপ্রয়াণমঠ, ভাডিঘাট ২৮শে ভোর।]

শাস্ত্রজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্র অনভিজ্ঞ হইয়া যাহারা বিপুল শ্রী ইচ্ছা করে, তাহারা অযোগ্য সচিবগণের কথিত বাক্য অনুসারে কার্য্য করিবে না।১৫

যাহারা ধৃষ্টতার কারণ অহিতকর বাক্যকে হিতরূপে কল্পনা করে, সেই কর্ম্মদুষ্টকারিগণকে মন্ত্রণা হইতে বাহিরে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৬

কোন দুষ্ট মন্ত্রী যদি উপায়জ্ঞাতা শত্রুগণের সহিত মিলিত হয় এবং আপনার স্বামীকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদের বিপরীত কর্ম করায়।১৭

মন্ত্রনির্ণয় কালে রাজা ব্যবহারের দ্বারা মিত্রসদৃশ আমত্য ও শত্রুসদৃশগণকে জানিবেন অর্থাৎ শত্রুর অর্থের দ্বারা বশীভূত সচিবগণের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে না।১৮

যে রাজা চঞ্চল আপাত রমণীয় বচন শুনিয়া সন্তুষ্ট হয় এবং সহসা বিচার না করিয়া কোন কার্য্যের দিকে ধাবিত হয়, তাহার এই ছিদ্রকে (দুর্ব্বলতাকে) যেরূপ পক্ষী ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে ছেদন করে, তেমনি শত্রু তাহাকে ছেদন করিয়া থাকে (ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতস্থ ছিদ্র হইতে পক্ষী যেমন গমন করে, তেমনি শত্রুও রাজার সেই ছিদ্রের দ্বারা লাভবান্ হয়)।১৯

যে রাজা শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে রক্ষা

* শাস্ত্র অনুসারে প্রাতঃকালে ধর্ম্ম, মধ্যাহ্নকালে অর্থ এবং রাত্রিতে কামসেবনের বিধান। এইহেতু তত্তৎকালে ধর্ম্ম আদি সেবন করা কর্ত্তব্য অথবা প্রাতকালে ধর্ম্ম এবং অর্থরূপ দ্বন্দ্ব মধ্যাহ্নকালে অর্থ ও ধর্ম্ম এবং রাত্রিকালে কাম-অর্থ সেবন করিবে। যে ব্যক্তি সকল সময় কাম সেবন করে, সে অধম।

যদুক্তমিহ তে পূর্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ।
তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২১
তৎ তু শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণস্য ভাষিতম্।
ভ্রুকুটিঞ্চৈব সঞ্চক্রে ক্রুদ্ধশ্চৈনমভাষত ॥২২
মান্যো গুরুরিবাচার্য্যঃ কিং মাং ত্বমনুশাসসি।
কিমেবং বাক্‌শ্রমং কৃত্বা যদ্ যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্ ॥২৩
বিভ্রমাচ্চিত্তমোহাদ্বা বলবীর্য্যাশ্রয়েণ বা।
নাভিপন্নমিদানীং যদ্ব্যর্থা তস্য পুনঃ কথা ॥২৪
অস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।
গতন্তু নানুশোচন্তি গতন্তু গতমেব হি ॥২৫
মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু।
যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি ॥২৬
যদি কার্য্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্য্যতমং মতম্।
স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে ॥২৭
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে।
তমথৈবং ব্রুবাণং স বচনং ধীরদারুণম্ ॥২৮
রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় শনৈঃ শ্লক্ষ্মমুবাচ হ।
তমতীব সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ম্ ॥২৯
কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্বাক্যং বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্।
শৃণু রাজন্নবহিতো মম বাক্যমরিন্দম ॥৩০
অলং রাক্ষসরাজেন্দ্র সন্তাপমুপপদ্য তে।
রোষঞ্চ সম্পরিত্যজ্য স্বস্থো ভবিতুমর্হসি ॥৩১
নৈতন্মনসি কর্তব্যং ময়ি জীবতি পার্থিব।
তমহং নাশয়িষ্যামি যৎ কৃতে পরিতপ্যতে ॥৩২
অবশ্যঞ্চ হিতং বাচ্যং সর্বাবস্থাং ময়া তব। (ক)
বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব ॥৩৩
সদৃশং যচ্চ কালেঽস্মিন্ কর্তুং স্নেহেন (খ) বন্ধুনা।
শত্রূণাং কদনং পশ্য ক্রিয়মাণং ময়া রণে ॥৩৪

করে না, সে অনর্থকে প্রাপ্ত হয় এবং আপনার স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।২০

পূর্ব্বে তোমার প্রিয় পত্নী মন্দোদরী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর, অধুনা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।২১

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া দশানন রাবণ ভ্রুকুটি বন্ধপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল।২২

তুমি মাননীয় গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায় কেন উপদেশ দিতেছ? এইরূপ বাক্যশ্রমের প্রয়োজন কি? অধুনা যাহা যুক্ত, তাহাই কর।২৩

আমি ভ্রান্তিবশে, চিত্তমোহে অথবা আপনার বল-বীর্য্য আশ্রয়ে প্রথমে যে তোমাদের বাক্য শুনি নাই তাহার পুনঃকথন ব্যর্থ।২৪

যাহা গিয়াছে, তাহাতো গিয়াছেই; তাহার জন্য বারংবার শোক করিও না। অধুনা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা কর।২৫

তোমার স্বীয় বিক্রমের দ্বারা আমার অনীতি-জনিত দোষ দূর কর। যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, যদি আপনাকে পরাক্রমী মনে কর, যদি এই কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দাও, তাহা হইলে যুদ্ধ কর। তিনি প্রকৃত সুহৃৎ, যিনি সমস্ত কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবার পর দীনস্বজনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তিনি বন্ধু, যিনি বিপথে গমনকারী পুরুষকে রক্ষা করেন। রাবণকে এইরূপ ধীর এবং দারুণবচন বলিতে শুনিয়া কুম্ভকর্ণ 'ইনি ক্রুদ্ধ' ইহা বুঝিয়া ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে বলিল। ভ্রাতার সমস্ত ইন্দ্রিয় অতিক্ষুভিত দেখিয়া কুম্ভকর্ণ ধীরে ধীরে তাহাকে সান্ত্বনাদান করত বলিল। শত্রুনাশন রাজন্! সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।২৬-৩০

রাক্ষসরাজ! সন্তাপ করিবে না, অধুনা রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থ হও।৩১

মহীপতি! আমি জীবিত থাকিতে তোমার এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নয়, তুমি যে জন্য পরিতাপ করিতেছ, তাহা আমি নাশ করিব।৩২

পাঠান্তর:—(ক) গতংময়া। (খ) স্নিগ্ধেন।

অদ্য পশ্য মহাবাহো ময়া সমরমূর্দ্ধনি।
হতে রামে সহ ভ্রাত্রা দ্রবন্তীং হরিবাহিনীম্ ॥৩৫
অদ্য রামস্য তদ্দৃষ্ট্বা ময়ানীতং রণাচ্ছিরঃ।
সুখী ভব মহাবাহো সীতা ভবতু দুঃখিতা ॥৩৬
অদ্য রামস্য পশ্যন্তু নিধনং সুমহৎ প্রিয়ম্।
লঙ্কায়াং রাক্ষসাঃ সর্বে যে তে নিহতবান্ধবাঃ ॥৩৭
অদ্য শোকপরীতানাং স্ববন্ধুবধশোচনাম্ (ক)।
শত্রোর্যুধি বিনাশেন করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্ ॥৩৮
অদ্য পর্বতসঙ্কাশং সসূর্য্যমিব তোয়দম্।
বিকীর্ণং পশ্য সমরে সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্ ॥৩৯
কথঞ্চ রাক্ষসৈরেভির্ময়া চ পরিসান্ত্বিতঃ।
জিঘাংসুভির্দাশরথিং ব্যথসে ত্বং সদানঘ ॥৪০
মাং নিহত্য কিল ত্বাং হি নিহনিষ্যতি রাঘবঃ।
নাহমাত্মনি সন্তাপং গচ্ছেয়ং রাক্ষসাধিপ ॥৪১
কামং ত্বিদানীমপি মাং ব্যাদিশ ত্বং পরন্তপ।
ন পরঃ প্রেক্ষণীয়স্তে যুদ্ধায়াতুলবিক্রম ॥৪২
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব মহাবলান্।
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবক-মারুতৌ ॥৪৩
তানহং যোধয়িষ্যামি কুবের-বরুণাবপি।
গিরিমাত্রশরীরস্য শিতশূলধরস্য মে ॥৪৪
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ।
অথবা ত্যক্তশস্ত্রস্য মৃদ্নতস্তরসা রিপূন্ ॥৪৫
ন মে প্রতিমুখঃ কশ্চিৎ স্থাতুং শক্তো জিজীবিষুঃ।
নৈব শক্ত্যা ন গদয়া নাসিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৪৬

অবশ্য সকল অবস্থাতেই তোমাকে হিতবাক্য বলা আমার কর্ত্তব্য—এই হেতু আমি বন্ধুভাবে এবং ভ্রাতৃস্নেহে এই কথা বলিয়াছি।৩৩

এই সময় স্নেহে যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য, তাহাই করিব এবং সমরাঙ্গণে আমার দ্বারা ক্রিয়মাণ শত্রুহনন দর্শন কর।৩৪

মহাবাহো! আজ রণাগ্রে আমার দ্বারা ভ্রাতার সহিত রাম হত হইলে বানরবাহিনী কেমন করিয়া পলায়ন করে, তাহা দেখ।৩৫

আজ আমি সমরক্ষেত্র হইতে রামের শির আনয়ন করিব; তাহা দেখিয়া তুমি সুখী হইবে এবং সীতা দুঃখে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।৩৬

লঙ্কায় যাহাদের বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা অদ্য সুমহৎ প্রিয়রামের নিধন দর্শন করুক।৩৭

আজ যুদ্ধে শত্রুর বিনাশের দ্বারা স্বীয় বন্ধুবধে শোককারী, শোকসন্তপ্তগণের শোকাশ্রু মার্জ্জন করিবে।৩৮

আজ পর্ব্বতসদৃশ সূর্য্যসমন্বিত মেঘের ন্যায় বানররাজ সুগ্রীবকে সমরে বিকীর্ণ দেখিবে।৩৯

নিষ্পাপ রাজন্! এই রাক্ষসগণ ও আমি দশরথপুত্র রামকে হনন করিতে ইচ্ছা রাখি। এই বাক্যের দ্বারা তোমায় সান্ত্বনাদান করিতেছি। তুমি কেন ব্যথিত হইয়াছ? ৪০

রাক্ষসনাথ রাম প্রথম আমাকে নিহত করিয়া তবে তোমাকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে, আমি স্বীয় বিষয়ে ভয় করিতেছি না।৪১

পরন্তপ অতুলবিক্রমশালী বীর! এই সময় তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে যুদ্ধের জন্য আদেশ দাও। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আর কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।৪২

তোমার মহাবলবান্ শত্রু যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু এবং বরুণও হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব ও উৎসন্ন করিয়া দিব।৪৩

পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ডশরীর হস্তে শূলধারণ পূর্বক নৃত্যকারী তীক্ষ্ণদংষ্ট্রবিশিষ্ট আমাকে দেখিয়া দেবরাজ পুরন্দর পর্য্যন্ত ভীত হয়। অথবা যদি আমি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়াও রণভূমিতে বিচরণ করি, তাহা হইলেও কোন জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না।

পাঠান্তর:—(ক) —স্ববন্ধুবধকারণাৎ।

হস্তাভ্যামেব সংরভ্য হনিষ্যামি সবজ্রিণম্ ।
যদি মে মুষ্টিবেগং স রাঘবোঽস্য সহিষ্যতি ॥৪৭

ততঃ পাস্যন্তি বাণৌঘা রুধিরং রাঘবস্য মে ।
চিন্তয়া তপ্যসে রাজন্ কিমর্থং ময়ি তিষ্ঠতি ॥৪৮

সোঽহং শত্রুবিনাশায় তব নির্যাতুমুদ্যতঃ ।
মুঞ্চ রামাদ্ভয়ং ঘোরং নিহনিষ্যামি সংযুগে ॥৪৯

রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবঞ্চ মহাবলম্ ।
হনুমন্তঞ্চ রক্ষোঘ্নং যেন লঙ্কা প্রদীপিতা ॥৫০

হরীংশ্চ ভক্ষয়িষ্যামি সংযুগে সমুপস্থিতে ।
অসাধারণমিচ্ছামি তব দাতুং মহদ্ যশঃ ॥৫১

যদি চেন্দ্রাদ্ভয়ং রাজন্ যদি চাপি স্বয়ম্ভুবঃ ।
ততোঽহং নাশয়িষ্যামি নৈশং তম ইবাংশুমান্ ॥৫২

অপি দেবাঃ শয়িষ্যন্তে ময়ি ক্রুদ্ধে মহীতলে ।
যমঞ্চ শময়িষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি পাবকম্ ॥৫৩

আদিত্যং পাতয়িষ্যামি সনক্ষত্রং মহীতলে ।
শতক্রতুং বধিষ্যামি পাস্যামি বরুণালয়ম্ ॥৫৪

পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্ ।
দীর্ঘকালং প্রসুপ্তস্য কুম্ভকর্ণস্য বিক্রমম্ ॥৫৫

অদ্য পশ্যন্তু ভূতানি ভক্ষ্যমাণানি সর্বশঃ ।
ন ত্বিদং ত্রিদিবং সর্বমাহারো মম পূর্য্যতে ॥৫৬

বধেন তে দাশরথেঃ সুখাবহং
সুখং সমাহর্তুমহং ব্রজামি ।
নিহত্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্ব্বান্ হরিযূথমুখ্যান্ ॥৫৭

রমস্ব রাজন্ পিব চাদ্য বারুণীং
কুরুষ্ব কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্ ।
ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥৫৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শক্তি, গদা, অসি, অথবা শাণিত শরসমূহের দ্বারা শত্রু সংহার করিব না ; এই হস্তদ্বয় দ্বারাই যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রতুল্য শত্রুকেও হনন করিব। যদি রঘুনাথ আজ আমার মুষ্টির বেগ সহন করিতে পারে, তাহা হইলে আমার শরসমূহ নিশ্চয়ই তাহা রাঘবের রক্তপান করিবে। রাজন্! আমি থাকিতে কেন চিন্তার দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছ ? ৪৪-৪৮

আমি তোমার শত্রু বিনাশ করিবার জন্য সমরে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। রাম হইতে জাত ভীষণ ভয় ত্যাগ কর, আমি রণস্থলে রাম-লক্ষ্মণ ও মহাশক্তিমান্ সুগ্রীবকে নিহত করিব। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি রাক্ষসঘাতী, লঙ্কা দগ্ধকারী হনুমানকে এবং বানরগণকে ভক্ষণ করিব। আমি তোমাকে অসাধারণ মহাযশ দান করিতে ইচ্ছা করিতেছি ।৪৯-৫১

রাজন্! যদি তোমার ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেমন সূর্য্য রাত্রির অন্ধকারকে নাশ করেন, তদ্রূপ আমি ঐ ভয় নষ্ট করিয়া দিব ।৫২

আমি কুপিত হইলে দেবগণও ধরাতলে শায়িত হয়। তখন আমি যমকে শান্ত করিব এবং অনলকে ভক্ষণ করিব ।৫৩

সূর্য্যকে নক্ষত্রের সহিত ধরাতলে পাতিত করিব। দেবেন্দ্রকে বধ করিব ও সাগরকে পান করিব ।৫৪

পর্ব্বতসকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিব। আজ আমার দ্বারা ভক্ষ্যমাণ ভূতসকল দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণের পরাক্রম দেখিবে। এই সমস্ত-তিনলোক ভক্ষণকরিলেও আমার উদর পূর্ণ হইবে না। দশরথনন্দন রামকে বধ করত আমি তোমার উত্তরোত্তর সুখবর্দ্ধনকারী সুখসৌভাগ্য আহরণ করিতে গমন করিব। লক্ষ্মণের সহিত রামকে নিহত করিয়া সমস্ত প্রধান প্রধান যূথপতিগণকে ভক্ষণ করিব ।৫৫-৫৭

রাজন্! রমণ কর, বারুণী পান কর, মানসিক দুঃখ দূর করিয়া স্বীয় কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর। রামকে আজ যমালয়ে পাঠাইলে সীতা চিরকালের জন্য বশ্যতাপন্ন হইবে ।৫৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণং প্রতি আক্ষেপানন্তরং মহোদরস্য রাবণসমীপে যুদ্ধং বিনা অভীষ্টবস্তুলাভোপায়কথনম্।]

তদুক্তমতিকায়স্য বলিনো বাহুশালিনঃ।
কুম্ভকর্ণস্য বচনং শ্রুত্বোবাচ মহোদরঃ ॥১
কুম্ভকর্ণ কুলে জাতো ধৃষ্টঃ প্রাকৃতদর্শনঃ।
অবলিপ্তো ন শক্নোষি কৃত্যং সর্বত্র বেদিতুম্ ॥২
নহি রাজা ন জানীতে কুম্ভকর্ণ নয়ানয়ৌ।
ত্বন্তু কৈশোরকাদ্ধৃষ্টঃ কেবলং বক্তুমিচ্ছসি ॥৩
স্থানং বৃদ্ধিঞ্চ হানিঞ্চ দেশকালবিধানবিৎ।
আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ বুধ্যতে রাক্ষসর্ষভঃ ॥৪
যত্ত্বশক্যং বলবতা বক্তুং প্রাকৃতবুদ্ধিনা।
অনুপাসিতবৃদ্ধেন কঃ কুর্য্যাৎ তাদৃশং বুধঃ ॥৫
যাংস্তু ধর্মার্থকামাংস্ত্বং ব্রবীষি পৃথগাশ্রয়ান্।
অববোদ্ধুং স্বভাবেন নহি লক্ষণমস্তি তান্ ॥৬
কর্ম চৈব হি সর্বেষাং কারণানাং প্রয়োজনম্।
শ্রেয়ঃ পাপীয়সাঞ্চাত্র ফলং ভবতি কর্মণাম্ ॥৭
নিঃশ্রেয়সফলাবেব ধর্মার্থাবিতরাবপি।
অধর্মানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলঞ্চ প্রত্যবায়িকম্ ॥৮
ঐহলৌকিক-পারক্যং কর্ম্ম পুম্ভির্নিষেব্যতে।
কর্ম্মাণ্যপি তু কল্যানি লভতে কামমাস্থিতঃ ॥৯
তব কৢপ্তমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্য্যং মতঞ্চ নঃ।
শত্রৌ হি সাহসং যত্তৎ কিমিবাত্রাপনীয়তে ॥১০
একস্যৈবাভিমানে তু হেতুর্যঃ প্রাহৃতস্ত্বয়া।
তত্রাপ্যনুপপন্নন্তে বক্ষ্যামি যদসাধু চ ॥১১
যেন পূর্বং জনস্থানে বহবোঽতিবলা হতাঃ।
রাক্ষসা রাঘবন্তং ত্বং কথমেকো জয়িষ্যসি ॥১২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীমহাপ্রয়াণ মঠ, ২৯শে পৌষ।]

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[কুম্ভকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করত মহোদরের বিনাযুদ্ধেই রাবণকে অভীষ্টবস্তু লাভের উপায় কথন।]

বিশালদেহ, মহাবলবান্ ও বৃহৎ বাহুসমন্বিত কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া মহোদর বলিল।১

কুম্ভকর্ণ! তুমি মহান্কুলে সঞ্জাত হইয়াছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি প্রাকৃতলোকের ন্যায়। তুমি ধৃষ্ট ও গর্ব্বিত, এইজন্য সর্বত্র কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পার না।২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীমহাপ্রয়াণ মঠ, ৩০শে পৌষ।]

কুম্ভকর্ণ! রাজা নীতি অনীতি জানেন না—এমন নহে। নির্লজ্জ তুমি কেবল বালকত্বহেতু এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।৩

দেশ-কালবিধানবিদ্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ আপনার এবং শত্রুর স্থান বৃদ্ধি ও হানি উত্তমরূপে বুঝেন।৪

বৃদ্ধব্যক্তির উপাসনা করে নাই—এমন প্রাকৃতবুদ্ধি বলবান্ যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, অনুচিত মনে করে, সেরূপ কর্ম্ম কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে? ৫

যে অর্থ, ধর্ম্ম এবং কামকে তুমি পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয় বলিতেছ, তাহা বুঝিবার শক্তি তোমার মধ্যে নাই।৬

সুখের সাধনভূত যে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) একমাত্র কর্ম্মই তাহাদের প্রযোজক, এইরূপ একজন পুরুষে প্রযত্ন-সিদ্ধ সমস্ত শুভাশুভ ব্যাপারের ফল একজন কর্ত্তাই প্রাপ্ত হয়। নিষ্কামভাবে কৃত ধর্ম্ম (জপ ধ্যানাদি) এবং অর্থ (ধনসাধ্য যজ্ঞদানাদি) —ইহারা চিত্তশুদ্ধির দ্বারা যদিও মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্তি করায়, তথাপি কামনা বিশেষে স্বর্গ এবং অভ্যুদয় প্রভৃতি অন্য ভবসমূহ লাভ করাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত জপাদিরূপ ক্রিয়াময় নিত্যধর্ম্মের লোপ হইলে, অধর্ম্ম এবং অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রত্যবায় জনিত ফলভোগ করিতে হয়। (পরন্তু কাম্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় না। ইহা ধর্ম্ম ও অর্থের অপেক্ষা কামের বিশেষতা)।৭-৮

যে পূর্ব্বং নির্জিতাস্তেন জনস্থানে মহৌজসঃ।
রাক্ষসাংস্তান্ পুরে সর্বান্ ভীতানদ্য ন পশ্যসি ॥১৩
তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং রামং দশরথাত্মজম্।
সর্পং সুপ্তমহো বুদ্ধা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি ॥১৪
জ্বলন্তং তেজসা নিত্যং ক্রোধেন চ দুরাসদম্।
কস্তং মৃত্যুমিবাসহ্যমাসাদয়িতুমর্হতি ॥১৫
সংশয়স্থমিদং সর্বং শত্রোঃ প্রতিসমাসনে।
একস্য গমনং তাত ন হি মে রোচতে ভৃশম্ ॥১৬
হীনার্থস্তু সমৃদ্ধার্থং কো রিপুং প্রাকৃতং যথা।
নিশ্চিতং জীবিতত্যাগে বশমানেতুমিচ্ছতি ॥১৭
যস্য নাস্তি মনুষ্যেষু সদৃশো রাক্ষসোত্তম।
কথমাশংসসে যোদ্ধুং তুল্যেনেন্দ্র-বিবস্বতোঃ ॥১৮
এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধঃ কুম্ভকর্ণং মহোদরঃ।
উবাচ রক্ষসাং মধ্যে রাবণং লোকরাবণম্ ॥১৯
লব্ধ্বা পুরস্তাদ্ বৈদেহীং কিমর্থং ত্বং বিলম্বসে।
যদীচ্ছসি তদা সীতা বশগা তে ভবিষ্যতি ॥২০
দৃষ্টঃ কশ্চিদুপায়ো মে সীতোপস্থানকারকঃ।
রুচিতশ্চেৎ স্বয়া বুদ্ধ্যা রাক্ষসেন্দ্রঃ ততঃ শৃণু ॥২১
অহং দ্বিজিহ্বঃ সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণো বিতর্দ্দনঃ।
পঞ্চ রামবধায়ৈতে নির্য্যান্তীত্যবঘোষয় ॥২২

জীবকে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ফল ইহলোক ও পরলোকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে বিশেষ কামনা উদ্দেশ্যে যত্নপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা দ্বারা সুখ প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মাদি ফলের ন্যায় তাহা তাহার জন্য কালান্তর অথবা লোকান্তর অপেক্ষা করে না (এইরূপ কাম ধর্ম্ম এবং অর্থ হইতে বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়া থাকে)।৯

রাজার কামরূপী পুরুষার্থের সেবনই উচিত, রাক্ষসরাজ আপনার হৃদয়ে এরূপ নিশ্চিত করিয়াছেন এবং তাহাই আমাদের (সচিবগণের) সম্মতি। শত্রুর প্রতি সাহসপূর্ণ কার্য্য করা ইহাতে আর অনীতি কি ? ১০

তুমি যুদ্ধের জন্যে একাকী প্রস্থান করিবার বিষয় যে হেতু বলিয়াছ, তাহাতে অসঙ্গত ও অনুচিত বাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি।১১

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে জনস্থানে অতি বলবান্ রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছে, সেই বীর রঘুনাথকে তুমি একাকী কিরূপে জয় করিবে ? ১২

শ্রীরাম প্রথমে যে মহাশক্তিশালী রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়াছে, সেই আজও লঙ্কাপুরে বিদ্যমান। তাহার জন্য ভীত রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইতেছ না।১৩

সিংহের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ দশরথনন্দন শ্রীরামকে সুপ্ত সর্পের মত জানিয়া কেন প্রবুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ১৪

শ্রীরাম সতত স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান ও ক্রোধে দুর্দ্ধর্ষ, মৃত্যুর ন্যায় অসহ্য তাহাকে কে যুদ্ধে সংহার করিতে সমর্থ ? ১৫

আমাদের সমস্ত সেনা যুদ্ধার্থে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদের জীবন সংশয়াপন্ন হয়; এইহেতু তাত! যুদ্ধের জন্য একাকী গমন আমার ভাল বোধ হইতেছে না। যে সহায়সম্পন্ন ও প্রাণত্যাগে নিশ্চিত, এইরূপ শত্রুকে সাধারণ মনে করিয়া কোন্ অসহায় যোদ্ধা তাহাকে বশে আনিতে ইচ্ছা করে ? ১৬-১৭

রাক্ষসপ্রধান! মানবগণের মধ্যে যাহার তুল্য কেহ নাই এবং যিনি ইন্দ্র ও আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, সেই শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ১৮

মহোদর অতিশয় ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের মধ্যে উপবিষ্ট লোকপীড়ক রাবণকে বলিল।১৯

রাজন্! তুমি বিদেহনন্দিনী সীতাকে সম্মুখে পাইয়াও বিলম্ব করিতেছ ! তুমি যখনই ইচ্ছা করিবে, তখনই সীতা তোমার বশীভূত হইবে।২০

রাক্ষসরাজ! আমি সীতা বশীভূত হইবার এইরূপ

ততো গত্বা বয়ং যুদ্ধং দাস্যামস্তস্য যত্নতঃ।
জেষ্যামো যদি তে শত্রুমোপায়ৈঃ কার্য্যমস্তি নঃ ॥২৩

অথ জীবতি নঃ শত্রুর্বয়ঞ্চ কৃতসংযুগাঃ।
ততঃ সমভিপৎস্যামো মনসা যৎ সমীক্ষিতম্ ॥২৪

বয়ং যুদ্ধাদিহৈষ্যামো রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ।
বিদার্য্য স্বতনুং বাণৈ রামনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ ॥২৫

ভক্ষিতো রাঘবোঽস্মাভির্লক্ষ্মণশ্চেতি বাদিনঃ।
ততঃ পাদৌ গ্রহিষ্যামস্ত্বং নঃ কামং প্রপূরয় ॥২৬

ততোঽবঘোষয় পুরে গজস্কন্ধেন পার্থিব।
হতো রামঃ সহ ভ্রাত্রা সসৈন্য ইতি সর্বতঃ ॥২৭

প্রীতো নাম ততো ভূত্বা ভৃত্যানাং ত্বমরিন্দম।
ভোগাংশ্চ পরিবারাংশ্চ কামান্ বসু চ দাপয় ॥২৮

ততো মাল্যানি বাসাংসি বীরাণামনুলেপনম্।
দেয়ঞ্চ বহু যোধেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ মুদিতঃ পিব ॥২৯

ততোঽস্মিন্ বহুলীভূতে কৌলীনে সর্বতো গতে।
ভক্ষিতঃ সসুহৃদ্ রামো রাক্ষসৈরিতি বিশ্রুতে ॥৩০

প্রবিশ্যাশ্বাস্য চাপি ত্বং সীতাং রহসি সান্ত্বয়ন্।
ধনধান্যৈশ্চ কামৈশ্চ রত্নৈশ্চৈনাং প্রলোভয় ॥৩১

অনয়োপধয়া রাজন্ ভূয়ঃ শোকানুবন্ধয়া।
অকামা ত্বদ্বশং সীতা নষ্টনাথা গমিষ্যতি ॥৩২

রমণীয়ং হি ভর্তারং বিনষ্টমধিগম্য সা।
নৈরাশ্যাৎ স্ত্রীলঘুত্বাচ্চ ত্বদ্বশং প্রতিপৎস্যতে ॥৩৩

কোন এক উপায় দেখিয়াছি। তুমি তাহা শ্রবণ কর। শুনিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিচার পূর্ব্বক যদি রুচি হয়, তাহা কর ।২১

তুমি নগরে ঘোষণা কর যে; মহোদর, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণ এবং বিতর্দ্দন এই পাঁচজন রাক্ষস রামকে বধ করিবার জন্য যাইতেছে ।২২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

[সেহারাবাজার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৭১ ভোর ৪॥টা]

অনন্তর আমরা সমরে গমন করিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ দান করিব, যদি আমরা সেই শত্রু জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদের অন্য কোন উপায়ের আবশ্যক নাই ।২৩

যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও শত্রু জীবিত থাকে, তাহা হইলে মনের দ্বারা আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহাই কার্য্যকরী হইবে ।২৪

আমরা শোণিতাক্তকলেবরে রামনামাঙ্কিত শরের দ্বারা স্বীয় তনু বিদীর্ণ করত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিব (ফিরিয়া আসিব)। আমরা রাঘব রামকে ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি—এই কথা বলিতে বলিতে আপনার পাদগ্রহণ করিব। এইজন্য আপনি আমাদের কামনা পূরণ করুন ।২৫-২৬

তাহার পর হস্তী পৃষ্ঠে কোন ব্যক্তিকে বসাইয়া লঙ্কাপুরে এই কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করা যে, সৈন্য ও ভ্রাতার সহিত রাম নিহত হইয়াছে ।২৭

হে শত্রুনাশন! তুমি স্বয়ং প্রীত হইয়া সেবকগণকে তাহাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু সকল ও দাসদাসী ধনরত্ন প্রদান কর। তাহার পর অন্যান্য বীরগণকে মাল্য, বস্ত্রসকল, সুগন্ধ অনুলেপন ও অন্য বহু যোদ্ধাগণকে উপহার দান কর এবং স্বয়ং আনন্দিত হইয়া মদ্যপান কর ।২৮-২৯

তদনন্তর এই লোকবাদ সমগ্র নগরে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে যখন সীতা এই কথা শুনিবে যে, সুহৃদ্গণের সহিত রাক্ষসবৃন্দ কর্ত্তৃক রাম ভক্ষিত হইয়াছে, সেই সময় তুমি অশোক বনে প্রবেশ করিয়া একান্তে সীতাকে বুঝাইবার জন্য অনুনয়পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করত ধনধান্য কাম্য রত্ন দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিবে ।৩০-৩১

হে রাজন্! এই প্রবঞ্চনায় পুনরায় অধিক শোকের অবতারণাহেতু অনাথিনী অকামা সীতা তোমার বশীভূত হইবে ।৩২

রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট অবগত হইয়া সীতা নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ চঞ্চলতাহেতু তোমার অধীনা হইবে ।৩৩

সা পুরা সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা ।
ত্বয্যধীনং সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি ॥৩৪

এতৎ সুনীতং মম দর্শনেন
রামং হি দৃষ্ট্বৈব ভবেদনর্থঃ ।
ইহৈব তে সেৎস্যতি মোৎসুকো ভূ-
র্মহানযুদ্ধেন সুখস্য লাভঃ ॥৩৫

পূর্ব্বে সুখভোগযোগ্যা, সুখসংবর্দ্ধিতা, অধুনা দুঃখক্লিষ্টা, সেই সীতা সুখ তোমার অধীন জানিয়া সর্ব্বপ্রকারে তোমার বশীভূতা হইবে ।৩৪

আমার দৃষ্টিতে ইহাই সুনীতি সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। রামকে দর্শনমাত্রেই তোমার অনর্থ হইবে। এর দ্বারাই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এবং যুদ্ধ না করিয়াই মহাসুখলাভ করিবে ।৩৫

অনষ্টসৈন্যো হ্যনবাপ্তসংশয়ো
রিপুং ত্বযুদ্ধেন জয়ঞ্জনাধিপঃ ।
যশশ্চ পুণ্যঞ্চ মহান্ মহীপতে
শ্রিয়ঞ্চ কীর্তিঞ্চ চিরং সমশ্নুতে ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

মহারাজ ! সৈন্যগণকে নষ্ট না করিয়া ও সংশয় প্রাপ্ত না হইয়া অযুদ্ধে রিপুগণকে জয় করত ভূপতি মহান্ যশ, পুণ্য এবং চিরদিন লক্ষ্মী ও কীর্তিলাভ করিয়া থাকেন ।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসওঙ্কারনাথমহারাজকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

যুদ্ধকাণ্ডম্

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি, কৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

যুদ্ধকাণ্ডম্

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, কৃত বঙ্গভাষানুবাদ সহিত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণস্য যুদ্ধযাত্রা, রাক্ষসস্য ভয়ঙ্করাকারদর্শনেন বানরাণাং ভীতিঃ, ইতস্ততঃ পলায়নঞ্চ।]

স তথোক্তস্তু নির্ভৎর্স্য কুম্ভকর্ণো মহোদরম্।
অব্রবীদ্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাবণং ততঃ ॥১

সোঽহং তব ভয়ং ঘোরং বধাৎ তস্য দুরাত্মনঃ।
রামস্যাদ্য প্রমার্জামি নির্বৈরো হি সুখী ভব ॥২

গর্জন্তি ন বৃথা শূরা নির্জলা ইব তোয়দাঃ।
পশ্য সম্পাদ্যমানন্তু গর্জিতং যুধি কর্মণা ॥৩

ন মর্ষয়ন্তি চাত্মানং সম্ভাবয়িতুমাত্মনা।
অদর্শয়িত্বা শূরাস্তু কর্ম কুর্বন্তি দুষ্করম্ ॥৪

বিক্লবানাং হ্যবুদ্ধীনাং রাজ্ঞাং পণ্ডিতমানিনাম্।
রোচতে ত্বদ্বচো নিত্যং কথ্যমানং মহোদর ॥৫

যুদ্ধে কাপুরুষৈর্নিত্যং ভবদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
রাজানমনুগচ্ছদ্ভিঃ সর্বং কৃত্যং বিনাশিতম্ ॥৬

রাজশেষা কৃতা লঙ্কা ক্ষীণঃ কোশো বলং হতম্।
রাজানমিমমাসাদ্য সুহৃচ্চিহ্নমমিত্রকম্ ॥৭

এষ নির্য্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জয়ে।
দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে ॥৮

এবমুক্তবতো বাক্যং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং প্রহসন্ রাক্ষসাধিপঃ ॥৯

মহোদরোঽয়ং রামাত্তু পরিত্রস্তো ন সংশয়ঃ।
ন হি রোচয়তে তাত যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥১০

কশ্চিন্মে ত্বৎসমো নাস্তি সৌহৃদেন বলেন চ।
গচ্ছ শত্রুবধায় ত্বং কুম্ভকর্ণ জয়ায় চ ॥১১

শয়ানঃ শত্রুনাশার্থং ভবান্ সম্বোধিতো ময়া।
অয়ং হি কালঃ সুমহান্ রাক্ষসানামরিন্দম ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা; রাক্ষসের ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে বানরগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ও ইতস্ততঃ পলায়ন।]

সেই কুম্ভকর্ণ পূর্বোক্তরূপে মহোদরকে ভৎর্সনা করিয়া পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অগ্রজ ভ্রাতা রাবণকে বলিল।১

অদ্য আমি সেই দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার মহা ভয় দূর করিব; আপনি শত্রুশূন্য হইয়া সুখী হইবেন।২

বীরগণ শূন্যগর্ভমেঘের মতো বৃথা গর্জন করে না; দেখুন, যুদ্ধে আমার গর্জন কার্য্যে পরিণত হইতেছে।৩

বীরপুরুষগণ বৃথা আত্মপ্রশংসা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহারা বাক্যে প্রকাশ না করিয়াই দুষ্করকার্য্য করিয়া থাকেন।৪

হে মহোদর! তুমি যে সকল কথা বলিলে বীরত্বহীন অজ্ঞান ও পণ্ডিতাভিমানী রাজারই তাহা মনঃপূত হইয়া থাকে।৫

যুদ্ধকালে তোমার মত কাপুরুষ এবং মন্ত্রণাকালে রাজার মনোমত চাটুবাক্যপ্রয়োগনিপুণ অনুগত তোমার ন্যায় ব্যক্তিগণ হইতেই মহারাজের সর্বনাশ ঘটিয়াছে।৬

তোমরা এইরূপ রাজাকে পাইয়া বন্ধুচিহ্নধারী শত্রুর ন্যায় কার্য্য করত কোশসকল শূন্য, 'বল(সৈন্য)সকল হত এবং লঙ্কাকে রাজাবশিষ্ট করিয়াছ।৭

আমি তোমাদের এই দুর্নয়কে যুদ্ধে দূর করিবার জন্য শত্রুজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাত্রা করিতেছি।৮

সংগচ্ছ শূলমাদায় পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ভক্ষয়াদিত্যতেজসৌ ॥১৩
সমালোক্য তু তে রূপং বিদ্রবিষ্যন্তি বানরাঃ।
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি হৃদয়ে প্রস্ফুটিষ্যতঃ ॥১৪
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥১৫
কুম্ভকর্ণবলাভিজ্ঞো জানংস্তস্য পরাক্রমম্।
বভুব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ ॥১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টো নির্জগাম মহাবলঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা যোদ্ধুমুদ্যুক্তবাংস্তদা ॥১৭
আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
সর্বং কালায়সং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ॥১৮
ইন্দ্রাশনিসমপ্রখ্যং বজ্রপ্রতিমগৌরবম্।
দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-পন্নগসূদনম্ ॥১৯
রক্তমাল্যমহাদামং স্বতশ্চোদ্গতপাবকম্।
আদায় বিপুলং শূলং শত্রুশোণিতরঞ্জিতম্ ॥২০
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাবণং বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যাম্যহমেকাকী তিষ্ঠত্বিহ বলং মহৎ ॥২১
অদ্য তান্ ক্ষুধিতঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়িষ্যামি বানরান্।
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥২২
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো গচ্ছ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ।
বানরা হি মহাত্মানঃ শূরাঃ সুব্যবসায়িনঃ ॥২৩
একাকিনং প্রমত্তং বা নয়েয়ুর্দশনৈঃ ক্ষয়ম্।
তস্মাৎ পরমদুর্ধর্ষঃ সৈন্যৈঃ পরিবৃতো ব্রজ ॥
রক্ষসামহিতং সর্বং শত্রুপক্ষং নিষূদয় ॥২৪
অথাসনাৎ সমুৎপত্য স্রজং মণিকৃতান্তরাম্।
আববন্ধ মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ ॥২৫

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ সহাস্যে বলিল,—বৎস যুদ্ধবিশারদ কুম্ভকর্ণ! নিশ্চয় রাম হইতে মহোদর ভয় পাইয়া থাকিবে, সেইজন্য তাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই।৯-১০

হে কুম্ভকর্ণ! সৌহার্দ অথবা বলবিষয়ে তোমার সমান আমার আর কেহ নাই; সুতরাং শত্রুর বধসাধন ও যুদ্ধে জয়লাভার্থ শীঘ্র গমন কর।১১

অরিন্দম! রাক্ষসদের এই সুদারুণ দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়াই তুমি নিদ্রিত থাকিলেও আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়াছি; সুতরাং পাশহস্ত যমের ন্যায় শূল লইয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রাজপুত্রদ্বয় ও বানরদিগকে ভক্ষণ কর।১২-১৩

বানররা তোমার আকার দেখিয়া পলায়ন করিবে এবং রাম-লক্ষ্মণের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।১৪

মহাবলী রাক্ষসপুঙ্গব রাজা রাবণ মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম জানিত; এইহেতু তাহাকে ইহা বলিয়া নির্মলচন্দ্রের ন্যায় আনন্দিত হইল এবং নিজেকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিল।১৫-১৬

রাক্ষসাধীশের এইরূপ প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করত কুম্ভকর্ণও পরমহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধে উদ্যম করিতে লাগিল।১৭

সেই শত্রুহন্তা কুম্ভকর্ণ বীরবেগে কৃষ্ণবর্ণ লৌহ নির্মিত, তপ্তকাঞ্চনভূষিত, ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ানক কান্তিযুক্ত ও গৌরবময়, দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-পন্নগগণের বধযোগ্য প্রদীপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ করিল; সুন্দর রত্নমালায় উহা শোভিত হওয়ায় অগ্নি নির্গত হইতেছিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐরূপ শত্রু-রুধিরাক্ত বিশাল শূল লইয়া রাবণকে বলিল,—আমি একাকী যাইতেছি; এই মহাবল সৈন্যদল এইখানে থাকুক।১৮-২১

আজ আমি ক্ষুধার্ত্ত, একাকী গমন করিয়া ক্রোধে বানরদিগকে ভক্ষণ করিব। কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া রাবণ বলিল,—কুম্ভকর্ণ! তুমি শূল-মুদ্গরপাণি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন কর; যেহেতু সেই বানরগণ মহাশক্তিশালী, বীর ও সর্বদা যুদ্ধব্যবসায়ী; তোমাকে প্রমত্ত বা একাকী দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা দন্তাঘাতে বিনাশ করিবে। সেইহেতু পরম দুর্ধর্ষ সৈন্যগণে

অঙ্গদান্যঙ্গুলীবেষ্টান্ বরাণ্যাভরণানি চ।
হারঞ্চ শশিসঙ্কাশমাববন্ধ মহাত্মনঃ ॥২৬
দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ।
গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শ্রোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে ॥২৭
কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরনিষ্কাভরণভূষিতঃ।
কুম্ভকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহুতোঽগ্নিরিবাবভৌ ॥২৮
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যরাজত।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ ॥২৯
স কাঞ্চনং ভারসহং নিবাতং
বিদ্যুৎপ্রভং দীপ্তমিবাত্মভাসা।
আবদ্ধ্যমানঃ কবচং ররাজ
সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ ॥৩০
সর্বাভরণসর্বাঙ্গঃ শূলপাণিঃ স রাক্ষসঃ।
ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহো নারায়ণ ইবাবভৌ ॥৩১
ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ ॥৩২
তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ ॥৩৩
তং গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ স্যন্দনৈশ্চাম্বুদস্বনৈঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো রথিনো রথিনাং বরম্ ॥৩৪
সর্পৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব সিংহ-দ্বিপ-মৃগদ্বিজৈঃ।
অনুজগ্মুশ্চ তং ঘোরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥৩৫
স পুষ্পবর্ষৈরবকীর্য্যমাণো
ধৃতাতপত্রঃ শিতশূলপাণিঃ।
মদোৎকটঃ শোণিতগন্ধমত্তো
বিনির্যযৌ দানব-দেবশত্রুঃ ॥৩৬
পদাতয়শ্চ বহবো মহানাদা মহাবলাঃ।
অন্বয়ূ রাক্ষসা ভীমা ভীমাক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥৩৭
রক্তাক্ষাঃ সুবহুব্যামা নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ।
শূলানুদ্যম্য খড়্গাংশ্চ নিশিতাংশ্চ পরশ্বধান্ ॥৩৮

পরিবৃত হইয়া গমন কর এবং রাক্ষসগণের অনিষ্টকারী সমস্ত শত্রুকুল বিনাশ কর।২২-২৪

অতঃপর মহাতেজা রাবণ আসন হইতে উঠিয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের গলায় মণিময় মালা এবং যথাস্থানে কেয়ূর, অঙ্গুরীয়ক এবং যন্ত্রহার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-রাশি বন্ধন করিয়া দিল; কর্ণদ্বয়ে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া সুগন্ধ দিব্য মাল্যদামে তাহার দেহ শোভিত করিল।২৫-২৭

তখন বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ কনকময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও নিষ্কাদি আভরণে ভূষিত হইয়া সুহুত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

অতিস্থূল (মোটা) কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্র ধারণে তাহাকে অমৃত মন্থনকালীন সর্পজড়িত মন্দরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।২৯

কনকময় বিদ্যুৎপ্রভ অভেদ্য আত্মপ্রভায় দেদীপ্যমান ভারসহ কবচ বন্ধন করিয়া সেই বীর সন্ধ্যায় মেঘরাশি-বিভূষিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সর্বাঙ্গে আভরণরাশি এবং হস্তে শূল ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ত্রিপদন্যাসে কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।৩০-৩১

অতঃপর মহাবল কুম্ভকর্ণ অগ্রজ রাবণকে মস্তক দ্বারা প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া গমনে উদ্যত হইলে রাবণ প্রশস্ত আশীর্বাক্যে তাহাকে আশীর্বাদ করিল; আর শক্তিশালী রাক্ষসগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রধারী সৈন্য, মেঘের ন্যায় শব্দকারী রথরাজি, গজসমূহ, তুরঙ্গরাজি এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনির সহিত রথিশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের অনুগমন করিল।৩২-৩৪

কতিপয় রাক্ষস সর্প, উষ্ট্র, খর, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মৃগ প্রভৃতির পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক মহাশক্তিমান্ ও ঘোরনাদকারী কুম্ভকর্ণের অনুগমন করিতে লাগিল।৩৫

এইরূপে মহোৎকট, রুধির গন্ধমত্ত ও শাণিত-শূলধারী দেবদানবের শত্রু কুম্ভকর্ণ বহির্গত হইলে

ভিন্দিপালাংশ্চ পরিঘান্ গদাশ্চ মুসলানি চ।
তালস্কন্ধাংশ্চ বিপুলান্ ক্ষেপণীয়ান্ দুরাসদান্ ॥৩৯
অথান্যদ্ বপুরাদায় দারুণং ঘোরদর্শনম্।
নিষ্পপাত মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥৪০
ধনুঃ শতপরীণাহঃ স ষট্‌শতসমুচ্ছ্রিতঃ।
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ ॥৪১
সন্নিপত্য চ রক্ষাংসি দগ্ধশৈলোপমো মহান্।
কুম্ভকর্ণো মহাবক্ত্রঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৪২
অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ।
নির্দহিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ ॥৪৩
নাপরাধ্যন্তি মে কামং বানরা বনচারিণঃ।
জাতিরস্মদ্বিধানাং সা পুরোদ্যানবিভূষণম্ ॥৪৪
পুররোধস্য মূলন্তু রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
হতে তস্মিন্ হতং সর্বং তং বধিষ্যামি সংযুগে ॥৪৫

এবং তস্য ব্রুবাণস্য কুম্ভকর্ণস্য রাক্ষসাঃ।
নাদং চক্রুর্মহাঘোরং কম্পয়ন্ত ইবার্ণবম্ ॥৪৬
তস্য নিষ্পততস্তূর্ণং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ।
বভূবুর্ঘোররূপাণি নিমিত্তানি সমন্ততঃ ॥৪৭
উল্কাশনিযুতা মেঘা বভূবুর্গর্দভারুণাঃ।
সসাগর-বনা চৈব বসুধা সমকম্পত ॥৪৮
ঘোররূপাঃ শিবা নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি ববন্ধুশ্চ বিহঙ্গমাঃ ॥৪৯
নিষ্পপাত চ গৃধ্রোঽস্য শূলে বৈ পথি গচ্ছতঃ।
প্রাস্ফুরন্নয়নঞ্চাস্য সব্যো বাহুরকম্পত ॥৫০
নিষ্পপাত তদা চোল্কা জ্বলন্তী ভীমনিঃস্বনা।
আদিত্যো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন বাতি চ সুখোঽনিলঃ ॥৫১
অচিন্তয়ন্ মহোৎপাতানুদিতান্ রোমহর্ষণান্।
নির্যযৌ কুম্ভকর্ণস্তু কৃতান্তবলচোদিতঃ ॥৫২

তাহার শিরোপরি প্রশস্ত ছত্র ধৃত হইল এবং সর্বত্র পুষ্পাসার বর্ষিত হইতে লাগিল।৩৬

পরে নীলাঞ্জনচয়তুল্য বহুব্যাসদীর্ঘ মহানাদ ভীমরূপ ভীমাক্ষ লোহিতলোচন মহাশক্তিমান্ পদাতিকগণ শাণিত শূল, খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, বিপুল তালস্কন্ধ ও দুরাসদ ক্ষেপণীয় অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক তাহার অনুসরণ করিল।৩৭-৩৯

অনন্তর মহাতেজা মহাবল কুম্ভকর্ণ যেন অপর ঘোর-দর্শন ভয়ানক দেহ ধারণপূর্বক গমন করিতে লাগিল।৪০

শকটচক্রের ন্যায় অক্ষিবিশিষ্ট ও মহাপর্বততুল্য সেই ভীষণ দেহের আয়তন ঊর্ধ্বে ছয় শত এবং পরিধিতে একশত ধনু।৪১

দগ্ধশৈলোপম মহাবক্ত্র সেই কুম্ভকর্ণ হাসিতে হাসিতে রাক্ষসগণকে বলিল,—অনল যেরূপ পতঙ্গ দহন করে, সেইরূপ আমিও অদ্য পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধ বানরগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব অথবা যে বানরগণ আমাদের পুরী ও উদ্যানাদির ভূষণস্বরূপ; তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই; এবিষয়ে লক্ষ্মণসহ রামই লঙ্কাবরোধের কারণ; সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিকেই বধ করিব; যেহেতু রাম হত হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে।৪২-৪৫

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া মহাবল যোধগণ এমন সিংহনাদ করিল যে, মহাসমুদ্রও যেন কম্পিত হইল।৪৬

পুরী হইতে ধীমান্ কুম্ভকর্ণের নির্গমনকালে চারিদিক হইতে ঘোররূপ দুর্নিমিত্তসকল আবির্ভূত হইতে লাগিল; উল্কাশনিযুক্ত মেঘপুঞ্জ গর্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিল এবং সাগর ও কাননসহ পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল; ঘোরদর্শন শৃগাল মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্গীরণ করিতে করিতে অশুভ ধ্বনি করিল এবং পক্ষী প্রতিকূলভাবে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।৪৭-৪৯

পথে যাইবার সময় তাহার শূলোপরি শকুনি পতিত হইল এবং তাহার বামচক্ষু স্ফুরিত ও বামহস্ত কম্পিত হইতে লাগিল।৫০

সম্মুখে ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত উল্কাপাত হইল;

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং পদ্ভ্যাং পর্বতসন্নিভঃ।
দদর্শাভ্রঘনপ্রখ্যং বানরানীকমদ্ভুতম্ ॥৫৩
তে দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং বানরাঃ পর্বতোপমম্।
বায়ুনুন্না ইব ঘনা যযুঃ সর্বা দিশস্তদা ॥৫৪
তদ্বানরানীকমতিপ্রচণ্ডং
দিশো দ্রবদ্ভিন্নমিবাভ্রজালম্।
স কুম্ভকর্ণঃ সমবেক্ষ্য হর্ষা-
ন্ননাদ ভূয়ো ঘনবদ্ ঘনাভঃ ॥৫৫
তে তস্য ঘোরং নিনদং নিশম্য
যথা নিনাদং দিবি বারিদস্য।

সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন এবং সুখকর বায়ু নিবৃত্ত হইল। কালবলপ্রেরিত কুম্ভকর্ণ সেই লোমহর্ষণকর মহোৎপাতের কথা না ভাবিয়াই নির্গত হইল।৫১-৫২

পর্বতপ্রমাণ কুম্ভকর্ণ পাদ দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক মেঘমালাবৎ সেই অদ্ভুত বানরসেনা দেখিল।৫৩

বানরগণ পর্বততুল্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া বায়ুদলিত জলদজালবৎ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।৫৪

মেঘতুল্য কুম্ভকর্ণ মেঘমালার ন্যায় প্রচণ্ড

পেতুর্ধরণ্যাং বহবঃ প্লবঙ্গা
নিকৃত্তমূলা ইব শালবৃক্ষাঃ ॥৫৬
বিপুলপরিঘবান্ স কুম্ভকর্ণো
রিপুনিধনায় বিনিঃসৃতো মহাত্মা।
কপিগণভয়মাদদৎ সুভীমং
প্রভুরিব কিঙ্করদণ্ডবান্ যুগান্তে ॥৫৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বানরসেনাকে ছিন্ন ভিন্ন মেঘজাল সদৃশ ইতস্ততঃ পলায়মান দেখিয়া পুনরায় হর্ষে সিংহনাদ করিল।৫৫

শূন্যে শব্দায়মান ঘনঘটার নিদারুণ শব্দের ন্যায় সেই ঘোর শব্দ শুনিয়া অনেক বানর ছিন্নমূল শালতরু তুল্য ভূতলে পতিত হইল।৫৬

শত্রুবিনাশার্থ নির্গত বিপুল পরিঘশালী মহাশক্তিমান্ কুম্ভকর্ণ অনুচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যুগান্তে দণ্ডপাণি কালাগ্নিরুদ্রবৎ বানরগণের অতিশয় ভীতির উদ্রেক করিল।৫৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[অঙ্গদেন পলায়মানেভ্যো বানরেভ্য আশ্বাসদানম্‌, তেষাং পুনর্যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ ।]

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং গিরিকূটোপমো মহান্‌ ।
নির্যযৌ নগরাৎ তূর্ণং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥১
ননাদ চ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্‌ ।
বিজয়ন্নিব নির্ঘাতান্‌ বিধমন্নিব পর্বতান্‌ ॥২
তমবধ্যং মঘবতা যমেন বরুণেন বা ।
প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তং বানরা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥৩
তাংস্তু বিপ্রদ্রুতান্‌ দৃষ্ট্বা রাজপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ ।
নলং নীলং গবাক্ষঞ্চ কুমুদঞ্চ মহাবলম্‌ ॥৪
আত্মনস্তানি বিস্মৃত্য বীর্য্যাণ্যভিজনানি চ ।
ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা ॥৫
সাধু সৌম্যা নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্‌ পরিরক্ষথ ।
নালং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা ॥৬
মহতীমুত্থিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্‌ ।
বিক্রমাদ্‌ বিধমিষ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ ॥৭
কৃচ্ছ্রেণ তু সমাশ্বস্য সংগম্য চ ততস্ততঃ ।
বৃক্ষান্‌ গৃহীত্বা হরয়ঃ সম্প্রতস্থু রণাজিরে ॥৮
তে নিবর্ত্য তু সংরব্ধাঃ কুম্ভকর্ণং বনৌকসঃ ।
নির্জঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধাঃ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ ॥৯
প্রাংশুভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ ।
পাদপৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ হন্যমানো ন কম্পতে ॥১০
তস্য গাত্রেষু পতিতা ভিদ্যন্তে বহবঃ শিলাঃ ।
পাদপাঃ পুষ্পিতাগ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুর্মহীতলে ॥১১
সোঽপি সৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বানরাণাং মহৌজসাম্‌ ।
মমন্থ পরমায়ত্তো বনান্যগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥১২

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[অঙ্গদ কর্তৃক পলায়মান বানরগণকে আশ্বাসদান ও বানরগণের পুনরায় যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন ।]

গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নতদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণ প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্বক শীঘ্র নগর হইতে বিনির্গত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিল যে, সেই শব্দে সমুদ্র অনুনাদিত ও পর্বতশ্রেণী প্রতিধ্বনিত হইল এবং বজ্রের ন্যায় শব্দ উঠিল ।১-২

যম, বরুণ অথবা দেবরাজেরও অবধ্য ভীমাক্ষ কুম্ভকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতে লাগিল ।৩

তদ্দর্শনে বালিপুত্র অঙ্গদ, মহাবল নীল, নল, গবাক্ষ ও কুমুদকে বলিল—অন্যান্য ইতর বানরের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া তোমরাও স্বকীয় মহাবীর্য্য ও কৌলিন্য বিস্মৃত হইয়া কোথায় পলাইতেছ ? হে সৌম্যগণ ! এরূপ প্রাণরক্ষার প্রয়োজন কি ? প্রতিনিবৃত্ত হও। এই রাক্ষসের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, একটি বিষম বিভীষিকা মাত্র ।৪-৬

সুতরাং বানরগণ প্রত্যাবৃত্ত হও, আমরা সমবেত-শক্তিতে পরাক্রম প্রকাশপূর্বক রাক্ষসগণ হইতে সমুত্থিত এই বিশম বিভীষিকা দূর করিব ।৭

বানরগণ অঙ্গদের এই উৎসাহবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অতিকষ্টে নিবৃত্ত হইল এবং বৃক্ষরাজি ধারণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল ।৮

মত্তমাতঙ্গবৎ বানরগণ সোৎসাহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিল ।৯

কিন্তু সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং পুষ্পিত তরুরাজি দ্বারা আহত হইয়াও সেই মহাবল রাক্ষস কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ।১০

শিলা ও পুষ্পিত বৃক্ষসকল তাহার দেহে পতিত হইয়া ভগ্ন ও ভূতলে পতিত হইল ।১১

সেই রাক্ষসও অগ্নিকৃত বনদহনের ন্যায় ক্রোধে মহাশক্তিশালী বানরসৈন্যগণকে সম্যক্‌ উদ্যমে মন্থন করিতে লাগিল ।১২

লোহিতার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে বানরর্ষভাঃ।
নিরস্তাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ ॥১৩
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্রধাবন্তো বানরা নাবলোকয়ন্।
কেচিৎ সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিদ্ গগনমাশ্রিতাঃ ॥১৪
বধ্যমানাস্তু তে বীরা রাক্ষসেন চ লীলয়া।
সাগরং যেন তে তীর্ণাঃ পথা তেনৈব দুদ্রুবুঃ ॥১৫
তে স্থলানি তদা নিম্নং বিবর্ণবদনা ভয়াৎ।
ঋক্ষা বৃক্ষান্ সমারূঢ়াঃ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ ॥১৬
মমজ্জুরর্ণবে কেচিদ্ গুহাঃ কেচিদ্ সমাশ্রিতাঃ।
নিপেতুঃ কেচিদপরে কেচিন্নৈবাবতস্থিরে।
কেচিদ্ ভূমৌ নিপতিতাঃ কেচিৎ সুপ্তা মৃতা ইব ॥১৭
তান্ সমীক্ষ্যাঙ্গদো ভগ্নান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
অবতিষ্ঠত যুধ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ ॥১৮

ভগ্নানাং বো ন পশ্যামি পরিক্রম্য মহীমিমাম্।
স্থানং সর্বে নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ ॥১৯
নিরায়ুধানাং ক্রমতামসঙ্গগতিপৌরুষাঃ।
দারা হ্যপহসিষ্যন্তি স বৈ ঘাতঃ সুজীবতাম্ ॥২০
কুলেষু জাতাঃ সর্বেঽস্মিন্ বিস্তীর্ণেষু মহৎসু চ।
ক গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা ॥
অনার্য্যাঃ খলু যদ্ভীতাস্ত্যক্ত্বা বীর্য্যং প্রধাবত ॥২১
বিকত্থনানি বো যানি ভবদ্ভির্জনসংসদি।
তানি বঃ ক নু যাতানি সোদগ্রাণি হিতানি বা ॥২২
ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্তু জীবতি ধিক্কৃতঃ।
মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্ ॥২৩
শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ।
প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপঞ্চ কুযোধিভিঃ ॥২৪

সেই সময় অনেক বানর নিরস্ত হইয়া রক্তাক্ত দেহে তাম্রবর্ণপুষ্পশোভিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও শয়ান হইতে লাগিল।১৩

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে ও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে করিতে সমুদ্রে পতিত হইল এবং কেহ কেহ গগন মধ্যে লুকাইয়া রহিল।১৪

অনেক বীর বানর রাক্ষসকর্তৃক অবলীলাক্রমে আহত হইয়া যে পথে সমুদ্র পার হইয়াছিল, সেই পথে পলায়ন করিতে লাগিল।১৫

তখন ঋক্ষগণ ভয়ে বিবর্ণবদন হইয়া নিম্নস্থলে গমন করত লুকাইয়া রহিল, কেহ বৃক্ষের উপরে কেহ বা পর্বতের উপরে আরোহণ করিল।১৬

কেহ কেহ যুদ্ধাভিলাষে গমন করিতে লাগিল, কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে পারিল না, কোনও কোনও বানর ভূমিতে পতিত হইল, কেহ বা সুপ্ত হইয়া মৃতবৎ রহিল। বানরদিগকে যুদ্ধে ভগ্ন দেখিয়া অঙ্গদ বলিল,—বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান কর; আমরা সকলেই যুদ্ধ করিব।১৭-১৮

তোমরা যদি এরূপ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপূর্বক সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন কর, তথাপি কোথাও এরূপ স্থান দেখি না, যেখানে তোমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। সুতরাং নিবৃত্ত হও, এরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ১৯

অতুলগতি ও পৌরুষসমন্বিত বীরগণ! আয়ুধহীন হইয়া এরূপ পলায়নে তোমাদের পত্নীগণ যে উপহাস করিবে, তাহা মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর।২০

তোমরা সকলে সুমহৎ বিশাল বংশে জাত; সুতরাং ইতর বানরবৎ ভয়বিহ্বল হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ? যাহারা পরাক্রম পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করে, সেই ভীতগণ অনার্য।২১

নিজ নিজ উগ্রতা প্রতিপাদনে ও বানররাজের হিতসাধনে তোমরা পূর্বে যে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলে, সে সব কোথায় রহিল? ২২

এইরূপ প্রবাদ শোনা যায় যে, ভীরুগণ বীরকর্তৃক ধিক্কৃত হইয়া জীবনধারণ করে, সুতরাং তোমরা ভয় পরিত্যাগপূর্বক সৎপুরুষনিষেবিত রণমার্গের অনুসরণ কর।২৩

অবাপ্স্যামঃ কীর্ত্তিং বা নিহত্বা শক্রমাহবে।
নিহতা বীরলোকস্য ভোক্ষ্যামো বসু বানরাঃ ॥২৫
ন কুম্ভকর্ণঃ কাকুৎস্থং দৃষ্ট্বা জীবন্ গমিষ্যতি।
দিপ্যমানমিবাসাদ্য পতঙ্গো জ্বলনং যথা ॥২৬
পলায়নেন চোদ্দিষ্টাঃ প্রাণান্ রক্ষামহে বয়ম্।
একেন বহবো ভগ্না যশো নাশং গমিষ্যতি ॥২৭
এবং ব্রুবাণং তং শূরমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্।
দ্রবমাণাস্ততো বাক্যমূচুঃ শূরবিগর্হিতম্ ॥২৮
কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা।
ন স্থানকালো গচ্ছামো দয়িতং জীবিতং হি নঃ ॥২৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং সর্বে তে ভেজিরে দিশঃ।
ভীমং ভীমাক্ষমায়ান্তং দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ ॥৩০

আমরা দৈবাৎ যদি আয়ুশেষবশতঃ শক্র কর্তৃক নিহত হইয়া ধরাশায়ী হই, তাহা হইলে কুযোধগণের দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিব। কিন্তু যদি রণে শক্র সংহার করিতে পারি, তবে ইহলোকে অতুলকীর্তি লাভ করিতে পারিব এবং বীরলোকভোগ্য পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিব।২৪-২৫

পতঙ্গ যেরূপ জ্বলন্ত অনলের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ কুম্ভকর্ণও রঘুনন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।২৬

মহাবীর ও বহুসংখ্যক আমরা যদি একজনের দ্বারাই ভগ্ন হইয়া পলায়নপূর্বক প্রাণরক্ষা করি, তবে আমাদের কীর্তি নষ্ট হইবে।২৭

কনকাঙ্গদভূষিত বীর অঙ্গদ এইরূপ বলিলে পলায়মান বানরগণ শূরবিগর্হিত বাক্যে উত্তর করিল,—রাক্ষস কুম্ভকর্ণ কর্তৃক আমরা ঘোরতর পীড়িত, সুতরাং আর তিষ্ঠিতে পারি না; কারণ, প্রাণই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম।২৮-২৯

ভীমাক্ষ ভীমরূপ কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া বানর-যূথপতিগণ এইমাত্র বলিয়াই চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।৩০

দ্রবমাণাস্তু তে বীরা অঙ্গদেন বলীমুখাঃ।
সান্ত্বনৈশ্চানুমানৈশ্চ ততঃ সর্বে নিবর্তিতাঃ ॥৩১
প্রহর্ষমুপনীতাশ্চ বালিপুত্রেণ ধীমতা।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষাস্তস্থুশ্চ সর্বে বানরযূথপাঃ ॥৩২
ঋষভ-শরভ-মৈন্দ-ধূম্র-নীলাঃ
কুমুদ-সুষেণ-গবাক্ষ-রম্ভ-তারাঃ।
দ্বিবিদ-পনস-বায়ুপুত্রমুখ্যা-
স্ত্বরিততরাভিমুখং রণং প্রযাতাঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পরে সেই পলায়মান বানর যূথপতিগণ অঙ্গদের সান্ত্বনা ও প্রলোভন বাক্যে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন ধীমান্ বালিতনয় তাহাদিগকে প্রহর্ষিত করিলে সেই যূথপতিগণও যুদ্ধাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল।৩১-৩২

অনন্তর ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস ও বায়ুপুত্র হনুমান আদি শ্রেষ্ঠ বানরবীর অতি শীঘ্র কুম্ভকর্ণের অভিমুখে রণক্ষেত্রে প্রস্থান করিল।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণেন সহ বানরাণাং যুদ্ধম্, বহূনাং বানরাণাং মৃত্যুঃ, হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ বীরৈর্বানরৈঃ সহ কুম্ভকর্ণস্য সংগ্রামঃ, কুম্ভকর্ণেনাসংখ্যং বানরসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা শ্রীরামচন্দ্রস্য যুদ্ধযাত্রা, কুম্ভকর্ণবিনাশশ্চ।]

তে নিবৃত্তা মহাকায়াঃ শ্রুত্বাঙ্গদবচস্তদা।
নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিমাস্থায় সর্বে সংগ্রামকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১
সমুদীরিতবীর্য্যাস্তে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
পর্য্যবস্থাপিতা বাক্যৈরঙ্গদেন বলীয়সা ॥২
প্রযাতাশ্চ গতা হর্ষং মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥৩
অথ বৃক্ষান্ মহাকায়াঃ সানূনি সুমহান্তি চ।
বানরাস্তূর্ণমুদ্যম্য কুম্ভকর্ণমভিদ্রবন্ ॥৪
কুম্ভকর্ণঃ সুসংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
ধর্ষয়ন্ স মহাকায়ঃ সমন্তাদ্ ব্যক্ষিপদ্ রিপূন্ ॥৫
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ সহস্রাণি চ বানরাঃ।
প্রকীর্ণাঃ শেরতে ভূমৌ কুম্ভকর্ণেন তাড়িতাঃ ॥৬
ষোড়শাষ্টৌ চ দশ চ বিংশৎ ত্রিংশৎ তথৈব চ।
পরিক্ষিপ্য চ বাহুভ্যাং খাদন্ স পরিধাবতি ॥
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৭
কৃচ্ছ্রেণ চ সমাশ্বস্তাঃ সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ।
বৃক্ষাদ্রিহস্তা হরয়স্তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥৮
ততঃ পর্বতমুৎপাট্য দ্বিবিদঃ প্লবগর্ষভঃ।
দুদ্রাব গিরিশৃঙ্গাভং বিলম্ব ইব তোয়দঃ ॥৯
তং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় বানরঃ।
তমপ্রাপ্য মহাকায়ং তস্য সৈন্যেঽপতত্ততঃ ॥১০
মমর্দাশ্বান্ গজাংশ্চাপি রথাংশ্চাপি গজোত্তমান্।
তানি চান্যানি রক্ষাংসি এবং চান্যদ্ গিরেঃ শিরঃ ॥১১

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[কুম্ভকর্ণের সহিত বানরগণের যুদ্ধ ও বহু বানরসেনা নিহত; হনুমান্ প্রভৃতি বীরগণের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ; কুম্ভকর্ণকৃত অসংখ্য বানরসৈন্য নিহত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও কুম্ভকর্ণ বধ।]

অঙ্গদের কথায় বিশালদেহধারী বানরগণ নিবৃত্ত হইল এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে সংকল্প করিল।১

নানা কথায় বলবান্ অঙ্গদ বানরদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে পুনরায় বল-গর্বিত হওয়ায় তাহারা পূর্বের মতো বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল।২

প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্বক বানরগণ মরণে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধে প্রস্থান করিল ও সানন্দে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩

বৃক্ষ ও বৃহৎ সানু উদ্যত করিয়া মহাকায় বানরগণ কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইলে কুম্ভকর্ণ ক্রোধে গদা উদ্যত করিয়া শত্রু বানরদিগকে ধর্ষিত ও চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে অষ্টসহস্র সপ্তশত বানর কুম্ভকর্ণ কর্তৃক সন্তাড়িত হইয়া প্রকীর্ণভাবে ভূমিতে শয়ন করিল।৪-৬

গরুড়ের সর্পভক্ষণের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ এক এক বারে ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং ত্রিংশৎ পরিমিত বানর বাহুদ্বয়ে গ্রহণপূর্বক মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভক্ষণপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিল।৭

বানরগণ তখনও বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া একত্র হইল এবং বৃক্ষ ও শৈল হস্তে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল।৮

অতঃপর লম্বমান মেঘবৎ বানরেন্দ্র দ্বিবিদ একটি পর্বত উৎপাটন করিয়া পর্বতশিখরতুল্য কুম্ভকর্ণের দিকে ধাবিত হইল। সেই পর্বতশিখর উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহা মহাকায় কুম্ভকর্ণের উপর পতিত না হইয়া তাহার সৈন্যদলের উপর পতিত হইল।৯-১০

তচ্ছৈলবেগাভিহতং হতাশ্বং হতসারথিম্ ।
রক্ষসাং রুধিরক্লিন্নং বভূবায়োধনং মহৎ ॥১২
রথিনো বানরেন্দ্রাণাং শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ ।
শিরাংসি নর্দতাং জহ্রুঃ সহসা ভীমনিঃস্বনাঃ ॥১৩
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সমুৎপাট্য মহাদ্রুমান্ ।
রথানশ্বান্ গজানুষ্ট্রান্ রাক্ষসানভ্যসূদয়ন্ ॥১৪
হনুমান্ শৈলশৃঙ্গাণি শিলাশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্ ।
ববর্ষ কুম্ভকর্ণস্য শিরস্যম্বরমাস্থিতঃ ॥১৫
তানি পর্বতশৃঙ্গাণি শূলেন স বিভেদ হ ।
বভঞ্জ বৃক্ষবর্ষঞ্চ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥১৬
ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
দুদ্রাব শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য ।
তস্থৌ স তস্যাপততঃ পুরস্তা-
ন্মহীধরাগ্রং হনুমান্ প্রগৃহ্য ॥১৭
স কুম্ভকর্ণং কুপিতো জঘান
বেগেন শৈলোত্তমভীমকায়ম্ ।
সঞ্চুক্ষুভে তেন তদাভিভূতো
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ ॥১৮
স শূলমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং
গিরিং যথা প্রজ্বলিতাগ্নিশৃঙ্গম্ ।
বাহ্বন্তরে মারুতিমাজঘান
গুহোঽচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্যা ॥১৯
স শূলনির্ভিন্নমহাভুজান্তরঃ
প্রবিহ্বলঃ শোণিতমুদ্বমন্ মুখাৎ ।
ননাদ ভীমং হনুমান্ মহাহবে
যুগান্তমেঘস্তনিতস্বনোপমম্ ॥২০
ততো বিনেদুঃ সহসা প্রহৃষ্টা
রক্ষোগণাস্তং ব্যথিতং সমীক্ষ্য ।

সেই পর্বতশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় অশ্ব, গজ ও রথসমূহ চূর্ণ হইয়া যাইল; তখন দ্বিবিদ সেই সকল রাক্ষস ও অপর রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া অপর একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে তাহারা বেগে অভিহত হওয়ায় অনেক অশ্ব ও সারথি নিহত হইল এবং এইরূপে রাক্ষসগণের রুধিরবহুল তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১-১২

ভীমনাদকারী রথারূঢ় রাক্ষসগণ কালান্তকসদৃশ বাণসমূহে শব্দায়মান বানরগণের মস্তক হরণ করিতে থাকিলে মহাবল বানরগণও বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও রাক্ষসদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিল।১৩-১৪

হনুমান্ গগনে উঠিয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং বিবিধ বৃক্ষরাজি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে অতীব বলশালী কুম্ভকর্ণও স্বীয় শূলাগ্রভাগ দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গকে ভগ্ন ও বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল।১৫-১৬

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শাণিত শূল উদ্যতপূর্বক বানরসেনার প্রতি ধাবিত হইলে হনুমান্ একটি পর্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া ক্রোধে শৈলোত্তমতুল্য রাক্ষসকে বেগে আঘাত করিল; তাহাতে রাক্ষস ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হইল এবং রক্ত ও মেদে তাহার দেহ প্লাবিত হইয়া গেল।১৭-১৮

প্রজ্বলিত অগ্নিময় শৃঙ্গ উত্তোলনকারী আগ্নেয় গিরির ন্যায় পর্বতপ্রমাণ সেই কুম্ভকর্ণ তড়িন্মালাবৎ দেদীপ্যমান মহাশূল উদ্যত করিয়া তদ্দ্বারা কুমার যেমন উগ্রশক্তির সাহায্যে ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। হনুমান্ সুমহৎ শূল দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হওয়ায় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া ক্রোধে প্রলয়কালীন মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল; তখন তাহার মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল।১৯-২০

হনুমান্‌কে সহসা এরূপ ব্যথিত দেখিয়া রাক্ষসগণ হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিলে বানরগণ ভয়ে ব্যথিত-

প্লবঙ্গমাস্ত ব্যথিতা ভয়ার্তাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সংযতি কুম্ভকর্ণাৎ ॥২১
ততস্তু নীলো বলবান্ পর্য্যবস্থাপয়ন্ বলম্।
প্রবিচিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুম্ভকর্ণায় ধীমতে ॥২২
তদাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মুষ্টিনাভিজঘান হ।
মুষ্টিপ্রহারাভিহতং তচ্ছৈলাগ্রং ব্যশীর্য্যত ॥
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত মহীতলে ॥২৩
ঋষভঃ শরভো নীলো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ।
পঞ্চ বানরশার্দূলাঃ কুম্ভকর্ণমুপাদ্রবন্ ॥২৪
শৈলৈর্বৃক্ষৈস্তলৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিশ্চ মহাবলাঃ।
কুম্ভকর্ণং মহাকায়ং নিজঘ্নুঃ সর্বতো যুধি ॥২৫
স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ বেদয়ানো ন বিব্যথে।
ঋষভন্তু মহাবেগং বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥২৬
কুম্ভকর্ণভুজাভ্যাস্তু পীড়িতো বানরর্ষভঃ।
নিপপাতর্ষভো ভীমঃ প্রমুখাগতশোণিতঃ ॥২৭

মুষ্টিনা শরভং হত্বা জানুনা নীলমাহবে।
আজঘান গবাক্ষন্তু তলেনেন্দ্ররিপুস্তদা ॥২৮
পাদেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তরসা গন্ধমাদনম্।
দত্তপ্রহারব্যথিতা মুমুহুঃ শোণিতোক্ষিতাঃ।
নিপেতুস্তে তু মেদীন্যাং নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥২৯
তেষু বানরমুখ্যেষু পাতিতেষু মহাত্মসু।
বানরাণাং সহস্রাণি কুম্ভকর্ণং প্রদুদ্রুবুঃ ॥৩০
তং শৈলমিব শৈলাভাঃ সর্বে তু প্লবগর্ষভাঃ।
সমারুহ্য সমুৎপত্য দদংশুশ্চ প্লবর্ষভাঃ ॥৩১
তং নখৈর্দশনৈশ্চাপি মুষ্টিভির্বাহুভিস্তথা।
কুম্ভকর্ণং মহাবাহুং নিজঘ্নুঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥৩২
স বানরসহস্রৈস্তু বিচিতঃ পর্বতোপমঃ।
ররাজ রাক্ষসব্যাঘ্রো গিরিরাত্মরুহৈরিব ॥৩৩
বাহুভ্যাং বানরান্ সর্বান্ প্রগৃহ্য স মহাবলঃ।
ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৩৪

হৃদয়ে কুম্ভকর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।২১

অতঃপর বলবান্ নীল সৈন্য সংস্থাপনপূর্বক ধীমান্ কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল।২২

সেই শৃঙ্গকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়াই কুম্ভকর্ণ তাহার উপর মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিলে সেই গিরিশৃঙ্গ মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণ হইয়া জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গের সহিত ভূতলে পতিত হইল।২৩

তারপর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ যুদ্ধস্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলে কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতকে সুখস্পর্শ বোধ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না; অধিকন্তু মহাবেগবান্ ঋষভকে বাহুতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ফেলিল।২৪-২৬

কুম্ভকর্ণের বাহুযুগলদ্বারা পীড়িত হইয়া ভীমরূপ বানরর্ষভ মুখে রক্তবমনপূর্বক ভূতলশায়ী হইল।২৭

পরে ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে মুষ্টি দ্বারা শরভকে, জানু দ্বারা নীলকে ও তল দ্বারা এবং পদ দ্বারা গন্ধমাদনকে আঘাত করিলে সেই বীরগণ নিতান্ত ব্যথিত ও রক্তাক্ত হইয়া ছিন্নকিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইল।২৮-২৯

কুম্ভকর্ণ কর্তৃক মহাবল বানরমুখ্যগণ পতিতে হইলে সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইল।৩০

পর্বতসদৃশ মহাবল ঐ বানরশ্রেষ্ঠগণ লাফাইয়া সেই শৈলাকার নিশাচরের উপর উঠিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।৩১

বানরশ্রেষ্ঠগণ নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহু দ্বারা মহাবাহু কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিলে তৎকালে গিরিসদৃশ রাক্ষসশার্দূল কুম্ভকর্ণ বানরসহস্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া তরুরাজি-বিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩২-৩৩

পরে গরুড়ের সর্পভক্ষণের ন্যায় সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ ক্রোধে বাহুদ্বারা বানরদিগকে আক্রমণপূর্বক

প্রক্ষিপ্তাঃ কুম্ভকর্ণেন বক্তে্র পাতালসন্নিভে।
নাসাপুটাভ্যাং সঞ্জগ্মুঃ কর্ণাভ্যাং চৈব বানরাঃ ॥৩৫
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো হরীন্ পর্বতসন্নিভঃ।
বভঞ্জ বানরান্ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোত্তমঃ ॥৩৬
মাংসশোণিতসংক্লেদাং কুর্বন্ ভূমিং স রাক্ষসঃ।
চচার হরিসৈন্যেষু কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ ॥৩৭
বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥৩৮
যথা শুষ্কাণ্যরণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ।
তথা বানরসৈন্যানি কুম্ভকর্ণো দদাহ সঃ ॥৩৯
ততস্তে বধ্যমানাস্তু হতযূথাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বানরা ভয়সংবিগ্না বিনেদুর্বিকৃতৈঃ শরৈঃ ॥৪০
অনেকশো বধ্যমানাঃ কুম্ভকর্ণেন বানরাঃ।
রাঘবং শরণং জগ্মুর্ব্যথিতা ভিন্নচেতসঃ ॥৪১

প্রভগ্নান্ বানরান্ দৃষ্ট্বা বজ্রহস্তাত্মজাত্মজঃ।
অভ্যধাবত বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাহবে ॥৪২
শৈলশৃঙ্গং মহদ্ গৃহ্য বিনদন্ স মুহুর্মুহুঃ।
ত্রাসয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণপদানুগান্ ॥৪৩
চিক্ষেপ শৈলশিখরং কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি।
স তেনাভিহতো মূর্ধ্নি শৈলেনেন্দ্ররিপুস্তদা ॥৪৪
কুম্ভকর্ণঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেন মহতা তদা।
সোঽভ্যধাবত বেগেন বালিপুত্রমমর্ষণঃ ॥৪৫
কুম্ভকর্ণো মহানাদস্ত্রাসয়ন্ সর্ববানরান্।
শূলং সসর্জ বৈ রোষাদঙ্গদে তু মহাবলঃ ॥৪৬
তদাপতন্তং বলবান্ যুদ্ধমার্গবিশারদঃ।
লাঘবান্মোক্ষয়ামাস বলবান্ বানরর্ষভঃ ॥৪৭
উৎপত্য চৈনং তরসা তলেনোরস্যতাড়য়ৎ।
স তেনাভিহতঃ কোপাৎ প্রমুমোহাচলোপমঃ ॥৪৮

ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে বানরগণ কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তাহার পাতালতুল্য মুখবিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাপুট ও কর্ণযুগল দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল।৩৪-৩৫

তদ্দর্শনে পর্বতোপম রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণ নিদারুণ রুষ্ট হইয়া বানরদের চর্বণকরত সমগ্র বানরসেনা ভগ্ন করিল।৩৬

এই প্রকারে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ রণভূমি মাংস ও শোণিতে ক্লেদাক্ত করিয়া বানর সেনামধ্যে প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।৩৭

সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে শূল ধারণ করিয়া বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং পাশহস্ত যমের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।৩৮

গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনিও বানরসৈন্য দগ্ধ করিতে থাকিল।৩৯

তখন হতযূথ বহু বানর তৎকর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়োদ্বিগ্নমনে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং বহু বানর কুম্ভকর্ণকর্তৃক তাড়িত হইলে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রামচন্দ্রের শরণাগত হইল।৪০-৪১

মহারণে বানরদিগকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া বালিপুত্র অঙ্গদ বেগে কুম্ভকর্ণাভিমুখে ধাবিত হইল।৪২

সেই বীর একটি সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ লইয়া বারংবার সিংহনাদ দ্বারাই কুম্ভকর্ণের পশ্চাদ্‌গামী রাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া সেই গিরিশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের মস্তকোদ্দেশে ক্ষেপণ করিল; ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ সেই শিখর দ্বারা মস্তকে আহত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ঐ প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হইল।৪৩-৪৫

পরে বানরকুলকে সন্ত্রাসিত করিয়া সিংহনাদসহকারে অঙ্গদের উদ্দেশে মহাবল কুম্ভকর্ণ সক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিলে যুদ্ধমার্গবিশারদ বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তাহা বেগে পতিত হইতে না হইতেই সত্বরতা দেখাইয়া আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিল এবং বেগে উৎপতিত হইয়া তল দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে এরূপ আঘাত করিল যে, পর্বতসদৃশ কুম্ভকর্ণও সেই

স লব্ধসংজ্ঞোঽতিবলো মুষ্টিং সংগৃহ্য রাক্ষসঃ।
অপহাসেন (ক) চিক্ষেপ বিসংজ্ঞঃ স পপাত হ ॥৪৯
তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে বিসংজ্ঞে পতিতে ভুবি।
তচ্ছূলং সমুপাদায় সুগ্রীবমভিদুদ্রুবে ॥৫০
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
উৎপপাত তদা বীরঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥৫১
স পর্বতাগ্রমুৎক্ষিপ্য সমাবিধ্য মহাকপিঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥৫২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণঃ প্লবঙ্গমম্।
তস্থৌ বিবৃতসর্বাঙ্গো বানরেন্দ্রস্য সম্মুখঃ ॥৫৩
কপিশোণিতদিগ্ধাঙ্গং ভক্ষয়ন্তঃ মহাকপিম্।
কুম্ভকর্ণং স্থিতং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪
পাতিতাশ্চ ত্বয়া বীরাঃ কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।
ভক্ষিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্তং তে পরমং যশঃ ॥৫৫
ত্যজ তদ্ বানরানীকং প্রাকৃতৈঃ কিং করিষ্যসি।
সহস্বৈকং নিপাতং মে পর্বতস্যাস্য রাক্ষস ॥৫৬

তদ্বাক্যং হরিরাজস্য সত্ত্বধৈর্য্যসমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাক্ষসশার্দূলঃ কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৫৭
প্রজাপতেস্তু পৌত্রস্ত্বং তথৈবর্ক্ষরজঃসুতঃ।
ধৃতিপৌরুষসম্পন্নস্তস্মাদ্ গর্জসি বানর ॥৫৮
স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
ব্যাবিধ্য শৈলং সহসা মুমোচ।
তেনাজঘানোরসি কুম্ভকর্ণং
শৈলেন বজ্রাশনিসন্নিভেন ॥৫৯
তচ্ছৈলশৃঙ্গং সহসা বিভিন্নং
ভুজান্তরে তস্য তদা বিশালে।
ততো বিষেদুঃ সহসা প্লবঙ্গা
রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেদুঃ ॥৬০
স শৈলশৃঙ্গাভিহতশ্চুকোপ
ননাদ রোষাচ্চ বিবৃত্য বক্ত্রম্।
ব্যাবিধ্য শূলং স তড়িৎপ্রকাশং
চিক্ষেপ হর্য্যৃক্ষপতের্বধায় ॥৬১

আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইল। ক্ষণকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বিপুলবলশালী কুম্ভকর্ণ হাস্যকরত অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিলে অঙ্গদও তাহাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইল।৪৬-৪৯

বানরশার্দূল অঙ্গদ ভূপতিত হইলে কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণপূর্বক সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইল।৫০

মহাবল কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া বীরবর বানররাজ সুগ্রীব স্বয়ং ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্বক একটি পর্বতাগ্র উপড়াইয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করত পরে বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল।৫১-৫২

বানররাজকে আসিতে দেখিয়া কুম্ভকর্ণ সর্বাঙ্গ পরিবর্দ্ধিতকরত তাহার সম্মুখে গমন করিল।৫৩

বানরশোণিতে রঞ্জিতকলেবর কুম্ভকর্ণকে রণস্থলে অবস্থিত ও মহামহাবানরদিগকে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া সুগ্রীব বলিল।৫৪

তুমি বানরবাহিনী ভক্ষণ এবং বীরগণকে পতিত করিয়া দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করিয়াছ এবং পরমযশ লাভ করিয়াছ। হে রাক্ষস! ইতর বানরদিগকে মারিয়া কি করিবে? তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই গিরির এক আঘাত সহ্য কর।৫৫-৫৬

বানররাজের বীর্য ও ধৈর্যযুক্ত তাদৃশ কথা শুনিয়া রাক্ষসশার্দূল কুম্ভকর্ণ বলিল।৫৭

বানররাজ! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরাজের পুত্র; বিশেষতঃ তোমার ধৈর্য্য ও পৌরুষ আছে বলিয়াই এরূপ গর্জন করিতেছ।৫৮

কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া সুগ্রীব বজ্রাশনিতুল্য সেই গিরিশিখর উঠাইয়া তদ্দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল।৫৯

সেই শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াই সহসা ভগ্ন হইল; তাহাতে বানরগণ বিষন্ন হইল এবং রাক্ষসগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল।৬০

পাঠান্তর:— (ক) অপহস্তেন—।

তৎকুম্ভকর্ণস্য ভুজপ্রণুন্নং
শূলং শিতং কাঞ্চনধামযষ্টিম্।
ক্ষিপ্রং সমুৎপত্য নিগৃহ্য দোর্ভ্যাম্
বভঞ্জ বেগেন সুতোঽনিলস্য ॥৬২
কৃতং ভারসহস্রস্য শূলং কালায়সং মহৎ।
বভঞ্জ জানুমারোপ্য তদা হৃষ্টঃ প্লবঙ্গমঃ ॥৬৩
শূলং ভগ্নং হনুমতা দৃষ্ট্বা বানরবাহিনী।
হৃষ্টা ননাদ বহুশঃ সর্বতশ্চাপি দুদ্রুবে ॥৬৪
বভূবাথ পরিত্রস্তো রাক্ষসো বিমুখোঽভবৎ।
সিংহনাদঞ্চ তে চক্রুঃ প্রহৃষ্টাঃ বনগোচরাঃ॥
মারুতিং পূজয়াঞ্চক্রুর্দৃষ্ট্বা শূলং তথাগতম্ ॥৬৫
স তৎ তথা ভগ্নমবেক্ষ্য শূলং
চুকোপ রক্ষোধিপতির্মহাত্মা।
উৎপাট্য লঙ্কামলয়াৎ স শৃঙ্গং
জঘান সুগ্রীবমুপেত্য তেন ॥৬৬
স শৈলশৃঙ্গাভিহতো বিসংজ্ঞঃ
পপাত ভূমৌ যুধি বানরেন্দ্রঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥৬৭

কুম্ভকর্ণ সেই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা অভিহত হইয়া সক্রোধে মুখবিবর ব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে বানররাজের বধকামনায় বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল নিক্ষেপ করিল।৬১

বায়ুনন্দন বেগে সত্বর উৎপতিত হইয়া কুম্ভকর্ণভুজ-নিক্ষিপ্ত কাঞ্চনদামশোভিত সেই শাণিত শূল বাহু দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিল।৬২

হনুমান্ সানন্দে সহস্রভার কালায়স দ্বারা নির্মিত সেই শূল জানুতে রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।৬৩

বানরসেনা হনুমান্‌কৃত শূল ভগ্ন হইল দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দে সিংহনাদকরতঃ ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল।৬৪

রাক্ষসগণ ভীত হইয়া রণে বিমুখ হওয়ায় এবং সেই মহাশূলকে দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া বনচারী বানরগণ পরমানন্দে সিংহনাদ সহকারে হনুমান্‌কে পূজা করিল।৬৫

সমভ্যুপেত্যাদ্ভুতঘোরবীর্য্যং
স কুম্ভকর্ণো যুধি বানরেন্দ্রম্।
জহার সুগ্রীবমভিপ্রগৃহ্য
যথানিলো মেঘমিব প্রচণ্ডঃ ॥৬৮
স তং মহামেঘনিকাশরূপ-
মুৎপাট্য গচ্ছন্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
ররাজ মেরুপ্রতিমানরূপো
মেরুর্যথা ব্যুচ্ছ্রিতঘোরশৃঙ্গঃ ॥৬৯
ততস্তমাদায় জগাম বীরঃ
সংস্তূয়মানো যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।
শৃণ্বন্নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং
প্লবঙ্গরাজগ্রহবিস্মিতানাম্ ॥৭০
ততস্তমাদায় তদা স মেনে
হরীন্দ্রমিন্দ্রোপমমিন্দ্রবীর্য্যঃ।
অস্মিন্ হৃতে সর্বমিদং হৃতং স্যাৎ
সরাঘবং সৈন্যমিতীন্দ্রশত্রুঃ ॥৭১
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বানরাণামিতস্ততঃ।
কুম্ভকর্ণেন সুগ্রীবং গৃহীতঞ্চাপি বানরম্ ॥৭২

শূলকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রাক্ষসপতি মহাবল কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং লঙ্কা নিকটস্থ মলয়াচলের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া সুগ্রীবের নিকট আগমনপূর্বক তদ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল।৬৬

সেই পর্বতশৃঙ্গে নিতান্ত আহত বানরেন্দ্র সুগ্রীব রণমধ্যে চেতনাহীন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল; তখন রাক্ষসগণ তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিল।৬৭

অনন্তর কুম্ভকর্ণ প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে স্থানান্তরিত করে, সেইরূপভাবে অদ্ভুতবীর্য্য ঘোররূপ বানরেন্দ্র সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কক্ষপুটে গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিতে লাগিল।৬৮

মহামেরুসদৃশ সুগ্রীবকে লইয়া সুমেরুপ্রতিম কুম্ভকর্ণের গমনকালে বোধ হইল যেন উন্নত শৃঙ্গসমন্বিত মেরু পর্বত গমন করিতেছে।৬৯

হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস মতিমান্ মারুতাত্মজঃ।
এবং গৃহীতে সুগ্রীবে কিং কর্তব্যং ময়া ভবেৎ ॥৭৩
যদ্ধি ন্যায্যং ময়া কর্তুং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্।
ভূত্বা পর্বতসঙ্কাশো নাশয়িষ্যামি রাক্ষসম্ ॥৭৪
ময়া হতে সংযতি কুম্ভকর্ণে
মহাবলে মুষ্টিবিশীর্ণদেহে।
বিমোচিতে বানরপার্থিবে চ
ভবন্তু হৃষ্টাঃ প্লবঙ্গাঃ সমগ্রাঃ ॥৭৫
অথবা স্বয়মপ্যেষ মোক্ষং প্রাপ্স্যতি বানরঃ।
গৃহীতোঽয়ং যদি ভবেৎ ত্রিদশৈঃ সাসুরোরগৈঃ ॥৭৬
মন্যে ন তাবদাত্মানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ।
শৈলপ্রহারাভিহতঃ কুম্ভকর্ণেন সংযুগে ॥৭৭
অয়ং মুহূর্তাৎ সুগ্রীবো লব্ধসংজ্ঞো মহাহবে।
আত্মনো বানরাণাঞ্চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যতি ॥৭৮
ময়া তু মোক্ষিতস্যাস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অপ্রীতিশ্চ ভবেৎ কষ্টা কীর্তিনাশশ্চ শাশ্বতঃ ॥৭৯
তস্মান্মুহূর্তং কাঙ্ক্ষিষ্যে বিক্রমং মোক্ষিতস্য তু।
ভিন্নঞ্চ বানরানীকং তাবদাশ্বাসয়াম্যহম্ ॥৮০
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বাথ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সংস্তম্ভয়ামাস বানরাণাং মহাচমূম্ ॥৮১
স কুম্ভকর্ণোঽথ বিবেশ লঙ্কাং
স্ফুরন্তমাদায় মহাহরিং তম্।
বিমানচর্য্যাগৃহগোপুরস্থৈঃ
পুষ্পাগ্র্যবর্ষৈরভিপূজ্যমানঃ ॥৮২
লাজগন্ধোদবর্ষৈস্তু সেচ্যমানঃ শনৈঃ শনৈঃ।
রাজবীথ্যাস্তু শীতত্বাৎ সংজ্ঞাং প্রাপ মহাবলঃ ॥৮৩
ততঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য কৃচ্ছ্রাদ্
বলীয়সস্তস্য ভুজান্তরস্থঃ।

রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সুগ্রীবকে লইয়া যাইবার সময় শুনিতে পাইল; দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নানাপ্রকার শোকধ্বনি করিতেছেন। সেই ইন্দ্রতুল্য হরীন্দ্র সুগ্রীবকে হরণ করিয়া কুম্ভকর্ণ মনে করিল,—এই সুগ্রীব নিহত হইলে রাঘবযুগলের সহিত সমস্ত বানরসৈন্যই নিহত হইবে।৭০-৭১

এদিকে বুদ্ধিমান্ পবননন্দন হনুমান্ কুম্ভকর্ণকর্তৃক হরীশ্বর গৃহীত ও বানরসেনাকে ইতস্ততঃ পলায়মান দেখিয়া চিন্তা করিল—এখন কি করা যায়।৭২-৭৩

এসময়ে যাহা ন্যায্য, নিঃসংশয়ে আমি তাহাই করিব; সম্প্রতি আমি পর্বতাকার দেহ ধারণ করিয়া রাক্ষসকে বধ করিব। ভীষণ রণক্ষেত্রে মুষ্টিপ্রহারে কুম্ভকর্ণের শরীর বিশীর্ণপূর্বক সংহার করিয়া সুগ্রীবকে মুক্ত করিলে বানরগণ পুনরায় আনন্দিত হইবে।৭৪-৭৫

অথবা এই বানরেন্দ্র সুগ্রীব যদি অসুর ও সর্পগণের সহিত দেবগণকর্তৃক গৃহীত হন, তথাপি ইনি স্বয়ং নিজেকে মুক্ত করিতে পারিবেন।৭৬

গিরির আঘাতে একান্ত আহত হওয়ায় মনে হয় ইঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কুম্ভকর্ণকর্তৃক গৃহীত হইয়াও ইনি কিছু জানিতে পারিতেছেন না। ইনি মুহূর্তেই চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের ও বানরগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেন।৭৭-৭৮

আমি এই মহাবল সুগ্রীবকে কষ্ট হইতে মুক্ত করিলে অপ্রীতিকর হইতে পারে এবং ইঁহার শাশ্বতী কীর্তিও নষ্ট হইবে।৭৯

অতএব ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দেখি, এই বীর সুগ্রীব শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন; ইতিমধ্যে ছিন্নভিন্ন বানরসেনাকে আমি আশ্বস্ত করি। বায়ুপুত্র হনুমান্ এই চিন্তা করিয়া সুমহৎ বানরসেনা পুনরায় সংস্থাপিত করিল।৮০-৮১

এদিকে দীপ্তিমান্ মহাবানর সুগ্রীবকে লইয়া কুম্ভকর্ণ বিমান, পথ, গৃহ ও গোপুরস্থিত রাক্ষসগণকর্তৃক উত্তম পুষ্পবর্ষণ দ্বারা সর্বতোভাবে পূজিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে লাজগন্ধি বারিবর্ষণে অভিষিক্ত হওয়া এবং রাজপথের শৈত্যনিবন্ধন মহাবল সুগ্রীব ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিল।৮২-৮৩

এইরূপে সেই মহাবল সুগ্রীব বহুকষ্টে চৈতন্য লাভ করিয়া এবং আপনাকে রাজপুরের পথিমধ্যে সেই

অবেক্ষমাণং পুররাজমার্গং
বিচিন্তয়ামাস মুহূর্মহাত্মা ॥৮৪
এবং গৃহীতেন কথং নু নাম
শক্যং ময়া সম্প্রতিকর্ত্তুমদ্য।
তথা করিষ্যামি যথা হরীণাং
ভবিষ্যতীষ্টঞ্চ হিতঞ্চ কার্য্যম্ ॥৮৫
ততঃ করাগ্রৈঃ সহসা সমেত্য
রাজা হরীণামমরেন্দ্রশত্রোঃ।
খরৈশ্চ কর্ণৌ দশনৈশ্চ নাসাং
দদংশ পাদৈর্বিদদার পার্শ্বৌ ॥৮৬
স কুম্ভকর্ণো হৃতকর্ণনাসো
বিদারিতস্তেন রদৈর্নখৈশ্চ।
রোষাভিভূতঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ
সুগ্রীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ ॥৮৭
স ভূতলে ভীমবলাভিপিষ্টঃ
সুরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ।
জগাম খং কন্দুকবজ্জবেন
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥৮৮

বলশালী কুম্ভকর্ণের বাহুমধ্যগত দেখিয়া ভাবিল, এরূপ অবস্থায় কিরূপ প্রতিকার করা যাইতে পারে? এক্ষণে এরূপ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে বানরগণের মঙ্গল ও ইষ্ট সিদ্ধ হয়।৮৪-৮৫

পরে বানরেন্দ্র সহসা আক্রমণপূর্বক তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় এবং দন্ত দ্বারা নাসিকা ছিন্ন করিয়া পদনখ দ্বারা তাহার দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিল।৮৬

তখন কুম্ভকর্ণ নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদিত, নখ-দন্তে সর্বপ্রকারে বিদারিত এবং সর্বাঙ্গ রক্তে আর্দ্র হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিল। সেই ভীমবল রাক্ষসকর্তৃক বানররাজ সুগ্রীব ভূতলে পেষিত এবং অন্যান্য রাক্ষসকর্তৃক পীড্যমান হইয়াও বেগে কন্দুক(বল)বৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া পুনরায় রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিল।৮৭-৮৮

কর্ণনাসাবিহীনস্তু কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
ররাজ শোণিতোৎসিক্তো গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৮৯
শোণিতার্দ্রো মহাকায়ো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।
যুদ্ধায়াভিমুখো ভূয়ো মনশ্চক্রে নিশাচরঃ ॥৯০
অমর্ষাচ্ছোণিতোদ্গারী শুশুভে রাবণানুজঃ।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ॥৯১
গতে স তস্মিন্ সুররাজশত্রুঃ
ক্রোধাৎ প্রদুদ্রাব রণায় ভূয়ঃ।
অনায়ুধোঽস্মীতি বিচিন্ত্য রৌদ্রো
ঘোরং তদা মুদ্গরমাসসাদ ॥৯২
ততঃ স পুর্য্যাঃ সহসা মহৌজা
নিষ্ক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্।
বভক্ষ রক্ষো যুধি কুম্ভকর্ণঃ
প্রজা যুগান্তাগ্নিরিব প্রবৃদ্ধঃ ॥৯৩
বুভুক্ষিতঃ শোণিতমাংসগৃধ্নুঃ
প্রবিশ্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।

সেই সময়ে মহাবল কুম্ভকর্ণ নাসাকর্ণবিহীন হইয়া শোণিতাপ্লকলেবরে প্রস্রবণবিরাজিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৮৯

সেই রক্তাক্ত, বিশালদেহ, ভীমদর্শন নীলাঞ্জনচয়সদৃশ রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ শোণিত উদ্গীরণকরত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভমান হইয়া ক্রোধভরে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইল।৯০-৯১

বানররাজ সুগ্রীব গমন করিলে রৌদ্রমূর্তি ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ পুনরায় রণস্থলের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং নিরস্ত্র বিবেচনা করিয়া ভীষণ এক মুদ্গর হস্তে গ্রহণ করিল। অতঃপর সেই মহাবল রাক্ষস পুর হইতে সহসা নির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমনপূর্বক প্রজাদহনকারী প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় বানরসেনা ভক্ষণ করিতে লাগিল।৯২-৯৩

চখাদ রক্ষাংসি হরীন্ পিশাচা-
ন্ৃক্ষাংশ্চ মোহাদ্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ ॥
যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে
স ভক্ষয়ামাস হরীংশ্চ মুখ্যান্ ॥৯৪
একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ ক্রুদ্ধো বানরান্ সহ রাক্ষসৈঃ।
সমাদায়ৈকহস্তেন প্রচিক্ষেপ ত্বরন্ মুখে ॥৯৫
সম্প্রস্রবংস্তদা মেদঃ শোণিতঞ্চ মহাবলঃ।
বধ্যমানো নগেন্দ্রাগ্রৈর্ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥৯৬
তে ভক্ষ্যমাণা হরয়ো রামং জগ্মুস্তদা গতিম্।
কুম্ভকর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ কপীন্ খাদন্ প্রধাবতি ॥৯৭
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ বিংশৎত্রিংশৎ তথৈব চ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং খাদন্ বিপরিধাবতি ॥৯৮
মেদোবসাশোণিতদিগ্ধগাত্রঃ
কর্ণাবসক্তগ্রথিতান্ত্রমালঃ।
ববর্ষ শূলানি সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ
কালো যুগান্তস্থ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥৯৯
তস্মিন্ কালে সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ পরবলার্দনঃ।
চকার লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১০০
স কুম্ভকর্ণস্য শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্য্যবান্।
নিচখানাদদে চান্যান্ বিসসর্জ চ লক্ষ্মণঃ ॥১০১
পীড্যমানস্তদস্ত্রস্তু বিশেষং তৎ স রাক্ষসঃ।
ততশ্চুকোপ বলবান্ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥১০২
অথাস্য কবচং শুভ্রং জাম্বূনদময়ং শুভম্।
প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈঃ সন্ধ্যাভ্রমিব মারুতঃ ॥১০৩
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
অপীড্যমানঃ শুশুভে মেঘৈঃ সূর্য্য ইবাংশুমান্ ॥১০৪
ততঃ স রাক্ষসো ভীমঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনম্।
সাবজ্ঞমেব প্রোবাচ বাক্যং মেঘৌঘনিঃস্বনঃ ॥১০৫

মাংসরক্তলোলুপ কুম্ভকর্ণ ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া উগ্র বানরসেনার মধ্যে প্রবেশপূর্বক মোহবশতঃ বানর, রাক্ষস, পিশাচ বা ঋক্ষগণের মধ্যে যাহাকে পাইল, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে লাগিল; যেমন যম যুগাবসানে প্রাণীকে গ্রাস করেন, কুম্ভকর্ণও সেইরূপ মহাকায় বানরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।৯৪

কুম্ভকর্ণ ক্রোধে এক হস্তে রাক্ষসগণের সহিত এক, দুই, তিন বা অনেকগুলি বানরকে আক্রমণপূর্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৯৫

গিরিশৃঙ্গাদি দ্বারা আহত হইয়াও সেই রাক্ষস বানরগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই মহাবলের মুখাদি হইতে মেদ ও রক্তস্রাব হইতে লাগিল।৯৬

কুম্ভকর্ণ ক্রোধে এইরূপে বানরদিগকে খাইতে খাইতে ধাবিত হইলে বানরগণ তৎকর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিল।৯৭

সপ্ত, অষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ এবং কোনও কোনও বারে একশত পর্যন্ত বানরগণকে বাহুদ্বারা আক্রমণপূর্বক কুম্ভকর্ণ ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইল।৯৮

অনন্তর মেদ-বসা-রক্তদ্বারা সিক্তদেহ তীক্ষ্ণদন্ত কুম্ভকর্ণ কর্ণদ্বয়ে অন্ত্ররচিত মালা ধারণপূর্বক যুগান্তে প্রবৃদ্ধ যমের ন্যায় শূল বর্ষণ করিতে লাগিল।৯৯

সেই সময় শত্রুবলনাশকারী এবং শত্রুপুরবিজয়ী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।১০০

শক্তিমান্ লক্ষ্মণ সপ্ত শরে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদ্ধ করত পুনরায় অন্য বাণসকল লইয়া ক্ষেপণ করিলে কুম্ভকর্ণ অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তাহা বিকল করিল। ইহা দেখিয়া সুমিত্রানন্দবর্ধন মহাবল লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেরূপ সন্ধ্যাভ্রকে দূর করে, সেইরূপ কুম্ভকর্ণের সুবর্ণময় শুভ্র-কবচ বাণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন।১০১-৩

নীলাঞ্জনচয়তুল্য কুম্ভকর্ণ তখন সুবর্ণভূষণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া মেঘাবৃত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১০৪

পরে মেঘবৎ শব্দকারী ভীমরূপ রাক্ষস অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল,—যমকেও যে জন যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসে জয় করিয়াছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যে নির্ভয়ে তুমি

অন্তকস্যাপ্যকষ্টেন যুধি জেতারমাহবে।
যুধ্যতা মামভীতেন খ্যাপিতা বীরতা ত্বয়া ॥১০৬
প্রগৃহীতায়ুধস্যেহ মৃত্যোরিব মহামৃধে।
তিষ্ঠন্নপ্যগ্রতঃ পূজ্যঃ কিমু যুদ্ধপ্রদায়কঃ ॥১০৭
ঐরাবতং সমারূঢ়ো বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ।
নৈব শক্রোঽপি সমরে স্থিতপূর্বঃ কদাচনঃ ॥১০৮
অদ্য ত্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ।
তোষিতো গন্তুমিচ্ছামি ত্বামনুজ্ঞাপ্য রাঘবম্ ॥১০৯
যৎ তু বীর্য্যবলোৎসাহৈস্তোষিতোঽহং রণে ত্বয়া।
রামমেবৈকমিচ্ছামি হন্তুং যস্মিন্ হতে হতম্ ॥১১০
রামে ময়াত্র নিহতে যেঽন্যে স্থাস্যন্তি সংযুগে।
তানহং যোধয়িষ্যামি স্ববলেন প্রমাথিনা ॥১১১
ইত্যুক্তবাক্যং তদ্ রক্ষঃ প্রোবাচ স্তুতিসংহিতম্।
মৃধে ঘোরতরং বাক্যং সৌমিত্রিঃ প্রহসন্নিব ॥১১২

যত্ত্বং শক্রাদিভির্দেবৈরসহ্যঃ প্রাপ্য পৌরুষম্।
তৎ সত্যং নান্যথা বীর দৃষ্টস্তেঽদ্য পরাক্রমঃ ॥১১৩
এষ দাশরথী রামস্তিষ্ঠত্যদ্রিরিবাচলঃ।
ইতি শ্রুত্বা হ্যনাদৃত্য লক্ষ্মণং স নিশাচরঃ ॥১১৪
অতিক্রম্য চ সৌমিত্রিং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
রামমেবাভিদুদ্রাব কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥১১৫
অথ দাশরথী রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রযোজনম্।
কুম্ভকর্ণস্য হৃদয়ে সসর্জ নিশিতান্ শরান্ ॥১১৬
তস্য রামেণ বিদ্ধস্য সহসাভিপ্রধাবতঃ।
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ ॥১১৭
রামাস্ত্রবিদ্ধো ঘোরং বৈ নর্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে ॥১১৮
তস্যোরসি নিমগ্নাস্তে শরা বর্হিণবাসসঃ।
হস্তাচ্চাস্য পরিভ্রষ্টা গদা চোর্ব্যাং পপাত হ ॥১১৯

যুদ্ধ করিলে তাহাতে তোমার বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। অস্ত্রগ্রহণপূর্বক সাক্ষাৎ যমসদৃশ আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করি, তখন আমার সহিত যুদ্ধকারীর কথা দূরে থাকুক, যে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হয়, সেও পূজনীয়; কারণ, অমরপরিবেষ্টিত ঐরাবতসমারূঢ় ইন্দ্রও পূর্বে রণস্থলে কখনও আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।১০৫-৮

হে সুমিত্রানন্দন! বালক হইলেও তুমি অদ্য পরাক্রমে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; তোমার অনুজ্ঞা লইয়াই রামচন্দ্রের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি।১০৯

তোমার বীর্য, বল ও উৎসাহ দ্বারা আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি; রামকেই সংহার করিতে আমি ইচ্ছুক; কারণ, সে নিহত হইলে সকলেই হত হইবে। রাম নিহত হওয়ার পর যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, আমি স্বকীয় শত্রুদলক্ষয়কারী সৈন্য দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।১১০-১১

কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ হাসিতে হাসিতে স্তুতিসংহিত ঘোরতর বাক্য বলিলেন।১১২

হে বীর! ইন্দ্রাদি দেবগণ যে প্রভূত পৌরুষ অবলম্বন করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না, তাহা সত্য, মিথ্যা নহে। অদ্য তোমার সেই পরাক্রম আমি স্বচক্ষে দেখিলাম।১১৩

ঐ দাশরথি রাম অচল গিরিবৎ অবস্থান করিতেছেন; এই কথা শুনিয়া মহাবল কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে অনাদর ও অবহেলাপূর্বক ধরিত্রীকে যেন কম্পিত করিয়া রামের প্রতি ধাবিত হইল।১১৪-১৫

অনন্তর দাশরথি রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগে রাক্ষসের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন।১১৬

রামচন্দ্রকর্তৃক বিদ্ধ হইয়া কুম্ভকর্ণ ক্রোধে তদভিমুখে ধাবিত হইলে তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।১১৭

রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে রামচন্দ্রের অস্ত্রে ঘোরতর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে বানরদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে ধাবিত হইল।১১৮

ময়ূরপুচ্ছশোভিত রামের অস্ত্রসমূহ কুম্ভকর্ণের বক্ষে প্রবেশ হওয়ায় তাহার হস্ত হইতে গদা পরিভ্রষ্ট হইয়া

আয়ুধানি চ সর্বাণি বিপ্রকীর্য্যন্ত ভূতলে।
স নিরায়ুধমাত্মানং যদা মেনে মহাবলঃ ॥১২০
মুষ্টিভ্যাঞ্চ করাভ্যাঞ্চ চকার কদনং মহৎ।
স বাণৈরতিবিদ্ধাঙ্গঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ ॥
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণং যথা ॥১২১
স তীব্রেণ চ কোপেন রুধিরেণ চ মূর্চ্ছিতঃ।
বানরান্ রাক্ষসানৃক্ষান্ খাদন্ স পরিধাবতি ॥১২২
অথশৃঙ্গং সমাবিধ্য ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
চিক্ষেপ রামমুদ্দিশ্য বলবানন্তকোপমঃ ॥১২৩
অপ্রাপ্তমন্তরা রামঃ সপ্তভিস্তমজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ গিরিশৃঙ্গং তং পুনঃ সন্ধায় কার্ম্মুকম্ ॥১২৪
ততস্তু রামো ধর্মাত্মা তস্য শৃঙ্গং মহৎ তদা।
শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈশ্চিচ্ছেদ ভরতাগ্রজঃ ॥১২৫
তন্মেরুশিখরাকারং দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।
দ্বে শতে বানরাণাঞ্চ পতমানমপাতয়ৎ ॥১২৬
তস্মিন্ কালে স ধর্মাত্মা লক্ষ্মণো রামমব্রবীৎ।
কুম্ভকর্ণবধে যুক্তো যোগান্ পরিমৃশন্ বহূন্ ॥১২৭
নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্।
মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈব খাদতি ॥১২৮
সাধ্বেনমধিরোহন্তু সর্বতো বানরর্ষভাঃ।
যূথপাশ্চ যথা মুখ্যাস্তিষ্ঠন্ত্বস্মিন্ সমন্ততঃ ॥১২৯
অপ্যয়ং দুর্মতিঃ কালে গুরুভারপ্রপীড়িতঃ।
প্রচরন্ রাক্ষসো ভূমৌ নান্যান্ হন্যাৎ প্লবঙ্গমান্ ॥১৩০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
তে সমারুরুহুর্হৃষ্টাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলাঃ ॥১৩১
কুম্ভকর্ণস্তু সংক্রুদ্ধঃ সমারূঢ়ঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
ব্যধুনয়ৎ তান্ বেগেন দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্ ॥১৩২
তান্ দৃষ্ট্বা নির্ধুতান্ রামো রুষ্টোঽয়মিতি রাক্ষসম্।
সমুৎপপাত বেগেন ধনুরুত্তমমাদদে ॥১৩৩
ক্রোধরক্তেক্ষণো ধীরো নির্দহন্নিব চক্ষুষা।
রাঘবো রাক্ষসং বেগাদভিদুদ্রাব বেগিতঃ ॥
যূথপান্ হর্ষয়ন্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণবলার্দিতান্ ॥১৩৪
স চাপমাদায় ভুজঙ্গকল্পং
দৃঢ়জ্যমুগ্রং তপনীয়চিত্রম্।

ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং অন্যান্য অস্ত্রও মাটিতে বিক্ষিপ্ত হইল; যখন সেই মহাবল নিজেকে নিরাশ মনে করিল, তখন মুষ্টি ও কর দিয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। পর্বত হইতে নির্গত প্রস্রবণের ন্যায় বাণবিদ্ধ রাক্ষস কুম্ভকর্ণের দেহ হইতে রক্তধারা বহির্গত হইতে লাগিল।১১৯-২১

ভয়ঙ্কর ক্রোধে ও রক্তগন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন সেই রাক্ষস বানরসেনা, রাক্ষস ও ঋক্ষগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইল।১২২

অনন্তর যমসদৃশ ভীমপরাক্রম বলবান্ কুম্ভকর্ণ বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু পথিমধ্যেই ধর্মাত্মা ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র অবক্রগামী সাতটি বাণদ্বারা সেই বিশাল শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলেন।১২৩-২৫

নিজের দীপ্তিদ্বারা মেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল সেই শৃঙ্গ দুই শত বানরকে পাতিত করিল।১২৬

এই সময় ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ সমাহিতমনে কুম্ভকর্ণের বধবিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাজন্! এই রাক্ষসের বানর ও রাক্ষসবিষয়ক ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, এই রাক্ষস রক্তগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নিজের এবং শত্রুর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ ভক্ষণ করিতেছে।১২৭-২৮

বানর শ্রেষ্ঠগণ ইহার উপরে আরোহণ করুক এবং যূথপতিগণ ইহার উপরে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান করুক।১২৯

এইরূপ করিলে এই দুর্মতি বানরদের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া ভূতলে পর্য্যটনকরত অন্য বানরদিগকে হত্যা করিতে পারিবে না।১৩০

বুদ্ধিমান্ রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া মহাবল বানরগণ আনন্দে কুম্ভকর্ণের উপর আরোহণ করিল।১৩১

বানরগণের আরোহণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ হস্তী যেরূপ হস্তিপককে নির্ধুনিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বানরদিগকে ফেলিয়া দিলেন।১৩২

বানরদের পতিত দেখিয়া এবং কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে

হরীন্ সমাশ্বাস্য সমুৎপপাত
রামো নিবদ্ধোত্তমতূণবাণঃ ॥১৩৫
স বানরগণৈস্তৈস্তু বৃতঃ পরমদুর্জয়ৈঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ ॥১৩৬
স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমরিন্দমম্।
শোণিতাবৃতরক্তাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলঃ ॥১৩৭
সর্বান্ সমভিধাবন্তং যথা রুষ্টং দিশাগজম্।
মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতম্ ॥১৩৮
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্।
স্রবন্তং রুধিরং বক্ত্রাদ্ বর্ষমেঘমিবোত্থিতম্ ॥১৩৯
জিহ্বয়া পরিলিহ্যন্তং সৃক্কিণী শোণিতোক্ষিতে।
মৃদ্গন্তং বানরানীকং কালান্তকযমোপমম্ ॥১৪০

এই বিবেচনা করিয়া রাম উত্তম ধনু ধারণপূর্বক সবেগে উত্থিত হইলেন।১৩৩

পরে স্বীয় চক্ষু দ্বারা দহন করিবার অভিপ্রায়েই যেন ক্রোধে রক্তচক্ষু বীর রাঘব কুম্ভকর্ণ বল-প্রপীড়িত যূথ-পতিগণকে আনন্দিত করত সবেগে সেই রাক্ষসাভিমুখে গমন করিলেন। উত্তম তূণ ও বাণ বন্ধনপূর্বক সমুজ্জ্বল চিত্র ও দৃঢ় জ্যা-সমন্বিত ভুজঙ্গসদৃশ ধনু ধারণ করিয়া রাম উত্থিত হইলে বানরগণ আশ্বস্ত হইল।১৩৪-৩৫

মহাবল রাম প্রস্থান করিলে লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং পরমদুর্জয় বানরগণ তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল।১৩৬

মহাবল রামচন্দ্র রুধিরাক্তদেহ মহাশক্তিমান্ কিরীটধারী অরিন্দম কুম্ভকর্ণকে দেখিলেন।১৩৭

তিনি দেখিতে পাইলেন,—বিন্ধ্য ও মন্দরপর্বত-সদৃশ দীর্ঘদেহ স্বুবর্ণবলয়ভূষিত সেই রাক্ষসবীর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ক্রুদ্ধ দিগ্‌গজের ন্যায় ক্রোধে চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণকরত বানরদের অনুসন্ধান করিতেছেন এবং বর্ষণশীল মেঘবৎ তাহার মুখ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে; কালান্তক যমসদৃশ সেই বীর জিহ্বা দ্বারা রক্তাক্ত স্বীয় সৃক্কণী(ওষ্ঠপ্রান্ত)দ্বয় পরিলেহনপূর্বক বানরসেনা মর্দন করিতেছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র উজ্জ্বল অনলসদৃশ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া ধনু বিস্ফারিত করিলেন। সেই

তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং প্রদীপ্তানলবর্চসম্।
বিস্ফারয়ামাস তদা কার্মুকং পুরুষর্ষভঃ ॥১৪১
স তস্য চাপনির্ঘোষাৎ কুপিতো রাক্ষসর্ষভঃ।
অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমভিদুদ্রাব রাঘবম্ * ॥১৪২
ততস্তু বাতোদ্ধতমেঘকল্পং
ভুজঙ্গরাজোত্তমবেগবাহুঃ।
তমাপতন্তং ধরণীধরাভ-
মুবাচ রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্ ॥১৪৩
আগচ্ছ রক্ষোধিপ মা বিষাদ-
মবস্থিতোঽহং প্রগৃহীতচাপঃ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ ধনুর শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল।১৩৮-৪২

পরে সর্পরাজতুল্য বাহুদ্বয়শালী রামচন্দ্র পর্বতসদৃশ কুম্ভকর্ণকে বাতোদ্ধত মেঘবৎ আসিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে রাক্ষসাধিপ! তুমি দুঃখিত হইও না, আমি ধনুগ্রহণ-

*কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

পুরস্তাদ্ রাঘবস্যার্থে গদাযুক্তো বিভীষণঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ভ্রাতা ভ্রাতরমাহবে ॥
বিভীষণং পুরো দৃষ্ট্বা কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদিদম্।
প্রহরস্ব রণে শীঘ্রং ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভব ॥
ভ্রাতৃস্নেহং পরিত্যজ্য রাঘবস্য প্রিয়ং কুরু।
অস্মৎকার্য্যং কৃতং বৎস যত্ত্বং রামমুপাগতঃ ॥
ত্বমেকো রক্ষসাং লোকে সত্যধর্মাভিরক্ষিতা।
নাস্তি ধর্মাভিরক্তানাং ব্যসনন্তু কদাচন ॥
সন্তানার্থং ত্বমেবৈকঃ কুলস্যাস্য ভবিষ্যসি।
রাঘবস্য প্রসাদাৎ ত্বং রক্ষসাং রাজ্যমাপ্স্যসি ॥
প্রকৃত্যা মম দুর্ধর্ষ শীঘ্রং মার্গাদপক্রম।
ন স্থাতব্যং পুরস্তান্মে সম্ভ্রান্তান্নষ্টচেতসঃ ॥
ন বেদ্মি সংযুগে সক্তঃ স্বান্ পরান্ বা নিশাচর।
রক্ষণীয়োঽসি মে বৎস সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
এবমুক্তো বচস্তেন কুম্ভকর্ণেন ধীমতা।
বিভীষণো মহাবাহুঃ কুম্ভকর্ণমুবাচ হ ॥
গদিতং মে কুলস্যাস্য রক্ষণার্থমরিন্দম।
ন শ্রুতং সর্বরক্ষোভিস্ততোঽহং রামমাগতঃ ॥
কৃতন্তু তন্মহাভাগ সুকৃতং দুষ্কৃতং তু বা।
এবমুক্ত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
একান্তমাশ্রিতো ভূত্বা চিন্তয়ামাস সংস্থিতঃ ॥

অবেহি মাং রাক্ষসবংশনাশনং
যস্ত্বং মুহূর্তাদ্ ভবিতা বিচেতাঃ ॥১৪৪
রামোঽয়মিতি বিজ্ঞায় জহাস বিকৃতস্বনম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে ॥১৪৫
দারয়ন্নিব সর্বেষাং হৃদয়ানি বনৌকসাম্।
প্রহস্য বিকৃতং ভীমং স মেঘস্তনিতোপমম্ ॥১৪৬
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ো ন কবন্ধঃ খরো ন চ ॥
ন বালী ন চ মারীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ ॥১৪৭
পশ্য মে মুদ্গরং ভীমং সর্বং কালায়সং মহৎ।
অনেন নির্জিতা দেবা দানবাশ্চ পুরা ময়া ॥১৪৮
বিকর্ণনাস ইতি মাং নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি।
স্বল্পাপি হি ন মে পীড়া কর্ণনাশাবিনাশনাৎ ॥১৪৯
দর্শয়েক্ষ্বাকুশার্দূল বীর্য্যং গাত্রেষু মেঽনঘ।
ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি দৃষ্টপৌরুষবিক্রমম্ ॥১৫০
স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
রামঃ সপুঙ্খান্ বিসসর্জ বাণান্।
তৈরাহতো বজ্রসমপ্রবেগৈ-
র্নচুক্ষুভে ন ব্যথতে সুরারিঃ ॥১৫১
যৈঃ সায়কৈঃ সালবরা নিকৃত্তা
বালী হতো বানরপুঙ্গবশ্চ।
তে কুম্ভকর্ণস্য তদা শরীরং
বজ্রোপমা ন ব্যথয়াম্প্রচক্রুঃ ॥১৫২
স বারিধারা ইব সায়কাংস্তান্
পিবন্ শরীরেণ মহেন্দ্রশত্রুঃ।
জঘান রামস্য শরপ্রবেগং
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগম্ ॥১৫৩
ততস্তু রক্ষঃ ক্ষতজানুলিপ্তং
বিত্রাসনং দেবমহাচমূনাম্।
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগং
বিদ্রাবয়ামাস চমূং হরীণাম্ ॥১৫৪
বায়ব্যমাদায় ততোঽপরাস্ত্রং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়।
সমুদ্গরং তেন জহার বাহুং
স কৃত্তবাহুস্তুমুলং ননাদ ॥১৫৫

পূর্বক অবস্থান করিতেছি; আমাকেই রাক্ষসকুলনাশক রামচন্দ্র বলিয়া জানিও; হে বীর! তুমি মুহূর্তমধ্যে প্রাণহীন হইবে।১৪৩-৪৪

অনন্তর কুম্ভকর্ণ 'এই রাম' এরূপ বিবেচনা করিয়া বিকৃতস্বরে হাস্যকরত ক্রোধে বানরসেনা বিধ্বস্তপূর্বক রামের প্রতি ধাবিত হইল।১৪৫

সেই রাক্ষস সমগ্র বানরহৃদয় যেন বিদীর্ণ করিয়া মেঘগর্জনের তুল্য বিকৃতস্বরে অট্টহাস্যপূর্বক রামচন্দ্রকে কহিল,—আমি বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ নহি, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত।১৪৬-৪৭

আমার এই কালায়স (কৃষ্ণবর্ণ লৌহ) নির্মিত বিশাল মুদগর অবলোকন কর; ইহা দ্বারা আমি পূর্বে দেব ও দানবদের জয় করিয়াছি।১৪৮

নাসাকর্ণহীন হওয়ায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতে পার না; কারণ, কর্ণ ও নাসিকা কর্ত্তিত হওয়ার জন্য আমার সামান্যমাত্রও পীড়া হইতেছে না।১৪৯

হে অনঘ ইক্ষ্বাকুশার্দূল! অগ্রে আমার দেহে তুমি স্বীয় বীর্য্য দেখাও, পরে তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।১৫০

রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি সুপুঙ্খ বাণসকল ত্যাগ করিলেন; কিন্তু বজ্রসম বেগবান্ সেই বাণে আহত হইয়াও দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইল না।১৫১

যে সকলবাণে সালবৃক্ষ কর্তিত হইয়াছে এবং বানরপুঙ্গব বালী হত হইয়াছে, সেই বজ্রোপম বাণসমূহ কুম্ভকর্ণের দেহকে ব্যথিত করিতে পারিল না।১৫২

মহেন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ বারিধারার ন্যায় সেই বাণসমূহ যেন পান করিয়া অর্থাৎ দেহে ধারণ করিয়া

স তস্য বাহুর্গিরিশৃঙ্গকল্পঃ
সমুদ্গরো রাঘববাণকৃত্তঃ।
পপাত তস্মিন্ হরিরাজসৈন্যে
জঘান তাং বানরবাহিনীঞ্চ ॥১৫৬

তে বানরা ভগ্নহতাবশেষাঃ
পর্য্যন্তমাশ্রিত্য তদা বিষণ্ণাঃ।
প্রপীড়িতাঙ্গা দদৃশুঃ সুঘোরং
নরেন্দ্র রক্ষোঽধিপসন্নিপাতম্ ॥১৫৭

স কুম্ভকর্ণোঽস্ত্রনিকৃত্তবাহু-
র্মহাসিকৃত্তাগ্র ইবাচলেন্দ্রঃ।
উৎপাটয়ামাস করেণ বৃক্ষং
ততোঽভিদুদ্রাব রণে নরেন্দ্রম্ ॥১৫৮

তং তস্য বাহুং সহতালবৃক্ষং
সমুদ্যতং পন্নগভোগকল্পম্।
ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্তেন জঘান রামো
বাণেন জাম্বুনদচিত্রিতেন ॥১৫৯

স কুম্ভকর্ণস্য ভুজো নিকৃত্তঃ
পপাত ভূমৌ গিরিসন্নিকাশঃ
বিচেষ্টমানো নিজঘান বৃক্ষান্
শৈলান্ শিলা-বানর-রাক্ষসাংশ্চ ॥১৬০

তং ছিন্নবাহুং সমবেক্ষ্য রামঃ
সমাপতন্তং সহসা নদন্তম্।
দ্বাবর্ধচন্দ্রৌ নিশিতৌ প্রগৃহ্য
চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসস্য ॥১৬১

তৌ তস্য পাদৌ প্রদিশো দিশশ্চ
গিরের্গুহাশ্চৈব মহার্ণবঞ্চ।
লঙ্কাঞ্চ সেনাং কপি-রাক্ষসানাং
বিনাদয়ন্তৌ বিনিপেততুশ্চ ॥১৬২

নিকৃত্তবাহুর্বিনিকৃত্তপাদো
বিদার্য্য বক্ত্রং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্
রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরিক্ষে ॥১৬৩

উগ্রবেগবান্ মুদ্গর বিঘূর্ণনপূর্বক রামের বাণবেগ নিবারণ করিল।১৫৩

অনন্তর বিপুল দেবসেনার বিত্রাসনকারী রক্তলিপ্ত উগ্রবেগবান্ সেই রাক্ষস মুদ্গর ঘূর্ণিত করিয়া বানর-সেনাকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল।১৫৪

তদ্দর্শনে রামচন্দ্র বায়ব্য নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণপূর্বক নিশাচরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দারা মুদ্গরসহ কুম্ভকর্ণের বাহু ছেদন করিলেন; তখন রাক্ষস ছিন্নবাহু হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিল।১৫৫

পর্বতশৃঙ্গসদৃশ মুদ্গরসহ রাঘববাণছিন্ন সেই বাহু বানররাজসৈন্যে পতিত হইয়া বানরবাহিনীকে বিনষ্ট করিল।১৫৬

তখন ভগ্নহতাবশেষ প্রপীড়িতাঙ্গ সেই বানরগণ বিষণ্ণমনে এক পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া নরেন্দ্র ও রাক্ষসেন্দ্রের ভয়ানক যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।১৫৭

বিশাল তরবারি দ্বারা ছিন্নাগ্র অচলেন্দ্রের ন্যায় রামবাণে ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ অপরহস্তে একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নরেন্দ্র রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল।১৫৮

তখন রামচন্দ্র সুবর্ণচিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্ত বাণে সালবৃক্ষসহ সমুদ্যত ভুজঙ্গভোগসদৃশ কুম্ভকর্ণের অপর বাহু কাটিয়া ফেলিলেন।১৫৯

কুম্ভকর্ণের পর্বতসদৃশ সেই ছিন্নবাহু বিচেষ্টমান হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল এবং অনেক বৃক্ষ, শৈল, বানর ও রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিল।১৬০

অনন্তর রামচন্দ্র ছিন্নবাহু সেই রাক্ষসকে সহসা শব্দ করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া দুইটি শাণিত অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্বক তাঁহার পদদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন।১৬১

তাঁহার সেই পদদ্বয় দিক্, বিদিক্, গিরিগহ্বর, মহার্ণব, লঙ্কা, বানর ও রাক্ষসসেনাদিগকে অনুনাদিত করত পতিত হইল।১৬২

অপূরয়ৎ তস্য মুখং শিতাগ্রৈ
রামঃ শরৈর্হেমপিনদ্ধপুঙ্খৈঃ।
সম্পূর্ণবক্ত্রো ন শশাক বক্তুং
চুকূজ কৃচ্ছ্রেণ মুমূর্চ্ছ চাপি ॥১৬৪
অথাদদে সূর্য্যমরীচিকল্পং
স ব্রহ্মদণ্ডান্তককালকল্পম্।
অরিষ্টমৈন্দ্রং নিশিতং সুপুঙ্খং
রামঃ শরং মারুততুল্যবেগম্ ॥১৬৫
তং বজ্রজাম্বূনদচারুপুঙ্খং
প্রদীপ্তসূর্য্যজ্বলনপ্রকাশম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায় ॥১৬৬
স সায়কো রাঘববাহুচোদিতো
দিশঃ স্বভাসা দশ সম্প্রকাশয়ন্।
বিধূমবৈশ্বানরভীমদর্শনো
জগাম শক্রাশনিভীমবিক্রমঃ ॥১৬৭
স তন্মহাপর্বতকূটসন্নিভং
সুবৃত্তদংষ্ট্রং চলচারুকুণ্ডলম্।
চকর্ত রক্ষোঽধিপতেঃ শিরস্তদা
যথৈব বৃত্রস্য পুরা পুরন্দরঃ ॥১৬৮
কুম্ভকর্ণশিরো ভাতি কুণ্ডলালঙ্কৃতং মহৎ।
আদিত্যেঽভ্যুদিতে রাত্রৌ মধ্যস্থ ইব চন্দ্রমাঃ ॥১৬৯
তদ্ রামবাণাভিহতং পপাত
রক্ষঃশিরঃ পর্বতসন্নিকাশম্।
বভঞ্জ চর্য্যাগৃহগোপুরাণি
প্রাকারমুচ্চং তমপাতয়চ্চ ॥১৭০
তচ্চাতিকায়ং হিমবৎ প্রকাশং
রক্ষস্তদা তোয়নিধৌ পপাত।
গ্রাহান্ পরান্ মীনবরান্ ভুজঙ্গমান্
মমর্দ ভূমিঞ্চ তথা বিবেশ ॥১৭১
তস্মিন্ হতে ব্রাহ্মণদেবশত্রৌ
মহাবলে সংযতি কুম্ভকর্ণে।
চচাল ভূর্ভূমিধরাশ্চ সর্বে
হর্ষাচ্চ দেবাস্তুমুলং প্রণেদুঃ ॥১৭২
ততস্তু দেবর্ষি-মহর্ষিপন্নগাঃ
সুরাশ্চ ভূতানি সুপর্ণগুহ্যকাঃ।

তখন গগনস্থিত চন্দ্রকে রাহু যেরূপ গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ ছিন্নপদ ও ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ বড়বা নল মুখসদৃশ আনন ব্যাদানপূর্বক গর্জনসহকারে সহসা রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল।১৬৩

ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র সুবর্ণপুঙ্খশোভিত তীক্ষ্ণাগ্র বাণে রাক্ষসের মুখবিবর পরিপূরিত করিলেন; তখন বাণসমূহে মুখবিবর পূর্ণ হইলে কুম্ভকর্ণ কথা বলিতে অশক্ত হইয়া অস্ফুট শব্দকরত মূর্চ্ছিত হইল।১৬৪

অনন্তর রামচন্দ্র সূর্য্যরশ্মিবৎ মারুততুল্য বেগগামী, বজ্র ও সুবর্ণখচিত-শোভন-পুঙ্খবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত, সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান, মহেন্দ্রের বজ্রাশনিবৎ বেগবান্ ও শত্রুগণের অশুভপ্রদ নিশিত (ধারাল) বাণ গ্রহণপূর্বক নিশাচর কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।১৬৫-৬৬

রামবাহুনিক্ষিপ্ত ধূমহীনঅগ্নিবৎ ভীমদর্শন ও ইন্দ্রবজ্রতুল্য ভীমপরাক্রমশালী সেই বাণ স্বীয় প্রভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করত যাইতে লাগিল।১৬৭

পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বাণ রাক্ষসাধিপতির বিশাল গিরিশৃঙ্গসদৃশ বিবৃতদন্ত চঞ্চল মনোজ্ঞ-কুণ্ডলযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।১৬৮

তখন কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলালঙ্কৃত বিশাল মস্তক সূর্য্যোদয়ে ম্লান গগনমধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।১৬৯

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের রামবাণাভিহত গিরিসদৃশ মস্তক লঙ্কামধ্যে পতিত হইয়া চর্যাগৃহ এবং গোপুর ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং উচ্চ প্রাচীর পাতিত করিল।১৭০

সেই হিমালয়তুল্য বিশাল অতিকায় রাক্ষস সমুদ্রে

সযক্ষ-গন্ধর্বগণা নভোগতাঃ
প্রহর্ষিতা রামপরাক্রমেণ ॥১৭৩

ততস্তু তে তস্য বধেন ভূরিণা
মনস্বিনো নৈঋ্র্তরাজবান্ধবাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্ব্যথিতা রঘূত্তমং
হরিং সমীক্ষ্যেব যথা মতঙ্গজাঃ ॥১৭৪

স দেবলোকস্য তমো নিহত্য
সূর্য্যো যথা রাহুমুখাদ্ বিমুক্তঃ।
তথা ব্যভাসীদ্ধরিসৈন্যমধ্যে
নিহত্য রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্ ॥১৭৫

প্রহর্ষমীয়ুর্বহবশ্চ বানরাঃ
প্রবুদ্ধপদ্মপ্রতিমৈরিবাননৈঃ।
অপূজয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে নৃপাত্মজম্ ॥১৭৬

স কুম্ভকর্ণং সুরসৈন্যমর্দনং
মহৎসু যুদ্ধেষু কদাচনাজিতম্।
ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজো রণে
মহাসুরং বৃত্রমিবামরাধিপঃ ॥১৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পতিত হইয়া হিংস্রজলজন্তু, মীন, ভুজঙ্গ ও ভূমিকে মর্দন করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিল।১৭১

দেব ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে হত হইলে মাটি এবং পর্বতসকল কম্পিত হইল এবং দেবগণ হর্ষহেতু তুমুল ধ্বনি করিতে লাগিলেন।১৭২

তারপর গগনস্থিত দেবতা, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্বগণসহ সমস্ত প্রাণী রামচন্দ্রের পরাক্রমদর্শনে বিশেষভাবে আনন্দিত হইলেন।১৭৩

রাক্ষসরাজের মনস্বী বান্ধবগণ কুম্ভকর্ণের নিদারুণ বধে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল এবং সিংহকে দেখিয়া হস্তিগণের ন্যায় রঘূত্তম রামকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল।১৭৪

রাহুমুখবিমুক্ত সূর্য্য যেমন অন্ধকার ধ্বংসকরত প্রকাশিত হন, সেইরূপ রাজচন্দ্র কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া বানরসৈন্যের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।১৭৫

ভীমবল শত্রু নিহত হইলে বানরগণ আনন্দিত হইল; তাহাদের আনন বিকশিত পদ্মের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহারা ইষ্টভাগী রাজনন্দন রামচন্দ্রকে পূজা করিতে লাগিল।১৭৬

যিনি কখনও মহাযুদ্ধে পরাজিত হন নাই, সেই ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র দেবসৈন্যমর্দনকারী কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া মহাসুর বৃত্রের বধে অমরাধিপ ইন্দ্রের ন্যায় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।১৭৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কুম্ভকর্ণস্য বিনাশসন্দেশং প্রাপ্য রাবণস্য বিলাপঃ ।]

কুম্ভকর্ণং হতং দৃষ্ট্বা রাঘবেণ মহাত্মনা ।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১
রাজন্ স কালসঙ্কাশঃ সংযুক্তঃ কালকর্মণা ।
বিদ্রাব্য বানরীং সেনাং ভক্ষয়িত্বা চ বানরান্ ॥২
প্রতপিত্বা মুহূর্তন্তু প্রশান্তো রামতেজসা ।
কায়েনার্ধপ্রবিষ্টেন সমুদ্রং ভীমদর্শনম্ ॥৩
নিকৃত্তনাসাকর্ণেন বিক্ষরদ্রুধিরেণ চ ।
রুদ্ধ্বা দ্বারং শরীরেণ লঙ্কায়াঃ পর্বতোপমঃ ॥৪
কুম্ভকর্ণস্তব ভ্রাতা কাকুৎস্থশরপীড়িতঃ ।
অগণ্ডভূতো বিবৃতো দাবদগ্ধ ইব দ্রুমঃ ॥৫
শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ ॥৬
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা দেবান্তক-নরান্তকৌ ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ রুরুদুঃ শোকপীড়িতাঃ ॥৭
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ।
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ শোকাক্রান্তৌ বভূবতুঃ ॥৮
ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
কুম্ভকর্ণবধাদ্ দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৯
হা বীর রিপুদর্পঘ্ন কুম্ভকর্ণ মহাবল ।
ত্বং মাং বিহায় বৈ দৈবাদ্ যাতোঽসি যমসাদনম্ ॥১০
মম শল্যমনুদ্ধৃত্য বান্ধবানাং মহাবল ।
শত্রুসৈন্যং প্রতাপ্যৈকঃ ক্ব মাং সন্ত্যজ্য গচ্ছসি ॥১১
ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ ।
দক্ষিণোঽয়ং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাৎ ॥১২
কথমেবংবিধো বীরো দেব-দানবদর্পহা ।
কালাগ্নিপ্রতিমো হ্যদ্য রাঘবেণ রণে হতঃ ॥১৩
যস্য তে বজ্রনিষ্পেষো ন কুর্য্যাদ্ ব্যসনং সদা ।
স কথং রামবাণার্তঃ প্রসুপ্তোঽসি মহীতলে ॥১৪

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[কুম্ভকর্ণের নিধন সংবাদ শুনিয়া রাবণের বিলাপ ।]

মহাত্মা রাঘবকর্তৃক কুম্ভকর্ণের বিনাশ দেখিয়া রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ রাবণকে নিবেদন করিল ।১

হে রাজন্! কৃতান্তসদৃশ কুম্ভকর্ণ বিনাশের কর্মে নিরত হইয়া মুহূর্তকাল বানরসেনাকে বিধ্বস্ত এবং বহু বানর ভক্ষণ ও সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন; তাঁহার মস্তকবিহীন-দেহ ভীমদর্শন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। নাসকর্ণহীন রুধিরাক্ত পর্বতসদৃশ তাঁহার মস্তক দ্বারা লঙ্কার দ্বার অবরুদ্ধ। আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ দাবদগ্ধ তরুর ন্যায় রামের বাণে পীড়িত হস্তপদ-মস্তকবিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ।২-৫

যুদ্ধে মহাবল কুম্ভকর্ণের নিধন সংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও পতিত হইল ।৬

পিতৃব্যকে নিহত শুনিয়া দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় শোকপীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ।৭

অক্লিষ্টকর্মা রামকর্তৃক ভ্রাতার নিধনবার্তা শুনিয়া মহোদর ও মহাপার্শ্ব শোকাকুল হইল ।৮

তারপর কষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ কুম্ভকর্ণের বধহেতু অবশেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ পূর্বক বলিল,—হা বীর, শত্রুদর্পনাশকারিন্ মহাবল কুম্ভকর্ণ! দৈববশতঃ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গিয়াছ। হে মহাবল! তুমি আমার এবং বান্ধবদিগের শল্য উদ্ধার না করিয়া শত্রুসৈন্যের প্রতাপ বৃদ্ধিপূর্বক আমাকে ত্যাগ করিয়া একাকী কোথায় যাইতেছ? যে দক্ষিণহস্ত আশ্রয় করিয়া আমি সুরাসুরকে ভয় করি নাই, সেই বাহু পতিত হওয়ায় এখন আমি লুপ্তপ্রায় হইলাম ।৯-১২

কি করিয়া দেবদানব-দর্পহারী কালাগ্নিসদৃশ এরূপ

এতে দেবগণাঃ সার্ধমৃষিভির্গগনে স্থিতাঃ।
নিহতং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা নিনদন্তি প্রহর্ষিতাঃ ॥১৫
ধ্রুবমদ্যৈব সংহৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আরোক্ষ্যন্তীহ দুর্গাণি লঙ্কাদ্বারাণি সর্বশঃ ॥১৬
রাজ্যেন নাস্তি মে কার্য্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।
কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ ॥১৭
যদ্যহং ভ্রাতৃহন্তারং ন হন্মি যুধি রাঘবম্।
ননু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং ব্যর্থজীবিতম্ ॥১৮
অদ্যৈব তং গমিষ্যামি দেশং যত্রানুজো মম।
নহি ভ্রাতৄন্ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে ॥১৯
দেবা হি মাং হসিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা পূর্বাপকারিণম্।
কথমিন্দ্রং জয়িষ্যামি কুম্ভকর্ণ হতে ত্বয়ি ॥২০
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ ॥২১
বিভীষণবচস্তাবৎ কুম্ভকর্ণ-প্রহস্তয়োঃ।
বিনাশোঽয়ং সমুৎপন্নো মাং ব্রীড়য়তি দারুণঃ ॥২২
তস্যায়ং কর্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ।
যন্ময়া ধার্মিকং শ্রীমান্ স নিরস্তো বিভীষণঃ ॥২৩
ইতি বহুবিধমাকুলান্তরাত্মা
কৃপণমতীব বিলপ্য কুম্ভকর্ণম্।
ন্যপতদপি দশাননো ভৃশার্ত-
স্তমনুজমিন্দ্ররিপুং হতং বিদিত্বা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বীর অদ্য রাঘবকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইল। বজ্র-নিষ্পেষণে যাহার কখনও পীড়া হইত না, সেই তুমি রামবাণে পীড়িত হইয়া কিরূপে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ? ১৩-১৪

ঋষিবৃন্দসহ গগনস্থিত দেবগণ যুদ্ধে তোমাকে নিহত দেখিয়া হর্ষে আনন্দধ্বনি করিতেছে।১৫

অদ্যই বানরগণ অবসর পাইয়া নিশ্চয়ই সানন্দে লঙ্কাদ্বার এবং দুর্গের উপর সর্বত্র আরোহণ করিবে।১৬

রাজ্যের আমার প্রয়োজন নাই, সীতাকে লইয়া আমি কি করিব? কারণ, কুম্ভকর্ণবিহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই।১৭

যদি আমি ভ্রাতৃহত্যাকারী রাঘবকে যুদ্ধে হত্যা না করি, তবে অনর্থক এই ব্যর্থ জীবন অপেক্ষা মরণ আমার শ্রেয়।১৮

অদ্যই আমি সেই দেশে যাইব, যেখানে আমার অনুজ রহিয়াছে; আমি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।১৯

হে কুম্ভকর্ণ! আমি দেবগণের পূর্বে অপকার করিয়াছি; তাহারা আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবে; তুমি নিহত হওয়ায় আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করিব? ২০

মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রবণ করি নাই; তাহার পরিণাম আমি আজ প্রাপ্ত হইলাম।২১

কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের দারুণ বিনাশবশতঃ এক্ষণে স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া সেই বিভীষণবাক্য আমাকে লজ্জা দিতেছে।২২

যেহেতু আমি ধার্মিক শ্রীমান্ বিভীষণকে দূরীভূত করিয়াছি, আজ সেই কার্য্যের শোকাবহ পরিণাম উপস্থিত।২৩

ইন্দ্রশত্রু ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে নিহত জানিয়া দশানন অত্যন্ত কাতর হইয়া ব্যাকুলচিত্তে এইরূপ নানা বিলাপপূর্বক ভূতলে পতিত হইল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাবণস্য পুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চ যুদ্ধযাত্রা, অঙ্গদেন নরান্তকস্য বিনাশশ্চ।]

এবং বিলপমানস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রুত্বা শোকাভিভূতস্য ত্রিশিরা বাক্যমব্রবীৎ ॥১
এবমেব মহাবীর্য্যো হতো নস্তাতমধ্যমঃ।
ন তু সৎপুরুষা রাজন্ বিলপন্তি যথা ভবান্ ॥২
নূনং ত্রিভুবনস্যাপি পর্য্যাপ্তস্ত্বমসি প্রভো।
স কস্মাৎ প্রাকৃত ইব শোচস্যাত্মানমীদৃশম্ ॥৩
ব্রহ্মদত্তাস্তি তে শক্তিঃ কবচং সায়কো ধনুঃ।
সহস্রখরসংযুক্তো রথো মেঘসমস্বনঃ ॥৪
ত্বয়াসকৃদ্ধি শস্ত্রেণ বিশস্তা দেব-দানবাঃ।
স সর্বায়ুধসম্পন্নো রাঘবং শাস্তুমর্হসি ॥৫
কামং তিষ্ঠ মহারাজ নির্গমিষ্যাম্যহং রণে।
উদ্ধরিষ্যামি তে শত্রূন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৬
শম্বরো দেবরাজেন নরকো বিষ্ণুনা যথা।
তথাদ্য শয়িতা রামো ময়া যুধি নিপাতিতঃ ॥৭
শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥৮
শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং দেবান্তক-নরান্তকৌ।
অতিকায়শ্চ তেজস্বী বভূবুর্যুদ্ধহর্ষিতাঃ ॥৯
ততোঽহমহমিত্যেবং গর্জন্তো নৈঋর্তর্ষভাঃ।
রাবণস্য সুতা বীরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥১০
অন্তরীক্ষগতাঃ সর্বে সর্বে মায়াবিশারদাঃ।
সর্বে ত্রিদশদর্পঘ্নাঃ সর্বে সমরদুর্মদাঃ ॥১১
সর্বে সুবলসম্পন্নাঃ সর্বে বিস্তীর্ণকীর্তয়ঃ।
সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তে স্ম নির্জিতাঃ ॥১২

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[রাবণের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণের যুদ্ধযাত্রা এবং অঙ্গদ কর্তৃক নরান্তক-বধ।]

শোকাভিভূত দুরাত্মা রাবণের এইরূপ বিলাপোক্তি শুনিয়া ত্রিশিরা বলিল,—হে রাজন্! আপনি যেরূপ বলিলেন, তদ্রূপ গুণসম্পন্ন মহাবীর্য আমাদের মধ্যমতাত নিহত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনার মত সৎপুরুষগণ বিলাপ করেন না।১-২

হে প্রভো! আপনি একাকী নিশ্চয়ই এই ত্রিভুবনকেও জয় করিতে সমর্থ, তবে কি জন্য সাধারণ লোকের ন্যায় আত্মাকে শোকাভিভূত করিতেছেন? ৩

আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি, কবচ, সায়ক, ধনু এবং মেঘবৎ শব্দকারী সহস্র খর(গাধা)সংযুক্ত রথ আছে।৪

আপনি শস্ত্রযুক্ত না হইয়াই অনেকবার দেব-দানবদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। এখন সর্বপ্রকার অস্ত্র গ্রহণপূর্বক রাঘবকে জয় করিতে আপনি সমর্থ।৫

হে মহারাজ! আপনি যথাসুখে বিশ্রাম করুন, আমি যুদ্ধে গমন করিয়া গরুড় যেমন একাকী সর্পদিগকে সংহার করে, সেইরূপ আপনার শত্রুকুল ধ্বংস করিব।৬

দেবরাজ যেমন শম্বরকে এবং বিষ্ণু নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি অদ্য যুদ্ধে রামকে নিপাতিত করিয়া ভূতলশায়ী করিব।৭

ত্রিশিরার বাক্য শুনিয়া কালপ্রেরিত রাক্ষসাধিপ রাবণ নিজেকে যেন পুনর্জাত বলিয়া মনে করিল।৮

ত্রিশিরার কথা শুনিয়া তেজস্বী দেবান্তক, নরান্তক এবং অতিকায় যুদ্ধহেতু হৃষ্ট হইয়াছিল।৯

পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের বীর পুত্রগণ 'আমিই যাইব, 'আমিই যাইব' এইরূপ গর্জন করিতে আরম্ভ করিল।১০

তাহারা সকলে অন্তরীক্ষগমনে সমর্থ, মায়াবিশারদ, বলদর্পহারী, সমরে দুর্জয়, মহাবলসম্পন্ন এবং সর্বত্র কীর্তিসম্পন্ন; তাহাদের কাহাকেও কখন রণক্ষেত্রে কিন্নর, মহোরগ এবং গন্ধর্বগণের সহিত দেবগণকর্তৃক পরাজিত হইতে কেহ শ্রবণ করে নাই।

দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ।
সর্বেঽস্ত্রবিদুষো বীরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥
সর্বে প্রবরবিজ্ঞানাঃ সর্বে লব্ধবরাস্তথা ॥১৩
স তৈস্তথা ভাস্করতুল্যবর্চসৈঃ
সুতৈর্বৃতঃ শত্রুবলশ্রিয়ার্দনৈঃ।
ররাজ রাজা মঘবান্ যথামরৈ-
র্বৃতো মহাদানবদর্পনাশনৈঃ ॥১৪
স পুত্রান্ সম্পরিষ্বজ্য ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ।
আশীর্ভিশ্চ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস বৈ রণে ॥১৫
যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ চাপি রাবণঃ।
রক্ষণার্থং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥১৬
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণঞ্চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে ॥১৭
সর্বৌষধীভির্গন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ।
নির্জগ্মু নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠাঃ ষডেতে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৮
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ নির্জগ্মুঃ কালচোদিতাঃ ॥১৯
ততঃ সুদর্শনং নাগং নীলজীমূতসন্নিভম্।
ঐরাবতকুলে জাতমারুরোহ মহোদরঃ ॥২০
সর্বায়ুধসমাযুক্তস্তূণীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ।
ররাজ গজমাস্থায় সবিতেবাস্তমূর্ধনি ॥২১
হয়োত্তমসমাযুক্তং সর্বায়ুধসমাকুলম্।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ ॥২২
ত্রিশিরা রথমাস্থায় বিররাজ ধনুর্ধরঃ।
সবিদ্যুদুল্কঃ সজ্বালঃ সেন্দ্রচাপ ইবাম্বুদঃ ॥২৩
ত্রিভিঃ কিরীটৈস্ত্রিশিরাঃ শুশুভে স রথোত্তমে।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ ॥২৪
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রাক্ষসেন্দ্রসুতস্তদা।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥২৫
সুচক্রাক্ষং সুসংযুক্তং স্বনুকর্ষং সুকূবরম্।
তূণীবাণাসনৈর্দীপ্তং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্ ॥২৬
স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কিরীটেণ বিরাজতা।
ভূষণৈশ্চ বভৌ মেরুঃ প্রভাভিরিব ভাসয়ন্ ॥২৭
স ররাজ রথে তস্মিন্ রাজসূনুর্মহাবলঃ।
বৃতো নৈর্ঋতশার্দূলৈর্বজ্রপাণিরিবামরৈঃ ॥২৮

তাহারা সকলেই বিদ্বান্, বীর, রণপণ্ডিত এবং সুবিজ্ঞ ও ব্রহ্মার নিকট তাহারা বর লাভ করিয়াছে। সেই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত শত্রুবলবিমর্দন বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবদর্পনাশন অমরগণে পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১১-১৪

রাবণ পুত্রদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক নানা অলঙ্কারে তাহাদিগকে ভূষিত করিয়া এবং প্রশস্ত আশীর্বাদপূর্বক যুদ্ধে পাঠাইল।১৫

রাবণ কুমারদের রক্ষার জন্য যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্ত নামক দুই ভাইকে যুদ্ধস্থানে পাঠাইল।১৬

বিশালদেহধারী সেই বীরগণ মহাবল-লোকরাবণ রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিল।১৭

মহাবলশালী সেই ছয়জন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্বৌষধি ও গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া যুদ্ধ কামনায় প্রস্থান করিল। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরকান্তক, মহোদর এবং মহাপার্শ্ব—এই ছয়জন বীর যেন কালপ্রেরিত হইয়া নির্গত হইল।১৮-১৯

তারপর ঐরাবতকুলে জাত নীলজীমূত নীলমেঘসদৃশ সুদর্শন হস্তীর উপর মহোদর আরোহণ করিল।২০

সেই বীর সর্বায়ুধে সমাবৃত এবং তূণীরে অলঙ্কৃত হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের ন্যায় হস্তীকে আশ্রয় করত বিরাজ করিতে লাগিল।২১

রাবণপুত্র ধনুর্ধর ত্রিশিরা উত্তম অশ্বযুক্ত সর্বায়ুধ-সমন্বিত শ্রেষ্ঠরথে আরোহণপূর্বক বিদ্যুৎ, উল্কাজ্বালা এবং ইন্দ্রচাপে ভূষিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২২-২৩

কাঞ্চনপর্বতত্রয়ে গিরিবর হিমালয়ের যেরূপ শোভা

হয়মুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং শ্বেতং কনকভূষণম্।
মনোজবং মহাকায়মারুরোহ নরান্তকঃ ॥২৯
গৃহীত্বা প্রাসমুল্কাভং বিররাজ নরান্তকঃ।
শক্তিমাদায় তেজস্বী গুহঃ শিখিগতো যথা ॥৩০
দেবান্তকঃ সমাদায় পরিঘং হেমভূষণম্।
পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্ ॥৩১
মহাপার্শ্বো মহাতেজা গদামাদায় বীর্য্যবান্।
বিররাজ গদাপাণিঃ কুবের ইব সংযুগে ॥৩২
তে প্রতস্থুর্মহাত্মানোঽমরাবত্যাঃ সুরা ইব।
তান্ গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ রথৈশ্চাম্বুদনিঃস্বনৈঃ ॥৩৩
অনুৎপেতুর্মহাত্মানো রাক্ষসাঃ প্রবরায়ুধাঃ।
তে বিরেজুর্মহাত্মানঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥৩৪
কিরীটিনঃ শ্রিয়া জুষ্টা গ্রহা দীপ্তা ইবাম্বরে।
প্রগৃহীতা বভৌ তেষাং শস্ত্রাণামাবলিঃ সিতা ॥৩৫
শরদভ্রপ্রতীকাশা হংসাবলিরিবাম্বরে।
মরণং বাপি নিশ্চিত্য শত্রূণাং বা পরাজয়ম্ ॥৩৬
ইতি কৃত্বা মতিং বীরাঃ সঞ্জগ্মুঃ সংযুগার্থিনঃ।
জগর্জুশ্চ প্রণেদুশ্চ চিক্ষিপুশ্চাপি সায়কান্ ॥৩৭
জগৃহুশ্চ মহাত্মানো নির্য্যান্তো যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতানাং বৈ সঞ্চচালেব মেদিনী ॥৩৮
রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ সংস্ফোটিতমিবাম্বরম্।
তেঽভিনিষ্ক্রম্য মুদিতা রাক্ষসেন্দ্রা মহাবলাঃ ॥৩৯
দদৃশুর্বানরানীকং সমুদ্যতশিলানগম্।
হরয়োঽপি মহাত্মানো দদৃশূ রাক্ষসং বলম্ ॥৪০

হয়, রথস্থ ত্রিশিরার মস্তকত্রয়ে কনকময় কিরীটত্রয় দেদীপ্যমান হওয়ায় তাহারও সেইরূপ শোভা হইল।২৪

তখন ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ রাবণপুত্র তেজস্বী অতিকায় তূণ ও ধনু দ্বারা প্রদীপ্ত, প্রাস-অসি-পরিঘ-পরিপূরিত, সুচক্র-অক্ষ-অনুকর্ষ কূবেরসংযুক্ত শ্রেষ্ঠরথ আরোহণ করিল।২৫-২৬

সেই বীর কাঞ্চনচিত্রিত বিরাজমান কিরীট ও ভূষণসমূহের প্রভায় চতুর্দিক্ উদ্ভাসিতকরত মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৭

শ্রেষ্ঠরাক্ষসগণ সেই মহাবল রাজকুমারের চতুর্দিক্ বেষ্টন করায় তাঁহাকে দেবতা-পরিবৃত বাসবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।২৮

শুভ্রবর্ণ, কাঞ্চনভূষিত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও উচ্চৈঃশ্রবাতুল্য একটি মহাকায় অশ্বে রাক্ষস নরান্তক আরোহণ করিল।২৯

তেজস্বী নরান্তক উল্কার ন্যায় প্রাস লইয়া ময়ূরের পৃষ্ঠে সমারূঢ় শক্তিহস্ত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩০

দেবান্তক একটি সুবর্ণভূষণ পরিঘ লইয়া যেন সমুদ্র-মন্থনকালীন হস্তদ্বয়ে ধৃতমন্দর বিষ্ণুর অনুকরণ করিল।৩১

মহাতেজা বীর্য্যবান্ মহাপার্শ্ব গদা লইয়া যুদ্ধে গদাপাণি কুবেরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩২

স্বর্গ হইতে নির্গত দেবতার ন্যায় সেই বীরগণ প্রস্থান করিল এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী মহাবল রাক্ষসগণ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মেঘবৎ শব্দকারী রথসকলের সহিত সেই কুমারগণের অনুগামী হইল। তৎকালে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন সেই কিরীটধারী মহাবল শ্রীযুক্ত রাজকুমারগণ আকাশস্থিত উজ্জ্বল গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই কুমারগণকর্ত্তৃক ধৃত শরদভ্রতুল্য শুভ্র অস্ত্রনিচয়কে নভোমণ্ডলস্থ হংসসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরে যুদ্ধাভিলাষী সেই রণদুর্মদ মহাবল বীরগণ 'হয় আমরা শত্রুগণকে পরাজিত করিব, অথবা স্বয়ং যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব' এই স্থির সঙ্কল্পকরত নির্গত হইয়া গর্জ্জন, সিংহনাদ এবং বাণগ্রহণ ও বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও নিনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সিংহনাদে পৃথিবী বিচলিতা এবং আকাশতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবল রাক্ষসেন্দ্রগণ

হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।
নীলজীমূতসঙ্কাশং সমুদ্যতমহায়ুধম্ ॥৪১
দীপ্তানলরবিপ্রখ্যৈর্নৈঋর্তৈঃ সর্বতো বৃতম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা বলমায়াতং লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪২
সমুদ্যতমহাশৈলাঃ সম্প্রণেদুর্মুহুর্মুহুঃ।
অমৃষ্যমাণা রক্ষাংসি প্রতিনর্দন্তি বানরাঃ ॥৪৩
ততঃ সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
রক্ষোগণা বানরযূথপানাম্।
অমৃষ্যমাণাঃ পরহর্ষমুগ্রং
মহাবলা ভীমতরং প্রণেদুঃ ॥৪৪
তে রাক্ষসবলং ঘোরং প্রবিশ্য হরিযূথপাঃ।
বিচেরুরুদ্যতৈঃ শৈলৈর্নগাঃ শিখরিণো যথা ॥৪৫
কেচিদাকাশমাবিশ্য কেচিদুর্ব্যাং প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষঃসৈন্যেষু সংক্রুদ্ধাঃ কেচিদ্ দ্রুমশিলায়ুধাঃ ॥৪৬

সহর্ষে অগ্রসর হইয়া সমুদ্যত শিলাপর্বতধারী বানরসৈন্য দেখিতে পাইল এবং মহাবল বানরগণও রাক্ষসসেনাকে দেখিতে পাইল।৩৩-৪০

কিঙ্কিণীশত-নাদিত, হস্তি-অশ্ব-রথযুক্ত এবং নীলজীমূতবৎ প্রতীয়মান উদ্যতাস্ত্র রাক্ষসসেনা দেখিয়া বানরগণ বৃহৎ বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ উত্তোলনপূর্বক লক্ষ্য স্থির করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তাহাদের সেই শব্দ সহ্য না করিয়া প্রতিনাদ করিয়া উঠিল। সেই মহাবল রাক্ষসগণ বানরযূথপতিদিগের ভীম রব শ্রবণ করত ও শত্রুপক্ষের সেরূপ বিকট হর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪১-৪৪

সেই বানরযূথপতিগণ ঘোর রাক্ষসসেনার মধ্যে প্রবেশপূর্বক শৃঙ্গযুক্ত গিরির ন্যায় পর্বত উদ্যত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।৪৫

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আকাশমার্গে, কেহ কেহ ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল; কেহ কেহ রাক্ষস-সৈন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব আয়ুধরূপে ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল; কোনও কোনও

দ্রুমাংশ্চ বিপুলস্কন্ধান্ গৃহ্য বানরপুঙ্গবাঃ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং রক্ষোবানরসঙ্কুলম্ ॥৪৭
তে পাদপশিলাশৈলৈশ্চক্রুর্বৃষ্টিমনুপমাম্।
বাণৌঘৈর্বার্য্যমাণাশ্চ হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ ॥৪৮
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণয়ামাসুর্যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪৯
নিজঘ্নুঃ সংযুগে ক্রুদ্ধাঃ কবচাভরণাবৃতান্।
কেচিদ্ রথগতান্ বীরান্ গজবাজিগতানপি ॥৫০
নির্জঘ্নুঃ সহসাপ্লুত্য যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ।
শৈলশৃঙ্গান্বিতাঙ্গাস্তে মুষ্টিভির্বান্তলোচনাঃ ॥৫১
চেলুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ তত্র রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রাক্ষসাশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিদুঃ কপিকুঞ্জরান্ ॥৫২
শূলমুদ্গরখড়্গৈশ্চ জঘ্নুঃ প্রাসৈশ্চ শক্তিভিঃ।
অন্যোন্যং পাতয়ামাসুঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥৫৩

বানরপুঙ্গব বৃহৎ স্কন্ধযুক্ত বৃক্ষ লইয়া অবস্থান করিল; এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।৪৬-৪৭

ভীমপরাক্রম সেই বানরগণ বৃক্ষ, প্রস্তর এবং পর্বত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণও বাণে তাহাদের সেই শিলাদি বর্ষণ ব্যর্থ করিতে লাগিল; এই সময় রাক্ষস ও বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অলঙ্কার ও কবচসংবৃত রাক্ষসগণকে রণস্থলে শিলাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল; কোনও কোনও বীর রথ, হস্তী ও ঘোটকে সমারূঢ় বীর রাক্ষসদিগকে বধ করিল।৪৮-৫০

বানরগণ হঠাৎ বীর রাক্ষসদিগকে বধ করিতে থাকিলে বানরগণের মুষ্টিপ্রহারে চক্ষু নির্গত এবং পর্বতশৃঙ্গবর্ষণে দেহ নিচিত হওয়ায় অনেক রাক্ষসপুঙ্গব কাতর শব্দপূর্বক বিচলিত ও পতিত হইতে থাকিলে তাহারাও শ্রেষ্ঠ বানরদিগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।৫১-৫২

পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী বানর ও রাক্ষসগণ শূল, মুদ্গর,

রিপুশোণিতদিগ্ধাঙ্গাস্তত্র বানররাক্ষসাঃ।
ততঃ শৈলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিসৃষ্টৈর্হরিরাক্ষসৈঃ ॥৫৪

মুহূর্তেনাবৃতা ভূমিরভবচ্ছোণিতোক্ষিতা।
বিকীর্ণৈঃ পর্বতাকারৈ রক্ষোভিরভিমর্দিতৈঃ।

আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা তদা যুদ্ধমদান্বিতৈঃ ॥৫৫
আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যমাণাশ্চ ভগ্নশৈলাশ্চ বানরাঃ।
পুনরঙ্গৈস্তদা চক্রুরাসন্না যুদ্ধমদ্ভুতম্ ॥৫৬
বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নুস্তে নৈঋর্তর্ষভাঃ।
রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব জঘ্নুস্তে বানরা অপি ॥৫৭
আক্ষিপ্য চ শিলাঃ শৈলাঞ্জঘ্নুস্তে রাক্ষসাস্তদা।
তেষাং চাচ্ছিদ্য শস্ত্রাণি জঘ্নূ রক্ষাংসি বানরাঃ ॥৫৮
নির্জঘ্নুঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ বিভিদুশ্চ পরস্পরম্।
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ ॥৫৯
ছিন্নবর্মতনুত্রাণা রাক্ষসা বানরৈর্হতাঃ।
রুধিরং প্রস্রুতাস্তত্র রসসারমিব দ্রুমাঃ ॥৬০

রথেন চ রথঞ্চাপি বারণেনাপি বারণম্।
হয়েন চ হয়ং কেচিন্নির্জঘ্নুর্বানরা রণে ॥৬১
ক্ষুরপ্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ভল্লৈশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাক্ষসা বানরেন্দ্রাণাং বিভিদুঃ পাদপান্ শিলাঃ ॥৬২
বিকীর্ণাঃ পর্বতাস্তৈশ্চ দ্রুমচ্ছিন্নৈশ্চ সংযুগে।
হতৈশ্চ কপিরক্ষোভির্দুর্গমা বসুধাভবৎ ॥৬৩
তে বানরা গর্বিতহৃষ্টচেষ্টাঃ
সংগ্রামমাসাদ্য ভয়ং বিমুচ্য।
যুদ্ধং স্ম সর্বে সহ রাক্ষসৈস্তে
নানায়ুধাশ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৬৪
তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিমর্দে
প্রহৃষ্যমাণেষু বলীমুখেষু।
নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু
মহর্ষয়ো দেবগণাশ্চ নেদুঃ ॥৬৫
ততো হয়ং মারুততুল্যবেগ-
মারুহ্য শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।

খড়্গ, প্রাস ও শক্তিদ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল।৫৩

এইরূপে শত্রুগণের রুধিরে তাহারা লিপ্তগাত্র হইল এবং সেই বানর ও রাক্ষসগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও খড়্গাদির দ্বারা শোণিত পরিপ্লুত রণভূমি মুহূর্তমধ্যে আচ্ছন্ন হইল। সেই সময় অরিমর্দিত যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসগণের বিকীর্ণ পর্বতপ্রমাণ দেহে বসুমতী পরিপূর্ণ হইল।৫৪-৫৫

ভগ্ন গিরি ও বানরগণ বাহুযুগলদ্বারা নিক্ষিপ্ত এবং ক্ষিপ্যমান হইতে লাগিল। তখন সমীপবর্ত্তী বানরগণ শরীর দ্বারাই আবার অদ্ভুত যুদ্ধ করিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বানরদ্বারা বানরদিগকে নিধন করিতে লাগিল। সেইরূপ বানরগণও রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণও শিলা ছুড়িয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিতে লাগিল। বানরগণ রাক্ষসদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহা দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিহত করিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শৈলশৃঙ্গ দ্বারা হত্যা ও যুদ্ধক্ষেত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিল।৫৬-৫৯

বৃক্ষ হইতে নির্গত নির্যাসের ন্যায় বানরগণকর্তৃক হত ছিন্নবর্ম ও ভগ্নধনু নিশাচরের গাত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল।৬০

কোনও কোনও বানর যুদ্ধক্ষেত্রে রথদ্বারা রথকে, হস্তী দিয়া হস্তীকে এবং অশ্ব দিয়া অশ্বকে নিহত করিল।৬১

বানরগণ শিলা ও বৃক্ষদ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিলে রাক্ষসগণও বানরশ্রেষ্ঠদের সেই শিলা ও বৃক্ষসকল সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অর্ধচন্দ্র ও ভল্ল দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। সেই সময় বিকীর্ণ পর্বত, অস্ত্রচ্ছিন্ন বৃক্ষ এবং বানর-রাক্ষসদের মৃতদেহে রণভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল।৬২-৬৩

গর্বিত, হৃষ্টচিত্ত, অদীনসত্ত্ব এবং নানা অস্ত্রধারী

নরান্তকো বানরসৈন্যমুগ্রং
মহার্ণবং মীন ইবাবিবেশ ॥৬৬
স বানরান্ সপ্ত শতানি বীরঃ
প্রাসেন দীপ্তেন বিনির্বিভেদ।
একঃ ক্ষণেনেন্দ্ররিপুর্মহাত্মা
জঘান সৈন্যং হরিপুঙ্গবানাম্ ॥৬৭
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্।
চরন্তং হরিসৈন্যেষু বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ ॥৬৮
স তস্য দদৃশে মার্গো মাংসশোণিতকর্দমঃ।
পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতঃ ॥৬৯
যাবদ্ বিক্রমিতুং বুদ্ধিং চক্রুঃ প্লবগপুঙ্গবাঃ।
তাবদেতানতিক্রম্য নির্বিভেদ নরান্তকঃ ॥৭০
জ্বলন্তং প্রাসমুদ্যম্য সংগ্রামাগ্রে নরান্তকঃ।
দদাহ হরিসৈন্যানি বনানীব বিভাবসুঃ ॥৭১
যাবদুৎপাটয়ামাসুর্বৃক্ষান্ শৈলান্ বনৌকসঃ।
তাবৎ প্রাসহতাঃ পেতুর্বজ্রকৃত্তা ইবাচলাঃ ॥৭২
দিক্ষু সর্বাসু বলবান্ বিচচার নরান্তকঃ।
প্রমৃদ্নন্ সর্বতো যুদ্ধে প্রাবৃট্কালে যথানিলঃ ॥৭৩
ন শেকুর্ধাবিতুং বীরা ন স্থাতুং স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
উৎপতন্তং স্থিতং যান্তং সর্বান্ বিব্যাধ বীর্য্যবান্ ॥৭৪
একেনান্তককল্পেন প্রাসেনাদিত্যতেজসা।
ভগ্নানি হরিসৈন্যানি নিপেতুর্ধরণীতলে ॥৭৫
বজ্রনিষ্পেষসদৃশং প্রাসস্যাভিনিপাতনম্।
ন শেকুর্বানরাঃ সোঢুং তে বিনেদুর্মহাস্বনম্ ॥৭৬
পততাং হরিবীরাণাং রূপাণি প্রচকাশিরে।
বজ্রভিন্নাগ্রকূটানাং শৈলানাং পততামিব ॥৭৭
যে তু পূর্বং মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণেন পাতিতাঃ।
তে স্বস্থা বানরশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীবমুপতস্থিরে ॥৭৮

বানরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া নির্ভয়ে রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৬৪

সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বানরগণ প্রহৃষ্টচিত্তে রাক্ষসগণকে সংহার করিতে থাকিলে মহর্ষিগণ ও দেববৃন্দ আনন্দধ্বনি করিলেন।৬৫

তারপর নরান্তক বায়ুবৎ বেগবান্ অশ্বে আরোহণপূর্বক সুতীক্ষ্ণ শক্তি গ্রহণ করিয়া মহাসমুদ্রে মৎস্যবৎ উগ্র বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল।৬৬

ইন্দ্ররিপু মহাশক্তিশালী সেই বীর নরান্তক দীপ্তিশালী প্রাস দ্বারা একাকী ক্ষণকালের মধ্যে সপ্ত শত বানর বিদ্ধ করিল এবং এইরূপে অনেক বানরসৈন্য নিহত হইল।৬৭

বিদ্যাধর মহর্ষিগণ সেই অশ্বারোহী মহাবল রাক্ষসকে বানরসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন।৬৮

সে যে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল, সেই পথ মাংস ও শোণিতে কর্দমাক্ত এবং অভিপতিত পর্বতাকার বানরগণদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।৬৯

বানরগণ পলাইতে বুদ্ধি করিলেই নরান্তক তাহাদিগকে তখনই বিদ্ধ করিতে লাগিল।৭০

অগ্নি যেমন বনানী দগ্ধ করে, সেইরূপ নরান্তক সম্মুখসংগ্রামে জ্বলন্ত প্রাস গ্রহণপূর্বক বানরসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল।৭১

যখনই বানরগণ বৃক্ষ ও পর্বত উৎপাটন করিতে লাগিল, তখনই তাহারা বজ্রছিন্ন পর্বতের ন্যায় প্রাসদ্বারা আহত হইয়া ভূপতিত হইল।৭২

বর্ষকালে পবন যেমন সর্বত্র বিচরণ করে, সেইরূপ বলবান্ নরান্তক যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র বানরদিগকে বিমর্দিত করিয়া সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল।৭৩

বীরগণ ভয়ে দৌড়াইতে, অবস্থান করিতে বা নড়াচড়া করিতে পারিল না; উৎপতিত, স্থিত, গমনশীল সকল বানরকেই নরান্তক বিদ্ধ করিল।৭৪

আদিত্যতেজঃসম্পন্ন অন্তককল্প একটি প্রাসে বানরসৈন্য ভগ্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল।৭৫

বজ্রনিষ্পেষসদৃশ অভিপতিত প্রাসের আঘাত

প্রেক্ষমাণঃ স সুগ্রীবো দদৃশে হরিবাহিনীম্।
নরান্তকভয়ত্রস্তাং বিদ্রবন্তীং যতস্ততঃ ॥৭৯
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা স দদর্শ নরান্তকম্।
গৃহীতপ্রাসমায়ান্তং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥৮০
দৃষ্ট্বোবাচ মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
কুমারমঙ্গদং বীরং শক্রতুল্যপরাক্রমম্ ॥৮১
গচ্ছৈনং রাক্ষসং বীরং যোঽসৌ তুরগমাস্থিতঃ।
ক্ষোভয়ন্তং হরিবলং ক্ষিপ্রং প্রাণৈর্বিযোজয় ॥৮২
স ভর্তুর্বচনং শ্রুত্বা নিষ্পপাতাঙ্গদস্তদা।
অনীকান্মেঘসঙ্কাশাদংশুমানিব বীর্য্যবান্ ॥৮৩
শৈলসঙ্ঘাতসঙ্কাশো হরীণামুত্তমোঽঙ্গদঃ।
ররাজাঙ্গদসন্নদ্ধঃ সধাতুরিব পর্বতঃ ॥৮৪
নিরায়ুধো মহাতেজাঃ কেবলং নখদংষ্ট্রবান্।
নরান্তকমভিক্রম্য বালিপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৮৫
তিষ্ঠ কিং প্রাকৃতৈরেভির্হরিভিস্ত্বং করিষ্যসি।
অস্মিন্ বজ্রসমস্পর্শং প্রাসং ক্ষিপ মমোরসি ॥৮৬
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রচুক্রোধ নরান্তকঃ।
সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং নিঃশ্বস্য চ ভুজঙ্গবৎ ॥
অভিগম্যাঙ্গদং ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং নরান্তকঃ ॥৮৭
স প্রাসমাবিধ্য তদাঙ্গদায়
সমুজ্জ্বলন্তং সহসোৎসসর্জ।
স বালিপুত্রোরসি বজ্রকল্পে
বভূব ভগ্নো ন্যপতচ্চ ভূমৌ ॥৮৮
তং প্রাসমালোক্য তদা বিভগ্নং
সুপর্ণকৃত্তোরগভোগকল্পম্।
তলং সমুদ্যম্য স বালিপুত্র-
স্তুরঙ্গমস্যাভিজঘান মূর্ধ্নি ॥৮৯

বানরগণ সহ্য করিতে না পারিয়া দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।৭৬

সেই সময়ে পতিত বানরবীরগণের দেহ বজ্র দ্বারা ভগ্নশৃঙ্গ ও পতিত পর্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইল।৭৭

পূর্বে যে সকল বীর বানর কুম্ভকর্ণকর্তৃক পতিত হইয়াছিল, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ সুস্থ হইয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল এবং সুগ্রীবও নরান্তকভয়ে ভীত বানরদিগকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিল।৭৮-৭৯

নিজের সেনাবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, প্রাসধারী অশ্বারোহী নরান্তক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব ইন্দ্রতুল্য মহাবল বীর কুমার অঙ্গদকে বলিল,—যে অশ্বারূঢ় রাক্ষস বানরসেনাকে সংক্ষোভিত করিতেছে, শীঘ্র গমনপূর্বক ঐ বীর রাক্ষসকে বধ কর।৮০-৮২

বীর্যবান্ অঙ্গদ প্রভুর কথা শুনিয়া মেঘমালা হইতে নির্গত সূর্যের ন্যায় বানর সৈন্য হইতে বহির্গত হইল।৮৩

তৎকালে শৈলসঙ্ঘাততুল্য বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অঙ্গদভূষণে সজ্জিত হইয়া সানুমান্ পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৮৪

নিরস্ত্র মহাতেজা বালিপুত্র অঙ্গদ কেবল নখদন্তযুক্ত হইয়া নরান্তকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—শান্ত হও; এই প্রাকৃত বানরগণকে বিনাশ করিয়া কি হইবে? আমার এই বক্ষে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।৮৫-৮৬

নরান্তক অঙ্গদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং সর্পবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দন্তে ওষ্ঠ দংশন করত বালিনন্দন অঙ্গদের নিকটবর্তী হইয়া সমুজ্জ্বল সেই প্রাস উত্তোলনপূর্বক নিক্ষেপ করিলে সেই অস্ত্র বালিপুত্রের বজ্রতুল্য বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া ভগ্ন ও ভূপতিত হইল।৮৭-৮৮

গরুড় হত সর্পের শরীরের ন্যায় সেই প্রাসকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া বালিনন্দন নরান্তকের অশ্বমস্তকে

নিমগ্নপাদৈঃ স্ফুটিতাক্ষিতারো
নিষ্ক্রান্তজিহ্বোঽচলসন্নিকাশঃ।
স তস্য বাজী নিপপাত ভূমৌ
তলপ্রহারেণ বিকীর্ণমূর্ধা ॥৯০
নরান্তকঃ ক্রোধবশং জগাম
হতং তুরঙ্গং পতিতং সমীক্ষ্য।
স মুষ্টিমুদ্যম্য মহাপ্রভাবো
জঘান শীর্ষে যুধি বালিপুত্রম্ ॥৯১
অথাঙ্গদো মুষ্টিবিশীর্ণমূর্ধা
সুস্রাব তীব্রং রুধিরং ভৃশোষ্ণম্।
মুহুর্বিজজ্বাল মুমোহ চাপি
সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বিসিস্মিয়ে চ ॥৯২
অথাঙ্গদো মৃত্যুসমানবেগং
সংবর্ত্য মুষ্টিং গিরিশৃঙ্গকল্পম্।
নিপাতয়ামাস তদা মহাত্মা
নরান্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ ॥৯৩

স মুষ্টিনির্ভিন্ননিমগ্নবক্ষা
জ্বালা বমন্ শোণিতদিগ্ধগাত্রঃ।
নরান্তকো ভূমিতলে পপাত
যথাচলো বজ্রনিপাতভগ্নঃ ॥৯৪
তদান্তরীক্ষে ত্রিদশোত্তমানাং
বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদঃ।
বভূব তস্মিন্নিহতেঽগ্র্যবীর্য্যে
নরান্তকে বালিসুতেন সংখ্যে ॥৯৫
অথাঙ্গদো রামমনঃপ্রহর্ষণং
সুদুষ্করং তং কৃতবান্ হি বিক্রমম্।
বিসিস্মিয়ে সোঽপ্যথ ভীমকর্মা
পুনশ্চ যুদ্ধে স বভূব হর্ষিতঃ ॥৯৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তলপ্রহার করিলে সেই গিরিতুল্য অশ্বের পদচতুষ্টয় ভগ্ন, নয়নতারা স্ফুটিত, জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত এবং মস্তক বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৮৯-৯০

অশ্বকে হত ও ভূপতিত দেখিয়া নরান্তক ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাশক্তিমান্ সেই রাক্ষস মুষ্টি উদ্যত করিয়া বালিপুত্রের মস্তকে আঘাত করিল।৯১

সেই মুষ্টির আঘাতে অঙ্গদের মস্তক বিশীর্ণ হইলে তীব্র উষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে লাগিল এবং অঙ্গদ মূর্চ্ছিত হইল, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া বিস্মিত ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।৯২

অনন্তর মহাশক্তিশালী অঙ্গদ নরান্তকের বক্ষঃস্থলে যমসদৃশ মহাবেগবান্ গিরিশৃঙ্গতুল্য মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিল; সেই মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও নিমগ্ন হইল এবং নিশাচর নরান্তকও অভিঘাতজনিত জ্বালা বমনকরত রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইল।৯৩-৯৪

সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন নরান্তক যুদ্ধে বালিপুত্রকর্ত্তৃক নিহত হইলে তখন অন্তরিক্ষে ত্রিদশোত্তমগণের ও বানরগণের মহাধ্বনি উত্থিত হইল।৯৫

অনন্তর ভীমকর্মা অঙ্গদ শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃকরণের হর্ষকারী দুষ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া স্বয়ং বিস্মিত হইল এবং পুনরায় যুদ্ধে উৎসাহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।৯৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[হনুমতা ত্রিশিরো-দেবান্তয়োঃ, নীলেন মহোদরস্য, ঋষভেণ চ মহাপার্শ্বস্য বিনাশঃ।]

নরান্তকং হতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুর্নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
দেবান্তকস্ত্রিমূর্ধা চ পৌলস্ত্যশ্চ মহোদরঃ ॥১
আরূঢ়ো মেঘসঙ্কাশং বারণেন্দ্রং মহোদরঃ।
বালিপুত্রং মহাবীর্য্যমভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥২
ভ্রাতৃব্যসনসন্তপ্তস্তদা দেবান্তকো বলী।
আদায় পরিঘং ঘোরমঙ্গদং সমভিদ্রবৎ ॥৩
রথমাদিত্যসঙ্কাশং যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
আস্থায় ত্রিশিরা বীরো বালিপুত্রমথাভ্যগাৎ ॥৪
স ত্রিভির্দেবদর্পঘ্নৈ রাক্ষসেন্দ্রৈরভিদ্রুতঃ।
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাবিটপমঙ্গদঃ ॥৫
দেবান্তকায় তং বীরশ্চিক্ষেপ সহসাঙ্গদঃ।
মহাবৃক্ষং মহাশাখং শক্রো দীপ্তামিবাশনিম্ ॥৬
ত্রিশিরাস্তং প্রচিচ্ছেদ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
স বৃক্ষং কৃত্তমালোক্য উৎপপাত তদাঙ্গদঃ ॥৭
স ববর্ষ ততো বৃক্ষান্ শিলাশ্চ কপিকুঞ্জরঃ।
তান্ প্রচিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধস্ত্রিশিরা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৮
পরিঘাগ্রেণ তান্ বৃক্ষান্ বভঞ্জ স মহোদরঃ।
ত্রিশিরাশ্চাঙ্গদং বীরমভিদুদ্রাব সায়কৈঃ ॥৯
গজেন সমভিদ্রুত্য বালিপুত্রং মহোদরঃ।
জঘানোরসি সংক্রুদ্ধস্তোমরৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ ॥১০
দেবান্তকশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পরিঘেণ তদাঙ্গদম্।
উপগম্যাভিহত্যাশু ব্যপচক্রাম বেগবান্ ॥১১
স ত্রিভির্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠৈর্যুগপৎ সমভিদ্রুতঃ।
ন বিব্যথে মহাতেজা বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১২
স বেগবান্ মহাবেগং কৃত্বা পরমদুর্জয়ঃ।
তলেন সমভিদ্রুত্য জঘানাস্য মহাগজম্ ॥১৩
তস্য তেন প্রহারেণ নাগরাজস্য সংযুগে।
পেততুর্নয়নে তস্য বিননাশ স কুঞ্জরঃ ॥১৪

সপ্ততিতম সর্গ

[হনুমান্‌কর্তৃক দেবান্তক ও ত্রিশিরা, নীলকর্তৃক মহোদর এবং ঋষভকর্তৃক মহাপার্শ্ব বধ।]

নরান্তককে নিহত দেখিয়া দেবান্তক, ত্রিশিরা এবং পুলস্ত্যবংশজাত মহোদর—এই রাক্ষসবীরগণ হাহাকার করিতে লাগিল। বেগবান্ মহোদর মেঘসদৃশ গজরাজে আরোহণপূর্বক মহাশক্তিশালী বালিপুত্রের দিকে ধাবিত হইল।১-২

তখন ভ্রাতৃবধে সন্তপ্ত বলবান্ দেবান্তক ঘোরতর পরিঘগ্রহণপূর্বক অঙ্গদাভিমুখে ধাবমান হইল।৩

বীর ত্রিশিরা উত্তম অশ্ববাহিত আদিত্যতুল্য তেজস্বী রথে আরোহণপূর্বক বালিপুত্রের দিকেগমন করিল।৪

তখন দেবদর্পনাশকারী তিনজন রাক্ষসবীরকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই অঙ্গদ বিপুল শাখাপ্রশাখাসমন্বিত একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করিল এবং ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় সেই বীর অঙ্গদ সহসা বিশালশাখাসমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষটি দেবান্তকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ত্রিশিরা সর্পবিষতুল্য বাণসমূহে সেই বৃক্ষকে ছিন্ন করিল। তখন অঙ্গদ বৃক্ষকে ছিন্ন দেখিয়া লম্ফপ্রদানপূর্বক অন্য বৃক্ষ এবং শিলা বর্ষণ করিলে ক্রুদ্ধ ত্রিশিরা নিশিতশরে সেইগুলি ছিন্ন করিল।৫-৮

সেই মহোদরও অন্য দিক্ হইতে পরিঘের অগ্রভাগে সেই বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে ত্রিশিরা সায়ক লইয়া বীর অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হইল এবং গজারূঢ় মহোদরও তাহার প্রতি ধাবমান হইয়া সক্রোধে বজ্রতুল্য তোমর দ্বারা অঙ্গদের বুকে আঘাত করিল; তখন বেগবান্ দেবান্তকও আবার সংক্রুদ্ধ হইয়া অভিগমনপূর্বক পরিঘ দ্বারা আঘাত করিয়া সত্বর স্থানান্তরে গমন করিল।৯-১১

কিন্তু সেই মহাতেজা প্রতাপশালী বালিপুত্র

বিষাণঞ্চাস্য নিষ্কৃষ্য বালিপুত্রো মহাবলঃ।
দেবান্তকমভিদ্রুত্য তাড়য়ামাস সংযুগে ॥১৫
স বিহ্বলস্তু তেজস্বী বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ।
লাক্ষারসসবর্ণঞ্চ সুস্রাব রুধিরং মহৎ ॥১৬
অথাশ্বস্য মহাতেজাঃ কৃচ্ছ্রাদ্ দেবান্তকো বলী।
আবিধ্য পরিঘং বেগাদাজঘান তদাঙ্গদম্ ॥১৭
পরিঘাভিহতশ্চাপি বানরেন্দ্রাত্মজস্তদা।
জানুভ্যাং পতিতো ভূমৌ পুনরেবোৎপপাত হ ॥১৮
তমুৎপতন্তং ত্রিশিরাস্ত্রিভির্বাণৈরজিহ্মগৈঃ।
ঘোরৈর্হরিপতেঃ পুত্রং ললাটেঽভিজঘান হ ॥১৯
ততোঽঙ্গদং পরিক্ষিপ্তং ত্রিভির্নৈর্ঋতপুঙ্গবৈঃ।
হনুমানথ বিজ্ঞায় নীলশ্চাপি প্রতস্থতুঃ ॥২০
ততশ্চিক্ষেপ শৈলাগ্রং নীলস্ত্রিশিরসে তদা।
তদ্ রাবণসুতো ধীমান্ বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২১

তদ্বাণশতনির্ভিন্নং বিদারিতশিলাতলম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত গিরেঃ শিরঃ ॥২২
স বিজৃম্ভিতমালোক্য হর্ষাদ্ দেবান্তকো বলী।
পরিঘেণাভিদুদ্রাব মারুতাত্মজমাহবে ॥২৩
তমাপতন্তমুৎপত্য হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ।
আজঘান তদা মূর্ধ্নি বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥২৪
শিরসি প্রাহরদ্ বীরস্তদা বায়ুসুতো বলী।
নাদেনাকম্পয়চ্চৈব রাক্ষসান্ স মহাকপিঃ ॥২৫
স মুষ্টিনিষ্পিষ্টবিভিন্নমূর্ধা
নির্বান্তদন্তাক্ষিবিলম্বিজিহ্বঃ।
দেবান্তকো রাক্ষসরাজসূনু-
র্গতাসুরুর্ব্যাং সহসা পপাত ॥২৬
তস্মিন্ হতে রাক্ষসযোধমুখ্যে
মহাবলে সংযতি দেবশত্রৌ।

তিনজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকর্তৃক একযোগে আক্রান্ত হইলেও ব্যথিত হইল না।১২

সেই অত্যন্ত দুর্জয় বেগবান্ অঙ্গদ মহোদরের বিশাল হস্তীকে আক্রমণপূর্বক তল দ্বারা আঘাত করিল। তাহাতে নাগরাজের নয়নদ্বয় পতিত এবং মৃত্যু হইল।১৩-১৪

অনন্তর মহাবল বালিপুত্র উক্ত গজের দন্ত উৎপাটিত করত দেবান্তকের প্রতি ধাবমান হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাড়না করিলে সেই তেজস্বী রাক্ষস বাতোদ্ধূত বৃক্ষের ন্যায় বিহ্বল হইল এবং লাক্ষারসতুল্য প্রবল রক্তবমন করিতে লাগিল।১৫-১৬

অনন্তর মহাতেজা বলবান্ দেবান্তক বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া সবেগে পরিঘ উত্তোলনপূর্বক অঙ্গদকে আঘাত করিলে বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘদ্বারা আহত হইয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূমিতল আশ্রয় করত পুনরায় উত্থিত হইল।১৭-১৮

বানররাজনন্দনকে উঠিতে দেখিয়া ত্রিশিরা তিনটি কুটিলগামী ভীষণ বাণ দ্বারা তাহার ললাটদেশে আঘাত করিল।১৯

তখন তিনজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকর্তৃক অঙ্গদকে আক্রান্ত জানিয়া হনুমান্ এবং নীল তাহার নিকটবর্তী হইল।২০

তারপর ত্রিশিরার প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে বুদ্ধিমান্ রাবণপুত্র নিশিতশরে তাহা ছিন্ন করিল। একশত বাণে সেই শিলাতল বিদীর্ণ হওয়ায় তাহা স্ফুলিঙ্গ ও জ্বালামালার সহিত নিপতিত হইল।২১-২২

তখন বলবান্ দেবান্তক ত্রিশিরাকে বিচেষ্টিত দেখিয়া সহর্ষে পরিঘ লইয়া হনুমানের প্রতি যুদ্ধে ধাবিত হইলে কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাকে সমাগত দেখিয়া লম্ফপ্রদানপূর্বক বজ্রকল্পমুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করত সেই মহাকপি বলবান্ বীর পবননন্দন এরূপ নাদ করিল যে, তাহাতে রাক্ষসরা কাঁপিয়া উঠিল।২৩-২৫

মুষ্টির আঘাতে রাক্ষসরাজনন্দন দেবান্তকের মস্তক পিষ্ট এবং ভগ্ন হইল, দন্ত এবং অক্ষি নির্গত ও জিহ্বা বিলম্বিত হইল; তখন দেবান্তক গতাসু হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল।২৬

রাক্ষসপ্রধান দেবশত্রু মহাবল দেবান্তক যুদ্ধক্ষেত্রে

ক্রুদ্ধস্ত্রিশীর্ষা নিশিতাস্ত্রমুগ্রং
ববর্ষ নীলোরসি বাণবর্ষম্ ॥২৭
মহোদরস্তু সংক্রুদ্ধঃ কুঞ্জরং পর্বতোপমম্ ।
ভূয়ঃ সমধিরুহ্যাশু মন্দরং রশ্মিবানিব ॥২৮
ততো বাণময়ং বর্ষং নীলস্যোপর্য্যপাতয়ৎ ।
গিরৌ বর্ষং তড়িচ্চক্রচাপবানিব তোয়দঃ ॥২৯
ততঃ শরৌঘৈরভিবৃষ্যমাণো
বিভিন্নগাত্রঃ কপিসৈন্যপালঃ ।
নীলো বভূবাথ বিসৃষ্টগাত্রো
বিষ্টম্ভিতস্তেন মহাবলেন ॥৩০
ততস্তু নীলঃ প্রতিলব্ধসংজ্ঞঃ
শৈলং সমুৎপাট্য সবৃক্ষখণ্ডম্ ।
ততঃ সমুৎপত্য মহোগ্রবেগো
মহোদরং তেন জঘান মূর্ধ্নি ॥৩১
ততঃ স শৈলাভিনিপাতভগ্নো
মহোদরস্তেন মহাদ্বিপেন ।
ব্যামোহিতো ভূমিতলে গতাসুঃ
পপাত বজ্রাভিহতো যথাদ্রিঃ ॥৩২

হত হইলে ক্রুদ্ধ ত্রিশিরা নীলের বক্ষে উগ্র ও ধারাল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ।২৭

মহোদরও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য যেরূপ মন্দরোপরি আরোহণ করেন, সেইরূপ আপন গিরিতুল্য হস্তীতে পুনরায় আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনু সমন্বিত মেঘের পর্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় নীলের উপরে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ।২৮-২৯

মহাবলপরাক্রম মহোদরকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, শ্লথগাত্র ও বীর্যহীন বানরসেনাপতি নীল ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃক্ষখণ্ডসহ একটি পর্বত উত্তোলনপূর্বক উৎপতিত হইয়া তদ্দারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিল ; সেই শৈলনিপাতে মহোদরও হস্তীর সহিত বিচূর্ণিত ও গতাসু হইয়া বজ্রাভিহত গিরিবৎ ভূতলে পতিত ও বিপোথিত হইল ।৩০-৩২

পিতৃব্যং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিশিরাশ্চাপমাদদে ।
হনূমন্তঞ্চ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩৩
স বায়ুসূনুঃ কুপিতশ্চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ ।
ত্রিশিরাস্তচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভেদ বহুধা বলী ॥৩৪
তদ্ ব্যর্থং শিখরং দৃষ্ট্বা দ্রুমবর্ষং তদা কপিঃ ।
বিসসর্জ রণে তস্মিন্ রাবণস্য সুতং প্রতি ॥৩৫
তমাপতন্তমাকাশে দ্রুমবর্ষং প্রতাপবান্ ।
ত্রিশিরা নিশিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥৩৬
হনূমাংস্তু সমুৎপত্য হয়ং ত্রিশিরসস্তদা ।
বিদদার নখৈঃ ক্রুদ্ধো নাগেন্দ্রং মৃগরাড়িব ॥৩৭
অথ শক্তিং সমাসাদ্য কালরাত্রিমিবান্তকঃ ।
চিক্ষেপানিলপুত্রায় ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ ॥৩৮
দিবঃ ক্ষিপ্তামিবোল্কাং তাং শক্তিং ক্ষিপ্তামসঙ্গতাম্ ।
গৃহীত্বা হরিশার্দুলো বভঞ্জ চ ননাদ চ ॥৩৯
তাং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশাং শক্তিং ভগ্নাং হনূমতা ।
প্রহৃষ্টা বানরগণা বিনেদুর্জলদা যথা ॥৪০
ততঃ খড়্গং সমুদ্যম্য ত্রিশিরা রাক্ষসোত্তমঃ ।
নিচখান তদা খড়্গং বানরেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥৪১

পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত ধনুগ্রহণপূর্বক ধারাল শরদ্বারা হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিলে সেই পবননন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। বলশালী ত্রিশিরা তীক্ষ্ণবাণে তাহা বহুরূপে ছেদন করিল। হনুমান্ ঐ গিরিশৃঙ্গপ্রহার ব্যর্থ হইতে দেখিয়া সেই যুদ্ধে রাবণপুত্র ত্রিশিরার উপর বৃক্ষবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপবান্ ত্রিশিরা পতমান বৃক্ষগুলি আকাশেই নিশিতবাণে ছিন্নপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন হনুমান্ লম্ফপ্রদানপূর্বক মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ ত্রিশিরার অশ্বকে নখদ্বারা বিদারিত করিল। ইহা দেখিয়া রাবণপুত্র ত্রিশিরা যমরাজগৃহীত কালরাত্রির ন্যায় শক্তিগ্রহণপূর্বক বায়ুপুত্র হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিল ।৩৩-৩৮

তখন হরিশার্দুল হনুমান্ আকাশ হইতে নির্গত উল্কার ন্যায় অকুণ্ঠগতি শক্তিকে ধারণ করিয়া ভাঙ্গিয়া

খড়্গপ্রহারাভিহতো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
আজঘান ত্রিমূর্দ্ধানং তলেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥৪২
স তলাভিহতস্তেন স্রস্তহস্তায়ুধো ভুবি।
নিপপাত মহাতেজাস্ত্রিশিরাস্ত্যক্তচেতনঃ ॥৪৩
স তস্য পততঃ খড়্গং তমাচ্ছিদ্য মহাকপিঃ।
ননাদ গিরিসঙ্কাশস্ত্রাসয়ন্ সর্বরাক্ষসান্ ॥৪৪
অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমুৎপপাত নিশাচর।
উৎপত্য চ হনুমন্তং তাড়য়ামাস মুষ্টিনা ॥৪৫
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সঞ্চুকোপ মহাকপিঃ।
কুপিতশ্চ নিজগ্রাহ কিরীটে রাক্ষসর্ষভম্ ॥৪৬
স তস্য শীর্ষাণ্যসিনা শিতেন
কিরীটজুষ্টানি সকুণ্ডলানি।
ক্রুদ্ধঃ প্রচিচ্ছেদ সুতোঽনিলস্য
ত্বষ্টুঃ সুতস্যেব শিরাংসি শক্রঃ ॥৪৭
তান্যায়তাক্ষাণ্যগসন্নিভানি
প্রদীপ্ত-বৈশ্বানরলোচনানি।
পেতুঃ শিরাংসীন্দ্ররিপোঃ পৃথিব্যাং
জ্যোতীংষি মুক্তানি যথার্কমার্গাৎ ॥৪৮
তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ ত্রিশীর্ষে
হনুমতা শক্রপরাক্রমেণ।
নেদুঃ প্লবঙ্গাঃ প্রচচাল ভূমী
রক্ষাংস্যথো দুদ্রুবিরে সমন্তাৎ ॥৪৯
হতং ত্রিশিরসং দৃষ্ট্বা তথৈব চ মহোদরম্।
হতৌ প্রেক্ষ্য দুরাধর্ষৌ দেবান্তক-নরান্তকৌ ॥৫০
চুকোপ পরমামর্ষী মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
জগ্রাহার্চিষ্মতীঞ্চাপি গদাং সর্বায়সীং তদা ॥৫১
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তাং মাংসশোণিতফেনিলাম্।
বিরাজমানাং বিপুলাং শত্রুশোণিততর্পিতাম্ ॥৫২

ফেলিল এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিল। হনুমান্‌কর্ত্তৃক ঘোরসঙ্কাশ শক্তি ভগ্ন হইতে দেখিয়া বানরগণ সহর্ষে মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।৩৯-৪০

অনন্তর রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ সমুদ্যত করিয়া বানরেন্দ্র হনুমানের বক্ষঃস্থলে সেই খড়্গ দ্বারা প্রহার করিল; বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্‌ও সেই খড়্গ প্রহারে অভিহত হইয়া ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে তলপ্রহার করিল। তখন সেই তলাঘাতে মহাতেজা ত্রিশিরার হস্ত হইতে অস্ত্র স্খলিত হইল এবং রাক্ষস অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৪১-৪৩

সেই ত্রিশিরা ভূতলে পতিত হইলে গিরিতুল্য মহাকপি হনুমান্ তাহার খড়্গ গ্রহণপূর্বক রাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া শব্দ করিলে সেই নিশাচর ত্রিশিরা সেই নাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইল এবং মুষ্টি দ্বারা হনুমানকে তাড়না করিল। তখন মহাকপি হনুমান্ মুষ্টিপ্রহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধে সেই রাক্ষসবীরের কিরীট ধারণ করিল।৪৪-৪৬

ইন্দ্র যেরূপ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক বজ্রপ্রহারে ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পবননন্দনও ক্রোধে শাণিত অস্ত্রে ত্রিশিরার সকুণ্ডল কিরীট-শোভিত মস্তকত্রয় কাটিয়া ফেলিল। তখন আকাশমার্গ হইতে জ্যোতিঃপিণ্ডসকল যেরূপ নিপতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রশত্রু সেই নিশাচরের প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ আয়তলোচনযুক্ত পর্বততুল্য মস্তকত্রয় পৃথিবীতে পতিত হইল।৪৭-৪৮

সেই দেবশত্রু ত্রিশিরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হনুমান্‌কর্ত্তৃক নিহত হইলে পৃথিবী বিচলিত হইলেন, বানরগণ শব্দ করিয়া উঠিল এবং রাক্ষসগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিল।৪৯

ত্রিশিরা, দুরাধর্ষ দেবান্তক এবং নরান্তককে নিহত দেখিয়া অমর্ষশালী যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ (মহাপার্শ্ব) ক্রুদ্ধ হইয়া একটি লৌহময়ী দীপ্তিমতী গদা গ্রহণ করিল।৫০-৫১

যুগান্তকালীন-প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ক্রুদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই হেমপট্ট-সমাচ্ছাদিত, মাংসশোণিতফেনিল, শত্রুশোণিতে-প্রসাদিত, ঐরাবত-মহাপদ্ম-সার্বভৌম নামক দিগ্‌গজগণের ভয়াবহ, রক্তমাল্যবিভূষিত ও তেজহেতু

তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রাং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্ ।
ঐরাবতমহাপদ্মসার্বভৌমভয়াবহাম্ ॥৫৩
গদামাদায় সংক্রুদ্ধো মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
হরীন্ সমভিদুদ্রাব যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৫৪
অথর্ষভঃ সমুৎপত্য বানরো রাবণানুজম্ ।
মত্তানীকমুপাগম্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী ॥৫৫
তং পুরস্তাৎ স্থিতং দৃষ্ট্বা বানরং পর্বতোপমম্ ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥৫৬
স তয়াভিহতস্তেন গদয়া বানরর্ষভঃ ।
ভিন্নবক্ষাঃ সমাধূতঃ সুস্রাব রুধিরং বহু ॥৫৭
স সম্প্রাপ্য চিরাৎ সংজ্ঞামৃষভো বানরেশ্বরঃ ।
ক্রুদ্ধো বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো মহাপার্শ্বমুদৈক্ষত ॥৫৮
স বেগবান্ বেগবদভ্যুপেত্য
তং রাক্ষসং বানরবীরমুখ্যঃ ।
সংবর্ত্য মুষ্টিং সহসা জঘান
বাহ্বন্তরে শৈলনিকাশরূপঃ ॥৫৯
স কৃত্তমূলঃ সহসেব বৃক্ষঃ
ক্ষিতৌ পপাত ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ ।
তাং চাস্য ঘোরাং যমদণ্ডকল্পাং
গদাং প্রগৃহ্যাশু তদা ননাদ ॥৬০
মুহূর্তমাসীৎ স গতাসুকল্পঃ
প্রত্যাগতাত্মা সহসা সুরারিঃ ।
উৎপত্য সন্ধ্যাভ্রসমানবর্ণ-
স্তং বারিরাজাত্মজমাজঘান ॥৬১
স মূর্চ্ছিতো ভূমিতলে পপাত
মুহূর্তমুৎপত্য পুনঃ সসংজ্ঞঃ ।
তামেব তস্যাদ্রিবরাদ্রিকল্পাং
গদাং সমাবিধ্য জঘান সংখ্যে ॥৬২
সা তস্য রৌদ্রা সমুপেত্য দেহং
রৌদ্রস্য দেবাধ্বরবিপ্রশত্রোঃ ।
বিভেদ বক্ষঃ ক্ষতজঞ্চ ভূরি
সুস্রাব ধাত্বম্ভ ইবাদ্রিরাজঃ ॥৬৩

ভয়ানক প্রদীপ্ত গদা গ্রহণপূর্বক বানরগণের প্রতি ধাবিত হইল ।৫২-৫৪

পরে মহাবল বানরঋষভ উৎপতিত হইয়া রাবণানুজ মহাপার্শ্বের সমীপে আগমনপূর্বক সম্মুখে অবস্থান করিল ।৫৫

পর্বততুল্য বানরকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রুদ্ধ মহাপার্শ্ব বজ্রতুল্য গদাদ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিলে সেই বানরশ্রেষ্ঠ গদাদ্বারা আহত হওয়ায় তাহার বক্ষঃস্থল সন্তাড়িত হইল এবং তাহা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল ।৫৬-৫৭

বানরেশ্বর ঋষভ বহুক্ষণপরে চৈতন্যলাভ করিয়া ক্রোধে ওষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে মহাপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল ।৫৮

বানরবীরাগ্রগণ্য, বেগবান্ ও শৈলসদৃশ ঋষভ সহসা সমাগত হইয়া মুষ্টি সমুদ্যত পূর্বক রাক্ষস মহাপার্শ্বের বক্ষঃস্থলে আঘাত করায় সেই রাক্ষস রক্তাক্তদেহে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা ভূমিতলে পতিত হইল; তখন যমদণ্ডবৎ ঘোর গদা লইয়া ঋষভ সিংহনাদ করিতে লাগিল ।৫৯-৬০

সন্ধ্যাকালীন মেঘবৎ লোহিতকায় সেই দেবশত্রু মহাপার্শ্ব মুহূর্তকাল মৃতবৎ অবস্থানপূর্বক সংজ্ঞালাভ করিয়া উত্থিত হইল এবং বরুণনন্দন ঋষভকে এরূপ আঘাত করিল যে, তাহাতে সেই বীর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল; পরে ঋষভ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় উত্থানপূর্বক গিরিরাজ সমীপবর্তী গিরিতুল্য তাহার গদা গ্রহণকরত তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত করিল। দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই রৌদ্রমূর্তি রাক্ষসের দেহে গদা ভয়ঙ্কররূপে পতিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল এবং সেই ক্ষতস্থান হইতে শৈলরাজের ধাতুজলনিঃসরণের ন্যায় ভূরি ভূরি রক্তস্রাব হইতে লাগিল ।৬১-৬৩

অভিদুদ্রাব বেগেন গদাং তস্য মহাত্মনঃ।
তাং গৃহীত্বা গদাং ভীমামাবিধ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥৬৪
মত্তানীকং মহাত্মা স জঘান রণমূর্ধনি।
স স্বয়া গদয়া ভগ্নো বিশীর্ণদশনেক্ষণঃ ॥৬৫
নিপপাত তদা মত্তো বজ্রাহত ইবাচলঃ।
বিশীর্ণনয়নো ভূমৌ গতসত্ত্বে গতায়ুষি
পতিতে রাক্ষসে তস্মিন্ বিদ্রুতং রাক্ষসং বলম্॥* ॥৬৬

অনন্তর মহাবল ঋষভ মহাশক্তিশালী রাক্ষসের তাদৃশ ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণপূর্বক বেগে ধাবিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সঞ্চালনপূর্বক রণমধ্যে মহাপার্শ্বকে পুনরায় ভীষণ আঘাত করিল। তখন নিশাচর মহাপার্শ্ব স্বীয় গদা দ্বারাই আহত হইয়া ভগ্নদেহ হইল এবং তাহার নেত্রদ্বয় ও দন্তপঙ্‌ক্তি বিশীর্ণ হইল; তখন সে আয়ুধশূন্য ও প্রাণহীন হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে

* কোন কোন গ্রন্থে ৬৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

উন্মত্তস্তু তদা দৃষ্ট্বা গতাসুং ভ্রাতরং রণে।
চুকোপ পরমক্রুদ্ধঃ প্রলয়াগ্নিসমদ্যুতিঃ ॥
ততঃ সমাদায় গদাং স বীরো বিত্রাসয়ন্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
দুদ্রাব বেগেন তু সৈন্যমধ্যে দহন্ যথা বহ্নিরতিপ্রচণ্ডঃ ॥
আপতন্তং তদা দৃষ্ট্বা রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্।
শৈলমাদায় দুদ্রাব গবাক্ষঃ পর্বতোপমঃ ॥
জিঘাংসু রাক্ষসং ভীমং তং শৈলেন মহাবলঃ।
আপতন্তং তদা দৃষ্ট্বা উন্মত্তোঽপি মহাগিরিম্ ॥
চিচ্ছেদ গদয়া বীরঃ শতধা তত্র সংযুগে।
চূর্ণীকৃতং গিরিং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৈঃ কপিকুঞ্জরঃ ॥
বিস্মিতোঽভূন্মহাবাহুর্জগর্জ চ মুহুর্মুহুঃ।
উন্মত্তস্তু সুসংক্রুদ্ধো অনন্তং রাক্ষসোত্তমঃ ॥
গদামাদায় বেগেন কপের্বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
স তয়া গদয়া বীরস্তাড়িতঃ কপিকুঞ্জরঃ ॥
পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞঃ সুস্রাব রুধিরং বহু।
পুনঃ সংজ্ঞামথাস্থায় বানরঃ স সমুত্থিতঃ ॥
তলেন তড়য়ামাস ততস্তস্য শিরঃ কপিঃ।
তেন প্রতাড়িতো বীরো রাক্ষসঃ পর্বতোপমঃ ॥
বিস্রস্তদন্তনয়নো নিপপাত মহীতলে।
সুস্রাব রুধিরং সোঽস্যং গতাসুশ্চ ততোঽভবৎ ॥

তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি রাবণস্য
তন্নৈর্ঋতানাং বলমর্ণবাভম্।
ত্যক্তায়ুধং কেবলজীবিতার্থং
দুদ্রাব ভিন্নার্ণবসন্নিকাশম্ ॥৬৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

পড়িয়া যাইল এবং তাহাকে দেখিয়া রাক্ষসদলও পলায়ন করিতে লাগিল।৬৩-৬৬

রাবণানুজ মহাপার্শ্ব নিহত হইলে সেই সমুদ্রতুল্য রাক্ষসসেনা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার জন্যই উদ্বেলিত মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিল।৬৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[যুদ্ধায় রাবণপুত্রস্য অতিকায়স্যাগমনম্, লক্ষ্মণেন তস্য সংহারশ্চ।]

স্ববলং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শক্রতুল্যপরাক্রমান্ ॥১
পিতৃব্যৌ চাপি সন্দৃশ্য সমরে সন্নিপাতিতৌ।
যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসোত্তমৌ ॥২
চুকোপ চ মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরো যুধি।
অতিকায়োঽদ্রিসঙ্কাশো দেব-দানবদর্পহা ॥৩
স ভাস্করসহস্রস্য সঙ্ঘাতমিব ভাস্বরম্।
রথমারুহ্য শক্রারিরভিদুদ্রাব বানরান্ ॥৪
স বিস্ফার্য্য তদা চাপং কিরীটী মৃষ্টকুণ্ডলঃ।
নাম সংশ্রাবয়ামাস ননাদ চ মহাস্বনম্ ॥৫
তেন সিংহপ্রণাদেন নামবিশ্রাবণেন চ।
জ্যাশব্দেন চ ভীমেন ত্রাসয়ামাস বানরান্ ॥৬
তে দৃষ্ট্বা দেহমাহাত্ম্যং কুম্ভকর্ণোঽয়মুত্থিতঃ।
ভয়ার্ত্তা বানরাঃ সর্বে সংশ্রয়ন্তে পরস্পরম্ ॥৭
তে তস্য রূপমালোক্য যথা বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমে।
ভয়াদ্ বানরযোধাস্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥৮
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য বানরা মূঢ়চেতসঃ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্লক্ষ্মণাগ্রজমাহবে ॥৯
ততোঽতিকায়ং কাকুৎস্থো রথস্থং পর্বতোপমম্।
দদর্শ ধন্বিনং দূরাদ্ গর্জন্তং কালমেঘবৎ ॥১০
স তং দৃষ্ট্বা মহাকায়ং রাঘবস্তু সুবিস্মিতঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ ॥১১
কোঽসৌ পর্বতসঙ্কাশো ধনুষ্মান্ হরিলোচনঃ।
যুক্তে হয়সহস্রেণ বিশালে স্যন্দনে স্থিতঃ ॥১২

একসপ্ততিতম সর্গ

[যুদ্ধের জন্য রাবণপুত্র অতিকায়ের আগমন ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অতিকায় বধ।]

দেব-দানবের দর্পসংহারকারী, ব্রহ্মদত্তবরে প্রবল, পর্বততুল্য ও মহাশক্তিশালী অতিকায় বীর তুমুল লোমহর্ষণ স্বীয় সৈন্যবলকে ব্যথিত এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত এবং রাক্ষসোত্তম যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত নামক পিতৃব্য-ভ্রাতৃদ্বয়কে রণমধ্যে বিনিপাতিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল।১-৩

অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু সহস্র সূর্য্যের সঙ্ঘাততুল্য দীপ্তিমান্ রথে আরোহণপূর্বক বানরদিগের প্রতি ধাবমান হইল।৪

অতিকায় কুণ্ডল ও কিরীটভূষিত হইয়া ধনু বিস্ফারিতপূর্বক নিজের নাম সকলকে শ্রবণ করাইয়া মহানাদ করিতে লাগিল।৫

তাহার সিংহনাদ, জ্যাধ্বনি ও নামশ্রবণে বানরগণ ভীত হইয়া উঠিল এবং দেহমাহাত্ম্যদর্শনে রাক্ষসকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পুনরায় উত্থিত কুম্ভকর্ণ ভাবিয়া ভয়ার্ত্ত বানরগণ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্তির ন্যায় সেই রাক্ষসের রূপ দেখিয়া বানরের দলসমূহ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।৬ ৮

মূঢ়চিত্ত বানরগণ অতিকায়কে যুদ্ধস্থলে দেখিয়া শরণ্য লক্ষ্মণাগ্রজ রামের শরণ গ্রহণ করিল।৯

তারপর কাকুৎস্থ রাঘব দূর হইতে কৃষ্ণমেঘের ন্যায় শব্দায়মান পর্বততুল্য ধনুর্ধর অতিকায়কে দেখিলেন।১০

মহাকায় রাক্ষসকে দেখিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন এবং বানরদের সান্ত্বনা দিয়া বিভীষণকে বলিলেন,—সিংহের ন্যায় লোচনবিশিষ্ট পর্বতসঙ্কাশ ধনুর্ধর যে বীর সহস্র অশ্ববাহিত বিশালরথে আরোহণ করিয়া আসিতেছে—এ কে? ঐ বীরের নাম কি? যে নিশিত শূল ও তীক্ষ্ণ প্রাস মুদ্গরাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ভূতগণ পরিবেষ্টিত মহেশ্বরের ন্যায় শোভা পাইতেছে? ১১-১৩

কালজিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান রথস্থিত শক্তিনিচয়ে

স এষ নিশিতৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ প্রাস-তোমরৈঃ।
অর্চিষ্মদ্ভির্বৃতো ভাতি ভূতৈরিব মহেশ্বরঃ ॥১৩
কালজিহ্বাপ্রকাশাভির্য এষোঽভিবিরাজতে।
আবৃতো রথশক্তীভির্বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ ॥১৪
ধনূংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্বশঃ।
শোভয়ন্তি রথশ্রেষ্ঠং শক্রচাপমিবাম্বরম্ ॥১৫
য এষ রক্ষঃশার্দূলো রণভূমিং বিরাজয়ন্।
অভ্যেতি রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনাদিত্যবর্চসা ॥১৬
ধ্বজশৃঙ্গপ্রতিষ্ঠেন রাহুণাভিবিরাজতে।
সূর্য্যরশ্মিপ্রভৈর্বাণৈর্দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥১৭
ত্রিনতং মেঘনির্হ্রাদং হেমপৃষ্ঠমলঙ্কৃতম্।
শতক্রতুধনুঃপ্রখ্যং ধনুশ্চাস্য বিরাজতে ॥১৮
সধ্বজঃ সপতাকশ্চ সানুকর্ষো মহারথঃ।
চতুঃসাদিসমাযুক্তো মেঘস্তনিতনিঃস্বনঃ ॥১৯
বিংশতির্দশ চাষ্টৌ চ তূণাস্য রথমাস্থিতাঃ।
কার্মুকাণি চ ভীমানি জ্যাশ্চ কাঞ্চনপিঙ্গলাঃ ॥২০

দ্বৌ চ খড়্গী চ পার্শ্বস্থৌ প্রদীপ্তৌ পার্শ্বশোভিতৌ।
চতুর্হস্তৎসরুচিতৌ ব্যক্তহস্তদশায়তৌ ॥২১
রক্তকণ্ঠগুণো ধীরো মহাপর্বতসন্নিভঃ।
কালঃ কালমহাবক্ত্রো মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ ॥২২
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাভ্যাং ভুজাভ্যামেষ শোভতে।
শৃঙ্গাভ্যামিব তুঙ্গাভ্যাং হিমবান্ পর্বতোত্তমঃ ॥২৩
কুণ্ডলাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভাতি বক্ত্রং সুভীষণম্।
পুনর্বস্বন্তরগতং পরিপূর্ণো নিশাকরঃ ॥২৪
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো ত্বমেনং রাক্ষসোত্তমম্।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ ॥২৫
স পৃষ্ঠো রাজপুত্রেণ রামেণামিততেজসা।
আচচক্ষে মহাতেজা রাঘবায় বিভীষণঃ ॥২৬
দশগ্রীবো মহাতেজা রাজা বৈশ্রবণানুজঃ।
ভীমকর্মা মহাত্মা হি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥২৭
তস্যাসীদ্ বীর্য্যবান্ পুত্রো রাবণপ্রতিমো বলে।
বৃদ্ধসেবী শ্রুতিধরঃ সর্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ ॥২৮

পরিবেষ্টিত হইয়া যে বীর বিদ্যুন্মালা শোভিত মেঘবৎ শোভা পাইতেছে; ইন্দ্রধনু যেরূপ আকাশকে শোভিত করে, সেরূপ যাহার হেমপৃষ্ঠবিশিষ্ট সজ্জিত ধনুসকল রথকে শোভিত করিয়াছে এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া যে রথিশ্রেষ্ঠ রাক্ষসশার্দ্দূল রণভূমি শোভিত করিয়া আগমন করিতেছে, এই বীর কে? ১৪-১৬

ধ্বজশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাহুচিহ্নিত রথে আরোহণপূর্বক সূর্য্যকরপ্রদীপ্ত বাণে দশ দিক্ উদ্ভাসিতকরত ঐ রাক্ষসবীর শোভা পাইতেছে।১৭

ইহার ধনু মেঘবৎ শব্দায়মান, ত্রিনত, হেমপৃষ্ঠ এবং অলঙ্কৃত; ইন্দ্রধনুর ন্যায় ইহা শোভিত।১৮

ধ্বজ ও পতাকাযুক্ত, অনুকর্ষ শোভিত এবং মেঘবৎ শব্দায়মান উহার রথ সারথি চতুষ্টয়কর্তৃক সঞ্চালিত।১৯

উক্ত রথে অষ্টত্রিংশৎ তূণ, ভয়ঙ্কর কার্মুক এবং সুবর্ণবৎ পিঙ্গলবর্ণ জ্যা-সকল বিদ্যমান।২০

দুইটি উজ্জ্বল খড়্গ উহার পার্শ্বে থাকিয়া শোভা পাইতেছে, উহার চতুর্হস্ত পরিমিত মুষ্টি দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, প্রত্যেকটি ঐ খড়্গ দৈর্ঘ্যে দশহস্ত পরিমিত।২১

মহাপর্বতসদৃশ ধীরতাবিশিষ্ট ঐ রাক্ষসের কণ্ঠদেশ রক্তমালাশোভিত এবং মুখ যমরাজার ন্যায় ভয়ঙ্কর। উহা মেঘ মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে।২২

অতুচ্চ শৃঙ্গ দ্বারা পরিশোভিত গিরিরাজ হিমালয়ের ন্যায় এই রাক্ষসও কনকাঙ্গদভূষিত বাহু যুগলে শোভিত।২৩

পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয় মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ইহার সুন্দর মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা পরিশোভিত।২৪

যাহাকে দেখিয়া সমস্ত বানর ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে, হে মহাবাহো! ঐ রাক্ষসোত্তম কে? ইহা আমায় বল।২৫

অমিততেজা রাজপুত্র রামচন্দ্রকর্তৃক এইভাবে

অশ্বপৃষ্ঠে নাগপৃষ্ঠে খঙ্গে ধনুষি কর্ষণে।
ভেদে সান্ত্বে চ দানে চ নয়ে মন্ত্রে চ সম্মতঃ ॥২৯
যস্য বাহুং সমাশ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্ভয়া।
তনয়ং ধান্যমালিন্যা অতিকায়মিমং বিদুঃ ॥৩০
এতেনারাধিতো ব্রহ্মা তপসা ভাবিতাত্মনা।
অস্ত্রাণি চাপ্যবাপ্তানি রিপবশ্চ পরাজিতাঃ ॥৩১
সুরাসুরৈরবধ্যত্বং দত্তমস্মৈ স্বয়ম্ভুবা।
এতচ্চ কবচং দিব্যং রথশ্চ রবিভাস্বরঃ ॥৩২
এতেন শতশো দেবা দানবাশ্চ পরাজিতাঃ।
রক্ষিতানি চ রক্ষাংসি যক্ষাশ্চাপি নিষূদিতাঃ ॥৩৩
বজ্রং বিষ্টম্ভিতং যেন বাণৈরিন্দ্রস্য ধীমতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য যুদ্ধে প্রতিহতস্তথা ॥৩৪
এষোঽতিকায়ো বলবান্ রাক্ষসানামথর্ষভঃ।
স রাবণসুতো ধীমান্ দেব-দানবদর্পহা ॥৩৫
তদস্মিন্ ক্রিয়তাং যত্নঃ ক্ষিপ্রং পুরুষপুঙ্গবঃ।
পুরা বানরসৈন্যানি ক্ষয়ং নয়তি সায়কৈঃ ॥৩৬
ততোঽতিকায়ো বলবান্ প্রবিশ্য হরিবাহিনীম্।
বিস্ফারয়ামাস ধনুর্ননাদ চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৭
তং ভীমবপুষাং দৃষ্ট্বা রথস্থং রথিনাং বরম্।
অভিপেতুর্মহাত্মানঃ প্রধানা যে বনৌকসঃ ॥৩৮
কুমুদো দ্বিবিদো মৈন্দো নীলঃ শরভ এব চ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ যুগপৎ সমভিদ্রবন্ ॥৩৯
তেষাং বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অতিকায়ো মহাতেজাশ্চিচ্ছেদাস্ত্রবিদাং বরঃ ॥৪০

জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাতেজা বিভীষণ বলিল,—ভীমকর্মা কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ মহাত্মা দশগ্রীব রাবণেরই পুত্র এই বীর্য্যবান্ রাক্ষস; ধান্যমালিনী নামক রাবণপত্নীর গর্ভে এই রাক্ষসের জন্ম হইয়াছে। ইহার নাম অতিকায়। এই বীর বৃদ্ধসেবী, রাবণের ন্যায় বলশালী, শ্রুতিধর ও শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বীর অশ্বপৃষ্ঠে, রথে বা হস্তীর উপরে আরোহণপূর্বক খড়্গ, ধনু অথবা পাশাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে এবং সাম-দান-ভেদ-বিষয়ক রাজনীতিতে ও মন্ত্রণাতে সুনিপুণ। হে রাজন্! লঙ্কার অধিবাসিগণ ইহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে কালাতিপাত করিতেছে।২৬-৩০

এই শক্তিশালী অতিকায় কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নানা অস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং তাহার সাহায্যে শত্রুদিগকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছে।৩১

ব্রহ্মা ইহাকে সুর ও অসুরগণ হইতে অবধ্যস্বরূপ বর দিয়াছেন এবং এই দিব্য কবচ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথ দিয়াছেন।৩২

এই রাক্ষস কর্তৃক দেবতা ও দানবগণের শত শত বীর পরাজিত, যক্ষগণ বিদূরিত এবং রাক্ষসগণ রক্ষিত হইয়াছে।৩৩

যে বীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাণে ইন্দ্রের বজ্রকে ব্যর্থ এবং বরুণরাজের পাশকে প্রতিহত করিয়াছিল, দেবদানব-দর্পনাশকারী এই সেই বলবান্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণপুত্র অতিকায়।৩৪-৩৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শীঘ্র ইহার বিনাশকার্যে যত্নশীল হউন; কারণ, এই রাক্ষস বাণদ্বারা বানরসৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতেছে।৩৬

অনন্তর বানরসেনার মধ্যে প্রবেশপূর্বক সেই বলশালী অতিকায় ধনুর বিস্ফারণ ও পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।৩৭

তখন ভীমকায় রাঘবশ্রেষ্ঠ নিশাচরকে রথে উপবিষ্ট দেখিয়া কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল এবং শরভ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ লইয়া এককালে তাহার প্রতি ধাবিত হইলে অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী অতিকায় কনকভূষিত শরে বৃক্ষ এবং পর্বতশৃঙ্গগুলি কাটিয়া ফেলিল।৩৮-৪০

তাংশ্চৈব সর্বান্ স হরীন্ শরৈঃ সর্বায়সৈর্বলী।
বিব্যাধাভিমুখান্ সংখ্যে ভীমকায়ো নিশাচরঃ ॥৪১
তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ ভিন্নগাত্রাঃ পরাজিতাঃ।
ন শেকুরতিকায়স্য প্রতিকর্তুং মহাহবে ॥৪২
তৎ সৈন্যং হরিবীরাণাং ত্রাসয়ামাস রাক্ষসঃ।
মৃগযূথমিব ক্রুদ্ধো হরির্যৌবনদর্পিতঃ ॥৪৩
স রাক্ষসেন্দ্রো হরিযূথমধ্যে
নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ।
উৎপত্য রামং স ধনুঃকলাপী
সগর্বিতং বাক্যমিদং বভাষে ॥৪৪
রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণি-
র্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি
যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো
দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্ ॥৪৫
তৎ তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
চুকোপ সৌমিত্রিরমিত্রহন্তা।
অমৃষ্যমাণশ্চ সমুৎপপাত
জগ্রাহ চাপঞ্চ ততঃ স্ময়িত্বা ॥৪৬

অনন্তর ভীমকায় সেই নিশাচর লৌহগঠিত বাণে সম্মুখাগত বানরগণকে সন্তাড়িত করিলে তাহারা রাক্ষসের বাণবর্ষণে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া প্রতিকারে অসমর্থ হইল।৪১-৪২

যৌবনদর্পিত সিংহ যেমন মৃগযূথকে সন্ত্রাসিত করে, সেইরূপ ঐ রাক্ষস বানরসৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিল।৪৩

ধনু ও তূণধারী সেই রাক্ষসেন্দ্র বানরযূথমধ্যে অযুধ্যমান কোনও বানরকে প্রহার না করিয়া কেবলমাত্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গর্বসহকারে এই কথা বলিল,—কোনও প্রাকৃত যোদ্ধার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিতে অভিলাষী নহি, আমি ধনুর্বাণহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, যদি কাহারও শক্তি বা যুদ্ধব্যবসায় যুক্ত হয়, তবে সে শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক।৪৪-৪৫

ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিরুৎপত্য তূণাদাক্ষিপ্য সায়কম্।
পুরস্তাদতিকায়স্য বিচকর্ষ মহদ্ধনুঃ ॥৪৭
পূরয়ন্ স মহীং সর্বামাকাশং সাগরং দিশঃ।
জ্যাশব্দো লক্ষ্মণস্যোগ্রস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্ ॥৪৮
সৌমিত্রেশ্চাপনির্ঘোষং শ্রুত্বা প্রতিভয়ং তদা।
বিসিস্মিয়ে মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী ॥৪৯
তদাতিকায়ঃ কুপিতো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমুত্থিতম্।
আদায় নিশিতং বাণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫০
বালস্ত্বমসি সৌমিত্রে বিক্রমেষ্ববিচক্ষণঃ।
গচ্ছ কিং কালসঙ্কাশং মাং যোধয়িতুমিচ্ছসি ॥৫১
নহি মদ্বাহুসৃষ্টানাং বাণানাং হিমবানপি
সোঢ়ুমুৎসহতে বেগমন্তরিক্ষমথো মহী ॥৫২
সুখপ্রসুপ্তং কালাগ্নিং বিবোধয়িতুমিচ্ছসি।
ন্যস্য চাপং নিবর্তস্ব প্রাণান্ন জহি মদগতঃ ॥৫৩
অথবা ত্বং প্রতিস্তব্ধো ন নিবর্তিতুমিচ্ছসি।
তিষ্ঠ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গমিষ্যসি যমক্ষয়ম্ ॥৫৪
পশ্য মে নিশিতান্ বাণান্ রিপুদর্পনিষূদনান্।
ঈশ্বরায়ুধসঙ্কাশাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণান্ ॥৫৫

তাহার এই কথায় অরিন্দম সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সহ্য করিতে না পারিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক হস্তে ধনুর্বাণ গ্রহণ করত গাত্রোত্থান করিলেন।৪৬

ক্রুদ্ধ সৌমিত্রি উত্থিত হইয়া তূণ হইতে বাণ গ্রহণ পূর্বক অতিকায়ের সম্মুখে মহৎ ধনু আকর্ষণ করিলেন।৪৭

সসাগরা পৃথিবী ও দিক্‌সকল সেই ধনুর জ্যা-শব্দে পূর্ণ হইল এবং রজনীচর(রাক্ষস)গণ ভীত হইয়া পড়িল।৪৮

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ঐরূপ ভীষণ চাপ (ধনু)-নির্ঘোষ শুনিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণনন্দনও তখন বিস্মিত হইল।৪৯

লক্ষ্মণকে উঠিতে দেখিয়া অতিকায় ক্রোধে নিশিত বাণ গ্রহণপূর্বক বলিল,—সৌমিত্রে! তুমি বালক, সুতরাং যুদ্ধবিষয়ে বিচক্ষণ নও। যমসদৃশ আমার সঙ্গে

এষ তে সর্পসঙ্কাশো বাণঃ পাস্যতি শোণিতম্ ।
মৃগরাজ ইব ক্রুদ্ধো নাগরাজস্য শোণিতম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধঃ শরং ধনুষি সন্দধে ॥৫৬
শ্রুত্বাতিকায়স্য বচঃ সরোষং
সগর্বিতং সংযতি রাজপুত্রঃ ।
স সঙ্কুকোপাতিবলো মনস্বী
উবাচ বাক্যঞ্চ ততো মহার্থম্ ॥৫৭
ন বাক্যমাত্রেণ ভবান্ প্রধানো
ন কত্থনাৎ সৎপুরুষা ভবন্তি ।
ময়ি স্থিতে ধন্বিনি বাণপাণৌ
নিদর্শয়স্বাত্মবলং দুরাত্মন্ ॥৫৮
কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি ।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ ॥৫৯
সর্বায়ুধসমাযুক্তো ধন্বী ত্বং রথমাস্থিতঃ ।
শরৈর্বা যদি বাপ্যস্ত্রৈর্দর্শয়স্ব পরাক্রমম্ ॥৬০
ততঃ শিরস্তে নিশিতৈঃ পাতয়িষ্যাম্যহং শরৈঃ ।
মারুতঃ কালসম্পক্বং বৃন্তাৎ তালফলং যথা ॥৬১
অদ্য তে মামকা বাণাস্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ ।
পাস্যন্তি রুধিরং গাত্রাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্ ॥৬২
বালোঽয়মিতি বিজ্ঞায় ন চাবজ্ঞাতুমর্হসি ।
বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে ॥৬৩
বালেন বিষ্ণুনা লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাস্ত্রিবিক্রমৈঃ ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ ॥
অতিকায়ঃ প্রচুক্রোধ বাণং চোত্তমমাদদে ॥৬৪
ততো বিদ্যাধরা ভূতা দেবা দৈত্যা মহর্ষয়ঃ ।
গুহ্যকাশ্চ মহাত্মানস্তদ্ যুদ্ধং দ্রষ্টুমাগমন্ ॥৬৫

কেন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব অন্যত্র গমন কর ।৫০-৫১

হিমালয়, আকাশ এবং বসুমতী মদ্বাহুপরিত্যক্ত বাণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ। কি হেতু সুনিদ্রিত কালাগ্নিকে জাগরিত করিতে চাহিতেছ? ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, আমার হাতে প্রাণ হারাইও না ।৫২-৫৩

অথবা অহঙ্কারবশতঃ যদি নিবৃত্ত হইতে না চাও, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াই যমালয়ে গমন করিবে ।৫৪

রিপুদর্পদলনকারী, ঈশ্বরায়ুধসদৃশ ও তপ্তসুবর্ণভূষিত আমার শাণিত বাণসকল দেখ; ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজের রক্ত পান করে, তদ্রূপ সর্পতুল্য এই বাণ তোমার রক্ত পান করিবে—এইরূপ বলিয়াই অতিশয় সক্রোধে ধনুতে শর যোজনা করিল ।৫৫-৫৬

বলবান্ মনস্বী ও বিপুলশ্রীমণ্ডিত রাজপুত্র লক্ষ্মণ রণমধ্যে অতিকায়ের এইরূপ সরোষ ও সগর্ব উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দুরাত্মন্! শুধু কথার সাহায্যে তুমি প্রধান হইতে পারিবে না; কারণ, বাক্যের দ্বারা কেহ সৎপুরুষ হয় না। আমি ধনুর্বাণহস্তে অবস্থান করিতেছি, তুমি নিজের আত্মবল দেখাও। কর্মের দ্বারা তোমাকে প্রকাশ কর, শুধু আত্মশ্লাঘা করিও না। যাহার পৌরুষ আছে, সে বীর বলিয়া কথিত ।৫৭-৫৯

নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক তুমি ধনু হাতে লইয়া রথোপরি অবস্থান করিতেছ; সুতরাং বাণ বা অপর অস্ত্র দ্বারা পরাক্রম প্রদর্শন করাও, অনন্তর কালপক্ব তালফলকে বায়ু যেমন বৃন্ত হইতে পাতিত করে, সেইরূপ শাণিতবাণে তোমার মস্তক ভূপাতিত করিব ।৬০-৬১

অদ্য তপ্তসুবর্ণভূষিত আমার বাণ বাণদ্বারা কৃতচ্ছিদ্র তোমার গাত্র হইতে নির্গত রক্ত পান করিবে। আমাকে বালক বলিয়া তোমার অবজ্ঞা করা উচিত নহে; যেহেতু, বালকরূপী বিষ্ণুকর্তৃক ত্রিপদদ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল। আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু জানিবে। লক্ষ্মণের হেতুযুক্ত ও পরমার্থযুক্ত এইরূপ কথা শুনিয়া অতিকায় ক্রুদ্ধ হইল এবং উত্তম বাণ গ্রহণ করিল ।৬২-৬৩

ততোঽতিকায়ঃ কুপিতশ্চাপমারোপ্য সায়কম্‌।
লক্ষ্মণায় প্রচিক্ষেপ সংক্ষিপন্নিব চাম্বরম্‌ ॥৬৬
তমাপতন্তং নিশিতং শরমাশীবিষোপমম্‌।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥৬৭
তং নিকৃত্তং শরং দৃষ্ট্বা কৃত্তভোগমিবোরগম্‌।
অতিকায়ো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পঞ্চ বাণান্‌ সমাদধে ॥৬৮
তান্‌ শরান্‌ সম্প্রচিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।
তানপ্রাপ্তান্‌ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ ভরতানুজ ॥৬৯
স তাংশ্ছিত্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
আদদে নিশিতং বাণং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥৭০
তমাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচকর্ষ চ বেগেন বিসসর্জ চ সায়কম্‌ ॥৭১
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন শরেণ নতপর্বণা।
ললাটে রাক্ষসশ্রেষ্ঠমাজঘান স বীর্য্যবান্‌ ॥৭২
স ললাটে শরো মগ্নস্তস্য ভীমস্য রক্ষসঃ।
সদৃশে শোণিতেনাক্তঃ পন্নগেন্দ্র ইবাচলে ॥৭৩

রাক্ষসঃ প্রচকম্পেঽথ লক্ষ্মণেষু প্রপীড়িতঃ।
রুদ্রবাণহতং ঘোরং যথা ত্রিপুরগোপুরম্‌ ॥৭৪
চিন্তয়ামাস চাশ্বস্য বিমৃশ্য চ মহাবলঃ।
সাধু বাণনিপাতেন শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ ॥৭৫
বিধায়ৈবং বিদার্য্যাস্যং বিনম্য চ মহাভুজৌ।
স রথোপস্থমাস্থায় রথেন প্রচচার হ ॥৭৬
একং ত্রীন্‌ পঞ্চ সপ্তেতি সায়কান্‌ রাক্ষসর্ষভঃ।
আদদে সন্দধে চাপি বিচকর্ষোৎসসর্জ চ ॥৭৭
তে বাণাঃ কালসঙ্কাশা রাক্ষসেন্দ্রধনুশ্চ্যুতাঃ।
হেমপুঙ্খা রবিপ্রখ্যাশ্চক্রুর্দীপ্তমিবাম্বরম্‌ ॥৭৮
ততস্তান্‌ রাক্ষসোৎসৃষ্টান্‌ শরৌঘান্‌ রাঘবানুজঃ।
অসম্ভ্রান্তঃ প্রচিচ্ছেদ নিশিতৈর্বহুভিঃ শরৈঃ ॥৭৯
তাংস্তু শরান্‌ যুধি সংপ্রেক্ষ্য নিকৃত্তান্‌ রাবণাত্মজঃ।
চুকোপ ত্রিদশেন্দ্রারির্জগ্রাহ নিশিতং শরম্‌ ॥৮০
স সন্ধায় মহাতেজাস্তং বাণং সহসোৎসৃজৎ।
তেন সৌমিত্রিমায়ান্তমাজঘান স্তনান্তরে ॥৮১

সেই সময় দেব, দানব, গুহ্যক, মহর্ষি এবং মহাত্মা বিদ্যাধরগণ যুদ্ধ দর্শন করিতে আসিলেন।৬৪

অনন্তর শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ সেই বিষধরসর্পতুল্য শাণিত শরকে একটি অর্ধচন্দ্র বাণে কাটিয়া ফেলিলে রাক্ষস অতিকায় সেই ছিন্ন শরকে ছিন্নফণা সর্পের ন্যায় বিকলদর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে লক্ষ্যকরত অপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ভরতানুজ লক্ষ্মণ সেই সকল বাণ নিকটগত হইতে না হইতেই কাটিয়া ফেলিলেন।৬৫-৬৯

পরবীরহন্তা বীর্য্যবান্‌ লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেই সমস্ত বাণ ছেদনপূর্বক একটি তেজঃপ্রদীপ্ত শাণিত বাণ লইয়া মহাধনুতে যোজনা করত আকর্ষণপূর্বক বেগে ত্যাগ করিলেন। আকর্ণপূরিত সেই আনতপর্ব বাণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটদেশে বিদ্ধ করিলে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের ললাটে মগ্ন সেই রক্তাক্ত বাণকে অচলস্থিত সর্পরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।৭০-৭৩

সেই রাক্ষসও রুদ্রবাণসমাহত ঘোর ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ লক্ষ্মণবাণে একান্ত কম্পিতদেহ হইল; পরে মহাবল অতিকায় মুহূর্তের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া মনোমধ্যে বিচারপূর্বক কর্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিল,—সাধু লক্ষ্মণ! তোমার বাণসন্ধান দেখিয়া তোমাকে শ্লাঘনীয় রিপুজনক বোধ হইতেছে। মুখমণ্ডল বিস্ফারণপূর্বক অতিকায় সুস্পষ্টরূপে এইরূপ কহিয়া ভুজদ্বয়কে স্ববশে স্থাপনপূর্বক রথনীড়ে আশ্রয় গ্রহণকরত রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল।৭৪-৭৬

অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণপূর্বক এককালে এক, তিন, পাঁচ এবং সাতটি পর্য্যন্ত বাণ সন্ধান ও বিসর্জন করিতে লাগিল।৭৭

রাক্ষসেন্দ্রের ধনুর্মুক্ত সেই যমসদৃশ হেমপুঙ্খ সূর্যসম তেজঃপ্রদীপ্ত বাণসমূহ গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।৭৮

রাঘবানুজ লক্ষ্মণও অসম্ভ্রান্তচিত্তে শাণিত বাণসমূহে

অতিকায়েন সৌমিত্রিস্তাড়িতো যুধি বক্ষসি।
সুস্রাব রুধিরং তীব্রং মদং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥৮২
স চকার তদাত্মানং বিশল্যং সহসা বিভুঃ।
জগ্রাহ চ শরং তীক্ষ্ণমস্ত্রেণাপি সমাদদে ॥৮৩
আগ্নেয়েন তদাস্ত্রেণ যোজয়ামাস সায়কম্।
স জজ্বাল তদা বাণো ধনুষ্যস্য তদাত্মনঃ ॥৮৪
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রৌদ্রমস্ত্রং সমাদদে।
তেন বাণং ভুজঙ্গাভং হেমপুঙ্খমযোজয়ৎ ॥৮৫
তদস্ত্রং জ্বলিতং ঘোরং লক্ষ্মণঃ শরমাহিতম্।
অতিকায়ায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবান্তকঃ ॥৮৬
আগ্নেয়াস্ত্রাভিসংযুক্তং দৃষ্ট্বা বাণং নিশাচরঃ।
উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যাস্ত্রযোজিতম্ ॥৮৭
তাবুভাবম্বরে বাণাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রৌ ক্রুদ্ধাবিব ভুজঙ্গমৌ ॥৮৮
তাবন্যোন্যং বিনির্দহ্য পেততুঃ পৃথিবীতলে ॥৮৯
নিরর্চিষৌ ভস্মকৃতৌ ন ভ্রাজেতে শরোত্তমৌ।
তাবুভৌ দীপ্যমানৌ স্ম ন ভ্রাজেতে মহীতলে ॥৯০
ততোঽতিকায়ঃ সংক্রুদ্ধস্ত্বাষ্ট্রমৈষীকমুৎসৃজৎ।
ততশ্চিচ্ছেদ সৌমিত্রিরস্ত্রমৈন্দ্রেণ বীর্য্যবান্ ॥৯১
ঐষীকং নিহতং দৃষ্ট্বা কুমারো রাবণাত্মজঃ।
যাম্যেনাস্ত্রেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়ামাস সায়কম্ ॥৯২
ততস্তদস্ত্রং চিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।
বায়ব্যেন তদস্ত্রেণ নিজঘান স লক্ষ্মণঃ ॥৯৩
অথৈনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দঃ।
অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণো রাবণাত্মজম্ ॥৯৪
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে।
ভগ্নাগ্রশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে ॥৯৫

রাক্ষসনিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। সেই বাণসমূহ ছিন্ন দেখিয়া মহাতেজস্বী ইন্দ্রশত্রু রাবণনন্দন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা অপর একটি শাণিত বাণ গ্রহণপূর্বক সন্ধান ও সবলে পরিত্যাগ করিল; সেই বাণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল।৭৯-৮১

মত্তমাতঙ্গের যেরূপ মদস্রাব হয়, সেরূপ অতিকায়-কর্তৃক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল আহত হইলে রক্তস্রাব হইতে লাগিল।৮২

তখন সেই মহাবল শক্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণ নিজেকে শল্যমুক্ত করিয়া একটি তীক্ষ্ণ বাণ আগ্নেয়মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত-পূর্বক ধনুতে যোজনা করিলে মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই বাণ জ্বলিয়া উঠিল।৮৩-৮৪

অনন্তর মহাতেজস্বী অতিকায়ও সর্পবৎ স্বর্ণপুঙ্খ ভীষণ এক বাণ গ্রহণ ও সংযোজন করিয়া অভিমন্ত্রিত করিল। যমরাজকর্তৃক কালদণ্ডক্ষেপণের মত লক্ষ্মণ সেই অভিমন্ত্রিত দিব্যাস্ত্র অতিকায়ের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে রাক্ষস অতিকায়ও সেই বাণ আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত দেখিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভীষণ এক বাণ ক্ষেপণ করিল।৮৫-৮৭

ক্রুদ্ধ সর্পদ্বয়তুল্য সেই তেজোদীপ্ত বাণদ্বয় আকাশে পরস্পর পরস্পরকে সমাহত করিল এবং সেই ভীষণ বাণদ্বয় পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া দীপ্তিহীন ও ভস্মাবশিষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৮৮-৯০

অনন্তর অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বাষ্ট্র ঐষীক অস্ত্র ক্ষেপণ করিলে বলবান্ লক্ষ্মণও ঐন্দ্র অস্ত্রে তাহা ছিন্ন করিলেন।৯১

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণপুত্র কুমার অতিকায় ঐষীক অস্ত্রকে প্রতিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বীয় ধনুতে যাম্য অস্ত্র সংযোজিত করিয়া লক্ষ্মণোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত করিলে লক্ষ্মণ বায়ব্য অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন।৯২-৯৩

অনন্তর মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, সেরূপ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৯৪

সেই বাণগুলি অতিকায়ের হীরাভূষিত কবচে

তান্মোঘানভিসম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভ্যবর্ষত বাণানাং সহস্রেণ মহাযশাঃ ॥৯৬
স বৃষ্যমাণো বলৌঘৈরতিকায়ো মহাবলঃ।
অবধ্যকবচঃ সংখ্যে রাক্ষসো নৈব বিব্যথে ॥৯৭
শরঞ্চাশীবিষাকারং লক্ষ্মণায় ব্যপাসৃজৎ।
স তেন বিদ্ধঃ সৌমিত্রির্মর্মদেশে শরেণ হ ॥৯৮
মুহূর্তমাত্রং নিঃসজ্ঞো হ্যভবচ্ছত্রুতাপনঃ।
ততঃ সংজ্ঞামুপালভ্য চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥৯৯
নিজঘান হয়ান্ সংখ্যে সারথিঞ্চ মহাবলঃ।
ধ্বজস্যোন্মথনং কৃত্বা শরবর্ষৈররিন্দমঃ ॥১০০
অসম্ভ্রান্তঃ স সৌমিত্রিস্তান্ শরানভিলক্ষিতান্।
মুমোচ লক্ষ্মণো বাণান্ বধার্থং তস্য রক্ষসঃ ॥১০১
ন শশাক রুজং কর্তুং যুধি তস্য নরোত্তমঃ।
অথৈনমভ্যুপাগম্য বায়ুর্বাক্যমুবাচ হ ॥১০২
ব্রহ্মদত্তবরো হ্যেষ অবধ্যকবচাবৃতঃ।
ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ ভিন্ধ্যেনমেষ বধ্যো হি নান্যথা ॥
অবধ্য এষ হ্যন্যেষামস্ত্রাণাং কবচী বলী ॥১০৩
ততস্তু বায়োর্বচনং নিশম্য
সৌমিত্রিরিন্দ্রপ্রতিমানবীর্য্যঃ।
সমাদধে বাণমথোগ্রবেগং
তদ্‌ব্রাহ্মমস্ত্রং সহসা নিযুজ্য ॥১০৪
তস্মিন্ বরাস্ত্রে তু নিযুজ্যমানে
সৌমিত্রিণা বাণবরে শিতাগ্রে।
দিশশ্চ চন্দ্রার্কমহাগ্রহাশ্চ
নভশ্চ তত্রাস ররাস চোর্বী ॥১০৫
তং ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ নিযুজ্য চাপে
শরং সপুঙ্খং যমদূতকল্পম্।
সৌমিত্রিরিন্দ্রারিসুতস্য তস্য
সসর্জ বাণং যুধি বজ্রকল্পম্ ॥১০৬
তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগং
সমাপতন্তং শ্বসনোগ্রবেগম্।

পতিত হইবামাত্র তাহাদের অগ্রশল্য (ফলা) ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৯৫

পরবীরহা লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রগুলি ব্যর্থ দেখিয়া বাণসহস্রে অতিকায়কে সমাচ্ছাদিত করিলেও অভেদ্য বর্মধারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবল অতিকায় রণক্ষেত্রে বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না।৯৬-৯৭

সেই রাক্ষস তখন সর্পবিষাকার বাণ লক্ষ্মণের উদ্দেশে ত্যাগ করিল। সেই শর সৌমিত্রির মর্মদেশে বিদ্ধ হইলে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ মুহূর্তের জন্য চৈতন্যশূন্য হইয়া পুনরায় সংজ্ঞালাভকরত চারটি শ্রেষ্ঠবাণে যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের অশ্ব এবং সারথিকে বিনাশপূর্বক অরিন্দম লক্ষ্মণ রথের ধ্বজা উন্মথিত করিলেন।৯৮-১০০

অনন্তর সম্ভ্রমরহিত সুমিত্রানন্দন রাক্ষসের বধের জন্য অনভিলক্ষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সেই নরোত্তম লক্ষ্মণ রাক্ষসকে পীড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না; তখন পবনদেব তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন।১০১-২

এই রাক্ষস ব্রহ্মাকর্তৃক বরপ্রাপ্ত এবং অভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত, সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বধ কর; অন্য অস্ত্রে ইহাকে বধ করা যাইবে না।১০৩

পবনদেবের কথা শুনিয়া ইন্দ্রতুল্য বীর্যসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ একটি উগ্রবেগ বাণ গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরত ধনুতে যোজনা করিলেন।১০৪

সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত তীক্ষ্ণাগ্র উত্তম বাণ সন্ধান করিলে দিক্‌সকল, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, আকাশ এবং বসুমতী ভীত ও শব্দায়মান হইল।১০৫

এইরূপ যমদূততুল্য ও বজ্রতুল্য সেই সুপুঙ্খ বাণকে অভিমন্ত্রিতপূর্বক লক্ষ্মণ রণস্থলে ইন্দ্রারিসুত অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলে অতিকায় দেখিল যে, উত্তম সুবর্ণ ও হীরকদ্বারা চিত্রিতপুঙ্খ এবং বায়ুবৎ

সুপর্ণবজ্রোত্তমচিত্রপুঙ্খং
তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ ॥১০৭
তং প্রেক্ষমাণঃ সহসাতিকায়ো
জঘান বাণৈর্নিশিতৈরনেকৈঃ।
স সায়কস্তস্য সুপর্ণবেগ-
স্তথাতিবেগেন জগাম পার্শ্বম্ ॥১০৮
তমাগতং প্রেক্ষ্য তদাতিকায়ো
বাণং প্রদীপ্তান্তককালকল্পম্।
জঘান শক্ত্যৃষ্টি-গদা-কুঠারৈঃ
শূলৈঃ শরৈশ্চাপ্যবিপন্নচেষ্টঃ ॥১০৯
তান্যায়ুধান্যদ্ভুতবিগ্রহাণি
মোঘানি কৃত্বা স শরোঽগ্নিদীপ্তঃ।
প্রগৃহ্য তস্যৈব কিরীটজুষ্টং
তদাতিকায়স্য শিরো জহার ॥১১০
তচ্ছিরঃ স শিরস্ত্রাণং লক্ষ্মণেষু প্রমর্দিতম্।
পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং হিমবতো যথা ॥১১১
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা বিক্ষিপ্তাম্বরভূষণম্।
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে হতশেষা নিশাচরাঃ ॥১১২
তে বিষণ্ণমুখা দীনাঃ প্রহারজনিতশ্রমাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্বহবঃ সহসা বিস্বরৈঃ স্বরৈঃ ॥১১৩
ততস্তৎপরিতং যাতা নিরপেক্ষা নিশাচরাঃ।
পুরীমভিমুখা ভীতা দ্রবন্তো নায়কে হতে ॥১১৪
প্রহর্ষযুক্তা বহবস্তু বানরাঃ
প্রফুল্লপদ্মপ্রতিমাননাস্তদা।
অপূজয়ঁল্লক্ষ্মণমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে দুরাসদে ॥১১৫
অতিবলমতিকায়মভ্রকল্পং
যুধি বিনিপাত্য স লক্ষ্মণঃ প্রহৃষ্টঃ।
ত্বরিতমথ তদা স রামপার্শ্বং
কপিনিবহৈশ্চ সুপূজিতো জগাম ॥১১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রচণ্ড বেগবান্ লক্ষ্মণনিক্ষিপ্ত একটি বাণ তাহার নিকট আসিতেছে।১০৬-৭

সহসা সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া অতিকায় সেই বাণ নিবারণের জন্য অনেক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেও সুপর্ণ(গরুড়)তুল্যবেগবান্ সেই বাণ তথাপি অতিকায়ের নিকট উপস্থিত হইল।১০৮

যমসদৃশ প্রদীপ্ত সেই বাণ সমাগত দেখিয়া রাবণনন্দন চেষ্টাবিহীন না হইয়া শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল এবং অপরাপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু সেই সমস্ত বাণসমূহ ব্যর্থ করিয়া সেই অগ্নিপ্রদীপ্ত বাণ সবলে অতিকায়ের কিরীট-শোভিত মস্তক হরণ করিল।১০৯-১০

লক্ষ্মণের বাণে ছিন্ন শিরস্ত্রাণশোভিত অতিকায়ের মস্তক হিমালয়শৃঙ্গের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বিবসন ও নিরলঙ্কার সেই বীরকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া ব্যথিত হইল। বানরদের প্রহারে শ্রান্ত, বিষণ্ণমুখ ও দীন সেই রাক্ষসগণ সহসা উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।১১১-১৩

অনন্তর নিরপেক্ষ নিশাচরগণ তাহাদের নায়ক হত হওয়ায় ভীত হইয়া দ্রুত পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিল।১১৪

ভীমবল ও দুর্জয় শত্রু নিহত হওয়ায় প্রফুল্ল-পদ্মের ন্যায় আননবিশিষ্ট বানরগণ অভীষ্ট বিজয়ভাগী লক্ষ্মণকে পূজা করিতে লাগিল।১১৫

অতিবলশালী মেঘবৎ বিশাল অতিকায়কে যুদ্ধে নিহত করত প্রহৃষ্ট লক্ষ্মণ কপিদলকর্তৃক সম্পূজিত হইয়া দ্রুতগতিতে রামচন্দ্রের পার্শ্বে গমন করিলেন।১১৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[অতিকায়বিনাশেন রাবণস্য চিন্তা, লঙ্কারক্ষণায় রাক্ষসান্ প্রতি রাবণস্যোপদেশবাক্যঞ্চ ।]

অতিকায়ং হতঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
উদ্বেগমগমদ্ রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১
ধূম্রাক্ষঃ পরমামর্ষী সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
অকম্পনঃ প্রহস্তশ্চ কুম্ভকর্ণস্তথৈব চ ॥২
এতে মহাবলা বীরা রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
জেতারঃ পরসৈন্যানাং পরৈর্নিত্যাপরাজিতাঃ ॥৩
সসৈন্যাস্তে হতা বীরা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ।
রাক্ষসাঃ সুমহাকায়া নানাশস্ত্রবিশারদাঃ ॥৪
অন্যে চ বহবঃ শূরা মহাত্মানো নিপাতিতাঃ ।
প্রখ্যাতবলবীর্য্যেণ পুত্রেণেন্দ্রজিতা মম ॥৫
তৌ ভ্রাতরৌ তদা বদ্ধৌ ঘোরৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ ।
যন্ন শক্যং শূরৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বা মহাবলৈঃ ॥৬
মোক্তুং তদ্বন্ধনং ঘোরং যক্ষ-গন্ধর্ব-পন্নগৈঃ ।
তন্ন জানে প্রভাবৈর্বা মায়য়া মোহনেন বা ॥৭
শরবন্ধাদ্ বিমুক্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।
যে যোধা নির্গতাঃ শূরা রাক্ষসা মম শাসনাৎ ॥৮
তে সর্বে নিহতা যুদ্ধে বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ ।
তং ন পশ্যাম্যহং যুদ্ধে যোঽদ্য রামং সলক্ষ্মণম্ ॥৯
নাশয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীবং বিভীষণম্ ॥
অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ ॥১০
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্ ।
তদ্ভয়াদ্ধি পুরী লঙ্কা পিহিতদ্বারতোরণা ॥১১
যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনং গতাঃ ।
অপ্রমত্তৈশ্চ সর্বত্র গুল্মৈ রক্ষ্যা পুরী ত্বিয়ম্ ॥১২
অশোকবনিকা চৈব যস্য সীতাভিরক্ষ্যতে ।
নিষ্ক্রমো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্যঃ সর্বদৈব নঃ ॥১৩
যত্র যত্র ভবেদ্ গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ ।
সর্বতশ্চাপি তিষ্ঠধ্বং স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতা বলৈঃ ॥১৪

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[অতিকায়নিধনে রাবণের চিন্তা এবং লঙ্কানগরী রক্ষার জন্য রাক্ষসগণকে উপদেশ দান ।]

মহাত্মা লক্ষ্মণ দ্বারা অতিকায় নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাজা রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—সমস্ত শাস্ত্রধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য অমর্ষশীল ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবীর প্রত্যেকেই যুদ্ধাভিলাষী ; ইহারা শত্রুসৈন্যবিজয়ী এবং শত্রুসৈন্যকর্তৃক নিয়ত অপরাজিত ।১-৩

ইহারা সুবিপুলকায় এবং নানাশস্ত্রবিশারদ হইলেও সসৈন্যে সেই বীরগণ অক্লিষ্টকর্মা রামকর্তৃক নিহত হইয়াছে ।৪

অন্যান্য অনেক শক্তিশালী বড় বড় বীর নিহত হইয়াছে। প্রখ্যাত বলবীর্য্যবান্ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক বরলব্ধ তীক্ষ্ণ বাণে দুই ভাই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন—যে বন্ধন মহাবল সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্পগণও সেই ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, জানি না,—কোন্ প্রভাব, মায়া বা মোহিনী বিদ্যায় শরবন্ধন হইতে রামলক্ষ্মণ দুই ভাই বিমুক্ত হইয়াছিল। আমার আজ্ঞায় যে সকল মহাবীর রাক্ষস যুদ্ধে বাহির হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মহাবল রামকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। অদ্য আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যে, রামলক্ষ্মণসহ সৈন্যবর্গসমেত সুগ্রীব ও বিভীষণকে শাসন করিতে সমর্থ। অহো ! সেই রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁহার অস্ত্রবলও কি ভয়ঙ্কর ? ৫-১০

যাঁহার বিক্রমে রাক্ষসগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বীর রাঘবকে অনাময় (রোগ শোকমুক্ত) নারায়ণ বলিয়া আমার মনে হইতেছে ।১১

রামচন্দ্রের ভয়ে লঙ্কাপুরীর দ্বার ও তোরণ বদ্ধ।

দ্রষ্টব্যঞ্চ পদং তেষাং বানরাণাং নিশাচরাঃ।
প্রদোষে বার্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপি সর্বশঃ ॥১৫
নাবজ্ঞা তত্র কর্তব্যা বানরেষু কদাচন।
দ্বিষতাং বলমুদ্যুক্তমাপতৎ কিং স্থিতং যথা ॥১৬
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে শ্রুত্বা লঙ্কাধিপস্য তৎ।
বচনং সর্বমাতিষ্ঠন্ যথাবৎ তু মহাবলাঃ ॥১৭
তান্ সর্বান্ হি সমাদিশ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
মন্যুশল্যং বহন্ দীনঃ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্ ॥১৮

ততঃ স সন্দীপিতকোপবহ্নি-
নিশাচরাণামধিপো মহাবলঃ।
তদেব পুত্রব্যসনং বিচিন্তয়ন্
মুহুর্মুহুশ্চৈব তদা বিনিঃশ্বসন্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

অপ্রমত্ত সৈনিক দ্বারা এই পুরীর সর্বত্র রক্ষা করিবে।১২

যেখানে সীতাকে রাখা হইয়াছে সেই অশোক-শিবির-বাটিকা রক্ষা করিবে; সেখানে কাহারও নির্গমন ও প্রবেশ সর্বদা জানিয়া রাখিবে।১৩

যেখানে যেখানে সৈনিকদের শিবির আছে, সেখানে নিজ নিজ সৈন্যদ্বারা সর্বত্র ঘিরিয়া রাখিবে।১৪

হে নিশাচরগণ! প্রদোষে, অর্ধরাত্রে বা প্রভাতে সর্বদাই বানরগণের অবস্থান লক্ষ্য করিতে হইবে।১৫

বানরদিগের প্রতি কখনও উপেক্ষার ভাব রাখিবে না; শত্রুপক্ষীয় সেনাগণ পূর্বের ন্যায় সেনানিবেশে অবস্থান করিতেছে অথবা উদ্যমযুক্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে আসিতেছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিবে।১৬

মহাবল রাক্ষসগণ লঙ্কাপতির কথা শুনিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।১৭

রাক্ষসাধিপ রাবণ তাহাদের সকলকে এইরূপ আদেশ দিয়া হৃদয়মধ্যে শোকরূপ দীপ্ত শলাকা বহনপূর্বক নিজালয়ে প্রবেশ করিল।১৮

শোকার্ত্ত নিশাচরাধিপ রাবণ স্বীয় পুত্রগণের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রোধানলে সন্দীপিত হইয়া উঠিল এবং বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রজিতো যুদ্ধযাত্রা, তন্নিক্ষিপ্তেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ বাণরসেনাভিঃ সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্চ্ছা চ।]

ততো হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্
দেবান্তকাদিত্রিশিরোঽতিকায়ান্।
রক্ষোগণাস্তত্র হতাবশিষ্টা-
স্তে রাবণায় ত্বরিতাঃ শশংসুঃ ॥১

ততো হতাংস্তান্ সহসা নিশম্য
রাজা মহাবাষ্পপরিপ্লুতাক্ষঃ।
পুত্রক্ষয়ং ভ্রাতৃবধঞ্চ ঘোরং
বিচিন্ত্য রাজা বিপুলং প্রদধ্যৌ ॥২

ততস্তু রাজানমুদীক্ষ্য দীনং
শোকার্ণবে সম্পরিপুপ্লুবানম্।
রথর্ষভো রাক্ষসরাজসূনু-
স্তমিন্দ্রজিদ্বাক্যমিদং বভাষে ॥৩

ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈঋর্তেশ।
নেন্দ্রারিবাণাভিহতো হি কশ্চিৎ
প্রাণান্ সমর্থঃ সমরেঽভিপাতুম্ ॥৪

পশ্যাদ্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
মদ্বাণনির্ভিন্নবিকীর্ণদেহম্।
গতায়ুষং ভূমিতলে শয়ানং
শিতৈঃ শরৈরাচিতসর্বগাত্রম্ ॥৫

ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ
সুনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন
সন্তর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ ॥৬

অদ্যেন্দ্র-বৈবস্বত-বিষ্ণু-রুদ্র-
সাধ্যাশ্চ বৈশ্বানর-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি মে বিক্রমমপ্রমেয়ং
বিষ্ণোরিবোগ্রং বলিযজ্ঞবাটে ॥৭

স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশত্রু-
রাপৃচ্ছ্য রাজানমদীনসত্ত্বঃ।
সমারুরোহানিলতুল্যবেগং
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্ ॥৮

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা ও তৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বানরসেনাসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।]

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ দ্রুতপদে গমনপূর্বক দেবান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের বধসংবাদ নিবেদন করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ শোকাভিভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিদারুণ বধবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল।১-২

তখন পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজকে শোকার্ণবে মগ্ন ও দীন ভাবাপন্ন দেখিয়া বলিল,—হে তাত! হে রাক্ষসরাজ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনার শোকাভিভূত হওয়া উচিত নহে; যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের বাণাঘাতে কেহ প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।৩-৪

অদ্য আপনি লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রকে আমার শাণিত বাণজালে পরিব্যাপ্ত, ক্ষতবিক্ষত-সর্বাঙ্গ, রক্তাক্ত ও বিগতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে দেখিবেন; ইন্দ্রজিতের পৌরুষ ও দৈবযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা শুনুন—অদ্যই আমি লক্ষ্মণসহ রামকে বাণে সন্তর্পিত করিব (তাহাদের যুদ্ধপিপাসা নিবারণ করিব।)।৫-৬

অদ্য ইন্দ্র, যম, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য ও সাধ্যগণ বলিরাজের যজ্ঞে বিষ্ণুর ন্যায় আমার অপ্রমেয় বিক্রম দেখিতে পাইবেন।৭

এই বলিয়া উদারচিত্ত ত্রিদশেন্দ্রশত্রু মহাতেজস্বী

সমাস্থায় মহাতেজা রথং হরিরথোপমম্।
জগাম সহসা তত্র যত্র যুদ্ধমরিন্দমঃ ॥৯
তং প্রস্থিতং মহাত্মানমনুজগ্মুর্মহাবলাঃ।
সংহর্ষমাণা বহবো ধনুঃপ্রবরপাণয়ঃ ॥১০
গজস্কন্ধগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরমবাজিভিঃ।
ব্যাঘ্রবৃশ্চিকমার্জারখরোষ্ট্রৈশ্চ ভুজঙ্গমৈঃ ॥১১
বরাহৈঃ শ্বাপদৈঃ সিংহৈর্জম্বুকৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
কাকহংসময়ূরৈশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥১২
প্রাসপট্টিশনিস্ত্রিংশপরশ্বধগদাধরাঃ।
ভুশুণ্ডিমুদ্গরাযষ্টিশতঘ্নীপরিঘায়ুধাঃ ॥১৩
স শঙ্খনিনদৈঃ পূর্ণৈর্ভেরীণাং চাপি নিঃস্বনৈঃ।
জগাম ত্রিদশেন্দ্রারিরাজিং বেগেন বীর্য্যবান্ ॥১৪
স শঙ্খশশিবর্ণেন ছত্রেণ রিপুসূদনঃ।
ররাজ প্রতিপূর্ণেন নভশ্চন্দ্রমসা যথা ॥১৫
বীজ্যমানস্ততো বীরো হৈমৈর্হেমবিভূষণঃ।
চারুচামরমুখ্যৈশ্চ মুখ্যং সর্বধনুষ্মতাম্ ॥১৬

স তু দৃষ্ট্বা বিনির্যান্তং বলেন মহতা বৃতম্।
রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাবণঃ পুত্রমব্রবীৎ ॥১৭
ত্বমপ্রতিরথঃ পুত্র ত্বয়া বৈ বাসবো জিতঃ।
কিং পুনর্মানুষং ধৃষ্যং নিহনিষ্যসি রাঘবম্ ॥১৮
তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যগৃহ্ণান্মহাশিষঃ।
ততস্ত্বিন্দ্রজিতা লঙ্কা সূর্য্যপ্রতিমতেজসা ॥১৯
ররাজাপ্রতিবীর্য্যেণ দ্যৌরিবার্কেণ ভাস্বতা।
স সম্প্রাপ্য মহাতেজা যুদ্ধভূমিমরিন্দমঃ ॥২০
স্থাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমন্ততঃ।
ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্ সদৃশপ্রভঃ ॥২১
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ।
স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ ॥২২
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ ॥২৩
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা।
স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ ॥২৪

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজের আদেশ গ্রহণপূর্বক ধনু ও খড়্গাদিযুক্ত উত্তমগাধাচালিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ইন্দ্ররথতুল্য রথে আরোহণপূর্বক সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে থাকিলে মহাধনুর্ধর ভীমবিক্রম মহাবল রাক্ষসগণও আহ্লাদসহকারে মহাত্মা ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিল।৮-১০

কেহ হস্তিস্কন্ধে, কেহ উত্তম অশ্বে, কেহ ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, মার্জার (বিড়াল), অশ্বতর, উষ্ট্র, সর্প, বরাহ, গিরিতুল্য সিংহ, জম্বুকের উপরে, আবার কেহ বা কাক, হংস, ময়ূরের উপরে আরোহণপূর্বক প্রাস, মুদ্গর, নিস্ত্রিংশ, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডি, যষ্টি, শতঘ্নী, পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণপূর্বক যাইতে লাগিল। এইরূপে শঙ্খ ও ভেরীর গগনস্পর্শী শব্দের সহিত শত্রুঘাতক বীর্যবান্ ইন্দ্রজিৎ রণভূমির দিকে গমন করিতে থাকিলে তাহাকে শঙ্খ ও ছত্রে পূর্ণচন্দ্রশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ধনুর্ধারীদের অগ্রণী সেই বীর ইন্দ্রজিৎ হেমদণ্ডযুক্ত সুচারু চামরদ্বারা বীজিত হইতে লাগিল।১১-১৬

বৃহৎ সৈন্যবলদ্বারা পরিবেষ্টিত পুত্রকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া রাক্ষসাধিপ শ্রীমান্ রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বলিল,—হে পুত্র! তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রথী কেহ নাই, তুমি বাসবকে জয় করিয়াছ। তোমার পক্ষে মানুষ আবার কি? তুমি নিশ্চয়ই রাঘবকে হত্যা করিয়া আসিবে।১৭-১৮

রাক্ষসরাজ এইরূপ বলিলে ইন্দ্রজিৎ পিতার মহাশীর্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিল। যেমন অতুলনীয় সূর্যকর্তৃক আকাশ শোভিত হয়, সেইরূপ অপ্রতিম-শক্তিশালী ও সূর্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ দ্বারা লঙ্কাপুরী সুশোভিত হইল। অনন্তর অগ্নিপ্রতিম অরিন্দম মহাতেজস্বী রাক্ষসসত্তম ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধজয়-সাধনভূত নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া নিজের রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে সংস্থাপনপূর্বক মহোচ্চারণে অগ্নিতে

ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ।
সকৃদেব সমৃদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ ॥২৫
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং যান্যদর্শয়ন্।
প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥২৬
হবিস্তৎপ্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ।
সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমস্ত্রবিশারদঃ ॥২৭
ধনুশ্চাত্মরথঞ্চৈব সর্বং তত্রাভ্যমন্ত্রয়ৎ।
তস্মিন্নাহূয়মানেঽস্ত্রে হূয়মানে চ পাবকে।
সার্কগ্রহেন্দুনক্ষত্রং বিতত্রাস নভস্থলম্ ॥২৮
স পাবকং পাবকদীপ্ততেজা
হুত্বা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ।
সচাপবাণাসিরথাশ্বসূতঃ
খেঽন্তর্দধেঽত্মানমচিন্ত্যবীর্য্যঃ ॥২৯
ততো হয়রথাকীর্ণং পতাকাধ্বজশোভিতম্।
নির্যযৌ রাক্ষসবলং নর্দমানং যুযুৎসয়া ॥৩০

তে শরৈর্বহুভিশ্চিত্রৈস্তীক্ষ্ণবেগৈরলঙ্কৃতৈঃ।
তোমরৈরঙ্কুশৈশ্চাপি বানরান্ জঘ্নুরাহবে ॥৩১
রাবণিস্তু সুসংক্রুদ্ধস্তান্ নিরীক্ষ্য নিশাচরান্।
হৃষ্টা ভবন্তো যুধ্যন্তু বানরাণাং জিঘাংসয়া ॥৩২
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে গর্জন্তো জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
অভ্যবর্ষংস্ততো ঘোরং বানরান্ শরবৃষ্টিভিঃ ॥৩৩
স তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
রক্ষোভিঃ সংবৃতঃ সংখ্যে বানরান্ বিচকর্ষ হ ॥৩৪
তে বধ্যমানাঃ সমরে বানরাঃ পাদপায়ুধাঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সহসা রাবণিং শৈলপাদপৈঃ ॥৩৫
ইন্দ্রজিত্তু তদা ক্রুদ্ধো মহাতেজা মহাবলঃ।
বানরাণাং শরীরাণি ব্যধমদ্ রাবণাত্মজঃ ॥৩৬
শরেণৈকেন চ হরীন্ নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥৩৭
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ শতকুম্ভবিভূষণৈঃ।
বানরান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ সুদুর্জয়ঃ ॥৩৮

যথাবিধি হোম করিল। সেই প্রতাপশালী রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ অগ্রে অগ্নিতে মাল্য ও গন্ধ প্রদান করিয়া তৎপরে লাজাদি দ্বারা তদীয় সংস্কার সম্পাদনকরত ঘৃতাহুতি আরম্ভ করিল। তাহাতে শস্ত্রসকল আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞে বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণলোহনির্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে ইন্দ্রজিৎ তোমররূপ শরপত্রে অগ্নি প্রজ্বালনপূর্বক সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নি একবার হোম করিবামাত্র ধূমবিহীন হইলেন এবং তদীয় উদ্গত শিখাসকল বিজয়সূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ করিল এবং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ অগ্নি দক্ষিণাবর্তশিখা সহ স্বয়ং সমুত্থিত হইলেন।১৯-২৬

অগ্নি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই হবি গ্রহণ করিলেন; পরে ব্রাহ্মমন্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ নিজের অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে অভিমন্ত্রিত করিল। যখন সে অস্ত্রগুলি অভিমন্ত্রিত ও অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিল, তখন চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিগ্রহ ও নক্ষত্রগণ সহ নভস্থল ভীত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রবৎ প্রভাববিশিষ্ট এবং অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ততেজা অচিন্ত্যবীর্য ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে এইরূপ আহুতি প্রদানপূর্বক ধনু, বাণ, অসি, শূল এবং অশ্ব ও রথসহ আকাশে অন্তর্হিত হইল।২৭-২৯

অনন্তর পতাকাধ্বজশোভিত এবং অশ্বরথাকীর্ণ রাক্ষসসেনা যুদ্ধ কামনায় সিংহনাদপূর্বক নির্গত হইল।৩০

তাহারা তীক্ষ্ণবেগ ও অলঙ্কৃত চিত্রিত অসংখ্য বাণ, তোমর ও অঙ্কুশ দ্বারা বানরদিগকে আঘাত করিতে লাগিল।৩১

সৈন্যগণকে সমরাসক্ত দেখিয়া রাবণনন্দন সকোপে বলিল,—তোমরা বানর-সংহারকামনায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে থাক।৩২

তখন বিজয়াভিলাষী রাক্ষসগণ ঘোররূপ বানরগণের উপর সিংহনাদ সহকারে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল।৩৩

নালীক, নারাচ, গদা, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা রাক্ষস-

তে ভিন্নগাত্রাঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ।
পেতুর্মথিতসঙ্কল্পাঃ সুরৈরিব মহাসুরাঃ ॥৩৯
তে তপন্তমিবাদিত্যং ঘোরৈর্বাণগভস্তিভিঃ।
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সংযুগে বানরর্ষভাঃ ॥৪০
ততস্তু বানরাঃ সর্বে ভিন্নদেহা বিচেতসঃ।
ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥৪১
রামস্যার্থে পরাক্রম্য বানরাস্তক্ত্যজীবিতাঃ।
নর্দন্তস্তেঽনিবৃত্তাস্তু সমরে সশিলায়ুধাঃ ॥৪২
তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ শিলাভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সমরে রাবণিং সমবস্থিতাঃ ॥৪৩
তং দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ।
ব্যপোহত মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥৪৪
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
বানরাণামনীকানি বিভেদ সমরে প্রভুঃ ॥৪৫
অষ্টাদশশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স বিদ্ধা গন্ধমাদনম্।
বিব্যাধ নবভিশ্চৈব নলং দূরাদবস্থিতম্ ॥৪৬
সপ্তভিস্তু মহাবীর্য্যো মৈন্দং মর্মবিদারণৈঃ।
পঞ্চভির্বিশিখৈশ্চৈব গজং বিব্যাধ সংযুগে ॥৪৭
জাম্ববন্তন্তু দশভির্নীলং ত্রিংশদ্ভিরেব চ।
সুগ্রীবমৃষভঞ্চৈব সোঽঙ্গদং দ্বিবিদং তথা ॥৪৮
ঘোরৈর্দত্তবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিষ্প্রাণানকরোৎ তদা।
অন্যানপি তদা মুখ্যান্ বানরান্ বহুভিঃ শরৈঃ ॥৪৯
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ।
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥৫০
বানরাণামনীকানি নির্মমন্থ মহারণে।
আকুলাং বানরীং সেনাং শরজালেন পীড়িতাম্ ॥৫১
হৃষ্টঃ স পরয়া প্রীত্যা দদর্শ ক্ষতজোক্ষিতাম্।
পুনরেব মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী ॥৫২

পরিবৃত ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে ছেদন করিতে লাগিল।৩৪

তৎকর্তৃক সংগ্রামে বধ্যমান হইয়া পাদপায়ুধ বানরগণও ইন্দ্রজিতের প্রতি প্রস্তর ও বৃক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল।৩৫

তখন মহাতেজা মহাশক্তিশালী রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া বানরদের দেহ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল।৩৬

সে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদিগকে আহ্লাদিত করিয়া এক এক বাণে পাঁচ, সাত বা নয় জন বানরকে আহত করিল।৩৭

সুদুর্জয় বীর রণক্ষেত্রে সুবর্ণভূষিত সূর্য্যসদৃশ তেজঃ-প্রদীপ্ত বাণে বানরদিগকে প্রমথিত করিতে থাকিলে শরপীড়িত ও ভিন্নগাত্র সেই বানরগণ সুরগণমথিত মহাসুরগণের ন্যায় যুদ্ধসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পতিত হইতে লাগিল।৩৮-৩৯

যুদ্ধে অনেক বানরশ্রেষ্ঠ সংক্রুদ্ধ হইয়া বাণরূপ ভয়ঙ্কর কিরণে সূর্য্যের ন্যায় সন্তাপযুক্ত হইয়া সেই ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হইল ৪০

অনন্তর সমস্ত বানর ভিন্নদেহ, পীড়িত, রক্তপরিপ্লুত ও জ্ঞানহীন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।৪১

বানরগণ শ্রীরামের নিমিত্ত পরাক্রমপ্রকাশ-পূর্বক প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিলাদি অস্ত্র গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষ, পর্বতাগ্র ও প্রস্তররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।৪২-৪৩

পক্ষান্তরে মহাতেজস্বী, মহাপ্রভাব, সমরদুর্জয় ইন্দ্রজিৎ বাণবর্ষণে বৃক্ষ ও প্রস্তরবর্ষণ নিবারণপূর্বক সর্পবিষতুল্য ও অগ্নিসদৃশ বাণসমূহে সেই বানরসেনাদের বিদ্ধ করিতে লাগিল।৪৪-৪৫

মহাবীর্য্যশালী ইন্দ্রজিৎ অষ্টাদশ সুতীক্ষ্ণ শরে গন্ধমাদনকে বিদ্ধপূর্বক দূর হইতে নলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে সাতটি মর্মবিদারক বাণে মৈন্দকে, পাঁচ বাণে গজকে, দশ বাণে জাম্ববান্‌কে এবং ত্রিংশৎ বাণে নীলকে বিদ্ধ করিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাবর-লব্ধ ঘোরাকার তীক্ষ্ণবাণে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ এবং অন্যান্য মুখ্য বানরদিগকে বহুবিধ শরে বিদ্ধ করিল।৪৬-৪৯

সংসৃজ্য বাণবর্ষঞ্চ শস্ত্রবর্ষঞ্চ দারুণম্।
মমর্দ বানরানীকং পরিতস্ত্বিন্দ্রজিদ্ বলী ॥৫৩
স্বসৈন্যমুৎসৃজ্য সমেত্য তূর্ণং
মহাহবে বানরবাহিনীষু।
অদৃশ্যমানঃ শরজালমুগ্রং
ববর্ষ নীলাম্বুধরো যথাম্বু ॥৫৪
তে শক্রজিদ্ বাণবিশীর্ণদেহা
মায়াহতা বিস্বরমুন্নদন্তঃ।
রণে নিপেতুর্হরয়োঽদ্রিকল্পা
যথেন্দ্রবজ্রাভিহতা নগেন্দ্রাঃ ॥৫৫
তে কেবলং সন্দদৃশুঃ শিতাগ্রান্
বাণান্ রণে বানরবাহিনীষু।
মায়াবিগূঢ়ঞ্চ সুরেন্দ্রশত্রুং
ন চাত্র তং রাক্ষসমপ্যপশ্যন্ ॥৫৬
ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা
সর্বা দিশো বাণগণৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস রবিপ্রকাশৈ-
র্বিদারয়ামাস চ বানরেন্দ্রান্ ॥৫৭
স শূলনিস্ত্রিংশপরশ্বধানি
ব্যাবিদ্ধদীপ্তানলসপ্রভাণি।
স বিস্ফুলিঙ্গোজ্জ্বলপাবকানি
ববর্ষ তীব্রং প্লবগেন্দ্রসৈন্যে ॥৫৮
ততো জ্বলনসঙ্কাশৈর্বাণৈর্বানরযূথপাঃ।
তাড়িতাঃ শক্রজিদ্ বাণৈঃ প্রফুল্লা ইব কিংশুকাঃ ॥৫৯
তেঽন্যোন্যমভিসর্পন্তো নিনদন্তশ্চ বিস্বরম্।
রাক্ষসেন্দ্রাস্ত্রনির্ভিন্না নিপেতুর্বানরর্ষভাঃ ॥৬০
উদীক্ষমাণা গগনং কেচিন্নেত্রেষু তাড়িতাঃ।
শরৈর্বিবিশুরন্যোন্যং পেতুশ্চ জগতীতলে ॥৬১
হনূমন্তঞ্চ সুগ্রীবমঙ্গদং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ ॥৬২
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলং গবাক্ষং গবয়ং তথা।
কেসরিং হরিলোমানং বিদ্যুদ্দংষ্ট্রঞ্চ বানরম্ ॥৬৩
সূর্য্যাননং জ্যোতিমুখং তথা দধিমুখং হরিম্।
পাবকাক্ষং নলঞ্চৈব কুমুদঞ্চৈব বানরম্ ॥৬৪
প্রাসৈঃ শূলৈঃ শিতৈর্বাণৈরিন্দ্রজিন্মন্ত্রসংহিতৈঃ।
বিব্যাধ হরিশার্দূলান্ সর্বাংস্তান্ রাক্ষসোত্তমঃ ॥৬৫

কালাগ্নিসদৃশ সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সূর্য্যতুল্য শীঘ্রগামী সুমুক্ত বাণে মহারণে বানরসৈন্য মন্থন করিতে করিতে হর্ষ ও পরম প্রীতি সহকারে বাণসমূহে পীড়িত রক্তধারাপরিপ্লুত আকুল বানরসেনাকে দেখিতে লাগিল। পরে নিদারুণ শস্ত্র ও বাণবর্ষণে মহাতেজস্বী মহাশক্তিশালী রাক্ষসরাজকুমার ইন্দ্রজিৎ বানরসেনাদিগকে সর্বতোভাবে মর্দিত করিতে লাগিল।৫০-৫৩

নীলমেঘকর্তৃক বারি বর্ষণের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ মহারণে আকাশমার্গে অন্তর্হিত থাকিয়া স্বীয় সৈন্যসমূহের উপরিভাগ পরিত্যাগপূর্বক বানরসৈন্যগণের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া উগ্রবাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিলে সেই পর্বতপ্রমাণ মায়ামোহিত বানরগণ ইন্দ্রজিতের বাণে বিশীর্ণদেহ হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকারপূর্বক ইন্দ্রবজ্রবিদীর্ণ পর্বতগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।৫৪-৫৫

তখন বানরগণ বানরবাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রজিতের নিশিতাগ্র বাণসকল দেখিতে পাইল। কিন্তু মায়াসংবৃত ইন্দ্রশত্রু সেই রাক্ষসকে দেখিল না।৫৬

অনন্তর রাক্ষসবীর সূর্য্যতুল্যপ্রকাশ শিতাগ্র বাণে সমস্ত দিক্ প্রচ্ছাদনপূর্বক বানরেন্দ্রদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল।৫৭

ইন্দ্রজিৎ দীপ্তানলসদৃশ এবং স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণাসম্বলিত শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু লইয়া বানররাজের সৈন্যের উপর তীব্রভাবে বর্ষণ করিতে লাগিল।৫৮

তখন শক্রজিতের অনলতুল্য বাণসমূহে তাড়িত হইয়া বানরদলপতিগণকে প্রফুল্ল কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।৫৯

স বৈ গদাভির্হরিযূথমুখ্যান্
নির্ভিদ্য বাণৈস্তপনীয়বর্ণৈঃ।
ববর্ষ রামং শরবৃষ্টিজালৈঃ
সলক্ষ্মণং ভাস্কররশ্মিকল্পৈঃ ॥৬৬

স বাণবর্ষৈরভিবৃষ্যমাণো
ধারানিপাতানিব তানচিন্ত্য।
সমীক্ষমাণঃ পরমাদ্ভুতশ্রী
রামস্তদা লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥৬৭

অসৌ পুনর্লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রো
ব্রহ্মাস্ত্রমাশ্রিত্য সুরেন্দ্রশত্রুঃ।
নিপাতয়িত্বা হরিসৈন্যমস্মাঞ্-
শিতৈঃ শরৈরর্দয়তি প্রসক্তম্ ॥৬৮

স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো মহাত্মা
সমাহিতোঽন্তর্হিতো ভীমকায়ঃ।
কথং ন শক্যো যুধি নষ্টদেহো
নিহন্তুমদ্যেন্দ্রজিদুদ্যতাস্ত্রঃ ॥৬৯

মন্যে স্বয়ম্ভূর্ভগবানচিন্ত্য-
স্তস্যৈতদস্ত্রং প্রভবশ্চ যোঽস্য
বাণাবপাতং ত্বমিহাদ্য ধীমন্
ময়া সহাব্যগ্রমনাঃ সহস্ব ॥৭০

প্রচ্ছাদয়ত্যেষ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
সর্বা দিশঃ সায়কবৃষ্টিজালৈঃ
এতচ্চ সর্বং পতিতাগ্র্যশূরং
ন ভ্রাজতে বানররাজসৈন্যম্ ॥৭১

আবাস্তু দৃষ্ট্বা পতিতৌ বিসংজ্ঞৌ
নিবৃত্তযুদ্ধৌ হতহর্ষ-রোষৌ
ধ্রুবং প্রবেক্ষ্যত্যমরারিবাস-
মসৌ সমাসাদ্য রণাগ্র্যলক্ষ্মীম্ ॥৭২

ততস্তু তাবিন্দ্রজিতোঽস্ত্রজালৈ-
র্বভূবতুস্তত্র তদা বিশস্তৌ।
স চাপি তৌ তত্র বিষাদয়িত্বা
ননাদ হর্ষাদ্ যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥৭৩

ইন্দ্রজিতের অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া বিকৃতস্বরে শব্দ করিতে করিতে পরস্পরের নিকট উপস্থিত হইয়া বানরদলপতিগণ ভূপতিত হইল।৬০

কেহ কেহ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নেত্রদেশে তাড়িত হইয়া ধীরে ধীরে অন্যের দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইল এবং ভূতলে পড়িয়া গেল।৬১

মন্ত্রসংহিত তীক্ষ্ণধার প্রাস, শূল এবং অন্যান্য বাণে রাক্ষসোত্তম ইন্দ্রজিৎ হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিধ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, হরিলোম, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র সূর্য্যানন, জ্যোতির্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল, কুমুদ প্রভৃতি হরিশার্দূলদিগকে বিদ্ধ করিল। সুবর্ণসমান কান্তিমান্ বাণ ও গদা দ্বারা ইন্দ্রজিৎ বানরযূথপগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের উপরে সূর্য্যরশ্মিবৎ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পরমাদ্ভুতশ্রীসম্পন্ন রামচন্দ্র ঐরূপ বাণবর্ষণে সর্বতোভাবে অভিবর্ষিত হইয়াও তাহাদিগকে বারিধারাবৎ মনে করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক উগ্র বানরসৈন্য নিপাতিত করিয়া ব্রহ্মবরলব্ধ বাণে পুনরায় আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। মহাবল ইন্দ্রজিৎ এইরূপ ভীমকায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্রহ্মা হইতে বরলাভকরত আকাশে অন্তর্হিত হইয়াছে; সুতরাং এরূপ লুকায়িত থাকিয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কি উপায়ে অদ্য ইহাকে বধ করিতে সমর্থ হইব? হে ধীমন্! এই অস্ত্রগুলি সেই বিশ্বস্রষ্টা অচিন্ত্যবৈভব স্বয়ম্ভুর প্রভাবসম্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অতএব অব্যগ্রমনা হইয়া আমার সহিত তুমিও অদ্য বাণবর্ষণ সহ্য কর। এই রাক্ষসেন্দ্র বাণজাল বর্ষণে সমস্ত দিক্ প্রচ্ছাদিত করিতেছে; ইহাতে প্রধান প্রধান বানরবীরগণ নিপতিত হইতেছে এবং বানররাজ-সৈন্যের শোভা আর দেখা যাইতেছে না। আমাদের

ততস্তদা বানরসৈন্যমেবং
রামঞ্চ সংখ্যে সহ লক্ষ্মণেন।
বিষাদয়িত্বা সহসা বিবেশ
পুরীং দশগ্রীবভুজাভিগুপ্তাম্ ॥

সংস্তূয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ
পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোঽভ্যুবাচ ॥৭৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

দুইজনকে অচৈতন্য, পতিত, নিবৃত্তযুদ্ধ ও হর্ষবোধশূন্য দেখিয়া ঐ ইন্দ্রজিৎ সমরে বিজয়লক্ষ্মী লাভকরত নিশ্চয়ই অমরারিপুরী লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করিবে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া ইন্দ্রজিতের বাণসমূহে পতিত হইলে রাক্ষসেন্দ্র তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া হর্ষহেতু সিংহনাদ করিয়া উঠিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণসহ বানরসেনাদিগকে পরাজিত করিয়া দশাননভুজ-পালিত পুরীমধ্যে সহসা প্রবেশ করিল এবং নিশাচরগণকর্ত্তৃক সম্মানিত ও হৃষ্ট হইয়া পিতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিল।৬২-৭৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[জাম্ববতা নির্দেশেন হিমালয়ে দিব্যৌষধিসংগ্রহায় হনূমতো গমনম্, ওষধিং গৃহীত্বা তস্য প্রত্যাগমনম্, তদ্‌গন্ধেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বানরাণাঞ্চ পুনঃ স্বস্থতালাভশ্চ।]

তয়োস্তদাসাদিতয়ো রণাগ্রে
মুমোহ সৈন্যং হরিযূথপানাম্।
সুগ্রীব-নীলাঙ্গদ-জাম্ববন্তো
ন চাপি কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে তে ॥১
ততো বিষণ্ণং সমবেক্ষ্য সর্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
উবাচ শাখামৃগরাজবীরা
নাশ্বাসয়ন্নপ্রতিমৈর্বচোভিঃ ॥২

মা ভৈষ্ট নাস্ত্যত্র বিষাদকালো
যদার্য্যপুত্রৌ হ্যবশৌ বিষণ্ণৌ।
স্বয়ম্ভুবো বাক্যমথোদ্বহন্তৌ
যৎসাদিতাবিন্দ্রজিতাস্ত্রজালৈঃ ॥৩
তস্মৈ তু দত্তং পরমাস্ত্রমেতৎ
স্বয়ম্ভুবা ব্রাহ্মমমোঘবীর্য্যম্।
তম্মানয়ন্তৌ যুধি রাজপুত্রৌ
নিপাতিতৌ কোঽত্র বিষাদকালঃ ॥৪

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধিসংগ্রহের জন্য হনুমানের গমন এবং ওষধি লইয়া প্রত্যাগমন; উহার গন্ধে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানরগণের পুনরায় স্বস্থতালাভ।]

যুদ্ধক্ষেত্রে রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ অবসন্নভাব প্রাপ্ত হইলে বানরযূথপগণের সৈন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হইল; তখন সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ কিছুই চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিল না।১

অনন্তর বুদ্ধিমান্‌দের অগ্রগণ্য বিভীষণ সকলের এই বিষণ্ণভাব দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীবের বীরগণকে অনুপম বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—আর্য্যপুত্রদ্বয়কে অবশ ও বিষণ্ণ দেখিয়া তোমরা ভীত হইও না; এখন বিষাদের সময় নহে। বিধাতার বাক্য

ব্রাহ্মমস্ত্রং ততো ধীমান্ মানয়িত্বা তু মারুতিঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হনুমানিদমব্রবীৎ ॥৫
অস্মিন্নস্ত্রহতে সৈন্যে বানরাণাং তরস্বিনাম্।
যো যো ধারয়তে প্রাণাংস্তং তমাশ্বাসয়াবহে ॥৬
তাবুভৌ যুগপদ্ বীরৌ হনুমদ্রাক্ষসোত্তমৌ।
উল্কাহস্তৌ তদা রাত্রৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ ॥৭
ভিন্নলাঙ্গূলহস্তোরুপাদাঙ্গুলিশিরোধরৈঃ।
স্রবদ্ভিঃ ক্ষতজং গাত্রৈঃ প্রস্রবদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥৮
পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতাম্।
শস্ত্রৈশ্চ পতিতৈর্দীপ্তৈর্দদৃশাতে বসুন্ধরাম্ ॥৯
সুগ্রীবমঙ্গদং নীলং শরভং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ ॥১০
মৈন্দং নলং জ্যোতির্মুখং দ্বিবিদঞ্চাপি বানরম্।
বিভীষণো হনুমাংশ্চ দদৃশাতে হতান্ রণে ॥১১

সপ্তষষ্টির্হতাঃ কোট্যো বানরাণাং তরস্বিনাম্।
অহ্নঃ পঞ্চমশেষেণ বল্লভেন স্বয়ম্ভুবঃ ॥১২
সাগরৌঘনিভং ভীমং দৃষ্ট্বা বাণার্দিতং বলম্।
মার্গতে জাম্ববন্তঞ্চ হনুমান্ স বিভীষণঃ ॥১৩
স্বভাবজরয়া যুক্তং বৃদ্ধং শরশতৈশ্চিতম্।
প্রজাপতিসুতং বীরং শাম্যন্তমিব পাবকম্ ॥১৪
দৃষ্ট্বা সমভিসংক্রম্য পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ।
কশ্চিদার্য্যশরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন প্রাণা ধ্বংসিতাস্তব ॥১৫
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
কৃচ্ছ্রাদভ্যুদ্গিরন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬
নৈঋতেন্দ্র মহাবীর্য্য স্বরেণ ত্বাভিলক্ষয়ে।
বিদ্ধগাত্রঃ শিতৈর্বাণৈর্ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা ॥১৭
অঞ্জনা সুপ্রজা যেন মাতরিশ্বা চ সুব্রত।
হনুমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রাণান্ ধারয়তে ক্বচিৎ ॥১৮

প্রতিপালনার্থ ইন্দ্রজিতের শরজালে এরূপ অবসন্ন হইয়াছেন। এই রাজকুমারদ্বয় স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক প্রদত্ত ইন্দ্রজিতের সুমহৎ অমোঘবীর্য্য ব্রাহ্ম অস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ভূপতিত হইয়াছেন; সুতরাং এই বিষয়ে বিষাদ করিবার সময় কোথায়? ২-৪

বিভীষণের কথায় পবননন্দন হনুমান্ তৎকথিত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মানরক্ষণবিষয়ে স্বীকার করিয়া বলিল,—বেগবান্ বানরগণের অস্ত্রাহত সৈন্যমধ্যে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকে আমরা আশ্বস্ত করিব।৫-৬

অনন্তর বিভীষণ ও হনুমান্ উভয়ে উল্কাহস্তে রাত্রিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে দেখিল,—ভূপতিত পর্বতাকার বানর ও শস্ত্রে রণক্ষেত্র পূর্ণ এবং নিপতিত বানরদের ছিন্ন লাঙ্গুল, হস্ত, ঊরু, পাদ, অঙ্গুলি, মস্তক ও অধর হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছে এবং অনেকেই চতুর্দিকেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে।৭-৯

তাহারা দেখিল,—সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্মুখ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরগণ যুদ্ধে নিহতপ্রায়।১০-১১

পরে হনুমান্ ও বিভীষণ দিবসের শেষার্ধমধ্যে ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নিহত সপ্তষষ্টি কোটি বেগবান্ বানরকুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সাগরতরঙ্গসদৃশ, বাণার্দিত, ভীষণাকার বানরবলের মধ্যে জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ করিতে লাগিল।১২-১৩

পরে নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় বাণসমূহে আচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক জরাগ্রস্ত প্রজাপতিপুত্র বীর জাম্ববান্‌কে দেখিয়া পৌলস্ত্য বিভীষণ তাহার নিকটে যাইয়া বলিল—হে আর্য! তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই তো? ১৪-১৫

বিভীষণের কথায় ঋক্ষপ্রধান জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য উদ্‌গীরণপূর্বক বলিল—হে মহাবীর্য! তীক্ষ্ণবাণে আমার দেহ এরূপ বিদ্ধ যে, আপনাকে আমি দর্শন করিতে পারিতেছি না; শুধু আপনার কণ্ঠস্বরে আপনাকে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।১৬-১৭

শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যমুবাচেদং বিভীষণঃ।
আর্য্যপুত্রাবতিক্রম্য কস্মাৎ পৃচ্ছসি মারুতিম্ ॥১৯
নৈব রাজনি সুগ্রীবে নাঙ্গদে নাপি রাঘবে।
আর্য্য সন্দর্শিতঃ স্নেহো যথা বায়ুসুতে পরঃ ॥২০
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববান্ বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু নৈর্ঋতশার্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্ ॥২১
অস্মিঞ্জীবতি বীরে তু হতমপ্যহতং বলম্।
হনুমত্যুজ্ঝিতপ্রাণে জীবন্তোঽপি মৃতা বয়ম্ ॥২২
ধরতে মারুতিস্তাত মারুতপ্রতিমো যদি।
বৈশ্বানরসমো বীর্য্যে জীবিতাশা ততো ভবেৎ ॥২৩
ততো বৃদ্ধমুপাগম্য বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ।
গৃহ্য জাম্ববতঃ পাদৌ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥২৪
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং তদা বিব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে স্মর্ক্ষপুঙ্গবঃ ॥২৫

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা হনুমন্তং স জাম্ববান্।
আগচ্ছ হরিশার্দূল বানরাংস্ত্রাতুমর্হসি ॥২৬
নান্যো বিক্রমপর্য্যাপ্তস্ত্বমেষাং পরমঃ সখা।
ত্বৎপরাক্রমকালোঽয়ং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন ॥২৭
ঋক্ষ-বানরবীরাণামনীকানি প্রহর্ষয়।
বিশল্যৌ কুরু চাপ্যেতৌ সাদিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৮
গত্বা পরমমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্।
হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠং হনুমন্ গন্তুমর্হসি ॥২৯
ততঃ কাঞ্চনমত্যুচ্চমৃষভং পর্বতোত্তমম্।
কৈলাসশিখরঞ্চাত্র দ্রক্ষ্যস্যরিনিষূদন ॥৩০
তয়োঃ শিখরয়োর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্।
সর্বৌষধিযুতং বীর দ্রক্ষ্যস্যোষধিপর্বতম্ ॥৩১
তস্য বানরশার্দূল চতস্রো মূর্ধ্নি সম্ভবাঃ।
দ্রক্ষস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্তীর্দিশো দশ ॥৩২

হে সুব্রত! যাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া অঞ্জনা সুপুত্রবতী, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ জীবিত? ১৮

জাম্ববানের বাক্যশ্রবণে বিভীষণ বলিল,—আর্য্য! রাম-লক্ষ্মণের কথা অতিক্রম করিয়া আপনি কেন পবনতনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রঘুনন্দন, বানররাজ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি স্নেহানুবন্ধন প্রদর্শন না করিয়া বায়ুতনয় হনুমানের প্রতি যে এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি? ১৯-২০

জাম্ববান্ বিভীষণের কথা শুনিয়া বলিল,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে জন্য আমি কেবল মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। যদিও বানরসৈন্য নিহত হইয়াছে, তথাপি বীরবর হনুমান্ জীবিত থাকিলে কাহাকেও নিহত মনে করি না; কিন্তু পবননন্দন নিহত হইলে আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইতাম। হে তাত! অগ্নির ন্যায় বীর্য্যবান্ পবনসদৃশ হনুমান্ জীবিত থাকিলে আমাদের জীবনে আশা হয়।২১-২৩

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটস্থ হইয়া তাহার চরণদ্বয় ধারণপূর্বক সবিনয়ে স্বীয় নাম উচ্চারণপূর্বক অভিবাদন করিলে ব্যথিতেন্দ্রিয় মহাতেজস্বী ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ তাহার কথা শুনিয়া নিজেকে পুনর্জাত মনে করত বলিল,—হে বানর-শ্রেষ্ঠ! আইস, এই বানরদিগকে এক্ষণে ত্রাণ করা বিষয়ে তুমিই যোগ্য। পরাক্রমপ্রকাশের তোমার এই উপযুক্ত সময়; তুমিই এই বানরগণের পরম মিত্র; অপর কেহই তোমার ন্যায় পরাক্রমশালী নহে। ঋক্ষ ও বানরবীরগণের এই সকল সৈন্যকে আনন্দিত এবং পীড়িত রাম ও লক্ষ্মণকে সুস্থ কর।২৪-২৮

শত্রুদমনকারিন্ হনুমন্! সমুদ্রের উপর দিয়া বহু পথ গমনপূর্বক পর্বতরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণময় দুর্গম শৈলশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাসশৃঙ্গ দেখিতে পাইবে; সেই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে সর্বৌষধি-বিশিষ্ট, অতুলপ্রভা-সমন্বিত ও প্রদীপ্ত ওষধিপর্বত তোমার নয়নগোচর হইবে। হে বানরোত্তম! সেই পর্বতের উপরে দীপ্তিমান্ মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে। দশদিক্ সেই

মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি।
সুবর্ণকরণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্ ॥৩৩
তাঃ সর্বা হনূমন্ গৃহ্য ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি।
আশ্বাসয় হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গন্ধবহাত্মজ ॥৩৪
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আপূর্য্যত বলোদ্ধর্ষৈর্বায়ুবেগৈরিবার্ণবঃ ॥৩৫
স পর্বততটাগ্রস্থঃ পীড়য়ন্ পর্বতোত্তমম্।
হনূমান্ দৃশ্যতে বীরো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ ॥৩৬
হরিপাদবিনির্ভগ্নো নিষসাদ স পর্বতঃ।
ন শশাক তদাত্মানং বোঢ়ুং ভৃশনিপীড়িতঃ ॥৩৭
তস্য পেতুর্নগা ভূমৌ হরিবেগাচ্চ জজ্বলুঃ।
শৃঙ্গাণি চ ব্যকীর্য্যন্ত পীড়িতস্য হনূমতা ॥৩৮
তস্মিন্ সম্পীড্যমানে তু ভগ্নদ্রুমশিলাতলে।
ন শেকুর্বানরাঃ স্থাতুং ঘূর্ণমানে নগোত্তমে ॥৩৯
সা ঘূর্ণিতমহাদ্বারা প্রভগ্নগৃহগোপুরা।
লঙ্কা ত্রাসাকুলা রাত্রৌ প্রনৃত্তেবাভবত্তদা ॥৪০
পৃথিবীধরসঙ্কাশো নিপীড্য পৃথিবীধরম্।
পৃথিবীং ক্ষোভয়ামাস সার্ণবাং মারুতাত্মজঃ ॥৪১
আরুরোহ তদা তস্মাদ্ধরির্মলয়পর্বতম্।
মেরুমন্দরসঙ্কাশং নানাপ্রস্রবণাকুলম্ ॥৪২
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং বিকাসিকমলোৎপলম্।
সেবিতং দেবগন্ধর্বৈঃ ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥৪৩
বিদ্যাধরৈর্মুনিগণৈরপ্সরোভির্নিষেবিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্ ॥৪৪
সর্বানাকুলয়ংস্তত্র যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরান্।
হনূমান্ মেঘসঙ্কাশো ববৃধে মারুতাত্মজঃ ॥৪৫
পদ্‌ভ্যাস্তু শৈলমাপীড্য বড়বামুখবন্মুখম্।
বিবৃত্যোগ্রং ননাদোচ্চৈস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্ ॥৪৬

ওষধিসমূহের শোভায় আলোকিত হইয়াছে। হে পবনতনয় হনুমান্! সেই সমস্ত ওষধি লইয়া অবিলম্বে প্রত্যাগমনপূর্বক বানরদিগকে জীবিত ও আশ্বস্ত কর।২৯-৩৪

জাম্ববানের এই কথা শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ বায়ুবেগপূরিত মহাসাগরের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৩৫

অনন্তর পর্বততটাগ্রস্থ হনুমান্ পর্বতশ্রেষ্ঠকে পীড়িত করিয়া দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।৩৬

সেই সময় উক্ত পর্বত সেই বানরশ্রেষ্ঠের পদভরে নিতান্ত পীড়িত হওয়ায় স্বস্থানে থাকিতে না পারিয়া ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের বেগে পীড়িত সেই ভূধরের বৃক্ষসকল ভূতলে পতিত ও পরস্পর সংঘর্ষণজন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং চতুর্দিকে শৃঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।৩৭-৩৮

সেই পর্বতশ্রেষ্ঠের বৃক্ষসকল ভগ্ন, শিলাতল বিকীর্ণ এবং স্বয়ং হনুমৎপীড়িত ও বিঘূর্ণিত হইতে থাকিলে তত্রত্য বানরগণ তাহার উপর অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল।৩৯

সেই রাত্রিকালে সুমহৎ দ্বারগুলি ঘূর্ণিত এবং গৃহ ও গোপুর ভগ্ন হওয়ায় লঙ্কাপুরী বিত্রস্তভাবে যেন নৃত্য করিতে লাগিল।৪০

পর্বতসদৃশ হনুমান্ এইরূপে সেই পর্বতকে পীড়িত-করত সমুদ্রের সহিত পৃথিবীকেও আলোড়িত করিল।৪১

তখন হনুমান্ ঐস্থান হইতে মেরুমন্দরসদৃশ নানা প্রস্রবণসমন্বিত মলয়পর্বতে আরোহণ করিল। সেই পর্বত নানা বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, কমল-কুমুদে প্রকাশিত, দেবগন্ধর্ব সেবিত; ঐ পর্বত ষাটযোজন উন্নত এবং বিদ্যাধর মুনি ও অপ্সরকর্তৃক নিষেবিত, নানা জন্তু সমাকীর্ণ এবং বহু কন্দরশোভিত।৪২-৪৪

মেঘসদৃশ পবননন্দন হনুমান্ সেই পর্বতে বাসকারী যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরদিগকে আকুলকরত আকার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।৪৫

অনন্তর হনুমান্ দুই পায়ে সেই পর্বতে ভর করিয়া

তস্য নানদ্যমানস্য শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্।
লঙ্কাস্থা রাক্ষসব্যাঘ্রা ন শেকুঃ স্পন্দিতুং কচিৎ ॥৪৭
নমস্কৃত্বা সমুদ্রায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
রাঘবার্থে পরং কর্ম সমীহত পরন্তপঃ ॥৪৮
স পুচ্ছমুদ্যম্য ভুজঙ্গকল্পং
বিনম্য পৃষ্ঠং শ্রবণে নিকুচ্য।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভ-
মাপুপ্লুবে ব্যোম্নি স চণ্ডবেগঃ ॥৪৯
স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার
শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ।
বাহূরুবেগোদ্গতসম্প্রণুন্না-
স্তে ক্ষীণবেগাঃ সলিলে নিপেতুঃ ॥৫০
স তৌ প্রসার্য্যোরগভোগকল্পৌ
ভুজৌ ভুজঙ্গারিনিকাসবীর্য্যঃ।
জগাম শৈলং নগরাজমগ্র্যং
দিশঃ প্রকর্ষন্নিব বায়ুসূনুঃ ॥৫১

স সাগরং ঘূর্ণিতবীচিমালং
তদম্ভসা ভ্রামিতসর্বসত্ত্বম্।
সমীক্ষমাণঃ সহসা জগাম
চক্রং যথা বিষ্ণুকরাগ্রমুক্তম্ ॥৫২
স পর্বতান্ পক্ষিগণান্ সরাংসি
নদীস্তটাকানি পুরোত্তমানি।
স্ফীতাঞ্জনাস্তানপি সম্প্রবীক্ষ্য
জগাম বেগাৎ পিতৃতুল্যবেগঃ ॥৫৩
আদিত্যপথমাশ্রিত্য জগাম স গতশ্রমঃ।
হনুমানংস্ত্বরিতো বীরঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ ॥৫৪
জবেন মহতা যুক্তো মারুতির্বাতরংহসা।
জগাম হরিশার্দূলো দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্ ॥৫৫
স্মরন্ জাম্ববতো বাক্যং মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
দদর্শ সহসা চাপি হিমবন্তং মহাকপিঃ ॥৫৬
নানাপ্রস্রবণোপেতং বহুকন্দরনির্ঝরম্।
শ্বেতাভ্রচয়সঙ্কাশৈঃ শিখরৈশ্চারুদর্শনৈঃ ॥

বড়বানলের মুখের ন্যায় মুখমণ্ডল বিস্ফারিতকরত এরূপ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল যে, তাহাতে রাক্ষসগণ ভীত হইয়া পড়িল।৪৬

সেই পুনঃপুনঃ শব্দকারী বানরের সিংহনাদ শুনিয়া লঙ্কাস্থিত বড় বড় রাক্ষস নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিল। পরে রামচন্দ্রকে নমস্কারপূর্বক তাঁহার জন্য দুষ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত, ভীমপরাক্রম, প্রচণ্ড বেগশালী ও শত্রুদমন হনুমান্ সর্পতুল্য স্বীয় লাঙ্গুল উন্নত, পৃষ্ঠদেশ বিনমিত, কর্ণদ্বয় আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখতুল্য মুখমণ্ডল বিস্তারিতকরত আকাশে উঠিল।৪৭-৪৯

সেই পর্বতস্থিত বৃক্ষ ও প্রস্তরাদিও সেই বীরের উৎপতনবেগে তাহার সহিত শূন্যমার্গে উঠিল এবং তাহার বাহু ও উরুদ্বয়ের বেগে সেই বৃক্ষাদি কিয়ৎক্ষণ সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে বেগহ্রাসহেতু সমুদ্রের জলে পতিত হইল।৫০

এদিকে গরুড়সদৃশ পবননন্দন হনুমান্ সর্পাকৃতি বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্বক যেন সমস্ত দিক্ আকর্ষণ করিতে করিতে সেই পর্বতরাজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।৫১

সেই সময় পিতার ন্যায় বেগবান্ ঐ হনুমান্ ঘূর্ণিত তরঙ্গমালা-সমাকুল মহাসাগর এবং তন্মধ্যস্থ ঘূর্ণায়মান জলজন্তুসমূহ অবলোকন করিতে করিতে বিষ্ণুকরবিমুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল। তখন তাহার দৃষ্টিগোচর হইল—বহু পর্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তট, পুরোত্তম এবং বহুজনপূর্ণ জনস্থান।৫২-৫৩

আদিত্যপথ আশ্রয়পূর্বক গমন করিতে থাকিলে পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর হনুমান্ কিছুমাত্র শ্রান্তি বোধ করিল না।৫৪

মরুতের ন্যায় প্রচণ্ড বেগসহকারে গমন করিতে থাকিলে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বীয় শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। জাম্ববানের উপদেশ স্মরণকরত সবেগে যাইতে যাইতে ভীমপরাক্রম মহাকপি বায়ুপুত্র সহসা হিমালয় দেখিতে পাইল; অনন্তর প্রস্রবণ, কন্দর, নির্ঝর এবং শ্বেতাভ্ররাশিতুল্য

শোভিতং বিবিধৈর্বৃক্ষৈরগমৎ পর্বতোত্তমম্ ॥৫৭
স তং সমাসাদ্য মহানগেন্দ্র-
মতিপ্রবৃদ্ধোত্তমহেমশৃঙ্গম্।
দদর্শ পুণ্যানি মহাশ্রমাণি
সুরর্ষিসঙ্ঘোত্তমসেবিতানি ॥৫৮
স ব্রহ্মকোষং রজতালয়ঞ্চ
শক্রালয়ং রুদ্রশরপ্রমোক্ষম্।
হয়াননং ব্রহ্মশিরশ্চ দীপ্তং
দদর্শ বৈবস্বতকিঙ্করাংশ্চ ॥৫৯
বহ্ন্যালয়ং বৈশ্রবণালয়ঞ্চ।
সূর্য্যপ্রভং সূর্য্যনিবন্ধনঞ্চ।
ব্রহ্মালয়ং শঙ্করকার্মুকঞ্চ
দদর্শ নাভিঞ্চ বসুন্ধরায়াঃ ॥৬০
কৈলাসমগ্র্যং হিমবচ্ছিলাঞ্চ
তং বৈ বৃষং কাঞ্চনশৈলমগ্র্যম্।
প্রদীপ্তসর্বৌষধিসম্প্রদীপ্তং
দদর্শ সর্বৌষধিপর্বতেন্দ্রম্ ॥৬১

স তং সমীক্ষ্যানলরাশিদীপ্তং
বিসিস্মিয়ে বাসবদূতসূনুঃ।
আপ্লুত্য তং চৌষধীপর্বতেন্দ্রং
তত্রৌষধীনাং বিচয়ং চকার ॥৬২
স যোজনসহস্রাণি সমতীত্য মহাকপিঃ।
দিব্যৌষধিধরং শৈলং ব্যচরন্মারুতাত্মজঃ ॥৬৩
মহৌষধ্যস্ততঃ সর্বাস্তস্মিন্ পর্বতসত্তমে।
বিজ্ঞায়ার্থিনমায়ান্তং ততো জগ্মুরদর্শনম্ ॥৬৪
স তা মহাত্মা হনুমানপশ্যং-
শ্চুকোপ রোষাচ্চ ভৃশং ননাদ।
আমৃষ্যমাণোঽগ্নিসমানচক্ষু-
র্মহীধরেন্দ্রং তমুবাচ বাক্যম্ ॥৬৫
কিমেতদেবং সুবিনিশ্চিতং তে
যদ্ রাঘবে নাসি কৃতানুকম্পঃ।
পশ্যাদ্য মদ্বাহুবলাভিভূতো
বিকীর্ণমাত্মানমথো নগেন্দ্র ॥৬৬
স তস্য শৃঙ্গং সনগং সনাগং
সকাঞ্চনং ধাতুসহস্রজুষ্টম্।

সুচারুদর্শন শিখর ও বিবিধ বৃক্ষশোভিত সেই পর্বতে উপস্থিত হইল।৫৫-৫৭

সমুন্নত হেমশৃঙ্গ-শোভিত সেই মহাপর্বতে উপস্থিত হইয়া হনুমান্ দেবর্ষিগণনিষেবিত পুণ্য মহাশ্রমগুলি দেখিল।৫৮

অনন্তর যেখানে হিরণ্যগর্ভ ও রজতনাভিনামক হিরণ্যগর্ভের অন্য মূর্তি অবস্থিত, সেই ব্রহ্মার স্থান, ইন্দ্রভবন, যেস্থান হইতে রুদ্রদেব ত্রিপুরা বিনাশকালে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—সেই স্থান, হয়গ্রীবের বাসস্থান, যে স্থানে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান সেই সমস্ত আশ্রম এবং যমরাজের অনুচরদিগকে দেখিতে পাইল।৫৯

বহ্নি ও কুবেরের আলয়, দ্বাদশ সূর্যের সমাবেশে সূর্যতুল্য তেজস্বী স্থান, ব্রহ্মালয়, শঙ্করের কার্মুক এবং বসুন্ধরার ভূনাভিসংজ্ঞক স্থান হনুমান্ দর্শন করিল।৬০

পরে শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্বত, হিমালয় শিলা, শিবের বাহন বৃষভ, সুবর্ণের শ্রেষ্ঠ পর্বত এবং উজ্জ্বলপ্রভ সর্বপ্রকাশ ওষধিসমূহে দেদীপ্যমান অগ্নিরাশিবৎ সমুজ্জ্বল ওষধিপর্বত দেখিয়া বায়ুনন্দন হনুমান্ অতিশয় বিস্মিত হইল এবং সেই পর্বতে লম্ফপ্রদানপূর্বক জাম্ববান্ নির্দিষ্ট মহৌষধি সকলের অন্বেষণ করিতে লাগিল।৬১-৬২

অনন্তর মহাকপি পবননন্দন সহস্রযোজন অতিক্রম-পূর্বক সর্বৌষধিসমন্বিত পর্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু গ্রহীতার উপস্থিতি জানিয়া সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে অবস্থিত ওষধিসমূহ অদৃশ্য হইল।৬৩-৬৪

মহৌষধি দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে মহাত্মা হনুমানের

বিকীর্ণকূটং জ্বলিতাগ্রসানুং
প্রগৃহ্য বেগাৎ সহসোন্মমাথ ॥৬৭
স তং সমুৎপাট্য খমুৎপপাত
বিত্রাস্য লোকান্ সসুরাসুরেন্দ্রান্।
সংস্তূয়মানঃ খচরৈরনেকৈ-
র্জগাম বেগাদ্ গরুড়োগ্রবেগঃ ॥৬৮
স ভাস্করাধ্বানমনুপ্রপন্ন-
স্তং ভাস্করাভং শিখরং প্রগৃহ্য।
বভৌ তদা ভাস্করসন্নিকাশো
রবেঃ সমীপে প্রতিভাস্করাভঃ ॥৬৯
স তেন শৈলেন ভৃশং ররাজ
শৈলোপমো গন্ধবহাত্মজস্তু।
সহস্রধারেণ সপাবকেন
চক্রেণ খে বিষ্ণুরিবার্পিতেন ॥৭০
তং বানরাঃ প্রেক্ষ্য তদা বিনেদুঃ
স তানপি প্রেক্ষ্য মুদা ননাদ।
তেষাং সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
লঙ্কালয়া ভীমতরং বিনেদুঃ ॥৭১
ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিঞ্
শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমধ্যে।
হর্য্যুত্তমেভ্যঃ শিরসাভিবাদ্য
বিভীষণং তত্র চ সস্বজে সঃ ॥৭২
তাবপ্যুভৌ মানুষরাজপুত্রৌ
তং গন্ধমাঘ্রায় মহৌষধীনাম্।
বভূবতুস্তত্র তদা বিশল্যা-
বুত্তস্থুরন্যে চ হরিপ্রবীরাঃ ॥৭৩
সর্বে বিশল্যা বিরুজাঃ ক্ষণেন
হরিপ্রবীরাশ্চ হতাশ্চ যে স্যুঃ।
গন্ধেন তাসাং প্রবরৌষধীনাং
সুপ্তা নিশান্তেষ্বিব সম্প্রবুদ্ধাঃ ॥৭৪
যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরি-রাক্ষসাঃ।
তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ ॥৭৫

নয়নদ্বয় অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে তাহাদের এই ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ সিংহনাদপূর্বক পর্বতরাজকে বলিল,—হে নগেন্দ্র! তোমার এরূপ কি বিবেচনা যে, রাঘবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেছ না? যদি এখন তোমার নিজের শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আজ আমার বাহুবলে অভিভূত হইয়া নিজেকে বিকীর্ণ দেখিবে।৬৫-৬৬

এই বলিয়া হনুমান্ পর্বতের সহস্র সহস্র ধাতু-সমন্বিত, সুবর্ণভূষিত, তরুরাজি ও মাতঙ্গাদি জন্তুসমূহে পরিব্যাপ্ত একটি শৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক সহসা মহাবেগে উপড়াইয়া ফেলিল। সবেগে উত্তোলনের জন্য ঐ পর্বতের অন্যান্য ক্ষুদ্র শৃঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হইল এবং সেই শৃঙ্গের উপরিভাগ স্বীয় প্রভায় প্রজ্বলিত ছিল।৬৭

হনুমান্ সেই পর্বত উৎপাটিত করিয়া আকাশে উঠিল; দেবলোক ও অসুরলোককে সন্ত্রাসিত করিয়া এবং আকাশচরগণকর্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া গরুড়ের ন্যায় উগ্রবেগসম্পন্ন পবননন্দন বেগে গমন করিতে লাগিল। ভাস্করের (সূর্য্যের) ন্যায় উগ্রবেগসম্পন্ন সেই বীর সূর্য্যসদৃশ শিখর গ্রহণপূর্বক ভাস্করপথে উপস্থিত হইয়া ভাস্করসমীপে প্রতিভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পর্বতোপম বায়ুসুত হনুমান্ আকাশে সেই পর্বতের দ্বারা পাবকসমন্বিত সহস্রধার চক্রদ্বারা শোভিত বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন তাহাকে দেখিয়া বানরগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং হনুমান্‌ও তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিল; তাহাদের সেই সমুৎকৃষ্টরব শুনিয়া লঙ্কাবাসিগণ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।৬৮-৭১

অনন্তর মহাত্মা হনুমান্ শৈলোত্তম ত্রিকূটের উপরে স্থিত হইয়া বানর সেনামধ্যে আগমন করত শ্রেষ্ঠ বানরগণকে প্রণামপূর্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করিল। তারপর সেই মহৌষধিসকলের আঘ্রাণে মনুষ্যরাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইলেন এবং বীর বানরগণও আরোগ্য লাভ করিয়া উত্থিত হইল।৭২-৭৩

যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরৈঃ।
হতা হতাস্তু ক্ষিপ্যন্তে সর্ব এব তু সাগরে ॥৭৬

ততো হরির্গন্ধবহাত্মজস্তু
তমোষধীশৈলমুদগ্রবেগঃ।
নিনায় বেগাদ্ধিমবন্তমেব
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

রাত্রিশেষে নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের ন্যায় যুদ্ধে নিহত বানরবীরগণ শ্রেষ্ঠ ওষধির গন্ধে মুহূর্তের মধ্যে বিশল্য ও ব্রণহীন হইয়া উঠিল।৭৪

লঙ্কায় যখন হইতে বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে বানরবীর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে যে রাক্ষস নিহত ও আহত হইয়াছিল, সেই সব রাক্ষস রাবণের আজ্ঞায় সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।৭৫-৭৬

অনন্তর মহাবেগশালী হনুমান্ সেই মহৌষধিপর্বত সবেগে হিমালয়পর্বতে সংস্থাপনপূর্বক রামের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল।৭৭

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বানরাণাং লঙ্কানগরীদহনম্, বানর-রাক্ষসানাঞ্চ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।]

ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অর্থ্যং বিজ্ঞাপয়ংশ্চাপি হনূমন্তমিদং বচঃ ॥১
যতো হতঃ কুম্ভকর্ণঃ কুমারাশ্চ নিষূদিতাঃ।
নেদানীমুপনির্হারং রাবণো দাতুমর্হতি ॥২
যে যে মহাবলাঃ সন্তি লঘবশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কামভিপতন্ত্বাশু গৃহ্যোল্কাঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥৩
ততোঽস্তং গত আদিত্যে রৌদ্রে তস্মিন্নিশামুখে
লঙ্কামভিমুখাঃ সোল্কা জগ্মুস্তে প্লবগর্ষভাঃ ॥৪
উল্কাহস্তৈর্হরিগণৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতাঃ।
আরক্ষস্থা বিরূপাক্ষাঃ সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥৫
গোপুরাট্টপ্রতোলীষু চর্য্যাসু বিবিধাসু চ।
প্রাসাদেষু চ সংহৃষ্টাঃ সসৃজুস্তে হুতাশনম্ ॥৬

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[বানরগণকর্ত্তৃক লঙ্কানগরী-দহন এবং রাক্ষস ও বানরদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ]

অনন্তর মহাতেজস্বী বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বীয় মনোভাব প্রকাশপূর্বক বলিল,—কুম্ভকর্ণ এবং কুমারগণ নিহত হওয়ায় রাবণ আর লঙ্কাপুরীর রক্ষার কোনরূপ প্রবন্ধ করিতে পারিবে না। সুতরাং যে যে মহাবল বানর আছে, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ উল্কাহস্তে শীঘ্র লঙ্কাভিমুখে গমন করুক। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর ভয়ঙ্কর প্রদোষকালে বানরবীরগণ উল্কা লইয়া লঙ্কানগরীর দিকে গমন করিল; তখন ঘোর সন্ধ্যাকালে বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ লঙ্কাদ্বার রক্ষা করিতেছিল; বানরদিগকে উল্কাহস্তে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল। তখন অতিশয় আনন্দিত

তেষাং গৃহসহস্রাণি দদাহ হুতভুক্ তদা।
প্রসাদাঃ পর্বতাকারাঃ পতন্তি ধরণীতলে ॥৭
অগুরুর্দহ্যতে তত্র পরশ্চৈব সুচন্দনম্।
মৌক্তিকা মণয়ঃ স্নিগ্ধা বজ্রঞ্চাপি প্রবালকম্ ॥৮
ক্ষৌমঞ্চ দহ্যতে তত্র কৌশেয়ঞ্চাপি শোভনম্।
আবিকং বিবিধং চৌর্ণং কাঞ্চনং ভাণ্ডমায়ুধম্ ॥৯
নানাবিকৃতসংস্থানং বাজিভাণ্ডপরিচ্ছদম্।
গজগ্রৈবেয়কক্ষ্যাশ্চ রথভাণ্ডাংশ্চ সংস্কৃতান্ ॥১০
তনুত্রাণি চ যোধানাং হস্ত্যশ্বানাঞ্চ বর্ম চ।
খড়্গা ধনূংষি জ্যাবাণাস্তোমরাঙ্কুশশক্তয়ঃ ॥১১
রোমজং বালজং চর্ম ব্যাঘ্রজং চাণ্ডজং বহু।
মুক্তামণিবিচিত্রাংশ্চ প্রাসাদাংশ্চ সমন্ততঃ ॥১২
বিবিধানস্ত্রসঙ্ঘাতানগ্নির্দহতি তত্র বৈ।
নানাবিধান্ গৃহাংশ্চিত্রান্ দদাহ হুতভুক্ তদা ॥১৩
আবাসান্ রাক্ষসানাঞ্চ সর্বেষাং গৃহগৃধ্নুনাম্।
হেমচিত্রতনুত্রাণাং স্রগ্ভাণ্ডাম্বরধারিণাম্ ॥১৪
সীধুপানচলাক্ষাণাং মদবিহ্বলগামিনাম্।
কান্তালম্বিতবস্ত্রাণাং শত্রুসঞ্জাতমন্যুনাম্ ॥১৫
গদাশূলাসিহস্তানাং খাদতাং পিবতামপি।
শয়নেষু মহার্হেষু প্রসুপ্তানাং প্রিয়ৈঃ সহ ॥১৬
ত্রস্তানাং গচ্ছতাং তূর্ণং পুত্রানাদায় সর্বতঃ।
তেষাং শতসহস্রাণি তদা লঙ্কানিবাসিনাম্ ॥১৭
অদহৎ পাবকস্তত্র জজ্বাল চ পুনঃ পুনঃ।
সারবন্তি মহার্হাণি গম্ভীরগুণবন্তি চ ॥১৮
হেমচন্দ্রার্ধচন্দ্রাণি চন্দ্রশালোত্তমানি চ।
তত্র চিত্রগবাক্ষাণি সাধিষ্ঠানানি সর্বশঃ ॥১৯
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি স্পৃশন্তীব দিবাকরম্।
ক্রৌঞ্চবর্হিণবীণানাং ভূষণানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥২০
নাদিতান্যচলাভানি বেশ্মান্যগ্নির্দদাহ সঃ।
জ্বলনেন পরীতানি তোরণানি চকাশিরে ॥২১
বিদ্যুদ্ভিরিব নদ্ধানি মেঘজালানি ঘর্মগে।
জ্বলনেন পরীতানি গৃহাণি প্রচকাশিরে ॥২২

বানরগণ বহির্দ্বার, অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ ও ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিল।১-৬

তাহাতে রাক্ষসদের সহস্র সহস্র গৃহ অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং পর্বতাকার প্রাসাদসমূহ ভূতলে পতিত হইল।৭

অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল এবং স্বর্ণপাত্র, বহুবিধ ক্ষৌম, কৌশেয়, মেষলোমজাত কম্বল এবং পশুলোমজ বস্ত্রাদি সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গেল।৮-৯

অশ্বের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সুসংহত রথভূষণ, গ্রৈবেয়কাদি অলঙ্কারযুক্ত হস্তিশালা, যোধসকলের তনুত্র, অশ্ব-হস্তীর বর্ম, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি, রোমজাত দ্রব্য, চমরীপুচ্ছজাত চামরাদি, অগণিত ব্যাঘ্রচর্ম, অণ্ডজাত কস্তুরীআদি, মণিমুক্তা চিত্রিত প্রাসাদ, নানাপ্রকার চিচিত্র গৃহ ও অস্ত্রসমূহ দগ্ধীভূত হইল।১০-১৩

সেই সময়ে রাক্ষসগণ কাঞ্চনময় বর্ম পরিধানপূর্বক গৃহমধ্যে বিবিধ মাল্য এবং ভূষণে ভূষিত থাকিয়া মদ্যপানে নিরত ছিল, তাহাদের নেত্র ঘূর্ণিত ও গতি বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কান্তাগণ তাহাদের বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিল; তাহারা শত্রুবধ করিবার জন্য ক্রোধান্বিত ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ বা গদা হস্তে লইয়া অবস্থান করিতেছিল; কেহ বা আস্ফালন করিতেছিল; কেহ বা পত্নীর সহিত সুখশয্যায় শয়ান ছিল। ইহারা সকলেই অগ্নিভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই ভাবে শতসহস্র লঙ্কাবাসীর আবাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেল। ঐ অগ্নি কিছুক্ষণ থামিবার পর পুনরায় জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক কক্ষ, প্রাচীর, অন্তর্গৃহ, প্রধান গৃহ ও দুর্গম গৃহাদি-সমন্বিত, গাম্ভীর্য্যগুণবিশিষ্ট, মহার্হ ও সারবান্ গৃহ, কাঞ্চননির্মিত, পূর্ণচন্দ্র ও অর্ধচন্দ্র সমন্বিত, চন্দ্রশালা সৌধহর্ম্যাদি, পঞ্চবিধ অধিষ্ঠান সমন্বিত, রক্তবর্ণ রাগরঞ্জিত,

দাবাগ্নিদীপ্তানি যথা শিখরাণি মহাগিরেঃ।
বিমানেষু প্রসুপ্তাস্তু দহ্যমানা বরাঙ্গনাঃ ॥২৩

ত্যক্তাভরণসংযোগা হাহেত্যুচ্চৈর্বিচুক্রুশুঃ।
তত্র চাগ্নিপরীতানি নিপেতুর্ভবনান্যপি ॥২৪

বজ্রিবজ্রহতানীব শিখরাণি মহাগিরেঃ।
তানি নির্দহ্যমানানি দূরতঃ প্রচকাশিরে ॥২৫

হিমবচ্ছিখরাণীব দহ্যমানানি সর্বশঃ।
হর্ম্যাগ্রৈর্দহ্যমানৈশ্চ জ্বালাপ্রজ্বলিতৈরপি ॥২৬

রাত্রৌ সা দৃশ্যতে লঙ্কা পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ।
হস্ত্যধ্যক্ষৈর্গজৈর্মুক্তৈর্মুক্তৈশ্চ তুরগৈরপি ॥
বভূব লঙ্কা লোকান্তে ভ্রান্তগ্রাহ ইবার্ণবঃ ॥২৭

অশ্বং মুক্তং গজো দৃষ্ট্বা কচিদ্ভীতোঽপসর্পতি।
ভীতো ভীতং গজং দৃষ্ট্বা কচিদশ্বো নিবর্ততে ॥২৮

লঙ্কায়াং দহ্যমানায়াং শুশুভে চ মহোদধিঃ।
ছায়াসংসক্তসলিলো লোহিতোদ ইবার্ণবঃ ॥২৯

সা বভূব মুহূর্তেন হরিভির্দীপিতা পুরী।
লোকস্যাস্য ক্ষয়ে ঘোরে প্রদীপ্তেব বসুন্ধরা ॥৩০

নারীজনস্য ধূমেন ব্যাপ্তস্যোচ্চৈর্বিনেদুষঃ।
স্বনো জ্বলনতপ্তস্য শুশ্রুবে শতযোজনম্ ॥৩১

প্রদগ্ধকায়ানপরান্ রাক্ষসান্নির্গতান্ বহিঃ।
সহসা হ্যুৎপতন্তি স্ম হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ ॥৩২

উদ্ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনম্।
দিশো দশ সমুদ্রঞ্চ পৃথিবীঞ্চ ব্যনাদয়ৎ ॥৩৩

বিশল্যৌ চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অসম্ভ্রান্তৌ জগৃহতুস্তে উভে ধনুষী বরে ॥৩৪

ততো বিস্ফারয়ামাস রামশ্চ ধনুরুত্তমম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং ভয়াবহঃ ॥৩৫

গবাক্ষশোভিত, মণি ও বিদ্রুমদামে বিচিত্রিত এবং যাহারা উচ্চতায় সূর্য্যকে স্পর্শ করিয়াছে, এইরূপ উচ্চতম প্রাসাদসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। যে সব স্থান ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের ন্যায় শোভাবর্ণ, ভূষণদামের শিঞ্জনে অনুনাদিত এবং পর্বততুল্য গৃহগুলি দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিপ্রজ্বলিত তোরণগুলি শোভা পাইতে লাগিল।১৪-২১

ঐগুলি গ্রীষ্মকালে বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। অগ্নিময় গৃহসকল দাবাগ্নিসন্দীপিত মহাগিরি শিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিমানসমূহে নিদ্রিতা শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া সর্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার বিমোচনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। অগ্নিসন্দীপিত গৃহগুলি বজ্রাহত মহাগিরির শৃঙ্গসমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। সেই জ্বলন্ত প্রাসাদসমূহ দূর হইতে জলন্ত হিমালয় শিলাসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাত্রিতে জলন্ত শিলাসমূহ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকায় লঙ্কানগরী কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেই সময় অধ্যক্ষরা অগ্নিদাহভয়ে হস্তী ও অশ্বগণের বন্ধনমুক্ত করিয়া দেওয়ায় লঙ্কানগরী প্রলয়কালে ঘূর্ণ্যমান গ্রাহ(হিংস্রজলজন্তু)সমাকীর্ণ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।২২-২৭

মুক্ত অশ্বকে দেখিয়া হস্তী ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোথাও ভীত হস্তীকে দেখিয়া অশ্ব পলাইতে লাগিল।২৮

লঙ্কা দগ্ধ হইতে থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব মহাসাগর মধ্যে পতিত হওয়ায় তাহা লোহিত সমুদ্রের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।২৯

বানরকর্তৃক প্রজ্বলিত সেই পুরী মুহূর্তকালমধ্যে প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া উঠিল।৩০

তৎকালে অগ্নিসন্তপ্ত, ধূমব্যাপ্ত ও রোরুদ্যমান রাক্ষসরমণীগণের শব্দ শতযোজন দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।৩১

তখন বহির্নির্গত দগ্ধশরীর অপর রাক্ষসগণ যুদ্ধকাঙ্ক্ষী বানরগণের সম্মুখে সহসা উৎপতিত হইল। বানরগণের সিংহনাদে ও রাক্ষসগণের আর্তনাদে দশদিক্,

অশোভত তদা রামো ধনুর্বিস্ফারয়ন্মহৎ।
ভগবানিব সংক্রুদ্ধো ভবো বেদময়ং ধনুঃ ॥৩৬
উদ্ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনম্।
জ্যাশব্দস্তাবুভৌ শব্দাবতি রামস্য শুশ্রুবে ॥৩৭
বানরোদ্ঘুষ্টঘোষশ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
জ্যাশব্দশ্চাপি রামস্য ত্রয়ং ব্যাপ দিশো দশ ॥৩৮
তস্য কার্ম্মুকনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈস্তৎপুরগোপুরম্।
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমং বিকীর্ণমভবদ্ভুবি ॥৩৯
ততো রামশরান্ দৃষ্ট্বা বিমানেষু গৃহেষু চ।
সন্নাহো রাক্ষসেন্দ্রাণাং তুমুলঃ সমপদ্যত ॥৪০
তেষাং সন্নহ্যমানানাং সিংহনাদঞ্চ কুর্বতাম্।
শর্বরী রাক্ষসেন্দ্রাণাং রৌদ্রীব সমপদ্যত ॥৪১
আদিষ্টা বানরেন্দ্রাস্তে সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
আসন্নং দ্বারমাসাদ্য যুধ্যধ্বঞ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪২
যশ্চ বো বিতথং কুর্য্যাৎ তত্র তত্রাপ্যুপস্থিতঃ।
স হন্তব্যোঽভিসংপ্লুত্য রাজশাসনদূষকঃ ॥৪৩
তেষু বানরমুখ্যেষু দীপ্তোল্কোজ্জ্বলপাণিষু।
স্থিতেষু দ্বারমাশ্রিত্য রাবণং ক্রোধ আবিশৎ ॥৪৪
তস্য জৃম্ভিতবিক্ষেপাদ্ ব্যামিশ্রা বৈ দিশো দশ।
রূপবানিব রুদ্রস্য মন্যুর্গাত্রেষ্বদৃশ্যত ॥৪৫
স কুম্ভঞ্চ নিকুম্ভঞ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজাবুভৌ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সহ ॥৪৬
যূপাক্ষঃ শোণিতাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘঃ কম্পনস্তথা।
নির্যযুঃ কৌম্ভকর্ণিভ্যাং সহ রাবণশাসনাৎ ॥৪৭
শশাস চৈব তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ স মহাবলান্।
রাক্ষসা গচ্ছতাত্রৈব সিংহনাদঞ্চ নাদয়ন্ ॥৪৮

সমুদ্র এবং পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এদিকে মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে বিশল্য হইয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে উত্তম ধনু গ্রহণ করিলেন।৩২-৩৪

অনন্তর রাম উত্তম ধনু বিস্ফারিত করিলে রাক্ষসদের মধ্যে ভয়াবহ তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।৩৫

তখন বিশালধনুর্বিস্ফারণকারী রামকে শব্দ-ব্রহ্মাত্মক বেদময় ধনুর্বিস্ফারণকারী ভগবান্ শিবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।৩৬

বানর ও রাক্ষসদিগের শব্দ অপেক্ষা রামের জ্যা-শব্দ উচ্চ বলিয়া কেবল সেই জ্যা-শব্দই শোনা যাইতে লাগিল।৩৭

বানরদের গর্জন, রাক্ষসগণের চীৎকার এবং রামের জ্যা-শব্দ এই তিন শব্দে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল।৩৮

রামচন্দ্রের ধনুর্নির্গত বাণে লঙ্কাপুরীর কৈলাস-শিখরতুল্য গোপুর বিকীর্ণ ও ভূপতিত হইল।৩৯

অনন্তর বিমান ও গৃহসমূহ রামের বাণে পতিত হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণ তুমুল যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিল।৪০

সিংহনাদ পূর্বক রাক্ষসেন্দ্রগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলে সেই রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল।৪১

সুগ্রীব বানরেন্দ্রগণকে আদেশ করিল,—হে বানরগণ! নিজ নিজ দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ কর।৪২

সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়াও যে আমার আদেশ বিফল করিবে, রাজাজ্ঞার আদেশলঙ্ঘনকারী সেই বানরকে আক্রমণপূর্বক হত্যা করিবে।৪৩

অনন্তর বানরবীরগণ প্রদীপ্ত উল্কাহস্তে সমুদয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।৪৪

তাহার জৃম্ভিতবিক্ষোভে দশদিক্ কলুষিত হইল এবং রুদ্রের মূর্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় তাহার দেহেও ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল।৪৫

অনন্তর ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয় কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল।৪৬

ততস্তু চোদিতাস্তেন রাক্ষসা জ্বলিতায়ুধাঃ।
লঙ্কায়া নির্যযুর্বীরাঃ প্রণদন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪৯
রক্ষসাং ভূষণস্থাভির্ভাভিঃ স্বাভিশ্চ সর্বশঃ।
চক্রুস্তে সপ্রভং ব্যোম হরয়শ্চাগ্নিভিঃ সহ ॥৫০
তত্র তারাধিপস্যাভা তারাণাং ভা তথৈব চ।
তয়োরাভরণাভা চ জ্বলিতা দ্যামভাসয়ৎ ॥৫১
চন্দ্রাভা ভূষণাভা চ গ্রহাণাং জ্বলিতঞ্চ ভা।
হরি-রাক্ষসসৈন্যানি ভাজয়ামাস সর্বতঃ ॥৫২
তত্র চার্ধপ্রদীপ্তানাং গৃহাণাং সাগরঃ পুনঃ।
ভাভিঃ সংসক্তসলিলশ্চলোর্মিঃ শুশুভেঽধিকম্ ॥৫৩
পতাকাধ্বজসংযুক্তমুত্তমাসিপরশ্বধম্।
ভীমাশ্বরথমাতঙ্গং নানাপত্তিসমাকুলম্ ॥৫৪
দীপ্তশূলগদাখড়্গপ্রাসতোমরকার্মুকম্।
তদ্ রাক্ষসবলং ভীমং ঘোরবিক্রমপৌরুষম্ ॥৫৫
দদৃশে জ্বলিতপ্রাসং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।
হেমজালাচিতভুজং ব্যাবেষ্টিতপরশ্বধম্ ॥৫৬
ব্যাঘূর্ণিতমহাশস্ত্রং বাণসংসক্তকার্মুকম্।
গন্ধমাল্যমধূৎসেকসম্মোদিতমহানিলম্ ॥৫৭
ঘোরং শূরজনাকীর্ণং মহাম্বুধরনিঃস্বনম্।
তদ্দৃষ্ট্বা বলমায়াতং রাক্ষসানাং দুরাসদম্ ॥৫৮
সঞ্চচাল প্লবঙ্গানাং বলমুচ্চৈর্ননাদ চ।
জবেনাপ্লুত্য চ পুনস্তদ্ বলং রক্ষসাং মহৎ ॥৫৯
অভ্যয়াৎ প্রত্যরিবলং পতঙ্গা ইব পাবকম্।
তেষাং ভুজপরামর্শব্যামৃষ্টপরিঘাশনি ॥৬০

রাবণের আদেশে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামে চারি জন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়সহ নির্গত হইল।৪৭

রাবণ মহাবল সমস্ত রাক্ষসকে নির্দেশ দিয়া সিংহনাদ করিয়া বলিল,—হে রাক্ষসগণ! তোমরা এখনই প্রস্থান কর।৪৮

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ রাবণের প্রেরণায় প্রজ্বলিত আয়ুধ লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদকরত লঙ্কা হইতে নির্গত হইল।৪৯

তৎকালে রাক্ষসগণ নিজ নিজ দেহ ও অলঙ্কারের প্রভায় এবং বানরগণ হস্তস্থিত অগ্নির প্রভায় গগন আলোকিত করিল।৫০

ঊর্ধ্বে চন্দ্র ও তারকাসমূহের কান্তি এবং নিম্নে কপি ও রাক্ষসগণের ভূষণচ্ছটা একত্র মিলিত হইয়া আকাশ উজ্জ্বল করিল।৫১

চন্দ্রকিরণ, ভূষণদীপ্তি ও প্রজ্বলিত গৃহের অগ্নি বানর ও রাক্ষসসৈন্যগণকে প্রকাশ করিতে লাগিল।৫২

সমুদ্রের জলে অগ্নিপ্রজ্বলিত গৃহের কান্তি পতিত হওয়ায় চঞ্চল তরঙ্গমালা-সমাকুল সমুদ্র অধিকতর শোভিত হইল।৫৩

অনন্তর পতাকা ও ধ্বজসংযুক্ত, উত্তম অসি ও পরশুধারী, ভীমকায় অশ্ব, রথ, হস্তী ও অসংখ্য পদাতি সঙ্কুল, প্রদীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনুঃ-সমন্বিত, শত শত কিঙ্কিণী নিনাদিত, প্রচলিত কুঠার ও কনকভূষণভূষিত বাহু এবং প্রজ্বলিত প্রাসসমন্বিত সেই ঘোররূপ বিক্রান্ত ও পরাক্রমশালী রাক্ষসবল দৃষ্ট হইল। মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী এবং শূরজনাকীর্ণ ভীষণাকার রাক্ষসসৈন্য ধনুতে শর যোজনাপূবক মহাশস্ত্র ঘূর্ণন করিতে করিতে বহির্গত হইলে তাহাদের দেহ ও মাল্য এবং পীত মদ্যের গন্ধে তথাকার বায়ু সুরভিত হইয়া উঠিল।৫৪-৫৭

সেই দুর্ধর্ষ রাক্ষসেনাকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ চঞ্চল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল এবং বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় সেই শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই সময় পরিঘ ও অশনি ঘূর্ণিত করিতে থাকিলে ঐ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। পরে যুদ্ধকামী বানরগণ উন্মত্তবৎ উৎপতিত হইয়া শৈল ও মুষ্টি দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে থাকিলে ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণও সম্মুখাগত বানরগণের মস্তক সুতীক্ষ্ণ শরে

রাক্ষসানাং বলং শ্রেষ্ঠং ভূয়ঃ পরমশোভত।
তত্রোন্মত্তা ইবোৎপেতুর্হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ ॥৬১

তরুশৈলৈরভিঘ্নন্তো মুষ্টিভিশ্চ নিশাচরান্।
তথৈবাপততাং তেষাং হরীণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬২

শিরাংসি সহসা জহ্রূ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
দশনৈর্হৃতকর্ণাশ্চ মুষ্টিভির্ভিন্নমস্তকাঃ ॥
শিলাপ্রহারভগ্নাঙ্গা বিচেরুস্তত্র রাক্ষসাঃ ॥৬৩

তথৈবাপ্যপরে তেষাং কপিনামসিভিঃ শিতৈঃ।
প্রবরানভিতো জঘ্নুর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ ॥৬৪

ঘ্নন্তমন্যং জঘানান্যঃ পাতয়ন্তমপাতয়ৎ।
গর্হমাণং জগর্হান্যো দশন্তমপরোঽদশৎ ॥৬৫

দেহীত্যন্যো দদাত্যন্যো দদামীত্যপরঃ পুনঃ।
কিং ক্লেশয়সি তিষ্ঠেতি তত্রান্যোন্যং বভাষিরে ॥৬৬

বিপ্রলম্ভিতশস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচায়ুধম্।
সমুদ্যতমহাপ্রাসং মুষ্টিশূলাসিকুন্তলম্ ॥৬৭

প্রাবর্ত্তত মহারৌদ্রং যুদ্ধং বানর-রক্ষসাম্।
বানরান্ দশ সপ্তেতি রাক্ষসা জঘ্নুরাহবে ॥৬৮

রাক্ষসান্ দশসপ্তেতি বানরাশ্চাভ্যপাতয়ন্।
বিপ্রলম্ভিতবস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচধ্বজম্।
বলং রাক্ষসমালম্ব্য বানরাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ছেদন করিতে লাগিল এবং রাক্ষসগণও বানরদের দন্তাঘাতে হৃতকর্ণ, মুষ্টির আঘাতে ভিন্নমস্তক এবং শিলাপ্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল।৫৮-৬৩

অপর ঘোররূপী রাক্ষসগণ শাণিত তরবারিতে প্রধান প্রধান বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল।৬৪

বেগশালী রাক্ষসবীরকে বানরগণও নিহত করিল। তখন কেহ কাহাকে আঘাত বা নিহত করিলে অন্যে আসিয়া সেই আঘাতকারীকে আঘাত ও ভূপতিত করিল। কেহ কাহাকে নিন্দা বা দংশন করিলে সেও তাহাকে নিন্দা বা দংশন করিল। কেহ বলিল যুদ্ধ দাও, কেহ বা পুনঃ পুনঃ বলিল—দিতেছি; আবার কেহ যুদ্ধ প্রদান করিতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল—স্থির হও, কেন আপনাকে ক্লেশ দিতেছ? ৬৫-৬৬

কাহারও অস্ত্র ব্যর্থ, কাহারও কবচ এবং আয়ুধ স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের সমুদ্যত প্রাস, মুষ্টি, শূল, তরবারি ও কুন্তল-সমন্বিত সুমহৎ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাক্ষসগণ তখন সপ্তদশ বানরকে নিহত করিল।৬৭-৬৮

বানরগণও সপ্তদশ রাক্ষসকে একসঙ্গে ধরাশায়ী করিতে লাগিল; অনেক রাক্ষস স্খলিতবস্ত্র ও ধ্বজ-কবচহীন হইল; এইরূপে বানরগণও রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিবারণ করিতে লাগিল।৬৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় বর্ষ, চৈত্র, ১৩৭১]　　　　[দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকা যাত্রা (রাসযাত্রা)

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

*　　　*　　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]　　　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬
ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই চৈত্র, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার

কলিকাতা—৩৫।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটী
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[অঙ্গদেন কম্পন-প্রজঙ্ঘয়োঃ, দ্বিবিদেন শোণিতাক্ষস্য, মৈন্দেন যূপাক্ষস্য, সুগ্রীবেণ চ কুম্ভস্য বিনাশঃ।]

প্রবৃত্তে সঙ্কুলে তস্মিন্ ঘোরে বীরজনক্ষয়ে।
অঙ্গদঃ কম্পনং বীরমাসসাদ রণোৎসুকঃ ॥১
আহূয় সোঽঙ্গদং কোপাৎ তাড়য়ামাস বেগিতঃ।
গদয়া কম্পনঃ পূর্বং স চচাল ভৃশাহতঃ ॥২
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।
অর্দিতশ্চ প্রহারেণ কম্পনঃ পতিতো ভুবি ॥৩
ততস্তু কম্পনং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো হতং রণে।
রথেনাভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং তত্রাঙ্গদমভীতবৎ ॥৪
সোঽঙ্গদং নিশিতৈর্বাণৈস্তদা বিব্যাধ বেগিতঃ।
শরীরদারণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালাগ্নিসমবিগ্রহৈঃ ॥৫
ক্ষুর-ক্ষুরপ্র-নারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ।
কর্ণি-শল্য-বিপাঠৈশ্চ বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ধনুরুগ্রং রথং বাণান্ মমর্দ তরসা বলী ॥৭
শোণিতাক্ষস্ততঃ ক্ষিপ্রমসিচর্ম সমাদদে।
উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধো বেগবানবিচারয়ন্ ॥৮
তং ক্ষিপ্রতরমাপ্লুত্য পরামৃশ্যাঙ্গদো বলী।
করেণ তস্য তং খড়্গং সমাচ্ছিদ্য ননাদ চ ॥৯
তস্যাংসফলকে খড়্গং নিজঘান ততোঽঙ্গদঃ।
যজ্ঞোপবীতবচ্চৈনং চিচ্ছেদ কপিকুঞ্জরঃ ॥১০
তং প্রগৃহ্য মহাখড়্গং বিনদ্য চ পুনঃ পুনঃ।
বালিপুত্রোঽভিদুদ্রাব রণশীর্ষে পরানরীন্ ॥১১
প্রজঙ্ঘসহিতো বীরো যূপাক্ষস্তু ততো বলী।
রথেনাভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্ ॥১২
আয়সীন্তু গদাং গৃহ্য স বীরঃ কনকাঙ্গদঃ।
শোণিতাক্ষঃ সমাশ্বস্য তমেবানুপপাত হ ॥১৩
প্রজঙ্ঘস্তু মহাবীরো যূপাক্ষসহিতো বলী।
গদয়াভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্ ॥১৪

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

[অঙ্গদকর্তৃক কম্পন ও প্রজঙ্ঘ, দ্বিবিদকর্তৃক শোণিতাক্ষ, মৈন্দকর্তৃক যূপাক্ষ এবং সুগ্রীবকর্তৃক কুম্ভ বধ।]

বীরজনক্ষয়কারী ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে রণোৎসুক অঙ্গদ কম্পনের অভিমুখে গমন করিল।১

অঙ্গদকে আহ্বানকরত বেগশালী কম্পন ক্রোধে গদাপ্রহার করিলে সে আহত হইয়া বিচলিত হইল।২

মুহূর্তমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া তেজস্বী অঙ্গদ একটি পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল সেই প্রহারে কম্পন পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইল।৩

অনন্তর কম্পনকে রণে নিহত দেখিয়া শোণিতাক্ষ রথারোহণে শীঘ্র নির্ভয়ে আগমনপূর্বক শরীরবিদারক ও কালাগ্নিতুল্য ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য, বিপাঠ ইত্যাদি নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ নিশিত বাণসমূহে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিল।৪-৬

প্রতাপশালী বলবান্ বালিপুত্র অঙ্গদ সেই বাণে বিদ্ধ হইয়া সবেগে তাহার উগ্র ধনু এবং বাণসমূহ মর্দিত করিয়া দিল।৭

অনন্তর ক্রোধে শোণিতাক্ষ শীঘ্র তরবারি ও চর্ম(ঢাল) গ্রহণপূর্বক কোনও বিচার না করিয়া লম্ফপ্রদান করত উত্থিত হইলে বলবান্ অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদানপূর্বক রাক্ষসকে আক্রমণ করিল এবং হস্তদ্বারা তাহার খড়্গ কাড়িয়া লইয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। কপিকুঞ্জর অঙ্গদ খড়্গ গ্রহণ করত তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিল।৮-১০

বালিপুত্র অঙ্গদ সেই মহাখড়্গ গ্রহণ করিয়া পুনঃ

তয়োর্মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠঃ শোণিতাক্ষ-প্রজঙ্ঘয়োঃ।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥১৫
অঙ্গদং পরিরক্ষন্তৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
তস্য তস্থতুরভ্যাসে পরস্পরদিদৃক্ষয়া ॥১৬
অভিপেতুর্মহাকায়াঃ প্রতিযত্তা মহাবলাঃ।
রাক্ষসা বানরান্ রোষাদসি-বাণ-গদাধরাঃ ॥১৭
ত্রয়াণাং বানরেন্দ্রাণাং ত্রিভী রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
সংসক্তানাং মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥১৮
তে তু বৃক্ষান্ সমাদায় সম্প্রচিক্ষিপুরাহবে।
খড়্গেন প্রতিচিক্ষেপ তান্ প্রজঙ্ঘো মহাবলঃ ॥১৯
রথানশ্বান্ দ্রুমাঞ্ শৈলান্ প্রতিচিক্ষিপুরাহবে।
শরৌঘৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ তান্ যূপাক্ষো মহাবলঃ ॥২০
সৃষ্টান্ দ্বিবিদ-মৈন্দাভ্যাং দ্রুমানুৎপাট্য বীর্য্যবান্।
বভঞ্জ গদয়া মধ্যে শোণিতাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥২১

উদ্যম্য বিপুলং খড়্গং পরমর্মবিদারণম্।
প্রজঙ্ঘো বালিপুত্রায় অভিদুদ্রাব বেগিতঃ ॥২২
তমভ্যাসগতং দৃষ্ট্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।
আজঘানাশ্বকর্ণেন দ্রুমেণাতিবলস্তদা ॥২৩
বাহুঞ্চাস্য সনিস্ত্রিংশমাজঘান চ মুষ্টিনা।
বালিপুত্রস্য ঘাতেন স পপাত ক্ষিতাবসিঃ ॥২৪
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ খড়্গং মুসলসন্নিভম্।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ ॥২৫
স ললাটে মহাবীর্য্যমঙ্গদং বানরর্ষভম্।
আজঘান মহাতেজাঃ স মুহূর্তং চচাল হ ॥২৬
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
প্রজঙ্ঘস্য শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস মুষ্টিনা ॥২৭
স যূপাক্ষোঽশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পিতৃব্যে নিহতে রণে।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং ক্ষীণেষুঃ খড়্গমাদদে ॥২৮

পুনঃ সিংহনাদ পূর্বক যুদ্ধের অগ্রভাগে অপর শত্রুগণের প্রতি ধাবিত হইল।১১

তখন প্রজঙ্ঘের সহিত বলবান্ বীর যূপাক্ষ রথে করিয়া কোপভরে মহাবল বালিপুত্রের দিকে ধাবমান হইল।১২

কনকাঙ্গদভূষিত বীর শোণিতাক্ষ পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণপূর্বক অঙ্গদের অভিমুখে উপস্থিত হইল।১৩-১৪

সেই সময় কপিশ্রেষ্ঠ বালিনন্দন শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থানপূর্বক বিশাখানক্ষত্রযুগলের মধ্যে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৫

অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য মৈন্দ ও দ্বিবিদ তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে নিজ নিজ যোগ্য বিপক্ষ যোদ্ধার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।১৬

অসি, বাণ ও গদাধারী বিশালদেহ মহাশক্তিশালী রাক্ষসগণ ক্রোধে সাবধানে সেই বানরগণের অভিমুখে গমন করিল।১৭

তখন তিনজন রাক্ষসবীরের সহিত তিনজন বানর-কেশরীর রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

সেই রণস্থলে বানরগণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবল প্রজঙ্ঘ সেই বৃক্ষগুলি খড়্গে কাটিয়া ফেলিল।১৯

বানরগণ যুদ্ধে যূপাক্ষের প্রতি রথ, অশ্ব, বৃক্ষ ও শৈল নিক্ষেপ করিলে মহাবল রাক্ষস তাহা বাণসমূহে ছেদন করিল।২০

বীর্য্যবান্ ও প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ মৈন্দ এবং দ্বিবিদ দ্বারা উৎপাটিত এবং নিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ গদার সাহায্যে ভগ্ন করিল।২১

শত্রুমর্ম্মভেদী প্রজঙ্ঘ একটি বৃহৎ খড়্গ লইয়া বালি-নন্দনের উদ্দেশে ধাবিত হইলে মহাবল বানরেন্দ্র তাহাকে নিকটাগত দেখিয়া একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিল এবং সেই রাক্ষসের খড়্গযুক্ত বাহুতে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিল। বালি পুত্রের আঘাতে সেই খড়্গ ভূপতিত হইল।২২-২৪

মহাবল মহাতেজস্বী প্রজঙ্ঘ মুসলসদৃশ খড়্গাকে ভূতলে

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য যূপাক্ষং দ্বিবিদস্তরন্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো জগ্রাহ চ বলাদ্ বলী ॥২৯
গৃহীতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো মহাবলঃ।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদং ততঃ ॥৩০
স ততোঽভিহতস্তেন চচাল চ মহাবলঃ।
উদ্যতাঞ্চ পুনস্তস্য জহার দ্বিবিদো গদাম্ ॥৩১
এতস্মিন্নন্তরে মৈন্দো দ্বিবিদাভ্যাসমাগমৎ।
যূপাক্ষং তাড়য়ামাস তলেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
তৌ শোণিতাক্ষ-যূপাক্ষৌ প্লবঙ্গাভ্যাং তরস্বিনৌ।
চক্রতুঃ সমরে তীব্রমাকর্ষোৎপাটনং ভৃশম্ ॥৩৩
দ্বিবিদঃ শোণিতাক্ষস্তু বিদদার নখৈর্মুখে।
নিষ্পিপেষ স বীর্য্যেণ ক্ষিতাবাবিধ্য বীর্য্যবান্ ॥৩৪
যূপাক্ষমভিসংক্রুদ্ধো মৈন্দো বানরপুঙ্গবঃ।
পীড়য়ামাস বাহুভ্যাং পপাত স হতঃ ক্ষিতৌ ॥৩৫

হতপ্রবীরা ব্যথিতা রাক্ষসেন্দ্রচমূস্তথা।
জগামাভিমুখী সা তু কুম্ভকর্ণাত্মজো যতঃ ॥৩৬
আপতন্তীঞ্চ বেগেন কুম্ভস্তাং সান্ত্বয়চ্চমূম্।
অথোৎকৃষ্টং মহাবীর্য্যৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥৩৭
নিপাতিতমহাবীরাং দৃষ্ট্বা রক্ষশ্চমূং তদা।
কুম্ভঃ প্রচক্রে তেজস্বী রণে কর্ম সুদুষ্করম্ ॥৩৮
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য সুসমাহিতঃ।
মুমোচাশীবিষপ্রখ্যাঞ্চরান্ দেহবিদারণান্ ॥৩৯
তস্য তচ্ছুশুভে ভূয়ঃ সশরং ধনুরুত্তমম্।
বিদ্যুদৈরাবতার্চিষ্মদ্দ্বিতীয়েন্দ্রধনুর্যথা ॥৪০
আকর্ণকৃষ্টমুক্তেন জঘান দ্বিবিদং তদা।
তেন হাটকপুঙ্খেন পত্রিণা পত্রবাসসা ॥৪১
সহসাভিহতস্তেন বিপ্রমুক্তপদঃ স্ফুরন্।
নিপপাত ত্রিকূটাভো বিহ্বলন্ প্লবগোত্তমঃ ॥৪২

পতিত হইতে দেখিয়া বজ্রতুল্য মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক মহাবীর্য বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের ললাটদেশে আঘাত করিলে অঙ্গদ ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইয়া পড়িল কিন্তু প্রতাপবান্ তেজস্বী বালিপুত্র সংজ্ঞালাভ করিয়া মুষ্টিদ্বারা প্রজঙ্ঘের মস্তক দেহ হইতে পাতিত করিল।২৫-২৭

সেই যূপাক্ষ পিতৃব্য প্রজঙ্ঘকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্বক দ্রুত খড়্গহস্তে ভূতলে নামিল এবং সেই অবস্থায় অগ্রসর হইতে থাকিলে বলবান্ দ্বিবিদ ক্রোধে তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করত তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিল। তখন মহাবল শোণিতাক্ষ ভ্রাতাকে গৃহীত দেখিয়া দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে মহাবল দ্বিবিদ সেই আঘাতে বিচলিত হইয়া পরক্ষণেই তাহার উদ্যত গদা পুনরায় কাড়িয়া লইল।২৮-৩১

ইতিমধ্যে মৈন্দ ভ্রাতার সাহায্যার্থে দ্বিবিদের নিকটে আসিলে তখন বীর্য্যবান্ দ্বিবিদ যূপাক্ষের বক্ষঃস্থলে করতলদ্বারা আঘাত করিল।৩২

বেগবান্ শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষ দুইজন বানরেন্দ্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদের সঙ্গে সংগ্রামে তীব্রভাবে আকর্ষণ (টানাটানি) ও উৎপাটন (তুলাফেলা) করিতে লাগিল।৩৩

দ্বিবিদ নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদীর্ণকরত তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া বলপূর্বক নিষ্পেষিত করিতে লাগিল।৩৪

বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ক্রোধভরে বাহুদ্বারা যূপাক্ষকে পীড়িত (আঘাত) করিলে সেই রাক্ষস নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৫

এইরূপে বীররাক্ষসগণ নিহত হইলে রাক্ষসসৈন্য ব্যথিত হইয়া যেখানে কুম্ভকর্ণনন্দন অপেক্ষা করিতেছিল, সেইদিকে দৌড়াইল এবং কুম্ভ সেই সেনাদিগকে সবেগে আসিতে দেখিয়া তাহাদের সান্ত্বনাদান করিল। পক্ষান্তরে মহাপরাক্রম বানরবৃন্দ যুদ্ধে সফল হওয়ায় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিল।৩৬-৩৭

বানরহস্তে মহাবীর রাক্ষসসৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তেজস্বী কুম্ভ রণভূমিতে অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিতে লাগিল।৩৮

মৈন্দস্তু ভ্রাতরং তত্র ভগ্নং দৃষ্ট্বা মহাহবে।
অভিদুদ্রাব বেগেন প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্ ॥৪৩

তাং শিলাস্তু প্রচিক্ষেপ রাক্ষসায় মহাবলঃ।
বিভেদ তাং শিলাং কুম্ভঃ প্রসন্নৈঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥৪৪

সন্ধায় চান্যং সুমুখং শরমাশীবিষোপমম্।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদাগ্রজম্ ॥৪৫

স তু তেন প্রহারেণ মৈন্দো বানরযূথপঃ।
মর্ম্মণ্যভিহতস্তেন পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥৪৬

অঙ্গদো মাতুলৌ দৃষ্ট্বা মথিতৌ তু মহাবলৌ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভমুদ্যতকার্ম্মুকম্ ॥৪৭

তমাপতন্তং বিব্যাধ কুম্ভঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শিতৈর্বাণৈর্মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ ॥
সোঽঙ্গদং বহুভির্বাণৈঃ কুম্ভো বিব্যাধ বীর্য্যবান্ ॥৪৮

অকুণ্ঠধারৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রো ন কম্পতে ॥৪৯

শিলা-পাদপবর্ষাণি তস্য মূর্দ্ধ্নি ববর্ষ হ।
স প্রচিচ্ছেদ তান্ সর্বান্ বিভেদ চ পুনঃ শিলাঃ ॥৫০

কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমান্ বালিপুত্রসমীরিতান্।
আপতন্তঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভো বানরযূথপম্ ॥৫১

ভ্রুবৌ বিব্যাধ বাণাভ্যামুল্কাভ্যামিব কুঞ্জরম্।
তস্য সুস্রাব রুধিরং পিহিতে চাস্য লোচনে ॥৫২

অঙ্গদঃ পাণিনা নেত্রে পিধায় রুধিরোক্ষিতে।
সালমাসন্নমেকেন পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥৫৩

সম্পীড্যোরসি সস্কন্ধং করেণাভিনিবেশ্য চ।
কিঞ্চিদভ্যবনম্যৈনমুন্মমাথ মহারণে ॥৫৪

তমিন্দ্রকেতুপ্রতিমং বৃক্ষং মন্দরসন্নিভম্।
সমুৎসৃজত বেগেন মিষতাং সর্বরক্ষসাম্ ॥৫৫

ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সেই কুম্ভ ধনুর্ধারণপূর্বক সুসমাহিত চিত্তে দেহবিদারক সর্পতুল্য বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিল।৩৯

তাহার বাণসমন্বিত উত্তম ধনু বিদ্যুৎ ও ঐরাবত প্রভাসম্বলিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪০

তিনি আকর্ণধনু আকর্ষণপূর্বক সুবর্ণপুঙ্খ-পত্রশোভিত বাণে দ্বিবিদকে প্রহার করিলে ত্রিকূটপর্বততুল্য বানরবীর দ্বিবিদ সেই প্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া পদদ্বয় বিস্তৃত করত বিহ্বল হইয়া পড়িল।৪১-৪২

মৈন্দও ভ্রাতাকে মহাযুদ্ধে বিহ্বল দেখিয়া একটি বিশাল শিলা গ্রহণপূর্বক কুম্ভাভিমুখে ধাবিত হইল।৪৩

মহাবল মৈন্দকর্তৃক কুম্ভের প্রতি সেই প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে মহাবল কুম্ভ হাসিতে হাসিতে পাঁচটি বাণে তাহা কাটিয়া ফেলিল এবং বিষধর সর্পতুল্য সুমুখ অন্য একটি বাণ ধনুতে সন্ধান করিয়া দ্বিবিদাগ্রজ মৈন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল।৪৪-৪৫

বানরযূথপ মৈন্দ মর্মস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইল।৪৬

মহাবল মাতুলদ্বয়কে ব্যথিত দেখিয়া অঙ্গদ ধনুর্ধারী কুম্ভের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৭

তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বীর্য্যবান্ কুম্ভ প্রথমে পাঁচটি ও পরে তিনটি শাণিত লৌহময় বাণ এবং অসংখ্য তোমরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিল মাহুতকর্তৃক হস্তীকে অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ করার ন্যায় বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিল; কিন্তু বালিপুত্র অঙ্গদ কনকভূষিত তীক্ষ্ণ, শাণিত ও অকুণ্ঠধার বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়াও কম্পিত হইল না।৪৮-৪৯

পক্ষান্তরে রাক্ষসের মাথার উপর প্রস্তর ও বৃক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু শ্রীমান্ কুম্ভকর্ণনন্দন কুম্ভ বালিপুত্রনিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া ফেলিল এবং শরদ্বারা শিলাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। অনন্তর বানরযূথপকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া হস্তিপক যেরূপ অঙ্কুশে হস্তীকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ কুম্ভ বাণ দিয়া তাহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিল। নিদারুণ প্রহারে তাহার ভ্রূযুগল হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইল।৫০-৫২

স চিচ্ছেদ শিতৈর্বাণৈঃ সপ্তভিঃ কায়ভেদনৈঃ।
অঙ্গদো বিব্যথেঽভীক্ষ্ণং স পপাত মুমোহ চ ॥৫৬
অঙ্গদং পতিতং দৃষ্ট্বা সীদন্তমিব সাগরে।
দুরাসদং হরিশ্রেষ্ঠা রাঘবায় ন্যবেদয়ন্ ॥৫৭
রামস্তু ব্যথিতং শ্রুত্বা বালিপুত্রং মহাহবে।
ব্যাদিদেশ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববৎপ্রমুখাংস্ততঃ ॥৫৮
তে তু বানরশার্দূলাঃ শ্রুত্বা রামস্য শাসনম্।
অভিপেতুঃ সুসংক্রুদ্ধাঃ কুম্ভমুদ্যতকার্মুকম্ ॥৫৯
ততো দ্রুমশিলাহস্তাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ।
রিরক্ষিষন্তোঽভ্যপতন্নঙ্গদং বানরর্ষভাঃ ॥৬০
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
কুম্ভকর্ণাত্মজং বীরং ক্রুদ্ধাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ ॥৬১
সমীক্ষ্যাপততস্তাংস্তু বাণরেন্দ্রান্ মহাবলান্।
আববার শরৌঘেণ নগেনেব জলাশয়ান্ ॥৬২
তস্য বাণপথং প্রাপ্য ন শেকুরপি বীক্ষিতুম্।
বানরেন্দ্রা মহাত্মানো বেলামিব মহোদধিঃ ॥৬৩
তাংস্তু দৃষ্ট্বা হরিগণান্ শরবৃষ্টিভিরর্দিতান্।
অঙ্গদং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভ্রাতৃজং প্লবগেশ্বরঃ ॥৬৪
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণাত্মজং রণে।
শৈলসানুচরং নাগং বেগবানিব কেসরী ॥৬৫
উৎপাট্য চ মহাবৃক্ষানশ্বকর্ণাদিকান্ বহূন্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষাংশ্চিক্ষেপ স মহাকপিঃ ॥৬৬
তাং ছাদয়ন্তীমাকাশং বৃক্ষবৃষ্টিং দুরাসদাম্।
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ ॥৬৭
অভিলক্ষ্যেণ তীব্রেণ কুম্ভেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আচিতাস্তে দ্রুমা রেজুর্যথা ঘোরাঃ শতঘ্নয়ঃ।
দ্রুমবর্ষস্তু তচ্ছিন্নং দৃষ্ট্বা কুম্ভেন বীর্য্যবান্ ॥৬৮

অঙ্গদ এক হস্তে রক্তাক্ত চক্ষুদ্বয় সমাচ্ছাদিত করিয়া অন্য হস্তে নিকটবর্তী একটি শালবৃক্ষ ধরিল এবং সেই সকন্দ বৃক্ষকে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্বক একহস্তে কিঞ্চিৎ নত করিয়া বৃক্ষটিকে উপড়াইয়া ফেলিল।৫৩-৫৪

অনন্তর মন্দরগিরি ও ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই বৃক্ষ রাক্ষসগণের সম্মুখে সবেগে নিক্ষেপ করিলে কুম্ভকর্ণপুত্র সাতটি কায়ভেদী শাণিত বাণে সেই বৃক্ষটি ছেদন করিল; ইহাতে অঙ্গদের অত্যন্ত ব্যথা উপস্থিত হইল এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৫৫-৫৬

দুর্ধর্ষ সাগরের ন্যায় অঙ্গদকে অবসন্ন হইতে দেখিয়া দলপতিগণ রামসকাশে ইহা নিবেদন করিলে রামচন্দ্র মহাযুদ্ধে বালিপুত্রের অবসন্নতার সংবাদ শুনিয়া জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরবীরদিগকে অঙ্গদের সাহায্যার্থে গমন করিতে আদেশ করিলেন।৫৭-৫৮

রামের আদেশ শ্রবণ করিয়া বানরশার্দূলগণ ক্রোধে উদ্যতকার্মুক কুম্ভের প্রতি ধাবিত হইল।৫৯

ক্রোধে আরক্তচক্ষু বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রস্তর ও বৃক্ষ হস্তে লইয়া অঙ্গদকে রক্ষা করিবার আশায় ধাবিত হইল। জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী বানর সক্রোধে বীর কুম্ভকর্ণনন্দনের প্রতি ছুটিয়া যাইল।৬০-৬১

পর্বতখণ্ডদ্বারা জলপ্রপাতকে আবদ্ধ করার ন্যায় কুম্ভ আগমনকারী বানরেন্দ্রদিগকে বাণসমূহে রুদ্ধ করিল।৬২

তাহার বাণপথে আসিয়া মহাসমুদ্র যেমন তটভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ মহাবল বাণরেন্দ্রগণও তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইল না।৬৩

বানরদিগকে রণমধ্যে বাণবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া বেগবান্ সিংহ যেমন পর্বতসানুচর গজের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ কুম্ভকর্ণপুত্রের প্রতি ধাবিত হইল।৬৪-৬৫

সেই মহাকপি অশ্বকর্ণাদি নানা বৃক্ষ উপড়াইয়া কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৬৬

কুম্ভকর্ণপুত্রও শাণিত বাণসমূহে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আপতিত সেই বৃক্ষসমূহ শীঘ্র কর্তন করিল।৬৭

তখন সেই ছিন্ন বৃক্ষগুলি ঘোররূপ শতঘ্নীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী শ্রীমান্

বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ মহাসত্ত্বো ন বিব্যথে।
স বিধ্যমানঃ সহসা সহমানস্তু তাঞ্ছরান্ ॥৬৯
কুম্ভস্য ধনুরাক্ষিপ্য বভঞ্জেন্দ্রধনুঃপ্রভম্।
অবপ্লুত্য ধনুঃ শীঘ্রং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥৭০
অব্রবীৎ কুপিতঃ কুম্ভং ভগ্নশৃঙ্গমিব দ্বিপম্।
নিকুম্ভাগ্রজ বীর্যন্তে বাণবেগং তদদ্ভুতম্ ॥৭১
সন্নতিশ্চ প্রভাবশ্চ তব বা রাবণস্য বা।
প্রহ্লাদ-বলি-বৃত্রঘ্নকুবেরবরুণোপম ॥৭২
একস্ত্বমনুজাতোঽসি পিতরং বলবত্তরম্।
ত্বামেবৈকং মহাবাহুং শূলহস্তমরিন্দমম্ ॥৭৩
ত্রিদশা নাতিবর্তন্তে জিতেন্দ্রিয়মিবাধয়ঃ।
বিক্রমস্ব মহাবুদ্ধে কর্মাণি মম পশ্য চ ॥৭৪
বরদানাৎ পিতৃব্যস্তে সহতে দেব-দানবান্।
কুম্ভকর্ণস্তু বীর্য্যেণ সহতে চ সুরাসুরান্ ॥৭৫
ধনুষীন্দ্রজিতস্তুল্যঃ প্রতাপে রাবণস্য চ।
ত্বমদ্য রক্ষসাং লোকে শ্রেষ্ঠোঽসি বলবীর্য্যতঃ ॥৭৬
মহাবিমর্দং সমরে ময়া সহ তবাদ্ভুতম্।
অদ্য ভূতানি পশ্যন্তু শক্র-শম্বরয়োরিব ॥৭৭
কৃতমপ্রতিমং কর্ম দর্শিতং চাস্ত্রকৌশলম্।
পতিতা হরিবীরাশ্চ ত্বয়ৈতে ভীমবিক্রমাঃ ॥৭৮
উপালম্ভভয়াচ্চৈব নাসি বীর ময়া হতঃ।
কৃতকর্মপরিশ্রান্তো বিশ্রান্তঃ পশ্য মে বলম্ ॥৭৯
তেন সুগ্রীববাক্যেন সাবমানেন মানিতঃ।
অগ্নেরাজ্যহুতস্যেব তেজস্তস্যাভ্যবর্ধত ॥৮০
ততঃ কুম্ভস্তু সুগ্রীবং বাহুভ্যাং জগৃহে তদা।
গজাবিবাতীতমদৌ নিঃশ্বসন্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥৮১
অন্যোন্যগাত্রগ্রথিতৌ ধর্ষন্তাবিতরেতরম্।
সধূমাং মুখতো জ্বালাং বিসৃজন্তৌ পরিশ্রমাৎ ॥৮২

বানররাজ সেই বৃক্ষগুলি কুম্ভকর্তৃক ছিন্ন দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না; কুম্ভকর্তৃক হঠাৎ বিধ্যমান হইয়া সেই সমস্ত বাণ সহ্য করত তাহার ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনু কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বানররাজ এইরূপ দুষ্করকর্ম সাধনকরত শীঘ্র লম্ফপ্রদানপূর্বক ভগ্নদন্ত হস্তীর ন্যায় কোপান্বিত কুম্ভকে বলিল,—হে নিকুম্ভাগ্রজ! তোমার বীর্য্য ও বাণবেগ অদ্ভুত।৬৮-৭১

তোমার বিনয় ও প্রভাব রাবণের ন্যায়; প্রহ্লাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের ও বরুণের সহিত তোমার উপমা হইতে পারে। একমাত্র তুমিই তোমার বলবত্তর পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যেমন মানসিক ব্যথা জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রুদমনকারী, শূলধারী এবং মহাবাহু তোমার সম্মুখে দেবগণও তোমাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। মহামতে! তুমি অদ্য বিক্রম প্রকাশ কর এবং মহাযুদ্ধে আমার কর্মসকল দেখ।৭২-৭৪

তোমার পিতৃব্য বরদানের ফলে দেবদানবগণের বেগ সহ্য করেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণ শক্তিদ্বারাই সুর ও অসুরদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন।৭৫

তুমি ধনুর্বিদ্যায় ইন্দ্রজিৎসদৃশ ও প্রতাপে রাবণের ন্যায়; আজ তুমিই রাক্ষসমধ্যে বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ।৭৬

ইন্দ্রের সহিত শম্বরাসুরের ন্যায় এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার অদ্ভুত মহাবিমর্দ (ভয়ঙ্কর যুদ্ধ) হইবে, অদ্য প্রাণিগণ তাহা দেখুক।৭৭

তুমি অতুলনীয় কর্ম করিয়াছ এবং অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ; এই ভীমবিক্রম বীর বানরগণ তোমাকর্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে।৭৮

লোকনিন্দাভয়ে এক্ষণই তোমাকে বধ করিতেছি না; তুমি যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ; এখন বিশ্রাম করিয়া আমার শক্তি অবলোকন কর।৭৯

সুগ্রীবের এইরূপ কটুবাক্যে কুম্ভ অপমানিত হইলে তাহার তেজ ঘৃতাহুতিদানে অগ্নির ন্যায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।৮০

অনন্তর কুম্ভও যখন সুগ্রীবকে দুই বাহুতে চাপিয়া

তয়োঃ পাদাভিঘাতাচ্চ নিমগ্না চাভবন্মহী।
ব্যাঘূর্ণিততরঙ্গশ্চ চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ ॥৮৩
ততঃ কুম্ভং সমুৎক্ষিপ্য সুগ্রীবো লবণাম্ভসি।
পাতয়ামাস বেগেন দর্শয়ন্নুদধেস্তলম্ ॥৮৪
ততঃ কুম্ভনিপাতেন জলরাশিঃ সমুত্থিতঃ।
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশো বিসসর্প সমন্ততঃ ॥৮৫
ততঃ কুম্ভঃ সমুৎপত্য সুগ্রীবমভিপাত্য চ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥৮৬
তস্য বর্ম চ পুস্ফোট সংজজ্ঞে চাপি শোণিতম্।
তস্য মুষ্টির্মহাবেগঃ প্রতিজঘ্নেঽস্থিমণ্ডলে ॥৮৭
তস্য বেগেন তত্রাসীৎ তেজঃ প্রজ্বলিতং মহৎ।
বজ্রনিষ্পেষসঞ্জাতা জ্বালা মেরোর্যথা গিরেঃ ॥৮৮
স তত্রাভিহতস্তেন সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ ॥৮৯
অর্চিঃ সহস্রবিকচরবিমণ্ডলবর্চসম্।
স মুষ্টিং পাতয়ামাস কুম্ভস্যোরসি বীর্য্যবান্ ॥৯০
স তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলো ভৃশপীড়িতঃ।
নিপপাত তদা কুম্ভো গতার্চিরিব পাবকঃ ॥৯১
মুষ্টিনাভিহতস্তেন নিপপাতাশু রাক্ষসঃ।
লোহিতাঙ্গ ইবাকাশাদ্ দীপ্তরশ্মির্যদৃচ্ছয়া ॥৯২
কুম্ভস্য পততো রূপং ভগ্নস্যোরসি মুষ্টিনা।
বভৌ রুদ্রাভিপন্নস্য যথা রূপং গবাং পতেঃ ॥৯৩
তস্মিন্ হতে ভীমপরাক্রমেণ
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
মহী সশৈলা সবনা চচাল
ভয়ঞ্চ রক্ষাংস্যধিকং বিবেশ ॥৯৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ধরিল, তখন তাহারা উভয়ই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।৮১

পরস্পর গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করাতে পরিশ্রমে উভয়ের মুখ হইতে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল।৮২

তাহাদের পদাঘাতে যুদ্ধক্ষেত্র নিমগ্ন এবং তরঙ্গ ঘূর্ণিত হওয়ায় সাগরও ক্ষুভিত হইল।৮৩

অনন্তর সুগ্রীব কুম্ভকে গ্রহণপূর্বক যেন সমুদ্রের তলদেশ দেখাইবার জন্য বেগে লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।৮৪

তখন কুম্ভের পতনে জলরাশি বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বতের ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।৮৫

তখন কুম্ভ জল হইতে উঠিয়া সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হইয়া ক্রোধভরে সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিলে বেগপ্রসূত সেই মুষ্টি সুগ্রীবের চর্ম ভেদ করিয়া অস্থিমণ্ডলে আঘাত করিল; ফলে রক্তনির্গত হইতে লাগিল।৮৬-৮৭

বজ্রনিষ্পেষণে সুমেরু-পর্বত হইতে উত্থিত অগ্নিজ্বালার ন্যায় সেই মুষ্টির বেগে সুমহৎ তেজ প্রজ্বলিত হইল।৮৮-৮৯

মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাহার নিকট হইতে এইরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কিরণে প্রকাশিত সহস্র সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী বজ্রকল্প মুষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া কুম্ভের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।৯০

তখন কুম্ভ সেই প্রহারে অত্যন্ত তাড়িত ও বিহ্বল হইয়া অনলবৎ ভূতলে পতিত হইল; মনে হইল যেন প্রদীপ্ত মঙ্গল গ্রহ আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত হইল। সেই সময় মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া নিপতিত কুম্ভ রুদ্রাভিভূত সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।৯১-৯৩

ভীমপরাক্রম বানররাজহস্তে এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভ নিহত হইলে পর্বত এবং বনভূমিসহ বসুমতী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং রাক্ষসগণের মনে অধিক ভয় প্রবেশ করিল।৯৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[হনুমতা নিকুম্ভস্য হননম্]

নিকুম্ভো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবেণ নিপাতিতম্ ।
প্রদহন্নিব কোপেন বানরেন্দ্রমুদৈক্ষত ॥১
ততঃ স্রগ্দামসন্নদ্ধং দত্তপঞ্চাঙ্গুলং শুভম্ ।
আদদে পরিঘং বীরো মহেন্দ্রশিখরোপমম্ ॥২
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তং বজ্রবিদ্রুমভূষিতম্ ।
যমদণ্ডোপমং ভীমং রক্ষসাং ভয়নাশনম্ ॥৩
তমাবিধ্য মহাতেজাঃ শক্রধ্বজসমৌজসম্ ।
নিননাদ বিবৃত্তাস্যো নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ ॥৪
উরোগতেন নিষ্কেণ ভুজস্থৈরঙ্গদৈরপি ।
কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ চিত্রাভ্যাং মালয়া চ স চিত্রয়া ॥৫
নিকুম্ভো ভূষণৈর্ভাতি তেন স্ম পরিঘেণ চ ।
যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্ ॥৬
পরিঘাগ্রেণ পুস্ফোট বাতগ্রন্থির্মহাত্মনঃ ।
প্রজজ্বাল সঘোষশ্চ বিধূম ইব পাবকঃ ॥৭
নগর্যা বিটপাবত্যা গন্ধর্বভবনোত্তমৈঃ ।
সতারাগণনক্ষত্রং সচন্দ্র-সমহাগ্রহম্ ॥৮
নিকুম্ভপরিঘাঘূর্ণং ভ্রমতীব নভঃস্থলম্ ।
দুরাসদশ্চ সঞ্জজ্ঞে পরিঘাভরণপ্রভঃ ।
ক্রোধেন্ধনো নিকুম্ভাগ্নির্যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥৯
রাক্ষসা বানরাশ্চাপি ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ ।
হনুমাংস্তু বিবৃত্যোরস্তস্থৌ প্রমুখতো বলী ॥১০
পরিঘোপমবাহুস্তু পরিঘং ভাস্করপ্রভম্ ।
বলী বলবতস্তস্য পাতয়ামাস বক্ষসি ॥১১
স্থিরে তস্যোরসি ব্যূঢ়ে পরিঘঃ শতধা কৃতঃ ।
বিকীর্য্যমাণঃ সহসা উল্কাশতমিবাম্বরে ॥১২
স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল মহাকপিঃ ।
পরিঘেণ সমাধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ ॥১৩

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[হনুমান্‌কর্তৃক নিকুম্ভবধ ।]

ভ্রাতাকে সুগ্রীবকর্তৃক নিপতিত দেখিয়া নিকুম্ভ ক্রোধে যেন বানরেন্দ্রকে দগ্ধ করিবার জন্য দেখিতে লাগিল ।১

অনন্তর সে ভীষণ পরিঘ ধারণ করিল। সেই পরিঘ মাল্যদামজড়িত, পঞ্চাঙ্গুলি প্রমাণ সুবর্ণ পট্টখচিত, হীরকপ্রবালে ভূষিত, দেখিতে যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ এবং রাক্ষসদিগের ভয়নাশক ।২-৩

ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজোবশিষ্ট ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণপূর্বক মহাতেজস্বী ভীমবিক্রম নিকুম্ভ বদন ব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিল ।৪

তাহার বক্ষঃস্থলে নিষ্ক, করযুগলে অঙ্গদ, কর্ণে মনোহর কুণ্ডলদ্বয়, গলদেশে বিচিত্র মাল্য থাকায় বিদ্যুদ্দামজড়িত গর্জনকারী মেঘ যেরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায়, সেও বিচিত্র ভূষণে ও পরিঘাস্ত্রে সেইরূপ শোভিত হইল ।৫-৬

বিশালদেহ রাক্ষস সেই পরিঘের অগ্রভাগ প্রবহ আবহাদি সপ্ত বায়ুপথ ভেদ করিয়া উঠিল এবং শব্দায়মান ধূমহীন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল ।৭

নিকুম্ভের সেই পরিঘঘূর্ণনে বিটপাবতী নগরী (অলকাপুরী), উত্তম গন্ধর্বভবন, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্রমা এবং মহাগ্রহসমন্বিত নভোমণ্ডল যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ।৮

পরিঘস্থিত আভরণসমূহের এইরূপ প্রভা সমুত্থিত হইল যে, ক্রোধরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সন্দীপিত নিকুম্ভরূপ অগ্নি প্রলয়কালীন অনলের তুল্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।৯

রাক্ষস ও বানরগণ তখন ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেবল বলশালী হনুমান্ নিজের বক্ষঃস্থল বিবৃত করিয়া অগ্রসর হইল ।১০

স তথাভিহতস্তেন হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বলেনাতিমহাবলঃ ॥১৪
তমুদ্যম্য মহাতেজা নিকুম্ভোরসি বীর্য্যবান্।
অভিচিক্ষেপ বেগেন বেগবান্ বায়ুবিক্রমঃ ॥১৫
তত্র পুস্ফোট বর্মাস্য প্রসুস্রাব চ শোণিতম্।
মুষ্টিনা তেন সঞ্জজ্ঞে মেঘে বিদ্যুদিবোত্থিতা ॥১৬
স তু তেন প্রহারেণ নিকুম্ভো বিচচাল চ।
স্বস্থশ্চাপি নিজগ্রাহ হনুমন্তং মহাবলম্ ॥১৭
চুক্রুশুশ্চ তদা সংখ্যে ভীমং লঙ্কানিবাসিনঃ।
নিকুম্ভেনোদ্যতং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং মহাবলম্ ॥১৮
স তথা হ্রিয়মাণোঽপি হনূমাংস্তেন রক্ষসা।
আজঘানানিলসুতো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥১৯
আত্মানং মোক্ষয়িত্বাথ ক্ষিতাবভ্যবপদ্যত।
হনুমানুন্মমাথাশু নিকুম্ভং মারুতাত্মজঃ ॥২০
নিক্ষিপ্য পরমায়ত্তো নিকুম্ভং নিষ্পিপেষ চ।
উৎপত্য চাস্য বেগেন পপাতোরসি বেগবান্ ॥২১
পরিগৃহ্য চ বাহুভ্যাং পরিবৃত্য শিরোধরাম্।
উৎপাটয়ামাস শিরো ভৈরবং নদতো মহৎ ॥২২
অথ নিনদতি সাদিতে নিকুম্ভে
পবনসুতেন রণে বভুব যুদ্ধম্।
দশরথসুত-রাক্ষসেন্দ্রসূন্বো-
র্ভৃশতরমাগতরোষয়োঃ সুভীমম্ ॥২৩
ব্যপেতে তু জীবে নিকুম্ভস্য হৃষ্টা
বিনেদুঃ প্লবঙ্গা দিশঃ সস্বনুশ্চ।
চচালেব চোর্বী পপাতেব সা দ্যৌ-
র্বলং রাক্ষসানাং ভয়ং চাবিবেশ ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বলবান্ হনুমানের বক্ষঃস্থলে পরিঘতুল্যবাহুযুক্ত নিকুম্ভ সূর্য্যপ্রভ সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিল।১১

তাহার বিশালবক্ষে পরিঘ পতিত হইবামাত্র শতধা ভগ্ন হইল এবং আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।১২

মহাকপি হনুমান্ ঐ পরিঘের আঘাতে ভূমিকম্পে পর্বতের ন্যায় বিচলিত হইল না।১৩

মহাকপি মহাবল পবননন্দন তৎকর্তৃক অভিহত হইয়াও সবলে মুষ্টি ঘুরাইতে লাগিল।১৪

তারপর ঐ মুষ্টি উদ্যত করিয়া বায়ুতুল্য পরাক্রমী বেগবান্ হনুমান্ সবেগে নিকুম্ভের বক্ষে আঘাত করিল। নিকুম্ভের বর্ম সেই মুষ্টির আঘাতে ফাটিয়া গেল। তাহা হইতে রক্তধারা নির্গত হইতে থাকিলে মনে হইল যেন মেঘ হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে।১৫-১৬

সেই প্রহারে বিচলিত নিকুম্ভ পরে স্বস্থ হইয়া মহাবল হনুমানকে আক্রমণ করত ধরিয়া ফেলিল।১৭

নিকুম্ভকর্তৃক মহাবল হনুমান্‌কে গৃহীত দেখিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ (বিজয়সূচক) ভয়ঙ্কর রব করিয়া উঠিল। সেই রাক্ষসকর্তৃক গৃহীত হইয়াও পবননন্দন হনুমান্ বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে আহত করিয়া নিজেকে মুক্ত করিল এবং লম্ফপ্রদানপূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া নিকুম্ভকে পীড়ন করিতে লাগিল।১৮-২০

বেগশালী বীর ক্রোধে নিকুম্ভকে মাটিতে ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ পেষণপূর্বক লম্ফ দিয়া সবেগে তাহারা বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিল; হনুমান্ ভীষণ গর্জন করত দুইহস্তে রাক্ষস নিকুম্ভকে গ্রহণপূর্বক তাহার গলদেশ ঘুরাইয়া বিশাল মস্তক উৎপাটিত করিল।২১-২২

অনন্তর যুদ্ধে পবননন্দনকর্তৃক গর্জনকারী নিকুম্ভ নিহত হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দশরথনন্দন রামচন্দ্র ও রাক্ষসেন্দ্রপুত্র মকরাক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নিকুম্ভ নিহত হইলে বানরগণের সিংহনাদে সমস্ত দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; পৃথিবী যেন চঞ্চল ও আকাশ যেন পতিত হইল এবং রাক্ষসসেনাগণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাবণানুজ্ঞয়া মকরাক্ষস্য যুদ্ধে গমনম্।]

নিকুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা কুম্ভঞ্চ বিনিপাতিতম্।
রাবণঃ পরমামর্ষী প্রজজ্বালানলো যথা ॥১
নৈর্ঋতঃ ক্রোধ-শোকাভ্যাং দ্বাভ্যাস্তু পরিমূর্চ্ছিতঃ।
খরপুত্রং বিশালাক্ষং মকরাক্ষমচোদয়ৎ ॥২
গচ্ছ পুত্র ময়াজ্ঞপ্তো বলেনাভিসমন্বিতঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব জহি তৌ সবনৌকসৌ ॥৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শূরমানী খরাত্মজঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো মকরাক্ষো নিশাচরম্ ॥৪
সোঽভিবাদ্য দশগ্রীবং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নির্জগাম গৃহাচ্ছুভ্রাদ্ রাবণস্যাজ্ঞয়া বলী ॥৫
সমীপস্থং বলাধ্যক্ষং খরপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ।
রথমানীয়তাং তূর্ণং সৈন্যং ত্বানীয়তাং ত্বরাৎ ॥৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো নিশাচরঃ।
স্যন্দনঞ্চ বলঞ্চৈব সমীপং প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭
প্রদক্ষিণং রথং কৃত্বা সমারুহ্য নিশাচরঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং বৈ রথমাবহ ॥৮
অথ তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ মকরাক্ষোঽব্রবীদিদম্।
যূয়ং সর্বে প্রযুধ্যধ্বং পুরস্তান্মম রাক্ষসাঃ ॥৯
অহং রাক্ষসরাজেন রাবণেন মহাত্মনা।
আজ্ঞপ্তঃ সমরে হন্তুং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১০
অদ্য রামং বধিষ্যামি লক্ষ্মণঞ্চ নিশাচরাঃ।
শাখামৃগঞ্চ সুগ্রীবং বানরাংশ্চ শরোত্তমৈঃ ॥১১
অদ্য শূলনিপাতৈশ্চ বানরাণাং মহাচমূম্।
প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তাং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ ॥১২
মকরাক্ষস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তে নিশাচরাঃ।
সর্বে নানায়ুধোপেতা বলবন্তঃ সমাহিতাঃ ॥১৩
তে কামরূপিণঃ ক্রূরা দংষ্ট্রিণঃ পিঙ্গলেক্ষণাঃ।
মাতঙ্গা ইব নর্দন্তো ধ্বস্তকেশা ভয়াবহাঃ ॥১৪

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

[রাবণের আজ্ঞায় মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন।]

নিকুম্ভ ও কুম্ভের নিধনবার্তা জ্ঞাত হইয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে ও শোকে অধীর হইয়া রাক্ষসরাজ খরনন্দন বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে বলিল,—বৎস! আমার আজ্ঞায় তুমি বিপুলসেনাদ্বারা পরিবৃত হইয়া রণক্ষেত্রে গমনপূর্বক বানরগণসহ সেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বধ কর।১-৩

বীরাভিমানী হৃষ্ট খরনন্দন রাক্ষস মকরাক্ষ রাবণের কথা শ্রবণ করত 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিল এবং রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক তাহার আদেশে শুভ্রবর্ণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সমীপস্থ বলাধ্যক্ষকে বলিল,—শীঘ্র আমার রথ ও সেনাগণকে আনয়ন কর।৪-৬

আদেশপ্রাপ্তমাত্রই নিশাচর বলাধ্যক্ষ রথ ও সৈন্যগণকে তাহার নিকট আনয়ন করিলে রাক্ষস মকরাক্ষ প্রদক্ষিণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে শীঘ্র রথ চালাইতে আদেশ করিল।৭-৮

অনন্তর মকরাক্ষ রাক্ষসদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।৯

যুদ্ধে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।১০

হে নিশাচরগণ! উত্তম বাণসমূহে অদ্য আমি রাম, লক্ষ্মণ এবং শাখামৃগ সুগ্রীবকে বধ করিব। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ আমিও অদ্য শূলপ্রহারে বিপুল বানরসৈন্য দগ্ধ করিব।১১-১২

সেই বলবান্ রাক্ষসগণ মকরাক্ষের সেই কথা

পরিবার্য্য মহাকায়া মহাকায়ং খরাত্মজম্।
অভিজগ্মুস্ততো হৃষ্টাশ্চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১৫
শঙ্খভেরীসহস্রাণামাহতানাং সমন্ততঃ।
ক্ষ্বেলিতাস্ফোটিতানাঞ্চ তত্র শব্দো মহানভূৎ ॥১৬
প্রভ্রষ্টোঽথ করাত্তস্য প্রতোদঃ সারথেস্তদা।
পপাত সহসা দৈবাদ্ ধ্বজস্তস্য তু রক্ষসঃ ॥১৭
তস্য তে রথসংযুক্তা হয়া বিক্রমবর্জিতাঃ।
চরণৈরাকুলৈর্গত্বা দীনাঃ সাস্রমুখা যযুঃ ॥১৮
প্রবাতি পবনস্তস্মিন্ সপাংসুঃ খরদারুণঃ।
নির্যাণে তস্য রৌদ্রস্য মকরাক্ষস্য দুর্মতেঃ ॥১৯
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি রাক্ষসা বীর্য্যবত্তমাঃ।
অচিন্ত্য নির্গতাঃ সর্বে যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২০
ঘনগজমহিষাঙ্গতুল্যবর্ণাঃ
সমরমুখেষ্বসকৃদ্গদাসিভিন্নাঃ।
অহমহমিতি যুদ্ধকৌশলাস্তে
রজনিচরাঃ পরিবভ্রমুর্মুহুস্তে ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

শুনিয়া একাগ্রচিত্তে নানাবিধ অস্ত্রধারণ করত যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইল।১৩

তাহারা কামরূপী, ক্রূরস্বভাব ও পিঙ্গলনেত্র; উহাদের দন্ত অতি ভীষণ, কেশজাল আলুলায়িত। বিশালবপু রাক্ষসগণ মহাকায় খরপুত্রকে বেষ্টন করিয়া হস্তীর ন্যায় পরমানন্দে গর্জন ও পৃথ্বীকে কম্পিত করিতে করিতে চলিল।১৪-১৫

সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরী বাজিয়া উঠিল; সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সহসা মকরাক্ষের সারথীর হস্ত হইতে কশা স্খলিত হইল। তাহার রথসংযোজিত অশ্বসমূহের বিক্রম ব্যত্যয় ঘটিল এবং দৈবাৎ রথধ্বজও ভূপতিত হইল। দুষ্টবুদ্ধি ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রাকালীন ধূলিপটলসংযুক্ত রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।১৬-১৯

সেই দুর্নিমিত্তসকল দেখিয়াও এবং তদ্বিষয়ে চিন্তা না করিয়া বীর্য্যবত্তম রাক্ষসগণ যে স্থানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে গমন করিল। সেই রাক্ষসগণের বর্ণ মেঘ, মহিষ ও মাতঙ্গের তুল্য, তাহাদের দেহে খড়্গ ও গদার অনেক চিহ্ন বর্তমান। যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ রাক্ষসগণ আমি, আমিই আগে যুদ্ধ করিব—এইরূপ বলিয়া পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল।২০-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচন্দ্রেণ মকরাক্ষস্য বধঃ]

নির্গতং মকরাক্ষং তে দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ।
আপ্লুত্য সহসা সর্বে যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ ॥১
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহৎ তদ্ যুদ্ধং লোমহর্ষণম্।
নিশাচরৈঃ প্লবঙ্গানাং দেবানাং দানবৈরিব ॥২
বৃক্ষশূলনিপাতৈশ্চ গদাপরিঘপাতনৈঃ।
অন্যোন্যং মর্দয়ন্তি স্ম তদা কপিনিশাচরাঃ ॥৩
শক্তিখড়্গগদাকুন্তৈস্তোমরৈশ্চ নিশাচরাঃ।
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণপাতৈঃ সমন্ততঃ ॥৪
পাশমুদ্গরদণ্ডৈশ্চ নির্ঘাতৈশ্চাপরৈস্তথা।
কদনং কপিসিংহানাং চক্রুস্তে রজনীচরাঃ ॥৫
বাণৌঘৈরর্দিতাশ্চাপি খরপুত্রেণ বানরাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে দুদ্রুবুর্ভয়পীড়িতাঃ ॥৬
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে দ্রবমাণান্ বনৌকসঃ।
নেদুস্তে সিংহবদ্ দৃপ্তা রাক্ষসা জিতকাশিনঃ ॥৭

বিদ্রবৎসু তদা তেষু বানরেষু সমন্ততঃ।
রামস্তান্ বারয়ামাস শরবর্ষেণ রাক্ষসান্ ॥৮
বারিতান্ রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
কোপানলসমাবিষ্টো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৯
তিষ্ঠ রাম ময়া সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং ভবিষ্যতি।
ত্যাজয়িষ্যামি তে প্রাণান্
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥১০
যৎ তদা দণ্ডকারণ্যে পিতরং হতবান্ মম।
তদগ্রতঃ স্বকর্মস্থং স্মৃত্বা রোষোঽভিবর্ধতে ॥১১
দহ্যন্তে ভৃশমঙ্গানি দুরাত্মন্ মম রাঘব।
যন্ময়াসি ন দৃষ্টস্ত্বং তস্মিন্ কালে মহাবনে ॥১২
দিষ্ট্যাসি দর্শনং রাম মম ত্বং প্রাপ্তবানিহ।
কাঙ্ক্ষিতোঽসি ক্ষুধার্তস্য সিংহস্যেবেতরো মৃগঃ ॥১৩

ঊনাশীতিতম সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্রকৃত মকরাক্ষ বধ।]

বানরবীরগণ মকরাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সহসা লম্ফপ্রদানপূর্বক যুদ্ধকামনায় অবস্থান করিল।১

অনন্তর দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় রাক্ষসদের সহিত বানরগণের ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৃক্ষ, শূল, গদা, পরিঘ ইত্যাদি অস্ত্রপ্রহারে বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল।২-৩

শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপে ও প্রহারে এবং পাশ, মুদ্গর, দণ্ড ও অপরাপর নানা অস্ত্রে রাক্ষসগণ বানরবীরগণকে পীড়ন করিতে লাগিল।৪-৫

বানরগণ খরপুত্রের বাণে এই ভাবে পীড়িত হইয়া সসম্ভ্রমে পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণবিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল।৬-৭

রামচন্দ্র বানরদিগকে এইরূপে চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া বাণবর্ষণে রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। নিশাচর মকরাক্ষ রাক্ষসদিগকে নিবারিত হইতে দেখিয়া কোপানলে সমাবিষ্ট হইয়া বলিল,—হে রাম! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্বক আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; ধনুর্মুক্ত শাণিতবাণে তোমার প্রাণ ত্যাগ করাইব।৮-১০

পূর্বে দণ্ডকবনে তুমি আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তোমার উপর আমার যে ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখন তোমাকে আমার সম্মুখে স্বকর্মে নিরত দেখিয়া বর্ধিত হইতেছে।১১

হে দুরাত্মন্! তৎকালে সেই মহাবনে তুমি যে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, তাহাতে আমার অঙ্গসমূহ অত্যন্ত সন্তাপ দিতেছে।১২

হে রাম! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ; ক্ষুধার্ত সিংহসমীপে ইতর

অদ্য মদ্বাণবেগেন প্রেতরাড্‌বিষয়ং গতঃ।
যে ত্বয়া নিহতাঃ শূরাঃ সহ তৈশ্চ বসিষ্যসি ॥১৪
বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু রাম বচো মম।
পশ্যন্তু সকলা লোকাস্ত্বাং মাঞ্চৈব রণাজিরে ॥১৫
অস্ত্রৈর্বা গদয়া বাপি বাহুভ্যাং বা রণাজিরে।
অভ্যস্তং যেন বা রাম বর্ত্ততাং তেন বা মৃধম্ ॥১৬
মকরাক্ষবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যমুত্তরোত্তরবাদিনম্ ॥১৭
কত্থসে কিং বৃথা রক্ষো বহূন্যসদৃশানি তে।
ন রণে শক্যতে জেতুং বিনা যুদ্ধেন বাগ্বলাৎ ॥১৮
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ত্বৎপিতা চ যঃ।
ত্রিশিরা দূষণশ্চাপি দণ্ডকে নিহতো ময়া ॥১৯
স্বাশিতাশ্চাপি মাংসেন গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যদ্য বৈ পাপ তীক্ষ্ণতুণ্ডনখাঙ্কুশাঃ ॥২০
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু মকরাক্ষো মহাবলঃ।
বাণৌঘানমুচৎ তস্মৈ রাঘবায় রণাজিরে ॥২১
তাঞ্ছরাঞ্ছরবর্ষেণ রামশ্চিচ্ছেদ নৈকধা।
নিপেতুর্ভুবি বিচ্ছিন্না রুক্মপুঙ্খাঃ সহস্রশঃ ॥২২
তদ্ যুদ্ধমভবৎ তত্র সমেত্যান্যোন্যমোজসা।
খররাক্ষসপুত্রস্য সূনোর্দশরথস্য চ ॥২৩
জীমূতয়োরিবাকাশে শব্দো জ্যাতলয়োরিব।
ধনুর্মুক্তঃ স্বনোঽন্যোন্যং শ্রূয়তে চ রণাজিরে ॥২৪
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ।
অন্তরিক্ষগতাঃ সর্বে দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২৫
বিদ্ধমন্যোন্যগাত্রেষু দ্বিগুণং বর্ধতে বলম্।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং কুরুতাং তৌ রণাজিরে ॥২৬
রামমুক্তাংস্তু বাণৌঘান্ রাক্ষসস্ত্বচ্ছিনদ্ রণে।
রক্ষোমুক্তাংস্তু রামো বৈ নৈকধা প্রাচ্ছিনচ্ছরৈঃ ॥২৭
বাণৌঘবিততাঃ সর্বা দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
সঞ্ছন্না বসুধা চৈব সমন্তান্ন প্রকাশতে ॥২৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে।
অষ্টাভিরথ নারাচৈঃ সূতং বিব্যাধ রাঘবঃ ॥২৯

মৃগবৎ তুমি আমার আকাঙ্ক্ষিত। তুমি যে বীরগণকে সংহার করিয়াছ, অদ্য আমার শরে যমালয়ে নীত হইয়া তুমিও তাহাদের সহিত বাস করিবে।১৩-১৪

রাম! বহু বাক্যের প্রয়োজন নাই; আমার কথা শ্রবণ কর; অদ্য সমস্ত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার ও আমার মধ্যে যুদ্ধ দর্শন করুক।১৫

হে রাম! অস্ত্র, গদা, বাহু অথবা অন্য যে প্রকার যুদ্ধে তোমার বিশেষ অভ্যাস আছে, অদ্য তাহা দিয়াই যুদ্ধ কর। দশরথাত্মজ রাম মকরাক্ষের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তরোত্তরের কথায় পটু রাক্ষসকে বলিলেন।১৬-১৭

হে নিশাচর! এরূপ বহু অসদৃশ কথা বলিয়া কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? যুদ্ধ না করিয়া কেবল জয়লাভ করিতে পারিবে না। দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সহ তোমার পিতা (খর), ত্রিশিরা ও দূষণ আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে।১৮-১৯

হে পাপ! অদ্য তীক্ষ্ণমুখ ও অঙ্কুশতুল্য নখবিশিষ্ট গৃধ্র (শকুনি), গোমায়ু (শৃগাল) ও কাক তোমার মাংস ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।২০

রাঘব এই কথা বলিলে মহাবল মকরাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে রামের প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রাম বাণবর্ষণে সেই বাণগুলি বহুভাবে কাটিয়া ফেলিলে স্বর্ণপত্র সহস্র বাণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২১-২২

এইরূপে দশরথপুত্র রাম ও খরনন্দন মকরাক্ষ পরস্পর স্পর্ধা সহকারে মিলিত হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

তৎকালে সেই রণক্ষেত্রে মেঘগর্জনের ন্যায় উভয়ের জ্যা-ঘর্ষণ শ্রুত হইতে লাগিল। দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহাসর্পগণ সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন।২৪-২৫

অস্ত্রাঘাতে উভয়ের দেহ যতই বিদ্ধ হইতে লাগিল,

ভিত্ত্বা রথং শরৈ রামো হত্বা অশ্বানপাতয়ৎ।
বিরথো বসুধাস্থঃ স মকরাক্ষো নিশাচরঃ ॥৩০
তত্তিষ্ঠদ্ বসুধাং রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥৩১
দুরবাপং মহচ্ছূলং রুদ্রদত্তং ভয়ঙ্করম্।
জাজ্বল্যমানমাকাশে সংহারাস্ত্রমিবাপরম্ ॥৩২
যং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ।
বিভ্রাম্য চ মহচ্ছূলং প্রজ্বলন্তং নিশাচরঃ ॥৩৩
স ক্রোধাৎ প্রাহিণোৎ তস্মৈ রাঘবায় মহাহবে।
তমাপতন্তং জ্বলিতং খরপুত্রকরাচ্চ্যুতম্ ॥৩৪
বাণৈশ্চতুর্ভিরাকাশে শূলং চিচ্ছেদ রাঘবঃ।
স ভিন্নো নৈকধা শূলো দিব্যহাটকমণ্ডিতঃ ॥
ব্যশীর্যত মহোল্কেব রামবাণার্দিতো ভুবি ॥৩৫
তচ্ছূলং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি ব্যাহরন্তি নভোগতাঃ ॥৩৬

তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূলং মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
মুষ্টিমুদ্যম্য কাকুৎস্থং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥৩৭
স তং দৃষ্ট্বা পতন্তন্তু প্রহস্য রঘুনন্দনঃ।
পাবকাস্ত্রং ততো রামঃ সন্দধে তু শরাসনে ॥৩৮
তেনাস্ত্রেণ হতং রক্ষঃ কাকুৎস্থেন তদা রণে।
সঞ্ছিন্নহৃদয়ং তত্র পপাত চ মমার চ ॥৩৯
দৃষ্ট্বা তে রাক্ষসাঃ সর্বে মকরাক্ষস্য পাতনম্।
লঙ্কামেব প্রধাবন্ত রামবাণভয়ার্দিতাঃ ॥৪০
দশরথনৃপসূনুবাণবেগৈ
রজনিচরং নিহতং খরাত্মজং তম্।
প্রদদৃশুরথ দেবতাঃ প্রহৃষ্টা
গিরিমিব বজ্রহতং যথা বিকীর্ণম্ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

উভয়ের সামর্থ্যও ততই বাড়িতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাম যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মকরাক্ষ সেই বাণগুলি কাটিয়া ফেলিল এবং রাক্ষস মকরাক্ষের বাণসমূহও রামচন্দ্র বাণে কাটিয়া ফেলিলেন। সমস্ত দিক্ এবং প্রদিক্ বানরাদিতে আচ্ছন্ন হইল; বসুধা এবং অন্তরীক্ষ লোক সর্বত্র অপ্রকাশ হইয়া পড়িল।২৬-২৮

অনন্তর মহাবাহু রাম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের ধনুশ্ছেদন পূর্বক আটটি নারাচবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং বাণসমূহে রথবিদ্ধ করিয়া অশ্বগুলি নিপাতিত করিলেন; সেই সময় নিশাচর মকরাক্ষ বিরথ হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইল।২৯-৩০

তখন রাক্ষস যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সর্বজীবের ত্রাস উৎপাদক শূল গ্রহণ করিল। দুর্লভ রুদ্রদত্ত সেই মহাশূল অপর সংহারাস্ত্ররূপে আকাশে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। যে শূল দেখিয়া সমস্ত দেবতা ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিলেন, সেই জ্বলন্ত মহাশূল ঘুরাইয়া সেই নিশাচর মকরাক্ষ ক্রোধে মহাত্মা রাঘবের প্রতি নিক্ষেপ করিলে খরপুত্রের করবিমুক্ত সেই প্রজ্বলিত শূল দেখিয়া রামচন্দ্র শূন্য পথেই চারিটি বাণে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। তপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত সেই শূল রামবাণে বিখণ্ডিত হইয়া মহাউল্কার ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।৩১-৩৫

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকর্তৃক সেই শূল প্রতিহত দেখিয়া আকাশস্থ প্রাণিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। নিশাচর মকরাক্ষ শূলকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া মুষ্টি উদ্যতপূর্বক রামচন্দ্রকে বলিল,—আচ্ছা, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। রঘুনন্দন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সহাস্যে ধনুতে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শরে রাক্ষস ছিন্নহৃদয় হইয়া ভূপতিত ও হত হইল।৩৬-৩৯

তখন রাক্ষসগণ মকরাক্ষকে নিহত দেখিয়া রামবাণ-ভয়ে কাতর হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল।৪০

দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের হস্তে নিহত খরনন্দন মকরাক্ষকে বজ্রবিদারিত পর্বতের ন্যায় বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাবণানুজ্ঞয়া ইন্দ্রজিতো ঘোরং যুদ্ধম্, তস্য নাশায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরামর্শশ্চ।]

মকরাক্ষং হতং শ্রুত্বা রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো দন্তান্ কটকটায্য চ ॥১
কুপিতশ্চ তদা তত্র কিং কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্।
আদিদেশাথ সংক্রুদ্ধো রণায়েন্দ্রজিতং সুতম্ ॥২
জহি বীর মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অদৃশ্যো দৃশ্যমানো বা সর্বথা ত্বং বলাধিকঃ ॥৩
ত্বমপ্রতিমকর্ম্মাণমিন্দ্রং জয়সি সংযুগে।
কিং পুনর্ম্মানুষৌ দৃষ্ট্বা ন বধিষ্যসি সংযুগে ॥৪
তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রতিগৃহ্য পিতুর্ব্বচঃ।
যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহুবেন্দ্রজিৎ ॥৫
জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ ॥৬
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা ॥৭
সর্বতোঽগ্নিং সমাস্তীর্য্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য সর্বকৃষ্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ ॥৮
সকৃদ্ধোমসমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ।
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং দর্শয়ন্তি চ ॥৯
প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তহাটকসন্নিভঃ।
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ ॥১০
হুত্বাগ্নিং তর্পয়িত্বাথ দেব-দানব-রাক্ষসান্।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠমন্তর্ধানগতং শুভম্ ॥১১
স বাজিভিশ্চতুর্ভিস্তু বাণৈস্তু নিশিতৈর্যুতঃ।
আরোপিতমহাচাপঃ শুশুভে স্যন্দনোত্তমে ॥১২

অশীতিতম সর্গ

[রাবণের আজ্ঞায় ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; ইন্দ্রজিৎ বধের বিষয়ে রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে আলোচনা।]

মকরাক্ষের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করত রণজয়ী রাবণ মহা ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া দন্ত কটমট করিতে লাগিল।১

তখন 'কি করা যায়' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সক্রোধে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধগমনে আদেশ দিয়া বলিল,—হে বীর! সর্বপ্রকারে তুমি বলবান্, সুতরাং দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া মহাশক্তিমান্ ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে বধ কর।২-৩

যাঁহার পরাক্রমের তুলনা হয় না, তুমি সেই ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়াছ; দুইজন মানুষকে দেখিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না? ৪

রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে ইন্দ্রজিৎ পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে যজ্ঞভূমিতে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিতে লাগিল।৫

রাবণপুত্র যেস্থানে হোমকার্য্যে নিরত হইল, সেইস্থানে রক্তোষ্ণীষধারিণী রমণীগণ সসম্ভ্রমে আগমন করিল।৬

সেই যজ্ঞে অস্ত্রসমূহ আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণলৌহনির্মিত স্রুব সমাহৃত হইল। তারপর সতোমর শরপত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া জীবন্ত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ ধরিয়া হোম করিবামাত্র সেই শরপত্র-সমিদ্ধ অগ্নি ধূমহীন হইলেন এবং হুতাশনের সমুজ্জ্বল শিখাসমূহে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনসদৃশ পাবক অতি উজ্জ্বল শিখাসমূহ দ্বারা প্রদক্ষিণাবর্ত্তে উত্থিত হইয়া তাহার আহুতি গ্রহণ করিলেন।৭-১০

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্নিতে আহুতিদানে দেব, দানব ও রাক্ষসগণকে তৃপ্তিদান করিয়া অদৃশ্য শুভ-লক্ষণ উত্তমরথে আরোহণ করিল।১১

সেই সময় অশ্বচতুষ্টয়-সঞ্চালিত ঐ উত্তমরথ সুবিশাল ধনু ও শাণিত বাণসকল স্থাপিত হইয়া

জাজ্বল্যমানো বপুষা তপনীয়পরিচ্ছদঃ।
মৃগৈশ্চন্দ্রার্ধচন্দ্রৈশ্চ স রথঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥১৩
জাম্বুনদমহাকম্বুর্দীপ্তপাবকসন্নিভঃ।
বভূবেন্দ্রজিতঃ কেতুর্বৈদূর্য্যসমলঙ্কৃতঃ ॥১৪
তেন চাদিত্যকল্পেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ পালিতঃ।
স বভূব দুরাধর্ষো রাবণিঃ সুমহাবলঃ ॥১৫
সোঽভিনির্যায় নগরাদিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
হুত্বাগ্নিং রাক্ষসৈর্মন্ত্রৈরন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ ॥১৬
অদ্য হত্বা রণে যৌ তৌ মিথ্যা প্রব্রজিতৌ বনে।
জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণেঽধিকম্ ॥১৭
অদ্য নির্বানরামুর্বীং হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্।
করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥১৮
আপপাতাথ সংক্রুদ্ধো দশগ্রীবেণ চোদিতঃ।
তীক্ষ্ণকার্মুকনারাচৈস্তীক্ষ্ণস্ত্বিন্দ্ররিপু রণে ॥১৯
স দদর্শ মহাবীর্য্যৌ নাগৌ ত্রিশিরসাবিব।
সৃজন্তাবিষুজালানি বীরৌ বানরমধ্যগৌ ॥২০

ইমৌ তাবিতি সঞ্চিন্ত্য সজ্যং কৃত্বা চ কার্মুকম্।
সন্ততানেষুধারাভিঃ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥২১
স তু বৈহায়সরথো যুধি তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অচক্ষুর্বিষয়ে তিষ্ঠন্ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২২
তৌ তস্য শরবেগেন পরীতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ধনুষী সশরে কৃত্বা দিব্যমস্ত্রং প্রচক্রতুঃ ॥২৩
প্রচ্ছাদয়ন্তৌ গগনং শরজালৈর্মহাবলৌ।
তমস্ত্রৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্নৈব পস্পর্শতুঃ শরৈঃ ॥২৪
স হি ধূমান্ধকারঞ্চ চক্রে প্রচ্ছাদয়ন্নভঃ।
দিশশ্চান্তর্দধে শ্রীমান্ নীহারতমসা বৃতঃ ॥২৫
নৈব জ্যাতলনির্ঘোষো ন চ নেমিখুরস্বনঃ।
শুশ্রুবে চরতস্তস্য ন চ রূপং প্রকাশতে ॥২৬
ঘনান্ধকারে তিমিরে শিলাবর্ষমিবাদ্ভুতম্।
স ববর্ষ মহাবাহুর্নারাচশরবৃষ্টিভিঃ ॥২৭
স রামং সূর্যসঙ্কাশৈঃ শরৈর্দত্তবরৈর্ভৃশম্।
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাবণিঃ ॥২৮

শোভিত হইল। জাজ্বল্যমান দেহ এবং তপনীয় পরিচ্ছদযুক্ত সেই রথ অঙ্কিত মৃগ ও অর্ধচন্দ্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিতের সুবর্ণবলয়যুক্ত এবং প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য কেতুও (ধ্বজ) বৈদূর্যমণি দ্বারা সর্বতোভাবে শোভিত হইয়াছিল। সূর্যসদৃশ তেজস্বী সেই রথ ও সমুজ্জ্বল ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় মহাবল রাবণনন্দন সমধিক দুর্ধর্ষ হইল।১২-১৫

অগ্নিতে হোম করত যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া রাক্ষসমন্ত্রবলে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বলিল—অদ্য যুদ্ধে কপট সন্ন্যাসীদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিয়া পিতা রাবণকে উৎকৃষ্ট জয়প্রদান করিব। 'রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অদ্য বানরশূন্য এবং পিতার পরম প্রীতি সম্পাদন করিব,' এই কথা বলিয়াই সে অদৃশ্য হইল। ক্রুদ্ধ দশগ্রীবপ্রেরিত ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রশত্রু তীক্ষ্ণ ধনু ও নারাচ লইয়া রণভূমিতে উপস্থিত হইল এবং বানরগণমধ্যে ত্রিশিরানাগসদৃশ, বাণজালবর্ষণকারী মহাপরাক্রমী বীরদ্বয়কে দেখিল।১৬-২০

অনন্তর ইহারাই রাম-লক্ষ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধনুতে জ্যা-রোপণপূর্বক জলধারাবর্ষণকারী জলধরের ন্যায় বাণধারাবর্ষণে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ করিল। আকাশগামী রথে অবস্থানকারী সেই বীর অদৃশ্যভাবে থাকিয়া যুদ্ধে শাণিত বাণসমূহে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল।২১-২২

রাম-লক্ষ্মণ তাঁহার শরবেগে পরিবেষ্টিত হইয়া ধনুতে বাণ যোজন পূর্বক দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বাণসমূহে আকাশপথ আচ্ছন্ন করিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে নিজেদের বাণে স্পর্শ করিতে পারিলেন না।২৩-২৪

শ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ এরূপভাবে গগনমণ্ডল ধূমান্ধকারে এবং দিক্‌সমূহ নীহারতমসাবৃত করিল যে, সেই সময় তাহার রূপ প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই আকাশচারীর জ্যাতল, রথচক্র বা অশ্বখুরের ধ্বনিপর্য্যন্তও শ্রুতিগোচর হইল না।২৫-২৬

দিঙ্‌মণ্ডল নিবিড়ান্ধকারে আবৃত হইলে মহাবাহু

তৌ হন্যমানৌ নারাচৈর্ধারাভিরিব পর্বতৌ।
হেমপুঙ্খান্নরব্যাঘ্রৌ তিগ্মান্ মুমুচতুঃ শরান্ ॥২৯
অন্তরিক্ষে সমাসাদ্য রাবণিং কঙ্কপত্রিণঃ।
নিকৃত্য পতগা ভূমৌ পেতুস্তে শোণিতাপ্লুতাঃ ॥৩০
অতিমাত্রং শরৌঘেণ দীপ্যমানৌ নরোত্তমৌ।
তানিষূন্ পততো ভল্লৈরনেকৈর্বিচকর্ততুঃ ॥৩১
যতো হি দদৃশাতে তৌ শরান্নিপতিতাঞ্ছিতান্।
ততস্তু তৌ দাশরথী সসৃজাতেঽস্ত্রমুত্তমম্ ॥৩২
রাবণিস্তু দিশঃ সর্বা রথেনাতিরথোঽপতৎ।
বিব্যাধ তৌ দাশরথী লঘ্বস্ত্রো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩৩
তেনাতিবিদ্ধৌ তৌ বীরৌ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুসংহতৈঃ।
বভূবতুর্দাশরথী পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩৪
নাস্য বেগগতিং কশ্চিন্ন চ রূপং ধনুঃ শরান্।
ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্য্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে ॥৩৫
তেন বিদ্ধাশ্চ হরয়ো নিহতাশ্চ গতাসবঃ।
বভূবুঃ শতশস্তত্র পতিতা ধরণীতলে ॥৩৬
লক্ষ্মণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রযোক্ষ্যামি বধার্থং সর্বরক্ষসাম্ ॥৩৭
তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি ॥৩৮
অযুধ্যমানং প্রচ্ছন্নং প্রাঞ্জলিং শরণাগতম্।
পলায়মানং মত্তং বা ন হন্তুং ত্বমিহার্হসি ॥৩৯
তস্যৈব তু বধে যত্নং করিষ্যামি মহাভুজ।
আদেক্ষ্যাবো মহাবেগানস্ত্রানাশীবিষোপমান্ ॥৪০
তমেনং মায়িনং ক্ষুদ্রমন্তর্হিতরথং বলাৎ।
রাক্ষসং নিহনিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ ॥৪১

ইন্দ্রজিৎ প্রস্তরবর্ষণের ন্যায় অদ্ভুত নারাচ ও বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।২৭

ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া রণমধ্যে সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত বাণে রামচন্দ্রের সর্বগাত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল।২৮

বারিধারাপ্লাবিত পর্বতের ন্যায় রামলক্ষ্মণ নারাচসমূহে আহত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ নরদ্বয় স্বর্ণপুঙ্খশোভিত তীক্ষ্ণবাণসমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।২৯

অন্তরিক্ষে ইন্দ্রজিৎসমীপে সেই কঙ্কপত্রযুক্তবাণসমূহ উপস্থিত হইয়া তাহার দেহ ভেদ করত রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল।৩০

ইন্দ্রজিৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অতিমাত্র দীপ্যমান সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ পতনোন্মুখ বাণগুলি অসংখ্য ভল্লদ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন এবং যে স্থান হইতে শাণিত বাণগুলি পতিত হইতেছে দেখিলেন, সেই দিকেই উত্তম বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৩১-৩২

অতিরথ রাবণপুত্র রথ সঞ্চালনপূর্বক নিজ শাণিতবাণে দশরথপুত্রদ্বয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল।৩৩

সর্বাঙ্গে সুবর্ণপুঙ্খ ও অতি দৃঢ় বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দশরথের বীর পুত্রদ্বয় পুষ্পিত দুইটি কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।৩৪

মেঘাবৃত সূর্য্যের গতি যেরূপ অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রজিতের গতি, রূপ, ধনু অথবা বাণ কিছুই কেহ দেখিতে পাইল না।৩৫

তৎকর্তৃক বিদ্ধ শতশত বানর প্রাণ পরিত্যাগ করত হত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রজকে বলিলেন,—আমি রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব; রাম তাহা শুনিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—একজনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষসকে বধ করা উচিত নহে।৩৬-৩৮

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, অঞ্জলিবদ্ধ, শরণাগত, পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে বধ করা উচিত নহে; এই রাক্ষসের বধের নিমিত্ত অদ্য আমরা যত্নবান্ হইয়া বিষধর সর্পতুল্য বেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিব।৩৯-৪০

মায়াশক্তিতে অন্তর্হিত এই মায়াবী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎকে দেখিলে বানরযূথপগণ নিহত করিবে।

যদ্যেষ ভূমিং বিশতে দিবং বা
রসাতলং বাপি নভস্তলং বা।
এবং বিগূঢ়োঽপি মমাস্ত্রদগ্ধঃ
পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসুঃ ॥৪২
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
রঘুপ্রবীরঃ প্লবগর্ষভৈর্বৃতঃ।
বধায় রৌদ্রস্য নৃশংসকর্মণ-
স্তদা মহাত্মা ত্বরিতং নিরীক্ষতে ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

যদি এই ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল অথবা আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাপি আমার অস্ত্রে দগ্ধ ও গতাসু (প্রাণহীন) হইয়া ভূতলে পতিত হইবে।৪১-৪২

এইরূপ মহার্থপূর্ণ বাক্য বলিয়া মহাত্মা রঘুপ্রবীর বানরবীরে পরিবেষ্টিত হইয়া নিষ্ঠুরকর্ম্মা ভয়ানক শত্রুর বধের নিমিত্ত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।৪৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রজিতা মায়াময্যাঃ সীতায়া বধঃ।]

বিজ্ঞায় তু মনস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
স নিবৃত্যাহবাৎ তস্মাৎ প্রবিবেশ পুরং ততঃ ॥১
সোঽনুস্মৃত্য বধং তেষাং রাক্ষসানাং তরস্বিনাম্।
ক্রোধতাম্রেক্ষণঃ শূরো নির্জগামাথ রাবণিঃ ॥২
স পশ্চিমেন দ্বারেণ নির্যযৌ রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
ইন্দ্রজিৎ সুমহাবীর্য্যঃ পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ ॥৩
ইন্দ্রজিত্তু ততো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
রণায়াভ্যুদ্যতৌ বীরৌ মায়াং প্রাদুষ্করোৎ তদা ॥৪
ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥৫
মোহনার্থন্তু সর্ব্বেষাং বুদ্ধিং কৃত্বা সুদুর্মতিঃ।
হন্তুং সীতাং ব্যবসিতো বানরাভিমুখো যযৌ ॥৬

একাশীতিতম সর্গ

[ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াময়ী সীতাবধ।]

মহাত্মা রাঘবের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিল।১

কিন্তু বীর রাবণি (রাবণপুত্র) বেগবান্ রাক্ষসগণের নিধনের কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে আরক্তলোচনে পুরী হইতে নির্গত হইল।২

অনন্তর পুলস্ত্যবংশজাত দেবকণ্টক অতিশয় পরাক্রমী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইল। বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া তখন ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রকটিত করিল। সে মায়াময়ী সীতা নির্ম্মাণ করিয়া রথে স্থাপন করত বিশাল সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিল।৩-৫

সেই সুদুর্ম্মতি সকলকে মোহাচ্ছন্ন করিবার জন্য মায়াময়ী সীতাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বানরাভিমুখে প্রস্থান করিল।৬

তং দৃষ্ট্বা হৃত্তিনির্য্যান্তং সর্বে তে কাননৌকসঃ।
উৎপেতুরভিসংক্রুদ্ধাঃ শিলাহস্তা যুযুৎসবঃ ॥৭
হনূমান্ পুরতস্তেষাং জগাম কপিকুঞ্জরঃ।
প্রগৃহ্য সুমহচ্ছৃঙ্গং পর্বতস্য দুরাসদম্ ॥৮
স দদর্শ হতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে।
একবেণীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্ ॥৯
পরিক্লিষ্টৈকবসনামমৃজাং রাঘবপ্রিয়াম্।
রজোমলাভ্যামালিপ্তৈঃ সর্বগাত্রৈর্বরস্ত্রিয়ম্ ॥১০
তাং নিরীক্ষ্য মুহূর্তন্তু মৈথিলীমধ্যবস্য চ।
বভূবাচিরদৃষ্টা হি তেন সা জনকাত্মজা ॥১১
অব্রবীৎ তাং তু শোকার্তাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।
দৃষ্ট্বা রথস্থিতাং দীনাং রাক্ষসেন্দ্রসুতশ্রিতাম্ ॥১২
কিং সমর্থিতমস্যেতি চিন্তয়ন্ স মহাকপিঃ।
সহ তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরভ্যধাবত রাবণিম্ ॥১৩

যুদ্ধকামী বনচর বানরগণ ইন্দ্রজিৎকে পুনর্বার বাহির হইতে দেখিয়া ক্রোধসহকারে শিলা হস্তে উৎপতিত হইল।৭

কপিকুঞ্জর হনুমান্ একটি দুর্বহ বিপুল পর্বতশৃঙ্গ হস্তে লইয়া তাহাদের অগ্রবর্তী হইয়া দেখিল,—সতত উপবাসবশতঃ যাঁহার মুখমণ্ডল কৃশ হইয়াছে, সেই মলিনৈকবসনা সংস্কাররহিতা একবেণীধারিণী ধূলিধূসরিতা মলিনগাত্রী রমণীরত্ন রাঘবপ্রিয়া দীনভাবে ও দুঃখিতচিত্তে ইন্দ্রজিতের রথে অবস্থান করিতেছেন।৮-১০

কিছুদিন পূর্বে হনুমান্ জনকনন্দিনীকে দেখিয়াছিল বলিয়া মুহূর্তমধ্যে তাঁহাকে জানকাত্মজা বলিয়া চিনিতে পারিল।১১

দীনভাবাপন্না মলিনগাত্রী জানকীকে রথমধ্যে দেখিয়া বায়ুতনয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল, তাহার মুখমণ্ডল অশ্রুতে সিক্ত হইয়া পড়িল। তখন নিরানন্দা শোকাকুলা তপস্বিনী জানকী রাক্ষসেন্দ্রসুত ইন্দ্রজিতের অধীনে রণমধ্যে দীনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া হনুমান্ রাবণপুত্রের উদ্দেশ্যবিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তাকরত

তদ্ বানরবলং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
কৃত্বা বিকোশং নিস্ত্রিংশং মূর্ধ্নি সীতামকর্ষয়ৎ ॥১৪
তাং স্ত্রিয়ং পশ্যতাং তেষাং তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ।
ক্রোশন্তীং রামরামেতি মায়য়া যোজিতাং রথে ॥১৫
গৃহীতমূর্ধজাং দৃষ্ট্বা হনূমান্ দৈন্যমাগতঃ।
দুঃখজং বারি নেত্রাভ্যামুৎসৃজন্ মারুতাত্মজঃ ॥১৬
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধাদ্ রক্ষোধিপাত্মজম্ ॥১৭
দুরাত্মন্নাত্মনাশায় কেশপক্ষে পরামৃশঃ।
ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জাতো রাক্ষসীং যোনিমাশ্রিতঃ ॥১৮
ধিক্ ত্বাং পাপসমাচারং যস্য তে মতিরীদৃশী।
নৃশংসানার্য্য দুর্বৃত্ত ক্ষুদ্র পাপপরাক্রম ॥
অনার্য্যস্যেদৃশং কর্ম ঘৃণা তে নাস্তি নির্ঘৃণ ॥১৯

বানরবীরগণের সহিত ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইল।১২-১৩

রাবণতনয় বানরসৈন্য দেখিয়া ক্রোধে আকুল হইয়া পড়িল এবং তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া বানরগণের সম্মুখেই রথমধ্যে উপবিষ্ট 'রাম রাম' শব্দে উচ্চ বিলাপ-কারিণী মায়ানির্মিত সীতার কেশ ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিল।১৪-১৫

গৃহীতকেশা সীতাকে এইভাবে দেখিয়া পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত কাতর হইল এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রামের প্রিয়তমা মহিষী সেই পরমা সুন্দরী জানকীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া হনুমান্ পরুষবাক্যে ইন্দ্রজিৎকে বলিল,—রে দুরাত্মন্! নিজের বিনাশের জন্যই সীতার কেশপাশ এইভাবে আকর্ষণ করিতেছিস্। পাপপরাক্রম, অনার্য, নৃশংস, নিরাশয়, দুর্বৃত্ত ইন্দ্রজিৎ! তোমাকে ধিক্; কারণ, ব্রহ্মর্ষিকুলে জন্মিয়াও রাক্ষস স্বভাববশতঃ তোমার এরূপ পাপবুদ্ধি জন্মিয়াছে। হে নির্দয়! অনার্যসদৃশ এই কার্য্যে কি তোমার ঘৃণা হইতেছে না? নিষ্ঠুর! গৃহ, রাজ্য এবং রামহস্ত হইতে বিচ্যুতা এই জানকী

চ্যুতা গৃহাচ্চ রাজ্যাচ্চ রামহস্তাচ্চ মৈথিলী।
কিং তবৈষাপরাদ্ধা হি যদেনাং হংসি নির্দয় ॥২০
সীতাং হত্বা তু ন চিরং জীবিষ্যসি কথঞ্চন।
বধার্হ কর্মণা তেন মম হস্তগতো হ্যসি ॥২১
যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকবধ্যৈশ্চ কুৎসিতাঃ।
ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেত্য তান্ প্রতিলপ্স্যসে ॥২২
ইতি ব্রুবাণো হনুমান্ সায়ুধৈর্হরিভির্বৃতঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি ॥২৩
আপতন্তং মহাবীর্য্যং তদনীকং বনৌকসাম্।
রক্ষসাং ভীমকোপানামনীকেন ন্যবারয়ৎ ॥২৪
স তাং বাণসহস্রেণ বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্।
হনুমন্তং হরিশ্রেষ্ঠমিন্দ্রজিৎ প্রত্যুবাচ হ ॥২৫
সুগ্রীবস্ত্বঞ্চ রামশ্চ যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তাং বধিষ্যামি বৈদেহীমদ্যৈব তব পশ্যতঃ ॥২৬
ইমাং হত্বা ততো রামং লক্ষ্মণং ত্বাঞ্চ বানর।
সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি তঞ্চানার্য্যং বিভীষণম্ ॥২৭
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্ত্তব্যমেব তৎ ॥২৮
তমেবমুক্ত্বা রুদতীং সীতাং মায়াময়ীঞ্চ তাম্।
শিতধারেণ খড়্গেন নিজঘানেন্দ্রজিৎ স্বয়ম্ ॥২৯
যজ্ঞোপবীতমার্গেণ ছিন্না তেন তপস্বিনী।
সা পৃথিব্যাং পৃথুশ্রোণী পপাত প্রিয়দর্শনা ॥৩০
তামিন্দ্রজিৎ স্ত্রিয়ং হত্বা হনুমন্তমুবাচ হ।
ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্ ॥
এষা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ ॥৩১
ততঃ খড়্গেন মহতা হত্বা তামিন্দ্রজিৎ স্বয়ম্।
হৃষ্টঃ স রথমাস্থায় ননাদ চ মহাস্বনম্ ॥৩২

তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী যে, তুমি ইহাকে বধ করিতেছ? ১৬-২০

হে বধার্হ! সীতাকে হত্যা করিয়া তুমি কখনও দীর্ঘ দিন জীবিত থাকতে পারিবে না। নিজের পাপ-কর্মে তুমি আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছ।২১

চৌরগণও যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তুমি প্রাণত্যাগ করিয়া সেই স্ত্রীঘাতীদিগের গন্তব্য নরকে গমন করিবে।২২

হনুমান্ এইরূপ বলিয়া অস্ত্রধারী বানরে পরিবৃত হইয়া ক্রোধসহকারে রাবণনন্দনের প্রতি ধাবিত হইল।২৩

ইন্দ্রজিৎ মহাবিক্রম বানরবলকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষস সৈন্যদ্বারা তাহাদের প্রতিরোধ করিল এবং সহস্র বাণে বানরসৈন্য বিক্ষোভিতকরত বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে বলিল।২৪-২৫

রাম, সুগ্রীব এবং তুমি যেজন্য এখানে আসিয়াছ, অদ্য তোমার অগ্রেই সেই বৈদেহীকে হত্যা করিব। হে বানর। প্রথমে সীতাকে হত্যা করিয়া পরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অনার্য বিভীষণ ও তোমাকে বধ করিব।২৬-২৭

বানর! স্ত্রীবধ করা অকর্তব্য এই কথা যে বলিয়াছ, তাহার উত্তরে বলি,—শত্রুগণের যাহা পীড়ার কারণ, তাহাই করণীয়।২৮

হনুমান্‌কে এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে শাণিত খড়্গে স্বয়ং হত্যা করিল। দেহে যজ্ঞোপবীত ধারণের যে স্থান, সেই জায়গা দিয়া ছিন্ন হইয়া তপস্বিনী, প্রিয়দর্শনা ও নিবিড়নিতম্বা সীতা ভূতলে পতিত হইলেন।২৯-৩০

তখন ইন্দ্রজিৎ সেই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া হনুমান্‌কে বলিল,—দেখ, অস্ত্রাঘাতে আমি এই রামপ্রিয়াকে বধ করিলাম; এখানেই বৈদেহী ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, অতএব তোমাদের পরিশ্রম সব নিষ্ফল।৩১

এইরূপে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বিশাল খড়্গে হত্যা করত হৃষ্টচিত্তে নিজরথে আরোহণপূর্বক মহাশব্দে গর্জন করিয়া উঠিল।৩২

বানরাঃ শুশ্রুবুঃ শব্দমদূরে প্রত্যবস্থিতাঃ।
ব্যাদিতাস্যস্য নদতস্তদ্দুর্গং সংশ্রিতস্য তু ॥৩৩

তথা তু সীতাং বিনিহত্য দুর্মতিঃ
প্রহৃষ্টচেতাঃ স বভূব রাবণিঃ।
তং হৃষ্টরূপং সমুদীক্ষ্য বানরা
বিষণ্ণরূপাঃ সমভিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

অদূরে অবস্থানকারী বানরগণ আকাশদুর্গে আশ্রয়কারী ও মুখব্যাদনপূর্বক শব্দকারী ইন্দ্রজিতের সিংহনাদ শুনিতে পাইল ।৩৩

দুর্মতি রাবণনন্দন এইরূপে মায়াসীতাকে বধ করিয়া আনন্দিত হইল, বানরগণ তাহাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইল এবং ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[হনুমতো নেতৃত্বেন রাক্ষসৈঃ সহ বানরাণাং ঘোরং যুদ্ধম্, শ্রীরামসমীপে হনুমতঃ প্রত্যাবর্তনম্, নিকুম্ভিলামন্দিরং গত্বা ইন্দ্রজিতো যজ্ঞারম্ভশ্চ।]

শ্রুত্বা তং ভীমনির্হ্রাদং শক্রাশনিসমস্বনম্।
বীক্ষ্যমাণা দিশঃ সর্বা দুদ্রুবুর্বানরা ভৃশম্ ॥১
তানুবাচ ততঃ সর্বান্ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
বিষণ্ণবদনান্ দীনাংস্ত্রস্তান্ বিদ্রবতঃ পৃথক্ ॥২
কস্মাদ্ বিষণ্ণবদনা বিদ্রবধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।
ত্যক্তযুদ্ধসমুৎসাহাঃ শূরত্বং ক নু বো গতম্ ॥৩
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজধ্বং মামগ্রতো যান্তমাহবে।
শূরৈরভিজনোপেতৈরযুক্তং হি নির্বর্তিতুম্ ॥৪
এবমুক্তাঃ সুসংক্রুদ্ধা বায়ুপুত্রেণ ধীমতা।
শৈলশৃঙ্গান্ দ্রুমাংশ্চৈব জগৃহুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥৫
অভিপেতুশ্চ গর্জন্তো রাক্ষসান্ বানরর্ষভাঃ।
পরিবার্য্য হনূমন্তমন্বয়ুশ্চ মহাহবে ॥৬

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

[হনুমানের নেতৃত্বে বানরগণের সহিত রাক্ষসদের যুদ্ধ, শ্রীরামের নিকট হনুমানের গমন ও নিকুম্ভিলা মন্দিরে যাইয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ আরম্ভ।]

বজ্রধ্বনিবৎ ইন্দ্রজিতের সেই ভীমনাদ শুনিয়া বানরগণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক দ্রুতগতিতে পলাইতে লাগিল, কিন্তু বায়ুতনয় হনুমান্ তাহাদিগকে বিষণ্ণবদন ও দীনভাবে পলাইতে দেখিয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সকলকে বলিল,—ওহে বানরগণ! তোমরা যুদ্ধোৎসাহ পরিত্যাগপূর্বক বিষণ্ণবদনে কেন পলায়ন করিতেছ? তোমাদের সেই বীরত্ব কোথায় গেল? ১-৩

আমি আগে যাইতেছি, তোমরা আমার পশ্চাতে আগমন কর; উত্তমকুলে জাত বীরগণের যুদ্ধে নিবর্তিত হওয়া অযৌক্তিক ।৪

ধীমান্ বায়ুনন্দনকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে সংক্রুদ্ধ বানরগণ সোৎসাহে বৃক্ষ ও পর্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করিল ।৫

অনন্তর তাহারা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে বেষ্টন করিয়া গর্জনপূর্বক মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ।৬

স তৈর্বানরমুখ্যৈস্তু হনুমান্ সর্বতো বৃতঃ।
হুতাশন ইবার্চিষ্মানদহচ্ছত্রুবাহিনীম্ ॥৭
স রাক্ষসানাং কদনং চকার সুমহাকপিঃ।
বৃতো বানরসৈন্যেন কালান্তকযমোপমঃ ॥৮
স তু শোকেন চাবিষ্টঃ কোপেন মহতা কপিঃ।
হনুমান্ রাবণিরথে মহতীং পাতয়চ্ছিলাম্ ॥৯
তামাপতন্তীং দৃষ্ট্বৈব রথং সারথিনা তদা।
বিধেয়াশ্বসমাযুক্তো বিদূরমপবাহিতঃ ॥১০
তমিন্দ্রজিতমপ্রাপ্য রথস্থং সহসারথিম্।
বিবেশ ধরণীং ভিত্ত্বা সা শিলা ব্যর্থমুদ্যতা ॥১১
পতিতায়াং শিলায়াং তু ব্যথিতা রক্ষসাং চমূঃ।
নিপতন্ত্যা চ শিলয়া রাক্ষসা মথিতা ভৃশম্ ॥১২
তমভ্যধাবন্ শতশো নদন্তঃ কাননৌকসঃ।
তে দ্রুমাংশ্চ মহাকায়া গিরিশৃঙ্গাণি চোদ্যতাঃ ॥১৩
ক্ষিপন্তীন্দ্রজিতং সংখ্যে বানরা ভীমবিক্রমাঃ।
বৃক্ষশৈলমহাবর্ষং বিসৃজন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥১৪
শত্রূণাং কদনং চক্রুর্নেদুশ্চ বিবিধৈঃ স্বনৈঃ।
বানরৈস্তৈর্মহাভীমৈর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ ॥১৫
বীর্য্যাদভিহতা বৃক্ষৈর্ব্যচেষ্টন্ত রণক্ষিতৌ।
স সৈন্যমভিবীক্ষ্যাথ বানরার্দিতমিন্দ্রজিৎ ॥১৬
প্রগৃহীতায়ুধঃ ক্রুদ্ধঃ পরানভিমুখো যযৌ।
স শরৌঘানবসৃজন্ স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ ॥১৭
জঘান কপিশার্দূলান্ সুবহূন্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
শূলৈরশনিভিঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈঃ শূলমুদ্গরৈঃ ॥১৮
তে চাপ্যনুচরাংস্তস্য বানরা জঘ্নুরাহবে।
সুস্কন্ধবিটপৈঃ শৈলৈঃ শিলাভিশ্চ মহাবলঃ।
হনুমান্ কদনং চক্রে রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥১৯

ঐ শ্রেষ্ঠ বানরগণে পরিবেষ্টিত হনুমান্ জ্যোতিষ্মান্ পাবকের ন্যায় শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল।৭

বানরসৈন্যসাহায্যে কালান্তক যমসদৃশ মহাকপি বায়ুনন্দন রাক্ষসদিগকে পীড়িতকরত শোক এবং ক্রোধে অধীর হইয়া একটি বিশাল প্রস্তর ইন্দ্রজিতের রথে নিক্ষেপ করিল।৮-৯

সারথি শিলা আসিতে দেখিয়া শিক্ষিত ঘোটক সংযোজিত রথ দূরে চালনা করিলে সেই শিলা সারথির সহিত রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে না পাইয়া ব্যর্থ হইল এবং মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল।১০-১১

ঐ শিলাপতনে বহু রাক্ষসসেনা ব্যথিত হইল ও পতিত শিলায় তাহারা একেবারে মথিত হইল।১২

শত শত বিশালাকায় ভীমপরাক্রম বনচর বানর সিংহনাদপূর্বক ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইয়া উদ্যমসহকারে পর্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষ গ্রহণ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে ভৎর্সনাপূর্বক সেই বিশাল বৃক্ষ বর্ষণ করিয়া শত্রুদিগকে উৎপীড়িতকরত বিবিধ স্বরে ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই সময় ঘোররূপ রাক্ষসগণ ভীমরূপ বানরবৃন্দকর্তৃক বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত বৃক্ষপ্রহারে রণক্ষেত্রে পতিত হইল। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসসৈন্যকে বানরগণকর্তৃক পীড়িত দেখিয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্বক সক্রোধে বানরসেনার অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই দৃঢ়বিক্রম বীর স্বীয় সৈন্যে অভিসংবৃত হইয়া শরসমূহ নিক্ষেপকরত শূল, বজ্র, খড়্গ, পট্টিশ ও শূলমুদ্গরে কপিশার্দূলদিগকে সংহার করিতে লাগিল।১৩-১৮

বানরগণও ইন্দ্রজিতের অনুচরদিগকে যুদ্ধে বধ করিতে লাগিল। শাখাযুক্ত শালবৃক্ষ ও শিলাসমূহে মহাবল হনুমান্ ভীমকর্মা রাক্ষসদিগকে মর্দিত ও নিবারিত করত স্বীয় সৈন্যদিগকে বলিল,—তোমরা নিবৃত্ত হও, আর ইহাদের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; রামের প্রিয়সাধনায় প্রাণপরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু যে নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছ, সেই জানকীই নিহত হইয়াছেন। এই কথা রাম ও সুগ্রীবকে জানাইলে পরে তাঁহারা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ করিব। এই কথা

সন্নিবার্য্য পরানীকমব্রবীৎ তান্ বনৌকসঃ।
হনুমান্ সন্নিবর্ত্তধ্বং ন নঃ সাধ্যমিদং বলম্ ॥২০
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিচেষ্টন্তো রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
যন্নিমিত্তং হি যুধ্যামো হতা সা জনকাত্মজা ॥২১
ইমমর্থং হি বিজ্ঞাপ্য রামং সুগ্রীবমেব চ।
তৌ যৎ প্রতিবিধাস্যেতে তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥২২
ইত্যুক্ত্বা বানরশ্রেষ্ঠো বারয়ন্ সর্ববানরান্।
শনৈঃ শনৈরসন্ত্রস্তঃ সবলঃ সন্ন্যবর্ত্তত ॥২৩
ততঃ প্রেক্ষ্য হনূমন্তং ব্রজন্তং যত্র রাঘবঃ।
স হোতুকামো দুষ্টাত্মা গতশ্চৈত্যং নিকুম্ভিলাম্ ॥২৪
নিকুম্ভিলামধিষ্ঠায় পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ ॥২৫

বলিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বানরগণকে নিবৃত্তকরত নির্ভয়ে ধীরে ধীরে নিজ সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সন্নিবৃত্ত হইল। হনুমান্‌কে রামের নিকট যাইতে দেখিয়া সেই দুষ্টাত্মা ইন্দ্রজিৎ হোম করিবার জন্য নিকুম্ভিলার মন্দিরে গমনপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।১৯-২৫

যজ্ঞভূমিতে গমনপূর্বক সেই রাক্ষসকর্তৃক হূয়মান হোমশোণিতভুক্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলেন।২৬

যজ্ঞভূম্যাং ততো গত্বা পাবকস্তেন রক্ষসা।
হূয়মানঃ প্রজজ্বাল হোমশোণিতভুক্ তদা ॥২৬
সার্চিঃপিনদ্ধো দদৃশে হোমশোণিততর্পিতঃ।
সন্ধ্যাগত ইবাদিত্যঃ সুতীব্রোঽগ্নিঃ সমুত্থিতঃ ॥২৭
অথেন্দ্রজিদ্ রাক্ষসভূতয়ে তু
জুহাব হব্যং বিধিনা বিধানবিৎ।
দৃষ্ট্বা ব্যতিষ্ঠন্ত চ রাক্ষসাস্তে
মহাসমূহেষু নয়ানয়জ্ঞাঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

হোমশোণিততৃপ্ত ও জ্বালাসমন্বিত সেই সুতীব্র অগ্নি সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যসদৃশ প্রতীয়মান হইল।২৭

অনন্তর বিধানবিৎ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসের অভ্যুদয়ের জন্য বিধিপূর্বক হোম করিতে থাকিলে উহা দৃষ্টিপাতপূর্বক এই মহাসমরের কর্তব্যাকর্তব্যবিচারকুশল রাক্ষসগণ অবস্থান করিতে লাগিল।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়া মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা শোকেন শ্রীরামস্য মূর্চ্ছা, তস্মৈ লক্ষ্মণস্য প্রবোধদানম্, পুরুষার্থপ্রয়োগে উদ্যমশ্চ।]

রাঘবশ্চাপি বিপুলং তং রাক্ষসবনৌকসাম্।
শ্রুত্বা সংগ্রামনির্ঘোষং জাম্ববন্তমুবাচ হ ॥১
সৌম্য নূনং হনুমতা কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।
শ্রূয়তে চ যথা ভীমঃ সুমহানায়ুধস্বনঃ ॥২
তদ্ গচ্ছ কুরু সাহায্যং স্ববলেনাভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমৃক্ষপতে তস্য কপিশ্রেষ্ঠস্য যুধ্যতঃ ॥৩
ঋক্ষরাজস্তথেত্যুক্ত্বা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ।
আগচ্ছৎ পশ্চিমং দ্বারং হনুমান্ যত্র বানরঃ ॥৪
অথায়ান্তং হনূমন্তং দদর্শর্ক্ষপতিস্তদা।
বানরৈঃ কৃতসংগ্রামৈঃ শ্বসদ্ভিরভিসংবৃতম্ ॥৫
দৃষ্ট্বা পথি হনূমাংশ্চ তদৃক্ষবলমুদ্যতম্।
নীলমেঘনিভং ভীমং সন্নিবার্য ন্যবর্তত ॥৬
স তেন সহ সৈন্যেন সন্নিকর্ষং মহাযশাঃ।
শীঘ্রমাগম্য রামায় দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
সমরে যুধ্যমানানামস্মাকং প্রেক্ষতাঞ্চ সঃ।
জঘান রুদতীং সীতামিন্দ্রজিদ্ রাবণাত্মজঃ ॥৮
উদ্‌ভ্রান্তচিত্তস্তাং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণোঽহমরিন্দম।
তদহং ভবতো বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমাগতঃ ॥৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ।
নিপপাত তদা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১০
তং ভূমৌ দেবসঙ্কাশং পতিতং দৃশ্য রাঘবম্।
অভিপেতুঃ সমুৎপত্য সর্বতঃ কপিসত্তমাঃ ॥১১
আসিঞ্চন্ সলিলৈশ্চৈনং পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ।
প্রদহন্তমসংহার্য্যং সহসাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥১২
তং লক্ষ্মণোঽথ বাহুভ্যাং পরিষ্বজ্য সুদুঃখিতঃ।
উবাচ রামমস্বস্থং বাক্যং হেত্বর্থসংযুতম্ ॥১৩
শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ ॥১৪

ত্র্যশীতিতম সর্গ

[সীতার হত্যাসংবাদ শ্রবণে শোকে রামের মূর্চ্ছা; লক্ষ্মণকৃত সান্ত্বনাদান ও পুরুষার্থপ্রয়োগের জন্য উদ্যম।]

বানর ও রাক্ষসদিগের তুমুল সংগ্রামনির্ঘোষ শুনিয়া রাঘব জাম্ববান্‌কে বলিলেন,—হে সৌম্য! হনুমান্ নিশ্চয়ই অতি দুষ্কর কোনও কার্য করিয়াছে এবং সেইজন্য মহাভয়ঙ্কর সুমহান্ প্রহরণ(অস্ত্র)শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব হে ঋক্ষপতে! স্ববলে পরিবৃত হইয়া কপিশ্রেষ্ঠের সাহায্যের জন্য শীঘ্র গমন কর।১-৩

'তথাস্তু' বলিয়া ঋক্ষরাজ যে স্থানে হনুমান্ অবস্থান করিতেছে, স্বীয় সৈন্য লইয়া সেই পশ্চিম দ্বারাভিমুখে যাইয়া দেখিল যে, হনুমান্ আসিতেছে এবং কৃতসংগ্রাম বানরগণও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে।৪-৫

পথিমধ্যে নীলমেঘতুল্য রণসমুদ্যত সেই ভয়ঙ্কর ঋক্ষসেনা দেখিয়া মহাযশা হনুমান্ তাহাদিগকে নিবারণ করিল এবং তাহাদের সহিত বিষণ্ণমনে রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,—যুদ্ধক্ষেত্রে যুধ্যমান আমাদিগের সম্মুখেই রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রোরুদ্যমানা জানকীকে নিহত করিয়াছে। হে অরিন্দম! তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত ও অবসন্ন হওয়ায় আমি আপনার নিকট ইহা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। রামচন্দ্র হনুমানের এই কথা শুনিয়া শোকে মূর্ছিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।৬-১০

দেবতুল্য রাঘবকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ লম্ফপ্রদানপূর্বক সব দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সহসা প্রজ্বলিত ও অনিবার্য্য অগ্নির ন্যায়

ভূতানাং স্থাবরাণাঞ্চ জঙ্গমানাঞ্চ দর্শনম্ ।
যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ ॥১৫
যথৈব স্থাবরং ব্যক্তং জঙ্গমঞ্চ তথাবিধম্ ।
নায়মর্থস্তথা যুক্তস্তদ্বিধো ন বিপদ্যতে ॥১৬
যদ্যধর্মো ভবেদ্ ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ ।
ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
তস্য চ ব্যসনাভাবাদ্ ব্যসনঞ্চাগতে ত্বয়ি ।
ধর্মো ভবত্যধর্মশ্চ পরস্পরবিরোধিনৌ ॥১৮
ধর্মেণোপলভেদ্ধর্মমধর্মঞ্চাপ্যধর্মতঃ ।
যদ্যধর্মেণ যুজ্যেয়ুর্যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১৯

ন ধর্মেণ বিযুজ্যেরন্নাধর্মরুচয়ো জনাঃ ।
ধর্মেণাচরতাং তেষাং তথা ধর্মফলং ভবেৎ ॥২০
যস্মাদর্থা বিবর্ধন্তে যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
ক্লিশ্যন্তে ধর্মশীলাশ্চ তস্মাদেতৌ নিরর্থকৌ ॥২১
বধ্যন্তে পাপকর্মাণো যদ্যধর্মেণ রাঘব ।
বধকর্মহতোঽধর্মঃ স হতঃ কং বধিষ্যতি ॥২২
অথবা বিহিতেনায়ং হন্যতে হন্তি চাপরম্ ।
বিধিঃ স লিপ্যতে তেন ন স পাপেন কর্মণা ॥২৩
অদৃষ্টপ্রতিকারেণ অব্যক্তেনাসতা সতা ।
কথং শক্যং পরং প্রাপ্তুং ধর্মেণারিবিকর্ষণ ॥২৪

প্রদীপ্তগাত্র রঘুনন্দনের উপর পদ্ম ও উৎপল গন্ধযুক্ত বারিসেচন করিতে লাগিল।১১-১২

অনন্তর লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া শোককাতর রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন—আর্য্য! শুভপথে অবস্থানকারী এবং জিতেন্দ্রিয় আপনাকে অনর্থ হইতে এই নিরর্থক ধর্ম রক্ষা করিতে পারিল না। স্থাবর ও জঙ্গম পশু প্রভৃতি প্রাণী দেখিতে পাইতেছি বলিয়া ইহাদের অস্তিত্ব বুঝিতেছি, কিন্তু ধর্ম সেরূপ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ায় মনে হইতেছে, ধর্মের অস্তিত্ব নাই।১৩-১৫

যেমন ধর্মপ্রসঙ্গ শূন্য স্থাবর সুখী, তেমনই জঙ্গম প্রাণী(পশুপ্রভৃতি) দিগকে সুখী দেখা যাইতেছে, কিন্তু ধর্মাশ্রিতকে সেরূপ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা, তাহা হইলে আপনার ন্যায় ধার্মিক এরূপ দুঃখে পড়িতেন না।১৬

যদি অধর্ম দ্বারা দুঃখ এবং ধর্ম দ্বারা সুখ লাভ হইত, তবে রাবণ নরকে যাইত এবং আপনিও এরূপ দুঃখে পড়িতেন না।১৭

রাবণের দুঃখাভাব এবং আপনাকে দুঃখযুক্ত দেখিয়া বোধ হয়—পরস্পর বিরোধী ধর্ম এবং অধর্ম শ্রুতিবিরুদ্ধ ফল দেয়; কারণ, যেমন ধর্ম দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ দুঃখ-রূপ ফল লাভ করা যায়, সেইরূপ অধর্ম দ্বারাও সুখ-রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে; যদি এরূপ নিয়ম হইত যে, ধর্মদ্বারা সুখ এবং অধর্ম দ্বারা দুঃখ লাভ হইবে, তবে রাবণাদি পাপী দুঃখেই পতিত হইত। যদি ধার্মিকগণ দুঃখে না পড়িয়া স্বীয় আচরিত ধর্মের সুখ-রূপ ফল লাভ করিতেন, তাহা হইলে ইহাদিগকে বিরুদ্ধ ফলরহিত বলিয়া নির্দেশিত করা যাইত। হে বীর! যাহারা নিয়ত অধর্মাচারী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং যাহারা ধর্মপথে বর্তমান, তাহাদের বিপদ দেখিয়া ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।১৮-২১

রাঘব! অধর্ম প্রাপ্তকর্মা পুরুষকে নষ্ট করিতে পারে না; যেহেতু ক্রিয়া শরীররূপ ত্রিক্ষণ(আদি, মধ্য ও অন্ত—এই)স্থায়ী। অধর্ম স্বয়ং ক্রিয়ার সহিত চতুর্থক্ষণে নষ্ট হইয়া তাহার পর কাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে? (যদি কর্মের জন্য অদৃষ্ট স্বীকৃত হয়, তবে) বিধিপূর্বক কর্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হইতে পারে না, কেননা, যে বিধিদ্বারা শ্যেনাদি আভিচারিক যজ্ঞে হিংসাদি কার্য্য হইয়া থাকে, সেই বিধি অথবা তৎপ্রণেতাই সেই যজ্ঞজনিত পাপে লিপ্ত হইতে পারে। অরিন্দম! ধর্ম বর্তমান থাকিলেও সে বধাদি জন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কেননা, স্বীয় চিৎ-শক্তিতে অনুভূয়মান অসৎকল্প অপ্রত্যক্ষরূপ ধর্ম স্বয়ং অচেতন। অতএব সে কিরূপে শত্রুনিধনাদি

যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন।
ত্বয়া যদীদৃশং প্রাপ্তং তস্মাৎ তন্নোপপদ্যতে ॥২৫
অথবা দুর্বলঃ ক্লীবো বলং ধর্মোঽনুবর্ততে।
দুর্বলো হৃতমর্য্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ ॥২৬
বলস্য যদি চেদ্ধর্মো গুণভূতঃ পরাক্রমৈঃ।
ধর্মমুৎসৃজ্য বর্তস্ব যথা ধর্মে তথা বলে ॥২৭
অথ চেৎ সত্যবচনং ধর্মঃ কিল পরন্তপ।
অনৃতং ত্বয্যকরুণে কিং ন বদ্ধস্ত্বয়া বিনা ॥২৮
যদি ধর্মো ভবেদ্ ভূত অধর্মো বা পরন্তপ।
ন স্ম হত্বা মুনিং বজ্রী কুর্য্যাদিজ্যাং শতক্রতুঃ ॥২৯
অধর্মসংশ্রিতো ধর্মো বিনাশয়তি রাঘব।
সর্বমেতদ্ যথা কামং কাকুৎস্থ কুরুতে নরঃ ॥৩০

মম চেদং মতং তাত ধর্মোঽয়মিতি রাঘব।
ধর্মমূলং ত্বয়া ছিন্নং রাজ্যমুৎসৃজতা তদা ॥৩১
অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥৩২
অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥৩৩
সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ।
পাপমাচরতে কর্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ততে ॥৩৪
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৫
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ ॥৩৬

কার্য্যে সমর্থ হইবে। যদি সৎকর্মজন্য অদৃষ্ট শুভই হইত, তাহা হইলে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ পাইতেন না; পরন্তু আপনি যখন এরূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছেন, তখন সেই ধর্ম আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথবা স্বভাবতঃ স্বার্থ-সাধনে অসমর্থ অকিঞ্চিৎকর ধর্ম নিজের দুর্বলতাবশতঃ পৌরুষের অনুবর্তী হইয়া থাকে। আমার মতে সেই দুর্বল মর্য্যাদাহীন ধর্মের সেবা করা উচিত নহে* ।২২-২৬

যদি ধর্ম পৌরুষেরই সহকারী হইল, তবে আর তাহার উপাসনায় লাভ কি? আপনি অধর্মের উপাসনা পরিত্যাগপূর্বক যেরূপ ধর্মের উপাসনা করিতেছিলেন, সেইরূপেই সযত্নে পৌরুষের অনুবর্তী হউন ।২৭

হে পরন্তপ! যদি সত্য কথন আপনার বিবেচনায় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পিতা আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, আপনি তাহা স্বীকারকরতঃ অবশেষে প্রতিপালন না করিয়া কি জন্য অধর্মে লিপ্ত হইলেন? ২৮

হে শক্রদমনকারিন্! ধর্ম অথবা অধর্ম এই উভয়ের মধ্যে যদি কেহ প্রধান হইত, তাহা হইলে ইন্দ্র বিশ্বরূপ মুনির হত্যারূপ অধর্ম এবং তৎপরে যজ্ঞরূপ ধর্ম এই উভয়ই অনুষ্ঠান করিতেন না ।২৯

হে রাঘব! পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শত্রুসংহারে সমর্থ, সেই-জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে উভয়ের অর্থাৎ ধর্ম ও পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ।৩০

তাত রাঘব! এই প্রকার সময়ানুসারে ধর্ম এবং পুরুষার্থের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করাই ধর্ম—ইহাই আমার মত; কিন্তু যে দিন আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে ।৩১

পর্বত হইতে নির্গত নানা নদীর ন্যায় নানা দেশ হইতে সমাহৃত প্রচুর অর্থেই যোগপ্রধান বা ভোগ-প্রধান ক্রিয়াসকল প্রবর্তিত হইয়া থাকে; অন্যথা যেমন ক্ষুদ্র নদী গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক হয়, তেমনই অল্পবুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্মই নষ্ট হয় ।৩২-৩৩

* এই অধ্যায়ে লক্ষ্মণ যে সকল বাক্যে ধর্ম ও অধর্মের সত্তা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শ্রীরামের দুঃখ দেখিয়া ও নিজে অধিক দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন। যেরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সর্বজ্ঞ হইয়াও ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতার নিধনবার্তা হনুমানের নিকট শ্রবণ করিবামাত্র মূর্ছিত হইয়া লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্মণও প্রিয়তম প্রভু রামচন্দ্রের দুঃখে অভিভূত হইয়া এই অসঙ্গত বাক্যকথনরূপ লীলা করিয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার দুঃখের কিছু লাঘব হইল, তখন সে এই সর্গের ৪০নং শ্লোক হইতে ধর্মপূর্ণ বাক্য বলিয়াছেন।

অর্থস্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া।
রাজ্যমুৎসৃজতা বীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা ॥৩৭

যস্যার্থা ধর্মকামার্থাস্তস্য সর্বং প্রদক্ষিণম্।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিন্বতা ॥৩৮

হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ ॥৩৯

যেষাং নশ্যত্যয়ং লোকশ্চরতাং ধর্মচারিণাম্।
তেঽর্থাস্ত্বয়ি ন দৃশ্যন্তে দুর্দিনেষু যথা গ্রহাঃ ॥৪০

ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব ॥৪১

তদদ্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্।
কর্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব ॥৪২

উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত।
কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাবুধ্যসে ॥৪৩

অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিয়ার্থং
জনকসুতানিধনং নিরীক্ষ্য রুষ্টঃ।
সরথ-গজ-হয়াং সরাক্ষসেন্দ্রাং
ভৃশমিষুভির্বিনিপাতয়ামি লঙ্কাম্ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

পুরুষ প্রথমে সুখসাধন অর্থ পরিত্যাগকরত পশ্চাৎ সুখাভিলাষী হয় এবং দেখা যায়,—কালক্রমে সেই অভিলাষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়; অতএব তখন দোষ ঘটিয়া থাকে।৩৪

যাহার অর্থ আছে, তাহার মিত্র ও বান্ধব দেখা যায়, যাহার অর্থ আছে, সেই পুরুষ, সেই পণ্ডিত; যাহার অর্থ আছে, সে পরাক্রমী, বুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যশালী ও অধিক গুণবান্।৩৫-৩৬

অর্থ পরিত্যাগ করিলে মিত্রের অভাব প্রভৃতি এই দোষ ঘটে; কিন্তু বীর! আমি জানিনা—আপনি কোন্ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।৩৭

অর্থবানের সমস্তই অনুকূল এবং অনায়াসেই সে ধর্ম ও কামনারূপ সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু যার ধন নাই, সে অর্থের ইচ্ছা পোষণ করিয়া অশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না।৩৮

হে নরাধিপ! অর্থ হইতেই হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ শম ও দম—এই সকল হইয়া থাকে।৩৯

যাঁহারা ধর্মাচরণ বা তপস্যা করেন, তাঁহাদের ঐহিক পুরুষার্থ অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যায়; দুর্দিনে গ্রহের অদর্শনের ন্যায় সেই অর্থসমূহ আপনার নিকট দেখা যাইতেছে না।৪০

হে বীর! পিতার আদেশে বনবাসী হইয়াছেন বলিয়া আপনার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ভার্য্যা অপহৃত হইয়াছেন।৪১

বীর রাঘব! আপনি গাত্রোত্থান করুন; ইন্দ্রজিৎ যে অদ্য বিপুল দুঃখ দিয়াছে, কর্মদ্বারা আমি তাহা অপনোদন করিব।৪২

হে দীর্ঘবাহো, ব্রতধারিন্, নরোত্তম! আপনি মহাত্মা হইয়াও কেন আপনার পরমাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন? ৪৩

হে অনঘ! জনকসুতার নিধনবার্তা শ্রবণে মনে ক্রোধ সঞ্জাত হওয়ায় আপনার প্রিয়ার্থ এই সমস্ত বলিলাম। আমি বাণসমূহে রথ, হস্তী, অশ্ব ও রাক্ষসেন্দ্র লঙ্কানগরী ধ্বংস করিয়া দিব।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ

[বিভীষণেন ইন্দ্রজিতো মায়ারহস্যং গদিত্বা 'সীতা জীবিতে'তি বৃত্তান্তস্য শ্রীরামসমীপে কথনাৎ তস্য বিশ্বাসঃ, সেনাভিঃ সহ নিকুম্ভিলামন্দিরে লক্ষ্মণস্য গমনায়ানুরোধশ্চ ।]

রামমাশ্বাসমানে তু লক্ষ্মণে ভ্রাতৃবৎসলে ।
নিক্ষিপ্য গুল্মান্ স্বস্থানে তত্রাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ ॥১
নানাপ্রহরণৈর্বীরৈশ্চতুর্ভিরভিসংবৃতঃ ।
নীলাঞ্জনচয়াকারৈর্মাতঙ্গৈরিব যূথপৈঃ ॥২
সোঽভিগম্য মহাত্মানং রাঘবং শোকলালসম্ ।
বানরাংশ্চাপি দদৃশে বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণান্ ॥৩
রাঘবঞ্চ মহাত্মানমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ।
দদর্শ মোহমাপন্নং লক্ষ্মণস্যাঙ্কমাশ্রিতম্ ॥৪
ব্রীড়িতং শোকসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা রামং বিভীষণঃ ।
অন্তর্দুঃখেন দীনাত্মা কিমেতদিতি সোঽব্রবীৎ ॥৫
বিভীষণমুখং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবং তাংশ্চ বানরান্ ।
লক্ষ্মণোবাচ মন্দার্থমিদং বাষ্পপরিপ্লুতঃ ॥৬
হতা ইন্দ্রজিতা সীতা ইতি শ্রুত্বৈব রাঘবঃ ।
হনূমদ্‌বচনাৎ সৌম্য ততো মোহমুপাশ্রিতঃ ॥৭
কথয়ন্তন্তু সৌমিত্রিং সন্নিবার্য্য বিভীষণঃ ।
পুষ্কলার্থমিদং বাক্যং বিসংজ্ঞং রামমব্রবীৎ ॥৮
মনুজেন্দ্রার্তরূপেণ যদুক্তস্ত্বং হনূমতা ।
তদযুক্তমহং মন্যে সাগরস্যেব শোষণম্ ॥৯
অভিপ্রায়ন্তু জানামি রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
সীতাং প্রতি মহাবাহো ! ন চ ঘাতং করিষ্যতি ॥১০
যাচ্যমানঃ সুবহুশো ময়া হিতচিকীর্ষুণা ।
বৈদেহীমুৎসৃজস্বেতি ন চ তৎ কৃতবান্ বচঃ ॥১১
নৈব সাম্না ন দানেন ন ভেদেন কুতো যুধা ।
সা দ্রষ্টুমপি শক্যেত নৈব চান্যেন কেনচিৎ ॥১২

চতুরশীতিতম সর্গ

[শ্রীরামের নিকট বিভীষণকৃত ইন্দ্রজিতের মায়ারহস্য উদ্‌ঘাটনে সীতার জীবনাস্তিত্বে রামের প্রত্যয় ও সসৈন্য লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা মন্দিরে প্রেরণের জন্য তাহার নিকট বিভীষণের অনুরোধ ।]

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপে আশ্বস্ত করিতে থাকিলে বিভীষণ সৈন্যদিগকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপন পূর্বক সেইখানে আসিল ।১

গজসমূহে পরিবৃত আগমনকারী গজযূথপের ন্যায় বিভীষণ নীলকজ্জলরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট নানাপ্রহরণধারী বীরচতুষ্টয়ের সহিত সেখানে আসিয়া দেখিল,—ইক্ষ্বাকুকুলতিলক মহাত্মা রাম শোকাকুল হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে মোহাপন্ন স্বয়ং লক্ষ্মণ শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন এবং বানরগণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতেছে ।২-৪

বিভীষণ রামকে লজ্জিত ও শোকাকুল দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে বলিল—ইহা কি ? বিভীষণের মুখ এবং সুগ্রীব ও বানরদিগকে দর্শন করত লক্ষ্মণ বাষ্পপরিপ্লুত হইয়া ধীরস্বরে বলিলেন—হে সৌম্য ! ইন্দ্রজিৎকর্তৃক সীতা নিহতা হইয়াছেন, হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া রঘুনন্দন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ এইরূপ বলিতে থাকিলে বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণকরত অচেতন রামচন্দ্রকে এইরূপ নিশ্চিত বাক্য বলিল—হে মনুজেন্দ্র ! আর্তভাবে হনুমান্ আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, সাগরশোষণের ন্যায় তাহা অযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি ।৫-৯

হে মহাবাহো ! সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের অভিপ্রায় আমার জানা আছে ; সীতা তৎকর্তৃক কখনই হত হইবেন না। তাঁহাকে বধকরা দূরের কথা, আমি (রাবণের) মঙ্গলকামনায় সীতাকে পরিত্যাগকর বলিয়া রাবণকে পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিলেও রাবণকর্তৃক তাহা রক্ষিত হয় নাই। যখন সাম, দান ও ভেদ—এই ত্রিবিধ

বানরান্ মোহয়িত্বা তু প্রতিযাতঃ স রাক্ষসঃ।
মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ॥১৩
চৈত্যং নিকুম্ভিলামদ্য প্রাপ্য হোমং করিষ্যতি।
হুতবানুপযাতো হি দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥১৪
দুরাধর্ষো ভবত্যেষ সংগ্রামে রাবণাত্মজঃ।
তেন মোহয়তা নূনমেষা মায়া প্রযোজিতা ॥১৫
বিঘ্নমন্বিচ্ছতা তত্র বানরাণাং পরাক্রমে।
সসৈন্যাস্তত্র গচ্ছামো যাবত্তন্ন সমাপ্যতে ॥১৬
ত্যজেনং নরশার্দূল মিথ্যা সন্তাপমাগতম্।
সীদতে হি বলং সর্বং দৃষ্ট্বা ত্বাং শোককর্শিতম্ ॥১৭
ইহ ত্বং স্বস্থহৃদয়স্তিষ্ঠ সত্ত্বসমুচ্ছ্রিতঃ।
লক্ষ্মণং প্রেষয়াস্মাভিঃ সহ সৈন্যানুকর্ষিভিঃ ॥১৮
এষ ত্বং নরশার্দূলো রাবণিং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ত্যাজয়িষ্যতি তৎ কর্ম ততো বধ্যো ভবিষ্যতি ॥১৯
তস্যৈতে নিশিতাস্তীক্ষ্ণাঃ পত্রিপত্রাঙ্গবেগিতঃ।
পতত্রিণ ইবাসৌম্যাঃ শরাঃ পাস্যন্তি শোণিতম্ ॥২০
তৎ সন্দিশ মহাবাহো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
রাক্ষসস্য বিনাশায় বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥২১
মনুজবর ন কালবিপ্রকর্ষো
রিপুনিধনং প্রতি যৎ ক্ষমোঽদ্য কর্তুম্।
ত্বমতিসৃজ রিপোর্বধায় বজ্রং
দিবিজরিপোর্মথনে যথা মহেন্দ্রঃ ॥২২
সমাপ্তকর্মা হি স রাক্ষসর্ষভো
ভবত্যদৃশ্যঃ সমরে সুরাসুরৈঃ।
যুযুৎসতা তেন সমাপ্তকর্মণা
ভবেৎ সুরাণামপি সংশয়ো মহান্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

উপায়ে কেহই সীতার দর্শন পায় না, তখন যুদ্ধ দ্বারা কি করিয়া দেখা যাইতে পারে? ১০-১২

হে মহাবাহো! রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ বানরদিগকে মোহিত করিয়া গিয়াছে; যাহাকে সে বধ করিয়াছে, তাহাকে আপনি মায়াময়ী জানকী বলিয়া জানিবেন।১৩

ইন্দ্রজিৎ অদ্য নিকুম্ভিলামন্দিরে গমনপূর্বক হোম করিয়া ফিরিয়া আসিলে ইন্দ্রসহ দেবগণও যুদ্ধে তাহাকে জয় করিতে পারিবেন না। সেই হেতু বানরদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিবার জন্যই এই মায়া প্রয়োগ করিয়াছে।১৪-১৫

যদি বানরগণ পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে, তবে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে মনে করিয়া ইন্দ্রজিৎ এইরূপ করিয়াছে; সুতরাং হোমকার্য্য সমাধানের পূর্বেই সসৈন্যে আমরা সেখানে উপস্থিত হই।১৬

হে নরশার্দূল! আগত এই মিথ্যা সন্তাপ দূর করুন; আপনাকে শোকাকুল দেখিয়া সমগ্র সৈন্য অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে।১৭

এইখানে আপনি ধৈর্যধারণপূর্বক সুস্থচিত্তে অবস্থান করুন, কাল আপনি সৈন্যের অনুগমনকারী আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করুন।১৮

এই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ নিশিতবাণে তাহাকে হোমকার্য হইতে নিবৃত্ত করিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। পক্ষীর পক্ষযুক্ত বেগগামী এই তীক্ষ্ণ বাণসকল অশুভ কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণের ন্যায় রাক্ষস ইন্দ্রজিতের রক্ত পান করিবে।১৯-২০

হে মহাবাহো! আপনি দৈত্যবিনাশের জন্য বজ্রধরের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় রাক্ষসবধের জন্য শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে গমনে আদেশ দিন।২১

মনুজশ্রেষ্ঠ! শত্রুবধে বিলম্ব করা উচিত নহে। দৈত্যবধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন।২২

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ হোম সমাপন করিলে দেবতা এবং অসুরগণেরও অদৃশ্য হইয়া থাকে। যজ্ঞ-সমাপনান্তে সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণেরও প্রাণের মহা সংশয় উপস্থিত হয়।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

[বিভীষণানুরোধেন লক্ষ্মণং প্রতি ইন্দ্রজিদ্‌বধায় গন্তুং শ্রীরামস্যাদেশঃ, সেনাভিঃ সহ লক্ষ্মণস্য নিকুম্ভিলামন্দিরে গমনঞ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোককর্শিতঃ ।
নোপধারয়তে ব্যক্তং যদুক্তং তেন রক্ষসা ॥১
ততো ধৈর্য্যমবষ্টভ্য রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
বিভীষণমুপাসীনমুবাচ কপিসন্নিধৌ ॥২
নৈঋর্তাধিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ ।
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্ ॥৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
যৎ তৎ পুনরিদং বাক্যং বভাষেঽথ বিভীষণঃ ॥৪
যথাজ্ঞপ্তং মহাবাহো ত্বয়া গুল্মনিবেশনম্ ।
তৎ তথানুষ্ঠিতং বীর ত্বদ্বাক্যসমনন্তরম্ ॥৫
তান্যনীকানি সর্বাণি বিভক্তানি সমন্ততঃ ।
বিন্যস্তা যূথপাশ্চৈব যথান্যায়ং বিভাগশঃ ॥৬
ভূয়স্তু মম বিজ্ঞাপ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রভো ।
ত্বয্যকারণসন্তপ্তে সন্তপ্তহৃদয়া বয়ম্ ॥৭
ত্যজ রাজন্নিমং শোকং মিথ্যা সন্তাপমাগতম্ ।
যদিয়ং ত্যজ্যতাং চিন্তা শত্রুহর্ষবিবর্ধিনী ॥৮
উদ্যমঃ ক্রিয়তাং বীর হর্ষঃ সমুপসেব্যতাম্ ।
প্রাপ্তব্যা যদি তে সীতা হন্তব্যাশ্চ নিশাচরাঃ ॥৯
রঘুনন্দন বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মে হিতং বচঃ ।
সাধ্বয়ং যাতু সৌমিত্রির্বলেন মহতা বৃতঃ ॥১০
নিকুম্ভিলায়াং সম্প্রাপ্তং হন্তুং রাবণিমাহবে ।
ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ ॥১১
শরৈর্হন্তুং মহেষ্বাসো রাবণিং সমিতিঞ্জয়ঃ ।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

[বিভীষণের অনুরোধে ইন্দ্রজিৎবধার্থ গমনে রামচন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণের আদেশপ্রাপ্তি এবং সসৈন্য লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে উপস্থিতি ।]

রাক্ষস বিভীষণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা মনোযোগ পূর্বক রাম শুনিতে পান নাই ; কারণ, তখন রাম নিতান্ত শোককাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ।১

অনন্তর ধৈর্য্যধারণপূর্বক শত্রুপুরবিজয়ী রাম বানরগণের সম্মুখে আসীন বিভীষণকে বলিলেন—হে রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ ! তুমি যাহা বলিয়াছ, আমি আবার তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ; তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা পুনরায় বল ।২-৩

অনন্তর রামের কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ বিভীষণ যাহা পূর্বে বলিয়াছিল, পুনরায় তাহা বলিল। হে মহাবাহো বীর ! আপনি যেরূপ চতুর্দিকে সেনা বিভাগ পূর্বক সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনার আদেশের পরক্ষণেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। সৈন্যদলকে ন্যায়ানুসারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার জন্য এক একজন দলপতি নিয়োগ করা হইয়াছে ।৪-৬

মহাপ্রভো ! আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি অকারণে শোকাকুলিত হওয়ায় আমাদের হৃদয়ও সন্তপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং আপনি আগত এই মিথ্যা সন্তাপ পরিত্যাগ করুন ; কারণ, আপনার এরূপ চিন্তায় কেবল শত্রুদের আনন্দবৃদ্ধি হইতেছে। বীর ! যদি রাক্ষসগণসংহারপূর্বক সীতার উদ্ধার করিতে হয়, তবে উদ্যম এবং আনন্দ উপসেবন করুন ।৭-৯

হে রঘুনন্দন ! আমি একটি হিতবাক্য বলিতেছি,-- শ্রবণ করুন। মহৎ সৈন্যবলে পরিবৃত হইয়া সৌমিত্রি যজ্ঞস্থলে গমন করুন। যুদ্ধজয়ী মহাধনুর্ধারী লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া ধনুমণ্ডলমুক্ত বিষতুল্যবাণে

তেন বীরেণ তপসা বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরঃ প্রাপ্তং কামগাশ্চ তুরঙ্গমাঃ ॥১২
স এষ কিল সৈন্যেন প্রাপ্তঃ কিল নিকুম্ভিলাম্।
যদ্যুত্তিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম হতান্ সর্বাংশ্চ বিদ্ধি নঃ ॥১৩
নিকুম্ভিলামসম্প্রাপ্তমকৃতাগ্নিঞ্চ যো রিপুঃ।
ত্বামাততায়িনং হন্যাদিন্দ্রশত্রো স তে বধঃ ॥১৪
বরো দত্তো মহাবাহো সর্বলোকেশ্বরেণ বৈ।
ইত্যেবং বিহিতো রাজন্ বধস্তস্যৈষ ধীমতঃ ॥১৫
বধায়েন্দ্রজিতো রাম সন্দিশস্ব মহাবলম্।
হতে তস্মিন্ হতং বিদ্ধি রাবণং সসুহৃদ্গণম্ ॥১৬
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্যপরাক্রম ॥১৭
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো মহামায়ো মহাবলঃ।
করোত্যসংজ্ঞান্ সংগ্রামে দেবান্ সবরুণানপি ॥১৮
তস্যান্তরিক্ষে চরতঃ সরথস্য মহাযশঃ।
ন গতির্জায়তে বীর সূর্য্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে ॥১৯
রাঘবস্তু রিপোর্জ্ঞাত্বা মায়াবীর্য্যং দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণং কীর্তিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২০
যদ্ বানরেন্দ্রস্য বলং তেন সর্বেণ সংবৃতঃ।
হনুমৎপ্রমুখৈশ্চৈব যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ ॥২১
জাম্ববেনর্ক্ষপতিনা সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
জহি তং রাক্ষসসুতং মায়াবলসমন্বিতম্ ॥২২
অয়ং ত্বাং সচিবৈঃ সার্ধং মহাত্মা রজনীচরঃ।
অভিজ্ঞস্তস্য মায়ানাং পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি ॥২৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ।
জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ ॥২৪
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী সশরী বামচাপভৃৎ।
রামপাদাবুপস্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥২৫

রাবণপুত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। বীর ইন্দ্রজিৎ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র ও কামগামী অনেক অশ্ব পাইয়াছে।১০-১২

সেই ইন্দ্রজিৎ এই সময় নিশ্চয়ই সৈন্যসহ নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়াছে। সেখান হইতে যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করিয়া যদি সে উত্থিত হয়, তবে আমাদের সকলকে নিহত বলিয়া জানিবেন।১৩

সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে, হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি যে সময়ে নিকুম্ভিলাযজ্ঞে নিরত থাকিবে, সেই সময়ে যজ্ঞসমাপ্তির পূর্বে কেহ তোমাকে আক্রমণ করিলে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। মহাবাহো রাম! বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ঐ একটিমাত্র উপায় আছে; ইন্দ্রজিতের বধের জন্য মহাবল লক্ষ্মণকে আদেশ দান করুন; সে হত হইলে আপনি জানিবেন যে, সুহৃদ্সহ রাবণ হত হইয়াছেন।১৪-১৬

রামচন্দ্র বিভীষণের কথা শুনিয়া বলিলেন—হে সত্যপরাক্রম! আমি সেই ভীষণকার রাক্ষসের মায়া জানি; সেই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ, মহামায়াবী ও মহাবলশালী; সে যুদ্ধে বরুণসহ দেবগণকেও অচেতন করিতে সমর্থ।১৭-১৮

মহাযশস্বী বীর! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন সূর্যের গতি নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ সেই রাক্ষস রথারোহণে অন্তরিক্ষে বিচরণ করিলে তাহার গতি কেহ নির্ণয় করিতে পারে না।১৯

রঘুনন্দনও দুরাত্মা শত্রুর মায়াবীর্য জানিতে পারিয়া কীর্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন—লক্ষ্মণ! বানররাজ সুগ্রীবের যে সেনাবল আছে, সেই সমস্ত বলদ্বারা সংবৃত এবং হনুমান্ প্রমুখ যূথাধিপ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ পরিচালিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মায়াবলসমন্বিত রাক্ষসনন্দন ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। মহাত্মা রজনীচর (রাক্ষস) বিভীষণ ইন্দ্রজিতের মায়াসম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন; ইনি সচিবগণসহ তোমার অনুগমন করিবেন।২০-২৩

রঘুনন্দনের কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণসহ ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণ অন্য শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিলেন;

অদ্য মৎকার্ম্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
লঙ্কামভিপতিষ্যন্তি হংসাঃ পুষ্করিণীমিব ॥২৬
অদ্যৈব তস্য রৌদ্রস্য শরীরং মামকাঃ শরাঃ।
বিধমিষ্যন্তি ভিত্ত্বা তং মহাচাপগুণচ্যুতাঃ ॥২৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং দ্যুতিমান্ ভ্রাতুরগ্রতঃ।
স রাবণিবধাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণস্ত্বরিতং যযৌ ॥২৮
সোঽভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নিকুম্ভিলামভিযযৌ চৈত্যং রাবণিপালিতম্ ॥২৯
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো ভ্রাতা লক্ষ্মণস্ত্বরিতো যযৌ ॥৩০
বানরাণাং সহস্রৈস্তু হনূমান্ বহুভির্বৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সামাত্যো লক্ষ্মণং ত্বরিতং যযৌ ॥৩১
মহতা হরিসৈন্যেন সবেগমভিসংবৃতঃ।
ঋক্ষরাজবলঞ্চৈব দদর্শ পথি বিষ্ঠিতম্ ॥৩২
স গত্বা দূরমধ্বানং সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
রাক্ষসেন্দ্রবলং দূরাদপশ্যদ্ ব্যূহমাশ্রিতম্ ॥৩৩
স সংপ্রাপ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ ॥৩৪
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ ॥৩৫
বিবিধমমলশস্ত্রভাস্বরং তদ্
ধ্বজগহনং গহনং মহারথৈশ্চ।
প্রতিভয়তমমপ্রমেয়বেগং
তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

(অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধের সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্তুত হইলেন।) তিনি কবচ ধারণ করিলেন এবং খড়্গ, বাণ ও হস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন; পরে রামের পদযুগল স্পর্শপূর্ব্বক সহর্ষে লক্ষ্মণ বলিলেন।২৪-২৫

সরোবরে পতিত হংসশ্রেণীর ন্যায় অদ্য আমার বাণরাশি ইন্দ্রজিতের দেহ ভেদকরত লঙ্কানগরীতে পতিত হইবে।২৬

বিশালধনুর্গুণনিক্ষিপ্ত আমার বাণরাশি অদ্যই সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দেহ ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে।২৭

ইন্দ্রজিদ্‌বধাকাঙ্ক্ষী দ্যুতিমান্ লক্ষ্মণ ভ্রাতার নিকটে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শীঘ্র ইন্দ্রজিৎপালিত যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলার অভিমুখে গমন করিলেন।২৮-২৯

অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র স্বস্তিবাচন করিবার পর বিভীষণের সহিত প্রতাপী রাজকুমার লক্ষ্মণ সত্বর বহির্গত হইলেন। বহু সহস্র বানরে পরিবৃত হনুমান্ এবং অমাত্যসহ বিভীষণ দ্রুতগতিতে লক্ষ্মণের অনুগমন করিল।৩০-৩১

বিপুল বানরসৈন্য পরিবৃত হইয়া সবেগে যাইতে যাইতে লক্ষ্মণ পথে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষমান্ ভল্লুকরাজসৈন্য দেখিতে পাইলেন।৩২

পরে শত্রুনিষূদন ধনুর্দ্ধর সুমিত্রানন্দন বহুদূর গমনকরত দূর হইতে রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যব্যূহ দর্শনপূর্ব্বক পিতামহের নির্দেশ অনুসারে মায়াবী রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৩-৩৪

বিভীষণ, অঙ্গদ এবং বীরবর পবননন্দন হনুমানের সহিত প্রতাপবান্ রাজপুত্র লক্ষ্মণ বিবিধ নির্ম্মল শস্ত্র দ্বারা ভাস্বর, বৃহৎ রথ ও ধ্বজসমূহে দুর্গম এবং ঘোরান্ধকারের ন্যায় অতি ভয়ানক অসংখ্য শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৩৫-৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

[বানর-রাক্ষসানাং যুদ্ধম্, হনুমতা রাক্ষসসেনানাং সংহারঃ, দ্বন্দ্বযুদ্ধায় ইন্দ্রজিতে উৎসাহদানম্, লক্ষ্মণেন তস্য দর্শনঞ্চ।]

অথ তস্যামবস্থায়াং লক্ষ্মণং রাবণানুজঃ।
পরেষামহিতং বাক্যমর্থসাধকমব্রবীৎ ॥১
যদেতদ্ রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
এতদাযোধ্যতাং শীঘ্রং কপিভিশ্চ শিলায়ুধৈঃ ॥২
তস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত লক্ষ্মণ।
রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যত্র ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ॥৩
স ত্বমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যৈঃ শরৈরবকিরন্ পরান্।
অভিদ্রবাশু যাবদ্ বৈ নৈতৎ কর্ম সমাপ্যতে ॥৪
জহি বীর দুরাত্মানং মায়াপরমধার্মিকম্।
রাবণিং ক্রূরকর্মাণং সর্বলোকভয়াবহম্ ॥৫
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি ॥৬
ঋক্ষাঃ শাখামৃগাশ্চৈব দ্রুমপ্রবরযোধিনঃ।
অভ্যধাবন্ত সহিতাস্তদনীকমবস্থিতম্ ॥৭
রাক্ষসাশ্চ শিতৈর্বাণৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
অভ্যবর্তন্ত সমরে কপিসৈন্যজিঘাংসবঃ ॥৮
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্।
শব্দেন মহতা লঙ্কাং নাদয়ন্ বৈ সমন্ততঃ ॥৯
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ পাদপৈঃ।
উদ্যতৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ ঘোরৈরাকাশমাবৃতম্ ॥১০
রাক্ষসা বানরেন্দ্রেষু বিকৃতাননবাহবঃ।
নিবেশয়ন্তঃ শস্ত্রাণি চক্রুস্তে সুমহদ্ভয়ম্ ॥১১
তথৈব সকলৈর্বৃক্ষৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বানরাঃ।
অভিজঘ্নুর্নিজঘ্নুশ্চ সমরে সর্বরাক্ষসান্ ॥১২

ষড়শীতিতম সর্গ

[বানর ও রাক্ষসসেনার যুদ্ধ; হনুমান্‌কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার; ইন্দ্রজিৎকে হনুমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ও লক্ষ্মণকর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষীকরণ।]

অনন্তর সেই অবস্থায় রাবণানুজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে এরূপ কথা বলিল, যাহাতে স্বপক্ষের ইষ্ট (হিত) এবং শত্রুপক্ষের অনিষ্ট (অহিত হয়),—ঐ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষসসেনা দৃষ্ট হইতেছে, উহাদের সহিত শিলারূপী আয়ুধধারণকারী কপিগণ শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক এবং আপনি এই বিশাল সৈন্যব্যূহ ভেদ করিতে যত্নবান্ হউন; কারণ, রাক্ষসসেনা বিচ্ছিন্ন হইলে এই স্থানেই রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইবে।১-৩

হে বীর! আপনি ইন্দ্রজিতের যজ্ঞসমাধানের পূর্বেই ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বাণসমূহে এই শত্রু সৈন্যদিগকে দূরীভূত করুন। পরে সর্বলোকভয়াবহ, ক্রূরকর্মা দুরাত্মা, মায়াবী ও দুরাচার রাবণনন্দনকে বধ করুন। বিভীষণের কথায় শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রপুত্রের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভল্লুক এবং বানরগণও বড় বড় বৃক্ষ আয়ুধ(অস্ত্র)রূপে গ্রহণ করিয়া নিকটে অবস্থানকারী রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল।৪-৭

রাক্ষসগণও যুদ্ধে বানরসৈন্য হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া তীক্ষ্ণবাণ, অসি, শক্তি এবং তোমরসমূহ গ্রহণপূর্বক বানরসৈন্যের সম্মুখীন হইল।৮

বানর ও রাক্ষসের মধ্যে এইবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাদের নিনাদে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।৯

নানাপ্রকার শস্ত্র, শাণিতবাণ, বৃক্ষ এবং উদ্যত ঘোরাকার পর্বতশৃঙ্গে আকাশ আবৃত হইল।১০

বিকৃত মুখ ও বাহুযুক্ত রাক্ষসগণ বানরেন্দ্রগণের দেহে অস্ত্রাঘাতকরত সুমহৎ ভয় দেখাইতে লাগিল।

ঋক্ষবানরমুখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলৈঃ।
রক্ষসাং যুধ্যমানানাং মহদ্ভয়মজায়ত ॥১৩
স্বমনীকং বিষণ্ণন্তু শ্রুত্বা শত্রুভিরর্দিতম্।
উদতিষ্ঠত দুর্ধর্ষঃ স কর্মণ্যননুষ্ঠিতে ॥১৪
বৃক্ষান্ধকারান্নির্গত্য জাতক্রোধঃ স রাবণিঃ।
আরুরোহ রথং সজ্জং পূর্বযুক্তং সুসংযতম্ ॥১৫
স ভীমকার্মুকশরঃ কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমঃ।
রক্তাস্যনয়নো ভীমো বভৌ মৃত্যুরিবান্তকঃ ॥১৬
দৃষ্ট্বৈব তু রথস্থং তং পর্য্যবর্ত্তত তদ্বলম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং লক্ষ্মণেন যুযুৎসতাম্ ॥১৭
তস্মিংস্তু কালে হনুমানরুজৎ স দুরাসদম্।
ধরণীধরসঙ্কাশো মহাবৃক্ষমরিন্দমঃ ॥১৮
স রাক্ষসানাং তৎ সৈন্যং কালাগ্নিরিব নির্দহন্।
চকার বহুভির্বৃক্ষৈর্নিঃসংজ্ঞং যুধি বানরঃ ॥১৯
বিধ্বংসয়ন্তং তরসা দৃষ্ট্বৈব পবনাত্মজম্।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি হনূমন্তমবাকিরন্ ॥২০
শিতশূলধরাঃ শূলৈরসিভিশ্চাসিপাণয়ঃ।
শক্তিহস্তাশ্চ শক্তীভিঃ পট্টিশৈঃ পট্টিশায়ুধাঃ ॥২১
পরিঘৈশ্চ গদাভিশ্চ কুন্তৈশ্চ শুভদর্শনৈঃ।
শতশশ্চ শতঘ্নীভিরায়সৈরপি মুদ্গরৈঃ ॥২২
ঘোরৈঃ পরশুভিশ্চৈব ভিন্দিপালৈশ্চ রাক্ষসাঃ।
মুষ্টিভির্বজ্রকল্পৈশ্চ তলৈরশনিসন্নিভৈঃ ॥২৩
অভিজঘ্নুঃ সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্বতোপমম্।
তেষামপি চ সংক্রুদ্ধশ্চকার কদনং মহৎ ॥২৪
স দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠমচলোপমমিন্দ্রজিৎ।
সূদমানমসন্ত্রস্তমমিত্রান্ পবনাত্মজম্ ॥২৫
স সারথিমুবাচেদং যাহি যত্রৈষ বানরঃ।
ক্ষয়মেব হি নঃ কুর্য্যাদ্ রাক্ষসানামুপেক্ষিতঃ ॥২৬

বানরগণও সেইরূপ বৃক্ষসমূহ এবং গিরিশৃঙ্গরাশি লইয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণের অভিমুখে গমন করত তাহাদের সংহার করিতে লাগিল।১১-১২

মুখ্য মুখ্য মহাকায় ও মহাবলী ভল্লুক এবং বানরগণের পরাক্রম দেখিয়া রাক্ষসগণ ভীত হইল।১৩

স্বীয় সেনাদিগকে শত্রুদ্বারা পীড়িত ও বিষাদগ্রস্ত শুনিয়া দুর্ধর্ষ রাবণনন্দন যজ্ঞকার্য্য শেষ হইতে না হইতেই উঠিয়া পড়িল এবং ক্রোধে বৃক্ষান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল।১৪-১৫

সেই সময় নীলাঞ্জনরাশির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, আরক্ত-বদন ও লোহিতনয়ন সেই ইন্দ্রজিৎ ভয়ঙ্কর কার্মুক এবং বাণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বিনাশকারী মৃত্যুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।১৬

তাহাকে রথস্থ দেখিয়াই রাক্ষসগণ লক্ষ্মণের সহিত ভীষণবেগে যুদ্ধ করিবার জন্য ইন্দ্রজিতের রথের চতুর্দিকে অবস্থান করিল; তখন পর্বতসদৃশ বিশালশরীর অরিন্দম বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অতিশয় প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া অগ্রসর হইল এবং যুদ্ধে কালাগ্নিসদৃশ সেই বৃক্ষ প্রহারে অসংখ্য রাক্ষসসেনাকে অচেতন করিয়া দিল।১৭-১৯

পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত বেগে রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত করিতে থাকিলে সহস্র সহস্র রাক্ষস তাহার উপরে শরবর্ষণ করিতে লাগিল।২০

তীক্ষ্ণশূলধারী রাক্ষসগণ শূল, অসিপাণিগণ অসি, শক্তিহস্ত-গণ শক্তি, পট্টিশধারিগণ পট্টিশ অবং অন্যান্য রাক্ষসগণ পরিঘ, গদা, শুভদর্শন কুন্ত, শত শত শতঘ্নী, লৌহনির্মিত মুদ্গর, ঘোররূপ পরশু ও ভিন্দিপাল, বজ্রতুল্য মুষ্টি ও চপেটাঘাত দ্বারা সেই পর্বতসদৃশ বীরকে প্রহার করিতে লাগিল; হনুমান্ও কুপিত হইয়া তাহাদের অতিশয় পীড়ন করিতে লাগিল।২১-২৪

ইন্দ্রজিৎ দেখিল,—কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ পর্বতের ন্যায় অচল থাকিয়া নিঃশঙ্কভাবে নিজের শত্রু সংহার করিতেছে; ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে বলিলেন—যেখানে ঐ বানর অবস্থান করিতেছে, সেইখানে চল।

ইত্যুক্তঃ সারথিস্তেন যযৌ যত্র স মারুতিঃ।
বহন্ পরমদুর্ধর্ষং স্থিতমিন্দ্রজিতং রথে ॥২৭
সোঽভ্যুপেত্য শরান্ খড়্গান্ পট্টিশাংশ্চ পরশ্বধান্।
অভ্যবর্ষত দুর্ধর্ষঃ কপিমূর্ধনি রাক্ষসঃ ॥২৮
তানি শস্ত্রাণি ঘোরাণি প্রতিগৃহ্য স মারুতিঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি রাবণাত্মজ দুর্মতে।
বায়ুপুত্রং সমাসাদ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি ॥৩০
বাহুভ্যাং সম্প্রযুধ্যস্ব যদি মে দ্বন্দ্বমাহবে।
বেগং সহস্ব দুর্বুদ্ধে ততস্ত্বং রক্ষসাং বরঃ ॥৩১
হনূমন্তং জিঘাংসন্তং সমুদ্যতশরাসনম্।
রাবণাত্মজমাচষ্টে লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ ॥৩২

যঃ স বাসবনির্জেতা রাবণস্যাত্মসম্ভবঃ।
স এষ রথমাস্থায় হনূমন্তং জিঘাংসতি ॥৩৩
তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রুনিবারণৈঃ।
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জহি ॥৩৪
ইত্যেবমুক্তস্তু তদা মহাত্মা
বিভীষণেনারিবিভীষণেন।
দদর্শ তং পর্বতসন্নিকাশং
রথস্থিতং ভীমবলং দুরাসদম্ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥

উহাকে উপেক্ষা করিলে আমাদের রাক্ষসসৈন্যের ক্ষয়-সাধন করিবে।২৫-২৬

সারথি এই কথা শুনিয়া যুদ্ধে পরম দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকট গমন করিল।২৭

অনন্তর দুর্ধর্ষ সেই রাক্ষস তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া হনুমানের মস্তকে খড়্গ, পরশু, পট্টিশ ও অন্যান্য বহুবিধ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। বায়ুপুত্র সেই ভয়ানক শস্ত্রসকল প্রতিগ্রহণ পূর্বক মহাক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিল,—হে দুর্মতি রাবণপুত্র! যদি বীর হইয়া থাক, তবে যুদ্ধ কর। কিন্তু বায়ুপুত্রের হস্তে পড়িয়া জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবে না। হে দুর্মতে! নিজের বাহুদ্বয় দ্বারা আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর। এই বাহুযুদ্ধে যদি আমার বেগ সহ্য করিতে পার, তবে বুঝিব—তুমি রাক্ষসগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।২৮-৩১

তারপর হনুমান্‌কে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রজিৎকে ধনুর্বাণ উদ্যত করিতে দেখিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিল—ঐ সেই ইন্দ্রবিজয়ী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সে রথে আরোহণপূর্বক হনুমান্‌কে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছে। সুতরাং হে সুমিত্রানন্দন! শত্রুবিদারণকারী, অনুপম আকারপ্রকারযুক্ত এবং প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর বাণসমূহে রাবণপুত্রকে বধ করুন।৩২-৩৪

শত্রুগণের ভয়দাতা বিভীষণকর্তৃক উক্ত হইয়া তখন মহাত্মা লক্ষ্মণ রথস্থিত পর্বততুল্য ভীমবল ও দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইলেন।৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

[বিভীষণস্যেন্দ্রজিতশ্চ রোষপূর্ণ আলাপঃ।]

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং জাতহর্ষো বিভীষণঃ।
ধনুষ্পাণিং তমাদায় ত্বরমাণো জগাম সঃ ॥১

অবিদূরং ততো গত্বা প্রবিশ্য তু মহদ্বনম্।
অদর্শয়ত তৎকর্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ ॥২

নীলজীমূতসঙ্কাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্।
তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ষ্মণায় ন্যবেদয়ৎ ॥৩

ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে ॥৪

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ।
নিহন্তি সমরে শত্রূন্ বধ্নাতি চ শরোত্তমৈঃ ॥৫

তমপ্রবিষ্টং ন্যগ্রোধং বলিনং রাবণাত্মজম্।
বিধ্বংসয় শরৈর্দীপ্তৈঃ সরথং সাশ্বসারথিম্ ॥৬

তথেত্যুক্ত্বা মহাতেজাঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥৭

স রথেনাগ্নিবর্ণেন বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী সধ্বজঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮

তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্।
সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্ যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে ॥৯

এবমুক্তো মহাতেজা মনস্বী রাবণাত্মজঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্ ॥১০

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্মম।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস ॥১১

ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্য্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥১২

শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥১৩

সপ্তাশীতিতম সর্গ

[ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের মধ্যে রোষপূর্ণ কথাবার্তা]

এইরূপ বলিয়া বিভীষণ সহর্ষে ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল।১

কিয়দ্দূরে একটি বিশাল বনে প্রবেশ করিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের কর্মানুষ্ঠানের স্থান দেখাইল। একটি নীলমেঘবৎ ভীমদর্শন বটবৃক্ষ দেখাইয়া তেজস্বী রাবণভ্রাতা বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিল—এই স্থানে বলবান্ রাবণপুত্র ভূতগণকে উপহার দিয়া পরে যুদ্ধে গমন করে; সেইজন্য এই রাক্ষস সমস্ত জীবের অদৃশ্য হইয়া উত্তম শরসমূহে শত্রুদিগকে বধ ও বন্ধন করে। সুতরাং যতক্ষণ বলবান্ রাবণনন্দন এই বটবৃক্ষস্থানে প্রবেশ না করিতেছে, তাহার মধ্যেই রথ ও সারথিসহ নিশিত শরে ইহাকে বধ করুন।২-৬

তাহাই হউক—এই বলিয়া মিত্রের আনন্দবর্ধনকারী মহাতেজস্বী সুমিত্রাকুমার নিজের বিচিত্র ধনুর টঙ্কারপূর্বক সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বলবান্ রাবণকুমার কবচী ইন্দ্রজিৎকে খড়্গ ও ধ্বজা সহ অগ্নিবর্ণ রথে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা গেল।৭-৮

তখন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ পুলস্ত্যকুলনন্দন অপরাজিত ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন,—আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি; আমাকে সম্যক্ যুদ্ধ প্রদান কর।৯

মহাতেজা মনস্বী রাবণপুত্র এইরূপ উক্ত হইলে বিভীষণকে দেখিয়া কর্কশস্বরে বলিল—হে রাক্ষস! তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ; আমার পিতার তুমি সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য; কেন পুত্রের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছ? হে দুর্মতে! তোমাদ্বারা ধর্ম দূষিত হইয়াছে, কুটুম্বজনের প্রতি তোমার আত্মভাব নাই; তোমার মধ্যে সুহৃদের ভাব লুপ্ত হইয়াছে, তোমার জাত্যভিমান নাই; তোমার কর্তব্যাকর্তব্য মর্যাদা, সৌদর্যবোধ বা ধর্মজ্ঞান কিছুই

নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্ ।
ক চ স্বজনসংবাসঃ ক চ নীচ পরাশ্রয়ঃ ॥১৪

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা ।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥১৫

যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে ।
স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে ॥১৬

নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর ।
স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ ॥১৭

ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেণ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ ।
অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকত্থসে ॥১৮

রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ ।
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্ ॥
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্ ॥১৯

ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে ।
ভ্রাত্রা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে ॥২০

ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্ ।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা ॥২১

পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্ ।
ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা ॥২২

পরস্বানাঞ্চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্ ।
সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ ॥২৩

মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ ।
অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরত্বং প্রতিকূলতা ॥২৪

নাই। দুর্বুদ্ধে! যেহেতু তুমি স্বজন ত্যাগ করিয়া শত্রুর ভৃত্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি শোকের যোগ্য ও সৎপুরুষ দ্বারা নিন্দনীয়।১০-১৩

কোথায় স্বজনের সঙ্গে বাস, আর কোথায় নীচ শত্রুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ! শিথিল(চঞ্চল)বুদ্ধি দ্বারা তুমি এই দুইটির মধ্যে মহৎ ব্যবধান বুঝিতে পারিতেছ না।১৪

গুণবান্ শত্রু এবং নির্গুণ স্বজন হইলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ; কারণ, যে শত্রু, সে চিরদিন শত্রুই থাকে, কখনও আপন হয় না।১৫

যে নিজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করে, সে স্বপক্ষক্ষয়ের পর শত্রুদের দ্বারাই নিহত হয়।১৬

হে রাবণানুজ নিশাচর! লক্ষ্মণকে এইস্থানে আনিয়া আমার বধের জন্য প্রযত্ন করায় তুমি যেরূপ নির্দয়তা দেখাইয়াছ, স্বজন হইয়া এরূপ আর কেহ করিতে পারে না।১৭

ভ্রাতৃপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিল,—হে রাক্ষস! আমার স্বভাব না জানিয়াই কেন বিপরীত কথা বলিতেছ? অসাধু রাক্ষসেন্দ্রসুত! যদি তোমার গৌরব থাকে, তবে এরূপ পরুষভাব পরিত্যাগ কর। যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমার শীল-স্বভাব রাক্ষসোচিত নহে, সৎপুরুষের যে প্রধান গুণ, আমি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি।১৮-১৯

ক্রূরতাপূর্ণ কর্মে আমার মন নাই, অধর্মেও আমার রুচি হয় না। তুমি স্বজনপরিত্যাগহেতু আমার দোষ কীর্তন করিয়াছ, কিন্তু সমস্বভাব না হইলেও অন্য ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করা কি ভ্রাতার কর্তব্য হইয়াছে? ২০

যাহার শীল-স্বভাব ধর্মভ্রষ্ট, পাপকর্মে যার দৃঢ়নিশ্চয়তা আছে, ঐ রকম পুরুষকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক প্রাণী সেইরকম সুখলাভ করে, যে রকম সুখ পাওয়া যায়—হস্ত হইতে সর্পবিষ পরিত্যাগে।২১

পরস্বাপহরণে রত এবং পরস্ত্রীহারী দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করাই উচিত।২২

পরধন অপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ এবং নিজের হিতৈষী সুহৃদের উপর অতিশয় আশঙ্কা বা অবিশ্বাস—এই তিনটি দোষ বিনাশের কারণ।২৩

মহর্ষিগণের ভয়ঙ্কর বধ, সমস্ত দেবতার সঙ্গে বিরোধ, অভিমান, রোষ, বৈরত্ব এবং ধর্মের প্রতিকূলতা—এই

এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্য্যনাশনাঃ।
গুণান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানিব তোয়দাঃ ॥২৫

দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা ॥২৬

অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্বিনীতশ্চ রাক্ষস।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি ॥২৭

অদ্যেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যস্মাং পরুষমুক্তবান্।
প্রবেষ্টুং ন ত্বয়া শক্যং ন্যগ্রোধং রাক্ষসাধম ॥২৮

ধর্ষয়িত্বা চ কাকুৎস্থং ন শক্যং জীবিতুং ত্বয়া।
যুধ্যস্ব নরদেবেন লক্ষ্মণেন রণে সহ ॥
হতস্ত্বং দেবতাকার্য্যং করিষ্যসি যমক্ষয়ম্ ॥২৯

নিদর্শয়িত্বাত্মবলং সমুদ্যতম্
কুরুষ্ব সর্বায়ুধসায়কব্যয়ম্।
ন লক্ষ্মণস্যৈত্য হি বাণগোচরম্
ত্বমদ্য জীবন্ সবলো গমিষ্যসি ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

দোষগুলি আমার ভ্রাতার মধ্যে বর্ত্তমান; ইহাই তাহার প্রাণ এবং ঐশ্বর্য্য উভয়েরই বিনাশক। যেমন মেঘদল পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই দোষগুলি আমার ভ্রাতার সমস্ত গুণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৪-২৫

এইসকল দোষের জন্যই আমি তোমার পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি বা তোমার পিতার অস্তিত্ব থাকিবে না।২৬

হে রাক্ষস! তুমি অত্যন্ত অভিমানী, দুর্বিনীত ও বালক (মূর্খ); তুমি এখন কালপাশে আবদ্ধ, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা, তাহাই আমাকে বল।২৭

যেহেতু তুমি আমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলে, সেইজন্য আজ এখানে বিপত্তি প্রাপ্ত হইলে। হে রাক্ষসাধম! বটবৃক্ষমূলে আর তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে না।২৮

লক্ষ্মণকে ধর্ষণ করিয়া তুমি জীবিত থাকিতে পারিবে না; তুমি রণক্ষেত্রে নরদেব লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া ও যমভবনে যাইয়া দেবকার্য্য সম্পাদন কর।২৯

তুমি যদি সমুদ্যত আত্মবল দেখাইয়া সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র ব্যয় কর, তথাপি লক্ষ্মণের বাণগোচরে আসিয়া সসৈন্যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিতশ্চ রোষময়সংবাদঃ, ঘোরং যুদ্ধঞ্চ।]

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধেনাভ্যুৎপপাত চ ॥১

উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কৃতে।
কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ ॥২

মহাপ্রমাণমুদ্যম্য বিপুলং বেগবদ্ দৃঢ়ম্।
ধনুর্ভীমবলো ভীমং শরাংশ্চামিত্রনাশনান্ ॥৩

তং দদর্শ মহেষ্বাসো রথস্থঃ সমলঙ্কৃতঃ।
অলঙ্কৃতমমিত্রঘ্নো রাবণস্যাত্মজো বলী ॥৪

হনূমৎপৃষ্ঠমারূঢ়মুদয়স্থরবিপ্রভম্।
উবাচৈনং সুসংরব্ধঃ সৌমিত্রিং সবিভীষণম্ ॥৫

তাংশ্চ বানরশার্দূলান্ পশ্যধ্বং মে পরাক্রমম্।
অদ্য মৎকার্মুকোৎসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্ ॥৬

মুক্তবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যথ সংযুগে।
অদ্য বো মামকা বাণা মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ ॥
বিধমিষ্যন্তি গাত্রাণি তুলরাশিমিবানলঃ ॥৭

তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিন্নাঞ্ শূলশক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
অদ্য বো গময়িষ্যামি সর্বানেব যমক্ষয়ম্ ॥৮

সৃজতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিপ্রহস্তস্য সংযুগে।
জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ ॥৯

রাত্রিযুদ্ধে তদা পূর্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ তৌ ময়া ভূয়ো বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ ॥১০

স্মৃতির্ন তেঽস্তি বা মন্যে ব্যক্তং যাতো যমক্ষয়ম্।
আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যন্মাং যোদ্ধুমুপস্থিতঃ ॥১১

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য গর্জিতং রাঘবস্তদা।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং বাক্যমব্রবীৎ ॥১২

অষ্টাশীতিতম সর্গ

[লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে সরোষ বাক্যবিনিময় ও ঘোরতর যুদ্ধ।]

বিভীষণের কথা শ্রবণ করত ক্রোধমূর্চ্ছিত ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে পরুষ বাক্য বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।১

পরে খড়গ ও অন্যান্য অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বসঞ্চালিত এবং অলঙ্কৃত সুমহৎ রথে আরোহণ করিলে তাহাকে কালান্তক যমের ন্যায় মনে হইল। মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ তখন বেগবান্ সুমহৎ বিপুল ভীষণাকার ধনু এবং শত্রুবিদারণকারী বাণ গ্রহণ করিল।২-৩

পরে সমলঙ্কৃত বিপুলধনুর্ধারী শত্রুঘাতী বলবান্ সেই ইন্দ্রজিৎ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় উদীয়মান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল লক্ষ্মণ এবং তাঁহার সহিত স্থিত বিভীষণ এবং অন্যান্য বানরবীরগণকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিল,—আমার বিক্রম অবলোকন কর; মেঘনিঃসৃত বারিধারার ন্যায় অদ্য তোমরা আমার ধনু হইতে বিনির্গত অসহ্য বাণধারাবর্ষণ সহ্য কর। অগ্নি যেমন তুলারাশিকে ভস্মাৎ করে, সেইরূপ আমার সুমহৎ কার্মুক (ধনু) হইতে বিনির্গত বাণসমূহ তোমাদের দেহ বিদীর্ণ করিবে।৪-৭

অদ্য তীক্ষ্ণশূল, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ ও অন্যান্য বাণসমূহে তোমাদের সকলকে যমালয়ে পাঠাইব।৮

রণমধ্যে আমি মেঘের ন্যায় গর্জনকরত ক্ষিপ্রহস্তে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে ? ৯

পূর্বে এক রাত্রির যুদ্ধে আমাদ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রাশনিতুল্যশরে তুমি ও তোমার ভাই অনুচরসহ অচেতন হইয়া শায়িত হইয়াছিলে, তাহা বোধ হয় তোমার মনে নাই। এখন আমি বিষধর সর্পের ন্যায় আমি ক্রুদ্ধ; সুতরাং যখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই যমপুরে গিয়াছ।১০-১১

নির্ভীকবদন রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণ তখন রাক্ষসেন্দ্র

উক্তশ্চ দুর্গমঃ পারঃ কার্য্যাণাং রাক্ষস ত্বয়া।
কার্য্যাণাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্ ॥১৩
স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ।
বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্মতে ॥১৪
অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ ॥১৫
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে ॥১৬
এবমুক্তো ধনুর্ভীমং পরামৃশ্য মহাবলঃ।
সসর্জ নিশিতান্ বাণানিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥১৭
তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ ॥১৮
শরৈরতিমহাবেগৈর্বেগবান্ রাবণাত্মজঃ।
সৌমিত্রিমিন্দ্রজিদ্ যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্ ॥১৯
স শরৈরতিবিদ্ধাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
শুশুভে লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥২০
ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ।
বিনদ্য সুমহানাদমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১
পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকার্মুকচ্যুতাঃ।
আদাস্যন্তেঽদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ ॥২২
অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষ্মণ।
গৃধ্রাশ্চ নিপতন্তু ত্বাং গতাসুং নিহতং ময়া ॥২৩
ক্ষত্রবন্ধুং সদানার্য্যং রামঃ পরমদুর্মতিঃ।
ভক্তং ভ্রাতরমদ্যৈব ত্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া ॥২৪
বিস্রস্তকবচং ভূমৌ ব্যপবিদ্ধশরাসনম্।
হৃতোত্তমাঙ্গং সৌমিত্রে ত্বামদ্য নিহতং ময়া ॥২৫
ইতি ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাত্মজম্।
হেতুমদ্ বাক্যমর্থজ্ঞো লক্ষ্মণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥২৬

ইন্দ্রজিতের গর্জন শুনিয়া ক্রোধভরে বলিলেন—হে রাক্ষস। তুমি কেবল কথাদ্বারা কঠিন কার্য্যের শেষ করিলে; কিন্তু কর্মদ্বারা যিনি কার্য্যের পারে গমন করেন (অর্থাৎ যিনি কথা না বলিয়া কর্তব্য কর্ম সমাধান করেন), তিনিই বুদ্ধিমান্।১২-১৩

হে দুর্মতে! তুমি স্বয়ং অভীষ্ট কার্য্যের সিদ্ধি বিষয়ে অসমর্থ হইয়াছ; কাহারও পক্ষে যে কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন, তুমি সেই কার্য্য কেবল কথার দ্বারা শেষ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছ।১৪

তুমি তৎকালে রণমধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যে কার্য করিয়াছ, তাহা বীরগণের অনুমোদিত নহে, চোরে সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে।১৫

হে রাক্ষস! আমি যেরূপ তোমার বাণপথে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তুমিও আজ তোমার তেজ দেখাও। বৃথা কথায় কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? ১৬

মহাবল সমরবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে বিশাল ধনু বিস্ফারণপূর্বক শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৭

ইন্দ্রজিৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্পবিষতুল্য মহাবেগবান্ বাণসমূহ লক্ষ্মণের দেহে পতিত হইয়াই মন্ত্রদ্বারা রুদ্ধবীর্য্য সর্প যেমন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পতিত হয়, সেইরূপভাবে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।১৮

বেগবান্ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অতিশয় মহাবেগশালী শরে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১৯

শরে লক্ষ্মণের দেহ অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তে পরিপ্লুত হইয়া যাইল; তখন লক্ষ্মণ ধূমহীন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২০

ইন্দ্রজিৎ নিজের কার্য্য দর্শন পূর্বক লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সুমহান্ ধ্বনিকরত এই কথা বলিল—অদ্য আমার ধনুর্নিঃসৃত প্রাণান্তকারী তীক্ষ্ণধার শরসমূহে তোমার জীবনাবসান হইবে। লক্ষ্মণ! আমাকর্তৃক নিহত প্রাণহীন তোমার দেহের উপর আজ শৃগাল, শকুনি ও শ্যেনগণ নিপতিত হউক। পরমদুর্মতি ক্ষত্রিয়াধম অনার্য রাম আজই দেখিতে পাইবে যে, তাহার ভক্ত ভ্রাতা তুমি আমাকর্তৃক নিহত হইয়াছ। হে সৌমিত্রে! অদ্য তোমার কবচ ছিন্ন হইয়া

বাগ্বলং ত্যজ দুর্বুদ্ধে ক্রূরকর্মন্ হি রাক্ষস।
অথ কস্মাদ্ বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্মণা ॥২৭
অকৃত্বা কত্থসে কর্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস।
কুরু তৎ কর্ম যেনাহং শ্রদ্দধেয়ং তব কত্থনম্ ॥২৮
অনুক্ত্বা পরুষং বাক্যং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপন্।
অবিকত্থন্ বধিষ্যামি ত্বাং পশ্য পুরুষাদন ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা পঞ্চ নারাচানাকর্ণাপূরিতাঞ্ শরান্।
বিজঘান মহাবেগাল্লক্ষ্মণো রাক্ষসোরসি ॥৩০
সুপত্রবেগিতা (ক) বাণা জ্বলিতা ইব পন্নগাঃ।
নৈর্ঋতোরস্যভাসন্ত সবিতূ রশ্ময়ো যথা ॥৩১
স শরৈরাহতস্তেন সরোষো রাবণাত্মজঃ।
সুপ্রযুক্তৈস্ত্রিভির্বাণৈঃ প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ॥৩২

ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে, ধনু ভগ্ন হইবে এবং মস্তক ভিন্ন হইয়া লুণ্ঠিত হইবে। রাম এইরূপ অবস্থায় তোমাকে দেখিতে পাইবে।২১-২৫

রাবণনন্দন পরুষভাবে এই কথা বলিলে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ ক্রোধের সহিত যুক্তিযুক্তবাক্যে উত্তর করিলেন—হে ক্রূরকর্মা দুর্বুদ্ধি রাক্ষস। বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ কর। তুমি এ সমস্ত কথা কেন বলিতেছ? কার্য্য দ্বারা তাহা দেখাও।২৬-২৭

রাক্ষস! যে কার্য্য তুমি এখন কর নাই, তাহার জন্য বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যাহাতে তোমার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মায়, সেইরূপ কর্ম কর।২৮

নরভক্ষক রাক্ষস! এই দেখ, আমি বৃথা আত্মপ্রশংসা অথবা কাহারও নিন্দা না করিয়া এবং কোনও কর্কশ কথা না বলিয়াই তোমাকে বধ করিতেছি।২৯

লক্ষ্মণ এই বলিয়া আকর্ণপূরিত মহাবেগশালী তীক্ষ্ণ পাঁচটি নারাচ গ্রহণপূর্বক রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।৩০

সুপত্রবিশিষ্ট বেগবান্ সেই শরসহ ক্রোধোজ্জ্বলিত সর্পের ন্যায় রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে সূর্য্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল।৩১

পাঠান্তর:—(ক) সুপত্রবাজিতা—।

স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।
বিমর্দস্তুমুলো যুদ্ধে পরস্পরজয়ৈষিণোঃ ॥৩৩
বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।
উভৌ পরমদুর্জেয়াবতুল্যবলতেজসৌ ॥৩৪
যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ।
বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুষ্প্রধর্ষণৌ ॥৩৫
যুযুধাতে মহাত্মানৌ তদা কেসরিণাবিব।
বহূনবসৃজন্তৌ হি মার্গণৌঘানবস্থিতৌ ॥
নররাক্ষসমুখ্যৌ তৌ প্রহৃষ্টাবভ্যযুধ্যতাম্* ॥৩৬
ততঃ শরান্ দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ।
সসর্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ॥৩৭

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বাণে আহত হইয়া সরোষে লক্ষ্মণকে সুপ্রযুক্ত তিনটি বাণে বিদ্ধ করিল।৩২

রণক্ষেত্রে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী নরসিংহ লক্ষ্মণ ও রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিতের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।৩৩

তাঁহারা উভয়েই বিক্রমশালী, বলসম্পন্ন, পরাক্রমী, পরম দুর্জয়, অতুল্য বল ও তেজোযুক্ত।৩৪

যেমন আকাশে দুই গ্রহের সংঘর্ষ হয়, সেইরূপ দুই বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; যুদ্ধস্থলে তাঁহারা ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো দুর্ধর্ষ বলিয়া বোধ হইল।৩৫

* বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণে এইস্থলেই অষ্টাশীতিতম সর্গ শেষ হইয়াছে এবং উননবতিতম সর্গ আরম্ভ হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে ৩৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দেখা যায়—

সুসম্প্রহৃষ্টৌ নররাক্ষসোত্তমৌ জয়ৈষিণৌ মার্গণচাপধারিণৌ।
পরস্পরং তৌ প্রববর্ষতুর্ভৃশং শরৌঘবর্ষেণ বলাহকাবিব ॥
অভিপ্রবৃদ্ধৌ যুধি যুদ্ধকোবিদৌ শরাসিবন্তৌ শিতশস্ত্রধারিণৌ।
অভিঘ্নমাবিব্যধতুর্মহাবলৌ মহাহবে শম্বরবাসবাবিব ॥

তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং স শ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥৩৮
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাবণাত্মজম্।
সৌমিত্রিং যুদ্ধসংযুক্তং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ ॥৩৯
নিমিত্তান্যুপপশ্যামি যান্যস্মিন্ রাবণাত্মজে।
ত্বর তেন মহাবাহো ভগ্ন এষ ন সংশয়ঃ ॥৪০
ততঃ সন্ধায় সৌমিত্রিঃ শরানাশীবিষোপমান্।
মুমোচ বিশিখাংস্তস্মিন্ সর্পানিব বিষোল্বণান্ ॥৪১
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ।
মুহূর্তমভবন্মূঢ়ঃ সর্বসংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
উপলভ্য মুহূর্তেন সংজ্ঞাং প্রত্যাগতেন্দ্রিয়ঃ।
দদর্শাবস্থিতং বীরমাজৌ দশরথাত্মজম্।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং রোষাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥৪৩
অব্রবীচ্চৈনমাসাদ্য পুনঃ স পরুষং বচঃ।
কিন্ন স্মরসি তদ্ যুদ্ধে প্রথমে মৎপরাক্রমে ॥
নিবদ্ধস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা যদা যুধি বিচেষ্টসে ॥৪৪
যুবাং খলু মহাযুদ্ধে বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ প্রথমং ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ ॥৪৫
স্মৃতির্বা নাস্তি তে মন্যে ব্যক্তং বা যমসাদনম্।
গন্তুমিচ্ছসি যস্মাৎ ত্বমাধর্ষয়িতুমিচ্ছসি ॥৪৬
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মৎপরাক্রমঃ।
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ॥৪৭
ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্।
দশভিস্তু হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ ॥৪৮
ততঃ শরশতেনৈব সুপ্রযুক্তেন বীর্য্যবান্।
ক্রোধাদ্ দ্বিগুণসংরব্ধো নির্বিভেদ বিভীষণম্ ॥৪৯

সিংহদ্বয়ের ন্যায় রণমধ্যে অবস্থিত হইয়া মহামনস্বী নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও রাক্ষসপ্রবর বীর ইন্দ্রজিৎ হৃষ্টচিত্তে অসংখ্য শরজাল নিক্ষেপকরত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৩৬

তখন দশরথনন্দন শত্রুনাশী লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৩৭

তাঁহার জ্যাতলশব্দ শুনিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণবদনে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।৩৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে বিবর্ণমুখ এবং সুমিত্রা-নন্দনকে যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া বিভীষণ বলিল,—মহাবাহো! রাবণতনয়ের মুখবৈবর্ণ্যাদিরূপ যে দুর্নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়—উহার উদ্যম ভগ্ন হইয়াছে। সুতরাং আপনি সত্বর উহাকে নিহত করিতে যত্নবান্ হউন।৩৯-৪০

অনন্তর সুমিত্রাকুমার বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; তখন সেই বাণগুলি তীব্র বিষ উদগীরণকারী সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।৪১

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠিন সেই বাণসমূহে আহত হইয়া রাবণনন্দন মুহূর্তকাল অচেতন হইল এবং তাহার ইন্দ্রিয়সকলও বিকল হইল।৪২

মুহূর্তকাল পরেই সুস্থ হইয়া সংজ্ঞা লাভকরত দেখিল,—বীরবর দাশরথি রণমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া সুমিত্রানন্দনের নিকট যাইয়া পুনর্বার পরুষস্বরে বলিল,—প্রথম যুদ্ধে তুমি যে ভ্রাতার সহিত আমার বাহুবলে রণমধ্যে বদ্ধ হইয়াছিলে এবং ছটফট করিতেছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? ৪৩-৪৪

যেদিন আমার সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়, সেদিন আমি শাণিত শরসমূহে অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত তোমাদের উভয়কে রণক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? যাহা হউক, তুমি যখন আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার যমালয়ে যাইবার বাসনা হইয়াছে।৪৫-৪৬

যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, আমি তোমাকে অবিলম্বেই তাহা দেখাইতেছি।৪৭

তদ্ দৃষ্টেন্দ্রজিতা কর্ম কৃতং রামানুজস্তদা।
অচিন্তয়িত্বা প্রহসন্নৈতৎ কিঞ্চিদিতি ব্রুবন্ ॥৫০
মুমোচ চ শরান্ ঘোরান্ সংগৃহ্য নরপুঙ্গবঃ।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং লক্ষ্মণো যুধি ॥৫১
নৈবং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর।
লঘবশ্চাল্পবীর্য্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব ॥৫২
নৈবং শূরাস্তু যুধ্যন্তে সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইত্যেবং তং ব্রুবন্ ধন্বী শরৈরভিববর্ষ হ ॥৫৩
তস্য বাণৈঃ সুবিধ্বস্তং কবচং কাঞ্চনং মহৎ।
ব্যশীর্য্যত রথোপস্থে তারাজালমিবাম্বরাৎ ॥৫৪
বিধূতবর্মা নারাচৈর্বভূব স কৃতব্রণঃ।
ইন্দ্রজিৎ সমরে বীরঃ প্রত্যূষে ভানুমানিব ॥৫৫
ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ।
বিভেদ সমরে বীরো লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমঃ ॥৫৬

ব্যশীর্য্যত মহদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য তু।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং বভূবতুরমিন্দমৌ ॥৫৭
অভীক্ষ্ণং নিঃশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যেতাং তুমুলং যুধি।
শরসঙ্কৃত্তসর্বাঙ্গৌ সর্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ॥৫৮
সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততক্ষতুর্মহাত্মানৌ রণকর্মবিশারদৌ।
বভূবতুশ্চাত্মজয়ে যত্তৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥৫৯
তৌ শরৌঘৈস্তথাকীর্ণৌ নিকৃত্তকবচধ্বজৌ।
সৃজন্তৌ রুধিরং চোষ্ণং জলং প্রস্রবণাবিব ॥৬০
শরবর্ষং ততো ঘোরং মুঞ্চতোর্ভীমনিঃস্বনম্।
সাসারয়োরিবাকাশে নীলয়োঃ কালমেঘয়োঃ ॥৬১
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমঞ্চাপ্যুপজগ্মতুঃ ॥৬২

বীর্য্যবান্ রাবণনন্দন এই কথা বলিয়াই সাতটি বাণে লক্ষ্মণকে এবং তীক্ষ্ণধার দশটি উৎকৃষ্ট বাণে হনুমানকে বিদ্ধকরত দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া ক্রোধভরে সুপ্রযুক্ত শত শত শর দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিল।৪৮-৪৯

নরশ্রেষ্ঠ রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সেই কার্য্য দেখিয়া এবং তদ্বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এরূপ শস্ত্রাঘাতে আর কি হইতে পারে? অনন্তর নির্ভীকহৃদয়ে ধনুর্ধারণপূর্বক সক্রোধে ইন্দ্রজিতের প্রতি ঘোর শর নিক্ষেপকরত কহিলেন,—ওহে রাক্ষস! তোমার অল্পবীর্য্য ও ক্ষুদ্র এই বাণসকল আমার দেহে সুখস্পর্শ বোধ হইল।৫০-৫২

তুমি যেরূপ প্রহার করিলে, যুদ্ধাভিলাষী রণমধ্যগত বীরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও এরূপ প্রহার করেন না। লক্ষ্মণ এই বলিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৫৩

তারাজাল যেরূপ আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের কনকময় মহান্ কবচ বিকীর্ণ হইয়া রথপার্শ্বে পতিত হইল।৫৪

তৎকালে রাবণতনয় রণমধ্যে লক্ষ্মণের নারাচ অস্ত্রে ছিন্ন কবচ ও সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৫৫

তখন ভীমপরাক্রম বীরবর রাবণনন্দন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল।৫৬

তাহাতে লক্ষ্মণের মহৎ দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইল। শত্রুদমন দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।৫৭

উভয়ে মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাসসহকারে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বহুক্ষণ শাণিতশরে সর্বতোভাবে পরস্পরের শরীর বিদ্ধ করায় উভয়ের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল।৫৮

ভীমবিক্রম যুদ্ধবিশারদ সেই মহাত্মাদ্বয় বিজয়-লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পরস্পরের দেহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, উভয়ের ধ্বজ ও কবচ ছিন্ন

অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দর্শয়ন্তৌ পুনঃ পুনঃ।
শরানুচ্চাবচাকারানন্তরিক্ষে ববন্ধতুঃ ॥৬৩
ব্যপেতদোষমস্যন্তৌ লঘু চিত্রঞ্চ সুষ্ঠু চ।
উভৌ তু তুমুলং ঘোরং চক্রতুর্নররাক্ষসৌ ॥৬৪
তয়োঃ পৃথক্ পৃথগ্ ভীমঃ শুশ্রুবে তলনিস্বনঃ।
স কম্পং জনয়ামাস নির্ঘাত ইব দারুণঃ ॥৬৫
তয়োঃ স ভ্রাজতে শব্দস্তথা সমরমত্তয়োঃ।
সুঘোরয়োর্নিষ্টনতোর্গগনে মেঘয়োরিব ॥৬৬
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নারাচৈর্বলবন্তৌ কৃতব্রণৌ।
প্রসুস্রুবাতে রুধিরং কীর্তিমন্তৌ জয়ে ধৃতৌ ॥৬৭
তে গাত্রয়োর্নিপতিতা রুক্মপুঙ্খাঃ শরা যুধি।
অসৃগ্ দিগ্ধা বিনিষ্পেতুর্বিবিশুর্ধরণীতলম্ ॥৬৮

হইল। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জলধারা নির্গত হয়, সেইরূপ শরসমাকীর্ণ উভয়ের দেহ হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতে লাগিল।৫৯-৬০

প্রস্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ শরসমাকীর্ণ উভয়ের গাত্র হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে নীলবর্ণ কাল মেঘযুগলের জলধারা বর্ষণের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত ঘোর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬১

এইরূপে তাঁহারা বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, কেহই ক্লান্ত বা রণবিমুখ হইলেন না। অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য সেই লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করত উভয়ে উভয়ের ক্ষুদ্রবৃহৎ শরসমূহে অন্তরিক্ষে (শরজাল) বন্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দোষ, ক্ষিপ্রগামী, বিচিত্র ও উত্তম শরসমূহ ক্ষেপণ করত ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।৬২-৬৪

তৎকালে প্রবল ঝটিকার ঘোর শব্দের ন্যায় উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ ভয়ঙ্কর তলনিস্বন শ্রোতাদিগের হৃদয় কাঁপাইতে লাগিল। তুমুল রণমত্ত বীরযুগলের ঐ তলনিনাদকে অন্তরিক্ষে গর্জ্জায়মান মেঘযুগলের ধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। বিজয় ও কীর্তির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ সেই

অন্যে সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈরাকাশে সঞ্জঘট্টিরে।
বভঞ্জুশ্চিচ্ছিদুশ্চৈব তয়োর্বাণাঃ সহস্রশঃ ॥৬৯
স বভূব রণে ঘোরস্তয়োর্বাণময়শ্চয়ঃ।
অগ্নিভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সত্রে কুশময়শ্চ যঃ ॥৭০
তয়োঃ কৃতব্রণৌ দেহৌ শুশুভাতে মহাত্মনোঃ।
সুপুষ্পাবিব নিষ্পত্রৌ বনে কিংশুকশাল্মলী ॥৭১
চক্রতুস্তুমুলং ঘোরং সন্নিপাতং মুহুর্মুহুঃ।
ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণশ্চৈব পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥৭২
লক্ষ্মণো রাবণিং যুদ্ধে রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্।
অন্যোন্যং তাবভিঘ্নন্তৌ ন শ্রমং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৭৩
বাণজালৈঃ শরীরস্থৈরবগাঢ়ৈস্তরস্বিনৌ।
শুশুভাতে মহাবীর্য্যৌ প্ররূঢ়াবিব পর্বতৌ ॥৭৪

দুই বলশালীর সুবর্ণপুঙ্খ-নারাচনিচয়ে ক্ষত শরীর হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল।৬৫-৬৭

উভয়ের রুক্মপুঙ্খ শরসকল উভয়ের গাত্রে প্রবেশ করত রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অন্য নিশাচরগণ নিশিত অস্ত্রসমূহ দ্বারা শূন্যমার্গে তাহাদের শরসকলকে সহস্রশঃ ভগ্ন, ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল। যজ্ঞক্ষেত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ কুশরাশি পতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর যুদ্ধে সেই বীরযুগলের বাণসমূহ চারিদিকে রাশি প্রমাণ হইয়া গেল। তৎকালে সেই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবলদ্বয় বনমধ্যস্থিত পত্রবিহীন এবং পুষ্পসমাচ্ছাদিত কিংশুক ও শাল্মলীতরুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর-বিজয়াভিলাষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মুহুর্মুহুঃ ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কখনও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং কখনও বা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে কেহই পরিশ্রান্ত হইলেন না।৬৮-৭৩

সেই মহাবীর্য্য বেগবান্ বীরযুগল শরব্যূহে বিদ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া বৃক্ষসমূহাচ্ছন্ন পর্বতযুগলের ন্যায় শোভা

ততো রুধিরসিক্তানি সংবৃতানি শরৈর্ভৃশম্।
বভ্রাজুঃ সর্বগাত্রাণি জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ ॥৭৫
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমঞ্চাপ্যভিজগ্মতুঃ ॥৭৬
অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তুং
সমরমুখেষ্বজিতস্য লক্ষ্মণস্য।
প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্ মহাত্মা
সমরমুপেত্য বিভীষণোঽবতস্থে* ॥৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরসংবৃত ও রুধিরসিক্ত সর্ব্বগাত্র জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এইরূপে তাঁহারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, যুদ্ধে কেহই শ্রান্ত বা রণবিমুখ হইলেন না। ইত্যবসরে মহাত্মা বিভীষণ সমরমধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের রণশ্রম অপনোদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রণমধ্যে আগমন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল।৭৪-৭৭

* বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণে এইস্থলে ঊননবতিতম সর্গ শেষ

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊননবতিতমঃ সর্গঃ

[রাক্ষসানামুপরি বিভীষণস্য প্রহারঃ, বানরযূথপতিভ্যস্তস্যোৎসাহদানম্, লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিতঃ সারথের্বিনাশঃ, বানরৈশ্চ তস্যাশ্বানাং সংহারশ্চ।]

যুধ্যমানৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রসক্তৌ নররাক্ষসৌ।
প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥১
তয়োর্যুদ্ধং দ্রষ্টুকামো বরচাপধরো বলী।
শূরঃ স রাবণভ্রাতা তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি ॥২
ততো বিস্ফারয়ামাস মহদ্ ধনুরবস্থিতঃ।
উৎসসর্জ চ তীক্ষ্ণাগ্রান্ রাক্ষসেষু মহাশরান্ ॥৩
তে শরাঃ শিখিসংস্পর্শা নিপতন্তঃ সমাহিতাঃ।
রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাসুর্বজ্রাণীব মহাগিরীন্ ॥৪
বিভীষণস্যানুচরাস্তেঽপি শূলাসিপট্টিশৈঃ।
চিচ্ছিদুঃ সমরে বীরান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসোত্তমাঃ ॥৫
রাক্ষসৈস্তৈঃ পরিবৃতঃ স তদা তু বিভীষণঃ।
বভৌ মধ্যে প্রধৃষ্টানাং কলভানামিব দ্বিপঃ ॥৬

ঊননবতিতম সর্গ*

[রাক্ষসদিগের উপর বিভীষণের প্রহার ও বানর-যূথপতিগণকে যুদ্ধে উৎসাহ দান, লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিতের সারথি এবং বানরগণকর্তৃক তাহার অশ্বসমূহের নিধন।]

রাবণভ্রাতা বলশালী বিভীষণ মদমত্ত মাতঙ্গযুগলের ন্যায় পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই নরদেহধারী লক্ষ্মণ ও রাক্ষসদেহধারী ইন্দ্রজিৎকে পরস্পর সমরাসক্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ধনু ধারণ করত যুদ্ধাগ্রভাগে আগমন পূর্বক দাঁড়াইয়া রহিল। তথায় আগমন করত ভূতলে থাকিয়াই ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক নিশাচরগণের প্রতি তীক্ষ্ণাগ্র সুমহৎ শর সন্ধান করিতে লাগিল।১-৩

বজ্র যেরূপ মহাগিরিকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ তদীয় অনলোপম শরসকল পতিত হইয়া মাংসাশী রাক্ষসগণের

* বঙ্গদেশীয় রামায়ণে নবতিতম সর্গ আরম্ভ।

ততঃ সঙ্কোদমানো বৈ হরীন্ রক্ষোবধপ্রিয়ান্ ।
উবাচ বচনং কালে কালজ্ঞো রক্ষসাং বরঃ ॥৭
একোহয়ং রাক্ষসেন্দ্রস্য পরায়ণমবস্থিতঃ ।
এতচ্ছেষং বলং তস্য কিং তিষ্ঠত হরীশ্বরাঃ ॥৮
অস্মিংশ্চ নিহতে পাপে রাক্ষসে রণমূর্ধনি ।
রাবণং বর্জয়িত্বা তু শেষমস্য বলং হতম্ ॥৯
প্রহস্তো নিহতো বীরো নিকুম্ভশ্চ মহাবলঃ ।
কুম্ভকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চ ধূম্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ ॥১০
জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্ণবেগোহশনিপ্রভঃ ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ বজ্রদংষ্ট্রশ্চ রাক্ষসঃ ॥১১
সংহ্রাদী বিকটোহরিঘ্নস্তপনো মন্দ এব চ ।
প্রঘাসঃ প্রঘসশ্চৈব প্রজঙ্ঘো জঙ্ঘ এব চ ॥১২
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ বীর্য্যবান্ ।
বিদ্যুজ্জিহ্বো দ্বিজিহ্বশ্চ সূর্য্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ ॥১৩
অকম্পনঃ সুপার্শ্বশ্চ চক্রমালী চ রাক্ষসঃ ।
কম্পনঃ সত্ত্ববন্তশ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ ॥১৪
এতান্ নিহত্যাতিবলান্ বহূন্ রাক্ষসসত্তমান্ ।
বাহুভ্যাং সাগরং তীর্ত্বা লঙ্ঘ্যতাং গোষ্পদং লঘু ॥১৫
এতাবদেব শেষং বো জেতব্যমিতি বানরাঃ ।
হতাঃ সর্বে সমাগম্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ ॥১৬
অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম ।
ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্ ॥১৭
হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি ।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি ॥১৮
বানরা ঘ্নত সম্ভূয় ভৃত্যানস্য সমীপগান্ ।
ইতি তেনাতিযশসা রাক্ষসেনাভিচোদিতাঃ ॥১৯
বানরেন্দ্রা জহৃষিরে লাঙ্গূলানি চ বিব্যধুঃ ।
ততস্তু কপিশার্দূলাঃ ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচর সেই বীর রাক্ষসগণও শূল, অসি ও পট্টিশ দ্বারা নিশাচরগণকে ছেদন করিতে লাগিল।৪-৫

তৎকালে বিভীষণ স্বীয় সচিব নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া মদমত্ত হস্তিশাবকগণের মধ্যবর্ত্তী মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষসবধাভিলাষী বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তৎকালে উচিত বাক্য বলিল,—হে হরীশ্বরগণ! এই ইন্দ্রজিৎই রাক্ষসেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন অবশিষ্ট আছে এবং যে সৈন্যগণকে দেখিতেছ, ইহাই রাবণের শেষ বল অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন? ৬-৮

এই পাপ রাক্ষস রণমধ্যে নিহত হইলে রাবণ ভিন্ন আর সকলকেই নিহত করা হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বীরবর প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদ, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, বক্রমালী, কম্পন, শক্তিশালী দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি অতিবল রাক্ষসসত্তমগণকে নিহত করিয়া তোমরা বাহুদ্বারা সাগর পার হইয়াছ; এক্ষণে ইহাদিগকে বধ করা গোষ্পদলঙ্ঘনবৎ তুচ্ছ, অতএব সত্বর এই গোষ্পদ লঙ্ঘন কর।৯-১৫

হে বানরগণ! বলদর্পিত অপর নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে। তোমাদের জয় করিবার মধ্যে কেবলমাত্র এই রাক্ষসগণ অবশিষ্ট আছে। ইহার পিতৃস্থানীয় হইয়া আমার পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎকে বধ করা অনুচিত হইলেও আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘৃণা করিয়া ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিব। হে কপিবরগণ! আমি ইহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু বাষ্পবারি নয়নযুগলকে আচ্ছন্ন করিতেছে; অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন এবং তোমরা ইহার পার্শ্বচর ভৃত্যগণকে নিহত কর। যশস্বিবর রাক্ষস বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া বানরেন্দ্রগণ হৃষ্টচিত্তে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। অনন্তর মেঘদর্শনে ময়ূরগণ যেরূপ কেকারব করে, এই বানরশার্দ্দূলগণও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে

মুমুচুর্বিবিধান্ নাদান্ মেঘান্ দৃষ্ট্বেব বর্হিণঃ ॥২০
জাম্ববানপি তৈঃ সর্বৈঃ স্বযূথ্যৈরভিসংবৃতঃ।
তেঽশ্মভিস্তাড়য়ামাসুর্নখৈর্দন্তৈশ্চ রাক্ষসান্ ॥২১
নিঘ্নন্তমৃক্ষাধিপতিং রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ।
পরিবব্রুর্ভয়ং ত্যক্ত্বা তমনেকবিধায়ুধাঃ ॥২২
শরৈঃ পরশুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ পট্টিশৈর্যষ্টিতোমরৈঃ।
জাম্ববন্তং মৃধে জঘ্নুর্নিঘ্নন্তং রাক্ষসীং চমূম্ ॥২৩
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
দেবাসুরাণাং ক্রুদ্ধানাং যথা ভীমো মহাস্বনঃ ॥২৪
হনুমানপি সংক্রুদ্ধঃ সালমুৎপাট্য পর্বতাৎ।
স লক্ষ্মণং স্বয়ং পৃষ্ঠাদবরোপ্য মহামনাঃ ॥২৫
রক্ষসাং কদনং চক্রে দুরাসাদঃ সহস্রশঃ।
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং পিতৃব্যস্যেন্দ্রজিদ্ বলী ॥২৬

লক্ষ্মণং পরবীরঘ্নঃ পুনরেবাভ্যধাবত।
তৌ প্রযুদ্ধৌ তদা বীরৌ মৃধে লক্ষ্মণরাক্ষসৌ ॥২৭
শরৌঘানভিবর্ষন্তৌ জঘ্নতুস্তৌ পরস্পরম্।
অভীক্ষ্ণমন্তর্দধতুঃ শরজালৈর্মহাবলৌ ॥২৮
চন্দ্রাদিত্যাবিবোষ্ণান্তে যথা মেঘৈস্তরস্বিনৌ।
নহ্যাদানং ন সন্ধানং ধনুষো বা পরিগ্রহঃ ॥২৯
ন বিপ্রমোক্ষো বাণানাং ন বিকর্ষো ন বিগ্রহঃ।
ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানং ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনম্ ॥৩০
অদৃশ্যত তয়োস্তত্র যুধ্যতোঃ পাণিলাঘবাৎ।
চাপবেগপ্রযুক্তৈশ্চ বাণজালৈঃ সমন্ততঃ ॥৩১
অন্তরিক্ষেঽভিসম্পন্নে ন রূপাণি চকাশিরে।
লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাপ্য রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্ ॥৩২
অব্যবস্থা ভবত্যুগ্রা তাভ্যামন্যোন্যবিগ্রহে।
তাভ্যামুভাভ্যাং তরসা প্রসৃষ্টৈর্বিশিখৈঃ শিতৈঃ ॥৩৩

লাগিল। ইত্যবসরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্বদলে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইল এবং তদীয় সৈন্যগণ,—নখ, দন্ত ও প্রস্তর বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসগণকে সন্তাড়িত করিতে আরম্ভ করিল।১৬-২১

ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে রণমধ্যে আঘাত করিতে করিতে নির্ভয়ে বিবিধ অস্ত্রধারী মহাবল নিশাচরসেনাগণ চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাক্ষসগণ তীক্ষ্ণাগ্র শর, পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমরসকল দ্বারা রাক্ষসসৈন্য-সংহারক জাম্ববানকে আঘাত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, রোষপূর্ণ বানর ও রাক্ষসগণেরও সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।২২-২৪

মহামনা অজেয় হনুমান্‌ও পৃষ্ঠারূঢ় লক্ষ্মণকে বিশ্রামার্থ ভূমিতে অবতরণ করাইয়া ক্রোধভরে পর্ব্বত হইতে একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। এদিকে পরবীরঘাতী বলশালী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। পুনর্বার সেই লক্ষ্মণ ও রাক্ষস ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ মহাবল বেগবান্ বীরযুগল শরসমূহ বর্ষণ করত পরস্পরকে আহত এবং মুহুর্মুহুঃ বর্ষাকালীন মেঘদ্বারা বেগশালী চন্দ্র সূর্য্যের আচ্ছাদনের ন্যায় বাণে সমস্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা কোন সময় বাণ গ্রহণ ও সন্ধান, ধনুগ্রহণ, মুষ্টি দ্বারা ধারণ, আকর্ষণ ও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না।২৫-৩০

এইরূপে অদৃশ্যভাবে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন করত যুদ্ধ করিতে থাকিলে তাঁহাদের ধনুর্বেগমুক্ত বাণজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল; তাহাতে আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তই অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষ্মণ রাবণনন্দনকে এবং রাবণি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপণ করিতে থাকিলে তাঁহাদের এই যুদ্ধে নিদারুণ অব্যবস্থা ঘটিয়া উঠিল অর্থাৎ কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইবে—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তাঁহারা উভয়ে বেগসহকারে যে শাণিত বাণরোপণ করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা আকাশও ঘোর অন্ধকারে

নিরন্তরমিবাকাশং বভূব তমসা বৃতম্ ।
তৈঃ পতদ্ভিশ্চ বহুভিস্তয়োঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩৪
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসঙ্কুলাঃ ।
তমসা পিহিতং সর্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ ॥৩৫
অস্তং গতে সহস্রাংশৌ সংবৃতে তমসা চ বৈ ।
রুধিরৌঘা মহানদ্যঃ প্রাবর্তন্ত সহস্রশঃ ॥৩৬
ক্রব্যাদা দারুণা বাগ্‌ভিশ্চিক্ষিপুর্ভীমনিঃস্বনান্ ।
ন তদানীং ববৌ বায়ুর্ন চ জজ্বাল পাবকঃ ॥৩৭
স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্য ইতি জজল্পুস্তে মহর্ষয়ঃ ।
সম্পেতুশ্চাত্র সন্তপ্তা গন্ধর্বাঃ সহ চারণৈঃ ॥৩৮
অথ রাক্ষসসিংহস্য কৃষ্ণান্ কনকভূষণান্ ।
শরৈশ্চতুর্ভিঃ সৌমিত্রির্বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥৩৯
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ।
সম্পূর্ণায়তমুক্তেন সুপত্রেণ সুবর্চসা* ॥৪০

মহেন্দ্রাশনিকল্পেন সূতস্য বিচরিষ্যতঃ ।
স তেন বাণাশনিনা তলশব্দানুনাদিনা ॥৪১
লাঘবাদ্ রাঘবঃ শ্রীমান্ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ।
স যন্তরি মহাতেজা হতে মন্দোদরীসুতঃ ॥৪২
স্বয়ং সারথ্যমকরোৎ পুনশ্চ ধনুরস্পৃশৎ ।
তদদ্ভুতমভূৎ তত্র সারথ্যং পশ্যতাং যুধি ॥৪৩
হয়েষু ব্যগ্রহস্তং তং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
ধনুষ্যথ পুনর্ব্যগ্রং হয়েষু মুমুচে শরান্ ॥৪৪
ছিদ্রেষু তেষু বাণৌঘৈর্বিচরন্তমভীতবৎ ।
অর্দয়ামাস সমরে সৌমিত্রিঃ শীঘ্রকৃত্তমঃ ॥৪৫
নিহতং সারথিং দৃষ্ট্বা সমরে রাবণাত্মজঃ ।
প্রজহৌ সমরোদ্ধর্ষং বিষণ্ণঃ স বভূব হ ॥৪৬
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং হরিযূথপাঃ ।
ততঃ পরমসংহৃষ্টা লক্ষ্মণঞ্চাভ্যপূজয়ন্ ॥৪৭

আবৃত হইল। তাহাদের উভয়ের পতিত শাণিত অসংখ্য শরদ্বারা দিক্ ও বিদিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইল। সেই সময়ে দিবাকর অস্তমিত হইলেন, তাহাতে সব কিছুই আরও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল এবং অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। রণভূমিতে সহস্র সহস্র রক্তনদী বহিতে লাগিল।৩১-৩৬

রক্তনদীর তীরে মাংসভক্ষকগণ দারুণস্বরে ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। তৎকালে বায়ুর গতি বন্ধ হইল ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধগণও 'সকল লোকের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানে আগমন করিলেন।৩৭-৩৮

অনন্তর সুমিত্রানন্দন চারিটি শর দ্বারা রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিতের কণকভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তারপর সত্বর তলশব্দদ্বারা অনুনাদিত, দেবেন্দ্রের অশনিসদৃশ, শোভন পত্রসমন্বিত, তেজো-বিশিষ্ট, পীতবর্ণ শাণিত একটি ভল্ল সম্পূর্ণরূপে গুণ টানিয়া নিক্ষেপ দ্বারা রণমধ্যে বিচরণকারী সারথির সুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে মহাতেজস্বী মন্দোদরীনন্দন স্বয়ং সারথির কার্য্য করিতে করিতে ধনুগ্রহণ করিল। তৎকালে তাহার সারথ্যকর্ম্ম দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।৩৯-৪৩

ইন্দ্রজিৎ যখন অশ্বচালনা করিতেছিল, লক্ষ্মণ সেই সময় তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যখন ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, তখন তদীয় অশ্বগণকে শাণিতশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রকর্ম্মাগণের অগ্রগণ্য সুমিত্রানন্দন এইরূপে ছিদ্রানুসন্ধান করত রণমধ্যে নির্ভীকচিত্তে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সারথিকে নিহত দেখিয়া রাবণনন্দন রণহর্ষ ত্যাগ করত বিষণ্ণ হইল।৪৪-৪৬

বানরযূথপতিগণ সেই নিশাচরকে বিষণ্ণ দেখিয়া

---

* বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দিয়া এই স্থলে নবতিতম সর্গ শেষ হইয়াছে,—

অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তুং সমরমুখেষ্বজিতস্য লক্ষ্মণস্য ।
প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্মহাত্মা সমমুপেত্য বিভীষণোঽবতস্থে ॥৪১

ততঃ প্রমাথী রভসঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
অমৃষ্যমাণাশ্চত্বারশ্চক্রুর্বেগং হরীশ্বরাঃ ॥৪৮

তে চাস্য হয়মুখ্যেষু তূর্ণমুৎপত্য বানরাঃ।
চতুর্ষু সুমহাবীর্য্যা নিপেতুর্ভীমবিক্রমাঃ ॥৪৯

তেষামধিষ্ঠিতানাং তৈর্বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
মুখেভ্যো রুধিরং ব্যক্তং হয়ানাং সমবর্ত্তত ॥৫০

তে হয়া মথিতা ভগ্না ব্যসবো ধরণীং গতাঃ।
তে নিহত্য হয়াংস্তস্য প্রমথ্য চ মহারথম্ ॥
পুনরুৎপত্য বেগেন তস্থুর্লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ ॥৫১

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্মথিতসারথিঃ।
শরবর্ষেণ সৌমিত্রিমভ্যধাবত রাবণিঃ ॥৫২

ততো মহেন্দ্রপ্রতিমঃ স লক্ষ্মণঃ
পদাতিনং তং নিহতৈর্হয়োত্তমৈঃ।
সৃজন্তমাজৌ নিশিতাঞ্ছরোত্তমান্
ভৃশং তদা বাণগণৈর্ব্যদারয়ৎ ॥৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊননবতিতমঃ সর্গঃ ॥

পরম পরিতুষ্ট হইল এবং লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিল। অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন—এই মহাবীর্য্য ভীমবিক্রম হরীশ্বর চতুষ্টয় ক্রোধভরে ও বেগসহকারে ইন্দ্রজিতের উৎকৃষ্ট অশ্বচতুষ্টয়ের উপর পতিত হইলে সেই পর্ব্বতসদৃশ বানরেন্দ্রগণের ভারে তুরঙ্গ(অশ্ব)গণের মুখ হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল।৪৭-৫০

অশ্বগণ মথিত ও ভগ্নদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে ঐ বানরেন্দ্রবৃন্দ রথকে প্রমথিত করত পুনর্ব্বার উৎপতিত হইয়া লক্ষ্মণের পার্শ্বে গমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে সুমিত্রানন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইল।৫১-৫২

তদ্দর্শনে মহেন্দ্রপ্রতিম লক্ষ্মণ সেই সুশাণিত শরসমূহসন্ধানকারী, অশ্ববিহীন ও পাদচারী ইন্দ্রজিৎকে বাণসমূহদ্বারা বারংবার বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।৫৩

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, পি-এইচ্-ডি কৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ সর্গঃ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সহিতঃ।

[লক্ষ্মণস্য ইন্দ্রজিতশ্চ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্ লক্ষ্মণেন ইন্দ্রজিতো বিনাশঃ।]

স হতাশ্বো মহাতেজা ভূমৌ তিষ্ঠন্ নিশাচরঃ।
ইন্দ্রজিৎ পরমক্রুদ্ধঃ সম্প্রজজ্বাল তেজসা ॥১
তৌ ধন্বিনৌ জিঘাংসন্তাবন্যোন্যমিষুভির্ভৃশম্।
বিজয়েনাভিনিক্রান্তৌ বনে গজ-বৃষাবিব ॥২
নিবর্হয়ন্তশ্চান্যোন্যং তে রাক্ষস-বনৌকসঃ।
ভর্তারং ন জহুর্যুদ্ধে সম্পতন্তস্ততস্ততঃ ॥৩
ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ রাবণাত্মজঃ।
স্তুবানো হর্ষমাণশ্চ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৪
তমসা বহুলেনেমাঃ সংসক্তাঃ সর্বতো দিশঃ।
নেহ বিজ্ঞায়তে স্বো বা পরো বা রাক্ষসোত্তমাঃ ॥৫
ধৃষ্টং ভবন্তো যুধ্যন্তু হরীণাং মোহনায় বৈ।
অহন্তু রথমাস্থায় আগমিষ্যামি সংযুগে ॥৬
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু যথেমে হি বনৌকসঃ।
ন যুধ্যেয়ুর্মহাত্মানঃ প্রবিষ্টে নগরং ময়ি ॥৭
ইত্যুক্ত্বা রাবণসুতো বঞ্চয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রথহেতোরমিত্রহা ॥৮
স রথং ভূষয়িত্বাথ রুচিরং হেমভূষিতম্।
প্রাসাসিশরসংযুক্তং যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥৯
অধিষ্ঠিতং হয়জ্ঞেন সূতেনাপ্তোপদেশিনা।
আরুরোহ মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥১০
স রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্দোদরীসুতঃ।
নির্যযৌ নগরাদ্ বীরঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ ॥১১
সোঽভিনিষ্ক্রম্য নগরাদিন্দ্রজিৎ পরমৌজসা।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈর্লক্ষ্মণং সবিভীষণম্ ॥১২
ততো রথস্থমালোক্য সৌমিত্রী রাবণাত্মজম্।
বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥১৩
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্লাঘবাত্তস্য ধীমতঃ।
রাবণিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রণে বানরযূথপান্ ॥১৪

নবতিতম সর্গ

[লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং ইন্দ্রজিতের সংহার।]

অশ্বচতুষ্টয় নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে অবস্থান করত নিরতিশয় ক্রোধে ও তেজে জ্বলিয়া উঠিল।১

হস্তিশ্রেষ্ঠযুগলের ন্যায় সেই দুই ধানুষ্কপ্রবর বিজয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরকে নিহত করিবার ইচ্ছায় নিদারুণ শরাঘাত করিতে লাগিলেন।২

বানর এবং নিশাচরগণও স্ব স্ব স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের নিকট অবস্থান করত পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণনন্দন হর্ষপ্রকাশ পূর্বক রাক্ষসগণকে সান্ত্বনা ও হর্ষপ্রদান করত বলিল,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! দিক্-সকল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় এই রণভূমিতে কে আত্মীয়, কে পর কিছুই জানা যাইতেছে না।৩-৫

অতএব বানরগণের মোহোৎপাদনার্থ তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, আমিও এই অবসরে রথারূঢ় হইয়া আসি। তোমরা বানরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিবে যে, নগরপ্রবেশকালীন ইহারা যেন আমার গতি রোধ করিতে না পারে।৬-৭

অরিন্দম, সমরবিজয়ী ও মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়া বানরগণকে বঞ্চনা করত রথের নিমিত্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল ও অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথিকর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তম অশ্বযোজিত এবং অসি-প্রাসপূর্ণ হেমভূষিত মনোহর রথে আরোহণ করিল।৮-১০

প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত মন্দোদরীপুত্র ইন্দ্রজিৎ যেন কালপ্রেরিত হইয়া সত্বর নগর হইতে নির্গত হইল। রাবণনন্দন এইরূপে সতেজে নগর হইতে নির্গত হইয়া যেস্থানে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন,

পাতয়ামাস বাণৌঘৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স মণ্ডলীকৃতধনু রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥১৫
হরীনভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ পরং লাঘবমাস্থিতঃ।
তে বধ্যমানা হরয়ো নারাচৈর্ভীমবিক্রমাঃ।
সৌমিত্রিং শরণং প্রাপ্তাঃ প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥১৬
ততঃ সমরকোপেন জ্বলিতো রঘুনন্দনঃ।
চিচ্ছেদ কার্মুকং তস্য দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥১৭
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সজ্জং চক্রে ত্বরন্নিব।
তদপ্যস্য ত্রিভির্বাণৈর্লক্ষ্মণো নিরকৃন্তত ॥১৮
অথৈনং ছিন্নধন্বানমাশীবিষবিষোপমৈঃ।
বিব্যাধোরসি সৌমিত্রী রাবণিং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥১৯
তে তস্য কায়ং নির্ভিদ্য মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ।
নিপেতুর্ধরণীং বাণা রক্তা ইব মহোরগাঃ ॥২০
স ছিন্নধন্বা রুধিরং বমন্ বক্ত্রেণ রাবণিঃ।
জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠং দৃঢ়জ্যং বলবত্তরম্ ॥২১
স লক্ষ্মণং সমুদ্দিশ্য পরং লাঘবমাস্থিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥২২
মুক্তমিন্দ্রজিতা তত্তু শরবর্ষমরিন্দমঃ।
আবারয়দসম্ভ্রান্তো লক্ষ্মণঃ সুদুরাসদম্ ॥২৩
সন্দর্শয়ামাস তদা রাবণিং রঘুনন্দনঃ।
অসম্ভ্রান্তো মহাতেজাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৪
ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বাংস্ত্রিভিরেকৈকমাহবে।
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রাস্ত্রং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥
রাক্ষসেন্দ্রসুতঞ্চাপি বাণৌঘৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥২৫
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুঘাতিনা।
অসক্তং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণায় বহূঞ্ শরান্ ॥২৬
তানপ্রাপ্তাঞ্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা।
সারথেরস্য চ রণে রথিনো রথসত্তমঃ ॥২৭
শিরো জহার ধর্মাত্মা ভল্লেনানতপর্বণা।
অসূতাস্তে হয়াস্তত্র রথমূহুরবিক্লবাঃ ॥২৮

সেইদিকে গমন করিল। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং মহাবীর্য্য বানরগণ তাহাকে রথারূঢ় দেখিয়া তাহার ক্ষিপ্রহস্ততার বিষয় চিন্তাপূর্বক সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাবণনন্দন নির্গত হইয়াই ক্রোধভরে সহসা বাণ নিক্ষেপে শত শত সহস্র সহস্র বানরকে নিপাতিত করিল। সেই সমরবিজয়ী বীর রোষে অতি শীঘ্র স্বীয় ধনু আকর্ষণ ও ঘূর্ণনপূর্ব্বক বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। তদীয় নারাচে বিদ্ধ ভীষণ বানরগণ প্রজাগণকর্তৃক প্রজাপতির শরণাপন্ন হওয়ার ন্যায় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইল।১১-১৬

তদ্দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত রঘুনন্দন লক্ষ্মণ নিজ ক্ষিপ্রহস্ত দেখাইয়া তদীয় ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সত্বর অন্য ধনু গ্রহণ করত জ্যা-রোপণ করিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ তিন বাণে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে রাবণনন্দনের ধনু ছিন্ন হওয়ায় সুমিত্রানন্দন আশীবিষসদৃশ পাঁচটি শর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণের বিশাল ধনুর্নিঃসৃত সেই বাণসকল নিশাচরের দেহ ভেদ করত রক্তাক্ত হইয়া রক্তবর্ণ সর্পের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।১৭-২০

তখন ছিন্নধনু হইয়া রাবণনন্দন রক্ত বমন করিতে করিতে অন্য একটি সুদৃঢ় সজ্য ধনুগ্রহণ করত দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে লাগিল।২১-২২

পরন্তু মহাতেজস্বী অরিন্দম রঘুনন্দন লক্ষ্মণ নির্ভীকচিত্তে ইন্দ্রজিদ্-বিমুক্ত সেই দুর্নিবার্য্য শরবর্ষণ প্রতিহত করত রাবণনন্দনকে স্বীয় পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ অতি অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুমিত্রানন্দন যুদ্ধে অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রত্যেক রাক্ষসকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য শর দ্বারা রাবণনন্দনকে সন্তাড়িত করিলেন।২৩-২৫

রাবণনন্দনও সেই বলবান্ শত্রুঘাতী শত্রুকর্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু শত্রুবীরনিহন্তা ধর্ম্মাত্মা রথসত্তম

মণ্ডলান্যভিধাবন্তি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
অমর্ষবশমাপন্নঃ সৌমিত্রির্দৃঢ়বিক্রমঃ ॥২৯

প্রত্যবিধ্যদ্ধয়াংস্তস্য শরৈর্বিত্রাসয়ন্ রণে।
অমর্ষমাণস্তৎ কর্ম রাবণস্য সুতো রণে ॥৩০

বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সৌমিত্রিং রোমহর্ষণম্। (ক)
তে তস্য বজ্রপ্রতিমাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।

বিলয়ং জগ্মুরাগত্য কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ॥৩১
অভেদ্যকবচং মত্বা লক্ষ্মণং রাবণাত্মজঃ।

ললাটে লক্ষ্মণং বাণৈঃ সুপুঙ্খৈস্ত্রিভিরিন্দ্রজিৎ ॥৩২
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রং প্রদর্শয়ন্।

তৈঃ পৃষৎকৈর্ললাটস্থৈঃ শুশুভে রঘুনন্দনঃ ॥৩৩
রণাগ্রে সমরশ্লাঘী ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।

স তথাপ্যর্দিতো বাণৈ রাক্ষসেন তদা মৃধে ॥৩৪
তমাশু প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।

বিকৃষ্যেন্দ্রজিতো যুদ্ধে বদনে শুভকুণ্ডলে ॥৩৫

লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ বীরৌ মহাবলশরাসনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ বিশিখৈর্ভীমবিক্রমৌ ॥৩৬

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩৭

তৌ পরস্পরমভ্যেত্য সর্বগাত্রেষু ধন্বিনৌ।
ঘোরৈর্বিব্যধতুর্বাণৈঃ কৃতভাবাবুভৌ জয়ে ॥৩৮

ততঃ সমরকোপেন সংযুতো রাবণাত্মজঃ।
বিভীষণং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ বদনে শুভে ॥৩৯

অয়োমুখৈস্ত্রিভির্বিদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
একৈকানভিবিব্যাধ তান্ সর্বান্ হরিয়ূথপান্ ॥৪০

তস্মৈ দৃঢ়তরং ক্রুদ্ধো জঘান গদয়া হয়ান্।
বিভীষণো মহাতেজা রাবণেঃ স দুরাত্মনঃ ॥৪১

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্নিহতসারথেঃ।
অথ শক্তিং মহাতেজাঃ পিতৃব্যায় মুমোচ হ ॥৪২

তামাপতন্তীং সংপ্রেক্ষ্য সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈর্দশধাপাতয়দ্ ভুবি ॥৪৩

লক্ষ্মণ সেই সমস্ত বাণ তাঁহার নিকট আসিতে না আসিতেই শাণিত বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করত আনতপর্ব্ব ভল্ল অস্ত্রে রণমধ্যে তদীয় সারথির মস্তক উৎপাটন করিলেন। তৎকালে ইন্দ্রজিতের অশ্বসকল সারথিবিহীন হইলেও অখিন্নভাবে তাহার রথ বহন করিতে লাগিল।২৬-২৮

তখন অশ্বগণ এরূপ মণ্ডলাকারগমনে ধাবিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে সকলে বিস্মিত হইল। তদ্দর্শনে দৃঢ়বিক্রম সুমিত্রানন্দন ক্রোধবশীভূত হইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করত তদীয় অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। পরন্তু বলশালী রাবণনন্দন তাঁহার সেই কর্ম সহ্য করিতে না পারিয়া দশ বাণে বলপ্রকাশে রোমহর্ষণ সুমিত্রানন্দনকে বিদ্ধ করিলে সেই সর্পবিষ-সদৃশ বজ্র-প্রতিম শরসকল তদীয় কাঞ্চনপ্রভ কবচে পতিত হইয়াই লয়প্রাপ্ত হইল।২৯-৩১

পাঠান্তর:—(ক)—সৌমিত্রিং তমমর্ষণম্।

তখন রাবণনন্দন তাঁহার কবচকে অভেদ্য বোধ করিয়া অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তিনটী সুপুঙ্খ শর দ্বারা তদীয় ললাট দেশ বিদ্ধ করিল। সেই শর-সকল সমরশ্লাঘী রঘুনন্দনের ললাটদেশে পতিত হওয়ায় তিনি রণমধ্যে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রণমধ্যে এইরূপে আহত হইয়া লক্ষ্মণ সত্বর পাঁচটী শর আকর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের কুণ্ডলশোভিত বদন বিদ্ধ করিলেন।৩২-৩৫

এইরূপে ভীমবিক্রম ধনুর্ধারী বীরবর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরকে শর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীরযুগলের দেহ রক্তাক্ত হওয়ায় উভয়েই পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিজয়াভিলাষী হইয়া ধনুর কৌশল প্রদর্শন করত ঘোররূপে বাণনিচয় দ্বারা পরস্পর সর্ব্বাঙ্গে আহত হইয়া ব্যথিত হইলেন।

তস্মৈ দৃঢ়ধনুঃ ক্রুদ্ধো হতাশ্বায় বিভীষণঃ।
বজ্রস্পর্শসমান্ পঞ্চ সসর্জোরসি মার্গণান্ ॥৪৪
তে তস্য কায়ং ভিত্ত্বা তু রুক্মপুঙ্খা নিমিত্তগাঃ।
বভূবুর্লোহিতাদিগ্ধা রক্তা ইব মহোরগাঃ ॥৪৫
স পিতৃব্যস্য সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিচ্ছরমাদদে।
উত্তমং রক্ষসাং মধ্যে যমদত্তং মহাবলঃ ॥৪৬
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা মহেষুং তেন সংহিতম্।
লক্ষ্মণোঽপ্যাদদে বাণমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৭
কুবেরেণ স্বয়ং স্বপ্নে যদ্ দত্তমমিতাত্মনা।
দুর্জয়ং দুর্বিষহ্যঞ্চ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৪৮
তয়োস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ।
বিকৃষ্যমাণে বলবৎ ক্রৌঞ্চাবিব চুকূজতুঃ ॥৪৯

তাভ্যাং তু ধনুষি শ্রেষ্ঠে সংহিতৌ সায়কোত্তমৌ।
বিকৃষ্যমাণৌ বীরাভ্যাং ভৃশং জজ্বলতুঃ শ্রিয়া ॥৫০
তৌ ভাসয়ন্তাবাকাশং ধনুর্ভ্যাং বিশিখৌ চ্যুতৌ।
মুখেন মুখমাহত্য সন্নিপেততুরোজসা ॥৫১
সন্নিপাতস্তয়োশ্চাসীচ্ছরয়োর্ঘোররূপয়োঃ।
সধূমবিস্ফুলিঙ্গশ্চ তজ্জোঽগ্নির্দারুণোঽভবৎ ॥৫২
তৌ মহাগ্রহসঙ্কাশাবন্যোন্যং সন্নিপত্য চ।
সংগ্রামে শতধা যাতৌ মেদিন্যাঞ্চৈব পেততুঃ ॥৫৩
শরৌ প্রতিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ রণমূর্ধনি।
ব্রীড়িতৌ জাতরোষৌ চ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ তদা ॥৫৪
সুসংরব্ধস্তু সৌমিত্রিরস্ত্রং বারুণমাদদে।
রৌদ্রং মহেন্দ্রজিদ্ যুদ্ধেঽপ্যসৃজদ্ যুধি নিষ্ঠিতঃ ॥৫৫

তদনন্তর রাবণনন্দন রোষপূর্ণ হইয়া তিনটী লৌহমুখ বাণ দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের সুশোভিত বদনমণ্ডল বিদ্ধ করত বানরযূথপতিগণকে একে একে বিদ্ধ করিল।৩৬-৪০

তখন মহাতেজস্বী বিভীষণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপাত করিলে রাবণনন্দন অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পতিত হইয়া একটি শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করত পিতৃব্যের উপর নিক্ষেপ করিল। পরন্তু সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়াই শাণিত বাণ দ্বারা দশ ভাগে ছেদন করত ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ধানুষ্কবর বিভীষণও সেই অশ্ববিহীন বীরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বজ্রের ন্যায় কঠিন পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই লক্ষ্যভেদী সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল তদীয় দেহ ভেদ করত রক্তবর্ণ তীব্রবিষ বৃহৎ সর্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল।৪১-৪৫

তখন ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যমদত্ত সুদৃঢ় উত্তম শর গ্রহণ করিল। ভীমপরাক্রম মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও 'ইন্দ্রজিৎ সেই সুমহৎ শর সন্ধান করিতেছে' দেখিয়া অসীম মাহাত্ম্যশালী কুবেরকর্তৃক স্বপ্নে প্রদত্ত এবং ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও দুঃসহ ও দুর্জ্জয় একটি শর গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় দ্বারা সবলে আকৃষ্ট শরাসন(ধনু)যুগল ক্রৌঞ্চযুগলের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল।৪৬-৪৯

সেই দুই বীর কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট ধনুতে সন্ধান পূর্ব্বক আকৃষ্ট উত্তম তেজস্বী শরযুগল স্ব-শোভায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিল। তাঁহাদের ধনু হইতে বিচ্যুত শরযুগল স্ব-প্রভায় আকাশ আলোকিত করত পথিমধ্যে মুখোমুখি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বেগে পতিত হইল। তখন সেই ভীষণ শরযুগলের ঘর্ষণে জাত সধূম নিদারুণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং পরস্পর সমাহত মহাগ্রহসদৃশ সেই শরযুগল রণমধ্যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৫০-৫৩

শরযুগল রণমধ্যে বিফল হইল দেখিয়া লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েই লজ্জিত ও রুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুমিত্রানন্দন ক্রোধভরে বরুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে সমরপ্রিয় মহেন্দ্রবিজেতা ইন্দ্রজিৎও ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা সেই অদ্ভুত বরুণাস্ত্রকে উপশান্ত করিল। তখন সমরবিজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ যেন

তেন তদ্ বিহিতং শস্ত্রং বারুণং পরমাদ্ভুতম্।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ॥
আগ্নেয়ং সন্দধে দীপ্তং স লোকং সংক্ষিপন্নিব ॥৫৬
সৌরেণাস্ত্রেণ তদ্ বীরো লক্ষ্মণঃ পর্য্যবারয়ৎ।
অস্ত্রং নিবারিতং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৫৭
আদদে নিশিতং বাণমাসুরং শত্রুদারণম্।
তস্মাচ্চাপাদ্ বিনিষ্পেতুর্ভাস্বরাঃ কূটমুদ্গরাঃ ॥৫৮
শূলানি চ ভুশুণ্ড্যশ্চ গদাঃ খড়্গাঃ পরশ্বধাঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ সংখ্যে ঘোরমস্ত্রমথাসুরম্ ॥৫৯
অবার্য্যং সর্বভূতানাং সর্বশস্ত্রবিদারণম্।
মাহেশ্বরেণ দ্যুতিমাংস্তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ ॥৬০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
গগনস্থানি ভূতানি লক্ষ্মণং পর্য্যবারয়ন্ ॥৬১
ভৈরবাভিরুতে ভীমে যুদ্ধে বানর-রক্ষসাম্।
ভূতৈর্বহুভিরাকাশং বিস্মিতৈরাবৃতং বভৌ ॥৬২
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্ব-গরুড়োরগাঃ।
শতক্রতুং পুরস্কৃত্য ররক্ষুর্লক্ষ্মণং রণে ॥৬৩
অথান্যং মার্গণশ্রেষ্ঠং সন্দধে রাঘবানুজঃ।
হুতাশনসমস্পর্শং রাবণাত্মজদারণম্ ॥৬৪
সুপত্রমনুবৃত্তাঙ্গং সুপর্বাণং সুসংস্থিতম্।
সুবর্ণবিকৃতং বীরঃ শরীরান্তকরং শরম্ ॥৬৫
দুরাবারং দুর্বিষহং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।
আশীবিষবিষপ্রখ্যং দেবসঙ্ঘৈঃ সমর্চিতম্ ॥৬৬
যেন শক্রো মহাতেজা দানবানজয়ৎ প্রভুঃ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বীর্য্যবান্ হরিবাহনঃ ॥৬৭
অথৈন্দ্রমস্ত্রং সৌমিত্রিঃ সংযুগেষ্বপরাজিতম্।
শরশ্রেষ্ঠং ধনুশ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ (ক) ॥৬৮
লক্ষ্মীবাল্লঁক্ষ্মণো বাক্যমর্থসাধকমাত্মনঃ।
ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ॥
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥৬৯

লোকসকলকে নাশ করিবার নিমিত্তই আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিল।৫৪-৫৬

পরন্তু বীর লক্ষ্মণ সৌর্য অস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া রাবণনন্দন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং একটি শত্রুবিদারণ শাণিত আসুরিক বাণ গ্রহণ করিল। সে ঐ শর গ্রহণ করিবামাত্র তদীয় ধনু হইতে প্রভাবিশিষ্ট কূটমুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ ও পরশুসকল নির্গত হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ লক্ষ্মণ রণমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র-বিদারণ এবং সর্ব্বভূতের অবার্য্য সেই সুদারুণ ভীষণ অস্ত্র দর্শন করিয়া মাহেশ্বর অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন গগনস্থিত প্রাণিগণ লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া ফেলিল।৫৭-৬১

সেই সময় বানর ও রাক্ষসগণের ভৈরব রবসমাকুল যুদ্ধ দেখিবার জন্য নভোমণ্ডলে বিস্মিত অসংখ্য প্রাণিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। গন্ধর্ব্বগণ, গরুড়, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ দেবরাজকে অগ্রে করিয়া রণমধ্যে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীরবর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য একটি উত্তম শর গ্রহণ করিলেন। উহার পর্ব্ব ও পত্র অতি সুন্দর, উহা অনুক্রমে বর্ত্তুল এবং স্বর্ণমণ্ডিত; আশীবিষ সর্পের বিষের মত উহার বেগ অসহ্য, রাক্ষসগণের ভয়জনক, এমন কি প্রাণান্তকর; (ইন্দ্রজিতের কালস্বরূপ।) দেবগণ উহার পূজা করিতেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে মহাতেজস্বী ও হরিদ্বর্ণ অশ্ববাহী ইন্দ্র উহারই সাহায্যে দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন।৬২-৬৭

ঐ অস্ত্রের নাম ঐন্দ্র, উহা যুদ্ধে কখনও ব্যর্থ হয় না; লক্ষ্মীবান্ সৌমিত্রি উত্তম ধনুতে এই শর যোজনা করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ কার্য্য সাধনের জন্য ঐ অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দাশরথি রাম যদি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং পৌরুষ বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

পাঠান্তর: (ক)—সন্ধায়ামিত্রদলনং বিচকর্ষ শরাসনম্।
সজ্যমায়ম্য দুর্ধর্ষং কালো লোকক্ষয়ে যথা॥
সন্ধায় ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ॥

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্ ।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমাযুজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥৭০
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৭১

তদ্ রাক্ষসতনূজস্য ভিন্নস্কন্ধং শিরো মহৎ ।
তপনীয়নিভং ভূমৌ দদৃশে রুধিরোক্ষিতম্ ॥৭২
হতঃ সঃ নিপপাতাথ ধরণ্যাং রাবণাত্মজঃ ।
কবচী সশিরস্ত্রাণো বিপ্রবিদ্ধশরাসনঃ ॥৭৩
চুক্রুশুস্তে ততঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ ।
হৃষ্যন্তে নিহতে তস্মিন্ দেবা বৃত্রবধে যথা ॥৭৪
অথান্তরীক্ষে দেবানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
জজ্ঞেঽথ জয়সন্নাদো গন্ধর্বাপ্সরসামপি ॥৭৫

পতিতং সমভিজ্ঞায় রাক্ষসী সা মহাচমূঃ ।
বধ্যমানা দিশো ভেজে হরিভির্জিতকাশিভিঃ ॥৭৬
বানরৈর্বধ্যমানাস্তে শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য রাক্ষসাঃ ।
লঙ্কামভিমুখাঃ সস্রুর্ভ্রষ্টসংজ্ঞাঃ প্রধাবিতাঃ ॥৭৭
দুদ্রুবুর্বহুধা ভীতা রাক্ষসাঃ শতশো দিশঃ ।
ত্যক্ত্বা প্রহরণান্ সর্বে পট্টিশাসিপরশ্বধান্ ॥৭৮
কেচিল্লঙ্কাং পরিত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা বানরার্দিতাঃ ।
সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ ॥৭৯
হতমিন্দ্রজিতং দৃষ্ট্বা শয়ানঞ্চ রণক্ষিতৌ ।
রাক্ষসানাং সহস্রেষু ন কশ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮০
যথাস্তং গত আদিত্যে নাবতিষ্ঠন্তি রশ্ময়ঃ ।
তথা তস্মিন্নিপতিতে রাক্ষসাস্তে গতা দিশঃ ॥৮১
শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ ।
বভূব স মহাবাহুর্ব্যপাস্তগতজীবিতঃ ॥৮২

হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণনন্দনকে বিনাশ কর।৬৮-৬৯

পরবীরনিষূদন (শত্রুবীরনাশী) বীর লক্ষ্মণ এই বলিয়াই সেই অবক্রগামী ঐন্দ্র অস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক রণমধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। সেই আঘাতে ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ এবং উত্তম প্রভাযুক্ত কুণ্ডলে আবৃত সুচারু মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৭০-৭১

তৎকালে রাক্ষসরাজনন্দনের স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত ও বিশাল সেই মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া উজ্জ্বল সুবর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে কবচ, শিরস্ত্রাণ এবং ধনুসমন্বিত রাবণ-নন্দন নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। যেরূপ দেবগণ বৃত্রবধে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে বিভীষণ ও বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং অন্তরিক্ষে মহাত্মা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অপ্সরোগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।৭২-৭৫

রাক্ষসসেনা ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া বানরগণের হস্তে পীড়িত হইতে হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বানরদিগের প্রহারে তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইল।৭৬-৭৭

শত শত নিশাচর ভয়ে পট্টিশ, অসি ও পরশু প্রভৃতি স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে কেহ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ সাগর জলে পতিত হইল এবং কেহবা পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল।৭৮-৭৯

তৎকালে ইন্দ্রজিৎকে হত এবং রণভূমিতে শয়ান দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একটিও রণভূমিতে দৃষ্ট হইল না। যেরূপ আদিত্য অস্তগত হইলে তদীয় কিরণসমূহও তাঁহার অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে নিশাচরগণও চতুর্দিকে পলায়ন করিল।৮০-৮১

তখন ঐন্দ্রাস্ত্র প্রহারে গতাসু (নিষ্প্রাণ) সেই

প্রশান্তপীড়াবহুলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্ষবান্‌।
বভূব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেন্দ্রসুতে তদা ॥৮৩
হর্ষঞ্চ শক্রো ভগবান্‌ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগাম নিহতে তস্মিন্‌ রাক্ষসে পাপকর্মণি ॥৮৪
আকাশে চাপি দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৮৫
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
প্রশশাম হতে তস্মিন্‌ রাক্ষসে ক্রূরকর্মণি ॥৮৬
শুদ্ধা আপো নভশ্চৈব জহৃষুর্দৈব-দানবাঃ।
আজগ্মুঃ পতিতে তস্মিন্‌ সর্বলোকভয়াবহে ॥৮৭
উচুশ্চ সহিতাস্তুষ্টা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
বিজ্বরাঃ শান্তকলুষা ব্রাহ্মণা বিচরন্ত্বিতি ॥৮৮
ততোঽভ্যনন্দন্‌ সংহৃষ্টাঃ সমরে হরিযূথপাঃ।
তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা হতং নৈঋর্তপুঙ্গবম্‌ ॥৮৯

বিভীষণো হনুমাংশ্চ জাম্ববাংশ্চর্ক্ষযূথপঃ।
বিজয়েনাভিনন্দন্তস্তুষ্টুবুশ্চাপি লক্ষ্মণম্‌ ॥৯০
ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লব্ধলক্ষ্যা রঘুসুতং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৯১
লাঙ্গূলানি প্রবিধ্যন্তঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ বানরাঃ।
লক্ষ্মণো জয়তীত্যেব বাক্যং বিশ্রাবয়ংস্তদা ॥৯২
অন্যোন্যঞ্চ সমাশ্লিষ্য হরয়ো হৃষ্টমানসাঃ।
চক্রুরুচ্চাবচগুণা রাঘবাশ্রয়সৎকথাঃ ॥৯৩
তদসুকরমথাভিবীক্ষ্য হৃষ্টাঃ
প্রিয়সুহৃদো যুধি লক্ষ্মণস্য কর্ম।
পরমমুপলভন্মনঃপ্রহর্ষং
বিনিহতমিন্দ্ররিপুং নিশম্য দেবাঃ ॥৯৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ নির্ব্বাণ অগ্নি এবং শান্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পাপাচারী সেই রাক্ষসনন্দন সকলেরই শত্রু ছিল; এই কারণে তাহার বধে সকলের উপদ্রব শান্তি হইল। সকলেই আনন্দিত। নিখিল মহর্ষিগণ এবং ভগবান্‌ ইন্দ্রও অতিশয় হৃষ্ট হইলেন।৮২-৮৪

নভোমণ্ডলে মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস নিহত হইলে ধূলি প্রশান্ত হইল। জল ও আকাশ নির্ম্মল হইল। সর্বলোকভয়ঙ্কর ইন্দ্রজিৎ ধরাশায়ী হইলে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ হৃষ্ট হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ সকলে একত্রিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, নিরপরাধী ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি নিরুপদ্রব হইয়া বিচরণ করুন। তৎপরে বানরদলপতিগণ সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসপুঙ্গবকে নিহত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিল। বিভীষণ, হনুমান্‌ ভল্লুকদলপতি জাম্ববান্‌ জয়শব্দ দ্বারা লক্ষ্মণকে অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিল। বানরগণ তখন কিলকিলা শব্দ করিতে, লাফাইতে ও গর্জন করিতে লাগিল। তাহারা রঘুনন্দন লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহিল এবং লাঙ্গুল সঞ্চালন ও বাহ্বাস্ফোটন করত "লক্ষ্মণের জয়" ইত্যাকার বাক্য শুনাইতে লাগিল। ঐ সময় বানরগণের চিত্ত হর্ষে পূর্ণ হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। বিবিধ গুণবান্‌ বানরগণ শ্রীরামচন্দ্রের কথা (গুণগান) আরম্ভ করিল।৮৫-৯৩

দেবগণ ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত সমরক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক প্রিয় সুহৃদ্‌ লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।৯৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতমঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণ-বিভীষণপ্রভৃতীনাং শ্রীরামসমীপে আগমনম্, ইন্দ্রজিদ্‌বধবৃত্তান্তকথনম্, প্রসন্নস্য রামচন্দ্রস্য লক্ষ্মণদেহে দেহং সংস্থাপ্য তৎপ্রশংসনম্, সুষেণপ্রভৃতিভিঃ লক্ষ্মণাদীনাং চিকিৎসা চ।]

রুধিরক্লিন্নগাত্রস্তু লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
বভূব হৃষ্টস্তং হত্বা শক্রজেতারমাহবে ॥১
ততঃ স জাম্ববন্তঞ্চ হনুমন্তঞ্চ বীর্য্যবান্।
সন্নিপত্য মহাতেজাস্তাংশ্চ সর্বান্ বনৌকসঃ ॥২
আজগাম ততঃ শীঘ্রং যত্র সুগ্রীব-রাঘবৌ।
বিভীষণমবষ্টভ্য হনুমন্তঞ্চ লক্ষ্মণঃ ॥৩
ততো রামমভিক্রম্য সৌমিত্রিরভিবাদ্য চ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থঃ শক্রস্যেন্দ্রানুজো যথা ॥৪
নিষ্টনন্নিব চাগত্য রাঘবায় মহাত্মনে।
আচচক্ষে তদা বীরো ঘোরমিন্দ্রজিতো বধম্ ॥৫
রাবণেস্তু শিরশ্ছিন্নং লক্ষ্মণেনমহাত্মনা।
ন্যবেদয়ত রামায় তদা হৃষ্টো বিভীষণঃ ॥৬
শ্রুত্বৈব তু মহাবীর্য্যো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্‌বধম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৭
সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম চাসুকরং কৃতম্।
রাবণেৰ্হি বিনাশেন জিতমিত্যুপধারয় ॥৮
স তং শিরস্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণং কীর্তিবর্ধনম্।
লজ্জমানং বলাৎ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥৯
উপবেশ্য তমুৎসঙ্গে পরিষ্বজ্যাবপীড়িতম্।
ভ্রাতরং লক্ষ্মণং স্নিগ্ধং পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ॥১০
শল্যসম্পীড়িতং শস্তং নিঃশ্বসন্তং তু লক্ষ্মণম্।
রামস্তু দুঃখসন্তপ্তং তস্তু নিঃশ্বাসপীড়িতম্ ॥১১
মূর্ধ্নি চৈবমুপাঘ্রায় ভূয়ঃ সংস্পৃশ্য চ ত্বরন্।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যমাশ্বাস্য পুরুষর্ষভঃ ॥১২

একনবতিতম সর্গ

[লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রভৃতির শ্রীরামসমীপে গমন, ইন্দ্রজিদ্‌বধবৃত্তান্তকথন, লক্ষ্মণের দেহে দেহ রাখিয়া প্রসন্ন রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ প্রশংসা ও সুষেণ প্রভৃতিভি কর্তৃক লক্ষ্মণাদির চিকিৎসা।]

যদিও শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইন্দ্রবিজয়ীকে বধ করিলেন বলিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।১

অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দৌড়াইয়া জাম্ববান্, হনুমান্ ও অন্যান্য বানরগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং রামচন্দ্র ও সুগ্রীব যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেইস্থানে অতিশীঘ্র আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে দুই বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ এবং অভিবাদন করত উপেন্দ্র যেরূপ ইন্দ্রের সমীপস্থ হন, তদ্রূপ ভ্রাতার সমীপে গমন করিলেন।২-৪

আগমনকালে বিভীষণের প্রসন্নতা ও সন্তোষভাব দর্শনেই বোধ হইতেছিল, ইন্দ্রজিতের বিনাশ হইয়াছে; তথাপি সে আসিয়া মহাত্মা রামের নিকটে ইন্দ্রজিতের বধরূপ ভয়ঙ্কর কর্মের কথা কীর্ত্তন করিল।৫

বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকরণে রামচন্দ্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল,—মহাবল লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতের মস্তকছেদন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়াছেন,—এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপরাক্রমী রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—সাধু লক্ষ্মণ! তোমার দুষ্কর কর্ম্মদর্শনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; কারণ, রাবণনন্দনের বধে আমাদের জয় অবধারিত, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।৬-৮

বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়াই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করত তিনি লজ্জিত হইলেও স্নেহবশত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।৯-১০

কৃতং পরমকল্যাণং কর্ম দুষ্করকর্মণা।
অদ্য মন্যে হতে পুত্রে রাবণং নিহতং যুধি ॥১৩
অদ্যাহং বিজয়ী শত্রৌ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণস্য নৃশংসস্য দিষ্ট্যা বীর ত্বয়া রণে ॥১৪
ছিন্নো হি দক্ষিণো বাহুঃ স হি তস্য ব্যপাশ্রয়ঃ।
বিভীষণ-হনূমদ্ভ্যাং কৃতং কর্ম মহদ্ রণে ॥১৫
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ।
নিরমিত্রঃ কৃতোঽস্ম্যদ্য নির্যাস্যতি হি রাবণঃ ॥১৬
বলব্যূহেন মহতা নির্যাস্যতি হি রাবণঃ।
বলব্যূহেন মহতা শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্ ॥১৭
তং পুত্রবধসন্তপ্তং নির্যান্তং রাক্ষসাধিপম্।
বলেনাবৃত্য মহতা নিহনিষ্যামি দুর্জয়ম্ ॥১৮
ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে।
ন দুষ্প্রাপা হতে তস্মিন্ শক্রজেতরি চাহবে ॥১৯

স তং ভ্রাতরমাশ্বাস্য পরিষ্বজ্য চ রাঘবঃ।
রামঃ সুষেণং মুদিতঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥২০
বিশল্যোঽয়ং মহাপ্রাজ্ঞঃ সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ।
যথা ভবতি সুস্বস্থস্তথা ত্বং সমুপাচর ॥২১
বিশল্যঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ।
ঋক্ষ-বানরসৈন্যানাং শূরাণাং দ্রুমযোধিনাম্ ॥২২
যে চাপ্যন্যেঽত্র যুধ্যন্তি সশল্যা ব্রণিনস্তথা।
তেঽপি সর্বে প্রযত্নেন ক্রিয়ন্তে সুখিনস্ত্বয়া ॥২৩
এবমুক্তঃ স রামেণ মহাত্মা হরিযূথপঃ।
লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ পরমৌষধম্ ॥২৪
স তস্য গন্ধমাঘ্রায় বিশল্যঃ সমপদ্যত।
তদা নির্বেদনশ্চৈব সংরূঢ়ব্রণ এব চ ॥২৫
বিভীষণমুখানাঞ্চ সুহৃদাং রাঘবাজ্ঞয়া।
সর্ববানরমুখ্যানাং চিকিৎসামকরোৎ তদা ॥২৬

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও শল্য দ্বারা পীড়িত হইয়াছে এবং ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। পুরুষপুঙ্গব রাম লক্ষ্মণকে দুঃখসন্তপ্ত ও নিঃশ্বাসপীড়িত দেখিয়া সত্বর পুনর্ব্বার তদীয় মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—তুমি অন্যের দুঃসাধ্য পর কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; কারণ, রাবণনন্দন নিহত হওয়ায় রাবণকেও নিহত বলিয়া বোধ হইতেছে।১১-১৩

হে বীর! সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় অদ্য আমি আপনাকে বিজয়ী বলিয়া বোধ করিতেছি। লক্ষ্মণ! ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র ভরসা ছিল, কিন্তু অদ্য তুমি সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে নিহত করিয়া নৃশংস রাক্ষসরাজের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছ। বিভীষণ ও হনুমান্ সংগ্রামে গিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছ।১৪-১৫

তিন রাত্রি ও তিন দিনে সেই বীরকে তোমরা অতি কষ্টে নিপাত করিয়াছ; এমন কি তোমরা আমাকে নিঃশত্রু করিয়াছ; (একমাত্র রাবণ অবশিষ্ট আছে।) সেও অদ্য যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবে। পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রাক্ষসরাজ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না, সে অদ্যই সৈন্যপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইবে। পুত্রবধসন্তপ্ত দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজ নির্গত হইলে আমি মহতী বানরসেনায় পরিবৃত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিব। হে লক্ষ্মণ! তুমি ইন্দ্রজিদ্বিজয়ী, অতএব রণমধ্যে তুমি আমার সহায় থাকিলে সীতা অথবা বসুমতী এ উভয়ের কিছুই আমার দুর্লভ হইবে না। রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে এইরূপে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া সুষেণকে এই কথা বলিলেন।১৬-২০

হে মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ! মিত্রবৎসল সুমিত্রানন্দন যাহাতে সত্বর বিশল্য ও স্বস্থ হয়, তুমি এইরূপ ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থা কর। হে বীর! বিভীষণ এবং লক্ষ্মণকে সত্বর বিশল্য করত এই দ্রুমযোধী বীর ভল্লুক ও বানর সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা ক্ষতবিক্ষতদেহ ও শল্যপীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সত্বর সুস্থ কর। রঘুনন্দন এই কথা বলিলে মহাত্মা বানরযূথপতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় এক পরমৌষধ প্রদান করিল। লক্ষ্মণ সেই ঔষধের আঘ্রাণমাত্রেই বিশল্য ও বেদনাহীন হইলেন এবং ব্রণসকলও শুষ্ক হইয়া গেল।২১-২৫

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো হৃতশল্যো গতক্লমঃ।
সৌমিত্রির্মুমুদে তত্র ক্ষণেন বিগতজ্বরঃ ॥২৭
তদৈব রামঃ প্লবগাধিপস্তথা
বিভীষণশ্চর্ক্ষপতিশ্চ বীর্য্যবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমরোগমুত্থিতম্
মুদা সসৈন্যাঃ সুচিরং জহর্ষিরে ॥২৮

অনন্তর সুষেণ রাঘবের আদেশ অনুসারে বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ এবং বানরদলপতিগণের চিকিৎসা করিল। এইরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ, বিশল্য, ক্লান্তিশূন্য ও বিজ্বর হইয়া আনন্দিত হইলেন।২৬-২৭

সুমিত্রানন্দনকে রোগবিহীন এবং উত্থিত হইতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম, বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসপতি বিভীষণ এবং বার্য্যবান্ ভল্লুক, জাম্ববান্ ও অপরাপর সৈন্যবর্গ সকলেই অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।২৮

অপূজয়ৎ কর্ম স লক্ষ্মণস্য
সুদুষ্করং দাশরথির্মহাত্মা।
বভূব হৃষ্টো যুধি বানরেন্দ্রো-
নিশম্য তং শক্রজিতং নিপাতিতম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাত্মা দাশরথি রাম লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায় বানরেন্দ্র সুগ্রীবও অতিশয় আনন্দিত হইল।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

[রাবণস্য শোকঃ, সুপার্শ্ববোধিতস্য তস্য সীতাহত্যাতঃ প্রতিনিবৃত্তিশ্চ।]

ততঃ পৌলস্ত্যসচিবাঃ শ্রুত্বা চেন্দ্রজিতো বধম্।
আচচক্ষুরবজ্ঞায় দশগ্রীবায় সত্বরাঃ ॥১
যুদ্ধে হতো মহারাজ লক্ষ্মণেন তবাত্মজঃ।
বিভীষণসহায়েন মিষতাং নো মহাদ্যুতিঃ ॥২
শূরঃ শূরেণ সঙ্গম্য সংযুগেষ্বপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণেন হতঃ শূরঃ পুত্রস্তে বিবুধেন্দ্রজিৎ ॥৩
গতঃ স পরমাঁল্লোকান্ শরৈঃ সন্তর্প্য লক্ষ্মণম্।
স তং প্রতিভয়ং শ্রুত্বা বধং পুত্রস্য দারুণম্ ॥৪
ঘোরমিন্দ্রজিতঃ সংখ্যে কশ্মলং প্রাবিশন্মহৎ।
উপলভ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং রাজা রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৫
পুত্রশোকাকুলো দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
হা রাক্ষসচমূমুখ্য মম বৎস মহাবল ॥৬

দ্বিনবতিতম সর্গ

[রাবণের শোক এবং সুপার্শ্বের প্রবোধে সীতাবধ হইতে নিবৃত্তি।]

রাবণের মন্ত্রিগণ ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করত তাহা প্রত্যক্ষ করিল, তৎপরে তাহারা সত্বর রাবণের নিকটে গমন করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমরা দেখিলাম—বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ রণমধ্যে আমাদের সৈন্যগণের সম্মুখে আপনার সেই তেজস্বী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছে।১-২

রাজন্! যে বীর রণমধ্যে কখনই কোন বীরকর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই, আপনার সেই সুরেন্দ্রবিজিত বীরপুত্র প্রথমে লক্ষ্মণকে শরসমূহ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া পরিশেষে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়া উত্তম লোকে গমন করিয়াছেন। রাক্ষস-পুঙ্গব রাজা দশানন পুত্র

জিত্বেন্দ্রং কথমদ্য ত্বং লক্ষ্মণস্য বশং গতঃ।
নন্বু ত্বমিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ভিন্দ্যাঃ কালান্তকাবপি ॥৭

মন্দরস্যাপি শৃঙ্গাণি কিং পুনর্লক্ষ্মণং যুধি।
অদ্য বৈবস্বতো রাজা ভূয়ো বহুমতো মম ॥৮

যেনাদ্য ত্বং মহাবাহো সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা।
এষ পন্থাঃ সুযোধানাং সর্বামরগণেষ্বপি ॥৯

যঃ কৃতে হন্যতে ভর্ত্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি ॥
অদ্য দেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ।
হতমিন্দ্রজিতং শ্রুত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ ॥১০

অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা।
একেনেন্দ্রজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে ॥১১

অদ্য নৈর্ঋতকন্যানাং শ্রোষ্যাম্যন্তঃপুরে রবম্।
করেণুসঙ্ঘস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে ॥১২

যৌবরাজ্যঞ্চ লঙ্কাঞ্চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্য্যাশ্চ ক গতোঽসি বিহায় নঃ ॥১৩
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্তসে ॥১৪
স ত্বং জীবতি সুগ্রীবে লক্ষ্মণে চ স রাঘবে।
মম শল্যমনুদ্ধৃত্য ক গতোঽসি বিহায় নঃ ॥১৫
এবমাদিবিলাপার্তং রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
আবিবেশ মহান্ কোপঃ পুত্রব্যসনসম্ভবঃ ॥১৬
প্রকৃত্যা কোপনং হ্যেনং পুত্রস্য পুনরাধয়ঃ।
দীপ্তং সন্দীপয়ামাসুর্ঘর্মেঽর্কমিব রশ্ময়ঃ ॥১৭
ললাটে ভ্রূকুটীভিশ্চ সঙ্গতাভির্ব্যরোচত।
যুগান্তে সহ নক্রৈস্তু মহোর্ম্মিভিরিবোদধিঃ ॥১৮
কোপাদ্ বিজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রাদ্ ব্যক্তমিব জ্বলন্।
উৎপপাত সধূমাগ্নির্বৃত্রস্য বদনাদিব ॥১৯

ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করত পুত্রশোকে আকুল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। হা বৎস! হা রাক্ষসসেনাপতে! হা! মহাবল! তুমি দেবেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া সম্প্রতি কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হইলে? হে বীর! যুদ্ধে লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে শরসমূহ দ্বারা কালান্তকযুগল অথবা মন্দরগিরির শৃঙ্গসকলকেও ভেদ করিতে পারিতে। হা মহাবাহো! আজ আমি যমরাজকে প্রশংসা করিতেছি; যেহেতু, তোমাকে আজ তিনি আপনার কবলে গ্রহণ করিলেন। তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, যোদ্ধৃবর্গ এবং অমরগণও সেই পথের অভিলাষী হইয়া থাকেন।৩-৯

যে পুরুষ স্বামীর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হায়! অদ্য ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দেবতা, মহর্ষি এবং লোকপালগণ নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইবে।১০

হায়! ইন্দ্রজিৎ না থাকায় অদ্য এই তিনলোক ও কাননসমন্বিতা বসুমতী আমার শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে হস্তীর মৃত্যুতে হস্তিনীনাদের ন্যায় অদ্য অন্তঃপুরে রাক্ষসরমণীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে। হা শত্রুতাপন! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, পিতা, মাতা এবং ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? হা বীর! কোথায় আমি পরলোকগত হইলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, না আমাকেই তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল! হা পুত্র! সুগ্রীব, রাম এবং লক্ষ্মণ জীবিত থাকিতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই আমাদিগকে ত্যাগ করত কোথায় গমন করিলে? ১১-১৫

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রবধজনিত অতিশয় ক্রোধের উদয় হইল। স্বতঃই তেজস্বী সূর্য্যের পূর্ব্বের তেজ নিদাঘকালে যেমন আরও প্রখর হয়, তদ্রূপ পুত্রবধজনিত শোকে স্বতঃই কোপনশীল রাবণ আরও কুপিত হইল। যুগান্তকালে মকর ও

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা বৈদেহ্যা রোচয়দ্ বধম্ ॥২০
তস্য প্রকৃত্যা রক্তে চ রক্তে ক্রোধাগ্নিনাপি চ।
রাবণস্য মহাঘোরে দীপ্তে নেত্রে বভূবতুঃ ॥২১
ঘোরং প্রকৃত্যা রূপং তৎ তস্য ক্রোধাগ্নিমূর্চ্ছিতম্।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব দুরাসদম্ ॥২২
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপাভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ ॥২৩
দন্তান্ বিদশতস্তস্য শ্রূয়তে দশনস্বনঃ।
যন্ত্রস্যাকৃষ্যমাণস্য মথ্যতো দানবৈরিব ॥২৪
কালাগ্নিরিব সংক্রুদ্ধো যাং যাং দিশমবৈক্ষত।
তস্যাং তস্যাং ভয়ত্রস্তা রাক্ষসাঃ সংবিলিল্যিরে ॥২৫
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং চরাচরচিখাদিষুম্।
বীক্ষমাণং দিশঃ সর্বা রাক্ষসা নোপচক্রমুঃ ॥২৬

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে সংস্তম্ভয়িষুরাহবে ॥২৭
ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমন্তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতঃ ॥২৮
তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ম্ভুবঃ।
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন ॥২৯
কবচং ব্রহ্মদত্তং মে যদাদিত্যসমপ্রভম্।
দেবাসুরবিমর্দেষু ন চ্ছিন্নং বজ্রমুষ্টিভিঃ ॥৩০
তেন মামদ্য সংযুক্তং রথস্থমিহ সংযুগে।
প্রতীয়াৎ কোঽদ্য মামাজৌ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ॥৩১
যৎ তদাভিপ্রসন্নেন সশরং কার্মুকং মহৎ।
দেবাসুরবিমর্দেষু মম দত্তং স্বয়ম্ভুবা ॥৩২
অদ্য তূর্য্যশতৈর্ভীমং ধনুরুত্থাপ্যতাং মম।
রাম-লক্ষ্মণয়োরেব বধায় পরমাহবে ॥৩৩

অতিবৃহৎ তরঙ্গদ্বারা মহাসাগর সুশোভিত হয়, সেইরূপ ভ্রূকুটি হওয়ার ফলে রাবণের ললাটদেশ শোভিত হইতে লাগিল। বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেরূপ অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রোধে মুখব্যাদানকারী দশাননের বদন হইতে সধূম জ্বলন্ত অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর পুত্রবধসন্তপ্ত বীরবর রাবণ ক্রোধবশীভূত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত বৈদেহীকে বধ করিবার অভিলাষ করিল। তাহার চক্ষু স্বভাবতঃ ঘোরতর রক্তবর্ণ, তাহার উপরে রোষানলে দ্বিগুণতর রক্তবর্ণ হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।১৬-২১

রাবণের রূপ স্বভাবতই অতি ভয়ঙ্কর; তখন ক্রোধানলে লোক-সংহারোদ্যত ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় আরও দুর্জয় হইয়া উঠিল। যেরূপ প্রদীপ্ত দীপযুগল হইতে অল্পাবশিষ্ট জ্বলন্ত বর্ত্তিকাসহ তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ক্রুদ্ধ দশগ্রীবের নেত্র-যুগল হইতে উষ্ণ বারিবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলে সমুদ্র মন্থনকালে দানবদল কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ মন্দররূপ যন্ত্র হইতে সমুদ্ভূত শব্দের ন্যায় নিদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে কালাগ্নিসদৃশ ক্রুদ্ধ রাবণ যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সেইদিকে স্থিত রাক্ষসগণ ভয়ে স্তম্ভআদিতে লুকাইয়া পড়িল; কেহই তাহার নিকটে যাইতে সাহসী হইল না। কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ রাবণ চরাচর প্রাণীদিগকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় সমন্তদিকে তাকাইতে লাগিল। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণকে সমরে পাঠাইবার অভিলাষে বলিল।২২-২৭

আমি বহু সহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছি এবং সেই সেই অবকাশে পিতামহকেও পরিতুষ্ট করিয়া তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার নিকট এরূপ বর লাভ করিয়াছি যে, দেবতা ও অসুরগণ হইতে আমার কখনই ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতামহ আমাকে আদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট যে কবচ প্রদান করিয়াছেন, দেবাসুরসংগ্রামকালে বজ্রপ্রহার দ্বারাও তাহা ছিন্ন হয় নাই। আমি সেই কবচ ধারণ পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া রণমধ্যে গমন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরসদৃশ হইলেও

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত ॥৩৪
প্রত্যবেক্ষ্য তু তাম্রাক্ষঃ সুঘোরো ঘোরদর্শনঃ।
দীনো দীনস্বরান্ সর্বাংস্তানুবাচ নিশাচরান্ ॥৩৫
মায়য়া মম বৎসেন বঞ্চনার্থং বনৌকসাম্।
কিঞ্চিদেব হতং তত্র সীতেয়মিতি দর্শিতম্ ॥৩৬
তদিদং তথ্যমেবাহং করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ।
বৈদেহীং নাশয়িষ্যামি ক্ষত্রবন্ধুমনুব্রতাম্ ॥৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা সচিবান্ খড়্গমাশু পরামৃশং ॥
উদ্ধৃত্য গুণসম্পন্নং বিমলাম্বরবর্চসম্।
নিষ্পপাত স বেগেন সভার্য্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥৩৮
রাবণঃ পুত্রশোকেন ভৃশমাকুলচেতনঃ।
সংক্রুদ্ধঃ খড়্গমাদায় সহসা যত্র মৈথিলী ॥৩৯
ব্রজন্তং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য সিংহনাদং বিচুক্রুশুঃ।
ঊচুশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য সংক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্ ॥৪০
অদ্যৈনং তাবুভৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ প্রব্যথিষ্যতঃ ॥৪১
লোকপালা হি চত্বারঃ ক্রুদ্ধেনানেন নির্জিতাঃ।
বহবঃ শত্রবশ্চান্যে সংযুগেষ্বভিপাতিতাঃ ॥৪২
ত্রিষু লোকেষু রত্নানি ভুঙ্‌ক্তে আহৃত্য রাবণঃ।
বিক্রমে চ বলে চৈব নাস্ত্যস্য সদৃশো ভুবি ॥৪৩
তেষাং সঞ্জল্পমানানামশোকবনিকাং গতাম্।
অভিদুদ্রাব বৈদেহীং রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৪
বার্য্যমাণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সুহৃদ্ভির্হিতবুদ্ধিভিঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ খে গ্রহো রোহিণীমিব ॥৪৫
মৈথিলী রক্ষ্যমাণা তু রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্ ॥৪৬
তং নিশম্য সনিস্ত্রিংশং ব্যথিতা জনকাত্মজা।
নিবার্য্যমাণং বহুশঃ সুহৃদ্ভিরনিবর্তিনম্ ॥৪৭
সীতা দুঃখসমাবিষ্টা বিলপন্তীদমব্রবীৎ।
যথায়ং মামভিক্রুদ্ধঃ সমভিদ্রবতি স্বয়ম্ ॥৪৮

অদ্য কে আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে? পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পিতামহ প্রীত হইয়া আমাকে উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাসমরে রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার নিমিত্ত অদ্য শত শত তূর্য্যাদি মঙ্গলবাদ্যের সহিত আমার সেই ধনুকে উত্তোলন কর।২৮-৩৩

পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূর রাবণ এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত ক্রোধবশীভূত হইয়া সীতাকেই বধ করিতে অভিলাষ করিল। সেই দীনদশাপন্ন বিকটমূর্ত্তি দুরাশয় বীর ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া নিশাচরগণকে বলিল,—বৎস ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মায়াময়ী সীতাকে বধ করিয়া দেখাইয়াছিল; অদ্য আমি সত্য সত্যই ক্ষত্রিয়াধম রামের অনুরাগিণী সেই বৈদেহীকে বধ করিয়া আপনার হিতসাধন করিব। পুত্রশোকাভিভূত আকুলচিত্ত দশানন এই কথা বলিয়াই সত্বর শুভ্র বসনের ন্যায় নির্ম্মল ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণপূর্বক ভার্য্যা এবং সচিবগণে পরিবৃত্ত হইয়া যে স্থানে বৈদেহী অবস্থান করিতেন, ক্রোধভরে বেগে সেইদিকে প্রস্থান করিল।৩৪-৩৯

তৎকালে ক্রুদ্ধ রাবণকে খড়্গহস্তে যাইতে দেখিয়া সচিবগণ সিংহনাদ ও পরস্পর আলিঙ্গন করত এইরূপ কহিতে লাগিল যে, ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে লোকপাল চতুষ্টয়কে পরাজিত এবং অপর অসংখ্য শত্রুকে রণমধ্যে নিপতিত করিয়াছেন, তখন অদ্য ইঁহার এতাদৃশ রূপ দর্শন করিয়া সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই ব্যথিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ইঁহার ন্যায় বিক্রান্ত বা বলশালী নাই; কারণ, ইনিই ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন আহরণ করত ভোগ করিতেছেন। তাহারা এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে অশোক বনে উপস্থিত হইলে দশানন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদেহীর অভিমুখে ধাবিত হইলে হিতৈষী সুহৃদ্গণ তাহাকে বারংবার নিবারণ করিতেছে; তথাপি সে অন্তরিক্ষে রোহিণীর অভিমুখে ধাবিত অঙ্গারকাদি গ্রহের ন্যায় ক্রোধভরে গমন করিতে লাগিল। রাক্ষসীগণ-রক্ষিতা

বধিষ্যতি সনাথাং মামনাথামিব দুর্মতিঃ।
বহুশশ্চোদয়ামাস ভর্ত্তারং মামনুব্রতাম্ ॥৪৯
ভার্য্যা মম ভবস্বেতি প্রত্যাখ্যাতো ধ্রুবং ময়া।
সোঽয়ং মামনুপস্থানে ব্যক্তং নৈরাশ্যমাগতঃ।
ক্রোধমোহসমাবিষ্টো ব্যক্তং মাং হন্তুমুদ্যতঃ ॥৫০
অথবা তৌ নরব্যাঘ্রৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
মন্নিমিত্তমনার্য্যেণ সমরেঽদ্য নিপাতিতৌ ॥৫১
ভৈরবো হি মহান্নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতো ময়া।
বহূনামিহ হৃষ্টানাং তথা বিক্রোশতাং প্রিয়ম্ ॥৫২
অহো ধিঙ্মন্নিমিত্তোঽয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ।
অথবা পুত্রশোকেন অহত্বা রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৫৩
বিধমিষ্যতি মাং রৌদ্রো রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
হনূমতস্তু তদ্বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া ॥৫৪
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জ্জিতা।
নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্ত্তুরঙ্কগতা সতী ॥৫৫
মন্যে তু হৃদয়ং তস্যাঃ কৌসল্যায়াঃ ফলিষ্যতি ॥৫৬
একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি।
সা হি জন্ম চ বাল্যঞ্চ যৌবনঞ্চ মহাত্মনঃ ॥৫৭
ধর্মকার্য্যাণি রূপঞ্চ রুদতী সংস্মরিষ্যতি।
নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্ত্বা শ্রাদ্ধমচেতনা ॥৫৮
অগ্নিমাবেক্ষ্যতে নূনমপো বাপি প্রবেক্ষ্যতি।
ধিগস্তু কুব্জামসতীং মন্থরাং পাপনিশ্চয়াম্ ॥৫৯
যন্নিমিত্তমিমং শোকং কৌসল্যা প্রতিপৎস্যতে।
ইত্যেবং মৈথিলীং দৃষ্ট্বা বিলপন্তীং তপস্বিনীম্ ॥৬০
রোহিণীমিব চন্দ্রেণ বিনা গ্রহবশং গতাম্।
এতস্মিন্নন্তরে তস্য অমাত্যঃ শীলবাঞ্ছুচিঃ ॥৬১
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং রক্ষসাং বরম্।
নিবার্য্যমাণঃ সচিবৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২
কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণানুজ।
হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ ধর্মমপাস্য চ ॥৬৩

অনিন্দিতা জনকনন্দিনী দেখিলেন,—দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া খড়গহস্তে তাঁহার দিকে আগমন করিতেছে।৪০-৪৬

সেই রাবণ সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না, খড়গ হস্তে আসিতেছে দেখিয়া জানকী নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং অতি দুঃখে বিলাপ করিতে করিতে এইকথা বলিলেন,—যখন এই দুর্ম্মতি ক্রোধভরে আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ হয় আমি সনাথা হইলেও অদ্য আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করিবে। হায়! আমি একমাত্র স্বামীর অনুব্রতা, তথাপি এ আমাকে বারংবার 'আমার ভার্য্যা হও' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; বোধ হয়—আমি অঙ্গীকার না করায় নিশ্চয় নিরাশ হইয়াছে, সেইজন্য মোহ ও ক্রোধবশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথবা এই নীচকর্ত্তৃক সেই নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ আমার নিমিত্ত অদ্য রণমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকিবেন; কারণ, অসংখ্য প্রহৃষ্ট নিশাচরগণের সুমহৎ ভীষণ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। ধিক্! আমার নিমিত্তই সেই রাজকুমারযুগল বিনষ্ট হইলেন অথবা এই পাপাশয় ভীমমূর্ত্তি নিশাচর পুত্রশোকবশতঃ রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ না করিয়া আমাকেই বধ করিতে আসিয়াছে। আমি মূর্খ, সেই জন্য মারুতির কথামত কার্য্য করি নাই। হায়! আমি যদি রাম কর্ত্তৃক শত্রুজয়ের আশা না করিয়াই হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে সুখে স্বামীর ক্রোড়ে থাকিতাম, অদ্য আর এরূপ শোক করিতে হইত না। হায়! একপুত্রা কৌশল্যা যখন পুত্রকে রণমধ্যে নিহত শুনিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি রোদন করিতে করিতে মহাত্মা পুত্রের জন্ম, বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, ধর্ম-কর্ম এবং রূপ স্মরণ করিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,—"পুত্র নিহত হইয়াছেন" এই কথা শুনিয়াই তিনি নিরাশ ও জ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করত অগ্নি অথবা জল মধ্যে প্রবেশ করিবেন। হায়! যাহার নিমিত্ত

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর ॥৬৪
মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষস্ব পার্থিব।
তস্মিন্নেব সহাস্মাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ ॥৬৫
অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ ॥৬৬
শূরো ধীমান্ রথী খড়্গী রথপ্রবরমাস্থিতঃ।
হত্বা দাশরথিং রামং ভবান্ প্রাপ্স্যতি মৈথিলীম্ ॥৬৭

স তদ্ দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্ম্ম্যং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাথ ততশ্চ বীর্য্যবান্
পুনঃ সভাঞ্চ প্রযযৌ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

কৌশল্যা এতাদৃশ শোক প্রাপ্ত হইলেন,—সেই অসতী পাপীয়সী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্! চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের ক্রোড়গতা রোহিণীর ন্যায় তপস্বিনী জনকনন্দিনীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া শুদ্ধাচারী, সুশীল ও মেধাবী সুপার্শ্ব নামক অমাত্য অপর সচিবগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বলিল।৪৭-৬২

হে দশগ্রীব! আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ-সহোদর হইয়াও কি প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত বৈদেহীকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধি ব্রত এবং বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া ও তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়া আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? মহারাজ! আপনি এই অতি রূপবতী মৈথিলীকে দেখুন। (দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করুন।) তারপর আমাদিগের সহিত রণমধ্যে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করুন।৬৩-৬৫

রাক্ষসরাজ! অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; অতএব অদ্যই যুদ্ধের আয়োজন করত আগামীকল্য অমাবস্যায় বলপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন। রাজন্! আপনি শূর, ধীমান্ এবং মহারথ; অতএব আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আপনি উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করত খড়্গ দ্বারা দাশরথি রামকে বিনাশ করিয়া জনকনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন।৬৬-৬৭

বীর্য্যবান্ দুরাশয় রাবণ সুহৃদের ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করত সুহৃদ্‌গণের সহিত গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভামধ্যে প্রবেশ করিল।৬৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ রাক্ষসসেনানাং সংহারঃ।]

স প্রবিশ্য সভাং রাজা দীনঃ পরমদুঃখিতঃ।
নিষসাদাসনে মুখ্যে সিংহঃ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্ ॥১
অব্রবীচ্চ স তান্ সর্বান্ বলমুখ্যান্ মহাবলঃ।
রাবণঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুত্রব্যসনকর্শিতঃ ॥২
সর্বে ভবন্তঃ সর্বেণ হস্ত্যশ্বেন সমাবৃতাঃ।
নির্যান্তু রথসঙ্ঘৈশ্চ পাদাতৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥৩
একং রামং পরিক্ষিপ্য সমরে হন্তুমর্হথ।
প্রহৃষ্টাঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃট্‌কাল ইবাম্বুদাঃ ॥৪
অথবাহং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্নগাত্রং মহাহবে।
ভবদ্ভিঃ শ্বো নিহন্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতঃ ॥৫
ইত্যেতদ্ বাক্যমাদায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।
নির্যযুস্তে রথৈঃ শীঘ্রৈর্নানানীকৈশ্চ সংযুতাঃ ॥৬
পরিঘান্ পট্টিশাংশ্চৈব শর-খড়্গ-পরশ্বধান্।
শরীরান্তকরান্ সর্বে চিক্ষিপুর্বানরান্ প্রতি ॥৭

বানরাশ্চ দ্রুমাঞ্ছৈলান্ রাক্ষসান্ প্রতি চিক্ষিপুঃ।
স সংগ্রামো মহাভীমঃ সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি ॥৮
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত।
তে গদাভিশ্চ চিত্রাভিঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥৯
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তদা বানর-রাক্ষসাঃ।
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে হ্যদ্ভুতং সুমহদ্রজঃ ॥১০
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ শান্তং শোণিতবিস্রবৈঃ।
মাতঙ্গরথকূলাশ্চ শরমৎস্যা ধ্বজদ্রুমাঃ ॥১১
শরীরসঙ্ঘাটবহাঃ প্রসস্রুঃ শোণিতাপগাঃ।
ততস্তে বানরাঃ সর্বে শোণিতৌঘপরিপ্লুতাঃ ॥১২
ধ্বজ-বর্ম-রথানশ্বান্ নানাপ্রহরণানি চ।
আপ্লুত্যাপ্লুত্য সমরে বানরেন্দ্রা বভঞ্জিরে ॥১৩
কেশান্ কর্ণললাটঞ্চ নাসিকাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষসাং দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈশ্চাপি ব্যকর্তয়ন্ ॥১৪

ত্রিনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক রাক্ষসসেনা সংহার।]

তারপর রাবণ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত দীন ও অতি দুঃখিতভাবে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল।১

পুত্রশোকাভিভূত মহাবল রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই প্রধান সেনাপতি নিশাচরগণকে বলিল,—অদ্য তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বসকলের সহিত সমরে নির্গত হও।২-৩

অদ্য তোমরা রণমধ্যে হৃষ্টান্তঃকরণে মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করত একমাত্র রামকেই বধ করিতে চেষ্টা কর।৪

অথবা আমিই তোমাদিগের সহিত আগামীকল্য মহাসমরে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ দ্বারা সকলের সম্মুখে রামকে বিনাশ করিয়া ফেলিব।৫

রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের এই কথা শুনিয়া রথারোহণ করত চতুরঙ্গসৈন্যে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া শরীরান্তকারী পরিঘ, পট্টিশ, পরশু, শর ও খড়্গসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বানরগণও রাক্ষসগণের প্রতি বৃক্ষ ও শৈল ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সূর্য্যোদয় হইতে রাক্ষসগণ—বিচিত্র গদা, প্রাস, পরশু ও খড়্গ সকল দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলে সেই রণভূমির অদ্ভুত সুমহৎ ধূলিপটল বানর-রাক্ষসগণের শরীর-নিঃসৃত রুধিরধারা দ্বারা উপশান্ত হইল এবং তাহাদের শরীর হইতে নির্গত শোণিত-প্রবাহ রণভূমিতে নদীর ন্যায় বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ সকল সেই রক্তনদীর তীর, বাণ মৎস্য, ধ্বজসকল তীরস্থ বৃক্ষ বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। সমস্ত বানর রক্তাপ্লুত হইয়া বারংবার লম্ফ প্রদানপূর্বক রণমধ্যে নিশাচরগণের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও বহুবিধ প্রহরণসকলকে ভগ্ন করত সুতীক্ষ্ণ নখ ও দশন দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ,

একৈকং রাক্ষসং সংখ্যে শতং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভ্যধাবন্ত পতিতং বৃক্ষং শকুনয়ো যথা ॥১৫
তদা গদাভিগু র্বীভিঃ প্রাসৈঃ খঙ্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্জঘ্নুর্বানরান্ ঘোরান্ রাক্ষসাঃ পর্বতোপমাঃ ॥১৬
রাক্ষসৈর্বধ্যমানানাং বানরাণাং মহাচমূঃ।
শরণ্যং শরণং যাতা রামং দশরথাত্মজম্ ॥১৭
ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
প্রবিশ্য রাক্ষসং সৈন্যং শরবর্ষং ববর্ষ চ ॥১৮
প্রবিষ্টস্তু তদা রামং মেঘাঃ সূর্য্যমিবাম্বরে।
নাধিজগ্মুর্মহাঘোরা নির্দহন্তং শরাগ্নিনা ॥১৯
কৃতান্যেব সুঘোরাণি রামেণ রজনীচরাঃ।
রণে রামস্য দদৃশুঃ কর্ম্মাণ্যসুকরাণি তে ॥২০
চালয়ন্তং মহাসৈন্যং বিধমন্তং মহারথান্।
দদৃশুস্তে ন বৈ রামং বাতং বনগতং যথা ॥২১

ছিন্নং ভিন্নং শরৈর্দগ্ধং প্রভগ্নং শরপীড়িতম্।
বলং রামেণ দদৃশুর্ন রামং শীঘ্রকারিণম্ ॥২২
প্রহরন্তং শরীরেষু ন তে পশ্যন্তি রাঘবম্।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু তিষ্ঠন্তং ভূতাত্মানমিব প্রজাঃ ॥২৩
এষ হন্তি গজানীকমেষ হন্তি মহারথান্।
এষ হন্তি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পদাতীন্ বাজিভিঃ সহ ॥২৪
ইতি তে রাক্ষসাঃ সর্বে রামস্য সদৃশান্ রণে।
অন্যোন্যং কুপিতা জঘ্নুঃ সাদৃশ্যাদ্ রাঘবস্য তু ॥২৫
ন তে দদৃশিরে রামং দহন্তমপি বাহিনীম্।
মোহিতাঃ পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাত্মনা ॥২৬
তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
পুনঃ পশ্যন্তি কাকুৎস্থমেকমেব মহাহবে ॥২৭
ভ্রমন্তীং কাঞ্চনীং কোটিং কার্ম্মুকস্য মহাত্মনঃ।
অলাতচক্রপ্রতিমাং দদৃশুস্তে ন রাঘবম্ ॥২৮

কর্ণ, ললাট ও নাসিকাসকল ছেদন করিতে লাগিল।৬-১৪

যেরূপ পক্ষিকুল ফলিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এই যুদ্ধে এক একজন রাক্ষসের অভিমুখে শত শত বানর ধাবিত হইল।১৫

তদ্দর্শনে পর্ব্বতসদৃশ নিশাচরগণ—প্রাস, খড়্গ, পরশু ও বৃহৎ গদাসমূহ দ্বারা ভীমমূর্ত্তি বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। তখন সেই মহতী বানরবাহিনী রাক্ষসগণহস্তে আহত হইয়া শরণাগতবৎসল দশরথ-নন্দন রামের শরণাগত হইল। তারপর মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিবাকর ঘোরতর অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ঘোররূপ নিশাচরগণ তৎকালে রণমধ্যে প্রবিষ্ট বাণানলে রাক্ষসসৈন্য সন্দাহক রঘুনন্দনকে দেখিতে পাইল না। কেবল ঐ রাক্ষসগণ তাঁহার ঘোরতর দুষ্কর কর্ম্ম সকলই দেখিতে লাগিল।১৬-২০

বনমধ্যে প্রবাহিত বায়ু যেরূপ লোকের চাক্ষুষ হয় না—স্পর্শ দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্র বিশাল রাক্ষসসৈন্যসমূহ চালিত করিতেছেন, মহারথীদিগকে বিদলিত করিতেছেন—ইহা কেহই দেখিতে পাইল না, অনুমানে বুঝিল। নিশাচরগণ রণমধ্যে সৈন্যসকল ছিন্ন, ভিন্ন, শরদগ্ধ, শস্ত্রপীড়িত ও ভগ্ন হইতেছে দেখিতে পাইল, কিন্তু সেই ক্ষিপ্রহস্ত রঘুনন্দনকে কুত্রাপি দেখিতে পাইল না।২১-২২

যেরূপ লোকসকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ভূতাত্মাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ রামচন্দ্র সকলের শরীরে শরপ্রহার করিতে থাকিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সেই নিশাচরগণ 'এ গজসৈন্য নষ্ট করিতেছে, এ মহারথগণকে বিনাশ করিতেছে, এ তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা বাজিসকলের সহিত পদাতিক সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে' এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে রণমধ্যে রামের ন্যায় প্রতীয়মান নিশাচরগণকে তৎসাদৃশ্যবশতঃ রামভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু মহাত্মা রাম-নিক্ষিপ্ত গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে সৈন্যগণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা কখন রণমধ্যে সহস্র সহস্র

শরীরনাভি সত্ত্বার্চিঃ শরীরং নেমিকার্ম্মুকম্।
জ্যাঘোষতলনির্ঘোষং তেজোবুদ্ধিগুণপ্রভম্ ॥২৯
দিব্যাস্ত্রগুণপর্য্যন্তং নিঘ্নন্তং যুধি রাক্ষসান্।
দদৃশূ রামচক্রং তৎ কালচক্রমিব প্রজাঃ ॥৩০
অনীকং দশসাহস্রং রথানাং বাতরংহসাম্।
অষ্টাদশ সহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥৩১
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি সারোহাণাঞ্চ বাজিনাম্।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে রাক্ষসানাং পদাতিনাম্ ॥৩২
দিবসস্যাষ্টভাগেন শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ॥৩৩
তে হতাশ্বা হতরথাঃ শান্তা বিমথিতধ্বজাঃ।
অভিপেতুঃ পুরীং লঙ্কাং হতশেষা নিশাচরাঃ ॥৩৪
হতৈর্গজপদাত্যশ্বৈস্তদ্বভুব রণাজিরম্।
আক্রীড়ভূমিঃ ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ ॥৩৫

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সাধু সাধ্বিতি রামস্য তৎ কর্ম সমপূজয়ন্ ॥৩৬
অব্রবীচ্চ তদা রামঃ সুগ্রীবং প্রত্যনন্তরম্।
বিভীষণঞ্চ ধর্মাত্মা হনুমন্তঞ্চ বানরম্ ॥৩৭
জাম্ববন্তং হরিশ্রেষ্ঠং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
এতদস্ত্রবলং ভীমং মম বা ত্র্যম্বকস্য বা ॥৩৮
নিহত্য তাং রাক্ষসরাজবাহিনীং
রামস্তদা শক্রসমো মহাত্মা।
অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু জিতক্লমশ্চ
সংস্তূয়তে দেবগণৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মিকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামকে দেখিতে লাগিল এবং কখন বা দেখিল যে, সেই মহাসমরে একজন মাত্র রামই অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং রাম তাহাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতে থাকিলেও তাহারা কেহই প্রকৃত রামকে দেখিতে পাইল না।২৩-২৭

কখন বা তাহারা মহাত্মা রামের জ্বলন্ত অঙ্গার চক্র-তুল্য ধনুকের স্বর্ণময় অগ্রভাগ লক্ষ্য করিল; কিন্তু রামকে দেখিতে পাইল না। যেরূপ প্রজাগণ কালচক্র দর্শন করে, তদ্রূপ তাহারা দেখিল যে, সেই রণমধ্যে একটি রামরূপ চক্রপরিভ্রমণ করত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছে; রঘুনন্দনের দেহ সেই চক্রের নাভি, রামের বল তাহার কান্তি, কার্ম্মুক তাহার নেমি, জ্যা-শব্দই তাহার ঘর্ঘর ধ্বনি, প্রতাপ এবং বুদ্ধি উভয় গুণই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্র গুণই তাহার পর্য্যন্ত।২৮-৩০

এইরূপে একমাত্র রাম প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখা-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা কামরূপী ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ নিশাচরগণের দশসহস্র রথী, আরোহীসহ চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ এবং সম্পূর্ণ দুই সহস্র পদাতিক সৈন্যকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ,—অশ্ব, রথ ও ধ্বজা প্রভৃতিহীন হইয়া নিরুৎসাহে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল।৩১-৩৪

তৎকালে সেই রণভূমি নিহত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণে আকীর্ণ হওয়ায় ক্রোধপূর্ণ মহাত্মা রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অন্তরিক্ষস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া রামচন্দ্রের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৩৫-৩৬

অনন্তর ধর্মাত্মা রাম নিকটবর্ত্তী সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান, বানরবর হনুমান্ এবং হরিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন,—এই দিব্য অস্ত্রবলকে আমার অথবা ত্রিলোচনের বলিলেও হয়।৩৭-৩৮

অস্ত্র ও শস্ত্র বিষয়ে দেবরাজের সমকক্ষ মহাত্মা রঘুনন্দন এইরূপে ক্লান্তিশূন্য হইয়া সেই রাক্ষসরাজ সেনাকে বিনাশ করিতে লাগিলেন, দেবগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

[রাক্ষসীনাং বিলাপঃ।]

তানি নাগসহস্রাণি সারোহাণি চ বাজিনাম্।
রথানাং ত্বগ্নিবর্ণানাং সধ্বজানাং সহস্রশঃ ॥১
রাক্ষসানাং সহস্রাণি গদাপরিঘযোধিনাম্।
কাঞ্চনধ্বজচিত্রাণাং শূরাণাং কামরূপিণাম্ ॥২
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
রাবণেন প্রযুক্তানি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৩
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ সম্ভ্রান্তা হতশেষা নিশাচরাঃ।
রাক্ষস্যশ্চ সমাগম্য দীনাশ্চিন্তাপরিপ্লুতাঃ ॥৪
বিধবা হতপুত্রাশ্চ ক্রোশন্ত্যো হতবান্ধবাঃ।
রাক্ষস্যঃ সহ সঙ্গম্য দুঃখার্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥৫
কথং শূর্পণখা বৃদ্ধা করালা নির্ণতোদরী।
আসসাদ বনে রামং কন্দর্পসমরূপিণম্ ॥৬

সুকুমারং মহাসত্ত্বং সর্বভূতহিতে রতম্।
তং দৃষ্ট্বা লোকবধ্যা সা হীনরূপা প্রকামিতা ॥৭
কথং সর্বগুণৈর্হীনা গুণবন্তং মহৌজসম্।
সুমুখং দুর্মুখী রামং কাময়ামাস রাক্ষসী ॥৮
জনস্যাস্যাল্পভাগ্যত্বাদ্ বলিনী শ্বেতমূর্দ্ধজা।
অকার্য্যমপহাস্যঞ্চ সর্বলোকবিগর্হিতম্ ॥৯
রাক্ষসানাং বিনাশায় দূষণস্য খরস্য চ।
চকারাপ্রতিরূপা সা রাঘবস্য প্রধর্ষণম্ ॥১০
তন্নিমিত্তমিদং বৈরং রাবণেন কৃতং মহৎ।
বধায় সীতা সা নীতা দশগ্রীবেণ রক্ষসা ॥১১
ন চ সীতাং দশগ্রীবঃ প্রাপ্নোতি জনকাত্মজাম্।
বদ্ধং বলবতা বৈরমক্ষয়ং রাঘবেণ চ ॥১২

চতুর্নবতিতম সর্গ

[রাক্ষসীগণের বিলাপ।]

গদাপরিঘযোধী, সুবর্ণধ্বজশোভিত, অসংখ্য কামরূপী বীর যে সমস্ত নিশাচর রাবণের আদেশে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা অক্লিষ্টকর্মা রামের শরে নিহত হইল এবং আরোহীসহ অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সহস্র সহস্র ধ্বজ-শোভী অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল রথও বিচূর্ণিত ও বিদলিত হইল ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রাক্ষসগণ রাক্ষসরমণীগণের মধ্যে অনেকেই হতপুত্র, বান্ধবহীনা ও বিধবা হইয়াছে শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল, তাহারা সকলেই সমবেত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।১-৫

হায়! কি অশুভক্ষণেই নতোদরী করাল-বদনা বৃদ্ধা শূর্পণখা বনমধ্যে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিল! হায়! যাহাকে দেখিলেই লোকে বধ করিতে অভিলাষ করে, সেই কুরূপা শূর্পণখাও সর্ব্বভূতহিতকারী মহাবল সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া তদীয় প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিল।৬-৭

হায়! সেই রাক্ষসী সর্বগুণ-বিহীনা দুর্ম্মুখী হইয়াও কি প্রকারে তাদৃশ মহাতেজস্বী গুণবান্ সুন্দরবদন রামকে অভিলাষ করিয়াছিল? হায়! বলবতী ও পক্ককেশী শূর্পণখা রাক্ষসগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং তাহাদিগের ও খর-দূষণের বিনাশের নিমিত্তই সর্ব্বলোকবিগর্হিত হাস্যজনক শ্রীরামকে ধর্ষণরূপ দুষ্কর্ম করিয়াছিল।৮-১০

তদীয় বাক্যানুসারে দশানন রাক্ষসগণের বধের নিমিত্তই সীতাকে আনয়ন করত এই ভীষণ কলহ উপস্থিত করিয়াছেন। দশানন জনকনন্দিনীকে কোনরূপেই লাভ করিতে পারিবেন না, তাঁহার কেবলমাত্র বলবানের সহিত অক্ষয় শত্রুতা করাই সার হইল।১১-১২

বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্।
হতমেকেন রামেণ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৩
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥১৪
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা।
শরৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৫
হতো যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো রুধিরাশনঃ।
ক্রোধান্নাদং নদন্ সোঽথ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৬
জঘান বলিনং রামঃ সহস্রনয়নাত্মজম্।
বালিনং মেরুসঙ্কাশং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৭
ঋষ্যমূকে বসংশ্চৈব দীনো ভগ্নমনোরথঃ।
সুগ্রীবঃ প্রাপিতো রাজ্যং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৮
ধর্মার্থসহিতং বাক্যং সর্বেষাং রক্ষসাং হিতম্।
যুক্তং বিভীষণেনোক্তং মোহাৎ তস্য ন রোচতে ॥১৯
বিভীষণবচঃ কুর্য্যাদ্ যদি স্ম ধনদাত্মজঃ।
শ্মশানভূতা দুঃখার্তা নেয়ং লঙ্কা ভবিষ্যতি ॥২০
কুম্ভকর্ণং হতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাবলম্।
অতিকায়ঞ্চ দুর্মর্ষং লক্ষ্মণেন হতং তদা।
প্রিয়ং চেন্দ্রজিতং পুত্রং রাবণো নাববুধ্যতে ॥২১
মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্তা রণে হতঃ।
ইত্যেষ শ্রূয়তে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলে কুলে ॥২২
রথাশ্বনাগাশ্চ হতাস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
রণে রামেণ শূরেণ হতাশ্চাপি পদাতয়ঃ ॥২৩
রুদ্রো বা যদি বা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রো বা শতক্রতুঃ।
হন্তি নো রামরূপেণ যদি বা স্বয়মন্তকঃ ॥২৪
হতপ্রবীরা রামেণ নিরাশা জীবিতে বয়ম্।
অপশ্যন্ত্যো ভয়স্যান্তমনাথা বিলপামহে ॥২৫

তিনি যে বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন না, একমাত্র বিরাধই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ; কারণ, সে বৈদেহীকে অভিলাষ করিয়া রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ বিরাধ ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছিল। রামচন্দ্র প্রথমে অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহ দ্বারা জনস্থানে যে ভীমকর্মা চতুর্দশ সহস্র নিশাচর এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। যোজনবিস্তৃত বাহুশালী রুধিরাশী কবন্ধ যে ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তাহাতেই রামের অসীম বীর্য্যবিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র যে মেরুপর্বততুল্য বিশালদেহ ইন্দ্রপুত্র বলশালী বালীকে বধ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা গিয়াছে যে, রাবণের সীতা বিষয়ক আশা বৃথা।১৩-১৭

তিনি যে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে থাকিয়া দীনভাবাপন্ন ও ভগ্নমনোরথ সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। হায়! বিভীষণ রাক্ষসগণের হিতসাধনবাসনায় ধর্মার্থসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা রাক্ষসরাজের অভিমত হয় নাই। যদি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশানন বিভীষণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এই সমগ্র লঙ্কা নগরী কখনই দুঃখসঙ্কুল শ্মশানভূমি হইত না।১৮-২০

হায়! রামকর্ত্তৃক মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অতিকায় ও প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিহত শ্রবণ করিয়াও কি রাবণ রামচন্দ্রের পরাক্রম অবগত হইতে পারেন নাই? প্রথমত হনুমান্ লাঙ্গুলানলে লঙ্কা নগরীকে দগ্ধ ও কুমার অক্ষকে নিহত করিল দেখিয়াও তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল না? প্রতি গৃহেই রাক্ষস রমণীগণের 'হায়! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে' এইরূপ শব্দই কেবল শ্রুত হইতেছে। সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিকগণ বীর রামকর্ত্তৃক রণমধ্যে নিহত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়—রুদ্র, বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ কৃতান্ত রামরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। হায়! রামহস্তে বীরগণ নিহত, আমাদেরও জীবনের আশা নাই, আমাদের ভয়ের অন্ত

রামহস্তাদ্দশগ্রীবঃ শূন্যো দত্তমহাবরঃ।
ইদং ভয়ং মহাঘোরং সমুৎপন্নং ন বুধ্যতে ॥২৬
তং ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
উপসৃষ্টং পরিত্রাতুং শক্তা রামেণ সংযুগে ॥২৭
উৎপাতাশ্চাপি দৃশ্যন্তে রাবণস্য রণে রণে।
কথয়ন্তি হি রামেণ রাবণস্য নিবর্হণম্ ॥২৮
পিতামহেন প্রীতেন দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ।
রাবণস্যাভয়ং দত্তং মনুষ্যেভ্যো ন যাচিতম্ ॥২৯
তদিদং মানুষং মন্যে প্রাপ্তং নিঃসংশয়ং ভয়ম্।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রক্ষসাং রাবণস্য চ ॥৩০
পীড্যমানাস্তু বলিনা বরদানেন রক্ষসা।
দীপ্তৈস্তপোভির্বিবুধাঃ পিতামহমপূজয়ন্ ॥৩১
দেবতানাং হিতার্থায় মহাত্মা বৈ পিতামহঃ।
উবাচ দেবতাস্তুষ্ট ইদং সর্বা মহদ্বচঃ ॥৩২

অদ্যপ্রভৃতি লোকাংস্ত্রীন্ সর্বে দানব-রাক্ষসাঃ।
ভয়েন প্রভৃতা নিত্যং বিচরিষ্যন্তি শাশ্বতম্ ॥৩৩
দৈবতৈস্তু সমাগম্য সর্বৈশ্চেন্দ্রপুরোগমৈঃ।
বৃষধ্বজস্ত্রিপুরহা মহাদেবঃ প্রতোষিতঃ ॥৩৪
প্রসন্নস্তু মহাদেবো দেবানেতদ্ বচোঽব্রবীৎ।
উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা ॥৩৫
এষা দেবৈঃ প্রযুক্তা তু ক্ষুদ্ যথা দানবান্ পুরা।
ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্বান্ রাক্ষসঘ্নী সরাবণান্ ॥৩৬
রাবণস্যাপনীতেন দুর্বিনীতস্য দুর্মতেঃ।
অয়ং নিষ্টানকো ঘোরঃ শোকেন সমভিপ্লুতঃ ॥৩৭
তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ।
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥৩৮
নাস্তি নঃ শরণং কিঞ্চিদ্ ভয়ে মহতি তিষ্ঠতাম্।
দাবাগ্নিবেষ্টিতানাং হি করেণূনাং যথা বনে ॥৩৯

নাই, আমরা অনাথ হইয়া কেবল বিলাপ করিতেছি। বীরবর দশানন ব্রহ্মার মহাবরে দর্পিত, সে কারণ রাম হইতে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। রাম যখন তাঁহার বধে উদ্যত, তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ অথবা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাবণের প্রত্যেক যুদ্ধেই নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু সুনিশ্চিত। পূর্ব্বে পিতামহ প্রীত হইয়া দশাননকে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বর গ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যের নিকট অবধ্যতা বর প্রার্থনা করেন নাই।২১-২৯

এক্ষণে রাক্ষসকুল এবং দশগ্রীবের জীবন নাশ করিবার নিমিত্তই যে, এই মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি,— বরমদোন্মত্ত বলশালী রাক্ষস দশাননকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া সুরগণ প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা পিতামহের উপাসনা করিলে মহাত্মা প্রজাপতি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত এই সুমহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন,—অদ্য হইতে দানব ও রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ত্রিভুবনমধ্যে নিত্য-নিরন্তর বিচরণ করিতে থাকিবে। তৎপরে ইন্দ্রাদি দেবগণ সমবেত হইয়া ত্রিপুরহর মহাদেবের উপাসনা করেন।৩০-৩৪

তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,— 'রাক্ষসগণের ক্ষয়কারিণী কোন কামিনী উৎপন্ন হইবে। পূর্ব্বে দেবগণের নিয়োগে রাক্ষসকুল-নাশিনী সীতাও তদ্রূপ আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হায়! দুর্ম্মতি দুর্ব্বিনীত রাবণের বুদ্ধিদোষে আমাদের এই ঘোরতর শোক ও বিনাশ উপস্থিত। যুগান্তকালে সংহারকারী রুদ্র যেরূপ জগতের সমস্ত প্রাণীকে সংহার করিতে উদ্যত হন, তদ্রূপ রাম আমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত; এ সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। দাবানলমধ্যে পতিত করিণীর ন্যায় আমরা মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি। আমাদের আর উপায় নাই। হায়! যাহা হইতে আমাদিগের এই ভয়ের সৃষ্টি,

প্রাপ্তকালং কৃতং তেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।
যত এব ভয়ং দৃষ্টং তমেব শরণং গতঃ ॥৪০

ইতীব সর্বা রজনীচরস্ত্রিয়ঃ
পরস্পরং সম্পরিরভ্য বাহুভিঃ।
বিষেদুরার্তাতিভয়াভিপীড়িতা
বিনেদুরুচ্চৈশ্চ তদা সুদারুণম্ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাত্মা বিভীষণ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছেন।৩৫-৪০

শোকার্ত্ত ভয়কাতর রাক্ষসরমণীগণ এইরূপ বিলাপ করত বিষণ্ণ হইল এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

[মন্ত্রীন্ বোধয়িত্বা রাবণেন স্বস্য শত্রুবধবিষয়কস্যোৎসাহস্য প্রকটনম্,
রণভূমিমাগম্য পরাক্রমপ্রদর্শনঞ্চ।]

আর্তানাং রাক্ষসীনাস্তু লঙ্কায়াং বৈ কুলে কুলে।
রাবণঃ করুণং শব্দং শুশ্রাব পরিদেবিতম্ ॥১

স তু দীর্ঘং বিনিঃশ্বস্য মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
বভূব পরমক্রুদ্ধো রাবণো ভীমদর্শনঃ ॥২

সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
রাক্ষসৈরপি দুর্ধর্ষঃ কালাগ্নিরিব মূর্তিমান্ ॥৩

উবাচ চ সমীপস্থান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসেশ্বরঃ।
ক্রোধাব্যক্তকথস্তত্র নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৪

মহোদরং মহাপার্শ্বং বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্।
শীঘ্রং বদত সৈন্যানি নির্যাতেতি মমাজ্ঞয়া ॥৫

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে ভয়ার্দিতাঃ।
চোদয়ামাসুরব্যগ্রান্ রাক্ষসাংস্তান্ নৃপাজ্ঞয়া ॥৬

তে তু সর্বে তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে তে রণাভিমুখা যযুঃ ॥৭

প্রতিপূজ্য যথান্যায়ং রাবণং তে মহারথাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৮

পঞ্চনবতিতম সর্গ

[মন্ত্রিগণকে প্রবোধ দিয়া শত্রুবধ বিষয়ে স্বীয় উৎসাহপ্রকটন ও যুদ্ধে আসিয়া পরাক্রম প্রদর্শন।]

ভীমমূর্ত্তি দশানন প্রতিগৃহে রাক্ষসরমণীগণের এইরূপ তুমুল সকরুণ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল।১-২

ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া দশন দ্বারা অধর দংশনকারী সেই বীর রাক্ষসকে মূর্ত্তিমান্ কালানলের ন্যায় রাক্ষসগণেরও দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিল। অনন্তর যেন নয়নানলে সকল জীবকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধাস্ফুটস্বরে সমীপস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি নিশাচরগণকে বলিল,—আমার আদেশ অনুসারে শীঘ্র সৈন্যগণকে বহির্গত হইতে বল।৩-৫

তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়পীড়িত নিশাচরগণ রাজশাসনানুসারে নির্ভয় নিশাচরসৈন্যগণকে সত্বর হইতে কহিল। ভীমদর্শন রাক্ষসগণও "তথাস্তু" বলিয়া মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নের পর সমরাভিমুখে বহির্গত হইল।৬-৭

ততোবাচ প্রহস্তৈস্তান্ রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্ ॥৯
অদ্য বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব নেষ্যামি যমসাদনম্ ॥১০
খরস্য কুম্ভকর্ণস্য প্রহস্তেন্দ্রজিতোস্তথা।
করিষ্যামি প্রতীকারমদ্য শত্রুবধাদহম্ ॥১১
নৈবান্তরীক্ষং ন দিশো ন চ দ্যৌর্নাপি সাগরাঃ।
প্রকাশত্বং গমিষ্যন্তি মদ্বাণজলদাবৃতাঃ ॥১২
অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ।
ধনুষা শরজালেন বধিষ্যামি পতত্রিণা ॥১৩
অদ্য বানরসৈন্যানি রথেন পবনৌজসা।
ধনুঃসমুদ্রাদুদ্ভূতৈর্মথিষ্যামি শরোর্মিভিঃ ॥১৪
ব্যাকোশপদ্মবক্ত্রাণি পদ্মকেশরবর্চসাম্।
অদ্য যূথতটাকানি গজবৎ প্রমথাম্যহম্ ॥১৫
সশরৈরদ্য বদনৈঃ সংখ্যে বানরযূথপাঃ।
মণ্ডয়িষ্যন্তি বসুধাং সনালৈরিব পঙ্কজৈঃ ॥১৬

অদ্য যূথপ্রচণ্ডানাং হরীণাং দ্রুমযোধিনাম্।
মুক্তেনৈকেষুণা যুদ্ধে ভেৎস্যামি চ শতং শতম্ ॥১৭
হতো ভ্রাতা চ যেষাং বৈ যেষাঞ্চ তনয়ো হতঃ।
বধেনাদ্য রিপোস্তেষাং করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্ ॥১৮
অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈঃ প্রস্তীর্ণৈর্গতচেতনৈঃ।
করোমি বানরৈর্যুদ্ধে যত্নাবেক্ষ্যতলাং মহীম্ ॥১৯
অদ্য কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ যে চ মাংসাশিনোঽপরে।
সর্বাংস্তাংস্তর্পয়িষ্যামি শত্রুমাংসৈঃ শরাহতৈঃ ॥২০
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্রমানীয়তাং ধনুঃ।
অনুপ্রয়ান্তু মাং যুদ্ধে যেঽত্র শিষ্টা নিশাচরাঃ ॥২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাপার্শ্বোঽব্রবীদ্ বচঃ।
বলাধ্যক্ষান্ স্থিতাংস্তত্র বলং সন্ত্বর্য্যতামিতি ॥২২
বলাধ্যক্ষাস্তু সংযুক্তা রাক্ষসাংস্তান্ গৃহে গৃহে।
চোদয়ন্তঃ পরিযযুর্লঙ্কাং লঘুপরাক্রমাঃ ॥২৩
ততো মুহূর্তান্নিষ্পেতু রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
নদন্তো ভীমবদনা নানাপ্রহরণৈর্ভুজৈঃ ॥২৪

অদ্য মহারথিগণও কৃতাঞ্জলিপুটে দশাননকে যথাবিধি পূজা করিয়া তাহার বিজয়াভিলাষে প্রস্থিত হইল। অনন্তর ক্রোধ-মোহিত রাবণ হাসিতে হাসিতে নিশাচর মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে বলিল,—অদ্য আমি যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী ধনুর্ম্মুক্ত শরসমূহের দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে যমভবনে প্রেরণ করিব ॥৮-১০

অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ লইব। অদ্য আমার বাণরূপ মেঘজালে পরিবৃত হইয়া অন্তরিক্ষ, দিক্ অথবা সাগর কিছুই লক্ষিত হইবে না। অদ্য এই ধনু ও সুপত্র শরনিকর দ্বারা বানরগণকে দলে দলে বধ করিব। অদ্য পবনবেগ রথে আরোহণপূর্বক ধনুরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত শররূপ তরঙ্গপ্রহারে বানরসৈন্যগণকে মথিত করিব। অদ্য আমি মাতঙ্গসদৃশ হইয়া পদ্মের কেসররূপ বিরাজিত এবং মুখরূপ বিকচ-পদ্ম-সমন্বিত বানররূপ দীর্ঘিকাসকল আলোড়িত করিব। অদ্য রণস্থলে বানরগণের শরবিদ্ধ মুখমণ্ডল সনাল কমলের ন্যায় বসুমতীকে শোভিত করিবে।১১-১৬

অদ্য এক এক বাণে রণদুর্দ্দম বৃক্ষযোধী শত শত বানরকে নিরাশ করিব। যে রমণীগণের ভ্রাতা, ভর্ত্তা অথবা তনয়গণ নিহত হইয়াছে, আমি অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া তাহাদের অশ্রু মার্জ্জন করিব। অদ্য রণস্থলে মদীয় শরাহত গতপ্রাণ বানরসমূহ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া ভূভাগ যাহাতে লোকের কষ্টে দৃষ্ট হয়, তাহা করিব। কাক, শকুনি এবং অপরাপর যে সকল মাংসাশী আছে, অদ্য শরাহত শত্রুগণের মাংস দ্বারা তাহাদের সকলকেই পরিতৃপ্ত করিব।১৭-২০

শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর এবং ধনু আনয়ন কর, অবশিষ্ট সকল রাক্ষসই এক্ষণে আমার সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করুক। রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপার্শ্ব সৈন্যগণকে সত্বর করিবার নিমিত্ত সমীপস্থিত

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভির্মুসলৈর্হলৈঃ।
শক্তিভিস্তীক্ষ্ণধারাভির্মহদ্ভিঃ কূটমুদ্গরৈঃ ॥২৫
যষ্টিভির্বিবিধৈশ্চক্রৈর্নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
ভিন্দিপালৈঃ শতঘ্নীভিরন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ ॥২৬
অথানয়ন্ বলাধ্যক্ষাশ্চত্বারো রাবণাজ্ঞয়া।
রথানাং নিযুতং সাগ্রং নাগানাং নিযুতত্রয়ম্ ॥২৭
অশ্বানাং ষষ্টিকোট্যস্তু খরোষ্ট্রাণাং তথৈব চ।
পদাতয়স্ত্বসংখ্যাতা জগ্মুস্তে রাজশাসনাৎ ॥২৮
বলাধ্যক্ষাশ্চ সংস্থাপ্য রাজ্ঞঃ সেনাং পুরঃস্থিতাম্।
এতস্মিন্নন্তরে সূতঃ স্থাপয়ামাস তং রথম্ ॥২৯
দিব্যাস্ত্রবরসম্পন্নং নানালঙ্কারভূষিতম্।
নানায়ুধসমাকীর্ণং কিঙ্কিণীজালসংযুতম্ ॥৩০
নানারত্নপরিক্ষিপ্তং রত্নস্তম্ভৈর্বিরাজিতম্।
জাম্বূনদময়ৈশ্চৈব সহস্রকলসৈর্বৃতম্ ॥৩১
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩২
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
দ্রুতং সূতসমাযুক্তং যুক্তাষ্টতুরগং রথম্ ॥
আরুরোহ তদা ভীমং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৩৩
ততঃ প্রযাতঃ সহসা রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
রাবণঃ সত্ত্বগাম্ভীর্য্যাদ্ দারয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৩৪
ততশ্চাসীন্মহানাদস্তূর্য্যাণাঞ্চ ততস্ততঃ।
মৃদঙ্গৈঃ পটহৈঃ শঙ্খৈঃ কলহৈঃ সহ রক্ষসাম্ ॥৩৫
আগতো রক্ষসাং রাজা ছত্র-চামরসংযুতঃ।
সীতাপহারী দুর্বৃত্তো ব্রহ্মঘ্নো দেবকণ্টকঃ ॥
যোদ্ধুং রঘুবরেণেতি শুশ্রুবে কলহধ্বনিঃ ॥৩৬
তেন নাদেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত।
তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা বানরা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥৩৭

বলাধ্যক্ষগণকে আদেশ করিল। ক্ষিপ্রবিক্রমী বলাধ্যক্ষগণ সমবেত হইয়া লঙ্কা নগরীর প্রতি গৃহে পরিভ্রমণ করত নিশাচরগণকে সংবাদ প্রদান করিল। অনন্তর মুহূর্তমধ্যে ভীমবদন ও ভীমদর্শন নিশাচরগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল।২১-২৪

তাহাদের হস্তে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুসল, হল, তীক্ষ্ণধার শক্তি, সুমহৎ কূট, মুদ্গর, বহুবিধ যষ্টি, নিশিত চক্র, পরশু, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল শোভা পাইতেছিল।২৫-২৬

তৎপরে চারিজন বলাধ্যক্ষ রাবণের আদেশানুসারে কিয়দধিক নিযুতসংখ্যক রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষষ্টি কোটি অশ্ব, খর ও উষ্ট্র আনয়ন করিল। রাজার আদেশে অসংখ্য পদাতিসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাধ্যক্ষগণ সেই সমুদয় বল (সৈন্য) রাজার সম্মুখে স্থাপিত করিল। ঐ সময়ে সারথি একখানি উত্তম রথ আনয়ন করিল।২৭-২৯

সেই রথ নানাবিধ দিব্য অস্ত্রে ও বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত; কিঙ্কিণীজাল সমন্বিত এবং বিবিধরত্নে গ্রথিত। রত্নস্তম্ভে সুশোভিত সেই রথের চতুঃপার্শ্বে সহস্র সুবর্ণ কলস স্থাপিত হইয়াছিল।৩০-৩১

রাক্ষসগণ ঐ রথ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ কোটি সূর্য্যতুল্য ও জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান অষ্ট অশ্বযোজিত দ্রুতগামী সেই রথে আরোহণ করিল। তখন ঐ ভীষণ রথ স্বীয় তেজে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।৩২-৩৩

অনন্তর রাবণ বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বলগাম্ভীর্য্যে মেদিনী বিদীর্ণ করত প্রস্থিত হইল। তৎপরে মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খের মহানাদে এবং রাক্ষসদিগের কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। সীতাপহারী, দুর্বৃত্ত, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং দেবতাদিগের কণ্টকস্বরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ছত্র ও চামরে শোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—এই প্রকার কোলাহল চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইল। সেই মহাশব্দে পৃথিবী কম্পিত হইল এবং বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিল। মহাতেজস্বী মহাবাহু রাবণ

রাবণস্তু মহাবাহুঃ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ ।
আজগাম মহাতেজা জয়ায় বিজয়ং প্রতি ॥৩৮
রাবণেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রথানারুরুহুস্তদা ॥৩৯
তে তু হৃষ্টাভিনর্দন্তো ভিন্দন্ত ইব মেদিনীম্ ।
নাদং ঘোরং বিমুঞ্চন্তো নির্যযুর্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪০
ততো যুদ্ধায় তেজস্বী রক্ষোগণবলৈর্বৃতঃ ।
নির্যযাবুদ্যতধনুঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥৪১
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন স মহারথঃ ।
দ্বারেণ নির্যযৌ তেন যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪২
ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো দিশশ্চ তিমিরাবৃতাঃ ।
দ্বিজাশ্চ নেদুর্ঘোরাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী ॥৪৩
ববর্ষ রুধিরং দেবশ্চস্খলুশ্চ তুরঙ্গমাঃ ।
ধ্বজাগ্রে ন্যপতদ্ গৃধ্রো বিনেদুশ্চাশিবাঃ শিবাঃ ॥৪৪
নয়নঞ্চাস্ফুরদ্ বামং বামো বাহুরকম্পত ।
বিবর্ণবদনশ্চাসীৎ কিঞ্চিদভ্রশ্যত স্বনঃ ॥৪৫
ততো নিষ্পততো যুদ্ধে দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ।
রণে নিধনশংসীনি রূপাণ্যেতানি জজ্ঞিরে ॥৪৬
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা নির্ঘাতসমনিঃস্বনা ।
বিনেদুরশিবা গৃধ্রা বায়সৈরভিমিশ্রিতাঃ ॥৪৭
এতানচিন্তয়ন্ ঘোরানুৎপাতান্ সমবস্থিতান্ ।
নির্যযৌ রাবণো মোহাদ্ বধার্থং কালচোদিতঃ ॥৪৮
তেষাস্তু রথঘোষেণ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ।
বানরাণামপি চমূর্যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্ত্তত ॥৪৯
তেষাস্তু তুমুলং যুদ্ধং বভূব কপি-রক্ষসাম্ ।
অন্যোন্যমাহ্বয়ানানাং ক্রুদ্ধানাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥৫০
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।
বানরাণামনীকেষু চকার কদনং মহৎ ॥৫১

সচিবগণে পরিবৃত হইয়া বিজয়াভিলাষে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে লাগিল ।৩৪-৩৮

তখন রাবণের অনুমতি অনুসারে মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং দুর্জ্জয় বিরূপাক্ষ অন্য রথে আরোহণ করিল। তাহারা হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ দ্বারা যেন মেদিনী বিদীর্ণ করিতে করিতে জয়াভিলাষে প্রস্থান করিল ।৩৯-৪০

এইরূপে কাল, মৃত্যু ও যমসদৃশ ভয়ঙ্কর তেজস্বী রাক্ষসরাজ বলসমূহে পরিবৃত হইয়া চাপ(ধনু)হস্তে বহির্গত হইল। সেই মহারথী বেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক যেস্থানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইল। তখন সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ, দিক্‌সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোরমূর্ত্তি পক্ষীরা অশুভ রব করিতে লাগিল এবং মেদিনী কাঁপিতে লাগিল ।৪১-৪৩

অশ্বগণের গতি স্খলিত হইল, আকাশ হইতে রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণের ধ্বজাগ্রে শকুনি নিপতিত হইল এবং শৃগালগণ অমঙ্গলকর ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন রাবণের কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং বদন বিবর্ণ হইল, বামনয়ন প্রস্ফুরিত ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল ।৪৪-৪৫

রাক্ষসবর দশগ্রীব যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে তদীয় নিধনসূচক এইরূপ দুর্নিমিত্তসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। উল্কাসকল নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করত অন্তরিক্ষ হইতে পতিত হইল এবং কাকের সহিত মিলিত হইয়া শকুনিগণ অমঙ্গল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু দশানন কালপ্রেরিতের ন্যায় মোহবশতঃ আত্মবধের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত এই সকল ঘোর উৎপাতের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নির্গত হইল। তৎকালে মহাবল নিশাচরগণের রথশব্দশ্রবণেই বানরসৈন্যগণও যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইল। তৎপরে ক্রুদ্ধ নিশাচর ও বানরগণ বিজয়াভিলাষে পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চনভূষিত শরনিকর দ্বারা বানরসৈন্যগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহাদের কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ, কাহারও কর্ণ ছিন্ন এবং কাহারও বা পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। কেহ চক্ষু বিহীন

নিকৃত্তশিরসঃ কেচিদ্ রাবণেন বলীমুখাঃ।
কেচিদ্ বিচ্ছিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছ্রোত্রবিবর্জিতাঃ ॥৫২
নিরুচ্ছ্বাসা হতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পার্শ্বেষু দারিতাঃ।
কেচিদ্ বিভিন্নশিরসঃ কেচিচ্চক্ষুর্বিনাকৃতাঃ ॥৫৩
দশাননঃ ক্রোধবিবৃত্তনেত্রো
যতো যতোঽভ্যেতি রথেন সংখ্যে।
ততস্ততস্তস্য শরপ্রবেগং
সোঢ়ুং ন শেকুর্হরিযূথপাস্তে ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

হইল, কাহারও মস্তক ভিন্ন হইল এবং কেহ বা শ্বাসবিহীন হইয়া পড়িল।৪৬-৫৩

তৎকালে দশানন ক্রোধভরে লোচনযুগল ঘূর্ণিতকরত রথ সঞ্চালনপূর্ব্বক যেদিকে গমন করিতে লাগিল, তথাকার কেহই তাহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবেণ রাক্ষসসেনানাং বিরূপাক্ষস্য চ সংহারঃ।]

তথা তৈঃ কৃত্তগাত্রৈস্তু দশগ্রীবেণ মার্গণৈঃ।
বভূব বসুধা তত্র প্রকীর্ণা হরিভিস্তদা ॥১
রাবণস্যাপ্রসহ্যং তং শরসম্পাতমেকতঃ।
ন শেকুঃ সহিতুং দীপ্তং পতঙ্গা জ্বলনং যথা ॥২
তেঽর্দিতা নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রোশন্তো বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
পাবকার্চিঃসমাবিষ্টা দহ্যমানা যথা গজাঃ ॥৩
প্লবঙ্গানামনীকানি মহাভ্রাণীব মারুতঃ।
সংযযৌ সমরে তস্মিন্ বিধমন্ রাবণঃ শরৈঃ ॥৪
কদনং তরসা কৃত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বনৌকসাম্।
আসসাদ ততো যুদ্ধে ত্বরিতং রাঘবং রণে ॥৫
সুগ্রীবস্তান্ কপীন্ দৃষ্ট্বা ভগ্নান্ বিদ্রাবিতান্ রণে।
গুল্মে সুষেণং নিক্ষিপ্য চক্রে যুদ্ধে দ্রুতং মনঃ ॥৬
আত্মনঃ সদৃশং বীরং স তং নিক্ষিপ্য বানরম্।
সুগ্রীবোঽভিমুখং শত্রুং প্রতস্থে পাদপায়ুধঃ ॥৭
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাস্য সর্বে বানরযূথপাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাশৈলান্ বিবিধাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥৮

ষণ্ণবতিতম সর্গ

[সুগ্রীবকর্ত্তৃক রাক্ষসসেনা বধ ও বিরূপাক্ষ সংহার।]

দশাননের শরজালে বিদীর্ণদেহ বানরগণে সেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল।১

যেরূপ পতঙ্গগণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন দিকের বানরগণই দশাননের শরনিপাত সহ্য করিতে পারিল না।২

অগ্নি-শিখাসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট দহ্যমান গজগণের ন্যায় শাণিত বাণনিবহ দ্বারা পীড়িত সেই বানরগণও চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। মারুত যেরূপ মহতী মেঘমালাকে উৎসারিত করিয়া থাকেন,

ননর্দ যুধি সুগ্রীবঃ স্বরেণ মহতা মহান্ ।
পোথয়ন্ বিবিধাংশ্চান্যান্ মমন্থোত্তমরাক্ষসান্ ॥৯
মমর্দ চ মহাকায়ো রাক্ষসান্ বানরেশ্বরঃ ।
যুগান্তসময়ে বায়ুঃ প্রবৃদ্ধানগমানিব ॥১০
রাক্ষসানামনীকেষু শৈলবর্ষং ববর্ষ হ ।
অশ্মবর্ষং যথা মেঘঃ পক্ষিসঙ্ঘেষু কাননে ॥১১
কপিরাজবিমুক্তৈস্তৈঃ শৈলবর্ষৈস্তু রাক্ষসাঃ ।
বিকীর্ণশিরসঃ পেতুর্বিকীর্ণা ইব পর্বতাঃ ॥১২
অথ সংক্ষীয়মাণেষু রাক্ষসেষু সমন্ততঃ ।
সুগ্রীবেণ প্রভগ্নেষু নদৎসু চ পতৎসু চ ॥১৩
বিরূপাক্ষঃ স্বকং নাম ধন্বী বিশ্রাব্য রাক্ষসঃ ।
রথাদাপ্লুত্য দুর্ধর্ষো গজস্কন্ধমুপারুহৎ ॥১৪
স তং দ্বিপমথারুহ্য বিরূপাক্ষো মহাবলঃ ।
ননর্দ ভীমনির্হ্রাদং বানরানভ্যধাবত ॥১৫

সুগ্রীবে স শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে ।
স্থাপয়ামাস চোদ্বিগ্নান্ রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥১৬
সোঽতিবিদ্ধঃ শিতৈর্বাণৈঃ কপীন্দ্রস্তেন রক্ষসা ।
চুক্রোশ চ মহাক্রোধো বধে চাস্য মনো দধে ॥১৭
ততঃ পাদপমুদ্ধৃত্য শূরঃ সম্প্রধনো হরিঃ ।
অভিপত্য জঘানাস্য প্রমুখে তং মহাগজম্ ॥১৮
স তু প্রহারাভিহতঃ সুগ্রীবেণ মহাগজঃ ।
অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ ননাদ চ ॥১৯
গজাত্তু মথিতাৎ তূর্ণমপক্রম্য স বীর্য্যবান্ ।
রাক্ষসোঽভিমুখঃ শত্রুং প্রত্যুদ্গম্য ততঃ কপিম্ ॥২০
আর্ষভং চর্ম খড়্গঞ্চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ ।
ভর্ৎসয়ন্নিব সুগ্রীবমাসসাদ ব্যবস্থিতম্ ॥২১
স হি তস্যাভিসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্ ।
বিরূপাক্ষস্য চিক্ষেপ সুগ্রীবো জলদোপমাম্ ॥২২

তদ্রূপ রাক্ষসরাজও শরসমূহের প্রহারে বানরগণকে সন্তাড়িত করত অগ্রসর হইতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্র বেগপূর্ব্বক বানরসৈন্যগণকে উৎপীড়িত করত দ্রুতপদে রণমধ্যস্থিত রাঘবকে দেখিতে পাইল।৩-৫

এদিকে সুগ্রীবও বানরগণকে রণমধ্যে ভগ্ন ও পলায়িত দেখিয়া সুষেণকে গুল্মে সংস্থাপিত করত রণমধ্যে যাইতে ইচ্ছা করিল। অনন্তর আপনার সদৃশ বীর সেই বানরকে স্বীয় গুল্মে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল।৬-৭

অপরাপর যূথপতিগণ সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ ও বিবিধ বৃক্ষ হস্তে লইয়া তাহার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠভাগ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই রণমধ্যে মহাবল বানররাজ সুমহৎ সিংহনাদ করত রাক্ষসগণকে প্রোথিত এবং তাহাদের সেনাপতিগণকে বিমথিত করিতে লাগিল। যুগান্তসময়ে বায়ু যেরূপ বড় বড় বৃক্ষসমূহকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ হরীশ্বর মহাকায় রাক্ষসগণকে মর্দ্দিত করিল। মেঘ যেরূপ কানন মধ্যে পক্ষিগণের উপর শিলা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সুগ্রীব রাক্ষসসৈন্যগণের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসগণ বানররাজকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শিলা ও বৃক্ষসকল দ্বারা বিকীর্ণমস্তক হইয়া বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে সুগ্রীবের হস্তে অতিশয় উৎপীড়িত রাক্ষসগণ আর্ত্তস্বরে আহত হইয়া পতিত হইতেছে দেখিয়া ধনুর্দ্ধারী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস বিরূপাক্ষ স্বীয় নাম উচ্চারণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গজস্কন্ধে আরোহণ করিল।৮-১৪

মহাবল বিরূপাক্ষ মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়াই বজ্রনিনাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করত বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রীবের প্রতি ঘোরতর বাণবর্ষণ করত উদ্বিগ্ন নিশাচরগণকে আহ্লাদিত ও সুস্থির করিল। বানররাজও সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক শাণিত বাণনিচয় দ্বারা অতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে বারংবার আক্রোশ প্রকাশ করত তাহাকে বধ করিতে অভিলাষী হইল।১৫-১৭

অনন্তর বীর সমরবিশারদ বানরবর সুগ্রীব একটি বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়া তদীয় মহামাতঙ্গের

স তাং শিলামাপতন্তীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অপক্রম্য সুবিক্রান্তঃ খড়্গেন প্রাহরৎ তদা ॥২৩
তেন খড়্গপ্রহারেণ রক্ষসা বলিনা হতঃ।
মুহূর্তমভবদ্ভূমৌ বিসংজ্ঞ ইব বানরঃ ॥২৪
সহসা স তদোৎপত্য রাক্ষসস্য মহাহবে।
মুষ্টিং সংবর্ত্য বেগেন পাতয়ামাস বক্ষসি ॥২৫
মুষ্টিপ্রহারাভিহতো বিরূপাক্ষো নিশাচরঃ।
তেন খড়্গেন সংক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য চমূমুখে ॥২৬
কবচং পাতয়ামাস পদ্ভ্যামভিহতোঽপতৎ।
স সমুত্থায় পতিতঃ কপিস্তস্য ব্যসর্জয়ৎ ॥২৭
তলপ্রহারমশনেঃ সমানং ভীমনিঃস্বনম্।
তলপ্রহারং তদ্ রক্ষঃ সুগ্রীবেণ সমুদ্যতম্ ॥২৮
নৈপুণ্যান্মোচয়িত্বৈনং মুষ্টিনোরসি তাড়য়ৎ।
ততস্তু সংক্রুদ্ধতরঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥২৯
মোক্ষিতঞ্চাত্মনো দৃষ্ট্বা প্রহারং তেন রক্ষসা।
স দদর্শান্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ ॥৩০
ততোঽন্যং পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছঙ্খদেশে মহাতলম্।
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন তলেনাভিহতঃ ক্ষিতৌ ॥৩১
পপাত রুধিরক্লিন্নঃ শোণিতং হি সমুদ্গিরন্।
স্রোতোভ্যস্তু বিরূপাক্ষো জলং প্রস্রবণাদিব ॥৩২
বিবৃত্তনয়নং ক্রোধাৎ সফেনং রুধিরাপ্লুতম্।
দদৃশুস্তে বিরূপাক্ষং বিরূপাক্ষতরং কৃতম্ ॥৩৩
স্ফুরন্তং পরিবর্তন্তং পার্শ্বেন রুধিরোক্ষিতম্।
করুণঞ্চ বিনর্দন্তং দদৃশুঃ কপয়ো রিপুম্ ॥৩৪

মস্তকে আঘাত করিল। তখন সুগ্রীবের প্রহারে অত্যন্ত আহত সেই মহাগজ অপসৃত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলে বীর্য্যবান্ নিশাচর বিরূপাক্ষ সত্বর লম্ফ প্রদানকরত উন্মথিত মাতঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু বানররাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই ক্ষিপ্রবিক্রমী বীর—ঋষভ চর্ম্ম এবং খড়্গ লইয়া সম্মুখে অবস্থিত সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল।১৮-২১

তদ্দর্শনে বানররাজও ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ একখণ্ড মেঘের ন্যায় এক শিলাখণ্ড হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, সেই অতি বলবান্ রাক্ষসপুঙ্গবও শিলাকে আপতিত হইতে দেখিয়াই কোনরূপে সেইস্থান হইতে অপসৃত হইয়া সুগ্রীবকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করিল। বানররাজ বলশালী নিশাচরের বিষম খড়্গ-প্রহারে আহত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত অচেতন ও ভূতলে পতিত হইল।২২-২৪

অনন্তর সহসা উত্থিত হইয়াই মুষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই মহাসমরে রাক্ষস বিরূপাক্ষের বক্ষঃস্থলে তাহা পাতিত করিল। নিশাচর বিরূপাক্ষ সেই মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়া নিরতিশয় ক্রোধে সেনাগণের সম্মুখেই খড়্গপ্রহারে বানরবর সুগ্রীবের কবচ পাতিত করিল। তাহাতে বানররাজ পদদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া বজ্রের ন্যায় ভীমরবে বিরূপাক্ষকে চপেটাঘাত করিল।২৫-২৮

পরন্তু সেই নিশাচর নিপুণতা সহকারে সুগ্রীবের চপেটাঘাত হইতে আপনাকে মুক্ত করত বানররাজের বক্ষঃস্থলে মুষ্টি প্রহার করিল। বানররাজ সুগ্রীব স্বীয় প্রহার ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং তদীয় ছিদ্র অনুসন্ধান করত পুনর্ব্বার ললাটের অস্থিতে সুমহৎ তলাঘাত করিল। মহেন্দ্রের অশনিপাতসদৃশ সেই তলপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া বিরূপাক্ষ প্রস্রবণবিনির্গত স্রোতধারার ন্যায় রক্ত বমন করিতে করিতে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইল।২৯-৩২

তখন বানরগণ ক্রোধভরে ফেনিলরুধিরে পরিপ্লুত ও অতিশয় বিকৃতচক্ষু বিরূপাক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিল ;—তাহার ঘূর্ণায়মান নয়নযুগল স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই বীর রক্তাক্ত হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করত করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে।৩৩-৩৪

তথা তু তৌ সংযতি সম্প্রযুক্তৌ
তরস্বিনৌ বানর-রাক্ষসানাম্।
বলার্ণবৌ সস্বনতুশ্চ ভীমৌ
মহার্ণবৌ দ্বাবিব ভিন্নসেতু ॥৩৫
বিনাশিতং প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রং
মহাবলং তং হরিপার্থিবেন।

তৎকালে সমরার্থে নিযুক্ত, বেগবান্ ও ভীমরূপ সাগরসদৃশ রাক্ষস এবং বানরগণের সৈন্যদ্বয় ভগ্নসেতু সাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল।৩৫

বলং সমেতং কপি-রাক্ষসানা-
মুদ্বৃত্তগঙ্গাপ্রতিমং বভূব ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥

বানররাজকর্তৃক মহাবল বিরূপাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানর ও রাক্ষসগণের সমগ্র সৈন্য জাহ্নবী-সলিলের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িল।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

[সুগ্রীব-মহোদরয়োর্ঘোরযুদ্ধম্, মহোদরস্য বিনাশশ্চ।]

হন্যমানে বলে তূর্ণমন্যোন্যং তে মহামৃধে।
সরসীব মহাঘর্মে সূপক্ষীণে বভূবতুঃ ॥১
স্ববলস্য তু ঘাতেন বিরূপাক্ষবধেন চ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥২
প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ।
বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্য্যয়ম্ ॥৩
উবাচ চ সমীপস্থং মহোদরমনন্তরম্।
অস্মিন্ কালে মহাবাহো জয়াশা ত্বয়ি মে স্থিতা ॥৪

সপ্তনবতিতম সর্গ

[সুগ্রীবের সহিত মহোদরের ঘোরযুদ্ধ এবং বিনাশ।]

তৎকালে সেই মহাসমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর আহত হইয়া গ্রীষ্মকালের ক্ষীণতর সরোবরের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল।১

এদিকে স্বীয় সৈন্যগণের ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষের বিনাশদর্শনে রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইল।২

দশানন বানরগণকর্তৃক স্বীয় সৈন্যগণের নিধনরূপ

জহি শত্রুচমূং বীর দর্শয়াদ্য পরাক্রমম্।
ভর্ত্তৃপিণ্ডস্য কালোঽয়ং নির্বেষ্টুং সাধু যুধ্যতাম্ ॥৫
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহোদরঃ।
প্রবিবেশারিসেনাং স পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥৬
ততঃ স কদনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ।
ভর্ত্তৃবাক্যেন তেজস্বী স্বেন বীর্য্যেণ চোদিতঃ ॥৭
বানরাশ্চ মহাসত্ত্বাঃ প্রগৃহ্য বিপুলাঃ শিলাঃ।
প্রবিশ্যারিবলং ভীমং জঘ্নুস্তে সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥৮

দুর্দ্দৈবদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমীপস্থিত মহোদরকে বলিল,—হে মহাবাহো! এক্ষণে একমাত্র তুমিই আমার জয়লাভের আশাস্থল হইয়াছ; অতএব শত্রু-নিধনে যত্নবান্ হও। হে বীর! প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত উত্তমরূপে যুদ্ধ কর।৩-৫

রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে রাক্ষসেন্দ্র মহোদর

মহোদরঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
চিচ্ছেদ পাণিপাদোরু বানরাণাং মহাহবে ॥৯
ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসৈরর্দিতা ভৃশম্ (ক)।
দিশো দশ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুগ্রীবমাশ্রিতাঃ ॥১০
প্রভগ্নং সমরে দৃষ্ট্বা বানরাণাং মহাবলম্।
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবো মহোদরমনন্তরম্ ॥১১
প্রগৃহ্য বিপুলাং ঘোরাং মহীধরসমাং শিলাম্।
চিক্ষেপ স মহাতেজাস্তদ্বধায় হরীশ্বরঃ ॥১২
তামাপতন্তীং সহসা শিলাং দৃষ্ট্বা মহোদরঃ।
অসম্ভ্রান্তস্ততো বাণৈর্নির্বিভেদ দুরাসদাম্ (খ) ॥১৩
রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃত্তা সা সহস্রধা।
নিপপাত তদা ভূমৌ গৃধ্রচক্রমিবাকুলম্ ॥১৪
তাং তু ভিন্নাং শিলাং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সালমুৎপাট্য চিক্ষেপ তং স চিচ্ছেদ নৈকধা ॥১৫
শরৈশ্চ বিদদারৈনং শূরঃ পরবলার্দনঃ।
স দদর্শ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরিঘং পতিতং ভুবি ॥১৬
আবিধ্য তু স তং দীপ্তং পরিঘং তস্য দর্শয়ন্।
পরিঘেণোগ্রবেগেন জঘানাস্য হয়োত্তমান্ ॥১৭
তস্মাদ্ধতহয়াদ্ বীরঃ সোঽবপ্লুত্য মহারথাৎ।
গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোঽথ মহোদরঃ ॥১৮
গদা-পরিঘহস্তৌ তৌ যুধি বীরৌ সমীয়তুঃ।
নর্দন্তৌ গোবৃষপ্রখ্যৌ ঘনাবিব সবিদ্যুতৌ ॥১৯
ততঃ ক্রুদ্ধো গদাং তস্য চিক্ষেপ রজনীচরঃ।
জ্বলন্তীং ভাস্করাভাসাং সুগ্রীবায় মহোদরঃ ॥২০

'তথাস্তু' বলিয়া যেরূপ পতঙ্গ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই সমধিক তেজঃশালী মহাবল মহোদর প্রভুর উত্তেজক বাক্যে ও নিজ বলমদে উত্তেজিত হইয়া বানরগণকে মর্দন করিতে আরম্ভ করিল।৬-৭

মহাবল বানরগণও বিশাল শিলা গ্রহণ করত ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই মহাসমরে মহোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চনভূষিত শরসমূহ দ্বারা বানরগণের হস্ত, পদ ও উরু ছেদন করিতে লাগিল। রণমধ্যে নিশাচরসমূহ কর্তৃক পীড়িত বানরবৃন্দ দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা সুগ্রীবের শরণাগত হইল।৮-১০

তখন মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব মহতী বানরসেনাকে রণমধ্যে ভগ্ন দেখিয়া মহোদরের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় পর্বতসদৃশ বিশাল ও ভীষণ শিলাখণ্ড লইয়া ক্ষেপণ করিল। পরন্তু মহোদর সেই শিলাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে বাণদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল। নিশাচরকর্তৃক শরসমূহ দ্বারা সহস্রধা ছিন্ন সেই শিলা আকুল গৃধ্রসমুদায়ের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।১১-১৪

শিলা ছিন্ন হইল দেখিয়া বীর সুগ্রীব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রণমধ্যস্থিত রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলে মহোদর তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিল। তারপর শত্রুসৈন্যনাশী বীর মহোদর বাণ দ্বারা তাহাকে বিদারণ করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ভূতলে পতিত একটি পরিঘ দেখিতে পাইল। ভূপতিত, উগ্রবেগ ও প্রদীপ্ত ঐ পরিঘ সত্বর গ্রহণ পূর্বক নিশাচরকে প্রদর্শন করিয়া তদ্দারা তদীয় অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপাতিত করিল।১৫-১৭

রাক্ষস মহোদর লম্ফপ্রদানে সেই অশ্ববিহীন মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে একটি গদা গ্রহণ করিল। তৎকালে বিদ্যুদ্বিলাসিত জলদযুগল ও গোবৃষযুগলসদৃশ গদা-পরিঘহস্ত সেই বীরযুগল সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর সমরাসক্ত হইল। নিশাচর মহোদর ক্রোধভরে সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাকর-সদৃশ প্রদীপ্ত গদা নিক্ষেপ করিলে ক্রোধে আরক্তচক্ষু মহাবল

পাঠান্তরঃ (ক)—রাক্ষসানাং মহামৃধে।
(খ)—নির্বিভেদ ততঃ শিলাম্।

গদাং তাং সুমহাঘোরামাপতন্তীং মহাবলঃ।
সুগ্রীবো রোষতাম্রাক্ষঃ সমুদ্যম্য মহাহবে ॥২১
আজঘান গদাং তস্য পরিঘেণ হরীশ্বরঃ।
পপাত তরসা ভিন্নঃ পরিঘস্তস্য ভূতলে ॥২২
ততো জগ্রাহ তেজস্বী সুগ্রীবো বসুধাতলাৎ।
আয়সং মুসলং ঘোরং সর্বতো হেমভূষিতম্ ॥২৩
স তমুদ্যম্য চিক্ষেপ সোঽপ্যস্য প্রাক্ষিপদ্ গদাম্।
ভিন্নাবন্যোন্যমাসাদ্য পেততুস্তৌ মহীতলে ॥২৪
ততো ভিন্নপ্রহরণৌ মুষ্টিভ্যাং তৌ সমীয়তুঃ।
তেজোবলসমাবিষ্টৌ দীপ্তাবিব হুতাশনৌ ॥২৫
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং নদন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।
তলৈশ্চান্যোন্যমাসাদ্য পেততুশ্চ মহীতলে ॥২৬
উৎপেততুস্তদা তূর্ণং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্।
ভুজৈশ্চিক্ষিপতুর্বীরাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥২৭
জগ্মতুস্তৌ শ্রমং বীরৌ বাহুযুদ্ধে পরন্তপৌ।
আজহার তদা খঙ্গমদূরপরিবর্তিনম্ ॥২৮

রাক্ষসশ্চর্মণা সার্ধং মহাবেগো মহোদরঃ।
তথৈব চ মহাখঙ্গং চর্মণা পতিতং সহ ॥
জগ্রাহ বানরশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবো বেগবত্তরঃ ॥২৯
ততো রোষপরীতাঙ্গৌ নদন্তাবভ্যধাবতাম্।
উদ্যতাসী রণে হৃষ্টৌ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদৌ ॥৩০
দক্ষিণং মণ্ডলং চোভৌ সুতূর্ণং সম্পরীয়তুঃ।
অন্যোন্যমভীসংক্রুদ্ধৌ জয়ে প্রণিহিতাবুভৌ ॥৩১
স তু শূরো মহাবেগো বীর্য্যশ্লাঘী মহোদরঃ।
মহাবর্মণি তং খঙ্গং পাতয়ামাস দুর্মতিঃ ॥৩২
লগ্নমুৎকর্ষতঃ খঙ্গং খঙ্গেন কপিকুঞ্জরঃ।
জহার সশিরস্ত্রাণং কুণ্ডলোপগতং শিরঃ ॥৩৩
নিকৃত্তশিরসস্তস্য পতিতস্য মহীতলে।
তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র ন দৃশ্যতে ॥৩৪
হত্বা তং বানরৈঃ সার্ধং ননাদ মুদিতো হরিঃ।
চুক্রোধ চ দশগ্রীবো বভৌ হৃষ্টশ্চ রাঘবঃ ॥৩৫

বানররাজ সুগ্রীব, গদা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই পরিঘ উদ্যত করত তদীয় গদার উপর আঘাত করিল; তাহাতে সেই পরিঘ গদার আঘাতে ভগ্ন হইল এবং গদাও ভূতলে পতিত হইল।১৮-২২

অনন্তর তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হইতে চতুর্দ্দিকে সুবর্ণভূষিত একটি ঘোররূপ লৌহময় মুষল গ্রহণ ও উদ্যত করত ক্ষেপণ করিল। তদ্দর্শনে মহোদরও অপর একটি গদা ক্ষেপণ করিলে উভয়ে পরস্পর নিকটস্থ এবং আহত হইয়া ভগ্ন ও ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ তেজ ও বলসমন্বিত সেই ভগ্নপ্রহরণ বীরযুগল মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করত বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পরকে তলপ্রহার করিয়া ভূতলে পতিত হইল।২৩-২৬

অনন্তর সত্বর উৎপতিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও দূরে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরন্তু এইরূপ বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধে কেহই পরাজিত না হওয়ায় উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর মহাবেগশালী রাক্ষস মহোদর নিকটস্থিত ঢালের সহিত একটি খড়গ গ্রহণ করিল। সেইরূপ বানরশ্রেষ্ঠ অতিশয় বেগশালী সুগ্রীবও ঢালের সহিত উত্তম একটি খড়গ গ্রহণ করিল।২৭-২৯

তৎপরে রণমত্ত ও শস্ত্রবিশারদ সেই দুই বীর ক্রোধভরে অসি সমুদ্যত করত সিংহনাদ সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া বিজয়াভিলাষে সত্বর দক্ষিণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। সেই সময় বীর্য্যশ্লাঘী অতিশয় বেগবান্ দুর্ম্মতি মহোদর বানররাজের বিপুল বর্ম্মে খড়গ প্রহার করিলে সেই খড়গ বর্ম্মমধ্যে সংলগ্ন হওয়ায় সে যেমন তাহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবসরে বানররাজ সুগ্রীব কুণ্ডলশোভিত ও শিরস্ত্রাণসমন্বিত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।৩০-৩৩

তখন তাহার ছিন্ন মস্তককে ধরণীতলে পতিত হইতে দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল।

বিষণ্ণবদনাঃ সর্বে রাক্ষসা দীনচেতসঃ।
বিদ্রবন্তি ততঃ সর্বে ভয়বিত্রস্তচেতসঃ ॥৩৬

মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ
মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্।
সূর্য্যাত্মজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা
সূর্য্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষ্যঃ ॥৩৭

অথ বিজয়মবাপ্য বানরেন্দ্রঃ
সমরমুখে সুর-সিদ্ধ-যক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ-
র্হরুষসমাকুলিতৈর্নিরীক্ষ্যমাণঃ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহোদর নিহত হইলে বানররাজ সুগ্রীব অন্যান্য বানরগণের সহিত গর্জন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম উৎফুল্ল হইলেন এবং দশানন ক্রুদ্ধ হইল।৩৪-৩৫

তারপর রাক্ষসগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিষণ্ণবদনে ও দীনমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।৩৬

এইরূপে মহাগিরির শীর্ণ শিখরের ন্যায় মহোদরকে ভূতলে পাতিত করত বিজয়ী সূর্য্যনন্দন বানরেন্দ্র সুগ্রীব স্বীয় তেজ দ্বারা দুরাধর্ষ দিবাকরসদৃশ শোভা পাইতে লাগিল।৩৭

তখন আকাশস্থিত দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ এবং ভূতলস্থিত সকল প্রাণীই হর্ষোৎফুল্ললোচনে রণমধ্যস্থিত সেই বীরকে দেখিতে লাগিল।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

[অঙ্গদেন মহাপার্শ্বস্য সংহারঃ।]

মহোদরে তু নিহতে মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
সুগ্রীবেণ সমীক্ষ্যাথ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥১
অঙ্গদস্য চমূং ভীমাং ক্ষোভয়ামাস মার্গণৈঃ।
স বানরাণাং মুখ্যানামুত্তমাঙ্গানি রাক্ষসঃ ॥২
পাতয়ামাস কায়েভ্যঃ ফলং বৃন্তাদিবানিলঃ।
কেষাঞ্চিদিষুভির্বাহূংশ্চিচ্ছেদাথ স রাক্ষসঃ ॥৩
বানরাণাং সুসংরব্ধঃ পার্শ্বং কেষাঞ্চিদাক্ষিপৎ।
তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ মহাপার্শ্বেন বানরাঃ ॥৪
বিষাদবিমুখাঃ সর্বে বভূবুর্গতচেতসঃ।
নিশম্য বলমুদ্বিগ্নমঙ্গদো রাক্ষসার্দিতম্ ॥৫
বেগং চক্রে মহাবেগঃ সমুদ্র ইব পর্বসু।
আয়সং পরিঘং গৃহ্য সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভম্ ॥৬

অষ্টনবতিতম সর্গ

[অঙ্গদ কর্ত্তৃক মহাপার্শ্ব বধ।]

সুগ্রীব মহোদরকে নিহত করিল দেখিয়া মহাবল নিশাচর মহাপার্শ্বের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।১

তখন সে শরসমূহ দ্বারা অঙ্গদের ভীমরূপ সৈন্যগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। বায়ু যেরূপ বৃন্ত হইতে ফলসকলকে পাতিত করে, তদ্রূপ মহাপার্শ্বও বানর-যূথপতিগণের মস্তক দেহ হইতে পাতিত করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ সেই নিশাচরের শরপ্রহারে কাহার বাহু ছিন্ন এবং কাহারও পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। এইরূপে বানরগণ মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বিষণ্ণ হইল এবং ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ও কেহ কেহ অচেতন হইয়া পড়িল। তখন অতিশয় বেগশালী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সৈন্যগণকে রাক্ষসকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক পীড়িত ও উদ্বিগ্ন

সমরে বানরশ্রেষ্ঠো মহাপার্শ্বে ন্যপাতয়ৎ।
স তু তেন প্রহারেণ মহাপার্শ্বো বিচেতনঃ ॥৭
সসূতঃ স্যন্দনাত্তস্মাদ্ বিসংজ্ঞশ্চাপতদ্ ভুবি।
তস্যর্ক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ ॥৮
নিষ্পত্য সুমহাবীর্য্যঃ স্বযূথান্মেঘসন্নিভাৎ।
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভ্যাং ক্রুদ্ধঃ স বিপুলাং শিলাম্ ॥৯
অশ্বাঞ্জঘান তরসা বভঞ্জ স্যন্দনঞ্চ তম্।
মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু মহাপার্শ্বো মহাবলঃ ॥১০
অঙ্গদং বহুভির্বাণৈর্ভূয়স্তং প্রত্যবিধ্যত।
জাম্ববন্তং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে ॥১১
ঋক্ষরাজং গবাক্ষঞ্চ জঘান বহুভিঃ শরৈঃ।
গবাক্ষং জাম্ববন্তঞ্চ স দৃষ্ট্বা শরপীড়িতৌ ॥১২
জগ্রাহ পরিঘং ঘোরমঙ্গদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তস্যাঙ্গদঃ সরোষাক্ষো রাক্ষসস্য তমায়সম্ ॥১৩
দূরস্থিতস্য পরিঘং রবিরশ্মিসমপ্রভম্।
দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং সংগৃহ্য ভ্রাময়িত্বা চ বেগবৎ ॥১৪
মহাপার্শ্বস্য চিক্ষেপ বধার্থং বালিনঃ সুতঃ।
স তু ক্ষিপ্তো বলবতা পরিঘস্তস্য রক্ষসঃ ॥১৫
ধনুশ্চ সশরং হস্তাচ্ছিরস্ত্রাণঞ্চ পাতয়ৎ।
তং সমাসাদ্য বেগেন বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৬
তলেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমূলে সকুণ্ডলে।
স তু ক্রুদ্ধো মহাবেগো মহাপার্শ্বো মহাদ্যুতিঃ ॥১৭
করেণৈকেন জগ্রাহ সুমহান্তং পরশ্বধম্।
তং তৈলধৌতং বিমলং শৈলসারময়ং দৃঢ়ম্ ॥১৮
রাক্ষসঃ পরমক্রুদ্ধো বালিপুত্রে ন্যপাতয়ৎ।
তেন বামাংসফলকে ভৃশং প্রত্যবপাতিতম্ ॥১৯
অঙ্গদো মোক্ষয়ামাস সরোষঃ স পরশ্বধম্।
স বীরো বজ্রসঙ্কাশমঙ্গদো মুষ্টিমাত্মনঃ ॥২০
সংবর্ত্তয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ।
রাক্ষসস্য স্তনাভ্যাসে মর্মজ্ঞো হৃদয়ং প্রতি ॥২১
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং স মুষ্টিং বিন্যপাতয়ৎ।
তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে ॥২২

দেখিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের বেগের ন্যায় দ্রুতবেগে সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট একটি লৌহ পরিঘ লইয়া মহাপার্শ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞাবিহীন হইয়া সারথির সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তখন নীলকজ্জলরাশিতুল্য মহাবীর্য্য তেজস্বী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধসহকারে স্বীয় মেঘসদৃশ যূথ হইতে নির্গত হইয়া বিশাল শিলা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার দ্বারা অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দুইটি গিরিশৃঙ্গ দ্বারা রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবল মহাপার্শ্বও মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চেতনা লাভ করত অসংখ্য বাণদ্বারা অঙ্গদকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের স্তনমধ্যে আঘাত করিল।২-১১

তারপর ঋক্ষরাজ গবাক্ষকেও মহাপার্শ্ব বহু শরে পীড়িত করিল। ইহা দেখিয়া বীর্য্যবান্ বালিনন্দন অঙ্গদ ক্রোধে অধীর হইয়া দুই বাহু দ্বারা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি লৌহনির্মিত পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দূরস্থিত মহাপার্শ্বের বধাভিলাষে নিক্ষেপ করিল। বলবান্ বালিনন্দনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরিঘ রাক্ষসের হস্তস্থিত ধনু এবং শর ও শিরস্ত্রাণ পাতিত করিল। তারপর প্রতাপবান্ অঙ্গদ বেগসহকারে তাহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে তদীয় কুণ্ডলশোভিত কর্ণমূলে তলপ্রহার করিল। তাহাতে মহান্ বেগশালী ও অতি তেজস্বী মহাপার্শ্ব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একহস্তে লৌহনির্মিত, তৈলদ্বারা ধৌত, বিমল ও সুদৃঢ় বিশাল একটি পরশু গ্রহণ করত তদ্দ্বারা রোষভরে বালিনন্দনকে আঘাত করিল। মহাপার্শ্ব অত্যন্ত বেগে অঙ্গদের বামস্কন্ধে ঐ পরশু আঘাত করিল।১২-১৯

পরন্তু রোষপূর্ণ অঙ্গদ বলপূর্ব্বক বামস্কন্ধে পাতিত সেই পরশু হইতে নিজেকে রক্ষা করিল। অনন্তর পিতার তুল্য পরাক্রমশালী কৌশলী বীরবর অঙ্গদ ক্রোধভরে বজ্রকল্প ও মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শ মুষ্টি বিঘূর্ণিত করত নিশাচর মহাপার্শ্বের হৃদয় লক্ষ্য

পফাল হৃদয়ং চাস্য স পপাত হতো ভুবি।
তস্মিন্ বিনিহতে ভূমৌ তৎসৈন্যং সম্প্রচুক্ষুভে ॥২৩
অভবচ্চ মহান্ ক্রোধঃ সমরে রাবণস্য তু।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং সিংহনাদঃ সুপুষ্কলঃ ॥২৪
স্ফোটয়ন্নিব শব্দেন লঙ্কাং সাট্টালগোপুরাম্।
মহেন্দ্রেণেব দেবানাং নাদঃ সমভবন্মহান্ ॥২৫
অথেন্দ্রশত্রুস্ত্রিদশালয়ানাং
বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদম্।
শ্রুত্বা সরোষং যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ
পুনশ্চ যুদ্ধাভিমুখোঽবতস্থে ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া স্তনসমীপে আঘাত করিল। সেই মুষ্টি প্রহারেই এই যুদ্ধে নিশাচরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং সে গতাসু হইয়া রণমধ্যে ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাপার্শ্ব নিহত ও ভূপতিত হওয়ায় তদীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ হইল।২০-২৩

ইহা দেখিয়া রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। সেই সময় প্রহৃষ্ট বানরগণের এরূপ তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হইল যে, অট্টালিকা ও গোপুরের (তোরণের) সহিত সমগ্র লঙ্কানগরীই যেন সেই শব্দে ফাটিয়া গেল এবং অঙ্গদ সহিত বানরগণের ঐ নাদ ইন্দ্রের সহিত দেবতাবৃন্দের গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় প্রতীতি হইল।২৪-২৫

ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র রাবণ রণমধ্যে সুর ও বানরগণের সেই সুমহৎ সিংহনাদ শ্রবণপূর্ব্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সমরাভিমুখী হইল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্।]

মহোদর-মহাপার্শ্বৌ হতৌ দৃষ্ট্বা স রাবণঃ।
তস্মিংশ্চ নিহতে বীরে বিরূপাক্ষে মহাবলে ॥১
আবিবেশ মহান্ ক্রোধো রাবণং তু মহামৃধে।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥২
নিহতানামমাত্যানাং রুদ্ধস্য নগরস্য চ।
দুঃখমেবাপনেষ্যামি হত্বা তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩
রামবৃক্ষং রণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্।
প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ ॥৪
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ।
হনুমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বে চ হরিযূথপাঃ ॥৫
স দিশো দশ ঘোষেণ রথস্যাতিরথো মহান্।
নাদয়ন্ প্রযযৌ তূর্ণং রাঘবং চাভ্যধাবত ॥৬

ঊনশততম সর্গ

[শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ।]

মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং মহাবল বীর বিরূপাক্ষ সেই মহাযুদ্ধে নিহত হইল দেখিয়া দশানন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং সারথিকে গমনে অনুমতি দিয়া এই কথা বলিল।১-২

আমি অদ্য রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া অমাত্যগণের নিধন ও লঙ্কাপুরীর অবরোধজনিত দুঃখ অপনয়ন করিব। অদ্য আমি,—সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান্, সুষেণ ও অপর বানরদলপতিগণরূপ শাখাসমন্বিত এবং বৈদেহীরূপ পুষ্পফলশোভিত রামরূপ বৃক্ষকে ছেদন করিব।৩-৫

পূরিতা তেন শব্দেন সনদী-গিরি-কাননা।
সঞ্চচাল মহী সর্বা ত্রস্তসিংহ-মৃগ-দ্বিজা ॥৭
তামসং সুমহাঘোরং চকারাস্ত্রং সুদারুণম্।
নির্দদাহ কপীন্ সর্বাংস্তে প্রপেতুঃ সমন্ততঃ ॥৮
উৎপপাত রজো ভূমৌ তৈর্ভগ্নৈঃ সম্প্রধাবিতৈঃ।
নহি তৎ সহিতুং শেকুর্ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বয়ম্ ॥৯
তান্যনীকান্যনেকানি রাবণস্য শরোত্তমৈঃ।
দৃষ্ট্বা ভগ্নানি শতশো রাঘবঃ পর্য্যবস্থিতঃ ॥১০
ততো রাক্ষসশার্দূলো বিদ্রাব্য হরিবাহিনীম্।
স দদর্শ ততো রামং তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্ ॥১১
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা।
আলিখন্তমিবাকাশমবষ্টভ্য মহদ্ধনুঃ ॥১২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্।
ততো রামো মহাতেজাঃ সৌমিত্রিসহিতো বলী ॥১৩
বানরাংশ্চ রণে ভগ্নানাপতন্তঞ্চ রাবণম্।
সমীক্ষ্য রাঘবো হৃষ্টো মধ্যে জগ্রাহ কার্মুকম্ ॥১৪
বিস্ফারয়িতুমারেভে ততঃ স ধনুরুত্তমম্।
মহাবেগং মহানাদং নির্ভিন্দন্নিব মেদিনীম্ ॥১৫
রাবণস্য চ বাণৌঘৈ রামবিস্ফারিতেন চ।
শব্দেন রাক্ষসাস্তেন পেতুশ্চ শতশস্তদা ॥১৬
তয়োঃ শরপথং প্রাপ্য রাবণো রাজপুত্রয়োঃ।
স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশি-সূর্য্যয়োঃ ॥১৭
তমিচ্ছন্ প্রথমং যোদ্ধুং লক্ষ্মণো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মুমোচ ধনুরায়ম্য শরানগ্নিশিখোপমান্ ॥১৮
তান্ মুক্তমাত্রানাকাশে লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা।
বাণান্ বাণৈর্মহাতেজা রাবণঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥১৯
একমেকেন বাণেন ত্রিভিস্ত্রীন্ দশভির্দশ।
লক্ষ্মণস্য প্রচিচ্ছেদ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥২০

অতিরথ মহান্ রাবণ এই কথা বলিয়াই রথশব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত দ্রুতগতিতে রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইল।৬

তৎকালে রথধ্বনিতে নদী, গিরি ও কাননসকলের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরা পরিপূরিত ও কম্পিত হইল এবং মৃগ ও বিহঙ্গমগণ ভীত হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘোরতর সুদারুণ তামস অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে বানরগণের দেহ চতুর্দিকে পতিত হইল। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানরগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলে মহীতল হইতে ধূলিসমূহ উত্থিত হইল।৭-৯

দশাননের শরসমূহে আহত শত শত সৈন্যকে পলাইতে দেখিয়া রামচন্দ্র যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাক্ষসপ্রবর রাবণ বানরসেনাকে বিতাড়িত করত দেখিল,—পদ্মপত্রবৎ বিশাল-লোচন, দীর্ঘবাহু, অপরাজিত ও অরিন্দম রঘুনন্দন রাম বিষ্ণুর সহিত বাসবের ন্যায় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত একত্র অবস্থান করত বিশাল ধনু ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশে যেন চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত মহাতেজস্বী ও বলশালী রাম বানরগণকে রণে ভগ্ন এবং রাবণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহান্ বেগশালী, ভীষণশব্দকারী ও উত্তম ধনু গ্রহণপূর্ব্বক মেদিনী বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে রাবণের বাণবর্ষণ ও রাঘবের ধনুর্বিস্ফারণ এই উভয়ের তুমুল শব্দে শত শত রাক্ষস নিপতিত হইল। সেই সময় রাজকুমারযুগলের বাণপথে পতিত রাবণ চন্দ্র-সূর্য্যের সমীপস্থ রাহুগ্রহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।১০-১৭

লক্ষ্মণ শাণিত-বাণনিচয় দ্বারা অগ্রেই রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া ধনু আনত করত অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহ ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু মহাতেজস্বী রাবণ স্বীয় শরসমূহ দ্বারা ধনুর্দ্ধারিপ্রবর লক্ষ্মণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শরসকলকে আকাশ মধ্যেই নিবারণ করিল।১৮-১৯

অভ্যতিক্রম্য সৌমিত্রিং রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
আসসাদ রণে রামং স্থিতং শৈলমিবাপরম্ ॥২১
স রাঘবং সমাসাদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ব্যসৃজচ্ছরবর্ষাণি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥২২
শরধারাস্ততো রামো রাবণস্য ধনুশ্চ্যুতাঃ।
দৃষ্ট্বৈবাপতিতাঃ শীঘ্রং ভল্লাঞ্জগ্রাহ সত্বরম্ ॥২৩
তাঞ্ছরৌঘাংস্ততো ভল্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।
দীপ্যমানান্ মহাঘোরাঞ্ছরানাশীবিষোপমান্ ॥২৪
রাঘবো রাবণং তূর্ণং রাবণো রাঘবং তথা
অন্যোন্যং বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈর্ববর্ষতুঃ ॥২৫
চেরতুশ্চ চিরং চিত্রং মণ্ডলং সব্য-দক্ষিণম্।
বাণবেগাৎ সমুৎক্ষিপ্তাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥২৬
তয়োর্ভূতানি বিত্রেসুর্যুগপৎ সম্প্রযুধ্যতোঃ।
রৌদ্রয়োঃ সায়কমুচোর্যমান্তকনিকাশয়োঃ ॥২৭
সততং বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং তদা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে বিদ্যুন্মালাসমাকুলৈঃ ॥২৮
গবাক্ষিতমিবাকাশং বভূব শরবৃষ্টিভিঃ।
মহাবেগৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্গৃধ্রপত্রৈঃ সুবাজিতৈঃ ॥২৯
শরান্ধকারমাকাশং চক্রতুঃ পরমং তদা।
গতেঽস্তং তপনে চাপি মহামেঘাবিবোত্থিতৌ ॥৩০
তয়োরভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।
অনাসাদ্যমচিন্ত্যঞ্চ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৩১
উভৌ হি পরমেষ্বাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
উভাবস্ত্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধে বিচেরতুঃ ॥৩২
উভৌ হি যেন ব্রজতস্তেন তেন শরোর্ময়ঃ।
ঊর্ময়ো বায়ুনা বিদ্ধা জগ্মুঃ সাগরয়োরিব ॥৩৩
ততঃ সংসক্তহস্তস্তু রাবণো লোকরাবণঃ।
নারাচমালাং রামস্য ললাটে প্রত্যমুঞ্চত ॥৩৪

সমরবিজয়ী দশানন ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সুমিত্রানন্দনের এক, দুই বা তিন বাণকে যথাক্রমে এক, দুই ও তিন বাণদ্বারা নিবারণ করিয়া লক্ষ্মণকে অতিক্রম করত রণমধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল।২০-২১

ক্রোধে আরক্তনেত্র রাক্ষসরাজ দশানন রণস্থলে রামকে প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রঘুনন্দন রাম রাবণধনুর্ম্মুক্ত সেই শরনিচয় আপতিত হইতেছে দেখিয়াই কতকগুলি ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা দশাননের সেই বিষধর সর্পের ন্যায় মহাঘোর ও দীপ্তিমান্ শরসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। কখন রাম দ্রুতগতিতে রাবণকে আবার কখনও রাবণ দ্রুতগতিতে রামকে বিবিধ তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের উপর বাণধারা বর্ষণে নিরত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের বাণবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কখন রাম ও কখন রাবণ দক্ষিণ এবং বামাবর্ত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই পরাজিত হইলেন না।২২-২৬

কালান্তক যমের ন্যায় রুদ্রমূর্ত্তি সেই বীরযুগল এইরূপে বাণক্ষেপ করত একসঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রাণিগণ বিত্রস্ত হইল এবং গ্রীষ্মাবসানে বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালাবিলাসিত মেঘাবলীর ন্যায় তাঁহাদের বিবিধ বাণাবলি দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাদের গৃধ্রপত্র ও সুপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র মহাবেগ শরসমূহ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল গবাক্ষজালে পরিশোভিত হইয়াছে। সমুত্থিত মহামেঘযুগলের ন্যায় সেই দুই বীর দিবাভাগেও শরবর্ষণ দ্বারা নভোমণ্ডলকে মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন।২৭-৩০

পূর্ব্বে বৃত্রাসুর ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ পরস্পর বধাভিলাষী সেই দুইবীরের অচিন্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-বিশারদ, ধানুষ্কপ্রবর ও অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং উভয়ে বিবিধ-গতিতে বিচরণ করত যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই বায়ুসঞ্চালিত মহাসাগরযুগলের তরঙ্গমালার ন্যায় বাণতরঙ্গসকল সমুত্থিত হইল। অনন্তর বাণগ্রহণে ব্যস্ত লোকবিদ্রাবণ রাবণ রামচন্দ্রের ললাট লক্ষ্য করিয়া নারাচসকল

রৌদ্রচাপপ্রযুক্তাং তাং নীলোৎপলদলপ্রভাম্ ।
শিরসাধারয়দ্ রামো ন ব্যথামভ্যপদ্যত ॥৩৫
অথ মন্ত্রানপি জপন্ রৌদ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্ ।
শরান্ ভূয়ঃ সমাদায় রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥৩৬
মুমোচ চ মহাতেজাশ্চাপমায়ম্য বীর্য্যবান্ ।
তাঞ্চরান্ রাক্ষসেন্দ্রায় চিক্ষেপাচ্ছিন্নসায়কঃ ॥৩৭
তে মহামেঘসঙ্কাশে কবচে পাতিতাঃ শরাঃ ।
অবধ্যে রাক্ষসেন্দ্রস্য ন ব্যথাং জনয়ংস্তদা ॥৩৮
পুনরেবাথ তং রামো রথস্থং রাক্ষসাধিপম্ ।
ললাটে পরমাস্ত্রেণ সর্বাস্ত্রকুশলোঽভিনৎ ॥৩৯
তে ভিত্ত্বা বাণরূপাণি পঞ্চশীর্ষা মহোরগাঃ ।
শ্বসন্তো বিবিশুর্ভূমিং রাবণপ্রতিকূলিতাঃ ॥৪০
নিহত্য রাঘবস্যাস্ত্রং রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
আসুরং সুমহাঘোরমন্যদস্ত্রং চকার সঃ ॥৪১
সিংহ-ব্যাঘ্রমুখাংশ্চাপি কঙ্ক-কাকমুখানপি ।
গৃধ্র-শ্যেনমুখাংশ্চাপি শৃগালবদনাংস্তথা ॥৪২
ঈহামৃগমুখাংশ্চাপি ব্যাদিতাস্যান্ ভয়াবহান্ ।
পঞ্চাস্যান্ লেলিহানাংশ্চ সসর্জ্জ নিশিতাঞ্চরান্ ॥৪৩
শরান্ খরমুখাংশ্চান্যান্ বরাহমুখসংশ্রিতান্ ।
শ্বান-কুক্কুটবক্ত্রাংশ্চ মকরাশীবিষাননান্ ॥৪৪
এতাংশ্চান্যাংশ্চ মায়াভিঃ সসর্জ নিশিতাঞ্চরান্ ।
রামং প্রতি মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ॥৪৫
আসুরেণ সমাবিষ্টঃ সোঽস্ত্রেণ রঘুনন্দনঃ ।
সসর্জাস্ত্রং মহাতেজাঃ পাবকং পাবকোপমঃ ॥৪৬
অগ্নিদীপ্তমুখান্ বাণাংস্তত্র সূর্য্যমুখানপি ।
গ্রহনক্ষত্রবক্ত্রাংশ্চ মহোল্কামুখসংস্থিতান্ ॥৪৭
বিদ্যুজ্জিহ্বোপমাংশ্চাপি সসর্জ বিবিধাঞ্চরান্ ।
তে রাবণশরা ঘোরা রাঘবাস্ত্রসমাহতাঃ ॥৪৮

ক্ষেপণ করিল; পরন্তু রঘুনন্দন নীলোৎপলদলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও দশাননের ভীষণ ধনু হইতে বিমুক্ত সেই নারাচসকল সক্লেশে মস্তকে সহ্য করিলেন, কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।৩১-৩৫

অনন্তর ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে পুনর্ব্বার শরসকলকে গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিলেন। নিরন্তর শরবর্ষণকারী, মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম সেই শরসকল গ্রহণ করত ধনুতে যোজনা করিয়া রাক্ষসেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু সেই শরসকল রাক্ষসরাজের মহামেঘসদৃশ দুর্ভেদ্য কবচে পতিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে সর্ব্বাস্ত্রকুশল রঘুনন্দন পরমাস্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার রথস্থিত রাক্ষসেন্দ্রের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু সেই বাণসকল রাবণকর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় বাণরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল।৩৬-৪০

দশানন রঘুনন্দনের অস্ত্র নিবারণকরত ক্রোধভরে অপর মহাভয়ঙ্কর আসুর অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিল। মহাতেজস্বী রাবণ ক্রোধে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভয়াবহ, লেলিহান ও সিংহ, ব্যাঘ্র, কঙ্ক, চক্রবাক্, গৃধ্র, বাজ, শৃগাল, ঈহামৃগ (কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রবিশেষ), গাধা, শূকর, কুক্কুর, কুক্কুট, মকর ও সর্পসদৃশ মুখযুক্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সব বাণ পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর।৪১-৪৫

এইরূপে রাবণ অন্যান্য বহুবিধ শাণিত শর ক্ষেপণ করিতে লাগিল। পাবকসদৃশ মহাতেজস্বী রঘুনন্দনও সেই আসুর অস্ত্রে আক্রান্ত হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করত প্রদীপ্ত অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা এবং বিদ্যুৎজিহ্বাসদৃশ প্রজ্বলিত মুখযুক্ত বাণ অপর বহুবিধ বাণসকল ক্ষেপণ করিলে রাবণের ভীষণ শরসকল রামাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত হইয়া কতক আকাশে বিলীন হইল এবং তথাপি সহস্র সহস্র বানরকে বিনাশ করিল। সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপী বীর বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক রাবণাস্ত্রসকলকে নিবারিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে বেষ্টন করত হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪৬-৫০

বিলয়ং জগ্মুরাকাশে জগ্মুশ্চৈব সহস্রশঃ।
তদস্ত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৪৯
হৃষ্টা নেদুস্ততঃ সর্বে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
সুগ্রীবাভিমুখা বীরাঃ সম্পরিক্ষিপ্য রাঘবম্ ॥৫০
ততস্তদস্ত্রং বিনিহত্য রাঘবঃ
প্রসহ্য তদ্ রাবণবাহুনিঃসৃতম্।
মুদান্বিতো দাশরথির্মহাত্মা
বিনেদুরুচ্চৈর্মুদিতাঃ কপীশ্বরাঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ঊনশততমঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে মহাত্মা রঘুনন্দন দাশরথি রাম রাবণবিনিঃসৃত সেই শরসকলকে নিবারণ করত আনন্দিত হইলেন এবং তখন বীর বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল।৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

শততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণস্য শক্ত্যাঘাতেন লক্ষ্মণস্য মূর্চ্ছা, যুদ্ধতো রাবণস্য পলায়ঞ্চ।]

তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধঞ্চ দ্বিগুণং চক্রে ক্রোধাচ্চাস্ত্রমনন্তরম্ ॥১
ময়েন বিহিতং রৌদ্রমন্যদস্ত্রং মহাদ্যুতিঃ।
উৎস্রষ্টুং রাবণো ভীমং রাঘবায় প্রচক্রমে ॥২
ততঃ শূলানি নিশ্চেরুর্গদাশ্চ মুসলানি চ।
কার্মুকাদ্দীপ্যমানানি বজ্রসারাণি সর্বশঃ ॥৩
মুদ্গরা কূটপাশাশ্চ দীপ্তাশ্চাশনয়স্তথা।
নিষ্পেতুর্বিবিধাস্তীক্ষ্ণা বাতা ইব যুগক্ষয়ে ॥৪
তদস্ত্রং রাঘবঃ শ্রীমান্ উত্তমাস্ত্রবিদাং বরঃ।
জঘান পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাদ্যুতিঃ ॥৫
তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাঘবেণ মহাত্মনা।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সৌরমস্ত্রমুদীরয়ৎ ॥৬
ততশ্চক্রাণি নিষ্পেতুর্ভাস্বরাণি মহান্তি চ।
কার্মুকাদ্ভীমবেগস্য দশগ্রীবস্য ধীমতঃ ॥৭
তৈরাসীদ্গগনং দীপ্তং সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
পতদ্ভিশ্চ দিশো দীপ্তৈশ্চন্দ্র-সূর্যৈগ্রহৈরিব ॥৮

শততম সর্গ

[রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ও যুদ্ধ হইতে রাবণের পলায়ন।]

সেই অস্ত্রসকল বিফল হইল দেখিয়া মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইল। সে ক্রোধবশে ময়দানব-নির্ম্মিত অন্য একটি ভীষণ উজ্জ্বল অস্ত্র রামের উপরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল।১-২

তৎকালে তাহার ধনু হইতে যুগান্তকালীন বায়ুরাশির ন্যায় এবং বজ্রতুল্য দৃঢ় তীক্ষ্ণাগ্র শূল, গদা, মুসল, মুদ্গর, কূটপাশ ও প্রদীপ্ত অশনি প্রভৃতি বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল নির্গত হইতে লাগিল। পরন্তু অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাতেজস্বী শ্রীমান্ রাম উৎকৃষ্ট গন্ধর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।৩-৫

মহাত্মা রঘুনন্দন সেই অস্ত্র প্রতিহত করিলে ধীমান্ দশানন ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সৌর অস্ত্র প্রয়োগ

তানি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈশ্চক্রাণি তু স রাঘবঃ।
আয়ুধানি চ চিত্রাণি রাবণস্য চমূমুখে ॥৯
তদস্ত্রং তু হতং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈ রামং সর্বেষু মর্মসু ॥১০
স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মহাকার্মুকনিঃসৃতৈঃ।
রাবণেন মহাতেজা ন প্রাকম্পত রাঘবঃ ॥১১
ততো বিব্যাধ গাত্রেষু সর্বেষু সমিতিঞ্জয়ঃ।
রাঘবস্তু সুসংক্রুদ্ধো রাবণং বহুভিঃ শরৈঃ ॥১২
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো রাঘবস্যানুজো বলী।
লক্ষ্মণঃ সায়কান্ সপ্ত জগ্রাহ পরবীরহা ॥১৩
তৈঃ সায়কৈর্মহাবেগৈ রাবণস্য মহাদ্যুতিঃ।
ধ্বজং মনুষ্যশীর্ষস্তু তস্য চিচ্ছেদ নৈকধা ॥১৪
সারথেশ্চাপি বাণেন শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
জহার লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নৈর্ঋতস্য মহাবলঃ ॥১৫
তস্য বাণৈশ্চ চিচ্ছেদ ধনুর্গজকরোপমম্।
লক্ষ্মণো রাক্ষসেন্দ্রস্য পঞ্চভির্নিশিতৈস্তদা ॥১৬
নীলমেঘনিভাংশ্চাস্য সদশ্বান্ পর্বতোপমান্।
জঘানাপ্লুত্য গদয়া রাবণস্য বিভীষণঃ ॥১৭
হতাশ্বাত্তু তদা বেগাদবপ্লুত্য মহারথাৎ।
কোপমাহারয়ত্তীব্রং ভ্রাতরং প্রতি রাবণঃ ॥১৮
ততঃ শক্তিং মহাশক্তিঃ প্রদীপ্তামশনীমিব।
বিভীষণায় চিক্ষেপ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৯
অপ্রাপ্তামেব তাং বাণৈস্ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
অথোদতিষ্ঠৎ সন্নাদো বানরাণাং মহারণে ॥২০
সম্পপাত ত্রিধা ছিন্না শক্তিঃ কাঞ্চনমালিনী।
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা ॥২১
ততঃ সম্ভাবিততরাং কালেনাপি দুরাসদাম্।
জগ্রাহ বিপুলাং শক্তিং দীপ্যমানাং স্বতেজসা ॥২২

করিল। তখন তদীয় ধনু হইতে দীপ্তিমান্ চক্রসকল নির্গত হইতে লাগিল, প্রদীপ্ত চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ দ্বারা নভোমণ্ডল যেরূপ আলোকিত হয়, সেইরূপ নিক্ষিপ্ত শরনিকর দ্বারা গগনতল আলোকিত হইল।৬-৮

পরন্তু রঘুনন্দন সেনাগণের সম্মুখে রাবণের সেই চক্র ও বিচিত্র অস্ত্রসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া দশ বাণপ্রয়োগে রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থানসকল বিদ্ধ করিল।৯-১০

পরন্তু মহাতেজস্বী সমরবিজয়ী রঘুনন্দন রাম দশাননের সুমহৎ ধনু হইতে বিনির্গত সেই দশবাণে বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না, বরং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসেশ্বরের সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে শত্রুবীরবিজয়ী বলশালী মহাতেজঃসম্পন্ন রামানুজ লক্ষ্মণ সাতটি অতি বেগবান্ শর লইয়া তদ্দ্বারা রাবণের মনুষ্যমস্তক-চিহ্নিত ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।১১-১৪

অনন্তর মহাবলশালী শ্রীমান্ লক্ষ্মণ একটি বাণদ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের সারথির সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-শোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তৎপরে পাঁচটি শাণিত বাণ দ্বারা তদীয় হস্তিশুণ্ডতুল্য বিশাল ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে বিভীষণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গদা দ্বারা রাক্ষসরাজের নীলমেঘতুল্য কান্তিমান্ ও পর্ব্বতাকার উত্তম চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন।১৫-১৭

তখন মহাশক্তি প্রতাপবান্ রাক্ষসরাজ অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় একটি শক্তি গ্রহণ করত তদভিমুখে নিক্ষেপ করিল। পরন্তু সেই শক্তি পতিত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ তিনটি বাণদ্বারা তাহাকে ছেদন করিলেন। তখন এই মহাযুদ্ধে বানরগণের মধ্যে অতিশয় হর্ষনাদ হইতে লাগিল। তারপর সেই কাঞ্চনমালিনী প্রজ্বলিত শক্তি তিন খণ্ড হইয়া আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল।১৮-২১

তদ্দর্শনে দশানন স্বীয় তেজে দীপ্যমান এবং কালেরও দুর্জ্জয় অস্ত্র একটি অব্যর্থ বিশাল শক্তি গ্রহণ করিল।২২

সা বেগিতা বলবতা রাবণেন দুরাত্মনা।
জজ্বাল সুমহাতেজা দীপ্তাশনিসমপ্রভা ॥২৩
এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণস্তং বিভীষণম্।
প্রাণসংশয়মাপন্নং তূর্ণমভ্যবপদ্যত ॥২৪
তং বিমোক্ষয়িতুং বীরশ্চাপমায়ম্য লক্ষ্মণঃ।
রাবণং শক্তিহস্তং বৈ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥২৫
কীর্য্যমাণঃ শরৌঘেণ বিসৃষ্টেন মহাত্মনা।
তং প্রহর্তুং মনশ্চক্রে বিমুখীকৃতবিক্রমঃ ॥২৬
মোক্ষিতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণেন স রাবণঃ।
লক্ষ্মণাভিমুখস্তিষ্ঠন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৭
মোক্ষিতস্তে বলশ্লাঘিন্ যস্মাদেবং বিভীষণঃ।
বিমুচ্য রাক্ষসং শক্তিস্ত্বয়ীয়ং বিনিপাত্যতে ॥২৮
এষা তে হৃদয়ং ভিত্ত্বা শক্তির্লোহিতলক্ষণা।
মদ্বাহুপরিঘোৎসৃষ্টা প্রাণানাদায় যাস্যতি ॥২৯
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং শক্তিমষ্টঘণ্টাং মহাস্বনাম্।
ময়েন মায়াবিহিতামমোঘাং শত্রুঘাতিনীম্ ॥৩০
লক্ষ্মণায় সমুদ্দিশ্য জ্বলন্তীমিব তেজসা।
রাবণঃ পরমক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥৩১
সা ক্ষিপ্তা ভীমবেগেন বজ্রাশনিসমস্বনা।
শক্তিরভ্যপতদ্ বেগাল্লক্ষ্মণং রণমূর্দ্ধনি ॥৩২
তামনুব্যাহরচ্ছক্তিমাপতন্তীং স রাঘবঃ।
স্বস্ত্যস্তু লক্ষ্মণায়েতি মোঘা ভব হতোদ্যমা ॥৩৩
রাবণেন রণে শক্তিঃ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমা।
মুক্তাশূরস্য ভীতস্য লক্ষ্মণস্য মমজ্জ সা ॥৩৪
ন্যপতৎ সা মহাবেগা লক্ষ্মণস্য মহোরসি।
জিহ্বেবোরগরাজস্য দীপ্যমানা মহাদ্যুতিঃ ॥৩৫
ততো রাবণবেগেন সুদূরমবগাঢ়য়া।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ঃ পপাত ভুবি লক্ষ্মণঃ ॥৩৬

তৎকালে মহাতেজস্বী বলশালী দুরাত্মা রাবণকর্তৃক বেগসহকারে ঘূর্ণিত এবং প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় প্রভাশালিনী শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে বীর সুমিত্রানন্দন বিভীষণের প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই শক্তির সম্মুখে আগমন করিলেন এবং ধনুতে গুণ যোজনাপূর্ব্বক শক্তিহস্ত রাবণকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন।২৩-২৫

তখন দশানন মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক শরসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন ও প্রতিহতপরাক্রম হইয়া শক্তিপ্রহারে অনভিলাষী হইল এবং ভ্রাতা বিভীষণকে সৌমিত্রি-কর্তৃক রক্ষিত দেখিয়া তদভিমুখে অবস্থান করত বলিল।২৬-২৭

হে বীর্য্যশ্লাঘিন্! তুমি রাক্ষস বিভীষণকে রক্ষা করিলে কিন্তু সম্প্রতি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তি তোমার উপরই পতিত হইতেছে। পরিঘ-সদৃশ মদীয় বাহু হইতে বিসৃষ্ট শত্রুশোণিতপায়িনী এই শক্তি তোমার হৃদয় ভেদ করত প্রাণ লইয়া বহির্গত হইবে। রাক্ষসরাজ এই বলিয়াই অতি ক্রোধে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত ও অষ্টঘণ্টাসমন্বিত মহাশব্দকারিণী, শত্রুঘাতিনী, অব্যর্থা, ময়াসুরকর্তৃক মায়াদ্বারানির্ম্মিতা সেই শক্তি নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিল।২৮-৩১

ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত এবং বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দবিশিষ্ট সেই শক্তি রণমধ্যস্থিত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। শক্তি আপতিত হইতেছে দেখিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হইয়া যাউক। পরন্তু ক্রুদ্ধ দশানন কর্তৃক রণমধ্যে নিক্ষিপ্ত আশীবিষসদৃশী সেই শক্তি মহাবেগে আসিয়া নির্ভীক এবং মহাতেজস্বী লক্ষ্মণের বক্ষে প্রবিষ্ট হইল। বাসুকির জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমানা, অতিশয় তেজস্বিনী ও মহাবেগবতী ঐ শক্তি লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল এবং রাবণের বেগে গাঢ়রূপে মগ্ন সেই শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া লক্ষ্মণও ভূতলে পতিত হইলেন।৩২-৩৬

মহাতেজস্বী সমীপস্থিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাদৃশ

তদবস্থং সমীপস্থো লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
ভ্রাতৃস্নেহান্মহাতেজা বিষণ্ণহৃদয়োঽভবৎ ॥৩৭
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
বভূব সংরব্ধতরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥৩৮
ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
চক্রে সুতুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য বধে ধৃতঃ ॥
সর্বযত্নেন মহতা লক্ষ্মণং পরিবীক্ষ্য চ ॥৩৯
স দদর্শ ততো রামঃ শক্ত্যা ভিন্নং মহাহবে।
লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্ ॥৪০
তামপি প্রহিতাং শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
যত্নতস্তে হরিশ্রেষ্ঠা ন শেকুরবমর্দিতুম্ ॥৪১
অর্দিতাশ্চৈব বাণৌঘৈস্তে প্রবেকেণ রক্ষসাম্।
সৌমিত্রেঃ সা বিনির্ভিদ্য প্রবিষ্টা ধরণীতলম্ ॥৪২
তাং করাভ্যাং পরামৃশ্য রামঃ শক্তিং ভয়াবহাম্।
বভঞ্জ সমরে ক্রুদ্ধো বলবান্ বিচকর্ষ চ ॥৪৩
তস্য নিষ্কর্ষতঃ শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
শরাঃ সর্বেষু গাত্রেষু পতিতা মর্মভেদিনঃ ॥৪৪
অচিন্তয়িত্বা তান্ বাণান্ সমাশ্লিষ্য চ লক্ষ্মণম্।
অব্রবীচ্চ হনুমন্তং সুগ্রীবঞ্চ মহাকপিম্ ॥৪৫
লক্ষ্মণং পরিবার্য্যৈব তিষ্ঠধ্বং বানরোত্তমাঃ।
পরাক্রমস্য কালোঽয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেপ্সিতঃ ॥৪৬
পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্ ॥৪৭
অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥৪৮
রাজ্যনাশং বনে বাসং দণ্ডকে পরিধাবনম্।
বৈদেহ্যাশ্চ পরামর্শো রক্ষোভিশ্চ সমাগমঃ ॥৪৯
প্রাপ্তং দুঃখং মহদ্ ঘোরং ক্লেশশ্চ নিরয়োপমঃ।
অদ্য সর্বমহং ত্যক্ষে নিহত্বা রাবণং রণে ॥৫০
যদর্থং বানরং সৈন্যং সমানীতমিদং ময়া।
সুগ্রীবশ্চ কৃতো রাজ্যে নিহত্বা বালিনং রণে ॥
যদর্থং সাগরঃ ক্রান্তঃ সেতুর্বদ্ধশ্চ সাগরে ॥৫১
সোঽয়মদ্য রণে পাপশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
চক্ষুর্বিষয়মাগম্য নায়ং জীবিতুমর্হতি ॥৫২

অবস্থায় পতিত দেখিয়া ভ্রাতৃ-স্নেহবশতঃ বিষণ্ণ হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত যুগান্ত-কালীন হুতাশনের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া 'এখন বিষাদের সময় নহে' এইরূপ বিবেচনা করত রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত অতি প্রযত্নে তুমুল যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অনন্তর রণমধ্যে শক্তিবিদীর্ণ লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন,—তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পযুক্ত পর্বতের ন্যায় রুধিরে পরিপ্লুত হইয়াছে।৩৭-৪০

কপিশ্রেষ্ঠগণ বলশালী দশানন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হইতেছে না; কারণ, রাক্ষসরাজের শরসমূহ দ্বারা তাহারা অত্যন্ত পীড়িত ছিল। সেই শক্তি লক্ষ্মণের দেহ ভেদ করত ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলবান্ রামচন্দ্র ক্রোধভরে দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তিকে ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ ও ভগ্ন করিলেন। তিনি যৎকালে সেই শক্তি আকর্ষণ করেন, তখন বলশালী দশানন মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁর মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু রঘুনন্দন সেই সকল বাণের বিষয় চিন্তা না করিয়াই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত মহাকপি সুগ্রীব ও হনুমান্‌কে বলিলেন।৪১-৪৫

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই আমার চিরবাঞ্ছিত বল-প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে থাক। নিদাঘকালে তৃষিতচাতকের নিকটে মেঘদর্শনের ন্যায় আমার চিরকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ অদ্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে সত্বরই বধ করা কর্ত্তব্য। হে বানরগণ! আমি তোমাদের নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি;—তোমরা এই মুহূর্ত্তেই জগৎ রামশূন্য অথবা রাবণশূন্য

দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম রাবণঃ।
যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ ॥৫৩
সুখং পশ্যত দুর্ধর্ষা যুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।
আসীনাঃ পর্বতাগ্রেষু মমেদং রাবণস্য চ ॥৫৪
অদ্য পশ্যন্তু রামস্য রামত্বং মম সংযুগে।
ত্রয়ো লোকাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধ-পন্নগ-চারণাঃ(ক) ॥৫৫
অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ।
সদেবাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
সমাগম্য সদা লোকে যথা যুদ্ধং প্রবর্ত্তিতম্ ॥৫৬
এবমুক্ত্বা শিতৈর্বাণৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥৫৭
তথা প্রদীপ্তৈর্নারাচৈর্মুসলৈশ্চাপি রাবণঃ।
অভ্যবর্ষত্তদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥৫৮

রাম-রাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্।
বরাণাঞ্চ শরাণাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ ॥৫৯
বিচ্ছিন্নাশ্চ বিকীর্ণাশ্চ রাম-রাবণয়োঃ শরাঃ।
অন্তরিক্ষাৎ প্রদীপ্তাগ্রা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥৬০
তয়োর্জ্যাতলনির্ঘোষো রাম-রাবণয়োর্মহান্।
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥৬১
বিকীর্য্যমাণঃ শরজালবৃষ্টিভি-
র্মহাত্মনা দীপ্তধনুষ্মতার্দিতঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব সমেত্য রাবণো
যথানিলেনাভিহতো বলাহকঃ ॥৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

হইয়াছে শ্রবণ করিবে। রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীর ধর্ষণ এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে যে সকল দুঃখ ও নরকযন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশ পাইয়াছি, অদ্য সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ করিয়া সেই সমস্ত ক্লেশ অপনয়ন করিব।৪৬-৫০

আমি যাহার জন্য রণমধ্যে বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, এই বানরসৈন্যগণকে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছি, যাহার জন্য সেতুবন্ধন করিয়া মহাসাগর পার হইয়াছি, সেই পাপ রাবণ অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। গরুড়ের দৃষ্টিপথে পতিত ভুজঙ্গের ন্যায় এই রাবণ যখন দৃষ্টিমাত্র প্রাণনাশী বিষসঞ্চারক সর্পতুল্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তখন অদ্য আর জীবনরক্ষায় সমর্থ হইবে না। হে দুর্দ্ধর্ষ বানরপুঙ্গবগণ! তোমরা পর্ব্বতাগ্রে সুখে উপবেশন করিয়া আমার এবং রাবণের যুদ্ধ দর্শন কর।৫১-৫৪

অদ্য এই সংগ্রামে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী ভূতগণ এই রামের রামত্ব দর্শন করুক। অদ্য আমি এরূপ কর্ম্ম করিব যে, যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবগণ ও চরাচর নিখিল লোক একত্র হইয়া যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিবে। রঘুনন্দন এই কথা বলিয়াই একাগ্রমনে সাতটি কাঞ্চনভূষিত শাণিত বাণ দ্বারা রণমধ্যস্থিত দশগ্রীবকে আঘাত করিলেন।৫৫-৫৭

মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাবণও বড় বড় নারাচ এবং মুসলসকল রামচন্দ্রের উপর বর্ষণ করিল। তৎকালে পরস্পর প্রহারোদ্যত রাম ও রাবণের ধনুর্ম্মুক্ত শ্রেষ্ঠ বাণ সকলের (ও মুষলসকলের) তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।৫৮-৫৯

রাম ও রাবণের দীপ্তাগ্র শরসকল বিকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা অতি ভীষণ সুমহৎ জ্যা-নিনাদ করিলে প্রাণিগণ ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িল।৬০-৬১

পরন্তু দশানন ধনুষ্কবর মহাত্মা রঘুনন্দনের শরজালবর্ষণে বিকীর্ণ ও পরিপীড়িত হইয়া ভয়ে বাতাহত মেঘের ন্যায় পলায়ন করিল।৬২

পাঠান্তর :—(ক)—সদেবাঃ ঋষি-চারণাঃ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বিলাপঃ, ওষধিমানেতুং হনুমতো গমনং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ, সুষেণদ্বারা হনুমদানীতৌষধীনাং প্রয়োগেণ লক্ষ্মণস্য চেতনালাভ উত্থানঞ্চ ।]

শক্ত্যা নিপতিতং দৃষ্ট্বা রাবণেন বলীয়সা ।
লক্ষ্মণং সমরে শূরং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্ ॥১
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
বিসৃজন্নেব বাণৌঘান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ ॥২
এষ রাবণবীর্য্যেণ লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি ।
সর্পবচ্চেষ্টতে বীরো মম শোকমুদীরয়ন্ ॥৩
শোণিতার্দ্রমিমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম ।
পশ্যতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুং পর্য্যাকুলাত্মনঃ ॥৪
অয়ং স সমরশ্লাঘী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা ॥৫
লজ্জতীব হি মে বীর্য্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ধনুঃ ।
সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্পবশং গতাঃ ॥৬
অবসীদন্তি গাত্রাণি স্বপ্নযানে নৃণামিব ।
চিন্তা মে বর্দ্ধতে তীব্রা মুমূর্ষা চোপজায়তে ॥৭
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাবণেন দুরাত্মনা ।
বিষ্টনন্তং তু দুঃখার্ত্তং মর্ম্মণ্যভিহতঃ ভৃশম্ ॥৮
রাঘবো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং প্রাণং বহিশ্চরম্ ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ধ্যানশোকপরায়ণঃ ॥৯
পরং বিষাদমাপন্নো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং রণপাংসুষু ॥১০
বিজয়োঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে ।
অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি ॥১১
কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্য্যং ন বিদ্যতে ।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্ধনি লক্ষ্মণঃ ॥১২

একাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের বিলাপ, ওষধি আনিতে হনুমানের গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন, সুষেণকর্ত্তৃক হনুমদানীত ওষধির প্রয়োগ, লক্ষ্মণের চেতনা লাভ এবং উত্থান ।]

বীরবর লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে বলশালী দশাননের শক্তি অস্ত্রে আহত হইয়া রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া রহিয়াছেন,— ইহা দেখিয়াও রামচন্দ্র শরসমূহ বর্ষণ করত দুরাত্মা রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুষেণকে বলিলেন ।১-২

এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের বীর্য্যপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইয়া আহত সর্পের ন্যায় ছটপট করিতেছে দেখিয়া আমার শোক বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর এই বীরকে রক্তাক্ত দেখিয়া আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে, আমার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই। এই সমরশ্লাঘী শুভভ্রাতা লক্ষ্মণ যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সুখ বা জীবন ধারণ করিয়া আমার ফল কি ? ৩-৫

এই সময় আমার বীর্য্য লজ্জা পাইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত হইতেছে, শরসকল বিশীর্ণ ও নয়নযুগল বাষ্প পরিপ্লুত হইতেছে। দুরাত্মা দশাননকর্ত্তৃক মর্ম্মস্থানে আহত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দুঃখার্ত্ত ও বিকৃত শব্দ করিতে দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় ভয়প্রাপ্ত মনুষ্যের ন্যায় আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, চিন্তা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে ও মরিতে ইচ্ছা হইতেছে ।৬-৮

শ্রীরাম বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দর্শন করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাবণের শক্তিপ্রহারে মর্ম্মাহত লক্ষ্মণকে ধূলিলুণ্ঠিত অবস্থায় জখম হইতে দেখিয়া রামচন্দ্র আকুলেন্দ্রিয় ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা! শূর লক্ষ্মণ! তোমা বিনা বিজয়লাভকেও প্রিয় বোধ করি না। চন্দ্র অস্তমিত হইলে লোকের তাঁহার দর্শনজনিত আনন্দলাভ হয় কি ? যখন এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ নিহত হইয়া রণমধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি ? প্রাণেই বা প্রয়োজন কি ? যুদ্ধের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই ।৯-১২

যথৈষ মাং বনং যান্তমনুযাতি মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্ ॥১৩
ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং স নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামবস্থাং গমিতো রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ ॥১৪
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ* ॥১৫
কিং নু রাজ্যেন দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম।
কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্ ॥১৬
উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢ়ুং দত্তং সুমিত্রয়া।
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং
কিং নু কৈকয়ীম্ ॥১৭
ভরতং কিং নু বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নঞ্চ মহাবলম্।
সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্ ॥১৮
ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বন্ধুবিগর্হণম্।
কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি ॥১৯

যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ।
হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো ॥২০
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি।
বিলপন্তঞ্চ মাং ভ্রাতঃ কিমর্থং নাবভাষসে ॥২১
উত্তিষ্ঠ পশ্য কিং শেষে দীনং মাং পশ্য চক্ষুষা।
শোকার্ত্তস্য প্রমত্তস্য পর্বতেষু বনেষু চ ॥২২
বিষণ্ণস্য মহাবাহো সমাশ্বাসয়িতা মম।
রামমেবং ব্রুবাণং তু শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥২৩
আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং সুষেণঃ পরমং বচঃ।
ত্যজেমাং নরশার্দূল বুদ্ধিং বৈক্লব্যকারিণীম্ ॥২৪
শোকসঞ্জননীং চিন্তাং তুল্যাং বাণৈশ্চমূমুখে।
নৈব পঞ্চত্বমাপন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ ॥২৫
নহ্যস্য বিকৃতং বক্ত্রং ন চ শ্যামত্বমাগতম্।
সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ মুখমস্য নিরীক্ষ্যতাম্ ॥২৬

আমি বনবাসী হইলে যেরূপ এই মহাতেজস্বী ভ্রাতা আমার অনুগামী হইয়াছিল, সেইরূপ আমিও যমভবনে যাইবার জন্য ইহার অনুগমন করিব। হায়! বন্ধুজনবৎসল যে লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই আমার অনুগত ছিল, সেই বীরই কূটযোধী নিশাচরগণের হস্তে ঈদৃশী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।১৩-১৪

প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এরূপ দেশ দেখিতে পাই না। দুর্দ্ধর্ষ বীর লক্ষ্মণই যখন নাই, তখন আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়! আমি কিরূপে পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রার নিকট লক্ষ্মণের নিধন-বার্ত্তা প্রকাশ করিব।১৫-১৬

জননী কৌশল্যা এবং মাতা কৈকেয়ীকে কি বলিব এবং আমি মাতা সুমিত্রার তিরস্কার যে সহ্য করিতে পারিব না। হায়! মহাবল ভরত অথবা শত্রুঘ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, লক্ষ্মণ আপনার সহিত বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহাকে না লইয়া কিরূপে আসিলেন? তখন আমি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? ১৭-১৮

বন্ধুজনের নিকট এইরূপ তিরস্কার সহ্য করা অপেক্ষা এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। হায়! আমি জন্মান্তরে এরূপ কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে আমার এই ধার্ম্মিক ভ্রাতা আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিহত ও পতিত হইল? হায়! প্রভাবশালিন্ বীরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই পরলোকে গমন করিতেছ? হা ভ্রাতঃ! আমি এরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? ১৯-২১

একবার উঠ, দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখ, শত্রুন

---

* কোন কোন গ্রন্থে ১৫নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—
ইত্যেবং বিলপন্তং তং শোকাবিহ্বলিতেন্দ্রিয়ম্।
বিবেষ্টমানং করুণমুচ্ছ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ॥

পদ্মপত্ৰতলৌ হস্তৌ সুপ্রসন্নে চ লোচনে।
নেদৃশং দৃশ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাম্পতে ॥২৭
বিষাদং মা কৃথা বীর সপ্রাণোঽয়মরিন্দম।
আখ্যাতি তু প্রসুপ্তস্য স্রস্তগাত্রস্য ভূতলে ॥২৮
সোচ্ছ্বাসং হৃদয়ং বীর কম্পমানং মুহুর্মুহুঃ।
এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুষেণো রাঘবং বচঃ ॥২৯
সমীপস্থমুবাচেদং হনুমন্তং মহাকপিম্।
সৌম্য শীঘ্রমিতো গত্বা পর্বতং হি মহোদয়ম্ ॥৩০
পূর্বন্তু কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্ববতা তব।
দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয় ॥৩১
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা।
সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধিম্ ॥৩২
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য ত্বমানয়।
ইত্যেবমুক্তো হনুমান্ গত্বা চৌষধিপর্বতম্ ॥
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংস্তা মহৌষধীঃ ॥৩৩
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ।
ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ ॥৩৪
অস্মিংস্তু শিখরে জাতামোষধিং তাং সুখাবহাম্।
প্রতর্কেণাবগচ্ছামি সুষেণো হ্যেবমব্রবীৎ ॥৩৫
অগৃহ্য যদি গচ্ছামি বিশল্যকরণীমহম্।
কালাত্যয়েন দোষঃ স্যাদ্ বৈক্লব্যঞ্চ মহদ্ভবেৎ ॥৩৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ গত্বা ক্ষিপ্রং মহাবলঃ।
আসাদ্য পর্বতশ্রেষ্ঠং ত্রিঃ প্রকম্প্য গিরে শিরঃ ॥৩৭

করিয়া আছ কেন? আমার অবস্থা একবার চক্ষে দেখ। হা মহাবাহো! পর্ব্বত অথবা বনপ্রদেশে যখন আমি শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ বা প্রমত্ত হইতাম, তখন তুমিই আমাকে প্রবোধ দিতে। রামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করত কহিল, হে নরোত্তম! ব্যাকুলতা উৎপন্নকারিণী চিন্তাযুক্ত বুদ্ধি ত্যাগ করুন অর্থাৎ আপনি স্থির হউন,—কাতর হইবেন না।২২-২৪

লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই; কারণ, ইহার মুখমণ্ডল বিকৃত, নিষ্প্রভ এবং কালিমময় হয় নাই। ইঁহার মুখ প্রসন্ন রহিয়াছে—দর্শন করুন। হে বীর অরিন্দম প্রজানাথ! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, ঐ দেখুন, ইঁহার লোচনযুগল সুপ্রসন্ন রহিয়াছে এবং পদ্মপলাশের ন্যায় আরক্ত করতল যেমন তেমনই রহিয়াছে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। মৃতগণের এরূপ দৃষ্ট হয় না। ইনি জীবিত আছেন। ইঁহার শরীর শিথিল হইয়া ভূতলে পতিত আছে।২৫-২৮

হে বীর! ঐ দেখুন, ইঁহার হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পমান হওয়াতে অন্তঃশ্বাস প্রকাশিত হইতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রঘুনন্দনকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থিত মহাকপি হনুমানকে বলিল,—হে সাধো, হে বীর! সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই মহোদয় পর্ব্বতে গমন কর। হে শূর! সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ শিখরে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী নামে যে চারিটি মহৌষধি আছে, বীরবর লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই ঔষধিসকল আনয়ন কর। হনুমান্ এইরূপ কথিত হইয়াই ঔষধিপর্ব্বতে গমন করিল; কিন্তু শ্রীমান্ হনুমান্ ঐ ঔষধিসকল চিনিতে না পারিয়া চিন্তিত হইল। তখন অমিততেজা পবননন্দন হনুমান্ মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিল'যে, পর্ব্বতের এই শিখরকেই লইয়া যাই। সুষেণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই শিখরেই সেই মহৌষধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।২৯-৩৫

যদি আমি এক্ষণে বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা হইলে সময় অতিবাহিত হওয়ায় দোষ এবং মহৎ বৈক্লব্যও (অচাতুর্য্য ও মূর্খত্ব আদি দোষ) হইতে পারে। মহাবল হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করত সত্বর পর্ব্বতশ্রেষ্ঠসমীপে গমন করিয়া তাহার শৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক তিনবার কাঁপাইল। মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ দুই হস্তে ধরিয়া সেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত শিখর উৎপাটন পূর্ব্বক উত্তোলন করিল এবং জলপূর্ণ নীল জলধরের ন্যায় সেই গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া

ফুল্লনানাতরুগণং সমুৎপাট্য মহাবলঃ।
গৃহীত্বা হরিশার্দ্দূলো হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ ॥৩৮
স নীলমিব জীমূতং তোয়পূর্ণং নভস্তলাৎ।
উৎপপাত গৃহীত্বা তু হনুমাঞ্ছিখরং গিরেঃ ॥৩৯
সমাগম্য মহাবেগঃ সংন্যস্য শিখরং গিরেঃ।
বিশ্রম্য কিঞ্চিদ্ধনুমান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ ॥৪০
ঔষধীর্নাবগচ্ছামি তা অহং হরিপুঙ্গব।
তদিদং শিখরং কৃৎস্নং গিরেস্তস্যাহৃতং ময়া ॥৪১
এবং কথয়মানস্তু প্রশস্য পবনাত্মজম্।
সুষেণো বানরশ্রেষ্ঠো জগ্রাহোৎপাট্য চৌষধীঃ ॥৪২
বিস্মিতাস্তু বভূবুস্তে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
দৃষ্ট্বা তু হনুমৎকর্ম সুরৈরপি সুদুষ্করম্ ॥৪৩
ততঃ সংক্ষোদয়িত্বা তামোষধিং বানরোত্তমঃ।
লক্ষ্মণস্য দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ সুমহাদ্যুতিঃ ॥৪৪
সশল্যঃ স সমাঘ্রায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
বিশল্যো বিরুজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠন্মহীতলাৎ ॥৪৫

তমুত্থিতং তু হরয়ো ভূতলাৎ প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণম্।
সাধু সাধ্বিতি সুপ্রীতা লক্ষ্মণং প্রত্যপূজয়ন্ ॥৪৬
এহ্যেহীত্যব্রবীদ্ রামো লক্ষ্মণং পরবীরহা।
সস্বজে গাঢ়মালিঙ্গ্য বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৪৭
অব্রবীচ্চ পরিষ্বজ্য সৌমিত্রিং রাঘবস্তদা।
দিষ্ট্যা ত্বাং বীর পশ্যামি মরণাৎ পুনরাগতম্ ॥৪৮
ন হি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা।
কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে ॥৪৯
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
খিন্নঃ শিথিলয়া বাচা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫০
তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম।
লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥৫১
ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ।
লক্ষণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্ ॥৫২
নৈরাশ্যমুপগন্তুঞ্চ নালং তে মৎকৃতেঽনঘ।
বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞামনুপালয় ॥৫৩

আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর দ্রুতবেগে লঙ্কামধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে সেই গিরিশৃঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সুষেণকে বলিল।৩৮-৪০

হে বানরোত্তম! তুমি যে ওষধিসকলের কথা বলিয়াছিলে, আমি তাহা চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনয়ন করিয়াছি। পবননন্দন হনুমান্ এই কথা বলিলে বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাহার প্রশংসা করত ওষধিসকল উৎপাটন করিয়া লইল। হনুমান্ দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছে দেখিয়া দলপতিগণ বিস্মিত হইল।৪১-৪৩

অনন্তর মহাতেজস্বী বানরোত্তম সুষেণ ওষধি চূর্ণ করিয়া লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রদান করিল। পরবীরহন্তা শল্যপীড়িত লক্ষ্মণ সেই ওষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিশল্য ও ব্যথাবিহীন হইয়া ধরণীতল হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ভূতল হইতে উত্থিত দেখিয়া আনন্দ সহকারে "সাধু-সাধু!" বলিয়া পূজা করিল। পরবীরঘাতী রামচন্দ্র 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করত অশ্রুপূর্ণলোচনে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন।৪৪-৪৭

রঘুনন্দন রাম সুমিত্রানন্দনকে এইরূপে আলিঙ্গন করত কহিলেন,—হে বীর! আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে মৃত্যু হইতে পুনর্জীবিত দেখিলাম। বিজয়লাভ, সীতা অথবা জীবনধারণ এই সমস্ত আমার আর কোন কার্য্যেই আসিত না; কারণ, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীবিত থাকিয়া আমার কি ফল হইত? লক্ষ্মণ মহাত্মা রঘুনন্দনের এতাদৃশ (কাতর) বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং শিথিলবাক্যে ধীরে ধীরে কহিলেন,—হে সত্যপরাক্রম। পূর্ব্বে রাবণকে বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অধুনা দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় এরূপ কথা বলা নিজের উচিত নহে। হে বীর! সত্যবাদিগণ কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন না; কারণ

ন জীবন্ যাস্যতে শত্রুস্তব বাণবশং গতঃ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য সিংহস্যেব মহাগজঃ ॥৫৪
অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ ॥৫৫
যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে
যদি চ কৃতাং হি তবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।
যদি তব রাজসুতাভিলাষমার্য্য
কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

প্রতিজ্ঞাপালনই মহত্ত্বের লক্ষণ। হে অনঘ! আমার নিমিত্ত আপনার নিরাশ হওয়া উচিত নহে; আপনি অদ্যই রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যেরূপ তীক্ষ্ণদন্ত ও ক্রোধে গর্জ্জিত সিংহের নিকট মহামাতঙ্গ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ আপনার দৃষ্টিপথে পতিত শত্রু কোনরূপেই জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত দিবাকর স্বীয় কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন না করেন, আমি তাহার পূর্ব্বেই সত্বর এই দুরাত্মা রাবণের বধ দেখিতে ইচ্ছা করি।৪৮-৫৫

হে বীর! হে আর্য্য! যদি রণমধ্যে রাবণকে বধ করিতে এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি আপনার রাজনন্দিনী জানকীকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে সত্বর আমার কথামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।৫৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রপ্রেরিত-রথোপরি সমাস্য রাবণেন সহ শ্রীরামস্য সংগ্রামঃ।]

লক্ষ্মণেন তু তদ্বাক্যমুক্তং শ্রুত্বা স রাঘবঃ।
সন্দধে পরবীরঘ্নো ধনুরাদায় বীর্য্যবান্ ॥১
রাবণায় শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে।
অথান্যং রথমাস্থায় রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥২
অভ্যধাবত কাকুৎস্থং স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্।
দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ ॥
আজঘান মহাশৈলং ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥৩
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ।]

লক্ষ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরবীরঘাতী বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম ধনু গ্রহণ করত তাহাতে বাণ যোজনা করিলেন।১

সেনাগণের সম্মুখেই রাম রাবণের প্রতি ঘোরতর শরসকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণও অন্য রথে আরোহণ করিয়া রাহু যেরূপ সূর্য্যের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। মেঘ যেরূপ মহাশৈলোপরি জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রথস্থিত দশানন রঘুনন্দনের গাত্রে বজ্রতুল্য শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।২-৩

রামচন্দ্রও একমনে রাবণের অঙ্গে কাঞ্চনভূষিত এবং

অভ্যবর্ষদ্ রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥৪
ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রক্ষসঃ।
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ॥৫
ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৬
রথেন মম ভূপৃষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
আহূয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ ॥৭
ইত্যুক্তো দেবরাজেন মাতলির্দেবসারথিঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮
শীঘ্রং যাস্যামি দেবেন্দ্র সারথ্যঞ্চ করোম্যহম্।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্ ॥৯
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিঙ্কিণীশতভূষিতঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো বৈদূর্য্যময়কূবরঃ।
সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্যুক্তঃ শ্বেতপ্রকীর্ণকৈঃ ॥১০
হরিভিঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ।
রুক্মবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ ॥১১
দেবরাজেন সন্দিষ্টো রথমারুহ্য মাতলিঃ।
অভ্যবর্ত্তত কাকুৎস্থমবতীর্য্য ত্রিবিষ্টপাৎ ॥১২
অব্রবীচ্চ তদা রামং সপ্রতোদো রথে স্থিতঃ।
প্রাঞ্জলির্মাতলির্বাক্যং সহস্রাক্ষস্য সারথিঃ ॥১৩
সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোঽয়ং বিজয়ায় তে।
দত্তস্তব মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ শত্রুনিবর্হণ ॥১৪
ইদমৈন্দ্রং মহচ্চাপং কবচং চাগ্নিসন্নিভম্।
শরাশ্চাদিত্যসঙ্কাশাঃ শক্তিশ্চ বিমলা শিতা ॥১৫
আরুহ্যেমং রথং বীর রাক্ষসং জহি রাবণম্।
ময়া সারথিনা দেব মহেন্দ্র ইব দানবান্ ॥১৬
ইত্যুক্তঃ সম্পরিক্রম্য রথং তমভিবাদ্য চ।
আরুরোহ তদা রামো লোকাঁল্লক্ষ্ম্যা বিরাজয়ন্ ॥১৭
তদ্বভৌ চাদ্ভুতং যুদ্ধং দ্বৈরথং রোমহর্ষণম্।
রামস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ রক্ষসঃ ॥১৮
স গান্ধর্বেণ গান্ধর্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ।
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥১৯

জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য শরসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আকাশস্থিত দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন যে, রঘুনন্দন রাম ভূমিতলে এবং রাক্ষস দশানন রথোপরি থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব ইহাদের যুদ্ধ তুল্য হইতেছে না।৪-৫

তারপর তাঁহাদিগের অমৃততুল্য বাক্য শুনিয়া শ্রীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র মাতলিকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি! শীঘ্র মদীয় রথ লইয়া ভূতলে রঘুনন্দনের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে ডাকিয়া (রথে স্থাপনপূর্ব্বক) দেবগণের সুমহৎ হিতকর কার্য্য কর।৬-৭

দেবসারথি মাতলি দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমি সত্বর যাইয়া তদীয় সারথ্যকার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। অনন্তর মাতলি উত্তম রথে হরিদ্বর্ণ অশ্বসকল যোজনাপূর্ব্বক সেই সুবর্ণচিত্রিত, কিঙ্কিণীশতভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবর-সমন্বিত, হেমজাল-বিভূষিত, প্রাতঃকালীন দিবাকরসদৃশ অরুণবর্ণ, স্বর্ণনির্মিতসেখরমাল্যসুশোভিত, সদশ্বসকল দ্বারা সঞ্চালিত, শ্বেতচামরশোভিত, সুবর্ণধ্বজ সমলঙ্কৃত এবং সূর্য্যসদৃশ শোভমান শ্রেষ্ঠ দেবরাজরথে আরোহণ করিলেন।৮-১১

এইরূপে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রথে অরোহণপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ইন্দ্রসারথি কশাহস্তে রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকটে আগমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে মহাবল শ্রীমান্ কাকুৎস্থ! অরিন্দম! দেবরাজ আপনার বিজয়ের নিমিত্ত এই রথ পাঠাইয়াছেন।১২-১৪

সুরপতি আপনাকে এই বিশাল ইন্দ্রধনু, অগ্নিতুল্য তেজস্বী কবচ, আদিত্যতুল্য প্রকাশমান শরনিকর এবং এই কল্যাণময়ী নির্মল শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হে বীর রঘুনন্দন! আমার সারথ্যকৌশলে দেবরাজ যেরূপ দানব-দলকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করুন।১৫-১৬

অস্ত্রং তু পরমং ঘোরং রাক্ষসং রাক্ষসাধিপঃ।
সসর্জ্জ পরমক্রুদ্ধঃ পুনরেব নিশাচরঃ ॥২০
তে রাবণধনুর্ম্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
অভ্যবর্তন্ত কাকুৎস্থং সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ ॥২১
তে দীপ্তবদনা দীপ্তং বমন্তো জ্বলনং মুখৈঃ।
রামমেবাভ্যবর্তন্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ ॥২২
তৈর্বাসুকিসমস্পর্শৈর্দীপ্তভোগৈর্মহাবিষৈঃ।
দিশশ্চ সন্ততাঃ সর্বা বিদিশশ্চ সমাবৃতাঃ ॥২৩
তান্ দৃষ্ট্বা পন্নগান্ রামঃ সমাপতত আহবে।
অস্ত্রং গারুত্মতং ঘোরং প্রাদুশ্চক্রে ভয়াবহম্ ॥২৪
তে রাঘবধনুর্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিখিপ্রভাঃ।
সুপর্ণাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেরুঃ সর্পশত্রবঃ ॥২৫
তে তান্ সর্বান্ শরাঞ্জঘ্নুঃ সর্পরূপান্মহাজবান্।
সুপর্ণরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরূপিণঃ ॥২৬

অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অভ্যবর্ষত্তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥২৭
ততঃ শরসহস্রেণ রামমক্লিষ্টকারিণম্।
অর্দয়িত্বা শরৌঘেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত ॥২৮
চিচ্ছেদ কেতুমুদ্দিশ্য শরেণৈকেন রাবণঃ।
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথাৎ কেতুঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥২৯
ঐন্দ্রানপি জঘানাশ্বান্ শরজালেন রাবণঃ।
বিষেদুর্দেব-গন্ধর্ব-চারণা দানবৈঃ সহ ॥৩০
রামমার্তং তদা দৃষ্ট্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ॥৩১
রামচন্দ্রমসং দৃষ্ট্বা গ্রস্তং রাবণরাহুণা।
প্রাজাপত্যঞ্চ নক্ষত্রং রোহিণীং শশিনঃ প্রিয়াম্ ॥৩২
সমাক্রম্য বুধস্তস্থৌ প্রজানামহিতাবহঃ।
সধূমপরিবৃত্তোর্মিঃ প্রজ্বলন্নিব সাগরঃ ॥৩৩

মাতলিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রামচন্দ্র সেই রথকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভিবাদন করত স্বীয় দেহপ্রভায় লোকসকল আলোকিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। তখন রাক্ষস দশানন এবং মহাবাহু রামচন্দ্রের অদ্ভুত ও রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৭-১৮

পরমাস্ত্রবিৎ রাঘব গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসরাজের গান্ধর্ব্ব বাণসকলকে এবং দৈব বাণ দ্বারা দৈবাস্ত্রসকলকে ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোররূপ উৎকৃষ্ট রাক্ষসাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে রাবণ-ধনুর্ম্মুক্ত, কাঞ্চনভূষিত, দীপ্তমুখ ও ভীষণ সেই শরসকল উৎকট-বিষধারণকারী সর্পরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত ও নিকটস্থ হইল।১৯-২১

ঐ সর্পসকলের মুখ অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত এবং তাহারা নিজমুখ হইতে জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল। ভয়ঙ্কর বাণসকল মুখব্যাদানপূর্ব্বক রামের দিকে ধাবিত হইল। তৎকালে বিশালকায় মহাবিষ বাসুকির ন্যায় সেই শরসকল দ্বারা দিক্ ও বিদিক্সমূহ আবৃত ও আচ্ছন্ন হইল। রঘুনন্দন সেই সর্পরূপী শরসকলকে রণমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়াই ঘোরতর ভয়াবহ গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই রামধনুর্ম্মুক্ত, অগ্নিপ্রভ ও সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল সর্পশত্রু সুবর্ণময় গরুড়রূপ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্রের সেই কামরূপ গরুড়াকৃতি বাণসকল দশাননের মহাবেগশালী সর্পাকৃতি শরসকলকে নিহত করিল।২২-২৬

অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং রামের উপর ঘোরতর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর সহস্র শরবর্ষণে অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকে পীড়িত করিয়া শরসমূহ দ্বারা মাতলিকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর এক বাণ দ্বারা সেই ইন্দ্ররথের ধ্বজকে বিদ্ধ করত কাটিয়া ফেলিল এবং রথের সম্মুখে সুবর্ণময় ধ্বজ পাতিত করিয়া শরজাল দ্বারা ইন্দ্রের অশ্বগণকে আঘাত করিল। তখন রামচন্দ্রকে রাবণবাণে পীড়িত দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ, দানব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বিষণ্ণ হইলেন এবং

উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধঃ স্পৃশন্নিব দিবাকরম্ ।
শস্ত্রবর্ণঃ সুপরুষো মন্দরশ্মির্দিবাকরঃ ॥৩৪

অদৃশ্যত কবন্ধাঙ্কঃ সংসক্তো ধূমকেতুনা ।
কোসলানাঞ্চ নক্ষত্রং ব্যক্তমিন্দ্রাগ্নিদৈবতম্ ॥৩৫

আহত্যাঙ্গারকস্তস্থৌ বিশাখমপি চাম্বরে ।
দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥৩৬

অদৃশ্যত দশগ্রীবো মৈনাক ইব পর্বতঃ ।
নিরস্যমানো রামস্তু দশগ্রীবেণ রক্ষসা ॥৩৭

নাশক্নোদভিসন্ধাতুং সায়কান্ রণমূর্ধনি ।
স কৃত্বা ভ্রুকুটিং ক্রুদ্ধঃ কিঞ্চিৎ সংরক্তলোচনঃ ॥৩৮

জগাম স মহাক্রোধং নির্দহন্নিব রাক্ষসান্ ।
তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ ॥
সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী ॥৩৯

সিংহ-শার্দূলবাঞ্ছৈলঃ সঞ্চাচল চলদ্দ্রুমঃ ।
বভূব চাতিক্ষুভিতঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥৪০

খরাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ ।
ঔৎপাতিকাশ্চ নর্দন্তঃ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ ॥৪১

রামং দৃষ্ট্বা সুসংক্রুদ্ধমুৎপাতাংশ্চৈব দারুণান্ ।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি রাবণস্যাভবদ্ভয়ম্ ॥৪২

বিমানস্থাস্তদা দেবা গন্ধর্বাশ্চ মহোরগাঃ ।
ঋষি-দানব-দৈত্যাশ্চ গরুত্মন্তশ্চ খেচরাঃ ॥৪৩

দদৃশুস্তে তদা যুদ্ধং লোকসংবর্তসংস্থিতম্ ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈঃ শূরয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ ॥৪৪

ঊচুঃ সুরাসুরাঃ সর্বে তদা বিগ্রহমাগতাঃ ।
প্রেক্ষমাণা মহাযুদ্ধং বাক্যং ভক্ত্যা প্রহৃষ্টবৎ ॥৪৫

দশগ্রীবং জয়েত্যাহুরসুরাঃ সমবস্থিতাঃ ।
দেবা রামমথোচুস্তে ত্বং জয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥৪৬

বানরেন্দ্রগণ এবং বিভীষণ (ও ঋক্ষগণ) নিতান্ত ব্যথিত হইল ।২৭-৩১

তৎকালে রামরূপ চন্দ্র রাবণরূপ রাহু দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছেন দেখিয়া প্রজাপতি যাঁহার দেবতা, সেই বুধ গ্রহ শশিপ্রিয়া রোহিণীনক্ষত্রকে আক্রমণ করত প্রজাপুঞ্জের একান্ত অশুভসূচক হইয়া উঠিলেন। ধূমময়তরঙ্গযুক্ত মহাসাগর যেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দিবাকরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই স্ফীত হইয়া উঠিলেন। দিবাকর রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইলেন এবং তদীয় কিরণজাল হীনপ্রভ হইয়া গেল ।৩২-৩৪

সূর্য্য তৎকালে ধূমকেতুসংসর্গবশতঃ কবন্ধচিহ্নযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। আকাশে মঙ্গলগ্রহ ইন্দ্র ও অগ্নি যাহার দেবতা, কোশলগণের (ইক্ষ্বাকুকুলের) সেই বিশাখা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে দশ বদন ও বিংশতি বাহুযুক্ত দশগ্রীব রাবণ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রামচন্দ্র রাক্ষস রাবণকর্ত্তৃক রণমধ্যে আহত হইয়া শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। ক্রোধে আরক্ত-চক্ষু হইয়া ভ্রূভঙ্গী করিতে লাগিলেন ।৩৫-৩৮

সেই সময় ধীমান্ রঘুনন্দনের সেই ক্রোধপূর্ণ বদন দর্শন করিয়া বসুমতী কম্পিত এবং সকল প্রাণীই ভীত হইল। সিংহ ও ব্যাঘ্রপূর্ণ পর্ব্বত কম্পমান হইলে তত্রত্য বৃক্ষসকল দোদুল্যমান হইল এবং সরিৎপতি সমুদ্র অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। গর্দ্দভাকার প্রচণ্ড ও পরুষ গর্জ্জনকারী রুক্ষ উৎপাতযুক্ত মেঘসমূহ গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে রামচন্দ্রের তাদৃশ মহাক্রোধ এবং দারুণ উৎপাতসকল দর্শন করিয়া নিখিল প্রাণী বিত্রস্ত হইল। অধিক কি, দশাননও ভীত হইয়া পড়িল ।৩৯-৪২

সেই দুই বীর বহুবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বারা প্রলয়কালের ন্যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, দানব, দৈত্য, গরুড় ও অপর আকাশচর ভূতগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই মহাসমরদর্শনকারী দেব ও দৈত্যগণের মধ্যে রাম-রাবণের জয়-পরাজয় বিষয়ক ভ্রান্তি উপস্থিত

এতস্মিন্নন্তরে ক্রোধাদ্ রাঘবস্য চ রাবণঃ।
প্রহর্ত্তুকামো দুষ্টাত্মা স্পৃশন্ প্রহরণং মহৎ ॥৪৭
বজ্রসারং মহানাদং সর্বশত্রুনিবর্হণম্।
শৈলশৃঙ্গনিভৈঃ কূটৈশ্চিত্তদৃষ্টিভয়াবহম্ ॥৪৮
সধূমমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যুগান্তাগ্নিচয়োপমম্।
অতিরৌদ্রমনাসাদ্যং কালেনাপি দুরাসদম্ ॥৪৯
ত্রাসনং সর্বভূতানাং দারুণং ভেদনং তথা
প্রদীপ্ত ইব রোষেণ শূলং জগ্রাহ রাবণঃ ॥৫০
তচ্ছূলং পরমক্রুদ্ধো জগ্রাহ যুধি বীর্য্যবান্।
অনীকৈঃ সমরে শূরৈঃ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ॥৫১
সমুদ্যম্য মহাকায়ো ননাদ যুধি ভৈরবম্।
সংরক্তনয়নো রোষাৎ স্বসৈন্যমভিহর্ষয়ন্ ॥৫২
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
প্রাকম্পয়ত্তদা শব্দো রাক্ষসেন্দ্রস্য দারুণঃ ॥৫৩
অতিকায়স্য নাদেন তেন তস্য দুরাত্মনঃ।
সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ সাগরশ্চ প্রচুক্ষুভে ॥৫৪

স গৃহীত্বা মহাবীর্য্যঃ শূলং তদ্রাবণো মহৎ।
বিনদ্য সুমহানাদং রামং পরুষমব্রবীৎ ॥৫৫
শূলোঽয়ং বজ্রসারস্তে রাম রোষান্ময়োদ্যতঃ।
তব ভ্রাতৃসহায়স্য সম্যক্ প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥৫৬
রক্ষসামদ্য শূরাণাং নিহতানাং চমূমুখে।
ত্বাং নিহত্য রণশ্লাঘিন্ করোমি তরসা সমম্ ॥৫৭
তিষ্ঠেদানীং নিহন্মি ত্বামেষ শূলেন রাঘব।
এবমুক্ত্বা স চিক্ষেপ তচ্ছূলং রাক্ষসাধিপঃ ॥৫৮
তদ্রাবণকরান্মুক্তং বিদ্যুন্মালাসমাবৃতম্।
অষ্টঘণ্টং মহানাদং বিয়দ্গতমশোভত ॥৫৯
তচ্ছূলং রাঘবো দৃষ্ট্বা জ্বলন্তং ঘোরদর্শনম্।
সসর্জ বিশিখান্ রামশ্চাপমায়ম্য বীর্য্যবান্ ॥৬০
আপতন্তং শরৌঘেণ বারয়ামস রাঘব।
উৎপতন্তং যুগান্তাগ্নিং জলৌঘৈরিব বাসবঃ ॥৬১
নির্দদাহ স তান্ বাণান্ রামকার্মুকনিঃসৃতান্।
রাবণস্য মহাশূলঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ ॥৬২

হওয়ায় দৈত্যগণ হর্ষসহকারে বারংবার 'রাবণের জয় হউক' এবং দেবগণ পুনঃ পুনঃ 'রঘুনন্দন! আপনি বিজয়লাভ করুন' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।৪৩-৪৬

এই অবসরে দুষ্টাত্মা দশানন রোষভরে রঘুনন্দনকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী সুমহৎ শব্দবিশিষ্ট, সর্ব্বশত্রুঘাতী, শৈলশৃঙ্গসদৃশ শিখাযুক্ত হওয়ায় চিত্ত ও দৃষ্টির ভয়োৎপাদক, সধূম-জ্বলন্তবহ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর, ঐ অস্ত্র প্রতিহত করা বা নষ্ট করা কালেরও দুঃসাধ্য, অতিভীষণ, তীক্ষ্ণাগ্র ও সমস্ত প্রাণিবিদারক এবং ভয়সম্পাদক অব্যর্থ বৃহৎ শূল গ্রহণ করিল।৪৭-৫০

রণমধ্যে অসংখ্য শূরগণে পরিবৃত, অতিশয় ক্রুদ্ধ, শক্তিশালী ও বিশালদেহ রাবণ আরক্তলোচনে শূল গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যত করত স্বীয় সৈন্যগণকে আনন্দিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অতিকায় দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের সেই নিদারুণ সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ দিক্ ও বিদিক্ সকল কম্পিত, প্রাণিগণ বিত্রস্ত এবং সাগর সংক্ষুব্ধ হইল। মহাবীর্য্য রাবণ সেই শূল লইয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিয়া পরুষবাক্যে রামচন্দ্রকে বলিল,—রাম! আমি ক্রোধভরে বজ্রতুল্য শক্তিমান এই শূল তোমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছি, ইহা তোমার ও তোমার ভ্রাতার প্রাণ হরণ করিবে।৫১-৫৬

হে সমরশ্লাঘিন্ রাঘব! রণমধ্যে যে সকল বীর নিশাচর নিহত হইয়াছে, অদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহার পরিশোধ লইব; অতএব ক্ষণকাল থাক, এই আমি শূল নিক্ষেপ করিতেছি। রাক্ষসরাজ এই কথা বলিয়াই শূল নিক্ষেপ করিল, রাবণকরবিমুক্ত বিদ্যুন্মালা-সমাকুল ও অষ্টঘণ্টা সমন্বিত সেই শূল মহাশব্দে আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।৫৭-৫৯

বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম সেই ঘোরদর্শন ও প্রজ্বলিত শূল দেখিয়াই ধনুতে গুণযোজনাপূর্ব্বক অসংখ্য শর ক্ষেপণ করিলেন। যেরূপ বাসব প্রলয়ানলকে জলরাশি

তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতাঞ্শূলসংস্পর্শচূর্ণিতান্।
সায়কানন্তরিক্ষস্থান্ রাঘবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৬৩
স তাং মাতলিনা নীতাং শক্তিং বাসবসম্মতাম্।
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধো রাঘবো রঘুনন্দনঃ ॥৬৪
সা তোলিতা বলবতা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা।
নভঃ প্রজ্বালয়ামাস যুগান্তোল্কেব সপ্রভা ॥৬৫
সা ক্ষিপ্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য তস্মিঞ্শূলে পপাত হ।
ভিন্নঃ শক্ত্যা মহাঞ্শূলো নিপপাত গতদ্যুতিঃ ॥৬৬
নির্বিভেদ ততো বাণৈর্হয়ানস্য মহাজবান্।
রামঃ ক্ষিপ্তৈর্মহাবেগৈর্বাণবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ ॥৬৭
নির্বিভেদোরসি তদা রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাঘবঃ পরমায়ত্তো ললাটে পত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥৬৮
স শরৈর্ভিন্নসর্বাঙ্গো গাত্রপ্রস্রুতশোণিতঃ।
রাক্ষসেন্দ্রঃ সমূহস্থঃ ফুল্লাশোক ইবাবভৌ ॥৬৯
স রামবাণৈরতিবিদ্ধগাত্রো-
নিশাচরেন্দ্রঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ।
জগাম খেদং স আজিমধ্যে
ক্রোধঞ্চ চক্রে সুভৃশং তদানীম্ ॥৭০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দ্বারা নির্ব্বাপিত করেন, সেইরূপ রাঘব শরসমূহ দ্বারা সেই শূল প্রতিহত করিতে অভিলাষী হইলেন। পরন্তু হুতাশন যেরূপ পতঙ্গসমূহ দগ্ধ করেন, সেইরূপ দশাননবিনির্ম্মুক্ত সেই শূল রামকার্ম্মুকনির্গত শরসকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র স্বীয় বাণসকলকে শূল স্পর্শমাত্র অন্তরিক্ষেই চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মাতলি বাসবদত্ত যে শক্তি আনিয়াছিলেন, তাহাই গ্রহণ করিলেন।৬০-৬৪

যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় প্রভাশালিনী ও ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনিযুক্ত সেই শক্তি বলবান্ রামচন্দ্রকর্তৃক উত্তোলিত হইয়া নভোমণ্ডল আলোকিত করিল। অনন্তর রাঘবনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষসেন্দ্রের শূলোপরি পতিত হইলে সেই মহাশূল শক্তিপ্রহারে ভিন্ন ও তেজোবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ক্রোধভরে সশব্দ, বেগবান্ এবং সরলগামী বাণসমূহ দ্বারা রাক্ষসরাজের মনের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণকে আঘাত করিয়া শাণিত শরসমূহ দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল ভেদ করত তিনবাণে তাহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন।৬৫-৬৮

রাক্ষসেন্দ্রগণের মধ্যে অবস্থিত রাক্ষসরাজ শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ বিকশিত অশোকতরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৬৯

এইরূপে রণমধ্যে রাক্ষসরাজের সর্ব্বগাত্র রামবাণে বিদ্ধ হওয়ায় রক্তাপ্লুত হইয়া সে নিরতিশয় খেদ প্রাপ্ত হইল। তারপর ক্ষণকালমধ্যে তখন নিদারুণ ক্রুদ্ধ হইল।৭০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণং প্রতি শ্রীরামস্য তিরস্কারবাক্যম্, তেনাহতস্য রাবণস্য রথং প্রতিনিবর্ত্য সারথেঃ পলায়নঞ্চ ।]

স তু তেন তদা ক্রোধাৎ কাকুৎস্থেনার্দিতো ভৃশম্ ।
রাবণঃ সমরশ্লাঘী মহাক্রোধমুপাগমৎ ॥১
স দীপ্তনয়নোঽমর্ষাচ্চাপমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
অভ্যর্দয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো রাঘবং পরমাহবে ॥২
বাণধারাসহস্রৈস্তু স তোয়দ ইবাম্বরাৎ ।
রাঘবং রাবণো বাণৈস্তটাকমিব পূরয়ন্ ॥৩
পূরিতঃ শরজালেন ধনুর্মুক্তেন সংযুগে ।
মহাগিরিরিবাকম্প্যঃ কাকুৎস্থো নৈবকম্পতে (ক) ॥৪
স শরৈঃ শরজালানি বারয়ন্ সমরে স্থিতঃ ।
গভস্তীনিব সূর্য্যস্য প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫
ততঃ শরসহস্রাণি ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ ।
নিজঘানোরসি ক্রুদ্ধো রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥৬
স শোণিতসমাদিগ্ধঃ সমরে লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
দৃষ্টং ফুল্ল ইবারণ্যে সুমহান্ কিংশুকদ্রুমঃ ॥৭
শরাভিঘাতসংরব্ধঃ সোঽভিজগ্রাহ সায়কান্ ।
কাকুৎস্থঃ সুমহাতেজা যুগান্তাদিত্যবর্চসঃ ॥৮
ততোঽন্যোন্যং সুসংরব্ধৌ তাবুভৌ রাম-রাবণৌ ।
শরান্ধকারে সমরে নোপলক্ষয়তাং তদা ॥৯
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ ।
উবাচ রাবণং বীরঃ প্রহস্য পরুষং বচঃ ॥১০
মম ভার্য্যা জনস্থানাদজ্ঞানাদ্ রাক্ষসাধম ।
হৃতা তে বিবশা যস্মাত্তস্মাৎ ত্বং নাসি বীর্য্যবান্ ॥১১
ময়া বিরহিতাং দীনাং বর্তমানাং মহাবনে ।
বৈদেহীং প্রসভং হৃত্বা শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥১২

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[রাবণের প্রতি শ্রীরামের তিরস্কার বাক্য ও যুদ্ধে মৃতপ্রায় রাবণকে লইয়া সারথির পলায়ন ।]

সেই সময় সমরশ্লাঘী দশানন কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রহারে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ।১

অমর্ষবশতঃ ধনু সমুদ্যত করত দীপ্তনয়ন, বীর্য্যবান্ ও ক্রোধী রাবণ মহাসমরে রাঘবকে পীড়িত করিতে লাগিল এবং মেঘ যেরূপ অন্তরিক্ষ হইতে পতিত বারিধারাদ্বারা তড়াগকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান্ রাবণ ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সহস্র সহস্র বাণরূপধারাদ্বারা রঘুনন্দনকে আচ্ছন্ন করিল ।২-৩

পরন্তু মহাগিরির ন্যায় অকম্পনীয় বীর্য্যবান্ রাঘব রণমধ্যে রাবণ ধনুর্মুক্ত সেই শরজালে আচ্ছন্ন হইয়াও কম্পিত হইলেন না। তিনি সমরক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা সেই শরজাল নিবারণ করিয়া সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় তাহা গ্রহণ করিলেন ।৪-৫

অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা রামের বক্ষঃস্থলে সহস্র শর প্রহার করিল। তখন লক্ষ্মণাগ্রজ রাম রক্তাপ্লুত হইয়া বনমধ্যে পুষ্পিত বিশাল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম শরপ্রহারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রলয়কালীন সূর্য্যকিরণসদৃশ অতি প্রখর শরসকল গ্রহণ করিলেন। সেই রাম ও রাবণ পরস্পর ক্ষুব্ধ হইয়া শরবর্ষণে চতুর্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন, সেই অন্ধকারে কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বীর দাশরথি রাম ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত পরুষবাক্যে রাবণকে বলিলেন ।৬-১০

হে রাক্ষসাধম! তুমি জনস্থান হইতে আমার অজ্ঞাতসারে একাকিনী অসহায় আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ; অতএব তোমাকে বীর্য্যবান্ বলিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতে সেই মহাবনমধ্যে একাকিনী দীনভাবে অবস্থিতা জানকীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া নিজে শূর বলিয়া বোধ

পাঠান্তর :—(ক)—কাকুৎস্থো ন প্রকম্পতে।

স্ত্রীষু শূর বিনাথাসু পরদারাভিমর্শনম্ ।
কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥১৩
ভিন্নমর্য্যাদ নির্লজ্জ চারিত্রেষ্বনবস্থিত ।
দর্পান্মৃত্যুমুপাদায় শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥১৪
শূরেণ ধনদভ্রাতা বলৈঃ সমুদিতেন চ ।
শ্লাঘনীয়ং মহৎ কর্ম যশস্যঞ্চ কৃতং ত্বয়া ॥১৫
উৎসেকেনাভিপন্নস্য গর্হিতস্যাহিতস্য চ ।
কর্মণঃ প্রাপ্নুহীদানীং তস্যাদ্য সুমহৎ ফলম্ ॥১৬
শূরোঽহমিতি চাত্মানমবগচ্ছসি দুর্মতে ।
নৈব লজ্জাস্তি তে সীতাং চৌরবদ্ ব্যপকর্ষতঃ ॥১৭
যদি মৎসন্নিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাত্ত্বয়া বলাৎ ।
ভ্রাতরং তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ ॥১৮
দিষ্ট্যাসি মম মন্দাত্মংশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ ।
অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥১৯

অদ্য তে মচ্ছরৈশ্ছিন্নং শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।
ক্রব্যাদা ব্যপকর্ষন্তু বিকীর্ণং রণপাংসুষু ॥২০
নিপত্যোরসি গৃধ্রাস্তে ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তস্য রাবণ ।
পিবন্তু রুধিরং তর্ষাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্ ॥২১
অদ্য মদ্বাণভিন্নস্য গতাসোঃ পতিতস্য তে ।
কর্ষন্ত্বন্ত্রাণি পতগা গরুত্মন্ত ইবোরগান্ ॥২২
ইত্যেবং সংবদন্ বীরো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
রাক্ষসেন্দ্রং সমীপস্থং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥২৩
বভূব দ্বিগুণং বীর্য্যং বলং হর্ষশ্চ সংযুগে ।
রামস্যাস্ত্রবলং চৈব শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৪
প্রাদুর্বভূবুরস্ত্রাণি সর্বাণি বিদিতাত্মনঃ ।
প্রহর্ষাচ্চ মহাতেজাঃ শীঘ্রহস্ততরোঽভবৎ ॥২৫
শুভান্যেতানি চিহ্নানি বিজ্ঞায়াত্মগতানি সঃ ।
ভূয় এবার্দয়দ্ রামো রাবণং রাক্ষসান্তকৃৎ ॥২৬

করিতেছ! তুমি কেবল অনাথা স্ত্রীলোকের উপরে শৌর্য্য প্রকাশ করিতে পার। তুমি কি পরদার-হরণরূপ কাপুরুষতা করিয়া নিজেকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? ১১-১৩

রে মানীর মর্য্যাদানাশী নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র! তুমি দর্পবশতঃ সীতারূপ স্বীয় মৃত্যুকে আহরণ করিয়া আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? তুমি শূর, প্রবলবলশালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হইয়া যে শ্লাঘনীয় সুমহৎ কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে তুমি বড়ই যশস্বী হইবে।১৪-১৫

তুমি গর্ব্বের বশীভূত হইয়া যে নিন্দিত অহিত কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে তাহার সুমহৎ ফলভোগ কর। রে দুর্ম্মতে! তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করিয়া আপনাকে যে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? যদি আমার সমক্ষে তুমি বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিতে, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই মদীয় বাণসমূহ দ্বারা নিহত হইয়া পরলোকগত ভ্রাতা খরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রে মন্দবুদ্ধে! সৌভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, অদ্য নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা যমসদনে প্রেরণ করিব। অদ্য তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত মস্তক মদীয় শরসমূহ দ্বারা ছিন্ন হইয়া রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে মাংসাশী জীবজন্তুগণ তাহা আকর্ষণ করুক।১৬-২০

রাবণ! অদ্য আমি বাণশল্য দ্বারা তোমার হৃদয়ে ছিদ্র করিলে তুমি ধরণীতলে পতিত হইবে এবং পিপাসিত গৃধ্রগণ তোমার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া সেই ছিদ্র হইতে নির্গত শোণিত পান করিবে। যেরূপ গরুড় সর্পগণকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ অদ্য তুমি আমার বাণে আহত হইয়া গতাসু ও পতিত হইলে বিহঙ্গমগণ তোমার নাড়ী সকল টানিয়া ছিঁড়িতে থাকিবে।২১-২২

বীর শত্রুনাশী রাম এইকথা বলিয়া সমীপস্থিত রাক্ষসেন্দ্র রাবণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুবধে অভিলাষী রামের বীর্য্যবল, অস্ত্রবল ও হর্ষ দ্বিগুণ হইল। সেই মহাতেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ রামের নিকটে অস্ত্রদেবতাগণ আবির্ভূত হইলেন এবং তখন

হরীণাঞ্চাশ্মনিকরৈঃ শরবর্ষৈশ্চ রাঘবাৎ।
হন্যমানো দশগ্রীবো বিঘূর্ণহৃদয়োঽভবৎ ॥২৭
যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্য্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা ॥২৮
ক্ষিপ্তাশ্চাশু শরাস্তেন শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মরণার্থায় বর্তন্তে মৃত্যুকালোঽভ্যবর্তত ॥২৯
সূতস্তু রথনেতাস্য তদবস্থং নিরীক্ষ্য তম্।
শনৈর্যুদ্ধাদসম্ভ্রান্তো রথং তস্যাপবাহয়ৎ ॥৩০
রথঞ্চ তস্যাথ জবেন সারথি-
নিবার্য্য ভীমং জলদস্বনং তদা।
জগাম ভীত্যা সমরান্মহীপতিং
নিরস্তবীর্য্যং পতিতং সমীক্ষ্য ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

তিনি অস্ত্রদেবতাগণের আবির্ভাবজনিত হর্ষে অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন।২৩-২৫

রাক্ষসান্তকারী রঘুনন্দন নিজের এই সকল শুভ লক্ষণ দর্শন করত পুনর্ব্বার রাবণকে শরপীড়িত করিতে লাগিলেন।২৬

তখন বানরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরনিকর এবং রাঘবের বাণনিবহ দ্বারা আহত হইয়া দশাননের হৃদয় যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।২৭

রাবণ এইরূপ হতজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়া যখন বাণক্ষেপণ ও ধনু আকর্ষণে অশক্ত হইল, তখন রামচন্দ্র আর কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলেন না।২৮

পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত বিবিধ শর ও অস্ত্রসকলই তাহাকে মৃতপ্রায় করিল এবং তখন তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল।২৯

সেই সময় সারথি তাহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।৩০

সারথি রাক্ষসপতিকে বীর্য্যহীন ও পতিত দেখিয়া ভয়ে মেঘের ন্যায় গর্জনকারী সেই ভয়ঙ্কর রথ ফিরাইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

[সারথিং প্রতি রাবণস্য তিরস্কারঃ, তদুত্তরেণ রাবণং সন্তুষ্য সারথেঃ পুনর্যুদ্ধস্থলে আগমনঞ্চ ।]

স তু মোহাৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো রাবণঃ সূতমব্রবীৎ ॥১
হীনবীর্য্যমিবাশক্তং পৌরুষেণ বিবর্জ্জিতম্ ।
ভীরুং লঘুমিবাসত্বং বিহীনমিব তেজসা ॥২
বিমুক্তমিব মায়াভিরস্ত্রৈরিব বহিষ্কৃতম্ ।
মামবজ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে স্বয়া বুদ্ধ্যা বিচেষ্টসে ॥৩
কিমর্থং মামবজ্ঞায় মচ্ছন্দমনবেক্ষ্য চ ।
ত্বয়া শত্রুসমক্ষং মে রথোঽয়মপবাহিতঃ ॥৪
ত্বয়াদ্য হি মমানার্য্য চিরকালমুপার্জ্জিতম্ ।
যশো বীর্য্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিতঃ ॥৫
শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্য্যস্য রঞ্জনীয়স্য বিক্রমৈঃ ।
পশ্যতো যুদ্ধলুব্ধোঽহং কৃতঃ কাপুরুষস্ত্বয়া ॥৬

যস্ত্বং রথমিমং মোহান্ন চেদ্ বহসি দুর্ম্মতে ।
সত্যোঽয়ং প্রতিতর্কো মে পরেণ ত্বমুপস্কৃতঃ ॥৭
নহি তদ্ বিদ্যতে কর্ম সুহৃদো হিতকাঙ্ক্ষিণঃ ।
রিপুণাং সদৃশং ত্বেতদ্ যত্ত্বয়ৈতদনুষ্ঠিতম্ ॥৮
নিবর্ত্তয় রথং শীঘ্রং যাবন্নাপৈতি মে রিপুঃ ।
যদি বাধ্যুষিতোঽসি ত্বং স্মর্য্যতে যদি মে গুণঃ ॥৯
এবং পরুষমুক্তস্তু হিতবুদ্ধিরবুদ্ধিনা ।
অব্রবীদ্ রাবণং সূতো হিতং সানুনয়ং বচঃ ॥১০
ন ভীতোঽস্মি ন মূঢ়োঽস্মি নোপজপ্তোঽস্মি শত্রুভিঃ ।
ন প্রমত্তো ন নিঃস্নেহো বিস্মৃতা ন চ সৎক্রিয়া ॥১১
ময়া তু হিতকামেন যশশ্চ পরিরক্ষতা ।
স্নেহপ্রসন্নমনসা হিতমিত্যপ্রিয়ং কৃতম্ ॥১২

চতুরধিকশততম সর্গ

[সারথিকে রাবণের তিরস্কার এবং প্রত্যুত্তরে রাবণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত সারথির রণস্থলে গমন ।]

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করত কালপ্রেরিত হইয়া রাবণ মোহবশে ক্রোধে আরক্তনেত্রে সারথিকে কহিল ।১

রে দুর্ব্বুদ্ধে ! তুই ভয়বশতঃ আমাকে হীনবীর্য্য, অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, পৌরুষ-বর্জ্জিত, অল্পচিত্ত, সত্ত্ব, তেজ ও মায়াহীন এবং অস্ত্রশস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া অবজ্ঞা করত নিজের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেছিস্ ।২-৩

আমার অভিপ্রায় না জানিয়াই অবজ্ঞা করত কি কারণে আমার রথ শত্রুসমক্ষে রণমধ্য হইতে লইয়া আসিলি ? রে অনার্য্য ! অদ্য তুই আমার চিরকালোপার্জ্জিত সেই যশ, বীর্য্য ও তেজ এবং আমাকে অতি বলবান্ বলিয়া লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তাহাও নষ্ট করিয়াছিস্ ।৪-৫

আমি চিরকাল যুদ্ধলোভী, ইহা জানিয়াও আমাকে প্রখ্যাতবীর্য্য বিক্রমানুরাগী শত্রুর সম্মুখে কাপুরুষ করিয়াছিস্ ? রে দুর্ম্মতে ! যদি তুই যে কোন প্রকারে আমার এই রথ শত্রু সমক্ষে লইয়া না যাস্, তবে আমি বুঝিব—তুই কোন শত্রুর কথা শুনিয়াই আমার রথ রণমধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছিস্ । তুই শত্রুর ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছিস্, হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণ এরূপ কার্য্য করিতে পারে না ।৬-৮

তুই বহুকাল আমার নিকট আছিস্, অতএব যদি আমার গুণসকল তোর মনে থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার শত্রু পলাইয়া না যায়, তাহার পূর্ব্বেই সত্বর রথ লইয়া গমন কর । হিতবুদ্ধি সারথি দুর্ব্বুদ্ধি দশাননের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল ।৯-১০

(মহারাজ !) আমি ভয়ে, মূঢ়তাবশতঃ, কোন শত্রুর কথায় প্ররোচিত হইয়া, অসাবধানতাবশে কিংবা আপনার উপর স্নেহের অল্পতানিবন্ধন, এরূপ কার্য্য করি নাই

তস্মিন্নর্থে মহারাজ ত্বং মাং প্রিয়হিতে রতম্।
কশ্চিল্লঘুরিবানার্যো দোষতো গন্তুমর্হসি ॥১৩
শ্রূয়তাং প্রতিদাস্যামি যন্নিমিত্তং ময়া রথঃ।
নদীবেগ ইবাম্ভোভিঃ সংযুগে বিনিবর্তিতঃ ॥১৪
শ্রমং তবাবগচ্ছামি মহতা রণকর্মণা।
নহি তে বীর্য্যসৌমুখ্যং প্রকর্ষং নোপধারয়ে ॥১৫
রথোদ্বহনখিন্নাশ্চ ভগ্না মে রথবাজিনঃ।
দীনা ঘর্মপরিশ্রান্তা গাবো বর্ষহতা ইব ॥১৬
নিমিত্তানি চ ভূয়িষ্ঠং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ।
তেষু তেষ্বভিপন্নেষু লক্ষয়াম্যপ্রদক্ষিণম্ ॥১৭
দেশ-কালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষ্মণানীঙ্গিতানি চ।
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ মহাবলম্ ॥১৮

এবং আপনি আমাকে যেরূপ দান-মানাদি দ্বারা সৎকার করিয়াছেন, আমি তাহাও ভুলি নাই। (রণমধ্য হইতে রথ লইয়া আসা অনুচিত হইলেও) আমি আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনবাসনায় স্নেহবশে হিত মনে করিয়াই এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি।১১-১২

মহারাজ! আমি চিরকাল আপনার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে রত, অতএব এক্ষণে ইহার জন্য ক্ষুদ্রাশয় অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায় আমার উপর আপনার দোষারোপ করা উচিত নহে। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে সাগরজলরাশি স্ফীত হইয়া নদীর বেগ নিম্নগামী হইতে ঊর্দ্ধগামীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ আমি রণমধ্য হইতে আপনার রথ যে ফিরাইয়া আনিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুবল অপেক্ষা আপনি হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই শত্রুসম্মুখে আপনার পরাক্রম অধিক দেখিতে পাই নাই। আপনার রথবাহী অশ্বগণ গ্রীষ্মের প্রখরতাপে পরিশ্রান্ত হওয়ার পর বৃষ্টিতাড়িত গাভীর ন্যায় শ্রমখিন্ন হইয়া রথসঞ্চালনে অসমর্থ ও অবসন্ন হইয়াছে। এই কারণেই আমি এই কার্য্য করিয়াছি।১৩-১৬

স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ।
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্ ॥১৯
উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্।
সর্বমেতদ্ রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা ॥২০
তব বিশ্রামহেতোস্তু তথৈষাং রথবাজিনাম্।
রৌদ্রং বর্জয়তা খেদং ক্ষমং কৃতমিদং ময়া ॥২১
স্বেচ্ছয়া ন ময়া বীর রথোঽয়মপবাহিতঃ।
ভর্তুঃ স্নেহপরীতেন ময়েদং যৎকৃতং প্রভো ॥২২
আজ্ঞাপয় যথাতত্ত্বং বক্ষ্যস্যরিনিষূদন।
তৎকরিষ্যাম্যহং বীর গতানৃণ্যেন চেতসা ॥২৩
সন্তুষ্টস্তেন বাক্যেন রাবণস্তস্য সারথেঃ।
প্রশস্যৈনং বহুবিধং যুদ্ধলুব্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥২৪

যে সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই সকল আমাদের অমঙ্গলের জন্য হইতেছে। মহারাজ! দেশ, কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্য, উৎসাহ, অনুৎসাহ, বল ও দৌর্ব্বল্য, স্থানসকলের সমতা, বন্ধুরতা ও নিম্নতাদি, যুদ্ধের অবসর এবং শত্রুর ছিদ্রদর্শন সারথির জানা কর্ত্তব্য। কোন সময় রথ শত্রু অভিমুখে সঞ্চালন করিতে হয়, কখন রথ ফিরাইয়া লইয়া পলায়ন করিতে হয়, কখন বা শত্রুর সম্মুখে থাকিতে হয় ও কখন বা পার্শ্ব দিয়া রথ সঞ্চালন করিতে হয়—এই সমস্ত বিষয় সারথির বিশেষ করিয়া জানা উচিত।১৭-২০

আমি আপনার বিশ্রামের জন্য এবং রথের এই অশ্বগণের নিদারুণ ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ যোগ্য কার্য্য করিয়াছি। হে প্রভো বীর! আমি স্ব ইচ্ছায় রথ লইয়া আসি নাই, প্রভুর প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার রক্ষার জন্য এইরূপ করিয়াছি। হে বীর, হে শত্রুনাশন! এক্ষণে যেরূপ আদেশ করিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। যুদ্ধলুব্ধ দশানন সারথির সেই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহুবিধ প্রশংসা করত বলিল।২১-২৪

রথং শীঘ্রমিমং সূত রাঘবাভিমুখং নয়।
নাহত্বা সমরে শত্রূন্নিবর্তিষ্যতি রাবণঃ ॥২৫

এবমুক্ত্বা রথস্তস্য রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
দদৌ তস্য শুভং হ্যেকং হস্তাভরণমুত্তমম্ ॥
শ্রুত্বা রাবণবাক্যানি সারথিঃ সন্ন্যবর্তত ॥২৬

তততো দ্রুতং রাবণবাক্যচোদিতঃ
প্রচোদয়ামাস হয়ান্ স সারথিঃ।
স রাক্ষসেন্দ্রস্য ততো মহারথঃ
ক্ষণেন রামস্য রণাগ্রতোঽভবৎ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

সারথে! সত্বর রাঘবের অভিমুখে রথ লইয়া চল, অদ্য রাবণ রণমধ্যে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া ফিরিবে না। রাক্ষসরাজ রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিয়া সারথিকে একটি সুন্দর হস্তাভরণ প্রদান করিল এবং সারথিও তাহার বাক্যানুসারে রথ লইয়া ফিরিল অনন্তর রাবণের বাক্যে সারথি সত্বর হইয়া অশ্বগণকে চালনা করিল। ক্ষণকাল মধ্যে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের ঐ মহারথ রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল।২৫-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বিজয়ায় অগস্ত্যেন মুনিনা 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্রপাঠস্যানুমতিদানম্।]

ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥১

দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্।
উপাগম্যাব্রবীদ্ রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা ॥২

পঞ্চাধিক শততম সর্গ

[শ্রীরামের বিজয়লাভের জন্য অগস্ত্যমুনিকর্তৃক 'আদিত্যহৃদয়'* পাঠের সম্মতিদান।]

তারপর দেবগণের সহিত যুদ্ধ দেখিবার জন্য আগত ভগবান্ অগস্ত্য রঘুনন্দকে সমর-পরিশ্রান্ত ও চিন্তান্বিত এবং রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করত বলিলেন।১-২

* এই আদিত্য হৃদয় নামক স্তোত্রের বিনিয়োগ ও ন্যাসবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিনিয়োগঃ

অস্য আদিত্যহৃদয়স্তোত্রস্যাগস্ত্যঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আদিত্য-হৃদয়ভূতো ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, নিরস্তাশেষবিঘ্নতয়া ব্রহ্মবিদ্যা-সিদ্ধৌ সর্বত্র জয়সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

শিরসি—ওঁ অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি—আদিত্যহৃদয়ভূতব্রহ্মদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—ওঁ রশ্মিমতে শক্তয়ে নমঃ, নাভৌ—ওঁ তৎসবিতু রিত্যাদি গায়ত্রীকীলকায় নমঃ।

অঙ্গন্যাস—করন্যাসৌ

এই স্তোত্রের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস তিন প্রকারে করা যায়। কেবল প্রণব (ওঁ) দ্বারা, গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অথবা 'রশ্মিমতে নমঃ' ইত্যাদি ছয়টি নাম-মন্ত্রদ্বারা। অন্য দুইটি সহজ বলিয়া আমরা এই স্থলে নাম-মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করন্যাস উল্লেখ করিলাম।

ওঁ রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে শিরসে স্বাহা, ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ বিবস্বতে কবচায় হুম্, ওঁ ভাস্করায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভুবনেশ্বরায় অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস

ওঁ রশ্মিমতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ বিবস্বতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভাস্করায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভুবনেশ্বরায় করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এইরূপে ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত গায়ত্রী মন্ত্রে ভগবান্ সূর্যের ধ্যান এবং প্রণাম করত 'আদিত্য হৃদয়' স্তোত্র পাঠ করা উচিত। কেবল ব্রাহ্মণগণ এইরূপে বিনিয়োগ ও ন্যাসাদিযুক্ত আদিত্যহৃদয় পাঠের অধিকারী। অন্যান্য ব্যক্তিগণ পৌরাণিক মন্ত্র হিসাবে কেবল এই 'আদিত্য হৃদয়' পাঠ করিবেন।

গায়ত্রী মন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্ ।
যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥৩
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্ ।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্ ॥৪
সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥৫
রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্ ।
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্ ॥৬
সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ ।
এষ দেবাসুরগণাঁল্লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥৭
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ ॥৮
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥৯
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্ ।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্ ।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্তণ্ডকোংশুমান্ ॥১১
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥১২

হে সর্বহৃদয়রমণ বৎস মহাবাহো রাম! যদ্দ্বারা তুমি এই সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে, আমি তোমাকে সেইরূপ একটি সনাতন অতি গোপনীয় স্তব বলিতেছি,—শ্রবণ কর ।৩

বৎস রাঘব! তুমি—শত্রুবিনাশন, অক্ষয় ও পরম মঙ্গলকর, শাশ্বত, পবিত্র ও জয়প্রদ 'আদিত্যহৃদয়' নামক স্তব পাঠ কর। যিনি সকল মঙ্গলের নিদান, পাপরাশিনাশী, চিন্তা ও শোকের প্রশমনকারী এবং পরমায়ুর বর্দ্ধনকারী; তুমি সেই সুরাসুর নমস্কৃত, উদয়শীল, কিরণমালাযুক্ত ও ভুবনেশ্বর সূর্য্যদেবের উপাসনা কর ।৪-৬

সকল দেবতা ইহার স্বরূপ, যিনি তেজস্বী স্বীয় রশ্মি দ্বারা জগতের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি প্রদানকারী এবং যিনি দেবতা ও অসুরগণের রক্ষা করিয়া থাকেন। এই দৃশ্যমান দেব দিবাকর অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিশ্বাসকলকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যোগদর্শনীয় ব্রহ্মরূপ, স্বসৃষ্ট পদার্থসকলকে পালন করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুরূপ এবং তাহাদের বিনাশার্থ শিবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইন্দ্রিয়সকলকে স্কন্দন অর্থাৎ শোষণ করেন বলিয়া তিনি স্কন্দ, যিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা সকলের উপাদান স্বরূপ এবং জন্য বস্তুমাত্রের অধীশ্বর বলিয়া প্রজাপতি। হে আদিত্য! সুবর্ণময় সুমেরুশিখরে পরিভ্রমণ ও বজ্রাদি অস্ত্রধারণ করেন বলিয়া আপনি মহেন্দ্র, সকলের অন্তরে ধন অর্থাৎ চিৎশক্তি প্রদান করেন বলিয়া আপনি ধনদ, অপরোক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিকে কার্য্যবিশেষে কলিত অর্থাৎ সঙ্কলিত করেন বলিয়া আপনি কাল; সকলের অন্তর্য্যামী বলিয়া যম, অমৃত বিতরণ করেন বলিয়া সোম, জলরাশির ক্ষয় ও বৃদ্ধি করেন বলিয়া বরুণ, আপনি সর্ব্বপ্রকার বীজ প্রদান করেন, এই কারণে আপনি বীজপ্রদ পিতৃগণ; আপনি ধনের আকর বলিয়া বসু, যোগিগণ সর্ব্বদা আপনার সাধনা করেন বলিয়া আপনি সাধ্য; লোকের রোগ আরোগ্য করেন বলিয়া আপনি অশ্বিনীকুমার; জীবনিবহের প্রাণস্বরূপ বলিয়া আপনি মরুৎ। সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনু; নিরন্তর গতিশীল বলিয়া আপনি বায়ু, আপনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার অর্চ্চিঃসারসকলকে বহন করেন বলিয়া বহ্নি; জীবাত্মাসকল আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া আপনি প্রজা; প্রাণযাত্রার প্রবর্ত্তক এইজন্য প্রাণ; ঋতু —অর্থাৎ জ্ঞান ও বসন্তাদি ঋতুসকলের উপাদান বলিয়া আপনি ঋতুকর্ত্তা; সকল লোককে আলোকদান করেন বলিয়া আপনি প্রভাকর; বিষয়সকলকে আদান করত ভোগ করেন বলিয়া আপনি আদিত্য; মেঘসৃষ্টি দ্বারা অন্নাদি সৃষ্টি করেন বলিয়া আপনি সবিতা; সকল লোককে বর্ম্মে নিয়োগ করেন বলিয়া সূর্য্য; পরিদৃশ্যমান আকাশ ও লোকসকলের হৃদয়াকাশে বিচরণ করেন বলিয়া

ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃসামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গমঃ ॥১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্বতাপনঃ।
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ভবঃ ॥১৪

নক্ষত্র-গ্রহ-তারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥১৫
নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ ॥১৬

খগ; জীবনিবহকে পোষণ করেন বলিয়া পূষা; সর্ব্বব্যাপিনী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া গভস্তিমান্‌; যেরূপ আত্মলাভ হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর নাই, সেইরূপ সুবর্ণতুল্য নিধি লাভ হইতে আর কোন নিধি লাভ নাই; তাই আপনি সুবর্ণসদৃশ, লোকসকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া ভানু; হিরণ্য প্রজ্ঞারূপ তেজ আপনার রেতঃ অর্থাৎ জগৎ উৎপত্তির বীজ কিংবা হিরণ্য সুবর্ণবর্ণ আপনার রেত অর্থাৎ অণ্ডোৎপাদক, এই নিমিত্ত আপনি হিরণ্যরেতা, সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন বলিয়া আপনি দিবাকর।৭-১০

হে আদিত্য! আপনার অশ্বগণ হরিদ্বর্ণ এই নিমিত্ত আপনার নাম হরিদশ্ব; আপনার রশ্মিসকলও সহস্র প্রকার এই নিমিত্ত আপনার নাম সহস্রার্চ্চি, আপনি দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা এবং মন—এই প্রাণাত্মক সপ্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া আপনার অশ্বগণও সপ্ত সংখ্যক—এই নিমিত্ত আপনি সপ্তসপ্তি; কর(কিরণ)নিকরের আকর বলিয়া আপনি মরীচিমান্‌; অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ করেন বলিয়া তিমিরোন্মথন; অপবর্গাদিরূপ পরমানন্দ আপনা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া আপনি শম্ভু; ভক্তবৃন্দের জন্ম, মৃত্যু ও ক্লেশ নাশ করেন বলিয়া আপনি ত্বষ্টা; প্রলয়ের পর মৃত অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পুনর্জ্জীবিত করেন বলিয়া আপনি মার্ত্তণ্ড এবং বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া আপনি অংশুমান্‌, আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রস্বরূপ হইয়া অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন এই নিমিত্ত আপনি হিরণ্যগর্ভ; ত্রিতাপতপ্তগণের বিশ্রামস্থান বলিয়া আপনি শিশির, স্বভাবতই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া আপনি তপন,

আপনি সর্বপ্রকাশক বলিয়া অহস্কর; ব্রহ্মাদিগকেও উপদেশ প্রদান করেন বলিয়া রবি; কালাগ্নি রুদ্র আপনা হইতে উৎপন্ন এই কারণে আপনি অগ্নিগর্ভ; অবিনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে আপনাকে পাওয়া যায় এবং দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কারণে আপনি আদিত্য; পরমানন্দ আকাশস্বরূপ বলিয়া আপনি শঙ্খ এবং শিশির অর্থাৎ জড়জ (মন্দবুদ্ধি) ও হিম নাশ করেন বলিয়া আপনি শিশিরনাশন; আপনি আকাশের সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া ব্যোমনাথ; অন্ধকার নাশ করেন বলিয়া তমোভেদী; ঋক্‌, যজু ও সামবেদের প্রতিপাদ্য বিষয় আপনি, এই কারণে আপনাকে ঋগ-যজুঃ সামপারগ বলা হয়; মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় আপনি ভক্তবৃন্দের জন্য অকাতরে কর্ম্মফল বর্ষণ করেন বলিয়া ঘনবৃষ্টি; চৈতন্য দানদ্বারা সাত্ত্বিকগণের উপকার করেন এবং জলেরও উৎপাদন করেন বলিয়া আপনি অম্মিত্র এবং দুর্গম ব্রহ্মনাড়ীমার্গে ক্ষিপ্র গমনাগমন করিতে পারেন বলিয়া আপনার নাম বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গম। আপনি জগৎ নির্ম্মাণের সঙ্কল্পকর্ত্তা বলিয়া আতপী; মণ্ডল অর্থাৎ কৌস্তুভাদি মণি ধারণ করেন বলিয়া মণ্ডলী; সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুর সম্পাদক বলিয়া মৃত্যু; পিঙ্গলনাড়ী প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক বলিয়া সর্ব্বতাপন; কাব্যকর্ত্তা বলিয়া কবি; বিশ্বরূপী বলিয়া বিশ্ব; আপনি মহাতেজা; পালন দ্বারা সকলকে অনুরক্ত করেন এবং লোহিত বর্ণ বলিয়া আপনি রক্ত ও কার্য্যসমূহের উৎপত্তি হেতু বলিয়া আপনার নাম সর্ব্বভবোদ্ভব।১১-১৪

আপনি অন্তর্যামিরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাসমূহের অধিপতি, এই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে পালন করেন এইজন্য আপনি বিশ্বভাবন; আপনি অগ্ন্যাদি তেজঃ-

জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যশ্বায় নমো নমঃ।
নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ ॥১৭
নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তু তে ॥১৮
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সুরায়াদিত্যবর্চসে।
ভাস্বতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ ॥১৯
তমোঘ্নায় হিমোঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ ॥২০
তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে।
নমস্তমোঽভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে ॥২১
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ ॥২২
এষ সুপ্তেষু জাগর্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।
এষ বৈ চাগ্নিহোত্রঞ্চ ফলঞ্চৈবাগ্নিহোত্রিণাম্ ॥২৩
দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেব চ।
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্বেষু পরমপ্রভুঃ ॥২৪

পদার্থসকলের স্ফূর্ত্তিসাধক চিন্ময় তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি তেজস্তেজস্বী এবং আপনার স্বরূপ দ্বাদশ প্রকার এই নিমিত্ত আপনি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসস্বরূপ বলিয়া দ্বাদশাত্মা, আপনি পূর্ব্বগিরি উদয়াচলস্বরূপ এবং পশ্চিমগিরি অস্তাচলস্বরূপ, অতএব আপনাকে প্রণাম। আপনি জ্যোতির্গণপতি এবং দিনাধিপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত সকল লোকের জয়প্রদ এবং জয় নামক ব্রহ্মদ্বার-পাল আপনারই মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত আপনি জয়, ব্রহ্ম-লোকাদি জয়লভ্য মঙ্গলাত্মক এবং জয় ভদ্রাখ্য দ্বিতীয় ব্রহ্মদ্বার পালও আপনার মূর্ত্তি এইজন্য আপনি জয়ভদ্র, আপনি পূর্ব্বকল্পের রামমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে হরিবর হনুমান, আপনার অশ্ব অর্থাৎ বাহন হইয়াছিল, এইজন্য আপনি হর্য্যশ্ব, সহস্র সহস্র জীব আপনার অংশ—এই নিমিত্ত আপনি সহস্রাংশু এবং সচরাচর সকলে আপনাকে আদিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি বলবান্ ইন্দ্রিয়-গ্রামকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন,—এই নিমিত্ত আপনি উগ্র, প্রাণিপুঞ্জকে বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রেরণ করেন বলিয়া আপনি বীর, প্রাণপ্রতিপাদ্য বলিয়া আপনি সারঙ্গ, কমল দল এবং হৃদয়কমল এই উভয়কে প্রস্ফুটিত করেন বলিয়া পদ্মপ্রবোধ এবং সর্ব্বকার্য্যসমর্থ ও অতি কোপন স্বভাব বলিয়া আপনার নাম প্রচণ্ড, আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার।১৫-১৮

আপনি,—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; স্থিতিকর্ত্তা নারায়ণ ও সংহারকর্ত্তা রুদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন—এই নিমিত্ত আপনি ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশ; আপনি শূর, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বলিয়া আদিত্যবর্চ্চা; সচেতন ও অচেতন বস্তুসকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া আপনি ভাস্বান্; সকলকে নাশ করেন, এই নিমিত্ত আপনি সর্ব্বভক্ষ এবং অজ্ঞানসংহারসমর্থ জ্ঞানস্বরূপ, এইজন্য আপনি রৌদ্রবপু নাম ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অজ্ঞান এবং অন্ধকারনাশী, শীত ও জড়তানাশক শত্রুঘ্ন, আপনি অমিতাত্মা, শ্রীভগবৎকৃত উপকারবিস্মরণকারী ভগবদ্‌বিমুখ সংসারীদিগকে সাংসারিক অনর্থদ্বারা নাশ করায় আপনি কৃতঘ্নঘ্ন, যিনি চিদানন্দজ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া দেব এবং যিনি নক্ষত্র-গ্রহাদি জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি বলিয়া জ্যোতিষ্পতি, তাহাকে নমস্কার। আপনি তপ্ত কাঞ্চনতুল্যবর্ণ বলিয়া আপনার নাম তপ্তচামীকরাভ, অজ্ঞানসকলকে হরণ করেন বলিয়া আপনি হরি; অখিল বিশ্ব আপনার কর্ম্ম—এই নিমিত্ত আপনি বিশ্বকর্ম্মা, সকল প্রকার তমোনাশ করেন বলিয়া আপনি তমোভিনিঘ্ন; বিলক্ষণ দীপ্তিমান্—এইজন্য আপনি রুচি এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চের সাক্ষাৎ দর্শন করত লোকসকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী হইয়া থাকেন বলিয়া আপনি লোকসাক্ষী; অতএব আপনাকে নমস্কার।১৯-২১

এই প্রভু দিবাকরই প্রাণিগণকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন; ইনিই স্বীয় কিরণমালাবর্ষণে তাহাদিগকে সন্তাপিত করেন; সকলে সুপ্ত হইলে

এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
কীর্ত্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব ॥২৫
পূজয়স্বৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্।
এতত্ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি ॥২৬
অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্ ॥২৭
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোঽভবত্তদা।
ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্ ॥২৮
আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বেদং পরং হর্ষমবাপ্তবান্।
ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্ ॥২৯
রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ।
সর্বযত্নেন মহতা বৃতস্তস্য বধেঽভবৎ ॥৩০

অথ রবিরবদন্নিরীক্ষ্য রামং
মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ।
নিশিচরপতিসংক্ষয়ং বিদিত্বা
সুরগণমধ্যগতো বচস্ত্বরেতি ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

প্রাণিগণের অন্তর্য্যামিরূপ দিবাকরই জাগরিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই নিজে অগ্নিহোত্র ও তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ। জগতে অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ, যজ্ঞের অধিদেবতা, যজ্ঞফল এবং অপর যে সকল ক্রিয়া আছে, পরমপ্রভু দিবাকর সেই সকলেই বর্ত্তমান আছেন। হে রাঘব! দুর্গমস্থানে, ভয়ে, আপদে বা দুঃখে দিবাকরের নাম কীর্ত্তন করিলে কোন পুরুষই অবসন্ন হয় না।২২-২৫

রাম! তুমি একাগ্রমানসে এই জগৎপতি দেবদেব দিবাকরকে পূজা করত তিনবার এই 'আদিত্য হৃদয়' পাঠ কর, তাহা হইলেই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহো! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এইরূপ করিলে তুমি এই মুহূর্ত্তেই রাবণকে বধ করিতে পারিবে। অগস্ত্য এই কথা বলিয়াই যেস্থান হইতে তিনি আসিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেইস্থানে গমন করিলেন।২৬-২৭

ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের নিকট 'আদিত্য হৃদয়' শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী রঘুনন্দন শোকহীন হইলেন এবং সংযত হইয়া তিনবার আচমন পূর্ব্বক প্রীতভাবে একাগ্রমনে আদিত্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত এই 'আদিত্য হৃদয়' জপ করিয়া অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ রাম রাবণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সর্বপ্রকারে যত্ন করত তাহাকে জয় করিতে উদ্যত হইলেন।২৮-৩০

তারপর অতিশয় প্রসন্ন দিবাকর হৃষ্টান্তঃকরণে সুরগণের মধ্যে থাকিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং রাবণের অবিলম্বে ধ্বংস জানিয়া বলিলেন,—রাম! তুমি তৎপর হও।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণরথমবলোক্য মাতলিং প্রতি শ্রীরামস্য সাবধানবাক্যম্, রাবণস্য পরাজয়সূচকোৎপাতস্য শ্রীরামস্য বিজয়সূচক-শুভলক্ষণস্য চ বর্ণনম্ ।]

সারথিঃ স রথং হৃষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্ ।
গন্ধর্বনগরাকারং সমুচ্ছ্রিতপতাকিনম্ ॥১

যুক্তং পরমসম্পন্নৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ ।
যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণং পতাকাধ্বজমালিনম্ ॥২

গ্রসন্তমিব চাকাশং নাদয়ন্তং বসুন্ধরাম্ ।
প্রণাশং পরসৈন্যানাং স্বসৈন্যস্য প্রহর্ষণম্ ॥৩

রাবণস্য রথং ক্ষিপ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ ।
তমাপতন্তং সহসা স্বনবন্তং মহাধ্বজম্ ॥৪

রথং রাক্ষসরাজস্য নররাজো দদর্শ হ ।
কৃষ্ণবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রৌদ্রেণ বর্চসা ॥৫

দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানং সূর্য্যবর্চসম্ ।
তড়িৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্ ॥৬

শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাধরমিবাম্বুদম্ ।
স দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশমাপতন্তং রথং রিপোঃ ॥৭

গিরের্বজ্রাভিমৃষ্টস্য দীর্য্যতঃ সদৃশস্বনম্ ।
বিস্ফারয়ন্ বৈ বেগেন বালচন্দ্রানতং ধনুঃ ॥৮

উবাচ মাতলিং রামঃ সহস্রাক্ষস্য সারথিম্ ।
মাতলে পশ্য সংরব্ধমাপতন্তং রথং রিপোঃ ॥৯

যথাপসব্যং পততা বেগেন মহতা পুনঃ ।
সমরে হন্তুমাত্মানং তথানেন কৃতা মতিঃ॥১০

তদপ্রমাদমাতিষ্ঠ প্রত্যুদ্গচ্ছ রথং রিপোঃ ।
বিধ্বংসয়িতুমিচ্ছামি বায়ুর্মেঘমিবোত্থিতম্ ॥১১

অবিক্লবমসম্ভ্রান্তমব্যগ্রহৃদয়েক্ষণম্ ।
রশ্মিসঞ্চারনিয়তং প্রচোদয় রথং দ্রুতম্ ॥১২

ষড়ধিকশততম সর্গ

[রাবণের রথ দেখিয়া মাতলির প্রতি শ্রীরামের সাবধানবাক্য, রাবণের পরাজয়সূচক উৎপাত ও শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণের বর্ণনা ।]

এদিকে রাবণের সারথি হৃষ্টচিত্তে শত্রুসৈন্যবিজয়ী রাবণের রথ লইয়া আসিল। সেই রথ উন্নত ধ্বজপতাকায় সুশোভিত, সুবর্ণমালালঙ্কৃত এবং অতিবেগবান্ অশ্বগণদ্বারা সঞ্চালিত। ঐ রথে যুদ্ধের উপকরণসকল সজ্জিত ও বহুপতাকা উত্তোলিত ছিল। শত্রুসৈন্য এই রথ দেখিয়া ভয়ে বিনষ্টপ্রায় হয়। নিজ সৈন্যগণ ঐ রথদর্শনে আনন্দে পুলকিত হয়। গন্ধর্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান অতিমনোরম ঐ রাবণরথ উচ্চতায় যেন আকাশ গ্রাসকরত স্বীয়শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতে লাগিল।১-৩

সারথি রাবণের রথ দ্রুতগতিতে চালাইতে লাগিল। নররাজ রাম দেখিলেন—রাক্ষসরাজের বিশালধ্বজ-শোভিত রথ উচ্চ শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণশোভিত, অতিশয় তেজস্বী ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান বিমানসদৃশ ঐ রথ পতাকারূপ সৌদামিনী দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং রাবণধনুরূপ ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা সুশোভিত। শররূপ বারিধারাবর্ষণকারী সেই রথ, জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রামচন্দ্র বজ্রাঘাতে বিদীর্ণকারী গিরির ন্যায় শব্দযুক্ত সেই মেঘসদৃশ শত্রুরথকে সহসা আসিতে দেখিয়া বেগসহকারে বালচন্দ্রের ন্যায় আনত স্বীয় ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক দেবরাজসারথি মাতলিকে বলিলেন,—মাতলে! ঐ দেখ, শত্রু ক্রোধভরে পুনর্ব্বার রথ সঞ্চালিত করত এই দিকে আগমন করিতেছে।৪-৯

এ যখন পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্তগতিতে মহাবেগে রণমধ্যে আগমন করিতেছে, তখন বোধ হয়—আত্মবিনাশেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকিবে, অতএব তুমি শত্রুর অভিমুখে গমন করত সাবধানে অবস্থান কর; কারণ, বায়ু যেরূপ মেঘকে অপসারিত করেন, তদ্রূপ আমি ইহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ক্ষুব্ধ বা সম্ভ্রান্ত না হইয়া অবিচলিতহৃদয়ে ও অব্যগ্রলোচনে রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক সত্বর রথ লইয়া চল।১০-১২

তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭২] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

৬৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আগামী আষাঢ়মাস (রথযাত্রা) ১৩৭২ হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইবে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

কামং ন ত্বং সমাধেয়ঃ পুরন্দররথোচিতঃ।
যুযুৎসুরহমেকাগ্রঃ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে ॥১৩
পরিতুষ্টঃ স রামস্য তেন বাক্যেন মাতলিঃ।
প্রচোদয়ামাস রথং সুরসারথিরুত্তমঃ ॥১৪
অপসব্যং ততঃ কুর্বন্ রাবণস্য মহারথম্।
চক্রসমুত্থিতরজসা রাবণং ব্যবধূনয়ৎ ॥১৫
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবস্তাম্রবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রথপ্রতিমুখং রামং সায়কৈরবধূনয়ৎ ॥১৬
ধর্ষণামর্ষিতো রামো ধৈর্য্যং রোষেণ লম্ভয়ন্।
জগ্রাহ সুমহাবেগমৈন্দ্রং যুধি শরাসনম্ ॥১৭
শরাংশ্চ সুমহাবেগান্ সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভান্।
তদুপোঢ়ং মহদ্ যুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ ॥১৮
পরস্পরাভিমুখয়োর্দৃপ্তয়োরিব সিংহয়োঃ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সমীয়ুর্দ্বৈরথং দ্রষ্টুং রাবণক্ষয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৯
সমুৎপেতুরথোৎপাতা দারুণা রোমহর্ষণাঃ।
রাবণস্য বিনাশায় রাঘবস্যোদয়ায় চ ॥২০
ববর্ষ রুধিরং দেবো রাবণস্য রথোপরি।
বাতা মণ্ডলিনস্তীব্রা ব্যপসব্যং প্রচক্রমুঃ ॥২১
মহদ্ গৃধ্রকুলং চাস্য ভ্রমমাণং নভঃস্থলে।
যেন যেন রথো যাতি তেন তেন প্রধাবতি ॥২২
সন্ধ্যয়া চাবৃতা লঙ্কা জপাপুষ্পনিকাশয়া।
দৃশ্যতে সম্প্রদীপ্তেব দিবসেঽপি বসুন্ধরা ॥২৩
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ সম্প্রপেতুর্মহাস্বনাঃ।
বিষাদয়ংস্তে রক্ষাংসি রাবণস্য তদাহিতাঃ ॥২৪
রাবণশ্চ যতস্তত্র প্রচচাল বসুন্ধরা।
রক্ষসাঞ্চ প্রহরতাং গৃহীতা ইব বাহবঃ ॥২৫
তাম্রাঃ পীতাঃ শিতাঃ শ্বেতাঃ পতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
দৃশ্যন্তে রাবণস্যাগ্রে পর্বতস্যেব ধাতবঃ ॥২৬
গৃধ্রৈরনুগতাশ্চাস্য বমন্ত্যো জ্বলনং মুখৈঃ।
প্রণেদুর্মুখমীক্ষন্ত্যঃ সংরব্ধমশিবং শিবাঃ ॥২৭

তুমি দেবরাজের রথের সারথি, সুতরাং তোমাকে শিক্ষা দিবার কিছুই নাই। তবে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া কেবল যুদ্ধ সময়ের ইতিকর্ত্তব্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ বলিতেছি না। দেবগণের শ্রেষ্ঠ সারথি মাতলি রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিলেন।১৩-১৪

সারথি রাবণের বিশাল রথকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া রথ চালাইতে থাকিলে ঐ রথচক্রসমুদ্ভূত ধূলিসমূহ দ্বারা দশাননকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখন দশগ্রীব ক্রোধভরে আরক্তচক্ষু হইয়া রামাভিমুখে রথ পরিবর্ত্তিত করত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। রামচন্দ্র রণমধ্যে তদীয় শরজালে আচ্ছন্ন হইয়াও ক্রোধভরে কোনরূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করত মহাবেগসমন্বিত বিশাল ইন্দ্রধনু গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মহাবেগশালী শরসকল ক্ষেপণ করিলেন। এইরূপে ক্রুদ্ধ সিংহযুগলের ন্যায় সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর বধাভিলাষী সেই বীরযুগলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৫-১৮

সেই সময় রাবণের বিনাশাভিলাষী দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তাঁহাদের দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং দশাননের বিনাশের নিমিত্ত নিদারুণ রোমহর্ষণ উৎপাতসকল উত্থিত হইতে লাগিল। পর্জ্জন্যদেব দশাননের রথোপরি রুধির বর্ষণ করিলেন এবং তীব্র বায়ুমণ্ডল তাহাকে বামদিকে রাখিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।১৯-২১

রাবণের রথ যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, আকাশে বিচরণকারী গৃধ্রগণও সেই সেই দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। দিবাভাগেও লঙ্কানগরী জবাপুষ্পতুল্য রক্তবর্ণ সন্ধ্যা দ্বারা আবৃত হওয়ায়, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ যেন প্রজ্বলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজের

প্রতিকূলং ববৌ বায়ু রণে পাংশূন্ সমুৎকিরন্।
তস্য রাক্ষসরাজস্য কুর্বন্ দৃষ্টিবিলোপনম্ ॥২৮
নিপেতুরিন্দ্রাশনয়ঃ সৈন্যে চাস্য সমন্ততঃ।
দুর্বিষহস্বরা ঘোরা বিনা জলধরোদয়ম্ ॥২৯
দিশশ্চ প্রদিশঃ সর্বা বভুবুস্তিমিরাবৃতাঃ।
পাংশুবর্ষেণ মহতা দুর্দর্শঞ্চ নভোঽভবৎ ॥৩০
কুর্বন্ত্যঃ কলহং ঘোরং সারিকাস্তদ্রথং প্রতি।
নিপেতুঃ শতশস্তত্র দারুণা দারুণারুতাঃ ॥৩১
জঘনেভ্যঃ স্ফুলিঙ্গাশ্চ নেত্রেভ্যোঽশ্রূণি সন্ততম্।
মুমুচুস্তস্য তুরগাস্তুল্যমগ্নিঞ্চ বারি চ ॥৩২
এবম্প্রকারা বহবঃ সমুৎপাতা ভয়াবহাঃ।
রাবণস্য বিনাশায় দারুণাঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥৩৩

রামস্যাপি নিমিত্তানি সৌম্যানি চ শিবানি চ।
বভূবুর্জয়শংসীনি প্রাদুর্ভূতানি সর্বশঃ ॥৩৪
নিমিত্তানীহ সৌম্যানি রাঘবঃ স্বজয়ায় বৈ।
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টো হতং মেনে চ রাবণম্ ॥৩৫
ততো নিরীক্ষ্যাত্মগতানি রাঘবো
রণে নিমিত্তানি নিমিত্তকোবিদঃ।
জগাম হর্ষঞ্চ পরাঞ্চ নির্বৃতিং
চকার যুদ্ধে হ্যধিকঞ্চ বিক্রমম্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অশুভসূচক মহোল্কাসকল বজ্রতুল্য মহাশব্দে রাক্ষসগণকে বিষন্ন করত পতিত হইল। যেস্থানে রাবণ অবস্থিত ছিল, সেখানকার ভূভাগ বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল এবং প্রহারে নিরত রাক্ষসযোদ্ধাগণের বাহুসকল এরূপ স্তব্ধ হইয়া যাইল যে, তাহাতে মনে হইল—কেহ যেন তাহাদের হাত টানিয়া ধরিয়াছে।২২-২৫

রাক্ষসরাজের সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যরশ্মিসকল পর্ব্বতের ধাতুর ন্যায় তাম্র, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইতে লাগিল। নিভান্ত অমঙ্গলজনক শিবাগণ গৃধ্রগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে রাবণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত ক্রোধসহকারে শব্দ করিতে লাগিল। সমীরণ ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করত রাক্ষসরাজের দৃষ্টি লোপ করিয়া প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যোপরি বিনা মেঘে দুঃসহ ও ভীষণ শব্দে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। ঘনীভূত ধূলিজালে দিক্ ও বিদিক্সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নভোমণ্ডল দুর্দ্দর্শ হইল। শত শত দারুণ সারিকাগণ ঘোর কলহ করিতে করিতে দারুণস্বরে তদীয় রথোপরি পতিত হইল। রাবণের অশ্বগণ জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে অশ্রু মোচন করায় তাহাদের শরীর হইতে এককালে অগ্নি ও জল নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের বিনাশসূচক এইরূপ বহুবিধ ভয়াবহ নিদারুণ উৎপাতসকল প্রাদুর্ভূত হইল।২৬-৩৩

রঘুনন্দনেরও মঙ্গল, শুভ এবং বিজয়সূচক সর্ব্বপ্রকার সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে রাঘব বিজয়সূচক সেই সুনিমিত্তসকল দর্শন করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন।৩৪-৩৫

নিমিত্তজ্ঞ রামচন্দ্র আপনার পক্ষে এই সকল সুনিমিত্ত দর্শন করত সুস্থ ও আনন্দিত হইয়া যুদ্ধে সমধিক বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-রাবণয়োর্ঘোরং যুদ্ধম্ ।]

ততঃ প্রবৃত্তং সুক্রূরং রামরাবণয়োস্তদা ।
সুমহদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্ ॥১
ততো রাক্ষসসৈন্যঞ্চ হরীণাঞ্চ মহদ্বলম্ ।
প্রগৃহীতপ্রহরণং নিশ্চেষ্টং সমবর্তত ॥২
সম্প্রযুক্তৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা বলবন্নর-রাক্ষসৌ ।
ব্যাক্ষিপ্তহৃদয়াঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৩
নানাপ্রহরণৈর্ব্যগ্রৈর্ভুজৈর্বিস্মিতবুদ্ধয়ঃ ।
তস্থুঃ প্রেক্ষ্য চ সর্বং তে নাভিজগ্মুঃ পরস্পরম্ ॥৪
রক্ষসাং রাবণং চাপি বানরাণাঞ্চ রাঘবম্ ।
পশ্যতাং বিস্মিতাক্ষাণাং সৈন্যং চিত্রমিবাবভৌ ॥৫
তৌ তু তত্র নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা রাঘব-রাবণৌ ।
কৃতবুদ্ধী স্থিরামর্ষৌ যুযুধাতে হ্যভীতবৎ ॥৬
জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্তব্যমিতি রাবণঃ ।
ধৃতৌ স্ববীর্য্যসর্বস্বং যুদ্ধেঽদর্শয়তাং তদা ॥৭
ততঃ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবঃ শরান্ সন্ধায় বীর্য্যবান্ ।
মুমোচ ধ্বজমুদ্দিশ্য রাঘবস্য রথে স্থিতম্ ॥৮
তে শরাস্তমনাসাদ্য পুরন্দররথধ্বজম্ ।
রথশক্তিং পরামৃশ্য নিপেতুর্ধরণীতলে ॥৯
ততো রামোঽপি সংক্রুদ্ধশ্চাপমাকৃষ্য বীর্য্যবান্ ।
কৃতপ্রতিকৃতং কর্তুং মনসা সম্প্রচক্রমে ॥১০
রাবণধ্বজমুদ্দিশ্য মুমোচ নিশিতং শরম্ ।
মহাসর্পমিবাসহ্যং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা ॥১১
রামশ্চিক্ষেপ তেজস্বী কেতুমুদ্দিশ্য সায়কম্ ।
জগাম স মহীং ছিত্ত্বা দশগ্রীবধ্বজং শরঃ ॥১২

সপ্তাধিকশততম সর্গ

[রাবণের সহিত শ্রীরামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ।]

তৎপরে রাম ও রাবণের ক্রূরতাপূর্ণ সর্বলোকভয়াবহ সুমহৎ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।১

রাক্ষস ও বানরদিগের বিশাল সৈন্যগণ প্রহরণ হস্তে নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তৎকালে সেই বলবান্ নর (রাম) ও রাক্ষস (রাবণ) পরস্পর সমরাসক্ত হইলে সকলেই একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহা দর্শন করত অত্যন্ত বিস্মিত হইল। উভয়পক্ষের সেই বিশাল সৈন্যগণের হস্তে বিবিধ অস্ত্র ছিল এবং তাহাদের হস্তও যুদ্ধে ব্যগ্র ছিল, কিন্তু ঐ সৈন্যগণ তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিয়া (স্থিরভাবে) দণ্ডায়মান রহিল, পরস্পর কেহ কাহারও সহিত সমরাসক্ত হইল না ।২-৪

রাক্ষসসৈন্যগণ রাবণের এবং বানরসেনাগণ রামচন্দ্রের প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত নিশ্চলভাবে অবস্থান করায় চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।৫

প্রাদুর্ভূত এই সকল নিমিত্ত দর্শনে রাম এবং রাবণ ক্রোধে বিচলিত না হইয়া একাগ্রমনে নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে রামচন্দ্র 'জয় করিতে হইবে' এই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সর্বশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করত তাহা দেখাইতে লাগিলেন। রাবণ 'মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি যুদ্ধ করিতে বিরত হইব না' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধে আপনার সম্পূর্ণ বীর্য্য দেখাইতে লাগিল ।৬-৭

বীর্য্যবান্ দশগ্রীব ক্রোধে রঘুনন্দনের রথস্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া শরসমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলে সেই বাণসকল ইন্দ্রের রথধ্বজ স্পর্শ করিতে না পারিয়া রথের দিব্য মহিমায় ধরণীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে বীর্য্যবান্ রামও রাবণকৃত কার্য্যের প্রতিকারকরণে অভিলাষী হইয়া রথধ্বজ লক্ষ্য করত স্বীয়তেজে প্রজ্বলিত অসহ্য মহাসর্পসদৃশ শাণিত শর ক্ষেপণ করিলেন ।৮-১১

তেজস্বী রামকর্তৃক ধ্বজোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সেই শর রাবণের রথধ্বজ ছেদন করত ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল

স নিকৃত্তোঽপতদ্ভূমৌ রাবণস্যন্দনধ্বজঃ।
ধ্বজস্যোন্মথনং দৃষ্ট্বা রাবণঃ স মহাবলঃ ॥১৩
সম্প্রদীপ্তোঽভবৎ ক্রোধাদমর্ষাৎ প্রদহন্নিব।
স রোষবশমাপন্নঃ শরবর্ষং ববর্ষ হ ॥১৪
রামস্য তুরগান্ দীপ্তৈঃ শরৈর্বিব্যাধ রাবণঃ।
তে দিব্যা হরয়স্তত্র নাস্খলন্নাপি বভ্রমুঃ ॥১৫
বভূবুঃ স্বস্থহৃদয়াঃ পদ্মনালৈরিবাহতাঃ
তেষামসম্ভ্রমং দৃষ্ট্বা বাজিনাং রাবণস্তদা ॥১৬
ভূয় এব সুসংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষং মুমোচ হ।
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব চক্রাণি মুসলানি চ ॥১৭
গিরিশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ তথা শূলপরশ্বধান্।
মায়াবিহিতমেতত্তু শরবর্ষমপাতয়ৎ ॥
সহস্রশস্তদা বাণানশ্রান্তহৃদয়োদ্যমঃ ॥১৮
তুমুলং ত্রাসজননং ভীমং ভীমপ্রতিস্বনম্।
তদ্ বর্ষমভবদ্ যুদ্ধে নৈকশস্ত্রময়ং মহৎ ॥১৯

বিমুচ্য রাঘবরথং সমন্তাদ্ বানরে বলে।
সায়কৈরন্তরিক্ষঞ্চ চকার সুনিরন্তরম্ ॥২০
মুমোচ চ দশগ্রীবো নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা।
ব্যায়চ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা তৎপরং রাবণং রণে ॥২১
প্রহসন্নিব কাকুৎস্থঃ সন্দধে নিশিতাঞ্শরান্।
স মুমোচ ততো বাণাঞ্শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২২
তান্ দৃষ্ট্বা রাবণশ্চক্রে স্বশরৈঃ খং নিরন্তরম্।
তাভ্যাং নিযুক্তেন তদা শরবর্ষেণ ভাস্বতা ॥২৩
শরবদ্ধমিবাভাতি দ্বিতীয়ং ভাস্বদম্বরম্।
নানিমিত্তোঽভবদ্ বাণো নানির্ভেত্তা ন নিষ্ফলঃ ॥২৪
অন্যোন্যমভিসংহত্য নিপেতুর্ধরণীতলে।
তথা বিসৃজতোর্বাণান্ রামরাবণয়োর্মৃধে ॥২৫
প্রাযুধ্যেতামবিচ্ছিন্নমস্যন্তৌ সব্যদক্ষিণম্।
চক্রতুশ্চ শরৈর্ঘোরৈর্নিরুচ্ছ্বাসমিবাম্বরম্ ॥২৬
রাবণস্য হয়ান্ রামো হয়ান্ রামস্য রাবণঃ।
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং কৃতানুকৃতকারিণৌ ॥২৭

এবং সেই ধ্বজও রামবাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। স্বীয় রথধ্বজ উন্মূলিত হইতে দেখিয়া মহাবল দশানন যেন সকল লোককে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া শর বর্ষণ করত দীপ্ত বাণনিচয় দ্বারা রামচন্দ্রের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিল। পরন্তু সেই দিব্য অশ্বগণ কিছুমাত্র স্খলিত বা সম্ভ্রান্ত হইল না, প্রত্যুত তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্থচিত্ত থাকিয়া পদ্মনাল দ্বারা যেন আহত হইল মনে করিল। অশ্বগণ শরপ্রহারে কাতর হইল না দেখিয়া দশানন পুনর্ব্বার শর বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ অশ্রান্তহৃদয়ে ও উদ্যম সহকারে মায়ানির্ম্মিত অসংখ্য গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, শূল, পরশু, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও অপর বহুবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিল।১২-১৮

এইরূপে যুদ্ধস্থলে বহুবিধ বিশাল শস্ত্রবর্ষণ ত্রাসজনক, ভীষণ প্রতিধ্বনিপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেই সময়ে দশাননের ঐ বাণবর্ষণ রামের রথ পরিত্যাগ (অতিক্রম) করিয়া বানরসৈন্য এবং নভোমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিল। দশমুখ রাবণ প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দশাননকে রণমধ্যে শরসন্ধানে তৎপর দেখিয়া রঘুনন্দন হাসিতে হাসিতে শত শত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শর সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলেন।১৯-২২

তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজও শরসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তৎকালে তাঁহাদের উভয় কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শরবর্ষণে আকাশে যেন অন্য একটি শরময় আকাশ হইয়া উঠিল। রণমধ্যে রাম রাবণের প্রতি এবং রাবণ রামের প্রতি যে সকল শরক্ষেপণ করিলেন; তাহার কোন বাণ লক্ষ্য পর্য্যন্ত যায়নি—এমন নহে, কোন বাণ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করেনি—এমন নহে এবং কোন বাণই নিষ্ফল হয়নি; বরং পরস্পরকে আঘাত করিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।২৩-২৫

এবং তু তৌ সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্ ।
মুহূর্তমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥২৮
তৌ তথা যুধ্যমানৌ তু সমরে রাম-রাবণৌ ।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি বিস্মিতেনান্তরাত্মনা ॥২৯
অর্দয়ন্তৌ তু সমরে তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ ।
পরস্পরমভিক্রুদ্ধৌ পরস্পরমভিদ্রুতৌ ॥৩০
পরস্পরবধে যুক্তৌ ঘোররূপৌ বভূবতুঃ ।
মণ্ডলানি চ বীথীশ্চ গতপ্রত্যাগতানি চ ॥৩১
দর্শয়ন্তৌ বহুবিধাং সূতৌ সারথ্যজাং গতিম্ ।
অর্দয়ন্ রাবণং রামো রাঘবং চাপি রাবণঃ ॥৩২
গতিবেগং সমাপন্নৌ প্রতিবেগনিবর্তনে (ক) ।
ক্ষিপতোঃ শরজালানি তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ ॥৩৩
চেরতুঃ সংযুগমহীং সাসারৌ জলদাবিব ।
দর্শয়িত্বা তদা তৌ তু গতিং বহুবিধাং রণে ॥৩৪
পরস্পরস্যাভিমুখৌ পুনরেব চ তস্থতুঃ ।
ধুরং ধুরেণ রথয়োর্বক্ত্রং বক্ত্রেণ বাজিনাম্ ॥৩৫
পতাকাশ্চ পতাকাভিঃ সমীয়ুঃ স্থিতয়োস্তদা ।
রাবণস্য ততো রামো ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩৬
চতুর্ভিশ্চতুরো দীপ্তান্ হয়ান্ প্রত্যপসর্পয়ৎ ।
স ক্রোধবশমাপন্নো হয়ানামপসর্পণে ॥৩৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাঘবায় দশাননঃ ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দশগ্রীবেণ রাঘবঃ ॥৩৮
জগাম ন বিকারঞ্চ ন চাপি ব্যথিতোঽভবৎ ।
চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ বজ্রসারসমস্বনান্ ॥৩৯

তাঁহারা সমরাসক্ত হইয়া বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ধনু সঞ্চালন পূর্ব্বক এরূপ ঘোর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, নভোমণ্ডল অবকাশ শূন্য হইল। উভয়েই প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া রামচন্দ্র রাবণের এবং রাবণ রামের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রাম ও রাবণ পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; মুহূর্তকালমধ্যে ঐ যুদ্ধ তুমুল ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। এইভাবে যুদ্ধে নিরত রাম ও রাবণকে সমস্ত প্রাণীরা বিস্মিত মনে দেখিতে লাগিল* ।২৬-২৯

তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরের উপরে ধাবিত হইয়া উভয়ে উভয়ের উত্তম রথযুগল বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। সেই ঘোররূপ দুই বীর পরস্পর বধাভিলাষী হইলে উভয় রথের সারথি স্ব স্ব সারথ্যকর্ম্মের কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত মণ্ডল, বীথী ও গত, প্রত্যাগতাদি বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধবিষয়ক গতি প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন দ্বারা রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। রণভূমিতে বাণবর্ষণকারী রাম-রাবণের সেই উত্তম রথযুগল জলধারাবর্ষী মেঘযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উভয়ের সারথিও রণমধ্যে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার পরস্পরের অভিমুখে রথ স্থাপন করিল। সেই রথযুগল পরস্পর সম্মুখীন হইলে তাহাদের রথাগ্রভাগ রথাগ্রভাগের সহিত, পতাকা পতাকার সহিত এবং অশ্বগণের মুখ বিপক্ষ অশ্বগণের মুখের সহিত সমরেখায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র ধনুর্মুক্ত শাণিত শরসমূহ দ্বারা রাবণের তেজস্বী অশ্বচতুষ্টয়কে এরূপ প্রহার করিলেন যে, তাহারা স্ব স্ব পশ্চাদ্ভাগে মুখ পরিবর্ত্তিত করিল। অশ্বগণকে পশ্চাদপসারিত দেখিয়া দশাননও ক্রোধে অধীর হইয়া রাঘবাভিমুখে শাণিত বাণসকল ক্ষেপণ করিল। পরন্তু রঘুনন্দন বলবান্ দশাননকর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত বা কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন দশানন

পাঠান্তর :—(ক) মায়াবশসমাপন্নৈঃ প্রবর্ত্তন-নিবর্ত্তনৈঃ।

* আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—বঙ্গদেশে প্রচলিত কোন কোন বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সহিত আমাদের প্রকাশমান এই রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সহিত একটি সর্গের পার্থক্য ও কিছু পাঠান্তর হইয়াছে। পুনরায় লঙ্কাকাণ্ডের এই সপ্তাধিকশততম সর্গের ২৯ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত একটি শ্লোক দিয়া ঐ রামায়ণে অষ্টাধিকশততম সর্গ শেষ হইয়াছে।

প্রযুধ্যমানৌ সমরে মহাবলৌ
শিতৈঃ শরৈ রাবণ-লক্ষ্মণাগ্রজৌ।
ধ্বজাবপাতেন স রাক্ষসাধিপো
ভৃশং প্রচুক্রোধ তদা রঘূত্তমে ॥৩০

সারথিং বজ্রহস্তস্য সমুদ্দিশ্য দশাননঃ।
মাতলেস্তু মহাবেগাঃ শরীরে পতিতাঃ শরাঃ ॥৪০
ন সূক্ষ্মমপি সম্মোহং ব্যথাং বা প্রদদুর্যুধি।
তয়া ধর্ষণয়া ক্রুদ্ধো মাতলের্ন তথাত্মনঃ ॥৪১
চকার শরজালেন রাঘবো বিমুখং রিপুম্।
বিংশতিং ত্রিংশতিং ষষ্টিং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৪২
মুমোচ রাঘবো বীরঃ সায়কান্ স্যন্দনে রিপোঃ।
রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৪৩
গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে।
তৎপ্রযুক্তং পুনর্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥৪৪
গদানাং মুসলানাঞ্চ পরিঘাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
শরাণাং পুঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ ॥৪৫
ক্ষুব্ধানাং সাগরাণাঞ্চ পাতালতলবাসিনঃ।
ব্যথিতা দানবাঃ সর্বে পন্নগাশ্চ সহস্রশঃ ॥৪৬
চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ ॥৪৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
চিন্তামাপেদিরে সর্বে সকিন্নরমহোরগাঃ ॥৪৮
স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকাস্তিষ্ঠন্তু শাশ্বতাঃ।
জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥৪৯
এবং জপন্তোঽপশ্যংস্তে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্ ॥৫০
গন্ধর্বাপ্সরসাং সঙ্ঘা দৃষ্ট্বা যুদ্ধমনূপমম্।
সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্ ॥৫১
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।
এবং ব্রুবন্তো দদৃশুস্তদ্ যুদ্ধং রামরাবণম্ ॥৫২
ততঃ ক্রোধান্মহাবাহু রঘূণাং কীর্তিবর্ধনঃ।
সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্ ॥৫৩

ইন্দ্র-সারথিকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বজ্রতুল্য শব্দায়মান বাণসকল ক্ষেপণ করিল; পরন্তু রণমধ্যে মাতলির গাত্রে মহাবেগে পতিত সেই শরসকল তাঁহাকে কোনরূপে স্বল্পও ব্যথিত বা মোহিত করিতে পারিল না। সেই মাতলিকে রাবণকর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া রাঘব এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, নিজের উপর আক্রমণ হইলে সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইতেন না।৩০-৪১

রাম শরজাল দ্বারা স্বীয় শত্রু রাবণকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিলেন। বীর রঘুনন্দন একেবারে বিংশ, ত্রিংশ, ষাট, শত শত ও সহস্র সহস্র শর শত্রুর রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষসেশ্বর রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা এবং মুসল বর্ষণ করিয়া রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রকে আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিলে গদা, মুসল ও পরিঘসকলের শব্দে এবং শরসকলের পুঙ্খবাতে সপ্তসাগরও সংক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।৪২-৪৫

ক্ষুব্ধ সাগরের পাতালতলবাসী দানব এবং সহস্র সহস্র সর্পগণ ব্যথিত হইয়া পড়িল। শৈল ও কানন সকলের সহিত সমগ্রা বসুমতী কম্পিত ও সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইলেন এবং বায়ুর গতি নিস্তব্ধ হইল। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, কিন্নর ও মহাসর্পগণ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ 'গো ব্রাহ্মণসকলের মঙ্গল হউক, লোকসকল নিরাপদ হউক এবং রঘুনন্দন রণমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন' এইরূপে রামচন্দ্রের বিজয় কামনা করত রাম-রাবণের ঘোররূপ রোমহর্ষণ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।৪৬-৫০

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সাগর যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, সেইরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায় ইহার অন্য আর উপমা নাই, এইরূপ বলিতে বলিতে সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।৫১-৫২

অনন্তর রঘুবংশীয়গণের কীর্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম স্বীয় ধনুতে বিষধর সর্পসদৃশ শর সন্ধান করত রাবণের শোভাসমন্বিত কুণ্ডলযুগল দ্বারা সমুজ্জ্বল মস্তক ছেদন করিলেন। ত্রিলোকবাসী সকল লোক সেই রাবণের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইতে দেখিল; পরন্তু রামচন্দ্র যেরূপ মস্তক ছেদন করিলেন, তাহার পরক্ষণেই সেইরূপ

রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দচ্ছ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা ॥৫৪
তস্যৈব সদৃশং চান্যদ্ রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ।
তৎ ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্রহস্তেন রামেণ ক্ষিপ্রকারিণা ॥৫৫
দ্বিতীয়ং রাবণশিরশ্ছিন্নং সংযতি সায়কৈঃ।
ছিন্নমাত্রঞ্চ তচ্ছীর্ষং পুনরেব প্রদৃশ্যতে ॥৫৬
তদপ্যশনিসঙ্কাশৈশ্ছিন্নং রামস্য সায়কৈঃ।
এবমেব শতং ছিন্নং শিরসাং তুল্যবর্চসাম্ ॥৫৭
ন চৈব রাবণস্যান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়ে।
ততঃ সর্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ ॥৫৮
মার্গণৈর্বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।
মারীচো নিহতো যৈস্তু খরো যৈস্তু সদূষণঃ ॥৫৯
ক্রৌঞ্চাবটে বিরাধস্তু কবন্ধো দণ্ডকাবনে।
যৈঃ সালা গিরয়ো ভগ্না বালী চ ক্ষুভিতোঽম্বুধিঃ ॥৬০
ত ইমে সায়কাঃ সর্বে যুদ্ধে প্রাত্যয়িকা মম।
কিং নু তৎ কারণং যেন রাবণে মন্দতেজসঃ ॥৬১

আর একটি মস্তক উত্থিত হইয়া তাহার স্কন্ধে সংলগ্ন হইল। তদ্দর্শনে ক্ষিপ্রকারী রঘুনন্দন যুদ্ধে শরসমূহ নিক্ষেপে সত্বর সেই দ্বিতীয় মস্তকও ছেদন করিলেন। সেই মস্তক ছিন্ন হইবা মাত্রই তদনুরূপ অন্য একটি মস্তক দৃষ্ট হইল।৫৩-৫৬

তারপর রামচন্দ্র বজ্রসদৃশ শরসমূহ দ্বারা তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তুল্যরূপ একশত মস্তক ছিন্ন হইল, তথাপি দশাননের প্রাণান্ত হইল না। তখন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রঘুনন্দন বহুবাণে যুক্ত থাকিলেও বিমর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যে সকল শর দ্বারা মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধ ও দণ্ডকারণ্যনিবাসী কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং যে বাণনিবহ দ্বারা শালতরু ও গিরিসকল ভগ্ন, বালী নিহত, মহাসাগর সংক্ষুভিত হইয়াছিল, এই যুদ্ধেও আমার সেই অব্যর্থ শর সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু ইহারা রাবণের নিকট নিস্তেজ হইতেছে, ইহার কারণ কি? ৫৭-৬১

ইতি চিন্তাপরশ্চাসীদপ্রমত্তশ্চ সংযুগে।
ববর্ষ শরবর্ষাণি রাঘবো রাবণোরসি ॥৬২
রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ।
গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে ॥৬৩
তৎ প্রবৃত্তং মহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ পুনশ্চ গিরিমূর্ধনি ॥৬৪
দেব-দানব-যক্ষাণাং পিশাচোরগ-রক্ষসাম্।
পশ্যতাং তন্মহদ্ যুদ্ধং সর্বরাত্রমবর্তত ॥৬৫
নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্ত্তং ন চ ক্ষণম্।
রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি ॥৬৬
দশরথসুত-রাক্ষসেন্দ্রয়োস্তয়ো-
জয়মনবেক্ষ্য রণে স রাঘবস্য।
সুরবররথসারথির্মহাত্মা
রণরত-রামমুবাচ বাক্যমাশু ॥৬৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাপরবশ হইয়াও যুদ্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। তারপর তিনি রাবণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষসেশ্বর রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা এবং মুসল বর্ষণ দ্বারা রঘুনন্দনকে পীড়ন করিতে লাগিল।৬২-৬৩

এইরূপে পুনর্ব্বার অন্তরিক্ষ, ভূমি এবং কখন বা গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে সেই দুই বীরের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে রাত্রি, দিন, মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও রাম-রাবণের যুদ্ধের বিরাম হইল না।৬৪-৬৬

তৎকালে সেই রাম-রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বিজয়লাভ করিতে না দেখিয়া দেবরাজসারথি মহাত্মা মাতলি যুদ্ধনিরত রঘুনন্দনকে বলিলেন।৬৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ রাবণস্য সংহারঃ ।]

অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা ।
অজানন্নিব কিং বীর ত্বমেনমনুবর্ত্তসে ॥১
বিসৃজাস্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো ।
বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ততে ॥২
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ।
জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্ ॥৩
যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ।
ব্রহ্মদত্তং মহদ্ বাণমমোঘং যুধি বীর্য্যবান্ ॥৪
ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বমিন্দ্রার্থমমিতৌজসা ।
দত্তং সুরপতেঃ পূর্বং ত্রিলোকজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫
যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবক-ভাস্করৌ ।
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরু-মন্দরৌ ॥৬
জাজ্বল্যমানং বপুষা সুপুঙ্খং হেমভূষিতম্ ।
তেজসা সর্বভূতানাং কৃতং ভাস্করবর্চসম্ ॥৭
সধূমমিব কালাগ্নিং দীপ্তমাশীবিষোপমম্ ।
নর-নাগাশ্ববৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকারিণম্ ॥৮
দ্বারাণাং পরিঘাণাঞ্চ গিরীণাঞ্চাপি ভেদনম্ ।
নানারুধিরদিগ্ধাঙ্গং মেদোদিগ্ধং সুদারুণম্ ॥৯
বজ্রসারং মহানাদং নানাসমিতিদারুণম্ ।
সর্ববিত্রাসনং ভীমং শ্বসন্তমিব পন্নগম্ ॥১০
কঙ্ক-গৃধ্র-বকানাঞ্চ গোমায়ুগণরক্ষসাম্ ।
নিত্যভক্ষপ্রদং যুদ্ধে যমরূপং ভয়াবহম্ ॥১১
নন্দনং বানরেন্দ্রাণাং রক্ষসামবসাদনম্ ।
বাজিতং বিবিধৈর্বাজৈশ্চারুচিত্রৈর্গরুত্মতঃ ॥১২

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণের বিনাশ ।]

অনন্তর মাতলি রঘুনন্দনের স্মরণার্থ বলিলেন,—হে বীর! আপনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় রাবণের অনুবর্তন করিতেছেন কেন? (অর্থাৎ রাবণ যে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে, আপনি কেবল তাহাই প্রতিহত করিবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু পাল্টা আঘাত হানিতেছেন না—একি?) ।১

হে প্রভো! সুরগণ ইহার যে বিনাশকালের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অদ্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহার বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন ।২

মাতলির বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্রের স্মরণ হওয়ায় বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র পূর্ব্বে ঋষিবর ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহাকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিঃশ্বাসপরিত্যাগকারী বিষধর সর্পের তুল্য সেই প্রদীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন ।৩-৪

পূর্ব্বে অমিততেজস্বী পিতামহ ত্রিলোকবিজয়াভিলাষী সুরপতি ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অস্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ।৫

সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলায় অগ্নি ও সূর্য্য, সর্বাঙ্গে ব্রহ্মা এবং গুরুত্বে মেরু ও মন্দর—এই পর্বতদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন ।৬

মহাবল রামচন্দ্র স্বীয় শরীর দ্বারা জাজ্বল্যমান, শোভন পুঙ্খ দ্বারা শোভিত, সুবর্ণভূষিত, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের তেজ দ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজবিশিষ্ট, প্রলয়কালীন সধূম কালাগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত, বিষধরসর্পসদৃশ বিশাল, মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বসকলের বিদারক এবং অতি শীঘ্র লক্ষ্যভেদকারক। দ্বার, পরিঘ ও গিরিসকলের ভেদকারী, বহুবিধ রুধির দ্বারা ও মেদো-দ্বারা লিপ্ত, বজ্রের ন্যায় সারবান্ (কঠোর) ও মহান্ শব্দবিশিষ্ট, নানা সংগ্রামে শত্রুসৈন্যবিদারণকারী, সকলের ভয়প্রদ নিশ্বাসশীল সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর, ঐ অস্ত্র রণমধ্যে কঙ্ক, শকুনি, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণের নিয়ত ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকে এবং যুদ্ধে যমসদৃশ ভয়াবহ ।৭-১১

সেই অস্ত্র বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক, রাক্ষসগণের দুঃখকারক, গরুড়ের বহুবিধ পক্ষ দ্বারা উহার পক্ষ

তমুত্তমেষু লোকানামিক্ষ্বাকুভয়নাশনম্ ।
দ্বিষতাং কীর্তিহরণং প্রহর্ষকরমাত্মনঃ ॥১৩
অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাবলঃ ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্মুকে বলী ॥১৪
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে ।
সর্বভূতানি সন্ত্রেষুশ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥১৫
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকম্ ।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্ ॥১৬
স বজ্র ইব দুর্ধর্ষো বজ্রবাহুবিসর্জিতঃ ।
কৃতান্ত ইব চাবার্য্যো ন্যপতদ্ রাবণোরসি ॥১৭
স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ ।
বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৮
রুধিরাক্তঃ স বেগেন শরীরান্তকরঃ শরঃ ।
রাবণস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্ ॥১৯
স শরো রাবণং হত্বা রুধিরার্দ্রকৃতচ্ছবিঃ ।
কৃতকর্মা নিভৃতবৎ স তূণীং পুনরাবিশৎ ॥২০

তস্য হস্তাদ্ধতস্যাশু কার্মুকং তৎ সসায়কম্ ।
নিপপাত সহ প্রাণৈর্ভ্রশ্যমানস্য জীবিতাৎ ॥২১
গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈঋর্তেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ ।
পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা ॥২২
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তাঃ সর্বতঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥২৩
সর্বতশ্চাভিপেতুস্তান্ বানরান্ দ্রুমযোধিনঃ ।
দশগ্রীববধং দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ ॥২৪
অর্দিতা বানরৈর্হৃষ্টৈর্লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ।
হতাশ্রয়ত্বাৎ করুণৈর্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ ॥২৫
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ।
বদন্তো রাঘবজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্ ॥২৬
অথান্তরিক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ ।
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥২৭
নিপপাতান্তরিক্ষাচ্চ পুষ্পবৃষ্টিস্তদা ভুবি ।
কিরন্তী রাঘবরথং দুরাবাপা মনোহরা ॥২৮

নির্ম্মিত। ঐ উত্তম বাণ ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ও লোকসকলের ভয়নাশক, শত্রুপক্ষের কীর্ত্তিহারক এবং স্বপক্ষের আনন্দদায়ক। রাম সেই সুদারুণ ভীষণ মহাস্ত্রকে বেদবিহিত নিয়মে অভিমন্ত্রিত করত বলপূর্ব্বক ধনুতে সন্ধান করিলেন।১২-১৪

তিনি সেই উত্তম শর সন্ধান করিলে সকল লোক ভীত হইল এবং বসুমতী কাঁপিতে লাগিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন ক্রোধভরে যত্ন সহকারে ধনুতে গুণ যোজনা পূর্ব্বক সেই শত্রুমর্ম্মভেদী শর ক্ষেপণ করিলেন।১৫-১৬

সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অনিবার্য্য ও বজ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেই মহান্ অস্ত্র রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। রঘুনন্দনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরীরবিধ্বংসী, অতিবেগবান্ শর দুরাত্মা রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। শরীরান্তকর ঐ বাণ রাবণের প্রাণহরণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া প্রথমত দুর্ব্বার বেগে ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। (পরে বেগ থামিলে) রাবণকে বিনাশ করিয়া রক্তাক্ত দেহে ঐ বাণ বিনীতভাবে পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল।১৭-২০

সেই অস্ত্রাঘাতে রাবণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রাণ বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্ত হইতে শরযোজিত ধনু স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাতেজস্বী ও ভয়ানক বেগশালী রাক্ষসরাজ প্রাণত্যাগ করিয়া বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে পতিত হইল।২১-২২

রাক্ষসরাজ ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ প্রভুর মৃত্যুতে ভয়ে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাবণবধের জন্য বিজয়ে সুশোভিত ও বৃক্ষযোধী বানরগণ সিংহনাদ করিতে করিতে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ হর্ষোল্লাসিত বানরগণের উৎপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া ভয়ে লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল এবং আশ্রয়হীন হইয়া দীনবদনে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অনন্তর

রাঘবস্তবসংযুক্তা গগনে চ বিশুশ্রুবে।
সাধু সাধ্বিতি বাগগ্র্যা দেবতানাং মহাত্মনাম্ ॥২৯
আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাং চারণৈঃ সহ।
রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্বলোকভয়ঙ্করে ॥৩০
ততঃ সকামং সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্।
চকার রাঘবঃ প্রীতো হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥৩১
ততঃ প্রজগ্মুঃ প্রশমং মরুদ্গণা
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলং নভোঽভবৎ।
মহী চকম্পে ন চ মারুতো ববৌ
স্থিরপ্রভশ্চাপ্যভবদ্দিবাকরঃ ॥৩২

ততস্তু সুগ্রীব-বিভীষণাঙ্গদাঃ
সুহৃদ্বিশিষ্টাঃ সহলক্ষ্মণাস্তদা।
সমেত্য হৃষ্টা বিজয়েন রাঘবং
রণেঽভিরামং বিধিনাভ্যপূজয়ন্ ॥৩৩
স তু নিহতরিপুঃ স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ
স্বজনবলাভিবৃতো রণে বভৌ।
রঘুকুলনৃপনন্দনো মহৌজা-
স্ত্রিদশগণৈরভিসংবৃতো মহেন্দ্রঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

বিজয়লক্ষ্মীভূষিত বানরবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে রাবণের নিধন ও রাঘবের বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল।২৩-২৬

অন্তরিক্ষে মধুরস্বরে দেবদুন্দুভি ধ্বনি হইল এবং সুখকর দিব্য সুগন্ধি বায়ু সম্মুখে বহিতে লাগিল। আকাশ হইতে রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশে মহাত্মা দেবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া রাঘবের ভূয়সী প্রশংসা ও স্তব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর দুর্জ্জয় রাবণ নিহত হওয়ায় দেবগণ ও চারণগণ অপার আনন্দলাভ করিলেন।২৭-৩০

এইরূপে রামচন্দ্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং নিজেও অপার আনন্দ লাভ করিলেন। রাক্ষসরাজ নিহত হইলে বায়ু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, দিক্সকল নির্ম্মল হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল, পৃথিবীর কম্প নিবৃত্তি হইল, মন্দ মন্দ ভাবে বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিবাকরের প্রভা স্থির হইয়া যাইল।৩১-৩২

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ প্রভৃতি সুহৃদগণ লক্ষ্মণের সহিত হৃষ্টচিত্তে ও জয়োল্লাসে সমরদুর্জ্জয় রামচন্দ্রের নিকট আগমন করত যথাবিধি পূজা করিলেন।৩৩

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রঘুকুলরাজকুমার মহাতেজস্বী রামচন্দ্র শত্রুবিনাশের পর স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণ পরিবেষ্টিত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বিভীষণস্য বিলাপঃ, বিভীষণং প্রবোধ্য তস্মৈ রাবণস্যান্তিমক্রিয়াকরণে শ্রীরামস্যাদেশদানঞ্চ ।]

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা শয়ানং নির্জিতং রণে ।
শোকবেগপরীতাত্মা বিললাপ বিভীষণঃ ॥১
বীরবিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষে নিহতো ভুবি ॥২
নিক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চসা ॥৩
তদিদং বীরসম্প্রাপ্তং যন্ময়া পূর্বমীরিতম্ ।
কামমোহপরীতস্য যত্তন্ন রুচিতং তব ॥৪
যন্ন দর্পাৎ প্রহস্তো বা নেন্দ্রজিন্নাপরে জনাঃ ।
ন কুম্ভকর্ণোঽতিরথো নাতিকায়ো নরান্তকঃ ॥
ন স্বয়ং বহু মন্যেথাস্তস্যোদর্কোঽয়মাগতঃ ॥৫
গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মস্য বিগ্রহঃ ।
গতঃ সত্ত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহস্তানাং গতির্গতা ॥৬
আদিত্যঃ পতিতো ভূমৌ মগ্নস্তমসি চন্দ্রমাঃ ।
চিত্রভানুঃ প্রশান্তার্চির্ব্যবসায়ো নিরুদ্যমঃ ।
অস্মিন্নিপতিতে বীরে ভূমৌ শস্ত্রভৃতাং বরে ॥৭
কিং শেষমিহলোকস্য গতসত্ত্বস্য সম্প্রতি ।
রণে রাক্ষসশার্দূলে প্রসুপ্ত ইব পাংশুষু ॥৮
ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প-
স্তপোবলঃ শৌর্য্যনিবদ্ধমূলঃ ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ
সম্মর্দিতো রাঘবমারুতেন ॥৯
তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ
কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ ।
ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ
সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী ॥১০

নবাধিকশততম সর্গ

[বিভীষণের বিলাপ এবং তাহাকে বুঝাইয়া রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে তাহার প্রতি শ্রীরামের আদেশ দান ।]

বিভীষণ ভ্রাতাকে রণমধ্যে নির্জিত ও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল ।১

"হা বিখ্যাত পরাক্রমী বীর ! হা কার্য্যকুশল নীতিজ্ঞ ! আপনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়াও কি নিমিত্ত অদ্য নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন ? হা বীর ! আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল আপনার মুকুট রামবাণে ছিন্ন এবং অঙ্গদভূষিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল নিশ্চেষ্টভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ।২-৩

হা বীর ! আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছিলাম এবং কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া আপনি যাহা পূর্বে জ্ঞান বোধ করেন নাই, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে ! হায় ! পূর্বে দর্পবশতঃ প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অতিরথ কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, আপনি স্বয়ং এবং অপর রাক্ষসগণও কেহই আমার কথায় গুরুত্ব দেন নেই, তাহারই ফলে এই দশা হইল । হায় শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিহত হওয়ায় ধার্ম্মিকগণের সেতু গত হইল, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম নষ্ট হইল, বলের সংগ্রহস্থল বিলুপ্ত হইল এবং অস্ত্রপ্রয়োগে যাহাদের হস্ত নিপুণ, সে বীরদিগের আশ্রয় বিনষ্ট হইল ।৪-৬

শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বীর ! আপনি নিপতিত হওয়ায় অদ্য আদিত্য ভূতলে পতিত, চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত ও হুতাশন নির্বাপিত হইল এবং সমস্ত উৎসাহ নিরর্থক হইল । হা রাক্ষসশার্দূল ! আপনি রণধূলিতে শয়ন করায় সম্প্রতি এই লোকসকল শক্তিহীন ও অসহায় হইতেছে । হায় ! ধৈর্য্য যাহার পত্র, হঠকারিতা যাহার পুষ্প, তপস্যা যাহার বাস এবং শৌর্য্য যাহার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অদ্য রণমধ্যে রামরূপ

পরাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চি-
নিঃশ্বাসধূমঃ স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ সংযতি রাক্ষসাগ্নি-
নির্বাপিতো রামপয়োধরেণ ॥১১
সিংহর্ক্ষলাঙ্গূলককুদ্বিষাণঃ
পরাভিজিদ্‌গন্ধনগন্ধবাহঃ।
রক্ষোবৃষশ্চাপলকর্ণচক্ষুঃ
ক্ষিতীশ্বরব্যাঘ্রহতোঽবসন্নঃ ॥১২
বদন্তং হেতুমদ্বাক্যং পরিদৃষ্টার্থনিশ্চয়ম্।
রামঃ শোকসমাবিষ্টমিত্যুবাচ বিভীষণম্ ॥১৩
নায়ং বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ।
অত্যুন্নতমহোৎসাহঃ পতিতোঽয়মশঙ্কিতঃ ॥১৪
নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে ॥১৫

যেন সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রাসিতা যুধি ধীমতা।
তস্মিন্ কালসমাযুক্তে ন কালঃ পরিশোচিতুম্ ॥১৬
নৈকান্তবিজয়ো যুদ্ধে ভূতপূর্বঃ কদাচন।
পরৈর্বা হন্যতে বীরঃ পরান্ বা হন্তি সংযুগে ॥১৭
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥১৮
তদেবং নিশ্চয়ং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমাস্থায় বিজ্বরঃ।
যদিহানন্তরং কার্য্যং কল্প্যং তদনুচিন্তয় ॥১৯
তমুক্তবাক্যং বিক্রান্তং রাজপুত্রং বিভীষণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতুর্হিতমনন্তরম্ ॥২০
যোঽয়ং বিমর্দেষ্ববিভগ্নপূর্বঃ
সুরৈঃ সমস্তৈরপি বাসবেন।
ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগ্নো
বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ ॥২১

বায়ুবেগে উন্মূলিত হইল। হায়! তেজ যাহার দণ্ড, আভিজাত্য যাহার মেরুদণ্ড, কোপ যাহার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যাহার হস্ত, সেই রাবণরূপ গন্ধহস্তী অদ্য রামরূপ সিংহ দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছে।৭-১০

হায়! পরাক্রম ও উৎসাহ যাহার বর্দ্ধিত অর্চ্চি (জ্বালা), নিশ্বাস যাহার ধূম এবং স্বীয় বল যাহার দাহিকাশক্তি,—সেই প্রতাপবান্ রাবণরূপ হুতাশন রামরূপ মেঘ দ্বারা নির্বাপিত হইয়াছেন।১১

হায়! রাক্ষসগণ যাহার লাঙ্গুল, ককুদ ও শৃঙ্গ এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ও উৎসাহশালী শত্রুবিজয়ী রাক্ষসরাজরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অবসন্ন হইয়াছে।১২

বিভীষণ শোকাকুলচিত্তে এইরূপ হেতুযুক্ত ও অর্থসঙ্গত বাক্যসকল বলিতেছে, এমন সময় রামচন্দ্র বলিলেন,—এই প্রচণ্ডপরাক্রম মহোৎসাহ রাক্ষসরাজ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া রণমধ্যে পতিত হয় নাই; যাহারা নিজ অভ্যুদয়ের আশায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করত এইরূপে সম্মুখরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে।১৩-১৫

যে ধীমান্ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে সন্ত্রাসিত করিয়াছে, কালের অধীন হইয়া তাহার এইরূপ বিনাশে শোক করা উচিত নহে। যুদ্ধে যে চিরকালই বিজয়লাভ হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই; বীরব্যক্তি কখন বা রণমধ্যে শত্রুকে নিহত করে এবং কখন বা নিজেও তাহার হস্তে নিহত হয়। প্রাচীনগণ সম্মুখসমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়সম্মতা গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; অতএব ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে, তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে।১৬-১৮

বিভীষণ! আমি যাহা বলিলাম, ইহাই স্থির জানিয়া ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সুস্থ হও, অতঃপর (প্রেতসংস্কারাদি) যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য, তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। রাজনন্দন পরমপরাক্রমী রামচন্দ্র এই কথা বলিলে শোকসন্তপ্ত বিভীষণ ভ্রাতার হিতকর এই কথা বলিল।১৯-২০

যিনি পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভগ্ন হন নাই, তিনি অদ্য মহাসাগরের

অনেন দত্তানি বনীপকেষু
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি
বৈরাণ্যমিত্রেষু চ যাপিতানি ॥২২
এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং
তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ ॥২৩

স তস্য বাক্যৈঃ করুণৈর্মহাত্মা
সম্বোধিতঃ সাধু বিভীষণেন।
আজ্ঞাপয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ
স্বর্গীয়মাধানমদীনসত্ত্বঃ ॥২৪
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

বেলাভূমির নিকটে যাইয়া ভগ্ন (শান্ত) হওয়ার ন্যায় আপনার নিকট রণমধ্যে ভগ্ন হইলেন। ইনি জীবিতাবস্থায় যাচকগণকে ধনদান, বিবিধ ভোগ্যের উপভোগ, ভৃত্যগণকে ভরণপোষণ, মিত্রগণকে ধনার্পণ এবং শত্রুগণকে বৈরনির্যাতন করিয়াছেন।২১-২২

ইনি অগ্নিহোত্রী ও মহাতপস্বী ছিলেন এবং বেদান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। যাগযজ্ঞাদি কার্য্যসকল-সম্পাদনে শ্রেষ্ঠ শূর—পরমকর্মঠ ছিলেন। এক্ষণে আপনার কৃপা অনুসারে ইহার প্রেতকার্য্য করিতে ইচ্ছা করি।২৩

বিভীষণ করুণস্বরে উত্তমরূপে এইরূপ বুঝাইলে উদারচেতা রাজনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের স্বর্গার্থ প্রেতকার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন।২৪

রাম বলিলেন,—বিভীষণ! মরণ পর্য্যন্তই শত্রুতা; পরন্তু অধুনা প্রয়োজন শেষ হওয়ায় ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইঁহার সৎকার কর।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণস্য স্ত্রীণাং বিলাপঃ।]

রাবণং নিহতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাত্মনা।
অন্তঃপুরাদ্ বিনিষ্পেতূ রাক্ষস্যঃ শোককর্শিতাঃ ॥১
বার্য্যমাণাঃ সুবহুশো বেষ্টন্ত্যঃ ক্ষিতিপাংশুষু।
বিমুক্তকেশ্যঃ শোকার্তা গাবো বৎসহতা যথা ॥২
উত্তরেণ বিনিষ্ক্রম্য দ্বারেণ সহ রাক্ষসৈঃ।
প্রবিশ্যায়োধনং ঘোরং বিচিন্বন্ত্যো হতং পতিম্ ॥৩
আর্য্যপুত্রেতি বাদিন্যো হা নাথেতি চ সর্বশঃ।
পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কাং মহীং শোণিতকর্দমাম্ ॥৪

দশাধিকশততম সর্গ

[রাবণের স্ত্রীগণের বিলাপ।]

মহাত্মা রামচন্দ্রকর্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছে শুনিয়া শোকবিহ্বল রাক্ষসীগণ অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইল।১

তাহারা বারংবার নিবারিত হইয়াও বিবৎসা গাভীর ন্যায় শোকপীড়িত হইয়া মুক্তকেশে রণধূলিতে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাক্ষসরমণীগণ রাক্ষসগণের সহিত উত্তর দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ভয়ঙ্কর রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক নিহত পতিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। 'হা নাথ, হা আর্য্যপুত্র' এই বলিতে বলিতে কবন্ধসঙ্কুলা ও

তা বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাঃ।
করিণ্য ইব নর্দন্ত্যঃ করেণ্বো হতযূথপাঃ ॥৫
দদৃশুস্তা মহাকায়ং মহাবীর্য্যং মহাদ্যুতিম্।
রাবণং নিহতং ভূমৌ নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥৬
তাঃ পতিং সহসা দৃষ্ট্বা শয়ানং রণপাংশুষু।
নিপেতুস্তস্য গাত্রেষু ছিন্না বনলতা ইব ॥৭
বহুমানাৎ পরিষ্বজ্য কাচিদেনং রুরোদ হ।
চরণৌ কাচিদালম্ব্য কাচিৎ কণ্ঠেঽবলম্ব্য চ ॥৮
উৎক্ষিপ্য চ ভুজৌ কাচিদ্ভূমৌ সুপরিবর্ত্ততে।
হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ ॥৯
কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী।
স্নাপয়ন্তী মুখং বাষ্পৈস্তুষারৈরিব পঙ্কজম্ ॥১০
এবমার্তাঃ পতিং দৃষ্ট্বা রাবণং নিহতং ভুবি।
চুক্রুশুর্বহুধা শোকাদ্ভূয়স্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥১১
যেন বিত্রাসিতঃ শক্রো যেন বিত্রাসিতো যমঃ।
যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেণ বিয়োজিতঃ ॥১২
গন্ধর্বাণামৃষীণাঞ্চ সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ভয়ং যেন রণে দত্তং সোঽয়ং শেতে রণে হতঃ ॥১৩
অসুরেভ্যঃ সুরেভ্যো বা পন্নগেভ্যোঽপি বা তথা।
ভয়ং যো ন বিজানাতি তস্যেদং মানুষাদ্ভয়ম্ ॥১৪
অবধ্যো দেবতানাং যস্তথা দানব-রক্ষসাম্।
হতঃ সোঽয়ং রণে শেতে মানুষেণ পদাতিনা ॥১৫
যো ন শক্যঃ সুরৈর্হন্তুং ন যক্ষৈর্নাসুরৈস্তথা।
সোঽয়ং কশ্চিদিবাসত্ত্বো মৃত্যুং মর্ত্যেন লম্ভিতঃ ॥১৬
এবং বদন্ত্যো রুরুদুস্তস্য তা দুঃখিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভূয় এব চ দুঃখার্তা বিলেপুশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৭
অশৃণ্বতা তু সুহৃদাং সততং হিতবাদিনাম্।
মরণায়াহৃতা সীতা রাক্ষসাশ্চ নিপাতিতাঃ ॥
এতাঃ সমমিদানীং তে বয়মাত্মা চ পাতিতঃ ॥১৮
ব্রুবাণোঽপি হিতং বাক্যমিষ্টো ভ্রাতা বিভীষণঃ।
দৃষ্টং পরুষিতো মোহাত্ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষিণা ॥১৯

শোণিতে পঙ্কিল রণভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহারা স্বামীশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুলনেত্রে যূথপতি-বিরহিত করিণীগণের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নীলকজ্জলসমূহের ন্যায় মহাকায়, মহাশক্তিশালী ও মহাতেজস্বী পতিকে ভূপতিত দেখিতে পাইল।২-৬

রণস্থলে ধূলিশয্যায় শয়ান পতিকে সহসা দর্শন করত রাক্ষসকামিনীগণ ছিন্নবনলতার ন্যায় রাক্ষসরাজের গাত্রোপরি পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ তাহাকে অতিশয় আদরের সহিত আলিঙ্গন, কেহ চরণযুগল ধারণ, কেহ বা কণ্ঠস্থল অবলম্বন করত রোদন করিতে লাগিল। কেহ বাহুযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কেহ বা মৃতপতির বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইল।৭-৯

কোন রমণী তদীয় মস্তক ক্রোড়ে করিয়া মুখ দেখিতে দেখিতে তুষারপ্লাবিত পদ্মের ন্যায় অশ্রুধারায় স্বীয় মুখ প্লাবিত করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা নিহত পতিকে ভূতলে পতিত দর্শনপূর্বক শোকপীড়িত হইয়া বহুপ্রকারে পুনরায় বিলাপ করিতে লাগিল।১০-১১

হায়! যিনি ইন্দ্র ও যমকে ভীতিপ্রদর্শন এবং বিশ্রবানন্দন মহারাজ কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন, দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণকে রণমধ্যে ভয়ব্যাকুল করিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য নিহত হইয়া শায়িত আছেন।১২-১৩

হায়! যিনি দেব, দানব ও সর্পগণের নিকট হইতেও ভীত হন নাই, তিনি আজ মানুষের নিকট ভীত হইলেন। হায়! ইনি—দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়াও আজ একজন সামান্য পাদচারী মনুষ্য হস্তে নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। হায়! দেবতা, অসুর অথবা যক্ষগণও যাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি একজন সামান্য মানব হস্তে নিতান্ত হীনবীর্য্যের ন্যায় নিহত হইলেন।১৪-১৬

তাহারা এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। তৎপরে পুনর্ব্বার

যদি নির্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী।
ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোরমিদং মূলহরং মহৎ ॥২০
বৃত্তকামো ভবেদ্ ভ্রাতা রামো মিত্রকুলং ভবেৎ।
বয়ং চাবিধবাঃ সর্বাঃ সকামা ন চ শত্রবঃ ॥২১
ত্বয়া পুনর্নৃশংসেন সীতাং সংরুন্ধতা বলাৎ।
রাক্ষসা বয়মাত্মা চ ত্রয়ং তুল্যং নিপাতিতম্ ॥২২
ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।
দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হন্যতে ॥২৩
বানরাণাং বিনাশোঽয়ং রাক্ষসানাঞ্চ তে রণে।
তব চৈব মহাবাহো দৈবযোগাদুপাগতঃ ॥২৪
নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া।
শক্যা দৈবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমুদ্যতা ॥২৫
বিলেপুরেবং দীনাস্তা রাক্ষসাধিপযোষিতঃ।
কুরর্য্য ইব দুঃখার্তা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দুঃখার্তচিত্তে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল,—হায়! তুমি নিয়ত হিতবাদী সুহৃদ্‌গণের কথা না শুনিয়া আপনার মৃত্যুর জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে এবং রাক্ষসগণকে সবংশে নিধন করিলে আর নিজেকে রণভূমিতে ও আমাদিগকে দুঃখসাগরে পাতিত করিলে। হায়! শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমার হিতার্থে কত কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু তুমি মোহপ্রযুক্ত আপনার মৃত্যুবাসনায় তাঁহাকে কঠোর বাক্য বলিয়াছিলে; তাহার ফলও সম্প্রতি দেখা যাইতেছে। হায়! যদি তুমি তাঁহার কথামত জনকনন্দিনী সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আমাদের এই ভয়ঙ্কর মূলসহিত বিনাশরূপ বিপৎপাত ঘটিত না।১৭-২০

হায়! সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলে বিভীষণ, রাম ও তোমার মিত্রকুল পূর্ণকাম হইতেন এবং আমাদিগকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে অথবা তোমার শত্রুগণকে আনন্দলাভ করিতে হইত না। পরন্তু তুমি নৃশংসের ন্যায় বলপূর্ব্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া এককালে আপনাকে আমাদিগকে এবং রাক্ষসগণকেও নিপাতিত করিলে। অথবা হে রাক্ষসপুঙ্গব! তোমার স্বেচ্ছাচারই আমাদের বিনাশের কারণ—তাহা নহে, দৈবই সকল অনর্থ ঘটাইয়া দেয়। দৈবকর্তৃক নিহত হইয়াই সকলে বিনষ্ট হয়।২১-২৩

(অধুনা রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্র হইয়া তোমাকে বধ করিলেন।) হে মহাবাহো! দৈববশতঃই রণমধ্যে তোমার, বানরবৃন্দের এবং রাক্ষসগণের মৃত্যু হইয়াছে। দৈবগতি যখন ফলোন্মুখী হয় অর্থাৎ সংসারে ফল দিবার জন্য উন্মুখ দৈবের বিধান, তখন অর্থ, কাম, বিক্রম অথবা আদেশ ইহাদের কেহই তাহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সেই রাক্ষসরাজরমণীগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া দীনভাবে ও বাষ্পাকুললোচনে কুররীকুলের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল।২৪-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

একদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[মন্দোদর্য্যা বিলাপঃ, রাবণস্য শবদাহসংস্কারশ্চ ।]

তাসাং বিলপমানানাং তদা রাক্ষসযোষিতাম্ ।
জ্যেষ্ঠপত্নী প্রিয়া দীনা ভর্তারং সমুদৈক্ষত ॥১

দশগ্রীবং হতং দৃষ্ট্বা রামেণাচিন্ত্যকর্মণা ।
পতিং মন্দোদরী তত্র কৃপণা পর্য্যদেবয়ৎ ॥২

নন্বু নাম মহাবাহো তব বৈশ্রবণানুজ ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং ত্রস্যত্যপি পুরন্দরঃ ॥৩

ঋষয়শ্চ মহান্তোঽপি গন্ধর্বাশ্চ যশস্বিনঃ ।
নন্বু নাম তবোদ্বেগাচ্চারণাশ্চ দিশো গতাঃ ॥৪

স ত্বং মানুষমাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জিতঃ ।
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৫

কথং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য শ্রিয়া বীর্য্যেণ চান্বিতম্ ।
অবিষহ্যং জঘান ত্বাং মানুষো বনগোচরঃ ॥৬

মানুষাণামবিষয়ে চরতঃ কামরূপিণঃ ।
বিনাশস্তব রামেণ সংযুগে নোপপদ্যতে ॥৭

ন চৈতৎ কর্ম রামস্য শ্রদ্দধামি চমূমুখে ।
সর্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্ষণম্ ॥৮

অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ ।
মায়াং তব বিনাশায় বিধায়াপ্রতিতর্কিতাম্ ॥৯

অথবা বাসবেন ত্বং ধর্ষিতোঽসি মহাবল ।
বাসবস্য তু কা শক্তিস্ত্বাং দ্রষ্টুমপি সংযুগে ॥১০

মহাবলং মহাবীর্য্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্ ।
ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১১

একদশাধিকশততম সর্গ

[মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণের দাহসংস্কার ।]

বিলাপকারিণী সেই রাক্ষসরমণীগণের মধ্যে রাবণের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠপত্নী দীনা মন্দোদরী স্বামীকে দেখিতে পাইল। দশগ্রীব অচিন্ত্যকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত হইয়াছে দেখিয়া মন্দোদরী দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল ।১-২

হে মহাবাহো ধনদানুজ রাক্ষসেশ্বর ! পূর্ব্বে তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সম্মুখে দেবরাজ পুরন্দরও অবস্থান করিতে শঙ্কিত হইতেন এবং মহর্ষি ও যশস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার ভয়ে দিগন্তে পলায়ন করিতেন ; এক্ষণে সেই তুমিই সামান্য মানুষ রামের হস্তে সম্মুখরণে পরাজিত হইলে, ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে কি ? তুমি বল—ইহা কি ? ৩-৫

হায় ! তুমি বীর্য্যবলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া মহতী সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে একজন বনবাসী মানুষ তোমাকে বিনাশ করিল—ইহা নিতান্ত অসহ্য ।৬

তুমি ইচ্ছানুসারে বহুবিধরূপ ধারণপূর্ব্বক মানুষগণের অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচরণ করিতে, সুতরাং রামহস্তে তোমার মৃত্যু কোনরূপেই সম্ভবপর ছিল না। তুমি সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করিতে, সেইজন্য এক্ষণে রণমধ্যে তোমার এই মৃত্যু রামের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। বোধহয়, অতর্কিতে যম স্বয়ংই মায়াবলে রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। কিংবা হা মহাবল! ইন্দ্র আসিয়া কি তোমাকে প্রচ্ছন্নরূপে বধ করিলেন ? অথবা তাই বা কিরূপে সম্ভব ? তুমি দেবতাদিগের প্রবল শত্রু ও অতি তেজস্বী, রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারই শক্তি নাই। আমার নিশ্চয়ই বোধ

অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।।১২
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১৩
সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্বানরত্বমুপাগতৈঃ।
সর্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমাঁল্লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৪
স রাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্।
ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া ॥১৫
স্মরদ্ভিরিব তদ্ বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ।
যদৈব হি জনস্থানে রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥১৬
খরস্তু নিহতো ভ্রাতা তদা রামো ন মানুষঃ।
যদৈব নগরীং লঙ্কাং দুষ্প্রবেশাং সুরৈরপি ॥১৭
প্রবিষ্টো হনুমান্ বীর্য্যাত্তদৈব ব্যথিতা বয়ম্।
ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া ॥১৮
উচ্যমানো ন গৃহ্ণাসি তস্যেয়ং ব্যুষ্টিরাগতা।
অকস্মাচ্চাভিকামোঽসি সীতাং রাক্ষসপুঙ্গব ॥১৯
ঐশ্বর্য্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ।
অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে ॥২০
সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্।
বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম্ ॥২১
সীতাং সর্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্।
আনয়িত্বা তু তাং দীনাং ছদ্মনাত্মস্বদূষণম্ ॥২২
অপ্রাপ্য তং চৈব কামং মৈথিলীসঙ্গমে কৃতম্।
পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো ॥২৩
তদৈব যন্ন দগ্ধস্ত্বং ধর্ষয়ংস্তনুমধ্যমাম্।
দেবা বিভ্যতি তে সর্বে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥২৪
অবশ্যমেব লভতে ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
ভর্তঃ পর্য্যাগতে কালে কর্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥২৫

হইতেছে, রাম সামান্য মানুষ নহে। তিনি মহাযোগী, জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন, মহান্ হইতে অতি মহান্, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমপুরুষ, সনাতন এবং পরমাত্মা হইবেন। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, তাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত; সেই অক্ষয়, অমেয়, অজয়, সত্যপরাক্রম সর্বলোকেশ্বর, শ্রীমান্ মহাতেজস্বী লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোকসকলের হিতকামনায় মানুষরূপ ধারণপূর্ব্বক বানররূপী দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস-পরিবারের সহিত মহাবল, মহাপরাক্রমী, ভয়াবহ ও দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তপস্যাকালে তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পশ্চাৎ ত্রিলোক জয় করিয়াছিলে।৭-১৫

বোধহয়,—ইন্দ্রিয়গণ সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়াই এক্ষণে তোমাকে পরাজিত করিয়াছে। হায়! যখন জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর অসংখ্য রাক্ষসগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম—রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। সুরগণের দুষ্প্রবেশ্য এই লঙ্কানগরীতে হনুমান্ যখন বীর্য্যবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখনই আমরা ব্যথিত হইয়া বার বার বলিয়াছিলাম—রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই, তাহারই ফল অদ্য ফলিয়াছে! হা রাক্ষসপুঙ্গব! বোধ হয়, ঐশ্বর্য্য, স্বীয় দেহ এবং স্বজনগণকে বিনাশের নিমিত্তই তুমি অকস্মাৎ বৈদেহীকে অভিলাষ করিয়াছিলে। হা দুর্ম্মতে! সীতাদেবী অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষাও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তিনি পৃথিবীর পৃথিবী, সৌন্দর্য্যগুণে লক্ষ্মীর লক্ষ্মীস্বরূপা। পতিপরায়ণা সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাদেবীকে তিরস্কার করিয়া অর্থাৎ বিজন কানন হইতে ছলে-বলে আনয়ন করিয়া তুমি অনুচিত কার্য্য করিয়াছ। হা প্রভো! তুমি সীতা সহবাসে অভিলাষী হইয়াছিলে বটে; কিন্তু তাহা তোমার ভাগ্যে ঘটিল না, প্রত্যুত তাহার তপস্যানলেই দগ্ধ হইলে।১৬-২৩

তুমি যে সেই কৃশাঙ্গী জানকীকে হরণ করিবার সময় দগ্ধ হও নাই, তাহার কারণ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে ভয় করিয়া চলেন। প্রাণবল্লভ! পাপকারী লোক সময় হইলে পাপের ফল প্রাপ্ত হয়;

শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ॥২৬
সন্ত্যন্যাঃ প্রমদাস্তভ্যং রূপেণাভ্যধিকাস্ততঃ।
অনঙ্গবশমাপন্নস্ত্বং তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥২৭
ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী।
ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥২৮
সর্বদা সর্বভূতানাং নাস্তি মৃত্যুরলক্ষণঃ।
তব তদ্বদয়ং মৃত্যুর্মৈথিলীকৃতলক্ষণঃ ॥২৯
সীতানিমিত্তজো মৃত্যুস্ত্বয়া দূরাদুপাহৃতঃ।
মৈথিলী সহ রামেণ বিশোকা বিহরিষ্যতি ॥৩০
অল্পপুণ্যা ত্বহং ঘোরে পতিতা শোকসাগরে।
কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ॥৩১
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া
বিমানেনানুরূপেণ যা যাম্যতুলয়া শ্রিয়া ॥৩২
পশ্যন্তী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংশ্চিত্রস্রগম্বরা।
ভ্রংশিতা কামভোগেভ্যঃ সাস্মি বীর বধাত্তব ॥৩৩
সৈবান্যেবাস্মি সংবৃত্তা ধিগ্ রাজ্ঞাং চঞ্চলাং শ্রিয়ম্।
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বক্ সমুন্নসম্ ॥৩৪
কান্তিশ্রীদ্যুতিভিস্তুল্যমিন্দুপদ্মদিবাকরৈঃ।
কিরীটকূটোজ্জ্বলিতং তাম্রাস্যং দীপ্তকুণ্ডলম্ ॥৩৫
মদব্যাকুললোলাক্ষং ভূত্বা যৎ পানভূমিষু।
বিবিধস্রগ্ধরং চারু বল্গুস্মিতকথং শুভম্ ॥৩৬
তদেবাদ্য তবৈবং হি বক্তুং ন ভ্রাজতে প্রভো।
রামসায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ ॥৩৭
বিশীর্ণমেদোমস্তিষ্কং রূক্ষং স্যন্দনরেণুভিঃ।
হা পশ্চিমা মে সম্প্রাপ্তা দশা বৈধব্যদায়িনী ॥৩৮
যা ময়াসীন্ন সংবুদ্ধা কদাচিদপি মন্দয়া।
পিতা দানবরাজো মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩৯

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা সৎকর্ম্ম করে তাহারা শুভফল এবং যাহারা পাপকর্ম্ম করে, তাহারা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়; এই কারণে বিভীষণ সুখী হইল এবং তুমি এইরূপ দুঃখে পতিত হইলে।২৪-২৬

তোমার সীতা অপেক্ষা রূপবতী আরও অনেক রমণী ছিল, কিন্তু তুমি কামপরবশ হইয়া মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পার নাই। রূপ, কুল বা দাক্ষিণ্যাদি গুণ বিষয়ে মৈথিলা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক্ আমার তুল্য হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পার নাই।২৭-২৮

সীতা হরণই তোমার মৃত্যুর কারণ; যেহেতু, বিনা কারণে কোন প্রাণীই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি স্বয়ংই সীতার নিমিত্ত মৃত্যুকে দূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলে। এক্ষণে মৈথিলী শোকহীনা হইয়া রামের সহিত বিহার করিবে, আমি অভাগ্যবতী, তাই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বীর! আমি,— বিচিত্র মাল্য, বসন ও পরিধানে অতুল্য শোভায় শোভিত হইয়া অনুরূপ বিমানে আরোহণ করত বিবিধ দেশ দর্শন করিতে করিতে সুমেরু, কৈলাস, মন্দর, চৈত্ররথবন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে গমন করিয়া তোমার সহিত বিহার করিতাম; এক্ষণে আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও তোমার অভাবে সমুদয় কামভোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।২৯-৩৩

সেই মন্দোদরী আমি এক্ষণে সামান্য রমণীর ন্যায় হইলাম, চঞ্চল রাজলক্ষ্মীকে ধিক্! হা রাজন্! কিরীটসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত ও দীপ্ত কুণ্ডলশোভিত তাম্রবর্ণ তোমার বদন—কান্তিতে চন্দ্র, উজ্জ্বলতায় সূর্য্য এবং সৌন্দর্য্যে পদ্মের তুল্য। মদিরা পানকালে মদে আরক্ত ও চঞ্চল নয়ন অতিশয় শোভা ধারণ করিত, তোমার সেই সুন্দর বদনের হাস্য ও বাক্য অতি মধুর ছিল। এক্ষণে তোমার সেই সুন্দর মুখ রামবাণে ভগ্ন হইয়া শোণিতধারায় রক্তাক্ত ও রথের ধূলিতে ধূসর হইয়া অতিশয় হতশ্রী হইয়াছে। মেদ মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। হায়! মন্দভাগিনী আমি পূর্বে কখনও যাহা মনেও ভাবি নাই, এক্ষণে আমার সেই বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল। হায়! দানবরাজ আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর

পুত্রো মে শক্রনির্জেতা ইত্যহং গর্বিতা ভৃশম্।
দৃপ্তারিমথনাঃ ক্রূরাঃ প্রখ্যাতবলপৌরুষাঃ ॥৪০
অকুতশ্চিদ্ভয়া নাথা মমেত্যাসীন্মতির্ধ্রুবা।
তেষামেবম্প্রভাবাণাং যুষ্মাকং রাক্ষসর্ষভাঃ ॥৪১
কথং ভয়মসম্বুদ্ধং মানুষাদিদমাগতম্।
স্নিগ্ধেন্দ্রনীলনীলং তু প্রাংশুশৈলোপমং মহৎ ॥৪২
কেয়ূরাঙ্গদবৈদূর্য্যমুক্তাহারস্রগুজ্জ্বলম্।
কান্তং বিহারেষ্বধিকং দীপ্তং সংগ্রামভূমিষু ॥৪৩
ভাত্যাভরণভাভির্যদ্ বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ।
তদেবাদ্য শরীরং তে তীক্ষ্ণৈর্নৈকশরৈশ্চিতম্ ॥৪৪
পুনর্দুর্লভসংস্পর্শং পরিষ্বক্তুং ন শক্যতে।
শ্বাবিধঃ শললৈর্যদ্বল্লগ্নৈর্বাণৈর্নিরন্তরম্ ॥৪৫
স্বর্পিতৈর্মর্মসু ভৃশং সংছিন্নস্নায়ুবন্ধনম্।
ক্ষিতৌ নিপতিতং রাজন্ শ্যামং বৈ রুধিরচ্ছবি ॥৪৬
বজ্রপ্রহারাভিহতো বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ।
হা স্বপ্নঃ সত্যমেবেদং ত্বং রামেণ কথং হতঃ ॥৪৭
ত্বং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ।
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং ত্রৈলোক্যোদ্বেগদং মহৎ ॥৪৮
জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শঙ্করস্য চ।
দৃপ্তানাং নিগ্রহীতারমাবিষ্কৃতপরাক্রমম্ ॥৪৯
লোকক্ষোভয়িতারঞ্চ সাধুভূতবিদারণম্।
ওজসা দৃপ্তবাক্যানাং বক্তারং রিপুসন্নিধৌ ॥৫০
স্বযূথভৃত্যগোপ্তারং হন্তারং ভীমকর্মণাম্।
হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং যক্ষাণাঞ্চ সহস্রশঃ ॥৫১
নিবাতকবচানাং তু নিগ্রহীতারমাহবে।
নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং ত্রাতারং স্বজনস্য চ ॥৫২
ধর্মব্যবস্থাভেত্তারং মায়াস্রষ্টারমাহবে।
দেবাসুর-নৃ-কন্যানামাহর্তারং ততস্ততঃ ॥৫৩

আমার ভর্ত্তা এবং সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র—আমি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতাম। হায়! পৌরুষ ও বলবীর্য্যে বিখ্যাত ক্রূরস্বভাব অকুতোভয় বীরগণ আমাকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া আমার মহতী আশা ছিল; কিন্তু হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ! তাদৃশ প্রতাপশালী হইয়া তোমাদের এরূপ মানুষ হইতে ভয় কি প্রকারে উপস্থিত হইল? হা নাথ! স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, মহাশৈলের ন্যায় উন্নত, কেয়ূর অঙ্গদ, বৈদূর্য্য, মুক্তাহার ও পুষ্পমালা দ্বারা সমুজ্জ্বল, বিহার সময়ে সমধিক কমনীয় এবং রণভূমিতে প্রদীপ্ত তোমার সেই শরীর বহুবিধ আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া সৌদামিনী শোভিত মেঘসদৃশ শোভা পাইত; পরন্তু এই শরীর পরে আমার দুর্লভ হইলেও তীক্ষ্ণ শরসমূহে আচ্ছন্ন বলিয়া এক্ষণে আর আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। তোমার সর্ব্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ হইয়া শল্যকের (শাজারুর) কণ্টকাকীর্ণ গাত্রবৎ শোভা পাইতেছে।৩৪-৪৫

বাণে মর্ম্মস্থল আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। হা রাজন্! তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর রুধির পরিপ্লুত হওয়ায় বজ্রপ্রহারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হায়! সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে; কারণ, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ হইয়া কি প্রকারে রাম হস্তে নিহত হইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইলে? হায়! যিনি ত্রৈলোক্যের নিখিল ধনরত্ন ভোগ করিতেন এবং নিখিল ত্রৈলোক্যবাসীকে উদ্বিগ্ন করিতেন, যিনি লোকপালগণকে জয় করিয়াছেন, এমন কি শঙ্করও যাঁহাকে দেখিলে ভয়ে চকিত হইয়া উঠিতেন, গর্ব্বিত ব্যক্তিগণ যাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইত, যিনি সর্ব্বত্রই বিক্রম প্রকাশ করিতেন।৪৬-৪৯

সাধুগণকে বলে পরাজয় করিতেন, সকল লোককে ক্ষুব্ধ করিতেন, স্বীয় তেজে শত্রুসমক্ষে গর্ব্বিত বাক্য বলিতেন, ভীমকর্ম্মা বিপক্ষগণকে বধ করিয়া আত্মীয়গণকে রক্ষা করিতেন এবং সহস্র সহস্র যক্ষ দানবেন্দ্রদিগকে বধ করিতেন।৫০-৫১

তিনি যুদ্ধে নিবাত কবচদিগকে নিগ্রহ করিয়াছেন; বহুবিধ যজ্ঞভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বজনবর্গকে রক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা করিয়া

শত্রুস্ত্রীশোকদাতারং নেতারং স্বজনস্য চ।
লঙ্কাদ্বীপস্য গোপ্তারং কর্তারং ভীমকর্মণাম্ ॥৫৪
অস্মাকং কামভোগানাং দাতারং রথিনাং বরম্।
এবম্প্রভাবং ভর্তারং দৃষ্ট্বা রামেণ পাতিতম্ ॥৫৫
স্থিরাস্মি যা দেহমিমং ধারয়ামি হতপ্রিয়া।
শয়নেষু মহার্হেষু শয়িত্বা রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৫৬
ইহ কস্মাৎ প্রসুপ্তোঽসি ধরণ্যাং রেণুগুণ্ঠিতঃ।
যদা মে তনয়ঃ শস্তো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্ যুধি ॥৫৭
তদা ত্বভিহতা তীব্রমদ্য ত্বস্মিন্ নিপাতিতা।
সাহং বন্ধুজনৈর্হীনা হীনা নাথেন চ ত্বয়া ॥৫৮
বিহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রপন্নো দীর্ঘমধ্বানং রাজন্নদ্য সুদুর্গমম্ ॥৫৯
নয় মামপি দুঃখার্তাং ন বর্তিষ্যে ত্বয়া বিনা।
কস্মাত্ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গন্তুমিচ্ছসি ॥৬০
দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্ ॥৬১
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো।
পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্ ॥৬২
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি।
অয়ং ক্রীড়াসহায়স্তেঽনাথো লালপ্যতে জনঃ ॥৬৩
ন চৈনমাশ্বাসয়সি কিং বা ন বহুমন্যসে।
যাস্ত্বয়া বিধবা রাজন্ কৃতা নৈকাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥৬৪
পতিব্রতা ধর্মরতা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ।
তাভিঃ শোকাভিতপ্তাভিঃ শপ্তঃ পরবশং গতঃ ॥৬৫

দিতেন; রণস্থলে যিনি মায়া নির্ম্মাণ করিতেন; দেব, দৈত্য ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যেখানে ভাল সুন্দরী কন্যা পাইতেন, তাহাকে হরণ করিয়া আনিতেন, শত্রুস্ত্রীদিগকে শোকার্ত্ত করিতেন, দলপতি হইয়া ভয়ানক কার্য্যসকল করিতেন এবং সযত্নে এই লঙ্কা পুরী রক্ষা করিতেন।৫২-৫৪

আমাদিগকে যিনি কামভোগ প্রদান করিতেন, এতাদৃশ প্রভাবশালী সেই রথিপ্রবর ভর্ত্তাকে রামহস্তে নিহত দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি। আহা, আমার প্রাণ কি কঠিন। হা রাক্ষসেশ্বর! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে এক্ষণে ধূলায় ধূসরিত হইয়া ভূতলে কি প্রকারে নিদ্রা যাইতেছ? হায়! যখন কুমার ইন্দ্রজিৎ রণমধ্যে লক্ষ্মণহস্তে নিহত হইয়াছিল, তখনই আমি তীব্র আঘাত পাইয়াছি, এক্ষণে আবার তোমার নিধনে একেবারে নিহত হইলাম। হায়! আমি সেইরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়াও একেবারে এক্ষণে বন্ধুজন ও তোমার অভাবে কামভোগ বঞ্চিত হইয়া অনাথার ন্যায় অনন্ত বৎসরকাল শোক করিতে থাকিব। হা রাজন্! তুমি অতি দুর্গম ও দীর্ঘ দূরপথে যাইতেছ, অতএব এই দুঃখিনীকেও সঙ্গে লও, আমি তোমা বিনা জীবিত থাকিতে চাই না। তোমার বিরহে আমি কাতর হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও, সম্ভাষণ না করিয়াই কি নিমিত্ত আমাকে এ স্থানে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে অভিলাষী হইয়াছ? প্রভো! আমি অবগুণ্ঠন খুলিয়া নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া পদদ্বারাই এ স্থানে আসিয়াছি দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? হা রমণীবল্লভ! এই দেখ, তোমার রমণীগণ লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে আগমন করিয়াছে, ইহাতেও তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না কেন? এই দেখ, তোমার ক্রীড়াসহচরী রমণীগণ অনাথ হইয়া বারংবার বিলাপ করিতেছে।৫৫-৬৩

কিন্তু তুমি ইহাদিগকে আদর করা দূরে থাকুক, আশ্বাসপ্রদানও করিতেছ না। হা রাজন্! তুমি গুরুসেবাপরায়ণা ধর্ম্মচারিণী কত পতিব্রতা কুলকামিনীকে বিধবা করিয়াছ; তাহার ইয়ত্তা নাই; আমার বোধ হয়,—শোকসন্তপ্তা সেই বিধবাদিগের অভিসম্পাতেই এইরূপ শত্রুহস্তে নিহত হইলে। হা নাথ! নিশ্চয় তাহাদের অভিসম্পাতের ফল অদ্য ফলিয়াছে। হা নাথ! 'বিনা কারণে পতিব্রতাগণের অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয় না' এইরূপ যে প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে,

ত্বয়া বিপ্রকৃতাভিশ্চ তদা শপ্তস্তদাগতম্ ।
প্রবাদঃ সত্যমেবায়ং ত্বাং প্রতি প্রায়শো নৃপ ॥৬৬
পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রূণি ভূতলে ।
কথঞ্চ নাম তে রাজন্ লোকানাক্রম্য তেজসা ॥৬৭
নারীচৌর্য্যমিদং ক্ষুদ্রং কৃতং শৌণ্ডীর্য্যমানিনা ।
অপনীয়াশ্রমাদ্ রামং যন্মৃগচ্ছদ্মনা ত্বয়া ॥৬৮
আনীতা রামপত্নী সা অপনীয় চ লক্ষ্মণম্ ।
কাতর্য্যঞ্চ ন তে যুদ্ধে কদাচিৎ সংস্মরাম্যহম্ ॥৬৯
তত্তু ভাগ্যবিপর্য্যাসান্নূনং তে পকলক্ষণম্ ।
অতীতানাগতার্থজ্ঞো বর্তমানবিচক্ষণঃ ॥৭০
মৈথিলীমাহৃতাং দৃষ্ট্বা ধ্যাত্বা নিঃশ্বস্য চায়তম্ ।
সত্যবাক্ স মহাবাহো দেবরো মে যদব্রবীৎ ॥৭১
অয়ং রাক্ষসমুখ্যানাং বিনাশঃ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
কামক্রোধসমুত্থেন ব্যসনেন প্রসঙ্গিনা ॥৭২

নিবৃত্তস্ত্বৎকৃতেনার্থঃ সোঽয়ং মূলহরো মহান্ ।
ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্ ॥৭৩
ন হি ত্বং শোচিতব্যো মে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ ।
স্ত্রীস্বভাবত্তু মে বুদ্ধিঃ কারুণ্যে পরিবর্ততে ॥৭৪
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ত্বং গৃহীত্বা স্বাং গতিং গতঃ ।
আত্মানমনুশোচামি ত্বদ্বিনাশেন দুঃখিতাম্ ॥৭৫
সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া ।
ভ্রাতৃণাঞ্চৈব কার্ৎস্ন্যেন হিতমুক্তং দশানন ॥৭৬
হেত্বর্থযুক্তং বিধিবচ্ছ্রেয়স্করমদারুণম্ ।
বিভীষণেনাভিহিতং ন কৃতং হেতুমত্ত্বয়া ॥৭৭
মারীচ-কুম্ভকর্ণাভ্যাং বাক্যং মম পিতুস্তথা ।
ন কৃতং বীর্য্যমত্তেন তস্যেদং ফলমীদৃশম্ ॥৭৮
নীলজীমূতসঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ ।
স্বগাত্রাণি বিনিক্ষিপ্য কিং শেষে রুধিরাবৃতঃ ॥৭৯

তোমার উপরে অদ্য তাহা সত্য হইল। হা রাজন্! চিরকাল আপনাকে বীর বলিয়া মানিতে এবং তেজোবলে ত্রিভুবনকেও আক্রমণ করিয়াছিলে, তবে তোমার এইরূপ নারীহরণরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল কেন? তুমি যে মায়ামৃগের সাহায্যে রামকে এবং মায়াবাক্যে লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে সরাইয়া রামরমণী জানকীকে হরণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। যুদ্ধে তুমি কাতর হইয়াছ, ইহা কখনও আমার স্মরণ হয় নাই। বোধ হয়, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সীতাহরণরূপ কার্য্যে কাতরতাপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। ইহা তোমার বিনাশের লক্ষণ; কারণ, তুমি যে পূর্ব্বে আর কোন যুদ্ধে এতাদৃশ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলে, আমার এরূপ মনে হয় না। হা মহাবাহো! অতীত ও ভবিষ্যৎকালের অভিজ্ঞ, বর্ত্তমানে কার্য্যনিপুণ, পরিণামদর্শী, এবং সত্যবাদী আমার দেবর বিভীষণ জানকীকে হরণ করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ চিন্তা ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়াছিল।৬৬-৭১

প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের বিনাশকাল উপস্থিত; এক্ষণে তাহাই ঘটিল। তোমার কাম ও ক্রোধজনিত ব্যসনে আমাদের সকল ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইল এবং সমূলে উচ্ছেদকর সেই বিষম অনর্থ ঘটিল। তুমি এই রাক্ষসকুল অনাথ করিলে।৭২-৭৩

তুমি বল ও পৌরুষে ত্রিভুবন মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত ছিলে, সেইহেতু তোমার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু স্ত্রীস্বভাববশতঃ আমার বুদ্ধি শোকে অভিভূত হইতেছে। তুমি আপনার পাপ-পুণ্য লইয়া আপনার গতি প্রাপ্ত হইলে; আমি এক্ষণে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া শোক করিতে থাকি। হা দশানন! মারীচ প্রভৃতি হিতৈষী সুহৃদ্বর্গ ও ভ্রাতৃগণ তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের নিমিত্ত অনেক হিত কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই। বিভীষণ যুক্তিযুক্ত, অর্থপূর্ণ ও নীতিসঙ্গত যে মঙ্গলজনক সুমধুর বাক্য বলিয়াছিল এবং মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতা যে উপদেশ দিয়াছিল, তুমি নিজ বীর্য্যমত্ততাবশতঃ তাহা গ্রাহ্য কর নাই বলিয়াই এক্ষণে এইরূপ ফললাভ

প্রসুপ্ত ইব শোকার্ত্তাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
মহাবীর্য্যস্য দক্ষস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ ॥৮০
যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে ॥৮১
অদ্য বৈ নির্ভয়া লঙ্কা প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
যেন সূদয়সে শত্রূন্ সমরে সূর্য্যবর্চসা ॥৮২
বজ্রং বজ্রধরস্যেব সোঽয়ং তে সততার্চিতঃ।
রণে বহুপ্রহরণো হেমজালপরিষ্কৃতঃ ॥৮৩
পরিঘো ব্যবকীর্ণস্তে বাণৈশ্ছিন্নঃ সহস্রধা।
প্রিয়ামিবোপসংগৃহ্য কিং শেষে রণমেদিনীম্ ॥৮৪
অপ্রিয়ামিব কস্মাচ্চ মাং নেচ্ছস্যভিভাষিতুম্।
ধিগস্তু হৃদয়ং যস্যা মমেদং ন সহস্রধা ॥৮৫
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে ফলতে শোকপীড়িতম্।
ইত্যেবং বিলপন্তী সা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা ॥৮৬
স্নেহোপস্কন্নহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ।
কশ্মলাভিহতা সন্না বভৌ সা রাবণোরসি ॥৮৭
সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা।
তথাগতাং সমুত্থাপ্য সপত্ন্যস্তাং ভৃশাতুরাঃ ॥৮৮
পর্য্যবস্থাপয়ামাসূ রুদত্যো রুদতীং ভৃশম্।
কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরধ্রুবা ॥৮৯
দশাবিভাগপর্য্যায়ে রাজ্ঞাং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ।
ইত্যেবমুচ্যমানা সা সশব্দং প্ররুরোদ হ ॥৯০
স্নপয়ন্তী তদাস্রেণ স্তনৌ বক্ত্রং সুনির্ম্মলম্।
এতস্মিন্নন্তরে রামো বিভীষণমুবাচ হ ॥৯১
সংস্কারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতুঃ স্ত্রীগণঃ পরিসান্ত্ব্যতাম্।
তমুবাচ ততো ধীমান্ বিভীষণ ইদং বচঃ ॥৯২
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা প্রশ্রিতং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
ত্যক্তধর্ম্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা ॥৯৩

করিলে। হা নাথ! তুমি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছ ও হস্তে উত্তম কেয়ূর শোভা পাইতেছে এবং নীলমেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ অঙ্গসকল বিক্ষিপ্ত করত রক্তাক্ত হইয়া তুমি ভূতলে শয়ন করিয়াছ কেন? ৭৪-৭৯

প্রাণবল্লভ! তুমি নিদ্রিতের ন্যায় কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? যিনি কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, আমি সেই মহাবীর্য্য দক্ষ রাক্ষসবর সুমালীর দৌহিত্রী। আমার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? নূতন পরিভব হইয়াছে বলিয়াই কি এরূপে শয়ান থাকিতে হয়? উঠ, উঠ। ঐ দেখ,—তোমার নবপরিভব দেখিয়া অদ্যই সূর্য্যরশ্মিসকল নির্ভয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী যে অস্ত্রদ্বারা সংগ্রামে শত্রু অবসন্ন করিতে; বজ্রধরের বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, সুবর্ণালঙ্কৃত, বিবিধ শত্রুঘাতী ও তোমার সেই মাননীয় পরিঘ শত্রুশরে সহস্রধা ছিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়াছে। হায়! তুমি রণভূমিকে প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছ; কিন্তু আমি কিজন্য এরূপ অপ্রিয় হইলাম যে, আমার সহিত কথা কহিতেও ইচ্ছা করিতেছ না? হায়! শোকপীড়িত আমার হৃদয়কে ধিক্; কারণ, তোমার বিনাশে ইহা এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। মন্দোদরী স্নেহসজলনয়নে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইল এবং সেই অবস্থায় রাবণের বক্ষে পতিত হইল। তখন সে রাবণের বক্ষঃস্থলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ময়নন্দিনীর তাদৃশ অবস্থাদর্শনে তাহার সপত্নীগণ কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে সেই রোরুদ্যমানা রাক্ষসরাজমহিষীকে উঠাইয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত বলিল;—দেবি! লোকসকলের স্থিতি যে অনিত্য, তাহা কি আপনি জানেন না? বিশেষতঃ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে চঞ্চল রাজলক্ষ্মী এইরূপই হইয়া থাকেন, সপত্নীগণ ইহা বলিলে মন্দোদরী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৮০-৯০

অশ্রুধারায় মুখ ও স্তনযুগল আর্দ্র করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন;—রাবণের রমণীগণকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতার সংকার কর। তৎপরে বুদ্ধিমান্ বিভীষণ বুদ্ধি অনুসারে ক্ষণকাল

নাহমর্হামি সংস্কর্ত্তুং পরদারাভিমর্শনম্।
ভ্রাতৃরূপো হি মে শত্রুরেষ সর্বাহিতে রতঃ ॥৯৪
রাবণো নার্হতে পূজাং পূজ্যোঽপি গুরুগৌরবাৎ।
নৃশংস ইতি মাং রাম বক্ষ্যন্তি মনুজা ভুবি ॥৯৫
শ্রুত্বা তস্যাগুণান্ সর্বে বক্ষ্যন্তি সুকৃতং পুনঃ।
তচ্ছ্রুত্বা পরমপ্রীতো রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥৯৬
বিভীষণমুবাচেদং বাক্যজ্ঞং বাক্যকোবিদঃ।
তবাপি মে প্রিয়ং কার্য্যং ত্বৎপ্রভাবান্ময়া জিতম্ ॥৯৭
অবশ্যং তু ক্ষমং বাচ্যো ময়া ত্বং রাক্ষসেশ্বর।
অধর্মানৃতসংযুক্তঃ কামং ত্বেষ নিশাচরঃ ॥৯৮
তেজস্বী বলবাঞ্ছূরঃ সংগ্রামেষু চ নিত্যশঃ।
শতক্রতুমুখৈর্দেবৈঃ শ্রূয়তে ন পরাজিতঃ ॥৯৯
মহাত্মা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ।
মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্ ॥১০০
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।
ত্বৎসকাশান্মহাবাহো সংস্কারং বিধিপূর্বকম্ ॥১০১
ক্ষিপ্রমর্হতি ধর্মেণ ত্বং যশোভাগ্ ভবিষ্যসি।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণো বিভীষণঃ ॥১০২
সংস্কারয়িতুমারেভে ভ্রাতরং রাবণং হতম্।
স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥১০৩
রাবণস্যাগ্নিহোত্রং তু নির্যাপয়তি সত্বরম্।
শকটান্ দারুরূপাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥১০৪
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ।
অগরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা ॥১০৫
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ॥১০৬
ততো মাল্যবতা সার্ধং ক্রিয়ামেব চকার সঃ।
সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্ ॥১০৭

বিবেচনা করত (রঘুনন্দনের মনোভাব জানিবার উদ্দেশে) এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও হিতকর বাক্য বলিল,—এই ক্রূর নিশাচর চিরকাল ধর্ম্মত্যাগী, কেবল পরস্ত্রীহরণ করিয়া বেড়াইয়াছে; আমি ইহার সৎকার করিতে ইচ্ছা করি না। দশানন নামে আমার এই যে ভ্রাতা, তিনি চিরকাল শত্রুর ন্যায় অহিত কার্য্য সকলই করিয়াছেন অতএব গুরুগৌরববশতঃ পূজ্য হইলেও আমার পূজা করিবার উপযুক্ত নহেন। রাঘব! আমি রাবণের সৎকার না করিলে লোকে প্রথমতঃ আমাকে নৃশংস বলিবে বটে, কিন্তু যখন তাহার দুর্গুণসমূহ শ্রবণ করিবে, তখন সকলেই আমার কার্য্যের প্রশংসা করিবে। ধার্ম্মিকপ্রবর বাক্যবিশারদ রঘুনন্দন বিভীষণের বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বাগ্মিবর বিভীষণকে বলিলেন,—হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার প্রভাবেই আমি জয় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে সদুপদেশ দেওয়া এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। এই নিশাচরবর যদিও অধার্ম্মিক, দুষ্কর্ম্মরত এবং স্বেচ্ছাচারী, তথাপি রণভূমিতে চিরকাল তেজ, বল ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। এই বলশালী লোকভীষণ রাবণ মহাত্মা; কারণ, ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকটেও ইহাকে পরাজিত হইতে শুনি নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে, এক্ষণে আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।৯১-১০০

বর্ত্তমানে রাবণ তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছে, অতএব ইহার সৎকার কর। হে মহাবাহো! ধর্ম্মানুসারে ইহার যথাবিধি সৎকার করা সত্বর কর্ত্তব্য, তাহাতে তুমি যশস্বী হইবে। রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ সত্বর রণমধ্যে নিহত ভ্রাতা রাবণকে সৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া ত্বরাসহকারে লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দশাননের অগ্নিহোত্র বিধি অনুসারে সমাপ্ত করিল। বিভীষণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শকট, দারুপাত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, সুরভি গন্ধদ্রব্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিল এবং রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত আনয়ন করিল।১০১-৬

পরে মাল্যবানের সহিত রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইল। বিবিধ তূর্য্যধ্বনি ও স্তুতিপাঠদ্বারা মাগধগণ

রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুবর্ণমুখা দ্বিজাঃ।
তূর্য্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈস্তুবদ্ভিশ্চাভিনন্দিতম্ ॥১০৮
পতাকাভিশ্চ চিত্রাভিঃ সুমনোভিশ্চ চিত্রিতাম্।
উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তাং তু বিভীষণপুরোগমাঃ ॥১০৯
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে।
অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্যুসমীরিতাঃ ॥১১০
শরণাভিগতাঃ সর্বে পুরস্তাত্তস্য তে যযুঃ।
অন্তঃপুরাণি সর্বাণি রুদমানানি সত্বরম্ ॥১১১
পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তানি প্লবমানানি সর্বতঃ।
রাবণং প্রযতে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১১২
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
ব্রাহ্ম্যা সংবর্তয়ামাসূ রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্ ॥১১৩
(বর্ততে বেদবিহিতো রাজ্ঞো বৈ পশ্চিমঃ ক্রতুঃ।)
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্।
বেদিঞ্চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্ ॥১১৪
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ।
পাদয়োঃ শকটং প্রাপুরূর্বোশ্চোদূখলং তদা ॥১১৫
দারুপাত্রাণি সর্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্।
দত্ত্বা তু মুসলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ ॥১১৬
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ ॥১১৭
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ ॥১১৮
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তথা ॥১১৯
স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ।
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্ ॥১২০
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্।
(প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্দ্ধ্না চৈবং নমস্য চ ॥)
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥১২১
গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিবিশুর্নগরং ততঃ।
প্রবিষ্টাসু পুরীং স্ত্রীষু রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥
রামপার্শ্বমুপাগম্য সমতিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ ॥১২২

যাহাকে অভিনন্দিত করিত, সেই রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইল। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় সুশোভিত হইল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণ অশ্রুপূর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বাহকগণ কাষ্ঠ এবং সেই শিবিকা স্কন্ধে করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিল; বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিল। অধ্বর্যুগণসমীরিত আধারস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নিসকল অগ্রে অগ্রে নীত হইতে লাগিল। অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ যেন শোকসাগরে ভাসিতে ভাসিতে সত্বর পশ্চাদগমনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ দুঃখিত অন্তঃকরণে রাক্ষসরাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করত রঙ্কুমৃগচর্মের আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করিল।১০৭-১৩

অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্ম্মাণ করত যথাস্থানে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ (দাহসংস্কার) বিহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব, পদদ্বয়ের শটক, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল স্থাপিত হইল। এইরূপ অরণি, উত্তরারণি ও অন্যান্য কাষ্ঠপাত্র সকল যথাস্থানে প্রদত্ত হইল; তৎপরে শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে মেধ্য পশুহনন করত তদীয় চর্ম্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলে বিভীষণপ্রমুখ সুহৃদ্বর্গ দীনমনে ও সাশ্রুনেত্রে গন্ধ, ও মাল্য দ্বারা রাবণের শরীর অলঙ্কৃত করত তদুপরি লাজ(খৈ) ও বিবিধ বস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিল।১১৪-১৯

তদনন্তর বিভীষণ যথাবিধানে অগ্নি প্রদান করত স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রেই বিধিপূর্ব্বক তিল এবং দর্ভমিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিয়া রাবণকামিনীগণকে বারংবার 'তোমরা গমন কর' এইরূপ অনুনয় ও সান্ত্বনা করিলে তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। পুরকামিনীগণ

রামোঽপি সহ সৈন্যেন সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ ।
হর্ষং লেভে রিপুং হত্বা বৃত্রং বজ্রধরো যথা ॥১২৩

ততো বিমুক্ত্বা সশরং শরাসনম্
মহেন্দ্রদত্তং কবচং স তন্মহৎ ।
বিমুচ্য রোষং রিপুনিগ্রহাত্ততো
রামঃ স সৌম্যত্বমুপাগতোঽভিরা ॥১২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রামসমীপে আগমন করত বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইল।১২০-২২

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুবিনাশ করত বৃত্রবিজয়ী বাসবের ন্যায় সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং অপর সৈন্যগণের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তারপর মহেন্দ্রদত্ত বাণ, ধনু ও বিশাল কবচ এবং শত্রুদমন হওয়ায় ক্রোধ পরিত্যাগ করত শত্রুনাশন রাম পুনর্ব্বার সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।১২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বিভীষণস্য রাজ্যাভিষেকঃ, শ্রীরামেণ সীতাসমীপে হনুমতা সন্দেশস্য প্রেরণঞ্চ ।]

তে রাবণবধং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ।
জগ্মুঃস্বৈঃ স্বৈর্বিমানৈস্তে কথয়ন্তঃ শুভাঃ কথাঃ ॥১
রাবণস্য বধং ঘোরং রাঘবস্য পরাক্রমম্ ।
সুযুদ্ধং বানরাণাঞ্চ সুগ্রীবস্য চ মন্ত্রিতম্ ॥২
অনুরাগঞ্চ বীর্য্যঞ্চ মারুতের্লক্ষ্মণস্য চ ।
পতিব্রতাত্বং সীতায়া হনুমতি পরাক্রমম্ ॥৩
কথয়ন্তো মহাভাগা জগ্মুর্হৃষ্টা যথাগতম্ ।
রাঘবস্তু রথং দিব্যমিন্দ্রদত্তং শিখিপ্রভম্ ॥৪
অনুজ্ঞাপ্য মহাবাহুর্মাতলিং প্রত্যপূজয়ৎ ।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥৫
দিব্যং তং রথমাস্থায় দিবমেবোৎপপাত হ ।
তস্মিংস্তু দিবমারূঢ়ে সরথে রথিনাং বরঃ ॥৬
রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবং পরিষস্বজে ।
পরিষ্বজ্য চ সুগ্রীবং লক্ষ্মণেনাভিবাদিতঃ ॥৭
পূজ্যমানো হরিগণৈরাজগাম বলালয়ম্ ।
অথোবাচ স কাকুৎস্থঃ সমীপপরিবর্তিনম্ ॥৮

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

[বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং হনুমানের দ্বারা শ্রীরামকর্ত্তৃক সীতার নিকট সংবাদ প্রেরণ।]

দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ রাবণকে নিহত দেখিয়া নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করত বহুবিধ সদ্বাক্যালাপ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন।১

সেই মহাভাগগণ রাবণের নিদারুণ বধ, রঘুনন্দনের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধকৌশল, সুগ্রীবের মন্ত্রণানৈপুণ্য লক্ষ্মণ ও হনুমানের রামভক্তি বীর্য্য ও পরাক্রম এবং জনকনন্দিনীর পাতিব্রত্য বিষয় কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টমনে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্রও মাতলিকে সম্মাননা করিয়া সেই বাসবদত্ত অগ্নিপ্রভ দিব্য রথ লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। দেবরাজ-সারথি মাতলি রামের আদেশে

সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নং লক্ষ্মণম্ শুভলক্ষণম্।
বিভীষণমিমং সৌম্য লঙ্কায়ামভিষেচয় ॥৯
অনুরক্তঞ্চ ভক্তঞ্চ তথা পূর্বোপকারিণম্।
এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্ ॥১০
লঙ্কায়াং সৌম্য পশ্যেয়মভিষিক্তং বিভীষণম্।
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাঘবেণ মহাত্মনা ॥১১
তথেত্যুক্ত্বা তু সংহৃষ্টঃ সৌবর্ণং ঘটমাদদে।
তং ঘটং বানরেন্দ্রাণাং হস্তে দত্বা মনোজবান্ ॥১২
ব্যাদিদেশ মহাসত্ত্বান্ সমুদ্রসলিলং তদা।
অতিশীঘ্রং ততো গত্বা বানরাস্তে মনোজবাঃ ॥১৩
আগতাস্তু জলং গৃহ্য সমুদ্রাদ্ বানরোত্তমাঃ।
ততস্ত্বেকং ঘটং গৃহ্য সংস্থাপ্য পরমাসনে ॥১৪
ঘটেন তেন সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
লঙ্কায়াং রক্ষসাং মধ্যে রাজানং রামশাসনাৎ ॥১৫
বিধিনা মন্ত্রদৃষ্টেন সুহৃদ্গণসমাবৃতম্।
অভ্যষিঞ্চংস্তদা সর্বে রাক্ষসা বানরাস্তদা ॥১৬
প্রহর্ষমতুলং গত্বা তুষ্টুবু রামমেব হি।
তস্যামাত্যা জহৃষিরে ভক্তা যে চাস্য রাক্ষসাঃ ॥১৭
দৃষ্ট্বাভিষিক্তং লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
রাঘবঃ পরমাং প্রীতিং জগাম সহলক্ষ্মণঃ ॥১৮
স তদ্ রাজ্যং মহৎ প্রাপ্য রামদত্তং বিভীষণঃ।
সান্ত্বয়িত্বা প্রকৃতয়স্ততো রামমুপাগমৎ ॥১৯
দধ্যক্ষতামোদকাংশ্চ লাজাঃ সুমনসস্তথা।
আজহ্রুরথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাস্তস্মৈ নিশাচরাঃ ॥২০
স তান্ গৃহীত্বা দুর্ধর্ষো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।
মাঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্য্যবান্ ॥২১
কৃতকার্য্যং সমৃদ্ধার্থং দৃষ্ট্বা রামো বিভীষণম্।
প্রতিজগ্রাহ তৎসর্বং তস্যৈব প্রতিকাম্যয়া ॥২২

রথে আরোহণ করত আকাশে উৎপতিত হইলেন। মাতলি রথের সহিত দেবপথে আরোহণ করিলে রথিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরম প্রীতিসহকারে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করত লক্ষ্মণকর্তৃক অভিবাদিত এবং বানরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেনানিবেশে আগমন করিলেন। তিনি শিবির মধ্যে প্রবেশ করত সমীপবর্ত্তী, বলবান্ ও মহাতেজী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! এই বিভীষণ আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও উপকারী, অতএব ইহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। হে সৌম্য! রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দেখি—ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। মহাত্মা রাঘব ইহা বলিলে সুমিত্রানন্দন 'তথাস্তু' বলিয়া হৃষ্টচিত্তে একটি সুবর্ণ ঘট গ্রহণপূর্বক মনের ন্যায় বেগগামী মহাবল বানরেন্দ্রগণের হস্তে প্রদান করত সমুদ্র হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। মনের ন্যায় বেগশালী সেই শ্রেষ্ঠ বানরগণও সত্বর গমন করত মহাসাগরের জল আনয়ন করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা সুমিত্রানন্দন রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে সুহৃদ্গণে পরিবৃত ও বিশুদ্ধস্বভাব বিভীষণকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া বেদবিধান অনুসারে স্বর্ণঘটের জলে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন তারপর রাক্ষস ও বানরগণ সকলে সেই সময় তাহার অভিষেক করিল।২-১৬

তখন বিভীষণ অত্যন্ত প্রসন্নমনে রামচন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিল। তাহার অমাত্য ও ভক্ত নিশাচরগণ হৃষ্ট হইল। রামচন্দ্রও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কামধ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিলেন।১৭-১৮

এদিকে বিভীষণ সেই রামদত্ত সুমহৎ রাজ্য লাভ করত প্রকৃতিপুঞ্জকে সান্ত্বনা করিয়া যখন রামসমীপে আগমন করে, তখন পুরবাসীগণ হৃষ্টচিত্তে তাহার সম্মুখে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প সকল আনয়ন করে।১৯-২০

বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণও সেই সমস্ত মঙ্গলজনক মাঙ্গলিক বস্তুসকল লইয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদান করে।২১

ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাঞ্জলিং প্রণতং স্থিতম্।
উবাচেদং বচো রামো হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥২৩
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্য বিভীষণম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ব্রূহি মৈথিলীম্ ॥২৪
বৈদেহ্যৈ মাঞ্চ কুশলং সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্।
আচক্ষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ রাবণঞ্চ হতং রণে ॥২৫
প্রিয়মেতদিহাখ্যাহি বৈদেহ্যাস্ত্বং হরীশ্বর।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশমুপাবর্ত্তিতুমর্হসি ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র বিভীষণকে কৃতকার্য্য ও সফলমনোরথ দেখিয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন।২২

অনন্তর রাম সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত শৈলসদৃশ বীর হনুমান্‌কে বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি মহারাজ এই বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক সীতাকে আমাদের কুশলবার্ত্তা বল। হে বাগ্মিবর! তুমি বৈদেহীকে যুদ্ধে রাবণের নিধন এবং আমার, সুগ্রীবের ও লক্ষ্মণের কুশল বার্ত্তা প্রদান কর।২৩-২৫

হে কপিবর! তুমি বৈদেহীর নিকট এই প্রিয় সংবাদ দান করত তদীয় সংবাদ লইয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[হনুমতা সহ সীতায়া আলাপঃ, হনুমতঃ প্রত্যাবর্ত্তনম্, সীতাসন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ।]

ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥১
প্রবিশ্য চ পুরীং লঙ্কামনুজ্ঞাপ্য বিভীষণম্।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো হনুমান্ বৃক্ষবাটিকাম্ ॥২
সম্প্রবিশ্য যথান্যায়ং সীতায়া বিদিতো হরিঃ।
দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কাং রোহিণীমিব ॥৩
বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ পরীবৃতাম্।
নিভৃতঃ প্রণতঃ প্রহ্বঃ সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ ॥৪
দৃষ্ট্বা সমাগতং দেবী হনুমন্তং মহাবলম্।
তূষ্ণীমাস্ত তদা দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা হৃষ্টাভবত্তদা ॥৫
সৌম্যং তস্যা মুখং দৃষ্ট্বা হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ।
রামস্য বচনং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৬

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

[সীতার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়া হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও তাঁহার সংবাদ শ্রীরামের নিকট কথন।]

পবননন্দন হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিল, তথায় নিশাচরগণ তাহাকে সমধিক সম্মানিত করিল।১

হনুমান্ বিভীষণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল। অনুমতি পাইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করত ন্যায়ানুসারে নিজ আগমনবার্ত্তা সীতাকে জানাইল। স্নানাদির অভাবে রুক্ষ শরীর হওয়ায় গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় সীতাকে দর্শন করিল। রাক্ষসীগণ পরিবৃতা নিরানন্দা জনক-নন্দিনীকে বৃক্ষমূলে দেখিয়া নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গমন ও নতমস্তকে প্রণাম করত দণ্ডায়মান হইল।২-৪

বৈদেহি কুশলী রামঃ সহসুগ্রীবলক্ষ্মণঃ।
কুশলঞ্চাহ সিদ্ধার্থো হতশত্রুররিন্দমঃ ॥৭
বিভীষণসহায়েন রামেণ হরিভিঃ সহ।
নিহতো রাবণো দেবি লক্ষ্মণেন চ বীর্য্যবান্* ॥৮
প্রিয়মাখ্যামি তে দেবি ভূয়শ্চ ত্বাং সভাজয়ে।
তব প্রভাবাদ্ধর্মজ্ঞে মহান্ রামেণ সংযুগে ॥৯
লব্ধোঽয়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা।
রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা ॥১০
ময়া হ্যলব্ধনিদ্রেণ ধৃতেন তব নির্জয়ে।
প্রতিজ্ঞৈষা বিনিস্তীর্ণা বদ্ধ্বা সেতুং মহোদধৌ ॥১১
সম্ভ্রমশ্চ ন কর্তব্যো বর্তন্ত্যা রাবণালয়ে।
বিভীষণবিধেয়ং হি লঙ্কৈশ্বর্য্যমিদং কৃতম্ ॥১২
তদাশ্বসিহি বিস্রব্ধং স্বগৃহে পরিবর্তসে।
অয়ং চাভ্যেতি সংহৃষ্টস্ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ ॥১৩
এবমুক্তা তু সা দেবী সীতা শশিনিভাননা।
প্রহর্ষেণাবরুদ্ধা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ ॥১৪
ততোঽব্রবীদ্ধরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্।
কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে ॥১৫
এবমুক্তা হনুমতা সীতা ধর্মপথে স্থিতা।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥১৬
প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য ভর্তুর্বিজয়সংশ্রিতম্।
প্রহর্ষবশমাপন্না নির্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তরম্ ॥১৭
নহি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম।
আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্ ॥১৮

সীতাদেবীও মহাবল হনুমান্‌কে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন প্লবগসত্তম তাঁহার সেই প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন করত রামের বাক্যগুলি বলিতে আরম্ভ করিল।৫-৬

বৈদেহি! শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন। শত্রু নিহত হওয়ায় তিনি পূর্ণ মনোরথ হইয়া আপনাকে কুশল সংবাদ প্রেরণ করিলেন। হে দেবি! রামচন্দ্র বানরগণ, বিভীষণ ও লক্ষ্মণের সাহায্যে শক্তিশালী রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে দেবি! আপনাকে শুভ সংবাদ দিয়া আবার আনন্দিত করিতেছি। হে ধর্ম্মজ্ঞে! রঘুনন্দন আপনার পাতিব্রত্য প্রভাবেই সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছেন। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন; সীতে! আর ব্যথিত হইও না, সুস্থ হও; আমি শত্রু রাবণকে নিহত করিয়াছি ও লঙ্কা বশীভূত হইয়াছে।৭-১০

আমি তোমার পরাভবে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রদিন পরিশ্রম করিয়া মহাসাগরে সেতুবন্ধন করত সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছি। আমি লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি, অতএব তুমি আর "রাবণ গৃহে রহিয়াছ" বলিয়া ভয় করিও না; এক্ষণে নিজের গৃহেতে আছি মনে করিয়াই আশ্বস্ত হও। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণও তোমার দর্শনাভিলাষে সত্বর গমন করিতেছে।১১-১৩

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে চন্দ্রবদনা সীতার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন সীতা কিছুমাত্র বলিলেন না দেখিয়া কপিবর হনুমান্ বলিল,—"দেবি! কি চিন্তা করিতেছেন? আমার সহিত কথা বলিতেছেন না কেন? ১৪-১৫

হনুমান্‌কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া অতি প্রসন্না ধর্মপরায়ণা সীতা আনন্দাশ্রু বর্ষণজন্য বাষ্পগদ্গদ স্বরে উত্তর করিলেন,—ভর্ত্তার বিজয়সংবাদরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার বাক্ রোধ হইয়াছে। হে প্লবঙ্গম! তুমি যেরূপ প্রিয়

* কোন কোন গ্রন্থে ৮নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

দৃষ্ট্বা তু কুশলং রামো বীরস্ত্বাং রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতঃ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥

ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন।
সদৃশং যৎ প্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্ ॥১৯
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ।
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু এতন্নার্হতি ভাষিতম্ ॥২০
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ ॥২১
ভর্তুঃ প্রিয়হিতে যুক্তে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণি।
স্নিগ্ধমেবংবিধং বাক্যং ত্বমেবার্হস্যনিন্দিতে ॥২২
তবৈতদ্বচনং সৌম্যে সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ।
রত্নৌঘাদ্ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে ॥২৩
অর্থতশ্চ ময়া প্রাপ্তা দেবরাজ্যাদয়ো গুণাঃ।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিতম্ ॥২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্ ॥২৫
অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্য্যগুণভূষণম্।
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্ ॥২৬
শ্লাঘনীয়োঽনিলস্য ত্বং সুতঃ পরমধার্মিকঃ।
বলং শৌর্য্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমো দাক্ষ্যমুত্তমম্ ॥২৭
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ স্থৈর্য্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাস্ত্বয্যেব শোভনাঃ ॥২৮
অথোবাচ পুনঃ সীতামসম্ভ্রান্তো বিনীতবৎ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ ॥২৯
ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা ॥৩০
ক্লিশ্যন্তীং পতিদেবাং ত্বামশোকবনিকাং গতাম্।
ঘোররূপসমাচারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরতরেক্ষণাঃ ॥৩১
ইহ শ্রুতা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
অসকৃৎ পরুষৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া ॥৩২

সংবাদ প্রদান করিলে তাহাতে তোমাকে কি পুরস্কার দিব, তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। হে সৌম্য! তোমার ন্যায় প্রিয় সংবাদদাতাকে দিয়া সুখী হইতে পারি, এরূপ কোন উত্তম পদার্থই আমি পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি না। হিরণ্য, সুবর্ণ, বহুবিধ রত্ন, অথবা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদানও প্রিয়সংবাদ দাতা তোমার উপযুক্ত পুরস্কার হয় না।১৬-২০

জনকনন্দিনী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বানরবর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক বলিল—হে অনিন্দিতে সীতে! আপনি পতির প্রিয় হিতৈষিণী ও সর্ব্বদা স্বামীর বিজয়াভিলাষিণী, সুতরাং আপনিই এরূপ স্নেহময় বাক্য বলিতে পারেন! দেবি! আপনার এই স্নেহগর্ভসার বাক্য বিবিধ রত্নরাজি অথবা দেবরাজ্য হইতেও অধিক। "রামচন্দ্রকে শত্রুবিহীন, বিজয়ী ও সুস্থির দেখিয়া আমার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ এবং দেবরাজ্যাদি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত পদার্থ আমার লাভ হইয়াছে।" এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মিথিলারাজনন্দিনী জানকী এই শুভকর বাক্য বলিলেন;—বীর! তুমি শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহ(তর্ক-বিতর্ক), অপোহ(সিদ্ধান্ত নিশ্চয়), অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি বলে পর্য্যালোচনা করিয়া যে উত্তম লক্ষণযুক্ত সুসঙ্গত মধুর বাক্য বলিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে।২১-২৬

তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং পবনদেবের প্রশংসনীয় পুত্র, শারীরিক বল, শৌর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান, মানসিক তেজ, বিক্রম, উত্তম দক্ষতা, ঔদার্য, শত্রুবিজয়, সামর্থ, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য ও বিনয়াদি উত্তম গুণগ্রাম তোমাতেই বর্ত্তমান আছে। অনন্তর হনুমান্ সীতাসমীপে হর্ষে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অসম্ভ্রান্তভাবে পুনর্ব্বার বলিল;—আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, যে রাক্ষসীগণ পূর্ব্বে আপনাকে পীড়ন করিয়াছিল, আপনার অনুমতি হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলি।২৭-৩০

আপনি পতিচিন্তায় কৃশ হইয়া যে সময়ে অশোক বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, আমি দেখিয়াছি—সেই সময়ে বিকটমূর্ত্তি, নির্দ্দয়া, ক্রূরপ্রকৃতি, অত্যন্ত ক্রূরদৃষ্টি-সম্পন্না ও বিকৃতমুখী নিশাচরীগণ রাবণের আদেশ

বিরূতা বিকৃতাকারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরকচেক্ষণাঃ।
ইচ্ছামি বিবিধৈর্ঘাতৈর্হন্তুমেতাঃ সুদারুণাঃ ॥৩৩

রাক্ষস্যো দারুণকথা বরমেতৎ প্রযচ্ছ মে।
মুষ্টিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈশ্চ বিশালৈশ্চৈব বাহুভিঃ ॥৩৪

জঙ্ঘাজানুপ্রহারৈশ্চ দন্তানাঞ্চৈব পীড়নৈঃ।
কর্ত্তনৈঃ কর্ণনাসানাং কেশানাং লুঞ্চনৈস্তথা ॥৩৫

নিপাত্য হন্তুমিচ্ছামি তব বিপ্রিয়কারিণীঃ।
এবং প্রহারৈর্বহুভিঃ সম্প্রহার্য্য যশস্বিনি ॥৩৬

ঘাতয়ে তীব্ররূপাভির্যাভিস্ত্বং তর্জ্জিতা পুরা।
ইত্যুক্তা সা হনুমতা কৃপণা দীনবৎসলা ॥৩৭

হনুমন্তমুবাচেদং চিন্তয়িত্বা বিমৃশ্য চ।
রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্ব্বতীনাং পরাজ্ঞয়া ॥৩৮

বিধেয়ানাঞ্চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ্ বানরোত্তম।
ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ ॥৩৯

ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্ব্বং স্বকৃতং হ্যুপভুজ্যতে।
মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ ॥৪০

প্রাপ্তব্যং তু দশাযোগান্ময়ৈতদিতি নিশ্চিতম্।
দাসীনাং রাবণস্যাহং মর্ষয়ামীহ দুর্ব্বলা ॥৪১

আজ্ঞপ্তা রাক্ষসেনেহ রাক্ষস্যস্তর্জ্জয়ন্তি মাম্।
হতে তস্মিন্ ন কুর্ব্বন্তি তর্জ্জনং মারুতাত্মজ ॥৪২

অয়ং ব্যাঘ্রসমীপে তু পুরাণো ধর্ম্মসংহিতঃ।
ঋক্ষেণ গীতঃ শ্লোকোঽস্তি তং নিবোধ প্লবঙ্গম ॥৪৩

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাম্।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ ॥৪৪

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্য্যং কারুণ্যমার্য্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥৪৫

লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
কুর্ব্বতামপি পাপানি নৈব কার্য্যমশোভনম্ ॥৪৬

অনুসারে আপনাকে বারবার কঠোর বাক্য বলিত, অতএব আমার অভিলাষ হইতেছে যে, সেই বিকট বিকৃতাকারা ক্রূরস্বভাবা রুক্ষকেশী ক্রূরদর্শনা দারুণ রাক্ষসীগণকে নানা প্রকার প্রহার করিয়া বিনাশ করি।৩১-৩৩

হে যশস্বিনি! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, রাক্ষসীগণ আপনাকে নিদারুণ কথা বলিয়াছিল এবং আপনার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল, আমি মুষ্টি ও বিশাল বাহুর আঘাতে, ঘোররূপ জানুর প্রহারে, দন্ত দ্বারা উৎপীড়নে এবং কর্ণ নাসিকার ছেদন ও কেশকলাপের ছেদনরূপ বহুবিধ প্রহারে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করি। দীনবৎসলা করুণাময়ী জানকী হনুমানের এইরূপ বাক্য-শ্রবণে ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—বানরোত্তম! দাসীগণ পরবশ, প্রভু যাহা আদেশ করেন, তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। এই রাক্ষসীগণ রাজার আদেশেই তাদৃশ কার্য্য করিয়াছে, অতএব প্রভুবচন পালনকারিণী ইহাদের উপর কে ক্রোধ করিবে? হনুমন্! (সকলেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।) আমি পূর্ব্বজন্মের পাপে ও অভাগ্য-দোষেই এরূপ দুঃখ পাইলাম। হে মহাবাহো! দৈবের গতি বিচিত্র; তুমি এইরূপ কথা বলিও না।৩৪-৪০

আমি নিশ্চয় জানি,—দশানুসারে সকলকে ফল ভোগ করিতে হয়; পবননন্দন! আমি রাবণের দুর্ব্বল দাসীগণের অপরাধ ক্ষমা করিতেছি; কারণ, ইহারা রাবণের আদেশ অনুসারেই আমাকে পীড়ন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় ক্ষান্ত হইয়াছে।৪১-৪২

হে প্লবঙ্গম! কোন সময়ে এক ব্যাধ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভল্লুকাশ্রিত একটি বৃক্ষের উপর উঠিলে ব্যাঘ্র সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাধকে পতিত করিবার নিমিত্ত ভল্লুককে বারংবার অনুরোধ করায় ভল্লুক ব্যাঘ্র সমীপে যে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাপকর্ম্মার পাপভাগ গ্রহণ করে না। অতএব আমি যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা

এবমুক্তস্তু হনুমান্ সীতয়া বাক্যকোবিদঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্ ॥৪৭
যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসংদিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ ॥৪৮
এবমুক্তা হনুমতা বৈদেহী জনকাত্মজা।
সাব্রবীদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং ভক্তবৎসলম্ ॥৪৯
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
হর্ষয়ন্ মৈথিলীং বাক্যমুবাচেদং মহামতিঃ ॥৫০
পূর্ণচন্দ্রমুখং রামং দ্রক্ষ্যস্যদ্য সলক্ষ্মণম্।
স্থিতমিত্রং হতামিত্রং শচীবেন্দ্রং সুরেশ্বরম্ ॥৫১

তামেবমুক্ত্বা ভ্রাজন্তীং সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্।
আজগাম মহাতেজা হনুমান্ যত্র রাঘবঃ ॥৫২

সপদি হরিবরস্ততো হনুমান্
প্রতিবচনং জনকেশ্বরাত্মজায়াঃ।
কথিতমকথয়দ্ যথাক্রমেণ
ত্রিদশবরপ্রতিমায় রাঘবায় ॥৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

কখনও উল্লঙ্ঘন করিব না ; কারণ, চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। সাধুব্যক্তির পাপী, পুণ্যাত্মা কিংবা প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে দয়া করিতে হয় ; কারণ, জগতে অপরাধী কে না হয় ? যাহাদের বৃত্তিই পরকে হিংসা করা ও সদা পাপকার্য্য করা এবং যাহারা ক্রূর, সাধুব্যক্তি তাহাদেরও অমঙ্গল করিবে না।৪৩-৪৬

রামজায়া জানকীকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বাক্যবিশারদ হনুমান্ উত্তর করিল, দেবি! আপনি রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী, অতএব আপনার এইরূপ সদ্ গুণবতী হওয়া উচিত। এক্ষণে আপনি আমাকে রামকে জানাইবার জন্য সংবাদ দিন এবং রামের নিকট গমন করিতে আদেশ করুন। মিথিলা রাজনন্দিনী জানকী হনুমান্ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—সত্বর ভক্তবৎসল পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।৪৭-৪৯

মহামতি পবননন্দন হনুমান্ জনকনন্দিনীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আনন্দিত করত বলিল,—দেবি! শচী যেরূপ সুরেশ্বর ইন্দ্রকে দর্শন করেন, তদ্রূপ আপনিও লক্ষ্মণের সহিত হতশত্রু ও মিত্রগণপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রবদন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন। মহাতেজা বানরবর হনুমান্ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভাশালিনী জানকীকে এই কথা বলিয়া রাঘবসমীপে আগমন করিল।৫০-৫২

দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কপিবর হনুমান্ জনকরাজপুত্রী যেরূপ বলিয়াছিলেন, দেবরাজতুল্য রামের সমীপে যথাক্রমে সেই সমস্ত বলিল।৫৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাজ্ঞয়া বিভীষণেন তৎসমীপে সীতায়া আনয়নম্, সীতায়াঃ প্রিয়তমস্য মুখচন্দ্রদর্শনঞ্চ।]

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ সোঽভিবাদ্য প্লবঙ্গমঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বরং সর্বধনুষ্মতাম্ ॥১
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্মণাং যঃ ফলোদয়ঃ।
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্ ॥২
সা হি শোকসমাবিষ্টা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
মৈথিলী বিজয়ং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং ত্বামভিকাঙ্ক্ষতি ॥৩
পূর্বকাৎ প্রত্যয়াচ্চাহমুক্তো বিশ্বস্তয়া তয়া।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারমিতি পর্য্যাকুলেক্ষণা ॥৪
এবমুক্তো হনুমতা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাষ্পপরিপ্লুতঃ ॥৫
স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য জগতীমবলোকয়ন্।
উবাচ মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥৬
দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্ ॥৭
এবমুক্তস্তু রামেণ ত্বরমাণো বিভীষণঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং সীতাং স্ত্রীভিঃ স্বাভিরচোদয়ৎ ॥৮
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বোবাচ বিভীষণঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রীমান্ বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৯
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা।
যানমারোহ ভদ্রং তে ভর্তা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥১
এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর ॥১১
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
যথাহ রামো ভর্তা তে তৎ তথা কর্তুমর্হসি ॥১২

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞায় সীতাকে তৎসমীপে বিভীষণের আনয়ন ও সীতাকর্ত্তৃক প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন।]

অতিশয় বুদ্ধিমান বানরবর হনুমান্ ধনুর্ধারিগণের অগ্রগণ্য কমললোচন রামকে অভিবাদন করিয়া বলিল।১

যাঁহার নিমিত্ত এই সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছে এবং যিনি এই সমস্ত কার্য্যের ফলস্বরূপ, সেই শোক-সন্তপ্তা সীতা দেবীকে দর্শন করুন।২

শোকসন্তপ্তা জানকী আপনার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিলেন।৩

তিনি পূর্ব্ববিশ্বাসবশতঃ বিশ্বস্তহৃদয়ে ব্যাকুললোচনে আমাকে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, আমি সত্বর পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।৪

ধার্ম্মিকপ্রবর রঘুনন্দনকে হনুমান্ এইরূপ বলিলে তিনি বাষ্পাকুললোচনে সহসা চিন্তা করিতে লাগিলেন।৫

অনন্তর ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও সম্মুখে উপস্থিত বিভীষণকে বলিলেন,—সীতাকে মস্তক হইতে স্নান করাইয়া দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া সত্বর এখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।৬-৭

শ্রীমান্ রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ রামকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত স্বকীয় রমণীগণ দ্বারা সীতাকে সংবাদ প্রদান করিল। অনন্তর শ্রীমান্ রাক্ষসরাজ বিভীষণ স্বয়ং সীতার নিকট গমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিল,—দেবি! আপনার মঙ্গল হউক। হে বৈদেহি! আপনার স্বামী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব উত্তমরূপে অঙ্গরাগ করত দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সত্বর যানে আরোহণ করুন।৮-১০

জনকনন্দিনী এইরূপে অভিহিত হইয়া বিভীষণকে বলিলেন,—হে রাক্ষসেশ্বর! আমি স্নান না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই বাক্য

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী পতিদেবতা।
ভর্তৃভক্ত্যাবৃতা সাধ্বী তথেতি প্রত্যভাষত ॥১৩
ততঃ সীতাং শিরঃস্নাতাং সংযুক্তাং প্রতিকর্মণা।
মহার্হাভরণোপেতাং মহার্হাম্বরধারিণীম্ ॥১৪
আরোপ্য শিবিকাং দীপ্তাং পরার্ধ্যাম্বরসংবৃতাম্।
রক্ষোভির্বহুভির্গুপ্তামাজহার বিভীষণঃ ॥১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানং জ্ঞাত্বাপি ধ্যানমাস্থিতম্।
প্রণতশ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রাপ্তাং সীতাং ন্যবেদয়ৎ ॥১৬
তামাগতামুপশ্রুত্য রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্।
রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা ॥১৭
ততো যানগতাং সীতাং সবিমর্শং বিচারয়ন্।
বিভীষণমিদং বাক্যমহৃষ্টো রাঘবোঽব্রবীৎ ॥১৮
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য নিত্যং মদ্বিজয়ে রত।
বৈদেহী সন্নিকর্ষং মে ক্ষিপ্রং সমভিগচ্ছতু ॥১৯

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য বিভীষণঃ।
তূর্ণমুৎসারণং তত্র কারয়ামাস ধর্মবিৎ ॥২০
কঞ্চুকোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।
উৎসারয়ন্তস্তান্ যোধান্ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ ॥২১
ঋক্ষাণাং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ।
বৃন্দান্যুৎসার্য্যমাণানি দূরমুত্তস্থুরন্ততঃ ॥২২
তেষামুৎসার্য্যমাণানাং নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ।
বায়ুনোদ্ধূয়মানস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥২৩
উৎসার্য্যমাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সমন্তাজ্জাতসম্ভ্রমান্।
দাক্ষিণ্যাত্তদমর্ষাচ্চ বারয়ামাস রাঘবঃ ॥২৪
সংরম্ভাচ্চাব্রবীদ্ রামশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব।
বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞং সোপালম্ভমিদং বচঃ ॥২৫
কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ।
নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম ॥২৬

শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বলিল,—স্বামী রাম যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহা প্রতিপালন করা উচিত। বিভীষণের বাক্যশ্রবণে যিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানেন, সেই সতীসাধ্বী সীতা পতিভক্তিবশতঃ "তাহাই হউক" বলিয়া স্বীকার করিলেন।১১-১৩

অনন্তর সীতা স্নানান্তে বহুমূল্য উত্তম বসন ও অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক সুশোভিত হইয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিভীষণ বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত দীপ্তিমতী, রাক্ষসপ্রহরীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত শিবিকায় সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল।১৪-১৫

বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণাম করিয়া মৌনভাবে চিন্তাপরায়ণ মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন করত সীতার আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। বহুকাল রাক্ষসগৃহবাসিনী সীতা আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া শত্রুনাশন রাম একসঙ্গে ক্রোধ, হর্ষ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল শিবিকায় স্থিত সীতার গ্রহণবিষয়ে বিতর্ক করত দুঃখিতচিত্তে বিভীষণকে বলিলেন,—হে মদ্বিজয়াভিলাষিন্ সাধো রাক্ষসপতে! বৈদেহীকে সত্বর আমার নিকট আসিতে বল।১৬-১৯

ধার্ম্মিকবর বিভীষণ রাঘবের—তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর (সীতাদর্শনে আগত) সকলকে অপসারিত করিতে আদেশ করিল। তখন বেত্রহস্ত, উষ্ণীষ ও অঙ্গবস্ত্রধারী ব্যক্তিগণ ঝাঁঝের ধ্বনি করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। তখন ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণ উৎসারিত হইয়া একেবারে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল।২০-২২

তাহারা এইরূপ উৎসারিত হইতে থাকিলে, তখন বায়ুবেগে আলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। সেই সেনাগণকে সসম্ভ্রমে উৎসারিত হইতে দেখিয়া কৃপাপরবশ রামচন্দ্র রোষভরে উৎসারণকারীদিগকে নিষেধ করিলেন। রাম সক্রোধ দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করত মহাবুদ্ধিমান্ বিভীষণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—কি জন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাদিগকে ক্লেশ দিতেছ?

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ ॥২৭
ব্যসনেষু চ কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥২৮
সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রেণ চ সমন্বিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ ॥২৯
বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাপসর্পতু।
সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ ॥৩০
এবমুক্তস্তু রামেণ সবিমর্শো বিভীষণঃ।
রামস্যোপানয়ৎ সীতাং সন্নিকর্ষং বিনীতবৎ ॥৩১
ততো লক্ষ্মণ-সুগ্রীবৌ হনুমাংশ্চ প্লবঙ্গমঃ।
নিশম্য বাক্যং রামস্য বভুবুর্ব্যথিতা ভৃশম্ ॥৩২
কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ ইঙ্গিতৈরস্য দারুণৈঃ।
অপ্রীতমিব সীতায়াং তর্কয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥৩৩
লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্ত্তারং সাভ্যবর্ত্তত ॥৩৪
বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্ত্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা ॥৩৫
অথ সমপনুদন্মনঃক্লমং সা
সুচিরমদৃষ্টমুদীক্ষ্য বৈ প্রিয়স্য।
বদনমুদিতচন্দ্রপূর্ণকান্তং
বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাসীৎ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গ ॥

ইহারা সকলেই আমার স্বজন, অতএব ইহাদের উদ্বেগ দূর কর।২৩-২৬

গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা ঈদৃশ লোকপসারণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে; নিষ্ঠুরতাপূর্ণ এই লোকাপসরণ উত্তম আচার নয়; কারণ, ইহাও স্ত্রীলোকের আবরণ নহে। স্বামীকর্তৃক সম্মানিত হওয়া ও স্ত্রীগণের নিজ সদাচার, ইহাই তাহাদিগের আবরণ। বিশেষতঃ ব্যসন (বিপদ), পীড়ন, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহসময়ে কামিনীগণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দোষাবহ নহে।২৭-২৮

জানকীও বিপদ্ এবং সুমহৎ মানসিক কষ্টে পতিত হইয়াছেন; অতএব এতাদৃশ সময়ে বিশেষতঃ আমার সম্মুখে তাঁহার দর্শন দোষাবহ হইবে না। অতএব জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আমার নিকট আগমন করুন এবং এই বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করুক। রঘুনন্দনের এই কথা শ্রবণ করত বিভীষণ সীতার প্রতি রামের ঈদৃশ অনাদর দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া বিনীতভাবে সীতাকে তাদৃশ অবস্থাতেই আনয়ন করিতে যাইল।২৯-৩১

তখন লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানরবর হনুমান্ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত (চেষ্টা)--ইহা সূচিত করিতেছে যে, তিনি পত্নী সীতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান্ এই তিনজনে ইহা অনুমান করিলেন যে, শ্রীরামকে সীতার উপর অপ্রসন্নের ন্যায় মনে হইতেছে।৩২-৩৩

জনকনন্দিনী লজ্জায় স্বীয় গাত্রমধ্যেই যেন প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই পতিদেবতা শুভবদনা সীতা বিস্ময়, হর্ষ ও স্নেহভরে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামীর সুন্দর মুখদর্শন করিতে লাগিলেন।৩৪-৩৫

অনেক দিনের পর প্রিয়তমের পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর মুখ দর্শন করিয়া জানকীর মনোব্যথা দূর হইল, তখন তাঁহার বদনমণ্ডল নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সীতায়াশ্চরিত্রং সন্দিহ্য তাং গ্রহীতুং শ্রীরামস্যাস্বীকারঃ, অন্যত্র গমনে নির্দেশশ্চ।]

তাস্তু পার্শ্বে স্থিতাং প্রহ্বাং রামঃ সম্প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্
হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥১
এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে।
পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম্ ॥২
গতোঽস্ম্যন্তমমর্ষস্য ধর্ষণা সম্প্রমার্জিতা।
অবমানশ্চ শত্রুশ্চ যুগপন্নিহতৌ ময়া ॥৩
অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ ॥৪
যা ত্বং বিরহিতা নীতা চলচিত্তেন রক্ষসা।
দৈবসম্পাদিতো দোষো মানুষেণ ময়া জিতঃ ॥৫
সম্প্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জতি।
কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ ॥৬
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য লঙ্কায়াশ্চাপি মর্দনম্।
সফলং তস্য চ শ্লাঘ্যমদ্য কর্ম হনূমতঃ ॥৭
যুদ্ধে বিক্রমতশ্চৈব হিতং মন্ত্রয়তস্তথা।
সুগ্রীবস্য সসৈন্যস্য সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ ॥৮
বিভীষণস্য চ তথা সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ।
বিগুণং ভ্রাতরং ত্যক্ত্বা যো মাং স্বয়মুপস্থিতঃ* ॥৯
ইত্যেবং বদতঃ শ্রুত্বা সীতা রামস্য তদ্বচঃ।
মৃগীবোৎফুল্লনয়না বভূবাশ্রুপরিপ্লুতা ॥১০

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

[সীতার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে শ্রীরামের অস্বীকার এবং অন্যত্র গমন করিতে নির্দেশ।]

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া রামচন্দ্র মনোভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।১

তিনি বলিলেন—ভদ্রে! আমি রণস্থলে শত্রু জয় করিয়া তোমার উদ্ধার করিলাম, পৌরুষবলে যাহা করিতে হয়, তৎসমস্তই করিলাম।২

অদ্য আমার ক্রোধের শেষ হইয়াছে; তোমার ধর্ষণা-জন্য কলঙ্কও ক্ষালন করিলাম। অপমান ও শত্রু এক-কালে বিনিষ্ট করিলাম।৩

আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল। আজ আমার শ্রম সফল হইল, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল এবং আজ আমি স্বাধীন হইলাম।৪

আমি অনুপস্থিত থাকায় চঞ্চলচিত্ত রাক্ষস তোমাকে অপহরণ করিয়াছিল। সে দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হইয়া সেই দৈবকৃত দোষ স্বীয় পুরুষার্থে অপনীত করিলাম।৫

যে পুরুষ অবমানিত হইয়া সেই অপমান নিজ তেজে বা বলে ক্ষালন না করে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির মহান্ পুরুষকারেই বা কি লাভ হইবে? ৬

হনুমান সমুদ্রলঙ্ঘন ও লঙ্কাদহনাদি যে সকল শ্লাঘনীয় কার্য্য করিয়াছিল, অদ্য তাহা সফল হইল।৭

সসৈন্যে সুগ্রীব যে হিতজনক মন্ত্রণাপ্রদান ও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার সেই শ্রম সার্থক হইল।৮

যে নিজ হইতেই দুর্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন, অদ্য সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল।৯

রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে সীতা সেই সমস্ত

---

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—
প্রভূতাভাবসিক্তস্য পাবকস্যেব দীপ্যতঃ।
স বদ্ধা ভ্রূকুটিং বক্ত্রে তির্য্যক্প্রেক্ষিতলোচনঃ ॥

পশ্যতস্তাস্ত রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্ ।
জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা ॥১১
সীতামুৎপলপত্রাক্ষীং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্ ।
অবদদ্ বৈ বরারোহাং মধ্যে বানর-রক্ষসাম্ ॥১২
যৎ কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা ।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা ॥১৩
নির্জ্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা ।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্ ॥১৪
বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ ॥১৫
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্বতঃ ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা ॥১৬

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা ।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া ॥১৭
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে ।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া ॥১৮
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্ ।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা ॥১৯
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা ।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ ॥২০
যদর্থং নির্জ্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া ।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥২১
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা ।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥২২

শ্রবণ করত, মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ললোচন হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ।১০

সমীপবর্ত্তিনী প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিরীক্ষণ করত লোকাপবাদের ভয়ে রাজা রামের মন দ্বিধা বিভক্ত (বিদীর্ণ) হইল ।১১

তিনি বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তিনী কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশযুক্তা কমলনয়না সুন্দরী সীতাকে বলিলেন ;—তোমার ধর্ষণাক্ষালন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, আমি নিজের মান রক্ষার জন্য রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহা করিয়াছি ।১২-১৩

তপস্যা দ্বারা পরমাত্মস্বরূপচিন্তাকারী অগস্ত্যমুনি যেরূপ বাতাপি ও ইল্বলের ভয়ে সমুদয় প্রাণীর দুর্জ্জয় দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাকে জয় করিয়াছি ।১৪

তোমার কল্যাণ হউক । তুমি জানিবে আমি সুহৃদ্‌গণের বীর্য্যবলে যে দারুণ রণপরিশ্রম করিয়াছি, ইহা তোমার নিমিত্ত নহে ।১৫

তোমার অপহরণজনিত অপবাদ অপনয়ন এবং প্রখ্যাত নিজবংশের কলঙ্ক ক্ষালন করিবার নিমিত্তই আমি ঈদৃশ কার্য্য করিয়াছি । সীতে ! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া নেত্ররোগীর সম্মুখস্থিত দীপশিখার ন্যায় আমাকে অতিশয় কষ্ট দিতেছ ।১৬-১৭

অতএব হে ভদ্রে ! জনকাত্মজে ! এই দশ দিক্ দেখিতেছ, ইহার যে দিকে ইচ্ছা হয়, গমন কর ; আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম । তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নাই ।১৮

যে স্ত্রী বহুকাল পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ সৌহার্দ্যলাভের আশায় সেই স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে ? ১৯

রাবণ দুষ্টদৃষ্টিতে তোমাকে দেখিয়াছে, ক্রোড়ে করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া স্বীয় সুমহৎ কুল কলঙ্কিত করিতে পারি না ।২০

যে জন্য তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই ; যথায় ইচ্ছা গমন কর ।২১

হে ভদ্রে ! আমি বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা বলিবার তাহা বলিলাম । এক্ষণে ভরত বা লক্ষ্মণের সংরক্ষণে থাকিবার তোমার ইচ্ছা হয়ত তাহাই কর ।২২

শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ॥২৩
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়েত চিরং সীতে স্বগৃহে পর্য্যবস্থিতাম্ ॥২৪
ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পং রুদতী তদা ভৃশং
গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

সীতে! শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের নিকট থাকিবার মন চায় ত সুখে ইহাদিগের নিকটও থাকিতে পার। সীতে! তুমি অনেকদিন রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলে, সুতরাং সে তোমার এতাদৃশ মনোহর দিব্যরূপ দর্শনে তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।২৩-২৪

যিনি চিরকাল প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, সেই মানিনী জনকনন্দিনী স্বামীর মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত গজেন্দ্রশুণ্ডকর্ষিতা লতার ন্যায় মুহুর্মুহুঃ কম্পিতা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ

[উপালম্ভপূর্ণবাক্যেন শ্রীরামায় সীতায়া উত্তরদানম্, স্বসতীত্বং প্রদর্শয়িতুং বহ্নৌ প্রবেশশ্চ।]

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুষং রোমহর্ষণম্।
রাঘবেণ সরোষেণ শ্রুত্বা প্রব্যথিতাভবৎ ॥১
সা তদাশ্রুতপূর্বং হি জনে মহতি মৈথিলী।
শ্রুত্বা ভর্ত্তুর্বচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ ॥২
প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা।
বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥৩
ততো বাষ্পপরিক্লিন্নং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥৪
কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥৫
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ॥৬

ষোড়শাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামকে তিরস্কারব্যঞ্জকবাক্যে সীতার উত্তর দান এবং নিজ সতীত্ব দেখাইবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ।]

রঘুনন্দন সক্রোধে এইরূপ দারুণ রোমহর্ষণ বাক্য বলিলে, তাহা শুনিয়া বৈদেহী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।১

তিনি জনসমূহের মধ্যে ভর্তার এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিত হইয়া আনত হইলেন।২

জনকনন্দিনী যেন আপনার গাত্র মধ্যেই লুক্কায়িত হইতে ইচ্ছা করিলেন। স্বামীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি শল্যপীড়িতের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ করত অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৩

পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কাস্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা ॥৭
যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥৮
মদধীনস্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী ॥৯
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্ ॥১০
প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জ্জিতা ॥১১
প্রত্যক্ষং বানরস্থাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয়া সন্ত্যক্তয়া বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া ॥১২
ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব ॥১৩
ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্ ॥১৪
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্ ॥১৫
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম শক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥১৬

পরে অশ্রুপরিপ্লুত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া ধীরে ধীরে গদ্‌গদ স্বরে স্বামীকে বলিলেন।৪

হে বীর! প্রাকৃত ব্যক্তি (নিম্নশ্রেণী পুরুষ) প্রাকৃতা মহিলাকে যেরূপ বলিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনি আমাকে এরূপ কঠোর, অনুচিত ও কর্ণকটু বাক্য শ্রবণ করাইতেছেন কেন? ৫

হে মহাবাহো! আপনি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি। আমি আমার চরিত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।৬

প্রাকৃতা রমণীর চরিত্রদর্শনে আপনি স্ত্রী জাতির উপর আশঙ্কা করিতেছেন; ইহা উচিত নহে। যদি আপনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তবে এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন।৭

হে প্রভো! আমি আত্মবশে না থাকায় রাবণের সহিত আমার যে গাত্র সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে; দৈবই সে বিষয়ে দোষী।৮

নাথ! যাহা আমার অধীন সেই হৃদয়কে ত' কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই? হৃদয় সমভাবে আপনারই অনুবর্ত্তী রহিয়াছে; পরন্তু গাত্রসকল পরাধীন অর্থাৎ আমার বশীভূত ছিল না, সুতরাং রাবণ সেই সকল স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে বিবশ অবলা আমি কি করিতে পারি? ৯

মানদ প্রাণনাথ! বহুকাল সংসর্গবশতঃ আমাদের উভয়ের অনুরাগ এককালে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে তাহাতেও আমার স্বভাব অবগত হইতে পারেন নাই, হায়, আমি তাহাতেই সদা মৃতা হইলাম।১০

রাজন্! আপনি যখন মহাবীর হনুমান্‌কে লঙ্কা মধ্যে আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন কেন পরিত্যাগ করেন নাই।১১

হে বীর! সেই সময় হনুমান্ আমাকে পরিত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ করাইলেই আমি তদ্দণ্ডে ইহার সম্মুখেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম।১২

রাঘব! তাহা হইলে আপনাকে এরূপ জীবন সংশয় মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অকারণে সুহৃদ্বর্গকে কষ্ট দিয়া এই যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না।১৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি রোষপরবশ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আমার শীল ও স্বভাবের বিচার ত্যাগ করত কেবল নিম্নস্থানীয় স্ত্রীত্বই বিবেচনা করিলেন? ১৪

হে সদাচারমর্ম্মবিজ্ঞ! আমি জনকের যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়া লোকে আমাকে জানকী বলিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে জনকের ঔরসজাত নহি, পৃথিবীর গর্ভে আমার জন্ম, সুতরাং আমি সাধারণ মানব জাতি হইতে বিলক্ষণ ও দিব্য। সেইরূপই আমার আচার-বিচারও অলৌকিক এবং দিব্য; আমাতে চারিত্রিক বল বিদ্যমান, পরন্তু আপনি তাহা বিবেচনা না করিয়া—

ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্‌গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্ ॥১৭
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৮
অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্তা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্ ॥১৯
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অমর্ষবশমাপন্নো রাঘবং সমুদৈক্ষত ॥২০
স বিজ্ঞায় মনশ্ছন্দং রামস্যাকারসূচিতম্।
চিতাং চকার সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্য্যবান্ ॥২১
নহি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ ॥২২
অধোমুখং তিস্থং রামং ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
উপাবর্ত্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হুতাশনম্ ॥২৩
প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ ॥২৪
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥২৫
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥২৬
কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ ॥২৭
আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা ॥

আমার চরিত্র সম্বন্ধে সমুচিত সম্মাননা করিলেন না।১৫

বাল্যকালে বিধিপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও আপনি দেখিলেন না? আপনার প্রতি আমার ভক্তি এবং আমার স্বভাব কিরূপ, তাহাও বিবেচনা করিলেন না? ১৬

জনকনন্দিনী বাষ্প গদ্‌গদস্বরে এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৭

সৌমিত্রে! এইরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া আমি আর জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, এক্ষণে চিতাই এতাদৃশ বিপদের একমাত্র ঔষধ; অতএব তুমি চিতা প্রস্তুত কর।১৮

ভর্ত্তা মদীয় গুণে অপ্রীত হইয়া জনসমূহের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; অতএব আমি এক্ষণে অনলে প্রবেশ করিয়া আমার কর্ম্মানুরূপ গতিলাভ করিব।১৯

বৈদেহী এই কথা বলিলে শত্রুবীরহন্তা বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ রঘুনন্দনের প্রতি ক্রোধভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।২০

তৎপরে শক্তিশালী লক্ষ্মণ আকার ইঙ্গিতে রামের মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে চিতা প্রস্তুত করিলেন।২১

তৎকালে ক্রোধে কালান্তক যমসদৃশ সেই রামচন্দ্রকে কোনরূপ অনুনয় করিতে বা কোন কথা বলিতে, এমন কি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও কেহ সাহসী হইল না।২২

রাম অধোমুখে বসিয়া রহিলেন; চিতা প্রস্তুত হইলে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেদীপ্যমান অনলের নিকট গমন করিলেন।২৩

তারপর মৈথিলী দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিদেবের নিকট বলিলেন।২৪

যেরূপ আমার মন কখনও রাঘব হইতে বিচলিত হয় নাই, সেইরূপ লোকসাক্ষী অগ্নিদেব অবশ্যই আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।২৫

আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও রাঘব যেরূপ আমাকে দুষ্টা বোধ করিতেছেন, সেইরূপ সকললোকের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী পাবক (অগ্নি) আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।২৬

আমি যেরূপ কায়, মন ও বাক্যে কখনও সর্বধর্ম্মজ্ঞ

যথান্যেঽপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্ ॥২৮
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্ ।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা ॥২৯
জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ ।
দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্ ॥৩০
সা তপ্তনবহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ।
পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্বলোকস্য সন্নিধৌ ॥ ৩১
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হব্যবাহনম্ ।
সীতাং সর্বাণি রূপাণি রুক্মবেদিনিভাং তদা ॥৩২
দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্ ।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব ॥৩৩
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে ।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে ॥৩৪
দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেবগন্ধর্বদানবাঃ ।
শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্দেবতামিব ॥৩৫
তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাস্তু হাহেতি বিপুলঃ স্বনঃ ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, সেইরূপ অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন ।২৭

যদি ভগবান্ সূর্য্য, বায়ু, দিক্‌সকল, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, প্রাতঃ ও সায়ং এই দুই সন্ধ্যাকাল, পৃথিবী এবং অন্য দেবতাগণ যদি আমাকে শুদ্ধচরিত্র বলিয়া জানেন, তাহা হইলে অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ।২৮

সীতা এই কথা বলিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে জলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন ।২৯

বালক ও বৃদ্ধে পূর্ণা মহতী জনতা দীপ্তিমতী সীতাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে দেখিল ।৩০

এইরূপে সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও তপ্তকাঞ্চনভূষণা সীতাদেবী সকল লোকের সমক্ষে জ্বলন্ত হুতাশন মধ্যে নিপতিত হইলেন (ঝাঁপ দিলেন)। সুবর্ণময়ী দেবীর ন্যায় কান্তিমতী বিশাললোচনা সীতাকে সেই সময় সকল প্রাণীই অগ্নিতে পতিত হইতে দেখিল। ঋষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন,—মহাভাগা সীতাদেবী পূর্ণাহুতির ন্যায় জ্বলন্ত অনলে পতিত হইলেন ।৩১-৩৩

ত্রিলোকবাসিনী রমণীগণ স্নানাদি দ্বারা পরিশুদ্ধা ও দিব্যভূষণে ভূষিতা সীতাকে যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ।৩৪

দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ এবং ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রাণী শাপগ্রস্ত হইয়া স্বর্গ হইতে কোন দেবীর নরকে পতিত হওয়ার ন্যায় জনকনন্দিনীকে অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিলেন ।৩৫

এইরূপে জানকী অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলে, তখন বানর ও রাক্ষসগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদের ঐ অদ্ভুত আর্ত্তনাদ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল ।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভগবতঃ শ্রীরামস্য সমীপে দেবানামাগমনম্, ব্রহ্মণা শ্রীরামস্য ভগবত্তায়াঃ প্রতিপাদনং স্তবনঞ্চ ।]

ততো হি দুর্মনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং গিরঃ ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্মাত্মা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ॥১
ততো বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ ।
সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ ॥২
ষড়র্দ্ধনয়নঃ শ্রীমান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ ।
কর্ত্তা সর্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥৩
এতে সর্বে সমাগম্য বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ ।
আগম্য নগরীং লঙ্কামভিজগ্মুশ্চ রাঘবম্ ॥৪
ততঃ সহস্তাভরণান্ প্রগৃহ্য বিপুলান্ ভুজান্ ।
অব্রুবংস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠা রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্ ॥৫
কর্ত্তা সর্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিভুঃ ।
উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হব্যবাহনে ॥
কথং দেবগণশ্রেষ্ঠমাত্মানং নাববুধ্যসে ॥৬

ঋতধামা বসুঃ পূর্বং বসূনাঞ্চ প্রজাপতিঃ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ম্প্রভুঃ ॥৭
রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ ।
অশ্বিনৌ চাপি কর্ণৌ তে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দৃশৌ ॥৮
অন্তে চাদৌ চ মধ্যে চ দৃশ্যসে চ পরন্তপ ।
উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা ॥৯
ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ
অব্রবীৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥১০
আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্ ।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে ॥১১
ইতি ব্রুবাণং কাকুৎস্থং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
অব্রবীচ্ছৃণু মে বাক্যং সত্যং সত্যপরাক্রম ॥১২

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ

[ভগবান্ শ্রীরামের সমীপে দেবগণের আগমন এবং ব্রহ্মাকর্তৃক শ্রীরামের ভগবত্তা প্রতিপাদন ও স্তবন ।]

তৎপরে ধর্মাত্মা রাম রাক্ষস ও বানরগণের এতাদৃশ হাহাকার রব শ্রবণে দুঃখিত হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১

সেই সময় রাজা বৈশ্রবণ, পিতৃগণ, যম, দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, ত্রিনয়ন বৃষধ্বজ দেবদেব শ্রীমান্ মহাদেব এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ আদিত্যোজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করত লঙ্কা নগরীতে উপস্থিত হইয়া রাঘবসমীপে গমন করিলেন ।২-৪

তদ্দর্শনে রঘুনন্দন কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে সেই সুরেশ্বরগণ নিজ নিজ অলঙ্কৃত বিশাল বাহু উন্নত করিয়া বলিলেন ।৫

রাঘব ! আপনি লোকসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তত্ত্বজ্ঞানিগণের ধ্যেয় এবং বিভু হইয়াও কি নিমিত্ত অনলপতনোন্মুখী সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন ? হে পরন্তপ ! আপনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তবে কি নিমিত্ত এইসব বুঝিতেছেন না ? ৬

আপনিই পূর্ব্বকল্পবসুগণের মধ্যে ঋতধামানামক বসু, ত্রিভুবনের সকল লোকের মধ্যে আদিকর্ত্তা প্রজাপতি ।৭

রুদ্রগণের মধ্যে অন্যের অনিয়ম্য মহাদেব নামক অষ্টম রুদ্র এবং সাধ্যগণের মধ্যে বীর্য্যবান্ নামক পঞ্চম সাধ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । হে দেব ! আপনি বিরাট্‌রূপ ধারণ করিলে অশ্বিনীকুমারযুগল আপনার কর্ণ এবং চন্দ্রসূর্য্য আপনার চক্ষু হইয়াছিলেন ।৮

হে বীর ! আপনি ভূতগণের আদিতে ও অবসানে বিরাজ করেন, অতএব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এক্ষণে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন ? ৯

ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ নররাজ রঘুনন্দনকে লোকপালগণ এইরূপ বলিলে তিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণকে বলিলেন ।১০

ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ ॥১৩
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ ॥১৪
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ ॥১৫
সেনানীর্গ্রামণীশ্চ ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বং ক্ষমা দমঃ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ ত্বমুপেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥১৬
ইন্দ্রকর্মা মহেন্দ্রস্ত্বং পদ্মনাভো রণান্তকৃৎ।
শরণ্যং শরণঞ্চ ত্বামাহুর্দিব্যা মহর্ষয়ঃ ॥১৭
সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ।
ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ম্প্রভুঃ ॥১৮
সিদ্ধানামপি সাধ্যানামাশ্রয়শ্চাসি পূর্বজঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ ॥১৯
প্রভবং নিধনঞ্চাপি নো বিদুঃ কো ভবানিতি।
দৃশ্যসে সর্বভূতেষু গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ ॥২০
দিক্ষু সর্বাসু গগনে পর্বতেষু নদীষু চ।
সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্ ॥২১
ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীং সর্বপর্বতান্।
অন্তে পৃথিব্যাঃ সলিলে দৃশ্যসে ত্বং মহোরগঃ ॥২২

আমি নিজেকে দশরথের পুত্র রামনামক মনুষ্য বলিয়া জানি, অতএব আমি কে? হে ভগবন্! আপনারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।১১

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা বলিলেন ;—হে সত্যপরাক্রম! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি,—আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন।১২

হে রাঘব! আপনিই জলশায়ী বিরাট্‌রূপী নারায়ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীমান্ দেবদেব বিষ্ণু এবং জন্মমৃত্যুরূপ—শত্রুবিনাশকারী একদন্ত বরাহস্বরূপ।১৩

হে রাঘব! যিনি লোকসকলের মধ্যে ও অবসানে বিরাজ করেন, আপনিই সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম ও লোকসকলের পরম ধর্ম্মস্বরূপ, চতুর্ভুজ বিষ্বক্সেন শ্রীহরি।১৪

শৃঙ্গরূপ কালই আপনার ধনু, এই জন্য আপনি শার্ঙ্গধন্বা, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া আপনি হৃষীকেশ। লোকের হৃদয়-পুণ্ডরীকে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া আপনি পুরুষ। আপনার জন্ম নাই এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্য আপনার নাম পুরুষোত্তম। পাপ ও শত্রুগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না, এই জন্য আপনি অজিত। নন্দকনামক খড়্গধারী বলিয়া আপনি খড়্গধৃক্। আপনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়া আপনার নাম বিষ্ণু। আপনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ এবং আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া আপনি বৃহদ্বল নামে অভিহিত হন। আপনি সেনানী (দেবসেনাপতি), গ্রামণী (গ্রামনেতা বা মুখ্য), সত্ত্ব—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ভক্তগণের অপরাধ সহ্য করেন বলিয়া ক্ষমা। ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকারী বলিয়া আপনি দম। সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া আপনি প্রভব। বিনাশক বলিয়া আপনি অব্যয় এবং উপেন্দ্র ও মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।১৫-১৬

দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই ইন্দ্রকর্ম্মা মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রণান্তকারী, শরণ ও শরণ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।১৭

আপনি সহস্রশাখাসমন্বিত বেদরূপী বলিয়া সহস্রশৃঙ্গ, আপনি বেদস্বরূপ এবং অনেক বিধিময় শিরোবিশিষ্ট বলিয়া আপনার নাম শতশীর্ষ। আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার মহর্ষভ এবং ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আপনি স্বয়ম্প্রভু আদিকর্ত্তা নামে অভিহিত হন।১৮

আপনি সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় এবং পূর্ব্বজ, যজ্ঞ, বষট্‌কার, পরাৎপর ও ওঙ্কারস্বরূপ।১৯

আপনি ব্রাহ্মণ ও গো প্রভৃতি সকল প্রাণী, নদী, পর্ব্বত, বন এবং সকল দিকে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি আপনি কে এবং আপনার জন্ম ও

ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্ রাম দেব-গন্ধর্ব-দানবান্।
অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥২৩
দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ প্রভো।
নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা ॥২৪
সংস্কারাস্ত্বভবন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা।
জগৎ সর্বং শরীরং তে স্থৈর্য্যং তে বসুধাতলম্ ॥২৫
অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণঃ।
ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরা স্বৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ ॥২৬
মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বদ্ধ্বা সুদারুণম্।
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥২৭
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
তদিদং নস্ত্বয়া কার্য্যং কৃতং ধর্মভৃতাং বর ॥২৮
নিহতো রাবণো রাম প্রহৃষ্টো দিবমাক্রম।
অমোঘং দেব বীর্য্যং তে ন তেঽমোঘাঃ পরাক্রমাঃ ॥২৯
অমোঘং দর্শনং রাম অমোঘস্তব সংস্তবঃ।
অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তো নরা ভুবি ॥৩০
যে ত্বাং দেবং ধ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
প্রাপ্নুবন্তি তথা কামানিহ লোকে পরত্র চ ॥৩১
ইমমার্ষং স্তবং দিব্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
যে নরাঃ কীর্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

নিধন কিরূপে হয়, তাহা কেহই জানে না। আপনি সহস্রচরণ, শতশীর্ষ ও সহস্রচক্ষু অনন্তরূপ হইয়া পর্বতসমন্বিতা পৃথিবী ও ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছেন এবং পৃথিবীর অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের পর সলিলোপরি মহাভুজঙ্গ শয্যায় শয়ান থাকেন ।২০-২২

রাঘব! আপনিই বিরাট্‌মূর্ত্তি হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবসমন্বিত ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আমি আপনার হৃদয়, দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা ।২৩

প্রভো! আমি ব্রহ্মা যে দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আপনার শরীরের রোম, রাত্রি আপনার নিমেষ ও দিবা আপনার উন্মেষ এবং বেদসকল আপনার সংস্কার। আপনি ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। সম্পূর্ণ বিশ্ব আপনার শরীর। পৃথিবী আপনার স্থিরতা ।২৪-২৫

অগ্নি আপনার কোপ এবং চন্দ্র আপনার প্রসন্নতা। আপনার বক্ষে শ্রীবৎসের চিহ্ন থাকায় আপনি বিষ্ণু, আপনিই পূর্ব্বে (বামনাবতারে) ত্রিবিক্রমে (ত্রিপাদবিক্ষেপে) ত্রিভুবনকে আক্রমণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ।২৬

তারপর দারুণস্বভাব বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে দেবরাজ করিয়াছিলেন। সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ দেব বিষ্ণু ।২৭

আপনারা রাবণবধের নিমিত্তই এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন। হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ।২৮

এক্ষণে কিয়ৎকাল মনুষ্যলোকে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করত পশ্চাৎ ব্রহ্মালোকে আরোহণ করিবেন। হে দেব! আপনার বীর্য্য, পরাক্রম ও স্তব—এই সমস্তই অব্যর্থ এবং যাহারা আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করে, তাহারাও অব্যর্থ ফল লাভ করিয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তম, অতএব যাহারা আপনাকে একমনে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, যাহারা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরাতন বেদোদিত স্তব কীর্ত্তন করে, তাহাদের কোথাও পরাজয় হয় না ।২৯-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ চিতায়া মূর্ত্তিমতো বহ্নেরাবির্ভাবঃ, শ্রীরামসমীপে সীতায়াঃ সমর্পণম্, তস্যাঃ পবিত্রতায়াঃ প্রমাণীকরণম্, সহর্ষেণ শ্রীরামেণ সীতায়া গ্রহণঞ্চ।]

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহসমীরিতম্।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ ॥১
বিধূয়াথ চিতাং তাস্তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ।
উত্তস্থৌ মূর্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্ ॥২
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্ ॥৩
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্।
দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ ॥৪
অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে ॥৫
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌণ্ডীর্য্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা ॥৬

রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যোৎসিক্তেন রক্ষসা।
ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জনে সতী ॥৭
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ ॥৮
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্তদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥৯
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মৈথিলীম্।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥১০
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ ॥১১
এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥১২

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ

[সীতাকে লইয়া মূর্তিমান্ অগ্নিদেবের আবির্ভাব, শ্রীরামের নিকট সমর্পণপূর্ব্বক সীতার পবিত্রতার প্রমাণীকরণ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক সহর্ষে সীতাদেবীর গ্রহণ।]

পিতামহকথিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সীতাকে (পিতার ন্যায়) ক্রোড়ে করিয়া উত্থিত হইলেন।১

ইত্যবসরে অগ্নি নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই চিতা অপসারিত করিয়া অরুণাদিত্যসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভূষণা রক্তবস্ত্রধারিণী নীলকুঞ্চিতকেশী অম্লানমালাশোভিতা অবিকৃতরূপা অনিন্দিতা জনকনন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইয়া রামকে দিলেন।২-৪

অনন্তর লোকসাক্ষী পাবক বৈদেহীকে রামসমীপে প্রদান করত বলিলেন—রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, ইহাতে পাপের লেশমাত্রও নাই।৫

এই শুভলক্ষণা সচ্চরিত্রা সীতা—বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষু দ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই।৬

যে সময় ইনি নির্জ্জন কাননে একাকিনী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তোমার অনুপস্থিতিবশতঃ বীর্য্যোন্মত্ত রাক্ষস রাবণ বলপূর্ব্বক ইঁহাকে হরণ করিয়া রাবণ স্বীয় অন্তঃপুরে আনিয়াছিল।৭

তথায় ঘোরবুদ্ধি ঘোররূপ নিশাচরগণ বারবার তাড়না ও প্রলোভন প্রদর্শন করিলেও একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা জানকী ক্ষণমাত্রও রাবণকে চিন্তা করেন নাই; নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন।৮-৯

রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি, এই পাপহীনা বিশুদ্ধস্বভাবা জানকীকে গ্রহণ কর। ইঁহাকে আর কোন কথা বলিও না।১০

ধর্ম্মাত্মা বাগ্মিপ্রবর রাম এই কথা শ্রবণে প্রীত

অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা ॥১৩

বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি ॥১৪

অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ॥১৫

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ ॥১৬

প্রত্যয়ার্থস্তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ।
উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্ ॥১৭

ন শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১৮

নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা ॥১৯

বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা ॥২০

অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং সর্বেষাং বো বচোহিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্ ॥২১

ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্মণা।
সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ
সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। অগ্নিদেব মহাবিক্রম মহাতেজস্বী ধার্ম্মিকপ্রবর ধৈর্য্যশালী রামকে এইরূপ বলিলে তিনি দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে বলিলেন।১১-১২

দেব! শুভলক্ষণা জানকী যে লোকসকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন।১৩

সুতরাং আমি যদি বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই লইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত যে, দশরথনন্দন রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং সাংসারিক ব্যবহারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।১৪

জনকনন্দিনী মৈথিলী যে, অনন্যহৃদয়া এবং আমাতেই যে একান্ত অনুরাগিণী, তাহা আমি জানি।১৫

যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ রাবণও আপনার তেজোবলে আপনি রক্ষিতা এই বিশালাক্ষী জানকীকে অতিক্রম করিতে অর্থাৎ তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে না।১৬

কেবল সত্যাশ্রয়ী আমি ত্রিলোকবাসীর বিশ্বাসের জন্য অগ্নিতে প্রবেশকারিণী সীতাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করি নাই।১৭

আমার বোধ হয়—সেই দুষ্টাত্মা রাবণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এই অনন্যলভ্যা সীতাকে মনে মনেও ধর্ষণ করিতে পারে নাই; কারণ, সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে অভিন্ন, সীতাও তদ্রূপ আমা হইতে অভিন্না।১৮-১৯

যেরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই ত্রিলোকবিশুদ্ধা জনকনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।২০

আপনারা এবং হিতবাদী লোকপালগণ স্নেহসহকারে যে যে হিতবাক্য বলিলেন, তাহা আমার অবশ্যই পালন করা উচিত।২১

মহাবল মহাযশস্বী সুখোচিত রাম এই কথা বলিয়া স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা লোকপালগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত এবং প্রিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া অতিশয় সুখী হইলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[মহাদেবাজ্ঞয়া শ্রীরামেণ লক্ষ্মণেন চ রথেন সমাগতস্য দশরথস্য প্রণামঃ, পুত্রদ্বয়স্য সীতায়াশ্চ সমীপে প্রয়োজনীয়সন্দেশমুক্ত্বা দশরথস্য ইন্দ্রলোকগমনঞ্চ।]

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রাঘবেণানুভাষিতম্।
ততঃ শুভতরং বাক্যং ব্যাজহার মহেশ্বরঃ ॥১
পুষ্করাক্ষ মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরন্তপ।
দিষ্ট্যা কৃতমিদং কর্ম ত্বয়া ধর্মভৃতাং বর ॥২
দিষ্ট্যা সর্বস্য লোকস্য প্রবৃদ্ধং দারুণং তমঃ।
অপবৃত্তং ত্বয়া সংখ্যে রাম রাবণজং ভয়ম্ ॥৩
আশ্বাস্য ভরতং দীনং কৌসল্যাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতরম্ ॥৪
প্রাপ্য রাজ্যমযোধ্যায়াং নন্দয়িত্বা সুহৃজ্জনম্।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে বংশং স্থাপয়িত্বা মহাবল ॥৫
ইষ্ট্বা তুরগমেধেন প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা ত্রিদিবং গন্তুমর্হসি ॥৬

এষ রাজা দশরথো বিমানস্থঃ পিতা তব।
কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাযশাঃ ॥৭
ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা ত্বমেনমভিবাদয় ॥৮
মহাদেববচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিমানশিখরস্থস্য প্রণামমকরোৎ পিতুঃ ॥৯
দীপ্যমানং স্বয়া লক্ষ্ম্যা বিরাজোঽম্বরধারিণম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দদর্শ পিতরং প্রভুঃ ॥১০
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বিমানস্থো মহীপতিঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট্বা পুত্রং দশরথস্তদা ॥১১
আরোপ্যাঙ্কে মহাবাহুর্বরাসনগতঃ প্রভুঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ততো বাক্যং সমাদদে ॥১২

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[মহাদেবের আজ্ঞায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বিমানে আগত রাজা দশরথকে প্রণাম এবং দুইপুত্র ও সীতাকে আবশ্যকসংবাদ জানাইয়া দশরথের ইন্দ্রলোকে গমন।]

মহেশ্বর রামচন্দ্রকথিত তাদৃশ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতেও শুভতর বাক্যে বলিলেন।১

হে ধার্ম্মিকপ্রবর পদ্মলোচন মহাবাহো বিশালবক্ষা অরিন্দম রঘুনন্দন! তুমি ভাগ্যবলেই এতাদৃশ কার্য্য করিয়াছ।২

রাম! তুমি যুদ্ধে সৌভাগ্যবশতঃ লোকসকলের রাবণ-ভয়রূপ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘোর অন্ধকার দূর করিলে।৩

(সে যাহা হউক,) অধুনা দীনদশাপন্ন ভরতকে আশ্বস্ত করত যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ-মাতা সুমিত্রাকে দর্শন ও আশ্বস্ত কর।৪

হে মহাবল! অনন্তর অযোধ্যায় রাজা হইয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত, ইক্ষ্বাকুকুলে স্বীয় বংশস্থাপন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করত ব্রাহ্মণগণকে ধনদান দ্বারা অতিশয় যশোভাগী হইয়া স্বর্গে আগমন করিবে।৫-৬

হে কাকুৎস্থ! যিনি পিতা বলিয়া মনুষ্যলোকে তোমার মহাগুরু ছিলেন, ঐ দেখ—সেই মহাযশস্বী শ্রীমান্ রাজা দশরথ বিমানের উপর রহিয়াছেন।৭

শ্রীমান্ দশরথ তোমার ন্যায় পুত্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ইঁহাকে অভিবাদন কর।৮

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বিমানের উচ্চস্থানে উপবিষ্ট পিতাকে প্রণাম করিলেন।৯

সর্ব্বশক্তিমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় কান্তিদ্বারা দেদীপ্যমান বিমল বসনধারী পিতাকে দর্শন করিলেন।১০

বিমানস্থিত রাজা দশরথ তখন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের দর্শনে অসীম আনন্দ লাভ করিলেন।১১

ন মে স্বর্গো বহুমতঃ সম্মানশ্চ সুরর্ষভৈঃ।
ত্বয়া রাম বিহীনস্য সত্যং প্রতিশৃণোমি তে ॥১৩

অদ্য ত্বাং নিহতামিত্রং দৃষ্ট্বা সম্পূর্ণমানসম্।
নিস্তীর্ণবনবাসঞ্চ প্রীতিরাসীৎ পরা মম ॥১৪

কৈকেয্যা যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর।
তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম ॥১৫

ত্বাং তু দৃষ্ট্বা কুশলিনং পরিষ্বজ্য সলক্ষ্মণম্।
অদ্য দুঃখাদ্ বিমুক্তোঽস্মি নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥১৬

তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা।
অষ্টাবক্রেণ ধর্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা ॥১৭

ইদানীঞ্চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ পিহিতং পুরুষোত্তমম্ ॥১৮

সিদ্ধার্থা খলু কৌসল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতম্।
বনান্নিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রুসূদনম্ ॥১৯

সিদ্ধার্থাঃ খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্।
রাজ্যে চৈবাভিষিক্তঞ্চ দ্রক্ষ্যন্তে বসুধাধিপম্ ॥২০

অনুরক্তেন বলিনা শুচিনা ধর্মচারিণা।
ইচ্ছেয়ং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম্ ॥২১

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্য্যাতিতাস্ত্বয়া।
বসতা সীতয়া সার্দ্ধং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ ॥২২

নিবৃত্তবনবাসোঽসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
রাবণঞ্চ রণে হত্বা দেবতাঃ পরিতোষিতাঃ ॥২৩

কৃতং কর্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥২৪

অনন্তর উত্তমাসনস্থিত সেই মহাবাহু মহীপতি দশরথ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত বলিলেন।১২

বৎস রাম! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,—তোমার বিরহে আমার স্বর্গ অথবা সুরেশ্বরগণের সম্মান লাভ সমধিক সুখের বিষয় হয় নাই।১৩-১৪

হে বাগ্মিপ্রবর! তোমার বনবাসের নিমিত্ত কৈকেয়ী যে নিদারুণ বাক্যসকল বলিয়াছিল, তাহা এখনও আমার অন্তঃকরণে জাগরুক রহিয়াছে।১৫

(সে যাহা হউক,) অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি নীহার-বিমুক্ত দিবাকরের ন্যায় দুঃখবিমুক্ত হইলাম।১৬

কহোল নামক ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণপুত্র যেরূপ অষ্টাবক্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমার ন্যায় সুপুত্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।১৭

হে সৌম্য! আজ এই দেবতাগণের কৃপায় আমি ইহা জ্ঞাত হইলাম যে, রাবণের বধের জন্য ভগবান্ পুরুষোত্তম তোমার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে রাম! এক্ষণে কৌশল্যার অভিলাষ পূর্ণ হইবে; কারণ, তুমি শত্রুনাশপূর্বক বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে তিনি হৃষ্টচিত্তে তোমাকে দর্শন করিবেন।১৮-১৯

রাম! তুমি অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যাহারা তোমাকে মহীপতিরূপে অভিষিক্ত হইতে দেখিবে, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।২০

ভরত অত্যন্ত ধার্ম্মিক, পবিত্র ও বলবান্ এবং সে তোমার উপর প্রকৃত অনুরাগী, আমি ভরতের সহিত তোমার মিলন দেখিতে ইচ্ছা করি।২১

হে সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করিয়াছ।২২

তুমি বনবাস যাপন করিয়া আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ করিয়াছ এবং রণমধ্যে রাবণকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ।২৩

ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ ॥২৫

সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কেকেয়ী ত্বয়া।
স শাপঃ কৈকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং
ন স্পৃশেৎ প্রভো ॥২৬

তথেতি স মহারাজো রামমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিম্।
লক্ষ্মণঞ্চ পরিষ্বজ্য পুনর্বাক্যমুবাচ হ ॥২৭

রামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া।
কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে ॥২৮

ধর্মং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ যশশ্চ বিপুলং ভুবি।
রামে প্রসন্নে স্বর্গঞ্চ মহিমানং তথোত্তমম্ ॥২৯

রামং শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্ধন।
রামঃ সর্বস্য লোকস্য হিতেষ্বভিরতঃ সদা ॥৩০

এতে সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অভিবাদ্য মহাত্মানমর্চন্তি পুরুষোত্তমম্ ॥৩১

এতত্তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরন্তপঃ ॥৩২

অবাপ্তধর্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া।
এবং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া ॥৩৩

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রাজা স্নুষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাম্।
পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ ॥৩৪

কর্তব্যো ন তু বৈদেহি মন্যুস্ত্যাগমিমং প্রতি।
রামেণেদং বিশুদ্ধ্যর্থং কৃতং বৈ ত্বদ্ধিতৈষিণা ॥৩৫

সুদুষ্করমিদং পুত্রি তব চারিত্রলক্ষণম্।
কৃতং যত্তেঽন্যনারীণাং যশো হ্যভিভবিষ্যতি ॥৩৬

ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্তৃশুশ্রূষণং প্রতি।
অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরম্ ॥৩৭

শত্রুনাশন! তুমি শ্লাঘনীয় অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা সুমহৎ যশ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার বনবাসের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব অতঃপর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যে অবস্থান করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর।২৪

রাজা দশরথ এই কথা বলিলে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন।২৫

হে প্রভো! আপনি কৈকেয়ীকে 'পুত্রের সহিত তোমাকে ত্যাগ করিলাম' এইরূপ যাহা বলিয়াছিলেন, যেন সেই ভীষণ শাপ সপুত্রা কৈকেয়ীকে স্পর্শ করিতে না পারে।২৬

মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে "তথাস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত বলিলেন।২৭

বৎস! তুমি ভক্তিসহকারে বিদেহনন্দিনী সীতার সহিত রামচন্দ্রের সেবা করিয়া আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছ এবং ধর্ম ফল প্রাপ্ত হইয়াছ।২৮

ধর্মজ্ঞ! ভবিষ্যতে তুমি সুমহৎ পুণ্য, বিপুল যশ ও উত্তম মহিমা এবং স্বর্গ শ্রীরামের প্রসন্নতায় লাভ করিবে।২৯

হে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! রামচন্দ্র নিরন্তর সকল লোকের হিতসাধনে অনুরক্ত, অতএব তুমি তাহার শুশ্রূষা কর; তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।৩০

ইন্দ্রসহ তিনলোক, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ এই মহাত্মা পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।৩১

হে সৌম্য! এই অরিন্দম রামই দেবগণের অন্তরাত্মাস্বরূপ এবং পরম গুহ্য তত্ত্ব। ইনি বেদপ্রতিপাদিত, অব্যক্ত ও অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ।৩২

তুমি শান্তভাবে বিদেহনন্দিনী সীতার সহিত ইঁহার শুশ্রূষা করিয়া পরম ধর্ম্ম ও বিপুল যশ লাভ করিয়াছ।৩৩

রাজা দশরথ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা বধূ সীতাকে 'পুত্রি' বলিয়া সম্বোধন করত ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে বলিলেন।৩৪

বৈদেহি! তুমি এই পরিত্যাগ বিষয় লইয়া

ইতি প্রতিসমাদিশ্য পুত্ত্রৌ সীতাঞ্চ রাঘবঃ।
ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ ॥৩৮

বিমানমাস্থায় মহানুভাবঃ
শ্রিয়া চ সংহৃষ্টতনুর্নৃপোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য পুত্ত্রৌ সহ সীতয়া চ
জগাম দেবপ্রবরস্য লোকম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইও না; কারণ, ইনি তোমার হিতাভিলাষী হইয়াই বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছেন।৩৫

বৎস! তুমি দুষ্কর অধ্যবসায়বলে যে সচ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, ইহাতে অন্য রমণীগণের যশ মলিন হইয়া যাইবে।৩৬

ভর্তৃশুশ্রূষাবিষয়ে তোমাকে কিছু মাত্র বলিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও আমার অবশ্য বক্তব্য বলিয়া বলিতেছি,—ইনি তোমার পরম দেবতা। রঘুবংশীয় রাজা দশরথ-পুত্রদ্বয় ও স্নুষা (বধূ) সীতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানপথে পুনর্ব্বার ইন্দ্রলোকাভিমুখে গমন করিলেন।৩৭-৩৮

এইরূপে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহানুভব রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে সম্ভাষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুরোধেন ইন্দ্রস্য মৃত-বানরেভ্যো জীবনদানম্, দেবতানাং প্রস্থানম্, বানরসেনানাং বিশ্রামশ্চ।]

প্রতিপ্রয়াতে কাকুৎস্থে মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্ ॥১
অমোঘং দর্শনং রাম তবাস্মাকং নরর্ষভ।
প্রীতিযুক্তাঃ স্ম তেন ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ॥২
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ প্রসন্নেন মহাত্মনা।
সুপ্রসন্নমনা হৃষ্টো বচনং প্রাহ রাঘবঃ ॥৩
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না ময়ি তে বিবুধেশ্বর।
বক্ষ্যামি কুরু মে সত্যং বচনং বদতাং বর ॥৪

বিংশত্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের অনুরোধে ইন্দ্রকর্ত্তৃক মৃত বানরগণের জীবনদান, দেবগণের প্রস্থান ও বানর সৈন্যদিগের বিশ্রাম।]

মহারাজ দশরথ প্রস্থান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে বলিলেন।১

হে নরোত্তম রাম! তোমার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে এবং আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট আছি, অতএব তোমার যদি কোন কিছু অভীষ্ট থাকে—বল।২

মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্নমনে এই কথা বলিলে রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন।৩

হে বাগ্মিপ্রবর দেবরাজ! যদি আপনি আমার উপর প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমি এক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার সেই প্রার্থনা সফল

মম হেতোঃ পরাক্রান্তা যে গতা যমসাদনম্।
তে সর্বে জীবিতং প্রাপ্য সমুত্তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥৫
মৎকৃতে বিপ্রযুক্তা যে পুত্রৈর্দারৈশ্চ বানরাঃ।
তান্ প্রীতমনসঃ সর্বান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ ॥৬
বিক্রান্তাশ্চাপি শূরাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ।
কৃতযত্না বিপন্নাশ্চ জীবয়ৈতান্ পুরন্দর ॥৭
মৎপ্রিয়েষ্বভিরক্তাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি যে।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেয়ুস্তে বরমেতমহং বৃণে ॥৮
নীরুজো নির্ব্রণাংশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষান্।
গোলাঙ্গূলাংস্তথর্ক্ষাংশ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ ॥৯
অকালে চাপি পুষ্পাণি মূলানি চ ফলানি চ।
নদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র তিষ্ঠেয়ুর্যত্র বানরাঃ ॥১০
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
মহেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং প্রীতিসংযুতম্ ॥১১
মহানয়ং বরস্তাত যত্ত্বয়োক্তো রঘূত্তম।
দ্বির্ময়া নোক্তপূর্বঞ্চ তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি ॥১২
সমুত্তিষ্ঠন্তু তে সর্বে হতা যে যুধি রাক্ষসৈঃ।
ঋক্ষাশ্চ সহ গোপুচ্ছৈর্নিকৃত্তাননবাহবঃ ॥১৩
নীরুজো নির্ব্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষাঃ।
সমুত্থাস্যন্তি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা ॥১৪
সুহৃদ্ভির্বান্ধবৈশ্চৈব জ্ঞাতিভিঃ স্বজনেন চ।
সর্ব এব সমেষ্যন্তি সংযুক্তাঃ পরয়া মুদা ॥১৫
অকালে পুষ্পশবলাঃ ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহেষ্বাস নদ্যশ্চ সলিলাযুতাঃ ॥১৬
সব্রণৈঃ প্রথমং গাত্রৈরিদানীং নির্ব্রণৈঃ সমৈঃ।
ততঃ সমুত্থিতাঃ সর্বে সুপ্তেব হরিসত্তমাঃ ॥১৭
বভূবুর্বানরা সর্বে কিং ত্বেতদিতি বিস্মিতাঃ।
কাকুৎস্থং পরিপূর্ণার্থং দৃষ্ট্বা সর্বে সুরোত্তমাঃ ॥১৮

করুন। দেবেন্দ্র! যে বানরগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যমভবনে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উঠুক।৪-৫

হে মানদ! যাহারা আমার নিমিত্ত স্ত্রীপুত্র বিহীন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।৬

হে পুরন্দর! যে বানরগণ পরাক্রমী, বীর এবং আমার বিজয়ের নিমিত্ত নিজ মৃত্যুকেও যাহারা গণ্য করে না, যুদ্ধে অশেষবিধ যত্নকারী ও বিপন্ন সেই বানরগণকে আপনি পুনর্জীবিত করুন।৭

দেবরাজ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহারা আমার প্রিয়, হিতসাধনের নিমিত্ত নিজের মৃত্যুকে পর্য্যন্ত গণনা করে নাই, আপনার প্রসাদে তাহারা পুনর্ব্বার আমার সহিত সম্মিলিত হউক।৮

হে মানদ! আমি—এই ভল্লুক, গোলাঙ্গুল ও বানরগণকে পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ, নির্ব্রণ (অক্ষত) এবং বল ও পৌরুষ সমন্বিত দেখিতে ইচ্ছা করি।৯

যে স্থানে এই বানরগণ অবস্থান করিবে, সেই স্থান যেন অকালেও ফল, মূল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকে এবং তত্রত্য নদীসকল যেন নির্ম্মল জলপূর্ণ হয়।১০

মহাত্মা রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন।১১

হে বৎস, রঘুত্তম! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা অতি দুর্লভ; পরন্তু আমার বাক্য কখনই অন্যথা হয় না, অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে।১২

রাঘব! যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তিগণ জাগরিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ যে ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল ও কপিগণ রাক্ষসকুল কর্ত্তৃক ছিন্নমুণ্ড ও ছিন্নবাহু হইয়া নিহত হইয়াছে; তাহারা নীরোগ, নির্ব্রণ (অক্ষত) এবং পূর্ব্বের ন্যায়, বল ও পৌরুষ সমন্বিত হইয়া উত্থিত হইবে।১৩-১৪

ইহারা,—সুহৃৎ, বান্ধব, জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সহিত পরমপ্রীতিসহকারে পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইবে।১৫

হে মহাধনুর্দ্ধারিন্! বৃক্ষসকল অকালে ফলবান্ ও পুষ্পশোভিত হইবে এবং নদীসকল নিরন্তর জলপূর্ণ থাকিবে।১৬

অব্রুবন্ পরমপ্রীতাঃ স্তুত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।
গচ্ছাযোধ্যামিতো রাজন্ বিসর্জয় চ বানরান্ ॥১৯

মৈথিলীং সান্ত্বয়স্বৈনামনুরক্তাং যশস্বিনীম্।
ভ্রাতরং ভরতং পশ্য ত্বচ্ছোকাদ্ ব্রতচারিণম্ ॥২০

শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানং মাতৃঃ সর্বাঃ পরন্তপ।
অভিষেচয় চাত্মানং পৌরান্ গত্বা প্রহর্ষয় ॥২১

এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো রামং সৌমিত্রিণা সহ।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্যযৌ হৃষ্টঃ সুরৈঃ সহ ॥২২

অভিবাদ্য চ কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তাংস্ত্রিদশোত্তমান্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা ॥২৩

ততস্তু সা লক্ষ্মণরামপালিতা
মহাচমূর্হৃষ্টজনা যশস্বিনী।
শ্রিয়া জ্বলন্তী বিররাজ সর্বতো
নিশা প্রণীতেব হি শীতরশ্মিনা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর যাহারা যুদ্ধে প্রথমে ব্রণক্ষতদেহ (অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত চিহ্নযুক্ত দেহ) ছিল, বানর সত্তমগণ ব্রণবিহীন ও স্বাভাবিক শরীরে নিদ্রিতবৎ উত্থিত হইয়া 'এ কি হইল' ভাবিয়া বিস্মিত হইল। তখন অপর সুরশ্রেষ্ঠগণ রাঘবকে পূর্ণমনোরথ দর্শনে পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করত বলিলেন, রাজন্! অতঃপর আপনি সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া এই স্থান হইতে অযোধ্যায় গমন করুন।১৭-১৯

সদা আপনাতে অনুরক্ত যশস্বিনী মৈথিলীকে সান্ত্বনা করত অযোধ্যায় যাইয়া আপনার শোকে পীড়িত, ব্রতপালনকারী ভ্রাতা ভরতকে অবলোকন করুন।২০

পরন্তপ! আপনি মহাত্মা শত্রুঘ্ন এবং সকল মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে 'রাজা'রূপে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করত অমাত্য ও পৌরগণকে আনন্দিত করুন।২১

দেবরাজ রাম ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে সুরগণের সহিত আদিত্যবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক্ প্রস্থান করিলেন।২২

রামচন্দ্র সেই দেবশ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন।২৩

তৎকালে রাম-লক্ষ্মণপালিত, তেজঃপ্রদীপ্ত ও যশস্বী বিশাল সেই বানর সৈন্য চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাগমনায় শ্রীরামস্যোদ্যমঃ, তদনুজ্ঞয়া বিভীষণস্য পুষ্পকবিমানপ্রার্থনঞ্চ।]

তাং রাত্রিমুষিতং রামং সুখোদিতমরিন্দমম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং জয়ং পৃষ্ট্বা বিভীষণঃ ॥১
স্নানানি চাঙ্গরাগাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ ॥২
অলঙ্কারবিদশ্চৈতা নার্য্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ।
উপস্থিতাস্ত্বাং বিধিবৎ স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব ॥৩
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
হরীন্ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং স্নানেনোপনিমন্ত্রয় ॥৪
স তু তাম্যতি ধর্মাত্মা মম হেতোঃ সুখোচিতঃ।
সুকুমারো মহাবাহুর্ভরতঃ সত্যসংশ্রয়ঃ ॥৫
তং বিনা কৈকয়ীপুত্রং ভরতং ধর্মচারিণম্।
ন মে স্নানং বহুমতং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥৬
এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্রং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্।
অযোধ্যাং গচ্ছতো হ্যেষ পন্থাঃ পরমদুর্গমঃ ॥৭
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
অহ্না ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্থিবাত্মজ ॥৮
পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা ॥৯
হৃতং নির্জ্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমম্।
ত্বদর্থং পালিতঞ্চেদং তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ ॥১০
তদিদং মেঘসঙ্কাশং বিমানমিহ তিষ্ঠতি।
যেন যাস্যসি যানেন ত্বমযোধ্যাং গতজ্বরঃ ॥১১
অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্।
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি ময়ি সৌহৃদম্ ॥১২

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[অযোধ্যাগমনের জন্য শ্রীরামের উদ্যোগ এবং তাঁহার আজ্ঞায় বিভীষণকর্ত্তৃক পুষ্পক বিমান প্রার্থনা।]

রামচন্দ্র সেই রাত্রি তথায় সুখে অতিবাহিত করিয়া পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল।১

রাঘব! অলঙ্করণে নিপুণা, কমললোচনা রমণীগণ আপনার অঙ্গরাগ করিবার জন্য সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্য মাল্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অনুমতি হইলেই ইহারা আপনাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।২-৩

বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রঘুনন্দন বলিলেন—বিভীষণ! সুগ্রীব প্রভৃতি বীর বানরগণকে স্নানাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কর।৪

বিশালবাহু, ধর্ম্মাত্মা, সুখোচিত ও সুকুমার ভ্রাতা ভরত সত্যাশ্রয়ী, সে আমার নিমিত্ত কষ্ট পাইতেছে; সুতরাং আমি যে পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মাত্মা কৈকেয়ী-নন্দনকে না দেখিতেছি, তাবৎকাল স্নান, বস্ত্র অথবা অলঙ্কারাদি আমার প্রীতিকর হইতেছে না।৫-৬

অতএব যাহাতে সত্বর অযোধ্যানগরীতে যাইতে পারি, তাহারই উপায় দেখ; কারণ, গমনের পথ অতি দুর্গম।৭

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে বিভীষণ বলিল রাজকুমার! আমি আপনাকে অতি শীঘ্রই অযোধ্যা নগরীতে লইয়া যাইব।৮

আপনার মঙ্গল হউক, আমার ভ্রাতা কুবেরের যে সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক নামক বিমান ছিল, রাবণ বল পূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে অতুলবিক্রম! রাবণ রণস্থলে কুবেরকে জয় করিয়া যে কামগামী আকাশচারী উত্তম বিমান আহরণ করিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, তাহা এক্ষণে আপনার নিমিত্তই অবস্থান করিতেছে।৯-১০

আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, ঐ যে মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা ভার্য্যয়া সহ।
অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি ॥১৩
প্রীতিযুক্তস্য বিহিতাং সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ।
সৎক্রিয়াং রাম মে তাবদ্ গৃহাণ ত্বং ময়োদ্যতাম্ ॥১৪
প্রণয়াদ্ বহুমানাচ্চ সৌহার্দেন চ রাঘব।
প্রসাদয়ামি প্রেষ্যোঽহং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি তে ॥১৫
এবমুক্তস্ততো রামঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সর্বেষামেব শৃণ্বতাম্ ॥১৬
পূজিতোঽস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ।
সর্বাত্মনা চ চেষ্টাভিঃ সৌহার্দেন পরেণ চ ॥১৭
ন খল্বেতন্ন কুর্য্যাং তে বচনং রাক্ষসেশ্বর।
তন্তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ ॥১৮
মাং নিবর্ত্তয়িতুং যোঽসৌ চিত্রকূটমুপাগতঃ।
শিরসা যাচতো যস্য বচনং ন কৃতং ময়া ॥১৯
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্।
গুহঞ্চ সুহৃদঞ্চৈব পৌরাঞ্জানপদৈঃ সহ ॥২০
অনুজানীহি মাং সৌম্য পূজিতোঽস্মি বিভীষণ।
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যঃ সখে ত্বাঞ্চানুমানয়ে ॥২১
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং বিমানং রাক্ষসেশ্বর।
কৃতকার্য্যস্য মে বাসঃ কথং স্যাদিহ সম্মতঃ ॥২২
এবমুক্তস্তু রামেণ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশমাজুহাব ত্বরান্বিতঃ ॥২৩
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যমণিবেদিকম্।
কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো রজতপ্রভম্ ॥২৪

বিমান দেখিতেছেন, উহাতে আরোহণ করিয়াই সুখে অযোধ্যায় গমন করিবেন।১১

হে শ্রীরাম! যদি আমার গুণসকল আপনার স্মরণ থাকে, আমি আপনার অনুগ্রহ পাত্র হই এবং আমাতে যদি সৌহার্দ্দ থাকে, তাহা হইলে আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বিদেহনন্দিনী সীতার সহিত এস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করুন। আমি সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত বস্তুদ্বারা আপনাদের সেবা (অভ্যর্থনা) করিব। আমার নিকট হইতে ঐ পূজা গ্রহণ করিয়া তারপর অযোধ্যায় গমন করিবেন।১২-১৩

রঘুনন্দন! আমি আপনাকে প্রসন্নমনে সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, মৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ঐ সৎকার আপনি সুহৃৎ ও সৈন্যদিগের সহিত গ্রহণ করুন।১৪

আপনি আমাকে ভালবাসেন, আদর করেন ও মিত্র বলিয়া সম্বোধন করেন, এই কারণেই আমি ভৃত্যভাবে আপনার প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কোন আজ্ঞা করিতেছি না।১৫

বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রামচন্দ্র শ্রোতা বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখেই তাহাকে বলিলেন,— হে বীর! তুমি আমার কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও সহায়তা করিয়া এবং আমার সহিত অকপট মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ।১৬-১৭

হে রাক্ষসেশ্বর! আমি তোমার বাক্য নিশ্চয় অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইতেছে। ভরত আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চিত্রকূট পর্য্যন্ত আসিয়া আমার পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহার বাক্য রক্ষা করি নাই।১৮-১৯

আমি এক্ষণে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং বন্ধুবর গুহ, সুহৃদ্বর্গ, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।২০

সৌম্য, বিভীষণ! এখন আমাকে যাইবার অনুমতি দাও। আমি তোমাকর্ত্তৃক বহু সম্মানিত হইয়াছি। সখে! তুমি আমার উপর রাগ করিও না। এইজন্য আমি বার বার অনুরোধ জানাচ্ছি।২১

রাক্ষসরাজ! আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর এখানে থাকা উচিত হইবেনা, অতএব তুমি সত্বর সেই বিমান লইয়া আইস।২২

পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্।
শোভিতং কাঞ্চনৈর্হর্ম্যৈর্হেমপদ্মবিভূষিতৈঃ ॥২৫

প্রকীর্ণং কিঙ্কিণীজালৈর্মুক্তামণিগবাক্ষকম্।
ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো মধুরস্বনম্ ॥২৬

তং মেরুশিখরাকারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
বৃহদ্ভির্ভূষিতং হর্ম্যৈর্মুক্তারজতশোভিতৈঃ ॥২৭

তলৈঃ স্ফটিকচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ ॥২৮

উপস্থিতমনাধৃষ্যং তদ্ বিমানং মনোজবম্।
নিবেদয়িত্বা রামায় তস্থৌ তত্র বিভীষণঃ ॥২৯

তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমান-
মুপস্থিতং ভূধরসন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম
রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্ত্বঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ ত্বরান্বিত হইয়া সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী বিমানকে আহ্বান করিল।২৩

ঐ বিমানের প্রতি অঙ্গ স্বর্ণখচিত, তাহাতে বিচিত্র শোভা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বৈদূর্য্যমণি (নীলমনি)র বেদি আছে; যত্র তত্র গুপ্তগৃহে পূর্ণ আছে এবং তৎসমস্ত রজতের ন্যায় ঝলমল করিতেছে।২৪

ঐ বিমান শ্বেত ও পীতবর্ণ পতাকা এবং ধ্বজাতে অলঙ্কৃত ছিল। তাহাতে স্বর্ণপদ্মসুসজ্জিত স্বর্ণময়ী অট্টালিকা আছে—যাহা ঐ বিমানের শোভা বাড়াইতেছিল।২৫

বিমানখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টাযুক্ত ঝালরদ্বারা ব্যাপ্ত এবং উহাতে মুক্তা ও মণি নির্মিত জানালা ছিল। চতুর্দিকে ঘন্টা বাঁধা আছে—তাহা হইতে মধুর ধ্বনি প্রকাশিত হইতেছে।২৬

বিশ্বকর্মানির্মিত ঐ বিমান সুমেরুপর্বতের শিখরের ন্যায় অতিউচ্চ এবং মুক্তা ও রজতে শোভিত বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্যে (কামরাতে) ভূষিত ছিল।২৭

স্ফটিকতলোপরি বৈদূর্য্য শোভিত উত্তমাসন আছে, তাহাতে মহারত্নখচিত বহুমূল্য আস্তরণ এবং মহামূল্যবান্ বিছানা রহিয়াছে।২৮

ঐ বিমানের গতি মন অপেক্ষাও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং উহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। বিভীষণ বিমানের উপস্থিতি সংবাদ জ্ঞাপন করিল।২৯

উদারচিত্ত রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই কামগামী ভূধরসদৃশ পুষ্পকবিমান দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদেশেন বানরাণাং বিশেষসৎকারঃ, সুগ্রীবেণ বিভীষণেন বানরৈশ্চ সহ পুষ্পকবিমানমারুহ্য শ্রীরামস্য অযোধ্যাগমনঞ্চ ।]

উপস্থিতস্তু তং কৃত্বা পুষ্পকং পুষ্পভূষিতম্ ।
অবিদূরে স্থিতো রামমিত্যুবাচ বিভীষণঃ ॥১
স তু বদ্ধাঞ্জলিপুটো বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
অব্রবীৎ ত্বরয়োপেতঃ কিং করোমীতি রাঘবম্ ॥২
তমব্রবীন্মহাতেজা লক্ষ্মণস্যোপশৃণ্বতঃ ।
বিমৃশ্য রাঘবো বাক্যমিদং স্নেহপুরস্কৃতম্ ॥৩
কৃতপ্রযত্নকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ ।
রত্নৈরর্থৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্পূজ্যন্তাং বিভীষণ ॥৪
সহামীভিস্ত্বয়া লঙ্কা নির্জিতা রাক্ষসেশ্বর ।
হৃষ্টৈঃ প্রাণভয়ং ত্যক্ত্বা সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিভিঃ ॥৫
ত ইমে কৃতকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ ।
ধনরত্নপ্রদানৈশ্চ কর্মৈষাং সফলং কুরু ॥৬
এবং সম্মানীতাশ্চৈতে নন্দ্যমানা যথা ত্বয়া ।
ভবিষ্যন্তি কৃতজ্ঞেন নির্বৃতা হরিযূথপাঃ ॥৭
ত্যাগিনং সংগ্রহীতারং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
সর্বে ত্বামভিগচ্ছন্তি ততঃ সম্বোধয়ামি তে ॥৮
হীনং রতিগুণৈঃ সর্বৈরভিহন্তারমাহবে ।
সেনা ত্যজতি সংবিগ্না নৃপতিং তং নরেশ্বর ॥৯
এবমুক্তস্তু রামেণ বানরাংস্তান্ বিভীষণঃ ।
রত্নার্থসংবিভাগেন সর্বানেবাভ্যপূজয়ৎ ॥১০
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রত্নার্থৈর্হরিযূথপান্ ।
আরুরোহ তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্ ॥১১
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং মনস্বিনীম্ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা ॥১২

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[রামের আজ্ঞায় বিভীষণকর্তৃক বানরগণের বিশেষ সৎকার এবং সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত বানরগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রস্থান ।]

বিভীষণ সেই পুষ্পভূষিত পুষ্পক বিমান আনয়ন করত রঘুনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ।১

রাক্ষসরাজ বিভীষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,— হে বীর ! অতঃপর কি করিব ? তাহা শুনিয়া সেই মহাতেজস্বী রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া সস্নেহে বলিলেন ।২-৩

বিভীষণ ! এই বানর ও ভল্লুকগণ যত্নসহকারে কার্য্য করিয়াছে, অতএব বহুবিধ রত্ন, অর্থ ও বস্ত্রাদি দ্বারা ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর ।৪

হে রাক্ষসেশ্বর ! যে লঙ্কাকে কেহ কখন জয় করিতে পারে নাই, এই বানরগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করত রণপরাঙ্মুখ না হইয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিয়া তাহা জয় করিয়াছে ; অতএব ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া এই কৃতকার্য্য বনচরগণের কার্য্য সফল কর ।৫-৬

তুমি কৃতজ্ঞতা সহকারে যদি ইহাদিগের এইরূপে যথাবিধি সম্মানিত কর, তাহা হইলে এই বানর যূথপতিগণ আনন্দিত ও কৃতার্থ হইবে ।৭

তুমি যথাবিধানে দান ও কর গ্রহণ করিলে এবং সদয় ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, সকলেই তোমার অনুগত হইবে ; আমি এইজন্যই তোমাকে বুঝাইতেছি। রাক্ষসরাজ ! যাঁহার লোকরঞ্জক কোন গুণ নাই, যিনি যুদ্ধে বৃথা লোকক্ষয় করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরপতিকে সেনাগণ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।৮-৯

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বিভীষণ সকল বানরকেই ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিয়া সম্মানিত করিল। তখন রামচন্দ্রও সেই বানরযূথপতিগণকে রত্নাদিদ্বারা সম্মানিত দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী যশস্বিনী জনকনন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্দ্ধারী ও পরাক্রমশালী

অব্রবীৎ স বিমানস্থঃ পূজয়ন্ সর্ববানরান্ ।
সুগ্রীবঞ্চ মহাবীর্য্যং কাকুৎস্থঃ সবিভীষণম্ ॥১৩

মিত্রকার্য্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ ।
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং প্রতিগচ্ছত ॥১৪

যত্তু কার্য্যং বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ ।
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতাধর্মভীরুণা ॥১৫

কিষ্কিন্ধাং প্রতি যাহ্যাশু স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ ।
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং ময়া দত্তে বিভীষণ ॥
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ ॥১৬

অযোধ্যাং প্রতি যাস্যামি রাজধানীং পিতুর্মম ।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বানামন্ত্রয়ামি বঃ ॥১৭

এবমুক্তাস্তু রামেণ হরীন্দ্রা হরয়স্তথা ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥১৮

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামঃ সর্বান্নয়তু নো ভবান্ ।
মুদযুক্তা বিচরিষ্যামো বনান্যুপবনানি চ ॥১৯

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষেকার্দ্রং কৌসল্যামভিবাদ্য চ ।
অচিরাদাগমিষ্যামঃ স্বগৃহান্ নৃপসত্তমঃ ॥২০

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা বানরৈঃ সবিভীষণৈঃ ।
অব্রবীদ্ বানরান্ রামঃ সসুগ্রীববিভীষণান্ ॥২১

প্রিয়াৎ প্রিয়তরং লব্ধং যদহং সসুহৃজ্জনঃ ।
সর্বৈর্ভবদ্ভিঃ সহিতঃ প্রীতিং লপ্স্যে পুরীং গতঃ ॥২২

ক্ষিপ্রমারোহ সুগ্রীব বিমানং সহ বানরৈঃ ।
ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ ॥২৩

ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই সর্বোত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন ।১০-১২

কাকুৎস্থ শ্রীরাম বিমানে আরোহণ করিয়া বিভীষণ, মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণকে সমাদর করিয়া বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ বানরগণ! মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা সকলেই তাহা করিয়াছ; এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তোমরা ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন কর ।১৩-১৪

সুগ্রীব! হিতৈষী এবং প্রেমী বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি অধর্ম্মভীরু হইয়া স্নেহসহকারে তৎসমস্তই করিয়াছ ।১৫

সম্প্রতি স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিলাম, তুমি এই লঙ্কায় অবস্থান কর, আমার প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না ।১৬

আমি সম্প্রতি পিতৃরাজধানী অযোধ্যায় গমন করিব, সেইজন্য বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক জানাইতেছি যে, তোমরা সকলে আমাকে অনুমতি দাও ।১৭

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ বানরগণ এবং রাক্ষস বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল ।১৮

আমরা সকলেই অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদের সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা হর্ষসহকারে তত্রত্য বন ও উপবন সমূহে বিচরণ করিব ।১৯

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনাকে রাজ্যাভিষেকসময়ে মন্ত্রপূত জলদ্বারা আর্দ্র দেখিয়া এবং মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া অতি সত্বর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিব ।২০

বিভীষণ ও বানরগণ এই বলিলে ধর্মাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণ এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে বলিলেন ।২১

(বন্ধুগণ!) ইহা তো আমার নিকট প্রিয় হইতে প্রিয় যে, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা নগরে যাইব? আমি এইভাবে তোমাদের সহিত অযোধ্যাপুরীতে যাইতে পারিলে বড়ই প্রীত হইব ।২২

হে সুগ্রীব! সত্বর বানরগণের সহিত বিমানে আরোহণ কর। সখে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! তুমিও মন্ত্রীদিগের সহিত বিমানোপরি আরোহণ কর ।২৩

ততঃ স পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ।
আরুরোহ মুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ ॥২৪
তেষ্বারূঢ়েষু সর্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সম্ ॥২৫
খগতেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা।
প্রহৃষ্টশ্চ প্রতীতশ্চ বভৌ রামঃ কুবেরবৎ ॥২৬
তে সর্বে বানরর্ক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ।
যথাসুখমসম্বাধং দিব্যে তস্মিন্নুপাবিশন্ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্রকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানরবর্গের সহিত সুগ্রীব এবং মন্ত্রীদিগের সহিত বিভীষণ সানন্দে সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিল।২৪

এইরূপে সকলে আরোহণ করিলে কুবেরের উত্তম আসন সেই বিমান রঘুনন্দনের অনুমত্যনুসারে আকাশে উৎপতিত হইল।২৫

তৎকালে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ও হংসযুক্ত বিমানে নভোমণ্ডলে আরোহণ করত রামচন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন এবং হৃষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাকে কুবেরের ন্যায় শোভাশালী বোধ হইতে লাগিল।২৬

এইরূপে মহাবল বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ সেই দিব্য বিমানে যথাসুখে অক্লেশে উপবেশন করিল।২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাং গচ্ছতা রামেণ সীতায়া বিবিধস্থানপ্রদর্শনম্।]

অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্ ॥১
পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্বতো রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্ ॥২
কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্।
লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা ॥৩
এতদায়োধনং পশ্য মাংসশোণিতকর্দমম্।
হরীণাং রাক্ষসানাঞ্চ সীতে বিশসনং মহৎ ॥৪
এষ দত্তবরঃ শেতে প্রমাথী রাক্ষসেশ্বরঃ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নিহতো রাবণো ময়া ॥৫
কুম্ভকর্ণোঽত্র নিহতঃ প্রহস্তশ্চ নিশাচরঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চাত্র নিহতো বানরেণ হনূমতা ॥৬

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[অযোধ্যায় যাইতে যাইতে সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের বিবিধস্থান প্রদর্শন।]

রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া সেই হংসযুক্ত অনুত্তম বিমান মহাশব্দে আকাশে উত্থিত হইল।১

তখন রঘুনন্দন সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত চন্দ্রমুখী মিথিলারাজকুমারী সীতাকে বলিলেন।২

বৈদেহি! বিশ্বকর্মানির্মিত ঐ লঙ্কানগরী কৈলাসশিখর-সদৃশ কৃত্রিটশিখরে অবস্থাপিত রহিয়াছে—দর্শন কর।৩

সীতে! রণভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর; উহা মাংস ও শোণিতের কর্দমে পূর্ণ হইয়াছে। এইস্থলেই বানরও রাক্ষসগণের সংহার হয়।৪

হে বিশাললোচনে! ঐ দেখ, হিংসুক ও ব্রহ্মার নিকট হইতে লব্ধবর রাক্ষসেশ্বর রাবণ তোমার নিমিত্তই

বিদ্যুন্মালী হতশ্চাত্র সুষেণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিচ্চাত্র রাবণির্নিহতো রণে ॥৭
অঙ্গদেনাত্র নিহতো বিকটো নাম রাক্ষসঃ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যো মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ ॥৮
অকম্পনশ্চ নিহতো বলিনোঽন্যে চ রাক্ষসাঃ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ ॥৯
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ রাক্ষসপ্রবরাবুভৌ।
নিকুম্ভশ্চৈব কুম্ভশ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজৌ বলী ॥১০
বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রশ্চ বহবো রাক্ষসা হতাঃ।
মকরাক্ষশ্চ দুর্দ্ধর্ষো ময়া যুধি নিপাতিতঃ ॥১১
অকম্পনশ্চ নিহতঃ শোণিতাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্।
যূপাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘশ্চ নিহতৌ তু মহাহবে ॥১২
বিদ্যুজ্জিহ্বোঽত্র নিহতো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।
যজ্ঞশত্রুশ্চ নিহতঃ সুপ্তঘ্নশ্চ মহাবলঃ ॥১৩
সূর্য্যশত্রুশ্চ নিহতো ব্রহ্মশত্রুস্তথাপরঃ।
অত্র মন্দোদরী নাম ভার্য্যা তং পর্য্যদেবয়ৎ ॥১৪
সপত্নীনাং সহস্রেণ সাগ্রেণ পরিবারিতা।
এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সমুদ্রস্য বরাননে ॥১৫
যত্র সাগরমুত্তীর্য্য তাং রাত্রিমুষিতা বয়ম্।
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে ॥১৬
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ।
পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্ ॥১৭
অপারমিব গর্জ্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্।
হিরণ্যনাভং শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনং পশ্য মৈথিলি ॥১৮
বিশ্রমার্থং হনুমতো ভিত্ত্বা সাগরমুত্থিতম্।
এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবারনিবেশনম্ ॥১৯
অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ বিভুঃ।
এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ ॥২০

আমার হস্তে নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছে। ঐ দেখ,—এই স্থানে নিশাচর কুম্ভকর্ণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, এই স্থানে রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত মৃত্যুমুখে পতিত এবং এই স্থানে বানরবীর হনুমানের হস্তে ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে।৫-৬

ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করিয়াছিল এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণকর্তৃক রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে।৭

অঙ্গদ এই স্থানে বিকট নামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিল। জানকি! এই রণস্থলে দুষ্প্রেক্ষ্য, বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, অন্যান্য বলবান্ রাক্ষসগণ, ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, রাক্ষসপ্রবর যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত, কুম্ভকর্ণনন্দন বলশালী কুম্ভ ও নিকুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র, দংষ্ট্র এবং দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য বলশালী নিশাচর আমার হস্তে নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।৮-১১

এই স্থানে তুমুল যুদ্ধের পর বীর্য্যবান্ অকম্পন, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ নিহত হইয়াছে। ভীমদর্শন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এই স্থানে নিহত হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে মহাবল যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, সূর্য্যশত্রু ও ব্রহ্মশত্রু নামক নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে। রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী সহস্র সহস্র সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই স্থানে বিলাপ করিয়াছিল। হে বরাননে! আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দেখা যাইতেছে। অয়ি বিশালনয়নে! ঐ নলনির্ম্মিত সেতু দর্শন কর, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত লবণসমুদ্রের উপর ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছি। মৈথিলি! ঐ দেখ, শঙ্খশুক্তি সমাকীর্ণ, অপার ও অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। জানকি! ঐ কাঞ্চনময় হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র মৈনাককে দর্শন কর; হনুমান্ যখন তোমার অনুসন্ধানার্থে সমুদ্র পার হইয়া আসিতেছিল, তখন পর্বতরাজ তাহার বিশ্রামের নিমিত্ত সমুদ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। সমুদ্রের মধ্যভাগে ঐ যে স্থান দেখিতেছ, আমরা সমুদ্রতীরে প্রথমতঃ ঐ স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে

সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্ ॥২১
অত্র রাক্ষসরাজোঽয়মাজগাম বিভীষণঃ।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা ॥২২
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা যত্র বালী ময়া হতঃ।
অথ দৃষ্ট্বা পুরীং সীতা কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্ ॥২৩
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রামং প্রণয়সাধ্বসা।
সুগ্রীবপ্রিয়ভার্য্যাভিস্তারাপ্রমুখতো নৃপ ॥২৪
অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্।
গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ ॥২৫
এবমুক্তোঽথ বৈদেহ্যা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ তাম্।
এবমস্ত্বিতি কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য সংস্থাপ্য রাঘবঃ ॥২৬
বিমানং প্রেক্ষ্য সুগ্রীবং বাক্যমেতদুবাচ হ।
ব্রূহি বানরশার্দুল সর্বান্ বানরপুঙ্গবান্ ॥২৭

স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাঃ সর্বে হ্যযোধ্যাং যান্তু সীতয়া।
তথা ত্বমপি সর্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ মহাবল ॥২৮
অভিত্বরয় সুগ্রীব গচ্ছামঃ প্লবগাধিপ।
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণামিততেজসা ॥২৯
বানরাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং শীঘ্রং তারামুদ্বীক্ষ্য সোঽব্রবীৎ ॥৩০
প্রিয়ে ত্বং সহ নারীভির্বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতা মৈথিলীপ্রিয়কাম্যয়া ॥৩১
ত্বর ত্বমভিগচ্ছামো গৃহ্য বানরযোষিতঃ।
অযোধ্যাং দর্শয়িষ্যামঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥৩২
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা তারা সর্বাঙ্গশোভনা।
আহূয় চাব্রবীৎ সর্বা বানরাণাস্তু যোষিতঃ ॥৩৩
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা গন্তুং সর্বৈশ্চ বানরৈঃ।
মম চাপি প্রিয়ং কার্য্যমযোধ্যাদর্শনেন চ ॥৩৪

সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে বিভু মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। 'মহাত্মা সাগরের এই যে তীর্থ দেখা যাইতেছে, দেবি! ভবিষ্যতে ঐ স্থান 'সেতুবন্ধ' নামক ত্রৈলোক্যপূজিত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে; এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার প্রভাবে লোক মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইতে পারিবে।১২-২১

রাক্ষসরাজ বিভীষণ এইস্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সীতে! ঐ বিচিত্র কাননশোভিত কিষ্কিন্ধা নগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দেখা যাইতেছে; আমি ঐ স্থানেই বালিকে বধ করিয়াছিলাম। বালি-পালিত কিষ্কিন্ধা নগরী দেখিয়া জনকনন্দিনী প্রণয় ও অনুনয় সহকারে রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রঘুপ্রবর আর্য্যপুত্র! আমি, তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়মহিষী এবং অন্যান্য সকল বানরেন্দ্রের পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যানগরী যাইতে ইচ্ছা করি।২২-২৫

বৈদেহীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া কিষ্কিন্ধা সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বিমান স্থাপন পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ! জনকনন্দিনী বানররমণীগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা-নগরীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব হে মহাবল বানররাজ সুগ্রীব! তুমি বানরপুঙ্গবগণকে বল যে, তাহারা যেন নিজ নিজ কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া সীতার সহিত গমন করে। অমিততেজস্বী রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রীমান্ বানররাজ সুগ্রীব বানরগণে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত তারাকে দেখিয়া বলিল।২৬-৩০

প্রিয়ে! মৈথিলীর সন্তোষের নিমিত্ত রাম অনুমতি করিতেছেন, তুমি মহাত্মা বানরবর্গের রমণীগণের সহিত সত্বর হও; চল, আমরা সকলেই সেই অযোধ্যানগরী এবং রাজা দশরথের মহিষীগণকে দর্শন করিব।৩১-৩২

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীগণকে ডাকিয়া বলিল,—সুগ্রীবের অনুমতি অনুসারে তোমরা সকলে স্ব স্ব স্বামিগণের সহিত

প্রবেশঞ্চৈব রামস্য পৌরজানপদৈঃ সহ।
বিভূতিঞ্চৈব সর্ব্বাসাং স্ত্রীণাং দশরথস্য চ ॥৩৫
তারয়া চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্ব্বা বানরযোষিতঃ।
নেপথ্যবিধিপূর্ব্বং তু কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥৩৬
অধ্যারোহন্ বিমানং তৎ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ॥৩৭
ঋষ্যমূকসমীপে তু বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ।
দৃশ্যতেঽসৌ মহান্ সীতে সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥৩৮
ঋষ্যমূকো গিরিবরঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্বৃতঃ।
অত্রাহং বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ॥৩৯
সময়শ্চ কৃতঃ সীতে বধার্থং বালিনো ময়া।
এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা ॥৪০
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
অস্যাস্তীরে ময়া দৃষ্টা শবরী ধর্ম্মচারিণী ॥৪১
অত্র যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো নিহতো ময়া।
দৃশ্যতেঽসৌ জনস্থানে শ্রীমান্ সীতে বনস্পতিঃ ॥৪২
জটায়ুশ্চ মহাতেজাস্তব হেতোর্বিলাসিনি।
রাবণেন হতো যত্র পক্ষিণাং প্রবরো বলী ॥৪৩
খরশ্চ নিহতো যত্র দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।
ত্রিশিরাশ্চ মহাবীর্য্যো ময়া বাণৈরজিহ্মগৈঃ ॥৪৪
এতৎ তদাশ্রমপদমস্মাকং বরবর্ণিনি।
পর্ণশালা তথা চিত্রা দৃশ্যতে শুভদর্শনে ॥৪৫
যত্র ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হৃতা বলাৎ।
এষা গোদাবরী রম্যা প্রসন্নসলিলা শুভা ॥৪৬
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব দৃশ্যতে কদলীবৃতঃ।
দীপ্তশ্চৈবাশ্রমো হ্যেষ সুতীক্ষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥৪৭
দৃশ্যতে চৈব বৈদেহি শরভঙ্গাশ্রমো মহান্।
উপযাতঃ সহস্রাক্ষো যত্র শক্রঃ পুরন্দরঃ ॥৪৮

অযোধ্যায় গমন কর, তোমরা আসিয়া অযোধ্যাপুরী দেখিলে আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হয়। (আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়া অযোধ্যানগরী দেখিতে অভিলাষ করিতেছি।) আমরা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের সহিত রামচন্দ্রের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিব।৩৩-৩৫

তারার এই আজ্ঞা লাভ করত সমস্ত বানর-রমণীগণ সুসজ্জিত হইয়া সেই বিমানকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সীতাকে দেখিবার বাসনায় সত্বর তদুপরি আরোহণ করিল। বানরগণ আরোহণ করিলে বিমানবর দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং নিমেষমধ্যে ঋষ্যমূকপর্ব্বতের সমীপে উপস্থিত হইল দেখিয়া রাম বৈদেহীকে পুনরায় বলিলেন; সীতে! ঐ দেখ, বিশাল ঋষ্যমূকপর্ব্বত কাঞ্চনাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত থাকায় সৌদামিনী-শোভিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। জানকি! এইখানেই আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম এবং বালিকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, বিচিত্র কানন ও কমলবনে পম্পাসরসী কেমন শোভা পাইতেছে। প্রিয়ে! তোমার বিরহদুঃখে কাতর হইয়া আমি এইস্থানে কতই বিলাপ করিয়াছিলাম। এই পম্পাতীরেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম এবং ঐস্থানে যোজনবাহু কবন্ধকে বধ করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ দেখ, জনস্থানমধ্যে সেই সুশ্রী বনস্পতি দেখা যাইতেছে। অয়ি বিলাসপ্রিয়ে! তোমার নিমিত্তই এই স্থানে বলশালী পক্ষিপ্রবর জটায়ু রাবণহস্তে নিহত হইয়াছে।৩৬–৪৩

এই সেই স্থান, যেখানে আমি নিজে অবক্রগামী বাণে খর, দূষণ এবং মহাবলশালী ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছিলাম।৪৪

হে বরবর্ণিনি! ঐ দেখ, আমাদের সেই আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। হে শুভদর্শনে! রাক্ষসেন্দ্র রাবণ যেস্থানে তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, আমাদের সেই পর্ণশালাটী যেরূপ বিচিত্র ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। ঐ নির্ম্মল-জলপূর্ণা রমণীয়া গোদাবরী দেখা যাইতেছে।৪৫-৪৬

অস্মিন্ দেশে মহাকায়ো বিরাধো নিহতো ময়া।
এতে তে তাপসা দেবি দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমে ॥৪৯
অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্য্য-বৈশ্বানরোপমঃ।
অত্র সীতে ত্বয়া দৃষ্টা তাপসী ধর্ম্মচারিণী ॥৫০
অসৌ সুতনু শৈলেন্দ্রশ্চিত্রকূটঃ প্রকাশতে।
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ॥৫১
এষা সা যমুনা রম্যা দৃশ্যতে চিত্রকাননা।
ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈষ মৈথিলি ॥৫২
ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগা নদী।
নানাদ্বিজগণাকীর্ণা সম্প্রপুষ্পিতকাননা ॥৫৩
শৃঙ্গবেরপুরঞ্চৈতদ্ গুহো যত্র সখা মম।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্যূপমালিনী ॥৫৪
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম।
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা ॥৫৫

ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সংহৃষ্টাস্তাং পুরীং দদৃশুস্তদা ॥৫৬

ততস্তু তাং পাণ্ডুর-হর্ম্যমালিনীং
বিশালকক্ষ্যাং গজবাজিভির্বৃতাম্।
পুরীমপশ্যন্ প্লবগাঃ সরাক্ষসাঃ
পুরীং মহেন্দ্রস্য যথামরাবতীম্ ॥৫৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

তাহার সন্নিকটে কদলীবন পরিবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম দেখা যাইতেছে। বৈদেহি! ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম এবং যে স্থানে সহস্রলোচন দেবরাজ পুরন্দর সমাগত হইয়াছিলেন, শরভঙ্গ ঋষির ঐ সেই সুমহৎ আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে।৪৭-৪৮

হে তনুমধ্যমে! এই সেইস্থান, যেখানে আমি বিশালদেহ বিরাধকে বধ করিয়াছিলাম। আমরা পূর্বে যে তাপসগণকে দেখিয়াছিলাম, ঐ তাহাদিগকেও দেখা যাইতেছে।৪৯

যে স্থানে সূর্য্য ও বৈশ্বানরসদৃশ তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ সেই তাপসাশ্রমসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে তুমি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসী অনসূয়াকে দেখিয়াছিলে।৫০

অয়ি সুতনু! ঐ দেখ, চিত্রকূটপর্ব্বত শোভা পাইতেছে, ঐ স্থানেই কৈকয়ীপুত্র ভরত আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল।৫১

মৈথিলি! ঐ দেখ, দূরে বিচিত্র কানন-শোভিতা যমুনা শোভা পাইতেছে। ভরদ্বাজমুনির সুশোভিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পুণ্যসলিলা পবিত্রা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, যাঁহার তীরে নানাপ্রকার পক্ষী কলরব করিতেছে, বহু দ্বিজ পুণ্যকর্ম্মেরত আছে এবং বৃক্ষসকল সুন্দর পুষ্পে পূর্ণ আছে।৫২-৫৩

তাহার পরেই ঐ সেই শৃঙ্গবের পুরী দৃষ্ট হইতেছে, যে স্থানে আমার সখা গুহ বাস করিতেছে। ঐ সরযূনদী যূপমালায় শোভিতা রহিয়াছে। অয়ি জনকনন্দিনি! ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরী দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! অযোধ্যায় পুনরায় আসিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।৫৪-৫৫

তখন রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ হৃষ্টচিত্তে বারংবার উৎপতিত হইয়া দূর হইতে সেই অযোধ্যানগরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।৫৬

তারপর তাহারা দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় সেই সুধাধবলিত অট্টালিকাপরিশোভিত, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণে পরিবৃত এবং সুবিস্তীর্ণ রাজপথশোভিত অযোধ্যানগরীকে একাগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।৫৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[মুনের্ভরদ্বাজস্যাশ্রমে শ্রীরামস্যাবতরণম্, তেন সহ শ্রীরামস্য মিলনম্, ভরদ্বাজাদ্ রামস্য বরলাভশ্চ ।]

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্ ॥১
সোঽপৃচ্ছদভিবাদ্যৈনং ভরদ্বাজং তপোধনম্ ।
শৃণোষি কচ্চিদ্ভগবন্ সুভিক্ষানাময়ং পুরে ।
কচ্চিৎ স যুক্তো ভরতো জীবন্ত্যপি চ মাতরঃ ॥২
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।
প্রত্যুবাচ রঘুশ্রেষ্ঠং স্মিতপূর্বং প্রহৃষ্টবৎ ॥৩
আজ্ঞাবশত্বে ভরতো জটিলস্ত্বাং প্রতীক্ষতে ।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য সর্বঞ্চ কুশলং গৃহে ॥৪
ত্বাং পুরা চীরবসনং প্রবিশন্তং মহাবনম্ ।
স্ত্রীতৃতীয়ং চ্যুতং রাজ্যাদ্ধর্মকামঞ্চ কেবলম্ ॥৫
পদাতিং ত্যক্তসর্বস্বং পিতৃনির্দেশকারিণম্ ।
সর্বভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্ ॥৬
দৃষ্ট্বা তু করুণাপূর্বং মমাসীৎ সমিতিঞ্জয় ।
কৈকেয়ীবচনে যুক্তং বন্যমূলফলাশিনম্ ॥৭
সাম্প্রতন্তু সমৃদ্ধার্থং সমিত্রগণবান্ধবম্ ।
সমীক্ষ্য বিজিতারিঞ্চ মমাভূৎ প্রীতিরুত্তমা ॥৮
সর্বঞ্চ সুখদুঃখং তে বিদিতং মম রাঘব ।
যত্ত্বয়া বিপুলং প্রাপ্তং জনস্থাননিবাসিনা ॥৯
ব্রাহ্মণার্থে নিযুক্তস্য রক্ষতঃ সর্বতাপসান্ ।
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা বভূবেয়মনিন্দিতা ॥১০
মারীচদর্শনং চৈব সীতোন্মথনমেব চ ।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পাভিগমনং তথা ॥১১
সুগ্রীবেণ চ তে সখ্যং যত্র বালী হতস্ত্বয়া ।
মার্গণঞ্চৈব বৈদেহ্যাঃ কর্ম বাতাত্মজস্য চ ॥১২

চতুর্বিংশত্যধিকশততম সর্গ

[ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া মুনীসমীপে শ্রীরামের গমন ও ভরদ্বাজের নিকট হইতে শ্রীরামের বরলাভ ।]

এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী তিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করিলেন ।১

রঘুনন্দন তপোধন ভরদ্বাজকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! অযোধ্যানগরীর সকলে ভাল আছে ত? নগরীতে কাহারও দুর্ভিক্ষ ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই ত? ভরত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছে ত? আমার মাতৃগণ জীবিত আছেন ত? ২

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে ঈষৎ হাস্য করত রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে বলিলেন ।৩

(রাম!) তোমার গৃহে সকলেই কুশলে আছেন; ভরত জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক তোমার আজ্ঞানুসারে সেই পাদুকাযুগলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি যৎকালে ধর্ম্মকামনায় কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সকলপ্রকার ভোগ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত বনজাত ফলমূলাহারী হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, হে যুদ্ধজয়ী বীর! তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল ।৪-৭

পরন্তু সম্প্রতি তোমাকে শত্রুবিজয়ী এবং মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত পূর্ণমনোরথ দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম ।৮

রাঘব! তুমি জনস্থানে অবস্থান করিয়া যে বিপুল সুখ ও দুঃখ পাইয়াছ, তাহা আমি জানি ।৯

তুমি যেখানে থাকিয়া যখন ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যে নিরত ছিলে এবং তাপসগণের রক্ষাবিধানে উদ্যুক্ত ছিলে, তখন রাবণ অনিন্দিতা তোমার এই ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল ।১০

বিদিতায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং নলসেতুর্যথা কৃতঃ।
যথা চাদীপিতা লঙ্কা প্রহৃষ্টৈর্হরিযূথপৈঃ ॥১৩
সপুত্রবান্ধবামাত্যঃ সবলঃ সহবাহনঃ।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে রাবণো বলদর্পিতঃ ॥১৪
যথা চ নিহতে তস্মিন্ রাবণে দেবকণ্টকে।
সমাগমশ্চ ত্রিদশৈর্যথা দত্তশ্চ তে বরঃ ॥১৫
সর্বং মমৈতদ্ বিদিতং তপসা ধর্মবৎসল।
সম্পতন্তি চ মে শিষ্যাঃ প্রবৃত্ত্যাখ্যাঃ পুরীমিতঃ ॥১৬
অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর।
অর্ঘ্যং প্রতিগৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি ॥১৭
তস্য তচ্ছিরসা বাক্যং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজঃ।
বাঢ়মিত্যেব সংহৃষ্টঃ শ্রীমান্ বরমযাচত ॥১৮
অকালফলিনো বৃক্ষাঃ সর্বে চাপি মধুস্রবাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহূনি বিবিধানি চ ॥১৯
ভবন্তু মার্গে ভগবন্নযোধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে বচনাৎ সমনন্তরম্ ॥২০
অভবন্ পাদপাস্তত্র স্বর্গপাদপসন্নিভাঃ।
নিষ্ফলাঃ ফলিনশ্চাসন্ বিপুষ্পাঃ পুষ্পশালিনঃ ॥২১
শুষ্কাঃ সমগ্রপত্রাস্তে নগাশ্চৈব মধুস্রবাঃ।
সর্বতো যোজনাস্তিস্রো গচ্ছতামভবংস্তদা ॥২২
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ প্লবগর্ষভাস্তে
বহূনি দিব্যানি ফলানি চৈব
কামাদুপাশ্নন্তি সহস্রশস্তে
মুদান্বিতাঃ স্বর্গজিতো যথৈব ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

তুমি যেরূপে মায়ামৃগরূপধারী মারীচকে দর্শন করিয়াছিলে এবং অশোকবনে অবস্থানকালে রাক্ষসীগণ সীতাকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, কবন্ধ দর্শন, পম্পাভিমুখে গমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপন, বালির নিধন, সীতার অন্বেষণ এবং বায়ুনন্দনের অদ্ভুত কার্য্য সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। জানকীর অনুসন্ধান হইলে যেরূপে নলকর্ত্তৃক সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মিত হয় এবং যেরূপে হৃষ্ট হইয়া বানরদলপতিগণ লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়াছিল, তাহা আমি জানি।১১-১৩

হে ধর্ম্মবৎসল! বলদর্পিত দশানন পুত্র, বান্ধব অমাত্য ও বাহনগণের সহিত যেরূপে রণমধ্যে নিহত হইয়াছে এবং সেই দেবকণ্টক নিশাচর নিহত হইলে দেবগণের সহিত যে তোমার সমাগম হইয়াছিল ও তাঁহারা তোমাকে যেরূপ বর দিয়াছেন, আমি তপোবলে তৎসমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি। আমার প্রবৃত্তিনামক শিষ্যগণ এখান হইতে অযোধ্যা যাতায়াত করে। (সেইজন্য আমি তথাকার সকলবৃত্তান্ত অবগত আছি।)১৪-১৬

হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! আমিও তোমাকে এখানে বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি (তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা প্রার্থনা কর।)। আজ তুমি আমার অর্ঘ্য ও আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিয়া আগামীকাল অযোধ্যায় গমন করিবে।১৭

নৃপনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার সেই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই বর প্রার্থনা করিলেন।১৮

ভগবন্! আমি যে পথে অযোধ্যায় গমন করিব, তথাকার বৃক্ষসকল যেন অকালে ফলশালী হয় ও মধু ক্ষরণ করিতে থাকে। বিবিধ ও প্রচুর অমৃতগন্ধি ফলসকল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে। রামচন্দ্র এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ঋষিপ্রবর 'তথাস্তু' বলিবামাত্রই তত্রত্য তরুরাজি স্বর্গীয় তরুরাজির ন্যায় শোভিত হইল। অযোধ্যা গমনের পথে তিন যোজন পর্য্যন্ত নিষ্ফল বৃক্ষসকল ফলিত, পুষ্পবিহীন তরুগণ পুষ্পিত এবং শুষ্ক বৃক্ষসকল আমূল পত্রশোভিত ও মধুস্রাবী হইল।১৯-২২

তখন সহস্র সহস্র বানরবীর হৃষ্টান্তঃকরণে বহুবিধ দিব্যফল স্বর্গবিজয়ী দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে লাগিল।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহসমীপে ভরতসমীপে চ হনুমতো রামাগমনবার্তাকথনম্,
তেন প্রসন্ন-ভরতস্য হনুমতে উপহারদানঞ্চ ।]

অযোধ্যাস্তু সমালোক্য চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ।
প্রিয়কামঃ প্রিয়ং রামস্ততস্ত্বরিতবিক্রমঃ ॥১
চিন্তয়িত্বা ততো দৃষ্টিং বানরেষু ন্যপাতয়ৎ ।
উবাচ ধীমাংস্তেজস্বী হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥২
অযোধ্যাং ত্বরিতো গত্বা শীঘ্রং প্লবগসত্তম ।
জানীহি কচ্চিৎ কুশলী জনো নৃপতিমন্দিরে ॥৩
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহং গহনগোচরম্ ।
নিষাদাধিপতিং ব্রূহি কুশলং বচনান্মম ॥৪
শ্রুত্বা তু মাং কুশলিনমরোগং বিগতজ্বরম্ ।
ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাত্মসমঃ সখা ॥৫
অযোধ্যায়াশ্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিং ভরতস্য চ ।
নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥৬
ভরতস্তু ত্বয়া বাচ্যঃ কুশলং বচনান্মম ।
সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সভার্য্যং সহলক্ষ্মণম্ ॥৭
হরণং চাপি বৈদেহ্যা রাবণেন বলীয়সা ।
সুগ্রীবেণ চ সংবাদং বালিনশ্চ বধং রণে ॥৮
মৈথিল্যন্বেষণঞ্চৈব যথা চাধিগতা ত্বয়া ।
লঙ্ঘয়িত্বা মহাতোয়মাপগাপতিমব্যয়ম্ ॥৯
উপযানং সমুদ্রস্য সাগরস্য চ দর্শনম্ ।
যথা চ কারিতঃ সেতু রাবণশ্চ যথা হতঃ ॥১০
বরদানং মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণা বরুণেন চ ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ পিত্রা মম সমাগমম্ ॥১১
উপয়াতঞ্চ মাং সৌম্য ভরতায় নিবেদয় ।
সহ রাক্ষসরাজেন হরীণামীশ্বরেণ চ ॥১২
জিত্বা শত্রুগণান্ রামঃ প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ ।
উপায়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ ॥১৩
এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি ॥১৪

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[হনুমান্‌কর্ত্তৃক সংযত নিষাদরাজ গুহ এবং ভরতকে শ্রীরামের সংবাদ দান ও তাহাতে প্রসন্ন ভরত কর্ত্তৃক হনুমানকে উপহার দান ।]

সর্ব্বহিতাকাঙ্ক্ষী ক্ষিপ্রবিক্রমী রাম দূর হইতে অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিয়া সকলের হিত চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১

ধীমান্ তেজস্বী রাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বানরগণের উপরে দৃষ্টিপাত করত হনুমান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে বানরসত্তম ! সত্বর অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া রাজমন্দিরের সকলে কুশলে আছে কিনা জানিয়া আইস । হে বীর ! শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া কাননমধ্যবাসী নিষাদরাজ গুহকে আমার কুশলসংবাদ বলিবে । গুহ আমার প্রাণসম সখা, আমি নীরোগে স্বচ্ছন্দে কুশলে অবস্থান করিতেছি শুনিলে সে অতিশয় প্রীত হইবে ।২-৫

সেই নিষাদরাজ গুহ হৃষ্টচিত্তে তোমাকে অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবে এবং ভরতের বৃত্তান্তসকল বলিবে । ভরতকে বলিবে,—সীতা লক্ষ্মণ ও আমি কুশলে আছি এবং পিতৃসত্য পালন করিয়া আসিয়াছি । হে সাধো ! অতি বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক বৈদেহীর হরণ, সুগ্রীবের সহিত সম্মিলন, বালির বধ, জানকীর অন্বেষণ এবং তুমি যেরূপে অক্ষয় মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলে ; বানরসেনাগণের সমাগম ও সমুদ্রদর্শন, মহাসাগরের উপর সেতুনির্ম্মাণ, রাবণবধ, দেবরাজ, ব্রহ্মা ও বরুণ আমাকে যেরূপ বর প্রদান করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে যেরূপে পিতার সহিত মিলন হয়, তাহা ভরতকে শুনাইবে ।৬-১১

সৌম্য ! ভরতকে পুনরায় নিবেদন করিবে যে, রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানররাজ সুগ্রীবের সহিত প্রয়াগসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । তাহাকে আরও

জ্ঞেয়াঃ সর্বে চ বৃত্তান্তা ভরতস্যেঙ্গিতানি চ।
তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্ট্যা ব্যাভাষিতেন চ ॥১৫
সর্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কস্য নাবর্ত্তয়েন্মনঃ ॥১৬
সঙ্গত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী স্বয়ং ভবেৎ।
প্রশাস্তু বসুধাং সর্বামখিলাং রঘুনন্দনঃ ॥১৭
তস্য বুদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ঞ্চ বানর।
যাবন্ন দূরং যাতাঃ স্মঃ ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি ॥১৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
মানুষং ধারয়ন্ রূপমযোধ্যাং ত্বরিতো যযৌ ॥১৯
অথোৎপপাত বেগেন হনূমান্মারুতাত্মজঃ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ভুজগোত্তমম্ ॥২০

লঙ্ঘয়িত্বা পিতৃপথং বিহগেন্দ্রালয়ং শুভম্।
গঙ্গা-যমুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্ ॥২১
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য বীর্য্যবান্।
স বাচা শুভয়া হৃষ্টো হনুমানিদমব্রবীৎ ॥২২
সখা তু তব কাকুৎস্থো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সসীতঃ সহসৌমিত্রিঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥২৩
পঞ্চমীমদ্য রজনীমুষিত্বা বচনান্মুনেঃ।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞাতং দ্রক্ষ্যস্যত্রৈব রাঘবম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
উৎপপাত মহাবেগাদ্ বেগবানবিচারয়ন্ ॥২৫
সোঽপশ্যদ্ রামতীর্থঞ্চ নদীং বালুকিনীং তথা।
বরূথীং গোমতীঞ্চৈব ভীমং শালবনং তথা ॥২৬

বলিবে—রাম শত্রুগণকে জয় করিয়া অতুল যশ লাভ করত পূর্ণ মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন।১২-১৩

হে বীর! এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে ভরতের আকার এবং মনোভাব যেরূপ প্রকাশ পাইবে, তাহা তুমি বিশেষ লক্ষ্য করিবে। আমার প্রতি ভরতের তৎকালীন যে কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে ভরতের আন্তরিকতা আছে কিনা—ইহা জানিবার চেষ্টা করিবে। সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে জানিয়া আসিবে। ভরতের ইঙ্গিত, মুখকান্তি, দৃষ্টি এবং কথাবার্তা দ্বারা তাহার মনোভাব জানিবে।১৪-১৫

হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ, সুসমৃদ্ধ এবং পিতৃপিতামহ ক্রমে প্রাপ্ত রাজ্য পাইলে কাহার না মনোগতি পরিবর্ত্তিত হয়? ১৬

যদি কৈকেয়ীর সংসর্গে এবং বহুকাল ভোগ করাতে স্বতঃই ভরতের রাজ্যলোভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রঘুনন্দন ভরতই এই সমগ্র বসুমতী শাসন করিবে।১৭

বানরবর! আমরা যে পর্য্যন্ত এই আশ্রম হইতে বহুদূর অগ্রসর না হই, তাহার মধ্যে তুমি তাহার বুদ্ধি (বিচার) ও ব্যবসায় (নিশ্চয়) অবগত হইয়া সত্বর আগমন করিবে।১৮

বীর্য্যবান্ পবননন্দন হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মানুষরূপ ধারণ করত সত্বর অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল।১৯

গরুড় যেরূপ বিশাল সর্পকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় বেগে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সেই পবনতনয়ও বেগে উৎপতিত হইল।২০

হনুমান্ নিজ পিতা বায়ুর পথ অন্তরিক্ষ, যাহা পক্ষিরাজ গরুড়ের সুন্দর গৃহ, তাহা লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইল। তথায় গুহকের সমীপে গমন করত হৃষ্টচিত্তে মধুরবচনে বলিল।২১-২২

তোমার সখা সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এইপথে আসিতেছেন। তিনি তোমাকে কুশল সংবাদ দিলেন। রঘুনন্দন রাম মুনিবর ভরদ্বাজের আজ্ঞানুসারে অদ্য পঞ্চমীর রাত্রি প্রয়াগে তদীয় আশ্রমে যাপন করিয়া আগমন করিবেন; তুমি এইস্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।২৩-২৪

আনন্দে রোমাঞ্চিতদেহ মহাতেজা মারুতি এই

প্রজাশ্চ বহুসাহস্রীঃ স্ফীতাঞ্জনপদানপি।
ন গত্বা দূরমধ্বানং ত্বরিতঃ কপিকুঞ্জরঃ ॥২৭
আসসাদ দ্রুমান্ ফুল্লান্ নন্দিগ্রামসমীপগান্।
সুরাধিপস্যোপবনে যথা চৈত্ররথে দ্রুমান্ ॥২৮
স্ত্রীভিঃ সপুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ রমমাণৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ॥২৯
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্ ॥৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্মচারিণম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্ ॥৩১
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশসান্তং বসুন্ধরাম্ ॥৩২
চাতুর্বর্ণ্যস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্বতো ভয়াৎ।
উপস্থিতমমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৩৩
নহি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ॥৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবস্যন্তি পৌরা বৈ ধর্মবৎসলাঃ।
তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবন্তমিবাপরম্ ॥৩৫
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্ ॥৩৬
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্ ॥৩৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ।
নিহত্য রাবণং রামঃ প্রতিলভ্য চ মৈথিলীম্ ॥৩৮
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ।

কথা বলিয়া পথশ্রমাদি ক্লেশ কিছুমাত্র গণনা না করিয়াই মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।২৫

অনন্তর হনুমান্ পরশুরাম তীর্থ, বালুকিনী, বরূথী ও গোমতী নদী এবং ভয়ানক শালবন দর্শন করিল।২৬

তারপর বহু জনাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জনপদসকল দর্শন করত বহুদূর অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামের সমীপবর্ত্তী বিকসিত পুষ্পশোভী বৃক্ষসমূহ প্রাপ্ত হইল। সেই বৃক্ষসমূহকে নন্দনকানন অথবা ধনপতির চৈত্ররথ-কাননের বৃক্ষাবলীর ন্যায় অতি মনোহর দেখিল।২৭-২৮

বিলাসিগণ সুসজ্জিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ও পৌত্রের সহিত সেইস্থানে ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ বৃক্ষাবলী হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। হনুমান্ কপিকুঞ্জর অযোধ্যা হইতে একক্রোশ দূরে সেই নন্দিগ্রামে গিয়া দেখিল—ভরত অতি দীনভাবে সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম ধারণপূর্ব্বক মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে কৃশ হইয়া গিয়াছেন, তপস্বীর ন্যায় জটাধারণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত হইয়াছে; ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীর নিয়ত পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রামের সেই পাদুকাযুগল সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র বল্কল (গাছের ছাল) ও অজিন (মৃগচর্ম), তাঁহার জটাভার সমধিক উন্নত হইয়াছিল।২৯-৩২

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে তিনি সর্ব্বতোভাবে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। কাষায়বসনধারী সেনাপতি, মন্ত্রী ও পূত পুরোহিতগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। ভরত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর (সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড) কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম) ধারণ করিয়াছিলেন দেখিয়া সেই ধর্ম্মবৎসল পৌরগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া পবনকুমার হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যবাসী বলিয়া যাঁহার জন্য আপনি শোক করিতেছেন, সেই রঘুনন্দন আপনাকে কুশল সংবাদ দিয়াছেন। হে দেব! আমি আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, অতএব এই নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন।৩৩-৩৭

আপনি এই মুহূর্ত্তেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। রামচন্দ্র সম্মুখসমরে রাবণকে বধ করিয়া জনকনন্দিনীকে উদ্ধার করত

লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা বৈদেহী চ যশস্বিনী ।
সীতা সমগ্রা রামেণ মহেন্দ্রেণ শচী যথা ॥৩৯

এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ।
পপাত সহসা হৃষ্টো হর্ষান্মোহমুপাগমৎ ॥৪০

ততো মুহূর্ত্তাদুত্থায় প্রত্যাশ্বস্য চ রাঘবঃ ।
হনুমন্তমুবাচেদং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্ ॥৪১

অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিঙ্গ্য সম্ভ্রমাৎ ।
সিষেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥৪২

দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্ ॥৪৩

গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং পরম্ ।
সকুণ্ডলাঃ শুভাচারা ভার্য্যাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥৪৪

হেমবর্ণাঃ সুনাসোরূঃ শশিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সর্বাভরণসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ কুলজাতিভিঃ ॥৪৫

নিশম্য রামাগমনং নৃপাত্মজঃ
কপিপ্রবীরস্য তদাদ্ভুতোপমম্ ।
প্রহর্ষিতো রামদিদৃক্ষয়াভবৎ
পুনশ্চ হর্ষাদিদমব্রবীদ্ বচঃ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত শচীদেবীর ন্যায় মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রের সহিত মিলিত পূর্ণকামা বিদেহনন্দিনী যশস্বিনী সীতা অচিরেই আগমন করিতেছেন ।৩৮-৩৯

শ্রীমান্ কৈকেয়ীনন্দন ভরত হনুমানের নিকট এইরূপ সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আনন্দে সহসা মোহাভিভূত ও ভূতলে পতিত হইলেন ।৪০

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে প্রিয় সংবাদদাতা হনুমানকে ব্যগ্রতার সহিত আলিঙ্গন এবং আনন্দজনিত বিপুল অশ্রুবিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন ।৪১-৪২

হে সৌম্য! তুমি মনুষ্য কিংবা দেবতা? আজ কৃপাপরবশ হইয়া এইখানে আসিয়াছ? তুমি যেই হও, যেরূপ সংবাদ প্রদান করিলে, তোমাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করিব, এরূপ কিছুই দেখিতেছি না ।৪৩

তথাপি একলক্ষ গো, একশত গ্রাম এবং উত্তম আচারবতী ও সুকেশী ষোড়শ কন্যা ভার্য্যারূপে দান করিলাম। ঐ কন্যাগণ শোভন নাসিকাসমন্বিত, মনোহর উরুশোভিত, কুলজাতিসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত ও সুবর্ণসদৃশকান্তি যুক্ত। উঁহাদের বদন চন্দ্রতুল্য সুন্দর ও তাহারা সর্বঅলঙ্কারে অলঙ্কৃত ।৪৪-৪৫

এইরূপে নৃপনন্দন ভরত হরিপ্রবীর হনুমানের মুখে রামচন্দ্রের আকস্মিক আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনবাসনায় অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার হর্ষসহকারে বলিলেন ।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতসমীপে হনুমতো রাম-সীতা-লক্ষ্মণানাং বনবাসকালীনসজ্ঘটিতবৃত্তান্তকথনম্ ।]

বহূনি নাম বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্ ।
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্তনম্ ॥১
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্ ।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥২
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ ।
কস্মিন্ দেশে কিমাশ্রিত্য তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥৩
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ বৃস্যাং সমুপবেশিতঃ ।
আচচক্ষে ততঃ সর্বং রামস্য চরিতং বনে ॥৪
যথা প্রব্রাজিতো রামো মাতুর্দত্তৌ বরৌ তব ।
যথা চ পুত্রশোকেন রাজা দশরথো মৃতঃ ॥৫
যথা দূতৈস্ত্বমানীতস্তূর্ণং রাজগৃহাৎ প্রভো ।
ত্বয়াযোধ্যাং প্রবিষ্টেন যথা রাজ্যং ন চেপ্সিতম্ ॥৬
চিত্রকূটগিরিং গত্বা রাজ্যেনামিত্রকর্শনঃ ।
নিমন্ত্রিতস্ত্বয়া ভ্রাতা ধর্মমাচরতা সতাম্ ॥৭
স্থিতেন রাজ্ঞো বচনে যথা রাজ্যং বিসর্জিতম্ ।
আর্য্যস্য পাদুকে গৃহ্য যথাসি পুনরাগতঃ ॥৮
সর্বমেতন্মহাবাহো যথাবদ্ বিদিতং তব ।
ত্বয়ি প্রতিপ্রয়াতে তু যদ্বৃত্তং তন্নিবোধ মে ॥৯
অপযাতে ত্বয়ি তদা সমুদ্‌ভ্রান্তমৃগদ্বিজম্ ।
পরিদ্যূনমিবাত্যর্থং তদ্ বনং সমপদ্যত ॥১০
তদ্ধস্তিমৃদিতং ঘোরং সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাকুলম্ ।
প্রবিবেশাথ বিজনং স মহদ্দণ্ডকাবনম্ ॥১১
তেষাং পুরস্তাদ্ বলবান্ গচ্ছতাং গহনে বনে ।
বিনদন্ সুমহানাদং বিরাধঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥১২

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক ভরতকে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনবাস সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করান ।]

যিনি বহু বর্ষ গভীর বনে গমন করিয়াছেন, আমি অদ্য সেই আমার প্রভু রামচন্দ্রের প্রীতিজনক নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম ।১

হায় ! মনুষ্য জীবিত থাকিলে শত বৎসরের পরেও আনন্দ লাভ করিতে পারে,—এই যে লৌকিক বচন আছে, তাহা অদ্য কল্যাণজনক বলিয়া বোধ হইতেছে ।২

সৌম্য ! রঘুনন্দন এবং বানরগণের কোন্ স্থানে, কি প্রকারে এবং কি নিমিত্ত সম্মিলন হইল,—ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি তৎসমস্ত যথার্থরূপে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ।৩

রাজনন্দন ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বায়ুনন্দন তাঁহার অনুরোধে কুশাসনের উপরে উপবেশন করিয়া রামচন্দ্রের বনবাসবিষয়ক সকল বৃত্তান্ত যথাক্রমে বলিতে লাগিল ।৪

হে প্রভো ! মহাবাহো ! যেরূপে আপনার জননীকে দুইটি বর প্রদান করেন, যেরূপে রামচন্দ্র বনমধ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিলেন, যেরূপে পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, যেরূপে দূতগণ কেকেয়ীরাজগৃহ হইতে আপনাকে সত্বর আনয়ন করে, আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ করত সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যলাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, চিত্রকূটপর্ব্বতে গমন করিয়া যেরূপে অরিন্দম ভ্রাতা রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, যেরূপে রামচন্দ্র পিতৃসত্যে অবস্থান করত তথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যেরূপে আপনি আর্য্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ করত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আপনি জানেন। আপনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যাহা ঘটিয়াছে, সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ করুন ।৫-৯

আপনি চলিয়া আসিলে পর সেই বনভূমি যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তখন মৃগ-পক্ষিগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল। সিংহ ব্যাঘ্রগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল ; সমস্ত বনভাগ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া

সমুৎক্ষিপ্য মহানাদমূর্দ্ধবাহুমধোমুখম্ ।
নিখাতে প্রক্ষিপন্তি স্ম নদন্তমিব কুঞ্জরম্ ॥১৩
তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।
সায়াহ্নে শরভঙ্গস্য রম্যমাশ্রমমীয়তুঃ ॥১৪
শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
অভিবাদ্য মুনীন্ সর্বাঞ্জনস্থানমুপাগমৎ ॥১৫
পশ্চাচ্ছূর্পণখা নাম রামপার্শ্বমুপাগতা ।
ততো রামেণ সন্দিষ্টো লক্ষ্মণঃ সহসোত্থিতঃ ॥১৬
প্রগৃহ্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসং মহাবলঃ ।
চতুর্দশ সহস্রাণি জনস্থাননিবাসিনম্ ॥১৭
হতানি বসতা তত্র রাঘবেণ মহাত্মনা ।
একেন সহ সঙ্গম্য রামেণ রণমূর্দ্ধনি ॥১৮
অহ্নশ্চতুর্থভাগেন নিঃশেষা রাক্ষসাঃ কৃতাঃ ।
মহাবলা মহাবীর্য্যাস্তপসো বিঘ্নকারিণঃ ॥১৯
নিহতা রাঘবেণাজৌ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
রাক্ষসাশ্চ বিনিষ্পিষ্টাঃ খরশ্চ নিহতো রণে ॥২০
দূষণং চাগ্রতো হত্বা ত্রিশিরাস্তদনন্তরম্ ।
ততস্তেনার্দিতা বালা রাবণং সমুপাগতা ॥২১
রাবণানুচরো ঘোরো মারীচো নাম রাক্ষসঃ ।
লোভয়ামাস বৈদেহীং ভূত্বা রত্নময়ো মৃগঃ ॥২২
সা রামমব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা বৈদেহী গৃহ্যতামিতি ।
অয়ং মনোহরঃ কান্ত আশ্রমো নো ভবিষ্যতি ॥২৩
ততো রামো ধনুষ্পাণির্মৃগং তমনুধাবতি ।
স তং জঘান ধাবন্তং শরেণানতপর্বণা ॥২৪

গেল। তৎপরে রাম ঐ ভয়ানক বন ত্যাগ করিয়া জনশূন্য বিশাল দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।১০-১১

তাঁহারা সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন,—বিরাধরাক্ষস গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিতেছে।১২

ঊর্দ্ধবাহু ও অধোমুখ হইয়া গর্জনকারী এবং হস্তীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী সেই নিশাচরকে তাঁহারা বধ করত গর্ত্ত মধ্যে প্রোথিত করিলেন।১৩

এইরূপে সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সায়ংকালে ঋষিবর শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১৪

তথায় শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অপর মুনিগণকে অভিবাদন করত জনস্থানে গমন করিলেন।১৫

অনন্তর সেই স্থানে শূর্পণখানাম্নী কোন নিশাচরী রামচন্দ্রের পার্শ্বে আগমন করিলে তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাবল লক্ষ্মণ নিকটে গমন করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে মহাত্মা রামচন্দ্র সেই জনস্থানে অবস্থান করত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাগ্রে একা শ্রীরামের সহিত তাঁহারা মিলিত হইলে তিনি দিবসের শেষভাগের মধ্যে তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপে সেই দণ্ডকারণ্যনিবাসী তাপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ রণমধ্যে রামচন্দ্র হস্তে নিহত হইয়াছে। ঐ রণভূমিতে রাক্ষসগণ একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধে খর নামক রাক্ষসও রামহস্তে নিহত হয়।১৬-২০

তারপর দূষণ নিহত হইলে শ্রীরাম ত্রিশিরা নামক রাক্ষসকে ধ্বংস করেন। অনন্তর রামকর্ত্তৃক নিতান্ত শোকপীড়িত হইয়া শূর্পণখা রাবণসন্নিধানে গমন করিল।২১

তারপর রাবণের অনুচর মারীচনামক ভয়ঙ্কর রাক্ষস রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করত জনকনন্দিনীকে মুগ্ধ করিল।২২

তখন তিনি ঐ মৃগকে দেখিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—কান্ত! ঐ মৃগকে আনয়ন কর, তাহা হইলে আমাদের আশ্রম পরম রমণীয় হইবে।২৩

তাহাতে রামচন্দ্র ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সেই ধাবমান মৃগের অনুগামী হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন।২৪

অথ সৌম্য দশগ্রীবো মৃগং যাতি তু রাঘবে।
লক্ষ্মণে চাপি নিষ্ক্রান্তে প্রবিবেশাশ্রমং তদা ॥২৫
জগ্রাহ তরসা সীতাং গ্রহঃ খে রোহিণীমিব।
ত্রাতুকামং ততো যুদ্ধে হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২৬
প্রগৃহ্য সহসা সীতাং জগামাশু স রাক্ষসঃ।
ততস্ত্বদ্ভুতসঙ্কাশাঃ স্থিতাঃ পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥২৭
সীতাং গৃহীত্বা গচ্ছন্তং বানরাঃ পর্বতোপমাঃ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥২৮
ততঃ শীঘ্রতরং গত্বা তদ্বিমানং মনোজবম্।
আরুহ্য সহ বৈদেহ্যা পুষ্পকং স মহাবলঃ ॥২৯
প্রবিবেশ তদা লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
তাং সুবর্ণপরিষ্কারে শুভে মহতি বেশ্মনি ॥৩০
প্রবেশ্য মৈথিলীং বাক্যৈঃ সান্ত্বয়ামাস রাবণঃ।
তৃণবত্তাষিতং তস্য তঞ্চ নৈর্ঋতপুঙ্গবম্ ॥৩১

হে সাধো! এইরূপে রামচন্দ্র মৃগয়াতে নিষ্ক্রান্ত এবং লক্ষ্মণও আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে দশানন সেই আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিল।২৫

মঙ্গলগ্রহ যেরূপ রোহিণীকে আক্রমণ পূর্বক গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রাবণ জনকনন্দিনীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিল। পথিমধ্যে জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাকে বধ করত সত্বর সেখান হইতে চলিয়া যাইল। তৎকালে পর্ব্বতশিখরে অবস্থানকারী পর্বতসদৃশ অদ্ভুত এবং বিশালদেহ বানরগণ বিস্মিতভাবে দশানন সীতাকে লইয়া সত্বর গমন করিতেছে—ইহা দেখিতে লাগিল।২৬-২৮

মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ অতি ক্ষিপ্রগতিতে মানসতুল্য বেগগামী পুষ্পক বিমানের নিকট যাইয়া বৈদেহীর সহিত তাহাতে আরোহণ করত লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। সেখানে সুবর্ণশোভিত বিশাল ও মনোরম গৃহে রাখিয়া মধুরবচনে সান্ত্বনা দিতে লাগিল; পরন্তু সীতা সেই রাক্ষসরাজ এবং তদীয় বাক্যসকল তৃণবৎ

অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী হ্যশোকবনিকাং গতা।
ন্যবর্ত্তত তদা রামো মৃগং হত্বা তদা বনে ॥৩২
নিবর্ত্তমানঃ কাকুৎস্থো দৃষ্ট্বা গৃধ্রং স বিব্যথে।
গৃধ্রং হতং তদা দৃষ্ট্বা রামঃ প্রিয়তরং পিতুঃ ॥৩৩
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
গোদাবরীমনুচরন্ বনোদ্দেশাংশ্চ পুষ্পিতান্ ॥৩৪
আসেদতুর্মহারণ্যে কবন্ধং নাম রাক্ষসম্।
ততঃ কবন্ধবচনাদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥৩৫
ঋষ্যমূকগিরিং গত্বা সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
তয়োঃ সমাগমঃ পূর্বং প্রীত্যা হার্দো ব্যজায়ত ॥৩৬
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সুগ্রীবো বালিনা পুরা।
ইতরেতরসংবাদাৎ প্রগাঢ়ঃ প্রণয়স্তয়োঃ ॥৩৭
রামঃ স্ববাহুবীর্য্যেণ স্বরাজ্যং প্রত্যপাদয়ৎ।
বালিনং সমরে হত্বা মহাকায়ং মহাবলম্ ॥৩৮

তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অশোককাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র বনমধ্যে মৃগ বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।২৯-৩২

প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে পথিমধ্যে রাম পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র গৃধ্ররাজ জটায়ুকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।৩৩

লক্ষ্মণের সহিত রাম সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোদাবরীতীরে পুষ্পিত বনপ্রান্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩৪

তারপর অন্বেষণ করিতে করিতে দুইভাই রাম-লক্ষ্মণ মহাবনমধ্যে কবন্ধ নামক রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে সত্যপরাক্রম রাম কবন্ধের বাক্যানুসারে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের পূর্বেই পরমা প্রীতি ও সৌহার্দ্দ জন্মিল।৩৫-৩৬

সুগ্রীব পূর্ব হইতেই স্বীয় ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সুতরাং পরস্পরের বিষয়

সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
রামায় প্রতিজানীতে রাজপুত্র্যাস্তু মার্গণম্ ॥৩৯

আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
দশ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং সর্বাঃ প্রস্থাপিতা দিশঃ ॥৪০

তেষাং নো বিপ্রকৃষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকাভিতপ্তানাং মহান্ কালোঽত্যবর্ত্তত ॥৪১

ভ্রাতা তু গৃধ্ররাজস্য সম্পাতির্নাম বীর্য্যবান্।
সমাখ্যাতি স্ম বসতীং সীতাং রাবণমন্দিরে ॥৪২

সোঽহং দুঃখপরীতানাং দুঃখং তজ্জ্ঞাতিনাং নুদন্।
আত্মবীর্য্যং সমাস্থায় যোজনানাং শতং প্লুতঃ।
তত্রাহমেকামদ্রাক্ষমশোকবনিকাং গতাম্ ॥৪৩

কৌশেয়বস্ত্রাং মলিনাং নিরানন্দাং দৃঢ়ব্রতাম্।
তয়া সমেত্য বিধিবৎ পৃষ্ট্বা সর্বমনিন্দিতাম্ ॥৪৪

অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং রামনামাঙ্গুলীয়কম্।
অভিজ্ঞানং মণিং লব্ধ্বা চরিতার্থোঽহমাগতঃ ॥৪৫

ময়া চ পুনরাগম্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তমর্চিষ্মান্ স মহামণিঃ ॥৪৬

শ্রুত্বা তাং মৈথিলীং রামস্ত্বাশশংসে চ জীবিতম্।
জীবিতান্তমনুপ্রাপ্তঃ পীত্বামৃতমিবাতুরঃ ॥৪৭

উদ্‌যোজয়িষ্যন্নুদ্‌যোগং দধ্রে লঙ্কাবধে মনঃ।
জিঘাংসুরিব লোকান্তে সর্বাল্লোঁকান্ বিভাবসুঃ ॥৪৮

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য নলং সেতুমকারয়ৎ।
অতরৎ কপিবীরাণাং বাহিনী তেন সেতুনা ॥৪৯

অবগত হওয়ায় উভয়ের প্রণয় ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।৩৭

রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবীর্য্য দ্বারা মহাকায় মহাবল বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে তদীয় রাজ্য প্রদান করিলেন।৩৮

সুগ্রীবও বানরগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট রাজনন্দিনী জানকীর অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।৩৯

অনন্তর মহাবল বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে দশ কোটি বানর চতুর্দ্দিকে প্রস্থিত হইল।৪০

আমরা জনকনন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে গিরিরাজ বিন্ধ্যপর্বতের এক গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমাদের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল। আমাদের সেখানে বহু বিলম্ব হইল। শোকাভিভূত অবস্থায় আমাদের সেখানে বহুদিবস অতিক্রান্ত হইল।৪১

তৎপরে গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সম্পাতি 'সীতা রাবণগৃহে রহিয়াছেন' এই সংবাদ প্রদান করিল।৪২

আমি আপনার শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃগণের দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বীয় পরাক্রমে একশত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করত লঙ্কামধ্যস্থ অশোককাননে উপস্থিত হইয়া একা সীতাকে দেখিলাম।৪৩

সেখানে কৌশেয়বসনা জনকনন্দিনী মলিনবেশে কঠোর ব্রত অবলম্বন করত নিরানন্দমনে বসিয়া আছেন। তারপর সেই অনিন্দিতা সীতাদেবীকে আনুপূর্ব্বিক যথাবিধি সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং রামদত্ত অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া ও রামচন্দ্রকে দিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞানসূচক তদীয় চূড়ামণি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।৪৪-৪৫

এইরূপে আমি প্রত্যাগত হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনের হস্তে সেই অভিজ্ঞানসূচক উজ্জ্বল মণি প্রদান করিলাম।৪৬

মুমূর্ষু ব্যক্তির অমৃত পান করিয়া জীবন লাভের ন্যায় মৈথিলীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র যেন পুনর্জীবিত হইলেন।৪৭

অনন্তর প্রলয়কালের সংবর্ত্তকনামক বহ্নি যেরূপ সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তদ্রূপ রাম সমগ্র লঙ্কাপুরী নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।৪৮

প্রহস্তমবধীন্নীলঃ কুম্ভকর্ণং তু রাঘবঃ।
লক্ষ্মণো রাবণসুতং স্বয়ং রামস্তু রাবণম্ ॥৫০

স শক্রেণ সমাগম্য যমেন বরুণেন চ।
মহেশ্বর-স্বয়ম্ভূভ্যাং তথা দশরথেন চ ॥৫১

তৈশ্চ দত্তবরঃ শ্রীমানৃষিভিশ্চ সমাগতৈঃ।
সুরর্ষিভিশ্চ কাকুৎস্থো বরাঁল্লেভে পরন্তপঃ ॥৫২

স তু দত্তবরঃ প্রীত্যা বানরৈশ্চ সমাগতৈঃ।
পুষ্পকেণ বিমানেন কিষ্কিন্ধামভ্যুপাগমৎ ॥৫৩

তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ।
অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি ॥৫৪

ততঃ স বাক্যৈর্মধুরৈর্হনূমতো
নিশম্য হৃষ্টো ভরতঃ কৃতাঞ্জলিঃ
উবাচ বাণীং মনসঃ প্রহর্ষিণীং
চিরস্য পূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ ॥৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর সমুদ্রতীরে গমন করিয়া নলনামক বানর দ্বারা সেতুনির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে সেই সেতুর উপর দিয়া প্রধানতম বানরগণের সমস্ত সেনা পার হইল ।৪৯

সেই যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে এবং স্বয়ং রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করিলেন ।৫০

তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ মহেশ্বর, ব্রহ্মা দশরথ এবং শ্রীমান্ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সেইস্থানে সমাগত হইলেন। অরিন্দম কাকুৎস্থ তাঁহাদের সকলের নিকট পৃথক্ পৃথক বর লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের নিকট বরলাভ করিয়া পরিতুষ্ট রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধা অভিমুখে গমন করিলেন ।৫১-৫৩

সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত তিনি প্রয়াগে গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজ মুনিসন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, আপনি আগামী কল্য নির্বিঘ্নে পুষ্যানক্ষত্রযোগে শ্রীরামকে দর্শন করিতে পারিবেন ।৫৪

হনুমানের এইরূপ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মনের আনন্দসূচক বাক্যে বলিলেন,—বহুকাল পরে অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল ।৫৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যায়াং শ্রীরামস্য সৎকারার্থমায়োজনম্, শ্রীরামং প্রত্যুদ্‌গন্তুমনসাং সর্বেষাং জনানাং ভরতেন সহ নন্দিগ্রামে গমনম্, শ্রীরামস্যাগমনম্, ভরতেন সহ তস্য সমাগমঃ, পুষ্পকবিমানস্য কুবেরপার্শ্বে প্রেষণঞ্চ ।]

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হৃষ্টমাজ্ঞাপয়ামাস শত্রুঘ্নং পরবীরহা ॥১
দৈবতানি চ সর্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ।
সুগন্ধমাল্যৈর্বাদিত্রৈরর্চন্তু শুচয়ো নরাঃ ॥২
সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞাঃ সর্বে বৈতালিকাস্তথা।
সর্বে বাদিত্রকুশলা গণিকাশ্চৈব সর্বশঃ ॥৩
রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সৈন্যাঃ সেনাঙ্গনাগণাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ সরাজন্যাঃ শ্রেণীমুখ্যাস্তথা গণাঃ ॥৪
অভিনির্যান্তু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা ॥৫
বিষ্টীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ।
সমীকুরুত নিম্নানি বিষমাণি সমানি চ ॥৬
স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃপরম্।
সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিমশীতেন বারিণা ॥৭
ততোঽভ্যবকিরস্ত্বন্যে লাজৈঃ পুষ্পৈশ্চ সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকাস্তু রথ্যাঃ পুরবরোত্তমে ॥৮
শোভয়ন্তু চ বেশ্মানি সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
স্রগ্‌দামমুক্তপুষ্পৈশ্চ সুবর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ ॥৯
রাজমার্গমসম্বাধং কিরন্তু শতশো নরাঃ।
ততস্তচ্ছাসনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মুদান্বিতাঃ ॥১০
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থশ্চার্থসাধকঃ।
অশোকো মন্ত্রপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাপি নির্যযুঃ ॥১১
মত্তৈর্নাগসহস্রৈশ্চ সধ্বজৈঃ সুবিভূষিতৈঃ।
অপরে হেমকক্ষাভিঃ সগজাভিঃ করেণুভিঃ ॥১২

সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামকে স্বাগত জানাইবার জন্য অযোধ্যায় প্রস্তুতি, রামকে আনিবার জন্য প্রজাগণের সহিত ভরতের নন্দিগ্রামে গমন, শ্রীরামের আগমন, ভরতাদির সহিত তাঁহার মিলন এবং কুবেরের নিকট পুষ্পক বিমানের প্রেরণ।]

শত্রুবীরনিহন্তা সত্যবিক্রম ভরত পরমানন্দকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন।১

পুরবাসিগণ পবিত্রভাবে বিবিধ বাদ্যবাদন পূর্ব্বক সুগন্ধমাল্য দ্বারা আমাদিগের কুলদেবতা ও নগরের অন্যান্য দেবালয়স্থিত দেবতাগণের অর্চ্চনা করুন।২

স্তুতিপাঠ ও পুরাণপাঠে অভিজ্ঞ সূত এবং বৈতালিক, বাদ্যশাস্ত্রনিপুণ বাদ্যকর, গণিকাগণ, রাজরাণীরা, অমাত্য, সেনা, সৈন্যপত্নীগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এবং নগরের ব্যবসায় সঙ্ঘের প্রধানতম বৈশ্যগণ রামচন্দ্রের চন্দ্রোপম বদনমণ্ডল দর্শন করিবার নিমিত্ত নির্গত হউন। ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুবীরনিহন্তা শত্রুঘ্ন বহু সহস্র ভৃত্যবর্গকে বিভাগ করিয়া আদেশ করিলেন,—যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন আছে, সেই সকল স্থান সমতল কর।৩-৬

অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর এবং তৎসমস্ত ভূভাগ তুষারাসদৃশ শীতল জলসিক্ত কর।৭

চর্তুর্দ্দিকে সকলে লাজ (খৈ) ও পুষ্পবর্ষণ কর। এই উত্তম মহানগরীর রাজপথ যেন উচ্ছ্রিত পতাকা দ্বারা শোভিত হয়।৮

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নগরীর সমস্ত গৃহ সুন্দর পুষ্পমাল্য, সূত্রবন্ধনরহিত পুষ্প, সুবর্ণ ও পঞ্চবর্ণ গুড়ির দ্বারা সুশোভিত কর।৯

নির্যযুস্তুরগাক্রান্তা রথৈশ্চ সুমহারথাঃ।
শক্ত্যৃষ্টিপাশহস্তানাং সধ্বজানাং পতাকিনাম্ ॥১৩
তুরগাণাং সহস্রৈশ্চ মুখ্যৈর্মুখ্যতরান্বিতৈঃ।
পদাতীনাং সহস্রৈশ্চ বীরাঃ পরিবৃতা যযুঃ ॥১৪
ততো যানান্যুপারূঢ়াঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।
কৌশল্যাং প্রমুখে কৃত্বা সুমিত্রাঞ্চাপি নির্যযুঃ।
কৈকেয্যা সহিতাঃ সর্বা নন্দিগ্রামমুপাগমন্ ॥১৫
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্ধর্মাত্মা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ।
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ মন্ত্রিভির্ভরতো বৃতঃ ॥১৬
শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ।
আর্য্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্মকোবিদঃ ॥১৭
পাণ্ডুরং ছত্রমাদায় শুক্লমাল্যোপশোভিতম্।
শুক্লে চ বালব্যজনে রাজার্হে হেমভূষিতে ॥১৮
উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।
ভ্রাতুরাগমনং শ্রুত্বা তৎপূর্বং হর্ষমাগতঃ ॥১৯
প্রত্যুদ্যযৌ যদা রামং মহাত্মা সচিবৈঃ সহ।
অশ্বানাং খুরশব্দৈশ্চ রথনেমিস্বনেন চ ॥২০
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেব মেদিনী।
গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥২১
কৃৎস্নন্তু নগরং তত্তু নন্দিগ্রামমুপাগমৎ।
সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্ ॥২২
কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্ততা।
নহি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্য্যং পরন্তপম্ ॥২৩
কশ্চিন্ন চানুদৃশ্যন্তে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
অথৈবমুক্তে বচনে হনূমানিদমব্রবীৎ ॥২৪
অর্থ্যং বিজ্ঞাপয়ন্নেব ভরতং সত্যবিক্রমম্।
সদাফলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুস্রবান্ ॥২৫

রাজপথ যাহাতে বহু জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া যাতায়াতের পথ রুদ্ধ না হয়, তাহাতে শত শত মনুষ্য নিযুক্ত হও। শত্রুঘ্নের এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতমনে সকলে কর্মে নিযুক্ত হইল।১০

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র এই আটজন মন্ত্রী ধ্বজ ও আভূষণে ভূষিত মদমত্ত সহস্র হস্তীর সহিত নির্গত হইল। কেহ কেহ সুবর্ণকক্ষ্যা ও ঘণ্টাশোভিত করিণী এবং হস্তীতে আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইল এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বোপরি ও মহারথিগণ রথোপরি আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইল। অপর রঘুবীরগণ ধ্বজ-পতাকাশোভিত এবং শক্তি, ঋষ্টি ও পাশহস্ত অসংখ্য পদাতি এবং উৎকৃষ্ট সহস্র তুরঙ্গে (অশ্বে) পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল।১১-১৪

তৎপরে দশরথ-রমণীগণ যথোপযুক্ত যানে আরোহণ করত কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন। কৈকেয়ীর সহিত এইরূপ সমস্ত রমণীগণ নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন।১৫

ধর্মাত্মা ও ধর্মজ্ঞ ভরত মুখ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ; ব্যবসায়ী বর্গের প্রধান বৈশ্য এবং হস্তে মাল্য ও মোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত পরিবৃত হইয়া নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের চরণপাদুকা মস্তকে গ্রহণপূর্বক শঙ্খ এবং ভেরীর গম্ভীর ধ্বনির সহিত চলিতে লাগিলেন। তখন বন্দিগণ তাঁহাকে স্তুতিপাঠদ্বারা অভিনন্দন জানাইতেছিল।১৬-১৭

শ্বেত মাল্য দ্বারা শোভিত শ্বেতচ্ছত্র এবং স্বর্ণমণ্ডিত রাজযোগ্য শ্বেত চামর ভরত সঙ্গে লইয়াছিলেন।১৮

তিনি উপবাসের ফলে কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং চীর ও কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার আগমনবার্তা শুনিয়া ভরত পূর্ব হইতে আনন্দিত ছিলেন।১৯

যখন মহাত্মা ভরত রামচন্দ্রকে সাদরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সচিবগণের সহিত প্রত্যুদ্গত হইলেন, তৎকালে অশ্বগণের ক্ষুরশব্দ, রথ সকলের চক্রশব্দ, হস্তিগণের গর্জনশব্দ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নির্ঘোষের শব্দে যেন মুহুর্মুহু মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।২০-২১

এইরূপে সমগ্রা অযোধ্যা নগরীই রামদর্শন বাসনায়

ভরদ্বাজপ্রসাদেন মত্তভ্রমরনাদিতান্।
তস্য চৈব বরো দত্তো বাসবেন পরন্তপ ॥২৬
সসৈন্যস্য তদাতিথ্যং কৃতং সর্বগুণান্বিতম্।
নিঃস্বনঃ শ্রূয়তে ভীমঃ প্রহৃষ্টানাং বনৌকসাম্ ॥২৭
মন্যে বানরসেনা সা নদীং তরতি গোমতীম্।
রজোবর্ষং সমুদ্ভূতং পশ্য শালবনং প্রতি ॥২৮
মন্যে শালবনং রম্যং লোলয়ন্তি প্লবঙ্গমাঃ।
তদেতদ্দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্ ॥২৯
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্।
রাবণং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং হত্বা লব্ধং মহাত্মনা ॥৩০
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বিমানং রামবাহনম্।
ধনদস্য প্রসাদেন দিব্যমেতন্মনোজবম্ ॥৩১
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা সহ রাঘবৌ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥৩২
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রী-বাল-যুব-বৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্ত্তিতে ॥৩৩
রথ-কুঞ্জর-বাজিভ্যস্তেঽবতীর্য্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে ॥৩৪
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
যথার্থেনার্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈস্ততো রামমপূজয়ৎ ॥৩৫
মনসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতাগ্রজঃ।
ররাজ পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাণিরিবামরঃ ॥৩৬
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো ভ্রাতরং তদা।
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্ ॥৩৭

নন্দিগ্রামাভিমুখে নির্গত হইলে ভরত পবননন্দনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বলিলেন।২২

বানরবীর! তুমি বানরসুলভ চপলতাবশতঃ আমার নিকট মিথ্যা বল নাই ত; কৈ পরন্তপ আর্য্য কাকুৎস্থ রামকে ত এখনও দেখিতেছি না এবং কামরূপী বানরগণও ত আমার নয়নগোচর হইতেছে না? ভরতের এতাদৃশ সন্দেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ স্বীয় বাক্যের যথার্থ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সত্যবিক্রম ভরতকে বলিল,—মুনিবর ভরদ্বাজের অনুগ্রহে মত্ত ভ্রমরগণের শব্দে মুখরিত, নিয়ত পুষ্পশোভিত এই মধুস্রাবী বৃক্ষসকল দর্শন করুন। হে শত্রুতাপন! দেবরাজ তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন। অধুনা মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহারই পোষকতা করত সসৈন্যে রঘুনন্দন ও তদীয় সৈন্যবর্গ সকলেরই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে আতিথ্য সৎকার করিয়াছেন। ঐ আনন্দিত বানর সৈন্যগণের সুমহৎ শব্দ শ্রবণ করুন।২৩-২৭

বোধ হয়, বানরসেনা এক্ষণে গোমতী নদী পার হইতেছে। ঐ দেখুন, শালবনের উপর বানরসমুদ্ভূত ধূলি দৃষ্ট হইতেছে।২৮

মনে হয়,—অধুনা বানরগণ সেই রমণীয় শালবনকে আন্দোলিত করিতেছে। ঐ দেখুন,—বহুদূরে সেই চন্দ্রসন্নিভ সুমহৎ বিমান দেখা যাইতেছে।২৯

মহাত্মা রামচন্দ্র বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত এই দিব্য পুষ্পক বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন।৩০

শ্রীরামের বাহন এই বিমান প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য অরুণবর্ণ। ইহার গতিবেগ মানসসদৃশ। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে এই দিব্য বিমান লাভ করিয়াছেন।৩১

ঐ বিমানে বিদেহরাজকুমারী সীতার সহিত রঘুবংশীয় দুই বীর ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণ, মহাতেজস্বী সুগ্রীব ও রাক্ষস বিভীষণ বিরাজমান আছেন।৩২

হনুমান্ এইরূপ বলিতে বলিতেই তত্রত্য স্ত্রী, বালক যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই সমস্বরে ঐ রাম বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে সেই হর্ষধ্বনি স্বর্গলোকেও উপনীত হইল।৩৩

তখন সকলেই রথ, হস্তী ও অশ্ব হইতে মহীতলে অবরোহণ করত গগনমধ্যগত সুধাকর চন্দ্রের ন্যায় রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।৩৪

ভরত হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে রামাভিমুখে

ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহাবেগং নিপপাত মহীতলম্ ॥৩৮

আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৯

তং সমুত্থায় কাকুৎস্থশ্চিরস্যাক্ষিপথং গতম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য মুদিতঃ পরিষস্বজে ॥৪০

ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপঃ।
অথাভ্যবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ ॥৪১

সুগ্রীবং কৈকয়ীপুত্রো জাম্ববন্তমথাঙ্গদম্।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলমৃষভঞ্চৈব সস্বজে ॥৪২

সুষেণঞ্চ নলঞ্চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসঞ্চৈব পরিতঃ পরিষস্বজে ॥৪৩

তে কৃত্বা মানুষং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ।
কুশলং পর্য্যপৃচ্ছংস্তে প্রহৃষ্টা ভরতং তদা ॥৪৪

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রঃ সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
পরিষ্বজ্য মহাতেজা ভরতো ধর্মিণাং বরঃ ॥৪৫

ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ।
সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্ ॥৪৬

বিভীষণঞ্চ ভরতঃ সান্ত্ববাক্যমথাব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া সহায়েন কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্ ॥৪৭

শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্।
সীতায়াশ্চরণৌ বীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ ॥৪৮

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্ ॥৪৯

দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি রামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিলেন।৩৫

তৎকালে বিশাললোচন ভরতাগ্রজ রাম ব্রহ্মার মনঃকল্পিত সেই বিমানে অবস্থান করত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৬

অনন্তর ভরত প্রণত হইয়া মেরুশিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় বিমানের উপরিভাগে অবস্থিত ভ্রাতাকে প্রণত হইয়া (বিনীতভাবে) বন্দনা করিলেন।৩৭

সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী অত্যুৎকৃষ্ট বিমান রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইল।৩৮

তারপর রামচন্দ্র সত্যবিক্রম ভরতকে সেই বিমানের উপর আরোহণ করাইলে ভরত প্রীতমনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।৩৯

রামচন্দ্রও বহুকালপর ভরতকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং চরণতল হইতে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন (জড়াইয়া ধরিলেন)।৪০

অনন্তর শত্রুতাপন ভরত লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রণাম গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দসহকারে বৈদেহী সমীপে যাইয়া অভিবাদন করিলেন এবং নিজের নাম বলিয়া পরিচয় দিলেন।৪১

তৎপরে কৈকেয়ীনন্দন—যথাক্রমে সুগ্রীব, জাম্ববান্ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আলিঙ্গন করিলেন।৪২-৪৩

সেই কামরূপী বানরগণ মানুষ্যরূপ ধারণ করত হৃষ্টচিত্তে ভরতকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল।৪৪

অনন্তর মহাতেজস্বী ধার্ম্মিকপ্রবর রাজনন্দন ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন।৪৫

সুগ্রীব! তুমি আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইলে; কারণ, লোক উপকার দ্বারা মিত্র এবং অপকারাদি দ্বারা অমিত্র হইয়া থাকে।৪৬

তৎপরে ভরত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—রাক্ষসরাজ! সৌভাগ্যক্রমে রাম আপনার সাহায্য পাইয়া দুষ্কর কার্য্য করিতে পারিয়াছেন।৪৭

অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া বিনয়সহকারে সীতাদেবীর চরণযুগল বন্দনা করিলেন।৪৮

অভিবাদ্য সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্।
স মাতৃশ্চ ততঃ সর্বাঃ পুরোহিতমুপাগমৎ ॥৫০

স্বাগতং তে মহাবাহো কৌশল্যানন্দবর্ধন।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে নাগরা রামমব্রুবন্ ॥৫১

তান্যঞ্জলিসহস্রাণি প্রগৃহীতানি নাগরৈঃ।
ব্যাকোশানীব পদ্মানি দদর্শ ভরতাগ্রজঃ ॥৫২

পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্।
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥৫৩

অব্রবীচ্চ তদা রামং ভরতঃ স কৃতাঞ্জলিঃ।
এতত্তে সকলং রাজ্যং ন্যাসং নির্যাতিতং ময়া ॥৫৪

অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ।
যৎ ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥৫৫

অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্
ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া ॥৫৬

তথা ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা তং ভ্রাতৃবৎসলম্।
মুমুচুর্বানরা বাষ্পং রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥৫৭

ততঃ প্রহর্ষাদ্ভরতমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ
যযৌ তেন বিমানেন সসৈন্যো ভরতাশ্রমম্ ॥৫৮

ভরতাশ্রমমাসাদ্য সসৈন্যো রাঘবস্তদা।
অবতীর্য্য বিমানাগ্রাদবতস্থে মহীতলে ॥৫৯

অব্রবীত্তু তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
বহ বৈশ্রবণং দেবমনুজানামি গম্যতাম্ ॥৬০

ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য জগাম ধনদালয়ম্ ॥৬১

তৎপরে রামচন্দ্র শোকে কৃশা ও বিবর্ণা জননীর নিকটে যাইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করত পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।৪৯

যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে অভিবাদন করিয়া অন্যান্য সকল মাতৃগণকে প্রণাম করিলেন। তারপর পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন করিলেন।৫০

তাঁহাদের পুরোহিত-ভবনে গমনকালে পুরবাসী জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবাহু রামচন্দ্র! আপনার আগমন শুভ হউক।৫১

ভরতাগ্রজ রাম নগরবাসিগণের সেই অসংখ্য অঞ্জলি বিকসিত পদ্মরাশির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।৫২

ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত সেই পাদুকাযুগল স্বয়ং নরেন্দ্র রামচন্দ্রের চরণযুগলে পরিধান করাইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আপনি আমার নিকট যে রাজ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, অদ্য আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় পুনরাগত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাহাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল।৫৩-৫৫

আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ ও সৈন্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজবলেই আমি এই সমস্তকে দশগুণ করিয়াছি।৫৬

ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই কথা বলিলে তাঁহার তৎকালীন আকারাদি দর্শনে বানরগণ এবং রাক্ষস বিভীষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।৫৭

অনন্তর রঘুনন্দন হর্ষসহকারে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতের গৃহাভিমুখে সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন।৫৮

রঘুনন্দন সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিলেন।৫৯

তারপর সেই অনুত্তম বিমানকে বলিলেন;—আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া কুবেরের বাহন হইয়া থাক।৬০

বিমানং পুষ্পকং দিব্যং সংগৃহীতং তু রক্ষসা।
অগমদ্ ধনদং বেগাদ্ রামবাক্যপ্রচোদিতম্ ॥৬২

পুরোহিতস্যাত্মসখস্য রাঘবো
বৃহস্পতেঃ শক্র ইবামরাধিপঃ।

নিপীড্য পাদৌ পৃথগাসনে শুভে
সহৈব তেনোপবিবেশ বীর্য্যবান্ ॥৬৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট বিমান কুবেরের ভবনোদ্দেশে উত্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইল।৬১

পূর্ব্বে রাক্ষসরাজ রাবণ যে পুষ্পকনামক দিব্য বিমান বলপূর্ব্বক কুবেরের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল, রামচন্দ্রের আদেশে তাহা পুনর্ব্বার কুবের সমীপে গমন করিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করেন, তদ্রূপ বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপস্থিত অন্য একখানি উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন।৬২-৬৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন শ্রীরামায় রাজ্যস্য পুনঃ প্রত্যর্পণং, শ্রীরামস্য নগরে গমনং, রাজ্যেঽভিষেকঃ,
বানরাণাং প্রস্থাপনম্, গ্রন্থস্য মাহাত্ম্যঞ্চ।]

শিরস্যঞ্জলিমাধায় কৈকেয়ীনন্দিবর্ধনঃ।
বভাষে ভরতো জ্যেষ্ঠং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১
পূজিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি পুনস্তভ্যং যথা ত্বমদদা মম ॥২

ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোঢ়ুমহমুৎসহে ॥৩
বারিবেগেন মহতা ভিন্নঃ সেতুরিব ক্ষরন্।
দুর্বন্ধনমিদং মন্যে রাজ্যচ্ছিদ্রমসংবৃতম্ ॥৪

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[রামসমীপে ভরতকর্ত্তৃক রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীরামের নগরযাত্রা, রাজ্যাভিষেক, বানরগণের বিদায় এবং রামায়ণ গ্রন্থমাহাত্ম্য।]

অনন্তর কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত মস্তকোপরি অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক সত্যপরাক্রম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে বলিলেন।১

আপনি আমার জননীর (গর্হিত আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার) যথেষ্ট সম্মাননা করিয়াছিলেন এবং আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে যেরূপ দিয়াছিলেন, আমিও এক্ষণে আপনাকে সেইরূপে প্রদান করিতেছি।২

একটি কিশোর বলীবর্দ্দ যেরূপ বলশালী বলীবর্দ্দযুগলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গুরুভার বহন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই রাজ্যভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ।৩

রাজ্যের ছিদ্র (অধর্ম, অসত্য ও শত্রুপ্রভৃতির নিকট হইতে আগত দোষ) অনেক; সুতরাং প্রবল বারিপ্রবাহ যেরূপ সেতু ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করা যায় না; তদ্রূপ ইহার ছিদ্রসকল বন্ধ করা দুঃসাধ্য।৪

গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব চ বায়সঃ।
নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম ॥৫
যথা চারোপিতো বৃক্ষো জাতশ্চান্তর্নিবেশনে।
মহানপি দুরারোহো মহাস্কন্ধঃ প্রশাখবান্ ॥৬
শীর্য্যেত পুষ্পিতো ভূত্বা ন ফলানি প্রদর্শয়ন্।
তস্য নানুভবেদর্থং যস্য হেতোঃ স রোপিতঃ ॥৭
এষোপমা মহাবাহো ত্বমর্থং বেত্তুমর্হসি।
যদ্যস্মান্মনুজেন্দ্র ত্বং ভর্ত্তা ভৃত্যান্ন শাধি হি ॥৮
জগদদ্যাভিষিক্তং ত্বামনুপশ্যতু রাঘব।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যাহ্নে দীপ্ততেজসম্ ॥৯
তূর্য্যসঙ্ঘাতনির্ঘোষৈঃ কাঞ্চীনূপুরনিঃস্বনৈঃ।
মধুরৈর্গীতশব্দৈশ্চ প্রতিবুধ্যস্ব শেষ্ব চ ॥১০
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং যাবতী চ বসুন্ধরা।
তাবত্ত্বমিহ লোকস্য স্বামিত্বমনুবর্ত্তয় ॥১১

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ নিষসাদাসনে শুভে ॥১২
ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্দ্ধনাঃ।
সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবং পর্য্যবারয়ন্ ॥১৩
পূর্বন্তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাবলে।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥১৪
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্ ॥১৫
প্রতিকর্ম চ রামস্য কারয়ামাস বীর্য্যবান্।
লক্ষ্মণস্য চ লক্ষ্মীবানিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ ॥১৬
প্রতিকর্ম চ সীতায়াঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।
আত্মনৈব তদা চক্রুর্মনস্বিন্যো মনোহরম্ ॥১৭
ততো বানরপত্নীনাং সর্বাসামেব শোভনম্।
চকার যত্নাৎ কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা ॥১৮

হে বীর অরিদমন! যেরূপ গর্দ্দভ অশ্বের এবং বায়স হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার পদবী অবলম্বনে নিতান্ত অসমর্থ।৫

হে মহাবাহো মনুজেন্দ্র! যেমন বৃক্ষবাটিকায় একটী বৃক্ষ-রোপণ করা হইলে ক্রমে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখাশালী বৃহৎকাণ্ড সমন্বিত হইয়া উঠে এবং পরে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াই ফল প্রদান না করিয়া মরিয়া গেলে যে জন্য বৃক্ষরোপণ করা হইয়াছিল, তাহা যেমন ব্যর্থ হয়, সেইরূপ যদি ভর্ত্তা হইয়া আপনি ভৃত্যরূপী আমাদিগের শাসন না করেন, তবে আপনিও ঐ বৃক্ষের দশাপ্রাপ্ত হইবেন।৬-৮

রঘুনন্দন! অদ্য প্রকৃতিপুঞ্জ মধ্যাহ্নকালীন প্রতাপশালী প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত দর্শন করুক্।৯

আপনি তূর্য্যনির্ঘোষ, কাঞ্চী ও নূপুরের সুমধুর শব্দ এবং সুললিত গীতধ্বনি শুনিয়া শয়ন করুন ও জাগরিত হইতে থাকুন।১০

যাবৎকাল এই জ্যোতিশ্চক্র (নক্ষত্রমণ্ডল) ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে, তাবৎকাল আপনি সমগ্র বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া সকল লোকের অধীশ্বর হউন।১১

শত্রুপুর-বিজয়ী রাম ভরতের এই বাক্যশ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করত উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন।১২

অনন্তর শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সুখহস্ত ক্ষৌরকার্য্যদক্ষ নাপিতগণ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল।১৩

তারপর প্রথমে ভরত তৎপরে ক্রমশঃ মহাবল লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্র সুগ্রীব ও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ স্নানাদি সমাধা করিলেন, তৎপরে রামচন্দ্র জটা মণ্ডন করত স্নানান্তে বিচিত্র মাল্য, অনুলেপন ও মহার্হ বসনে সুশোভিত হইয়া স্বীয় শরীর শোভা দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিলেন।১৪-১৫

ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন, শোভাশালী ও পরাক্রমী শত্রুঘ্ন রাম লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন।১৬

ঐ সময় মনস্বিনী দশরথরমণীগণ স্বয়ং নিজ নিজ হস্তে সীতার সর্বাঙ্গ মনোহর বেশভূষায় সাজাইয়া দিলেন।১৭

ততঃ শত্রুঘ্নবচনাৎ সুমন্ত্রো নাম সারথিঃ ।
যোজয়িত্বাভিচক্রাম রথং সর্বাঙ্গশোভনম্ ॥১৯
অগ্ন্যর্কামলসঙ্কাশং দিব্যং দৃষ্ট্বা রথং স্থিতম্ ।
আরুরোহ মহাবাহু রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২০
সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতী ।
স্নাতৌ দিব্যনিভৈর্বস্ত্রৈর্জগ্মতুঃ শুভকুণ্ডলৌ ॥২১
সর্বাভরণজুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগরমুৎসুকাঃ ॥২২
অযোধ্যায়াঞ্চ সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ ।
পুরোহিতং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ামাসুরর্থবৎ ॥২৩
অশোকো বিজয়শ্চৈব সিদ্ধার্থশ্চ সমাহিতাঃ ।
মন্ত্রয়ন্ রামবৃদ্ধ্যর্থমৃদ্ধ্যর্থং নগরস্য চ ॥২৪
সর্বমেবাভিষেকার্থং জয়ার্হস্য মহাত্মনঃ ।
কর্তুমর্হথ রামস্য যদ্‌যন্মঙ্গলপূর্বকম্ ॥২৫

ইতি তে মন্ত্রিণঃ সর্বে সন্দিশ্য চ পুরোহিতঃ ।
নগরান্নির্যযুস্তূর্ণং রামদর্শনবুদ্ধয়ঃ ॥২৬
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবানঘঃ ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় রামো নগরমুত্তমম্ ॥২৭
জগ্রাহ ভরতো রশ্মীঞ্ছত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে ।
লক্ষ্মণো ব্যজনং তস্য মূর্ধ্নি সংবীজয়ংস্তদা ॥২৮
শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ ।
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥২৯
ঋষিসঙ্ঘৈস্তদাকাশে দেবৈশ্চ সমরুদ্গণৈঃ ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ ॥৩০
ততঃ শত্রুঞ্জয়ং নাম কুঞ্জরং পর্বতোপমম্ ।
আরুরোহ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ প্লবগর্ষভঃ ॥৩১
নব নাগসহস্রাণি যযুরাস্থায় বানরাঃ ।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥৩২

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা হৃষ্টচিত্তে যত্নপূর্ব্বক উত্তম অলঙ্কারসমূহে বানর রমণীগণকে অলঙ্কৃত করিলেন ।১৮

অনন্তর শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সারথি সুমন্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রথ যোজনা করিয়া সেই স্থানে আনয়ন করিল ।১৯

শত্রুনগরবিজয়ী মহাবাহু রাম অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সেই দিব্য রথে সত্বর আরোহণ করিলেন ।২০

মহেন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ শুভকুণ্ডলধারী সুগ্রীব ও হনুমান্ স্নানান্তে দিব্য বসনে সুশোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন ।২১

সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সুন্দর-কুণ্ডলধারিণী জনকনন্দিনী ও সুগ্রীব-রমণীগণ নগরদর্শনবাসনায় সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ।২২

এদিকে অযোধ্যানগরীতে রাজা দশরথের অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ এই তিন জন মন্ত্রী (পুরোহিতের সহিত) একাগ্রচিত্তে রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং নগরের শোভাসম্পাদনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিল ।২৩-২৪

তাঁহারা সেবকগণকে বলিল,—রামচন্দ্রের বিজয় এবং রাজ্যাভিষেকার্থ যে যে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, সকলেই তাহা যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর ।২৫

পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণ এইরূপ আদেশ করিয়া রামদর্শনবাসনায় সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন ।২৬

এদিকে অনঘ (পুণ্যবান্) রামচন্দ্রও সহস্রলোচন ইন্দ্রের ন্যায় হরিদ্বর্ণ অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া উত্তম নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।২৭

তৎকালে ভরত অশ্বরজ্জু ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকোপরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন ।২৮

একদিকে লক্ষ্মণ চামরহস্তে দণ্ডায়মান, অপরদিকে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ দ্বিতীয় চামর ব্যজন করত পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল ।২৯

তৎকালে আকাশে অবস্থান করত ঋষি, মরুৎ ও দেবগণ সুমধুর স্বরে রামচন্দ্রের স্তবধ্বনি শুনিতে লাগিলেন ।৩০

তদনন্তর মহাতেজস্বী বানরবর সুগ্রীব পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ শত্রুঞ্জয়নামক হস্তীর উপর আরোহণ করিল ।৩১

শঙ্খশব্দপ্রণাদৈশ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
প্রযযৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তাং পুরীং হর্ম্ম্যমালিনীম্ ॥৩৩

দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং সপুরঃসরম্।
বিরাজমানং বপুষা রথেনাতিরথং তদা ॥৩৪

তে বর্দ্ধয়িত্বা কাকুৎস্থং রামেণ প্রতিনন্দিতাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্ ॥৩৫

অমাত্যৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব তথা প্রকৃতিভির্বৃতঃ।
শ্রিয়া বিরুরুচে রামো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥৩৬

স পুরোগামিভিস্তূর্য্যৈস্তালস্বস্তিকপাণিভিঃ।
প্রব্যাহরদ্ভির্মুদিতৈর্মঙ্গলানি বৃতো যযৌ ॥৩৭

অক্ষতং জাতরূপঞ্চ গাবঃ কন্যাঃ সহদ্বিজাঃ।
নরা মোদকহস্তাশ্চ রামস্য পুরতো যযুঃ ॥৩৮

সখ্যঞ্চ রামঃ সুগ্রীবে প্রভাবঞ্চানিলাত্মজে।
বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম হ্যাচচক্ষেঽথ মন্ত্রিণাম্ ॥৩৯

শ্রুত্বা চ বিস্ময়ং জগ্মুরযোধ্যাপুরবাসিনঃ।
বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম রাক্ষসানাঞ্চ তদ্বলম্।
বিভীষণস্য সংযোগমাচচক্ষেঽথ মন্ত্রিণাম্ ॥৪০

দ্যুতিমানেতদাখ্যায় রামো বানরসংযুতঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণামযোধ্যাং প্রবিবেশ সঃ ॥৪১

ততো হ্যভ্যুচ্ছ্রয়ন্ পৌরাঃ পতাকাশ্চ গৃহে গৃহে
ঐক্ষ্বাকাধ্যুষিতং রম্যমাসসাদ পিতুর্গৃহম্ ॥৪২

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রো ভরতং ধর্ম্মিণাং বরম্।
অর্থোপহিতয়া বাচা মধুরং রঘুনন্দনঃ ॥৪৩

অপর বানরগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করত সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র হস্তীর উপর আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল।৩২

এইরূপে পুরুষোত্তম রাম শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষের সহিত সেই অট্টালিকাপরিশোভিত পুরীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন।৩৩

সেই অযোধ্যাবাসিগণ 'স্বশরীরে বিরাজমান অতিরথ রাম রথে করিয়া তদীয় পুরোবর্ত্তী জনগণের সহিত আসিতেছেন'—দেখিতে লাগিল।৩৪

তাহারা ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত সেই মহাত্মা রামকে 'জয় শব্দ' দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিল এবং রাম কর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।৩৫

তৎকালে রামচন্দ্র প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণ ও অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৬

এইরূপে তিনি আনন্দিত পুরোগামী তূর্য্যাদিবাদক, করতাল ও স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ এবং মঙ্গল পাঠকগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।৩৭

গো, কন্যা, অক্ষত (আতপ চাউল) ও সুবর্ণহস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত মনুষ্যসকল রামচন্দ্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।৩৮

সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, পবননন্দনের ক্ষমতা এবং অপর বানরগণের সেই অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন।৩৯

অযোধ্যা-পুরবাসিগণ রাক্ষসদিগের বল এবং বানরগণের তাদৃশ কার্য্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। রামচন্দ্র বিভীষণের সহিত মিলনপ্রসঙ্গও নিজ মন্ত্রীদিগকে বলিলেন।৪০

বানরগণপরিবেষ্টিত কান্তিমান্ রামচন্দ্র বানরগণের পরাক্রমবিষয়ক এই সকল কথা বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন।৪১

পৌরগণ প্রতিগৃহে পতাকা উদ্ধৃত করিল এবং রঘুনন্দন রামও ইক্ষ্বাকুকুলজাত নৃপগণের অধ্যুষিত, পিতা দশরথের রম্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।৪২

নৃপনন্দন রাম মাহাত্মা পিতার ভবনে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করত

পিতুর্ভবনমাসাদ্য প্রবেশ্য চ মহাত্মনঃ।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীমভিবাদ্য চ ॥৪৪
তচ্চ মন্ত্রবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং মহৎ।
মুক্তাবৈদূর্য্যসঙ্কীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয় ॥৪৫
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হস্তে গৃহীত্বা সুগ্রীবং প্রবিবেশ তমালয়ম্ ॥৪৬
ততস্তৈলপ্রদীপাংশ্চ পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
গৃহীত্বা বিবিশুঃ ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নেন প্রচোদিতাঃ ॥৪৭
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ।
অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপয় প্রভো ॥৪৮
সৌবর্ণান্ বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণাং চতুরো ঘটান্।
দদৌ ক্ষিপ্রং স সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান্ ॥৪৯
যথা প্রত্যূষসময়ে চতুর্ণাং সাগরাম্ভসাম্।
পূর্ণৈর্ঘটৈঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুত বানরাঃ ॥৫০
এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমাঃ।
উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ ॥৫১

জাম্ববাংশ্চ হনূমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋষভশ্চৈব কলসান্ জলপূর্ণানথানয়ন্ ॥৫২
নদীশতানাং পঞ্চানাং জলং কুম্ভৈরুপাহরন্।
পূর্বাৎ সমুদ্রাৎ কলসং জলপূর্ণমথানয়ৎ ॥৫৩
সুষেণঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্।
ঋষভো দক্ষিণাত্তূর্ণং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ ॥৫৪
রক্তচন্দনকর্পূরৈঃ সংবৃতং কাঞ্চনং ঘটম্।
গবয়ঃ পশ্চিমাত্তোয়মাজহার মহার্ণবাৎ ॥৫৫
রত্নকুম্ভেন মহতা শীতং মারুতবিক্রমঃ।
উত্তরাচ্চ জলং শীঘ্রং গরুড়ানিলবিক্রমঃ ॥৫৬
আজহার স ধর্মাত্মানিলঃ সর্বগুণান্বিতঃ।
ততস্তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরানীতং প্রেক্ষ্য তজ্জলম্ ॥৫৭
অভিষেকায় রামস্য শত্রুঘ্নঃ সচিবৈঃ সহ।
পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদ্ভ্যশ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥৫৮
ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সংন্যবেশয়ৎ ॥৫৯

ধার্ম্মিকপ্রবর ভরতকে এই অর্থসঙ্গত মধুর বাক্য বলিলেন।৪৩-৪৪

মুক্তা ও বৈদূর্য্যদামে পরিপূর্ণ এবং অশোকবনিকা-শোভিত আমার যে সুমহৎ ভবন আছে, সুগ্রীবকে তাহা প্রদান কর।৪৫

সত্যবিক্রম ভরত রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন।৪৬

অনন্তর ভৃত্যগণ শত্রুঘ্নের আদেশে তৈলপ্রদীপ, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণসকল লইয়া তাহার মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিল।৪৭

মহাতেজস্বী রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন,—প্রভো! সম্প্রতি রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত স্বীয় দূতগণকে আদেশ করুন।৪৮

ভরতের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব চারিজন বানরেন্দ্রকে চারিটি সর্ব্বরত্ন-ভূষিত সুবর্ণঘট প্রদান করত বলিল।৪৯

হে বানরগণ! যাহাতে কল্য প্রত্যূষসময়ে চারি সাগরের জল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।৫০

সুগ্রীবকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া হস্তীর ন্যায় বিশালদেহ এবং গরুড় সদৃশ শীঘ্রগামী বানরগণ সত্বর আকাশে উৎপতিত হইল।৫১

জাম্ববান্, হনুমান, বেগদর্শী (গবয়) ও ঋষভ ইহারা কলস পূর্ণ করিয়া পাঁচশত নদীর জল আনয়ন করিল। বলশালী সুষেণ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে সর্ব্বরত্ন-ভূষিত জলপূর্ণ কলস আনয়ন করিল। ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে রক্তচন্দন ও কর্পূর-লেপিত কাঞ্চনঘটে জল লইয়া আসিল। বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী গবয় সুমহৎ রত্নকুম্ভ দ্বারা পশ্চিম মহাসাগর হইতে জল আনয়ন করিল। পবন ও গরুড়ের ন্যায় বিক্রান্ত, সর্ব্বগুণান্বিত

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ গৌতমো বিজয়স্তথা ॥৬০
অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥৬১
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা।
যোধৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ ॥৬২
সর্বৌষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ সর্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গতৈঃ ॥৬৩
ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্।
অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্ ॥৬৪
তস্যান্বয়ে রাজানঃ ক্রমাদ্ যেনাভিষেচিতাঃ।
সভায়াং হেমক্লৃপ্তায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ ॥৬৫
রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব বিচিত্রায়াং সুশোভনৈঃ।
নানারত্নময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি ॥৬৬
কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ভূষণৈশ্চৈব সমযোক্ষ্যত রাঘবঃ ॥৬৭
ছত্রং তস্য চ জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥৬৮
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপুষ্করাম্ ॥৬৯
রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ।
সর্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূষিতম্ ॥৭০
মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৭১
অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥৭২
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভূবু রাঘবোৎসবে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা ॥৭৩

এবং ধর্ম্মাত্মা পবননন্দনন হনুমান্ সত্বর উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিল। শত্রুঘ্ন বীর বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই সাগরাদির বারি দর্শন করত সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শ্রীরামের অভিষেকের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্‌গণের সমীপে সমর্পণ করিলেন।৫২-৫৮

তারপর শুদ্ধচেতা বৃদ্ধ বশিষ্ঠ এবং অপর ব্রহ্মণগণ রামচন্দ্রকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন।৫৯

তৎপরে বসুগণ যেরূপ বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং বিজয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ জলদ্বারা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন।৬০-৬১

তদনন্তর বসিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ, কন্যা, মন্ত্রী, বণিক্ ও পৌরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপাল চতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধিমিশ্রিত জল দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন।৬২-৬৩

তৎপরে পিতামহ যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীট দ্বারা পূর্ব্বে মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবংশীয় রাজগণ ক্রমান্বয়ে যদ্‌দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠ মহাবৈভবে শোভিত, নানাবিধ সুশোভন রত্নচিত্রিত এবং সুবর্ণ নির্মিত সভায় নানা রত্নজড়িত পীঠে রাঘবকে উপবেশন করাইয়া সেই কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন ও ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন।৬৪-৬৭

তখন শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি সুন্দর শ্বেতবর্ণ ছত্র এবং বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল।৬৮

রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ অপর একটি চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ চামর দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। সুরপতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পবনদেব নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে শতপদ্ম-শোভিত জাজ্বল্যমান কাঞ্চনমালা এবং সর্ব্বরত্ন-শোভিত মণি-ভূষিত মুক্তাহার প্রদান করিলেন।

দদৌ শতবৃষান্ পূর্বং দ্বিজেভ্যো মনুজর্ষভঃ।
ত্রিংশৎকোটীর্হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥৭৪
নানাভরণবস্ত্রাণি মহার্হাণি চ রাঘবঃ।
অর্করশ্মিপ্রতীকাশাং কাঞ্চনীং মণিবিগ্রহাম্ ॥৭৫
সুগ্রীবায় স্রজং দিব্যাং প্রাযচ্ছন্মনুজাধিপঃ।
বৈদূর্য্যময়চিত্রে চ চন্দ্ররশ্মিবিভূষিতে ॥৭৬
বালিপুত্রায় ধৃতিমানঙ্গদায়াঙ্গদে দদৌ।
মণিপ্রবরজুষ্টং তং মুক্তাহারমনুত্তমম্ ॥৭৭
সীতায়ৈ প্রদদৌ রামশ্চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভম্।
অরজে বাসসী দিব্যে শুভান্যাভরণানি চ ॥৭৮
অবেক্ষমাণা বৈদেহী প্রদদৌ বায়ুসূনবে।
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী ॥৭৯
অবৈক্ষত হরীন্ সর্বান্ ভর্ত্তারঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
তামিঙ্গিতজ্ঞঃ সম্প্রেক্ষ্য বভাষে জনকাত্মজাম্ ॥৮০

প্রদেহি সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি ভামিনি।
অথ সা বায়ুপুত্রায় তং হারমসিতেক্ষণা ॥৮১
তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়ো নয়ঃ।
পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধির্যস্মিন্নেতানি নিত্যদা ॥৮২
হনূমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ষভঃ।
চন্দ্রাংশুচয়গৌরেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ ॥৮৩
সর্বে বানরবৃদ্ধাশ্চ যে চান্যে বানরোত্তমাঃ।
বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব যথার্হং প্রতিপূজিতাঃ ॥৮৪
বিভীষণোঽথ সুগ্রীবো হনূমান্ জাম্ববাংস্তথা।
সর্বে বানরমুখ্যাশ্চ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৮৫
যথার্হং পূজিতাঃ সর্বে কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥৮৬
ততো দ্বিবিদ-মৈন্দাভ্যাং নীলায় চ পরন্তপঃ।
সর্বান্ কামগুণান্ বীক্ষ্য প্রদদৌ বসুধাধিপঃ ॥৮৭

শ্রীমান্ রামচন্দ্রের সেই অভিষেক সময়ে অন্তরিক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কারণ, মতিমান্ শ্রীরাম এই সম্মানের যোগ্য ছিলেন। সেই উৎসবসময়ে বসুমতী শস্যশ্যামলা, বৃক্ষসকল ফলবান্, পুষ্পসমূহ সৌরভশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে লক্ষসংখ্যক নবপ্রসূত গো ও অশ্ব, একশত বৃষ, ত্রিংশৎ কোটি হিরণ্য এবং বহুবিধ মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারসকল প্রদান করিলেন। নরপতি রাম সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মি-সদৃশী দিব্য মণিময় কাঞ্চনীমালা, বালিনন্দন অঙ্গদকে বৈদূর্য্য-জড়িত চন্দ্ররশ্মি বিভূষিত অঙ্গদযুগল এবং জনকনন্দিনীকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, উত্তম মণিজড়িত অনুত্তম মুক্তাহার প্রদান করিলেন। তারপর কখনও মলিন হইবে না—এইরূপ দুইটি দিব্য বস্ত্র এবং সুন্দর আভরণ-সকল দান করিলেন ।৬৯-৭৮

জনকনন্দিনী (পবনতনয়-কৃত উপকারসকল মনে করিয়া) আপনার কণ্ঠ হইতে রামদত্ত হার উন্মোচন পূর্ব্বক বারংবার ভর্ত্তা ও বানরগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইঙ্গিতজ্ঞ রাম সেই জনক-নন্দিনীকে বলিলেন ।৭৯-৮০

সৌভাগ্যশালিনি! তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান কর। অসিত-লোচনা সীতা স্বামীর এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই যাহাতে তেজ, ধৃতি, যশ নিপুণতা, সামর্থ্য, বিনয়, নয়, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধিপ্রভৃতি গুণসকল নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে এই হার প্রদান করিলেন ।৮১-৮২

তৎকালে বানরোত্তম হনুমান্ সেই চন্দ্রকান্তিতুল্য গৌরবর্ণ হার ধারণ করিয়া শ্বেত মেঘসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৮৩

অন্যান্য বৃদ্ধ বানর ও যূথপতিগণ বসন-ভূষণাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে সম্মানিত হইল ।৮৪

এইরূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্ এবং অপর বানরযূথপতিগণকে মহার্হ রত্ন ও মাল্য চন্দনাদি দ্বারা সম্মাননা করিলেন। তাহারা

দৃষ্ট্বা সর্বে মহাত্মানস্ততস্তে বানরর্ষভাঃ।
বিসৃষ্টাঃ পার্থিবেন্দ্রেণ কিষ্কিন্ধাং সমুপাগমন্ ॥৮৮

সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্।
পূজিতশ্চৈব রামেণ কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ॥৮৯

বিভীষণোঽপি ধর্মাত্মা সহ তৈর্নৈর্ঋতর্ষভৈঃ।
লব্ধ্বা কুলধনং রাজা লঙ্কাং প্রায়ান্মহাযশাঃ ॥৯০

স রাজ্যমখিলং শাসন্নিহতারির্মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারঃ শশাস পরয়া মুদা ॥
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলঃ ॥৯১

আতিষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ময়া সহেমাং
গাং পূর্বরাজাধ্যুষিতাং বলেন।
তুল্যং ময়া ত্বং পিতৃভির্ধৃতা যা
তাং যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব ॥৯২

সর্বাত্মনা পর্য্যনুনীয়মানো
যদা ন সৌমিত্রিরুপৈতি যোগম্।
নিযুজ্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে
ততোঽভ্যষিঞ্চদ্ভরতং মহাত্মা ॥৯৩

পৌণ্ডরীকাশ্বমেধাভ্যাং বাজপেয়েন চাসকৃৎ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পার্থিবাত্মজঃ ॥৯৪

রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ।
শতাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্ ॥৯৫

আজানুলম্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥৯৬

রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃজ্জ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥৯৭

ন পর্য্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৯৮

রামের নিকট সম্মানিত হইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল।৮৫-৮৬

অনন্তর শত্রুনাশন বসুধাপতি রাম মৈন্দ, দ্বিবিদ ও নীলকে ইচ্ছানুরূপ ধন রত্নাদি প্রদান করিলেন।৮৭

এইরূপে মহারাজ রামের অভিষেক দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শ্রেষ্ঠ ও মহামনস্বী বানরগণ কিষ্কিন্ধাভিমুখে প্রস্থান করিল।৮৮

বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামাভিষেক দর্শন করিয়া এবং রামকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করিল।৮৯

মহাযশা ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ নিজ রাজ্য ও কুলবৈভব লাভ করত রাক্ষস-পুঙ্গবগণের সহিত লঙ্কানগরীতে গমন করিল।৯০

এদিকে ধর্ম্মবৎসল, উদার প্রকৃতি ও মহাযশস্বী রাম শত্রুবিজয়ের পর সুমহৎ রাজ্য লাভ করত পরমানন্দে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিলেন।৯১

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও। নিজ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ পূর্ব্বে যে রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন, তুমিও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার সহিত সেই রাজ্যভার বহন করিতে থাক।৯২

পরন্তু এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে অনুনীত হইয়াও যখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে স্বীকার করিলেন না, তখন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে অভিষিক্ত করিলেন।৯৩

রাজকুমার রামচন্দ্র বহুবার পৌণ্ডরিক, অশ্বমেধ, বাজপেয় এবং অপর বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের যজনা (পূজা) করিলেন।৯৪

রঘুনাথ একাদশ* সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করত ক্রমশঃ উত্তম অশ্ব ও ভূরিদক্ষিণাসম্পন্ন শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন।৯৫

এইরূপে সেই আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবক্ষা ও

---

* অন্যত্র ১০৬ নং শ্লোকে 'দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ' এইরূপ বচন থাকায় এই স্থলের সহিত উহার একবাক্যতার জন্য দশ সহস্র বৎসরের স্থানে একাদশ সহস্র বৎসর ধরিতে হইবে।

নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্বতে ॥৯৯
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥১০০
আসন্ বর্ষসহস্রাণি যথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১০১
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১০২
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥১০৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জ্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ ॥১০৪
আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ।
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ॥১০৫
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥১০৬
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১০৭
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ ॥১০৮
লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপুংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি ॥১০৯
রাঘবেণ যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ।
ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবপুত্রাস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥১১০

প্রতাপশালী রাম লক্ষ্মণের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।৯৬

অতি উত্তম রাজ্যলাভ করিয়া ধর্মাত্মা শ্রীরাম ভ্রাতা, সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সাহায্যে বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন।৯৭

তাঁহার রাজ্যশাসনকালে কোন রমণীকেই বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই এবং ব্যাধি ও সর্পাদি হিংস্রজন্তু জনিত ভয় তিরোহিত হইয়াছিল।৯৮

জগৎ দস্যুশূন্য হইয়াছিল, অনর্থ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই এবং বৃদ্ধগণকে বালকদিগের প্রেতকার্য্য করিতে হয় নাই।৯৯

সকলেই রামের দৃষ্টান্তে ধর্মচিন্তাপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারও হিংসা করিত না।১০০

রামের রাজ্যশাসনকালে সকল লোক রোগ-শোকহীন হইয়া সহস্র বর্ষ আয়ু লাভ করিয়াছিল এবং সহস্র পুত্রের জনক হইয়াছিল।১০১

শ্রীরামের রাজত্বকালে প্রজাবর্গের মধ্যে কেবল রাম, রাম, রামেরই চর্চা হইত এবং সমুদয় জগৎ তখন রামময় হইয়াছিল।১০২

তৎকালে বৃক্ষসকল সর্ব্বদা পুষ্প, ফল প্রসব করিত এবং তাহাদের মূল সদা শক্ত থাকিত। মেঘ প্রজার ইচ্ছানুরূপে বারিবর্ষণ করিত ও বায়ু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকায় সকলের সুখস্পর্শ হইয়াছিলেন।১০৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ লোভহীন ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ কর্মেই সন্তোষ থাকিতেন এবং তাহাই পালন করিতেন।১০৪

রামের শাসনগুণে সকল প্রজা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং কেহ মিথ্যাভাষী ছিল না। সকলেই উত্তম লক্ষণসম্পন্ন ও ধর্মাশ্রয়ী ছিল।১০৫

রামচন্দ্র ঋষিপ্রোক্ত আদিকাব্য-রামায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত এইরূপে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।১০৬

যাহা পুরাকালে মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করিয়াছিলেন, সেই আদিকাব্য ধর্ম, যশ ও আয়ুবর্দ্ধক এবং রাজাদিগের বিজয়প্রদ।১০৭

সংসারে যে মানুষ সদা ইহা শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। রামাভিষেক সম্বলিত এই আদিবাক্য শ্রবণ করিলে, পুত্রকামী পুত্র এবং

ভবিষ্যন্তি সদানন্দাঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ।
শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি ॥১১১
রামস্য বিজয়ঞ্চেমং সর্বমক্লিষ্টকর্মণঃ।
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১১২
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ।
সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ ॥১১৩
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ ॥১১৪
শ্রবণেন সুরাঃ সর্বে প্রীয়ন্তে সম্প্রশৃণ্বতাম্।
বিনায়কাশ্চ শাম্যন্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ ॥১১৫
বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ।
স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা পুত্রান্ সূয়ুরনুত্তমান্ (ক)॥১১৬

পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥১১৭
প্রণম্য শিরসা নিত্যং শ্রোতব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্দ্বিজাৎ।
ঐশ্বর্য্যং পুত্রলাভশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১১৮
রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা।
প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥১১৯
আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
সাক্ষাদ্ রামো রঘুশ্রেষ্ঠঃ শেষো লক্ষ্মণ উচ্যতে ॥১২০
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্ ॥১২১
দেবাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি গ্রহণাচ্ছ্রবণাৎ তথা।
রামায়ণস্য শ্রবণে তৃপ্যন্তি পিতরঃ সদা ॥১২২

ধনকামী ধন লাভ করিবে। মহীপতি এই কাব্য শ্রবণ করিলে, শত্রুগণসহ সমগ্র বসুন্ধরাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন।১০৮-৯

যেরূপ রামকে পাইয়া মাতা কৌশল্যা, লক্ষ্মণকে পাইয়া সুমিত্রা এবং ভরতকে পাইয়া কৈকেয়ী জীবিতপুত্রা হইয়াছিলেন, সেইরূপ সংসারে অন্য স্ত্রীলোকগণ এই কাব্য পাঠ ও শ্রবণে জীবিত পুত্রের জননী হইয়া সদা আনন্দে মগ্ন এবং পুত্র-পৌত্র সম্পন্ন হইবে। অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামচন্দ্রের বিজয় সংবলিত এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে, আয়ু সুদীর্ঘ হয়। যাহারা ক্রোধ জয় করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই বাল্মীকিপ্রণীত কাব্য শ্রবণ করিবে, তাহারা সমস্ত কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। প্রবাসিগণ প্রবাসের পর ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইবে।১১০-১৩

বাল্মীকিকৃত এই পুরাতন কাব্য যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারা রামচন্দ্রের নিকটে সকল অভীষ্ট বর লাভ করিবে।১১৪

এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হন। যাহার গৃহে এই রামায়ণ পুস্তক থাকে; তাহার গৃহ হইতে বিঘ্নকারী গ্রহগণ শান্ত হয়।১১৫

রাজা ইহার শ্রবণে বিজয়ী হন, প্রবাসী ব্যক্তি সুখী হয়। রজস্বলা কামিনীগণ (স্নানান্তে ষোল দিনের মধ্যে) এই রামায়ণ শ্রবণ করিয়া অতি উত্তম পুত্র প্রসব করে।১১৬

এই পুরাতন ইতিহাস রামায়ণ পাঠ ও পূজা করিলে লোক সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত এবং দীর্ঘজীবী হয়।১১৭

ক্ষত্রিয়গণ প্রত্যহ মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম পূর্বক ব্রাহ্মণমুখে এই রামায়ণ শ্রবণ করিবেন। তাহাতে ঐশ্বর্য্য ও পুত্র প্রাপ্ত হইবেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১১৮

যে নিত্য এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ ও পাঠ করিবে, তাহার উপর সনাতন বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সদা প্রসন্ন থাকেন।১১৯

মহাবাহু রঘুকুলতিলক রাম সাক্ষাৎ আদিদেব, পাপহারী প্রভু, নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ হইলেন ভগবান্ শেষ।১২০

এই পুরাবৃত্ত উপাখ্যান লইয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছে; এই রামায়ণ পাঠে তোমাদের মঙ্গল হউক।

পাঠান্তর :—(ক)—প্রহৃষ্যন্তে সুতান্ ভুতান্।

ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্ ।
যে লিখন্তীহ চ নরাস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥১২৩

কুটুম্ববৃদ্ধিং ধনধান্যবৃদ্ধিং
স্ত্রিয়শ্চ মুখ্যাঃ সুখমুত্তমঞ্চ ।
শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং
প্রাপ্নোতি সর্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিম্ ॥১২৪

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি-
রাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈঃ ॥১২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।

ইতি শ্রীবাল্মীকীরামায়ণে যুদ্ধ(লঙ্কা)কাণ্ডং সমাপ্তম্ ।

তোমরা সকলে রামরূপী বিষ্ণুর বলবীর্য্যগাথা এই রামায়ণ পাঠ করিতে থাক; তাহাতে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক ।১২১

রামায়ণের শ্রবণ ও পাঠে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হন, পিতৃগণ সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন ।১২২

যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক এই ঋষিপ্রণীত রাম সংহিতা লিখিবে, তাহারা স্বর্গে বাস করিবে ।১২৩

শুভ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অর্থযুক্ত এই কাব্য শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণের কুটুম্ব ও ধনধান্য বৃদ্ধি হয়, পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও উত্তম সুখ লাভ এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে ।১২৪

এই রামায়ণের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে আয়ু, যশ, বল ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; শরীর নীরোগ হয় ; সৌভ্রাত্র (ভ্রাতৃপ্রেম) পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী সাধুদিগের নিয়ম পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করা উচিত ।১২৫

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত ।

যুদ্ধ(লঙ্কা)কাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ॥

তৃতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২]

[দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রামবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭/৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আগামী আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইবে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

উত্তরকাণ্ডম্

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসোঙ্কারনাথদেবানাং সেবকাধম-

শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ-কৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

উত্তরকাণ্ডম্

ওঙ্কারসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

প্রথমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে মহর্ষীণামাগমনম্, তৈঃ সহ রামস্য কথোপকথনম্, শ্রীরামস্য প্রশ্নশ্চ।]

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥১
কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ।
কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ ॥২
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা।
অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা ॥৩
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্।
নৃষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ কৌষেয়শ্চ মহানৃষিঃ ॥৪
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ ॥৫
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা।
উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ॥৬
সম্প্রাপ্যৈতে মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্।
বিষ্ঠিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ ॥৭
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।
দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮

প্রথম সর্গ

[শ্রীরামের নিকট মহর্ষিগণের আগমন, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীরামের কথোপকথন ও শ্রীরামের প্রশ্ন।]

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার পর যখন স্বীয় রাজত্ব লাভ করিলেন, তখন সকল মুনিবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য অযোধ্যাপুরীতে আগমন করিলেন।১

যাঁহারা পূর্বদিকে বাস করেন, সেই কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব উপস্থিত হইলেন।২

যাঁহারা দক্ষিণ দিকে বাস করেন, সেই স্বস্ত্যাত্রেয়, ভগবান্ নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, ভগবান্ অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ অগস্ত্যের সহিত আসিলেন। যাঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করেন, সেই নৃষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য এবং মহর্ষি কৌষেয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন। উত্তর দিকে নিত্য বস-বাসকারী বশিষ্ঠ, * কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ—এই সপ্ত ঋষি (যাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি বলা হয়) অযোধ্যাপুরীতে সমাগত হইলেন।৩-৬

ইঁহারা সকলে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বেদ (বর্ত্তমানে যাহা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বরূপে বিভক্ত) এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ—এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও নানাপ্রকার শাস্ত্রে সুনিপুণ। ঐ মহাত্মা মুনিগণ শ্রীরঘুনাথের রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য দ্বারপালের অপেক্ষা করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য দ্বারপালকে

* বশিষ্ঠ মুনি একশরীরে অযোধ্যায় এবং অন্যশরীরে সপ্তর্ষি মণ্ডলে অবস্থান করেন। দ্বিতীয় শরীরে অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থানকারী বশিষ্ঠদেবের আগমনের কথা এই স্থানে বলা হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে।

নিবেদ্যতাং দাশরথেঋর্ষয়ো বয়মাগতাঃ।
প্রতীহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্ ॥৯
সমীপং রাঘবস্যাশু প্রবিবেশ মহাত্মনঃ।
নয়েঙ্গিতজ্ঞঃ সদ্বৃত্তো দক্ষো ধৈর্য্যসমন্বিতঃ ॥১০
স রামং দৃশ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্।
অগস্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্ ॥১১
শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু বালসূর্য্যসমপ্রভান্।
প্রত্যুবাচ ততো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাসুখম্ ॥১২
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরানর্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্ ॥১৩
রামোঽভিবাদ্য প্রযত আসনান্যাদিদেশ হ।
তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু মহৎসু চ বরেষু চ ॥১৪

বলিলেন,—তুমি দশরথনন্দন শ্রীরামের নিকট যাইয়া সংবাদ দাও যে, আমরা অনেক ঋষি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সমাগত হইয়াছি। অগস্ত্যের বচনানুসারে দ্বারপাল অতি শীঘ্র মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের সমীপে গমন করিল। ঐ প্রতীহার (দ্বারপাল) নীতিজ্ঞ, ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝাইতে সমর্থ, সদাচারী, চতুর ও ধৈর্য্যবান্।৭-১০

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া সে সহসা বলিল,—ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য (মুনিগণের সহিত) সমাগত হইয়াছেন।১১

প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান্ সেই মুনিগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র দ্বারপালকে বলিলেন,—তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে এমনভাবে এখানে লইয়া আইস, যাহাতে তাঁহাদিগের কোনও কষ্ট না হয়। (আজ্ঞা পাইয়া দ্বারপাল তাঁহাদিগকে লইয়া আসিল,) রামচন্দ্র ঐ মুনিবৃন্দকে উপস্থিত দেখিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলেন, পূজা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে আদরের সহিত একটি করিয়া গাভী দান করিলেন।১২-১৩

রাম বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বসিবার

কুশান্তর্দ্ধানদত্তেষু মৃগচর্মযুতেষু চ।
যথার্হমুপবিষ্টাস্তে আসনেষৃষিপুঙ্গবাঃ ॥১৫
রামেণ কুশলং পৃষ্টাঃ সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।
কুশলং নো মহাবাহো সর্বত্র রঘুনন্দন ॥১৬
ত্বাস্তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবম্।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাজন্ রাবণো লোকরাবণঃ ॥১৭
নহি ভারঃ স তে রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ ॥১৮
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া ॥১৯

জন্য আসনদানের ব্যবস্থা করিলেন। সেই আসনসকল স্বর্ণদ্বারা চিত্রিত, শ্রেষ্ঠ ও বিশাল; ঐ আসনের উপর কুশাসনব্যবহিত মৃগচর্ম বিস্তৃত ছিল। সেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ঐ আসনে যথাযোগ্যরূপে উপবিষ্ট হইলেন।১৪-১৫

শ্রীরাম শিষ্য ও গুরুজনগণের সহিত তাঁহাদিগের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সেই বেদবিদ্ মহর্ষিগণ রামকে বলিলেন, যে—হে মহাবাহু রঘুনন্দন! আমাদের সর্বত্র কুশল।১৬

কিন্তু ইহা সৌভাগ্যের কথা যে, আজ আমরা আপনাকে শত্রু বধ করিয়া কুশলের সহিত প্রত্যাগত দেখিতে পাইলাম। রাজন্! আপনি সমস্ত লোকের আর্ত্তনাদের হেতু রাবণকে বধ করিয়াছেন, ইহাও অতি সৌভাগ্যের কথা।১৭

হে রাম! পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত রাবণ আপনার কাছে বিশেষ ভারস্বরূপ নহে। আপনি ধনু গ্রহণ করিয়া তিন লোক জয় করিতে পারেন,—এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।১৮

রাম! আপনি রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত করিয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা এবং বিজয়ী আপনাকে অদ্য আমরা সীতার সহিত দর্শন করিলাম,—ইহাও

লক্ষ্মণেন চ ধর্মাত্মন্ ভ্রাত্রা ত্বদ্ধিতকারিণা।
মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোহদ্য বয়ং নৃপ ॥২০
দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
অকম্পনশ্চ দুর্দ্ধর্ষো নিহতাস্তে নিশাচরাঃ ॥২১
যস্য প্রমাণাদ্ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।
দিষ্ট্যা তে সমরে রাম কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ ॥২২
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।
দিষ্ট্যা তে নিহতা রাম মহাবীর্য্যা নিশাচরাঃ ॥২৩
কুম্ভশ্চৈব নিকুম্ভশ্চ রাক্ষসৌ ভীমদর্শনৌ।
দিষ্ট্যা তৌ নিহতৌ রাম কুম্ভকর্ণসুতৌ মৃধে ॥২৪
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ কালান্তকযমোপমৌ।
যজ্ঞকোপশ্চ বলবান্ ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥২৫
কুর্বন্তঃ কদনং ঘোরমেতে শস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ।
অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈর্দিষ্ট্যা বিনিহতাস্ত্বয়া ॥২৬
দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।
দেবতানামবধ্যেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি ॥২৭
সংখ্যে তস্য ন কিঞ্চিত্তু রাবণস্য পরাভবঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হতঃ ॥২৮
দিষ্ট্যা তস্য মহাবাহো কালস্যেবাভিধাবতঃ।
মুক্তঃ সুররিপোর্বীর প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া ॥২৯
অভিনন্দাম তে সর্বে সংশ্রুত্যেন্দ্রজিতো বধম্।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মহামায়াধরো যুধি ॥৩০
বিস্ময়স্ত্বেষ চাস্মাকং তং শ্রুত্বেন্দ্রজিতং হতম্।
এতে চান্যে চ বহবো রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ॥৩১

অতি ভাগ্যের কথা। ধর্মাত্মন্! নরপতে! আপনার হিতে রত ভ্রাতা লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত আপনাকে অদ্য আমরা দর্শন করিলাম। (অহো! আমাদের সৌভাগ্য!) ।১৯-২০

প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্দ্ধর্ষ অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে,—ইহা আনন্দের কথা।২১

রাম! শরীরের উচ্চতায় ও স্থূলতায় যাহার সদৃশ কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না, সেই কুম্ভকর্ণকে আপনি যুদ্ধে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাম! ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সৌভাগ্যক্রমে আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে।২২-২৩

হে রাম! যাহারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, সেই কুম্ভকর্ণ পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক দুই রাক্ষস ভাগ্যক্রমে আপনার দ্বারা যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে।২৪

প্রলয়কালে সংহারকারী যমরাজসদৃশ ভয়ানক যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত, বলবান্ যজ্ঞকোপ এবং ধূম্রাক্ষনামক রাক্ষসকেও আপনি ভাগ্যক্রমে যমসদৃশ বাণে সংহার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অস্ত্র-শস্ত্রপারদর্শী এবং উহারা জগৎকে অতিশয় পীড়া দান করিত।২৫-২৬

রাক্ষসরাজ রাবণ দেবগণেরও অবধ্য ছিল। তাহার সহিত আপনার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আপনি সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা।২৭

যুদ্ধে আপনি যে রাবণকে পরাভূত করিয়াছেন, তাহা আর বেশী কথা কি! কিন্তু রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে উপস্থিত হইলে আপনি যে লক্ষ্মণের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।২৮

হে মহাবাহু বীর! কালের ন্যায় আক্রমণকারী এবং দেবদ্রোহী রাক্ষসের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপনি যে বিজয়লাভ করিয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের কথা। ইন্দ্রজিৎ বধের বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা সকলে আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি; কারণ, ঐ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস অতিশয় মায়াবী এবং যুদ্ধে সকল প্রাণীর অবধ্য।২৯-৩০

ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে,—ইহা শ্রবণ করত আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে রঘুকুলবর্দ্ধন! আরও যে সব স্বেচ্ছায় বিবিধ রূপধারী ও বীরবাহু রাক্ষস ছিল, আপনি ভাগ্যক্রমে তাহাদিগকেও বধ করিয়াছেন।

দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা বীরা রঘূণাং কুলবর্দ্ধন ।
দত্ত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্ ॥৩২
দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি কাকুৎস্থ জয়েনামিত্রকর্শন ।
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥৩৩
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
ভগবন্তঃ কুম্ভকর্ণং রাবণঞ্চ নিশাচরম্ ॥৩৪
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যৌ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ।
মহোদরং প্রহস্তঞ্চ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্ ॥৩৫
মত্তোন্মত্তৌ চ দুর্দ্ধর্ষৌ দেবান্তক-নরান্তকৌ ।
অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥৩৬
অতিকায়ং ত্রিশিরসং ধূম্রাক্ষঞ্চ নিশাচরম্ ।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥৩৭

হে বীর ককুৎস্থবংশজাত ? হে শত্রুসূদন রাম ! আপনি সংসারকে এই পরম পুণ্যময় ও সৌম্য অভয়োপহার দান করিয়া স্বীয় বিজয়গৌরবে বর্দ্ধিত হইতেছেন ! ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ পবিত্রাত্মা মুনিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অপূর্ব্বজ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন * মহর্ষিগণ ! রাক্ষসরাজ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ মহাপরাক্রমশালী ছিলেন, অতএব তাঁহাদের উভয়কে অতিক্রম করিয়া আপনারা কেন ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন ? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ বীর দেবান্তক ও নরান্তক—এই সকল মহাবীরগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা কেন ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিলেন ? ৩১-৩৬

অতিকায়, ত্রিশিরা এবং রাক্ষস ধূম্রাক্ষ; ইহারা অত্যন্ত বীর ছিল, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কি কারণে

* মূলে মহর্ষিগণের বিশেষণ 'ভগবান্' রূপে বহুবচনে উল্লিখিত আছে, আমরা অনুবাদের সৌকর্য্যরক্ষার্থে 'অপূর্ব্বজ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন' মহর্ষিগণ এইরূপ লিখিলাম। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণকে ভগবান্ আখ্যা দেওয়ার নীতি আছে, যথা—ঐশ্বর্য্যস্য চ বীর্য্যস্য শ্রিয়ো যশস এব চ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষড়্ ভগ ইতি কীর্ত্তিতঃ।

কীদৃশো বৈ প্রভাবোঽস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ ।
কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে ॥৩৮
শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ ।
যদি গুহ্যং ন চেদ্বক্তুং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥৩৯
শক্রোঽপি বিজিতস্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ ।
কথঞ্চ বলবান্ পুত্রো ন পিতা তস্য রাবণঃ ॥৪০
কথং পিতুশ্চাপ্যধিকো মহাহবে
শক্রস্য জেতা হি কথং স রাক্ষসঃ ।
বরাশ্চ লব্ধাঃ কথয়স্ব মেঽদ্য
পাপ্রচ্ছতশ্চাস্য মুনীন্দ্র সর্ব্বম্ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

আপনারা রাবণপুত্রের গুণগান করিতেছেন ? ইন্দ্রজিতের প্রভাব এমন কি ছিল, তাহার বল ও পরাক্রমই বা এমন কি ছিল ? অথবা কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক গৌরবের পাত্র ? ৩৭-৩৮

ঐ বৃত্তান্ত যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, তাহা হইলে উহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি,—আপনারা বলুন। যদি উহা গোপনীয় এবং আপনাদের বলিবার যোগ্য না হয়, তবেও আমি এই বিষয়ে আপনাদিগকে কোন আদেশ করিতেছিনা, পরন্তু ইহা আমার বিনীত অনুরোধ। ঐ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কি ভাবে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল ? কিরূপেই বা বর লাভ করিয়াছিল এবং কেন পুত্র হইয়াও ইন্দ্রজিৎ বলশালী হইল, অথচ পিতা রাবণ সেইরূপ বলশালী হইল না। ৩৯-৪০

হে মুনীন্দ্র ! রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ মহাসমরে কিরূপে পিতা রাবণ হইতে অধিকবলশালী হইল ? কিরূপে সে ইন্দ্রকে পরাজিত করিল ? কি প্রকারেই বা সে বরলাভ করিল ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি আজ আপনার নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলুন * ।৪১

* মুনিগণের যিনি অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাকে (অগস্ত্যকে) লক্ষ্য করিয়াই 'মুনীন্দ্র' এই একবচনে সম্বোধন করিয়া উক্ত বাক্য বলা হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[মহর্ষিণা অগস্ত্যেন পুলস্ত্যস্য গুণানাং তত্তপসশ্চ বর্ণনম্, পুলস্ত্যতো বিশ্রবসোমুনেরুৎপত্তিকথনঞ্চ ।]

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
শৃণু রাম তথা বৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ ।
জঘান শত্রূন্ যেনাসৌ ন চ বধ্যঃ স শত্রুভিঃ ॥২
তাবত্তে রাবণস্যেদং কুলং জন্ম চ রাঘব ।
বরপ্রদানঞ্চ তথা তস্মৈ দত্তং ব্রবীমি তে ॥৩
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ।
পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ ॥৪
নানুকীর্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্মতঃ শীলতস্তথা ।
প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ ॥৫
প্রজাপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ ।
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্মহামতিঃ ॥৬
স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ ।
তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বাপ্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ॥৭
তপস্তেপে স ধর্মাত্মা স্বাধ্যায়নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
গত্বাশ্রমপদং তস্য বিঘ্নং কুর্বন্তি কন্যকাঃ ॥৮
ঋষিপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ ।
ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে ॥৯
সর্বর্তুষূপভোগ্যত্বাদ্ রম্যত্বাৎ কাননস্য চ ।
নিত্যশস্তাস্ত তং দেশং গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

[মহর্ষি অগস্ত্যকর্তৃক পুলস্ত্যের গুণ ও তপস্যার বর্ণনা এবং বিশ্রবামুনির উৎপত্তি কথন ।]

রঘুবংশজাত মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী কুম্ভযোনি (অগস্ত্য) তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ।১

হে রাম। যেরূপে ইন্দ্রজিতের মহান্ বল ও তেজ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা আমি বলিতেছি—শ্রবণ কর ; যাহার প্রভাবে সে শত্রুগণকে সংহার করিত, পরন্তু নিজে কোন শত্রুকর্তৃক বিনষ্ট হইত না ।২

হে রাঘব ! এই প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনার জন্য আমি প্রথমে আপনাকে রাবণের বংশ, জন্ম, বরদান ও বরপ্রাপ্তিবিষয়ের কথা বলিব ।৩

হে রাম। পূর্বে সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক প্রভাবশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার নাম ছিল মহর্ষি পুলস্ত্য। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন ।৪

তাঁহার গুণ, ধর্ম ও চরিত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা আমি করিতে পারিব না। তাঁহার নাম করিয়া এই পর্য্যন্তই পরিচয় বলা যায় যে, ঐ পুলস্ত্য প্রজাপতির পুত্র ছিলেন ।৫

প্রজাপতির পুত্র হওয়ায় তিনি দেবতাগণের অত্যন্ত প্রিয় ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। নিজের উজ্জ্বল গুণসমূহের জন্য তিনি সকল লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ।৬

একদা সেই মুনিবর পুলস্ত্য ধর্মাচরণের জন্য মহাগিরি মেরুর সমীপবর্তী তৃণবিন্দুর আশ্রমে যাইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ।৭

সেই ধর্মাত্মা মুনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বেদাধ্যয়ন ও তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় কন্যাগণ তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল ।৮

ঋষি, সর্প ও রাজর্ষিগণের কন্যাগণ এবং অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রায়শঃ সেই আশ্রমে গমন করিতেন ।৯

ঐ আশ্রমের বনভূমি সকল ঋতুতে উপভোগযোগ্য ও পরম রমণীয় বলিয়া ঐ কন্যাগণ প্রতিদিন ঐ স্থানে যাইয়া ক্রীড়া করিতেন ।১০

দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ।
গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ ॥১১
মুনেস্তপস্বিনস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিন্দিতাঃ।
অথ রুষ্টো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ ॥১২
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি।
তাস্তু সর্বাঃ প্রতিশ্রুত্য তস্য বাক্যং মহাত্মনঃ ॥১৩
ব্রহ্মশাপভয়াদ্ভীতাস্তং দেশং নোপচক্রমুঃ।
তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেস্তনয়া ন শৃণোতি তৎ ॥১৪
গত্বাশ্রমপদং তত্র বিচচার সুনির্ভয়া।
ন চাপশ্যচ্চ সা তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্ ॥১৫
তস্মিন্ কালে মহাতেজাঃ প্রাজাপত্যো মহানৃষিঃ।
স্বাধ্যায়মকরোৎ তত্র তপসা দ্যোতিতঃ স্বয়ম্ (ক) ॥১৬
সা তু বেদশ্রুতিং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বৈ তপসো নিধিম্।
অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা ॥১৭
বভূব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্বা তদ্দোষমাত্মনঃ।
ইদং মে কিং ত্বিতি জ্ঞাত্বা পিতুর্গত্বাশ্রমে স্থিতা ॥১৮
তাস্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ।
কিং ত্বমেতত্ত্বসদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ ॥১৯
সা তু কৃত্বাঞ্জলিং দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্।
ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ॥২০
কিন্তু পূর্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
পুলস্ত্যস্যাশ্রমং দিব্যমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্ ॥২১
ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্।
রূপস্য তু বিপর্য্যাসং দৃষ্ট্বা ত্রাসাদিহাগতা ॥২২
তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি অপশ্যদৃষিকর্মজম্ ॥২৩
স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ ॥২৪

যে স্থানে পুলস্ত্য অবস্থান করিতেন, সেই স্থান অত্যন্ত রমণীয় ছিল। অতএব ঐ কন্যাগণ প্রতিদিন সেখানে যাইয়া গান, বাদ্যধ্বনি ও হাস্যবিলাসাদি করত তপস্বী মুনির তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য রুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ইহার পর যে কন্যা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে গর্ভধারণ করিবে। ঐ মহাত্মার উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলে ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সেখানে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ঐ শাপের কথা শ্রবণ করেন নাই, সেইজন্য তিনি (পুনরায় পরদিন) সেই আশ্রমে যাইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি কোনও সখীকে আসিতে দেখিলেন না। ঐ সময় প্রজাপতিপুত্র অতি তেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য স্বয়ং স্বীয় তপস্যায় দেদীপ্যমান হইয়া বেদাধ্যয়নে নিরত হইলেন।১১-১৬

তৃণবিন্দুর কন্যা ঐ বেদধ্বনি শ্রবণ এবং সেই তপোনিধি পুলস্ত্যকে দর্শন করিলে তাঁহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাতে গর্ভধারণের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইল।১৭

তিনি নিজের উক্ত দোষ (বিকৃতি) দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ইহা আমার কি হইল ? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতার আশ্রমে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।১৮

স্বীয় কন্যার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তৃণবিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার এইরূপ শারীরিক অবস্থা কি প্রকারে হইল ? তুমি নিজ শরীরে যে প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যে অযোগ্য।১৯

তখন সেই দীনা কন্যা হাত যোড় করিয়া ঐ তপোধন রাজর্ষিকে বলিলেন,—পিতঃ! আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যাহাতে আমার এইরূপ রূপ হইল।২০

আমি একা কিয়ৎকাল পূর্বে নিজ সখীগণকে অন্বেষণ করিবার জন্য পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম।২১

সেখানে আমি কোন সখীকে উপস্থিত হইতে

পাঠান্তর :—(ক)—তপসা ভাবিতঃ স্বয়ম্।

ভগবংস্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরেব ভূষিতাম্ ।
ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুদ্যতাম্ ॥২৫
তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে ।
শুশ্রূষণপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৬
তং ব্রুবাণন্তু তদ্ বাক্যং রাজর্ষিং ধার্মিকং তদা ।
জিঘৃক্ষুরব্রবীৎ কন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ ॥২৭
দত্ত্বা তু তনয়াং রাজা স্বমাশ্রমপদং গতঃ ।
সাপি তত্রাবসৎ কন্যা তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ ॥২৮
তস্যাস্তু শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ ।
প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২৯
পরিতুষ্টোঽস্মি সুশ্রোণি গুণানাং সম্পদা ভৃশম্ ।
তস্মাদ্দেবি দদাম্যদ্য পুত্রমাত্মসমং তব ॥
উভয়োর্বংশকর্ত্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিশ্রুতম্ ॥৩০
যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম ।
তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩১
এবমুক্তা তু সা দেবী প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।
অচিরেণৈব কালেনাসূত বিশ্রবসং সুতম্ ॥
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যশোধর্মসমন্বিতম্ ॥৩২
শ্রুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাচাররতস্তথা ।
পিতেব তপসা যুক্তো হ্যভবদ্ বিশ্রবা মুনিঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

দেখিলাম না। কিন্তু আমার রূপের পরিবর্তন (বৈপরীত্য) দেখিয়া ভীতমনে এখানে আসিয়াছি ।২২

রাজর্ষি তৃণবিন্দু স্বীয় তপস্যায় জ্যোতিষ্মান্ ছিলেন। তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া দেখিলেন যে, ইহা মহর্ষি পুলস্ত্যের কর্ম্মপ্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ।২৩

পূতাত্মা মহর্ষি পুলস্ত্যের সেই অভিশাপ জ্ঞাত হইয়া তৃণবিন্দু স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে গমন করত পুলস্ত্যকে এই কথা বলিলেন ।২৪

ভগবন্! আমার এই কন্যা সাধ্বী দাক্ষিণ্যাদি নিজগুণসমূহে বিভূষিত, অতএব মহর্ষে! আপনি স্বয়মাগতা এই কন্যাকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন ।২৫

আপনি তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, তাই আপনার ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আমার এই কন্যা নিত্য আপনার শুশ্রূষাকর্ম্মে রত থাকিবে—ইহাতে সংশয় নাই ।২৬

ধার্মিক রাজর্ষি তৃণবিন্দু এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিলে তাহাকে দেখিয়া সেই ব্রহ্মর্ষি তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ও বলিলেন,—'আচ্ছা' ।২৭

তারপর রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে দান করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ কন্যা স্বীয়গুণে পতির তুষ্টি বিধান করত সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন ।২৮

তাঁহার চরিত্র ও সদাচরে মহাতেজস্বী মুনিবর পুলস্ত্য সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন ।২৯

সুন্দরি! তোমার গুণসমূহের প্রভাবে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। দেবি! সেইজন্য আজ তোমাকে স্বীয় তুল্য একটি পুত্র প্রদান করিব ।৩০

যে পুত্র পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই উভয়কুলের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবে ও 'পৌলস্ত্য' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমি যখন বেদাধ্যয়নে নিরত ছিলাম, তুমি তখন এইস্থলে আসিয়া তাহা বিশেষভাবে শ্রবণ করিতে সেইজন্য তোমার ঐ পুত্র 'বিশ্রবা' নামেও খ্যাতিলাভ করিবে,—ইহাতে সংশয় নাই। প্রসন্নান্তঃকরণে পুলস্ত্য এই কথা বলিলে সেই দেবী অচিরকাল মধ্যেই 'বিশ্রবা' নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র পরে ত্রিলোকে বিখ্যাত, যশস্বী এবং ধর্ম্মশালী হইয়াছিলেন ।৩১-৩২

বিশ্রবামুনি বেদবিৎ, সমদর্শী, ব্রত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আচারসমূহের পালনকারী এবং পিতার ন্যায় তপস্বী ছিলেন ।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[বিশ্রবসো বৈশ্রবণস্য (কুবেরস্য) উৎপত্তিঃ, তস্য তপস্যা, বরপ্রাপ্তিঃ, লঙ্কায়াং বাসশ্চ ।]

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।
অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ ॥১
সত্যবাঞ্ছীলবান্ দান্তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।
সর্বভোগেম্বসংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ ॥২
জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্ বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।
দদৌ বিশ্রবসে ভার্য্যাং স্বসুতাং দেববর্ণিনীম্ ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু ধর্মেণ ভরদ্বাজসুতাং তদা ।
প্রজান্বীক্ষিকয়া বুদ্ধ্যা শ্রেয়ো হ্যস্য বিচিন্তয়ন্ ॥৪
মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।
স তস্যাং বীর্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥৫
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্ ।
তস্মিঞ্জাতে তু সংহৃষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ ॥৬
দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি ।
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিস্তদা ॥৭
যস্মাদ্ বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব ।
তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ ॥৮
স তু বৈশ্রবণস্তত্র তপোবনগতস্তদা ।
অবর্দ্ধতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ ॥৯
তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ ।
চরিষ্যে পরমং ধর্মং ধর্মো হি পরমা গতিঃ ॥১০
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে ।
যন্ত্রিতো নিয়মৈরুগ্রৈশ্চকার সুমহত্তপঃ ॥১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে তং তং বিধিমকল্পয়ৎ ।
জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[বিশ্রবা-মুনি হইতে বৈশ্রবণে (কুবেরে)র উৎপত্তি, তাঁহার তপস্যা, বরপ্রাপ্তি এবং লঙ্কায় বাস ।]

অনন্তর পুলস্ত্যের পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা অচিরকালের মধ্যেই পিতার ন্যায় তপস্যায় নিরত হইলেন ।১

তিনি সত্যবাদী, চরিত্রবান, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়-পরায়ণ, অন্তরে বাহিরে পবিত্র, সকল ভোগে অনাসক্ত এবং সদা ধর্ম্মকর্ম্মে রত ছিলেন ।২

মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এই সকল উত্তম আচরণ জ্ঞাত হইয়া দেবাঙ্গনাতুল্য সুন্দরী স্বীয় কন্যাকে ভার্য্যারূপে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন ।৩

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মুনিবর বিশ্রবা আনন্দের সহিত ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রসম্মতা পুত্রের শুভাশুভবীক্ষণরূপা বুদ্ধি লইয়া ভাবী পুত্রের শ্রেয়ঃ চিন্তা করিতে করিতে ঐ কন্যার গর্ভে অতি অদ্ভুত পরাক্রমী এবং ব্রাহ্মণোচিত সকল গুণযুক্ত এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের জন্মগ্রহণে পিতামহ পুলস্ত্য অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ।৪-৬

তিনি জাত বালকের সংসারের কল্যাণকারী বুদ্ধি দেখিয়া এবং ভবিষ্যতে 'ধনাধ্যক্ষ হইবেন' ইহা চিন্তা করিয়া দেবর্ষিগণের সহিত প্রসন্নচিত্তে উহার নামকরণ-সংস্কার করিলেন ।৭

যেহেতু এই পুত্র বিশ্রবার অপত্য এবং রূপাদিগুণেও তাঁহার ন্যায়, তখন ইহার নাম 'বৈশ্রবণ' হইবে ও ঐ নামেই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ।৮

বৈশ্রবণ তপোবনে বাস করিয়া আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং মহাতেজস্বী হইলেন ।৯

আশ্রমে অবস্থানকালীন মহাত্মা বৈশ্রবণের এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, আমি উত্তম ধর্ম্মের (ধর্ম্মকর্ম্মের) আচরণ করিব ; কারণ, ধর্ম্মই পরম গতি ।১০

তিনি এইরূপ চিন্তা করত ঘোর অরণ্যে সহস্রবৎসর

এবং বর্ষসহস্রাণি জগ্মুস্তান্যেকবর্ষবৎ।
অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সেন্দ্রৈঃ সুরগণৈঃ সহ ॥১৩
গত্বা তস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মেদং বাক্যমব্রবীৎ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস কর্মণানেন সুব্রত ॥১৪
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বরার্হস্ত্বং মহামতে।
অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্ ॥১৫
ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং লোকরক্ষণম্।
অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা ॥১৬
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্দ্ধং বাঢ়মিত্যেব হৃষ্টবৎ।
অহং বৈ লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ ॥১৭
যমেন্দ্র-বরুণানাঞ্চ পদং যৎ তব চেপ্সিতম্।
তদ্ গচ্ছ বত ধর্মজ্ঞ নিধীশত্বমবাপ্নুহি ॥১৮
শক্রা-ম্বুপ-যমানাঞ্চ চতুর্থস্ত্বং ভবিষ্যসি।
এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥১৯
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব যানার্থং ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামঃ সর্ব এব যথাগতম্ ॥২০
কৃতকৃত্যা বয়ং তাত দত্ত্বা তব বরদ্বয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা স গতো ব্রহ্মা স্বস্থানং ত্রিদশৈঃ সহ ॥২১
গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দেবেষ্বথ নভস্তলম্।
ধনেশঃ পিতরং প্রাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতাত্মবান্ ॥২২
ভগবঁল্লব্ধবানস্মি বরমিষ্টং পিতামহাৎ।
নিবাসনং ন মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ ॥২৩
তং পশ্য ভগবন্ কঞ্চিন্নিবাসং সাধু মে প্রভো।
ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ ॥২৪

তপস্যাপূর্ব্বক আরও কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন।১১

এক এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তপস্যার নবনব বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কখনও জলাহারী, কখনও বায়ুভক্ষণকারী কখনও একেবারে নিরাহারী হইয়া থাকিতেন। এইরূপে তিনি সহস্র সহস্রবর্ষকে এক এক বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অতিশয় তেজস্বী ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত আশ্রমে আগমন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে উত্তমব্রতচারিন্, বৎস! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। মহামতে! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর; কারণ, তুমি বরলাভের যোগ্য। (ইহা শ্রবণ করত) বৈশ্রবণ অনন্তর আশ্রমে আগত পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন।১২-১৫

ভগবন্! লোকসকলের রক্ষার বাসনায় আমি 'লোকপাল' হইতে ইচ্ছা করি। অনন্তর তাঁহার বাক্যে ব্রহ্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমস্ত দেবগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক্। আমি চতুর্থ লোকপালপদ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি, যম, ইন্দ্র এবং বরুণ যে লোকপাল পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার অভীষ্ট অনুসারে ঐ লোকপালপদ তুমি লাভ করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আনন্দিতচিত্তে ঐ পদ গ্রহণ কর এবং অক্ষয় নিধিসকলের প্রভুত্ব লাভ কর।১৬-১৮

ইন্দ্র, বরুণ ও যমের অতিরিক্ত তুমি চতুর্থ লোকপাল হইবে। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এই পুষ্পক বিমান তুমি যানের জন্য গ্রহণ কর এবং দেবতাগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হও। তোমার কল্যাণ হউক। এখন আমরা যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনই গমন করিব।১৯-২০

বৎস! তোমাকে বর দুইটি দিয়া আমরা নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিতেছি। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন।২১

ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া দেবগণ আকাশমার্গে গমন করিলে সংযতমনাঃ ধনেশ স্বীয় পিতাকে করযোড়ে বলিলেন।২২

ভগবন্! আমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করিয়াছি, কিন্তু প্রজাপতিদেব আমার কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন নাই।২৩

ভগবন্! আপনি আমার এইরূপ বাসস্থানের কথা উত্তমরূপে চিন্তা করুন, যেখানে নিবাস করিলে কোন প্রাণীরই কষ্ট হইবে না।২৪

এবমুক্তস্তু পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
বচনং প্রাহ ধর্মজ্ঞ শ্রূয়তামিতি সত্তম ॥২৫
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ।
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥২৬
লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।
রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥২৭
তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে লঙ্কায়াং নাত্র সংশয়ঃ।
হেমপ্রাকারপরিখা যন্ত্রশস্ত্রসমাবৃতা ॥২৮
রমণীয়া পুরী সা হি রুক্মবৈদূর্য্যতোরণা।
রাক্ষসৈঃ সা পরিত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়ার্দিতৈঃ ॥২৯
শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ।
শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তস্যা ন বিদ্যতে ॥৩০
স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।
নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কস্যচিৎ ॥৩১

পুত্র এইরূপ কথা বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! সাধুশিরোমণে! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর।২৫

দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে 'ত্রিকূট' নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার শিখরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় এক বিশাল পুরী আছে। তাহার নাম লঙ্কা। বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বাসস্থানের জন্য ইন্দ্রপুরীর ন্যায় মনোরম সেই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।২৬-২৭

(বৎস!) তোমার কল্যাণ হউক। তুমি নিঃসংশয়ে ঐ লঙ্কাপুরীতে বাস কর। রমণীয় লঙ্কাপুরী স্বর্ণপ্রাচীর বেষ্টিতা, পরিখা, যন্ত্র ও শস্ত্রদ্বারা সমাবৃতা এবং তাহার তোরণদ্বার স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা সুশোভিত। বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হইয়া রাক্ষসগণ ঐ নগরী পরিত্যাগ করিয়াছে। সমস্ত রাক্ষসগণ (ভয়ে) রসাতলে চলিয়া যাওয়ায় লঙ্কাপুরী শূন্য হয়। এখনও সেই লঙ্কা শূন্যই আছে, তাহার কোন প্রভু (স্বামী) নাই।২৮-৩০

পুত্র! তুমি সেখানে সুখে বাস করিবার জন্য গমন কর। কারণ, সেখানে বাস করিলে তোমার কোন দোষ হইবে না এবং কাহারও নিকট হইতে কোন বাধাও পাইবে না।৩১

এতচ্ছ্রুত্বা স ধর্মাত্মা ধর্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ।
নিবাসয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্বতমূর্ধনি ॥৩২
নৈর্ঋতানাং সহস্রৈস্তু হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈঃ সদা।
অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্য শাসনাৎ ॥৩৩
স তু তত্রাবসৎ প্রীতো ধর্মাত্মা নৈর্ঋতর্ষভঃ।
সমুদ্রপরিখায়াং স লঙ্কায়াং বিশ্রবাত্মজঃ ॥৩৪
কালে কালে তু ধর্মাত্মা পুষ্পকেণ ধনেশ্বর।
অভ্যাগচ্ছদ্ বিনীতাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ হি ॥৩৫
স দেব-গন্ধর্বগণৈরভিষ্টুত
স্তথাপ্সরোনৃত্য-বিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবাবভাসয়ন্
পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ স বিত্তপঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

স্বীয় পিতার এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ চিত্রকূট-পর্ব্বতশিখরে নির্মিত সেই লঙ্কাপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।৩২

তাঁহার বাস করিবার অল্প কিছুদিন মধ্যেই ঐ পুরী তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমাগত সদা হর্ষযুক্ত রাক্ষসগণে পূর্ণ হইয়া গেল।৩৩

সমুদ্র যাহার পরিখা, সেই লঙ্কানগরীতে বিশ্রবাপুত্র ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ রাক্ষসগণের রাজা হইয়া প্রসন্নমনে বাস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা ও বিনীতচিত্ত ধনেশ্বর সময়ে সময়ে (মধ্যে মধ্যে) পুষ্পকবিমানে আগমন করত স্বীয় মাতাপিতার সহিত মিলিত হইতেন।৩৪-৩৫

দেবতা ও গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতেন এবং তাঁহার ভবন অপ্সরাগণের নৃত্যে মুখরিত থাকিত। স্বীয় কিরণ দ্বারা সূর্য্য যেরূপ সমস্ত প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ঐ ধনপতি কুবের স্বীয় তেজে (প্রভায়) সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া পিতার নিকট গমন করিতেন।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[রাক্ষসবংশবর্ণনম্, হেতি-সুকেশ-বিদ্যুৎকেশানামুৎপত্তিশ্চ।]

শ্রুত্বাগস্ত্যেরিতং বাক্যং রামো বিস্ময়মাগতঃ।
কথমাসীত্তু লঙ্কায়াং সম্ভবো রক্ষসাং পুরা ॥১
ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহম্।
তমগস্ত্যং মুহুর্দৃষ্ট্বা স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥২
ভগবন্। পূর্বমপ্যেষা লঙ্কাসীৎ পিশিতাশিনাম্।
শ্রুত্বেদং ভগবদ্বাক্যং জাতো মে বিস্ময়ঃ পরঃ ॥৩
পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্।
ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্ত্তিতস্ত্বয়া ॥৪
রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্ বিকটাদপি।
রাবণস্য চ পুত্রেভ্যঃ কিং নু তে বলবত্তরাঃ ॥৫

ক এষাং পূর্বকো ব্রহ্মন্ কিং নামা চ বলোৎকটঃ।
অপরাধঞ্চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্ ॥৬
এতদ্ বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ।
কুতূহলমিদং মহ্যং নুদ ভানুর্যথা তমঃ ॥৭
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্।
অথ বিস্ময়মানস্তমগস্ত্যঃ প্রাহ রাঘবম্ ॥৮
প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।
তাসাং গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥৯
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্ত্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দিতাঃ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রাক্ষসকুলের বর্ণন এবং হেতি, সুকেশ ও বিদ্যুৎকেশের উৎপত্তি কথন।]

অগস্ত্যকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি প্রকারে পুরাকালে এই লঙ্কায় রাক্ষসগণের উৎপত্তি হইয়াছিল? ১

এইরূপে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার পর মস্তক হেলাইয়া গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়,—এই ত্রিবিধ অগ্নিসদৃশ তেজস্বি-শরীরধারী সেই অগস্ত্যকে বারংবার দেখিতে লাগিলেন এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে বলিলেন।২

ভগবন্! কুবের এবং রাবণের পূর্বেও এই লঙ্কানগরী মাংসভোজী রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল,—আপনার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে।৩

পুলস্ত্যবংশ হইতেই রাক্ষসগণের উদ্ভব হইয়াছে,—এই কথাই আমি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আপনি কোনও অপর কুল হইতে রাক্ষসগণের উৎপত্তির কথা বলিলেন।৪

আপনি যে রাক্ষসগণের কথা বলিলেন, তাহারা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী।৫

ব্রহ্মন্! কে তাহাদের মধ্যে পূর্বে জন্মিয়াছিল এবং সেই উৎকট বলশালী রাক্ষসের নামই বা কি ছিল? কোন্ অপরাধের জন্য ও কি প্রকারে বিষ্ণু তাহাদিগকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করেন? ৬

হে অনঘ! এই সকল বৃত্তান্ত আপনি বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন, ইহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। যেরূপ সূর্য্যদেব অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি আমার এই কৌতূহলের নিবারণ করুন।৭

পদ, বাক্য ও অর্থসংস্কারে অলঙ্কৃত রঘুনাথের সুন্দর বাক্য শ্রবণ করত রাঘব 'সর্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন'—এইরূপে মনন দ্বারা বিস্মিত হইয়া সেই রাঘবকে বলিলেন।৮

শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল (পদ্ম) হইতে উৎপন্ন প্রজাপতি

প্রজাপতিস্তু তান্ সর্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদ ॥১১
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।
ভুক্ষিতাভুক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ ॥১২
রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ ॥১৩
তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসাধিপৌ।
মধুকৈটভসঙ্কাশৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥১৪
প্রহেতির্ধার্মিকস্তত্র তপোবনগতস্তদা।
হেতির্দারক্রিয়ার্থে তু পরং যত্নমথাকরোৎ ॥১৫
স কালভগিনীং কন্যাং ভয়াং নাম মহাভয়াম্।
উদাবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ ॥১৬

ব্রহ্মা পুরাকালে (সমুদ্রগত) জলের সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য বহুপ্রকার জলজন্তু সৃষ্টি করেন।৯

সেই জলজন্তুগণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ভয়ে পীড়িত হইয়া 'এখন আমরা কি করি'—এই কথা বলিয়া জন্মদাতা ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইল।১০

হে মানদ! প্রজাপতি তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া বাক্য দ্বারা সম্বোধন করত যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোমরা যত্নপূর্ব্বক এই জল রক্ষা কর। সেই জন্তুগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,—আমরা এই জল রক্ষা করিব এবং অপর কেহ কেহ বলিল,—আমরা জলের যক্ষণ অর্থাৎ পূজা করিব। তখন ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন।১১-১২

তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষা করিব' বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করিলে তাহারা 'রাক্ষস' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আর যাহারা যক্ষণ (পূজা) করিব বলিলে তাহারা 'যক্ষ' নামে বিখ্যাত হইবে। (এইরূপে তখন হইতেই রাক্ষস ও যক্ষ এই দুই জাতির সৃষ্টি হইল)।১৩

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভ্রাতা ছিল, যাহারা সমস্ত রাক্ষসগণের অধিপতি। শত্রুদমনে সমর্থ ঐ দুই ভ্রাতা মধু ও কৈটভের ন্যায় শক্তিশালী ছিল।১৪

স তস্যাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্ ॥১৭
বিদ্যুৎকেশো হেতিপুত্রঃ স দীপ্তার্কসমপ্রভঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্য ইবাম্বুজম্ ॥১৮
স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ।
ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্ত্তুং ব্যবসিতঃ পিতা ॥১৯
সন্ধ্যাদুহিতরং সোঽথ সন্ধ্যাতুল্যাং প্রভাবতঃ।
বরয়ামাস পুত্রার্থং হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥২০
অবশ্যমেব দাতব্যা পরস্মৈ সেতি সন্ধ্যয়া।
চিন্তয়িত্বা সুতা দত্তা বিদ্যুৎকেশায় রাঘব ॥২১
সন্ধ্যায়াস্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যুৎকেশো নিশাচরঃ।
রমতে স তয়া সার্দ্ধং পৌলোম্যা মঘবানিব ॥২২

দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি ধার্মিক ছিল, সেই জন্য তখন সে তপস্যার জন্য তপোবনে গমন করিল। কিন্তু হেতি বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ সেই হেতি স্বয়ংই (প্রার্থনা করিয়া) কালের ভগিনী ভয়ঙ্করী ভয়াকে বিবাহ করে।১৫-১৬

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হেতি ভয়ার গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া পুত্রবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মহাতেজস্বী হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ দীপ্তিমান্ সূর্য্যসদৃশ প্রভামণ্ডিত হইয়া জলমধ্যস্থিত পদ্মের ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।১৭-১৮

রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ যখন বর্দ্ধিত হইয়া উত্তম যৌবন অবস্থা লাভ করিল, তখন তাহার পিতা হেতি তাহার বিবাহ দিবার নিশ্চয় করিল।১৯

রাক্ষসশিরোমণি হেতি স্বীয় পুত্রের বিবাহের জন্য সন্ধ্যাতুল্যপ্রভাবান্বিতা সন্ধ্যার কন্যাকে বরণ করিল।২০

হে রাঘব! সন্ধ্যা মনে মনে চিন্তা করিলেন,—এই কন্যাকে অবশ্যই অপর কাহারও সহিত বিবাহ দিতে হইবে, তবে ইহার সহিতই বা বিবাহ দিব না কেন? এইরূপ বিচার করত তিনি স্বীয় কন্যার সহিত বিদ্যুৎকেশের বিবাহ দিলেন।২১

কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম ! সালকটঙ্কটা।
বিদ্যুৎকেশাদ্ গর্ভমাপ ঘনরাজিরিবার্ণবাৎ ॥২৩
ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং ঘনগর্ভসমপ্রভম্।
প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্ ॥
সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যুৎকেশরতার্থিনী ॥২৪
রেমে তু সার্দ্ধং পতিনা বিস্মৃত্য সুতমাত্মজম্।
উৎসৃষ্টস্তু তদা গর্ভো ঘনশব্দসমস্বনঃ ॥২৫
তয়োৎসৃষ্টঃ স তু শিশুঃ শরদর্কসমদ্যুতিঃ।
নিধায়াস্যে স্বয়ং মুষ্টিং রুরোদ শনকৈস্তদা ॥২৬
ততো বৃষভমাস্থায় পার্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্ ॥২৭
অপশ্যদুময়া সার্দ্ধং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্।
কারুণ্যভাবাৎ পার্বত্যা ভবস্ত্রিপুরসূদনঃ ॥২৮
তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে মাতুরেব বয়ঃসমম্।
অমরঞ্চৈব তং কৃত্বা মহাদেবোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ ॥২৯
পুরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্বত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া।
উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসীনাং নৃপাত্মজ ॥৩০
সদ্যোপলব্ধির্গর্ভস্য প্রসূতিঃ সদ্য এব চ।
সদ্য এব বয়ঃপ্রাপ্তির্মাতুরেব বয়ঃ সমম্ ॥৩১
ততঃ সুকেশো বরদানগর্বিতঃ
শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্শ্বতঃ।
চচার সর্বত্র মহান্ মহামতিঃ
খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যাসুতাকে লাভ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ পুলোমজার সহিত রমণ করেন, সেইরূপ তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিল।২২

হে রাম! অনন্তর কয়েক মাসের পর যেরূপ মেঘরাজি সমুদ্রের জল (শোষণ পূর্ব্বক) ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সন্ধ্যাসুতা সালকটঙ্কটা বিদ্যুৎকেশের নিকট হইতে গর্ভ ধারণ করিল।২৩

তারপর সেই রাক্ষসী মন্দরাচলে গমন করত বিদ্যুৎসদৃশ কান্তিমান্ একটি সন্তান প্রসব করে। গঙ্গা অগ্নিতুল্য শিববীর্য্য পাইয়া উহার তেজ অসহ্য হওয়ায় উহা যেরূপ (শরবনে) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সালকটঙ্কটা বিদ্যুৎকেশের সহিত রতিপ্রার্থিনী হইয়া মন্দরাচলে নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।২৪

নিজ পুত্রকে ভুলিয়া সালকটঙ্কটা পতির সহিত রমণ করিতে লাগিল। এদিকে পরিত্যক্ত সেই গর্ভ (শিশু) মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল।২৫

তাহার শরীরের কান্তি শরৎকালের সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ঐ শিশু নিজেই স্বীয় মুষ্টি মুখে রাখিয়া ধীরে ধীরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সেই সময় শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত বৃষভে আরোহণ করিয়া বায়ুমার্গে অর্থাৎ আকাশপথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা ঐ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।২৬-২৭

উমার সহিত শিব রোদনপরায়ণ রাক্ষসতনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে পার্বতীর চিত্তে করুণার উদ্রেক হইল। পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ত্রিপুরনাশন শঙ্কর সেই রাক্ষসপুত্রকে মাতার ন্যায় তুল্যবয়স অর্থাৎ নবযৌবন দান করিলেন এবং পার্ব্বতীর প্রীতিকামনায় অবিনাশী নির্বিকার ভগবান্ মহাদেব তাহাকে অমর করিয়া আকাশচারী একটি পুর (নগরাকার একটি বিমান) দান করিলেন। হে রাজকুমার! তারপর পার্ব্বতীদেবীও এইরূপ বরদান করিলেন যে, আজ হইতে রাক্ষসীগণ সদ্য গর্ভ ধারণ করিবে ও সদ্যই উহা প্রসব করিবে এবং প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই মাতার ন্যায় বয়ক্রম লাভ করিবে।২৮-৩১

তারপর বিদ্যুৎকেশপুত্র মহামতি সুকেশ ভগবান্ শঙ্করের বরদানে অত্যন্ত গর্বিত হইল এবং সে ঐ শিবের নিকট হইতে সম্পত্তি ও আকাশচারী পুর পাইয়া পুরন্দরের ন্যায় অবাধগতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[সুকেশস্য পুত্রাণাং মালি-সুমালি-মাল্যবতাং তৎ সন্তানানাঞ্চ বর্ণনম্ ।]

সুকেশং ধার্ম্মিকং দৃষ্ট্বা বরলব্ধঞ্চ রাক্ষসম্ ।
গ্রামণীর্নাম গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥১
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী ॥২
তাং সুকেশায় ধর্ম্মাত্মা দদৌ রক্ষঃশ্রিয়ং যথা ।
বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ॥৩
আসীদ্দেববতী তুষ্টা ধনং প্রাপ্যেব নির্ধনঃ ।
স তয়া সহ সংযুক্তো রবাজ রজনীচরঃ ॥৪
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তঃ করেণ্বেব মহাগজঃ ।
ততঃ কালে সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব ॥৫
ত্রীন্ পুত্রান্ জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্ ।
মাল্যবন্তং সুমালিঞ্চ মালিঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥৬
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ ।
ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রাঃ স্থিতাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ॥৭
ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাময়াঃ ।
ত্রয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ ॥৮
বিবৃদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়োপেক্ষিতা ইব ।
বরপ্রাপ্তিং পিতুস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং তপোবলাৎ ॥৯
তপস্তপ্তুং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
প্রগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম ॥১০

পঞ্চম সর্গ

[সুকেশের মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক পুত্রগণের বর্ণন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন ।) তদনন্তর একদিন বিশ্বাবসুসদৃশ তেজস্বী গ্রামণীনামক গন্ধর্ব্ব সুকেশকে ধর্ম্মাত্মা ও বরপ্রাপ্ত বৈভবসম্পন্ন দেখিয়া স্বীয় দেববতীনাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। ঐ কন্যা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দিব্যরূপ ও যৌবনে সুশোভিতা এবং ত্রিলোকে প্রসিদ্ধা ছিল। ধর্ম্মাত্মা গ্রামণী রাক্ষসগণের মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মীতুল্য সেই দেববতীকে সুকেশের নিকট অর্পণ করিলেন। বরদানে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রিয় পতিকে লাভ করিয়া দেববতী ধনপ্রাপ্তিতে নির্ধন ব্যক্তির ন্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। যেরূপ অঞ্জন নামক দিগ্‌গজ হইতে উৎপন্ন কোন মহান্ গজ অন্য এক হস্তিনীর সহিত মিলিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষস সুকেশ দেববতীর সহিত মিলিত হইয়া অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে রাঘব! তারপর কালক্রমে সুকেশ সন্তান উৎপাদন করিলেন ।১-৫

সুকেশ দেববতীর গর্ভে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মাল্যবান্, সুমালী ও বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মালী এই তিন পুত্রের জন্মদান করিলেন ।৬

রাক্ষসরাজ সুকেশ ত্রিনেত্র মহাদেবের ন্যায় শক্তিশালী ঐ তিন রাক্ষস পুত্রগণকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাহারা তিন লোকের ন্যায় সুস্থির পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বহ্নিতুল্য তেজস্বী এবং তিন মন্ত্র * অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদসদৃশ উগ্র এবং তিন রোগ বাতজ, পিত্তজ ও কফজ—এই তিন রোগের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ত্রিবিধ অগ্নিতুল্য তেজস্বী সুকেশের ঐ তিনপুত্র উপেক্ষিত ব্যাধি যেরূপ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারা তপোবলে পিতার বরপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য্যলাভের বিষয় অবগত হইল। তখন ঐ তিন ভ্রাতা তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া মেরুপর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ রাম! ঐ তিন রাক্ষস মেরুপর্ব্বতে ভয়ঙ্কর নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক

* মন্ত্র শব্দে বেদ ও শক্তি বুঝায়। শক্তি অর্থে—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি বুঝিতে হইবে।

বিচেরুস্তে তপো ঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্ ।
সত্যার্জবশমোপেতৈস্তপোভির্ভুবি দুর্লভৈঃ ॥১১
সন্তাপয়ন্তস্ত্রীঁল্লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্ ।
ততো বিভুশ্চতুর্বক্ত্রো বিমানবরমাশ্রিতঃ ॥১২
সুকেশপুত্রানামন্ত্র্য বরদোঽস্মীত্যভাষত ।
ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা সেন্দ্রৈর্দেবগণৈর্বৃতম্ ॥১৩
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে বেপমানা ইব দ্রুমাঃ ।
তপসারাধিতো দেব যদি নো দিশসে বরম্ ॥১৪
অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ ।
প্রভবিষ্ণবো ভবামেতি পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥১৫
এবং ভবিষ্যথেত্যুক্ত্বা সুকেশতনয়ান্ বিভুঃ ।
স যযৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥১৬
বরং লব্ধ্বা তু তে সর্বে রাম রাত্রিঞ্চরাস্তদা ।
সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে বরদানসুনির্ভয়াঃ ॥১৭
তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥১৮
অথ তে বিশ্বকর্মাণং শিল্পিনাং বরমব্যয়ম্ ।
ঊচুঃ সমেত্য সংহৃষ্টা রাক্ষসা রঘুসত্তম ॥১৯
ওজস্তেজোবলবতাং মহতামাত্মতেজসা ।
গৃহকর্তা ভবানেব দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্ ॥২০
অস্মাকমপি তাবৎ ত্বং গৃহং কুরু মহামতে ।
হিমবন্তমুপাশ্রিত্য মেরুমন্দরমেব বা ॥২১
মহেশ্বরগৃহপ্রখ্যং গৃহং নঃ ক্রিয়তাং মহৎ ।
বিশ্বকর্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাভুজঃ ॥২২
নিবাসং কথয়ামাস শক্রস্যেবামরাবতীম্ ।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ॥২৩
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে ॥২৪

সর্ব্বপ্রাণীর ভয়দায়ক উৎকট তপস্যা করিতে লাগিল। সত্য, সরলতা এবং শম-দমাদিযুক্ত ভূতলে দুর্লভ তপস্যার দ্বারা তাহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত ত্রিলোক সন্তাপিত করিল। তারপর চতুর্মুখ ভগবান্ ব্রহ্মা এক শ্রেষ্ঠবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ স্থানে আগমন করত সুকেশের পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে বরদান করিব বলিয়া আসিয়াছি। ইন্দ্রাদি দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মা বরদান করিতে উপস্থিত হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া তাহারা সকলে বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে বলিল—দেব! যদি আপনি আমাদিগের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে এই বরদান করুন,—যেন আমাদিগকে কেহ পরাজয় করিতে না পারে, পরন্তু আমরা শত্রুগণকে বধ করিতে সমর্থ হই এবং চিরজীবী ও প্রভাবশালী হইয়া আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের অনুগত থাকি।৭-১৫

এই কথা শুনিয়া বিভু ব্রহ্মা তোমরা এইরূপই হইবে অর্থাৎ যেরূপ প্রার্থনা করিলে সেইরূপই হইবে,— এই কথা সুকেশতনয়গণকে বলিয়া ব্রাহ্মণবৎসল সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।১৬

হে রাম! বরলাভ করত ঐ রাক্ষসগণ নির্ভয় হইয়া দেবতা এবং অসুরগণকে পীড়িত করিতে লাগিল।১৭

যেরূপ নরকস্থ মনুষ্য তাহাদের কোন ত্রাণকর্ত্তা পায় না, সেইরূপ তাহাদিগের দ্বারা পীড়িত হইয়া দেবতা, ঋষি ও চারণগণ কোন পরিত্রাতা পাইলেন না।১৮

হে রঘুবংশতিলক! অনন্তর তাহারা শিল্পকর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ও অবিনাশী বিশ্বকর্ম্মার নিকট যাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল।১৯

মহামতে! আপনি ওজ, বল ও তেজঃসম্পন্ন এবং মহান্, আপনি দেবতাগণের জন্য স্বশক্তির দ্বারা উঁহাদিগের মনোবাঞ্ছিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, সেইহেতু আপনি আমাদিগের জন্যও হিমালয়, মেরু কিংবা মন্দরাচলে গমন করত ভগবান্ শঙ্করের দিব্য ভবনতুল্য এক বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করুন। ইহা শুনিয়া মহাবাহু বিশ্বকর্ম্মা সেই রাক্ষসগণের নিকট ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় একটি নিবাসের কথা বলিলেন,—

শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নচতুর্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ॥২৫
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্মিতা ॥২৬
তস্যাং বসত দুর্দ্ধর্ষা যূয়ং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
অমরাবতীং সমাসাদ্য সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ॥২৭
লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতাঃ।
ভবিষ্যথ দুরাধর্ষাঃ শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ ॥২৮
বিশ্বকর্মবচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ।
সহস্রানুচরা ভূত্বা গত্বা তামবসন্ পুরীম্ ॥২৯
দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বৃতাম্।
লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ ॥৩০
এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামঞ্চ রাঘব।
নর্মদা নাম গন্ধর্বী বভুব রঘুনন্দন ॥৩১
তস্যাঃ কন্যাত্রয়ং হ্যাসীদ্ধ্রীশ্রীকীর্ত্তিসমদ্যুতি।
জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী ॥৩২
কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং তিস্রো গন্ধর্বকন্যকাঃ ॥৩৩
দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে।
কৃতদারাস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা ॥৩৪
চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্য্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ।
ততো মাল্যবতো ভার্য্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী ॥৩৫
স তস্যাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ।
বজ্রমুষ্টির্বিরূপাক্ষো দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥৩৬
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মত্তোন্মত্তৌ তথৈব চ।
অনলা চাভবৎ কন্যা সুন্দর্য্যাং রাম সুন্দরী ॥৩৭
সুমালিনোঽপি ভার্য্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
নাম্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥৩৮

হে রাক্ষসপতিগণ। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূটনামে এক পর্ব্বত ও সুবেল নামে অন্য দ্বিতীয় পর্ব্বত আছে। মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ যাহার চতুর্দিক্ টঙ্ক(প্রস্তরকর্তনযন্ত্র)চ্ছিন্ন হওয়ায় নিরাশ্রয়, ভাসাদি পক্ষিগণেরও অগম্য সেই ত্রিকূট পর্ব্বতের মধ্যশিখরে আমি ইন্দ্রের আদেশে লঙ্কানাম্নী একটি নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগরী প্রস্থে ত্রিশ যোজন ও দীর্ঘে একশত যোজন, তাহার চারিদিক্ স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও তাহা স্বর্ণ নির্মিত তোরণে ভূষিত।২০-২৬

হে শ্রেষ্ঠরাক্ষসগণ! যেরূপ ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অমরাবতীপুরীর আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছেন, সেইরূপ তোমরাও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ঐ লঙ্কাপুরীতে যাইয়া বাস কর।২৭

হে শত্রুনাশনক্ষম বীরগণ! লঙ্কানগরীর দুর্গকে আশ্রয় করিয়া তোমরা যখন বহু রাক্ষসগণের সহিত বাস করিবে, তখন শত্রুগণ তোমাদিগকে ধর্ষণ অর্থাৎ জয় করিতে পারিবে না।২৮

তারপর সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিশ্বকর্ম্মার এই বাক্য শুনিয়া সহস্র সহস্র অনুচরবর্গের সহিত লঙ্কানগরীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল।২৯

সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখাবৃত এবং স্বর্ণনির্মিত শত শত গৃহযুক্ত ঐ লঙ্কানগরী লাভ করিয়া রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সেখানে বাস করিতে লাগিল।৩০

হে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম! এই সময়েই নর্ম্মদা নামে এক গন্ধর্বী ছিলেন এবং তাঁহার হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্য কান্তিমতী তিনটি কন্যা ছিল। নর্ম্মদা রাক্ষসী না হইলেও সে রাক্ষসগণের নিকট ইচ্ছানুসারে জ্যেষ্ঠক্রমে পূর্ণচন্দ্রবদনা ও হৃষ্টা ঐ কন্যাত্রয় দান করিলেন। মাতা নর্ম্মদা উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রে ঐ তিন মহাভাগ্যবতী গন্ধর্ব্বকন্যাকে সেই তিন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের হাতে সমর্পণ করিলেন। হে রাম! যেরূপ দেবগণ ভার্য্যা ও অপ্সরাগণের সহিত ক্রীড়া করেন, সেইরূপ সুকেশপুত্রগণও দারপরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তারপর মাল্যবানের (পরমা) সুন্দরী সুন্দরীনাম্নী ভার্য্যার গর্ভে মাল্যবান্ যে সন্তানগণের জন্ম দিয়াছিল, তাহার কথা বলিব—

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ।
কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্বশঃ ॥৩৯

প্রহস্তোঽকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্শ্বশ্চ মহাবলঃ ॥৪০

সংহ্রাদিঃ প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ।
রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব কৈকসী চ শুচিস্মিতাঃ ॥৪১

কুম্ভীনসী চ ইত্যেতে সুমালেঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ ॥৪২

মালেস্তু বসুদা নাম গন্ধর্বী রূপশালিনী।
ভার্য্যাসীৎ পদ্মপত্রাক্ষী স্বক্ষী যক্ষীবরোপমা ॥৪৩

সুমালেরনুজস্তস্যাং জনয়ামাস যৎ প্রভো।
অপত্যং কথ্যমানন্তু ময়া ত্বং শৃণু রাঘব ॥৪৪

অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ।
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ ॥৪৫

ততস্তু তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো
নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।
সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিনাগযক্ষান্
ববাধিরে তান্ বহুবীর্য্যদর্পিতাঃ ॥৪৬

জগদ্ ভ্রমন্তোঽনিলবদ্ দুরাসদা
রণেষু মৃত্যুপ্রতিমানতেজসঃ
বরপ্রদানাদপি গর্বিতা ভৃশং
ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমঙ্করাঃ সদা ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

শ্রবণ কর। হে রাম! মাল্যবানের বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, রাক্ষস দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত—এই সাত পুত্র এবং সুন্দরীর গর্ভে অনলানাম্নী এক সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হয়।৩১-৩৭

হে রাম! সুমালীরও পূর্ণচন্দ্রমুখী কেতুমতীনাম্নী ভার্য্যা ছিল। সে সুমালীর প্রাণের অপেক্ষা অধিক প্রিয়।৩৮

মহারাজ! নিশাচর (রাক্ষস) সুমালীর ঔরসে কেতুমতীর গর্ভে যে সন্তানগণের জন্ম হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় দিতেছি—শ্রবণ করুন।৩৯

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহাবল সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও রাক্ষস ভাসকর্ণ—এই দশ পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী—পবিত্র হাস্যময়ী এই চারি কন্যা সুমালীর অপত্য বলিয়া কথিত।৪০-৪২

মালীর গন্ধর্বকন্যা বসুদানাম্নী এক পত্নী ছিল। শ্রেষ্ঠ যক্ষীগণতুল্য রূপবতী বসুদার নয়নযুগল সুন্দর এবং পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ছিল।৪৩

প্রভো! রাঘব! সুমালীর ছোট ভাই মালীদ্বারা বসুদার গর্ভে যে সকল সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছিল, আমি তাহা এখন বলিব—শ্রবণ কর।৪৪

অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি—এই চারিজন নিশাচর মালীর পুত্র, ইহারা রাক্ষসগণ বিভীষণের অমাত্য।৪৫

তারপর মাল্যবান্, সুমালী ও মালী এই তিন শ্রেষ্ঠ রাক্ষস শত শত রাক্ষস ও পুত্রে সমাবৃত এবং বাহুবলগর্বে গর্বিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতা, ঋষি, নাগ ও যক্ষগণকে পীড়িত করিতে লাগিল।৪৬

ঐ দুরাসদ রাক্ষসগণ বায়ু সদৃশ সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিয়া মৃত্যুর (যমের) ন্যায় তেজস্বী এবং বরদানহেতু অর্থাৎ দেবদত্তবর প্রভাবে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াসকল বিনষ্ট করিতে লাগিল।৪৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[ভগবতঃ শঙ্করস্য পরামর্শেন রাক্ষসবধায় দেবানাং শ্রীবিষ্ণোঃ শরণগ্রহণম্, তদীয়াশ্বাসং প্রাপ্য দেবানাং প্রত্যাবর্ত্তনম্, দেবতোপরি রাক্ষসানামাক্রমণম্, তৎসাহায্যায় ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোরাগমনঞ্চ ।]

তৈর্বধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
ভয়ার্ত্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥১
জগৎসৃষ্ট্যন্তকর্ত্তারমজমব্যক্তরূপিণম্ ।
আধারং সর্বলোকানামারাধ্যং পরমং গুরুম্ ॥২
তে সমেত্য তু কামারিং ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা ভয়গদ্গদভাষিণঃ ॥৩
সুকেশপুত্রৈর্ভগবন্ ! পিতামহবরোদ্ধতৈঃ ।
প্রজাধ্যক্ষ ! প্রজাঃ সর্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধনৈঃ ॥৪
শরণ্যান্যশরণ্যানি হ্যাশ্রমাণি কৃতানি নঃ ।
স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ ॥৫
অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাডহম্ ।
অহং যমশ্চ বরুণশ্চন্দ্রোঽহং রবিরপ্যহম্ ॥৬
ইতি মালী সুমালী চ মাল্যবাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ ।
বাধন্তে সমরোদ্ধর্ষা যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ ॥৭
তন্নো দেব ! ভয়ার্ত্তানামভয়ং দাতুমর্হসি ।
অশিবং বপুরাস্থায় জহি বৈ দেবকণ্টকান্ ॥৮
ইত্যুক্তস্তু সুরৈঃ সর্বৈঃ কপর্দী নীললোহিতঃ ।
সুকেশং প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ ॥৯
অহং তান্ন হনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তেঽসুরাঃ ।
কিন্তু মন্ত্রং প্রদাস্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি ॥১০

ষষ্ঠ সর্গ

[ভগবান্ শঙ্করের পরামর্শে রাক্ষসগণের বধের জন্য দেবতাদিগের বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ এবং তাঁহার আশ্বাস লাভ করত প্রত্যাবর্ত্তন । রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক দেবতাবৃন্দের উপর আক্রমণ এবং দেবগণের সাহায্যের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর আগমন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন ।) রাক্ষসদিগের দ্বারা নিপীড়িত দেবতা এবং তপোধন ঋষিবৃন্দ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেন ।১

যিনি জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, জন্মরহিত, অব্যক্তরূপধারী, লোকসমূহের আধার, আরাধ্য দেব ও পরমগুরু, সেই কামনাশক ত্রিপুরাসুরহন্তা ত্রিলোচন শিবের নিকট গমন করত দেবগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভয়-গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ।২-৩

ভগবন্ ! প্রাণনাথ ! ব্রহ্মার বরদানে উদ্ধত সুকেশ-পুত্রগণ শত্রুদিগের পীড়াদায়ক সাধন দ্বারা সমস্ত প্রজাগণকে পীড়া দিতেছে ।৪

সকলের শরণ্য যে আমাদিগের আশ্রম, তাহা তাহারা নিবাসের অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া দেবতার ন্যায় তাহারাই সেখানে ক্রীড়া করিতেছে ।৫

আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র এবং আমিই সূর্য্য —এইরূপে অহঙ্কার দেখাইয়া মালী, সুমালী ও মাল্যবান্ নামক সেই রাক্ষসগণ এবং তাহাদের অগ্রগামী রণদুর্জ্জয় অপর রাক্ষসগণ আমাদিগের পীড়া দান করিতেছে ।৬-৭

দেব ! আমরা ভয়ার্ত্ত, সেইহেতু আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দেবতাবৃন্দের কণ্টকস্বরূপ সেই অসুরগণকে সংহার করুন ।৮

সমস্ত দেবগণ এইরূপ বলিলে নীল ও লোহিত বর্ণযুক্ত জটাজূটধারী ভগবান্ শঙ্কর সুকেশের প্রতি প্রসন্ন থাকায় তিনি দেবগণকে বলিলেন ।৯

হে দেবগণ ! আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; কারণ সেই অসুরগণ আমার অবধ্য । কিন্তু আমি এতাদৃশ (পুরুষের নিকট যাইতে) মন্ত্রণা দিব, যিনি তাহাদিগকে সংহার করিবেন ।১০

এতমেব সমুদ্‌যোগং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ ॥১১
ততস্তু জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরম্।
বিষ্ণোঃ সমীপমাজগ্মুর্নিশাচরভয়ার্দিতাঃ ॥১২
শঙ্খচক্রধরং দেবং প্রণম্য বহুমান্য চ।
ঊচুঃ সম্ভ্রান্তবদ্ বাক্যং সুকেশতনয়ান্ প্রতি ॥১৩
সুকেশতনয়ৈর্দেব ! ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসন্নিভৈঃ।
আক্রম্য বরদানেন স্থানান্যপহৃতানি নঃ ॥১৪
লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা।
তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্বান্ নঃ ক্ষণদাচরাঃ ॥১৫
স ত্বমস্মদ্ধিতার্থায় জহি তান্ মধুসূদন।
শরণং ত্বাং বয়ং প্রাপ্তা গতির্ভব সুরেশ্বর ॥১৬
চক্রকৃত্তাস্যকমলান্ নিবেদয় যমায় বৈ।
ভয়েম্বভয়দোঽস্মাকং নান্যোঽস্তি ভবতা বিনা ॥১৭
রাক্ষসান্ সমরে হৃষ্টান্ সানুবন্ধান্ মদোদ্ধতান্।
নুদ ত্বং নো ভয়ং দেব ! নীহারমিব ভাস্করঃ ॥১৮
ইত্যেবং দৈবতৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ।
অভয়ং ভয়দোঽরীণাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ ॥১৯
সুকেশং রাক্ষসং জানে ঈশানবরদর্পিতম্।
তাংশ্চাস্য তনয়ান্ জানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্ ॥২০
তানহং সমতিক্রান্তমর্য্যাদান্ রাক্ষসাধমান্।
নিহনিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ সুরা ভবত বিজ্বরাঃ ॥২১
ইত্যুক্তাস্তে সুরাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
যথাবাসং যযুর্হৃষ্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দনম্ ॥২২
বিবুধানাং সমুদ্‌যোগং মাল্যবাংস্তু নিশাচরঃ।
শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ বীরাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৩
অমরা ঋষয়শ্চৈব সঙ্গম্য কিল শঙ্করম্।
অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদং বচনমব্রুবন্ ॥২৪

হে মহর্ষিগণ! আপনারা এই উদ্যোগ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করুন। সেই প্রভুই ঐ অসুরগণকে বিনাশ করিবেন।১১

তারপর রাক্ষসভয়পীড়িত সেই দেবতা ও ঋষিগণ 'মহেশ্বরের জয়' ইত্যাদি রূপে জয় শব্দ দ্বারা মহেশ্বরকে অভিনন্দন জ্ঞাপনপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন।১২

শঙ্খ-চক্রধারী দেবনারায়ণকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া সুকেশতনয়গণের বিষয়ে ভীতভাব থাকায় সম্ভ্রান্তের ন্যায় এই কথা বলিতে লাগিলেন।১৩

দেব! রাক্ষস সুকেশের ত্রিবিধ অগ্নিতুল্য তেজস্বী তিনপুত্র বরদানের প্রভাবে আক্রমণ করিয়া আমাদিগের স্থান কাড়িয়া লইয়াছে।১৪

ত্রিকূটপর্বতের শিখরে স্থিত লঙ্কানামে এক দুর্গম নগরী আছে। রাক্ষসগণ সেখানে থাকিয়া আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে।১৫

হে মধুসূদন! আপনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সেই অসুরগণকে বধ করুন। দেবেশ্বর! আমরা আপনার শরণাগত, অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় দিন।১৬

আপনি চক্রদ্বারা সেই অসুরগণের বদনকমল ছিন্ন করত তাহা যমকে নিবেদন করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করুন। আপনি ব্যতীত আমাদিগকে অভয়দান করে, এমন কেহই নাই।১৭

দেব! সূর্য্য যেরূপ হিম নষ্ট করেন, সেইরূপ আপনি মদমত্ত ও সমরে হৃষ্ট সেই রাক্ষসগণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনষ্ট করুন।১৮

দেবতাগণ এইরূপ বলিলে শত্রুদিগের ভয়দাতা দেবদেব জনার্দ্দন দেবগণকে অভয়দান করত বলিলেন।১৯

আমি শঙ্করের বরে গর্বিত সুকেশ রাক্ষসকে জানি এবং মাল্যবান্ যাহাদের জ্যেষ্ঠ তাহার সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী সেই রাক্ষসাধমদিগকে সংহার করিব। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।২০-২১

সমস্ত (সব কিছুই) করিতে সমর্থ শ্রীবিষ্ণু এইরূপ বলিলে সকল দেবতাগণ (ও ঋষিগণ) হৃষ্ট হইয়া

সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোদ্ধতাঃ।
বাধন্তেঽস্মান্ সমুদ্দৃপ্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে ॥২৫
রাক্ষসৈরভিভূতাঃ স্মো ন শক্তাঃ স্ম প্রজাপতে।
স্বেষু সদ্মসু সংস্থাতুং ভয়াৎ তেষাং দুরাত্মনাম্ ॥২৬
তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংশ্চ ত্রিলোচন।
রাক্ষসান্ হুঙ্কৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর ॥২৭
ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যান্ধকসূদনঃ।
শিরঃ করঞ্চ ধুন্বান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২৮
অবধ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে।
মন্ত্রং তু বঃ প্রদাস্যামি যস্তান্ বৈ নিহনিষ্যতি ॥২৯
যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দনঃ।
হরির্নারায়ণঃ শ্রীমাঞ্ শরণং তং প্রপদ্যথ ॥৩০

হরাদবাপ্য তে মন্ত্রং কামারিমভিবাদ্য চ।
নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্বং ন্যবেদয়ন্ ॥৩১
ততো নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত নির্ভয়াঃ ॥৩২
দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ।
প্রতিজ্ঞাতো বধোঽস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্ষমম্ ॥৩৩
হিরণ্যকশিপোর্মৃত্যুরন্যেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
নমুচিঃ কালনেমিশ্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ ॥৩৪
রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোঽথ ধার্মিকঃ।
যমলার্জুনৌ চ হার্দিক্যঃ শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভকঃ ॥৩৫
অসুরা দানবাশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তেঽপরাজিতাঃ ॥৩৬

জনার্দনের গুণগান করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।২২

দেবতাগণের এই উদ্যোগ রাক্ষস মাল্যবান্ শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুই ভ্রাতাকে এই কথা বলিল।২৩

দেবতা ও ঋষিগণ আমাদের বধ কামনা করত শঙ্করের নিকট গিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।২৪

দেব! সুকেশের পুত্রগণ বরদানপ্রভাবে উদ্ধত হইয়া ও অত্যন্ত দৃপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত পদে পদে আমাদিগকে পীড়া দিতেছে।২৫

প্রজানাথ! রাক্ষসগণের নিকট হইতে পরাজিত হইয়া ঐ দুষ্টদিগের ভয়ে আমরা নিজ নিজ স্থানে থাকিতে পারিতেছি না।২৬

ত্রিলোচন! আপনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য ঐ রাক্ষসগণকে বধ করুন। হে দাহকগণশ্রেষ্ঠ! আপনি হুঙ্কারের দ্বারাই সেই রাক্ষসগণকে দগ্ধ করুন।২৭

দেবতাগণ এইরূপ বলিলে অন্ধকাসুরঘাতন শঙ্কর তাহা শুনিয়া (অস্বীকৃতিসূচক) মস্তক এবং হস্ত সঞ্চালন করত এই কথা বলিলেন।২৮

হে দেবগণ! সুকেশের পুত্রেরা যুদ্ধে আমার অবধ্য; কিন্তু এইরূপ পুরুষের নিকট যাইতে তোমাদিগকে পরামর্শ দিব, যিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন।২৯

যাঁহার হস্তে গদা ও চক্র বর্ত্তমান, যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি জনার্দন, হরি এবং শ্রীমান্ নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তোমরা তাহারই শরণ গ্রহণ কর।৩০

শিবের নিকট হইতে তাঁহারা এই মন্ত্রণা পাইয়া মদনদহন শিবকে অভিবাদন করত শ্রীনারায়ণের ভবনে গমনপূর্বক তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। তারপর নারায়ণ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি দেবশত্রু রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব। তোমরা নির্ভয় হও।৩১-৩২

হে শ্রেষ্ঠরাক্ষসদ্বয়! শ্রীহরি ভয়ভীত দেবগণসমীপে এইরূপে আমাদের বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা কর।৩৩

হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য দেবদ্রোহী দৈত্যগণের মৃত্যু এই বিষ্ণুর হাতেই হইয়াছে। নমুচি, কালনেমি বীরচূড়ামণি সংহ্রাদ, নানা মায়াধারী রাধেয়, ধর্মনিষ্ঠ লোকপাল, যমলার্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ এবং নিশুম্ভাদি শক্তিশালী ও তেজস্বী অসুর এবং দানবগণ সকলেই

সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বে মায়াবিদস্তথা।
সর্বে সর্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্বে শত্রুভয়ঙ্করাঃ ॥৩৭
নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা তু সর্বেষাং ক্ষমং কর্ত্তুমিহার্হথ ॥
দুঃখং নারায়ণং জেতুং যো নো হন্তুমিহেচ্ছতি ॥৩৮
ততঃ সুমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ।
ঊচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥৩৯
স্বধীতং দত্তমিষ্টঞ্চ ঐশ্বর্য্যং পরিপালিতম্।
আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং সুধর্মঃ স্থাপিতঃ পথি ॥৪০
দেবসাগরমক্ষোভ্যং শস্ত্রৈঃ সমবগাহ্য চ।
জিতা দ্বিষো হ্যপ্রতিমাস্তন্নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥৪১
নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি যমস্তথা।
অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্বে বিভ্যতি সর্বদা ॥৪২

বিষ্ণোর্দ্বেষস্য নাস্ত্যেব কারণং রাক্ষসেশ্বর।
দেবানামেব দোষেণ বিষ্ণোঃ প্রচলিতং মনঃ ॥৪৩
তস্মাদদ্যৈব সহিতাঃ সর্বেঽন্যোন্যসমাবৃতাঃ।
দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দোষঃ সমুত্থিতঃ ॥৪৪
এবং সম্মন্ত্র্য বলিনঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতাঃ।
উদ্যোগং ঘোষয়িত্বা তু সর্বে নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥৪৫
যুদ্ধায় নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জম্ভবৃত্রাদয়ো যথা।
ইতি তে রাম! সম্মন্ত্র্য সর্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ ॥৪৬
যুদ্ধায় নির্যযুঃ সর্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।
স্যন্দনৈর্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ করিসন্নিভৈঃ ॥৪৭
খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভুজঙ্গমৈঃ।
মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ ॥৪৮

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছে—তাহাদের পরাজয় হয় নাই এইরূপ কথা শুনিতে পাই না।৩৪-৩৬

ঐ দৈত্যগণ সকলে শত শত যজ্ঞ করিয়াছেন, সকলে মায়াভিজ্ঞ, সর্বশস্ত্রে নিপুণ শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর।৩৭

নারায়ণ ঐরূপ শত শত সহস্র সহস্র অসুরগণকে (অনায়াসে) বিনাশ করিয়াছেন—এই কথা জানিয়া আমাদের সকলের এখন যাহা করণীয়, তাহাই করিতে হইবে। যিনি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা অতি দুষ্কর কার্য্য।৩৮

অনন্তর সুমালী ও মালী এই দুই ভ্রাতা মাল্যবানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে অশ্বিনীকুমার-যুগলের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্‌কে বলিল।৩৯

(রাক্ষসরাজ!) আমরা স্বাধ্যায়, দান এবং যজ্ঞ করিয়াছি, ঐশ্বর্য্যের রক্ষা (ও তাহার উপভোগ) করিয়াছি, নীরোগ জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কর্ত্তব্যপথে উত্তম ধর্মের স্থাপনা করিয়াছি।৪০

(শুধু তাহা নহে,) আমরা নিজ নিজ অস্ত্রবলে দেবসেনারূপ অগাধসমুদ্রে প্রবেশ করত সেই অতুলনীয় শত্রুগণকে জয় করিয়াছি। সুতরাং আমাদের মৃত্যু হইতে কোন ভয় নাই।৪১

নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র এবং যমরাজ সকলেই আমাদের সম্মুখে থাকিতে সর্বদা ভীত হন।৪২

রাক্ষসেশ্বর! আমাদের উপর বিষ্ণুর দ্বেষের কোন কারণ থাকিতে পারে না (যেহেতু, আমরা তাঁহার নিকট কোন অপরাধ করি নাই।) কেবল দেবতাগণের নিকট আমরা অপরাধী থাকায় তাঁহাদের বাক্যে তিনি আমাদের উপর মনের স্থৈর্য্য হারাইয়াছেন।৪৩

সেইহেতু আমরা আজ হইতে সকলে একত্রে অবস্থান করত পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত থাকিয়া যাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের দোষ উত্থিত হইয়াছে অর্থাৎ যে দেবতাগণ আমাদের দোষের কথা শ্রীবিষ্ণুর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই দেবতাদিগকেই বধ করিতে চেষ্টা করিব।৪৪

এইরূপ মন্ত্রণা করত, বলবান্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সকলে যুদ্ধোত্তম ঘোষণাপূর্বক সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া জম্ভ ও বৃত্রাদির ন্যায় ক্রুদ্ধচিত্তে যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। হে রাম! এইরূপ তাহারা মন্ত্রণা করিয়া

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি ।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতাঃ সর্বে রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ॥৪৯
প্রযাতা দেবলোকায় যোদ্ধুং দৈবতশত্রবঃ ।
লঙ্কাবিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্যথ ॥৫০
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ ।
রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৫১
প্রযাতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ ।
রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ ॥৫২
[ভূতানি ভয়দর্শীনি বিষমস্থানি সর্বশঃ ॥]
ভৌমাশ্চৈবান্তরিক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ ।
উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুত্থিতাঃ ॥৫৩
অস্থীনি মেঘা ববৃষুরুষ্ণং শোণিতমেব চ ।
বেলাং সমুদ্রাশ্চোৎক্রান্তাশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ ॥৫৪
অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমস্বনাঃ ।
বাশ্যন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ ॥৫৫
সম্পতন্ত্যথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্ ।
গৃধ্রচক্রং মহচ্চাত্র প্রজ্বালোদ্গারিভির্মুখৈঃ ॥৫৬
রক্ষোগণস্যোপরিষ্টাৎ পরিভ্রমতি কালবৎ ।
কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিদ্রুতা যযুঃ ॥৫৭
কাকা বাশ্যন্তি তত্রৈব বিড়ালা বৈ দ্বিপাদয়ঃ ।
উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ ॥৫৮
যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ ।
মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ মালী চ সুমহাবলঃ ॥৫৯
পুরাসরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ।
মাল্যবন্তস্তু তে সর্বে মাল্যবন্তমিবাচলম্ ॥৬০
নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেবতাঃ ।
তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রাণাং মহাভ্রঘননাদিতম্ ॥৬১

সমস্ত উদ্যোগের সহিত সেই মহাবল ও বিশালদেহ রাক্ষসগণ সকলে যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল। বলগর্বিত দেবশত্রু ঐ রাক্ষসগণ সকলে রথ, হস্তী, হস্তিতুল্য অশ্ব, গাধা, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, গরুড়তুল্য পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, সৃমর ও চমর গণের সহিত যুক্ত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ করত যুদ্ধমানসে দেবলোকাভিমুখে প্রস্থান করিল। তখন যাহারা লঙ্কায় বাস করিতেছিল, সেই সকল প্রাণী (এবং গ্রামদেবতা) ভয়প্রদ নানাবিধ অমঙ্গলসূচক নিমিত্ত দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়া পড়িল। উত্তমরথে আরোহণপূর্বক শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস অতি যত্নের সহিত ত্বরিত গতিতে দেবলোকাভিমুখে যাইতে লাগিল। ঐ নগরের দেবতাগণও রাক্ষসদিগের মার্গ পরিহার করত চলিয়া যাইলেন।৪৫-৫২

সেই সময় কালের আজ্ঞায় পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষে (আকাশে) রাক্ষসগণের বিনাশসূচক অনেক ভয়ঙ্কর উৎপাত প্রকট হইতে লাগিল।৫৩

মেঘ অস্থি এবং উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিল ও পর্বতসকল সঞ্চালিত হইতে লাগিল।৫৪

ঘোরদর্শন শিবাগণ মেঘধ্বনিবৎ গভীর অট্টহাস্য করিতে করিতে কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।৫৫

পৃথ্বী আদি ভূতগণ ক্রমে ক্রমে পতিত হইতেছে ইহা দৃষ্টিগোচর হইল, বিশাল গৃধ্রসমূহ মুখ হইতে প্রজ্বলিত উল্কা উদ্গিরণ করত রাক্ষসগণের উপরিভাগে যমের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। পারাবত, তোতা পাখী ও সারিকাগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পলাইল। সেখানে কাক, বিড়াল ও হস্তী প্রভৃতি দ্বিপদ পশুসকল চীৎকার করিতে লাগিল। বলদর্পিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া ঐ সকল উৎপাত অগ্রাহ্য করত নিবৃত্ত না হইয়া যাইতে লাগিল। মাল্যবান্, সুমালী ও অতিশয় বলবান্ মালী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রাক্ষসদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে থাকিল। দেবতাগণ যেরূপ বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঐ রাক্ষসগণ মাল্যবান্ পর্বতের ন্যায় রাক্ষসপতি মাল্যবানের আশ্রয়

জয়েপ্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্ ।
রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তন্তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৬২

দেবদূতাদুপশ্রুত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ ।
স সজ্জায়ুধতূণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ ॥৬৩

আসাদ্য কবচং দিব্যং সহস্রার্কসমদ্যুতি ।
আবধ্য শরসম্পূর্ণে ইষুধী বিমলে তদা ॥৬৪

শ্রোণিসূত্রঞ্চ খড়্গঞ্চ বিমলং কমলেক্ষণঃ ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাংশ্চৈব বরায়ুধান্ ॥৬৫

সুপর্ণং গিরিসঙ্কাশং বৈনতেয়মথাস্থিতঃ ।
রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তূর্ণতরং প্রভুঃ ॥৬৬

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ ।
কাঞ্চনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িত্তোয়দো যথা ॥৬৭

স সিদ্ধদেবর্ষিমহোরগৈশ্চ
গন্ধর্বযক্ষৈরুপগীয়মানঃ ।
সমাসসাদাসুরসৈন্যশত্রু-
শ্চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশঙ্খপাণিঃ ॥৬৮

সুপর্ণপক্ষানিলনুন্নপক্ষং
ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্ ।
চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং
চলোপলং নীলমিবাচলাগ্রম্ ॥৬৯

ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরূষিতৈ-
র্যুগান্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ ।
নিশাচরাঃ সম্পরিবার্য্য মাধবং
বরায়ুধৈর্নির্বিভিদুঃ সহস্রশঃ ॥৭০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

লইল। রাক্ষসপতিগণের সেই সৈন্য মহান্ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে জয়েচ্ছু হইয়া মালীর বশে অবস্থানকরত দেবলোকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। প্রভু নারায়ণ দেবদূতের মুখে রাক্ষসগণের সেই উদ্যোগ শ্রবণ করত তখন যুদ্ধ করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। তিনি সহস্র সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ দিব্য কবচ ধারণ করত বাণপূর্ণ তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাণপূর্ণ ও নির্মল (চক্চকে) দুইটি (অতিরিক্ত) তূণীর (পৃথক্ ভাবে ধরিয়া রাখিলেন।) গ্রহণ করিলেন। কটিসূত্র বন্ধন করিলেন এবং খড়্গ ধারণ করিলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু ও খড়্গ আদি উত্তম শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সুন্দর পক্ষযুক্ত ও পর্বততুল্য বিশালদেহ গরুড়োপরি আরোহণ করত প্রভু নারায়ণ রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য দ্রুত গমন করিলেন।৫৬-৬৬

যেরূপ বিদ্যুৎসহিত মেঘ স্বর্ণপর্বতশৃঙ্গে স্থিত হইয়া (অপূর্ব) শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ শ্যামসুন্দর পীতবস্ত্রপারিধায়ী শ্রীহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।৬৭

সেই সময় সিদ্ধ, দেবর্ষি, মহাসর্প, গন্ধর্ব ও যক্ষগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। অসুরসৈন্যশত্রু এবং শঙ্খ, চক্র, অসি ও শার্ঙ্গায়ুধপাণি শ্রীহরি রাক্ষস সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইলেন।৬৮

গরুড়ের পক্ষবাতাঘাতে ঐ সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, তাহাদের রথের পতাকা ঘুরিতে লাগিল এবং হাত হইতে অস্ত্রসকল খসিয়া পড়িল। যেরূপ পর্বতের নীলশিখরাগ্র স্বীয় শিলাসকল দোলাইতে থাকে সেইরূপ গরুড়ের পক্ষবাতে রাক্ষসরাজের সৈন্যসকল কাঁপিতে লাগিল। রাক্ষসগণের অস্ত্রসমূহ তীক্ষ্ণ, রক্ত ও মাংসলিপ্ত এবং প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্ ছিল। রাক্ষসগণ মাধবকে চারিদিকে আবৃত করত সহস্র সহস্র উত্তম অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।৬৯-৭০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

[ভগবতা বিষ্ণুনা রাক্ষসানাং সংহারঃ, তেষাং ভয়াৎ পলায়নঞ্চ ।]

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জন্তো রাক্ষসাম্বুদাঃ ।
অর্দয়ন্তোঽস্ত্রবর্ষেণ বর্ষেণেবাদ্রিমম্বুদাঃ ॥১
শ্যামাবদাতস্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নক্তঞ্চরোত্তমৈঃ ।
বৃতোঽঞ্জনগিরীবায়ং বর্ষমাণৈঃ পয়োধরৈঃ ॥২
শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পাবকম্ ।
যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥৩
তথা রক্ষোধনুর্মুক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ ।
হরিং বিশন্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্য্যয়ে ॥৪
স্যন্দনৈঃ স্যন্দনগতা গজেন্দ্রৈশ্চ গজমূর্ধগাঃ ।
অশ্বারোহাস্তথাশ্বৈশ্চ পাদাতাশ্চাম্বরে স্থিতাঃ ॥৫
রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ ।
নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্ ॥৬
নিশাচরৈস্তাড্যমানো মীনৈরিব মহোদধিঃ ।
শার্ঙ্গমায়ম্য দুর্ধর্ষো রাক্ষসেভ্যোঽসৃজচ্ছরান্ ॥৭
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বজ্রকল্পৈর্মনোজবৈঃ ।
চিচ্ছেদ বিষ্ণুর্নিশিতৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৮
বিদ্রাব্য শরবর্ষেণ বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতম্ ।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ ॥৯
সোঽম্বুজো হরিণা ধ্মাতঃ সর্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্ ।
ররাস ভীমনির্হ্রাদস্ত্রৈলোক্যং ব্যথয়ন্নিব ॥১০

সপ্তম সর্গ

[ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক রাক্ষসগণের সংহার ও পলায়ন ।]

যেরূপ মেঘ বর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আপ্লাবিত করে, সেইরূপ রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ গর্জ্জন করিতে করিতে অস্ত্ররূপ জল বর্ষণ দ্বারা নারায়ণরূপ পর্ব্বতকে পীড়িত করিতে লাগিল ।১

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণসুশোভিত এবং অস্ত্রবর্ষণকারী ঐ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ নীলবর্ণ ছিল, ইহাতে মনে হইতেছিল—অঞ্জন পর্ব্বতের চতুর্দিকে ঘিরিয়া মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে ।২

যেরূপ টিট্টিভ আদি কীটগণ ধান্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে, মশক আদি পতঙ্গগণ অগ্নিতে, মক্ষিকাগণ অমৃত (মধু) পূর্ণ ঘটে ও মকর সমুদ্রে (মৃত্যুরই জন্য) প্রবেশ করে, সেইরূপ রাক্ষসগণের ধনু হইতে মুক্ত হইয়া বজ্র, বায়ু ও মনতুল্য বেগগামী বাণসমূহ প্রলয়কালীন লোকসমূহের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল ।৩-৪

রথোপরিস্থিত যোদ্ধা রথের সহিত, গজমস্তকস্থিত যোদ্ধবেশী মাহুত গজের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বের সহিত এবং পদাতিসমূহ আকাশেই অবস্থান করিতে লাগিল ।৫

পর্ব্বততুল্য বিশাল শরীরধারী সেই রাক্ষসরাজগণ বিষ্ণুর চতুর্দিকে এইরূপভাবে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর ও বাণসমূহের বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে দ্বিজ যেরূপ প্রাণায়ামকালীন (কুম্ভক সময়ে) শ্বাস রোধ করিয়া অবস্থান করেন, সেইরূপ বিষ্ণুকেও শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় দিল না ।৬

যেরূপ মীনগণ মহাসাগরকে তাড়িত করে, সেইরূপ রাক্ষসগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া শ্রীবিষ্ণু শার্ঙ্গধনুতে জ্যাযুক্ত করত রাক্ষসদিগের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৭

ধনু হইতে পূর্ণরূপে গুণ টানিয়া নিক্ষিপ্ত, মানসতুল্য বেগগামী এবং তীক্ষ্ণ ও বজ্রসদৃশ বাণসমূহদ্বারা শ্রীবিষ্ণু শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ।৮

যেরূপ বায়ু (বাদল) বর্ষাকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ বাণবর্ষণে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু পাঞ্চজন্যনামক মহান্ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ।৯

শঙ্খরাজরবঃ সোঽথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্।
মৃগরাজ ইবারণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥১১

ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ কুঞ্জরাভবন্।
স্যন্দনেভ্যশ্চ্যুতা বীরাঃ শঙ্খরাবিতদুর্বলাঃ ॥১২

শার্ঙ্গচাপবিনির্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ।
বিদার্য্য তানি রক্ষাংসি সুপুঙ্খা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্ ॥১৩

ভিদ্যমানাঃ শরৈঃ সংখ্যে নারায়ণকরচ্যুতৈঃ।
নিপেতু রাক্ষসা ভূমৌ শৈলা বজ্রহতা ইব ॥১৪

ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি।
অসৃক্ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণধারা ইবাচলাঃ ॥১৫

শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবস্তথা।
রাক্ষসানাং রবাংশ্চাপি গ্রসতে বৈষ্ণবো রবঃ ॥১৬

তেষাং শিরোধরান্ ধূতাঞ্ছরধ্বজধনূংষি চ।
রথান্ পতাকাস্তূণীরাংশ্চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ ॥১৭

সূর্য্যাদিব করা ঘোরা বার্য্যোঘা ইব সাগরাৎ।
পর্বতাদিব নাগেন্দ্রা ধারৌঘা ইব চাম্বুদাৎ ॥১৮

তথা শার্ঙ্গবিনির্মুক্তাঃ শরা নারায়ণেরিতাঃ।
নির্ধাবন্তীষবস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৯

শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা।
দ্বিরদেন যথা ব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রেণ দ্বীপিনো যথা ॥২০

দ্বীপিনেব যথা শ্বানঃ শুনা মার্জারকো যথা।
মার্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথাখবঃ ॥২১

তথা তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দ্রবন্তি দ্রাবিতাশ্চান্যে শায়িতাশ্চ মহীতলে ॥২২

সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির দ্বারা (কেহ বলেন—সকলের প্রাণরূপী শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক) বাদিত হইয়া জলজাত ঐ শঙ্খরাজ ভয়ঙ্কর শব্দে যেন তিন লোক ব্যথিত করত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।১০

যেরূপ মৃগরাজ (সিংহ) অরণ্যে মদমত্ত হস্তিগণকে সন্ত্রাসিত করে, সেইরূপ শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি রাক্ষসদিগকে সন্ত্রাসিত করিল।১১

শঙ্খধ্বনিতে দুর্ব্বল হইয়া অশ্বগণ রণভূমিতে অবস্থান করিতে পারিল না, হস্তিগণের মদ ক্ষরিত হইয়া পড়িল, এবং বীরবৃন্দ রথ হইতে নিপতিত হইয়া যাইল।১২

(শ্রীহরির) সুন্দর পুঙ্খযুক্ত বাণসমূহের অগ্রভাগ বজ্রতুল্য কঠিন, ঐ সকল বাণ শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া রাক্ষসদিগকে বিদীর্ণ করত পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।১৩

যুদ্ধে শ্রীনারায়ণের হস্তচ্যুত বাণদ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া রাক্ষসগণ বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল।১৪

পর্ব্বত যেরূপ স্বর্ণধারা মিশ্রিত জল প্রস্রবণ করে, সেইরূপ বিষ্ণুচক্রাঘাতে উৎপন্ন ক্ষতসমূহ শত্রুরাক্ষসগণের গাত্র হইতে রক্তধারা প্রস্রবণ করিতে লাগিল।১৫

শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি, শার্ঙ্গধনুর টঙ্কার এবং বিষ্ণুর গর্জন রাক্ষসদিগের কোলাহল দাবাইয়া রাখিল।১৬

শ্রীহরি বাণদ্বারা রাক্ষসদের কম্পিত মস্তক, বাণ, ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা ও তূণীরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৭

যেরূপ সূর্য্য হইতে কিরণ, সাগর হইতে জলপ্রবাহ, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইতে সর্পগণ এবং মেঘ হইতে বারিধারা প্রকটিত হয়, সেইরূপ নারায়ণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র বাণসমূহ ত্বরিত গতিতে ধাবিত হইতে লাগিল।১৮-১৯

যেরূপ শরভ দ্বারা সিংহ, সিংহ দ্বারা হস্তী, হস্তী দ্বারা ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র দ্বারা চিতাবাঘ, চিতাবাঘ দ্বারা কুকুর, কুকুর দ্বারা বিড়াল, বিড়াল দ্বারা সর্প এবং সর্প দ্বারা ইন্দুর ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ প্রভাবশালী বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই সকল রাক্ষস ভয়ে পলাইতে লাগিল। পলায়নকালে কেহ কেহ (শ্বাসরোধপ্রায় হইয়া) ধরাশায়ী হইয়া পড়িল।২০-২২

রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ।
বারিজং পূরয়ামাস তোয়দং সুররাড়িব ॥২৩
নারায়ণশরত্রস্তং শঙ্খনাদসুবিহ্বলম্।
যযৌ লঙ্কামভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্ ॥২৪
সমগ্রে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে।
সুমালী শরবর্ষেণ নিববার রণে হরিম্ ॥২৫
স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্।
রাক্ষসাঃ সত্ত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্য্যং সমাদধুঃ ॥২৬
অথ সোঽভ্যপতদ্ রোষাদ্ রাক্ষসো বলদর্পিতঃ।
মহানাদং প্রকুর্বাণো রাক্ষসান্ জীবয়ন্নিব ॥২৭
উৎক্ষিপ্য লম্বাভরণং ধুন্বন্ করমিব দ্বিপঃ।
ররাস রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িত্তোয়দো যথা ॥২৮
সুমালের্নর্দতস্তস্য শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
চিচ্ছেদ যন্তুরশ্বাশ্চ ভ্রান্তাস্তস্য তু রক্ষসঃ ॥২৯
তৈরশ্বৈর্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈঃ সুমালী রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াশ্বৈঃ পরিভ্রান্তৈর্ধৃতিহীনো যথা নরঃ ॥৩০
ততো বিষ্ণুং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে।
হৃতে সুমালেরশ্বৈশ্চ রথে বিষ্ণুরথং প্রতি ॥৩১
মালী চাভ্যদ্রবদ্ যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
মালের্ধনুশ্চ্যুতা বাণাঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ ॥৩২
বিবিশুর্হরিমাসাদ্য ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব।
অর্দ্যমানঃ শরৈঃ সোঽথ মালিমুক্তৈঃ সহস্রশঃ ॥৩৩
চুক্ষুভে ন রণে বিষ্ণুর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ।
অথ মৌর্বীস্বনং শ্রুত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥৩৪
মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সসর্জাসিগদাধরঃ।
তে মালিদেহমাসাদ্য বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ ॥৩৫
পিবন্তি রুধিরং তস্য নাগা ইব সুধারসম্।
মালিনং বিমুখং কৃত্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥৩৬

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মেঘকে জল দ্বারা পূর্ণ করেন, সেইরূপ শ্রীমধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্যের গম্ভীর ধ্বনি দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।২৩

শ্রীনারায়ণের বাণে ভীত এবং শঙ্খধ্বনিতে ব্যাকুলিত রাক্ষসসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কা অভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল।২৪

শ্রীনারায়ণের বাণে আহত হইয়া রাক্ষসসেনাগণ ভগ্ন হইলে যুদ্ধস্থলে সুমালী বাণবর্ষণ করত শ্রীহরিকে নিবারিত করিল।২৫

যেরূপ নীহার (হিম—কুয়াসা) সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ সুমালী শ্রীহরিকে (বাণদ্বারা) আচ্ছাদিত করিল। তাহাতে শক্তিশালী রাক্ষসগণ পুনরায় ধৈর্য্যধারণ করিল।২৬

বলগর্বিত সেই রাক্ষস রোষভরে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে যেন রাক্ষসদিগের জীবন সঞ্চার করিয়া শ্রীহরিকে আক্রমণ করিল।২৭

হস্তী যেমন শুণ্ড উত্তোলন করত হেলাইতে থাকে সেইরূপ ঐ রাক্ষস লম্বমান আভরণে ভূষিত হস্ত উত্তোলন করত কাঁপাইতে থাকিলে বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।২৮

শ্রীনারায়ণ গর্জনকারী সুমালীর সারথির কুণ্ডল-শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া দিলে, সেই রাক্ষসের অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল।২৯

যেরূপ অজিতেন্দ্রিয় মানুষ ইতস্ততো বিষয়ের দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিজেও ধাবিত হয়, সেইরূপ রাক্ষসেশ্বর সুমালীও ভ্রান্ত অশ্বগণের সহিত চতুর্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।৩০

যখন অশ্বসকল রণভূমিতে সুমালির রথকে এদিক ওদিক লইয়া দৌড়াইতে ছিল, তখন মালী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া সশর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরথ অর্থাৎ গরুড়ের দিকে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধনিরত মহাবাহু বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল। মালীর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণসকল পক্ষিগণের ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে (পর্ব্বতগুহায়) প্রবেশের ন্যায় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশ করিতে থাকিল। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেরূপ মানসিক ব্যথাতে

মালিমৌলিং ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ ।
বিরথস্তু গদাং গৃহ্য মালী নক্তঞ্চরোত্তমঃ ॥৩৭
আপুপ্লুবে গদাপাণির্গিৰ্য্যগ্রাদিব কেসরী ।
গদয়া গরুড়েশানমীশানমিব চান্তকঃ ॥৩৮
ললাটদেশেঽভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্রো যথাচলম্ ।
গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভৃশম্ ॥৩৯
রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ ।
পরাঙ্মুখে কৃতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ ॥৪০
উদতিষ্ঠন্মহান্ শব্দো রক্ষসামভিনৰ্দতাম্ ।
রক্ষসাং রুবতাং রাবং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ ॥৪১
তির্য্যগাস্থায় সংক্রুদ্ধঃ পক্ষীশে ভগবান্ হরিঃ ।
পরাঙ্মুখোঽপ্যুৎসসর্জ মালেশ্চক্রং জিঘাংসয়া ॥৪২

তৎসূৰ্য্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্নভঃ ।
কালচক্রনিভং চক্রং মালেঃ শীর্ষমপাতয়ৎ ॥৪৩
তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রোৎকৃত্তং বিভীষণম্ ।
পপাত রুধিরোদ্গারি পুরা রাহুশিরো যথা ॥৪৪
ততঃ সুরৈঃ সম্প্রহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ ।
সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ ॥৪৫
মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মাল্যবানপি ।
সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কামেব প্রধাবিতৌ ॥৪৬
গরুড়স্তু সমাশ্বস্তঃ সন্নিবৃত্য যথা পুরা ।
রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ ॥৪৭
চক্রকৃত্তাস্যকমলা গদাসঞ্চূর্ণিতোরসঃ ।
লাঙ্গলগ্লপিতগ্রীবা মুসলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ॥৪৮

বিচলিত হন না, সেইরূপ যুদ্ধে শ্রীবিষ্ণু মালিমুক্ত সহস্র সহস্র বাণে পীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ হইলেন না। তারপর ধনুষ্টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করত অসি ও গদাধারী ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু (স্বীয় শার্ঙ্গধনু গ্রহণ পূর্ব্বক) বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সর্প যেমন সুধারস পান করে, সেইরূপ বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য কান্তিমান্ শ্রীহরির সেই বাণসকল মালীর দেহে প্রবেশ করত শোণিত পান করিতে লাগিল। শঙ্খ চক্র-গদাধারী শ্রীভগবান্ মালীকে বিমুখ করিয়া অর্থাৎ ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলাইতে দেখিয়া তাহার মুকুট, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিলেন। রাক্ষসোত্তম মালী বিরথ হইয়া গদা গ্রহণ করিল এবং পর্ব্বত শিখর হইতে সিংহের নিম্নে অবতরণের ন্যায় গদাপাণি মালী রথ হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। যেরূপ যমরাজ শিবের উপর গদার এবং ইন্দ্র পর্ব্বতের উপর বজ্রের প্রহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মালী গদাদ্বারা পক্ষিরাজ গরুড়ের ললাটে আঘাত করিল। সেই মালীর গদাঘাতে অত্যন্ত আহত গরুড় বেদনায় ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শ্রীবিষ্ণুকে পরাঙ্মুখ করিলেন। মালী গরুড়ের সহিত শ্রীবিষ্ণুকে পরাঙ্মুখ করিলে গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের মহান্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দকারী রাক্ষসদিগের সেই গর্জনশব্দ শ্রবণ করত ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে তির্য্যগ্‌ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক মালীর বধকামনায় স্বীয় সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন।৩১-৪২

সূৰ্য্যমণ্ডলসদৃশপ্রদীপ্ত কালচক্রের ন্যায় ঐ চক্র স্বীয় প্রভায় আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া মালীর মস্তকে নিপতিত হইল। চক্রচ্ছিন্ন রাক্ষসরাজ মালীর সেই ভয়ঙ্কর মস্তক পূর্ব্বকালে কর্ত্তিত রাহুর মস্তকসদৃশ রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল।৪৩-৪৪

তারপর (অর্থাৎ মালীর মৃত্যুর পর) দেবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সাধু, দেব! (ভগবন্!) সাধু,—এই কথা বলিয়া সমস্ত প্রাণশক্তিদ্বারা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মালীকে নিহত দেখিয়া শোকপীড়িত সুমালী ও মাল্যবান্ সসৈন্যে লঙ্কা অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৫-৪৬

এই সময় গরুড় আশ্বস্ত এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কোপবশতঃ পক্ষবাত দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল।৪৭

কতকগুলি রাক্ষসের মুখকমল চক্রদ্বারা ছিন্ন হইল,

কেচিচ্ছেবাসিনা ছিন্নাস্তথান্যে শরতাড়িতাঃ।
নিপেতুরম্বরাৎ তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাম্ভসি ॥৪৯

নারায়ণোঽপীষুবরাশনীভি-
বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ।
নক্তঞ্চরান্ ধূতবিমুক্তকেশান্
যথাশনীভিঃ সতড়িন্মহাভ্রঃ ॥৫০

ভিন্নাতপত্রং পতমানশস্ত্রং
শরৈরপধ্বস্তবিনীতবেশম্।
বিনিঃসৃতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং
বলং তদুন্মত্ততরং বভূব ॥৫১

সিংহার্দিতানামিব কুঞ্জরাণাং
নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্।
রবাশ্চ বেগাশ্চ সমং বভূবুঃ
পুরাণসিংহেন বিমর্দিতানাম্ ॥৫২

তে বার্য্যমাণা হরিবাণজালৈঃ
স্ববাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ।
ধাবন্তি নক্তঞ্চরকালমেঘা
বায়ুপ্রণুন্না ইব কালমেঘাঃ ॥৫৩

চক্রপ্রহারৈর্বিনিকৃত্তশীর্ষাঃ
সঞ্চূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ।
অসিপ্রহারৈর্দ্বিবিধা বিভিন্নাঃ
পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ ॥৫৪

বিলম্বমানৈর্মণিহারকুণ্ডলৈ-
র্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ।
নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং
নিপাত্যমানৈরিব নীলপর্বতৈঃ ॥৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

কতকগুলির বক্ষ গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইল, কতগুলির গ্রীবা হলদ্বারা প্লপিত (থেত্‌রে যাওয়া) হইল এবং কতগুলি রাক্ষসের মস্তক মুসলাঘাতে ভিন্ন হইয়া যাইল। কেহ কেহ অসি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অপর বহু রাক্ষস বাণপীড়িত হইয়া অতি শীঘ্র আকাশমার্গ হইতে সমুদ্র জলে নিপতিত হইতে লাগিল।৪৮-৪৯

নারায়ণও নিজ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠ বাণ ও অশনি সমূহ দ্বারা রাক্ষসগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় নিশাচরগণের কেশ মুক্ত হইয়া (বায়ু দ্বারা) আকাশে উড়িতেছিল। তখন পীতাম্বরধারী শ্রীভগবান্ শ্যামসুন্দর বিদ্যুন্মালামণ্ডিত মহামেঘসদৃশ সুন্দর শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৫০

বাণে রাক্ষসসৈন্যদিগের ছাতা কাটিয়া গিয়াছিল, অস্ত্র সকল পতিত হইয়া পড়িয়াছিল, সৌম্যবেষ দূরীভূত হইয়াছিল, অন্ত্রসকল বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং সকলেরই চক্ষু ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সেই রাক্ষসসৈন্যগণকে অতিশয় উন্মত্ত বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। যেরূপ সিংহদ্বারা পীড়িত হইয়া হস্তিগণের (ভয়ার্ত্ত) চীৎকার ও বেগ একই সঙ্গে প্রকটিত হয়, পুরাণপ্রসিদ্ধ নৃসিংহরূপী শ্রীভগবান্ রাক্ষসরূপ কুঞ্জরগণকে বিমর্দিত করিলে, তাহাদিগেরও সেইরূপ চীৎকার ও বেগ একই সঙ্গে উত্থিত হইতে লাগিল।৫১-৫২

যেরূপ বর্ষাকালীন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ শ্রীহরির বাণজালে নিবারিত হইয়া রাক্ষসগণরূপ মেঘসমূহ নিজ নিজ অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে লাগিল।৫৩

চক্রের প্রহারে রাক্ষসগণের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইল, গদাপ্রহারে তাহাদের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল এবং অসির আঘাতে তাহারা দ্বিধাকৃত হইল। তখন সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে থাকিল।৫৪

লম্বমান মণিহার ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত নীলমেঘ সদৃশ ঐ রাক্ষসগণ নিপাতিত নীলপর্বতের ন্যায় ভূতল পূর্ণ করিয়া পতিত হইয়াছে—দেখা যাইতে লাগিল।৫৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

[মাল্যবতো যুদ্ধম্, তস্য পরাজয়ঃ, সুমাল্যাদিরাক্ষসানাং রসাতলে প্রবেশশ্চ ।]

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ ।
মাল্যবান্ সন্নিবৃত্তোঽথ বেলামেত্য ইবার্ণবঃ ॥১
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাচ্চলন্মৌলিনিশাচরঃ ।
পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পুরুষোত্তমম্ ॥২
নারায়ণ ! ন জানীষে ক্ষাত্রধর্মং পুরাতনম্ ।
অযুদ্ধমনসো ভীতানস্মান্ হংসি যথেতরঃ ॥৩
পরাঙ্মুখবধং পাপং যঃ করোতি সুরেশ্বর ।
স হন্তা ন গতঃ স্বর্গং লভতে পুণ্যকর্মণাম্ ॥৪
যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেঽস্তি শঙ্খচক্রগদাধর ।
অহং স্থিতোঽস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যত্তব ॥৫

মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।
উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী ॥৬
যুষ্মত্তো ভয়ভীতানাং দেবানাং বৈ ময়াঽভয়ম্ ।
রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুপাল্যতে ॥৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্য্যং দেবানাং হি সদা ময়া ।
সোঽহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি ॥৮
দেবদেবং ব্রুবাণং তং রক্তাম্বুরুহলোচনম্ ।
শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ভুজান্তরে ॥৯
মাল্যবদ্ভুজনির্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা ।
হরেরুরসি বভ্রাজ মেঘস্থেব শতহ্রদা ॥১০

অষ্টম সর্গ

[মাল্যবানের যুদ্ধ ও পরাজয়, সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণের রসাতলে প্রবেশ ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন ।) পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক (পলায়নপরায়ণ সৈন্যদিগের) পশ্চাদ্ ভাগ হইতে তাহাদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া মাল্যবান্ সমুদ্র যেরূপ বেলাভূমিতে যাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ নিবৃত্ত হইল ।১

ক্রোধে তাহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং মস্তকের মুকুট কাঁপিতে লাগিল । ঐ রাক্ষস পুরুষোত্তম পদ্মনাভকে এই কথা বলিল ।২

হে নারায়ণ ! তুমি পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম জান না, সেইজন্য সাধারণ মানুষের ন্যায় তুমি যুদ্ধ করিতে অনভিলাষী ও ভীত আমাদিগকে বধ করিতেছ ।৩

সুরেশ্বর ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ শত্রুকে বিনাশরূপ পাপকর্ম করে, সেই ঘাতক মৃত্যুর পর পুণ্যকর্মকারিগণের লভ্য স্বর্গে গমন করিতে পারে না ।৪

হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারিন্ ! যদি তোমার যুদ্ধে অভিরুচি থাকে, তাহা হইলে এই দাঁড়াইলাম । দেখাও, তোমার কত শক্তি আছে ?৫

মাল্যবান্‌পর্বতের ন্যায় স্থিত রাক্ষসরাজ সেই মাল্যবান্‌কে ইন্দ্রের অনুজ (ছোট) ভ্রাতা বলশালী বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন ।৬

তোমাদের (রাক্ষসদের) নিকট হইতে ভয়ভীত দেবতাগণকে আমি 'রাক্ষসদের বিনাশ করিব' এইরূপ অভয় দান করিয়াছিলাম, সেইজন্য ঐ প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিতেছি ।৭

নিজের প্রাণ দিয়াও আমার সর্বদা দেবতাগণের প্রিয় কার্য্য করা উচিত, এইহেতু তোমরা যদি রসাতলে পলায়ন কর, তথাপি তোমাদিগকে বিনাশ করিব ।৮

রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় নয়নসম্পন্ন দেবাদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতে থাকিলে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তি অস্ত্রদ্বারা আঘাত করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল ।৯

মাল্যমানের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘণ্টার ন্যায় শব্দকারিণী ঐ শক্তি শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে সংসক্ত

ততস্তামেব চোৎকৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ।
মাল্যবন্তং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥১১
স্কন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা।
কাঙ্ক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়ান্মহোল্কেবাঞ্জনাচলম্ ॥১২
সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভারাবভাসিতে।
আপতদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূট ইবাশনিঃ ॥১৩
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রাবিশদ্ বিপুলং তমঃ।
মাল্যবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৪
ততঃ কালায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্।
প্রগৃহ্যাভ্যহনদ্ দেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্ ॥১৫
তথৈব রণরক্তস্তু মুষ্টিনা বাসবানুজম্।
তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ ॥১৬

ততোঽম্বরে মহাঞ্শব্দঃ সাধুসাধ্বিতি চোত্থিতঃ।
আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ং চাপ্যতাড়য়ৎ ॥১৭
বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্।
ব্যপোহদ্ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচয়ং যথা ॥১৮
দ্বিজেন্দ্রপক্ষবাতেন দ্রাবিতং দৃশ্য পূর্বজম্।
সুমালী স্ববলৈঃ সার্ধং লঙ্কামভিমুখো যযৌ ॥১৯
পক্ষবাতবলোদ্ধূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ।
স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লঙ্কাং হ্রিয়া বৃতঃ ॥২০
এবং তে রাক্ষসা রাম! হরিণা কমলেক্ষণ।
বহুশঃ সংযুগে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ ॥২১
অশক্নুবন্তস্তে বিষ্ণুং প্রতিযোদ্ধুং বলার্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতা বস্তুং পাতালং সহপত্নয়ঃ ॥২২

হইয়া মেঘস্থিত সৌদামনীসদৃশ শোভা পাইতে লাগিল।১০

অনন্তর শক্তিধর কার্তিকেয়ের প্রিয়, কমলনয়ন শ্রীবিষ্ণু সেই শক্তিকে বক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়া মাল্যবানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল।১১

স্কন্দ (কার্তিক) নিক্ষিপ্ত শক্তিসদৃশ গোবিন্দের হস্তনির্মুক্ত সেই শক্তি যেরূপ মহোল্কা অঞ্জনপর্বতে নিপতিত হয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষসকে কামনা করিয়া তাহার অভিমুখে যাইতে লাগিল।১২

যেরূপ বজ্র পর্বত শিখরে পতিত হয়, সেইরূপ ঐ শক্তি হারভারে প্রকাশিত রাক্ষসরাজের সেই বিশাল বক্ষে পতিত হইল।১৩

ঐ শক্তিতে মাল্যবানের কবচছিন্ন হইয়া যাইল এবং সে গভীর মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইল। কিন্তু কিয়ৎকালের পর মাল্যবান্ আশ্বস্ত হইয়া পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল।১৪

মাল্যবান্ তারপর কৃষ্ণবর্ণ লৌহ নির্মিত ও বহু কণ্টকদ্বারা বেষ্টিত এক শূল গ্রহণ করত দুই স্তনের মধ্যভাগে দৃঢ়তার সহিত শ্রীবিষ্ণুকে আঘাত করিল।১৫

এইরূপে ঐ যুদ্ধপ্রেমী রাক্ষস ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা বিষ্ণুকে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া একধনুপ্রমাণস্থান পর্য্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিল।১৬

ঐ সময়ে আকাশে রাক্ষসদিগের মহান্ হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল। তাহারা মাল্যবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—উত্তম, উত্তম! রাক্ষস বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কে প্রহার করিল।১৭

তাহাতে বিনতানন্দন গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বায়ু যেরূপ শুষ্ক পত্রসকল উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ স্বীয় পক্ষবাতে ঐ রাক্ষসকে উড়াইয়া দিল।১৮

নিজের বড় ভাইকে ঐভাবে পক্ষিরাজ গরুড়ের পক্ষবাতে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া সুমালী স্বসৈন্যগণের সহিত লঙ্কা অভিমুখে চলিয়া যাইল।১৯

গরুড়ের পক্ষবাতবলে উড়িয়া যাইয়া রাক্ষস মাল্যবান্ লজ্জিতান্তঃকরণে নিজ সৈন্যগণের সহিত লঙ্কা অভিমুখে গমন করিল।২০

কমলনয়ন রাম! এইরূপে ঐ রাক্ষসগণের সহিত শ্রীহরির বহুবার যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ঐ রাক্ষসগণের প্রধান প্রধান নায়কগণ নিহত হওয়ায় তাহারা এইভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া যায়।২১

শ্রীবিষ্ণুর বলপীড়িত হইয়া রাক্ষসগণ তাঁহার সহিত

সুমালিনং সমাসাদ্য রাক্ষসং রঘুসত্তম ।
স্থিতাঃ প্রখ্যাতবীর্য্যাস্তে বংশে সালকটঙ্কটে ॥২৩
যে ত্বয়া নিহতাস্তে তু পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ ।
সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ ॥
সর্ব এতে মহাভাগা রাবণাদ্ বলবত্তরাঃ ॥২৪
ন চান্যো রাক্ষসান্ হন্তা সুরারীন্ দেবকণ্টকান্ ।
ঋতে নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥২৫
ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্বাহুঃ সনাতনঃ ।
রাক্ষসান্ হন্তুমুৎপন্নো হ্যজয্যঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥২৬
নষ্টধর্মব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ ।
উৎপদ্যতে দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ ॥২৭

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানা
মুৎপত্তিরদ্য কথিতা সকলা যথাবৎ ।
ভূয়ো নিবোধ রঘুসত্তম রাবণস্য
জন্মপ্রভাবমতুলং সসুতস্য সর্বম্ ॥২৮
চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্ রসাতলং
স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়ার্দিতস্তদা ।
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী
ততস্তু লঙ্কামবসদ্ ধনেশ্বরঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

আর যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সেইজন্য তাহারা নিজ নিজ পত্নীর সহিত লঙ্কা ত্যাগ করত পাতালে বাস করিবার জন্য গমন করিল ।২২

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ঐ প্রখ্যাতবীর্য্য রাক্ষসগণ সালকটঙ্কট-বংশে বিদ্যমান সুমালীর আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতে লাগিল ।২৩

হে রাম! তুমি যে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহারা হইল পুলস্ত্যবংশসম্ভূত। সুমালী, মাল্যবান্ ও মালী এই সকল রাক্ষসগণ যাহাদের প্রধান, সেই মহাভাগ রাক্ষসগণ রাবণ হইতে অধিক বলশালী ।২৪

দেবতাদিগের কণ্টকস্বরূপ দেবদ্রোহী ঐ রাক্ষসগণকে নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইতনা ।২৫

আপনি চতুর্ভুজধারী সনাতন দেব নারায়ণ, আপনাকে কেহ জয় করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি অবিনাশী প্রভু, রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ।২৬

আপনি প্রজাগণের স্রষ্টা এবং শরণাগতবৎসল। যখন ধর্মব্যবস্থা ধ্বংস করিতে দস্যুগণ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আপনিও অবতীর্ণ হন ।২৭

হে নরপতে! এই আমি রাক্ষসগণের উৎপত্তির বিবরণ যথাযথভাবে আপনার নিকট কীর্তন করিলাম। রঘুবংশশ্রেষ্ঠ! পুনরায় রাবণ ও তাহার পুত্রগণের উৎপত্তি ও অনুপম প্রভাবের কথা শ্রবণ করুন ।২৮

শ্রীবিষ্ণুর ভয়পীড়িত বলবান্ রাক্ষস সুমালী অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বীয় পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত রসাতলে বিচরণ করিতেছিল। তারপর ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় গমন করত বাস করিতে লাগিলেন ।২৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[রাবণাদীনামুৎপত্তিঃ, তপশ্চরণায় গোকর্ণাশ্রমে গমনঞ্চ ।]

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ।
রসাতলান্মর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ ॥১
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।
কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্ ॥২
রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে ।
তদাপশ্যৎ স গচ্ছন্তং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্ ॥৩
গচ্ছন্তং পিতরং দ্রষ্টুং পুলস্ত্যতনয়ং বিভুম্ ।
তং দৃষ্ট্বামরসঙ্কাশং গচ্ছন্তং পাবকোপমম্ ॥৪
রসাতলং প্রবিষ্টঃ সন্মর্ত্যলোকাৎ সবিস্ময়ঃ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামতিঃ ॥৫
কিং কৃত্বা শ্রেয় ইত্যেবং বর্ধেমহি কথং বয়ম্ ।
অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ ॥৬
পুত্রি প্রদানকালোঽয়ং যৌবনং ব্যতিবর্ততে ।
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈঃ পরিগৃহ্যসে ॥৭
ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্বে যন্ত্রিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ ।
ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীঃ সাক্ষাদিব পুত্রিকে ॥৮
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ।
ন জ্ঞায়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যকে ॥৯
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীয়তে ।
কুলত্রয়ং সদা কন্যাং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি ॥১০
সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্ ।
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥১১
ঈদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ ।
তেজসা ভাস্করসমো তাদৃশোঽয়ং ধনেশ্বরঃ ॥১২

নবম সর্গ

[রাবণপ্রভৃতির জন্ম এবং তপস্যার জন্য গোকর্ণ আশ্রমে গমন ।]

কিয়ৎকালের পর নীলমেঘতুল্য বর্ণবিশিষ্ট এবং তপ্তস্বর্ণনির্মিত কুণ্ডলধারী রাক্ষস সুমালী পদ্মের ন্যায় সুন্দরী স্বীয় কন্যাকে লইয়া রসাতল হইতে মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল ।১-২

সেইসময় ভূতলে বিচরণকারী রাক্ষসরাজ সুমালী অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং দেবতুল্য শোভাধারণকারী ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিতে পাইল। তখন কুবের নিজ পিতা পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবাকে দর্শন করিবার জন্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া সুমালী অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং মর্ত্যলোক হইতে রসাতলে প্রবেশ করিল। রাক্ষসদিগের মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ সুমালী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—কি করিলে আমরা শ্রেয়োলাভ করিব এবং আমাদের কিসে উন্নতিলাভ হইবে? তারপর কৈকসী যাহার নাম, সেই নিজ কন্যাকে বলিল ।৩-৬

পুত্রি! এই সময়ই তোমার বিবাহের যোগ্য কাল; কারণ, যৌবন অতিক্রান্ত হইতেছে। তুমি যদি প্রত্যাখ্যান কর, এই ভয়েই কোন শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে বরণ করিতেছে না ।৭

পুত্রি! ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা তোমার জন্য (তোমার যাতে উৎকৃষ্ট বর প্রাপ্তি হয়) বহু যত্ন করিয়াছি; কারণ, তুমি সর্বগুণসম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ।৮

কন্যে! সম্মানাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিগণেরই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের কারণ, যেহেতু ইহা বুঝিতে পারা যায় না যে, কিরূপ পুরুষ কন্যাকে বরণ করিবে ।৯

কন্যা স্বীয় মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং যে কুলে কন্যা দান করা হবে, সেই পতিকুল—এই তিনকুলই সংশয়াপন্ন করিয়া থাকে ।১০

পুত্রি! তুমি প্রজাপতিকুলোৎপন্ন, শ্রেষ্ঠগুণভূষিত

সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ।
তত্র গত্বা চ সা তস্থৌ বিশ্রবা যত্র তপ্যতে ॥১৩
এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥১৪
অবিচিন্ত্য তু তাং বেলাং দারুণাং পিতৃগৌরবাৎ।
উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য চরণাধোমুখী স্থিতা ॥১৫
বিলিখন্তী মুহুর্ভূমিমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভামিনী।
স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥১৬
অব্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমানাং স্বতেজসা।
ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা ॥১৭
কিং কার্য্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রূহি শোভনে ॥১৮

এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ।
আত্মপ্রভাবেণ মুনে জ্ঞাতুমর্হসি মে মতম্ ॥১৯
কিন্তু মাং বিদ্ধি ব্রহ্মর্ষে! শাসনাৎ পিতুরাগতাম্।
কৈকসী নাম নাম্নাহং শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥২০
স তু গত্বা মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতদুবাচ হ
বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্ ॥২১
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি।
দারুণায়াস্তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং মামুপস্থিতা ॥২২
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি।
দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্ ॥২৩
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি! রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ।
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্যাব্রবীদ্ বচঃ ॥২৪

এবং পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার নিকট স্বয়ং গমন করত তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হও।১১

পুত্রি! ইহা করিলে নিঃসন্দেহে তোমার পুত্রগণ ঐরূপই হইবে, যেরূপ সেই ধনেশ্বর কুবের স্বীয় তেজে সূর্য্যসদৃশ।১২

পিতার এই বাক্য শুনিয়া এবং পিতৃগৌরব মনে রাখিয়া কন্যা কৈকসী যেখানে বিশ্রবা তপস্যা করিতেছেন, সেখানে যাইয়া (একস্থানে) দাঁড়াইয়া রহিল।১৩

শ্রীরাম! এই সময়ের মধ্যে পুলস্ত্যনন্দন ব্রাহ্মণ বিশ্রবা সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র উপাসনা করিতেছিলেন। তখন সেই বিশ্রবাকে তিন অগ্নির সহিত চতুর্থ অগ্নির ন্যায় মনে হইতেছিল।১৪

পিতার গৌরব স্মরণ করত কৈকসী তাদৃশ ভয়ঙ্কর বেলায় বিচার না করিয়া বিশ্রবামুনির নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে দৃষ্টি রাখিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।১৫

ঐ ভামিনী নিজ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা বারংবার ভূমিতে রেখা টানিতেছিল। পূর্ণচন্দ্রবদনা, সুন্দর নিতম্বদেশসম্পন্না এবং স্বীয় তেজে দীপ্যমানা সেই সুন্দরীকে দেখিয়া পরম উদার ঐ মহর্ষি বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছ? কি করিতে চাও এবং উহার হেতুই বা কি? শোভনে! তুমি তাহা যথার্থরূপে বল।১৬-১৮

বিশ্রবা মুনি এই কথা বলিলে সেই কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল,—মুনে! আপনি স্বীয় প্রভাবে আমার মনোভাব জানিতে সমর্থ। কিন্তু ব্রহ্মর্ষে! আমি পিতার অনুশাসনে এখানে আসিয়াছি—ইহা জানুন। আমার নাম কৈকসী। বাকী সব আপনিই অবগত হউন (আমি বলিতে পারিব না)।১৯-২০

এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া ইহা বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার যাহা মনোভাব, আমি তাহা জানিয়াছি। হে মত্তমাতঙ্গগামিনি! আমা হইতে তোমার পুত্রলাভের অভিলাষ হইয়াছে, তবে শ্রবণ কর,—যেহেতু তুমি এই নিদারুণ বেলায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, হে ভদ্রে! সেইহেতু—তোমার যে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দারুণস্বভাব, ভয়ঙ্কর শরীরধারী ও ক্রূরকর্ম্ম (রাক্ষসগণের) কারিগণের সহিত সখ্যসম্পন্ন হইবে। সুশ্রোণি! তুমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণকে প্রসব করিবে। বিশ্রবামুনির সেই বাক্য শুনিয়া কৈকসী প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল।২১-২৪

ভগবন্নীদৃশান্ পুত্রাংস্ত্বত্তোঽহং ব্রহ্মবাদিনঃ।
নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥২৫
কন্যয়া ত্বেবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ কৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥২৬
পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ ॥২৭
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্ ॥২৮
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্ধজম্ ॥২৯
তস্মিন্ জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ।
ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ ॥৩০
ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিঃস্বনাঃ।
প্রবভৌ ন চ সূর্য্যো বৈ মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি ॥৩১

ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনার নিকট হইতে আমি এইরূপ দুরাচারী পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন।২৫

কন্যা কৈকসী এই কথা বলিলে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুনিবর বিশ্রবা রোহিণীসদৃশী কৈকসীকে পুনরায় বলিলেন।২৬

শুভাননে! তোমার যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ পুত্র হইবে, সে আমার বংশানুরূপ ধর্মাত্মা হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।২৭

শ্রীরাম! মুনি এইরূপ বলিলে সেই কৈকসী কিয়ৎকালের পর অত্যন্ত ভয়ানক এবং ক্রূরস্বভাব এক রাক্ষসের জন্ম দিল, যাহার দশটি মস্তক, বৃহৎ বৃহৎ দন্ত, তাম্রবর্ণ ওষ্ঠ, বিংশতি বাহু, বিশাল মুখ এবং দীপ্ত কেশ ছিল। যাহার শরীরের বর্ণ অঞ্জনপর্ব্বতসদৃশ নীল ছিল।২৮-২৯

যখন উহার জন্ম হয়, সেই সময়ে উল্কামুখ শিবাসকল এবং মাংসভোজী গৃধ্রাদি পক্ষিসকল দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল।৩০

তখন ইন্দ্রদেব রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন,

চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ।
অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥৩২
অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি ॥৩৩
তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥৩৪
ততঃ শূর্পণখা নাম সঞ্জজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ ॥৩৫
তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা ॥
বাক্যং চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা ॥৩৬
তৌ তু তত্র মহারণ্যে ববৃধাতে মহৌজসৌ।
কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীবৌ লোকোদ্বেগকরৌ তদা ॥৩৭

মেঘসকল ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করিতে লাগিল, সূর্য্যের প্রভা মলিনতা প্রাপ্ত হইল, পৃথিবীতে উল্কাপাত হইল, ধরণী কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ঙ্কর বায়ু বহিতে লাগিল এবং অক্ষোভ্য নদীপতি সমুদ্রও ক্ষুভিত হইল।৩১-৩২

অনন্তর ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী পিতা বিশ্রবা তাঁহার নামকরণ করিয়া বলিলেন—এই পুত্র দশটি গ্রীবা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম দশগ্রীব হইল।৩৩

কিয়ৎকালের পর মহাবলী কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিল। যাহার শরীর হইতে বৃহৎ শরীর এ পৃথিবীতে আর নাই।৩৪

তারপর বিকৃতমুখী শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর কৈকসীর কনিষ্ঠপুত্র ধর্মাত্মা বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিল।৩৫

সেই মহাসত্ত্বশালী পুত্রের জন্ম হওয়ার পর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং আকাশে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় আকাশে "সাধু সাধু" এই ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।৩৬

কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব এই দুই মহাবলী রাক্ষস

কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যে নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥৩৮
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মব্যবস্থিতঃ।
স্বাধ্যায়নিয়তাহার উবাস বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯
অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আগতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ ॥৪০
তং দৃষ্ট্বা কৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা।
আগম্য রাক্ষসী তত্র দশগ্রীবমুবাচ হ ॥৪১
পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসা বৃতম্।
ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্ ॥৪২
দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবেবৈশ্রবণোপমঃ ॥৪৩
মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোত্তদা ॥৪৪
সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্গতম্ ॥৪৫
ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ।
চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম তপসে ধৃতমানসঃ ॥৪৬
প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
আগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্ ॥৪৭
স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা
তপশ্চচারাতুলমুগ্রবিক্রমঃ।
অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং
দদৌ স তুষ্টশ্চ বরান্ জয়াবহান্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

অরণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া লোকসকলের উদ্বেগের কারণ হইল।৩৭

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত প্রমত্ত ছিল এবং সে ভোজনে কখনও সন্তুষ্ট হইত না। সে ধর্মবৎসল মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল।৩৮

বিভীষণ বাল্যকাল হইতেই ধর্মাত্মা ছিল। সে সর্বদা ধর্মকর্মে অবস্থান করত স্বাধ্যায়ী, নিয়তাহারী হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সকল জয় পূর্বক বাস করিতে লাগিল।৩৯

তারপর কিছুকাল গত হইলে ধনেশ্বর বৈশ্রবণ (কুবের) পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া পিতা বিশ্রবাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।৪০

স্বীয় তেজে দীপ্যমান কুবেরকে দেখিয়া রাক্ষসী কৈকসী নিজপুত্র দশগ্রীবের নিকট আসিয়া বলিল।৪১

পুত্র! তোমার নিজ ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখ। সে কিরূপ তেজস্বী? তোমাদের উভয়ের ভ্রাতৃভাব তুল্য হইলেও তোমার এইরূপ স্বীয় অবস্থা দেখ।৪২

অমিতপরাক্রমী দশগ্রীব! হে আমার পুত্র! তুমি এইরূপ যত্ন কর, যাহাতে তুমিও বৈশ্রবণসদৃশ হইতে পার।৪৩

মাতার এই বাক্য শুনিয়া প্রতাপশালী দশগ্রীবের অনুপম অমর্ষ হইল। তখন সে প্রতিজ্ঞা করিল,—মাতঃ! তুমি তোমার হৃদয়স্থ চিন্তা দূর কর, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—আমি পরাক্রমে ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা তাহার অধিক হইব।৪৪-৪৫

তারপর সেই ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া অনুজ ভ্রাতার সহিত দুষ্কর কর্ম করার ইচ্ছায় তপস্যা করিতে মন স্থির করিল। তপস্যাদ্বারা স্বীয় কামনা পূর্ণ হইবে এই চিন্তা করত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পবিত্র গোকর্ণ আশ্রমে আগমন করিল।৪৬-৪৭

তখন অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত ঐ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী রাক্ষস অনুপম তপস্যা আরম্ভ করিল এবং তপস্যায় বিভু পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিল। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিজয়প্রদ বর দান করিলেন।৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[রাবণাদীনাং তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

অথাব্রবীন্মুনিং রামঃ কথং তে ভ্রাতরো বনে।
কীদৃশন্তু তদা ব্রহ্মংস্তপস্তেপুর্মহাবলাঃ ॥১
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীত্তত্র রামং সুপ্রীতমানসম্।
তাংস্তান্ ধর্মবিধীংস্তত্র ভ্রাতরস্তে সমাবিশন্ ॥২
কুম্ভকর্ণস্ততো যত্তো নিত্যং ধর্মপথে স্থিতঃ।
ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ স্থিতঃ ॥৩
মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত।
নিত্যঞ্চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ ॥৪
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ ॥৫
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মপরঃ শুচিঃ।
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥৬
সমাপ্তে নিয়মে তস্য ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ তুষ্টুবুশ্চাপি দেবতাঃ ॥৭
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যং চৈবান্ববর্ত্তত।
তস্থৌ চোর্দ্ধশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়ে ধৃতমানসঃ ॥৮
এবং বিভীষণস্যাপি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে।
দশ বর্ষসহস্রাণি গতানি নিয়তাত্মনঃ ॥৯
দশবর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ জুহাব সঃ ॥১০
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ।
শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনম্ ॥১১
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামে দশগ্রীবে প্রাপ্তস্তত্র পিতামহঃ ॥১২

দশম সর্গ

[রাবণ প্রভৃতির তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি।]

এই কথা শুনিবার পর শ্রীরাম অগস্ত্যমুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ঐ তিন মহাবলশালী ভ্রাতা সেই সময় কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল? ১

তখন অগস্ত্যমুনি প্রসন্নচিত্ত শ্রীরামকে বলিলেন,—ঐ তিন ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ধর্মবিধি আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিয়াছিল।২

কুম্ভকর্ণ স্বীয় ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া প্রতিদিন ধর্মমার্গে অবস্থান করিত, সে গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা করিত।৩

বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানে বীরাসনে উপবেশন করত বর্ষাধারায় সিক্ত হইত এবং শীতকালে নিত্য জলমধ্য আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিত।৪

এইরূপে সৎপথে স্থিত এবং ধর্মাচরণে প্রযত্নশীল ঐ কুম্ভকর্ণের দশ হাজার বর্ষ অতিক্রান্ত হইল।৫

ধর্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্মপরায়ণ হইয়া পবিত্রভাবে একপাদে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঁচ হাজার বর্ষ অতিক্রম করিল।৬

তাহার নিয়ম সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবতাগণ তাহার স্তুতিবাদ করিলেন।৭

তারপর বিভীষণ ঊর্দ্ধবাহুতে এবং ঊর্দ্ধমুখে থাকিয়া স্বাধ্যায়পরায়ণ হইয়া পাঁচ হাজার বর্ষ সূর্য্যের আরাধনা করিল।৮

সংযতমনা বিভীষণেরও এইরূপে স্বর্গস্থ নন্দনবনে বাসকারীর ন্যায় মহাসুখে দশ হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইল।৯

দশানন রাবণ দশহাজার বৎসর উপবাসী থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই নিজ এক একটি মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিত।১০

এইরূপে নয় হাজার বৎসর রাবণের গত হইল এবং অগ্নিতে নয়টি মস্তকও আহুতি দেওয়া হইয়া গেল।১১

পিতামহস্তু সুপ্রীতঃ সার্দ্ধং দেবৈরুপস্থিতঃ।
তব তাবদ্ দশগ্রীব! প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত ॥১৩
শীঘ্রং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ! বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
কং তে কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ ॥১৪
তথাব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥১৫
ভগবন্! প্রাণিনাং নিত্যং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্।
নাস্তি মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমহং বৃণে ॥১৬
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ।
নাস্তি সর্বামরত্বন্তে বরমন্যং বৃণীষ্ব মে ॥১৭
এবমুক্তে তদা রাম! ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ ॥১৮
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ শাশ্বত ॥১৯
নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষ্বমরপূজিত।
তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ ॥২০
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ॥২১
ভবিষ্যত্যেবমেতত্তে বচো রাক্ষসপুঙ্গব।
এবমুক্ত্বা তু তং রাম! দশগ্রীবং পিতামহঃ ॥২২
শৃণু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ শুভো মম।
হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ ॥২৩
পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব রাক্ষস।
বিতরামীহ তে সৌম্য! বরঞ্চান্যং দুরাসদম্ ॥২৪
ছন্দতস্তব রূপঞ্চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্।
এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥২৫
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি পুনস্তান্যুত্থিতানি বৈ।
এবমুক্ত্বা তু তং রাম! দশগ্রীবং পিতামহঃ ॥২৬

তারপর পুনরায় একহাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মস্তক কাটিতে উদ্যত হইল তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন।১২

পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে দেবতাগণের সহিত রাবণসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দশগ্রীব! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি।১৩

ধর্মজ্ঞ! তোমার মনে যে বরলাভের ইচ্ছা আছে, উহা শীঘ্র প্রার্থনা কর। আজ আমি তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব? তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবেনা।১৪

ইহা শুনিয়া দশগ্রীব অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত প্রসন্ন হইল এবং ব্রহ্মাকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিল।১৫

ভগবন্! প্রাণিগণের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোথা হইতেও ভয় থাকে না। অতএব মৃত্যুতুল্য শত্রু নাই, আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করিতেছি।১৬

রাবণ এই বর প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা দশগ্রীবকে বলিলেন,—তোমরা সর্বথা অমর বর পাইবে না, অন্য বর প্রার্থনা কর।১৭

হে রাম! লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দশগ্রীব তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া ইহা বলিল।১৮

সনাতন দেব! আমি গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবতাগণের অবধ্য হইতে চাই।১৯

হে অমরপূজিত! অন্য প্রাণিগণ হইতে আমার কোন চিন্তা নাই, কারণ মনুষ্য-আদি অন্য প্রাণিগণকে আমি তৃণতুল্য মনে করিয়া থাকি।২০

দশগ্রীব রাক্ষস ধর্মাত্মা ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে পিতামহ দেবতাগণের সহিত এই কথা বলিলেন।২১

রাক্ষসপ্রবর! তোমার এই বাক্য সত্য হইবে। রাম! পিতামহ দশগ্রীবকে এই কথা বলিলেন।২২

নিষ্পাপ রাক্ষস! তুমি শ্রবণ কর—আমি প্রসন্ন হইয়া পুনঃ তোমাকে এই শুভবর প্রদান করিতেছি যে, তুমি প্রথমে অগ্নিতে তোমার যে যে মস্তক হবন করিয়াছিলে, তোমার ঐ সব মস্তক পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রকটিত হউক। সৌম্য! আমি তোমাকে অন্য আর একটি দুর্লভ বর প্রদান করিতেছি।২৩-২৪

বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ।
বিভীষণ! ত্বয়া বৎস! ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা ॥২৭
পরিতুষ্টোঽস্মি ধর্মাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত।
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ ॥২৮
বৃতঃ সর্বগুণৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্যথা।
ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽহং যন্মে লোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥২৯
প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।
পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ ॥৩০
অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্! প্রতিভাতু মে।
যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ ॥৩১
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মঞ্চ পালয়ে।
এষ মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ ॥৩২

নহি ধর্মাভিরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্।
পুনঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমুবাচ হ ॥৩৩
ধর্মিষ্ঠস্ত্বং যথা বৎস! তথা চৈতদ্ভবিষ্যতি।
যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন ॥৩৪
নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে।
ইত্যুক্ত্বা কুম্ভকর্ণায় বরং দাতুমবস্থিতম্ ॥৩৫
প্রজাপতিং সুরাঃ সর্বে বাক্যং প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্।
ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া ॥৩৬
জানীষে হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ দুর্মতিঃ।
নন্দনেঽপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ ॥৩৭
অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্ ঋষয়ো মানুষাস্তথা।
অলব্ধবরপূর্বেণ যৎ কৃতং রাক্ষসেন তু ॥৩৮

তুমি মনে মনে যখন যাদৃশ রূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে রাক্ষস দশগ্রীবের অগ্নিহুত মস্তকসকল পুনরায় উত্থিত হইল। হে রাম! পিতামহ ব্রহ্মা সেই দশগ্রীবকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন।২৫-২৬

অনন্তর লোকপিতামহ সেই ব্রহ্মা বিভীষণকে বলিলেন—বৎস বিভীষণ! তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে সংশক্ত আছে, হে ধর্মাত্মন্! আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন ধর্মাত্মা বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল।২৭-২৮

কিরণমালামণ্ডিত চন্দ্রমার ন্যায় সর্বগুণমণ্ডিত সেই বিভীষণ বলিল—হে ভগবন্! স্বয়ং লোকগুরু আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি কৃতকৃত্য হইলাম। (আমার কিছু পাইবার বাকী রহিল না) সুব্রত পিতামহ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শুনুন—ভগবন্! অতি বিপদের মধ্যে পতিত হইলেও আমার বুদ্ধি যেন ধর্মে থাকে এবং শিক্ষা না করিয়াও যেন ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান আমার হয়। যে যে আশ্রমের বিষয়ে আমার যে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, উহা যেন ধর্মানুকূল হয় এবং সেই ধর্ম পালন করিতে পারি; ইহাই আমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ও অভীষ্ট বর।২৯-৩২

কারণ, যে ব্যক্তি ধর্মে অনুরক্ত, তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। প্রজাপতি প্রীত হইয়া পুনরায় বিভীষণকে বলিলেন।৩৩

বৎস! তুমি যেমন ধর্মে অবস্থিত, সেইরূপ তোমার ইহাই হইবে,—হে শত্রুনাশন! যেহেতু তুমি রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধর্মে তোমার বুদ্ধি গমন করে নাই, সেইহেতু আমি তোমাকে 'অমর' বর প্রদান করিলাম। এই বলিয়া ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত হইলেন।৩৪-৩৫

তখন সকল দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন,—(ভগবন্!) আপনি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিবেন না।৩৬

কারণ, এই দুর্মতি নিশাচর কিরকমভাবে লোকসকলকে সন্ত্রাসিত করে, তাহা আপনি জানেন। ব্রহ্মন্! এই রাক্ষস নন্দনকাননের সাত অপ্সরা, দেবরাজ ইন্দ্রের দশ অনুচর এবং বহু ঋষি ও মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছে। বরলাভ

যদ্যেষ বরলব্ধঃ স্যাদ্ ভক্ষয়েদ্ ভুবনত্রয়ম্ ।
বরব্যাজেন মোহোঽস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ ॥৩৯
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ ভবেদস্য চ সম্মতিঃ ।
এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মাচিন্তয়ং পদ্মসম্ভবঃ ॥৪০
চিন্তিতা চোপতস্থেঽস্য পার্শ্বং দেবী সরস্বতী ।
প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী ॥৪১
ইয়মস্ম্যাগতা দেব ! কিং কার্য্যং করবাণ্যহম্ ।
প্রজাপতিস্তু তাং প্রাপ্তাং প্রাহ বাক্যং সরস্বতীম্ ॥৪২
বাণি ! ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্‌দেবতেপ্সিতা ।
তথেত্যুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা প্রজাপতিরথাব্রবীৎ ॥৪৩
কুম্ভকর্ণ ! মহাবাহো ! বরং বরয় যো মতঃ ।
কুম্ভকর্ণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ॥৪৪
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব ! মমেপ্সিতম্ ।
এবমস্ত্বিতি তং চোক্ত্বা প্রায়াদ্ ব্রহ্মা সুরৈঃ সমম্ ॥৪৫
দেবী সরস্বতী চৈব রাক্ষসং তং জহৌ পুনঃ ।
ব্রহ্মণা সহ দেবেষু গতেষু চ নভঃস্থলম্ ॥৪৬
বিমুক্তোঽসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাঞ্চ ততো গতঃ ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥৪৭
ঈদৃশং কিমিদং বাক্যং মমাদ্য বদনাচ্চ্যুতম্ ।
অহং ব্যামোহিতো দেবৈরিতি মন্যে তদাগতৈঃ ॥৪৮
এবং লব্ধবরাঃ সর্বে ভ্রাতরো দীপ্ততেজসঃ ।
শ্লেষ্মাতকবনং গত্বা তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

করিবার পূর্ব্বে এই রাক্ষস যাহা করিয়াছে অর্থাৎ প্রাণিভক্ষণরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্ম করিয়াছে, তারপর আবার যদি বরলাভ করে, তবে সে যদি ত্রিভুবনকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে ? অতএব হে অনুপমতেজস্বিন্ ! আপনি বরপ্রদানচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান করুন ।৩৭-৩৯

তাহা হইলে লোকসকলের কল্যাণ হইবে এবং এই রাক্ষসেরও সম্মতি হইবে। দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৪০

তাঁহার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বস্থা সেই দেবী সরস্বতী অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন ।৪১

দেব ! এই আমি আগমন করিয়াছি, কি কার্য্য করিতে হইবে—বলুন। তখন প্রজাপতি সমাগতা সেই সরস্বতীকে বলিলেন ।৪২

বাণি ! তুমি রাক্ষসরাজ কুম্ভকর্ণের অভিলষিত বাগ্‌দেবতা হও অর্থাৎ তাহার জিহ্বায় উপবেশনপূর্ব্বক লোককল্যাণকর বর প্রার্থনা করাও। তাহাই হউক—এইরূপ বলিয়া (অঙ্গীকার করত) বাগ্‌দেবী কুম্ভকর্ণের মুখমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। তারপর প্রজাপতি বলিলেন,—হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ ! তোমার যাহা অভিমত, সেইরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল ।৪৩-৪৪

হে দেবদেব ! আমি অনেক অনেক বর্ষ ধরিয়া কেবল ঘুমাইতে চাই—ইহাই আমার ঈপ্সিত বর। 'এইরূপই (তাহাই) হউক'—এই বরদান করিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত চলিয়া যাইলেন ।৪৫

দেবগণের সহিত ব্রহ্মা স্বর্গে চলিয়া যাইলে দেবী সরস্বতী পুনরায় ঐ রাক্ষসকে ত্যাগ করিলেন। সরস্বতী কর্তৃক বিমুক্ত হইয়া ঐ রাক্ষস কুম্ভকর্ণ নিজ চৈতন্য (জ্ঞান) ফিরিয়া পাইল। তখন দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ।৪৬-৪৭

হায়, আমার মুখ হইতে এইরূপ বাক্য কেন নির্গত হইল ? মনে হয় সমাগত দেবতাগণ আমাকে এইরূপে মোহগ্রস্ত করিয়াছিল ।৪৮

প্রদীপ্ততেজাঃ তিন ভ্রাতা এইরূপে বরলাভ করত শ্লেষ্মাতক বনে গমন পূর্ব্বক সেখানে যথাসুখে বাস করিতে লাগিল ।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য সন্দেশং শ্রুত্বা পিতুরাজ্ঞয়া কুবেরস্য লঙ্কাপরিত্যাগঃ, লঙ্কায়াং রাবণস্য রাজ্যাভিষেকঃ, তত্র রাক্ষসানাং নিবাসশ্চ ।]

সুমালী বরলব্ধাংস্তু জ্ঞাত্বা চৈনান্ নিশাচরান্ ।
উদতিষ্ঠদ্ ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥১
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।
উদতিষ্ঠন্ সুসংরব্ধাঃ সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ ॥২
সুমালী সচিবৈঃ সার্দ্ধং বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ ।
অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥৩
দিষ্ট্যা তে বৎস ! সম্প্রাপ্তশ্চিন্তিতোঽয়ং মনোরথঃ ।
যস্ত্বং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লব্ধবান্ বরমুত্তমম্ ॥৪
যৎকৃতে চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্ ।
তদ্ গতং নো মহাবাহো ! মহদ্ বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ॥৫
অসকৃৎ তদ্ভয়াদ্ ভগ্নাঃ পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্ ।
বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্বে প্রবিষ্টাঃ স্ম রসাতলম্ ॥৬
অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা ।
নিবেশিতা তব ভ্রাত্রা ধনাধ্যক্ষেণ ধীমতা ॥৭
যদি নামাত্র শক্যং স্যাৎ সাম্না দানেন বানঘ ।
তরসা বা মহাবাহো ! প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ ॥৮
ত্বঞ্চ লঙ্কেশ্বরস্তাত ! ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
ত্বয়া রাক্ষসবংশোঽয়ং নিমগ্নোঽপি সমুদ্ধৃতঃ ॥৯
সর্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল ।
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম্ ॥১০
বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্ ।
সাম্না হি রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যাতো গরীয়সা ॥১১
কিঞ্চিন্নাহ তদা রক্ষো জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য বসন্তং রাবণং ততঃ ॥১২

একাদশ সর্গ

[রাবণের সংবাদ শুনিয়া পিতার আজ্ঞায় লঙ্কা ত্যাগ পূর্ব্বক কুবেরের কৈলাসে বাস, লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং রাক্ষসগণের নিবাস ।]

সুমালী 'রাবণাদি তিন রাক্ষসের বরলাভ হইয়াছে' জ্ঞাত হইয়া ভয় পরিহার করত অনুচরবর্গের সহিত রসাতল হইতে উত্থিত হইল ।১

মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর—সুমালীর এই চার মন্ত্রীও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাতাল হইতে বহির্গত হইল। শ্রেষ্ঠ রাক্ষসমন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া সুমালী দশগ্রীবের নিকট গমন করত তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা বলিল ।২-৩

বৎস ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি বহুকালচিন্তিত এই মনের কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছ, কারণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট হইতে উত্তম বর লাভ করিয়াছ ।৪

হে মহাবাহো ! যে কারণে আমরা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রসাতলে গমন করিয়াছিলাম, বিষ্ণু হইতে আমাদের সেই মহদ্ ভয় দূর হইল ।৫

আমরা সকলে বারংবার শ্রীবিষ্ণুর ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া স্ববাসস্থান লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করি ।৬

এই লঙ্কানগরী, যেখানে তোমার বুদ্ধিমান্ ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ বাস করিতেছে, তাহা আমাদের। প্রথমে এখানে রাক্ষসগণই বাস করে ।৭

নিষ্পাপ মহাবাহো ! যদি সাম, দান অথবা বল প্রয়োগে লঙ্কা ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে (আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয় ।) যোগ্য কার্য্য করা হয় ।৮

তাত ! তুমি লঙ্কার রাজা হইবে,—ইহাতে সংশয় নাই ; কারণ, এই রাক্ষসবংশ রসাতলগত হইলেও (পাতালে নিমগ্ন হইলেও) তুমি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছ ।৯

হে মহাবল ! তুমি আমাদের সকলের প্রভু

উক্তবন্তং তথা বাক্যং দশগ্রীবং নিশাচরঃ।
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যমিদমাহ সকারণম্ ॥১৩
দশগ্রীব। মহাবাহো! নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
সৌভ্রাত্রং নাস্তি শূরাণাং শৃণু চেদং বচো মম ॥১৪
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব ভগিন্যৌ সহিতে হি তে।
ভার্য্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ॥১৫
অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্।
দিতিস্ত্বজনয়দ্ দৈত্যান্ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবান্ ॥১৬
দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা।
সপর্বতা মহী বীর! তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ ॥১৭
নিহত্য তাংস্তু সমরে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দেবানাং বশমানীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥১৮
নৈতদেকো ভবানেব করিষ্যতি বিপর্য্যয়ম্।
সুরাসুরৈরাচরিতং তৎ কুরুষ্ব বচো মম ॥১৯
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং বৈ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ॥২০
স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্য্যবান্।
বনং গতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ॥২১
ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্ ॥২২
প্রহস্ত! শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ব্রূহি নৈর্ঋতপুঙ্গবম্।
বচসা মম বিত্তেশং সামপূর্বমিদং বচঃ ॥২৩
ইয়ং লঙ্কাপুরী রাজন্ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
ত্বয়া নিবেশিতা সৌম্য! নৈতদ্ যুক্তং তবানঘ ॥২৪

(রাজা) হইবে। অনন্তর দশগ্রীব উপস্থিত মাতামহকে বলিল।১০

ধনেশ আমাদের গুরু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) হন, তাঁহাকে এইরূপ বলা উচিত হইবে না। ঐ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজের নিকট হইতে শান্তভাবে সুমালী এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইল।১১

তখন রাক্ষস সুমালী দশগ্রীব কি করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তাহা জ্ঞাত হইয়া কোনরূপ উত্তর দিল না। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইবার পর স্বভবনে নিবাসকারী দশগ্রীবকে 'পূর্ব্বে সে যাহা সুমালীকে উত্তর দিয়াছিল' তাহার উত্তররূপে বিনয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে রাক্ষস প্রহস্ত এই কথা বলিল।১২-১৩

মহাবাহো দশগ্রীব! আপনি স্বীয় মাতামহকে যাহা বলিয়াছেন, এইরূপ বলা আপনার উচিত হয় নাই। আপনি আমার কথা শুনুন—বীরগণের সর্ব্বদা সৌভ্রাত্রভাব থাকে না।১৪

অদিতি এবং দিতি—ইঁহারা দুইজনে সঙ্গী ভগিনী ছিলেন, তাঁহারা দুইজনে প্রজাপতি কশ্যপের পরম সুন্দরী ভার্য্যা ছিলেন।১৫

অদিতি ত্রিভুবনেশ্বর দেবতাগণের জন্ম দিলেন, আর দিতি দৈত্যগণের জন্ম দিলেন, কিন্তু দেবতাগণ ও দৈত্যগণ উভয়েই কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র।১৬

ধর্ম্মজ্ঞ বীর! প্রথমে পর্ব্বত, বন এবং সমুদ্রের সহিত এই সমস্ত পৃথিবী প্রভাবশালী সেই দৈত্যগণের অধিকারে ছিল।১৭

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণু যুদ্ধে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ত্রৈলোক্যের এই অক্ষয় রাজ্য দেবতাগণের বশীভূত করিয়াছেন।১৮

কেবল একমাত্র আপনি একাই ইহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন না। দেবতাগণ এবং অসুরগণ যাহা আচরণ করেন, আপনি আমার বাক্য শুনিয়া তাহাই করুন।১৯

প্রহস্ত এই কথা বলিলে দশগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিল।২০

তদনন্তর সেইদিনেই আনন্দের সহিত বীর্য্যবান্ দশগ্রীব সেই রাক্ষসগণকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কার নিকটবর্ত্তী বনে গমন করিল।২১

তখন রাক্ষস দশগ্রীব ত্রিকূটপর্ব্বতে অবস্থান করত বাক্যকুশল প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিল।২২

তদ্ ভবান্ যদি নো হ্যদ্য দদ্যাদতুলবিক্রম।
কৃতা ভবেন্মম প্রীতির্ধর্মশ্চৈবানুপালিতঃ ॥২৫
স তু গত্বা পুরীং লঙ্কাং ধনদেন সুরক্ষিতাম্।
অব্রবীৎ পরমোদারং বিত্তপালমিদং বচঃ ॥২৬
প্রেষিতোঽহং তব ভ্রাত্রা দশগ্রীবেণ সুব্রত।
ত্বৎসমীপং মহাবাহো সর্বশস্ত্রভৃতাং বর ॥২৭
তচ্ছ্রূয়তাং মহাপ্রাজ্ঞ! সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
বচনং মম বিত্তেশ! যদ্ ব্রবীতি দশাননঃ ॥২৮
ইয়ং কিল পুরী রম্যা সুমালিপ্রমুখৈঃ পুরা।
ভুক্তপূর্বা বিশালাক্ষ! রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ॥২৯
তেন বিজ্ঞাপ্যতে সোঽয়ং সাম্প্রতং বিশ্রবাত্মজ।
তদেষা দীয়তাং তাত! যাচতস্তস্য সামতঃ ॥৩০

প্রহস্তাদপি সংশ্রুত্য দেবো বৈশ্রবণো বচঃ।
প্রত্যুবাচ প্রহস্তং তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥৩১
দত্তা মমেয়ং পিত্রা তু লঙ্কা শূন্যা নিশাচরৈঃ।
নিবেশিতা চ মে রক্ষো দানমানাদিভির্গুণৈঃ ॥৩২
ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরী রাজ্যঞ্চ যন্মম।
তবাপ্যেতন্মহাবাহো! ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৩৩
অবিভক্তং ত্বয়া সার্দ্ধং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু।
এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্ ॥৩৪
অভিবাদ্য গুরুং প্রাহ রাবণস্য যদীপ্সিতম্।
এষ তাত! দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্ মম ॥৩৫
দীয়তাং নগরী লঙ্কা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা।
ময়াত্র যদনুষ্ঠেয়ং তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥৩৬

দশগ্রীব বলিল—প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমার কথানুসারে ধনেশ রাক্ষসরাজ কুবেরকে এই কথা বলিও।২৩

হে রাজন্! আপনি যেখানে বাস করিতেছেন, এই লঙ্কানগরী মহাত্মা রাক্ষসগণের ছিল। অতএব হে সৌম্য! হে অনঘ! আপনার ইহা উচিত নহে।২৪

হে অতুলপরাক্রমশালিন্! আপনি যদি এই লঙ্কানগরী আমাদের ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মিবে এবং আপনারও ধর্ম্মপালন করা হইবে।২৫

তখন প্রহস্ত ধনদ কুবের কর্ত্তৃক সুরক্ষিত লঙ্কা নগরীতে যাইয়া ধনপালকে অতি উদারতাপূর্ণ এই কথা বলিল।২৬

হে সুব্রত, মহাবাহো, সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, ধনেশ্বর! আপনার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। দশানন আপনাকে যাহা কিছু বলিতে বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।২৭-২৮

হে বিশাললোচন, বিশ্রবাসুত! এই রমণীয় লঙ্কাপুরী প্রথমে ভীমপরাক্রমী সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণের অধীনে ছিল। তাঁহারা ইহাকে উপভোগ করিয়াছেন। অতএব সেই দশগ্রীব এই সময়ে ইহা জানাইতেছেন যে, হে তাত! এই লঙ্কা যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। দশগ্রীব ইহাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রার্থনা করিতেছে।২৯-৩০

প্রহস্তের নিকট হইতে এই বাক্য শুনিয়া বাক্যবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ বৈশ্রবণদেব প্রহস্তকে এইরূপ উত্তর দিলেন।৩১

হে রাক্ষস! এই লঙ্কা প্রথমে রাক্ষসহীন দেখিয়া পিতা আমাকে তাহা দান করিয়াছেন। আমি দান-মানাদি গুণসকলের দ্বারা প্রজাগণকে বসাইয়াছি।৩২

অতএব তুমি যাইয়া দশগ্রীবকে বল—হে মহাবাহো! এই পুরী ও এই নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং অন্য যাহা কিছু আমার নিকট আছে, তৎসমস্ত তোমাদেরও। অতএব তোমরা ইহা উপভোগ কর।৩৩

আমার-রাজ্য এবং ধন তোমাদের সহিত অবিভক্ত-ভাবে রাখিতে চাই। এই কথা বলিয়া ধনাধ্যক্ষ পিতা বিশ্রবামুনির নিকট গমন করিলেন।৩৪

কুবের পিতার নিকট যাইয়া তাহাকে অভিবাদন করত রাবণের ইচ্ছার কথা বলিলেন,—হে তাত! দশগ্রীব

ব্রহ্মর্ষিস্ত্বেবমুক্তোঽসৌ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাঞ্জলিং ধনদং প্রাহ শৃণু পুত্র! বচো মম ॥৩৭
দশগ্রীবো মহাবাহুরুক্তবান্ মম সন্নিধৌ।
ময়া নির্ভর্ৎসিতশ্চাসীদ্ বহুশোক্তঃ সুদুর্মতিঃ ॥৩৮
স ক্রোধেন ময়া চোক্তো ধ্বংসসে চ পুনঃ পুনঃ।
শ্রেয়োঽভিযুক্তং ধর্ম্যঞ্চ শৃণু পুত্র! বচো মম ॥৩৯
বরপ্রদানসম্মূঢ়ো মান্যামান্যং সুদুর্মতিঃ।
ন বেত্তি মম শাপাচ্চ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ ॥৪০
তস্মাদ্ গচ্ছ মহাবাহো! কৈলাসং ধরণীধরম্।
নিবেশয় নিবাসার্থং ত্যক্ত্বা লঙ্কাং সহানুগঃ ॥৪১
তত্র মন্দাকিনী রম্যা নদীনামুত্তমা নদী।
কাঞ্চনৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈঃ সংবৃতোদকা ॥৪২
কুমুদৈরুৎপলৈশ্চৈব অন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাপ্সরোরগকিন্নরাঃ ॥৪৩
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে সর্বদাশ্রিতাঃ।
নহি ক্ষমং তবানেন বৈরং ধনদ! রক্ষসা ॥৪৪
জানীষে হি যথানেন লব্ধঃ পরমকো বরঃ ॥৪৫
এবমুক্তো গৃহীত্বা তু তদ্ বচঃ পিতৃগৌরবাৎ।
সদারপুত্রঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ ॥৪৬
প্রহস্তোঽথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্ ॥৪৭
শূন্যা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্ত্বৈনাং ধনদো গতঃ।
প্রবিশ্য তাং সহাস্মাভিঃ স্বধর্মং তত্র পালয় ॥৪৮
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন মহাবলঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ ॥৪৯
ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
আরুরোহ স দেবারিঃ স্বর্গং দেবাধিপো যথা ॥৫০

আমার নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইয়াছে যে, যেখানে রাক্ষসগণ পূর্ব্বে বাস করিত, সেই লঙ্কানগরী আমাকে ফিরাইয়া দেন। হে সুব্রত পিতৃদেব! আমার এখন কি করণীয়—তাহা আপনি বলুন।৩৫-৩৬

কুবের এই কথা বলিলে ব্রহ্মর্ষি মুনিবর বিশ্রবা করযোড়ে অবস্থিত কুবেরকে বলিলেন,—পুত্র আমার বাক্য শ্রবণ কর।৩৭

মহাবাহু দশগ্রীব আমার নিকটেও এই কথা বলিয়াছিল, আমি সেই দুর্ম্মতিকে বহু কথা বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ ক্রোধের সহিত বলিয়াছি,—তুমি যদি এইরূপ কর, তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে পুত্র! তুমি ধর্ম্মানুকূল এবং শ্রেয়স্কর আমার বচন শ্রবণ কর। দশগ্রীব অত্যন্ত দুর্ম্মতি এবং বর পাইয়া মদমত্ত হইয়াছে। তাই সে মাননীয়গণকে সম্মান দিতেছে না, আমার শাপে সে অত্যন্ত ক্রূরপ্রকৃতি হইয়া গিয়াছে।৩৮-৪০

সেইহেতু হে মহাবাহো! তুমি অনুচরবর্গের সহিত লঙ্কা পরিত্যাগ করত কৈলাসপর্ব্বতে চলিয়া যাও এবং সেখানে বাস করিবার জন্য দ্বিতীয় নগরী প্রস্তুত কর। সেই পর্ব্বতে নদীসকলের শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় মন্দাকিনী নদী রহিয়াছে। সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ কাঞ্চন পদ্মদ্বারা তাহার জল সংবৃত এবং অন্যান্য সুগন্ধি কুমুদ উৎপলের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা অপ্সরা, কিন্নর, সর্প ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাগণ ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া সতত বিহার করেন। হে ধনদ! এই রাক্ষসগণের সহিত তোমার শত্রুতা করা উচিত হইবে না, যেহেতু এই রাক্ষস উত্তম বর লাভ করিয়াছে—ইহা তুমি জান।৪১-৪৫

বিশ্রবামুনি এই কথা বলিলে পিতার সম্মান রক্ষার জন্য কুবের তাহার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র, মন্ত্রী, বাহন ও ধনের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।৪৬

কুবের লঙ্কা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলে লঙ্কানগরী শূন্য হইয়া পড়িল, তখন প্রহস্ত আসিয়া রাবণকে বলিল আপনি আমাদিগের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করত স্বধর্ম্ম পালন করুন।৪৭

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা
নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।
নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী
নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ॥৫১
ধনেশ্বরস্ত্বথ পিতৃবাক্যগৌরবা-
ন্ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং
পুরন্দরঃ স্বরিব যথামরাবতীম্ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
একাদশঃ সর্গঃ ॥

প্রহস্ত এই কথা বলিলে মহাবল দশগ্রীব নিজ ভ্রাতা সেনা ও অনুচরবর্গের সহিত কুবেরপরিত্যক্ত লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিল। ঐ লঙ্কা নগরীর বৃহৎ বৃহৎ পথসকল সুন্দরভাবে বিভক্ত ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবশত্রু দশগ্রীব লঙ্কায় আরোহণ করিল ।৪৮-৫০

সেই সময় নিশাচর(রাক্ষস)গণ দশাননকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ঐ পুরীতে নিবেশিত করিল। (দেখিতে দেখিতে) লঙ্কানগরী নীলমেঘসদৃশ বর্ণধারী রাক্ষসগণে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।৫১

যে রূপ ইন্দ্র স্বর্গে অমরাবতী নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুবের পিতার বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া লঙ্কা পরিহার পূর্বক চন্দ্রতুল্য বিমল-(কান্তিমান্) কৈলাসপর্বতে সৌন্দর্যময়ী ও শ্রেষ্ঠ ভবনসমূহে বিভূষিতা (অলকা) পুরী বসাইলেন (নির্মাণ করিলেন) ।৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[শূর্পণখায়া রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়াণাঞ্চ বিবাহঃ, মেঘনাদস্য জন্ম চ।]

রাক্ষসেন্দ্রোঽভিষিক্তস্তু ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সমচিন্তয়ৎ ॥১
স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্।
দদৌ শূর্পণখাং নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ ॥২
অথ দত্ত্বা স্বয়ং রক্ষো মৃগয়ামটতে স্ম তৎ।
তত্রাপশ্যৎ ততো রাম ময়ং! নাম দিতেঃ সুতম্ ॥৩
কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অপৃচ্ছৎ কো ভবানেকো নির্মনুষ্যমৃগে বনে ॥৪

দ্বাদশ সর্গ

[শূর্পণখা এবং রাবণাদি তিন ভ্রাতার বিবাহ ও মেঘনাদের উৎপত্তি।]

লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসরাজ দশানন যখন ভ্রাতৃগণের সহিত বাস করিতেছিল, তখন স্বীয় রাক্ষসী ভগিনীর বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিল ।১

রাক্ষস রাবণ কালকাসুরের পুত্র শ্রেষ্ঠ দানব বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিল ।২

হে রাম! ভগিনীর বিবাহ দিয়া স্বয়ং রাবণ একদিন মৃগয়া করিতে বহির্গত হইল। তারপর সে বনে দিতি-পুত্র ময়দানবকে দেখিতে পাইল ।৩

রাক্ষস রাবণ কন্যার সহিত তাহাকে (ময়কে) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? কিজন্যই বা একা মনুষ্য ও পশুহীন বনে এই হরিণনয়না কন্যার সহিত

অনয়া মৃগশাবাক্ষ্যা কিমর্থং সহ তিষ্ঠসি ।
ময়স্তদাব্রবীদ্ রাম ! পৃচ্ছন্তং তং নিশাচরম্ ॥৫
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে যথাবৃত্তমিদং তব ।
হেমা নামাপ্সরাস্তত্র শ্রুতপূর্বা যদি ত্বয়া ॥৬
দৈবতৈর্মম সা দত্তা পৌলোমীব শতক্রতোঃ ।
তস্যাং সক্তমনা হ্যাসং দশবর্ষশতান্যহম্ ॥৭
সা চ দৈবতকার্য্যেণ গতা বর্ষাশ্চতুর্দশ ।
তস্যাঃ কৃতে চ হেমায়াঃ সর্বং হেমময়ং পুরম্ ॥৮
বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রঞ্চ মায়য়া নির্মিতং ময়া ।
তত্রাহমবসং দীনস্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ ॥৯
তস্মাৎ পুরাদ্ দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ ।
ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষৌ বিবর্দ্ধিতা ॥১০
ভর্ত্তারমনয়া সার্দ্ধমস্যাঃ প্রাপ্তোঽস্মি মার্গিতুম্ ।
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥১১

কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি ।
পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্যাং ভার্য্যায়াং সম্বভূব হ ॥১২
মায়াবী প্রথমস্তাত ! দুন্দুভিস্তদনন্তরম্ ।
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ ॥১৩
ত্বামিদানীং কথং তাত ! জানীয়াং কো ভবানিতি ।
এবমুক্তস্তু তদ্ রক্ষো বিনীতমিদমব্রবীৎ ॥১৪
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ ।
মুনের্বিশ্রবসো যস্তু তৃতীয়ো ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥১৫
এবমুক্তস্তদা রাম ! রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ ।
মহর্ষেস্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো দানবপুঙ্গবঃ ॥১৬
দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ ।
করেণ তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা ময়স্তদা ॥১৭
প্রহসন্ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রমিদং বচঃ
ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেময়াপ্সরসা ধৃতা ॥১৮

অবস্থান করিতেছেন ? হে রাম ! ময় তখন জিজ্ঞাসাকারী সেই রাক্ষসকে বলিল,—আমি নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিব, তুমি শ্রবণ কর। তাত ! তুমি পূর্বে শুনিয়া থাকিবে,—স্বর্গে হেমা নাম্নী এক অপ্সরা বাস করিত। যেরূপ পুলোমাসুর স্বীয় কন্যা পৌলোমীকে ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবতাগণ আমার নিকট সেই অপ্সরা হেমাকে দান করিলেন। তারপর আমি হেমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া একসহস্রবর্ষ কাটাইলাম।৪-৭

একদিন সে দেবতাগণের কার্য্যে স্বর্গলোকে যাইল, সেই হইতে চতুর্দশ বর্ষ অতীত হইল। আমি সেই হেমার জন্য মায়া দ্বারা বজ্র ও বৈদূর্য্যমণিচিত্রিত হেমময় এক নগর নির্মাণ করিয়াছি। সেই নগরে হেমাবর্জিত অবস্থায় দীনভাবে আমি বাস করিতেছি।৮-৯

সেই নগর হইতে কন্যার সহিত বহির্গত হইয়া আমি এই বনে আসিয়াছি। রাজন্ ! এই আমার কন্যা, হেমার গর্ভে জন্মিয়া মৎকর্ত্তৃক পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।১০

আমি এই কন্যার যোগ্য পতি অনুসন্ধান করিবার জন্য ইহার সহিত আসিয়াছি। সম্মানাভিলাষী সকল ব্যক্তির পক্ষে কন্যার পিতৃত্বলাভ দুঃখদায়ক। কন্যা সর্বদা পিতৃকুল ও পতিকুল—এই দুই কুলকে সংশয়াপন্ন করে। ভার্য্যা হেমার গর্ভে আমার দুইটি পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করে।১১-১২

তাহাদের মধ্যে মায়াবী প্রথম, তারপর দুন্দুভি। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট আমার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিলাম।১৩

তাত ! এখন আপনি কে ? কি প্রকারে তাহা জানিব ? ময় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস রাবণ বিনীতভাবে বলিতে লাগিল।১৪

আমি পুলস্ত্যসুত বিশ্রবামুনির পুত্র, দশগ্রীব আমার নাম। আমি যে বিশ্রবামুনির পুত্র, সেই মুনি ব্রহ্মার তৃতীয় মানস পুত্র।১৫

হে রাম ! রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে তখন দানব ময় তাহাকে মহর্ষি-তনয় (পুত্র-) বলিয়া জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইল।১৬

কন্যা মন্দোদরী নাম পত্ন্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।
বাঢ়মিত্যেব তং রাম ! দশগ্রীবোঽভ্যভাষত ॥১৯
প্রজ্বাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্।
স হি তস্য ময়ো রাম ! শাপাভিজ্ঞস্তপোধনাৎ ॥২০
বিদিত্বা তেন সা দত্তা তস্য পৈতামহং কুলম্।
অমোঘাং তস্য শক্তিঞ্চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতাম্ ॥২১
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবাঁল্লক্ষ্মণং যয়া।
এবং স কৃত্বা দারান্ বৈ লঙ্কায়া ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥২২
গত্বা তু নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যাং সমুপাহরৎ।
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ ॥২৩
তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ।
গন্ধর্বরাজস্য সুতাং শৈলুষস্য মহাত্মনঃ ॥২৪
সরমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ।
তীরে তু সরসো বৈ তু সঞ্জজ্ঞে মানসস্য হি ॥২৫
সরস্তদা মানসন্তু ববৃধে জলদাগমে।
মাত্রা তু তস্যাঃ কন্যায়াং স্নেহেনাক্রন্দিতং বচঃ ॥২৬
সরো মা বর্দ্ধয়স্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ।
এবন্তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ ॥২৭
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় গন্ধর্বা ইব নন্দনে।
ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ ॥২৮
স এষ ইন্দ্রজিন্নাম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।
জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসূনুনা ॥২৯
রুদতা সুমহান্ মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ।
জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব ॥৩০

তাহাকে স্বীয় কন্যা দান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তারপর ময় কন্যার হস্ত রাবণের হস্তে সমর্পণ করত হাসিতে হাসিতে রাক্ষসরাজকে এই কথা বলিল,—রাজন্! এই আমার কন্যা, যাহাকে অপ্সরা হেমা নিজগর্ভে ধারণ করিয়াছিল। ইহার নাম মন্দোদরী, তুমি নিজ পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর। রাম! দশগ্রীব তখন ময়কে বলিল—আচ্ছা, তাহাই হইবে।১৭-১৯

(এই কথা বলিয়া) দশানন সেইস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিল। রাম! যদিও তপোধন বিশ্রবার নিকট হইতে ঐ রাবণের শাপের কথা সেই ময় জানিত, তথাপি পিতামহ ব্রহ্মার কুলোৎপন্ন সন্তানরূপে রাবণকে জানিয়া নিজ কন্যাকে তাহার হস্তে প্রদান করিল। (শুধু তাহাই নহে, সেই সঙ্গে) উৎকৃষ্ট তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত এক পরম অদ্ভুত অমোঘ শক্তিও রাবণকে দান করিল। যে অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে সেই রাবণ দারপরিগ্রহ করিয়া প্রভু লঙ্কেশ্বর রাবণ লঙ্কানগরীতে গমনপূর্বক দুই ভ্রাতার বিবাহের জন্য দুই ভার্য্যাও আনয়ন করিল। তন্মধ্যে বিরোচনকুমার বলীর দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা যাহার নাম, সেই কন্যাকে কুম্ভকর্ণের ভার্য্যারূপে রাবণ কল্পনা করিল। আর গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের কন্যা ধর্মজ্ঞা সরমাকে বিভীষণ ভার্য্যারূপে লাভ করিল। এই সরমা মানসসরোবরতীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।২০-২৫

যখন সরমার জন্ম হয়, তখন মানসসরোবর বর্ষাকালের আগমনে বর্দ্ধিত হইতেছিল। তখন ঐ কন্যার মাতা তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে সরোবরকে বলিল—'সরো মা বর্দ্ধয়স্ব' অর্থাৎ হে সরোবর! তুমি বর্দ্ধিত হইও না। সেই হইতে ঐ কন্যার নাম সরমা হইল। এইরূপে সেই রাক্ষসগণ দারপরিগ্রহ করিয়া যেরূপ গন্ধর্বগণ নিজ নিজ ভার্য্যার সহিত নন্দনবনে বিহার করে, সেইরূপ নিজ নিজ ভার্য্যার সহিত (লঙ্কানগরীতে থাকিয়া) রমণ করিতে লাগিল। তারপর কালক্রমে মন্দোদরী মেঘনাদ নামে এক পুত্রের জন্ম দেয়।২৬-২৮

যাহাকে তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলিয়া আহ্বান কর (ডাকিয়া থাক)। পুরাকালে সেই রাবণ পুত্র জন্মিবামাত্রই কাঁদিতে কাঁদিতে মেঘের ন্যায় গম্ভীর নাদ (অব্যক্ত শব্দ) করিল। হে রাঘব! তাহার সেই নাদে লঙ্কানগরী

পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্ ।
সোঽবর্দ্ধত তদা রাম ! রাবণান্তঃপুরে শুভে ॥৩১
রক্ষ্যমাণো বরস্ত্রীভিশ্ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ ।
মাতাপিত্রোর্মহাহর্ষং জনয়ন্ রাবণাত্মজঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

জড়বৎ স্তব্ধ হইয়া যাইত। পিতা স্বয়ং রাবণ তাহার নামকরণ করিল—মেঘনাদ। রাম! সেই পুত্র মেঘনাদ মাতা ও পিতাকে আনন্দদান করত রাবণের শুভ অন্তঃপুরে শ্রেষ্ঠ নারীগণ দ্বারা রক্ষিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।২৯-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[রাবণনির্মিত-শয়নাগারে কুম্ভকর্ণস্য শয়নম্, রাবণস্য অত্যাচারঃ, তং প্রবোধয়িতুকামস্য কুবেরস্য দূতপ্রেষণম্, ক্রুদ্ধেন রাবণেন তদ্দূতস্য সংহারশ্চ ।]

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ ।
নিদ্রা সমভবৎ তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী ॥১
ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্ বচঃ ।
নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ ! কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥২
বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্মবৎ ।
বিস্তীর্ণং যোজনং স্নিগ্ধং ততো দ্বিগুণমায়তম্ ॥৩
দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে ।
স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈঃ স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্ ॥৪
বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালকং তথা ।
দান্ত-তোরণবিন্যস্তং বজ্রস্ফটিকবেদিকম্ ॥৫
মনোহরং সর্বসুখং কারয়ামাস রাক্ষসঃ ।
সর্বত্র সুখদং নিত্যং মেরোঃ পুণ্যাং গুহামিব ॥৬

ত্রয়োদশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক নির্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন, রাবণের অত্যাচার, কুবেরের দূত প্রেরণপূর্বক রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা এবং ক্রুদ্ধ রাবণকর্তৃক ঐ দূতকে নিধন।]

অনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে লোকেশ্বর ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া নিদ্রাদেবী যেন রূপ ধারণ করত কুম্ভকর্ণের মধ্যে তীব্রবেগে প্রকটিতা হইলেন ।১

তারপর কুম্ভকর্ণ পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বীয় ভ্রাতা রাবণকে বলিল,—রাজন্! নিদ্রা আমাকে কষ্ট দিতেছে, অতএব আমার শয়নের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাও ।২

কুম্ভকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় সুযোগ্য শিল্পিগণকে গৃহ-প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। সেই শিল্পিগণ কুম্ভকর্ণের শয়নের জন্য দুই যোজন আয়ত ও এক যোজন বিস্তৃত দর্শনীয় মনোরম গৃহ প্রস্তুত করিল। সেই গৃহে কোন প্রকার বাধার অনুভব হয় না, তাহার সকল স্থান স্ফটিক-মণি এবং সুবর্ণনির্মিত স্তম্ভদ্বারা সুশোভিত ছিল ।৩-৪

সেই গৃহে বৈদূর্য্যমণিনির্মিত সোপান(সিঁড়ি)-শ্রেণী দ্বারা ভূষিত ছিল, তাহার চতুর্দিকে কিঙ্কিণীজাল শোভা পাইত, ঐ গৃহের তোরণদ্বার হস্তীর দন্ত দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল এবং বজ্র ও স্ফটিকমণিনির্মিত বেদি তাহার শোভা সম্পাদন করিত ।৫

তত্র নিদ্রাং সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
বহূন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে ॥৭
নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ।
দেবর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্বান্ সঞ্জঘ্নে হি নিরঙ্কুশঃ ॥৮
উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ।
তানি গত্বা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্তি স্ম দশাননঃ ॥৯
নদীং গজ ইব ক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিব ক্ষিপন্।
নগান্ বজ্র ইবোৎসৃষ্টো বিধ্বংসয়তি রাক্ষসঃ ॥১০
যথাবৃত্তন্তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ।
কুলানুরূপং ধর্মজ্ঞো বৃত্তং সংস্মৃত্য চাত্মনঃ ॥১১
সৌভ্রাত্রদর্শনার্থন্তু দূতং বৈশ্রবণস্তদা।
লঙ্কাং সম্প্রেষয়ামাস দশগ্রীবস্য বৈ হিতম্ ॥১২
স গত্বা নগরীং লঙ্কামাসসাদ বিভীষণম্।
মানিতস্তেন ধর্মেণ পৃষ্টশ্চাগমনং প্রতি ॥১৩

মেরুপর্ব্বতের পুণ্যময়ী গুহাসকল যেরূপ নিত্য সর্ব্বত্র সুখদায়ক, সেইরূপ সর্বদা সর্বত্র সুখদায়ক ও মনোরম ভবন রাক্ষসরাজ রাবণ নির্মাণ করাইল।৬

মহাবলী কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শয়ন করত নিদ্রাবিষ্ট হইয়া বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিল, তথাপি জাগরিত হইল না।৭

কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়ন করিলে দশানন রাবণ উচ্ছৃঙ্খলতাপরায়ণ হইয়া দেবতা, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্বগণকে নিপীড়ন ও বিনাশ করিতে লাগিল।৮

দেবতাদিগের নন্দনকাননাদি যে সব বিচিত্র উদ্যান ছিল, দশানন সেই সব উদ্যানে যাইয়া অতি আক্রোশে তাহা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।৯

ঐ রাক্ষস রাবণ নদীতে হাতী যেরূপ ক্রীড়া করে সেইরূপ দেবোদ্যানে ক্রীড়া করত বায়ু যেমন বৃক্ষসকলের উৎপাটন করে এবং ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতসকলের ভেদ করে, সেইরূপ উদ্যানের সব কিছু বিধ্বস্ত করিয়া দিল।১০

ধর্মজ্ঞ ধনেশ্বর বিশ্রবানন্দন কুবের (এই সকল বৃত্তান্তে) দশাননকে এইরূপ অত্যাচারী জানিয়া এবং নিজ কুলের অনুরূপ আচার-বিচারের কথা স্মরণ করিয়া উত্তম ভ্রাতৃপ্রেম দেখাইবার জন্য ও রাবণের হিতমামনায় এক দূত লঙ্কাতে প্রেরণ করিলেন।১১-১২

ঐ দূত লঙ্কাপুরীতে যাইয়া প্রথমে বিভীষণের সহিত মিলিত হইল। বিভীষণ ধর্মানুসারে তাহার সৎকার করিল এবং লঙ্কায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।১৩

পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাঞ্চ বিভীষণঃ।
সভায়াং দর্শয়ামাস তমাসীনং দশাননম্ ॥১৪
স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
জয়েতি বাচা সম্পূজ্য তূষ্ণীং সমভিবর্ত্তত ॥১৫
স তত্রোত্তমপর্য্যঙ্কে বরাস্তরণশোভিতে।
উপবিষ্টং দশগ্রীবং দূতো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥১৬
রাজন্! বদামি তে সর্বং ভ্রাতা তব যদব্রবীৎ।
উভয়োঃ সদৃশং বীর! বৃত্তস্য চ কুলস্য চ ॥১৭
সাধু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃত্যশ্চারিত্রসংগ্রহঃ।
সাধু ধর্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে ॥১৮
দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমৃষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ।
দেবতানাং সমুদ্যোগস্ত্বত্তো রাজন্ ময়া শ্রুতঃ ॥১৯
নিরাকৃতশ্চ বহুশস্ত্বয়াহং রাক্ষসাধিপ।
সাপরাধোঽপি বালো হি রক্ষিতব্যঃ স্ববান্ধবৈঃ ॥২০

বিভীষণ রাজা কুবের এবং বন্ধু-বান্ধবগণের কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে লইয়া রাজসভায় গমনপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দশাননকে দেখাইয়া দিল।১৪

সেই সভায় নিজতেজে দেদীপ্যমান রাজা দশাননকে দেখিয়া ঐ দূত 'মহারাজের জয় হউক' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ পূর্বক সমাদর দেখাইয়া তূষ্ণীম্ভাবে (মৌনী হইয়া) কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল।১৫

তারপর শ্রেষ্ঠ আস্তরণশোভিত উত্তম পালঙ্কে উপবিষ্ট দশাননকে ঐ দূত এই কথা বলিতে লাগিল।১৬

অহন্তু হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্মমুপাসিতুম্।
রৌদ্রং ব্রতং সমাস্থায় নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২১
তত্র দেবো ময়া দৃষ্ট উময়া সহিতঃ প্রভুঃ।
সব্যং চক্ষুর্ময়া দৈবাৎ তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্ ॥২২
কা স্বেষেতি মহারাজ! ন খল্বন্যেন হেতুনা।
রূপঞ্চানুপমং কৃত্বা রুদ্রাণী তত্র তিষ্ঠতি ॥২৩
দেব্যা দিব্যপ্রভাবেণ দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্।
রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্ ॥২৪
ততোঽহমন্যদ্ বিস্তীর্ণং গত্বা তস্য গিরেস্তটম্।
তূষ্ণীং বর্ষশতান্যষ্টৌ সমধারং মহাব্রতম্ ॥২৫
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিংস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
ততঃ প্রীতেন মনসা প্রাহ বাক্যমিদং প্রভুঃ ॥২৬

হে রাজন্! আপনার (অগ্রজ) ভ্রাতা কুবের মাতা ও পিতৃকুলের অনুরূপ এবং সদাচারে অনুরূপ যে কথা আপনাকে বলিয়াছেন, হে বীর! তৎসমস্ত আমি নিবেদন করিতেছি।১৭

(আপনার ভ্রাতা কুবের বলিয়াছেন—দশগ্রীব!) তুমি এতাবৎকাল যাহা কিছু দুষ্কার্য্য করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সদাচার-পূত চরিত্র সংগ্রহ কর। যদি সামর্থ থাকে, তবে ধর্মমার্গে অবস্থান কর—ইহাই তোমার পক্ষে উত্তম হইবে।১৮

তুমি নন্দনকানন বিধ্বস্ত করিয়াছ, তাহা আমি দেখিয়াছি। ঋষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহাও আমি শুনিয়াছি। হে রাজন্! দেবতাগণ তোমার নিকট হইতে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহারা তোমার বিরুদ্ধে উদ্যোগ করিতেছেন, ইহাও আমার কর্ণগোচর হইয়াছে।১৯

হে রাক্ষসরাজ! তুমি আমাকেও বহুবার তিরস্কার করিয়াছ। বালক যদি কোন অপরাধ করিয়াই থাকে, তবুও তাহাকে যেমন বান্ধবগণের সহিত রক্ষা করা উচিত, সেইরূপ তোমার শ্রেয়োলাভের জন্য আমি এই উপদেশ দিতেছি।২০

আমি শৌচ ও সন্তোষাদি নিয়ম পালনপূর্ব্বক

প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞ তপসানেন সুব্রত।
ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চৈব ধনাধিপ ॥২৭
তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ ব্রতমীদৃশম্।
ব্রতং সুদুষ্করং হ্যেতন্ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা ॥২৮
তৎ সখিত্বং ময়া সৌম্য! রোচয়স্ব ধনেশ্বর।
তপসা নির্জ্জিতশ্চৈব সখা ভব মমানঘ ॥২৯
দেব্যা দগ্ধং প্রভাবেণ যচ্চ সব্যং তবেক্ষণম্।
পৈঙ্গল্যং যদবাপ্তং হি দেব্যা রূপনিরীক্ষণাৎ ॥৩০
একাক্ষপিঙ্গলীত্যেব নাম স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
এবং তেন সখিত্বঞ্চ প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ শঙ্করাৎ ॥৩১
আগতেন ময়া চৈবং শ্রুতস্তে পাপনিশ্চয়ঃ।
তদধর্মিষ্ঠসংযোগান্নিবর্ত্ত কুলদূষণাৎ ॥৩২

ইন্দ্রিয় সংযম করত রৌদ্রব্রত ধারণ করিয়া ধর্ম্মের উপাসনার জন্য হিমালয়ের এক শিখরে যাই।২১

সেখানে আমি উমাদেবীর সহিত মহেশ্বরের দর্শন লাভ করি। দৈবাৎ আমার বাম চক্ষু সেই দেবীর উপর স্থাপন করি। তখন আমি চিন্তা করিলাম—ইনি কে? ইহা বুঝিবার জন্যই আমি তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলাম, কোন বিকারযুক্ত ভাবে নহে। সেইস্থানে দেবী রুদ্রাণী অনুপম রূপ ধারণ করত অবস্থান করিতেছিলেন।২২-২৩

সেই দেবীর দিব্যপ্রভাবে আমার বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল এবং দক্ষিণ চক্ষু ধূলিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যাইল।২৪

তারপর আমি সেই পর্ব্বতের অন্য বিস্তীর্ণ এক তটে যাইয়া মৌনভাব অবলম্বন করত আট শত বৎসর মহাব্রত ধারণ করিলাম। তারপর সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে ভগবান্ শঙ্কর আমাকে দর্শন দিলেন এবং প্রভু স্বয়ং আমাকে বলিলেন।২৫-২৬

হে ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর! তুমি অতি কঠোর ব্রত পালন করিয়াছ। আমি তোমার এই ব্রতাচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কারণ, এই ব্রত এক আমি পালন করিয়াছিলাম। আর দ্বিতীয় তুমি এই ব্রত পালন করিলে।২৭

চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরৈস্তব ।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥৩৩
হস্তান্ দন্তাংশ্চ সম্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া দূত ! বাক্যং যত্ত্বং প্রভাষসে ॥৩৪
নৈব ত্বমসি নৈবাসৌ ভ্রাত্রা যেনাসি চোদিতঃ ।
হিতং নৈষ মমৈতদ্ধি ব্রবীতি ধনরক্ষকঃ ॥৩৫
মহেশ্বরসখিত্বন্তু মূঢ়ঃ শ্রাবয়তে কিল ।
নৈবেদং ক্ষমণীয়ং মে যদেতদ্ ভাষিতং ত্বয়া ॥৩৬
যদেতাবন্ময়া কালং দূত ! তস্য তু মর্ষিতম্ ।
ন হন্তব্যো গুরুর্জ্জ্যেষ্ঠো ময়ায়মিতি মন্যতে ॥৩৭
তস্য ত্বিদানীং শ্রুত্বা মে বাক্যমেষা কৃতা মতিঃ ।
ত্রীঁল্লোকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ ॥৩৮
এতম্মুহূর্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে ।
চতুরো লোকপালাংস্তান্নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥৩৯
এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্ ।
দদৌ ভক্ষয়িতুং হ্যেনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্ ॥৪০
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো রথমারুহ্য রাবণঃ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

তৃতীয় এতাদৃশ কোন পুরুষ দেখি নাই, যিনি এই কঠোর ব্রত পালন করিতে সমর্থ হন। অত্যন্ত দুষ্কর এই ব্রত পূর্ব্বে আমিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম ।২৮

হে সৌম্য ধনেশ্বর ! তুমি আমার সহিত যেরূপ তোমার অভিরুচি, সেইরূপ কোন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হও। হে অনঘ (নিষ্পাপ) ! তুমি নিজ তপস্যা দ্বারা আমাকে জয় করিয়াছ, অতএব তুমি আমার সখা হও ।২৯

দেবী পার্ব্বতীর রূপে দৃষ্টিপাত করায় তাঁহার দিব্য প্রভাবে তোমার যে বাম চক্ষু দগ্ধ হইয়াছিল এবং দক্ষিণ চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে তুমি 'একাক্ষপিঙ্গলী' এই নামে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। এইরূপে মহাদেবের সহিত সখ্যবন্ধন লাভ করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন তোমার পাপপূর্ণ কার্য্যকলাপের কথা শ্রবণ করিলাম। অতএব তুমি স্বীয় কুল কলঙ্ক করে এইরূপ অধর্ম সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত হও। কারণ, ঋষিগণের সহিত সমস্ত দেবতাবৃন্দ তোমার বধের উপায় চিন্তা করিতেছেন। কুবেরপ্রেষিত দূত এই কথা বলিলে দশগ্রীব রাবণের নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে দন্তে দন্ত ও হস্তে হস্ত পেষণ করিয়া বলিল,—রে দূত ! তুই যাহা কিছু বলিতেছিস্, তৎসমস্ত আমি জানি ।৩০-৩৪

অদ্য তুই জীবিত থাকিতে পারিবি না এবং তোকে যে পাঠাইয়াছে, সেই ভ্রাতা কুবেরও জীবিত থাকিবে না, কারণ, ধনরক্ষক কুবের যাহা বলিয়াছে, তাহা আমার হিতকর নয় ।৩৫

সে (আমার ভয়োৎপাদনের জন্য) তাহার সহিত যে মহেশ্বরের সখ্যস্থাপনের কথা শুনাইয়াছে, ইহা তাহার মূর্খতা। দূত ! তুই যে কথা আমাকে শুনাইলি, তাহা আমার পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য ।৩৬

দূত ! আমি তাহাকে যে এতাবৎকাল ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি ; তাহার কারণ, সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বধ করা উচিত নয়—ইহাই আমি মনে করি। কিন্তু এই সময় তাহার কথা শুনিয়া আমার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হইল যে, আমি স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া তিনলোক জয় করিব ।৩৭-৩৮

আমি এই মুহূর্ত্তে তাহার একার (অপরাধের) জন্য চার লোকপালকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ।৩৯

এই কথা বলিয়াই সেই রাবণ খড়্গদ্বারা দূতকে বধ করিল এবং তাহার দেহ দুরাত্মা রাক্ষসগণের ভক্ষণের জন্য দিয়া দিল ।৪০

তারপর রাবণ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া ত্রিলোক জয় করিবার অভিপ্রায়ে যেস্থানে ধনেশ্বর কুবের আছেন, সেইস্থানে গমন করিল ।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[মন্ত্রিভিঃ সহ রাবণস্য যক্ষোপরি আক্রমণম্, তস্য পরাজয়শ্চ ।]

ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং ষড্‌ভির্নিত্যবলোদ্ধতঃ ।
মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ ॥১

ধূম্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরগর্দ্ধিনা ।
বৃতঃ সম্প্রযযৌ শ্রীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহন্নিব ॥২

পুরাণি স নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ ।
অতিক্রম্য মুহূর্ত্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ ॥৩

সন্নিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রং নিশম্য তু ।
যুদ্ধেপ্সুং তং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমন্ত্রিণম্ ॥৪

যক্ষা ন শেকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ ।
রাজ্ঞো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ ॥৫

তে গত্বা সর্বমাচখ্যুর্ভ্রাতুস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে ॥৬

ততো বলানাং সংক্ষোভো ব্যবর্দ্ধত ইবোদধেঃ ।
তস্য নৈর্ঋতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব ॥৭

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সাচিবা রাক্ষসস্য তে ॥৮

স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।
হর্ষনাদান্ বহূন্ কৃত্বা স ক্রোধাদভ্যধাবত ॥৯

যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ ।
তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধয়ৎ ॥১০

ততো গদাভির্মুসলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ ।
হন্যমানো দশগ্রীবস্তৎ সৈন্যং সমগাহত ॥১১

স নিরুচ্ছ্বাসবত্তত্র বধ্যমানো দশাননঃ ।
বর্ষদ্ভিরিব জীমূতৈর্ধারাভিরবরুধ্যত ॥১২

চতুর্দশ সর্গ

[মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যক্ষোপরি আক্রমণ এবং তাহার পরাজয় ।]

নিজ বলগর্ব্বে সর্ব্বদা উন্মত্ত শ্রীমান্ রাবণ ক্রোধে যেন তিনলোক দগ্ধ করিতে করিতে মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ এবং সদা সমরাভিলাষী বীর ধূম্রাক্ষের সহিত যাত্রা করিল ।১ ২

এবং বহু নগর, নদী, পর্ব্বত, বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কৈলাসপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল ।৩

যক্ষগণ যখন শ্রবণ করিল যে, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হইয়া স্বীয় মন্ত্রিবর্গের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছে, তখন তাহারা রাক্ষস রাবণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না এবং রাজার ভ্রাতা—ইহা জ্ঞাত হইয়া যেখানে ধনেশ্বর কুবের আছেন, সেইখানে গমন করিল ।৪-৫

তাহারা যাইয়া কুবেরকে সেই সব বৃত্তান্ত বলিল— যাহা তাহার ভ্রাতা রাবণ ইচ্ছা করিতেছে। তখন ধনদ (কুবের) তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলে তাহারা হৃষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল ।৬

তারপর সাগর যেমন সংক্ষুব্ধ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ যক্ষরাজের সৈন্যসমূহ সংক্ষুব্ধ হইয়া (পরস্পর মিলিতভাবে) বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন তাহাদের বেগে কৈলাসপর্ব্বত যেন কাঁপিতেছিল ।৭

অনন্তর যক্ষ ও রাক্ষসগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে সেই রাক্ষস রাবণের সচিবগণ অস্থির হইয়া উঠিল ।৮

রাক্ষস দশগ্রীব স্বীয় সৈন্যের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া সহর্ষে নানা ধ্বনি করিতে করিতে ক্রোধপূর্ণচিত্তে যক্ষগণের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৯

রাক্ষসরাজ রাবণের ভীমপরাক্রমশালী যে সকল সচিব ছিল, তাহারা একা একাই সেই সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ।১০

তারপর দশগ্রীব শত্রুসৈন্যের গদা, মুসল, অসি,

ন চকার ব্যথাঞ্চৈব যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ।
মহীধর ইবাম্ভোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ ॥১৩
স মহাত্মা সমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্।
প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্ ॥১৪
স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুষ্কেন্ধনমিবাকুলম্।
বাতেনাগ্নিরিবাদীপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ ॥১৫
তৈস্তু তত্র মহামাত্যৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ।
অল্পাবশেষাস্তে যক্ষাঃ কৃতা বাতৈরিবাম্বুদাঃ ॥১৬
কেচিৎ সমাহতা ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ।
ওষ্ঠাংশ্চ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে ॥১৭
শ্রান্তাশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে।
সীদন্তি চ তদা যক্ষাঃ কূলা ইব জলেন হ ॥১৮

হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্।
প্রেক্ষতামৃষিসঙ্ঘানাং ন বভূবান্তরং দিবি ॥১৯
ভগ্নাংস্তু তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রাস্তু মহাবলান্।
ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস যক্ষকান্ ॥২০
এতস্মিন্নন্তরে রাম! বিস্তীর্ণবলবাহনঃ।
প্রেষিতো ন্যপতদ্ যক্ষো নাম্না সংযোধকণ্টকঃ ॥২১
তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ।
পতিতো ভূতলে শৈলাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥২২
সুসংজ্ঞস্তু মুহূর্ত্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ।
তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুদ্রুবে ॥২৩
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যরজতোক্ষিতম্।
মর্য্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণান্তরমাবিশৎ ॥২৪

শক্তি ও তোমর অস্ত্র দ্বারা আহন্যমান হইয়া সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল।১১

সেই সময় দশানন রাবণ এইরূপ অস্ত্রপ্রহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল যে, তাহার শ্বাস ফেলার সময় রহিল না। বর্ষণকারী মেঘ যেরূপ স্বীয় বর্ষাধারায় চতুর্দিক্ অবরোধ করে, সেইরূপ যক্ষগণ অস্ত্রবর্ষণ দ্বারা রাবণকে অবরোধ করিল।১২

যেমন মহীধর (পর্ব্বত) মেঘদ্বারা বর্ষিত শত শত জলধারায় অভিষিক্ত হইয়াও বিচলিত হয় না, সেইরূপ রাবণ যক্ষগণের অস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হইয়াও কোনরূপ বিব্রত হইল না।১৩

ঐ মহাকায় রাবণ কালদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলনপূর্ব্বক যক্ষসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল এবং যক্ষসৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল।১৪

বায়ুদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ রাবণ কক্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ সেই সৈন্যগণকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ব্যাপ্ত করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল।১৫

যেরূপ বাতাস বর্ষুকমেঘকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ মহোদর ও শুকাদি মহামন্ত্রিগণ যক্ষগণকে বিনাশ করিল। অল্পসংখ্যক যক্ষ বাঁচিয়া রহিল।১৬

কতকগুলি যক্ষ সমরে অস্ত্রের আঘাতে অঙ্গভঙ্গ হওয়ায় ভূমিতে পতিত হইল। কেহ কেহ রণস্থলে কুপিত হইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে লাগিল।১৭

যক্ষগণের কেহ কেহ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া (অবশ-ভাবে) একে অপরের উপর পতিত হইল এবং তাহাদের হস্তস্থিত অস্ত্রও স্খলিত হইল। যেরূপ জলের বেগে নদীর কূল ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ রণভূমিতে যক্ষগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল।১৮

নিহত, স্বর্গ অভিমুখে গত, যুদ্ধরত এবং ইতস্ততঃ ধাবিত যক্ষগণের যুদ্ধ দেখিতে সমাগত ঋষিগণের সংখ্যাধিক্যে আকাশে আর স্থান রহিল না।১৯

মহাবাহু ধনাধ্যক্ষ সেই যক্ষগণকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া অপর বলশালী বহু যক্ষগণকে যুদ্ধের জন্য পাঠাইলেন।২০

শ্রীরাম! ইহার মধ্যে কুবেরপ্রেষিত সংযোধকণ্টক নামে এক যক্ষ বহু সৈন্য ও বাহনে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন।২১

যেরূপ বিষ্ণু যুদ্ধে চক্র দ্বারা শত্রু বধ করেন, সেইরূপ তিনি উপস্থিত হইয়াই স্ব-চক্র দ্বারা মারীচকে আঘাত

তস্তু রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্।
সূর্য্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ ॥২৫
স বার্য্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ।
যদা তু বারিতো রাম! ন ব্যতিষ্ঠৎস রাক্ষসঃ ॥২৬
ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তাড়িতঃ।
রুধিরং প্রস্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুস্রবৈরিব ॥২৭
স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ।
জগাম ন ক্ষতিং বীরো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥২৮
তেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ।
নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীকৃততনুস্তদা ॥২৯
ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা রক্ষঃপরাক্রমম্।
ততো নদীগুর্হাশ্চৈব বিবিশুর্ভয়পীড়িতাঃ ॥
ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাস্তদা ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন। সেই আঘাতে মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাসপর্ব্বত হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইল।২২

তারপর সেই রাক্ষস মারীচ মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামপূর্ব্বক ঐ যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। ঐ যুদ্ধে সংযোধকণ্টক ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।২৩

অনন্তর রাবণ প্রতি অঙ্গে সুবর্ণদ্বারা চিত্রিত এবং বৈদূর্য্যমণি ও রজত দ্বারা সুশোভিত তোরণদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে দ্বারপালগণ প্রহরায় নিযুক্ত ছিল; তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত পারিত না।২৪

রাজন্ রাম! যখন রাক্ষস রাবণ তোরণমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তখন সূর্য্যভানুনামক দ্বারপাল তাহাকে বাধা দিল।২৫

রাক্ষস রাবণ ঐ যক্ষের বাধা প্রাপ্ত হইয়াও যখন তাহার নিষেধ না শুনিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে গেল, তখন সেই দ্বারপাল যক্ষ তোরণসংলগ্ন একটি অপর তোরণ উৎপাটন করিয়া রাবণকে আঘাত করিল। তাহাতে রাবণের শরীর হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল; তখন মনে হইল যেন গৈরিকমিশ্রিত কোন পর্ব্বত হইতে জলের ঝরণা বহিতেছে।২৬-২৭

পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই তোরণের আঘাত পাইলেও ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বীর রাক্ষস রাবণের কোনও ক্ষতি হইল না।২৮

তখন রাবণও সেই তোরণকে তুলিয়া তাহার দ্বারা যক্ষকে আঘাত করিল, তাহাতে সেই যক্ষের শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, অবশিষ্ট কিছুই দেখা গেল না।২৯

ঐ রাক্ষসের এইরূপ পরাক্রম দেখিয়া যক্ষগণ সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা ভয়পীড়িত হইয়া কেহ কেহ নদীতে কেহ কেহ বা পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিল। ঐ যক্ষগণ শ্রান্ত হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং তখন তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সহ যুদ্ধে মাণিভদ্রস্য কুবেরস্য চ পরাজয়ঃ, রাবণেন পুষ্পক-বিমানস্যাপহরণঞ্চ ।]

ততস্তাঁল্লক্ষ্য বিত্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রাংশ্চ সহস্রশঃ।
ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষং মাণিভদ্রমথাব্রবীৎ ॥১
রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্ ।
শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥২
এবমুক্তো মহাবাহুর্মাণিভদ্রঃ সুদুর্জয়ঃ ।
বৃতো যক্ষসহস্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ ॥৩
তে গদামুসলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ ।
অভিঘ্নন্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥৪
কুর্বন্তস্তুমুলং যুদ্ধং চরন্তঃ শ্যেনবল্লঘু ।
বাঢ়ং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীয়তামিতি ভাষিণঃ ॥৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
দৃষ্ট্বা তং তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্ ॥৬
যক্ষাণাস্তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে ।
মহোদরেণ চানিন্দ্যং সহস্রমপরং হতম্ ॥৭
ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ ! মারীচেন যুযুৎসুনা ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ দ্বে সহস্রে নিপাতিতে ॥৮
ক চ যক্ষার্জবং যুদ্ধং ক চ মায়াবলাশ্রয়ম্ ।
রক্ষসাং পুরুষব্যাঘ্র ! তেন তেঽভ্যধিকা যুধি ॥৯
ধূম্রাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে ।
মুসলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চ কম্পিতঃ ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[মাণিভদ্র ও কুবেরের পরাজয় এবং রাবণকর্তৃক পুষ্পক বিমান অপহরণ ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামকে বলিলেন—হে রাম !) ধনাধ্যক্ষ কুবের দেখিলেন—ভীত হাজার হাজার যক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। তখন তিনি মাণিভদ্র নামক এক যক্ষকে বলিলেন ।১

যক্ষেন্দ্র ! রাবণ পাপাত্মা ও দুরাচারী, তুমি তাহাকে বধ কর এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত বীর যক্ষগণের শরণ হও—তাহাদিগকে রক্ষা কর ।২

মহাবাহু মাণিভদ্র অত্যন্ত দুর্জয় বীর ছিলেন, তিনি কুবেরের উক্ত আজ্ঞা পাইয়া চারহাজার যক্ষসৈন্যের সহিত তোরণদ্বারে আগমন করত রাক্ষসগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন ।৩

সেই সময় যক্ষগণ গদা, মুসল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গরের প্রহার করিতে করিতে রাক্ষসগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ।৪

তাহারা তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে বাজপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন সেই যক্ষগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল—বেশ, আমাকে যুদ্ধের অবসর দাও, অন্য কেহ বলিল—আমি পশ্চাৎ অপসরণ করিতে চাহি না, অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিল—আমাকে অস্ত্র প্রদান কর ।৫

ঐ তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ।৬

রণক্ষেত্রে রাক্ষস প্রহস্ত এক হাজার যক্ষকে বিনাশ করিল, আর মহোদর অপর এক সহস্র প্রশংসার্হ যক্ষ নিধন করিল ।৭

রাজন্ ! ঐ সময় ক্রুদ্ধ রণোৎসুক মারীচ নিমেষ কাল মধ্যেই শেষ দুই হাজার যক্ষ ধরাশায়ী করিল ।৮

পুরুষোত্তম রাম ! কোথায় যক্ষগণের সরলতাপূর্ণ যুদ্ধ ? আর কোথায় রাক্ষসগণের মায়াবলাশ্রয় যুদ্ধ ? সেইজন্য ঐ মায়াবী রাক্ষসগণ যুদ্ধে যক্ষবৃন্দ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল ।৯

এই মহাযুদ্ধে রাক্ষস ধূম্রাক্ষ আসিয়া ক্রোধপূর্বক মাণিভদ্রের বক্ষে এক মুসলের আঘাত করিল, কিন্তু তাহাতে মাণিভদ্র বিচলিত হইলেন না ।১০

তারপর মাণিভদ্র গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাক্ষস ধূম্রাক্ষের মস্তকে আঘাত করিলে ঐ রাক্ষস বিহ্বল হইয়া

ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ।
ধূম্রাক্ষস্তাড়িতো মূর্দ্ধ্নি বিহ্বলঃ স পপাত হ ॥১১
ধূম্রাক্ষং তড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্।
অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ ॥১২
সংক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্।
শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিসৃভির্যক্ষপুঙ্গবঃ ॥১৩
তাড়িতো মাণিভদ্রস্য মুকুটে প্রাহরদ্ রণে।
তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটং পার্শ্বমাগতম্ ॥১৪
[ততঃ সংযুধ্যমানেন বিষ্টব্ধো ন ব্যকম্পত।]
ততঃ প্রভৃতি যক্ষোঽসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল।
তস্মিংস্তু বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি ॥
সন্নাদঃ সুমহান্ রাজংস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্দ্ধত ॥১৫
ততো দূরাৎ প্রদদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ।
শুক্রপ্রৌষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ ॥১৬

ভূতলে নিপতিত ও রক্তাপ্লুত দেখিয়া রাক্ষসরাজ দশানন যুদ্ধে মাণিভদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল।১১-১২

যক্ষপ্রবর মাণিভদ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দশাননকে নিজের অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহার উপর তিনটি শক্তির প্রহার করিল।১৩

শক্তিদ্বারা তাড়িত হইয়া রাবণ রণস্থলে মাণিভদ্রের মুকুটে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে তাহার মুকুট পার্শ্বদেশে খসিয়া পড়িল।১৪

সেই হইতে ঐ যক্ষ পার্শ্বমৌলি নামে বিখ্যাত হইল। তখন মহামনা মাণিভদ্র যুদ্ধে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। রাজন্! তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাক্ষসগণের মহান্ সিংহনাদে কৈলাসপর্ব্বত পরিপূর্ণ হইয়া যাইল।১৫

তারপর গদাধারী ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে দূর হইতে আসিতে দেখা গেল। তাঁহার সহিত শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ নামক দুই মন্ত্রী এবং শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুই ধনের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। বিশ্রবামুনির শাপে ক্রূরপ্রকৃতি হওয়ায় গুরুজনের প্রতি প্রণামাদি সদাচারহীন নিজ ভ্রাতাকে যুদ্ধে সমাগত দেখিয়া বুদ্ধিমান্

স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্ বিভ্রষ্টগৌরবম্।
উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে ॥১৭
যন্ময়া বার্য্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্মতে।
পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাস্যসে নিরয়ং গতঃ ॥১৮
যো হি মোহাদ্ বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্মতিঃ।
স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥১৯
দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্ম্মযুক্তেন কেনচিৎ।
যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে ॥২০
মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্য্যঞ্চাবমন্যতে।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥২১
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোর্জনম্।
স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো গত্বাত্মনো গতিম্ ॥২২
ধর্ম্মাদ্ রাজ্যং ধনং সৌখ্যমধর্ম্মাদ্দুঃখমেব চ।
তস্মাদ্ধর্ম্মং সুখার্থায় কুর্য্যাৎ পাপং বিসর্জয়েৎ ॥২৩

কুবের ব্রহ্মার কুলোৎপন্নপুরুষের যোগ্য কথা বলিতে লাগিলেন।১৬-১৭

হে দুর্মতি দশানন! আমি তোমাকে নিবারণ করিলেও তুমি যাহা বুঝিতে পারিলে না, মৃত্যুর পর নরকে যাইয়া তুমি এই সকল কুকর্ম্মের ফললাভ করত পশ্চাৎ তাহা বুঝিতে পারিবে।১৮

যে দুর্মতি বিষ পান করিয়াও মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারেনা, সেই ব্যক্তি তাহার পরিণামে স্বকৃত কর্ম্মের ফল জানিতে পারে।১৯

তোমার কোন কর্ম্মই তোমার বংশগৌরবানুযায়ী ধর্ম্মযুক্ত হইতেছে না, সেইজন্য ঐ কর্ম্মদ্বারা দেবতাগণ প্রসন্ন হইতেছেন না। সেইজন্য তুমি এইরূপ ক্রূরভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছ এবং তাহা বুঝিতেও পারিতেছ না।২০

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্য্যকে অবমাননা করে, সে যমরাজের বশীভূত হইয়া তাদৃশ কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে।২১

যে ব্যক্তি এই অনিত্য (ক্ষণভঙ্গুর) দেহ পাইয়া তপস্যার উপার্জন করে না, ঐ মূর্খ মৃত্যুর পর যখন তাহার কৃতকর্ম্মের ফল লাভ করে, তখন অনুশোচনা

পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা।
তস্মাদাত্মাপঘাতার্থং মূঢ়ঃ পাপং করিষ্যতি ॥২৪
কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥২৫
ঋদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ বিত্তং শূরত্বমেব চ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা লোকে নির্জ্জিতং পুণ্যকর্মভিঃ ॥২৬
এবং নিরয়গামী ত্বং যস্য তে মতিরীদৃশী।
ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যেঽসদ্বৃত্তেষ্বেব নির্ণয়ঃ ॥২৭
এবমুক্তাস্ততস্তেন তস্যামাত্যাঃ সমাহতাঃ।
মারীচপ্রমুখাঃ সর্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥২৮
ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
গদয়াভিহতো মূর্দ্ধ্নি ন চ স্থানাৎ প্রকম্পিতঃ ॥২৯

ততস্তৌ রাম নিঘ্নন্তৌ তদান্যোন্যং মহামৃধে।
ন বিহ্বলৌ ন চ শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষ-রাক্ষসৌ ॥৩০
আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ স মুমোচ ধনদস্তদা।
রাক্ষসেন্দ্রো বারুণেন তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ ॥৩১
ততো মায়াং প্রবিষ্টোঽসৌ রাক্ষসীং রাক্ষসেশ্বরঃ।
রূপাণাং শতসাহস্রং বিনাশায় চকার চ ॥৩২
ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ।
যক্ষো দৈত্যস্বরূপী চ সোঽদৃশ্যত দশাননঃ ॥৩৩
বহূনি চ করোতি স্ম দৃশ্যন্তে ন ত্বসৌ ততঃ।
প্রতিগৃহ্য ততো রাম! মহদস্ত্রং দশাননঃ ॥৩৪
জঘান মূর্দ্ধ্নি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্।
এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ ॥৩৫

করিতে থাকে। ধর্ম হইতেই রাজ্য, ধন ও সুখলাভ হয় এবং অধর্ম হইতে কেবল দুঃখলাভ হইয়া থাকে; সেইহেতু সুখের জন্য তুমি ধর্মাচরণ কর এবং পাপকর্ম হইতে বিরত হও।২২-২৩

পাপের ফল কেবল দুঃখ এবং তাহা এই জগতে নিজেকেই ভোগ করিতে হয়। সেইহেতু যে মূঢ় পাপ কর্ম করে, সে নিজেকেই হত্যা করিয়া থাকে।২৪

কোন দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরই (শুভ কর্মের অনুষ্ঠান ও গুরুজনদিগের সেবা করা ভিন্ন) স্বেচ্ছামাত্র সুবুদ্ধি হয় না। সে যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপই ফল ভোগ করিয়া থাকে।২৫

সংসারে মনুষ্যগণ সমৃদ্ধি, সুন্দর রূপ, বল, পুত্র-কন্যাদি বৈভব ও বীরত্ব, পুণ্যকর্মানুষ্ঠান দ্বারা লাভ করিয়া থাকে।২৬

এইরূপ দুষ্কর্মের অনুষ্ঠানে অবশ্যই তোমাকে নরকগামী হইতে হইবে, কারণ, তোমার বুদ্ধি পাপযুক্ত। দুরাচার ব্যক্তির সহিত বার্ত্তালাপ করিও না—ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়। সেইহেতু আমিও তোমার সহিত বার্ত্তালাপ করিব না।২৭

কুবের এইরূপ বাক্য তাহার (রাবণের) মন্ত্রিগণকেও বলিলেন। তারপর তাহাদিগের উপর শস্ত্রাঘাত করিলে মারীচ প্রভৃতি সমস্ত রাক্ষসগণ যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল।২৮

তারপর মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের দশাননের মস্তকোপরি গদাদ্বারা আঘাত করিলেন। গদাঘাতেও রাবণ স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইল না।২৯

হে রাম! যক্ষরাজ ও রাক্ষসরাজ এই দুইজনে সেই মহাযুদ্ধে উভয়ে উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল, পরন্তু কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইয়া পড়িল না।৩০

ঐ সময়ে কুবের রাবণের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ করিল, কিন্তু রাবণ স্বীয় বরুণাস্ত্রের দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করিল।৩১

তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ রাক্ষসী মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করত কুবেরের বিনাশের জন্য লক্ষরূপ ধারণ করিল।৩২

সেই সময় রাবণ স্বীয় মায়াবলে ব্যাঘ্র, শূকর, মেঘ, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, যক্ষ ও দৈত্য—এই সমস্ত রূপে দেখা দিতে লাগিল।৩৩

এইরূপে সেই রাবণ বহুরূপ ধারণ করিল। তারপর আর তাহাকে দেখা গেল না। হে রাম! তখন রাবণ ভীষণ অস্ত্র গ্রহণ করিল।৩৪

কৃত্তমূল ইবাশোকো নিপপাত ধনাধিপঃ।
ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদা বৃতঃ ॥৩৬
ধনদোচ্ছ্বাসিতস্তৈস্তু বনমানীয় নন্দনম্।
নির্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তং ধনদং হৃষ্টমানসঃ ॥৩৭
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্।
কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্ ॥৩৮
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকালফলদ্রুমম্।
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্ ॥৩৯
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।
দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃ সুখম্ ॥৪০
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্।
নির্মিতং সর্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্ ॥৪১
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্বর্ত্তুসুখদং শুভম্।
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্য্যনির্জ্জিতম্ ॥৪২
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুর্মতিঃ।
জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ ॥৪৩
স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং
প্রতাপবান্ বিমলকিরীটহারবান্।
ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো
নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

তারপর রাবণ এক ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করত ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল। এইরূপে মস্তকে গদাঘাতে ধনাধিপ কুবের রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তারপর পদ্ম প্রভৃতি ধনাধিষ্ঠাতা দেবতাগণ তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করত উত্তোলনপূর্ব্বক নন্দনকাননে লইয়া আসিলেন এবং সেখানে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ ধনদ কুবেরকে জয় করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তখন রাবণ স্বীয় বিজয়চিহ্নস্বরূপ কুবেরের পুষ্পকবিমান গ্রহণ করিল। ঐ বিমানে স্বর্ণ নির্মিত স্তম্ভ এবং বৈদূর্য্যমণিরচিত তোরণদ্বার ছিল।৩৫-৩৮

তাহার চতুর্দিক্ মুক্তাজালে আবৃত ছিল এবং তাহার মধ্যে যে সব বৃক্ষ ছিল, তাহা সর্ব্বকালেই ফলদান করিত। ঐ বিমানের বেগ মানসতুল্য তীব্র, তাহাতে উপবেশন করিলে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনের শক্তি লাভ করিত এবং ইচ্ছানুসারে ছোট বড় সর্ব্বরকম রূপ ধারণ করিতে পারিত ও আকাশচারী ছিল। তাহাতে মণি ও কাঞ্চননির্মিত সোপান (সিঁড়ি) এবং তপ্তকাঞ্চনরচিত বেদী ছিল। ঐ বিমান দেবতাগণের বাহন, সর্ব্বদা অক্ষয় অর্থাৎ কখনও ভগ্ন হইত না এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও মনের প্রীতিদায়ক ছিল।৩৯-৪০

তাহাতে বহু আশ্চর্য্যজনক নানাবর্ণের চিত্র ছিল এবং ব্রহ্মা (বিশ্বকর্ম্মা) স্বয়ং ঐ বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তুদ্বারা পুষ্পক বিমান নির্মিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাহা মনোরম ও অতি উত্তম ছিল।৪১

উহা অত্যন্ত শীত (ঠাণ্ডা) বা অত্যধিক উষ্ণ (গরম) ভাব যুক্ত ছিল না অর্থাৎ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল, সেইজন্য সকল ঋতুতেই আরামদায়ক ও মঙ্গলকর ছিল। অত্যন্ত দুর্মতি রাজা রাবণ স্বশক্তিতে জিত কামগ (ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনশীল) বিমানে আরোহণ করিয়া অহঙ্কারের আধিক্যে এইরূপ মনে করিতে লাগিল—সে ত্রিভুবন জয় করিয়াছে। এইভাবে বৈশ্রবণ কুবেরকে জয় করিয়া রাবণ কৈলাসপর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করিল।৪২-৪৩

নির্মল কিরীট ও হারে বিভূষিত ঐ প্রতাপী রাক্ষস রাবণ স্বীয় তেজে এতাদৃশ মহাবিজয় লাভ করিয়া উত্তম বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞমণ্ডপে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শঃ সর্গঃ

[রাবণং প্রতি নন্দীশ্বরস্য শাপঃ, ভগবতা শঙ্করেণ রাবণমানস্য ভঞ্জনম্,
শঙ্করতস্তস্য চন্দ্রহাসনামকখড়্গপ্রাপ্তিশ্চ ।]

স জিত্বা ধনদং রাম ! ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ ।
মহাসেনপ্রসূতিং তদ্ যযৌ শরবণং মহৎ ॥১
অথাপশ্যদ্ দশগ্রীবো রৌক্সং শরবণং মহৎ ।
গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥২
স পর্বতং সমারুহ্য কঞ্চিদ্ রম্যবনান্তরম্ ।
প্রেক্ষতে পুষ্পকং তত্র রাম বিষ্টম্ভিতং তদা ॥৩
বিষ্টব্ধং কিমিদং কস্মান্নাগমৎ কামগং কৃতম্ ।
অচিন্তয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ ॥৪
কিন্নিমিত্তমিচ্ছয়া মে নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্ ।
পর্বতস্যোপরিষ্ঠস্য কর্মেদং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥৫

ততোঽব্রবীৎ তদা রাম ! মারীচো বুদ্ধিকোবিদঃ
নেদং নিষ্কারণং রাজন্ পুষ্পকং যন্ন গচ্ছতি ॥৬
অথবা পুষ্পকমিদং ধনদান্নান্যবাহনম্ ।
অতো নিস্পন্দমভবদ্ ধনাধ্যক্ষবিনাকৃতম্ ॥৭
ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ।
বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী ॥৮
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ ।
নন্দীশ্বরো বচশ্চেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ ॥৯
নিবর্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ ।
সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাণাং দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥১০

ষোড়শ সর্গ

[রাবণের প্রতি নন্দীশ্বরের অভিশাপ, ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক রাবণের মানভঙ্গ এবং তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রহাস নামক খড়্গ প্রাপ্তি ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—) রাম ! নিজ ভ্রাতা কুবেরকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান, বিশাল ও প্রসিদ্ধ শরবণে গমন করিল ।১

সেখানে উপস্থিত হইয়া দশগ্রীব রাবণ সুবর্ণময় কান্তিযুক্ত ঐ বিশাল শরবণ দর্শন করিল। উহা স্বীয় কিরণসমূহে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত ছিল ।২

ঐ শরবণে এক পর্ব্বত ছিল, যাহার বনস্থলী দেখিতে অতি রমণীয়। হে রাম! যখন রাবণ সেই পর্ব্বতের উপর উঠিতেছিল, তখন সে দেখিল যে, ঐ বিমানের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল ।৩

এই বিমান স্বামীর ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনের জন্য নির্মিত হইয়াছে, অতএব কি কারণে ইহার গতি রুদ্ধ হইল ? কেনই বা গমন করিতেছে না ? রাক্ষসেন্দ্র রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত এই সব কারণ চিন্তা করিতে লাগিল ।৪

কি জন্য আমার ইচ্ছানুসারে এই পুষ্পক বিমান গমন করিতেছে না, নিশ্চয়ই পর্ব্বতের উপরিস্থিত কোন ব্যক্তির এই কর্ম হইতে পারে ।৫

রাম। তখন বুদ্ধিকুশল মারীচ বলিল,—রাজন্! পুষ্পক বিমান যখন যাইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ আছে ।৬

অথবা এই পুষ্পক বিমান কুবের ব্যতীত অন্য কাহাকেও বহন করিবে না, সেই হেতু ধনাধ্যক্ষ কুবের-শূন্য হইয়া ইহা নিশ্চেষ্ট হইয়াছে ।৭

মারীচ ও রাবণের এই কথোপকথনের সময় (ভগবান্) শঙ্করের পার্ষদ নন্দীশ্বর রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে অত্যন্ত ভয়ানক ছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গকান্তি কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ ছিল। তিনি বামন অথচ বিকট ছিলেন, তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত ও হস্তদ্বয় অত্যন্ত হ্রস্ব (ছোট) ছিল। ঐ নন্দী অতি

সর্বেষামেব ভূতানামগম্যঃ পর্বতঃ কৃতঃ।
[তন্নিবর্তস্ব দুর্বুদ্ধে মা বিনাশমবাপ্স্যসি ॥]
ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধাৎ কম্পিতকুণ্ডলঃ ॥১১
রোষাত্তু তাম্রনয়নঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।
কোঽয়ং শঙ্কর ইত্যুক্ত্বা শৈলমূলমুপাগতঃ ॥১২

সোঽপশ্যন্নন্দিনং তত্র দেবস্যাদূরতঃ স্থিতম্।
দীপ্তং শূলমবষ্টভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥১৩

তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ ॥১৪

তং ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ।
অব্রবীৎ তত্র তদ্ রক্ষো দশাননমুপস্থিতম্ ॥১৫

যস্মাদ্ বানররূপং মামবজ্ঞায় দশানন।
অশনীপাতসঙ্কাশমপহাসং প্রমুক্তবান্ ॥১৬
তস্মান্মদ্বীর্য্যসংযুক্তা মদ্রূপসমতেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ ॥১৭
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ ক্রূর! মনঃসম্পাতরংহসঃ।
যুদ্ধোন্মত্তা বলোদ্রিক্তাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ ॥১৮
তে তব প্রবলং দর্পমুৎসেধঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য চ ॥১৯
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং হন্তুং ত্বাং হে নিশাচর।
ন হন্তব্যো হতস্ত্বং হি পূর্বমেব স্বকর্মভিঃ ॥২০
ইত্যুদীরিতবাক্যে তু দেবে তস্মিন্ মহাত্মনি।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা ॥২১

বলশালী, তিনি নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে এই কথা বলিলেন।৮-৯

দশগ্রীব! তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর; কারণ, এই পর্বতে (ভগবান্) শঙ্কর ক্রীড়া করিতেছেন। এই পর্বতে সুপর্ণ (গরুড়), সর্প, যক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব ও রাক্ষস সমস্ত প্রাণিগণের যাতায়াত বর্ত্তমানে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নন্দীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণের ক্রোধ উপস্থিত হইল, তখন তাহার কুণ্ডল কাঁপিতে লাগিল এবং রোষভরে নয়ন তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই রাবণ পুষ্পক বিমান হইতে নীচে নামিয়া এবং কে এই শঙ্কর? ইহা বলিয়া ঐ পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইল।১০-১২

রাবণ ঐ স্থানে যাইয়া দেখিল,—শঙ্করের অদূরস্থিত প্রদীপ্ত ও ত্রিশূলধারী নন্দী দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।১৩

তাঁহার মুখ বানরের মত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া রাক্ষস রাবণ অবজ্ঞা করত সজল জলধরের ন্যায় গম্ভীর স্বরে উপহাস করিতে লাগিল।১৪

তাহা দেখিয়া শিবের দ্বিতীয় শরীরস্বরূপ ভগবান্ নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত সেই রাক্ষস দশাননকে বলিলেন।১৫

হে দশানন! যেহেতু তুমি আমার এই বানররূপ দেখিয়া অবজ্ঞা করত বজ্রপাতসদৃশ ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিলে, সেইহেতু তোমার কুলের বিনাশের জন্য মত্তুল্যপরাক্রম, রূপ ও তেজঃসম্পন্ন বানর উৎপন্ন হইবে।১৬-১৭

ক্রূর রাক্ষস! ঐ বানরগণ নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী মনের ন্যায় তীব্র বেগগামী, যুদ্ধোন্মত্ত, বলশালী ও সচল পর্ব্বতসদৃশ হইবে।১৮

তাহারা একত্র হইয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত তোমার প্রবল অভিমান এবং অন্যবিধ যে সকল গর্ব, তাহা চূর্ণ করিবে।১৯

হে নিশাচর! আমি তোমাকে বর্ত্তমানে বধ করিতে পারি, কিন্তু তথাপি বধ করিব না; কারণ, তুমি স্বীয় কুকর্ম দ্বারা প্রথমেই হত হইয়াছ। (অতএব মৃত ব্যক্তিকে মারিয়া কি লাভ?)।২০

মহাত্মা সেই নন্দীদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।২১

অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহাবলঃ।
পর্বতস্তু সমাসাদ্য বাক্যমাহ দশাননঃ ॥২২
পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে ॥২৩
কেন প্রভাবেণ ভবো নিত্যং ক্রীড়তি রাজবৎ।
বিজ্ঞাতব্যং ন জানীতে ভয়স্থানমুপস্থিতম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাম! ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্বতে।
তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত ॥২৫
চালনাৎ পর্বতস্যৈব গণা দেবস্য কম্পিতাঃ।
চচাল পার্বতী চাপি তদাশ্লিষ্টা মহেশ্বরম্ ॥২৬
ততো রাম! মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া ॥২৭
পীড়িতাস্তু ততস্তস্য শৈলস্তম্ভোপমা ভুজাঃ।
বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ ॥২৮
রক্ষসা তেন রোষাচ্চ ভুজানাং পীড়নাৎ তথা।
মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্ ॥২৯
মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং তস্যামাত্যা যুগক্ষয়ে।
তদা বর্ত্মস্থ চলিতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥৩০
সমুদ্রাশ্চাপি সংক্ষুব্ধাশ্চলিতাশ্চাপি পর্বতাঃ।
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্ ॥৩১
[অথ তে মন্ত্রিণস্তস্য বিক্রোশন্তমথাব্রুবন্।]
তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।
তমৃতে শরণং নান্যং পশ্যামোঽত্র দশানন ॥৩২
স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।
কৃপালুঃ শঙ্করস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি ॥৩৩
এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।
সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥
সংবৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্ ॥৩৪

পরন্তু মহাবল দশানন সেই সময় নন্দীর বাক্য কোনরূপে গ্রাহ্য না করিয়া ঐ পর্বতের নিকটে গমন করত বলিল।২২

পশুপতে! যাহার জন্য আমার গমনকালে পুষ্পক-বিমানের গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই তোমার সেই শৈলকে আমি নির্মূল করিব।২৩

কোন্ প্রভাবে শঙ্কর রাজার ন্যায় প্রতিদিন এই স্থানে ক্রীড়া করিতেছেন? উপস্থিত ভয়ের কারণ তাহার জানা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তাহার জানা নাই। (ইহা উচিত হয় নাই)।২৪

হে রাম! এই কথা বলিয়া রাবণ নিজ হস্ত পর্বতে সংলগ্ন করিয়া ঐ পর্বতকে অতিশীঘ্র তুলিয়া ফেলিল। তখন সেই পর্বত কাঁপিতে লাগিল।২৫

পর্বত কাঁপিতে থাকিলে শিবের সমস্ত গণ (প্রমথগণ) কাঁপিতে লাগিলেন। তাহাতে পার্বতী দেবীও কম্পিতা এবং ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইলেন।২৬

রাম! তারপর দেবতাগণশ্রেষ্ঠ পাপহারী মহাদেব স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্বতকে লীলাচ্ছলে (অনায়াসে) দাবাইয়া দিলেন।২৭

অনন্তর মহাদেবের দ্বারা পর্বত সুস্থিত হইলে যখন ঐ পর্বতের স্তম্ভসদৃশ রাবণের হস্তসকল নিপীড়িত হইল। তখন রাক্ষস রাবণের মন্ত্রিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল।২৮

এদিকে রাক্ষস রাবণ স্বীয় হস্ত সকলের পীড়নে এবং রোষে এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, তাহাতে যেন ত্রিলোক কম্পিত হইতে থাকিল।২৯

তখন রাবণের মন্ত্রিগণ মনে করিল—প্রলয়কাল আসিয়াছে, সেই কারণে বজ্রপাত হইতেছে। এই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণও পথিমধ্যে বিচলিত হইয়াছিলেন।৩০

তখন সমুদ্র সংক্ষুব্ধ ও পর্বতসকল কম্পিত হইয়াছিল এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ 'ইহা কি সংঘটিত হইতেছে' এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩১

রাবণের মন্ত্রিগণ এই অবস্থায় তাহাকে বলিল,— (মহারাজ) দশানন! আপনি নীলকণ্ঠ উমাপতি মহাদেবের সন্তুষ্টি বিধান করুন। তিনি ব্যতীত এই

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ।
মুক্ত্বা চাস্য ভুজান্ রাম ! প্রাহ বাক্যং দশাননম্ ॥৩৫
প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌটীর্য্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ ॥৩৬
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি ॥৩৭
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্ ॥৩৮
গচ্ছ পৌলস্ত্য ! বিস্রব্ধং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি।
ময়া চৈবাভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ ! গম্যতাম্ ॥৩৯

এবমুক্তস্তু লঙ্কেশঃ শম্ভুনা স্বয়মব্রবীৎ।
প্রীতো যদি মহাদেব ! বরং মে দেহি যাচতঃ ॥৪০
অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ।
রাক্ষসৈগু্হ্যকৈর্নাগৈর্যে চান্যে বলবত্তরাঃ ॥৪১
মানুষান্ন গণে দেব ! স্বল্পাস্তে মম সম্মতাঃ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ মে প্রাপ্তং ব্রহ্মণস্ত্রিপুরান্তক ॥৪২
বাঞ্ছিতঞ্চায়ুষঃ শেষং শস্ত্রং ত্বঞ্চ প্রযচ্ছ মে।
এবমুক্তস্ততস্তেন রাবণেন স শঙ্করঃ ॥৪৩
দদৌ খড়্গং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্।
আয়ুষশ্চাবশেষঞ্চ দদৌ ভূতপতিস্তদা ॥৪৪

সময়ে আর কাহাকেও দেখিতেছি না, যাঁহার নিকট আপনি শরণ গ্রহণ করিবেন।৩২

আপনি মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া শরণ গ্রহণ করুন। শঙ্কর অত্যন্ত কৃপালু, তিনি তুষ্ট হইয়া আপনার প্রতি কৃপা করিবেন।৩৩

অমাত্যগণ এইরূপ বলিলে সেই দশানন বৃষভধ্বজ শিবের স্তব করিতে লাগিল। রাবণ সামবেদোক্ত বিবিধ স্তবের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া প্রণাম করিল। এইরূপে হস্তের পীড়াতে রোদন করিতে করিতে রাক্ষস রাবণের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল।৩৪

হে রাম! তারপর ঐ পর্বতের শিখরে স্থিত প্রভু মহাদেব প্রসন্ন হইলেন। তিনি রাবণের ভুজ (হস্ত)-সমূহ মুক্ত করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন।৩৫

দশানন! তুমি বীর, তোমার পরাক্রমে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। পর্বতকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া (চাপা যাইয়া) তুমি যে অত্যন্ত ভয়ানক রাব (আর্ত্তনাদ) করিয়াছ এবং তাহাতে ভয়ে ভীত হইয়া ত্রিলোকস্থিত প্রাণিগণ যে রাবিত (আর্ত্তস্বরে শব্দিত) হইয়াছে, সেইজন্য হে রাক্ষসরাজ! আজ হইতে তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।৩৬-৩৭

দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ এবং অন্যান্য যে সমস্ত লোক ভূতলে বাস করিতেছে, তাহারা সকলে তোমাকে লোকপীড়ক রাবণ বলিয়া আহ্বান করিবে (ডাকিবে)।৩৮

পুলস্ত্যনন্দন! তুমি যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিবে, আজ সেই পথেই নির্ভয়ে যাইতে পারিবে। রাক্ষসরাজ! আমি তোমাকে যাইবার অনুজ্ঞা দিতেছি। তুমি গমন কর।৩৯

ভগবান্ শঙ্কর এই কথা লঙ্কেশ্বরকে বলিলে সে বলিতে লাগিল—মহাদেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় বরদান করুন।৪০

দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, সর্প এবং অন্যান্য অতিশয় বলশালী প্রাণিগণ (নর ও বানর ভিন্ন) আমাকে বধ করিতে পারিবে না—এই বর আমি পূর্বে লাভ করিয়াছি।৪১

দেব! মনুষ্যগণকে তো আমি গণনাই করি না; কারণ, তাহাদিগকে আমি অল্প শক্তিবিশিষ্ট মনে করি। ত্রিপুরান্তক! আমি ব্রহ্মার নিকট হইতে দীর্ঘায়ু বরও পাইয়াছি। ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্তির পূর্বে আমার যে আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, আমি সেই আয়ু ফিরিয়া পাইতে চাই এবং একটী অস্ত্রও আপনি আমাকে প্রদান করুন। রাবণ এইরূপ বলিলে ভগবান্ ভূতনাথ শঙ্কর তাহাকে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ চন্দ্রহাস নামক এক

দত্ত্বোবাচ ততঃ শম্ভুনাবজ্ঞেয়মিদং ত্বয়া।
অবজ্ঞাতং যদি হি তে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৪৫
এবং মহেশ্বরেণৈব কৃতনামা স রাবণঃ।
অভিবাদ্য মহাদেবমারুরোহাথ পুষ্পকম্ ॥৪৬
ততো মহীতলং রাম! পর্য্যক্রামত রাবণঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাবীর্য্যান্ বাধমানস্ততস্ততঃ ॥৪৭
কেচিত্তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তস্যাসনমকুর্বন্তো বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥৪৮
অপরে দুর্জয়ং রক্ষো জানন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ।
জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

খড়্গ প্রদান করিলেন এবং তাহার যে আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহাও পূর্ণ করিয়া দিলেন।৪২-৪৪

ঐ খড়্গ প্রদান করিয়া ভগবান শঙ্কর বলিলেন—তুমি কখনও এই খড়্গকে অবজ্ঞা করিও না। তুমি যদি কোনদিন এই খড়্গকে অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে ঐ খড়্গ আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৪৫

এইরূপে ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে রাবণ নূতন নাম পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিল।৪৬

হে রাম! তারপর রাবণ সমস্ত পৃথিবী বিজয় করিবার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য মহাপরাক্রমী ক্ষত্রিয়গণকে পীড়া দিতে লাগিল।৪৭

কত মহাতেজস্বী, রণোন্মত্ত ও বীর ক্ষত্রিয় রাবণের শাসন না মানিয়া সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।৪৮

অপর কত ক্ষত্রিয়, যাহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়া সম্মত, তাহারা ঐ রাক্ষসকে অজেয় বুঝিয়া বলগর্বিত সেই রাক্ষসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[রাবণতিরস্কৃতায়া ব্রহ্মর্ষিকন্যায়া বেদবত্যাস্তস্মৈ শাপদানম্, তস্যা অগ্নিপ্রবেশঃ,
পরজন্মনি সীতারূপেণ প্রাদুর্ভাবশ্চ।]

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ পৃথিবীতলে।
হিমবদ্বনমাসাদ্য পরিচক্রাম রাবণঃ ॥১
তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব ॥২
স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং কন্যাং তাং সুমহাব্রতাম্।
কামমোহপরীতাত্মা পপ্রচ্ছ প্রহসন্নিব ॥৩
কিমিদং বর্ত্তসে ভদ্রে! বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে।
নহি যুক্তা তবৈতস্য রূপস্যৈব প্রতিক্রিয়া ॥৪

সপ্তদশ সর্গ

[রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষিকন্যা বেদবতীর তাহাকে শাপদান ও তাঁহার অগ্নিতে প্রবেশ। দ্বিতীয় জন্মে বেদবতীর সীতারূপে আবির্ভাব।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—) রাজন্ রাম! তারপর মহাবাহু রাবণ ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়ের বনমধ্যে আসিয়া তাহার চতুর্দিকে পরিক্রমা করিতে লাগিল।১

সেইস্থানে রাবণ এক (তপস্বিনী) কন্যাকে দর্শন করিল। ঐ কন্যা নিজ অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ মৃগ চর্ম এবং মস্তকে

রূপং তেঽনুপমং ভীরু কামোন্মাদকরং নৃণাম্।
ন যুক্তং তপসি স্থাতুং নির্গতো হ্যেষ নির্ণয়ঃ ॥৫
কস্যাসি কিমিদং ভদ্রে কশ্চ ভর্তা বরাননে।
যেন সম্ভুজ্যসে ভীরু স নরঃ পুণ্যভাগ্ ভুবি ॥৬
পৃচ্ছতঃ শংস মে সর্বং কস্য হেতোঃ পরিশ্রমঃ।
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাবণেন যশস্বিনী ॥৭
অব্রবীদ্ বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোধনা।
কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ ॥৮
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ।
তস্যাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ ॥৯
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥১০

তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে।
ন চ মাং পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর ॥১১
কারণং তদ্ বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ।
পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ ॥১২
অভিপ্রেতস্ত্রিলোকেশস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা।
দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ ॥১৩
শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ।
তেন রাত্রৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ ॥১৪
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥১৫
ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে ॥১৬

জটা ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ঋষিপ্রোক্ত বিধি অনুসারে তপস্যায় নিমগ্না এবং দেবাঙ্গনাসদৃশী দীপ্তিমতী ছিলেন।২

উত্তম ও মহান্ ব্রতপালনকারিণী এবং রূপবতী ঐ কন্যাকে দর্শন করত রাবণ কামমোহিত হইয়া যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল।৩

ভদ্রে! তুমি স্বীয় যৌবনের বিপরীত এইরূপ কেন আচরণ (তপস্যা) করিতেছ? তোমার এই যে দিব্যরূপ, তাহাতে কদাপি এই আচরণ উচিত নয়।৪

ভীরু! তোমার এই রূপের কোন তুলনা নাই। ইহা পুরুষগণের হৃদয়ে কামোন্মত্ততা জাগায়, সেইহেতু তোমার তপস্যা করা উচিত নয়। তোমার জন্য আমার হৃদয়ে এই স্থির সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে।৫

ভদ্রে। তুমি কাহার কন্যা? কোন ব্রত পালন করিতেছ? সুমুখি! তোমার পতি কে? ভীরু! যাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ যে তোমার পতি), সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে মহাপুণ্যবান্।৬

আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কিজন্য এই পরিশ্রম করিতেছ? রাবণ যশস্বিনী সেই কন্যাকে এইরূপ বলিল।৭

তখন তপোধনা ঐ কন্যা বিধি অনুসারে আতিথ্য সৎকার করিয়া তাহাকে বলিলেন,—অমিততেজস্বী ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা।৮

তিনি বৃহস্পতির পুত্র এবং বুদ্ধিতেও বৃহস্পতি সদৃশ। প্রতিদিন বেদাভ্যাসকারী ঐ মহাত্মার আমি কন্যা।৯

আমি তাঁহার বাঙ্‌ময়ী কন্যারূপে উৎপন্না হইয়াছি, আমার নাম বেদবতী। তারপর আমি যখন বড় হইলাম, তখন দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণ আমার পিতার নিকট গিয়া আমাকে তাঁহারা প্রার্থনা করিল। কিন্তু হে রাক্ষসেশ্বর! পিতা আমাকে তাঁহাদিগের নিকট সমর্পণ করিলেন না।১০-১১

মহাভুজ! কি কারণে পিতা আমাকে দান করিলেন না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের স্বামী দেবেশ্বর বিষ্ণু আমার জামাতা হইবে। সেইজন্য তিনি কাহাকেও আমাকে দান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পিতার এই অভিপ্রায় শুনিয়া বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং একদিন রাত্রিকালে পিতা যখন

ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য চরামি বিপুলং তপঃ।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাক্ষসপুঙ্গব ॥১৭
নারায়ণো মম পতির্ন ত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।
আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণপরীপ্সয়া ॥১৮
বিজ্ঞাতস্ত্বং হি মে রাজন্! গচ্ছ পৌলস্ত্যনন্দন।
জানামি তপসা সর্বং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ত্ততে ॥১৯
সোঽব্রবীদ্ রাবণো ভূয়স্তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্।
অবরুহ্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ॥২০
অবলিপ্তাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী।
বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥২১

ত্বং সর্বগুণসম্পন্না নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভীরু যৌবনং তেঽতিবর্ত্ততে ॥২২
অহং লঙ্কাপতির্ভদ্রে দশগ্রীব ইতি শ্রুতঃ।
তস্য মে ভব ভার্য্যা ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ যথাসুখম্॥২৩
কশ্চ তাবদসৌ যং ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষসে।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ ॥২৪
স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেঽঙ্গনে।
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু বেদবত্যথ সাব্রবীৎ ॥২৫
মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং বিষ্ণুং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥২৬

নিদ্রিত আছেন, তখন তাঁহাকে সেই পাপী হত্যা করে।১২-১৪

ইহাতে আমার মহাভাগা জননী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং পিতার শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া অনলে প্রবেশ করিলেন।১৫

সেই হইতে আমি সত্য করিয়াছি যে, নারায়ণের প্রতি পিতার মনে যে ইচ্ছা ছিল, আমি তাহা সফল করিব। সেইজন্য আমি নিজ হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করিতেছি।১৬

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি এই স্থানে মহান্ তপস্যা করিতেছি। হে রাক্ষসোত্তম! আমার সকল বৃত্তান্ত আপনাকে যথাযথরূপে বলিলাম।১৭

নারায়ণই আমার পতি। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত অন্য কেহ আমার পতি হইতে পারিবে না। সেইজন্য ঐ নারায়ণকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া এই কঠোর ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।১৮

রাজন্! পৌলস্ত্যনন্দন! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি, আপনি চলিয়া যান। ত্রৈলোক্যে যে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান আছে, আমি তাহা তপস্যা দ্বারা অবগত আছি।১৯

সেই রাবণ কামবাণপীড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুনরায় ঐ কঠোরব্রতধারিণী কন্যাকে বলিল।২০

সুশ্রোণি! তুমি গর্বিতা, যাহার জন্য তোমার এইরূপ মতি হইয়াছে। মৃগশাবকলোচনে! তুমি যেরূপ পুণ্য সঞ্চয়ে নিরতা আছ, তাহা বৃদ্ধাদিগের বলিয়া জানিবে। (তোমার ন্যায় যুবতীর পক্ষে নহে)।২১

তুমি সর্বগুণসম্পন্না এবং ত্রিলোকের মধ্যে অদ্বিতীয়া সুন্দরী। তোমার এইরূপ বলা উচিত নয়। ভীরু! তোমার যৌবন অতিক্রান্ত হইতেছে।২২

ভদ্রে! আমি লঙ্কার রাজা ও আমার নাম দশগ্রীব। তুমি আমার ভার্য্যা হও এবং যথাসুখে সকল ভোগ্য বস্তু ভোগ কর।২৩

কে এই সে? যাহাকে তুমি বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতেছ? অঙ্গনে! ভদ্রে! তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সেই বিষ্ণু পরাক্রম, তপস্যা, বল ও ভোগবৈভব দ্বারা আমার তুল্য হইতে পারিবে না। রাবণ এই কথা বলিলে সেই বেদবতী তাহাকে বলিলেন।২৪-২৫

না, না, এইরূপ কথা বলিবেন না। ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি এবং সকল লোক তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া থাকে। সেই কন্যা ইহা নিশাচর রাবণকে বলিলেন।২৬

ত্বদৃতে রাক্ষসেন্দ্রান্যঃ কোঽবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ।
এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদবত্যা নিশাচরঃ ॥২৭
মূর্দ্ধজেষু তদা কন্যাং করাগ্রেণ পরামৃশৎ ।
ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ ॥২৮
অসির্ভূত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নাংস্তদাকরোৎ ।
সা জ্বলন্তীব রোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্ ॥২৯
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা ।
ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য্য ন মে জীবিতমিষ্যতে ॥৩০
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্ ।
যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে ॥৩১
তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যে হ্যহং পুনঃ ।
নহি শক্যঃ স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥৩২
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চ ব্যয়ো ভবেৎ ।
যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা ॥৩৩
তস্মাৎ ত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা ।
এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা জ্বলিতং জাতবেদসম্ ॥৩৪
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ ।
পুনরেব সমুদ্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা ॥৩৫
তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পূর্ব্ববৎ তেন রক্ষসা ।
কন্যাং কমলগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ ॥৩৬
প্রগৃহ্য রাবণস্ত্বেতাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে ।
লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্যৈব রাবণং চৈবমব্রবীৎ ॥৩৭
গৃহস্থৈষা হি সুশ্রোণী ত্বদ্বধায়ৈব দৃশ্যতে ।
এতচ্ছ্রুত্বার্ণবে রাম তাং প্রচিক্ষেপ রাবণঃ ॥৩৮
সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা ।
রাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুত্থিতা সতী ॥৩৯
সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো ।
তব ভার্য্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ ॥৪০

(আরও বলিলেন—) রাক্ষসরাজ! তুমি ছাড়া অন্য কোন্ বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে অবমাননা করিবেন? সেই বেদবতী এই কথা নিশাচরকে বলিলে তখন রাবণ স্বীয় করাগ্র দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিলেন। তাহাতে বেদবতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া হস্ত(রূপ ছুরিকা) দ্বারা (ধৃত) কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়া দিলেন।২৭-২৮

সেই সময় নিজ হস্তকে (তপোবলে) অসিরূপে পরিণত করিয়া কেশসমূহ ছিন্ন করিলেন। তখন বেদবতী অত্যন্ত ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইলেন এবং সেই ক্রোধানলে রাবণকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাইলেন। মরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অগ্নিস্থাপনা পূর্ব্বক রাবণকে বলিলেন,—রে অনার্য্য (নীচ)! তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হইয়া আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না।২৯-৩০

রাক্ষস! সেইহেতু তোমার সাক্ষাতেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। যেহেতু এই বনে আমি পাপাত্মা তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হইলাম, সেইহেতু আমি পুনরায় তোমার বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করিব। কোন নারী (স্ব শক্তিতে) পাপাচারী পুরুষকে নিহত করিতে পারে না।৩১-৩২

আমি যদি তোমাকে শাপ দিই, তাহা হইলে আমার তপস্যাক্ষয় হইবে। যদি আমি স্বল্পও সৎকর্ম, দান ও হোম করিয়া থাকি, তবে আগামী জন্মে সতীসাধ্বী অযোনিজা কন্যারূপে প্রকটিতা হইয়া কোন ধর্মাত্মা ব্যক্তির পুত্রী হইব। এই কথা বলিয়া সে বেদবতী প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিলেন।৩৩-৩৪

সেই সময় স্বর্গ হইতে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুনরায় ঐ কন্যা পরজন্মে এক পদ্মেতে উৎপন্না হইলেন। তাঁহার কান্তিও পদ্মের ন্যায় সুন্দর ছিল।৩৫

তারপর সেই রাক্ষস রাবণ পূর্ব্বের মত পুনরায় কন্যাকে ঐ পদ্ম হইতে প্রাপ্ত হইল। পদ্মমধ্যসদৃশ মনোজ্ঞ কান্তিমতী সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া রাবণ নিজ গৃহে গমন করিল।৩৬

কন্যাকে লইয়া নিজ গৃহে রাবণ এক মন্ত্রীকে দেখাইল।

পূর্বং ক্রোধহতঃ শক্রুর্যয়াসৌ নিহতস্তয়া।
উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্য্যমমানুষম্ ॥৪১
এবমেষা মহাভাগা মর্ত্ত্যেষূৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা ॥৪২
এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ ॥৪৩
উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ।
সীতোৎপন্না তু সীতেতি মানুষৈঃ পুনরুচ্যতে ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

ঐ মন্ত্রী বালক-বালিকালক্ষণবিৎ ছিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া রাবণকে এই কথা বলিল।৩৭

(রাজন্!) এই সুন্দরী কন্যা যদি আপনার গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে আপনার বিনাশের কারণ হইবে—এইরূপ লক্ষণ দেখিতেছি। হে রাম! রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাগরমধ্যে নিক্ষেপ করিল।৩৮

তারপর ঐ কন্যা ভূমিপ্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজা জনকের যজ্ঞমণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে রাজা জনক হলকর্ষণের জন্য যাইলে তাঁহার হলাগ্রভাগের দ্বারা কৃষ্ট হইয়া ঐ সতী কন্যা পুনরায় প্রকটিত হইলেন।৩৯

প্রভো! ঐ বেদবতীই জনকরাজের কন্যারূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়া আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন। হে মহাবাহো! আপনিই সেই সনাতন শ্রীবিষ্ণু।৪০

আপনি যাহাকে বধ করিয়াছেন, সেই পর্বততুল্য শত্রুকে ঐ বেদবতী পূর্বেই স্বীয় ক্রোধে নিহত করিয়াছিলেন, পরে আপনি তাহাকে আক্রমণ করত সংহার করিয়াছেন। আপনার পরাক্রম অলৌকিক।৪১

এইরূপে মর্ত্তলোকে মহাভাগা বেদবতী (রাবণ বধের জন্য বিভিন্ন কল্পে) অবতীর্ণা হইবেন। তিনি যজ্ঞবেদীর অগ্নিশিখা তুল্য তেজস্বিনী এবং হলগ্রভাগ দ্বারা কৃষ্ট হইয়া ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হন।৪২

এই বেদবতী প্রথম সত্যযুগে প্রকটিতা হন। তারপর ত্রেতাযুগ আসিলে সেই রাক্ষস রাবণের বধের জন্য মহাত্মা জনকের কন্যারূপে মিথিলাবংশে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সীতা (অর্থাৎ কর্ষণকালীন যে হলাগ্রভাগ দ্বারা রেখা হয়—তাহা) হইতে উৎপন্না হইয়াছে বলিয়া লোকে তাঁহাকে সীতা বলেন।৪৩-৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[রাবণেন মরুত্তনৃপস্য পরাজয়ঃ, ইন্দ্রাদিদেবানাং ময়ূরাদিপক্ষিভ্যশ্চ বরদানঞ্চ ।]

প্রবিষ্টায়াং হুতাশন্তু বেদবত্যাং স রাবণঃ।
পুষ্পকন্তু সমারুহ্য পরিচক্রাম মেদিনীম্ ॥১
ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ।
উশীরবীজমাসাদ্য দদর্শ স তু রাবণঃ ॥২
সংবর্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ।
যাজয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥৩
দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্ রক্ষো বরদানেন দুর্জয়ম্।
তির্য্যগ্‌যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণভীরবঃ ॥৪
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ ॥৫
অন্যেষ্বপি গতেষ্বেবং দেবেষ্বরিনিষূদন।
রাবণঃ প্রাবিশদ্ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ ॥৬

তঞ্চ রাজানমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥৭
ততো মরুত্তো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যুবাচ তম্।
অবহাসং ততো মুক্ত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮
অকুতূহলভাবেন প্রীতোঽস্মি তব পার্থিব।
ধনদস্যানুজং যো মাং নাবগচ্ছসি রাবণম্ ॥৯

ত্রিষু লোকেষু কোঽন্যোঽস্তি যো ন জানাতি মে বলম্।
ভ্রাতরং যেন নির্জিত্য বিমানমিদমাহৃতম্ ॥১০

ততো মরুত্তঃ স নৃপস্তং রাবণমথাব্রবীৎ।
ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ ॥১১

ন ত্বয়া সদৃশঃ শ্লাঘ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।

অষ্টাদশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক রাজা মরুত্তের পরাজয় এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক ময়ূরাদি পক্ষিগণকে বরদান।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—রাম!) বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করিলে সেই রাবণ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতে লাগিল।১

তারপর ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ উশীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল—রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছেন।২

সেই সময় সাক্ষাদ্ বৃহস্পতির ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত্ত সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐ যজ্ঞ করাইতেছিলেন।৩

ব্রহ্মার বরদানে যাহাকে পরাজয় করা যায় না, সেই রাক্ষস রাবণকে দেখিয়া ও তাহার আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণ তির্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করিলেন।৪

তখন ইন্দ্র—ময়ূর, ধর্মরাজ—বায়স, কুবের—কৃকলাস (গিরগিটি) এবং বরুণ—হংস হইয়া যাইলেন।৫

শত্রুনাশন রাম! এইরূপে অন্যান্য দেবগণও তির্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করিলে তখন সারমেয় (কুক্কুর) সদৃশ অপবিত্র রাবণ সেই যজ্ঞ প্রবেশ করিল।৬

রাজা মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ বলিল—হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল—আমি পরাজিত হইলাম।৭

তারপর রাজা মরুত্ত তাহাকে বলিলেন—কে আপনি? রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া রাবণ হাসিয়া উঠিল এবং বলিল।৮

ভূপাল! আমি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না এবং আমাকে দেখিয়া তোমার মনে কোন কৌতূহলও হইতেছে না? (ভয় নেই—) আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি।৯

তিন লোকে (তুমি ভিন্ন) এমন কি অন্য রাজা আছে, যে আমার সামর্থ্য জানে না? আমি সেই রাবণ,

কং ত্বং প্রাক্কেবলং ধর্ম্মং চরিত্বা লব্ধবান্ বরম্ ॥১২
শ্রুতপূর্বং হি ন ময়া ভাষসে যাদৃশং স্বয়ম্ ।
তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্যসি দুর্মতে ॥১৩
অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ।
ততঃ শরাসনং গৃহ্য সায়কাংশ্চ নরাধিপঃ ॥১৪
রণায় নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ সংবর্ত্তো মার্গমাবৃণোৎ ।
সোঽব্রবীৎ স্নেহসংযুক্তং মরুত্তং তং মহানৃষিঃ ॥১৫
শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সম্প্রহারো ন তে ক্ষমঃ ।
মাহেশ্বরমিদং সত্রমসমাপ্তং কুলং দহেৎ ॥১৬
দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রোধিত্বং দীক্ষিতে কুতঃ ।
সংশয়শ্চ জয়ে নিত্যং রাক্ষসশ্চ সুদুর্জয়ঃ ॥১৭
স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যান্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ ।
বিসৃজ্য সশরঞ্চাপং স্বস্থো মখমুখোঽভবৎ ॥১৮
ততস্তং নির্জ্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ ।
রাবণো জয়তীত্যুচ্চৈর্হর্ষান্নাদং বিমুক্তবান্ ॥১৯
তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্ ।
বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্ ॥২০
রাবণে তু গতে দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চৈব দিবৌকসঃ ।
ততঃ স্বাং যোনিমাসাদ্য তানি সত্ত্বানি চাব্রুবন্ ॥২১
হর্ষাৎ তদাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্ ।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ ভুজঙ্গাদ্ধি ন তে ভয়ম্ ॥২২
ইদং নেত্রসহস্রন্তু যত্তদ্ বর্হে ভবিষ্যতি ।
বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণম্ ॥২৩

যে নিজ ভ্রাতা কুবেরকে জয় করিয়া এই পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লইয়াছে ।১০

তখন রাজা মরুত্ত সেই রাবণকে বলিল—আপনি নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আপনি ধন্য ।১১

তোমার ন্যায় শ্লাঘনীয় পুরুষ তিন লোকে দেখা যায় না। তুমি পূর্বে কোন্ ধর্মের আচরণ করিয়া এই বর লাভ করিয়াছ ।১২

তুমি যেরূপ এইসব কথা বলিলে তাহা আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই। দুর্মতে! এখন দাঁড়াও, আমার হাতে প্রাণ লইয়া তুমি প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না ।১৩

আমি আজই আমার তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা তোমাকে যমলোকে প্রেরণ করিব। তারপর সেই নরপতি স্বীয় ধনু ও অস্ত্রসকল ধারণ করিলেন ।১৪

এইরূপে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলে ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত্ত তাহার পথ রুদ্ধ করিলেন এবং স্নেহভরে সেই রাজা মরুত্তকে বলিলেন ।১৫

যদি আপনি আমার বাক্য শ্রবণযোগ্য মনে করেন, তবে শুনুন,—আপনার এখন যুদ্ধ করা উচিত নয়; কারণ, এই মাহেশ্বর যজ্ঞ যদি অসমাপ্ত থাকে, তাহা হইলে আপনার সমস্ত বংশ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে ।১৬

যিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার যুদ্ধ করিবার অবসর কোথায়? যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধ দেখাইবার স্থানই বা কোথায়? যুদ্ধে কাহার জয় হইবে—ইহা সংশয়ের বিষয়। পরন্তু ঐ রাক্ষস অতিশয় দুর্জয় ।১৭

ভূপতি মরুত্ত শ্রীগুরুদেবের এই বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং বাণের সহিত ধনু ত্যাগ করত সুস্থচিত্তে পুনরায় যজ্ঞোদ্দেশে মন স্থাপন করিলেন ।১৮

তখন শুক তাঁহাকে পরাজিত মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাইল যে, রাবণ জয়লাভ করিয়াছে। সেই সময় হর্ষভরে রাবণ সিংহনাদ করিতে লাগিল ।১৯

তারপর রাবণ যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়া সমাগত ও সেই স্থানে অবস্থিত মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া এবং তাঁহাদিগের রুধিরে অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবী পরিক্রমা করিতে লাগিল ।২০

রাবণ চলিয়া যাইলে তারপর ইন্দ্রাদি স্বর্গবাসী দেবগণ স্ব স্ব-মূর্তি ধারণ পূর্বক তাঁহারা রাবণভয়ে যে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রাণিগণকে বলিলেন ।২১

এবমিন্দ্রো বরং প্রাদান্ময়ূরস্য সুরেশ্বরঃ ॥২৪
নীলাঃ কিল পুরা বর্হা ময়ূরাণাং নরাধিপ।
সুরাধিপাদ্ বরং প্রাপ্য গতাঃ সর্বেঽপি বর্হিণঃ ॥২৫
ধর্মরাজোঽব্রবীদ্ রাম প্রাগ্বংশে বায়সং প্রতি।
পক্ষিংস্তবাস্মি সুপ্রীতঃ প্রীতস্য বচনং শৃণু ॥২৬
যথান্যে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনো ময়া।
তেন তে প্রভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে ন সংশয়ঃ ॥২৭
মৃত্যুতস্তে ভয়ং নাস্তি বরান্ মম বিহঙ্গম।
যাবৎ ত্বাং ন বধিষ্যন্তি নরাস্তাবদ্ভবিষ্যসি ॥২৮
যে চ মদ্বিষয়স্থা বৈ মানবাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ।
ত্বয়ি ভুক্তে সুতৃপ্তাস্তে ভবিষ্যন্তি সবান্ধবাঃ ॥২৯
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্।
শ্রূয়তাং প্রীতিসংযুক্তং বচঃ পত্ররথেশ্বর ॥৩০
বর্ণো মনোরমঃ সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভঃ।
ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুদ্ধ-ফেনসমপ্রভঃ ॥৩১
মচ্ছরীরং সমাসাদ্য কান্তো নিত্যং ভবিষ্যসি।
প্রাপ্স্যসে চাতুলাং প্রীতিমেতম্মে প্রীতিলক্ষণম্ ॥৩২
হংসানাং হি পুরা রাম ন বর্ণঃ সর্বপাণ্ডুরঃ।
পক্ষা নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রোড়াঃ শষ্পাগ্রনির্মলাঃ ॥৩৩

সেই সময় প্রথমে ইন্দ্র অত্যন্ত আনন্দের সহিত নীলপক্ষধারী ময়ূরকে বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। আমি তোমাকে এই বর দিলাম যে, আজ থেকে তোমাদের সর্প হইতে কোন ভয় থাকিবে না।২২

আমার যেরূপ দেহমধ্যে সহস্র নেত্র আছে। সেইরূপ তোমাদের পক্ষমধ্যে ঐ চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। আমি যখন মেঘরূপে বর্ষণ করিব, তোমরা তখন অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবে। ঐ আনন্দ প্রাপ্তি আমার প্রীতির লক্ষণ স্বরূপ হইবে। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে বরদান করিলেন।২৩-২৪

নরপতে রাম! এই বরলাভের পূর্বে ময়ূরগণের পক্ষ কেবল নীলবর্ণ ছিল। দেবরাজের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া সকল ময়ূরগণ চলিয়া যাইল।২৫

রাম! তদনন্তর ধর্মরাজ প্রাগ্বংশে* অবস্থিত বায়সের প্রতি বলিলেন—হে পক্ষিন্! আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি এই প্রীত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ কর।২৬

যেরূপ আমি অন্যপ্রাণিগণকে বিবিধ রোগদ্বারা পীড়িত করি, সেইরূপ ঐ সকল রোগ আমার প্রসন্নতা-নিবন্ধন তোমার হইবে না—ইহাতে কোন সংশয় নাই।২৭

বিহঙ্গম! মৃত্যু হইতেও তোমার কোন ভয় থাকিবে না। যে পর্য্যন্ত না মনুষ্য আদি প্রাণিগণ তোমাকে বধ না করে, সেই পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে।২৮

যাহারা যমলোকে বাস করে, সেই মনুষ্যগণ যদি ক্ষুধাপীড়িত হইয়া থাকে এবং সেই (ক্ষুধাপীড়িত) ব্যক্তিগণের পুত্র-পৌত্রাদি কেহ যদি তোমাকে কিছু ভোজন করায়, তাহা হইলে বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সেই (মল্লোকবাসী) মনুষ্যগণ অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিবে।২৯

তারপর বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—পক্ষিরাজ! আমার প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর।৩০

তোমার শরীরের বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল এবং শুদ্ধ ফেনসদৃশ পরম উজ্জ্বল, সৌম্য এবং মনোরম হইবে।৩১

আমার অঙ্গভূত জলকে আশ্রয় করিয়া তোমরা সদা কান্তিমান্ থাকিবে এবং অনুপম প্রসন্নতা লাভ করিবে। তাহাই হইবে আমার প্রীতির লক্ষণ।৩২

রাম! পূর্বকালে হংসের বর্ণ পূর্ণরূপে শ্বেতবর্ণ ছিল না। তাহাদের পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ক্রোড়-

* যজ্ঞশালার পূর্বদিকে যজমান ও যজমানপত্নীর নিবাস জন্য যে গৃহ নির্মাণ করা হয়, তাহাকে প্রাগ্‌বংশ বলে। ঐ গৃহ হবির্গৃহের পূর্বদিকে নির্মিত হয়।

অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্।
হৈরণ্যং সম্প্রযচ্ছামি বর্ণং প্রীতস্তবাপ্যহম্ ॥৩৪

সদ্রব্যঞ্চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্।
এষ কাঞ্চনকো বর্ণো মৎপ্রীত্যা তে ভবিষ্যতি ॥৩৫

এবং দত্ত্বা বরাংস্তেভ্যস্তস্মিন্ যজ্ঞোৎসবে সুরাঃ।
নিবৃত্তে সহ রাজ্ঞা তে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

দেশ নবতৃণের অগ্রভাগের ন্যায় কোমল (ও শ্যামবর্ণযুক্ত) ছিল।৩৩

অনন্তর বিশ্রবামুনির পুত্র কুবের পর্বতশিখরে উপবিষ্ট কৃকলাস(গিরগিটি)কে বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সুবর্ণতুল্য সুন্দর বর্ণ প্রদান করিলাম।৩৪

তোমার মস্তক সর্বদা সুবর্ণতুল্য বর্ণ এবং অক্ষয় হইবে। আমার প্রসন্নতাহেতু তোমার এইরূপ কাঞ্চনতুল্য বর্ণ হইবে।৩৫

এইরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণ ময়ূরাদি পক্ষিগণকে উত্তম বর প্রদান পূর্বক যজ্ঞোৎসব শেষ হইলে রাজা মরুত্তের সহিত পুনঃ স্ব-ভবন স্বর্গলোকে গমন করিলেন।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন অনরণ্যস্য বধঃ তেন রাবণস্য শাপলাভশ্চ।]

অথ জিত্বা মরুত্তং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ।
নগরাণি নরেন্দ্রাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষী দশাননঃ ॥১
সমাসাদ্য তু রাজেন্দ্রান্ মহেন্দ্র-বরুণোপমান্।
অব্রবীদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্তু যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥২
নির্জিতাঃ স্মেতি বা ব্রূত এষ মে হি সুনিশ্চয়ঃ।
অন্যথা কুর্বতামেবং মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে ॥৩

ততস্ত্বভীরবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্থিবা ধর্মনিশ্চয়াঃ।
মন্ত্রয়িত্বা ততোঽন্যোন্যং রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥৪
নির্জিতাঃ স্মেত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা বরবলং রিপোঃ।
দুষ্যন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরূরবাঃ ॥৫
এতে সর্বেঽব্রুবংস্তাত নির্জিতাঃ স্মেতি পার্থিবাঃ।
অথাযোধ্যাং সমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৬

ঊনবিংশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক অনরণ্যের বধ এবং অনরণ্যের নিকট হইতে রাবণের শাপ প্রাপ্তি।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—রাম!) এইরূপে রাজা মরুত্তকে জয় করত সেই রাক্ষসরাজ দশানন রাবণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অন্য নরপতিগণের নগরসকলে গমন করিল।১

মহেন্দ্র এবং বরুণতুল্য পরাক্রমী শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের নিকটে যাইয়া রাক্ষসেন্দ্র বলিল—আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা আমার নিকট পরাজয় স্বীকার কর; কারণ, ইহাই আমার সুনিশ্চয়। ইহার বিপরীত করিলে তোমাদের নিস্তার নাই।২-৩

নির্ভয়, বুদ্ধিমান্, মহাবলবান্ এবং ধর্মপূর্ণ বিচারপরায়ণ নরপতিগণ তখন পরস্পর পরামর্শ করিয়া ও শত্রুর শক্তি অধিক দেখিয়া রাবণকে বলিলেন—আমরা আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও রাজা পুরূরবা—এই সমস্ত নৃপতিগণ

সুগুপ্তামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্ ।
স তং পুরুষশার্দূলং পুরন্দরসমং বলে ॥৭
প্রাহ রাজানমাসাদ্য যুদ্ধং দেহীতি রাবণঃ ।
নির্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি ত্বমেবং মম শাসনম্ ॥৮
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য শ্রুত্বা পাপাত্মনো বচঃ ।
অনরণ্যস্তু সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাব্রবীৎ ॥৯
দীয়তে দ্বন্দ্বযুদ্ধন্তে রাক্ষসাধিপতে ময়া ।
সন্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রমায়ত্তো ভব চৈবং ভবাম্যহম্ ॥১০
অথ পূর্বং শ্রুতার্থেন নির্জিতং সুমহদ্বলম্ ।
নিষ্ক্রামৎ তন্নরেন্দ্রস্য বলং রক্ষোবধোদ্যতম্ ॥১১
নাগানাং দশসাহস্রং বাজিনাং নিযুতং যথা ।
রথানাং বহুসাহস্রং পত্তীনাঞ্চ নরোত্তম ॥১২
মহীং সঞ্ছাদ্য নিষ্ক্রান্তং সপদাতিরথং রণে ।
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদ্ যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥১৩
অনরণ্যস্য নৃপতে রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্ ।
তদ্ রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ ॥১৪
প্রাণশ্যত তদা সর্বং হব্যং হুতমিবানলে ।
যুদ্ধ্বা চ সুচিরং কালং কৃত্বা বিক্রমমুত্তমম্ ॥১৫
প্রাজ্বলন্তং তমাসাদ্য ক্ষিপ্রমেবাবশেষিতম্ ।
প্রাবিশৎ সঙ্কুলং তত্র শলভা ইব পাবকম্ ॥১৬
সোঽপশ্যৎ তন্নরেন্দ্রস্তু নশ্যমানং মহাবলম্ ।
মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগশতং যথা ॥১৭
ততঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্ ।
আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাবণং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৮
অনরণ্যেন তেঽমাত্যা মারীচ-শুক-সারণাঃ ।
প্রহস্তসহিতা ভগ্না ব্যদ্রবন্ত মৃগা ইব ॥১৯
ততো বাণশতান্যষ্টৌ পাতয়ামাস মূর্ধনি ।
তস্য রাক্ষসরাজস্য ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ ॥২০

রাবণকে বলিলেন,—আমরা পরাজিত হইলাম। তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ, ইন্দ্ররক্ষিত অমরাবতীর ন্যায় মহারাজ অনরণ্যপালিত অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হইল। সেখানে পুরন্দর (ইন্দ্র) তুল্য পরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ অনরণ্যের নিকট যাইয়া রাবণ বলিল,—রাজন্! তুমি আমাকে যুদ্ধ দাও অর্থাৎ আমার সহিত যুদ্ধ কর, অথবা বল—আমি আপনার নিকট পরাজিত,—ইহাই আমার আদেশ।৪-৮

সেই পাপাত্মা রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করত অযোধ্যাপতি অনরণ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসেন্দ্রকে বলিলেন।৯

রাক্ষসরাজ! আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসর দিব। দাঁড়াও (আর অগ্রসর হইও না), যুদ্ধের জন্য অতি শীঘ্র প্রস্তুত হও এবং আমিও প্রস্তুত হইয়া যাই।১০

রাজা পূর্বেই রাক্ষস রাবণের দিগ্‌বিজয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রভূত সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরপতির সেই সকল সৈন্য রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য উৎসাহের সহিত নগরী হইতে বহির্গত হইল।১১

নরোত্তম রাম! দশ হাজার হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও পদাতি সৈন্য পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধোদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুদ্ধবিশারদ রাঘব! তারপর রাবণের সহিত অনরণ্যের অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভূপতির সৈন্যসমূহ রাবণের সৈন্যগণকে সম্মুখসমরে পাইয়া অনলকর্তৃক সমস্ত হব্য হুতদ্রব্য ভস্মীকরণের ন্যায় বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা বহুকাল যুদ্ধ করিয়া উত্তম বিক্রম প্রকাশ করিল। তারপর তেজস্বী রাবণের সম্মুখে আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সকল সৈন্য শেষ হইয়া যাইল। যেরূপ পতঙ্গ স্বীয় বিনাশের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাহারা কালকবলে গমন করিল।১২-১৬

সেই সময় নরপতি দেখিলেন—যেরূপ জলপূর্ণ নদীসকল মহাসাগরের নিকট যাইয়া তাহাতে বিলীন

তস্য বাণাঃ পতন্তস্তে চক্রিরে ন ক্ষতং ক্বচিৎ।
বারিধারা ইবাভ্রেভ্যঃ পতন্ত্যো গিরিমূর্ধনি ॥২১
ততো রাক্ষসরাজেন ক্রুদ্ধেন নৃপতিস্তদা।
তলেনাভিহতো মূর্ধ্নি স রথান্নিপপাত হ ॥২২
স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলঃ প্রবিবেপিতঃ।
বজ্রদগ্ধ ইবারণ্যে সালো নিপতিতো যথা ॥২৩
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রক্ষ ইক্ষ্বাকুং পৃথিবীপতিম্।
কিমিদানীং ফলং প্রাপ্তং ত্বয়া মাং প্রতি যুধ্যতা ॥২৪
ত্রৈলোক্যে নাস্তি যো দ্বন্দ্বং মম দদ্যান্নরাধিপ।
শঙ্কে প্রসক্তো ভোগেষু ন শৃণোষি বলং মম ॥২৫

তস্যৈবং ব্রুবতো রাজা মন্দাসুর্বাক্যমব্রবীৎ।
কিং শক্যমিহ কর্ত্তুং বৈ কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥২৬
নহ্যহং নির্জিতো রক্ষস্ত্বয়া চাত্মপ্রশংসিনা।
কালেনৈব বিপন্নোঽহং হেতুভূতস্তু মে ভবান্ ॥২৭
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্ত্তুং প্রাণপরিক্ষয়ে।
নহ্যহং বিমুখী রক্ষো যুধ্যমানস্ত্বয়া হতঃ ॥২৮
ইক্ষ্বাকুপরিভাবিত্বাদ্ বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস।
যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং তপঃ ॥
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যং বচোঽস্তু মে ॥২৯

হয়, সেইরূপ তাঁহার সেই বিশাল সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।১৭

তখন নরপাল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করিয়া রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১৮

যেরূপ সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ পলায়ন করে, সেইরূপ অনরণ্যকর্তৃক পরাস্ত হইয়া মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত—রাক্ষসরাজের এই চারিজন মন্ত্রী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।১৯

তারপর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য সেই রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে আট শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন।২০

কিন্তু যেরূপ বর্ষাকালীন মেঘ হইতে বারিধারা পর্বতশিখরে বর্ষিত হইয়া তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, সেইরূপ অনরণ্যনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ তাহার কোথাও কোন ক্ষত করিতে পারিল না।২১

তারপর রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতির মস্তকোপরি করতলের আঘাত করিলে তিনি সেই আঘাতে রথ হইতে নীচেতে পড়িয়া যাইলেন।২২

যেরূপ বজ্রপাতে দগ্ধ হইয়া সালবৃক্ষ অরণ্যে নিপতিত হয়, সেইরূপ রাজা অনরণ্য রাবণের সেই আঘাতে ব্যাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।২৩

তাহা দেখিয়া রাবণ ইক্ষ্বাকুবংশী পৃথিবীপতি সেই রাজাকে উপহাস করিয়া বলিল—আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া এখন ফললাভ করিলে ত? ২৪

নরেশ্বর! ত্রৈলোক্যে এমন কোন বীর নেই, যে আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। মনে হয়,—তুমি ভোগে অত্যন্ত আসক্ত থাকায় আমার বল পরাক্রমের কথা শ্রবণ কর নাই।২৫

রাজার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। তিনি রাবণের ঐরূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন,—আমি এবিষয়ে কি করিতে সমর্থ? কারণ, কাল হইল দুরতিক্রমণীয়।২৬

রাক্ষস! তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু তুমি আমাকে পরাজিত কর নাই। কালই আমাকে বিপন্ন করিয়াছে, আর তুমি আমার এই মৃত্যুর নিমিত্তমাত্র।২৭

আমার প্রাণ শেষ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং এই সময় আমি আর কি করিতে পারি। (ইহা সন্তোষের বিষয় যে,) আমি তোমার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই নাই এবং যুদ্ধ করিতে করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি।২৮

রাক্ষস! তুমি ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্য দ্বারা ইক্ষ্বাকুবংশের অপমান করিয়াছ, সেইজন্য বাক্য বলিব (অর্থাৎ

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥৩০

ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবদুন্দুভিঃ।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা ॥৩১

ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র গতঃ স্থানং ত্রিবিষ্টপম্।
স্বর্গতে চ নৃপে তস্মিন্ রাক্ষসঃ সোঽপসর্পত ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ ॥

অভিশাপ দিব) যদি আমি দান, পুণ্যকর্ম, হোম ও তপস্যা করিয়া থাকি এবং যদি আমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করি তাহা হইলে আমার এই বাক্য সত্য হউক।২৯

মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণের এই কুলে দশরথনন্দন শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করিবে। সে তোমার প্রাণ হরণ করিবে।৩০

তারপর রাজা যখন এইরূপ শাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই সময় মেঘসদৃশ গম্ভীরস্বরে দেবতাগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল।৩১

রাজেন্দ্র রাম! তারপর রাজা অনরণ্য স্বর্গস্থানে গমন করিলেন। রাজা স্বর্গ গমন করিলে রাক্ষস রাবণও অন্যত্র চলিয়া যাইল।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[রাবণং বোধয়িতুং নারদস্যোদ্যমঃ, তদ্বাক্যেন রাবণস্য যুদ্ধায় যমলোকগমনম্,
যুদ্ধমিদমধিকৃত্য নারদস্য বিচারশ্চ।]

ততো বিত্রাসয়ন্ মর্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ।
আসসাদ ঘনে তস্মিন্নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥১
তস্যাভিবাদনং কৃত্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অব্রবীৎ কুশলং পৃষ্ট্বা হেতুমাগমনস্য চ ॥২

নারদস্তু মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
অব্রবীন্মেঘপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্ ॥৩
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ সুত।
প্রীতোঽস্ম্যভিজনোপেত বিক্রমৈরূর্জিতৈস্তব ॥৪

বিংশ সর্গ

[নারদ কর্তৃক রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা, তাঁহার কথায় যুদ্ধের জন্য রাবণের যমলোকে গমন এবং এই যুদ্ধ বিষয়ে নারদের বিচার।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—রাম!)

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মনুষ্যগণকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল। (একদিন পুষ্পক-বিমানে যাইতে যাইতে) সেই মেঘমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ-মুনি নারদকে প্রাপ্ত হইল।১

রাক্ষস দশগ্রীব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা পূর্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।২

মেঘ পৃষ্ঠস্থিত, অনুপমকান্তিমান, মহাতেজা দেবর্ষি নারদ পুষ্পক-বিমানে দণ্ডায়মান রাবণকে বলিলেন।৩

উত্তমকুল-সম্ভূত, সৌম, বিশ্রবণকুমার, রাক্ষসরাজ

বিষ্ণুনা দৈত্যঘাতৈশ্চ গন্ধর্বোরগধর্ষণৈঃ।
ত্বয়া সমং বিমর্দৈশ্চ ভৃশং হি পরিতোষিতঃ ॥৫
কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তাবত্তু শ্রোতব্যং শ্রোষ্যসে যদি।
তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু ॥৬
কিময়ং বধ্যতে তাত ত্বয়াবধ্যেন দৈবতৈঃ।
হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ ॥৭
দেব-দানব-দৈত্যানাং যক্ষ-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্।
অবধ্যেন ত্বয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং যোগ্যো ন মানুষঃ ॥৮
নিত্যং শ্রেয়সি সম্মূঢ়ং মহদ্ভির্ব্যসনৈর্বৃতম্।
হন্যাৎ কস্তাদৃশং লোকং জরাব্যাধিশতৈর্যুতম্ ॥৯
তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ।
মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রণয়ী ভবেৎ ॥১০
ক্ষীয়মাণং দৈবহতং ক্ষুৎ-পিপাসা-জরাদিভিঃ।
বিষাদশোকসম্মূঢ়ং লোকং ত্বং ক্ষপয়স্ব মা ॥১১
পশ্য তাবন্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্।
মূঢ়মেব বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ ॥১২
কচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈর্জনৈঃ।
রুদ্যতে চাপরৈরার্তৈর্ধারাশ্রুনয়মাননৈঃ ॥১৩
মাতাপিতৃসুতস্নেহৈর্ভার্যাবন্ধুমনোরথৈঃ।
মোহিতোঽয়ং জনো ধ্বস্তঃ ক্লেশং স্বং নাববুধ্যতে ॥১৪
তৎ কিমেবং পরিক্লিশ্য লোকং মোহনিরাকৃতম্।
জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ ॥১৫
অবশ্যমেভিঃ সর্বৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্।
তন্নিগৃহ্নীষ পৌলস্ত্য যমং পরপুরঞ্জয় ॥১৬
তস্মিন্ জিতে জিতং সর্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্তু লঙ্কেশো দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১৭
অব্রবীন্নারদং তত্র সম্প্রহস্যাভিবাদ্য চ।
মহর্ষে দেব-গন্ধর্ববিহার সমরপ্রিয় ॥১৮
অহং সমুদ্যতো গন্তুং বিজয়ার্থং রসাতলম্।
ততো লোকত্রয়ং জিত্বা স্থাপ্য নাগান্ সুরান্ বশে ॥১৯

রাবণ! তুমি অপেক্ষা কর। আমি তোমার মহাপরাক্রমে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।৪

দৈত্যগণের বিনাশকারী সংগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণু এবং গন্ধর্ব ও নাগগণের দলনকারি-সংগ্রামে তুমি—এই উভয়েই তুল্যরূপে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ।৫

তুমি যদি এই সময় কিছু শ্রবণযোগ্য বাক্য শ্রবণ করিতে চাও, তবে আমি তাহা বলিব। তাত! তুমি আমার মুখনির্গত সেই বাক্য একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।৬

হে তাত! তুমি দেবতাগণেরও অবধ্য হইয়া এই ভূলোকবাসীদিগকে কেন বধ করিতেছ? যেহেতু এখানকার প্রাণী মৃত্যুর অধীন হওয়ায় স্বয়ংই মৃত। (তুমি সেই মৃতগণকে কেন নিহত করিতেছ?) ৭

তুমি দেবতা, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের অবধ্য, সুতরাং এই মনুষ্যলোকের ক্লেশদান তোমার যোগ্য কর্ম নহে।৮

যে শ্রীর কল্যাণসাধনে সর্বদা মূঢ়, গুরুতর বিপদাপন্ন এবং জরা ও শতশত রোগে আক্রান্ত, এইরূপ লোককে কোন্ বীর বধ করিতে চায়? ৯

যে নানারূপ বহু অনিষ্ট লাভ করিয়া যে কোন প্রকারে পীড়িত, এই মনুষ্যলোকে এমন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছে যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ দ্বারা প্রীতি লাভ করিতে পারে? ১০

এই মর্ত্যলোক ক্ষুধা, পিপাসা ও জরা প্রভৃতি দ্বারা ক্ষীণ, বিষাদ ও শোকে নিমগ্ন হইয়া বিবেকশক্তিহীন এবং দৈবহত, সুতরাং তাহাকে বিনাশ করিও না।১১

মহাবাহু রাক্ষসরাজ! দেখ, এই মনুষ্যলোক (সদসদ্) জ্ঞানশূন্য হওয়ায় মূঢ়, তথাপি নানা প্রকার ক্ষুদ্র পুরুষার্থে আসক্ত। অহো! ইহার গতি দুর্জ্ঞেয়।১২

কোথাও ক্ষুদ্র আনন্দ উপভোগে আনন্দিত মানুষ বাদ্য ও নৃত্যাদির আশ্রয় করে। আবার কোথাও অন্য ব্যক্তি দুঃখপীড়িত হইয়া অশ্রুসিক্তবদনে মুখে রোদন করিতে থাকে।১৩

সমুদ্রমমৃতার্থঞ্চ মথিষ্যামি রসালয়ম্ ।
অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ ॥২০
ক খল্বিদানীং মার্গেণ ত্বয়েহান্যেন গম্যতে ।
অয়ং খলু সুদুর্গম্যঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি ॥২১
মার্গো গচ্ছতি দুর্দ্ধর্ষ যমস্যামিত্রকর্শন ।
স তু শারদমেঘাভং হাসং মুক্ত্বা দশাননঃ ॥২২
উবাচ কৃতমিত্যেব বচনং চেদমব্রবীৎ ।
তস্মাদেবমহং ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ ॥২৩
গচ্ছামি দক্ষিণমাশাং যত্র সূর্য্যাত্মজো নৃপঃ ।
ময়া হি ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা ॥২৪
অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো ।
তদিহ প্রস্থিতোঽহং বৈ পিতৃরাজপুরং প্রতি ॥২৫

প্রাণিসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা ।
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাদ্য চ ॥২৬
প্রযযৌ দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
নারদস্তু মহাতেজা মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ ॥২৭
চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধূম ইব পাবকঃ ।
যেন লোকত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিশ্যন্তে সচরাচরাঃ ॥২৮
ক্ষীণে চায়ুষি ধর্ম্মেণ স কালো জেষ্যতে কথম্ ।
স্বদত্তকৃতসাক্ষী যো দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥২৯
লব্ধসংজ্ঞা বিচেষ্টন্তে লোকা যস্য মহাত্মনঃ ।
যস্য নিত্যং ত্রয়ো লোকা বিদ্রবন্তি ভয়ার্দিতাঃ ॥৩০
তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ স্বয়মেব গমিষ্যতি ।
যো বিধাতা চ ধাতা চ সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা ॥৩১

মাতা, পিতা ও পুত্রের স্নেহ এবং ভার্য্যা ও বন্ধুগণের আপত মধুর সম্বন্ধে মোহিত মনুষ্যলোক পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিজের ক্লেশ বুঝিতে পারিতেছে না ।১৪

এইরূপ যে মোহ, তাহাদ্বারা পরম পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত এই মনুষ্যলোককে ক্লেশ দিয়া তোমার কি হইবে ? সৌম্য ! তুমি যে মনুষ্যলোককে জয় করিয়াছ, তাহাতে কোন সংশয় নাই ।১৫

শক্রনগরজয়িন্ পুলস্ত্যনন্দন ! এই সব মর্ত্ত্যবাসিগণকে অবশ্যই যমলোকে যাইতে হইবে, সেইজন্য (যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে) যমকে পরাজিত কর ।১৬

তাঁহাকে জয় করিলে তোমার সমস্ত লোক জয় করা হইবে। নারদ এইরূপ বলিলে লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বীয় তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিল—হে যুদ্ধপ্রিয়, দেবতা-গন্ধর্বলোকবিহারিন্, মহর্ষে। আমি এখন দিগ্‌বিজয়ের জন্য রসাতলে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। তারপর তিনলোক জয় করিয়া এবং নাগগণ ও দেবতাগণকে নিজ বশে আনিয়া অমৃতের জন্য রসালয় সমুদ্রকে মন্থন করিব। অনন্তর দশগ্রীব রাবণকে দেবর্ষি ভগবান্ নারদ বলিলেন ।১৭-২০

যদি তুমি রসাতলে যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে এই সময় সেই পথ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে কোথায় যাইতেছ ? শত্রুনাশন, দুর্দ্ধর্ষ বীর ! রসাতলের এই মার্গ অত্যন্ত দুর্গম, প্রেতপুরীর মধ্য দিয়াও সেখানে যাওয়া যায়। নারদমুনি এই কথা বলিলে রাবণ শরদৃঋতুকালীন মেঘতুল্য উজ্জ্বল হাস্য করিয়া বলিল,—(দেবর্ষে !) আমি আপনার বাক্য স্বীকার করিলাম। তারপর আরও বলিল যে, ব্রহ্মন্ ! আমি যমকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া সেই দক্ষিণদিকেই গমন করিতেছি, যেখানে সূর্য্যপুত্র যম অবস্থান করিতেছেন। হে ভগবন্ ! আমি যুদ্ধকামনা করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, হে প্রভো ! আমি চারিলোকপালকে পরাজিত করিব। সেইজন্য আমি প্রেতরাজ যমের নগরী অভিমুখে গমন করিতেছি ।২১-২৫

সংসারে প্রাণিগণের ক্লেশদাতা যমকে আমি মৃত্যুদ্বারা সংযুক্ত করিব অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করিব। দশগ্রীব রাবণ এই কথা বলিয়া সেই মুনি নারদকে অভিবাদন পূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণদিকে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দিকে যাইতে লাগিল। রাবণ গমন করিলে মহাতেজা নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ হইলেন ।২৬-২৭

ত্রৈলোক্যং বিজিতং যেন তং কথং বিজয়িষ্যতে।
অপরং কিন্তু কৃত্বৈবং বিধানং সংবিধাস্যতি ॥৩২

কৌতূহলং সমুৎপন্নো যাস্যামি যমসাদনম্।
বিমর্দ্দং দ্রষ্টুমনয়োর্যম-রাক্ষসয়োঃ স্বয়ম্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

ধূমহীন অগ্নিতুল্য অতিশয় তেজস্বী সেই বিপ্রেন্দ্র নারদ বিচার করিতে লাগিলেন,—আয়ু ক্ষীণ হইলে যিনি ধর্মানুসারে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ এবং চর (অস্থাবর) ও অচর (স্থাবর) সহিত বর্তমান তিনলোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন, সেই কালকে (যমকে) রাবণ কিরূপে জয় করিবে? যিনি জীবগণের দান ও কৃতকর্মের সাক্ষী, যাঁহার তেজ অগ্নিতুল্য, যে মহাত্মা হইতে চেতনা পাইয়া সমস্ত জীব নানাপ্রকার কর্মে ব্যাপৃত হয়, যাঁহার ভয়ে পীড়িত হইয়া সর্বদা তিনলোক (লোকস্থ প্রাণীসমূহ) তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, সেই যমের নিকটে এই রাক্ষসরাজ রাবণ স্বয়ংই কিরূপে যাইবে? যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা ও পাতা (রক্ষক), যিনি পুণ্য ও পাপকর্মের ফলদাতা এবং যিনি তিনলোক জয় করিয়াছেন, এইরূপ কালকে রাবণ কিরূপে জয় করিবে? কালই হলেন—সকলের সাধন। এই রাক্ষসরাজ রাবণ কালের অতিরিক্ত কোন ভিন্ন সাধন সম্পাদন করত তাঁহাকে জয় করিবে।২৮-৩২

এখন আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল জাগিয়াছে অতএব যম ও রাক্ষস এই উভয়ের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমি স্বয়ংই যমভবনে যাইব।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত

একবিংশঃ সর্গঃ

[যমলোকোপরি রাবণস্যাক্রমণম্, তেন যমসৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

এবং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো জগাম লঘুবিক্রমঃ।
আখ্যাতুং তদ্ যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি ॥১
অপশ্যৎ স যমং তত্র দেবমগ্নিপুরস্কৃতম্।
বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রাণিনো যস্য যাদৃশম্ ॥২
স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং মহর্ষিং তত্র নারদম্।
অব্রবীৎ সুখমাসীনমর্ঘ্যমাবেদ্য ধর্মতঃ ॥৩
কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিদ্ধর্মো ন নশ্যতি।
কিমাগমনকৃত্যং তে দেব-গন্ধর্বসেবিত ॥৪
অব্রবীত্তু তদা বাক্যং নারদো ভগবানৃষিঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বিধানঞ্চ বিধীয়তাম্ ॥৫
এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ।
উপযাতি বশং নেতুং বিক্রমৈস্ত্বাং সুদুর্জয়ম্ ॥৬

একবিংশ সর্গ

[রাবণের যমপুরী আক্রমণ এবং তাহাদ্বারা যমরাজের সেনাগণের সংহার।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—রাম।) এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন বিপ্রোত্তম নারদ রাবণকে যথাযথরূপে আক্রমণসমাচার বলিবার জন্য যমালয় অভিমুখে গমন করিলেন।১

তারপর সেখান হইতে দেখিলেন,—যম অগ্নিকে সাক্ষীরূপে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণের যাহার যেরূপ কর্ম, তাহাকে কর্মানুসারে সেইরূপ ফল দানের ব্যবস্থা করিতেছেন।২

এতেন কারণেনাহং ত্বরিতো হ্যাগতঃ প্রভো।
দণ্ডপ্রহরণস্যাস্য তব কিং নু ভবিষ্যতি ॥৭
এতস্মিন্নন্তরে দূরাদংশুমন্তমিবোদিতম্।
দদৃশুর্দীপ্তমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥৮
তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত ॥৯
সোহপশ্যৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতঞ্চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্ ॥১০
অপশ্যৎ সৈনিকাংশ্চাস্য যমস্যানুচরৈঃ সহ।
যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ ॥১১

দদর্শ বধ্যমানাংশ্চ ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ।
ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্ঠনতৎপরান্ ॥১২
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ।
শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ ॥১৩
সন্তার্য্যমাণান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্।
বালুকাসু চ তপ্তাসু তপ্যমানান্ মুহুর্মুহুঃ ॥১৪
অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্যমানানধার্মিকান্।
রৌরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি ॥১৫
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি।
শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূর্ধজান্ ॥১৬

মহর্ষি নারদকে সেখানে আসিতে দেখিয়া যম আতিথ্যধর্ম্মের বিধি অনুযায়ী তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি নিবেদন পূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট মুনিকে বলিলেন। দেব-গন্ধর্বসেবিত দেবর্ষে! কুশল ত? ধর্ম্মের হানি হয়নি ত? অদ্য আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? ভগবান্ দেবর্ষি নারদ তখন এই কথা বলিলেন,—(ধর্মরাজ!) আমি (মদাগমনের কারণ) বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় স্থির করুন।৩-৫

হে পিতৃরাজ! যদিও আপনাকে পরাজয় করা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি দশগ্রীব নামে এক রাক্ষস আপনাকে স্বীয় বিক্রমে বশীভূত করিতে আসিতেছে।৬

প্রভো! এই কারণে আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি (অর্থাৎ ঐ সংবাদ আপনাকে জানাবার জন্য আসিয়াছি।) কালদণ্ড আপনার অস্ত্র, সুতরাং আপনার আর কি হইবে? ৭

এইরূপ নারদ ও যমের আলোচনাকালীন সেই রাক্ষসের উদিতসূর্য্যসদৃশ দীপ্তমান্ বিমান দূর হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।৮

মহাবলশালী রাবণ পুষ্পকবিমানের প্রভায় ঐ সমস্ত প্রদেশে অন্ধকারশূন্য করিয়া অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হইল।৯

মহাবাহু দশগ্রীব যমলোকে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে বহুপ্রাণী নিজ নিজ সুকর্ম্মকৃতপুণ্য ও দুষ্কর্ম্মকৃত পাপের ফল ভোগ করিতেছে।১০

রাবণ যমরাজের অনুচরগণের সহিত সৈনিকগণকেও দেখিল। তাহার দৃষ্টিপথে যমলোকের দৃশ্যও আসিল। সে দেখিল—ভয়ঙ্কর রূপধারী ও উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন ভয়ানক যমদূতগণ বহু প্রাণীদিগকে প্রহার ও ক্লেশ দিতেছে, তাহারা উহাতে অত্যন্ত চীৎকার করিতেছে ও দুঃখভোগ করিতেছে।১১-১২

কতকগুলি প্রাণীকে কৃমিতে দংশন করিতেছে এবং কতকগুলিকে ভয়ঙ্কর কুক্কুরবৃন্দ ভক্ষণ করিতেছে। তাহারা সকলে দুঃখী হইয়া কর্ণপীড়াদায়ক ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছে।১৩

কত প্রাণীকে অবশভাবে বারংবার শোণিতপূর্ণ বৈতরণী নদী পার করাইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত বালুকাতে চলাচল দ্বারা সন্তপ্ত করিতেছে।১৪

কত পাপীকে অসিপত্রবনের দ্বারা (যাহাদের পত্র তরবারির ন্যায় ধারাল) বিদীর্ণ করিতেছে। কতকগুলিকে রৌরব নরকে, কতকগুলিকে ক্ষারপূর্ণ নদীতে এবং কতকগুলিকে ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণধারা নদীতে ডুবাইতেছে। কতপাপী ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিতেছে। কত পাপী শবসদৃশ ক্ষীণ (কঙ্কালবৎ), দীন, দুর্বল, বিবর্ণ ও

মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ।
দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭
কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীত-বাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্ রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥১৮
গোরসং গোপ্রদাতারো হ্যন্নঞ্চৈবান্নদায়িনঃ।
গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্ম্মফলমশ্নতঃ ॥১৯
সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলঙ্কৃতান্।
ধার্মিকানপরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥২০
দদর্শ স মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ততস্তান্ ভিদ্যমানাংশ্চ কর্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥২১
রাবণো মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্ বলী।
প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা ॥২২
সুখমাপুর্মুহূর্তস্তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্।
প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন মহীয়সা ॥২৩
প্রেতগোপাঃ সুসংক্রুদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রমভিদ্রবন্।
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বদিগ্ভ্যঃ সমুত্থিতঃ ॥২৪

ধর্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সম্প্রধাবতাম্।
তে প্রাসৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্মুসলৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ॥২৫
পুষ্পকং সমধর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ।
তস্যাসনানি প্রাসাদান্ বেদিকাস্তোরণানি চ ॥২৬
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে শীঘ্রং মধুকরা ইব।
দেবনিষ্ঠানভূতং তদ্ বিমানং পুষ্পকং মৃধে ॥২৭
ভজ্যমানং তথৈবাসীদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা।
অসংখ্যা সুমহত্যাসীৎ তস্য সেনা মহাত্মনঃ ॥২৮
শূরাণামগ্রযাতৄণাং সহস্রাণি শতানি চ।
ততো বৃক্ষৈশ্চ শৈলৈশ্চ প্রাসাদানাং শতৈস্তথা ॥২৯
ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্।
অযুধ্যন্ত মহাবীরাঃ স চ রাজা দশাননঃ ॥৩০
তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্বশস্ত্রসমাহতাঃ।
অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরায়োধনং মহৎ ॥৩১
অন্যোন্যং তে মহাভাগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্।
যমস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ মন্ত্রিণঃ ॥৩২

কেশহীন। কত পাপী নিজ শরীরে মলরূপ পঙ্কধারণ করিয়া দীনভাবে ও রুক্ষশরীরে ইতস্ততো ধাবিত হইতেছে। এইরূপে শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী পথিমধ্যে যাতনা ভোগ করিতেছে—রাবণ ইহা দেখিল।১৫-১৭

অন্যদিকে রাবণ দেখিল—কিছু পুণ্যাত্মা জীব পুণ্যকর্ম্মানুসারে সুন্দর সুন্দর গৃহে থাকিয়া সঙ্গীত ও বাদ্যের ধ্বনিতে আনন্দ উপভোগ করিতেছে।১৮

গোদাতা গোরস (দুগ্ধাদি), অন্নদাতা অন্ন এবং গৃহদাতা গৃহলাভ করত নিজ পুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে।১৯

অন্য পুণ্যাত্মা পুরুষ সেখানে সুবর্ণ, মণি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া যৌবনের মদে মত্ত সুন্দরী স্ত্রীগণের সহিত স্বতেজে দীপ্তি পাইতেছে, সেই মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ ইহা দর্শন করিল। তারপর স্ব-স্ব দুষ্কর্মানুসারে নিপীড়িত সেই প্রাণিগণকে বলবান্ রাবণ স্বীয় পরাক্রমে বলপূর্বক মুক্ত করিয়া দিলেন। রাক্ষস দশগ্রীব কর্তৃক অচিন্তিত ও অতর্কিতভাবে মুক্ত হইয়া ঐ প্রাণিগণ মুহূর্তকালে সুখলাভ করিল। ঐ মহান্ রাক্ষসকর্তৃক যখন সমস্ত প্রাণী প্রেতযাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিল, তখন প্রেতপুরুষরক্ষক যমদূতগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজকে আক্রমণ করিল। তখন রাবণ অভিমুখে ধাবিত ধর্মরাজের বীর যোদ্ধাগণের মহান্ কোলাহল শব্দে চতুর্দিক্ পূর্ণ হইল। শত শত সহস্র সহস্র সেই বীরবৃন্দ প্রাস, পরিঘ, শূল, মুসল, শক্তি ও তোমর অস্ত্রে মধুকরগণের পুষ্পধর্ষণের ন্যায় রাবণের পুষ্পকবিমান ধর্ষণ (তছনছ) করিল। তাহার পুষ্পকবিমানের আসন, প্রাসাদ, বেদী ও তোরণ ক্ষিপ্রগতিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দেবতাগণের অধিষ্ঠানভূত ঐ পুষ্পক যুদ্ধে যমদূতগণের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইলেও যেরূপ পূর্বে ছিল, ব্রহ্মার প্রভাবে অবিকল সেইরূপ অক্ষয়ই রহিল। মহাত্মা যমের বিশাল সেনা অসংখ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে অগ্রগামী যোদ্ধা শত ও সহস্র ছিল। তারপর যমদূতগণ কর্তৃক

অমাত্যাংস্তাংস্তু সন্ত্যজ্য যমযোধা মহাবলাঃ।
তমেব চাভ্যধাবন্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্ ॥৩৩
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
ফুল্লাশোক ইবাভাতি পুষ্পকে রাক্ষসাধিপঃ ॥৩৪
স তু শূল-গদা-প্রাসাঞ্শক্তি-তোমরসায়কান্।
মুসলানি চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাদ্ বলী ॥৩৫
তরূণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাং চাতিদারুণম্।
যমসৈন্যেষু তদ্বর্ষং পপাত ধরণীতলে ॥৩৬
তাংস্তু সর্বান্ বিনির্ভিদ্য তদস্ত্রমপহত্য চ।
জঘ্নুস্তে রাক্ষসং ঘোরমেকং শতসহস্রশঃ ॥৩৭
পরিবার্য্য চ তং সর্বে শৈলং মেঘোৎকরা ইব।
ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসমপোথয়ন্ ॥৩৮
বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধঃ সিক্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ।
ততঃ স পুষ্পকং ত্যক্ত্বা পৃথিব্যামবতিষ্ঠত ॥৩৯
ততঃ স কার্মুকী বাণী সমরে চাভিবর্ধত।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ ॥৪০
ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্মুকে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তানুক্ত্বা তচ্চাপং ব্যপকর্ষত ॥৪১
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে।
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শঙ্করো যথা ॥৪২

আক্রান্ত হইয়া রাবণ ও তাহার মহাবীর মন্ত্রিবৃন্দ বৃক্ষ, পর্বতশিখর এবং যমপুরীর প্রাসাদসমূহ উত্তোলন করিয়া যথাশক্তি ইচ্ছানুসারে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২০-৩০

রাক্ষসরাজের মন্ত্রিগণ নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা আহত হইলে তাহাদের সর্ব অঙ্গ হইতে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল।৩১

মহাবাহু শ্রীরাম! যম ও রাবণের মহাভাগ মন্ত্রিগণ পরস্পরকে অস্ত্রদ্বারা প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিতে লাগিল।৩২

তারপর যম-রাজের মহাবলশালী যোদ্ধাগণ রাবণের সেই অমাত্যবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া দশানন রাবণের উপর শূলবর্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল।৩৩

অনন্তর যমযোদ্ধাগণের দারুণ প্রহারে রাবণের শরীর জর্জরিত হইল এবং সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল। তখন রাক্ষসরাজ পুষ্পকবিমানে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৪

বলবান্ রাবণ স্বীয় অস্ত্রবলে যমরাজের সৈন্যগণের উপর শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, মুসল, শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩৫

বৃক্ষ, শিলাখণ্ড ও অস্ত্রসকলের ঐ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বর্ষণ যমরাজের সৈন্যের উপর বর্ষিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।৩৬

ঐ সৈন্যগণও তাহাদের সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ও নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিয়া শত শত সহস্র সহস্র মুখ্য রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।৩৭

যেরূপ বর্ষণকালীন মেঘসমূহ পর্বতের চতুর্দিক্ ঘিরিয়া বর্ষণ করে, সেইরূপ ঐ যমসৈন্যগণ রাক্ষস রাবণের চতুর্দিক ঘিরিয়া ভিন্দিপাল ও শূলাস্ত্রে তাহাকে ছেদন করিতে লাগিল। সেই সময় রাবণকে তাহারা শ্বাস ফেলারও সুযোগ দিল না।৩৮

তাহাদের অস্ত্রাঘাতে রাবণের কবচ বিচ্ছিন্ন হইল এবং সর্ব অঙ্গ হইতে শোণিত ধারা বহিতে লাগিল। সেই রক্তে সিক্ত হইয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অনন্তর সে পুষ্পক বিমান ত্যাগ করত ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৯

তারপর মুহূর্তকালমধ্যে চেতনালাভ করিয়া (অর্থাৎ নিজেকে সামলাইয়া) ধনু ধারণপূর্বক হস্তে বাণ গ্রহণ করত যুদ্ধোৎসাহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।৪০

রাবণ স্বীয় ধনুতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র যোজনা করিয়া যমসৈন্যগণকে বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও। তারপর ধনু আকর্ষণ করিল।৪১

তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্।
বনং দহিষ্যতো ঘর্মে দাবাগ্নেরিব মূর্চ্ছিতঃ ॥৪৩
জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে।
মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চাপি ভস্ম কৃত্বা প্রধাবতি ॥৪৪
তে তস্য তেজসা দগ্ধাঃ সৈন্যা বৈবস্বতস্য তু।
রণে তস্মিন্ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥৪৫

যেরূপ ভগবান্ শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিপুরাসুরের প্রতি পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রদ্রোহী ঐ রাবণ আকর্ণ ধনু টানিয়া সক্রোধে এই বাণ যম সৈন্যগণের প্রতি নিক্ষেপ করিল।৪২

সেই সময় ঐ বাণের রূপ ধূম ও জ্বালাযুক্ত মণ্ডলাকার ছিল। গ্রীষ্ম ঋতুতে দাবাগ্নি যেরূপ বন দহন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ঐ বাণও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।৪৩

ততস্তু সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

রণভূমিতে জ্বালামণ্ডলযুক্ত ঐ বাণ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃক্ষ ও রণভূমি ভস্মীভূত করিতে করিতে চলিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধস্থলে যমরাজের সমস্ত সৈন্য পাশুপত অস্ত্রের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।৪৪-৪৫

তারপর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সেই রাক্ষস মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[যম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্, ব্রহ্মণো বাক্যেন রাবণং হন্তুমুত্তোলিতস্য কালদণ্ডস্য যমেন প্রতিনিবর্ত্তনম্, বিজয়িনো রাবণস্য যমলোকাৎ প্রস্থানঞ্চ।]

স তস্য তু মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥১
স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অব্রবীৎ ত্বরিতঃ সূতং রথো মে উপনীয়তাম্ ॥২

দ্বাবিংশ সর্গ

[যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধের জন্য উত্তোলিত কালদণ্ডের ব্রহ্মার কথায় যমকর্তৃক সংবরণ এবং বিজয়ী রাবণের যমলোক হইতে প্রস্থান।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—রাম!) রাবণের সেই মহানাদ শ্রবণ করিয়া সূর্য্যপুত্র প্রভু যমরাজ মনে করিলেন,—শত্রু জয়লাভ করিয়াছে এবং নিজ সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে।১

যম স্বীয় যোদ্ধাগণের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাতে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ব্যগ্রচিত্তে সারথিকে রথ আনয়নের কথা বলিলেন।২

তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্।
স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥৩
প্রাসমুদ্গরহস্তশ্চ মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
যেন সংক্ষিপ্যতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥৪

তাঁহার সূত (সারথি) দিব্য মহারথ উপস্থাপন

কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্তিমানস্য চাভবৎ ।
যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥৫
তস্য পার্শ্বেষু নিশ্ছিদ্রাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
পাবকস্পর্শসঙ্কাশঃ স্থিতো মূর্তশ্চ মুদ্গরঃ * ॥৬
ততো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ ।
কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্ ॥৭
ততস্ত্বচোদয়ৎ সূতস্তানশ্বান্ রুচিরপ্রভান্ ।
প্রযযৌ ভীমসন্নাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥৮
মুহূর্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ ।
প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং রণম্ ॥৯
দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্ ।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥১০

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দিতাঃ ।
নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ ॥১১
স তু তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা রথং লোকভয়াবহম্ ।
নাক্ষুভ্যত দশগ্রীবো ন চাপি ভয়মাবিশৎ ॥১২
স তু রাবণমাসাদ্য ব্যসৃজচ্ছক্তিতোমরান্ ।
যমো মর্মাণি সংক্রুদ্ধো রাবণস্য ন্যকৃন্তত ॥১৩
রাবণস্তু ততঃ স্বস্থঃ শরবর্ষং মুমোচ হ ।
তস্মিন্ বৈবস্বতরথে তোয়বর্ষমিবাম্বুদঃ ॥১৪
ততো মহাশক্তিশতৈঃ পাত্যমানৈর্মহোরসি ।
নাশক্নোৎ প্রতিকর্তুং স রাক্ষসঃ শল্যপীড়িতঃ ॥১৫
এবং নানাপ্রহরণৈর্যমেনামিত্রকর্ষিণা ।
সপ্তরাত্রং কৃতঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখো রিপুঃ ॥১৬

(আনয়ন) করিয়া দণ্ডায়মান হইলে সেই মহাতেজস্বী যম ঐ রথে আরোহণ করিলেন ।৩

তাঁহার অগ্রভাগে প্রাস ও মুদ্গর হস্তে মৃত্যু অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে মৃত্যুদেবতা যুগান্তে প্রবাহরূপে সদা স্থিত এই ত্রিভুবনের সংহার করেন ।৪

যমের পার্শ্বভাগে কালদণ্ড মূর্তিমান্ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যমের এই দিব্য প্রহরণ (অস্ত্র) স্বীয় তেজে অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত ছিল। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ছিদ্রহীন কালপাশ ছিল, যাহার স্পর্শ অগ্নির ন্যায় দুঃসহ। সেখানে মুদ্গর অস্ত্রও মূর্ত হইয়া অবস্থান করিতে ছিল ।৫-৬

সমস্ত লোকের ভয়দায়ক সাক্ষাৎ কালকে কুপিত হইতে দেখিয়া লোকত্রয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং দেবগণ কাঁপিতে লাগিলেন ।৭

তারপর সূত সুন্দর কান্তিমান্ সেই অশ্বগণকে চালিত করিল এবং যেখানে রাক্ষসপতি আছে, ঐ রথ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল ।৮

ইন্দ্রের অশ্বতুল্য তেজস্বী ও মনের ন্যায় তীব্রগতিসম্পন্ন সেই অশ্বগণ মুহূর্তকাল মধ্যে যেস্থানে যুদ্ধ চলিতেছে, সেইস্থানে যমকে লইয়া আসিল ।৯

মৃত্যুদেবতার সহিত সেই বিকরাল রথকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজের সচিবগণ সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ।১০

তাহারা অল্পশক্তিসম্পন্ন, সেইজন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল এবং 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে পারিব না' বলিয়া বিভিন্নদিকে পলাইয়া যাইল ।১১

কিন্তু সেই রাবণ সর্বলোকভয়ঙ্কর ঐ রথকে দেখিয়া ক্ষুভিতও হইল না এবং ভয়ও পাইল না ।১২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যম রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া শক্তি ও তোমর অস্ত্র নিক্ষেপ করত তাহার মর্মস্থান ছেদন করিলেন ।১৩

তারপর রাবণও কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া অর্থাৎ যমের প্রহার সামলাইয়া সেই যমের রথের উপর মেঘকর্তৃক বারিবর্ষণের ন্যায় বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ।১৪

অনন্তর তাহার বিশাল বক্ষোপরি শতসংখ্যক মহাশক্তি প্রহারের জন্য নিপাতিত করিল। কিন্তু রাবণ শল্যপ্রহারে জর্জরিত হওয়ায় যমরাজের সেই প্রহারের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইল না ।১৫

এইরূপ শত্রুশাসন যম বিবিধশস্ত্র দ্বারা প্রহার

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখা যায় না।

তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং যম-রাক্ষসয়োর্দ্বয়োঃ।
জয়মাকাঙ্ক্ষতোর্বীর সমরেষ্বনিবর্ত্তিনোঃ ॥১৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্ত্রণাজিরে ॥১৮
সংবর্ত ইব লোকানাং যুধ্যতোরভবৎ তদা।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য প্রেতানামীশ্বরস্য চ ॥১৯
রাক্ষসেন্দ্রোঽপি বিস্ফার্য্য চাপমিন্দ্রাশনিপ্রভম্।
নিরন্তরমিবাকাশং কুর্বন্ বাণাংস্ততোঽসৃজৎ ॥২০
মৃত্যুং চতুর্ভির্বিশিখৈঃ সূতং সপ্তভিরার্দয়ৎ।
যমং শতসহস্রেণ শীঘ্রং মর্মস্বতাড়য়ৎ ॥২১
ততঃ ক্রুদ্ধস্য বদনাদ্ যমস্য সমজায়ত।
জ্বালামালী সনিঃশ্বাসঃ সধূমঃ কোপপাবকঃ ॥২২
তদাশ্চর্য্যমথো দৃষ্ট্বা দেব-দানবসন্নিধৌ।
প্রহর্ষিতৌ সুসংরব্ধৌ মৃত্যুকালৌ বভূবতুঃ ॥২৩

ততো মৃত্যুঃ ক্রুদ্ধতরো বৈবস্বতমভাষত।
মুঞ্চ মাং সমরে যাবদ্ধন্মীমং পাপরাক্ষসম্ ॥২৪
নৈষা রক্ষো ভবেদদ্য মর্য্যাদা হি নিসর্গতঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীমান্ নমুচিঃ শম্বরস্তথা ॥২৫
নিসন্দির্ধূমকেতুশ্চ(ক) বলির্বৈরোচনোঽপি চ।
শম্ভুর্দৈত্যো মহারাজো বৃত্রো বাণস্তথৈব চ ॥২৬
রাজর্ষয়ঃ শাস্ত্রবিদো গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ঋষয়ঃ পন্নগা দৈত্যা যক্ষাশ্চ হ্যপ্সরোগণাঃ ॥২৭
যুগান্তপরিবর্তে চ পৃথিবী সমহার্ণবা।
ক্ষয়ং নীতা মহারাজ সপর্বতসরিদ্দ্রুমা ॥২৮
এতে চান্যে চ বহবো বলবন্তো দুরাসদাঃ।
বিনিপন্না ময়া দৃষ্টাঃ কিমুতায়ং নিশাচরঃ ॥২৯
মুঞ্চ মাং সাধু ধর্মজ্ঞ যাবদেনং নিহন্ম্যহম্।
নহি কশ্চিন্ময়া দৃষ্টো বলবানপি জীবতি ॥৩০

করিতে করিতে (একটানা) সাত রাত্রি যুদ্ধে অতিবাহিত করিলেন। তাহাতে শত্রু রাবণ চৈতন্য হরাইল এবং বিমুখ হইয়া যাইল।১৬

বীর রাঘব! তখন ঐ দুই যোদ্ধাই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসারী ছিলেন না এবং উভয়ের যুদ্ধে জয়াভিলাষী ছিলেন; সেইজন্য যমরাজ ও রাক্ষস রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছিল।১৭

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া ঐ সমরাঙ্গণে সমবেত হইলেন।১৮

তখন প্রেতগণের ঈশ্বর যম ও রাক্ষসবৃন্দের ঈশ্বর রাবণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সমস্ত লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত—ইহা মনে হইতেছিল।১৯

রাক্ষসরাজ রাবণও ইন্দ্রের বজ্রতুল্য স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করিয়া তাহা হইতে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বাণদ্বারা আকাশ যেন একেবারে পূর্ণ হইয়া যাইল। রাবণ চারবাণে মৃত্যুকে এবং সাতবাণে যমের সারথিকেও পীড়িত করিল। তারপর অতি ক্ষিপ্রগতিতে একলক্ষবাণে যমের মর্মস্থানে আঘাত করিল।২০-২১

তাহাতে যমরাজ কুপিত হইলেন এবং উঁহার বদন হইতে কোপবহ্নি জ্বালামালামণ্ডিত হইয়া প্রকটিত হইল। ঐ বহ্নি শ্বাসবায়ুযুক্ত ও ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল।২২

অনন্তর দেবতা ও দানবগণের নিকট ঐ আশ্চর্য্য কোপবহ্নি দেখিয়া তখন রোষপূর্ণ মৃত্যু এবং কাল অত্যন্ত আনন্দিত হইল।২৩

তারপর মৃত্যু অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যপুত্র যমকে বলিল, যে পর্য্যন্ত না ঐ পাপী রাক্ষসকে আমি বধ করি, সেইপর্য্যন্ত আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন।২৪

মহারাজ! ইহা আমার স্বভাবসিদ্ধ মর্য্যাদা কি যে, আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারিবে না। শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বিরোচনকুমার বলি, শম্ভুনামক দৈত্য, মহারাজ বৃত্র, বাণাসুর, কত শাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, বিশালদেহধারী নাগগণ, ঋষি, সর্প, দৈত্য, যক্ষ ও অপ্সরাবৃন্দ, যুগান্তকালীন

র:—(ক) নন্দ্রাদী ধূমকেতুশ্চ—।

বলং মম ন খল্বেতন্মর্য্যাদৈষা নিসর্গতঃ।
স দৃষ্টো ন ময়া কাল মুহূর্তমপি জীবতি ॥৩১
তস্যৈব বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ তত্র তং মৃত্যুং ত্বং তিষ্ঠৈনং নিহন্ম্যহম্ ॥৩২
ততঃ সংরক্তনয়নঃ ক্রুদ্ধো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
কালদণ্ডমমোঘন্তু তোলয়ামাস পাণিনা ॥৩৩
যস্য পার্শ্বেষু নিহিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
পাবকাশনিসঙ্কাশো মুদ্গরো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ ॥৩৪
দর্শনাদেব যঃ প্রাণান্ প্রাণিনামপি কর্ষতি।
কিং পুনঃ স্পৃশমানস্য পাত্যমানস্য বা পুনঃ ॥৩৫
স জ্বালাপরিবারস্তু নির্দহন্নিব রাক্ষসম্।
তেন স্পৃষ্টো বলবতা মহাপ্রহরণোঽস্ফুরৎ ॥৩৬

ততো বিদুদ্রুবুঃ সর্বে তস্মাত্রস্তা রণাজিরে।
সুরাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা দণ্ডোদ্যতং যমম্ ॥৩৭
তস্মিন্ প্রহর্তুকামে তু যমে দণ্ডেন রাবণম্।
যমং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ দর্শয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৩৮
বৈবস্বত মাহাবাহো ন খল্বমিতবিক্রম।
ন হন্তব্যস্ত্বয়ৈতেন দণ্ডেনৈষ নিশাচরঃ ॥৩৯
বরঃ খলু ময়ৈতস্মৈ দত্তস্ত্রিদশপুঙ্গব।
স ত্বয়া নানৃতঃ কার্য্যো যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥৪০
যো হি মামনৃতং কুর্য্যাদ্ দেবো বা মানুষোঽপি বা।
ত্রৈলোক্যমনৃতং তেন কৃতং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৪১
ক্রুদ্ধেন বিপ্রমুক্তোঽয়ং নির্বিশেষং প্রিয়াপ্রিয়ে।
প্রজাঃ সংহরতে রৌদ্রো লোকত্রয়ভয়াবহঃ ॥৪২

সমুদ্র, পর্বতসমূহ, নদীসকল এবং বৃক্ষসহিত পৃথ্বী—এই সব আমাদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে এবং অন্যান্য যে সকল দুরতিক্রমণীয় বহু বলবান্ বীরকে যখন আমি বিনাশ করিয়াছি, তখন এই রাক্ষসের কথা আর কি বলিব? ২৫-২৯

ধর্মজ্ঞ! আপনি আমাকে রাবণবধে নিয়োগ করুন। আমি অবশ্যই রাবণের বিনাশসাধন করিব। আমি যাহাকে নিরীক্ষণ করিব, সে অতি বলশালী হইলেও জীবিত থাকিতে পারিবে না।৩০

কাল! আমি দৃষ্টিপাত করিলে রাবণ মুহূর্তকালও জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না,—এই বাক্য কেবল আমি আমার বলপ্রকাশের জন্য বলিতেছি না, পরন্তু ইহাই আমার স্বভাবসিদ্ধ মর্য্যাদা।৩১

মৃত্যুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী ধর্মরাজ তাহাকে বলিল,—তুমি অবস্থান কর, আমিই ইহাকে বিনাশ করিব।৩২

তারপর ক্রোধে যমের নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই সামর্থ্যশালী বৈবস্বত যম অমোঘ কালদণ্ড হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করিলেন।৩৩

ঐ কালদণ্ডের পার্শ্বভাগে কালপাশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বজ্র ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী মুদ্গরও মূর্তিমান্ হইয়া অবস্থিত ছিল।৩৪

কালদণ্ড প্রাণিগণকে দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রাণহরণ করিয়া থাকে। পুনরায় যেখানে স্পর্শ হইবে, সেখানের কথা আর কি বলিব? ৩৫

জ্বালাপরিপূর্ণ ঐ কালদণ্ড রাক্ষস রাবণকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। মহাশক্তিধর যমরাজের হস্তে ধৃত এই মহাস্ত্র স্বীয় তেজে প্রকাশিত হইতে লাগিল।৩৬

তখন কালদণ্ডকে দর্শনকরত তাহার ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কালদণ্ডধারণকারী যমকে দেখিয়া সকল দেবতাবৃন্দও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন।৩৭

ঐ দণ্ডদ্বারা যম রাবণকে প্রহার করিতে উদ্যুক্ত হইলে। পিতামহ ব্রহ্মা যমকে সাক্ষাৎ দর্শন দানপূর্বক এই কথা বলিলেন।৩৮

অমিতপরাক্রম মহাবাহু বৈবস্বত! তুমি এই কালদণ্ড দ্বারা রাক্ষস রাবণকে বধ করিও না।৩৯

দেবোত্তম! আমি ইহাকে এই বর দিয়াছি যে দেবগণ তোমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমি

অমোঘো হ্যেষ সর্বেষাং প্রাণিনামমিতপ্রভঃ।
কালদণ্ডো ময়া সৃষ্টঃ সর্বং মৃত্যুপুরস্কৃতঃ ॥৪৩
তন্ন খল্বেষ তে সৌম্য পাত্যো রাবণমূর্ধনি।
নহ্যস্মিন্ পতিতে কশ্চিন্মুহূর্তমপি জীবতি ৪৪
যদি হ্যস্মিন্ নিপতিতে ন ম্রিয়েতৈষ রাক্ষসঃ।
ম্রিয়তে বা দশগ্রীবস্তদাপ্যুভয়তোঽনৃতম্ ॥৪৫
তন্নিবর্তয় লঙ্কেশাদ্ দণ্ডমেতং সমুদ্যতম্।
সত্যঞ্চ মাং কুরুষ্বাদ্য লোকাংস্ত্বং যদ্যবেক্ষসে ॥৪৬
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ যমস্তদা।
এষ ব্যাবর্তিতো দণ্ডঃ প্রভবিষ্ণুর্হি নো ভবান্ ॥৪৭
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং রণগতেন হি।
ন ময়া যদ্যয়ং শক্যো হন্তুং বরপুরস্কৃতঃ ॥৪৮
এষ তস্মাৎ প্রণশ্যামি দর্শনাদস্য রক্ষসঃ।
ইত্যুক্ত্বা সরথঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৯
দশগ্রীবস্তু তং জিত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
আরুহ্য পুষ্পকং ভূয়ো নিষ্ক্রান্তো যমসাদনাৎ ॥৫০
স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্ম পুরোগমৈঃ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

তাহাকে যে বাক্য বলিয়াছি, তুমি আমার সেই বর মিথ্যা করিয়া দিও না।৪০

যে দেবতা বা মনুষ্য আমাকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করিবে, সে ত্রৈলোক্যকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন অর্থাৎ তিনলোককে মিথ্যাবাদী করার দোষে দোষী হইবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৪১

এই কালদণ্ড তিনলোকের ভয়ঙ্কর ও রৌদ্র (সংহারকারী তেজবিশেষ)। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে নিক্ষিপ্ত করিলে, সে প্রিয় ও অপ্রিয় এইরূপ কোন ভেদভাব না রাখিয়া (সম্মুখে যাহাকে পাইবে) সমস্ত প্রাণীকেই সংহার করিবে।৪২

অতুলনীয় তেজস্বী এই কালদণ্ডকে আমিই পূর্বকালে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা সকল প্রাণীর অব্যর্থ। ইহার প্রহারে সকলেরই মৃত্যু হইবে।৪৩

সৌম্য! এই জন্য তুমি এই অস্ত্র রাবণের মস্তকে নিপাতিত করিও না। রাবণের মৃত্যু হইলে কোন প্রাণীই মুহূর্তকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না।৪৪

কালদণ্ড প্রযুক্ত হইলে যদি রাবণ বিনষ্ট না হয় কিংবা বিনষ্ট হয়, এই উভয়ে দশাতেই আমি অসত্যভাষী হইব।৪৫

সুতরাং উদ্যত এই কালদণ্ডকে লঙ্কেশ্বর রাবণ হইতে নিবর্তিত কর, যদি সমস্ত লোকের উপর তোমার দৃষ্টি থাকে, তবে (রাবণকে রক্ষা করিয়া) আমাকে সত্যবাদী কর।৪৬

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে তখন ধর্মাত্মা যমরাজ বলিলেন, আমি দণ্ডনিক্ষেপ হইতে বিরত হইলাম, কারণ, আপনি আমাদের সকলের প্রভু। (সেইজন্য আপনার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য।) ৪৭

আর এই রাক্ষসকে আপনার বরদানপ্রভাবে যদি আমি বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে এখন ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কি করিব? ৪৮

অতএব আমি এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হই। ইহা বলিয়া যম অশ্ব ও রথের সহিত অন্তর্ধান করিলেন।৪৯

দশগ্রীব রাবণ তাহাকে জয় পূর্বক স্বীয় নাম ঘোষণা করত পুনরায় পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া যমলোক হইতে চলিয়া যাইল।৫০

অনন্তর সূর্য্যপুত্র যম ও মহামুনি নারদ ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গ অভিমুখে গমন করিলেন।৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সহ নিবাতকবচানাং মৈত্রী, কালকেয়ানাং বিনাশঃ, বরুণপুত্রস্য পরাজয়শ্চ ।]

ততো জিত্বা দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্ ।
রাবণস্তু রণশ্লাঘী স্বসহায়ান্ দদর্শ হ ॥১
ততো রুধিরসিক্তাঙ্গং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্ ।
রাবণং রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং সমুপাগমন্ ॥২
জয়েন বর্ধয়িত্বা চ মারীচপ্রমুখাস্ততঃ ।
পুষ্পকং ভেজিরে সর্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু ॥৩
ততো রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্ ।
দৈত্যোরগগণাধ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্ ॥৪
স তু ভোগবতীং গত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্ ।
কৃত্বা নাগান্ বশে হৃষ্টো যযৌ মণিময়ীং পুরীম্ ॥৫
নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লব্ধবরা বসন্ ।
রাক্ষসস্তান্ সমাগম্য যুদ্ধায় সমুপাহ্বয়ৎ ॥৬
তে তু সর্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া বলশালিনঃ ।
নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥৭
শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশাসিপরশ্বধৈঃ ।
অন্যোন্যং বিভিদুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা ॥৮
তেষাস্তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ ।
ন চান্যতরতস্তত্র বিজয়ো বা ক্ষয়োঽপি বা ॥৯
ততঃ পিতামহস্তত্র ত্রৈলোক্যগতিরব্যয়ঃ ।
আজগাম দ্রুতং দেবো বিমানবরমাস্থিতঃ ॥১০
নিবাতকবচানাস্তু নিবার্য্য রণকর্ম তৎ ।
বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতার্থবৎ ॥১১
ন হ্যয়ং রাবণো যুদ্ধে শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ ।
ন ভবন্তঃ ক্ষয়ং নেতুমপি সামরদানবৈঃ ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[নিবাতকবচগণের সহিত রাবণের মৈত্রী, কালকেয়গণের বধ ও বরুণপুত্রের পরাজয় ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন—রাম !) দেবোত্তম যমকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধে প্রশংসার্হ রাবণ স্বসহায়কগণের সহিত মিলিত হইল ।১

তখন রাবণের সমস্ত শরীর শোণিতলিপ্ত এবং প্রহারে জর্জরিত। এই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া রাক্ষসগণ বিস্মিত হইল ।২

তারপর 'মহারাজের জয় হউক' এইরূপ বলিয়া মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসবৃন্দ তাহার সংবর্ধনা করত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিল এবং সেই সময় রাবণও তাহাদের সকলকে সান্ত্বনা দিল ।৩

অনন্তর ঐ রাক্ষস রসাতল গমন করিবার ইচ্ছায় দৈত্য ও নাগ অধ্যুষিত এবং বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত জলনিধি সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল ।৪

রাবণ (নাগরাজ) বাসুকিপালিত ভোগবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া নাগগণকে বশীভূত করত হৃষ্টান্তঃকরণে মণিময়ী পুরীতে গমন করিল ।৫

নিবাতকবচনামক দৈত্যগণ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করত ঐ পুরীতে বাস করে। রাক্ষস রাবণ সেখানে গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিল ।৬

তাহারা সকলে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বলবান্ ছিল। তাহারা সর্বদা নানা অস্ত্র ধারণ করিত এবং যুদ্ধের জন্য সদা উৎসাহযুক্ত ও উন্মত্ত থাকিত ।৭

অনন্তর রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন রাক্ষস ও দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে উভয়পক্ষের সৈন্যদের উপর শূল, ত্রিশূল, বজ্র, পটিশ, খড়্গ ও পরশুদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ।৮

তাহাদের যুদ্ধ করিতে করিতে একবৎসরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হইল। তথাপি কোনপক্ষই জয়লাভ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইল না ।৯

রাক্ষসস্য সখিত্বঞ্চ ভবদ্ভিঃ সহ রোচতে।
অবিভক্তাশ্চ সর্বার্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩
ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ।
নিবাতকবচৈঃ সার্দ্ধং প্রীতিমানভবৎ তদা ॥১৪
অর্চিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরমথোষিতঃ।
স্বপুরান্নির্বিশেষঞ্চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ ॥১৫
তত্রোপধার্য্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্।
সলিলেন্দ্রপুরান্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্ ॥১৬
ততোঽশ্মনগরং নাম কালকেয়ৈরধিষ্ঠিতম্।
গত্বা তু কালকেয়াংশ্চ হত্বা তত্র বলোৎকটান্ ॥১৭
শূর্পণখাশ্চ ভর্তারমসিনা প্রাচ্ছিনত্তদা।
শ্যালঞ্চ বলবন্তঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বং বলোৎকটম্ ॥১৮
জিহ্বয়া সংলিহন্তঞ্চ রাক্ষসং সমরে তদা।
তং বিজিত্য মুহূর্ত্তেন জঘ্নে দৈত্যাংশ্চতুঃশতম্ ॥১৯
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্।
বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশ্যদ্ রাক্ষসাধিপঃ ॥২০
ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাম্।
যস্যাঃ পয়োঽভিনিষ্পন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ॥২১
দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্।
যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মির্নিশাকরঃ ॥২২

তখন ত্রিভুবনের আশ্রয় অবিনাশী পিতামহ ব্রহ্মা এক উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।১০

বৃদ্ধ পিতামহ নিবাতকবচগণকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত করিয়া স্পষ্টভাষায় এই কথা বলিলেন।১১

(দানবগণ!) সমস্ত দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়া এই রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে না। এইরূপ সকল দেবতা ও দানবগণ একত্র হইয়া তোমাদিগকেও বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে না।১২

(তোমরা উভয়েই আমার বরদানে সমশক্তি-সম্পন্ন।) অতএব তোমরা উভয়ে যদি বন্ধুত্ব স্থাপন কর, তবে ইহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইবে; কারণ সুহৃদ্গণের সমস্ত অর্থ (ভোগ্য পদার্থ) সমান, পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অংশ করার নহে। এই বাক্যে কোন সংশয় নাই।১৩

তখন রাবণ অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া নিবাতকবচগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহাতে রাবণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল।১৪

নিবাতকবচগণের নিকট হইতে উচিত আদর লাভ করত রাবণ সেইস্থানেই একবৎসর অতিবাহিত করিল। ঐস্থানে দশানন স্বীয় নগরীতুল্য প্রিয় ভোগপ্রাপ্ত হইল।১৫

সেখানে নিবাতকবচগণের মিত্রতা স্বীকার করত রাবণ তাহাদের নিকট হইতে একশত মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিল। তারপর সে বরুণের নগরী অন্বেষণে ইচ্ছুক হইয়া রসাতলের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।১৬

রাবণ ভ্রমণ করিতে করিতে কালকেয় অধ্যুষিত অশ্মনামক নগরে উপস্থিত হইল। ঐ কালকেয়গণ অত্যন্ত বলবান্ ছিল। রাবণ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার পতি শ্যালক বিদ্যুজ্জিহ্বকে অসিদ্বারা ছেদন করিল। বিদ্যুজ্জিহ্ব উৎকট বলশালী ছিল এবং সে ঐ সময়ে (রাবণের সহিত যুদ্ধকালীন) নিজ জিহ্বাদ্বারা সকলকে লেহন করিয়া (চাটিয়া) বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাবণ তাহাকে জয় করিয়া মুহূর্তকালমধ্যে চারিশত দৈত্যকে বধ করিল।১৭-১৯

তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ বরুণের দিব্য ভবন দর্শন করিল। যে ভবন পাণ্ডুরবর্ণ মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও কৈলাসপর্বত সদৃশ ভাস্বর ছিল।২০

সেখানে সুরভি নামে এক গাভী অবস্থিত ছিলেন, যাঁহার স্তনমণ্ডল হইতে সর্বদা দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। ঐ সুরভির ক্ষরিত দুগ্ধ ধারা হইতে ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন হইয়াছে।২১

রাবণ (মহাদেবের বাহন) মহাবৃষভের জননী

যং সমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ।
অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধভোজিনাম্ ॥২৩

যাং ব্রুবন্তি নরা লোকে সুরভিং নাম নামতঃ।
প্রদক্ষিণন্তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাম্ ॥
প্রবিবেশ মহাঘোরং গুপ্তং বহুবিধৈর্বলৈঃ ॥২৪

ততো ধারাশতাকীর্ণং শারদাভ্রনিভং তদা।
নিত্যপ্রহৃষ্টং দদৃশে বরুণস্য গৃহোত্তমম্ ॥২৫

ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাড়িতঃ।
অব্রবীচ্চ ততো যোধান্ রাজা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্ ॥২৬

যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
বদ বা ন ভয়ং তেঽস্তি নির্জিতোঽস্মীতি সাঞ্জলিঃ ॥২৭

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রামন্ গৌশ্চ পুষ্কর এব চ ॥২৮

তে তু তত্র গুণোপেতা বলৈঃ পরিবৃতাঃ স্বকৈঃ।
যুক্ত্বা রথান্ কামগমানুদ্যদ্ভাস্করবর্চসঃ ॥২৯

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দারুণং রোমহর্ষণম্।
সলিলেন্দ্রস্য পুত্রাণাং রাবণস্য চ ধীমতঃ ॥৩০

অমাত্যৈশ্চ মহাবীর্যৈর্দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বারুণং তদ্বলং সর্বং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্ ॥৩১

সমীক্ষ্য স্ববলং সংখ্যে বরুণস্য সুতাস্তদা।
অর্দিতাঃ শরজালেন নিবৃত্তা রণকর্মণঃ ॥৩২

মহীতলগতাস্তে তু রাবণং দৃশ্য পুষ্পকে।
আকাশমাশু বিবিশুঃ স্যন্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥৩৩

সুরভিদেবীকে তথায় দর্শন করিল। যাঁহা হইতে শীতলকিরণ নিশাকর চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। (সুরভির ক্ষীর হইতে ক্ষীরোদ সাগর এবং তাহা হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি।) ২২

(চন্দ্রদেবের উৎপত্তিস্থান) ক্ষীরোদ সাগরকে আশ্রয় করত তাহার ফেন পান করিয়া কত মহর্ষি জীবন-ধারণ করিতেন। যাহা হইতে অমৃত এবং স্বধাভোজী পিতৃগণের স্বধা (কব্য) উৎপন্ন হইয়াছে।২৩

যাঁহাকে সকললোকে সুরভি বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে, সেই অতি অদ্ভুত গোমাতাকে রাবণ প্রদক্ষিণ করত বহুপ্রকার সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত মহাভয়ঙ্কর বরুণালয়ে প্রবেশ করিল।২৪

প্রবেশপূর্বক রাবণ বরুণের উত্তমগৃহ দর্শন করিল। ঐ গৃহ সর্বদা আনন্দময় উৎসবে পূর্ণ, বহু জলধারায় (ফোয়ারায়) পরিব্যাপ্ত এবং শরৎকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল।২৫

তারপর বরুণের সৈন্যাধ্যক্ষগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া রাবণ তাহাদিগকে প্রত্যাঘাতে জখম করত ঐ যোদ্ধাদিগকে বলিল—তোমরা রাজা বরুণের নিকট যাইয়া আমার এই কথা বল।২৬

(রাক্ষসরাজ) রাবণ আপনার সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া এখানে আসিয়াছে, আপনি যাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন অথবা পরাজয় স্বীকার করুন। তোমাদের কোন ভয় নাই (তোমরা আমার আদেশ প্রতিপালন কর)।২৭

ইহার মধ্যে সংবাদ পাইয়া মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত 'গৌ' ও 'পুষ্কর' নামে দুই সেনাপতি ছিল।২৮

তাঁহারা সকলে সর্বগুণসম্পন্ন ও উদয়কালীন সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন। ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনসমর্থ রথে আরোহণ পূর্বক নিজসৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারা যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন।২৯

তারপর বরুণের পুত্রগণের সহিত বুদ্ধিমান্ রাবণের রোমহর্ষণ নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৩০

রাক্ষস দশগ্রীবের মহাশক্তিশালী অমাত্যগণ ক্ষণকালমধ্যে বরুণের সমস্ত সৈন্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।৩১

যুদ্ধে নিজ সৈন্যদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া

মহাদাসীৎ ততস্তেষাং তুল্যং স্থানমবাপ্য তৎ।
আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেব-দানবয়োরিব ॥৩৪
ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শরৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ।
বিমুখী কৃত্য সংহৃষ্টা বিনেদুর্বিবিধান্ রবান্ ॥৩৫
ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্ষিতম্।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং বীরো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোকয়ৎ ॥৩৬
তেন তে বারুণা যুদ্ধে কামগাঃ পবনোপমাঃ।
মহোদরেণ গদয়া হয়াস্তে প্রযযুঃ ক্ষিতিম্ ॥৩৭
তেষাং বরুণসূনূনাং হত্বা যোধান্ হয়াংশ্চ তান্।
মুমোচাশু মহানাদং বিরথান্ প্রেক্ষ্য তান্ স্থিতান্ ॥৩৮
তে তু তেষাং রথাঃ সাশ্বাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ।
মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে ॥৩৯

তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
আকাশে বিষ্ঠিতাঃ শূরাঃ স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ ॥৪০
ধনূংষি কৃত্বা সজ্জানি বিনির্ভিদ্য মহোদরম্।
রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমবারয়ন্ ॥৪১
সায়কৈশ্চাপবিভ্রষ্টৈর্বজ্রকল্পৈঃ সুদারুণৈঃ।
দারয়ন্তি স্ম সংক্রুদ্ধা মেঘা ইব মহাগিরিম্ ॥৪২
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ।
শরবর্ষং মহাঘোরং তেষাং মর্ম্মস্বপাতয়ৎ ॥৪৩
মুসলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ।
পট্টিশাংশ্চৈব শক্তীশ্চ শতঘ্নীর্মহতীরপি ॥৪৪
পাতয়ামাস দুর্দ্ধর্ষস্তেষামুপরি বিষ্ঠিতঃ।
অপবিদ্ধাস্তু তে বীরা বিনিষ্পেতুঃ পদাতয়ঃ ॥৪৫

তখন বরুণের পুত্রগণ রাক্ষসদিগের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কিয়ৎকাল যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।৩২

ভূতলে অবস্থান করত তাঁহারা যখন দেখিলেন,—রাবণ পুষ্পক বিমানে বসিয়া আছে, তখন দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আকাশে প্রবেশ করিলেন।৩৩

বরুণপুত্রগণ রাবণের সহিত তুল্যস্থান লাভ করিয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই আকাশযুদ্ধ দেব ও দানবগণের যুদ্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।৩৪

ঐ বরুণপুত্রগণ স্বীয় অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে রাবণকে বিমুখ করিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত নানাপ্রকার স্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।৩৫

রাজা রাবণের পরাভব দেখিয়া রাক্ষস মহোদরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইল। ঐ বীর মৃত্যুভয় ত্যাগ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাঁহাদের অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩৬

বরুণের অশ্বগণ বায়ুতুল্য ক্ষিপ্রগামী এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনসমর্থ ছিল। মহোদর তাহাদিগকে গদার দ্বারা আঘাত করিল, তাহাতে তাহারা ধরাশায়ী হইল।৩৭

বরুণপুত্রগণের যোদ্ধাগণকে ও সেই অশ্ববৃন্দকে নিহত করিয়া বীর মহোদর তাঁহাদিগকে রথহীন অবস্থায় অবস্থান করিতে দর্শন করত সত্বর উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।৩৮

মহোদরের গদার আঘাতে বরুণপুত্রগণের রথ, অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ সারথি নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।৩৯

মহাত্মা বরুণের শৌর্য্যশালী ঐ পুত্রগণ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাবে আকাশেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহাতে তাঁহারা ব্যথিত হইলেন না।৪০

তাঁহারা ধনুতে গুণ টানিয়া মহোদরকে ক্ষত-বিক্ষত করত একসঙ্গে সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৪১

পুনরায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোন মহান্ পর্ব্বতে মেঘ কর্ত্তৃক বারিধারা বর্ষণের ন্যায় ধনুর্নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বাণধারা বর্ষণে রাবণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।৪২

ইহা দেখিয়া রাবণ প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ বরুণের পুত্রগণের মর্ম্মস্থানে মহাভয়ঙ্কর শরবর্ষণ করিতে লাগিল।৪৩

পুষ্পকবিমানে উপবেশনপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ বীর রাবণ তাঁহাদের উপর বিচিত্র মুসল, শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও

ততস্তেনৈব সহসা সীদন্তি স্ম পদাতিনঃ।
মহাপঙ্কমিবাসাদ্য কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥৪৬

সীদমানান্ সুতান্ দৃষ্ট্বা বিহ্বলান্ স মহাবলঃ।
ননাদ রাবণো হর্ষান্মহানম্বুধরো যথা ॥৪৭

ততো রক্ষো মহানাদান্ মুক্ত্বা হন্তি স্ম বারুণান্।
নানাপ্রহরণোপেতৈর্ধারাপাতৈরিবাম্বুদঃ ॥৪৮

ততস্তে বিমুখাঃ সর্বে পতিতা ধরণীতলে।
রণাৎ স্বপুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহাণ্যেব প্রবেশিতাঃ ॥৪৯

তানব্রবীৎ ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্।
রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ ॥৫০

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।
গান্ধর্বং বরুণঃ শ্রোতুং যং ত্বমাহ্বয়সে যুধি ॥৫১

তৎ কিং তব যথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে।
যে তু সন্নিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে পরাজিতাঃ ॥৫২

রাক্ষসেন্দ্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ ॥৫৩

আগতস্তু পথা যেন তেনৈব বিনিবৃত্য সঃ।
লঙ্কামভিমুখো রক্ষো নভস্তলগতো যযৌ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

অতি বৃহৎ শতঘ্নী অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিল। ঐ সকল অস্ত্রের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও বীর বরুণপুত্রগণ পাদদ্বারা অগ্রগমন করিতে (হাঁটিতে) লাগিলেন। ষষ্টি (৬০) বৎসর বয়স্ক হস্তীরা মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ তাঁহারা পাদদ্বারা অগ্রগমন করিতে থাকায় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।৪৪-৪৬

বরুণের পুত্রগণকে অবসন্ন ও ব্যাকুল দেখিয়া মহাবলী রাবণ হর্ষভরে মহামেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।৪৭

উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া ঐ রাক্ষস রাবণ যেরূপ বৃষ্টিপাতে মেঘ বৃক্ষাদিকে পীড়িত করে, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ নানা প্রকার অস্ত্রদ্বারা বরুণপুত্রগণকে আঘাত করিতে লাগিল।৪৮

তখন তাঁহারা সকলে পুনরায় যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের সেবকগণ তাঁহাদিগকে রণস্থল হইতে স্বগৃহে লইয়া যাইল।৪৯

তারপর ঐ রাক্ষস রাবণ বরুণের সেবকগণকে বলিল,—তোমরা যাইয়া বরুণকে বল কি যে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য আগমন করুন। তখন বরুণের মন্ত্রী প্রহাস বলিল।৫০

(রাক্ষসরাজ!) যাহাকে তুমি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছ, সেই জলস্বামী মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।৫১

বীর! রাজা বরুণ ব্রহ্মলোকে গমন করায় এখন যুদ্ধের জন্য ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? তাঁহার বীর পুত্রগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন।৫২

মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় জয়লাভের কথা শুনাইয়া হর্ষের সহিত সিংহনাদ করত বরুণালয় হইতে নির্গত হইল।৫৩

রাক্ষস রাবণ যে পথে আসিয়াছিল, সেইপথেই প্রত্যাবর্তন করত আকাশপথে লঙ্কা অভিমুখে গমন করিল।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ *

[রাবণেনাপহৃতানাং দেবাদীনাং কন্যানাং স্ত্রীণাঞ্চ বিলাপঃ, শাপদানম্, রাবণেন রুদত্যাঃ শূর্পণখায়া আশ্বাসনম্, খরেণ সহ দণ্ডকারণ্যে প্রেষণঞ্চ।]

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।
জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষি-দেব-দানবকন্যকাঃ ॥১
দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃ কন্যাং স্ত্রীং বাপি পশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥২
এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।
যক্ষ-দানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ ॥৩
তা হি সর্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্ ॥৪
তাভিঃ সর্বানবদ্যাভির্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তদ্ ভয়শোকাশিবাশ্রুভিঃ ॥৫
নাগ-গন্ধর্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
দৈত্য-দানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোঽরুদন্ ॥৬
দীর্ঘকেশ্যঃ সুচার্বঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদিসমপ্রভাঃ ॥৭
রথকূবরসঙ্কাশৈঃ শ্রোণিদেশৈর্মনোহরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যা নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ ॥৮
শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ সুমধ্যমাঃ।
তাসাং নিশ্বাসবাতেন সর্বতঃ সম্প্রদীপিতম্ ॥৯
অগ্নিহোত্রমিবাভাতি সন্নিরুদ্ধাগ্নিপুষ্পকম্।
দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্ত শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১০
দীনবক্ত্রেক্ষণাঃ শ্যামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব।
কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র কিং নু মাং ভক্ষয়িষ্যতি ॥১১
কাচিদ্দধ্যৌ সুদুঃখার্তা অপি মাং মারয়েদয়ম্।
ইতি মাতৄঃ পিতৄন্ স্মৃত্বা ভর্তৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক অপহৃত দেবকন্যা ও স্ত্রীগণের বিলাপ এবং শাপ, ক্রন্দনপরায়ণা শূর্পণখার প্রতি রাবণের আশ্বাস এবং খরের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ।]

প্রত্যাবর্ত্তনকালীন দুরাত্মা রাবণ অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। সে পথিমধ্যে বহু নৃপ, ঋষি, দেবতা ও দানবগণের কন্যাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইল।১

ঐ রাক্ষস যে কন্যাকে দর্শনীয় রূপ ও সৌন্দর্য্যযুক্ত দেখিল, তাহার রক্ষক বন্ধু-বান্ধবগণকে নিহত করিয়া তাহাকে বিমানে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে নাগ, রাক্ষস, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ ও দানবগণের বহু কন্যাকে হরণ করিয়া বিমানে আরোহণ করাইল।২-৩

ঐ কন্যাগণ সকলে এক সঙ্গে দুঃখের সহিত নেত্র-জল ত্যাগ করিতে লাগিল। শোকাগ্নি ও ভয়ে উৎপন্ন ঐ নেত্রবারি অনলতুল্য তাপযুক্ত ছিল।৪

যেরূপ নদীসমূহ সাগরকে পূর্ণ করে, সেইরূপ ঐ অনিন্দিত সুন্দরী কন্যাগণের ভয় ও শোক হইতে উৎপন্ন অমঙ্গলকর নেত্রবারি পুষ্পকবিমানকে পূর্ণ করিল।৫

নাগ, গন্ধর্ব, মহর্ষি, দৈত্য এবং দানবদিগের শত শত কন্যাগণ ঐ বিমানোপরি ক্রন্দন করিতে লাগিল।৬

তাহাদিগের কেশ অতি দীর্ঘ, সর্ব অঙ্গ অতি সুন্দর এবং মনোহর ও বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ছিল। স্তনের তটপ্রান্ত স্থূল, মধ্যভাগ বজ্রমণির বেদি সদৃশ প্রভামণ্ডিত এবং নিতম্বদেশ রথের কূবরতুল্য অতীব মনোহর ছিল। ঐ সমস্ত স্ত্রীগণ সুরাঙ্গনাগণের ন্যায় দীপ্তিমতী ও তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিমতী ছিল।৭-৮

সুমধ্যমা ঐ সুন্দরীগণ শোক, দুঃখ ও ভয়ে ত্রস্ত এবং বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসবায়ুতে চতুর্দিক্ সন্তাপিত হইল।৯

তখন পুষ্পকরথ যে গৃহে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল,

* উত্তরকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ হইতে কোন কোন পুস্তকে অতিরিক্ত পাঁচটি সর্গ দেখা যায়। কিন্তু টীকাকারগণ এই সর্গগুলির টীকা করেননি এবং অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থে উহা দেখাও যায় না, সেইজন্য আমরা কাণ্ডশেষে ঐ সর্গগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করিব।

দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা ॥১৩
কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে।
হা কথং নু করিষ্যামি ভর্ত্তুস্তস্মাদহং বিনা ॥১৪
মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্।
কিং নু তদ্দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ॥১৫
এবং স্ম দুঃখিতাঃ সর্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে।
ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্যাস্যান্তমাত্মনঃ ॥১৬
অহো ধিঙ্ মানুষং লোকং নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ।
যদ্ দুর্বলা বলবতা ভর্ত্তারো রাবণেন নঃ ॥১৭
সূর্য্যেণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ।
অহো সবলবদ্ রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে ॥১৮
অহো দুর্বৃত্তমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে।
সর্বথা সদৃশস্তাবদ্ বিক্রমোঽস্য দুরাত্মনঃ ॥১৯
ইদং ত্বসদৃশং কর্ম পরদারাভিমর্শনম্।
যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ ॥২০
তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ।
সতীভির্বরনারীভিরেবং বাক্যেঽভ্যুদীরিতে ॥২১
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ খস্থাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।
শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিষ্প্রভঃ ॥২২
পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব।
এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥২৩
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ।
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥২৪

সেই অগ্নিহোত্র গৃহের ন্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। অপহৃতা স্ত্রীগণ দশগ্রীব রাবণের বশীভূত হওয়ায় শোকে আকুল হইয়া পড়িল।১০

সিংহবশীভূত মৃগের ন্যায় ঐ স্ত্রীগণের মুখ ও নয়নে দীনতা প্রকাশ পাইল এবং তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ চিন্তা করিতে লাগিল,—এই রাক্ষস কি আমাকে ভক্ষণ করিবে? ১১

কেহ অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইয়া চিন্তা করিল—এই রাক্ষস আমাকে মারিয়া ফেলিবে। তাহারা তখন মাতা, পিতা, স্বামী ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে স্মরণ করত দুঃখ এবং শোকে অভিভূতচিত্তে একসঙ্গে বিলাপ করিতে লাগিল,—হায়! আমার পুত্র আমাকে না পাইয়া কিভাবে থাকিবে? আমার মায়ের দশা কি হইবে এবং আমার ভ্রাতা কত চিন্তা করিবে? এই কথা বলিয়া তাহারা শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। হায়! আমি পতিকে ত্যাগ করিয়া কি করিব? (কি করিয়া থাকিব?) ১২-১৪

হে মৃত্যুদেব! তুমি প্রসন্ন হইয়া দুঃখভাগিনী আমাদিগকে গ্রহণ কর। হায়! পূর্বজন্মে অন্যদেহে আমরা কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আমরা সকলে অত্র দুঃখিত হইয়া শোকসাগরে পতিত হইলাম। আমরা আমাদিগের দুঃখের শেষ দেখিতে পাইতেছিনা।১৫-১৬

অহো! এই মনুষ্যলোককে ধিক্! ইহা হইতে অধমলোক আর নাই; কারণ, এখানে এই বলবান্ রাবণ কর্তৃক আমাদিগের পতিগণ উদিত সূর্য্যদেব কর্তৃক বিনষ্ট নক্ষত্রসমূহের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন। অহো! এই অত্যন্ত বলশালী রাক্ষস কেবল বধোপায়ে অত্যন্ত আসক্ত রহিয়াছে।১৭-১৮

অহো! এই রাক্ষস দুরাচারী হইয়া নিজের নিন্দিত কর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেছে না। এই দুরাত্মার পরাক্রম সর্বপ্রকারে ইহারই অনুরূপ।১৯

কিন্তু ইহার এই পরস্ত্রীহরণরূপ দুষ্কর্ম তাহার যোগ্য কর্ম নহে। যেহেতু এই অধম রাক্ষস পরস্ত্রীতে আসক্ত রহিয়াছে, সেইহেতু স্ত্রীর কারণই এই দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শ্রেষ্ঠ সতী সাধ্বী ঐ নারীগণ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে আকাশে দুন্দুভি বাদ্য এবং পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ স্ত্রীগণ কর্তৃক অভিশাপপ্রাপ্ত ও শক্তিহীন রাবণ নিষ্প্রভের ন্যায় হইয়া পড়িল।২০-২২

পতিব্রতা সাধ্বী নারীদিগের নিকট হইতে

সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা।
তাং স্বসারং সমুত্থাপ্য রাবণঃ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥২৫
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বক্তুকামাসি মাং দ্রুতম্।
সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ ॥২৬
কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ।
এতে রাজংস্ত্বয়া বীর্য্যাদ্ দৈত্যা বিনিহতা রণে ॥২৭
কালকেয়া ইতি খ্যাতাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ।
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্ত্তা মহাবলঃ ॥২৮
সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা।
ত্বয়াস্মি নিহতা রাজন্ স্বয়মেব হি বন্ধুনা ॥২৯
রাজন্ বৈধব্যশব্দঞ্চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতং হ্যহম্।
নন্বু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষ্বপি ॥৩০

স ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে।
এবমুক্তো দশগ্রীবো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া ॥৩১
অব্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্বমিদং বচঃ।
অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্বশঃ ॥৩২
দান-মান-প্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ।
যুদ্ধপ্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপঞ্শরান্ ॥৩৩
নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে।
জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্মদঃ ॥৩৪
তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্ত্তা তব স্বসঃ।
অস্মিন্ কালে তু যৎপ্রাপ্যং তৎকরিষ্যামি তে হিতম্॥৩৫

অভিশাপ লাভ করত রাবণের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। রাক্ষসরাজ এইরূপে সেই নারীগণের বিলাপ শ্রবণ করিয়া ও রাক্ষসবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিল। এই সময়ে ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে সমর্থা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী সহসা ভূমিতে পতিত হইল। সে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা। রাবণ ঐ নিজ ভগিনীকে উত্থাপিত করিয়া সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিল,—ভদ্রে! তুমি এখন অতি ব্যগ্রভাবে আমাকে কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ? তখন শূর্পণখার নেত্র বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া যাইল এবং রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে এই কথা বলিল।২৩-২৬

রাজন্! তুমি বলবান্, এইজন্য তুমি আমাকে বলপূর্বক বিধবা করিয়াছ। হে রাক্ষসরাজ! তুমি স্বীয় পরাক্রমে কালকেয় নামে বিখ্যাত চতুর্দশ সহস্র (১৪ হাজার) দৈত্যগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। তাহাদের মধ্যে প্রাণ অপেক্ষা অধিক (প্রিয়) মহাবলশালী আমার ভর্ত্তাকে তুমি বিনাশ করিয়াছ। অতএব তুমি আমার নামে মাত্র ভ্রাতা, প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার শত্রু। রাজন্! তুমি আমার নিজ ভাই, তথাপি স্বয়ং তোমাকর্ত্তৃক আমি নিহতা হইলাম (পতি নিহত হওয়ায় আমি অনাথ হইলাম)। রাক্ষসরাজ! তোমার জন্যই আমি 'বৈধব্য' শব্দভাগিনী হইলাম (সকলে আমাকে বিধবা বলিয়া ডাকিবে।)। তুমি অগ্রজ ভাই, সেইহেতু পিতৃতুল্য ছিলে এবং আমার স্বামী তোমার জামাতা ছিল। রাক্ষস! তুমি যুদ্ধে সেই জামাতাকেও বিনাশ করিলে। কিন্তু তাহাতেও তুমি লজ্জিত হইতেছ না। ক্রন্দন করিতে করিতে ভগিনী শূর্পণখা দশগ্রীব রাবণকে এই কথা বলিল। তখন রাবণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্তভাবে বলিতে লাগিল,—বৎসে! তুমি রোদন করিও না এবং কোনরূপে ভীতও হইও না।২৭-৩২

আমি তোমাকে যত্নের সহিত (মহামূল্য ঐশ্বর্য্যাদি) দান, (যথোপযুক্ত) সম্মান ও অনুগ্রহ দ্বারা সন্তুষ্ট করিব। আমি যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতে আমার চিত্ত সুস্থ ছিল না, কেবল বিজয়াকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে ছিল, সেইজন্য কেবল বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলাম। যুদ্ধকালীন আমার মধ্যে নিজ ও পর—এই জ্ঞান ছিল না। আমি রণোন্মত্ত হইয়া জামাতাকে বুঝিতে পারি নাই, সেইহেতু অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলাম।৩৩-৩৪

ভগিনি! এই কারণে তোমার পতি যুদ্ধে আমার

ভ্রাতুরৈশ্বর্য্যযুক্তস্য খরস্য বস পার্শ্বতঃ।
চতুর্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি ॥৩৬

প্রভুঃ প্রয়াণে দানে চ রাক্ষসানাং মহাবলঃ।
তত্র মাতৃষ্বসেয়স্তে ভ্রাতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ ॥৩৭

ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ।
শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং বীরো দণ্ডকান্ পরিরক্ষিতুম্ ॥৩৮

দূষণোঽস্য বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি তদা খরঃ ॥৩৯

রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেব ভবিষ্যতি।
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্যাদিদেশ হ ॥৪০

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্য্যশালিনাম্।
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈ রাক্ষসৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ॥৪১

আগচ্ছত খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ।
স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥
সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যবসদ্ দণ্ডকে বনে ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

হস্তে নিহত হইয়াছে। এই সময়ে যাহা কর্তব্য হইবে, আমি তাহাই তোমার হিতার্থে করিব।৩৫

তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের পার্শ্বে গমন কর। তোমার ঐ ভ্রাতা চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি হইবে।৩৬

মহাবলশালী খর রাক্ষসদিগের প্রভু, সে তাহাদিগকে যত্র তত্র প্রেরণ করিতে ও অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিতে সমর্থ। এই খর তোমার মাতৃস্বস্রেয় (মাসতুত ভাই) এবং সর্বকর্মনিপুণ।৩৭

ঐ রাক্ষস সর্বদা তোমার আদেশপালক হইবে। এই বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিতে শীঘ্রই সেখানে গমন করিবে। মহাবলবান্ দূষণ তাহার সেনাপতি হইবে। সেখানে পরাক্রমী খর সর্বদা তোমার বাক্য প্রতিপালন করিবে।৩৮-৩৯

খর ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী রাক্ষসগণের স্বামী হইবে। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব রাবণ চতুর্দশ সহস্র মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্যকে দণ্ডকারণ্য যাইতে আদেশ করিল। খর সেই ঘোরদর্শন সমস্ত রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া নির্ভীকচিত্তে অতিসত্বর দণ্ডকারণ্যে আগমন করিল এবং সেখানে নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিল। সেই শূর্পণখাও ঐ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিল।৪০-৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[যজ্ঞেন মেঘনাদস্য সাফল্যম্, রাবণসমীপে বিভীষণস্য পরস্ত্রীহরণজনিতদোষকথনম্, কুম্ভীনস্যৈ আশ্বাসদানম্, মধুনা সহ স্বর্গলোকাক্রমণঞ্চ।]

স তু দত্ত্বা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্য তৎ।
ভগিনীঞ্চ সমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ স্বস্থতরোঽভবৎ ॥১
ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্।
রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ ॥২
ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্।
দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্বলন্নিব ॥৩
ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্ ॥৪
তং সমাসাদ্য লঙ্কেশঃ পরিষ্বজ্যাথ বাহুভিঃ।
অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্তসে ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥৫
উশনা ত্বব্রবীৎ তত্র যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥৬
অহমাখ্যামি তে রাজন্ শ্রূয়তাং সর্বমেব তৎ।
যজ্ঞাস্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাস্তে বহুবিস্তরাঃ ॥৭
অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা ॥৮
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ ॥৯
কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্।
মায়াঞ্চ তামসীং নাম যয়া সম্পদ্যতে তমঃ ॥১০

পঞ্চবিংশ সর্গ

[যজ্ঞে মেঘনাদের সফলতা, বিভীষণ কর্তৃক রাবণের পরস্ত্রীহরণ কর্মে দোষারোপ, কুম্ভীনসীকে আশ্বাসদান ও মধুকে সঙ্গে লইয়া রাবণের দেবলোক আক্রমণ।]

খরকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনা দিয়া দশগ্রীব রাবণ ভগিনীকে আশ্বাসিত করত প্রসন্ন ও অত্যন্ত স্বস্থচিত্ত হইল।১

তারপর বলবান্ রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কায় উত্তম নিকুম্ভিলানামক উপবনে অনুচরগণের সহিত প্রবেশ করিল।২

রাবণ নিজ শোভায় যেন দেদীপ্যমান ছিল। সে নিকুম্ভিলাতে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—এক যজ্ঞ হইতেছে। ঐ যজ্ঞ শতযূপে পরিব্যাপ্ত ও সুন্দর দেবালয়ে সুশোভিত ছিল।৩

তারপর সেখানে নিজপুত্র মেঘনাদকে দর্শন করিল। তখন মেঘনাদ কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছিল এবং কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজ ধারণ করায় অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। লঙ্কাধিপতি রাবণ পুত্রের নিকটে যাইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করত বলিল—বৎস! তুমি কি কার্য্য অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছ, আমাকে তাহা যথার্থরূপে বল।৪-৫

(মেঘনাদ যজ্ঞের নিয়মানুসারে মৌন রহিল। সেইজন্য) যিনি যজ্ঞসম্পত্তির সমৃদ্ধির জন্য ঐ যজ্ঞে পুরোহিতপদে বৃত হইয়াছিলেন, সেই পুরোহিত মহাতপস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য রাক্ষসশিরোমণি রাবণকে বলিলেন।৬

রাজন্! আমি আপনাকে সব কথা বলিতেছি—শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র বহু বিস্তারের সহিত সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে।৭

অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব—এই ছয়টি যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া এখন সপ্তসংখ্যক অতি দুর্লভ মাহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করিলে সাক্ষাৎ ভগবান্ পশুপতির নিকট হইতে আপনার পুত্র মেঘনাদ বহু বরলাভ করিয়াছে।৮-৯

সেইসঙ্গে ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনসমর্থ

এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর।
প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি জ্ঞাতুং সুরাসুরৈঃ ॥১১
অক্ষয়াবিষুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সুদুর্জয়ম্।
অস্ত্রঞ্চ বলবদ্ রাজঞ্ছত্রুবিধ্বংসনং রণে ॥১২
এতান্ সর্বান্ বরাংল্লব্ধ্বা পুত্রস্তেঽয়ং দশানন।
অদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ত্বাং দিদৃক্ষন্ স্থিতো হ্যহম্ ॥১৩
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।
পূজিতা শত্রবো যস্মাদ্ দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৪
এহীদানীং কৃতং যদ্ধি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ।
আগচ্ছ সৌম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি ॥১৫
ততো গত্বা দশগ্রীবঃ স পুত্রঃ সবিভীষণঃ।
স্ত্রিয়োঽবতারয়ামাস সর্বাস্তা বাষ্পগদ্গদাঃ ॥১৬

লক্ষিণ্যো রত্নভূতাশ্চ দেব-দানব-রক্ষসাম্।
তস্য তাসু মতিং জ্ঞাত্বা ধর্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭
ঈদৃশৈস্ত্বং সমাচারৈর্যশোঽর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে ॥১৮
জ্ঞাতীংস্তান্ ধর্ষয়িত্বেমাস্ত্বয়ানীতা বরাঙ্গনা।
ত্বামতিক্রম্য মধুনা রাজন্ কুম্ভীনসী হৃতা ॥১৯
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং নাবগচ্ছামি কিং ত্বিদম্।
কোঽয়ং যস্তু ত্বয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব নামতঃ ॥২০
বিভীষণস্তু সংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাগতম্ ॥২১
মাতামহস্য যোঽস্মাকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ।
মাল্যবানিতি বিখ্যাতো বৃদ্ধঃ প্রাজ্ঞো নিশাচরঃ ॥২২

অন্তরীক্ষগামী এক দিব্য রথও প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে (প্রয়োজনস্থলে) তামসী নামে মায়া উৎপন্ন হইয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করে।১০

রাক্ষসেশ্বর! সংগ্রামে যদি এই মায়ার প্রয়োগ করা হয়, তবে দেবতা এবং অসুরগণও তাহার গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না।১১

রাজন্! বাণপূর্ণ দুইটি অক্ষয় তূণীর, সুদুর্জয় ধনু এবং যুদ্ধস্থলে শত্রুবিধ্বংসী প্রবল অস্ত্রও লাভ করিয়াছে।১২

দশানন! পুত্র এই সব মনোবাঞ্ছিত বরসমূহ পাইয়া অদ্য যজ্ঞসমাপ্তিদিবসে আপনার দর্শন কামনায় এখানে অবস্থান করিতেছে।১৩

এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব রাবণ বলিল,—(পুত্র!) তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা উচিত কর্ম নহে; কারণ, যজ্ঞসম্বন্ধী দ্রব্যদ্বারা তুমি আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেবগণকে পূজা করিয়াছ।১৪

যাহা হউক, এখন চল; যাহা করিয়াছ, উত্তমই হইয়াছে—ইহাতে সংশয় নাই। সৌম্য! এখন এস, আমরা সকলে নিজ গৃহে গমন করি।১৫

তারপর দশগ্রীব রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ ও পুত্র মেঘনাদের সহিত যাইয়া পুষ্পক বিমান হইতে বাষ্পবারি-পরিপূর্ণনেত্রা সেই সমস্ত স্ত্রীকে নামাইল।১৬

তাঁহারা উত্তম লক্ষণসম্পন্না ও দেব, দানব এবং রাক্ষসগণের রত্নস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগের উপর রাবণের আসক্তি জানিয়া ধর্মাত্মা বিভীষণ তাহাকে বলিল।১৭

(রাজন্!) আপনার এইরূপ আচরণ যশ, ধন ও কুলের নাশক। ইহাতে প্রাণিগণের যে পীড়া হইবে, তাহা অতি অনিষ্টকর। আপনি তাহা জানিয়াও (সদাচার উল্লঙ্ঘন করত) নিজের স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।১৮

রাজন্! এই উত্তম নারীগণের বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া আপনি তাহাদিগকে এখানে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু এদিকে আপনাকে অতিক্রম করিয়া মধু ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে।১৯

রাবণ বলিল,—তুমি কি বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি মধু বলিয়া যাহার নাম করিলে, সে কে? ২০

তখন বিভীষণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতা রাবণকে

পিতা জ্যেষ্ঠো জনন্যা নো হ্যস্মাকং চার্য্যকোঽভবৎ।
তস্য কুম্ভীনসি নাম দুহিতুর্দুহিতাভবৎ ॥২৩
মাতৃষস্বুরথাস্মাকং সা চ কন্যানলোদ্ভবা।
ভবত্যস্মাকমেবৈষা ভ্রাতৄণাং ধর্মতঃ স্বসা ॥২৪
সা হৃতা মধুনা রাজন্ রাক্ষসেন বলীয়সা।
যজ্ঞপ্রবৃত্তে পুত্রে তু ময়ি চান্তর্জলোষিতে ॥২৫
কুম্ভকর্ণো মহারাজ নিদ্রামনুভবত্যথ।
নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যানিহ সম্মতান্ ॥২৬
ধর্ষয়িত্বা হৃতা রাজন্ গুপ্তাপ্যন্তঃপুরে তব।
শ্রুত্বাপি তন্মহারাজ ক্ষান্তমেব হতো ন সঃ ॥২৭
যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ।
তদেতৎ কর্মণো হ্যস্য ফলং পাপস্য দুর্মতেঃ ॥২৮

অস্মিন্নেবাভিসম্প্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্তু তে।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ॥২৯
দৌরাত্ম্যেনাত্মনোদ্ধূতস্তপ্তাম্ভা ইব সাগরঃ।
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ॥৩০
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্তু নঃ।
ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ ॥৩১
বাহনান্যধিরোহন্তু নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্ ॥৩২
সুরলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌বৃতঃ।
অক্ষৌহিণীসহস্রাণি চত্বার্য্যগ্র্যাণি রক্ষসাম্ ॥৩৩
নানাপ্রহরণান্যাশু নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।
ইন্দ্রজিৎ ত্বগ্রতঃ সৈন্যাৎ সৈনিকান্ পরিগৃহ্য চ ॥৩৪

এই কথা বলিল,—শ্রবণ করুন, আপনার এই পাপকর্মের ফল ‘আমাদিগের ভগিনী কুম্ভীনসীর হরণ’ রূপে সত্বই সমাগত হইয়াছে।২১

আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, যিনি মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত; তিনি বুদ্ধিমান্ ও বৃদ্ধ নিশাচর (রাক্ষস)। তিনি আমাদিগের মাতা কৈকসীর জ্যেষ্ঠতাত (জেঠামহাশয়), এই জন্য তিনি আমাদিগেরও জ্যেষ্ঠ মাতামহ ছিলেন। তাঁহার কন্যা অনলা আমাদিগের মাসী ছিলেন। তাঁহারই (অনলারই) কন্যা কুম্ভনসী। মাসী অনলার কন্যা কুম্ভীনসী বলিয়া আমাদিগের সকল ভ্রাতার সে ধর্মতঃ ভগিনী।২২-২৪

রাজন্! আপনার পুত্র মেঘনাদ যখন যজ্ঞে তৎপর ছিল এবং আমি জলমধ্যে তপস্যানিরত ছিলাম এবং ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন মহাবলী রাক্ষস মধু এখানে আসিয়া আদরণীয় আমাদিগের মন্ত্রিগণকে নিহত করত কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়াছে।২৫-২৬

মহারাজ! যদিও কুম্ভীনসী অন্তঃপুরমধ্যে উত্তমরূপে সুরক্ষিত ছিল, তথাপি ঐ রাক্ষস মধু তাহাকে আক্রমণ করত অপহরণ করিয়াছে। আমরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, সুতরাং তাহাকে বিনাশ করি নাই।২৭

আরও কারণ হইল এই যে, কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে অবশ্যই কোন যোগ্য পতির হস্তে ভ্রাতৃগণকর্তৃক সমর্পণ করিতে হয়। সেইজন্য দুর্বুদ্ধিপরায়ণ আপনার পাপকর্মের ইহাই ফল বুঝিতে হইবে।২৮

আপনার স্বীয় পাপকর্মের ফল আপনি ইহলোকেই লাভ করিলেন, ইহা এখন আপনার জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করত রাক্ষসশিরোমণি রাবণ নিজ দৌরাত্ম্যে পীড়িত হইয়া তপ্তজলপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় সন্তপ্ত হইল। তখন অত্যন্ত ক্রোধে দশগ্রীব রাবণের নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং বলিল।২৯-৩০

আমার রথ শীঘ্র প্রস্তুত কর। অন্যান্য বীরগণ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হউক। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং যে সকল মুখ্য রাক্ষস আছে, তাহারা বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করুক। রাবণকে যে ভয় করে না, অদ্য সেই মধুরাক্ষসকে যুদ্ধে বিনাশ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত দেবলোকে গমন করিব। রাবণের আজ্ঞায় যুদ্ধে উৎসাহী শ্রেষ্ঠ

জগাম রাবণো মধ্যে কুম্ভকর্ণশ্চ পৃষ্ঠতঃ।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্মমাচরান্ ॥৩৫
শেষাঃ সর্বে মহাভাগা যযুর্মধুপুরং প্রতি।
খরৈরুষ্ট্রৈর্হয়ৈর্দীপ্তৈঃ শিশুমারৈর্মহোরগৈঃ ॥৩৬
রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্বে কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্।
দৈত্যাশ্চ শতশস্তত্র কৃতবৈরাশ্চ দৈবতৈঃ ॥৩৭
রাবণং প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তমন্বগচ্ছন্ হি পৃষ্ঠতঃ।
স তু গত্বা মধুপুরং প্রবিশ্য চ দশাননঃ ॥৩৮
ন দদর্শ মধুং তত্র ভগিনীং তত্র দৃষ্টবান্।
সা চ প্রহ্বাঞ্জলিভূর্ত্বা শিরসা চরণৌ গতা ॥৩৯
তস্য রাক্ষসরাজস্য ত্রস্তা কুম্ভীনসী তদা।
তাং সমুত্থাপয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্ ॥৪০
রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিঞ্চাপি করবাণি তে।
সাব্রবীদ্ যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মহাভুজ ॥৪১
ভর্তারং ন মমেহাদ্য হন্তুমর্হসি মানদ।
নহীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্ত্রীণামিহোচ্যতে ॥৪২
ভয়ানামপি সর্বেষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ।
সত্যবাগ্ভব রাজেন্দ্র মামবেক্ষস্ব যাচতীম্ ॥৪৩
ত্বয়াপ্যুক্তং মহারাজ ন ভেতব্যমিতি স্বয়ম্।
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টঃ স্বসারং তত্র সংস্থিতাম্ ॥৪৪
ক চাসৌ তব ভর্তা বৈ মম শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।
সহ তেন গমিষ্যামি সুরলোকং জয়ায় হি ॥৪৫
তব কারুণ্যসৌহার্দান্নিবৃত্তোঽস্মি মধোর্বধাৎ।
ইত্যুক্তা সা সমুত্থাপ্য প্রসুপ্তং তং নিশাচরম্ ॥৪৬
অব্রবীৎ সম্প্রহৃষ্টেব রাক্ষসী সা পতিং বচঃ।
এস প্রাপ্তো দশগ্রীবো মম ভ্রাতা মহাবলঃ ॥৪৭
সুরলোকজয়াকাঙ্ক্ষী সাহায্যে ত্বাং বৃণোতি চ।
তদস্য ত্বং সহায়ার্থং সবন্ধুর্গচ্ছ রাক্ষস ॥৪৮

রাক্ষসগণের চার হাজার অক্ষৌহিণী সেনা বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করত শীঘ্র লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল। ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। রাবণ সেই সৈন্যদের মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ধর্মাত্মা বিভীষণ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিতে লঙ্কাতেই অবস্থান করিল।৩১ ৩৫

অবশিষ্ট মহাভাগ সকল রাক্ষস মধুপুর অভিমুখে গমন করিল। গাধা, উষ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার (শুশুক) ও অতিবৃহৎ নাগ (সর্প) আদি দীপ্তিমান্ বাহনে আরোহণ পূর্বক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাক্ষসগণ প্রস্থিত হইল। রাবণকে দেবলোক আক্রমণ করিতে দেখিয়া দেবগণের সহিত শত্রুভাবাপন্ন শত শত দৈত্যবৃন্দ আকাশমার্গে গমনকারী রাবণের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। সেই দশানন (রাবণ) যাইয়া মধুপুরে প্রবেশ করত ভগিনী কুম্ভীনসীকে দেখিল, কিন্তু মধুকে দেখিতে পাইল না। তখন কুম্ভীনসী রাক্ষসরাজ রাবণের ভয়ে ভীতা হইয়া অঞ্জলিবদ্ধপূর্বক তাহার চরণে মস্তক রাখিল (প্রণাম করিল)। সেই সময় রাবণ 'ভয় করিওনা' এই কথা বলিয়া তাহাকে চরণতল হইতে তুলিয়া লইল।৩৬-৪০

তারপর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ বলিল,—তোমার কি প্রিয় কায করিব? তখন কুম্ভীনসী বলিল,—মহাভুজ রাজন্! আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে মানদ! আপনি অদ্য আমার স্বামীকে বিনাশ করিবেন না; কারণ, কুলবধূগণের সকলভয়ের মধ্যে বৈধব্য ভয়ই হইল মহাভয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি সত্যবাদী হউন, আপনার নিকট আমি নিজ পতির জীবন প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।৪১-৪৩

মহারাজ! আপনিও স্বয়ং বলিয়াছেন—তোমার কোন ভয় নাই। ইহা শুনিয়া রাবণ প্রসন্ন হইল এবং সমীপস্থিত ভগিনীকে বলিল,—তোমার পতি কোথায়? শীঘ্র আমার নিকট সমর্পণ কর। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেবলোকবিজয়ের জন্য সেখানে যাইব।৪৪-৪৫

স্নিগ্ধস্য ভজমানস্য যুক্তমর্থায় কল্পিতম্ ।
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ মধুর্বচঃ ॥৪৯
দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্য সঃ ।
পূজয়ামাস ধর্মেণ রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥৫০
প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্য্যবান্ ।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য গমনায়োপচক্রমে ॥৫১
ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্ ।
রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সেনামুপনিবেশয়ৎ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

তোমার প্রতি করুণা ও সৌহার্দের কারণ আমি মধুকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। রাবণের এই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসী কুম্ভীনসী অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং নিদ্রিত নিজপতির নিকট গমন করত তাহাকে উঠাইয়া বলিল,—আমার ভ্রাতা মহাবলশালী দশগ্রীব আগমন করিয়াছেন ।৪৬-৪৭

রাক্ষস! তিনি দেবলোকবিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাতে আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য বরণ করিতে আসিয়াছেন। আপনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সহায়তা করিবার জন্য গমন করুন ।৪৮

আমার ভ্রাতা আপনার উপর অত্যন্ত স্নেহশীল, আপনার প্রতি জামাতার ন্যায় তাঁহার অনুরাগ আছে, সেইহেতু তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আপনি অবশ্যই সহায়তা করুন। পত্নীর এই কথা শুনিয়া মধু বলিল—তাহাই হউক ।৪৯

তারপর মধু রীতি অনুসারে নিকটে গমন করত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে দর্শন করিল এবং ধর্মানুযায়ী রাক্ষসরাজ রাবণের অতিথিসৎকার করিল ।৫০

মধুর গৃহে সম্মানিত হইয়া শক্তিমান্ দশগ্রীব এক রাত্রি অতিবাহিত করত সেখান হইতে গমনের জন্য উদ্‌যুক্ত হইল ।৫১

মধুপুর হইতে যাত্রা করিয়া মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমী রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের নিবাসস্থান কৈলাসপর্বতে পৌছাইয়া সেখানে সেনাসন্নিবেশ করিল ।৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[রম্ভোপরি রাবণস্য বলাৎকারঃ, তস্মৈ নলকূবরস্য ভয়ঙ্করাভিশাপদানঞ্চ ।]

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্য্যবান্ ।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥১
উদিতে বিমলে চন্দ্রে তুল্যপর্বতবর্চসি ।
প্রসুপ্তং সুমহৎ সৈন্যং নানাপ্রহরণায়ুধম্ ॥২
রাবণস্তু মহাবীর্য্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্ধনি ।
স দদর্শ গুণাস্তত্র চন্দ্রপাদপশোভিতান্ ॥৩
কর্ণিকারবনৈর্দীপ্তৈঃ কদম্ব-বকুলৈস্তথা ।
পদ্মিনীভিশ্চ ফুল্লাভির্মন্দাকিন্যা জলৈরপি ॥৪

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[রম্ভার উপর রাবণের বলাৎকার এবং নলকূবরের রাবণকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান ।]

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করায় স্বীয় সৈন্যের সহিত পরাক্রমী দশগ্রীবের কৈলাসপর্বতে রাত্রি যাপনের জন্য বাস করিবার ইচ্ছা হইল ।১

কৈলাসপর্বততুল্য শ্বেতকান্তি নির্মল চন্দ্র উদিত হইলে বিবিধ অস্ত্রধারী রাবণের বিশাল সৈন্যবাহিনী

চম্পকাশোক-পুন্নাগ-মন্দারতরুভিস্তথা।
চূত-পাটল-লোধ্রৈশ্চ প্রিয়ঙ্গ্বর্জুন-কেতকৈঃ ॥৫
তগরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
এতৈরন্যৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিতবনান্তরে ॥৬
কিন্নরা মদনেনার্ত্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সম্প্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্ধনম্ ॥৭
বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীড়ুর্জহৃষুশ্চ বৈ ॥৮
ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণসঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে ॥৯
পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চন্তো নগাঃ পবনতাড়িতাঃ।
শৈলং তং বাসয়ন্তীব মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥১০
মধুপুষ্পরজঃপৃক্তং গন্ধমাদায় পুষ্কলম্।
প্রববৌ বর্দ্ধয়ন্ কামং রাবণস্য সুখোঽনিলঃ ॥১১
গেয়াৎ পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শৈত্যাদ্ বায়োর্গিরের্গুণাৎ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাঞ্চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ ॥১২
রাবণঃ স মহাবীর্য্যঃ কামস্য বশমাগতঃ।
বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত ॥১৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দিব্যাভরণভূষিতা।
সর্বাপ্সরোবরা রম্ভা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥১৪
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী মন্দারকৃতমূর্ধজা।
দিব্যোৎসবকৃতারম্ভা দিব্যপুষ্পবিভূষিতা ॥১৫
চক্ষুর্মনোহরং পীনং মেখলাদামভূষিতম্।
সমুদ্বহন্তী জঘনং রতিপ্রাভৃতমুত্তমম্ ॥১৬
কৃতৈর্বিশেষকৈরার্দ্রৈঃ ষড়র্তুকুসুমোদ্ভবৈঃ।
বভাবন্যতমেব শ্রীঃ কান্তি-শ্রী-দ্যুতি-কীর্ত্তিভিঃ ॥১৭

নিদ্রিত হইল। কিন্তু মহাশক্তিশালী রাবণ পর্বতশিখরে (শান্তভাবে) উপবেশন করত চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত পর্বতের বিভিন্ন স্থানের (সম্পূর্ণ কামভোগের উপযুক্ত) নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল।২-৩

কোনস্থল দীপ্তিমান্ কর্ণিকারবৃক্ষে শোভা পাইতেছে এবং কোনস্থল কদম্ব ও বকুলবৃক্ষে সুশোভিত। কোথাও মন্দাকিনীজলে পূর্ণ ও প্রফুল্লকমলে অলঙ্কৃত পুষ্করিণী শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, আম্র, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, প্রিয়াল ও পনস (কাঁঠাল) আদি বৃক্ষ এবং অন্যবিধ বৃক্ষ নিজ নিজ পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া পর্বতশিখরের বনপ্রান্তভাগ উদ্ভাসিত করিতেছে।৪-৬

মধুরকণ্ঠী কামার্ত্ত কিন্নরগণ অনুরক্ত হইয়া কামিনীগণের সহিত মনের আনন্দবর্ধনকারী গান করিতেছে।৭

মদপানে যাহাদের নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ রক্ত (লাল) বর্ণ হইয়াছে, সেই মদমত্ত বিদ্যাধরগণ যুবতীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে ও হর্ষে নিমগ্ন হইতেছে।৮

সেখান হইতে কুবেরের ভবনে গীত অপ্সরাদিগের গানের মধুর ধ্বনি ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছে।৯

বসন্তঋতুতে সমস্ত পুষ্পের গন্ধযুক্ত বৃক্ষসমূহ বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত ঐ পর্বতকে যেন সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছে।১০

বিবিধ পুষ্পের মধুর মকরন্দ ও পরাগ মিশ্রিত প্রচুর সুগন্ধ বহন করত সুখদ বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া রাবণের কামবাসনা বাড়াইতে লাগিল।১১

সঙ্গীতের সুমধুর তান, মনোহর পুষ্পসৌন্দর্য্য, শীতল বায়ুর স্পর্শ, পর্বতের রমণীয়তাদি আকর্ষক গুণ রাত্রিকালের মধুরবেলা ও চন্দ্রমার উদয়— কামোদ্দীপনের এই সব উপকরণের কারণে ঐ মহাপরাক্রমী রাবণ কামের অধীন হইয়া পড়িল এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।১২-১৩

এই সময়ে অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পূর্ণচন্দ্রবদনা রম্ভা দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া ঐ পথে গমন করিতেছিল।১৪

নীলং স তোয়মেঘাভং বস্ত্রং সমবগুণ্ঠিতা।
যস্যা বক্ত্রং শশিনিভং ভ্রুবৌ চাপনিভে শুভে ॥১৮
ঊরূ করিকরাকারৌ করৌ পল্লবকমলৌ।
সৈন্যমধ্যেন গচ্ছন্তীং রাবণে নোপলক্ষিতা ॥১৯
তাং সমুত্থায় গচ্ছন্তীং কামবাণবশং গতঃ।
করে গৃহীত্বা লজ্জন্তীং স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥২০
ক্ব গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্।
কস্যাভ্যুদয়কালোঽয়ং যস্ত্বাং সমুপভোক্ষ্যতে ॥২১
ত্বদাননরসস্যাদ্য পদ্মোৎপলসুগন্ধিনঃ।
সুধামৃতরসস্যেব কোঽদ্য তৃপ্তিং গমিষ্যতি ॥২২
স্বর্ণকুম্ভনিভৌ পীনৌ শুভৌ ভীরু নিরন্তরৌ।
কস্যোরঃস্থলসংস্পর্শং দাস্যতস্তে কুচাবিমৌ ॥২৩
সুবর্ণচক্রপ্রতিমং স্বর্ণদামচিতং পৃথু।
অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তেঽদ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম্ ॥২৪
মদ্বিশিষ্টঃ পুমানেকাঽদ্য শক্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনৌ।
মামতীত্য হি যচ্চ ত্বং যাসি ভীরু ন শোভনম্ ॥২৫
বিশ্রম ত্বং পৃথুশ্রোণি শিলাতলমিদং শুভম্।
ত্রৈলোক্যে যঃ প্রভুশ্চৈব মদন্যো নৈব বিদ্যতে ॥২৬
তদেবং প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বো যাচতে ত্বাং দশাননঃ।
ভর্ত্তুর্ভর্ত্তা বিধাতা চ ত্রৈলোকস্য ভজস্ব মাম্ ॥২৭
এবমুক্তাব্রবীদ্ রম্ভা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রসীদ নার্হসে বক্তুমীদৃশং ত্বং হি মে গুরুঃ ॥২৮
অন্যেভ্যোঽপি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপ্নুয়াং ধর্ষণং যদি।
তদ্ধর্মতঃ স্নুষা তেঽহং তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৯

তাহার গাত্রে দিব্য চন্দন লিপ্ত এবং কেশপাশে পারিজাতপুষ্প গ্রথিত ছিল। সে দিব্য পুষ্পে বিভূষিতা হইয়া প্রিয়সমাগমরূপ দিব্য উৎসবের জন্য যাইতেছিল।১৫

রম্ভার চক্ষু মনোহর এবং তাহার কাঞ্চীদামবিভূষিত স্থূল জঘনপ্রদেশ রতির উত্তম উপহার দান করিত।১৬

তাহার ললাটাদি স্থানে চন্দনদ্বারা চিত্র রচনা ছিল। সে ছয় ঋতুতে উৎপন্ন নূতন পুষ্পের আর্দ্র-হারে বিভূষিতা হইলে এবং অলৌকিক কান্তি, শোভা, দ্যুতি ও কীর্তি দ্বারা যুক্ত হইলে তাহাকে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় মনে হইতেছিল।১৭

উহার মুখ চন্দ্রতুল্য মনোহর এবং ভ্রূদ্বয় সুন্দর ধনুর ন্যায় ছিল। সে সজল জলধরসদৃশ নীলবর্ণ শাড়ীতে আবৃত ছিল।১৮

ইহার ঊরুদ্বয় হস্তীশুণ্ড তুল্য (ক্রমস্থূল) এবং হস্তদ্বয় নবপল্লববৎ কোমল। সে রাবণের সৈন্যমধ্য দিয়া গমন করায় রাবণ তাহাকে দেখিতে পাইল।১৯

রম্ভাকে যাইতে দেখিয়া রাবণ কামবাণে বশীভূত হইল এবং দাঁড়াইয়া তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিল। তাহাতে রম্ভা লজ্জিত হইয়া পড়িলে রাবণ হাসিতে হাসিতে বলিল।২০

সুন্দরি! কোথায় যাইতেছ? কাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং গমন করিতেছ? কাহার সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত; যিনি তোমাকে উপভোগ করিবেন? ২১

পদ্ম ও উৎপলের সুগন্ধযুক্ত তোমার এই মনোহর বদনের রস যেন অমৃত হইতেও অমৃত। আজ এই অমৃত রস পান করিয়া কোন্ (ভাগ্যবান্) ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করিবেন? ২২

ভীরু! পরস্পর সংলগ্ন ও সুবর্ণ কলসসদৃশ সুন্দর তোমার এই স্থূল স্তনযুগল কাহার বক্ষঃস্থলকে সম্যক্ স্পর্শ দান করিবে।২৩

স্বর্ণচক্রের ন্যায় বিপুল বিস্তারযুক্ত ও স্বর্ণদামে বিভূষিত তোমার এই বৃহৎ জঘনস্থল যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ। কোন্ ব্যক্তি আজ তাহাতে আরোহণ করিবে? ২৪

ইন্দ্র, বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কথা অতি তুচ্ছ, আমি ভিন্ন এমন কোন্ মহাপুরুষ আছে যে, তুমি আমাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট যাইতেছ? ভীরু! ইহা কিন্তু শোভন (ভাল) হইতেছে না।২৫

স্থূলনিতম্বিনি সুন্দরি! এই দেখ, শিলাতল

অথাব্রবীদ্‌ দশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং স্থিতাম্‌।
রোমহর্ষমনুপ্রাপ্তাং দৃষ্টমাত্রেণ তাং তদা ॥৩০
সুতস্য যদি মে ভার্য্যা ততস্ত্বং হি স্নুষা ভবেঃ।
বাঢ়মিত্যেব সা রম্ভা প্রাহ রাবণমুত্তরম্‌ ॥৩১
ধর্মতস্তে সুতস্যাহং ভার্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব।
পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য তে ॥৩২
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু নলকুবর ইত্যয়ম্‌।
ধর্মতো যো ভবেদ্‌ বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্য্যতো ভবেৎ ॥৩৩
ক্রোধাদ্‌ যশ্চ ভবেদগ্নিঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধাসমঃ।
তস্যাস্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালসুতস্য বৈ ॥৩৪
তমুদ্দিশ্য তু মে সর্বং বিভূষণমিদং কৃতম্‌।
যথা তস্য হি নান্যস্য ভাবো মাং প্রতি তিষ্ঠতি ॥৩৫

তেন সত্যেন মাং রাজন্‌ মোক্তুমর্হস্যরিন্দম।
স হি তিষ্ঠতি ধর্মাত্মা মাং প্রতীক্ষ্য সমুৎসুকঃ ॥৩৬
তত্র বিঘ্নস্তু তস্যেহ কর্ত্তুং নার্হসি মুঞ্চ মাম্‌।
সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব ॥৩৭
মাননীয়ো মম ত্বং হি পালনীয়া তথাস্মি তে।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ ॥৩৮
স্নুষাস্মি যদবোচস্ত্বমেকপত্নীষ্বয়ং ক্রমঃ।
দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা ॥৩৯
পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ।
এবমুক্ত্বা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে ॥৪০
কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে।
সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা ॥৪১

কিরূপ সুন্দর! এখানে বসিয়া বিশ্রাম কর। ত্রিভুবনের যিনি স্বামী, তিনি আমা ভিন্ন নহেন—অর্থাৎ আমিই ত্রিলোকাধিপতি।২৬

ত্রিলোকাধিপতির প্রভু ও বিধাতা এই দশমুখ রাবণ আজ বিনীতভাবে হাত যোড় করিয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে, অতএব আজ তুমি আমাকে স্বীকার কর।২৭

রাবণ এই কথা বলিলে রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি প্রসন্ন হউন। আমাকে এইরূপ বলা আপনার উচিত নয়; কারণ আপনি আমার গুরুজন—পিতৃতুল্য।২৮

যদি কোন অপর পুরুষ আমাকে ধর্ষণ করে, তবে তাহাদের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য; কারণ ধর্মতঃ আমি আপনার পুত্রবধূ,—এই কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।২৯

রম্ভা নিজ চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অধোমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাবণকে দেখিবামাত্র ভয়ে তাহার রোমসকল দণ্ডায়মান (খাড়া) হইল। সেই সময় রাবণ তাহাকে বলিল।৩০

যদি ইহাই সত্য হয় কি যে, তুমি আমার পুত্রবধূ, তবে তাহা (পুত্রবধূ) হইবে। রম্ভা 'আচ্ছা' এই কথা রাবণকে উত্তর দিল।৩১

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! ধর্মানুসারে আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যা। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুবেরের পুত্র আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর।৩২

তিনি তিনলোকে নলকুবের নামে বিখ্যাত। ঐ বিখ্যাত পুরুষ ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ এবং পরাক্রমে ক্ষত্রিয়।৩৩

তিনি ক্রোধে অগ্নি এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীসদৃশ। ঐ লোকপালকুমার প্রিয়তম নলকূবেরকে আজ আমি মিলনের জন্য সঙ্কেত দিয়াছি।৩৪

আমি তাঁহারই জন্য এইসকল বিভূষণে বিভূষিতা হইয়াছি। যাহাতে তাঁহার আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ আছে, আমারও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম রহিয়াছে,—দ্বিতীয় কোনও পুরুষের প্রতি নহে।৩৫

শত্রুদমন রাক্ষসরাজ! এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আমাকে মুক্তি দান করুন। সেই আমার ধর্মাত্মা প্রিয়তম উৎসুক হইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।৩৬

তাঁহার এই কার্য্যে আপনার বিঘ্ন করা উচিত

গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা নদীবাকুলতাং গতা।
লুলিতাকুলকেশান্তা করবেপিতপল্লবা ॥৪২
পবনেনাবধূতেব লতা কুসুমশালিনী।
সা বেপমানা লজ্জন্তী ভীতা করকৃতাঞ্জলিঃ ॥৪৩
নলকূবরমাসাদ্য পাদয়োর্নিপপাত হ।
তদবস্থাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকূবরঃ ॥৪৪
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে।
সা বৈ নিঃশ্বসমানা তু বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪৫
তস্মৈ সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।
এষ দেব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪৬
তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং পরিণামিতা।
আয়ান্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥৪৭
গৃহীতা তেন পৃষ্টাস্মি কস্য ত্বমিতি রক্ষসা।
ময়া তু সর্বং যৎ সত্যং তস্মৈ সর্বং নিবেদিতম্ ॥৪৮
কামমোহাভিভূতাত্মা নাশ্রৌষীৎ তদ্বচো মম।
যাচ্যমানো ময়া দেব স্নুষা তেঽহমিতি প্রভো ॥৪৯
তৎসর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্ষিতা।
এবং ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫০
নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য হি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ ॥৫১
ধর্ষণাং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সম্প্রবিবেশ হ।
তস্য তৎকর্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ ॥৫২
মুহূর্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥৫৩

নহে। আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনি সৎপুরুষ-দ্বারা আচরিত ধর্মমার্গে গমন করুন।৩৭

আপনি আমার যেরূপ মাননীয় গুরুজন, সেরূপ আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব তাহাকে উত্তর দিল।৩৮

সুন্দরি। তুমি যে আমাকে বলিলে আমি তোমার পুত্রবধূ, ইহা ঠিক নহে; কারণ যে স্ত্রীলোকের এক পতি, তাহাকেই বধূ বলার নিয়ম আছে। তুমি স্বর্গবাসিনী অপ্সরা, দেবতাদিগের স্বর্গেই স্থিতি (নিবাস)—ইহাই নিত্য সত্য। অপ্সরাদিগের কোন পতি নাই। একটি স্ত্রীর সহিতই বিবাহ করিয়া কেহ সেখানে থাকে না। এই কথা বলিয়া রাক্ষস রাবণ রম্ভাকে বলপূর্বক শিলাতে নিবেশিত করিয়া এবং কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাহার সহিত সম্ভোগে রত হইল। তখন রম্ভার পুষ্পোপহার ছিঁড়িয়া পড়িল এবং অলঙ্কারসমূহ স্থানচ্যুত হইল। গজরাজের ক্রীড়ায় মথিত নদীর ন্যায় তাহার দশা হইল ও সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহার কেশবন্ধন শ্লথ হইয়া গেল এবং বায়ু তাহার ঐ কেশ উড়াইতে লাগিলেন। রম্ভার করপল্লব কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহাকে বায়ু-আন্দোলিত পুষ্পিতা লতার ন্যায় মনে হইতেছিল। রম্ভা লজ্জা ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে তাঁহার পদতলে পতিত হইল। মহাত্মা নলকূবর তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রে। তোমার কি হইয়াছে? তুমি কেন এইরূপ আমার পদতলে পতিত হইয়াছ? তখন রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া আনুপূর্বিক সমস্ত সত্য ঘটনা তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। দেব। এই দশমুখ রাবণ স্বর্গলোক আক্রমণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে।৩৯-৪৬

সে সসৈন্যে আগমন করত আজ রাত্রিতে এখানে শিবির স্থাপন করিয়াছে। হে অরিন্দম! আমি আপনার নিকট আসিতেছিলাম, আগমনকালীন সেই রাক্ষস রাবণ আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার হস্তধারণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল তুমি কাহার স্ত্রী? আমি যাহা সত্য, তৎসমস্ত উহাকে জানাইলাম।৪৭-৪৮

কিন্তু রাক্ষস রাবণ কামমোহে অভিভূত ছিল, সেইজন্য আমার কথা শ্রবণ করে নাই। দেব। আমি আপনার পুত্রবধূ, আমাকে পরিত্যাগ করুন (ছাড়িয়া

উৎসসর্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দারুণম্।
অকামা তেন যস্মাৎ ত্বং বলাদ্ভদ্রে প্রধর্ষিতা ॥৫৪
তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপযাস্যতি।
যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্ ॥৫৫
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে ॥৫৬
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা।
পিতামহমুখাশ্চৈব সর্বে দেবাঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥৫৭
জ্ঞাত্বা লোকগতিং সর্বাং তস্য মৃত্যুঞ্চ রক্ষসঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব প্রীতিমাপুরনুত্তমাম্ ॥৫৮
শ্রুত্বা তু স দশগ্রীবস্তং শাপং রোমহর্ষণম্।
নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্বভ্যরোচয়ৎ ॥৫৯
তেন নীতাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিমাপুঃ সর্বাঃ পতিব্রতাঃ।
নলকুবরনির্মুক্তং শাপং শ্রুত্বা মনঃপ্রিয়ম্ ॥৬০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥

দিন)। আমার ঐ সব (সকরুণ) বাক্য অবহেলা করিয়া বলপূর্বক আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে। হে সুব্রত। এইরূপে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।৪৯ ৫০

কারণ, পুরুষ ও নারীর শারীরিক বল তুল্য নহে। (সুতরাং আমি শক্তি প্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই।) বৈশ্রবণকুমার নলকুবর এই কথা শুনিয়া তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।৫১

তিনি রম্ভার উপর ঐ অত্যাচার শুনিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং তাহাতে রাবণের সমস্ত কর্ম অবগত হইয়া নলকুবর তখন মুহূর্তমধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার নয়নযুগল তাম্রবর্ণ (লাল) হইয়া উঠিল। তিনি হস্তে জল গ্রহণ করিলেন। জল লইয়া যথাবিধি আচমন পূর্বক নেত্র, অধর ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শ করত রাক্ষসেন্দ্র রাবণের উপর দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—ভদ্রে! যেহেতু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাক্ষস রাবণ বলপূর্বক তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে; সেইহেতু ঐ রাক্ষস (অদ্য হইতে) অন্যকোন যুবতী নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সম্ভোগ করিতে পারিবে না। যখনই সে কামপীড়িত হইয়া অনিচ্ছুক নারীর উপর ধর্ষণ করিতে যাইবে, তখনই তাহার মস্তক সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঐ শাপবাক্য উচ্চারিত হইলে দেবতাদিগের দুন্দুভি বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৫২-৫৭

রাবণকর্তৃক সকললোকের দুরবস্থা এবং ঐ রাক্ষসের মৃত্যুর কথা জানিয়া ঋষিগণ ও পিতৃগণ অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।৫৮

পূর্বোক্ত রোমাঞ্চকর শাপের কথা শুনিয়া দশগ্রীব রাবণ অনিচ্ছুক নারীর উপর মৈথুনীভাব পরিত্যাগ করিল।৫৯

রাক্ষস রাবণ যে যে পতিব্রতা নারীগণকে হরণ করিয়াছিল, তাঁহারা নলকুবরপ্রদত্ত মনের অতিপ্রিয় অভিশাপের বৃত্তান্ত শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন।৬০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[সসৈন্য-রাবণস্যেন্দ্রলোকাক্রমণম্, ইন্দ্রেণ ভগবতো বিষ্ণোঃ সাহায্যস্য প্রার্থনা, ভাবিনি বিষ্ণুনা রাবণবধস্য প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্রস্য স্বর্গলোকপ্রত্যাবর্ত্তনম্, রাক্ষসৈঃ সহ দেবানাং যুদ্ধম্, বসুনা সুমালিনো বিনাশশ্চ।]

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্য-বল-বাহনঃ।
আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥১
তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপযাস্যতঃ।
দেবলোকে বভৌ শব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ ॥২
শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ।
দেবানথাব্রবীৎ তত্র সর্বানেব সমাগতান্ ॥৩
আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৪
এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি।
সন্নহ্য সুমহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ ॥৫

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৬
বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি।
অহোঽতিবলবদ্ রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ত্তে ॥৭
বরপ্রদানাদ্ বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা
তত্তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥৮
তদ্ যথা নমুচির্বৃত্রো বলির্নরক-শম্বরৌ।
ত্বদ্বলং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধাস্তথা কুরু ॥৯
নহ্যন্যো দেবদেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন।
গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥১০

সপ্তবিংশ সর্গ

[সসৈন্যে রাবণের ইন্দ্রলোক আক্রমণ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা, বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে রাবণবধের প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্রের স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্ত্তন, রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাগণের যুদ্ধ এবং বসু কর্ত্তৃক সুমালীর বিনাশ।]

মহাতেজস্বী রাবণ কৈলাসপর্বত পার হইয়া সৈন্য, রথ ও অশ্বাদি যানবাহনের সহিত ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল।১

চতুর্দিক্ হইতে দেবলোকে সমাগত রাক্ষসসেনার কোলাহল মন্থনকালীন সাগরের শব্দের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।২

রাবণের আগমন বার্তা শ্রবণ করত ইন্দ্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া সমাগত সমস্ত দেবতাদিগকে বলিলেন।৩

তিনি আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণকে বলিলেন,—আপনারা সকলে দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হউন।৪

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে যুদ্ধে তৎ(ইন্দ্র)-সম পরাক্রমী মহাশক্তিধর দেবগণ কবচাদি ধারণপূর্বক সজ্জিত হইয়া রহিলেন।৫

দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের ভয়ে ভীত এবং সেইজন্য দীনভাবে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া এই বাক্য বলিলেন।৬

হে বিষ্ণো! আমি রাক্ষস রাবণের উপর কি করিব? অহো! ঐ রাক্ষস অতিশয় বলবান্, সে আমার সহিত যুদ্ধের জন্য আগমন করিয়াছে।৭

সে কেবল ব্রহ্মার বরপ্রভাবে এইরূপ প্রবল হইয়াছে, ইহাতে অন্য কোন কারণ নাই। পদ্মযোনি ব্রহ্মা যে বর দান করিয়াছেন, তাহা সত্যে পরিণত করা আমাদের কর্তব্য।৮

সেইজন্য প্রথমে যেরূপ আপনার বলের আশ্রয় লইয়া আমি নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বর (আদি)

ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ ॥১১
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ত্বামেব ভগবন্ সর্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে ॥১২
তদাচক্ষ্ব যথা তত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।
অসিচক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং প্রতি ॥১৩
এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে ॥১৪
ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
হন্তুঞ্চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জয়ঃ ॥১৫
সর্বথা তু মহৎ কর্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ ॥১৬

যত্তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর।
নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি ॥১৭
নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে।
দুর্লভশ্চৈব কামোঽস্য বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ ॥১৮
প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্ ॥১৯
অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্ ॥২০
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্ধং মহাবল ॥২১
ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ।
সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ ॥২২

অসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলাম, সেইরূপ আপনি কোন উপায় নির্দেশ করুন।৯

মধুসূদন! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং ঈশ্বর। এই চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) জগতে আপনি ভিন্ন দ্বিতীয় কাহাকেও উত্তম আশ্রয়রূপে আমরা দেখি না; অতএব আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।১০

আপনি পদ্মনাভ—আপনারই নাভিকমল হইতে জগতের স্রষ্টা বিধাতা উৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। আপনার বিনাশ নাই—সেইহেতু আপনি সনাতন। আপনি সকল সৌন্দর্য্যের আকর—সেইজন্য আপনি শ্রীমান্। নর-নারী সকল জীবের একমাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়া আপনি নারায়ণ। আপনি এই তিন লোক স্থাপিত করিয়াছেন এবং আমাকে দেবতাদিগের রাজা করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে বসাইয়াছেন।১১

হে ভগবন্! আপনি স্থাবর-জঙ্গমপ্রাণিগণের সহিত এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়কালে আপনার মধ্যেই তাহারা সকলে প্রবেশ করে।১২

সেইহেতু হে দেবদেব! আপনি স্বয়ং এইরূপ কোন অমোঘ উপায় আমাকে বলুন—যাহাতে আমি বিজয়লাভ করিতে পারি। অথবা আপনি স্বয়ং তরবারি ও চক্র গ্রহণপূর্বক রাবণের সহিত যুদ্ধ করুন।১৩

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে প্রভু দেব নারায়ণ বলিলেন,—(দেবরাজ!) তুমি ভীত হইও না, আমার কথা শ্রবণ কর।১৪

এই দুষ্টাত্মা রাবণকে সকল দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও জয় করিতে ও বধ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হইয়া সে সকলের দুর্জয় হইয়াছে।১৫

ঐ রাক্ষস উৎকট বলশালী এবং নিজের পুত্রের সহিত আসিয়াছে, সুতরাং সে সর্বপ্রকারে মহাপরাক্রম দেখাইবে। এই সকল বৃত্তান্ত আমি স্বাভাবিক জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইতেছি।১৬

সুরেশ্বর! তুমি যে আমাকে বলিলে—আপনি যুদ্ধ করুন। সেখানে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যুদ্ধস্থলে রাক্ষস রাবণের সহিত যুদ্ধ করিব না।১৭

কারণ, যুদ্ধে শত্রুকে বিনাশ না করিয়া বিষ্ণু (আমি) প্রত্যাবর্তন করে না। পরন্তু এই সময় ঐ রাক্ষস

এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রুবে রজনীক্ষয়ে।
তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রযুদ্ধস্য সমন্ততঃ ॥২৩
তে প্রবুদ্ধা মহাবীর্য্যা অন্যোন্যমভিবীক্ষ্য বৈ।
সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্ত্তন্ত হৃষ্টবৎ ॥২৪
ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরমূর্ধনি ॥২৫
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দেবদানবরক্ষসাম্।
ঘোরং তুমুলনির্হ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥২৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।
যুদ্ধার্থং সমবর্ত্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে ॥২৭
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ।
অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥২৮
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ।
জম্বুমালী মহাহ্লাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥২৯
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ দুর্মুখো দূষণঃ খরঃ।
ত্রিশিরাঃ করবীরাক্ষঃ সূর্য্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ ॥৩০
মহাকায়োঽতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।
এতৈঃ সর্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্য্যৈর্মহাবলঃ ॥৩১
রাবণস্যার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ।
স দৈবতগণান্ সর্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ॥৩২
ব্যধ্বংসয়ৎ সমং ক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব।
তদ্দৈবতবলং রাম হন্যমানং নিশাচরৈঃ ॥৩৩
প্রণুন্নং সর্বতো দিগ্‌ভ্যঃ সিংহনুন্না মৃগা ইব।
এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনামষ্টমো বসুঃ ॥৩৪

বরপ্রভাবে সুরক্ষিত, সুতরাং তাহাকে জয় করার অভিলাষ এখন পূর্ণ হইবে না।১৮

হে দেবেন্দ্র! হে শতক্রতো! আমি তোমার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসময়ে আমি এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব অর্থাৎ রাবণকে বিনাশ করিব। ইহার মৃত্যুর সময় অবগত হইয়া আমিই অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত রাবণকে বধ করিব এবং দেবগণকে আনন্দ প্রদান করিব।১৯-২০

দেবরাজ! এই বাক্য আমি সত্য করিয়া বলিলাম। মহাবল শচীপতে! তুমি নির্ভয়ে দেবগণকে সঙ্গে লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ কর।২১

তারপর রুদ্র, আদিত্য, বসু ও মরুদ্‌গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতাগণ যুদ্ধের জন্য সন্নদ্ধ (সজ্জিত) হইয়া অতি দ্রুতগতিতে অমরাবতীনগরী হইতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন।২২

এই সময়ের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত হইলে চতুর্দিকে যুদ্ধনিরত সেই রাবণসৈন্যগণের মহান্ কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল।২৩

মহাপরাক্রমী রাক্ষসসৈন্যগণ প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে অবলোকন করত হর্ষভরে সংগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইল।২৪

তারপর যুদ্ধের অগ্রভাগে রাক্ষসসৈন্যদিগের অক্ষয় বিশাল বাহিনী দর্শন করিয়া দেবসৈন্যগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইল।২৫

অনন্তর দেবতা, দানব ও রাক্ষসদিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে ভীষণ কোলাহল ও চতুর্দিকে নানারূপ অস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিল।২৬

এই সময়ের মধ্যে দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ও বীর রাবণের মন্ত্রিবৃন্দ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইল।২৭

মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ সংহ্লাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্লাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক—এই সব মহাপরাক্রমী রাক্ষসে পরিবৃত, মহাবল ও রাবণের মাতামহ সুমালী দেবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। বায়ু যেরূপ মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ঐ সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সমস্ত দেবতাদিগকে প্রহার করত তাড়াইয়া দিল। হে রাম! নিশাচরগণের

সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ রণাজিরম্ ।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৩৫
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্ ।
তথাদিত্যৌ মহাবীর্য্যৌ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্ ॥৩৬
নির্ভয়ৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাং রণে ।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ ॥৩৭
ক্রুদ্ধানাং রক্ষসাং কীর্তিং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্ ।
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্ ॥৩৮
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ ।
দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্ ॥৩৯
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥৪০
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎসৈন্যং সোঽভ্যবর্ত্ত ।
স দৈবতবলং সর্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ॥৪১
ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা ।
তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ ॥৪২
হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ ।
ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা ॥৪৩
বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ ।
সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্ ॥৪৪
বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে ।
ততস্তয়োর্মহদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥৪৫
সুমালিনো বসোশ্চৈব সমরেষ্বনিবর্তিনোঃ ।
ততস্তস্য মহাবাণৈর্বসুনা সুমহাত্মনা ॥৪৬
নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ ।
হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্ ॥৪৭
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা ।
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ॥৪৮

হস্তে প্রহার খাইয়া সকল দেবসৈন্য সিংহ কর্তৃক তাড়িত মৃগের ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে যিনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু, বীর ও সাবিত্র নামে লোকে বিখ্যাত, তিনি রণাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎসাহিত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শত্রুসৈন্যদিগের ভীতি সঞ্চার করিতে করিতে রণভূমিতে প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহার ন্যায় অদিতির দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্র ত্বষ্টা ও পূষা স্বীয় সেনার সহিত একই সময়ে রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। তারপর পুনরায় রাক্ষসগণের সহিত দেবতাবৃন্দের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৮-৩৭

যুদ্ধে যাহারা কখনও পশ্চাদপসরণ করে না, সেই রাক্ষসদিগের কীর্তি দেখিয়া তখন যুদ্ধরত দেবতাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর রাক্ষসবৃন্দ যুদ্ধে স্থিত লক্ষ লক্ষ দেবতাদিগকে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। সেইরূপ দেবগণও যুদ্ধে মহান্ বল ও পরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদিগকে বিমল (ধারাল) অস্ত্রদ্বারা বধ করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে রাম! এই সময়ের মধ্যে রাক্ষস সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে দেবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিল। বায়ু যেরূপ জলধর মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষসও বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে সমস্ত দেবসৈন্যকে জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তাহার মহান্ বাণ, অতি ভয়ঙ্কর শূল ও প্রাস নামক অস্ত্রের প্রহারে জর্জরিত দেবতাবৃন্দ সুসংবদ্ধভাবে থাকিতে পারিলেন না। সুমালী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া দেবগণ রণে ভঙ্গ দিলে বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু সাবিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজ রথসেনার সহিত পরিবৃত হইয়া রণে আগমন পূর্বক প্রহারোদ্যত রাক্ষসগণের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৮-৪৪

মহাতেজস্বী সাবিত্র স্বীয় পরাক্রমে যুদ্ধস্থলে সুমালীর অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন। বসু সাবিত্র এবং সুমালী—ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেইজন্য উভয়ের রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাত্মা বসু সাবিত্র নিজ বিশাল

তাং মূর্ধ্নি পতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ।
সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা ॥৪৯
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ।
তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা ॥৫০
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ ॥৫১
ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

বাণদ্বারা সুমালীর সর্পরথকে ক্ষণকালের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পাতিত করিলেন। তিনি যুদ্ধে শত বাণদ্বারা আবৃত সুমালীর রথ নষ্ট করিয়া তাহার বিনাশের জন্য হস্তে গদা ধারণ করিলেন। তারপর কালদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর ও দীপ্তাগ্র (যাহার অগ্রভাগ অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত) গদা গ্রহণ করত সাবিত্র সুমালির মস্তকে পাতিত করিলেন।৪৫-৪৯

উহার মস্তকে পতিত হইবার সময় ঐ গদা উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত ছিল। কোন পর্বতে ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বীয় বিশাল বজ্রের গর্জনের ন্যায় ঐ গদার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। গদা যখন সাবিত্র কর্তৃক সুমালীর মস্তকে পাতিত হইল, তখন তাহার অস্থি, মাংস ও মস্তক কিছুই দেখা যাইল না। গদাঘাতে রণাঙ্গণে নিহত সুমালীর সর্বাঙ্গ ভস্মে পরিণত হইল। যুদ্ধে তাহাকে নিহত দেখিয়া সেই রাক্ষসগণ সকলে একসঙ্গে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বসু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে থাকিতে পারিল না।৫০-৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[জয়ন্ত-মেঘনাদয়োর্যুদ্ধম্, জয়ন্তং নীত্বা পুলোমজায়া অন্যত্র গমনম্, দেবরাজ-পুরন্দরস্য রণভূমৌ পদার্পণম্, রুদ্রাণাং মরুতাঞ্চ রাক্ষসসেনাসংহারঃ, ইন্দ্র-রাবণয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বার্দিতং সুরৈঃ ॥১
ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সুতস্তদা।
নিবর্ত্য রাক্ষসান্ সর্বান্ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ ॥২
স রথেনাগ্নিবর্ণেন কামগেন মহারথঃ।
অভিদুদ্রাব সেনাং তাং বনান্যগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৩
ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারিণঃ।
বিদুদ্রুবুর্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ ॥৪
ন বভূব তদা কশ্চিদ্ যুযুৎসোরস্য সম্মুখে।
সর্বানাবিধ্য বিত্রস্তাংস্ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ সুরান্ ॥৫
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্তধ্বং রণে সুরাঃ।
এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ, জয়ন্তকে লইয়া পুলোমার অন্যত্র গমন, দেবরাজ ইন্দ্রের রণভূমিতে পদার্পণ, রুদ্র ও মরুদ্গণ কর্তৃক রাক্ষসসেনা সংহার এবং ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ।]

বসু কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়া সুমালীর নিধন দর্শনকরত এবং দেবগণ কর্তৃক পীড়িত স্বসৈন্যকে পলাইতে দেখিয়া তখন রাবণের পুত্র বলবান্ মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হইল। সমস্ত রাক্ষসসৈন্যকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজে যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইল।১-২

মহারথী বীর মেঘনাদ স্বেচ্ছায় যত্র তত্র গমনসমর্থ অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক রথে আরোহণ পূর্বক প্রজ্বলিত

ততঃ শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ।
রথেনাদ্ভুতকল্পেন সংগ্রামে সোঽভ্যবর্ত্তত ॥৭
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্বে পরিবার্য্য শচীসুতম্।
রাবণস্য সুতং যুদ্ধে সমাসাদ্য প্রজঘ্নিরে ॥৮
তেষাং যুদ্ধং সমভবৎ সদৃশং দেব-রক্ষসাম্।
মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ ॥৯
ততো মাতলিপুত্রস্য গোমুখস্য স রাবণিঃ।
সারথেঃ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষণান্ ॥১০
শচীসুতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিম্।
তঞ্চাপি রাবণিঃ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ প্রত্যবিধ্যত ॥১১
স হি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥১২
ততো নানা প্রহরণাঞ্ছিতধারান্ সহস্রশঃ।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্যেষু রাবণিঃ ॥১৩
শতঘ্নী-মুসল-প্রাস-গদা-খড়্গ-পরশ্বধান্।
মহান্তি গিরিশৃঙ্গাণি পাতয়ামাস রাবণিঃ ॥১৪
ততঃ প্রব্যথিতা লোকাঃ সংজজ্ঞে চ তমস্ততঃ।
তস্য রাবণপুত্রস্য শক্রসৈন্যানি নিঘ্নতঃ ॥১৫
ততস্তদ্দৈবতবলং সমন্তাৎ তং শচীসুতম্।
বহুপ্রকারমস্বস্থমভবচ্ছরপীড়িতম্ ॥১৬
নাভ্যজানন্ত চান্যোন্যং রক্ষো বা দেবতাথবা।
তত্র তত্র বিপর্য্যস্তং সমন্তাৎ পরিধাবত ॥১৭
দেবা দৈবান্ নিজঘ্নুস্তে রাক্ষসান্ রাক্ষসাস্তথা।
সম্মূঢ়াস্তমসাচ্ছন্না ব্যদ্রবন্নপরে তথা ॥১৮

দাবানল যেরূপ বনাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ দেবসৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল।৩

তারপর নানাবিধ অস্ত্রধারী নিজ সেনামধ্যে প্রবিষ্ট মেঘনাদকে দেখিয়া সমস্ত দেবতা (ভয়ে) চতুর্দিকে পলায়ন করিলেন।৪

ঐ সময় যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক মেঘনাদের সম্মুখে কোন দেবতাই দাঁড়াইতে পারিলেন না। দেবতাদিগকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন।৫

দেবগণ! তোমরা ভয় করিও না, যুদ্ধ ত্যাগকরত চলিয়া যাইও না—যুদ্ধে ফিরিয়া আইস। কেহ যাহাকে কখনও পরাস্ত করিতে পারে না, আমার সেই পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধের জন্য গমন করিবে।৬

তারপর জয়ন্তনামে খ্যাত দেব ইন্দ্রপুত্র অদ্ভুতভাবে সুসজ্জিত এক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ অভিমুখে গমন করিলেন।৭

অনন্তর সকল দেবতা শচীপুত্র জয়ন্তকে চতুর্দিকে পরিবৃত করিয়া যুদ্ধে আগমন করিলেন এবং রাবণের পুত্রের উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন।৮

সেই সময় রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের এবং রাবণপুত্র মেঘনাদের সহিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের বল ও পরাক্রমের অনুরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৯

রাবণপুত্র মেঘনাদ সারথি মাতলিপুত্র গোমুখকে সুবর্ণভূষিত বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিল।১০

শচীপুত্র জয়ন্তও ইন্দ্রের সারথির উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাবণকুমার মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তের অঙ্গের চতুর্দিকে বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১১

ঐ সময় ক্রোধপূর্ণ বলবান্ মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল এবং বাণবর্ষণে ব্যাপৃত হইল।১২

অত্যন্ত কুপিত রাবণকুমার দেবসেনার উপরও নানাপ্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৩

সে শতঘ্ন, মুসল, প্রাস, গদা, খড়্গ ও পরশু এবং অতি বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গসকলও নিক্ষেপণ করিল।১৪

শক্রসৈন্যসংহারে রত রাবণকুমারের মায়ায় ঐ সময় চতুর্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহাতে সমস্ত লোক ব্যথিত হইয়া উঠিল।১৫

তখন শচীনন্দনের চতুর্দিকে স্থিত দেবসেনাগণ বাণদ্বারা পীড়িত হইয়া অনেকপ্রকারে অস্বস্থ হইলেন।১৬

দেবতা ও রাক্ষসগণ পরস্পর কাহাকেও কেহ

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্য্যবান্।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ ॥১৯
সংগৃহ্য তস্তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্য্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী ॥২০
জ্ঞাত্বা প্রণাশস্তু তদা জয়ন্তস্যাথ দেবতাঃ।
অপ্রহৃষ্টাস্ততঃ সর্বা ব্যথিতাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥২১
রাবণিস্ত্বথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ।
অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্ ॥২২
দৃষ্ট্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্।
মাতলিঞ্চাহ দেবেশো রথঃ সমুপনীয়তাম্ ॥২৩
স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ।
উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ ॥২৪

ততো মেঘা রথে তস্মিংস্তড়িত্বন্তো মহাবলাঃ।
অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিস্বনাঃ ॥২৫
নানাবাদ্যানি বাদ্যন্ত গন্ধর্বাশ্চ সমাহিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা নির্য্যাতে ত্রিদশেশ্বরে ॥২৬
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং সমরুদ্গণৈঃ।
বৃতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ ॥২৭
নির্গচ্ছতস্তু শক্রস্য পরুষঃ পবনো ববৌ।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহোল্কাশ্চ প্রপেদিরে ॥২৮
এতস্মিন্নন্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥২৯
পন্নগৈঃ সুমহাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ।
যেষাং নিঃশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগে ॥৩০

চিনিতে পারিল না। তাহারা সকলেই বিপর্য্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল।১৭

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় ইহাদের সকলের বিবেক নষ্ট হইয়া যাইল। সেইজন্য দেবসেনাগণ দেবসেনাকে এবং রাক্ষসসেনাগণ রাক্ষসসেনাকে ধ্বংস করিতে লাগিল। তখন কেহ কেহ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল।১৮

এই সময়ে পরাক্রমী বীর দৈত্যরাজ পুলোমা যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন এবং জয়ন্তকে লইয়া দূরে সরিয়া যাইলেন। পুলোমা শচীর পিতা এবং জয়ন্তের মাতামহ ছিলেন, সুতরাং তিনি দৌহিত্র জয়ন্তকে লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।১৯-২০

দেবসৈন্যগণ জয়ন্তের প্রণাশ (অপহরণ) জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ব্যথিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।২১

স্বসৈন্যে পরিবৃত রাবণকুমার মেঘনাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবসেনার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল।২২

পুত্রের অদর্শন ও দেবসেনাগণের পলায়ন অবলোকন করত দেবরাজ ইন্দ্র মাতালিকে বলিলেন,—আমার রথ আনয়ন কর।২৩

মাতাল সুসজ্জিত, মহাভয়ঙ্কর, দিব্য ও বিশাল এক রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ রথ যখন বাহিত হয়, তখন সে ভীষণ বেগে গমন করে।২৪

তারপর ঐ রথে বিদ্যুৎসহ মহাবলী মেঘ অগ্রভাগে বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিল।২৫

যুদ্ধের জন্য দেবরাজ নির্গত হইলে বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্বগণ একাগ্র হইলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতে লাগিল।২৬

তৎপশ্চাৎ রুদ্র, বসু ও আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ পরিবৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র বিবিধ অস্ত্রের সহিত নির্গত হইলেন।২৭

ইন্দ্র যখন যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন, তখন বায়ু প্রচণ্ডগতিতে বহিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন এবং আকাশ হইতে অতি বিশাল উল্কাসকল পতিত হইতে লাগিল।২৮

এই সময়ের মধ্যে প্রতাপশালী বীর দশগ্রীব রাবণ বিশ্বকর্মানির্মিত এক দিব্য রথে আরোহণ করিল।২৯

ঐ রথ রোমাঞ্চকারী অতিবিশালদেহ সর্পগণে পরিবেষ্টিত ছিল। যুদ্ধে তাহাদের নিঃশ্বাসবায়ু যেন প্রজ্বলিত থাকিত।৩০

চতুর্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭২] [প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় এই আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

দৈত্যৈর্নিশাচরৈশ্চৈব স রথঃ পরিবারিতঃ ।
সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্তত ॥৩১
পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।
সোঽপি যুদ্ধাদ্ বিনিষ্ক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ ॥৩২
ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তস্তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ ।
শস্ত্রাণি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে ॥৩৩
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ ।
নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত ॥৩৪
দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ ।
যেন তেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতাঃ ॥৩৫
স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ ।
প্রযুদ্ধস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্ ॥৩৬
বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষরন্নসৃক্ ।
বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোয়দঃ ॥৩৭
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুদ্ধং সমরুদ্গণৈঃ ।
রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা ॥৩৮
কেচিদ্ বিনিহতাঃ কৃত্তাশ্চেষ্টন্তি স্ম মহীতলে ।
বাহনেষ্ববসক্তাশ্চ স্থিতা এবাপরে রণে ॥৩৯
রথান্ নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা ।
শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি ॥৪০
তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টব্ধাঃ কেচিদুত্থিতাঃ ।
দেবৈস্তু শস্ত্রসম্ভিন্না মম্রিরে চ নিশাচরাঃ ॥৪১
চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বেষাং রণসংপ্লবঃ ।
নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥৪২

দৈত্য এবং নিশাচর রাক্ষসগণ ঐ রথ ঘিরিয়া থাকিত। রণাঙ্গনে গমনোদ্যত রাবণের দিব্য রথ মহেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল।৩১

রাবণ নিজ পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া নিজেই যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান রহিল। মেঘনাদ যুদ্ধস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজরথে (চুপচাপ) উপবিষ্ট হইল।৩২

অনন্তর রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে নানাপ্রকার শস্ত্র বর্ষণকারী তাহাদিগকে জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।৩৩

রাজন্! দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় সে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছিল না। (অর্থাৎ যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহার সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল—কোন নিয়ম ছিলনা। মদ্যপানজনিত মত্ততাবশতঃ নিজ সৈন্য ও পরসৈন্য উভয় সৈন্যের সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল।) ৩৪

ঐ রাক্ষস (কুম্ভকর্ণ) অত্যন্ত কুপিত হইয়া দন্তদ্বারা (দংশন করিয়া) পদদ্বারা (লাথি মারিয়া) হস্ত ও ভুজদ্বারা (হস্তের চড় বা চাটি দিয়া কিংবা ঠেলা দিয়া বা কনুইয়ের গুঁতা দিয়া) এবং শক্তি, তোমর ও মুদ্গর যখন যাহা সম্ভব তাহা দ্বারাই দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।৩৫

কুম্ভকর্ণ মহাভয়ঙ্কর রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে রুদ্রগণ তাহার সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন যে, একটুও স্থান অক্ষত রহিল না।৩৬

কুম্ভকর্ণের শরীর শস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহাকে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।৩৭

তারপর ঐ ঘোর যুদ্ধে বিবিধ অস্ত্রধারী রুদ্র ও মরুদ্গণ রণস্থল হইতে সকল রাক্ষস সৈন্যকে প্রহারপূর্বক বিতাড়িত করিলেন।৩৮

কত নিশাচর মৃত হইল, কত রাক্ষস ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল ও যন্ত্রণায় বা জ্বালায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল। অপর কেহ কেহ আবার যুদ্ধভূমিতে নিজ বাহনের উপর অবসক্ত (সংলগ্ন) হইয়া রহিল।৩৯

কত রাক্ষস রথ, হস্তী, গাধা, উষ্ট্র, সর্প, অশ্ব, শিশুমার (শুশুক), বরাহ ও পিশাচমুখাদি নিজ নিজ

শোণিতোদকনিষ্পন্দা কাকগৃধ্রসমাকুলা ।
প্রবৃত্তা সংযুগমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥৪৩

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
নিরীক্ষ্য তু বলং সর্বং দৈবতৈর্বিনিপাতিতম্ ॥৪৪

স তং প্রতিবিগাহ্যাশু প্রবৃদ্ধং সৈন্যসাগরম্ ।
ত্রিদশান্ সমরে নিঘ্নঞ্ শক্রমেবাভ্যবর্তত ॥৪৫

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং বিস্ফার্য্য সুমহাস্বনম্ ।
যস্য বিস্ফারনির্ঘোষৈঃ স্তনন্তি স্ম দিশো দশ ॥৪৬

তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণমূর্ধনি ।
পাতয়ামাস স শরান্ পাবকাদিত্যবর্চসঃ ॥৪৭

তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।
শক্রং কার্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৪৮

প্রযুধ্যতোরথ তয়োর্বাণবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ।
নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ সর্বং হি তমসা বৃতম্ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

বাহুমকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গনের মত ধরিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইল। কত রাক্ষস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত ছিল, তাহারা মূর্চ্ছান্তে উঠিয়া পুনরায় দেবগণ কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইল।৪০-৪১

যুদ্ধে নিহত হইয়া মহীতলে পতিত ও প্রসুপ্ত (হতচৈতন্য) সমস্ত রাক্ষসগণের এইরূপে মরণ কোন যাদুকরের আশ্চর্য্যজনক কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল।৪২

যুদ্ধে নিহত ও ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল। যাহার মধ্যে পতিত বিবিধ অস্ত্রসকল শোণিত নদীর হিংস্র জলজন্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছিল এবং তাহার চতুর্দিক্ কাক ও গৃধ্রসকলে পূর্ণ ছিল।৪৩

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী ক্রুদ্ধ দশগ্রীব রাবণ দেখিল যে, তাহার সমস্ত সৈন্যকে দেবতাগণ নিহত করিয়াছেন।৪৪

রাবণ দূরান্তবিস্তারী বিশাল দেবসেনারূপ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে দেবগণপ্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল।৪৫

তখন ইন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে টঙ্কারকারী স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিলেন। তাহার বিস্ফারণশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।৪৬

ইন্দ্র নিজ ধনু বিস্ফারিত করিয়া রাবণের মস্তকে সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৪৭

এইরূপে মহাবাহু নিশাচর রাবণও স্বীয় ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণে ইন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল।৪৮

ইন্দ্র ও রাবণ উভয়ে যখন যুদ্ধে তৎপর হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল—কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইল না।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[দেবসেনামধ্যে রাবণস্য নির্গমনম্, রাবণাবরোধায় দেবানাং প্রচেষ্টা, মায়য়া মেঘনাদেনেন্দ্রস্য বন্ধনম্। জয়ং লব্ধ্বা লঙ্কায়াং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

ততস্তমসি সঞ্জাতে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।
অযুধ্যন্ত বলোন্মত্তাঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥১
ততস্তু দেবসৈন্যেন রাক্ষসানাং বৃহদ্ বলম্।
দশাংশং স্থাপিতং যুদ্ধে শেষং নীতং যমক্ষয়ম্ ॥২
তস্মিংস্তু তামসে যুদ্ধে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।
অন্যোন্যং নাভ্যজানন্ত যুধ্যমানাঃ পরস্পরম্ ॥৩
ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিশ্চ মহাবলঃ।
তস্মিংস্তমোজালবৃতে মোহমীয়ুর্ন তে ত্রয়ঃ ॥৪
স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ।
ক্রোধমভ্যগমৎ তীব্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥৫
ক্রোধাৎ সূতঞ্চ দুর্ধর্ষঃ স্যন্দনস্থমুবাচ হ।
পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্ ॥৬
অদ্যৈতাংস্ত্রিদশান্ সর্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়ম্।
নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥৭
অহমিন্দ্রং বধিষ্যামি ধনদং বরুণং যমম্।
ত্রিদশান্ বিনিহত্যাশু স্বয়ং স্থাস্যাম্যথোপরি ॥৮
বিষাদো নৈব কর্ত্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্।
দ্বিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥৯
অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্ত্তাবহে বয়ম্।
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্বতঃ ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[দেবসেনার মধ্য হইতে রাবণের নির্গমন, রাবণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য দেবগণের প্রযত্ন, মায়া দ্বারা মেঘনাদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের বন্ধন এবং বিজয়ী হইয়া সেনার সহিত লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন।]

যখন সর্ব দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন বলোন্মত্ত ঐ সব দেবতা ও রাক্ষস পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

অনন্তর দেবসৈন্য রাক্ষসদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দশভাগমাত্র যুদ্ধে অবশিষ্ট রাখিলেন, বাকী সব রাক্ষস-সৈন্যদিগকেই তাঁহারা যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।২

ঐ তামস যুদ্ধে সকল দেবতা ও রাক্ষস পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না।৩

ইন্দ্র, রাবণ ও রাবণপুত্র মহাবল মেঘনাদ—এই তিন ব্যক্তিই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমরাঙ্গনে মোহিত হন নাই।৪

রাবণ দেখিল—তাহার সমস্ত সৈন্য ক্ষণমধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল।৫

ঐ দুর্জয় রাক্ষস রাবণ রথে অবস্থিত নিজ সারথিকে ক্রোধভরে বলিল,—(সূত!) শত্রুসৈন্যগণের শেষভাগে আমার রথ ঐ সৈন্যগণের মধ্য দিয়া লইয়া চল।৬

অদ্য আমি স্বয়ং পরাক্রমে এই সমস্ত দেবতার উপর নানাপ্রকার অস্ত্রের ধারা বর্ষণ করত উহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিব।৭

আমি ইন্দ্র, কুবের, বরুণ এবং যমকেও বিনাশ করিব। সমস্ত দেবতাকে সংহার করিয়া আমি স্বয়ং সকলের উপরে অবস্থান করিব।৮

তুমি বিষাদ করিও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। তোমাকে দুইবার বলিতেছি,—অদ্য আমাকে যেখানে শত্রুসৈন্যের শেষ, সেইখানে লইয়া চল।৯

ইহা নন্দনবনের প্রদেশ, যেখানে আমরা দুইজনে অবস্থান করিতেছি। (এইস্থান হইতেই দেবসৈন্য আরম্ভ হইয়াছে।) আজ তুমি আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল, যেখানে উদয়াচল আছে। (কারণ,

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্।
আদিদেশাথ শত্রূণাং মধ্যেনৈব চ সারথিঃ ॥১১
তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা।
রথস্থঃ সমরস্থস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥১২
সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যৎ তাবন্মম রোচতে।
জীবন্নেব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্ ॥১৩
এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনৌজসা।
গমিষ্যতি প্রবৃদ্ধোর্ম্মিঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥১৪
নহ্যেষ হন্তুং শক্যোঽস্য বরদানাৎ সুনির্ভয়ঃ।
তদ্‌গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্তা ভবত সংযুগে ॥১৫
যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া।
এবমেতস্য পাপস্য নিরোধো মম রোচতে ॥১৬

ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রঃ সন্ত্যজ্য রাবণম্।
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ন্ রণে ॥১৭
উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ নিবর্তকঃ।
দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥১৮
ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥১৯
ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রনষ্টং তু স্বকং বলম্।
ন্যবর্ত্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্ ॥২০
এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥২১
ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্ ॥২২

দেবসৈন্য নন্দনবন হইতে উদয়াচল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে)।১০

রাবণের এই কথা শুনিয়া সারথি মনের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণকে শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া চালনা করিল।১১

রাবণের এতাদৃশ নিশ্চয় (অভিপ্রায়) অবগত হইয়া তখন দেবরাজ ইন্দ্র রথে অবস্থান পূর্বক দেবগণকে বলিলেন।১২

হে দেবগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর,—ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় (আমাদের হিতকর) বলিয়া জানিবে যে, দশানন রাবণকে জীবিতাবস্থায় উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলি।১৩

অত্যন্ত বলশালী রাক্ষস রাবণ বায়ুতুল্য বেগবান্ রথের দ্বারা এই সেনাগণের মধ্যে পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বদিনে উত্তালতরঙ্গমালাযুক্ত সাগরের ন্যায় বেগে অগ্রসর হইবে।১৪

ইহাকে বিনাশ করিতে কেহ সক্ষম হইবে না; কারণ, ব্রহ্মার বরদানে সে নির্ভয় হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে আমরা বাঁধিয়া ফেলিব। তোমরা সেই বিষয়ে পূর্ণরূপে চেষ্টা কর।১৫

যেরূপ রাজা বলির বন্ধনের পর আমি ত্রিলোকের রাজত্ব উপভোগ করিতেছি, সেইরূপ এই পাপী রাবণের বন্ধনও আমার উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে।১৬

মহারাজ শ্রীরাম! ইন্দ্র এই কথা বলিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করত অন্য স্থলে গমনপূর্বক রাক্ষসদিগের ভয়োৎপাদন করত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৭

যে যুদ্ধে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না, সেই রাবণ উত্তরদিকে দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিল, আর ইন্দ্র দক্ষিণদিকের পার্শ্ব দিয়া রাক্ষসসেনামধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৮

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ শত যোজন (চারিশত ক্রোশ) পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যকে বাণবর্ষণে ঢাকিয়া ফেলিল।১৯

নিজ বিশাল সেনা নষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্র অসম্ভ্রান্তচিত্তে রাবণের সম্মুখে আগমনপূর্বক তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধ হইতে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন।২০

এই সময়ের মধ্যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণকে ধৃত দেখিয়া সকল দানব ও রাক্ষস 'হায়, আমরা মরিলাম' ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।২১

তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা।
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবৎ ॥২৩
স সর্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত।
মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ ॥২৪
বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ।
ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্যৈর্ন চকার চ কিঞ্চন ॥২৫
স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ।
মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ ॥২৬
ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসসর্জ চ সারথিম্।
ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্ ॥২৭
স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ।
ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ ॥২৮
স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ রাবণিঃ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ ॥২৯
তস্তু দৃষ্ট্বা বলাৎ তেন নীয়মানং মহারণাৎ।
মহেন্দ্রমমরাঃ সর্বে কিং নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্ ॥৩০
দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বিদ্যাবানপি যেনেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ ॥৩১
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্বে সুরগণাস্তদা।
রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৩২
রাবণস্তু সমাসাদ্য আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা।
ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শত্রুভিরর্দিতঃ ॥৩৩
স তং দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্।
রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেঽদর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্ ॥৩৪

তখন রাবণপুত্র মেঘনাদ ক্রোধে অধীর হইয়া রথে আরোহণ করত অত্যন্ত কুপিতচিত্তে শক্রর ভয়ঙ্কর সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল।২২

পূর্বে পশুপতি মহাদেবের নিকট হইতে তমোময়ী যে মহামায়া (বিদ্যা) প্রাপ্ত হইয়াছিল, মেঘনাদ তাহা অবলম্বনপূর্বক (নিজেকে গোপন করিল এবং) ক্রোধ-ভরে শক্রসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল।২৩

মেঘনাদ সমস্ত দেবসেনাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু মহাতেজস্বী ইন্দ্র নিজ শত্রু রাবণের পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না।২৪

মহাপরাক্রমী দেবগণকর্তৃক প্রহৃত হইয়া সেখানে যদ্যপি রাবণকুমারের কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে কিছু মাত্রও ভীত হইল না।২৫

সে সম্মুখে আগত মাতলিকে উত্তম বাণসমূহে তাড়িত (জখম) করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণে ইন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল।২৬

তারপর ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া সারথিকে বিদায় দিলেন এবং ঐরাবতে আরোহণপূর্বক রাবণ পুত্র মেঘনাদকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২৭

কিন্তু মেঘনাদ মায়াবলে অত্যন্ত বলীয়ান ছিল সে অদৃশ্য হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তারপর ইন্দ্রকে মায়ায় ব্যাকুল করিয়া সে বাণ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল।২৮

রাবণকুমার যখন বুঝিতে পারিল যে, ইন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে মায়াদ্বারা বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্যমধ্যে আনয়ন করিল।২৯

মেঘনাদকর্তৃক মহাযুদ্ধ হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—অতঃপর কি হইবে? ৩০

যুদ্ধবিজয়ী মায়াবী রাক্ষসকে দেখিতে না পাওয়ায় সে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে। যদ্যপি ইন্দ্র রাক্ষসী মায়ার সংহারিণী বিদ্যা জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি ঐ রাক্ষস স্বীয় মায়ায় বলপূর্বক অপহরণ করিয়াছে।৩১

এইরূপ চিন্তার মধ্যেই সকল দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করত বাণবর্ষণে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলেন।৩২

রাবণ সেই সময় আদিত্য ও বসুগণকে সম্মুখে পাইয়াও সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল; কারণ, সে শত্রুগণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত ছিল।৩৩

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম্ম নিবর্ত্ততাম্।
জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ ॥৩৫
অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।
স গৃহীতো দেববলাদ্ ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ ॥৩৬
যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।
বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্ ॥৩৭
ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মণঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥৩৮
অথ রণবিগতঃ স উত্তমৌজা-
ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।
স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ
সমনুনিশম্য জগাদ চৈব সূনুম্ ॥৩৯
অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমৈস্ত্বং
মম কুলবংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো।
যদয়মতুল্যবলস্ত্বয়াদ্য বৈ
ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জ্জিতাঃ ॥৪০
নয় রথমধিরোপ্য বাসবং
নগর মিতো ব্রজ সেনয়া বৃতস্ত্বম্।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং
সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ ॥৪১
অথ স বলবৃতঃ সবাহন-
স্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমধিগম্য বীর্য্যবান্
কৃতসমরান্ বিসসর্জ রাক্ষসান্ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

মেঘনাদ পিতাকে দেবগণের প্রহারে ম্লান ও জর্জ্জরিত দেখিয়া অদৃশ্য থাকিয়াই রাবণকে বলিল।৩৪

পিতঃ! আপনি চলিয়া আসুন। আমরা লঙ্কায় গমন করি। যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিন। আমাদের জয়লাভ হইয়াছে—ইহা বিদিত হউন। আপনি অতঃপর স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হউন।৩৫

দেবসৈন্যগণের ও ত্রিলোকের যিনি প্রভু, সেই ইন্দ্রকে আমি দেবসৈন্যমধ্য হইতে বন্দী করিয়াছি। তাহাতে দেবগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে।৩৬

আপনি শক্রকে বলপূর্বক নিগ্রহ করিয়া ইচ্ছানুসারে ত্রিলোকের রাজ্য ভোগ করুন, আর ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া কি লাভ হইবে? অতঃপর যুদ্ধ নিষ্ফল।৩৭

মেঘনাদের এই কথা শ্রবণ করত সমস্ত দেবতাগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্র ভিন্ন সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।৩৮

নিজ পুত্রের এই প্রিয়বচন সাগ্রহে শ্রবণ করত মহাবলশালী দেবদ্রোহী সুবিখ্যাত রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং স্বীয় পুত্রকে বলিল।৩৯

সামর্থ্যশালী পুত্র! নিজের অত্যন্ত বলের যোগ্য পরাক্রম দেখাইয়া আজ তুমি যে এই অতুলনীয় বলশালী দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ এবং দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছ, ইহাতে আমার এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, তুমি আমার কুল ও বংশের যশ এবং সম্মান বৃদ্ধিকারী।৪০

পুত্র! ইন্দ্রকে রথে বসাইয়া তুমি স্বসৈন্যে এইস্থান হইতে লঙ্কাপুরীতে গমন কর। আমিও নিজ সচিবগণের সহিত শীঘ্রই হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।৪১

পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমী রাবণকুমার মেঘনাদ দেবরাজকে সঙ্গে লইয়া সৈন্য ও যানবাহনের সহিত নিজ ভবন লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদ যে রাক্ষসগণ যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে বিদায় দিল।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রজিতে বরং দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ তৎসমীপাদিন্দ্রায় মুক্তিদানম্, পূর্বকৃতপাপকর্ম সংস্মার্য্য ইন্দ্রং প্রতি ব্রহ্মণো যজ্ঞকরণোপদেশঃ, যজ্ঞপূর্ণায়েন্দ্রস্য স্বর্গলোকে গমনঞ্চ ।]

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা ॥১
তত্র রাবণমাসাদ্য পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্ ।
অব্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্বং প্রজাপতিঃ ॥২
বৎস রাবণ ! তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে ।
অহোঽস্য বিক্রমৌদার্য্যে তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা ॥৩
জিতং হি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা ।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে ॥৪
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ ! বীর্য্যবান্ ।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি ॥৫
বলবান্ দুর্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ ।
যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে ॥৬
তন্মুচ্যতাং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ।
কিঞ্চাস্য মোক্ষণার্থায় প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ ॥৭
অথাব্রবীন্মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অমরত্বমহং দেব বৃণে যদ্যেষ মুচ্যতে ॥৮
চতুষ্পদাং খেচরাণামন্যেষাং বা মহৌজসাম্ ।
বৃক্ষগুল্মক্ষুপলতাতৃণোপলমহীভৃতাম্ ॥৯
সর্বেঽপি জন্তবোঽন্যোন্যং ভেতব্যে সতি বিভ্যতি ।
অতোঽত্র লোকে সর্বেষাং সর্বস্মাচ্চ ভবেদ্ভয়ম্ ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[ইন্দ্রজিৎকে বরদান করিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি দান, ইন্দ্র পূর্বকৃত পাপকর্মের স্মরণ করাইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে উপদেশ দান এবং যজ্ঞপূর্ণ করত ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন ।]

রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন অতিশয় বলশালী ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া যাইল, তখন সমস্ত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ।১

ব্রহ্মা আকাশে অবস্থানপূর্বক পুত্র ও ভ্রাতৃগণের পরিবেষ্টিত রাবণের নিকট যাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন ।২

বৎস রাবণ ! যুদ্ধে তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অহো! ইহার উদার পরাক্রম তোমার তুল্য অথবা অধিক বলিয়া মনে হইতেছে ।৩

তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত ত্রিলোকই জয় করিয়াছ এবং নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। সেইজন্য পুত্র সহিত তোমার উপর আমি প্রসন্ন হইয়াছি ।৪

রাবণ ! তোমার এই পুত্র অতিশয় বলশালী ও পরাক্রমী। আজ হইতে সে লঙ্কাতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইবে ।৫

রাজন্ ! এই রাক্ষস অতিশয় বলবান্ ও দুর্জয় হইবে, যাহার আশ্রয় লইয়া তুমি দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ ।৬

মহাবাহো! আজ তুমি পাকশাসন ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দাও এবং আর বল—ইন্দ্রের মুক্তির বদলে দেবগণ তোমাকে কি প্রদান করিবে ? ৭

ব্রহ্মার এই বচনের পর যুদ্ধবিজয়ী ও মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ বলিল,—দেব ! যদি ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হয়, তবে ইহার বদলে আমি 'অমরত্ব' প্রার্থনা করিতেছি ।৮

ইহা শুনিয়া মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা মেঘনাদকে বলিলেন,—(বৎস !) এই ভূতলে পক্ষী, চতুষ্পদ গো প্রভৃতি এবং মহাতেজস্বী মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে কোন প্রাণী সর্বথা 'অমর' হইতে পারে না। ভগবান্

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা মেঘনাদং প্রজাপতিঃ।
নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভুবি ॥১১
পক্ষিণশ্চতুষ্পাদো বা ভূতানাং বা মহৌজসাম্।
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভুণাব্যয়ম্ ॥১২
অথাব্রবীৎ স তত্রস্থং মেঘনাদো মহাবলঃ।
শ্রূয়তাং যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে ॥১৩
মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্মন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্।
সংগ্রামমবতর্তুঞ্চ শত্রুনির্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৪
অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেৎ তু বিভাবসোঃ।
তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ ॥১৫
তস্মিন্ যদ্যসমাপ্তে চ জপ্যহোমে বিভাবসৌ।
যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্ বিনাশনম্ ॥১৬
সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্।
বিক্রমেন ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্ত্তিতম্ ॥১৭

এবমস্ত্বিতি তঞ্চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ ॥১৮
এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥১৯
তস্য দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।
শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্ ॥২০
অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ ॥২১
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্ ॥২২
সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্মমে।
যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তৎ তদুদ্ধৃতম্ ॥২৩
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ ॥২৪

ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রবিজয়ী মহাবল মেঘনাদ সেখানে অবস্থিত অবিনশ্বর ব্রহ্মাকে বলিল,—ভগবন্! (যদি অমরত্ব পাওয়া অসম্ভব হয়, তবে) ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্ত্তে আমার যা দ্বিতীয় প্রার্থনা অভীষ্ট, তাহা শ্রবণ করুন। আমার ইহা সর্ব্বদা নিয়ম হউক যে, আমি যখন শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব ও মন্ত্রযুক্ত হবির আহুতিতে অগ্নিদেবের পূজা করিব, তখন অগ্নি হইতে আমার জন্য এইরূপ অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে যে, তাহাতে অবস্থান করিলে আমাকে কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না—ইহাই আমার নিশ্চিত বর।৯-১৪

যদি আমি যুদ্ধের জন্য জপ ও অগ্নিতে হোম কর্ম করিতে বসিয়া তাহা সমাপ্ত করিতে না পারি অথচ সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করি, তাহা হইলে আমার বিনাশ হইবে।১৫

দেব! সমস্ত লোক তপস্যা করিয়া 'অমরত্ব' বর লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি পরাক্রম দ্বারা 'অমরত্ব' বর লাভ করিলাম।১৬

ইহা শুনিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—'এবমস্তু'—ইহাই হউক। তারপর ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দান করিল এবং দেবগণ (তাঁহার সহিত) স্বর্গে গমন করিলেন।১৭

হে রাম! ঐ সময়ের মধ্যে ইন্দ্রের দেবোচিত তেজ নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি দুঃখিত ও চিন্তাক্রান্ত হইয়া (এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জানিবার জন্য) ধ্যাননিবিষ্ট হইলেন।১৮

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—শতক্রতো (শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা)! (আজ তুমি নিজের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যে দুঃখ করিতেছ? তবে) কেন তুমি পূর্বে অত্যন্ত দুষ্কর্ম করিয়াছ? প্রভো! দেবরাজ! প্রথমে আমি নিজ বুদ্ধিতে যে প্রজাসকল উৎপন্ন করি, তাহাদের সকলের অঙ্গকান্তি, ভাষা, রূপ ও অবস্থা সবই একপ্রকার।১৯-২০

তাহাদের রূপ ও রং আদিতে পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সেইজন্য একাগ্রচিত্তে আমি প্রজাদিগের বিশেষত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।২১

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২৫
নির্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততেহভবৎ ॥২৬
ত্বস্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর ॥২৭
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ ॥২৮
ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থ্যং স্পর্শিতা তদা ॥২৯

স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।
আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া ॥৩০
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥৩১
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।
দৃষ্টস্ত্বং স তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা ॥৩২
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোহসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্য্যয়ম্ ॥৩৩
যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ।
তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি ॥৩৪

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ঐ সৃষ্ট প্রজাদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট প্রজা সৃজনের জন্য একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলাম। প্রজাগণের প্রত্যেক অঙ্গে যে যে অদ্ভুত বিশিষ্টতা সারভূত সৌন্দর্য্য ছিল, উহার অঙ্গেও তাহা প্রকটিত করিলাম।২২

ঐ অদ্ভুত রূপ-গুণ বিশিষ্ট যে নারী আমি সৃজন করিলাম, তাহার নাম হইল অহল্যা। এই জগতে কুরূপতাকে 'হল' বলিয়া থাকে, তাহা হইতে যে (নিন্দনীয়তা) উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে হল্য। যে নারীতে হল্য (নিন্দনীয় রূপ) নাই, তাহাকেই 'অহল্যা' বলিয়া থাকে। সেইজন্য আমিও ঐ নারীর নাম রাখিলাম—অহল্যা।২৩-২৫

হে দেবেন্দ্র! সুরশ্রেষ্ঠ! যখন ঐ নারীর নির্মাণ কার্য্য শেষ হইল, তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই নারী কাহার পত্নী হইবে?২৬

প্রভো! পুরন্দর! শক্র! সেই সময় তুমি নিজ স্থান ও পদের শ্রেষ্ঠতায় (আমার বিনা অনুমতিতেই) মনে মনে তাহাকে নিজের পত্নী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে।২৭

আমি মহাত্মা গৌতমের নিকট তাহাকে গচ্ছিত রূপে রাখিয়া দিলাম। এইরূপে বহুবর্ষ অতিবাহিত হইল। তারপর গৌতম তাহাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিল।২৮

মহামুনি গৌতমের ঐ মহান্ স্থৈর্য্য (ইন্দ্রিয় সংযম) ও তপস্যাবিষয়ক সিদ্ধি জ্ঞাত হইয়া আমি ঐ কন্যাকে পুনঃ তাঁহার নিকট পত্নীরূপে সমর্পণ করিলাম।২৯

ধর্মাত্মা মহামুনি গৌতম তাহার সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যখন গৌতমের নিকট আমি অহল্যাকে দিয়া দিই, তখন দেবগণ নিরাশ হইয়া পড়েন।৩০

তুমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া পড়। তোমার মন কামে পূর্ণ ছিল; এইজন্য মুনির আশ্রমে যাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী সেই রমণীকে দর্শন করিলে।৩১

ইন্দ্র! তুমি কুপিত এবং কামপীড়িত হইয়া তাহার প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করিলে। সেই সময় ঐ মহর্ষি তোমাকে নিজ আশ্রমে দর্শন করিলেন।৩২

দেবেন্দ্র! তাহাতে ঐ পরম তেজস্বী মহর্ষির অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তখন তিনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার শাপের জন্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তুমি এই বিপরীত দশায় পতিত হইয়াছ।৩৩

বাসব! শক্র! যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি যুদ্ধে যাইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইবে।৩৪

অয়ং তু ভাবো দুর্বুদ্ধে যত্ত্বয়েহ প্রবর্ত্তিতঃ।
মানুষেষ্বপি লোকেষু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৫
তত্রার্ধং তস্য যঃ কর্ত্তা ত্বয্যর্ধং নিপতিষ্যতি।
ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৬
যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্ ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি।
এষ শাপো ময়া ভুক্ত ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ ॥৩৭
তাস্ত ভার্য্যাং সুনির্ভৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ ॥৩৮
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাদ্ রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যতি ॥৩৯
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যৎ তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ ॥৪০

দুর্বুদ্ধে। যেহেতু তুমি এস্থলে এই জারভাব প্রচলিত করিলে, সেইহেতু ঐ ভাব মনুষ্যলোক মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩৫

যে জারভাবে পাপাচার করিবে, তাহার উপর ঐ পাপের অর্দ্ধভাগ পতিত হইবে। আর তোমার উপর অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ পতিত হইবে; কারণ, তুমি ইহার প্রবর্ত্তক। নিঃসন্দেহে তোমার এইস্থান স্থিতিশীল, হইবে না।৩৬

যে যে ব্যক্তি দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই সেই ব্যক্তি ঐ পদে স্থির থাকিতে পারিবে না। এই শাপ আমি ইন্দ্রমাত্রকেই দিলাম, এই বাক্য তখন মুনি তোমাকে বলিয়াছিলেন।৩৭

তারপর ঐ মহাতপস্বী মুনি নিজ ভার্য্যাকেও অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া বলিলেন,—দুষ্টে! তুমি আমার এই আশ্রমের নিকটে অদৃশ্য হইয়া বাস কর এবং নিজরূপ ও যৌবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাও। যেহেতু তুমি রূপ যৌবনসম্পন্না হইয়াও স্বীয় মর্য্যাদায় স্থির থাকিতে পার নাই। সেইহেতু এই লোকে তুমি একাই রূপবতী থাকিবে না (বহু রূপবতী স্ত্রী উৎপন্ন হইবে।)৩৮-৩৯

তদা প্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা।
সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা ॥৪১
অজ্ঞানাদ্ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥৪২
অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ।
উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥৪৩
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ ॥৪৪
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৪৫
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্ধং তদা হি বরবর্ণিনি ॥৪৬

সেই হইতে বহু প্রজা রূপবতী হইয়া জন্মাইতে লাগিল। অহল্যা তখন বিনীতভাবে মহর্ষি গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া বলিল,—বিপ্রবর! ব্রহ্মর্ষে! দেবরাজ আপনারই রূপ ধারণ করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে; আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। অতএব না জানিয়া এই অপরাধ হইয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারবশে নহে। সেইজন্য আপনি আমার উপর কৃপা করুন।৪০-৪১

অহল্যা মহর্ষিকে এই কথা বলিলে তিনি উত্তর দিলেন,—ভদ্রে! ইক্ষ্বাকুবংশে এক মহাতেজস্বী মহারথী বীরের আবির্ভাব হইবে, যিনি সংসারে 'শ্রীরাম' নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণদিগের জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মনুষ্যদেহধারী হইয়া মহাবাহু শ্রীরামরূপে প্রকটিত হইবেন এবং তপোবনে গমন করিবেন। যখন তুমি তাঁহাকে দর্শন করিবে, তখনই তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে পাপকর্ম করিয়াছ, একমাত্র তিনিই তোমাকে তাহা হইতে পবিত্র করিতে পারেন।৪২-৪৫

বরবর্ণিনি (বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বর্ণ কান্তি (রং) আছে যাহার, তাহাকে বলে বরবর্ণিনী অর্থাৎ সুন্দরী)! তুমি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া আমার নিকট আগমন করিবে এবং পুনরায় আমারই সহিত বাস করিবে।৪৬

এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।
তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪৭
শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্বমুপস্থিতম্।
তৎস্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যত্ত্বয়া কৃতম্ ॥৪৮
তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নান্যেন বাসব।
শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ ॥৪৯
পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ।
পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে ॥৫০
নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্য্যকেণ মহোদধৌ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু যজ্ঞমিষ্ট্বা চ বৈষ্ণবম্ ॥৫১
পুনস্ত্রিদিবমাক্রামদন্বশাসচ্চ দেবরাট্।
এতদিন্দ্রজিতো নাম বলং যৎ কীর্ত্তিতং ময়া ॥৫২
নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ।
আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চাব্রবীৎ তদা ॥৫৩
অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদা।
বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪
আশ্চর্য্যং স্মারিতোঽস্ম্যদ্য যত্তদ্দৃষ্টং পুরাতনম্।
অগস্ত্যং ত্বব্রবীদ্ রামঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতঞ্চ মে ॥৫৫
এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া ব্রহ্মর্ষি গৌতম নিজ আশ্রম মধ্যে চলিয়া আসিলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঐ মুনির পত্নী অহল্যা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৪৭

মহাবাহো! মহর্ষি গৌতম শাপদান করায় তোমার মধ্যে এই সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর।৪৮

বাসব! ঐ শাপের জন্য তুমি শত্রুর কবলে পতিত হইয়াছ, অন্য কোন কারণে নহে। অতএব একাগ্রচিত্তে শীঘ্র বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।৪৯

দেবেন্দ্র! ঐ যজ্ঞে পবিত্র হইয়া তারপর তুমি পুনঃ স্বর্গে গমন করিবে। তোমার পুত্র জয়ন্ত সেই মহাযুদ্ধে নিহত হয় নাই।৫০

তাহার দাদামহাশয় পুলোমা তাহাকে মহাসাগর মধ্যে লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া দেবরাজ স্বর্গলোকে আগমন করিলেন এবং দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। (রঘুনন্দন!) আমি তোমার নিকট ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের এতাদৃশ বলের কথা কীর্ত্তন করিলাম। সে নিজ সামর্থ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে, সুতরাং সেখানে অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব? মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে বলিয়া উঠিলেন—'আশ্চর্য্য'।৫১-৫৩

অগস্ত্যের বাক্য শুনিয়া সেই সময় বানর এবং রাক্ষসগণও বিস্মিত হইল। তখন শ্রীরামের পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ বলিল,—আমি পূর্বে যে আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছিলাম, আজ মহর্ষি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এই সময় অগস্ত্যকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। আমি ইহা পূর্বে বিভীষণের নিকট শুনিয়াছিলাম।৫৪-৫৫

পুনরায় মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—রাম! এইরূপে সপুত্র রাবণ সম্পূর্ণ জগতের কণ্টক স্বরূপ ছিল, যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয় করিয়াছিল।৫৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[মাহিষ্মতীপুর্য্যাং রাবণস্য গমনম্, তত্রত্যরাজানমপ্রাপ্য মন্ত্রিভিঃ সহ বিন্ধ্যগিরি-সমীপং গত্বা নর্মদায়াং তস্য স্নানম্, ভগবতঃ শিবস্য পূজা চ।]

ততো রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেব হি।
উবাচ প্রণতো বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥১
ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদাপ্রভৃতি মেদিনীম্।
পর্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ॥২
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।
ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩
উতাহো হতবীর্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
বহিষ্কৃতা বরাস্ত্রৈশ্চ বহবো নির্জিতা নৃপাঃ ॥৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥৫
ইত্যেবং বাধমানস্তু পার্থিবান্ পার্থিবর্ষভ।
চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥৬
ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্।
সম্প্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং সদাসীদ্ বসুরেতসঃ ॥৭
তুল্য আসীন্নৃপস্তস্য প্রভাবাদ্ বসুরেতসঃ।
অর্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশয়ঃ সদা ॥৮
তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্বলী।
অর্জুনো নর্মদাং রন্তুং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ ॥৯
তমেব দিবসং সোঽথ রাবণস্তত্র আগতঃ।
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত ॥১০

একত্রিংশ সর্গ

[মাহিষ্মতী পুরীতে রাবণের গমন, সেখানকার রাজাকে না পাইয়া মন্ত্রিগণের সহিত বিন্ধ্যগিরিসমীপে যাইয়া নর্মদা নদীতে স্নান এবং ভগবান্ শিবের আরাধনা।]

তারপর মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ভগবন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন ক্রূর রাক্ষস রাবণ পৃথিবী বিজয় করিতে করিতে পর্য্যটন করিতেছিল, তখন কি সকল লোক শৌর্য্যগুণশূন্য ছিল? ২

কারণ, এমন কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা ক্ষত্রিয়েতর রাজা অধিকবলশালী ছিল না, যাহাদের নিকট হইতে রাক্ষসেশ্বর রাবণ পরাজিত হইয়া অপমানিত হয়? ৩

অথবা সেই সময় সকল রাজাই পরাক্রমশূন্য ও উত্তম-শস্ত্রজ্ঞানহীন ছিল, যাহার জন্য রাবণের নিকট বহু নৃপতি পরাস্ত হইয়াছিল।৪

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া ভগবান অগস্ত্যমুনি উপহাস পূর্বক মহাদেবের সহিত ব্রহ্মার বাক্যালাপের ন্যায় শ্রীরামকে বলিলেন।৫

মহীপতে! নরপতিশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাম! এইরূপে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল।৬

তারপর সে স্বর্গপুরী অমরাবতীসদৃশ সুশোভিতা মাহিষ্মতী নাম্নী নগরীতে উপস্থিত হইল। ঐ নগরীতে অগ্নিদেব সতত বিরাজ করেন।৭

অগ্নিদেবের প্রভাবে সেখানে অগ্নিতুল্য তেজস্বী অর্জুন নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। যাঁহার রাজত্বকালে কুশাস্তরণযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্বদা অগ্নিদেব বিরাজিত থাকেন।৮

যে দিন রাবণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, সেইদিন বলবান্ হৈহয়রাজ রাজা অর্জুন নিজ স্ত্রীগণের সহিত নর্মদানদীতে জলক্রীড়া করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।৯

ঐ দিনেই রাবণ মাহিষ্মতীপুরীতে আসিল।

কার্ত্তবীর্য্যার্জুনো নৃপতিঃ শীঘ্রং সম্যগাখ্যাতুমর্হথ।
রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধেপ্সু র্নৃবরেণ হ ॥১১
মমাগমনমপ্যগ্রে যুষ্মাভিঃ সন্নিবেদ্যতাম্।
ইত্যেবং রাবণেনোক্তাস্তেঽমাত্যাঃ সুবিপশ্চিতঃ ॥১২
অব্রুবন্ রাক্ষসপতিমসান্নিধ্যং মহীপতেঃ।
শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনং গতম্ ॥১৩
অপসৃত্যাগতো বিন্ধ্যং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্।
স তমভ্রমিবাবিষ্টমুদ্‌ভ্রান্তমিব মেদিনীম্ ॥১৪
অপশ্যদ্ রাবণো বিন্ধ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্।
সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্ ॥১৫
প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোভিঃ সকিন্নরৈঃ ॥১৬
স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্।
নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্ ॥১৭
ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্ ॥১৮
পশ্যমানস্ততো বিন্ধ্যং রাবণো নর্মদাং যযৌ।
চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥১৯
মহিষৈঃ সৃমরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ।
উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥২০
চক্রবাকৈঃ সকারণ্ডৈঃ সহংসজলকুক্কুটৈঃ।
সারসৈশ্চ সদা মত্তৈঃ কূজদ্ভিঃ সুসমাবৃতাম্ ॥২১
ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্ ॥২২

সেখানে আসিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রাজার মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।১০

শীঘ্র ও যথার্থরূপে আমাকে বল,—রাজা অর্জুন কোথায়? আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, তোমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে এখানে আসিয়াছি।১১

তোমরা অগ্রে আমার আগমনের কথা রাজাকে জানাও। রাবণ এইরূপ বলিলে সেই বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণ রাক্ষসপতিকে বলিল,—মহারাজ বর্ত্তমানে রাজধানীতে নাই। পুরবাসীদিগের মুখে রাজার বহির্গমনের কথা শুনিয়া বিশ্রবাপুত্র রাবণ সেখান হইতে হিমালয়-সদৃশ বিশাল বিন্ধ্যপর্বতে আসিল। ঐ পর্বত এরূপ উচ্চ ছিল যে, তাহাকে মেঘের ন্যায় মনে হইত (অর্থাৎ তাহার শিখরসমূহ আকাশস্পর্শী থাকায় মেঘ বলিয়া ভ্রম হইত) এবং ঐ পর্বত যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছে—ইহা প্রতীত হইত। বিন্ধ্যের ঐ গগনচুম্বী শিখর আকাশের রেখাঙ্কনের ন্যায় ছিল। রাবণ এতাদৃশ মহান্ পর্বতকে দেখিল। বিন্ধ্য সহস্র সহস্র শিখরে সুশোভিত, উহার শিখরসমূহে (পশুরাজ) সিংহ বাস করে।১২-১৫

তাহার সর্বোচ্চ শিখর হইতে যে শীতল জলধারা পতিত হইত, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন ঐ পর্বত অট্টহাস্য করিতেছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত সেখানে ক্রীড়া করেন। অত্যন্ত উচ্চ ঐ পর্বত তাহাতে স্বর্গ তুল্য সুশোভিত ছিল। স্ফটিকসদৃশ নির্মল জলের স্রোতযুক্তা নদীসমূহ থাকায় বিন্ধ্যপর্বত চঞ্চল জিহ্বা ও ফণাধারী শেষ নাগের ন্যায় প্রতীত হইত। হিমালয়সদৃশ বিশাল এবং বিস্তৃত বিন্ধ্যগিরি বহু গুহাযুক্ত ছিল। রাবণ এতাদৃশ বিন্ধ্যপর্বতকে দেখিতে দেখিতে পুণ্যসলিলা নর্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইল। শিলাখণ্ডযুক্তা ঐ নদীতে চঞ্চল জল প্রবাহিত হইত এবং উহা পশ্চিম সমুদ্র-গামিনী ছিল।১৬-১৯

নিদারুণ গ্রীষ্মে তাপিত হইয়া তৃষিত মহিষ, সৃমর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও গজরাজ নর্মদার জলাশয় বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে।২০

সর্বদা মত্ত হইয়া কলরবকারী চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট এবং সারস আদি জলপক্ষী নর্মদার জলরাশিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত।২১

তখন নদীসমূহশ্রেষ্ঠা নর্মদা পরম সুন্দরী প্রিয়তমা নারীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নর্মদার তীরবর্তী

পুষ্পরেণ্বনুলিপ্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্ ।
জলাবগাহসুস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্ ॥২৩
পুষ্পকাদবরুহ্যাশু নর্মদাং সরিতাং বরাম্ ।
ইষ্টামিব বরাং নারীমবগাহ্য দশাননঃ ॥২৪
স তস্যা পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতে ।
উপোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সার্ধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥২৫
প্রখ্যায় নর্মদাং সোঽথ গঙ্গেয়মিতি রাবণঃ ।
নর্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননঃ ॥২৬
উবাচ সচিবাংস্তত্র সলীলং শুকসারণৌ ।
এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্ ॥২৭
তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ ।
মামাসীনং বিদিত্বৈব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ ॥২৮
নর্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ ।
মদ্ভয়াদনিলো হ্যেষ বাত্যসৌ সুসমাহিতঃ ॥২৯
ইয়ং বাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্মদা নর্মবর্দ্ধিনী ।
নক্রমীনবিহঙ্গোর্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥৩০
তদ্ভবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি ।
চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥৩১
তে যূয়মবগাহধ্বং নর্মদাং শর্মদাং শুভাম্ ।
সার্বভৌমমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥৩২
অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মনো বিপ্রমোক্ষ্যথ
অহমপ্যদ্য পুলিনে শরদিন্দুসমপ্রভে ॥৩৩
পুষ্পোপহারং শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দিনঃ ।
রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥৩৪

ফুল্ল বৃক্ষ সকল তাহার ভূষণ, চক্রবাকযুগল তাঁহার স্তন, উচ্চ ও বিস্তৃত পুলিন তাঁহার নিতম্বদেশ, হংসসমূহ তাঁহার সুন্দর মেখলা (কাঞ্চীদাম), পুষ্পপরাগ অঙ্গরাগরূপে উহার শরীরে অনুলিপ্ত, জলের উজ্জ্বল ফেন উহার শ্বেত ও স্বচ্ছ শাড়ী, নর্মদার জলে অবগাহন (ডুব দেওয়া) হইল—তাহার সুখদ স্পর্শ এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন তাহার নেত্র স্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশমুখ রাবণ অতি সত্বর পুষ্পক বিমান হইতে নামিয়া ঐ নর্মদার জলে অবগাহন (ডুব দিয়া স্নান) করিয়া নানামুনিগণসেবিত তাহার রমণীয় তীরে মন্ত্রীদিগের সহিত উপবেশন করিল ।২২-২৫

'ইনি সাক্ষাৎ গঙ্গা' এই কথা বলিয়া রাবণ নর্মদার প্রশংসা করিল এবং আনন্দের অনুভব করিতে লাগিল ।২৬

পুনরায় রাবণ ঐস্থানে বসিয়াই শুক, সারণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে লীলাচ্ছলে বলিল,—এই সূর্য্যদেব নিজ সহস্র কিরণে সম্পূর্ণ জগৎকে যেন স্বর্ণময় করিয়া প্রচণ্ড তাপ দান করত বর্ত্তমানে আকাশের মধ্যভাগে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আমি এইস্থানে বসিয়া আছি। ইহা জানিয়াই যেন তিনি চন্দ্রের ন্যায় শীতল হইয়াছেন ।২৭-২৮

আমার ভয়ে ভীত পবন (বায়ু) দেব নর্মদাজলস্পর্শে শীতল, সুগন্ধযুক্ত ও শ্রমনাশক হইয়া অতি সাবধানে ধীর গতিতে বহিতেছেন ।২৯

নদীশ্রেষ্ঠ এই নর্মদাও আমাদের ক্রীড়ারস ও সুখ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহার তরঙ্গ সমূহে কুম্ভীর, মৎস্য ও জলপক্ষী খেলা করিতেছে, আর এই নর্মদা ভয়ভীত নারীর ন্যায় অবস্থিতা আছে ।৩০

তোমরা যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী নরপতিগণের অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ, সেইজন্য মনে হইতেছে—তোমরা রক্তচন্দনের রস লেপন করিয়াছ ।৩১

অতএব তোমরা সকলে সার্বভৌমাদি মদমত্ত বিশাল দিগ্‌গজগণের গঙ্গাস্নানের ন্যায় সুখদায়িনী ও মঙ্গলকরী এই নর্মদা নদীতে স্নান কর ।৩২

এই মহানদীতে স্নান করিয়া তোমরা (সকল) পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আমিও আজ শরৎকালীন চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল নর্মদাতীরে জটাজূটধারী শিবের উদ্দেশে ধীরে ধীরে (শান্তভাবে) পুষ্পের উপহার প্রদান করিব। রাবণ এই কথা বলিলে প্রহস্ত শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ (প্রভৃতি) রাক্ষসবৃন্দ নর্মদাতে স্নান করিল। যেরূপ বামন, অঞ্জন ও পদ্ম আদি বড় বড়

সমহোদরধূম্রাক্ষা নর্মদাং বিজগাহিরে।
রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা নর্মদা নদী ॥৩৫
বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ।
ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্মদাযাং মহাবলাঃ ॥৩৬
উত্তীর্য্য পুষ্পাণ্যাজহ্রুর্বল্যর্থং রাবণস্য তু।
নর্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ॥৩৭
রাক্ষসৈস্তু মুহূর্ত্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ।
পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩৮
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ।
তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্ ॥৩৯
নর্মদাসলিলাৎ তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ।
ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতঃ ॥৪০

রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমন্বয়ুঃ সর্বরাক্ষসাঃ।
তদ্গতীবশমাপন্না মূর্ত্তিমন্ত ইবাচলাঃ ॥৪১
যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥৪২
বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥৪৩
ততঃ সতামার্ত্তিহরং পরং বরং
বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্।
সমর্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ
প্রসার্য্য হস্তান্ প্রণনর্ত্ত চাগ্রতঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দিগ্‌গজগণ গঙ্গার জল বিক্ষুব্ধ করে, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণের হস্তী সকল নর্মদাতে নামিয়া তাহার জলকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তারপর ঐ মহাবল-শালী রাক্ষসগণ নর্মদায় স্নান করত তীরে উঠিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘতুল্য উজ্জ্বল ও মনোরম নর্মদাতীরে ঐ রাক্ষসগণ পুষ্প আনিয়া মুহূর্তমধ্যে এক পুষ্পপর্বত সৃষ্টি করিল। এইরূপে পুষ্পসংগ্রহ হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ নর্মদাতে স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় স্নান করিতে ইচ্ছুক গজরাজের গঙ্গায় অবতরণের ন্যায় নর্মদানদীতে অবতরণ করিল। তারপর রাবণ ঐ নদীতে বিধি অনুসারে স্নান করত অতি উত্তম জপনীয় মন্ত্র জপ করিয়া নর্মদার জল হইতে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র (ভিজে কাপড়) ত্যাগ করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিল। মূর্ত্তিমান্ কোন পর্বত গমন করিলে তাহার গতিবেগে বশীভূত বৃক্ষাদি যেরূপ তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তারপর রাবণ কৃতাঞ্জলি হইয়া গমন করিতে থাকিলে তাহার গতিবেগে বশীভূত হইয়া মূর্ত্তিমান্ পর্বতের ন্যায় রাক্ষসগণ তাহার অনুগমন করিল।৩৩-৪১

রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে যেখানে গমন করে, সেখানে সেখানে সে এক সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ লইয়া যায়।৪২

রাবণ বালীর বেদির উপর ঐ শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া গন্ধ (চন্দন) ও অমৃততুল্য সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।৪৩

যিনি স্বীয় ললাটে চন্দ্রকিরণের (চন্দ্রকিরণরূপ) ভূষণ ধারণ করেন, যিনি সৎপুরুষগণের পীড়াহরণকারী এবং ভক্তগণকে যিনি মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, ঐ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট দেবতা ভগবান্ শঙ্করের উত্তমরূপে পূজা করিয়া রাক্ষস (-রাজ রাবণ) তাঁহার সমীপে হস্ত প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[অর্জ্জুনহস্তৈর্নর্মদাপ্রবাহস্যাবরোধঃ, তত্র রাবণস্য পুষ্পোপহারস্য গমনম্, রাবণাদিরাক্ষসৈঃ সহ পুনরর্জ্জুনস্য সংগ্রামঃ, রাবণং বদ্ধ্বা স্বনগরে আনয়নঞ্চ।]

নর্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স দারুণঃ।
পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্দেশাদদূরতঃ ॥১
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে সহ নারীভির্নর্মদাতোয়মাশ্রিতঃ ॥২
তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ চ তদার্জ্জুনঃ।
করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ ॥৩
জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্।
রুরোধ নর্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ ॥৪
কার্ত্তবীর্য্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্মলম্।
কূলোপহারং কুর্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবতি ॥৫
সমীননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ।
স নর্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্‌কাল ইবাবভৌ ॥৬
স বেগঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ সম্প্রেষিত ইবাম্ভসঃ।
পুষ্পোপহারং সকলং রাবণস্য জহার হ ॥৭
রাবণোঽর্দ্ধসমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা।
নর্মদাং পশ্যতে কান্তাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্ ॥৮
পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্।
বর্দ্ধন্তমম্ভসো বেগং পূর্ব্বামাশাং প্রবিশ্য তু ॥৯
ততোঽনুদ্ভ্রান্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্।
নির্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্ রাবণো নদীম্ ॥১০

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[অর্জুনের হস্তসমূহদ্বারা নর্মদার প্রবাহের অবরোধ, সেখানে রাবণের পুষ্পোপহারের গমন, পুনঃ রাবণাদি নিশাচরের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও রাবণকে বন্দী করিয়া নিজ নগরে আনয়ন।]

সেই নিদারুণ রাক্ষসপতি রাবণ নর্ম্মদাতীরের যে স্থানে পুষ্পোপহার রচনা করিতেছিল, তাহারই অদূরে বিজয়ী বীরগণ শ্রেষ্ঠ মাহিষ্মতী নগরীর শক্তিশালী রাজা অর্জ্জুন নিজরমণীগণের সহিত নর্ম্মদা জলে ক্রীড়া করিতেছিলেন।১-২

তৎকালে রাজা অর্জ্জুন সহস্র হস্তিনীদিগের মধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় তাহাদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।৩

সেই রাজা নিজ সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে অভিলাষী হইয়া বহু সংখ্যক বাহু দ্বারা আবরণপূর্ব্বক নর্মদার বেগ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৪

কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জুনের বাহু দ্বারা অবরুদ্ধ নর্মদার ঐ নির্মল জল তীরে পূজানিরত রাবণের নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল এবং স্রোতের বিপরীত গতিতে বহিতে লাগিল।৫

মৎস্য, মকর, নক্র, পুষ্প এবং কুশাস্তরণশোভিত নর্মদার ঐ জলবেগ বর্ষাকালের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।৬

সেই জলবেগ কার্ত্তবীর্য্য কর্তৃক প্রেষিত হইয়াই যেন রাবণের সকল পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল।৭

তখন রাবণ নিজ পূজাসম্বন্ধীয় নিয়ম অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা অথচ রমণীয়া প্রেয়সীর ন্যায় নর্মদার দিকে চাহিয়া রহিল।৮

পশ্চিম দিক্ দিয়া আসিয়া পূর্বদিকে প্রবেশ করত ঐ জলবেগ বিপরীতগামী সাগরের জলোচ্ছ্বাসের (জোয়ারের) ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।৯

ঐ নদীর তীরে বৃক্ষোপরি অবস্থিত পক্ষিগণ নিরুদ্বেগে বাস করিত, কারণ, নর্মদার তখন নিজ স্বাভাবিক উত্তম শান্তভাব ছিল। রাবণ নির্ব্বিকারা নারীর ন্যায় ঐ নদীকে দেখিতে লাগিল।১০

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা হ্যশব্দাস্যো দশাননঃ ।
বেগপ্রভবমন্বেষ্টুং সোঽদিশচ্ছুকসারণৌ ॥১১
তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ ।
ব্যোমান্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ ॥১২
অর্ধযোজনমাত্রন্তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ ।
পশ্যেতাং পুরুষং তোয়ে ক্রীডন্তং সহযোষিতম্ ॥১৩
বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্ধজম্ ।
মদরক্তান্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্ ॥১৪
নদীং বাহুসহস্রেণ রুন্ধন্তমরিমর্দনম্ ।
গিরিং পাদসহস্রেণ রুন্ধন্তমিব মেদিনীম্ ॥১৫
বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্ ।
সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্ ॥১৬
তমদ্ভুততরং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ ॥১৭

বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বর ।
নর্মদাং রোধবদ্ রুদ্ধা ক্রীড়াপয়তি যোষিতঃ ॥১৮
তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা নদী ।
সাগরোদগারসঙ্কাশানুদগারান্ সৃজতে মুহুঃ ॥১৯
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ ।
রাবণোঽর্জুন ইত্যুক্ত্বা স যযৌ যুদ্ধলালসঃ ॥২০
অর্জুনাভিমুখে তস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে ।
চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা ॥২১
সকৃদেব কৃতো রাবঃ সরক্তপৃষতো ঘনৈঃ ।
মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ ॥২২
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তত্রাগাদ্ যত্র চার্জুনঃ ।
অদীর্ঘেণৈব কালেন স তদা রাক্ষসো বলী ॥২৩
তং নর্মদাহ্রদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ ।
স তত্র স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্ ॥২৪

সেই দশানন মুখে শব্দ না করিয়া নর্মদা নদীর বেগের মূলস্থান অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ করাঙ্গুলি দ্বারা শুক ও সারণকে আদেশ করিল ।১১

সেই ভ্রাতৃযুগল বীরবর শুক এবং সারণ রাবণের অনুমতি অনুসারে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিল ।১২

ঐ দুই রাক্ষস অর্দ্ধ যোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল যে, এক পুরুষ অবলাগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন ।১৩

তাঁহার শরীর বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, মত্ততাবশতঃ তাঁহার নয়নপ্রান্ত লোহিত ও চিত্ত ব্যাকুল এবং নর্মদার জলে কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়াছে ।১৪

পর্বত যেমন সহস্র পাদ দ্বারা মেদিনী অবরোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অরিদমন ঐ পুরুষও সহস্র বাহু দ্বারা নদী প্রবাহের গতিরোধ করিয়াছেন ।১৫

অধিক কি, তিনি সহস্র করেণু (হস্তিনী) দ্বারা পরিবেষ্টিত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নব যৌবনযুক্তা শ্রেষ্ঠ সহস্র সুন্দরীতে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন ।১৬

রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অতি অদ্ভুত পুরুষ দর্শনানন্তর রাবণসমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল ।১৭

রাক্ষসেশ্বর ! বৃহৎ শালতরুসদৃশ বিশাল কোন পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্মদারোধ করিয়া রমণীগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন ।১৮

ঐ পুরুষের বাহুসহস্র দ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নর্মদা নদী পর্ব্বকালে সাগর পরিবৃদ্ধির ন্যায় মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পাইতেছে ।১৯

দশানন শুক এবং সারণের নিকট এইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও অর্জুন ! এই কথা বলিয়া সংগ্রাম-লালসায় গমন করিল ।২০

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে, বায়ু রজো (ধূলি) মিশ্রিত হইয়া শব্দের সহিত প্রচণ্ড বেগে বহিতে লাগিল ।২১

মেঘবৃন্দ শোণিত ধারা বর্ষণ করত একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যেখানে অর্জুন আছে, সেই স্থানে রাক্ষসরাজ রাবণ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক এবং

নরেন্দ্রং পশ্যতে রাজা রাক্ষসানাং তদার্জুনম্।
স রোষাদ্ রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ ॥২৫
ইত্যেবমর্জুনামাত্যানাহ গম্ভীরয়া গিরা।
অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য বৈ ॥২৬
যুদ্ধার্থং সমনুপ্রাপ্তো রাবণো নাম নামতঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জুনস্য তে ॥২৭
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তঞ্চ রাবণং বাক্যমব্রুবন্।
যুদ্ধস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ সাধু রাবণ ॥২৮
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীগতঞ্চৈব যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্।
স্ত্রীসমক্ষগতং যত্ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপ ॥২৯
বাসিতামধ্যগং মত্তং শার্দ্দূল ইব কুঞ্জরম্।
ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব উষ্যতাং রজনী ত্বয়া।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা তু যদ্যস্তি শ্বস্তাত সমরেঽর্জুনম্ ॥৩০
যদি বাপি ত্বরা তুভ্যং যুদ্ধতৃষ্ণাসমাবৃত।
নিপত্যাস্মান্ রণে যুদ্ধমর্জুনেনোপযাস্যসি ॥৩১
ততস্তে রাবণামাত্যৈরমাত্যাস্তে নৃপস্য তু।
সূদিতাশ্চাপি তে যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥৩২
ততো হলহলাশব্দো নর্মদাতীরগো বভৌ।
অর্জুনস্যানুযাত্রাণাং রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্ ॥৩৩
ইষুভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈস্ত্রিশূলৈর্ব্বজ্রকর্ষণৈঃ।
সরাবণানর্দ্দয়ন্তঃ সমন্তাৎ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩৪
হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ।
সনক্রমীনমকরসমুদ্রস্যেব নিঃস্বনঃ ॥৩৫
রাবণস্য তু তেঽমাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।
কার্ত্তবীর্য্যবলং ক্রুদ্ধা নিহন্তি স্ম স্বতেজসা ॥৩৬
অর্জুনায় তু তৎকর্ম রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।
ক্রীড়মানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ ॥৩৭

সারণের সহিত গমন করিল। সেই অঞ্জন (কাজল) তুল্য কৃষ্ণবর্ণ বলবান্ রাক্ষস অচিরকাল মধ্যেই সেই ভয়ানক নর্মদাহ্রদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসরাজ দশানন মৈথুনেচ্ছু হস্তিনীগণে পরিবৃত হস্তীর ন্যায় রমণীবেষ্টিত নরপতি অর্জুনকে নিরীক্ষণ করিল। সেই সময় বলগর্বিত রাক্ষসেন্দ্র রাবণের নয়ন রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে গম্ভীরস্বরে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে এইরূপ বলিল,—মন্ত্রিবৃন্দ! তোমরা হৈহয়-নরপতি অর্জুনকে অবিলম্বে বল যে, রাবণ (আপনার সহিত) যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনের সেই মন্ত্রী সকল রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সশস্ত্রে উত্থিত হইয়া তাহাকে বলিল,—বা! রাবণ! বা! তোমার যুদ্ধের সময়জ্ঞান অতি উত্তম।২২-২৮

আমাদের মহারাজ যখন মদ্যপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, তুমি তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ। যেরূপ কোন ব্যাঘ্র কামবাসনাবাসিত ও হস্তিনীমধ্যস্থিত গজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুমি স্ত্রীসমক্ষে ক্রীড়াবিলাসে তৎপর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছ। দশগ্রীব! যদি তোমার একান্তই যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তবে আজ এই রাত্রি এখানে অতিবাহিত কর, কল্য অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিবে। তাত! অদ্য যুদ্ধের যে কালবিলম্ব হইল, তাহা ক্ষমা কর।২৯-৩০

যুদ্ধপিপাসু রাক্ষসরাজ! যদি তোমার নিতান্তই যুদ্ধের ত্বরা হইয়া থাকে, তবে আগে আমাদিগকে যুদ্ধে নিপাতিত কর, তারপর অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবে।৩১

ইহা শুনিয়া রাবণের সেই মন্ত্রিগণ নরপতির মন্ত্রীদিগকে সমরে বিনষ্ট করিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কতকগুলি রাজমন্ত্রীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।৩২

অবশেষে অর্জুনের অনুগমনকারিগণ এবং রাবণ-মন্ত্রিগণের হলহলা শব্দে নর্মদাতীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।৩৩

অর্জুনের অমাত্যগণ বাণ, তোমর, প্রাস, ত্রিশূল ও

শ্রুত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স তদার্জুনঃ।
উত্ততার জলাৎ তস্মাদ্গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥৩৮
ক্রোধদূষিতনেত্রস্তু স তদার্জুনপাবকঃ।
প্রজজ্বাল মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥৩৯
স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্।
অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ ॥৪০
বাহুবিক্ষেপকরণাং সমুদ্যম্য মহাগদাম্।
গারুড়ং বেগমাস্থায় আপপাতৈব সোঽর্জুনঃ ॥৪১
তস্য মার্গং সমারুধ্য বিন্ধ্যোঽর্কস্যেব পর্বতঃ।
স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ প্রহস্তো মুসলায়ুধঃ ॥৪২
ততোঽস্য মুসলং ঘোরং লোহবদ্ধং মহোদ্ধতঃ।
প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রুদ্ধো ররাস চ যথান্তকঃ ॥৪৩

তস্যাগ্রে মুসলস্যাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ।
প্রহস্তকরমুক্তস্য বভূব প্রদহন্নিব ॥৪৪
আধাবমানং মুসলং কার্ত্তবীর্য্যস্তদার্জুনঃ।
নিপুণং বঞ্চয়ামাস গদয়া গতবিক্লবঃ ॥৪৫
ততস্তমভিদুদ্রাব সগদো হৈহয়াধিপঃ।
ভ্রাময়াণো গদাং গুর্বীং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রয়াম্ ॥৪৬
ততো হতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।
নিপপাত স্থিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা ॥৪৭
প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ ॥৪৮
অপক্রান্তেষ্বমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।
রাবণোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণমর্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥৪৯

বজ্র কর্ষণ প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে নিপীড়ন করিতে করিতে চতুর্দিকে ধাবিত হইল।৩৪

নক্র, মীন ও মকর সহিত সাগরের যেমন ভীষণ বেগ হইয়া থাকে, সেইরূপ হৈহয়াধিপতির যোধবৃন্দের সুদারুণ বেগ হইল।৩৫

শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণ-মন্ত্রীসকল কুপিত হইয়া স্বীয় তেজোবলে কার্ত্তবীর্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল।৩৬

এমন সময়ে অর্জুনের কতিপয় সেবক পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া রাবণ এবং তদীয় মন্ত্রিবর্গের সেই কার্য্য ক্রীড়ারত অর্জুনকে নিবেদন করিল।৩৭

তখন সেই অর্জুন স্ত্রীগণকে 'ভয় নাই' বলিয়া গঙ্গাসলিল হইতে সমুত্থিত অঞ্জননামক দিগ্‌গজের ন্যায় নর্মদাজল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।৩৮

তখন তাহার নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময় অর্জুনরূপ অগ্নি যুগান্তকালীন মহাভয়ঙ্কর বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন।৩৯

সুন্দর সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদধারী অর্জুন অবিলম্বে গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকার অভিমুখীন দিবাকরের ন্যায় রাক্ষসগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৪০

বাহুদ্বারা যে গদা ঘুরাণ হয়, সেই বিশাল গদা উদ্যত করিয়া গরুড়ের ন্যায় তীব্রবেগের আশ্রয় গ্রহণ করত রাজা অর্জুন রাক্ষসদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।৪১

বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন সূর্য্যের পথ রোধপূর্ব্বক অবস্থিত ছিল, সেইরূপ প্রহস্ত মুসলাস্ত্র ধারণ করত তাঁহার মার্গ অবরোধ পূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।৪২

পরে মদোদ্ধত প্রহস্ত কুপিত হইয়া লৌহবদ্ধ ঘোরতর মুসল (তাঁহার সংহারের নিমিত্ত) নিক্ষেপ করিয়া, কালের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল।৪৩

প্রহস্তের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত ঐ মুসলের অগ্রভাগে অশোকপুষ্পের শিখাসদৃশ রক্তবর্ণ অগ্নি যেন তাহাকে (কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে) দগ্ধ করিবার জন্যই উদ্ভূত হইতে লাগিল।৪৪

কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন তাহাতে অল্পমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিজের দিকে বেগে আগত সেই মুসলকে নিপুণভাবে নিবারণ করিলেন।৪৫

সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশ্চ দারুণম্।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্ ॥৫০
সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ।
তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥৫১
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ।
মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥৫২
রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ।
পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্ ॥৫৩
বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিষেহিরে।
গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ ॥৫৪
যথাশনিরবেভ্যস্তু জায়তেঽথ প্রতিশ্রুতিঃ।
তথা তয়োর্গদাপোথৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥৫৫

অর্জুনস্য গদা সা তু পাত্যমানাহিতোরসি।
কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা ॥৫৬
তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা মুহুর্মুহুঃ।
অর্জুনোরসি নির্ভাতি গদোল্কেব মহাগিরৌ ॥৫৭
নার্জুনঃ খেদমায়াতি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ।
সমমাসীত্তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্বং বলীন্দ্রয়োঃ ॥৫৮
শৃঙ্গৈরিব বৃষাযুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ।
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষসসত্তমৌ ॥৫৯
ততোঽর্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা।
স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি ॥৬০
বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি।
দুর্বলেব যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ ॥৬১

অবশেষে গদাধারী হৈহয়পতি অর্জুন পঞ্চশত বাহু দ্বারা গুর্ব্বী (অত্যন্ত ভারী) গদা উত্তোলন করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৪৬

প্রহস্ত তখন গদা দ্বারা অতিবেগে আহত হইয়াও বাসব কর্ত্তৃক বজ্রাহত শৈলের ন্যায় কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে ভূতলে পতিত হইল।৪৭

প্রহস্তকে পতিত হইতে দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল।৪৮

প্রহস্ত নিপতিত এবং অমাত্যসকল পলায়ন করিলে রাবণ অবিলম্বে নৃপসত্তম অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৯

তারপর সহস্রবাহু নরপতি অর্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের মধ্যে রোমাঞ্চকারী নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।৫০

সংক্ষুভিত সাগরযুগল, চঞ্চলমূল পর্বতযুগল তেজস্বী আদিত্যযুগল, দহনকারী অনলযুগল, বলোন্মত্ত গজযুগল, কামবাসনাযুক্তা গাভীর জন্য লড়াই করিতে উদ্যত বৃষদ্বয় গর্জ্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্ব্বিত সিংহযুগল এবং রুদ্র ও কালের ন্যায় সেই রাক্ষসরাজ রাবণ এবং অর্জুন উভয়ে গদা গ্রহণ করিয়া তখন পরস্পরকে অতিশয় তাড়ন করিতে লাগিলেন।৫১-৫৩

পর্বতসকল যেমন ঘোরতর বজ্রপ্রহার সহ্য করে, তদ্রূপ সেই অর্জুন ও রাবণ তৎকালে গদাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন।৫৪

যেমন বজ্রপাতের শব্দের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরূপ তাহাদের গদাপাতের রবের প্রতিধ্বনিতে তখন দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে শোনা গেল।৫৫

অর্জুনের সেই গদা শত্রুর বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় নভোমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল।৫৬

রাবণের গদাও সেইরূপ বারংবার অর্জুনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া মহাপর্ব্বতের উপরে পতিতা উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।৫৭

তখন অর্জুন বা রাক্ষসপতি রাবণ কেহই বিষণ্ণ হইলেন না। প্রত্যুত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের সমান সংগ্রাম হইতে লাগিল।৫৮

স ত্বর্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ।
অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিষ্টনন্ ॥৬২
স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবং ততোঽর্জুনঃ।
সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥৬৩
স তু বাহুসহস্রেণ বলাদ্ গৃহ্য দশাননম্।
ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥৬৪
বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।
সাধ্বীতি বাদিনঃ পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যর্জুনমূর্ধনি ॥৬৫
ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাডিব কুঞ্জরম্।
ররাস হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবন্মুহুঃ ॥৬৬

প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্।
সহসা রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো হ্যভিদুদ্রাব হৈহয়ম্ ॥৬৭
নক্তঞ্চরাণাং বেগস্তু তেষামাপততাং বভৌ।
অদ্ভুত আতপাপায়ে পয়োদানামিবাম্বুধৌ ॥৬৮
মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ।
মুসলানি চ শূলানি সোৎসসর্জ তদা রণে ॥৬৯
অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাশু অসম্ভ্রান্তস্তদার্জুনঃ।
আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহারিনিষূদনঃ ॥৭০
তত স্তৈরেব রক্ষাংসি দুর্দ্ধরৈঃ প্রবরায়ুধৈঃ।
ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব ॥৭১

বৃষযুগল যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে এবং হস্তিদ্বয় যেমন দন্তাগ্র (বিষাণ) দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ নরপতি অর্জুন ও রাক্ষসপতি রাবণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।৫৯

পরে অর্জুন কুপিত হইয়া সবলে সেই গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মোচন করিলেন।৬০

রাবণের বক্ষঃস্থল বরদানপ্রভাবে রক্ষিত, সুতরাং সেই গদা বলহীনের ন্যায় স্বীয় বেগানুসারে প্রহার করিতে অসমর্থ এবং দ্বিখণ্ডিত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল।৬১

কিন্তু সেই রাবণ অর্জুনমুক্ত গদাপ্রহারে বিমুখ হইয়া একধনুঃপ্রমাণ পশ্চাদ্ গমন করিল এবং আর্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল।৬২

তখন অর্জুন গদাঘাতে দশাননকে ব্যাকুল দেখিয়া সহসা উৎসাহিত হইল এবং সর্পকে যেমন গরুড় গ্রহণ করে, সেইরূপ তিনি দশাননকে গ্রহণ করিলেন।৬৩

অধিকন্তু নারায়ণ যেমন বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা অর্জুন সহস্র বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক দশাননকে গ্রহণ করিয়া বন্ধন করিলেন।৬৪

দশানন বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া অর্জুনের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬৫

ব্যাঘ্র যেমন মৃগ এবং মৃগরাজ (সিংহ) যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ হৈহয়রাজ অর্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের ন্যায় গভীরস্বরে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করিতে লাগিলেন।৬৬

এদিকে রাক্ষস প্রহস্ত আশ্বাসিত হইয়া অর্থাৎ চৈতন্য পাইয়া রাবণের বন্ধন দর্শনে কুপিত হওত সহসা হৈহয়পতির অভিমুখে ধাবিত হইল।৬৭

(প্রহস্তকে ধাবিত হইতে দেখিয়া অন্যান্য রাক্ষসগণ ধাবিত হইল।) সেই সময় নিশাচরদিগের আগমনবেগ বর্ষাকালীন সাগরগামী মেঘসমূহের উড্ডয়নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।৬৮

তখন রাক্ষসেরা 'মুক্ত কর, মুক্ত কর, দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে বলিতে মুসল ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রসকল বারংবার সমরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৬৯

তাহাতে অর্জুন শত্রুনাশন উৎকণ্ঠিত হইলেন না। তিনি দেবরিপুগণের সেই অস্ত্রসকল স্বীয় শরীরে না লাগিতে লাগিতেই ধরিয়া ফেলিলেন।৭০

বায়ু যেমন মেঘবৃন্দকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন দুর্দ্ধর্ষ উত্তম অস্ত্রদ্বারা সেই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া বিতাড়িত করিলেন।৭১

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জুনস্তদা।
রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৭২

স কীর্য্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈ-
দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।
ততোঽর্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং
বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ ॥৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তখন কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন রাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত করত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাবণকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরগণ এবং দ্বিজগণ সেই ইন্দ্রতুল্য অর্জুনের মস্তকে পুষ্প ও আতপ চাউল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন বালিকে নিগ্রহ করিয়া স্বনগর অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন রাবণকে লইয়া আপনার সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৭২-৭৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[অর্জ্জুনসমীপাৎ পুলস্ত্যস্য রাবণায় মুক্তিদানম্।]

রাবণগ্রহণং তত্তু বায়ুগ্রহণসন্নিভম্।
ততঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥১
ততঃ পুত্রকৃতস্নেহাৎ কম্প্যমানো মহাধৃতিঃ।
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ ॥২
স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ।
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ॥৩
সোঽমরাবতীসঙ্কাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্।
প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥৪
পাদচারমিবাদিত্যং নিষ্পতন্তং সুদুর্দ্দর্শম্।
ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্ ॥৫
পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাদ্ধৈহয়াধিপঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রত্যুদ্‌গচ্ছৎ তপস্বিনম্ ॥৬

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[পুলস্ত্যকর্ত্তৃক অর্জুনের নিকট হইতে রাবণের মুক্তি দান।]

মহর্ষি পুলস্ত্য বায়ু গ্রহণের (বায়ুকে রোধ করার) ন্যায় রাবণের এই গ্রহণ অর্থাৎ অর্জুনকর্ত্তৃক বন্ধন স্বর্গে দেবগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলেন।১

যদ্যপি ঐ মহর্ষি মহান্ ধৈর্য্যশালী ছিলেন, তথাপি সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ কৃপাপরবশ হইয়া কম্পিতচিত্তে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে আগমন করিলেন।২

বায়ুসমানগতি দ্বিজবর পুলস্ত্য বায়ুপথ অবলম্বন করিয়া মনের ন্যায় ত্বরিত গমনে মাহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হইলেন।৩

ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হন, সেইরূপ তিনি হৃষ্ট ও পুষ্ট জনে পরিপূর্ণা অমরাবতীসদৃশ শোভাসম্পন্না মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৪

আকাশ হইতে নিপতিত আদিত্যের মত সুদুর্দ্দর্শ পাদচারী মুনিকে অবগত হইয়া দ্বারীরা অর্জুনের নিকট তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।৫

অর্জুন তাহাদের বচনানুসারে পুলস্ত্য বলিয়া

পুরোহিতোঽস্য গৃহ্যার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব চ।
পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥৭

ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
অর্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্ ॥৮

স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ।
পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ॥৯

অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা।
অদ্যাহন্তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দৃশম্ ॥১০

অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥১১

যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব।
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্।
ব্রহ্মন্! কিং কুর্মঃ কিং কার্য্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥১২

তং ধর্মেঽগ্নিষু পুত্রেষু শিবং পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জুনম্ ॥১৩

নরেন্দ্রাম্বুজপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন।
অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ ॥১৪

ভয়াদ্ যস্যোপতিষ্ঠেতাং নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ।
সোঽয়ং মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জয়ঃ ॥১৫

পুত্রকস্য যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া।
মদ্বাক্যাদ্ যাচমানোঽদ্য মুঞ্চ বৎস দশাননম্ ॥১৬

পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যোচে ন কিঞ্চন বচোঽর্জুনঃ।
মুমোচৈব পার্থিবেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ ॥১৭

স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ ॥১৮

অবধারণ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক সেই তপস্বীর প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন।৬

রাজা অর্জুনের পুরোহিত উহার অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক লইয়া ইন্দ্রের অগ্রগামী বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার অগ্রে যাইতে লাগিলেন।৭

যেরূপ ব্রহ্মাকে দেখিয়া ইন্দ্র সসম্ভ্রমে প্রণাম করেন, সেইরূপ উদিত ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী সেই ঋষিকে সমাগত দেখিয়া রাজা অর্জুন সসম্ভ্রমে তাঁহার বন্দনা করিলেন।৮

সেই রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যকে মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া হর্ষগদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন।৯

দ্বিজরাজ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, তথাপি আজ আপনাকে আমরা দর্শন করিলাম। সুতরাং অদ্যই মাহিষ্মতী নগরীকে আপনি অমরাবতীর ন্যায় গৌরবশালিনী করিলেন।১০

দেব! অদ্য দেবগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণযুগল বন্দনা করিলাম, অতএব আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ, জন্ম সফল এবং ব্রত সুসম্পন্ন হইল।১১

অধিক কি; আমার সমস্তই কুশল। ব্রহ্মন্! এই রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি আমরা উপস্থিত হইয়াছি (কারণ, আমরা আপনারই অতএব) আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব—আপনি তাহা আদেশ করুন।১২

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য পৃথিবীপতি হৈহয়রাজ অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নি ও পুত্রদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপ বলিলেন।১৩

কমলপলাশনয়ন! পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোহর মুখধারিন্! তুমি দশাননকে পরাজয় করিয়াছ, অতএব তোমার বলের তুলনা নাই।১৪

যাহার ভয়ে সাগর ও বায়ু নিষ্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই আমার পৌত্রকে সংগ্রামে জয় করিয়া তুমি তাহাকে বন্দী করিয়াছ।১৫

বৎস! পৌত্র দশাননের যশ অপনয়ন করিয়াছ এবং রাবণবিজয়ী বলিয়া আপনার নাম বিখ্যাত করিয়াছ

পুলস্ত্যেনাপি সন্ত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
পরিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ ॥১৯
পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ ।
মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥২০
এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীর্য্যাৎ প্রধর্ষণম্ ।
পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মুক্তো মহাবলঃ ॥২১
এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন ।
নাবজ্ঞা হি পরে কার্য্যা য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥২২

ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং
সহস্রবাহোরুপলভ্য মৈত্রীম্
পুনর্নৃপাণাং কদনং চকার ।
চকার সর্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অতএব আমার বাক্যানুসারে অদ্য দশাননকে মুক্ত কর। ইহাই আমার তোমার নিকট যাচ্ঞা।১৬

রাজাধিরাজ অর্জুন পুলস্ত্যঋষির আজ্ঞা শুনিয়া কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাক্ষসপতিকে মুক্তি দান করিলেন।১৭

অর্জুন দেবশত্রু দশাননের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব্য আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং অগ্নিসমক্ষে হিংসাবিহীন মৈত্রী সম্পাদন করিয়া সেই ব্রহ্মসুত পুলস্ত্যকে প্রণামপূর্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন।১৮

পুলস্ত্যকর্তৃক মোচিত হইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসপতি দশানন পরাজয়হেতু লজ্জিতভাবে আতিথ্য অঙ্গীকার করত অর্জুনকে আলিঙ্গন করিল।১৯

মুনিবর ব্রহ্মসুত পুলস্ত্য দশাননকে মোচন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।২০

মহাবল রাবণ কার্ত্তবীর্য্যের নিকট এইরূপে পরাভূত হইয়াছিল এবং পুলস্ত্যের বচনানুসারে পুনর্ব্বার মুক্ত হইয়াছিল।২১

রঘুনন্দন! বলবান্ হইতেও এইরূপ অনেক বলবান্ আছেন, অতএব যদি কেহ আপনার শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অপরকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।২২

সহস্রবাহু অর্জুনের নিকট মিত্রতা লাভ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ দর্পবশতঃ রাজগণের সংহার করিতে করিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[বালিনা রাবণস্য পরাভবঃ, তেন সহ রাবণস্য মিত্রতাস্থাপনঞ্চ ।]

অর্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
চচার পৃথিবীং সর্বামনির্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ ॥১
রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শৃণুতেঽয়ং বলাধিকম্ ।
রাবণস্তং সমাসাদ্য যুদ্ধে হ্বয়তি দর্পিতঃ ॥২
ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধাং নগরীং বালিপালিতাম্ ।
গত্বাহ্বয়তি যুদ্ধায় বালিনা হেমমালিনম্ ॥৩
ততস্তু বানরামাত্যাস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ ।
উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্ ॥৪
রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তে প্রতিবলো ভবেৎ ।
কোঽন্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥৫
চতুর্ভ্যোঽপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যামন্বাস্য রাবণ ।
ইদং মুহূর্ত্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্ত্তকম্ ॥৬
এতানস্থিচয়ান্ পশ্য য এতে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ ।
যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥৭
যদ্বামৃতরসঃ পীতস্ত্বয়া রাবণ রাক্ষস ।
তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥৮
পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিমং বিশ্রবসঃ সুত ।
ইদং মুহূর্তং তিষ্ঠস্ব দুর্লভং তে ভবিষ্যতি ॥৯
অথবা ত্বরসে মর্ত্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্ ।
বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব পাবকম্ ॥১০

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[বালী কর্তৃক রাবণের পরাভব এবং তাহার সহিত রাবণের মিত্রতা স্থাপন ।]

রাক্ষসরাজ রাবণ অর্জুনের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করত (তাহার সহিত মিত্রতা হওয়ায়) নির্ব্বেদ- (খেদ, অনুতাপ) হীন হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে লাগিল ।১

অধিক কি, মনুষ্য বা রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিক বলশালী শুনিল, দাম্ভিক রাবণ (দর্প বশতঃ) তাহার নিকট গিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল ।২

কোন সময়ে দশানন বালিপালিত কিষ্কিন্ধানগরে উপনীত হইয়া সুবর্ণমালাধারী বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল ।৩

তখন সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, তারার পিতা সুষেণ ও তার প্রভৃতি বানর অমাত্যসকল যুদ্ধকামনায় উপস্থিত দশাননকে বলিল ।৪

রাক্ষসেন্দ্র! যিনি আপনার প্রতিবল অর্থাৎ আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বালী এখন সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন । আর অন্য কোন্ বানর আপনার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে ? ৫

অতএব রাবণ! মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন; বালী চারি সাগরে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া এই মুহূর্তেই আগমন করিবেন ।৬

রাজন্! এই যে শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণ অস্থিসকল অবলোকন করিতেছেন, ইহা বানরাধিপতি বালীর তেজঃপ্রভাবে পরাজিত যুদ্ধশালী যোদ্ধাগণের কঙ্কাল ।৭

রাক্ষস রাবণ! যদি আপনি অমৃতরসও পান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বালীর নিকটে গমন করিলেই আপনার জীবন শেষ হইবে ।৮

বিশ্রবানন্দন! আপনি বর্ত্তমানে এই আশ্চর্য্যময় জগৎ এখন দর্শন করিয়া লউন এবং তাহা দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন; কারণ, ক্ষণকাল পরেই আপনার জীবন দুর্লভ হইবে ।৯

অথবা যদি মরিবার জন্য আপনার একান্ত ত্বরা হইয়া থাকে, তবে দক্ষিণসাগরে গমন করুন, সেখানে ভূমিস্থিত অগ্নির ন্যায় বালীকে অবলোকন করিবেন ।১০

স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য প্রযযৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥১১
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।
রাবণো বালিনং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্ ॥১২
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোঽঞ্জনসন্নিভঃ।
গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমব্রজৎ ॥১৩
যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টো বালিনাপি স রাবণঃ।
পাপাভিপ্রায়কং দৃষ্ট্বা চকার ন তু সম্ভ্রমম্ ॥১৪
শশমালক্ষ্য সিংহো বা পন্নগং গরুড়ো যথা।
ন চিন্তয়তি তং বালী রাবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥১৫
জিঘৃক্ষমাণমায়ান্তং রাবণং পাপচেতসম্।
কক্ষাবলম্বিনং কৃত্বা গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥১৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যরিং মমাঙ্কস্থং স্রংসদূরুকরাম্বরম্।
লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়স্যেব পন্নগম্ ॥১৭

ইত্যেবং মতিমাস্থায় বালী মৌনমুপাস্থিতঃ।
জপন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রাংস্তস্থৌ পর্বতরাড়িব ॥১৮
তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরি-রাক্ষসপার্থিবৌ।
প্রযত্নবন্তৌ তৎকর্ম ঈহতুর্বলদর্পিতৌ ॥১৯
হস্তগ্রাহ্যস্তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্।
পরাঙ্মুখোঽপি জগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥২০
গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥২১
তঞ্চ পীড়য়মানং তু বিতুদন্তং নখৈর্মুহুঃ।
জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥২২
অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণে দশাননে।
মুমোক্ষয়িষবো বালিং রবমাণা অভিদ্রুতাঃ ॥২৩
অন্বীয়মানস্তৈর্বালী ভ্রাজতেঽম্বরমধ্যগঃ।
অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্ ॥২৪

তখন লোকভয়ঙ্কর রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া সেই পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণসাগরে গমন করিল।১১

প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ মুখশোভিত ও সুবর্ণপর্বতসদৃশ কান্তিমান্ ও বৃহদাকার বালীকে তথায় সন্ধ্যা উপাসনায় তৎপর দেখিয়া কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাবণ তাহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া নিঃশব্দপদে গমন করিল।১২-১৩

তখন বালীও যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টি নিক্ষেপে রাবণকে দেখিল, কিন্তু তাহার মন্দ অভিপ্রায় অবগত হইয়াও সে উৎকণ্ঠিত হইল না।১৪

সিংহ যেমন শশককে বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ বালী পাপে কৃতসঙ্কল্প রাবণকে অবলোকন করিয়া ভাবিত হইল না।১৫

পাপচেতা রাবণ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেছে, অতএব ইহাকে নিজ কক্ষ দ্বারা গ্রহণ করিয়া অপর তিনটি মহাসাগরে গমন করিব।১৬

দেবতাগণ গরুড়গৃহীত সর্পের ন্যায় শত্রু দশাননকে মদীয় কক্ষদেশে লম্বমান এবং ইহার উরু, হস্ত ও বস্ত্রসকলকে গ্রস্ত হইয়া (লটকাইয়া) থাকিতে দেখিবেন।১৭

বালী মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মৌন অবলম্বন পূর্বক বৈদিক মন্ত্রসকল জপ করত, পর্বতরাজ সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল।১৮

সেই বলদর্পিত বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ উভয়ে পরস্পরকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রযত্নসহকারে পরস্পরকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।১৯

তারপর বালী সামান্য পদশব্দ দ্বারা জানিল যে, রাবণ হস্তগ্রহের উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছে, অমনি বিমুখ থাকিয়াই গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে গ্রহণ করিল।২০

বালী সেই গ্রহণাভিলাষী রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কক্ষদেশে (বগলে) গ্রহণ করিয়া সবেগে আকাশ মার্গ উল্লম্ফন করিল।২১

রাবণ নিপীড়িত হইয়া নখের দ্বারা বারংবার মর্ম্ম পীড়া দিতে লাগিল, তথাপি বায়ু যেমন মেঘসকলকে

তেঽশক্লুবন্তঃ সম্প্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ।
তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥২৫
বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্বতেন্দ্রাপি গচ্ছতঃ।
কিং পুনর্জীবনপ্রেপ্সু র্বিভ্রদ্ বৈ মাংসশোণিতম্ ॥২৬
অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেন্দ্রো মহাজবঃ।
ক্রমশঃ সাগরান্ সর্বান্ সন্ধ্যাকালমবন্দতঃ ॥২৭
সম্পূজ্যমানো যাতস্তু খচরৈঃ খচরোত্তমঃ।
পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥২৮
তস্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা স্নাত্বা জপ্ত্বা চ বানরঃ।
উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্ বহমানো দশাননম্ ॥২৯
বহুযোজনসাহস্রং বহমানো মহাহরিঃ।
বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা ॥৩০
উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্।
বহমানোঽগমদ্ বালী পূর্বং বৈ স মহোদধিম্ ॥৩১
তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ ॥৩২
চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য বানরঃ।
রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধোপবনেঽপতৎ ॥৩৩
রাবণন্তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসত্তমঃ।
কুতস্ত্বমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুহুঃ ॥৩৪
বিস্ময়ং তু মহদ্ গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো হরীন্দ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫
বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোঽস্মি রাবণঃ।
যুদ্ধেপ্সু রিহ সম্প্রাপ্তঃ স চাদ্যাসাদিতস্ত্বয়া ॥৩৬

অপসারিত করে, সেইরূপ বালী তাহাকে হরণ করিল।২২

রাবণকে অপহরণ করিলে সেই রাক্ষস-অমাত্য-সকল তাহাকে মুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া চীৎকার করিতে করিতে বালীর অভিমুখে ধাবিত হইল।২৩

অনুগামী মেঘসমূহ দ্বারা আকাশস্থিত অংশুমান্ সূর্য্য যেমন শোভা পান, আকাশ-মধ্যস্থিত বালী অনুগামী রাক্ষসগণের দ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।২৪

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ বালীকে লাভ করিতে সমর্থ হইল না, পরন্তু তাহার বাহু এবং উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।২৫

শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসকলও গমনপরায়ণ বালীর গমন পথ হইতে অপসৃত হয়, অতএব মাংস ও শোণিতধারী প্রাণিগণের ত কথাই নাই।২৬

অতিশয় বেগশালী বানরেন্দ্র বালী পক্ষিগণ অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সাগরসকলে গমন করিয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার ধ্যেয় দেবতার ধ্যান করিতে লাগিল।২৭

আকাশচারিশ্রেষ্ঠ বালী আকাশচারী প্রাণিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া রাবণ সহ পশ্চিম সাগরে গমন করিল।২৮

তাহাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা উপসনা এবং জপকরত বালী দশাননকে লইয়া উত্তর সাগরে প্রস্থান করিল।২৯

বানররাজ বালী শত্রু রাবণের সহিত সেই বহুযোজন বিস্তৃত পথ বায়ু এবং মনের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে সত্বর গমন করিল।৩০

বালী উত্তর সাগরে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া দশাননকে লইয়া পূর্ব্ব মহাসাগরে গমন করিল।৩১

ইন্দ্রপুত্র বানররাজ বালী তথায় সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া রাবণকে গ্রহণ করত পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধার অভিমুখে আগমন করিল ৩২

বানর সাগর চতুষ্টয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করত রাবণের নিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে নিপতিত হইল।৩৩

কপিসত্তম বালী স্বীয় কক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া দিল এবং বার বার উপহাস পূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? ৩৪

রাক্ষসপতি দশানন পরম বিস্ময় লাভ করিয়া

অহো বলমহো বীর্য্যমহো গাম্ভীর্য্যমেব চ।
যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোঽর্ণবান্ ॥৩৭
এবমশ্রান্তবদ্ বীর শীঘ্রমেব চ বানর।
মাং চৈবোদ্বহমানস্তু কোঽন্যো বীর ভবিষ্যতি ॥৩৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম।
মনোঽনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥৩৯
সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥৪০
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্।
সর্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥৪১
ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥৪২
অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরি-রাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥৪৩
স তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ।
অমাত্যৈরাগতৈর্নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥৪৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।
ধর্ষিতশ্চ বৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ ॥৪৫
বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্।
সোঽপি ত্বয়া বিনির্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গ ॥

শ্রমবশতঃ চঞ্চললোচনে সেই বানরপতিকে এই কথা বলিল।৩৫

মহেন্দ্র-প্রতিম বানরেন্দ্র! আমি রাক্ষসপতি রাবণ, তোমার সহিত যুদ্ধাভিলাষে এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে কক্ষমধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তাহা পূরণ করিয়াছেন।৩৬

বীর! আপনি আমাকে পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া সাগর চতুষ্টয়ে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য এবং বল সকলই বিচিত্র।৩৭

বীর বানর! আপনি আমাকে এইরূপ সত্বর বহন করিয়াও অশ্রান্ত রহিয়াছেন। অহো! এইরূপ বহন করিতে আর কে সমর্থ হইবে? ৩৮

বানর(রাজ)! মন, বায়ু ও সুপর্ণ এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি ছিল, আপনারও সেইরূপ গমন শক্তি আছে—ইহাতে সংশয় নাই।৩৯

হে কপিশ্রেষ্ঠ! আপনার বল প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব অনলসমীপে আপনার সহিত সুস্নিগ্ধ চিরসখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি।৪০

বানররাজ! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন,—এই সমস্তই আমাদের অবিভক্ত হইবে।৪১

পরে সেই বানর এবং রাক্ষস অনল প্রজ্বালন পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে ভ্রাতৃত্ব লাভ করিল।৪২

অবশেষে সেই বানর এবং রাক্ষস হৃষ্ট হইয়া পরস্পরের কর অবলম্বনপূর্ব্বক সিংহদ্বয়ের গিরিগুহা প্রবেশের ন্যায় কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিল।৪৩

পরে ত্রৈলোক্যবিনাশাভিলাষী সমাগত অমাত্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাবণ সুগ্রীবের ন্যায় তথায় এক মাস বাস করিল।৪৪

প্রভো! বালী রাবণকে এইরূপ নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে অগ্নির নিকট তাহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করে।৪৫

রাম! বালীর অতুলনীয় ও অতি উত্তম বল ছিল; কিন্তু অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তুমি সেই বালীকেও দগ্ধ করিয়াছ।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গঃ

[হনুমত উৎপত্তিঃ, শৈশবে সূর্য্যস্য রাহোরৈরাবতস্য চোপরি আক্রমণম্, ইন্দ্রস্য বজ্রাঘাতেন তস্য মূর্চ্ছা, বায়ুকোপেন প্রাণিনাং ক্লেশঃ, বায়ুং প্রসাদয়িতুং দেবতাভিঃ সহ ব্রহ্মণস্তস্য সমীপে গমনঞ্চ।]

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রয়ং মুনিম্।
প্রাঞ্জলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ ॥১
অতুলং বলমেতদ্ বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
ন ত্বেতাভ্যাং হনুমতা সমং ত্বিতি মতির্মম ॥২
শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ ॥৩
দৃষ্টৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥৪
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা।
দৃষ্টা সম্ভাষিতা চাপি সীতা হ্যাশ্বাসিতা তথা ॥৫
সেনাগ্রগা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজঃ।
এতে হনুমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥৬
ভূয়ো বন্ধাদ্ বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী ॥৭
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্ম্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ ॥৮
এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥৯
হনূমান্ যদি মে ন স্যাদ্ বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥১০

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[হনুমানের উৎপত্তি, শৈশবকালে সূর্য্য, রাহু ও ঐরাবতের উপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রে উহার মূর্চ্ছা, বায়ুর কোপে সকল প্রাণীর ক্লেশ এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত ব্রহ্মার তাঁহার নিকট গমন।]

তখন রাম হাত যোড় করিয়া বিনীতভাবে দক্ষিণদিক্‌বাসী মুনিকে এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন।১

বালী এবং রাবণের এই বলের উপমা নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়—ইহাদের বল হনুমানের সমান নহে।২

বিশেষতঃ শৌর্য্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, বিক্রম এবং প্রভাব—এই সকল সদ্গুণ হনুমানে প্রতিষ্ঠিত আছে।৩

সাগর দর্শন করিয়া বানরবাহিনী অবসন্ন হইলে মহাবাহু হনুমান্ ইহা অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাস দান করত শতযোজন সাগর উল্লম্ফন করিয়াছিল।৪

তখন হনুমান্ লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরাস্ত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শন লাভান্তে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়াছিল।৫

অধিক কি, সেনাপতিগণ, মন্ত্রীপুত্র সকল, কিঙ্করবৃন্দ এবং রাবণপুত্র অক্ষকে হনুমান্ একাকীই তথায় নিপাতিত করিয়াছে।৬

পুনর্ব্বার হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত দশাননের সহিত সম্ভাষণ করিয়া প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সারা লঙ্কাপুরীকে ভস্মীভূত করিয়াছিল।৭

যুদ্ধসময়ে হনুমানের যে পরাক্রম দর্শন করিয়াছি, তাহা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা ধনপতি কুবেরেরও শ্রুত হয় না।৮

ইহার বাহুবীর্য্য প্রভাবে রাজ্য জয়, মিত্র, বান্ধব,

কিমর্থং বালী চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া।
তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধো বীরুধো যথা ॥১১
নহি বেদিতবান্ মন্যে হনূমানাত্মনো বলম্।
যদ্ দৃষ্টবাঞ্জীবিতেষ্টং ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্ ॥১২
এতন্মে ভগবন্ সর্বং হনূমতি মহামুনে।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত ॥১৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমৃষিস্ততঃ।
হনূমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
সত্যমেতদ্ রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ ব্রবীষি হনূমতি।
ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ ॥১৫
অমোঘশাপৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা।
ন বেত্তা হি বলং সর্বং বলী সন্নরিমর্দন ॥১৬
বাল্যেঽপ্যেতেন যৎ কর্ম কৃতং রাম মহাবল।
তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমিতি বাল্যতয়াস্যতে ॥১৭
যদি বাস্তি ত্বভিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব।
সমাধায় মতিং রাম নিশাময় বদাম্যহম্ ॥১৮
সূর্য্যদত্তবরস্বর্ণঃ সুমেরুর্নাম পর্বতঃ।
যত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যস্য কেসরী নাম বৈ পিতা ॥১৯
তস্য ভার্য্যা বভূবেষ্টা অঞ্জনেতি পরিশ্রুতা।
জনয়ামাস তস্যাং বৈ বায়ুরাত্মজমুত্তমম্ ॥২০
শালিশূকনিভাভাসং প্রাসূতেমং তদাঞ্জনা।
ফলান্যাহর্ত্তুকামা বৈ নিষ্ক্রান্তা গহনে বরা ॥২১
এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভৃশার্দিতঃ।
রুরোদ শিশুরত্যর্থং শিশুঃ শরবণে যথা ॥২২

লক্ষ্মণ এবং সীতাকে লাভ করিয়াছি ও লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছিল।৯

অধিক কি, বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার সহায় না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধান করিতে কে সমর্থ হইত? ১০

যে সময়ে বালী ও সুগ্রীবের বিরোধ জন্মিয়াছিল, সেই সময় এই হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় দাবানল কর্তৃক বৃক্ষদহনের ন্যায় কি জন্য বালীকে দগ্ধ করে নাই? (ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।)১১

প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বানরাধিপতি সুগ্রীবের যে ক্লেশ দর্শন করিয়াছিল, তাহাতে আমি বোধ করি, হনুমান তৎকালে নিজ সামর্থ অবগত ছিল না।১২

অমরপূজিত ভগবান্ মহামুনে! আমি হনুমানের বিষয় যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথরূপে বর্ণনা করুন।১৩

অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৪

রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; বল, গতি বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ নাই।১৫

শত্রুনাশন। যাঁহাদিগের শাপ কখন ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিসকল পুরাকালে ইহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য হনুমান্ বলবান্ হইয়াও সমস্ত বল অবগত নহে।১৬

মহাবল রাম! হনুমান্ যখন বালকরূপে অঞ্জনার নিকট ছিল, সেই অতি বাল্যকালেও যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তোমার নিকটে ইহার সেই কার্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহি।১৭

অথবা হে রাঘব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি বুদ্ধি স্থির করিয়া শ্রবণ কর,—আমি বলিতেছি।১৮

সূর্য্যের বরপ্রভাবে সুবর্ণরূপী সুমেরুনামক এক পর্ব্বত আছে। ইহার পিতা কেশরী সেখানে রাজ্য শাসন করে।১৯

অঞ্জনা নামে বিখ্যাতা তাহার প্রিয়া এক ভার্য্যা ছিল। বায়ু তাহার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন।২০

বরাঙ্গনা অঞ্জনা শালিধান্যের অগ্রভাগসদৃশ পিঙ্গল-

তদোদ্যন্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্।
দদর্শ ফললোভাচ্চ হ্যুৎপপাত রবিং প্রতি ॥২৩
বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্।
গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বরমধ্যগঃ ॥২৪
এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনূমতি।
দেব-দানব-যক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ ॥২৫
নাপ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা।
যথায়ং বায়ুপুত্রস্তু ক্রমতেঽম্বরমুত্তমম্ ॥২৬
যদি তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ।
যৌবনং বলমাসাদ্য কথং বেগো ভবিষ্যতি ॥২৭
তমনুপ্লবতে বায়ুঃ প্লবন্তং পুত্রমাত্মনঃ।
সূর্য্যদাহভয়াদ্ রক্ষংস্তুষারচয়শীতলঃ ॥২৮
বহুযোজনসাহস্রং ক্রামন্নেব গতোঽম্বরম্।
পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করাভ্যাশমাগতঃ ॥২৯
শিশুরেষ ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা দিবাকরঃ।
কার্য্যং চাস্মিন্ সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥৩০
যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ।
তমেব দিবসং রাহুর্জিঘৃক্ষতি দিবাকরম্ ॥৩১
অনেন চ পরামৃষ্টো রাহুঃ সূর্য্যরথোপরি।
অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ ॥৩২
ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রুকুটিং কৃত্বা দেবং দেবগণৈর্বৃতম্ ॥৩৩
বুভুক্ষাপনয়ং দত্ত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব।
কিমিদং তত্ত্বয়া দত্তমন্যস্য বলবৃত্রহন্ ॥৩৪

বর্ণ এই শিশুকে প্রসব করত ফল আহরণ করিতে অভিলাষী হইয়া আশ্রম হইতে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।২১

তখন এই শিশু মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শরবণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।২২

তৎকালে জবাকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ সূর্য্য উদিত হইতেছিলেন, শিশু ইহা অবলোকন করিয়া ফললোভে তাঁহার অভিমুখে উল্লম্ফন করিল।২৩

মূর্ত্তিমান্ প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ ঐ বালক বালসূর্য্যকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অভিমুখে নভোমণ্ডলের মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্লবন করিতে লাগিল।২৪

এই হনুমান্ বাল্যাবস্থায় ঐরূপে উড়িতে থাকিলে দেব, দানব ও যক্ষগণের সকলেরই অতিশয় বিস্ময় হইল।২৫

এই বায়ুপুত্র হনুমান্ উত্তম (উচ্চ) আকাশ যেরূপ বেগে অতিক্রম করিতেছে, বায়ু, গরুড় বা মনও এইরূপ বেগবান্ নহেন।২৬

যদি এই বাল্যাবস্থাতেই শিশুর ঈদৃশ বেগ ও পরাক্রম, তাহা হইলে যৌবনকালের বল প্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ বেগ হইবে? ২৭

স্বীয় পুত্র আকাশে উড়িতে থাকিলে বায়ু তুষারাবলির ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।২৮

পিতার শক্তিপ্রভাবে বহু সহস্রযোজন আকাশ অতিক্রম করিয়া হনুমান্ বাল্যস্বভাববশতঃ সূর্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল।২৯

কিন্তু 'এ শিশু, সুতরাং গুণ ও দোষের জ্ঞান নাই; বিশেষতঃ দেবকার্য্য ইহার সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত', দিবাকর এই বিবেচনা করিয়াই ইহাকে দগ্ধ করিলেন না।৩০

এই বানর যে দিবসে সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য উল্লম্ফন দেয়, সেই দিবসেই রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে যায়।৩১

কিন্তু এই হনুমান্ যখন সূর্য্যদেবের রথের উপরি রাহুকে স্পর্শ করে, তখন চন্দ্র-সূর্য্যবিমর্দ্দন রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করে।৩২

সিংহিকাপুত্র রাহু রোষবশতঃ ইন্দ্রালয়ে গমন

অদ্যাহং পর্ব্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্য্যমাগতঃ।
অথান্যো রাহুরাসাদ্য জগ্রাহ সহসা রবিম্ ॥৩৫
স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সম্ভ্রমান্বিতঃ।
উৎপপাতাসনং হিত্বা উদ্বহন্ কাঞ্চনীং স্রজম্ ॥৩৬
ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদস্রবম্।
শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্ ॥৩৭
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।
প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনূমতা ॥৩৮
অথাতিরভসেনাগাদ্ রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্।
অনেন চ স বৈ দৃষ্টঃ প্রধাবন্ শৈলকূটবৎ ॥৩৯
ততঃ সূর্য্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেক্ষ্য চ।
উৎপপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্ ॥৪০
উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রধাবন্তং প্লবঙ্গমম্।
অবেক্ষ্যৈবং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্‌মুখঃ ॥৪১
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সন্ত্রাসান্মুহুর্মুহুরভাষত ॥৪২
রাহোর্বিক্রোশমানস্য প্রাগেবালক্ষিতং স্বরম্।
শ্রুত্বেন্দ্রোবাচ মা ভৈষীরহমেনং নিষূদয়ে ॥৪৩
ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহত্তদিদমিত্যপি।
ফলং তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ ॥৪৪
তথাস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া।
মুহূর্ত্তমভবদ্ ঘোরমিন্দ্রাগ্ন্যোরিব ভাস্বরম্ ॥৪৫
এবমাধবমানং তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।
হস্তান্তাদতিমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ ॥৪৬

করিয়া ভ্রূকুটিপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত দেব সুরপতিকে বলিল।৩৩

বল ও বৃত্রাসুরনাশিন্! বাসব! আমার ক্ষুধা অপনয়নের নিমিত্ত আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় দান করিয়াছেন, কিন্তু আপনি এখন তাহা কেন অন্যকে দান করিলেন? ৩৪

পর্ব্বকাল (অমাবস্যা) উপস্থিত হওয়ায় অদ্য সূর্য্যের গ্রহণাভিলাষী হইয়া আমি সূর্য্যসকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু সহসা অন্যরাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল।৩৫

সেই বাসব (ইন্দ্র) রাহুর বাক্যশ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া সুবর্ণমাল্য ধারণ করত আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।৩৬

পরে কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ বৃহদাকার, চতুর্দ্দন্ত, মদস্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী, অতীব উন্নত স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাস্য সমন্বিত হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যেস্থানে হনুমানের সহিত সূর্য্য অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় ইন্দ্র গমন করিলেন।৩৭-৩৮

কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করত অতিবেগে তাঁহার পূর্ব্বেই গিয়া উপস্থিত হইল। তখন হনুমান্ পর্ব্বতশিখরতুল্য বৃহদাকার রাহুকে দৌড়াইতে দেখিল।৩৯

সেই সময় রাহুকে ফলবোধ করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহিকা-তনয়কে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় হনুমান্ পুনর্বার আকাশে উৎপতিত হইল।৪০

রাম! এই বানর হনুমান্ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলে, মুখমাত্র অবশিষ্ট রাহু ইহার বৃহৎকায় দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল।৪১

পরন্তু সিংহিকাসুত রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার বাসনায় ভয়বশতঃ 'ইন্দ্র, ইন্দ্র' এই কথা বারংবার বলিতে লাগিল।৪২

ইন্দ্র পূর্ব্বলক্ষিত রাহুর কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ভয় নাই, আমি ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি।৪৩

পরে মারুত-তনয় হনুমান্ ঐরাবতকে অবলোকন করিয়া 'এই ফল বৃহত্তর' এই বিবেচনায় সেই গজরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪৪

রাঘব! হনুমান্ ঐরাবতগ্রহণ অভিলাষে ধাবিত হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ইহার রূপ ইন্দ্রও কালানলের ন্যায় ঘোরতর হইল।৪৫

পরন্তু শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়াই এইরূপে

ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাড়িতঃ।
পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজ্যত ॥৪৭
তস্মিংস্তু পতিতে চাপি বজ্রতাড়নবিহ্বলে।
চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ ॥৪৮
প্রচারং স তু সংগৃহ্য প্রজাস্বন্তর্গতঃ প্রভুঃ।
গুহাং প্রবিষ্টঃ স্বসুতং শিশুমাদায় মারুতঃ ॥৪৯
বিণ্মূত্রাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পরমার্তিকৃৎ।
রুরোধ সর্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ ॥৫০
বায়ুপ্রকোপাদ্ ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্বতঃ।
সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে ॥৫১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্।
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ ॥৫২

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ।
প্রজাপতিং সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া ॥৫৩
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ।
ত্বয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজা নাথ চতুর্বিধাঃ ॥৫৪
ত্বয়া দত্তোঽয়মস্মাকমায়ুষঃ পবনঃ পতিঃ।
সোঽস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদেষোঽদ্য সত্তম ॥৫৫
রুরোধ দুঃখং জনয়ন্নন্তঃপুর ইব স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্ ॥৫৬
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো নুদ দুঃখহন্।
এতৎ প্রজানাং শ্রুত্বা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ ॥৫৭
কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত।
যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চুক্রোধ চ রুরোধ চ ॥৫৮

ধাবমান হনুমান্‌কে হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা প্রহার করিলেন।৪৬

ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া হনুমান্ পর্বতে পতিত হইল, তাহাতে ইহার বাম হনু ভগ্ন হইল।৪৭

সেই হনুমান্ বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে, পবন প্রজাগণের অমঙ্গলকামনায় ইন্দ্রের উপর কুপিত হইলেন।৪৮

সামর্থ্যশালী ও সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত মারুত নিজগতি রুদ্ধ করত (ইহাতে সকলের শ্বাস রোধ হইয়া পড়িল এবং সকলে অত্যন্ত কাতর হইল।) স্বীয় শিশুতনয়কে লইয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন।৪৯

অধিক কি, ইন্দ্র যেমন বর্ষণ আবরণ পূর্বক জীব সকলকে নিরোধ করেন, সেইরূপ বায়ুদেব পরম ক্লেশপ্রদ প্রজাদের মলমূত্রাশয় আবরণ করিয়া প্রাণিবর্গকে নিরুদ্ধ করিলেন।৫০

সুতরাং বায়ুর কোপবশতঃ সকল প্রাণীর সর্বতোভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইল এবং সন্ধিসকল (জোড়স্থান সকল) ভিন্ন (বিযুক্ত) হওয়ায় তাহারা কাষ্ঠতুল্য হইয়া রহিল।৫১

তখন বায়ুর কোপে তিনলোক অধ্যয়ন, যাগ, ধর্ম্ম এবং ক্রিয়াহীন হইলে নরকস্থিত প্রাণীর ন্যায় ত্রিলোকের প্রাণিগণ কষ্ট পাইতে লাগিল।৫২

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর এবং মানুষ প্রভৃতি প্রজাসকল দুঃখিত হইয়া সুখবাসনায় প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন।৫৩

বায়ু রোধবশতঃ উদরীরোগীর ন্যায় স্ফীতোদর দেবতাসকল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! নাথ। আপনি চতুর্বিধ প্রাণী সৃজন করিয়াছেন। সত্তম! আপনি পবনকে আমাদিগের আয়ুর অধিপতি করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই বায়ু প্রাণেশ্বর হইয়া অদ্য সহসা আমাদিগকে ক্লেশ প্রদানকরত অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায় অবরোধ করিয়াছেন। সেইজন্য বায়ু কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম।৫৪-৫৬

দুঃখহারিন্! আপনি আমাদের এই বায়ু-সংরোধ-জনিত দুঃখ অপনয়ন করুন। প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাবর্গের এই কথা শুনিয়া, 'এ বিষয়ের কারণ আছে' এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—প্রজাসকল! বায়ু যে কারণে কুপিত হইয়া রোধ করিয়াছেন, তাহা আমার বলা উচিত এবং তোমাদেরও

প্রজাঃ শৃণুধ্বং তৎ সর্বং শ্রোতব্যং চাত্মনঃ ক্ষমম্।
পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ ॥৫৭

রাহোর্বচনমাস্থায় ততঃ স কুপিতোঽনিলঃ।
অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্ ॥৬০

শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ।
বায়ুঃ প্রাণঃ সুখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥৬১

বায়ুনা সম্পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা ॥৬২
অদ্যৈব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ স্থিতাঃ।
তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুকৃপ্রদো হি নঃ ॥
মা বিনাশং গমিষ্যাম অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতাঃ ॥৬৩

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ
সদেব-গন্ধর্ব-ভুজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ।
জগাম তত্রাস্যতি যত্র মারুতঃ
সুতং সুরেন্দ্রাভিহতং প্রগৃহ্য সঃ ॥৬৪
ততোঽর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভং
সুতং তদোৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ।
চতুর্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ
সদেব-গন্ধর্ব-ঋষি-যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, অতএব তোমরা তাহা শ্রবণ কর। সুরপতি ইন্দ্র রাহুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অদ্য বায়ুর পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেই কারণবশতঃ বায়ু সর্বতোভাবে কুপিত হইয়াছেন। বায়ু অশরীর হইয়া পলায়ন করত সমস্ত শরীরেই বিচরণ করিতেছেন।৫৭-৬০

বিশেষতঃ বায়ু ব্যতীত সকলের শরীর কাষ্ঠতুল্য হয়, সুতরাং বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সুখ ও বায়ুই সমস্ত জগৎ। বায়ু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জগতের জীবসকল সুখলাভ করিতে সমর্থ নহে। জগতের আয়ুরূপী বায়ু অদ্য সকলপ্রাণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।৬১-৬২

অদ্যই তোমরা বায়ুকর্ত্তৃক নিষ্প্রাণ হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছ, অতএব আমাদের পীড়াপ্রদ মারুত যেস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, চল—আমরা তথায় গমন করি। বিশেষতঃ অদিতিতনয় বায়ুকে প্রসন্ন না করিলে আমরা বিনষ্ট হইব।৬৩

তারপর প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণের সহিত যেস্থানে মারুত ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভিহত পুত্রকে লইয়া অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।৬৪

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি এবং যক্ষগণের সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মা বায়ুর ক্রোড়ে সূর্য্য, অগ্নি ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান্ বায়ুপুত্রকে দেখিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিলেন।৬৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং হনুমতে জীবনদানম্‌, তস্মৈ নানাবিধবরদানম্‌, হনুমন্তং নীত্বা পবনস্যাঞ্জনাসমীপে গমনম্‌, ঋষীণাং শাপেন তস্য স্বীয়বলবিস্মরণম্‌, অগস্ত্যাদিমুনীনাং সমীপে যজ্ঞকরণেচ্ছাং বিজ্ঞাপ্য গমনানুমতিদানঞ্চ।]

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দিতঃ।
শিশুকং তং সমাদায় উত্তস্থৌ ধাতুরগ্রতঃ ॥১
চলকুণ্ডলমৌলিস্রক্‌ তপনীয়বিভূষণঃ।
পাদয়োর্ন্যপতদ্‌ বায়ুস্ত্রিরুপস্থায় বেধসে ॥২
তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা।
বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্‌ ॥৩
স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোঽথ সলীলং পদ্মজন্মনা।
জলসিক্তং যথা শস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্‌ ॥৪
প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা প্রাণো গন্ধবহো মুদা।
চচার সর্বভূতেষু সন্নিরুদ্ধং যথা পুরা ॥৫
মরুদ্‌রোধাদ্‌ বিনির্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতাভবন্‌।
শীতবাতবিনির্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সাম্বুজাঃ ॥৬
ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ ত্রিধামা ত্রিদশার্চিতঃ।
উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া ॥৭
ভো মহেন্দ্রাগ্নি-বরুণা মহেশ্বর-ধনেশ্বরাঃ।
জানতামপি বঃ সর্বং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্‌ ॥৮
অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি।
তদ্‌ দদধ্বং বরান্‌ সর্বে মারুতস্যাস্য তুষ্টয়ে ॥৯
ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ।
কুশেশয়ময়ীং মালামুৎক্ষিপ্যেদং বচোঽব্রবীৎ ॥১০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ কর্তৃক হনুমানের জীবনদান ও তাহাঁকে নানাবিধ বরদান, হনুমান্‌কে লইয়া পবনদেবের অঞ্জনার নিকট গমন, ঋষিবৃন্দের শাপে তাহার স্বীয় বলের বিস্মরণ, অগস্ত্য আদি মুনিগণের নিকট যজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া শ্রীরামকর্তৃক তাঁহাদিগকে বিদায় দান।]

পুত্রের মৃত্যুতে পবনদেব অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তিনি পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করত শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন।১

সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত বায়ু তিনবার সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিধাতার পদতলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার কুণ্ডল, মাল্য ও শিরোভূষণ দুলিতে লাগিল।২

লম্বমানভূষণে শোভিত বেদবিদ্‌ বিধাতা বায়ুকে পদতল হইতে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ হাতে শিশুর শরীর স্পর্শ করিয়া (আপাদ্‌ মস্তক) বুলাইতে লাগিলেন।৩

তৎকালে এই শিশু পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক লীলার সহিত স্পৃষ্ট হইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্বার জীবন লাভ করিল।৪

হনুমান্‌কে জীবিত দেখিয়া জগতের প্রাণস্বরূপ গন্ধবহ বায়ু হৃষ্টান্তঃকরণে সেই শ্বাসরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সর্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৫

তখন সকল প্রাণী মারুতের কোপ হইতে মুক্ত হইয়া হিমযুক্ত বায়ুর আঘাতে বিকসিত পদ্মপূর্ণ পুষ্করিণীর ন্যায় হর্ষ লাভ করিল।৬

যশ ও বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্মসমন্বিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিমান, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন দশা (অবস্থা) সম্পন্ন দেবগণ কর্তৃক পূজিত এবং ত্রিলোকরূপ গৃহে বাসকারী ব্রহ্মা বায়ুর প্রিয় কামনায় দেবগণকে বলিলেন।৭

মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর, ধনেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তোমরা যদিও জান, তথাপি আমি তোমাদিগকে সমস্ত হিতকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৮

মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দুলো ভবিতা হনুমানিতি ॥১১

অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্।
ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥১২

মার্ত্তণ্ডস্ত্বব্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
তেজসোহস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্ ॥১৩

যদা চ শাস্ত্রাণ্যধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি।
ন চাস্য ভবিতা কশ্চিৎ সদৃশঃ শাস্ত্রদর্শনে ॥১৪

বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি ॥১৫

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ দত্তবান্।
বরং দদামি সন্তুষ্ট অবিষাদঞ্চ সংযুগে ॥১৬

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি।
ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ ॥১৭

মত্তো মদায়ুধানাঞ্চ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ ॥১৮

বিশ্বকর্ম্মা চ দৃষ্ট্বেমং বালসূর্য্যোপমং বলী।
শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদাদ্ বরমস্য মহামতিঃ ॥১৯

মৎকৃতানি চ শস্ত্রাণি যানি দিব্যানি তানি চ।
তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥২০

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্ বচঃ।
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥২১

ততঃ সুরাণাস্তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্।
চতুর্ম্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ ॥২২

অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥২৩

এই শিশুর দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন হইবে, অতএব এই বায়ুপুত্রের তুষ্টির জন্য তোমরা ইহাকে বরদান কর।৯

প্রসন্নবদন সহস্রনেত্রধারী ইন্দ্র প্রীত হইয়া স্বর্ণময় পদ্মমালা দান করত এই কথা বলিলেন।১০

আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, অতএব এই বানরশ্রেষ্ঠ অদ্য হইতে 'হনুমান্' নামে খ্যাতি লাভ করিবে।১১

ইহা ব্যতীত আমি অপর একটি উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বরদান করিতেছি যে, আজ হইতে হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে।১২

তিমির (অন্ধকার) নাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন—মদীয় তেজের শতভাগের একভাগ ইহাকে দান করিলাম।১৩

তারপর হনুমান্ যখন শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে সামর্থ লাভ করিবে, তখন ইহাকে আমি অতি উত্তম শাস্ত্রজ্ঞান দান করিব, যাহাতে হনুমান্ বাগ্মী হইবে। শাস্ত্রজ্ঞানে কেহ ইহার সমান হইতে পারিবে না।১৪

বরুণ বর দিলেন যে, আমার পাশ অস্ত্র অথবা উদক (জল) হইতে শত অযুত (দশ লক্ষ) বর্ষেও ইহার মৃত্যু হইবে না।১৫

যম সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে বর দিলেন যে, হনুমান্ আমার দণ্ডের অবধ্য ও সতত নীরোগ হইবে এবং সমরে সে কখনও বিষাদ প্রাপ্ত হইবে না।১৬

আমার এই গদা সংগ্রামে ইহাকে বধ করিবে না। একাক্ষিপিঙ্গল ধনদ কুবের তৎকালে হনুমান্‌কে বরদান করিলেন।১৭

'আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে' শঙ্করও হনুমান্‌কে এইরূপ উৎকৃষ্ট বর দিলেন।১৮

শিল্পিগণশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্ম্মা নবসূর্য্যতুল্য অরুণবর্ণ বালককে দেখিয়া এইরূপ বর দিলেন।১৯

মৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে।২০

ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, তুমি মহাত্মা, দীর্ঘায়ু এবং সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য হইবে।২১

কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাং বরঃ।
ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি ॥২৪
রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ।
রোমহর্ষকরাণ্যেব কর্তা কর্মাণি সংযুগে ॥২৫
এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং ত্বমরৈঃ সহ।
যথাগতং যযুঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥২৬
সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ।
অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ ॥২৭
প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ।
জীবেনাত্মনি সংস্থেন সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥২৮
তরসা পূর্য্যমাণোঽপি তদা বানরপুঙ্গবঃ।
আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নির্ভয়ঃ ॥২৯
স্রুগ্‌ভাণ্ডান্যগ্নিহোত্রাণি বল্কলানাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধ্বস্তান্ সংশান্তানাং করোত্যয়ম্ ॥৩০
এবংবিধানি কর্মাণি প্রাবর্ত্তত মহাবলঃ।
সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যঃ শম্ভুনা কৃতঃ ॥৩১
জানন্ত ঋষয়ঃ সর্বে সহন্তে তস্য শক্তিতঃ।
তথা কেসরিণা ত্বেষ বায়ুনা সোঽঞ্জনীসুতঃ ॥৩২
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্য্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেব বানরঃ।
ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ ॥৩৩
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুদ্ধাতিমন্যবঃ।
বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম ॥৩৪
তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্য্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ধতে বলম্ ॥৩৫

তারপর জগদ্‌-গুরু চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের বর দ্বারা ইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া সন্তুষ্টমানসে বায়ুকে বলিলেন।২২

মারুত! তোমার এই পুত্র মারুতি অমিত্র(শত্রু)গণের ভয়ঙ্কর ও মিত্রদিগের অভয়ঙ্কর হইবে এবং যুদ্ধে ইহাকে কেহ জয় করিতে পারিবে না।২৩

এই হনুমান্ ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ ও গমন করিতে পারিবে। ইহার গতি ইহার ইচ্ছানুসারে তীব্র ও মন্দ হইবে এবং ইহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কপিগণশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অতি যশস্বী হইবে।২৪

এই হনুমান্ যুদ্ধে রাবণের মৃত্যুর জন্য রামপ্রীতিকর রোমহর্ষণ কার্য্যসকল সম্পাদন করিবে।২৫

পিতামহ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা এইরূপ বলিয়া সেই মারুতের নিকট বিদায় গ্রহণ করত যেরূপে আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।২৬

গন্ধবহ বায়ুও পুত্রকে লইয়া অঞ্জনার গৃহে গমন করিলেন এবং দেবগণের নিকট হইতে হনুমানের বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।২৭

রাম! এইরূপে হনুমান্ বহু বরলাভ করত বরদানজনিতশক্তিতে পরিপূর্ণ হইল এবং স্বীয় অন্তঃকরণে বিদ্যমান অনুপমবেগে পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বেগে পরিপূর্ণ হইয়াই নির্ভয়চিত্তে ঋষিগণের আশ্রমে উপদ্রব করিতে লাগিল।২৯

এই হনুমান্ শান্তচিত্ত মুনিগণের যজ্ঞোপযোগী পাত্র, অগ্নিহোত্রের সাধনভূত স্রুক্ এবং স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণসকল ভগ্ন, বল্কলসকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।৩০

মহাবলী পবনকুমার এইরূপ উপদ্রবপূর্ণ কার্য করিতে লাগিল। ইহাকে কল্যাণকারী (ভগবান্) ব্রহ্মা সর্বপ্রকার ব্রহ্মদণ্ড হইতে অবধ্য করিয়া দিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত ঋষিগণ জানিতেন, সেইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মার শক্তিতে বিবশ হইয়া হনুমানের সমস্ত অপরাধ (নির্বিবাদে) সহ্য করিতে লাগিলেন। যদ্যপি বায়ুদেব এবং কেশরী ঐ অঞ্জনাপুত্রকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, তথাপি সে মর্য্যাদা (নীতি) উল্লঙ্ঘন করিয়াই চলিল। তাহাতে ভৃগু এবং অঙ্গিরামুনির বংশ হইতে উৎপন্ন মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইলেন।৩১-৩৩

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! ঐ মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়ে অতিশয় খেদ ও অধিক দুঃখের স্থান না দিয়া সেই

ততস্তু হৃততেজৌজা মহর্ষিবচনৌজসা।
এষোঽশ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোঽচরৎ ॥৩৬
অথর্ক্ষরজসৌ নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা।
সর্ববানররাজাসীৎ তেজসা ইব ভাস্করঃ ॥৩৭
স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং মহেশ্বরঃ।
ততস্ত্বৃক্ষরজা নাম কালধর্মেণ যোজিতঃ ॥৩৮
তস্মিন্নস্তমিতে চাথ মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
পিত্র্যে পদে কৃতো বালী সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥৩৯
সুগ্রীবেণ সমং ত্বস্য অদ্বৈধং ছিদ্রবর্জ্জিতম্।
আবাল্যং সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥৪০
এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ।
বালি-সুগ্রীবয়োর্বৈরং যদা রাম সমুত্থিতম্ ॥৪১

ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোঽপি বালিনা।
দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ ॥৪২
ঋষিশাপাহৃতবলস্তদৈব কপিসত্তমঃ।
সিংহ-কুঞ্জররুদ্ধো বা আস্থিতঃ সহিতো রণে ॥৪৩
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ-
সৌশীল্যমাধুর্য্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্য-চাতুর্য্য-সুবীর্য্য-ধৈর্য্যৈ-
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে ॥৪৪
অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখপ্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ধারয়নপ্রমেয়ঃ ॥৪৫

হনুমান্‌কে শাপ দিলেন যে, বানর! তুমি যে বলের (শক্তির) আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে পীড়া দিতেছ, আমাদিগের শাপে মোহিত হইয়া তুমি তোমার সেই বল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃত (ভুলিয়া) থাকিবে—তোমার বলের কথা স্মরণই থাকিবে না। কিন্তু যদি কেহ তোমার কীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।৩৪ ৩৫

তারপর হনুমান্ মহর্ষিগণের ঐ অভিশাপবাক্যের প্রভাবে নিজ তেজ ও ওজঃ (প্রতাপ) শূন্য হইয়া সেই সকল আশ্রমেই শান্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।৩৬

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং সমস্ত বানরদিগের রাজা ছিলেন।৩৭

ঐ বানররাজ ঋক্ষরজা বহুকাল ধরিয়া বানররাজ্য শাসন করত (অন্তিমকালে) কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইল।৩৮

উঁহার দেহাবসান হইলে মন্ত্রবেত্তা মন্ত্রিগণ পিতার স্থানে বালীকে রাজা এবং বালীর স্থানে সুগ্রীবকে যুবরাজ করিলেন।৩৯

যেরূপ অগ্নির সহিত বায়ুর স্বাভাবিক মৈত্র আছে, সেইরূপ সুগ্রীবের সহিত বালীর বাল্যকাল হইতেই সখ্যভাব ছিল। তাহাদের দুইজনের কোনরূপ ভেদভাব ছিল না। তাহাদের গাঢ় প্রেম ছিল।৪০

হে রাম! তারপর যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরভাব জাগিল, তখন এই হনুমান্ মহর্ষিগণের অভিশাপবশতঃ নিজ সামর্থের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। রাম! সেই জন্যই বালীর ভয়ে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকিলেও সুগ্রীবের তাহার (হনুমানের) বলের কথা স্মরণ হয়নি এবং বায়ুপুত্রেরও নিজ বলের কথা স্মরণ ছিল না।৪১-৪২

সুগ্রীবের উপর যখন ঐ বিপত্তি আসিয়াছিল, তখন তাহাদের দুইজনেরই ঋষিশাপের কারণ তাহার (হনুমানের) বলের কথা বিস্মরণ হইয়াছিল; সেইজন্য যেরূপ কোন সিংহ হস্তী দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াও নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধে হনুমান্ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল—কিছুই করিতে পারিল না।৪৩

সংসারে এমন কে আছে যে, পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মধুরতা, নীতি, অনীতি, বিবেক, গম্ভীরতা, চতুরতা, উত্তম বল ও ধৈর্য্যে হনুমানের অপেক্ষা অধিক (গুণশালী)।৪৪

অপরিসীমশক্তিশালী হনুমান্ কপিশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ

সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
ন হ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব ॥৪৬
সর্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে
প্রস্পর্ধতেঽয়ং হি গুরুং সুরাণাম্।
সোঽয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা
ব্রহ্মা ভবিষ্যত্যপি তে প্রসাদাৎ ॥৪৭
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য
লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য
লোকক্ষয়েষ্বেব যথান্তকস্য
হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ ॥৪৮
এষেব চান্যে চ মহাকপীন্দ্রাঃ
সুগ্রীব-মৈন্দ-দ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
সতার-তারেয়-নলাঃ সরম্ভা-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥৪৯
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো
মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেন্দ্রৈ-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥৫০
তদেৎ কথিতং সর্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হনূমতো বালভাবে কর্মৈতৎ কথিতং ময়া ॥৫১
শ্রুত্বাগস্ত্যস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ ॥৫২
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্ রামং সর্বমেতচ্ছ্রুতং ত্বয়া।
দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাসি রাম গচ্ছামহে বয়ম্ ॥৫৩
শ্রুত্বৈতদ্ রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥৫৪

অধ্যয়ন করিবার জন্য সূর্য্যের নিকট শঙ্কাস্থল জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সূর্য্যের দিকে মুখকরত মহান্ গ্রন্থ ধারণ পূর্বক তাঁহার অগ্রভাগে উদয়াচল (পূর্বদিক্‌স্থিত) হইতে অস্তাচল (পশ্চিমদিক্‌স্থিত) পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল।৪৫

কপিবর হনুমান্ সূত্র, বৃত্তি, বার্ত্তিক, মহাভাষ্য ও সংগ্রহ—এই সমস্ত মহান্ অর্থযুক্ত শব্দশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ছন্দশাস্ত্রের নিপুণতা সম্বন্ধে ইহার সমতুল্য কেহ ছিল না।৪৬

সকলবিদ্যার জ্ঞান এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে হনুমান্ দেবগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। নূতন ব্যাকরণের অর্থবেত্তা এই হনুমান্ আপনার কৃপায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় আদরণীয় হইবে।৪৭

প্রলয়কালে পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার ইচ্ছা করত অন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক মহাসাগর সমস্ত লোককে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া উদ্যত (সংবর্ত্তক) অগ্নি এবং লোকক্ষয় করিতে বাসনা করিয়া প্রভাবশালী যমসদৃশ এই হনুমানের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারিবে ? ৪৮

হে রাম ! এই হনুমানকে এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, তারেয় (অঙ্গদ) নল ও রম্ভ প্রভৃতি মহা মহা কপিসকলকে তোমার সহায়তার জন্য দেবগণ সৃজন করিয়াছেন।৪৯

প্রভো রাম ! দেবতারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, প্রভ, জ্যোতিমুখ ও নল এইসমস্ত বানরেশ্বর এবং ঋক্ষসকলকেও তোমার সহায়তার জন্য সৃজন করিয়াছেন।৫০

রাম ! হনুমান্ বাল্যকালে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে নিবেদন করিলাম।৫১

রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের বাক্য শুনিয়া রাক্ষসগণ ও বানরগণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন।৫২

পরন্তু অগস্ত্যমুনি রামকে বলিলেন,—রাম ! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে এবং আমরাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাষণ করিলাম, অতঃপর আমরা স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেছি।৫৩

রঘুনন্দন রাম উগ্রতেজা অগস্ত্যঋষির এই কথা শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন।৫৪

অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রপিতামহাঃ।
যুষ্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্টাঃ সবান্ধবাঃ ॥৫৫
বিজ্ঞাপ্যং তু মমৈতদ্ধি যদ্ বদাম্যাগতস্পৃহঃ।
তদ্ভবদ্ভির্মম কৃতে কর্তব্যমনুকম্পয়া ॥৫৬
পৌরজানপদান্ স্থাপ্য স্বকার্য্যেষ্বহমাগতঃ।
ক্রতূনহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ ভবতাং সতাম্ ॥৫৭
সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু।
ভবিষ্যথ মহাবীর্য্যা মমানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫৮
অহং যুষ্মান্ সমাশ্রিত্য তপোনির্ধূতকল্মষান্।
অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্বৃতঃ ॥৫৯
তদাগন্তব্যমনিশং ভবদ্ভিরিহ সঙ্গতৈঃ।
অগস্ত্যাদ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৬০
এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য প্রযাতুমুপচক্রমুঃ।
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥৬১
রাঘবশ্চ তমেবার্থং চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ।
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্ ॥৬২
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যান্তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ ॥৬৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

(মুনীশ্বর!) আজ আমার উপর দেবতা, পিতৃগণ ও প্রপিতামহগণ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কারণ, আপনাদের দর্শনলাভে আমরা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।৫৫

আমার মনে এক বাসনা জাগিয়াছে, সেইজন্য আপনাদের নিকট আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আপনারা তাহা সম্পাদন করিবেন।৫৬

আমি বনবাস হইতে এখন প্রত্যাগত হইয়াছি; পরে পৌর এবং জনপদবাসীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের প্রভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।৫৭

আপনারা আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, বিশেষতঃ মহৎ তপোবীর্য্যসমন্বিত ও সাধুশীল, অতএব আপনারা আমার যজ্ঞে নিয়তই সদস্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন।৫৮

আপনারা তপস্যা দ্বারা পাপবিহীন হইয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে নিরন্তর আশ্রয় করত সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণকর্তৃক অনুগৃহীত হইব।৫৯

আপনারা যজ্ঞআরম্ভের সময় একত্র সমবেত হইয়া এ স্থানে আগমন করিবেন। কঠোরব্রতপালনকারী অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত "তাহাই হইবে" এই কথা তাহাকে বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে আলাপ আলোচনা করিয়া ঋষিগণ যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সকলে সেখানে চলিয়া যাইলেন।৬০-৬১

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যসকল বিচার করিতে লাগিলেন। তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে নৃপগণকে ও বানরবৃন্দকে বিদায় দিয়া নরপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যাপাসনা করিলেন এবং তারপর রাত্রি হইলে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৬২-৬৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[সভাসদ্‌ভিঃ সহ শ্রীরামস্য রাজসভায়ামুপবেশনম্ ।]

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্মেণ বিদিতাত্মনি ।
ব্যতীতা যা নিশা পূর্বা পৌরাণাং হর্ষবর্ধিনী ॥১
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ ।
বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি ॥২
তে রক্তকণ্ঠিনঃ সর্বে কিন্নরা ইব শিক্ষিতাঃ ।
তুষ্টুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ ॥৩
বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ব কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধন ।
জগদ্ধি সর্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে নরাধিপ ॥৪
বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপং চৈবাশ্বিনোরিব ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি ॥৫
ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ ।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্য্যমুদধেরিব ॥৬
অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্ ।
নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্বং ভবিতারো নরাধিপ ॥৭
যথা ত্বমসি দুর্ধর্ষো ধর্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ ।
ন ত্বাং জহাতি কীর্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ ॥৮
শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ ।
এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৯
সূতাশ্চ সংস্তবৈর্দিব্যৈর্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ।
স্তুতিভিঃ স্তূয়মানাভিঃ প্রত্যবুধ্যত রাঘবঃ ॥১০

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[সভাসদ্‌গণের সহিত সহিত শ্রীরামের রাজসভায় উপবেশন ।]

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কাকুৎস্থ রামের ধর্মানুসারে রাজ্যাভিষেক হইবার পর পুরবাসীদিগের হর্ষবর্দ্ধনকারিণী প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইল ।১

ঐ রাত্রি বিগত হইলে প্রাতঃকাল আসিল, তখন মহারাজ শ্রীরামকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য বন্দিগণ রাজভবনে উপস্থিত হইল ।২

তাহারা সকলেই কিন্নরের ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর অতিমধুর। তাহারা আনন্দের সহিত যথারীতি নরপতি শ্রীরামের স্তবগান আরম্ভ করিল ।৩

সৌম্য নরাধিপ! আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রামগ্ন থাকে, অতএব কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন বীর! আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ।৪

আপনার পরাক্রম বিষ্ণুর ন্যায় এবং আপনি অশিনীকুমার তুল্য রূপবান্। আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ ও প্রজাপালনে সাক্ষাৎ প্রজাপতির সমান ।৫

আপনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি, পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ।৬

নরাধিপ! আপনি শিবের ন্যায় যুদ্ধে অকম্পনীয় এবং চন্দ্রেই এইরূপ সৌম্য গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ আপনি চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যগুণসম্পন্ন। আপনার তুল্য রাজা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না ।৭

পুরুষোত্তম! আপনি যেমন দুর্দ্ধর্ষ; তেমনি নিয়ত ধর্মপরায়ণ হইয়া প্রজার হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মী আপনাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না ।৮

কাকুৎস্থ! ধর্ম এবং শ্রী (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বন্দিগণ এইরূপ এবং অন্যান্য মধুরবাক্যে শ্রীরামের যশোগাথা কীর্ত্তন করিল ।৯

সূতগণও দিব্যস্তব দ্বারা রঘুনন্দন রামকে প্রবোধিত

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাস্তৃতম্।
উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা ॥১১
তমুত্থিতং মহাত্মানং প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ।
সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরুপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥১২
কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হুতহুতাশনঃ।
দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্ ॥১৩
তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি।
বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥১৪
উপতস্থুর্মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥১৫
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেব যথামরাঃ ॥১৬

ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টা বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ॥১৭
যাতাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ।
মুদিতা নাম পার্শ্বস্থা বহবঃ সমুপাবিশন্ ॥১৮
বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা বিংশতিঃ কামরূপিণঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসঃ ॥১৯
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ।
উপাসতে মহাত্মানং ধনেশমিব গুহ্যকঃ ॥২০
তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যে চ মানবাঃ।
শিরসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ ॥২১
তথা পরিবৃতো রাজা শ্রীমদ্ভির্ঋষিভির্বরৈঃ।
রাজভিশ্চ মহাবীর্য্যৈর্বানরৈশ্চ সরাক্ষসৈঃ ॥২২

করিতে (জাগাইতে) লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বন্দিদিগের স্তবে জাগরিত হইলেন।১০

পাপহারী নারায়ণ যেমন অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হন, সেইরূপ রাম শুভ্র আচ্ছাদন দ্বারা আস্তৃত সেই শয়নতল পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন।১১

সহস্র সহস্র বিনীত কিঙ্করসকল উজ্জ্বল পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিদ্রা হইতে উত্থিত সেই রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল।১২

রাম যথাসময়ে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি হইয়া অনলে আহুতি দান করত ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।১৩

তথায় দেবগণ, পিতৃগণ ও বিপ্রগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করত সভ্যজনের সহিত বহির্ভবনে গমন করিলেন।১৪

সেই সময় প্রজ্বলিত অনলতুল্য তেজস্বী বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মা, মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণ উপস্থিত হইলেন।১৫

তৎকালে নানা জনপদের অধীশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায় রামের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন।১৬

যেরূপ তিন বেদ যজ্ঞের জন্য সর্বদা বর্ত্তমান থাকেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতা রামের সেবাকার্য্যের জন্য উপস্থিত ছিলেন।১৭

এই সময় মুদিতনামে প্রসিদ্ধ পার্শ্বচর ভৃত্যগণ প্রসন্নবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।১৮

মহাতেজস্বী, শক্তিশালী ও কামরূপী সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক * বানর রামের সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল।১৯

যেরূপ গুহ্যক(যক্ষ)গণ ধনপতি কুবেরের সেবার জন্য উপস্থিত থাকে, সেইরূপ বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা রামের সমীপে উপস্থিত হইল।২০

যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এবং যাঁহারা কুলীন,—সেই বিচক্ষণ মানবেরা মস্তক দ্বারা রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন।২১

এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী বহু ঋষি, মহাপরাক্রমী

* সুগ্রীব, অঙ্গদ হনুমান্ জাম্ববান্, সুষেণ, তার, নীল, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, শতবলি, গন্ধমাদন, গজ, গবাক্ষ, গবয়, ধূম্র, রম্ভ ও জ্যোতির্মুখ—এই বিংশতিসংখ্যক বানর।

যথা দেবেশ্বরো নিত্যমৃষিভিঃ সমুপাস্যতে।
অধিকস্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্ বিরোচতে ॥২৩

তেষাং সমুপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
কথ্যন্তে ধর্মসংযুক্তাঃ পুরাণজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাজা, বানর ও রাক্ষসগণে পরিবৃত রাজা রামচন্দ্র শোভা পাইতে লাগিলেন।২২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সদা ঋষিবৃন্দে সেবিত হন, সেইরূপ মহর্ষিমণ্ডলে পূর্ণ শ্রীরামচন্দ্র ঐ সময় সহস্রলোচন ইন্দ্র হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা পুরাণবিদ্‌গণ সভায় উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংযুক্ত সুমধুর কথা বলিতে লাগিলেন।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞে জনকায়, যুধাজিতে, প্রতর্দ্দনায় অন্যেভ্যোঽপি নরপতিভ্যঃ শ্রীরামস্য গমনানুমতিদানম্।]

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্যহনি রাঘবঃ।
প্রশাসৎ সর্বকার্য্যাণি পৌর-জানপদেষু চ ॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
ভবান্ হি গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্।
ভবতস্তেজসোগ্রেণ রাবণো নিহতো ময়া ॥৩
ইক্ষাকূণাঞ্চ সর্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্বশঃ।
অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ ॥৪
তদ্ ভবান্ স্বপুরং যাতু রত্নান্যাদায় পার্থিব।
ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুযাস্যতি ॥৫
স তথেতি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি ভবতা রাজন্ দর্শনেন নয়েন চ ॥৬

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন ও অন্যান্য নরপতিগণকে বিদায় দান।]

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম এইরূপ প্রতিদিন রাজসভায় বসিয়া পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের সমস্ত কর্ম পর্য্যবেক্ষণ করত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।১

তারপর কতিপয় দিবস গত হইলে রাঘব কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন।২

আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমাদের লালনপালন করিয়াছেন। (অধিক কি,) আপনার উগ্র তপোবীর্য্য বলে আমি রাবণকে নিহত করিয়াছি।৩

রাজন্! আপনার জন্য সমস্ত ইক্ষ্বাকুগণের এবং মৈথিলগণের যে সকল সম্বন্ধ এবং প্রীতি, তাহার তুলনা নাই।৪

অতএব পার্থিব! আপনি মৎপ্রদত্ত রত্ন লইয়া ভবনে (রাজধানীতে) গমন করুন; ভরতও আপনার সাহায্যের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে।৫

যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিতানি বৈ।
দুহিত্রে তান্যহং রাজন্ সর্বাণ্যেব দদামি বৈ ॥৭
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং জনকো হৃষ্টমানসঃ।
প্রযযৌ মিথিলাং শ্রীমাংস্তমনুজ্ঞায় রাঘবম্ ॥৮
ততঃ প্রয়াতে জনকে কেকয়ং মাতুলং প্রভুম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
আয়ত্তস্ত্বং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষর্ষভ ॥১০
রাজা হি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপযাস্যতি।
তস্মাদ্ গমনমদ্যৈব রোচতে তব পার্থিব ॥১১
লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতে।
ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥১২
যুধাজিৎ তু তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘব।
রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয্যেবাক্ষয্যমস্ত্বিতি ॥১৩
প্রদক্ষিণঞ্চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্দ্ধনঃ।
রামেণ চ কৃতঃ পূর্বমভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্ ॥১৪
লক্ষ্মণেন সহায়েন প্রযাতঃ কেকয়েশ্বরঃ।
হতেঽসুরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ ॥১৫
তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥১৬
দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥১৭
তদ্ ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্ ॥১৮

তখন জনকরাজ 'তাহাই হউক' বলিয়া শ্রীরামের কথা স্বীকার করত রাঘবকে বলিলেন—রাজন্! তোমার নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম।৬

পরন্তু তুমি যে সকল রত্ন আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, রাজন্! আমি সেই সমস্ত রত্ন সীতা প্রভৃতি কন্যাদিগকে প্রদান করিলাম।৭

শ্রীরামকে এই কথা বলিয়া শ্রীমান্ রাজা জনক প্রসন্নমনে শ্রীরামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক মিথিলাতে গমন করিলেন।৮

জনকরাজ গমন করিলে রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সামর্থ্যশালী কেকয়রাজপুত্র মাতুল যুধাজিৎকে বলিলেন।৯

পুরুষপ্রধান! রাজন্! আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই অযোধ্যারাজ্য সকলই আপনার অধীন; অধিক কি, আপনিই আমাদিগের আশ্রয়।১০

বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনার জন্য চিন্তিত হইবেন, অতএব পার্থিব! আপনার অদ্যই গমন করা আমার অভিপ্রেত।১১

বহুধন এবং বিবিধ রত্নসকল লইয়া লক্ষ্মণ আপনার সহায়তার জন্য অনুগমন করিবে।১২

তখন যুধাজিৎ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রামকে বলিলেন,—রাঘব! এই ধন এবং রত্নসকল তোমার অক্ষয় হউক।১৩

রাম প্রথম তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন পরে কেকয়কুলবর্দ্ধন রাজকুমার যুধাজিৎ রাজা শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।১৪

যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধের পর বিষ্ণুর সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেকয়েশ্বর যুধাজিৎ লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন।১৫

রাম তাঁহাকে বিদায় দিয়া অকুতোভয় বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন।১৬

রাজন্! আপনি রাজ্যাভিষেকের সাহায্যার্থ ভরতের সহিত উদ্‌যোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন।১৭

এক্ষণে আপনি সুন্দর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিতা, উত্তম তোরণশোভিতা এবং রমণীয়া কাশীপুরীতে গমন করুন; কারণ, ঐ বারাণসীপুরী আপনিই রক্ষা করেন।১৮

এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।
পর্য্যম্বজত ধর্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্ ॥১৯
বিসর্জয়ামাস তদা কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধনঃ।
রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ ॥২০
বারাণসীং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জিতঃ।
বিসৃজ্য তং কাশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্ ॥২১
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্।
ভবতাং প্রীতিরব্যগ্রা তেজসা পরিরক্ষিতা ॥২২
ধর্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যঞ্চ ভবতাং সদা।
যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্ ॥২৩
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ॥২৪
রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রামাত্য-বান্ধবঃ।
ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ॥২৫
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাৎ তনয়াং হৃতাম্।
উদ্যুক্তানাঞ্চ সর্বেষাং পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৬
কালোঽপ্যতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচয়াম্যতঃ।
প্রত্যুচুস্তঞ্চ রাজানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ ॥২৭
দিষ্ট্যা ত্বং বিজয়ী রাম স্বরাজ্যেঽপি প্রতিষ্ঠিতম্।
দিষ্ট্যা প্রত্যাহৃতা সীতা দিষ্ট্যা শত্রুঃ পরাজিতঃ ॥২৮
এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।
যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাত্রবম্ ॥২৯
এতৎ ত্বয্যুপপন্নঞ্চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসে।
প্রশংসার্হং ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্তুমীদৃশীম্ ॥৩০

ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে রাখিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন।১৯

তখন কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম এইরূপে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সেই অকুতোভয় কাশীরাজও রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে বারাণসীতে গমন করিলেন। রাঘব কাশীপতিকে বিদায় দিয়া সহাস্য মধুর বাক্যে তিনশত মহাপতিকে বলিলেন,—আমার প্রতি আপনাদের যে অবিচল প্রেম, তাহা আপনাদের নিজ নিজ প্রভাবেই রক্ষিত। আপনাদের মধ্যে ধর্ম ও সত্য নিয়তরূপে নিরন্তর বিদ্যমান আছে। আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের প্রভাব ও তেজেই দুর্বুদ্ধি, দুরাত্মা ও রাক্ষসাধম রাবণ ধ্বংস হইয়াছে। আমি কেবল উহার মধ্যে নিমিত্ত মাত্র; রাবণ পুত্র, অমাত্য, বান্ধব ও স্বজনের সহিত আপনাদের তেজোবলেই বিনষ্ট হইয়াছে। জনকদুহিতা সীতার হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছে। মহামনা সকল ভূপতিই রাক্ষসবধে আমার সাহায্যের জন্য উদ্যোগী আছেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি এই স্থানে আপনাদের বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের স্ব স্ব রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তখন নরপতিগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।২০-২৭

রাম! আপনি ভাগ্যক্রমে বিজয়লাভ করিয়াছেন এবং রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অধিক কি, আপনি সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুকে পরাজয় করিয়াছেন ও ভাগ্যক্রমে সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন।২৮

রাম! আমাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম কামনা ও অতিশয় আনন্দের কথা যে, আপনাকে আমরা বিজয়ী দেখিতেছি এবং আপনার শত্রুকুল বিনষ্ট হইয়াছে।২৯

প্রশংসনীয় রাম! আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিবেন, তাহা তো আপনার যোগ্যকর্ম। কিন্তু আমরা আপনার প্রশংসা করিতে পারি—এরূপ বাক্‌শক্তি আমাদের নাই। এখন আমরা আজ্ঞা চাহিতেছি—আমরা স্বপুরীতে গমন করিব। আপনি যেরূপ আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমরাও সেইরূপ যাহাতে আপনার হৃদয়ে সপ্রেমে অবস্থান করিতে পারি, আপনি তাদৃশ প্রেম আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত রাখুন। মহারাজ! আমাদের প্রতি আপনারও যেন এইরূপ অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকে।

আপৃচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিস্থো নঃ সদা ভবান্।
বর্ত্তামহে মহাবাহো প্রীত্যাত্র মহতা বৃতাঃ ॥৩১

ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা।
বাঢ়মিত্যেব রাজানো হর্ষেণ পরমান্বিতাঃ ॥৩২

ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাঘবং গমনোৎসুকাঃ।
পূজিতাস্তে চ রামেণ জগ্মুর্দেশান্ স্বকান্ স্বকান্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

নৃপগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন। রাম তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি করিলেন; সেই গমনোৎসুক নৃপতিগণও রামকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন।৩০-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামায় রাজ্ঞামুপহারদানম্, শ্রীরামেণাপি তেষাং মিত্র-বানর-রাক্ষস-ভল্লুকেভ্যঃ প্রদানম্, যথাসুখং তত্র বানরাদীনাং কালযাপনঞ্চ।]

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাস্তে প্রহৃষ্টবৎ।
গজ-বাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১

অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।
ভরতস্যাজ্ঞয়ানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনঃ ॥২

ঊচুস্তে চ মহীপালা বল-দর্পসমন্বিতাঃ।
ন রাম-রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥৩

ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্।
হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥৪

রামস্য বাহুবীর্য্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ।
সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেম বিগতজ্বরাঃ ॥৫

এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ ॥৬

স্বানি রাজ্যানি মুখ্যানি ঋদ্ধানি মুদিতানি চ।
সমৃদ্ধধনধান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ ॥৭

যথাপুরাণি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ।
রামস্য প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥৮

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[রাজগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামকে উপহার দান, তৎসমস্ত শ্রীরাম কর্ত্তৃক মিত্র, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ-মধ্যে বিতরণ এবং সুখে বানরাদির তথায় অবস্থান।]

রামচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাত্মা রাজগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব সকলের পাদভরে ভূমণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব রাজ্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১

অত্যন্ত আনন্দিত-বলবাহনযুক্ত বহু অক্ষৌহিণী সেনার সহিত যে সকল রাজা ভরতের আজ্ঞানুসারে উদ্যোগী হইয়া রামের সাহায্যার্থে তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই মহীপালেরা বল ও দর্পবশতঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমরা রাম ও রাবণকে সম্মুখসমরে উপস্থিত দেখিতে পাইলাম না।২-৩

রাবণ বধের পর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভরত আমাদিগকে বৃথা আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি অগ্রে আনীত হইয়া যুদ্ধ করার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এই সকল ভূপতি রাক্ষসদিগকে অবিলম্বে নিহত করিতেন—ইহাতে সংশয় নাই।৪

আমরা রাম-লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া

অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।
চন্দনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৯
মণিমুক্তাপ্রবালাংস্ত দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ।
অজাবিকঞ্চ বিবিধং রথাংস্ত বিবিধান্ বহূন্ ॥১০
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
আদায় তানি রত্নানি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ ॥১১
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
তানি রত্নানি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্ ॥১২
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ।
সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে ॥১৩
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ।
রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ যৈর্বৃতো জয়মাপ্তবান্ ॥১৪
তে সর্বে রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসাঃ।
শিরোভির্ধারয়ামাসুর্ভুজেষু চ মহাবলাঃ ॥১৫

হনুমন্তঞ্চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥১৬
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাত্মজঃ ॥১৭
সুগ্রীবমন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিতে রতৌ।
অর্হতো বিবিধাং পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা ব্যপমুচ্যাঙ্গাদ্ ভূষণানি মহাযশাঃ।
স ববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ ॥১৯
আভাষ্য চ মহাবীর্য্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্।
নীলং নলং কেসরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥২০
সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
জাম্ববন্তং গবাক্ষঞ্চ বিনতং ধূম্রমেব চ ॥২১
বলীমুখং প্রজঙ্ঘঞ্চ সন্নাদঞ্চ মহাবলম্।
দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুঞ্চ যূথপম্ ॥২২

অক্লেশে সমুদ্রপারে গমন করত সুখে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ তৎকালে হৃষ্টান্তঃকরণে এইরূপ ও অন্যান্য সহস্র সহস্র কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।৫-৬

তাঁহাদের নিজ নিজ প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যসকল মহারত্ন, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ এবং সুখ ও আনন্দপ্রদ ছিল। নৃপতিগণ পূর্ব্ববৎ অক্ষতশরীরে নিজ নিজ নগরে উপস্থিত হইয়া রামের প্রিয়কামনায় নানাবিধ রত্ন, অশ্ব, যান, মদমত্ত মাতঙ্গ, উত্তম চন্দন, দিব্য আভরণ, মণিমুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ ছাগ ও ভেড়া এবং বিবিধ রথসকল তাঁহাকে (শ্রীরামকে) উপহার দিলেন। মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেই রত্ন লইয়া পুনরায় স্বীয় পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।৭-১১

রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে আসিয়া ঐ তিন পুরুষ-প্রধান রামকে সেই বিচিত্র রত্ন উপঢৌকন দিলেন।১২

মহাত্মা রাম পরমাদরে সেই রত্ন লইয়া কৃতকর্ম্মা (উপকারী) বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ অন্য রাক্ষস ও বানরগণকে বিতরণ করিলেন। কারণ, রামচন্দ্র তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করত জয়লাভ করিয়াছিলেন।১৩-১৪

সেই মহাবল রাক্ষস এবং বানরগণ রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং হস্তে ধারণ করিল।১৫

ইক্ষ্বাকুনরপতি, মহারথ, বীর্য্যবান্ ও কমললোচন রাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলেন,—এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং বায়ুপুত্র হনুমান্‌ও তোমার সুমন্ত্রী। সুগ্রীব! ইহারা উভয়েই তোমার মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমার হিতকর কার্য্যে নিরত; অতএব হে বানররাজ! তোমার জন্য ইহারা আমার যথেষ্ট সম্মানের যোগ্য।১৬-১৮

মহাযশস্বী রাম এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণসকল উন্মোচন পূর্ব্বক অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন।১৯

তারপর শ্রীরাম নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, মহাবল সন্নাদ, দধিমুখ, দরীমুখ ও ইন্দ্রজানু প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী বানরযূথপতি-

মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব।
সুহৃদো মে ভবন্তশ্চ শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥২৩
যুষ্মাভিরুদ্ধৃতশ্চাহং ব্যসনাৎ কাননৌকসঃ।
ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাং বরৈঃ ॥২৪
এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ ॥২৫
তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ ॥২৬
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্ত্তমিব তে সর্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥২৭

দিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—(বানরবীরবৃন্দ!) তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ্ এবং ভ্রাতা।২০ ২৩

অধিক কি; হে বনবাসিগণ! তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ; তোমাদিগের ন্যায় উত্তম সুহৃদের সাহায্যে রাজা সুগ্রীব ধন্য হইয়াছেন।২৪

নরবর রাম এই বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বসন ও হীরকাদি ভূষণ দান করত আলিঙ্গন করিলেন।২৫

তারপর মধুপানে পিঙ্গলবর্ণ বানরসকল সুগন্ধি মধু পান, রাজভোগ্য বস্তুসকল ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল।২৬

রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্দ্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্য্যৈর্ঋক্ষৈশ্চৈব মহাবলৈঃ ॥২৮
এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ ॥২৯
ইক্ষ্বাকুনগরে রম্যে পরাং প্রীতিমুপাসতাম্।
রামস্য প্রীতিকরণৈঃ কালস্তেষাং সুখং যযৌ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপে তথায় অবস্থান করত একমাসের অধিক কাল অতিবাহিত করিল, কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহা মুহূর্ত্তের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।২৭

রামও সেই কামরূপী বীর্য্যবান্ বানর, রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষগণের সহিত অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।২৮

সন্তুষ্টচিত্ত বানর এবং রাক্ষসগণ এইরূপে সর্ব্বপ্রকার সুখে শীতকালের আরও একমাস অতিবাহিত করিল।২৯

রামের আদরযত্নে তাহারা সেই ইক্ষ্বাকুনরপতি-গণের সুরম্য রাজধানী অযোধ্যানগরীতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বানরর্ক্ষ-রাক্ষসানাং গমনানুমতিঃ ।]

তথা স্ম তেষাং বসতামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্ ।
রাঘবস্তু মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥১
গম্যতাং সৌম্য কিষ্কিন্ধাং দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ ।
পালয়স্ব সহামাত্যৈ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥২
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ।
পশ্য ত্বং হনুমন্তঞ্চ নলঞ্চ সুমহাবলম্ ॥৩
সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
কুমুদং চৈব দুর্দ্ধর্ষং নীলং চৈব মহাবলম্ ॥৪
বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভঞ্চ মহাবলম্ ॥৫
ঋক্ষরাজঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্ ।
পশ্য প্রীতিসমাযুক্তো গন্ধমাদনমেব চ ॥৬
ঋষভঞ্চ সুবিক্রান্তং প্লবঙ্গঞ্চ সুপাটলম্ ।
কেসরিং শরভং শুম্ভং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্ ॥৭
যে যে মে সুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
পশ্য ত্বং প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥৮
এবমুক্ত্বা চ সুগ্রীবমাশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ ।
বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা ॥৯
লঙ্কাং প্রশাধি ধর্মেণ ধর্মজ্ঞস্ত্বং মতো মম ।
পুরস্য রাক্ষসানাঞ্চ ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ ॥১০
মা চ বুদ্ধিমধর্মে ত্বং কুর্য্যা রাজন্ কথঞ্চন ।
বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্ ॥১১
অহঞ্চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া ।
স্মর্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ ॥১২

চত্বারিংশ সর্গ

[বানর, ঋক্ষ (ভল্লুক) ও রাক্ষসগণের বিদায় ।]

এইরূপে সুখে ঋক্ষ (ভল্লুক) বানর ও রাক্ষসগণ অযোধ্যাতে বাস করিতেছে, এমন সময় তাহাদের মধ্যে সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া মহাতেজস্বী রঘুনন্দন রাম— এই কথা বলিলেন ।১

সৌম্য ! দেবতা ও অসুরগণের দুর্জ্জয় কিষ্কিন্ধা-নগরীতে গমন কর এবং সেখানে অমাত্যের সহিত বাস করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর ।২

মহাবাহো ! তুমি মহাবল অঙ্গদ, হনুমান্ এবং নলকে সর্বদা অতিশয় প্রীতিপূর্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিবে ।৩

তোমার শ্বশুর সুষেণ, বলশালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল, শরভ, অতিশয় বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং গন্ধমাদনকে তুমি প্রেমপূর্ণ-নয়নে দেখিবে ।৪-৬

পরাক্রমশালী ঋষভ, বানর সুপাটল, কেশরী, শরভ, শুম্ভ এবং মহাবল শঙ্খচূড়কে প্রীতিপূর্ণচিত্তে দর্শন করিবে ।৭

অধিক কি, যে যে মহাত্মা বানরেরা আমার নিমিত্ত জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে প্রসন্নহৃদয়ে দেখিবে এবং ইহাদের অনিষ্ট আচরণ করিবে না ।৮

রাম এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে বারংবার আলিঙ্গন করত বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন । তুমি ধর্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর । আমি তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া মনে করি । সেইরূপ পুরবাসিগণ, সকল রাক্ষস এবং ভ্রাতা কুবেরও তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া মনে করেন ।৯-১০

রাজন্ ! তুমি কোন প্রকারে অধর্মে মতি রাখিবে

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৩
তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্য্যমদ্ভুতমেব চ।
মাধুর্য্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা ॥১৪
তেষামেবং ব্রুবাণানাং বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্।
হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫
স্নেহো মে পরমং রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু ॥১৬
যাবদ্ রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তু প্রাণা মম ন সংশয়ঃ ॥১৭
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ ॥১৮

মা; কারণ যাঁহারা বুদ্ধিমান, সেই রাজারাই ধর্মপথে থাকিয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিয়া থাকেন।১১

রাজন্! তুমি আমাকে এবং সুগ্রীবকে সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এক্ষণে পরমানন্দে অক্লেশে গমন কর।১২

ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল।১৩

মহাবাহো রাম! আপনার বুদ্ধি ও পরাক্রম অদ্ভুত। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্বভাবে সদা পরম মাধুর্য্য রহিয়াছে। বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপে রামের গুণগাথা বলিতেছে, এমন সময় হনুমান্ প্রণত হইয়া রামকে বলিল।১৪-১৫

হে বীর, হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার সতত মহান্ স্নেহ থাকে, আপনাতে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি থাকে ও আমার চিত্ত যেন বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হয়।১৬

হে বীর! মহীতলে যে পর্য্যন্ত রামকথা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার প্রাণ নিঃসন্দেহে আমার শরীরে বাস করিবে।১৭

তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ ॥১৯
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনুমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সস্বজে স্নেহাদ্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২০
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা ॥২১
তাবৎ তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা।
লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ॥২২
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্ ॥২৩
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যৎ ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্ ॥২৪

রঘুনন্দন নরোত্তম রাম! আপনার এই যে দিব্য চরিত্র ও কথা রহিয়াছে, ইহা অপ্সরোগণ আমাকে শ্রবণ করাইবে।১৮

প্রভো বীর! যেরূপ বায়ু মেঘখণ্ড অপসারণ করে, সেইরূপ আমিও আপনার চরিত্রামৃত শ্রবণ করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।১৯

হনুমান্ এই কথা বলিলে, রাম উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন।২০

কপিবর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে,—ইহাতে সংশয় নাই। যে পর্যন্ত আমার কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে; সেইপর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং শরীরে প্রাণধারণ করিয়া বাস করিবে। অধিক কি, যাবৎকাল লোকসকল থাকিবে, তাবৎকাল আমার কথাও থাকিবে।২১-২২

কপিবর! তোমার এক একটি উপকারের পরিবর্ত্তে আমার প্রাণ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু শেষ উপকারের জন্য আমি তোমার নিকট ঋণী থাকিলাম।২৩

বানর! তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক (ইহাই আমি কামনা করি।)

ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ ॥২৫
তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥২৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥২৭
সুগ্রীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা সর্বে তে বাষ্পবিক্লবাঃ ॥২৮
সর্বে চ তে বাষ্পকলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ।
সম্মূঢ়া ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা ॥২৯
কৃতপ্রসাদাস্তেনৈবং রাঘবেণ মহাত্মনা।
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥৩০

ততস্তু তে রাক্ষস-ঋক্ষ-বানরাঃ
প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্ধনম্।
বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ
প্রতিপ্রযাতাস্তু যথা নিবাসিনঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কারণ, আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে মানব প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। (সুতরাং ইহা আমি চাহি না যে, তুমি বিপদে পতিত হও, আর আমি সেই বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করি)।২৪

তারপর রাম মধ্যদেশে বৈদূর্য্যমণিশোভিত চন্দ্রমাতুল্য উজ্জ্বল হার কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।২৫

যেরূপ সুবর্ণপর্ব্বতরাজ সুমেরু শিখরস্থিত চন্দ্র(কিরণ) দ্বারা শোভিত হয়, সেইরূপ হনুমান্ বক্ষঃস্থলে উৎকৃষ্ট হার দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল।২৬

তারপর সেই মহাবল বানরগণ রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে উত্থিত হইয়া পদযুগলে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নির্গত হইল।২৭

রামচন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ ও সুগ্রীবকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সকলেরই নয়ন বাষ্পজলে পূর্ণ হইল ও তাহারা ভাবী রামবিরহে ব্যথিত হইয়া উঠিল।২৮

রামকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া তৎকালে বানরগণের নয়নযুগল বাষ্পজলে পূর্ণ হইয়া যাইল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল—কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না; পরন্তু তাহারা প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।২৯

মহাত্মা রাঘব কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইলেও বানরগণ দেহহীন প্রাণীর ন্যায় খিন্নমনে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।৩০

অনন্তর সেই বানর, রাক্ষস এবং ঋক্ষগণ রামবিচ্ছেদ-শোকে অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া রঘুবংশবর্দ্ধন রামকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিল।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[কুবেরপ্রেষিতপুষ্পকবিমানস্যাগমনম্, শ্রীরামেণ পূজিতস্যানুগৃহীতস্য চ পুষ্পকস্য অদৃশ্যেন গমনম্ ; ভরতস্য শ্রীরামরাজ্যপ্রভাববর্ণনঞ্চ ।]

বিসৃজ্য চ মহাবাহুর্ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসান্ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখং সুখী ॥১
অথাপরাহ্নসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরিক্ষান্মহাপ্রভুঃ ॥২
সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্ ।
কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো ॥৩
তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ভবনং প্রতি ।
উপস্থাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত ॥৪
নির্জ্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
নিহত্য যুধি দুর্দ্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥৫
মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ।
রাবণে সগণে চৈব সপুত্রে সহবান্ধবে ॥৬

স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জ্জিতঃ পরমাত্মনা ।
বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥৭
পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্ ।
বহের্লোকস্য সংযানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৮
সোঽহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥৯
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া ।
চরাম্যহং প্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥১০
এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ ।
উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥১১
যদ্যেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক ।
আনুকূল্যাদ্ ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥১২

একচত্বারিংশ সর্গ

[কুবেরপ্রেরিত পুষ্পক বিমানের আগমন এবং শ্রীরামকর্তৃক পূজিত ও অনুগৃহীত পুষ্পকবিমানের অদৃশ্য হইয়া গমন। ভরতকর্তৃক শ্রীরাম রাজ্যের প্রভাব বর্ণন।]

সুখী মহাবাহু রাম ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে ও আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১

একদিন অপরাহ্নকালে নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মধুর আকাশবাণী শুনিলেন।২

হে সৌম্য রাম! আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে নিরীক্ষণ করুন। প্রভো! আমি পুষ্পকরথ কুবেরভবন হইতে আসিয়াছি।৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার আদেশমত কুবেরের সেবা করিতে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন।৪

(বিমান!) নরপতি মহাত্মা রঘুনন্দন রাম রাক্ষসপতি দুর্জ্জয় রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছেন।৫

সেই দুরাত্মা রাবণ সেবকগণ, পুত্র, বান্ধব এবং স্বজনের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছে।৬

বিশেষতঃ পরমাত্মা রাম শত্রুকে জয় করত তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে হে সৌম্য! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি সেই রামেরই বাহন হও।৭

রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীরাম সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়। তুমি তাঁহাকে বহন করিবার জন্য গমন কর,—ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট গমন কর।৮

মহাত্মা কুবেরের আজ্ঞানুসারে আমি আপনার

লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥১৩
গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা।
সিদ্ধানাঞ্চ গতৌ সৌম্য মা বিষাদেন যোজয় ॥১৪
প্রতিঘাতশ্চ তে মা ভূদ্ যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ।
এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ॥১৫
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা।
এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাত্মনি ॥১৬
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্।
বিবুধাত্মনি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ॥১৭
অমানুষাণি সত্ত্বানি ব্যাহৃতানি মুহুর্মুহুঃ।
অনাময়শ্চ মর্ত্যানাং সাগ্রো মাসো গতো হ্যয়ম্ ॥১৮
জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নায়াতি রাঘব।
অরোগপ্রসবা নার্য্যো বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ ॥১৯
হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্য পুরবাসিনঃ।
কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ ॥২০
বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ।
ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বরঃ ॥২১
কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌর-জানপদাস্তথা।
এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ ॥
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি নিশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন।৯

ধনদ কুবেরের আজ্ঞায় আমি সর্ব্বভূতের অজেয়, অতএব আমি নিজ প্রভাববশতঃ আপনার আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ করিব।১০

পুষ্পকরথ এইরূপ বলিলে তখন মহাবল রাম পুনরাগত বিমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন।১১

বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপই হয়, তবে স্বচ্ছন্দে আগমন কর; অধুনা ধনেশ্বরের আদেশমত কার্য্য করায় আমার কোন মর্য্যাদাভঙ্গাদি দোষ হইবে না।১২

তখন মহাবাহু রাম পুষ্প, লাজ (খৈ) ও সুগন্ধ ধূপদ্বারা পুষ্পক-বিমানের-পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি গমন কর। বিভু সৌম্য! যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি সিদ্ধগণের প্রদর্শিত শূন্য (আকাশ) পথে আগমন করিবে। আমাদের বিয়োগজনিত দুঃখে বিষণ্ণ হইও না।১৩-১৪

তোমার গতি কেহ প্রতিহত করিতে পারিবে না, অতএব তুমি নির্ব্বিঘ্নে যেদিকে ইচ্ছা গমন কর। তখন পুষ্পক বিমান বলিল—তাহাই হউক। তারপর রাম পুষ্পকবিমানের পূজাকরত তাহাকে বিদায় দিলেন।১৫

তখন পুষ্পক বিমান সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল। ঐ পুষ্পক বিমান কৃতার্থ হইয়া এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দনকে বলিলেন,—বীর! আপনি দেবতাস্বরূপ, এই কারণে আপনার রাজ্যশাসনকালে মনুষ্যেতর অন্য প্রাণীও মনুষ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ কথা বলিতেছে। আপনার রাজ্যাভিষেকের পর একমাসেরও অধিককাল গত হইয়াছে; তথাপি মনুষ্যগণের কোন পীড়া হয় নাই।১৬-১৮

রাঘব! জীবগণ জরাগ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে না। নারীগণ নীরোগ সন্তান প্রসব করিতেছে ও মানবগণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।১৯

রাজন্! পুরবাসী জনগণের অধিকতর হর্ষ হইয়াছে, মেঘ যথাকালে অমৃতসদৃশ বারিবর্ষণ করিতেছে।২০

মঙ্গলময় সুখস্পর্শবায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোক নগরে নগরে ঘোষণা করিতেছে যে, আমাদের ঈদৃশ প্রভাবশালী রাজা চিরকাল অবস্থান করুন। নৃপসত্তম রাম ভরতকর্ত্তৃক কথিত এতাদৃশ সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন।২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অশোকবনে সীতা-রাময়োর্বিহারঃ, গর্ভিণ্যাঃ সীতাদেব্যাস্তপোবনদর্শনাভিলাষপ্রকাশঃ,
তত্র শ্রীরামস্য স্বীকৃতিশ্চ ।]

স বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ।
প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং তদা ॥১
চন্দনাগুরু-চূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়কৈরপি ।
দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদুপশোভিতাম্ ॥২
চম্পকাশোক-পুন্নাগ-মধূক-পনসাসনৈঃ ।
শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ ॥৩
লোধ্র-নীপার্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ ।
মন্দার-কদলী-গুল্ম-লতা-জালসমাবৃতাম্ ॥৪
প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি ।
জম্বুভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্ ॥৫
সর্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ ।
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ ॥৬
তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ ।
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরসঙ্কুলৈঃ ॥৭
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ ।
শোভিতাং শতশশ্চিত্রাং চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥৮
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ ।
নীলাঞ্জননিভাশ্চান্যে ভান্তি তত্র স্ম পাদপাঃ ॥৯
সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ ।
দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা ॥১০
মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥১১
দাত্যূহ-শুকসঙ্ঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ ।
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[অশোকবনে রাম-সীতার বিহার, গর্ভিণী সীতা দেবীর তপোবনদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ এবং শ্রীরামের তাহাতে স্বীকৃতি দান ।]

সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানকে বিদায় দিয়া মহাবাহু রাম অশোকবনে (অন্তঃপুরমধ্যে বিহারযোগ্য উপবনে) প্রবেশ করিলেন ।১

সেই উপবনে চন্দন, অগুরু, আম্র, নারিকেল, রক্তচন্দন ও দেবদারু বৃক্ষ চতুর্দিক্ শোভিত করিতেছে ।২

চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মধূক, কাঁঠাল, শাল এবং ধূমহীন অনলপ্রতিম পারিজাতবৃক্ষে উপবনের চতুর্দিক্ সুশোভিত। লোধ্র, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, তিনিশ, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, ধূলীকদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম্ব, কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষ এবং লতা ও গুল্মসমূহ দ্বারা ঐ উপবন পরিশোভিত ।৩-৫

ঐ উদ্যানে কিশলয় ও পল্লবসমন্বিত রমণীয় মনোহর তরুসকল দিব্যসুগন্ধি পুষ্পসমূহ এবং সুরসাল ফলরাজি দ্বারা শোভিত রহিয়াছে ।৬

বৃক্ষরোপণে সুনিপুণ শিল্পিগণ ঐ দিব্য তরুসকলকে সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিয়াছে। বিশেষতঃ ঐ বৃক্ষসমূহ সুচারু পল্লব ও পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ; মত্ত ভ্রমরকুল তাহাতে সর্ব্বদা থাকিয়া ঐ উপবনের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে ।৭

কোকিলকুল, ভ্রমরকুল এবং নানাবর্ণ পক্ষী সকল আম্র-কুসুমের কেসরে ভূষিত হইয়া শত শত বর্ণে চিত্রিত হওত, সেই উপবনের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে ।৮

সেখানকার কোন কোন বৃক্ষ স্বর্ণবর্ণ, কোন কোন বৃক্ষ অগ্নিশিখাসদৃশ এবং কোন কোন বৃক্ষ নীল কজ্জলতুল্য, এইরূপে তাহারা ঐ বনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে ।৯

ঐ বৃক্ষসমূহে সুগন্ধি পুষ্প এবং পুষ্পগুচ্ছসকল

প্রাকারৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ।
তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভৈঃ ॥১৩
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাং পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্।
তত্র সর্ব্বজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ॥১৪
প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব।
নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা ॥১৫
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্।
বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাগৃহসমাবৃতাম্ ॥১৬
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।
আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে ॥১৭
কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥১৮
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥১৯
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥২০
অপ্সরোরগসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ॥২১
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
মনোঽভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ ॥২২
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ।
স তয়া সীতয়া সার্দ্ধমাসীনো বিররাজ হ ॥২৩
অরুন্ধত্যা ইবাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা।
এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥২৪

শোভা পাইতেছে। সেই উপবনে অতি নির্ম্মল জলপূর্ণ বিবিধাকার বহু দীর্ঘিকা রহিয়াছে।১০

ঐ দীর্ঘিকার সোপানশ্রেণী মাণিক্য দ্বারা নির্ম্মিত। সোপান (সিঁড়ি) ব্যতীতও জলের মধ্যভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি স্ফটিকমণিদ্বারা বদ্ধ। প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপল-সকল তাহাতে শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক্ তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে।১১

দাত্যূহ (ডাহুক) ও শুক পক্ষিসকল কূজন করিতেছে এবং হংস ও সারসপক্ষিগণ কলরব করিতেছে। তীরজাত তরুরাজি পুষ্পদ্বারা বিচিত্র বর্ণ হইয়া তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে।১২

বিবিধাকার প্রাচীর ও শিলাতল দ্বারা দীর্ঘিকার অধিকতর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ বনপ্রান্ত বৈদূর্য্যমণিতুল্য নানাবর্ণের বিবিধ নূতন তৃণে পূর্ণ রহিয়াছে এবং সেখানে বহু পুষ্পিত বৃক্ষ শোভিত আছে। বায়ুর চালনে পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে পুষ্পসকল পতিত হওয়ায় সেখানকার প্রস্তরসকল তারাগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। ইন্দ্রের নন্দনবন এবং ব্রহ্মার চৈত্ররথ যেমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত, সেইরূপ রামচন্দ্রের এই কাননও সুন্দরভাবে বিরচিত। যাহাতে একত্র বহুজন অবস্থান করিতে পারে, এরূপ বহু আসনযুক্ত গৃহ এবং লতাগৃহ সমাবৃত বিস্তীর্ণ অশোকবনে রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রবেশ করিয়া কুশাস্তরণের উপরি পাতিত ও পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ ইন্দ্র শচীকে সুধাপান করান, সেইরূপ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র স্বীয় হস্ত দ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইলেন। কিঙ্করেরা রামের ভোজনের জন্য সুমিষ্ট মাংস এবং নানাবিধ ফল সত্বর আনয়ন করিল। তখন নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরোগণ ও নাগকন্যাগণ কিন্নরীগণের সহিত রাজার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীত-বিশারদা উদার প্রকৃতি রূপবতী রমণীরা পান-বশীভূত হইয়া কাকুৎস্থ রাম-সন্নিধানে নৃত্য করিতে লাগিল। মনোভিরামশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রাম সর্ব্বদা সুন্দর-ভূষণে ভূষিতা মনোভিরামা রমণীকুলকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি সীতার সহিত উপবেশন করিয়া অরুন্ধতী সহ উপবিষ্ট বসিষ্ঠের ন্যায় তেজ দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া দেবকন্যাসদৃশী বৈদেহী সীতাকে প্রতিদিন দেবতার ন্যায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপ

রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ।
তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতা-রাঘবয়োশ্চিরম্ ॥২৫
অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা।
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ ॥২৬
পূর্বাহ্নে ধর্মকার্য্যাণি কৃত্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ।
শেষং দিবসভাগার্ধমন্তঃপুরগতোঽভবৎ ॥২৭
সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকানি বৈ।
শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্বাসামবিশেষতঃ ॥২৮
অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরা।
ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী ॥২৯
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥৩০
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
অপত্যলাভো বৈদেহী ত্বয্যয়ং সমুপস্থিতঃ ॥৩১
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব।
স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৩২
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্ ॥৩৩
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্তিতুম্।
এষ মে পরমঃ কামো যন্মূলফলভোজিনাম্ ॥৩৪
অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি শ্বো গমিষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৩৫
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্বৃতঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিহার করিতে করিতে রাম ও সীতার সর্ব্বদা ভোগপ্রদ শুভ শিশিরকাল অতীত হইয়া গেল। এইরূপে বিবিধ ভোগবিলাসে ঐ রাজদম্পতীর শিশির (শীত) কাল অতিবাহিত হইল।১৩-২৬

ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র দিবসের পূর্বভাগ ধর্মানুসারে ধর্মকর্ম করিয়া দিবসের অন্তিমভাগে অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করিতেন।২৭

সীতা দেবীও পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনায় রত থাকিয়া শ্বশ্রূদিগের সমানরূপে সেবা করিতেন।২৮

যেরূপ স্বর্গে শচীদেবী বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন, সেইরূপ সীতাদেবী বিচিত্র বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন।২৯

রাঘব সীতার গর্ভলক্ষণরূপ মঙ্গলময় চিহ্ন দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন।৩০

তারপর দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরী সীতাকে বলিলেন,—বৈদেহি! তোমার গর্ভ-লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; অতএব সুন্দরি! তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ? আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? অনন্তর বৈদেহী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে বলিলেন,—রঘুনন্দন! পবিত্র তপোবন দর্শন করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। দেব! ফলমূলভোজী উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের পাদমূলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা হয়। কাকুৎস্থ! ফলমূলসেবী মুনিগণের তপোবনে একরাত্রিও বাস করি, এই আমার একান্ত বাসনা। অনায়াসে মহৎ কর্মকারী রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—বৈদেহী! তুমি নিশ্চিন্ত হও, কল্যই গমন করিবে—ইহাতে সংশয় নাই।৩১-৩৫

কাকুৎস্থ রাম জনকদুহিতা সীতাকে এই কথা বলিয়া সুহৃদগণের সহিত মধ্যকক্ষ (প্রকোষ্ঠ) মধ্যে গমন করিলেন।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুরবাসিভ্যো ভদ্রস্য সীতাবিষয়কাশুভচর্চ্চাশ্রবণম্, রামস্য নিকটে তৎকথনঞ্চ]

তত্রোপবিষ্টং রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ।
কথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমন্ততঃ ॥১
বিজয়ো মধুমত্তশ্চ কাশ্যপো মঙ্গলঃ কুলঃ।
সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দন্তবক্ত্রঃ সুমাগধঃ ॥২
এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ।
কথয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥৩
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিদ্ রাঘবঃ সমভাষত।
কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিষয়েষু চ ॥৪
মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌর-জানপদাঃ জনাঃ।
কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥৫
কিং নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিং নু মাতরম্।
বক্তব্যতাঞ্চ রাজানো বনে রাজ্যে ব্রজন্তি চ ॥৬
এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
স্থিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্ত্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥৭
অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববধার্জ্জিতম্।
ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথ্যন্তে পুরুষর্ষভ ॥৮
এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্ব্বং নিরবশেষতঃ ॥৯
শুভাশুভানি বাক্যানি কান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কার্য্যাং ন কুর্য্যামশুভানি চ ॥১০
কথয়স্ব চ বিস্রব্ধো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ।
কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পাপা জনপদেষু চ ॥১১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[পুরবাসীদিগের নিকট হইতে ভদ্রের সীতাবিষয়ক অশুভ চর্চ্চা শ্রবণ এবং তাহা রামসমীপে কথন।]

সেখানে (মধ্যকক্ষায়) উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার চতুর্দ্দিকে স্থিত সখাগণ বহুপ্রকার কথা ও বিবিধ হাস্য-বিলাসে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।১

সেই সখাগণের নাম—বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র ও সুমাগধ।২

এই হৃষ্টচিত্ত সভ্যগণ পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রাঘবের নিকট নানা প্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিল।৩

তারপর কোন এক কথার প্রসঙ্গে রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—ভদ্র! বর্ত্তমানে এই নগরে কোন বিষয়ের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইয়া থাকে? ৪

বিশেষতঃ পৌর ও জনপদবাসী জনগণ আমার সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ কথা লইয়া আন্দোলন করে? অথবা সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং বিমাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশেই বা তাহারা কোন্ কোন্ কথা উল্লেখ করিয়া থাকে? ৫-৬

রাম ইহা বলিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—রাজন্! পুরবাসীরা সকলে আপনার শুভকথাই উল্লেখ করিয়া থাকে।৭

কিন্তু সৌম্য পুরুষপ্রবর! রাবণবধরূপ যে আপনার বিজয়, পুরবাসীরা তাহা লইয়া আপন আপন আলয়ে অনেক কথার জল্পনা করে।৮

রঘুনন্দন রাম ভদ্রের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—পুরবাসীরা যে সকল শুভ অশুভ বাক্য বলিয়া থাকে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণনা কর। আমি তাহা শ্রবণ করত এখন অশুভ কার্য্য না করিয়া শুভ কার্য্যই করিব।৯-১০

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
চত্বরাপণ-রথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ ॥১৩
দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্।
অশ্রুতং পূর্ব্বকৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরপি সদানবৈঃ ॥১৪
রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৫
হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥১৬
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্ ॥১৭
লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি ॥১৮
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে ॥১৯
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্ব্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ ॥২০
তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্ ॥২১
সর্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥২২
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যাঞ্ছত্রুসূদনঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পুরবাসীরা নগরে যে সকল পাপ-কথা কহিয়া থাকে, তুমি মনে কোন দ্বিধা না করিয়া বিশ্বস্ত ও নির্ভয়চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।১১

ভদ্র রঘুনন্দনের এইরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবাহু রামকে বলিল।১২

রাজন্! বন, উপবন, বিপণি (দোকান, বাজার) প্রাঙ্গণ ও পথিমধ্যে পুরবাসীরা যে সকল শুভ ও অশুভ কথা বলে, আপনি তাহা শ্রবণ করুন।১৩

ভদ্র বলিল,—রাম সাগরে দুষ্কর সেতুবন্ধন করিয়াছেন, এই কর্ম্ম প্রথমে কি দানব, কি দেবতা—কেহই কখন শ্রবণ করেন নাই।১৪

রাম বল ও বাহনের সহিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে নিহত করিয়াছেন; অধিক কি, ভল্লুক, রাক্ষস ও বানরগণকে আপনার বশে আনয়ন করিয়াছেন।১৫

রঘুনন্দন রাম সমরে রাবণকে সংহার করিয়া, রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনর্ব্বার সীতাকে আপনার পুরীতে আনয়ন করিয়াছেন।১৬

রাবণ পূর্ব্বে সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করত বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়াছিল, তথাপি রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগজনিত সুখ কি প্রকারে হইতেছে? ১৭

সীতা রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া অশোকবনে কালযাপন করিয়াছেন, তথাপি রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন না? ১৮

রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব আমাদিগকেও স্ত্রীগণের এই দোষ সহ্য করিতে হইবে।১৯

রাজন্! সমস্ত নগর, জনপদ ও পুরবাসীরা এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া থাকে।২০

রঘুনন্দন রাম তাহার এই কথা শুনিয়া নিতান্ত পীড়িতের ন্যায় সমস্ত সুহৃদ্গণকে বলিলেন—ভদ্র যাহা বলিতেছে, উহা কি সত্য? আপনারা আমাকে তাহা বলুন।২১

তখন তাহারা সকলে অবনত মস্তকে প্রণাম এবং অভিবাদন করিয়া দীনচিত্ত রঘুনন্দন রামকে বলিল,—ভদ্র যাহা বলিল, তাহা সত্য—সংশয় নাই।২২

তখন শত্রুনাশন কাকুৎস্থ রাম তাহাদের সকলের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বয়স্যদিগকে বিদায় দিলেন।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুজ্ঞয়া সর্বেষাম্ ভ্রাতৄণাং তৎসমীপে আগমনম্ ।]

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।
সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।
ভরতঞ্চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্ ॥২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বাঃস্থো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ।
লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥৩
উবাচ সুমহাত্মানং বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥৪
বাঢ়মিত্যেব সৌমিত্রিঃ কৃত্বা রাঘবশাসনম্ ।
প্রাদ্রবদ্ রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥৫
প্রয়ান্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা দ্বাঃস্থো ভরতমন্তিকাৎ ।
উবাচ ভরতং তত্র বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
ভরতস্তু বচঃ শ্রুত্বা দ্বাঃস্থাদ্ রামসমীরিতম্ ॥৭
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণং পদ্ভ্যামেব মহাবলঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৮
শত্রুঘ্নভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ ।
এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥৯
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য শত্রুঘ্নঃ পরমাসনাৎ ॥১০
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রযযৌ যত্র রাঘবঃ ।
দ্বাঃস্থস্ত্বাগম্য রামায় সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥১১
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৄন্ স্বান্ সমুপস্থিতান্ ।
কুমারানাগতাঞ্ শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলীতেন্দ্রিয়ঃ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামের অনুমতিতে সকল ভ্রাতৃগণের তাঁহার নিকট আগমন ।]

রঘুনন্দন রাম সুহৃদ্‌গণকে বিদায় দিয়া নিজবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য স্থির করত নিকটবর্ত্তী দ্বারীকে বলিলেন ।১

শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাভাগ ভরত ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর ।২

দ্বারী কৃতাঞ্জলিপুটে রামের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বিনা বাধায় লক্ষ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল ।৩

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে জয়ঘোষণা দ্বারা মহাত্মা লক্ষ্মণের সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে বলিল,--"মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করুন ।৪

সুমিত্রকুমার লক্ষ্মণ রাঘবের অনুমতি শ্রবণকরত 'যাইতেছি' এই কথা বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সত্বর রামের ভবনে গমন করিলেন ।৫

লক্ষ্মণকে যাইতে দেখিয়া দ্বারী বিনীতভাবে ভরতের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সংবর্দ্ধনা করিয়া ভরতকে বলিল,—মহারাজ। আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন মহাবল ভরত দ্বারীর নিকটে রামের বাক্য শ্রবণকরত আসন হইতে উত্থিত হইয়া সত্বর পাদচারেই (পায়ে হাঁটিয়াই) প্রস্থান করিলেন। ভরতকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া দ্বারী অতি সত্বর শত্রুঘ্নের গৃহে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুঘ্নকে বলিল,—রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি আগমন করুন, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ।৬-৯

মহাযশস্বী ভরত এবং লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন তাহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তম আসন হইতেই ধরণীতলে মস্তক পাতিত করিয়া রামকে বন্দনাকরত যে স্থানে রঘুনন্দন রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন। তারপর দ্বারী রামের নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল—আপনার ভ্রাতৃগণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। দীনচিত্ত রাম

অবাঙ্মুখো দীনমনা দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ ।
প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ॥১৩

এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণাঃ প্রিয়া মম ।
আজ্ঞপ্তাস্তু নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ শুক্লবাসসঃ ॥১৪

প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ ।
তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ॥১৫
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতম্ ।
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ ॥
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥১৬
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥১৭

তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ ॥১৮

ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম ।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥১৯

ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ ।
সম্ভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥২০

তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্বে কিং নু রাজাভিধাস্যতি ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কুমারগণের আগমন সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দ্বারীকে বলিলেন,—তুমি সত্বর কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর ।১০-১৩

কারণ, ইহারা আমার প্রিয়তম প্রাণ ; অধিক কি, আমার জীবন ইহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তারপর সেই শুক্লবস্ত্রধারী সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নরপতি রামের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা রামের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সন্ধ্যাকালীন (অস্তমিত) সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য দেখিলেন। তাঁহারা ধীমান্ রামের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং হতশ্রী পদ্মের ন্যায় বদন অবলোকন করত ত্বরান্বিত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহার পদতলে প্রণাম পূর্ব্বক অবহিতচিত্তে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাম কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া উত্থাপিত করত "আসনে উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন ।১৪-১৮

রাজকুমারগণ ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন ; তোমাদিগের দ্বারা সম্পাদিত এই রাজ্য আমি পালন করিয়া থাকি ।১৯

নরেশ্বরবৃন্দ ! তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী এবং পরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞ। এইসময় আমি যাহা বলিব, তোমরা সকলে মিলিতভাবে তাহার সম্পাদন করিবে। কাকুৎস্থ রাম এইকথা বলিলে, তাঁহারা সকলে উৎকর্ণ হইলেন এবং রাজা কি বলিবেন—এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ।২০-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামাণের উত্তরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃগণসমীপে শ্রীরামেণ লোকাপবাদকথায়া জ্ঞাপনম্, সীতাং বনবাসায় প্রেষয়িতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামাস্যাদেশশ্চ।]

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১
সর্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ততে কথা ॥২
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥৩
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥৪
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।
রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া ॥৫
তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি।
অত্রোষিতামিমাং সীতামানয়েহং কথং পুরীম্ ॥৬
প্রত্যয়ার্থং ততঃ সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা।
প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনঃ ॥৭
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা ॥৮
ঋষীণাং চৈব সর্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্।
এবং শুদ্ধসমাচারা দেব-গন্ধর্বসন্নিধৌ ॥৯
লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেদিতা।
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক ভ্রাতৃগণসমীপে লোকাপবাদের কথা জ্ঞাপন এবং সীতাকে বনবাসে দিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।]

দুঃখিতমনে সকল ভ্রাতা উপবেশন করিলে কাকুৎস্থ রাম বিষণ্ণবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন।১

তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর। এখন মনকে অন্যবিষয়ে চালিত করিও না। পুরবাসীরা সীতার সম্বন্ধে যে বিষয় আলোচনা করে, তাহা বলিতেছি।২

পুরবাসীরা এবং জনপদবাসীরা সীতাসম্বন্ধে যে নিরতিশয় অপবাদ দিয়া আমার উপর ঘৃণা পোষণ করে, সেই নিন্দাবাদই আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করিতেছে।৩

আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্র কুলে উৎপন্না হইয়াছেন।৪

হে সৌম্য লক্ষ্মণ! বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং রাবণকে যেরূপে আমি বিনষ্ট করিয়াছি, তাহা তুমি জান।৫

তৎকালে জনক-দুহিতা সীতাবিষয়ে আমার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল যে, সীতা দীর্ঘকাল লঙ্কায় বাস করিয়াছিল, অতএব তাহাকে কিরূপে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইব? ৬

সুমিত্রাকুমার! তৎকালে সীতা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরীক্ষা দিয়া আমাদের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তোমার সমক্ষেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তখন অগ্নিদেব দেবগণ-সন্নিধানে মৈথিলীকে নিষ্পাপ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অধিক কি, পূর্ব্বে আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা এবং ঋষিগণসমীপে জনকদুহিতার পবিত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুরপতি মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে দেবতা ও গন্ধর্বসকাশে এইরূপ পবিত্রচরিত্রা সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধা বলিয়া জানেন।৭-১০

ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে ॥১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্তির্যস্য গীয়তে লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥১২
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে।
অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥১৩
কীর্ত্যর্থন্তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥১৪
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥১৫
নহি পশ্যাম্যহং ভূতং কিঞ্চিদ্ দুঃখমতোঽধিকম্।
শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ॥১৬
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ ॥১৭
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈতাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥১৯
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে ॥২০
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবিতেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন ॥২১
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ।
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ ॥২২

এই কারণেই আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়াছি। কিন্তু পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের এইরূপ সুমহান্ নিন্দাবাদে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই সংসারে যে কোন প্রাণী কাহারও যদি অপকীর্ত্তি ঘোষণা করে এবং এই অপকীর্তির চর্চ্চা যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন সেই অকীর্ত্তিমান্ পুরুষ অধমলোকে (নরকে) পতিত হইয়া থাকে। দেবগণও অকীর্ত্তির নিন্দা এবং কীর্ত্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন।১১-১৩

এই কারণে মহাত্মাগণের সকল উত্তমকর্ম্মের আয়োজন, কীর্ত্তির জন্যই হইয়া থাকে। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি লোকনিন্দার ভয়ে আপনার জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি; সেখানে জনকতনয়ার কথা কি বলিব! সেইহেতু এক্ষণে তোমরা দেখ—আমি কিরূপ অকীর্ত্তির জন্য শোকসাগরে পতিত হইয়াছি।১৪-১৫

হায়, ইহা অপেক্ষা বেশী দুঃখে যে আমি কখনও পতিত হইয়াছি, তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। লক্ষ্মণ তুমি কল্যই প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের সীমার বাহিরে পরিত্যাগ কর। রঘুনন্দন! গঙ্গার পরপারে তমসানদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকির স্বর্গতুল্য পবিত্র আশ্রম আছে। লক্ষ্মণ! সেই বিজন প্রদেশে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। তুমি আমার এই আজ্ঞা পালন কর এবং সীতার পরিত্যাগ বিষয়ে তুমি কোনরূপ অন্য কথা (উপায়ান্তর) বলিতে আসিও না।১৬-১৯

হে লক্ষ্মণ! এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়াই তুমি প্রস্থান কর। আর যদি তুমি আমার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে দ্বিধাভাব দেখাও, তাহা হইলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।২০

আমি তোমাদিগকে আমার চরণ ও প্রাণের দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, যাহারা আমার এই সিদ্ধান্তের উপর অনুনয়-বিনয় করিয়া অন্য কিছু বলিতে আসিবে, তাহারা আমার কার্য্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করায় অহিতাচারী অর্থাৎ শত্রু মধ্যে গণিত হইবে। তোমরা যদি আমার সম্মান রাখিতে চাও এবং আমার শাসনে থাকিতে চাও, তবে অদ্যই এখান হইতে সীতাকে লইয়া যাও ও আমার আজ্ঞা পালন কর। সীতা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম সকল দর্শন করিব;

ইতোঽস্য নীয়তাং সীতা কুরুস্ব বচনং মম।
পূর্বমুক্তোঽহমনয়া গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্ ॥২৩

পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ত্যতাময়ম্।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ বিহিতেক্ষণঃ ॥২৪

স বিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অতএব তাঁহার এই অভিলাষ পূরণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রামের দুই নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি হস্তীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রথেন সীতাং পরিত্যক্তুং লক্ষ্মণস্য গমনম্, গঙ্গাতীরে উপস্থিতিশ্চ।]

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্ বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১

সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে।
স্বাস্তীর্ণং রাজবচনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্ ॥২

সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমং পুণ্যকর্মণাম্।
ময়া নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ ॥৩

সুমন্ত্রস্তু তথেত্যুক্ত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
রথং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সুখশয্যয়া ॥৪

আনীয়োবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্ধনম্।
রথোঽহং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্য্যং ক্রিয়তাং প্রভো ॥৫

এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রাজবেশ্মনি লক্ষ্মণঃ।
প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ ॥৬

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রথে করিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের গমন এবং গঙ্গাতটে উপস্থিতি।]

তারপর রাত্রিশেষে প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিত হইয়া শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন।১

সারথে! তুমি এক উত্তম রথে শীঘ্রগামী অশ্বযোজনা কর এবং রাজভবন হইতে সীতাদেবীর পবিত্র আসন আনয়ন করিয়া রথে পাতিয়া দাও। আমি মহারাজের বাক্যানুসারে সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইব, অতএব তুমি অবিলম্বে রথ লইয়া আইস।২-৩

সুমন্ত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া যাহাতে সুখপ্রদ শয্যাযুক্ত বিছানা পাতা আছে, উত্তম অশ্বযোজিত তাদৃশ সুন্দর রথ আনয়ন করিয়া মিত্রগণের মানবর্দ্ধন সৌমিত্রিকে বলিল,—প্রভো! এই রথ উপস্থিত লইয়াছে, অতএব এক্ষণে যাহা করিতে হইবে, তাহা করুন।৪-৫

নরোত্তম লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া রাজভবনে প্রবেশ করত সীতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৬

ত্বয়া কিলৈষ নৃপতির্বরং বৈ যাচিতঃ প্রভুঃ।
নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাজ্ঞপ্তশ্চাশ্রমং প্রতি ॥৭

গঙ্গাতীরে ময়া দেবি ঋষীণামাশ্রমান্ শুভান্।
শীঘ্রং গত্বা তু বৈদেহী শাসনাৎ পার্থিবস্য নঃ ॥৮

অরণ্যে মুনিভির্জুষ্টে অবনেয়া ভবিষ্যসি।
এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ॥৯

প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনং চাপ্যরোচয়ৎ।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥১০

গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে।
ইমানি মুনিপত্নীনাং দাস্যাম্যাভরণান্যহম্ ॥১১

বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ।
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥১২

প্রযযৌ শীঘ্রতুরগং রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্।
অব্রবীচ্চ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥১৩

অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যদ্য গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে ॥১৪

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অস্বস্থমিব লক্ষয়ে।
ঔৎসুক্যং পরমং চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম ॥১৫

শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন।
অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল ॥১৬

শ্বশ্রূণাং চৈব মে বীর সর্বাসামবিশেষতঃ।
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ॥১৭

ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যযাচত।
লক্ষ্মণোঽর্থং ততঃ শ্রুত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্ ॥১৮

শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা।
ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে ॥১৯

প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ।
যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমদ্য ভাগীরথীজলম্ ॥২০

দেবি! আপনি পূর্ব্বে এই নৃপতিসন্নিধানে আশ্রম-দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিও আশ্রমে লইয়া যাইতে তৎকালে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।৭

অতএব দেবি! বৈদেহি! ঐ কথানুসারে আপনি গঙ্গাতীরে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে ত্বরায় গমন করুন, আমি ভূপালের শাসনানুসারে আপনাকে মুনিজনসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব। বৈদেহী মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বিদেহদুহিতা সীতা বহুমূল্য বসন এবং বিবিধ রত্নাদি লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন—আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ, মহামূল্য বস্ত্র এবং নানাবিধ ধন দান করিব। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া মৈথিলীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা গমন করিলেন। তখন সীতা দেবী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন।৮-১৩

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! আমি অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করিতেছি। অদ্য আমার দক্ষিণনয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে।১৪

সুমিত্রাকুমার! আমার হৃদয় অস্বস্থ লক্ষ করিতেছি, আমার মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইতেছে। আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছি।১৫

হে বিশাললোচন লক্ষ্মণ! আমি পৃথিবী শূন্যই দেখিতেছি। ভ্রাতৃবৎসল! তোমার সেই ভ্রাতা কুশলে আছেন ত? ১৬

হে বীর! আমার শ্বশ্রূরা সকলেই ভাল আছেন? নগরে এবং জনপদে প্রাণিবর্গের কুশল ত? ১৭

এই কথা বলিয়া সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকটে সকলের শুভ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশুষ্কমনে নতমস্তকে মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া বাহিরে সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—সমস্ত কুশল! তারপর গোমতীতীরে

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বক ইবৌজসা।
সোঽশ্বান্ বিচারয়িত্বা তু রথে যুক্তান্ মনোজবান্ ॥২১
আরোহস্বেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্ ॥২২
সীতা সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা।
আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্ ॥২৩
অথার্দ্ধদিবসে গত্বা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্।
নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ ॥২৪
সীতা তু পরমায়ত্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্।
উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া ॥২৫
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাভিলষিতং মম।
হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ॥২৬

নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্ত্তসে পুরুষর্ষভ।
কচ্চিদ্ বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রং শোকমাগতঃ ॥২৭
মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ।
ন চাহমেবং শোচামি মৈবং ত্বং বালিশো ভব ॥২৮
তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।
ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ ॥২৯
ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ ॥৩০
মমাপি পদ্মপত্রাক্ষং সিংহোরস্কং কৃশোদরম্।
ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং রময়তাং বরম্ ॥৩১
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।

উপস্থিত হইয়া এক আশ্রমে রাত্রিবাস করিলেন। সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ প্রভাতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র রথ যোজনা কর; কারণ, আমরা অদ্যই মহাদেবের ন্যায় ভাগীরথীর জল মস্তকে ধারণ করিব। সারথি মনের ন্যায় গতিশীল অশ্বসকলকে ক্ষণকাল বিচরণ করাইয়া রথে যোজনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বিদেহ-দুহিতা সীতাকে বলিল—আপনি রথে আরোহণ করুন। সীতা সারথির বাক্যানুসারে উত্তম রথে আরোহণ করিলেন।১৮-২২

বিশাললোচনা সীতা ধীমান্ সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের সহিত পাপহারিণী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন।২৩

অনন্তর লক্ষ্মণ অর্দ্ধদিবস (মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত) গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ অবলোকন পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।২৪

তখন ধর্মজ্ঞ সীতা অতিশয় চিন্তিতা হইয়া শোকপীড়িত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? ২৫

লক্ষ্মণ! বহুকাল হইতে আকাঙ্ক্ষিত জাহ্নবীতীরে আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। অতএব এই আনন্দের সময় তুমি কি জন্য আমাকে বিষণ্ণা করিতেছ? ২৬

পুরুষপ্রবর! তুমি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে অবস্থিতি কর, সেই কারণে তুমি দুই রাত্রি তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছ বলিয়া কি শোকাকুল হইয়াছ? ২৭

লক্ষ্মণ! রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তথাপি আমি এরূপ শোক করিতেছি না; তুমি এরূপ বিহ্বল হইলে কেন? ২৮

আমাকে গঙ্গার পরপারে লইয়া চল এবং তাপসদিগের দর্শন লাভ করাও। তারপর আমি মুনিগণকে বস্ত্র ও আভরণসকল দান করিব।২৯

পরে মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক তথায় একরাত্রি বাস করিয়া পুনর্ব্বার সেই পুরীতে প্রত্যাগমন করিব।৩০

বিশেষতঃ কমলদলের ন্যায় যাঁহার লোচন বিস্তৃত, যাঁহার উদর অতি কৃশ, যিনি রমণগণশ্রেষ্ঠ ও সিংহবক্ষের ন্যায় যাঁহার বক্ষ বিশাল, সেই রামকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মনও উৎকণ্ঠিত হইতেছে।৩১

শত্রুবীরবিনাশী লক্ষ্মণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নয়ন-যুগল মার্জ্জনা করিয়া নাবিকগণকে আহ্বান

নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥
ইয়ঞ্চ সজ্জা নৌশ্চেতি দাসাঃ প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥৩২
তিতীর্ষুর্লক্ষ্মণো গঙ্গাং শুভাং নাবমুপারুহৎ ।
গঙ্গাং সন্তারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাং সমাহিতঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন। নাবিকগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণকে বলিল,—এই নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে।৩২

লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গাপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া (সীতার সহিত) সুন্দর নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং অতি সাবধানে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে গঙ্গা পার করাইলেন।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নাবা সীতাদেবীং পারেগঙ্গমানীয় দুঃখেন সহ লক্ষ্মণস্য তৎপরিত্যাগবার্ত্তাকথনম্ ।]

অথ নাবং সুবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ ।
আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্ব্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥১
সুমন্ত্রং চৈব সরথং স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবকম্ ॥২
ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ ।
উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্বাষ্পসংবৃতঃ ॥৩
হৃদগতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্য্যেণ ধীমতা ।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ ॥৪
শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ ।
ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্য্যে নিযোজ্যো লোকনিন্দিতে ॥৫
প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্ত্তুমর্হসি শোভনে ।
ইত্যঞ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ ॥৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[নৌকায় করিয়া সীতাদেবীকে গঙ্গার পরপারে লইয়া যাইয়া অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্মণের তাঁহাকে পরিত্যাগবার্ত্তা কথন।]

অনন্তর রামানুজ। লক্ষ্মণ নাবিকদের সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় মৈথিলীকে উঠাইয়া তৎপরে নিজে আরোহণ করিলেন।১

শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথের সহিত গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া নাবিককে যাইবার অনুমতি দিলেন।২

তারপর ভাগীরথীর পরপারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ বাষ্পাপ্লুতনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাদেবীকে বলিলেন।৩

বৈদেহি! রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও অদ্য আমাকে লোক-নিন্দিত এই ক্রূর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া লোকসমাজে আমাকে নিন্দাভাজন করিয়াছেন, সেইজন্য আমার হৃদয়ে সুমহৎ শল্য বিদ্ধ হইতেছে।৪

সুতরাং অদ্য এ অবস্থায় আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা বা মরণই যদি হইত, তাহা হইলে উহাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইত। পরন্তু ঈদৃশ লোকনিন্দিত কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করা উচিত হয়নি।৫

অতএব শোভনে! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার কোন দোষ আপনি গ্রহণ করিবেন না। লক্ষ্মণ এই

রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
মৈথিলীং ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ।
পশ্যামি ত্বাং ন চ স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥৮
শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যত্ত্বং সন্তাপমাগতঃ।
তদ্‌ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥৯
বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
অবাঙ্‌মুখো বাষ্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১০
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্।
পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে ॥১১
রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ।
ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ ॥১২
যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎপৃষ্ঠতঃ কৃতঃ।
সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দোষা মম সন্নিধৌ ॥১৩
পৌরাপবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা।
আশ্রমান্তেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি ॥১৪
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় তথৈব কিল দৌর্হৃদম্।
তদেতজ্জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্ ॥১৫
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ মা বিষাদং কৃথাঃ শুভে।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।
পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ ॥
উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে ॥১৭
পতিব্রতত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করত স্বীয় মৃত্যু বাসনা করিলে সীতাদেবী লক্ষ্মণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।৬-৭

লক্ষ্মণ! আমি রোদনের হেতু কিছুই বুঝিতেছি না, এতএব যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর; আমি তোমাকেও স্বস্থ দেখিতেছি না, মহীপতির মঙ্গল ত? ৮

আমার বোধ হইতেছে—নরপতি তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি এইরূপ শোকে কাতর হইতেছ। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার নিকটে তৎসমুদয় যথাযথরূপে বল।৯

বৈদেহী সীতার নিকট হইতে বলিবার এইরূপ প্রেরণা লাভকরত লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অধোবদন হইয়া এই কথা বলিলেন।১০

জনকতনয়ে! নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শ্রবণ পূর্ব্বক রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকট তাহা ব্যক্তকরত গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবি! রাজা ক্রোধে যে সকল কথা হৃদয় হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না, সুতরাং সেই সকল কথা বলিতে বিরত হইলাম। দেবি! রাজা আমার নিকট আপনার নির্দ্দোষিতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, কেবল পুরবাসিগণের অপবাদভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতএব আপনি তাহা অন্যরূপে গ্রহণ করিবেন না। গর্ভিণীর (আপনার) অভিলাষ পূরণ এবং রাজার আদেশ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা আমি জানি; এই কারণে আমি আপনাকে আশ্রমপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। শুভে! গঙ্গাতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই তপোবন, ইহা রমণীয় এবং পবিত্র; অতএব আপনি এখানে থাকুন, বিষণ্ণা হইবেন না। মহাযশা দ্বিজবর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি আমাদের পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু, অতএব জনকতনয়ে! আপনি সেই মহাত্মার পাদমূলে উপনীত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করত সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বদা রামের ধ্যান করুন, তাহা দ্বারা আপনার পরম কল্যাণ হইবে।১১-১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়া দুঃখপূর্ণোক্তিঃ, শ্রীরামায় তস্যাঃ সন্দেশদানম্, লক্ষ্মণস্য গমনম্, সীতায়াঃ ক্রন্দনঞ্চ।]

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দারুণং জনকাত্মজা।
পরং বিষাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ ॥১
সা মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
লক্ষ্মণং দীনয়া বাচা উবাচ জনকাত্মজা ॥২
মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে ॥৩
কিং নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥৪
পুরাহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্তিনী।
অনুরুধ্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্ত্তিনী ॥৫
সা কথং হ্যাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা।
আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা ॥৬
কিং নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম চাসংকৃতং প্রভো।
কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৭
ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্ত্তুর্মে পরিহাস্যতে ॥৮
যথাজ্ঞং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনাম্।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥৯
শ্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[সীতার দুঃখপূর্ণ উক্তি, শ্রীরামের জন্য তাঁহার সংবাদদান, লক্ষ্মণের গমন এবং সীতার ক্রন্দন।]

জনকসুতা বৈদেহী সীতাদেবী লক্ষ্মণের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১

সেই জনকদুহিতা মুহূর্তকাল অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরে সংজ্ঞা লাভ পূর্বক বাষ্পজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন।২

লক্ষ্মণ! বিধাতা দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কারণে অদ্য আবার দুঃখরাশি মুর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়াছে—দেখিতে হইল।৩

আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কোনও মহাপাপ করিয়াছিলাম অথবা কাহারও স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলাম, সেই কারণে আমি সতী ও পবিত্রচরিত্রা হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন।৪

লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে আমি নিজের ইচ্ছায় বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়াও রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করত বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম।৫

সৌম্য! এখন আমি প্রিয়জন-বিরহে কিরূপে একাকিনী আশ্রমে বাস করিব এবং একান্ত দুঃখিত হইয়াই বা নির্জ্জনবনে কাহাকে নিজের দুঃখ বলিব? ৬

প্রভো! 'মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কি কারণে ত্যাগ করিয়াছেন? তুমিই বা কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ?'—মুনিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? ৭

লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, এ সময় প্রাণত্যাগ করিলে আমার স্বামীর বংশলোপ হইবে; তাহা না হইলে অদ্যই জাহ্নবীজলে প্রাণত্যাগ করিতাম।৮

সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ! রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন কর; আমি দুঃখিনী, অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া রাজার আদেশ রক্ষা কর। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর।৯

লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

শিরসাভিনতো ক্রয়াঃ সর্বাসামেব লক্ষ্মণ।
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ ॥১১
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ ॥১২
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ ॥১৩
ময়া চ পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমাগতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেণ সুসমাহিতঃ ॥১৪
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেষ ধর্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা ॥১৫
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ ॥১৬

যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ ॥১৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥১৮
নিরীক্ষ্য মাঽদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্।
এবং ব্রুবন্ত্যাং সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥১৯
শিরসা বন্দ্য ধরণীং ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ।
প্রদক্ষিণঞ্চ তাং কৃত্বা রুদন্নেব মহাস্বনঃ ॥২০
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে।
দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে ॥২১
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে।
ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য পুনর্নাবমুপারুহৎ ॥২২

নতমস্তকে সকল শ্বশ্রূদিগকে সমানরূপে আমার প্রণাম দিবে এবং সেই সঙ্গে নরপতির চরণ-যুগলে প্রণত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।১০

লক্ষ্মণ! তুমি অন্তঃপুরের সকল বন্দনীয়া স্ত্রীগণকে আমার হইয়া প্রণাম করত আমার কুশল সমাচার দিবে এবং সদা ধর্মপালনে সাবধানচিত্ত মহারাজকেও আমার সংবাদ জানাবে।১১

তুমি রাজাকে বলিবে,—রঘুনন্দন! সীতা শুদ্ধচরিত্রা, আপনার প্রতি পরম ভক্তিমতী এবং সর্বদা আপনার কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তাহা আপনি বিশেষরূপে জানেন।১২

হে বীর! আপনি লোকাপবাদ ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয়, এরূপ কার্য্য আমারও করা উচিত নহে; কারণ, আপনিই আমার পরম আশ্রয়। সেই নরপতিকে আরও বলিবে যে, আপনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পুরবাসীদিগের প্রতিও যেন সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার করেন। তাহাতেই আপনার পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে ও তাহাতেই আপনি অত্যুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন।১৩-১৫

রাজন্! পুরবাসীদিগের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, তাহাই আপনার উত্তম ধর্ম ও কীর্ত্তি বলিয়া জানিবেন। পুরুষোত্তম! আমি নিজ শরীরের জন্য কোন অনুশোচনা করিতেছি না।১৬

রঘুনন্দন! যেরূপ পৌরগণের অপবাদের জন্য অনুশোচনা করিতেছি, সেইরূপ আপনার জন্যও অনুশোচনা হইতেছে। কারণ পতিই নারীর দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু।১৭

সেইজন্য প্রাণ দিয়াও সর্ব্বতোভাবে পতির প্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অতএব তুমি আমার এই কথাগুলি সংক্ষেপে তাঁহার নিকট বলিবে। ঋতুকাল অতিক্রম করিয়া আমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে—ইহা তুমি দেখিয়া যাও। সীতা এইরূপ কহিলে অত্যন্ত দুঃখিত লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু তখন তিনি কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। তারপর লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাদেবীকে প্রদক্ষিণ করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—শোভনে! আপনি আমাকে কি বলিতেছেন? হে নিষ্পাপ পতিব্রতে! আপনার রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, কেবল চরণ-যুগল দর্শন করিয়াছি।১৮-২১

আরুরোহ পুনর্নাবং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ।
স গত্বা চোত্তরং তীরং শোকভারসমন্বিতঃ ॥২৩
সম্মূঢ় ইব দুঃখেন রথমধ্যারুহদ্ দ্রুতম্।
মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ ॥২৪
চেষ্টন্তীং পরতীরস্থাং লক্ষ্মণঃ প্রযযাবথ।
দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥
নিরীক্ষ্যমাণাং তূদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥২৫

সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বিশেষতঃ রাম এখানে নাই, অতএব এ সময় বনমধ্যে আপনাকে একাকিনী কিরূপে দর্শন করিব? পরে লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ করিলেন।২২

তারপর লক্ষ্মণ পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিয়া নাবিককে নৌকা চালাইতে অনুমতি দিলেন। শোক-কাতর লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তরতীরে গমন করত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দ্রুত রথে আরোহণ করিলেন এবং পরতীরে বারংবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় চেষ্টমানা সীতাকে দর্শন করিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ এবং রথ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইলে দেবী অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত তাঁহাকে (লক্ষ্মণকে) দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণ শোকগ্রস্ত হইলেন।২৩-২৫

যশস্বিনী সতী সীতা তখন নিজের রক্ষক কাহাকেও না দেখিয়া দুঃখভাবের অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যশোধারিণী সতী সীতাদেবী সেই সময় ময়ূর-নিনাদিত বনে অতিশয় দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মুনিকুমারেভ্যঃ সন্দেশং প্রাপ্য মহর্ষের্বাল্মীকেরাগমনম্, সীতায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, আশ্রমে আনয়নঞ্চ।]

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তে তত্র মুনিদারকাঃ।
প্রাদ্রবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাল্মীকিরুগ্রধীঃ ॥১
অভিবাদ্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে।
সর্বে নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্তু রুদিতস্বনম্ ॥২
অদৃষ্টপূর্বা ভগবন্ কস্যাপ্যেষা মহাত্মনঃ।
পত্নী শ্রীরিব সম্মোহাদ্ বিরৌতি বিকৃতাননা ॥৩
ভগবন্ সাধু পশ্যেস্ত্বং দেবতামিব খাচ্চ্যুতাম্।
নদ্যাস্তু তীরে ভগবন্ বরস্ত্রী কাপি দুঃখিতা ॥৪

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[মুনিকুমারদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আগমন, সীতাকে সান্ত্বনাদান এবং আশ্রমে আনয়ন।]

সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থিত মুনিবালকগণ যেখানে প্রখর বুদ্ধিশালী ভগবান্ বাল্মীকি ছিলেন, সেইখানে দৌড়াইয়া যাইলেন।১

মুনিপুত্রগণ মহর্ষির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া সেই সীতার রোদনধ্বনির কথা নিবেদন করিলেন।২

তাঁহারা বলিলেন—ভগবন্! লক্ষ্মীর ন্যায় পরমা সুন্দরী কোন মহাত্মার পত্নী অতি দুঃখে বিকৃতবদনে

দৃষ্টাস্মাভিঃ প্ররুদিতা দৃঢ়ং শোকপরায়ণা।
অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ ॥৫

ন হ্যেনাং মানুষীং বিদ্মঃ সৎক্রিয়াস্যাঃ প্রযুজ্যতাম্।
আশ্রমস্যাবিদূরে চ ত্বামিয়ং শরণং গতা ॥৬

ত্রাতারমিচ্ছতে সাধ্বী ভগবংস্ত্রাতুমর্হসি।
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্মবিৎ ॥৭

তপসা লব্ধচক্ষুষ্মান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী।
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হ্যেনং মহামতিম্ ॥৮

তস্য দেশমভিপ্রেত্য কিঞ্চিৎ পদ্ভ্যাং মহামতিঃ।
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ ॥
দদর্শ রাঘবস্যেষ্টাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ ॥৯

তাং সীতাং শোকভারার্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ন্নিব তেজসা ॥১০

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥১১
আয়ান্তী চাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্মসমাধিনা।
কারণং চৈব সর্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্ ॥১২
তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
সর্বঞ্চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে ॥১৩
অপাপাং বেদ্মি সীতে তে তপোলব্ধেন চক্ষুষা।
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্ত্তসে ॥১৪
আশ্রমস্যাবিদূরে মে তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ।
তাস্ত্বাং বৎসে যথা বৎসং পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥১৫

রোদন করিতেছেন। আমরা তাদৃশ রমণী কোথাও দেখি নাই।৩

ভগবন্! আপনি স্বয়ং যাইয়া স্বর্গচ্যুতা দেবীর ন্যায় ঐ রমণীকে উত্তমরূপে দর্শন করুন। ভগবন্! গঙ্গাদেবীর তীরে ঐ মহীয়সী রমণী দুঃখিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন।৪

ঐ রমণী শোকদুঃখের অযোগ্যা, তথাপি তিনি প্রগাঢ় শোকে অভিভূতা হইয়া নদীতীরে অনাথার ন্যায় দীনভাবে একাকিনী বিলাপ করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আসিলাম।৫

আমাদের বিবেচনায় ইনি মানুষী নহেন, অতএব আপনি ইঁহার সমাদর করুন। ঐ রমণী আপনার আশ্রমের অদূরে রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি আপনারই শরণাপন্না।৬

ভগবন্! ঐ সাধ্বী দেবী নিজের রক্ষক অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে পরিত্রাণ করুন। তপোবলে জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন ধর্মজ্ঞ বাল্মীকি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক যেস্থানে মিথিলারাজপুত্রী অবস্থান করিতেছেন, সেখানে দ্রুতগতিতে গমন করিলেন। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ পরমবুদ্ধিমান্ বাল্মীকির অনুগমন করিলেন। মাহামতি মুনি পদব্রজে সেই অভিপ্রেত স্থানের কিছুদূর গিয়া অর্ঘ্য হস্তে মনোহর জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—শ্রীরামের প্রিয় পত্নী সীতাদেবী অনাথার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।৭-৯

মুনিবর বাল্মীকি তেজদ্বারা যেন সেই শোকভার প্রপীড়িতা সীতাকে আহ্লাদিত করিয়াই মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন।১০

পতিব্রতে! তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকরাজের কন্যা। তোমার আগমনের কুশল ত? ১১

তুমি আসিতেছ, যোগবলে ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি এবং ধ্যানদ্বারা তোমার পরিত্যাগের কারণও সমস্ত নিজমনে উপলব্ধি করিয়াছি।১২

মহাভাগে! তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমি যথার্থরূপে জানি। কেবল তাহাই নহে, ত্রৈলোক্যমধ্যে যে কিছু ঘটনা হয়, তৎসমস্তই আমি জানিয়া থাকি।১৩

সীতে! আমি তপোলব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা তোমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানি, অতএব বৈদেহি! তুমি আশ্বস্ত হও; এক্ষণে আমার আশ্রমে থাকিবে।১৪

ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিস্রব্ধা বিগতজ্বরা।
যথা স্বগৃহমভ্যেত্য বিষাদং চৈব মা কৃথাঃ ॥১৬

শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭

তং প্রয়ান্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ।
উপাজগ্মুর্মুদা যুক্তা বচনং চেদমব্রুবন্ ॥১৮

স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনঞ্চ তে।
অভিবাদয়ামস্ত্বাং সর্ব্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুর্ম্মহে ॥১৯

তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ।
সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ ॥২০

স্নুষা দশরথস্যৈষা জনকস্য সুতা সতী।
অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা ময়া সদা ॥২১

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি।
গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা বোঽস্তু বিশেষতঃ ॥২২

মুহুর্ম্মুহুশ্চ বৈদেহীং পরিদায় মহাযশাঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বৎসে! আমার আশ্রমের অদূরে তাপসীসকল তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত তোমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করিবেন।১৫

এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হও। নিজ গৃহে আসিয়াছ—এই মনে করিয়া বিষাদ পরিত্যাগ কর।১৬

সীতাদেবী মুনির অত্যদ্ভুত বাক্য শ্রবণকরত অবনত মস্তকে তাঁহার চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—তাহাই হউক।১৭

সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অগ্রগামী মুনিবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সীতার সহিত মুনিকে আসিতে দেখিয়া মুনিপত্নীরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং হর্ষ-সহকারে বলিলেন।১৮

মুনিবর! আপনার আগমন শুভ হউক। বহুকালের পর আপনার এখানে শুভাগমন হইল, আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আপনি অনুমতি করুন—কি কার্য্য করিব।১৯

মুনিবর বাল্মীকি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—এই সীতা আসিয়াছেন, ইনি ধীমান্ রামের পত্নী।২০

এই সীতাদেবী দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের দুহিতা। ইনি পতিব্রতা, ইঁহাতে পাপের লেশ মাত্রও নাই, তথাপি ইঁহার স্বামী ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেইজন্য ইঁহাকে আমায় সদা লালন-পালন করিতে হইবে।২১

তোমরা ইঁহাকে পরম স্নেহচক্ষে দেখিবে। আমার বাক্যানুসারে ও তোমাদের নিজ গৌরবানুসারে তোমরা ইঁহাকে বিশেষরূপে সম্মান করিবে।২২

মহাযশা মহাতপস্বী বাল্মীকি বারংবার এই কথা বলিয়া সীতাকে তাপসীহস্তে সমর্পণ করত শিষ্যগণের সহিত পুনর্ব্বার নিজ আশ্রমে আগমন করিলেন।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণ-সুমন্ত্রয়োঃ কথোপকথনম্ ।]

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্ ।
সন্তাপমগমদ্ ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥১
অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রসারথিম্ ।
সীতাসন্তাপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথে ॥২
ততো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি ।
পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ॥৩
ব্যক্তং দৈবাদহং মন্যে রাঘবস্য বিনাভবম্ ।
বৈদেহ্যা সারথে নিত্যং দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥৪
যো হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ সহ রাক্ষসৈঃ ।
নিহন্যাদ্ রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥৫
পুরা রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্ দণ্ডকে বিজনে বনে ।
উষিত্বা নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনে ॥৬
ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্ ।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে ॥৭
কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্ম্মণ্যস্মিন্ যশোহরে ।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ ॥৮
এতা বাচো বহুবিধাঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ ।
সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি ।
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ ॥১০
ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্ ।
প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্ ॥১১
ত্বাং চৈব মৈথিলিং চৈব শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা ।
স ত্যজিষ্যতি ধর্মাত্মা কালেন মহতা মহান্ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের কথোপকথন ।]

এদিকে দুঃখিতচিত্ত লক্ষ্মণ মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতিশয় বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন ।১

তখন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ সুপরামর্শদাতা সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথে ! সীতার বিরহে রামের কিরূপ দুঃখ হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ ।২

রাঘবকে পবিত্রস্বভাবা ভার্য্যা জনকতনয়া সীতা-দেবীকে পরিত্যাগ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক দুঃখের বিষয় কি আছে ? ৩

সূত ! রঘুনাথের সহিত সীতাদেবীর এই যে নিত্য বিয়োগ, উহা দৈবকারণেই ঘটিতেছে—আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। কারণ, দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ।৪

যে রঘুনন্দন রাম কুপিত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পারেন, তিনিও আজ দৈবের অধীন ।৫

রামচন্দ্র পূর্ব্বে পিতৃবাক্যানুসারে দণ্ডকনামক বিজন মহারণ্যে চতুর্দশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন ।৬

(তাহাতে তিনি যে দুঃখ পাইয়াছিলেন) তাহা হইতেও আজ অধিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; কারণ, পৌরগণের কথা শুনিয়া এখন তিনি নিজে সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত নৃশংস বলিয়া আমার মনে হইতেছে ।৭

হে সূত ! অন্যায়বাদী পৌরগণের কথায় এই অযশস্কর সীতাপরিত্যাগরূপ কার্য্য করিয়া রাম কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন ? ৮

এইরূপ লক্ষ্মণের নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে ইহা বলিতে লাগিলেন ।৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ

ইদং ত্বয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেঽপি বা।
রাজ্ঞা বো ব্যাহৃতং বাক্যং দুর্বাসা যদুবাচ হ ॥১৩
মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরর্ষভ।
ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ ॥১৪
ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা মামাহ পুরুষর্ষভঃ।
সূত ন কচিদেবং তে বক্তব্যং জনসন্নিধৌ ॥১৫
তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎসুসমাহিতঃ।
নৈব জাত্বনৃতং কুর্য্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্ ॥১৬
সর্বথৈব ন বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ।
যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন ॥১৭

যদ্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতং পুরা।
তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥১৮
যেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমন্বিতম্।
ন ত্বয়া ভরতস্যাগ্রে শত্রুঘ্নস্যাপি সন্নিধৌ ॥১৯
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ।
তথ্যং ব্রূহীতি সৌমিত্রিঃ সূতং তং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিও না, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ তোমার পিতার সমীপে সীতার এই ভাবী নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।১০

মহাবাহু রাম কখন সুখভোগ করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত নিয়ত বহুতর দুঃখভোগ করিবেন এবং অবিলম্বে প্রিয়গণের সহিত বিযুক্ত হইবেন।১১

অধিক কি, ধর্ম্মাত্মা ও মহান্ রাম প্রবল কালের বশীভূত হইয়া ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা এবং তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন।১২

(রাজা দশরথ তোমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী জানিবার অভিপ্রায়ে দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলে) দুর্ব্বাসা তদুত্তরে রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা শত্রুঘ্ন, ভরত বা তোমাকে বলিতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন।১৩

নরোত্তম! দুর্ব্বাসামুনি বহুজন-সমীপে রাজা দশরথকে বশিষ্ঠ এবং আমার সমক্ষে তাহা বলিয়াছিলেন।১৪

ঋষির বাক্য শুনিয়া পুরুষপ্রবর মহারাজ আমাকে বলিলেন,—সূত! তুমি এই গুপ্ত-কথা কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।১৫

অতএব হে সৌম্য! আমি সেই লোকপাল দশরথের আদেশবাক্য কখনই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করিব না—ইহা আমার সঙ্কল্প, সেইজন্য আমি অতিশয় সাবধানে রহিয়াছি।১৬

হে সৌম্য! ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করা উচিত না হইলেও যদি তোমার শ্রবণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণে উৎসুকতা থাকে, তবে হে রঘুনন্দন! তুমি উহা শ্রবণ কর।১৭

যদিও নরনাথ দশরথ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি আমি তাহা ব্যক্ত করিব। কারণ, দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; যাহার জন্য আজ তুমিও এইরূপ দুঃখ এবং শোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভরত কিংবা শত্রুঘ্নের নিকট ইহা ব্যক্ত করিও না।১৮-১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গভীর অর্থযুক্ত সেই সত্য কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে বলিলেন,—তুমি বিস্তৃত ভাবে আমার নিকট তাহা বর্ণন কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[পথি মহর্ষি-ভৃগোর্দুর্বাসঃকথিতশাপকথাং সঙ্ঘটিষ্যমানং কমপি বৃত্তান্তঞ্চোক্ত্বা সুমন্ত্রস্য লক্ষ্মণায় সান্ত্বনাদানম্।]

তথা সঞ্চোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
তদ্বাক্যমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥১
পুরা নাম্না হি দুর্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুবাস হ ॥২
তমাশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে সুমহাযশাঃ।
পুরোহিতং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্ ॥৩
স দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য সব্যপার্শ্বে মহামুনিম্ ॥৪
তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতো হ্যভ্যবাদয়ৎ।
স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ ॥৫
পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উবাস মুনিভিঃ সহ।
তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ ॥৬
বভূবুঃ পরমর্ষীণাং মধ্যাদিত্যগতেঽহনি।
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ ॥৭
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।
ভগবন্ কিং প্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি ॥৮
কিমায়ুশ্চ হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ।
রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ুঃ কিয়দ্ভবেৎ ॥৯
কাম্যয়া ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতিং মম।
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞো দশরথস্য তু ॥১০
দুর্ব্বাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে।
শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি ॥১১
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভর্ৎস্যমানা ভৃগুপত্নীং সমাশ্রিতাঃ।
তয়া দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[পথিমধ্যে সুমন্ত্রকর্তৃক দুর্বাসামুনিকথিত ভৃগু ঋষির শাপের কথা এবং 'ভবিষ্যতে হইবে' এইরূপ কিছু বৃত্তান্ত বলিয়া লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান।]

মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া সুমন্ত্র ঋষিকথিত সেই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।১

পুরাকালে অত্রিনন্দন মহামুনি দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠ মুনির পবিত্র আশ্রমে বর্ষাকালীন চার মাস (কাহারও মতে বর্ষকালব্যাপী) বাস করিতেছিলেন।২

একদিন তোমার অতীব যশস্বী ও মহাতেজা পিতা দশরথ মহাত্মা পুরোহিত বশিষ্ঠকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সেই আশ্রমে আগমন করেন।৩

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা যেন তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়াই বশিষ্ঠের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।৪

রাজা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেই তাপসপ্রবর মুনিযুগলকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা স্বাগতজিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য এবং ফল-পুষ্প দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিলে, রাজাও ঐ মুনিগণের সহিত উপবেশন করিলেন। তারপর মধ্যাহ্নকালে মহর্ষিগণ তথায় উপবেশন করিয়া নানাবিধ সুমধুর কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কোন কথার প্রসঙ্গে মহারাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্রিনন্দন তপোধন মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে বলিলেন,—ভগবন্! আমার বংশ কোন সময় পর্য্যন্ত চলিবে? (কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে?)।৫-৮

রামের আয়ু এবং আমার অন্য পুত্রগণেরই বা আয়ু কি পরিমাণ হইবে? রামের যাহারা পুত্র হইবে, তাহাদেরই বা আয়ু কিরূপ? ৯

ভগবন্! আমার এই বংশের পরিণামে কি গতি

তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোঽহরৎ ॥১৩
ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা পত্নীং ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
শশাপ সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুং রিপুকুলার্দনম্ ॥১৪
যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তস্মাত্ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দন ॥১৫
তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহুবার্ষিকম্।
শাপাভিহতচেতাস্তু স্বাত্মনা ভাবিতোঽভবৎ ॥১৬
অর্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ।
তপসারাধিতো দেবো হ্যব্রবীদ্ ভক্তবৎসলঃ ॥১৭
লোকানাং সম্প্রিয়ার্থন্তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্।
ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুণা পূর্ব্বজন্মনি ॥১৮
ইহাগতো হি পুত্রত্বং তব পার্থিবসত্তম।
রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ ॥১৯
তৎফলং প্রাপ্স্যতে চাপি ভৃগুশাপকৃতং মহৎ।
অযোধ্যায়াঃ পতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি ॥২০
সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥২১
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি।
সমৃদ্ধৈশ্চাশ্বমেধৈশ্চ দৃষ্ট্বা পরমদুর্জয়ঃ ॥২২
রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহূন্ সংস্থাপয়িষ্যতি।
দ্বৌ পুত্রৌ তু ভবিষ্যেতে সীতায়াং রাঘবস্য তু ॥২৩
স সর্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্।
আখ্যায় সুমহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ ॥২৪

হইবে, তাহা আপনি ইচ্ছানুসারে বলুন। রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী দুর্ব্বাসা বলিলেন,—রাজন্! পুরাবৃত্ত (ইতিহাস) শ্রবণ করুন। যখন দেবাসুরের সংগ্রাম হয়, তৎকালে দৈত্যসকল সুরগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয় দান করিলে, তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিল।১০-১২

ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছেন দেখিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণু ক্রোধে তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করিলেন।১৩

পরে ভৃগু নিজ পত্নীর বিনাশ দর্শনে কুপিত হইয়া রিপুকুলবিনাশন বিষ্ণুকে সহসা এই শাপ প্রদান করিলেন।১৪

হে জনার্দ্দন! আমার পত্নী অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধে মোহিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে।১৫

তুমি সেখানে বহুবর্ষ পত্নীর বিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিবে। এইরূপ শাপ দিয়া ঐ ঋষি চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ভগবানকে ঐ শাপ স্বীকার করিয়া লইবার জন্য শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে প্রেরণা জাগাইলেন। এইরূপ শাপের বিফলতাভয়ে পীড়িত মহর্ষি ভৃগু তপস্যাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল দেব নারায়ণ তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়া বলিলেন।১৬-১৭

ভূরাদি লোকসমূহের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ সেই শাপ স্বীকার করিলাম। হে মানদ রাজসত্তম! পূর্ব্বজন্মে ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া মহাতেজা বিষ্ণু ইহলোকে আপনার পুত্রত্ব স্বীকার করত ত্রিলোকমধ্যে রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।১৮-১৯

রাম ভৃগুমুনির সেই পত্নীবিয়োগরূপ সুমহৎ শাপফল প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তিনি সুচিরকাল অযোধ্যায় রাজা হইয়া অবস্থান করিবেন।২০

যাঁহারা তাঁহার অনুগামী, তাঁহারা সুখী ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবেন। অতি দুর্জ্জয় রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করত বহু অশ্বমেধ যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। রাম বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। সীতার গর্ভে রামের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।২১-২৩

অতীব তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা রাজবংশের অতীত

তূষ্ণীং ভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ।
অভিবাদ্য মহাত্মানৌ পুনরায়াৎ পুরোত্তমম্ ॥২৫
এতদ্ বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং পুরা।
শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ ভবিষ্যতি ॥২৬
সীতায়াশ্চ ততঃ পুত্রাবভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ।
অন্যত্র ন ত্বযোধ্যায়াং মুনেস্তু বচনং যথা ॥২৭
এবং গতে ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব।
সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম ॥২৮
শ্রুত্বা তু ব্যাহৃতং বাক্যং সূতস্য পরমাদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৯
ততঃ সংবদতোরেবং সূত-লক্ষ্মণয়োঃ পথি।
অস্তমর্কে গতে বাসং কেশিন্যাং তাবথোষতুঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।২৪

তখন সেই মুনি মৌনাবলম্বন করিলে রাজা দশরথ মহাত্মা মুনিদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় আগমন করিলেন।২৫

মুনিবর পূর্ব্বে এই বাক্য আশ্রমে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে গ্রথিত রাখিয়াছিলাম (কখনও কাহাকে কিছু বলি নাই।), সুতরাং ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।২৬

মুনির বচনানুসারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, রঘুনন্দন রাম সীতার পুত্রদ্বয়কেই অযোধ্যানগরে অভিষিক্ত করিবেন।২৭

অতএব হে নরোত্তম রাঘব! এ অবস্থায় তোমার সীতা বা রামের নিমিত্ত দুঃখ করা উচিত নয়। তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।২৮

সারথির সেই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৯

পথিমধ্যে সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন অবস্থায় সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। তখন তাঁহারা কেশিনী নদীর তীরে রাত্রিযাপন করিলেন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাস্থিতরাজভবনমাসাদ্য দুঃখিনা রামেণ সহ লক্ষ্মণস্য মিলনম্, তস্মৈ (রামায়) সান্ত্বনাদানঞ্চ ।]

তত্র তাং রজনীমুষ্য কেশিন্যাং রঘুনন্দনঃ ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা ॥১
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ ।
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্ ॥২
সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ ।
রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ ॥৩
তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য ভবনং শশিসন্নিভম্ ।
রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যত ॥৪
রাজ্ঞস্তু ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য্য নরোত্তমঃ ।
অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥৫
স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ ॥৬
জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ।
উবাচ দীনয়া বাচা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥৭
আর্য্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ।
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে ॥৮
তত্র তাঞ্চ শুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্ ।
পুনরপ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥৯
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী ।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ ॥১০
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১১
তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্ ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দুঃখী রামের সহিত লক্ষ্মণের মিলন এবং তাঁহাকে (রামকে) সান্ত্বনাদান ।]

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনী নদীর তীরে সেই রজনী যাপন করত প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন ।১

তারপর মধ্যাহ্নকালে হৃষ্টপুষ্ট জনপরিবৃত ও রত্নপূর্ণ অযোধ্যানগরে ঐ বিশাল রথ উপস্থিত হইল ।২

তৎকালে মহামতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ একান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি রামের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব ? ৩

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামের চন্দ্রতুল্য পরম রমণীয় ভবন তাঁহার নয়নগোচর হইল ।৪

নরোত্তম লক্ষ্মণ মহারাজ রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে রথ হইতে অবতরণ করত অধোবদনে ও দীনমনে নির্বাধায় তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন ।৫

লক্ষ্মণ উত্তম আসনে উপবিষ্ট অগ্রজ রামচন্দ্রকে অশ্রুপূর্ণলোচন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ(করে প্রণাম) করত কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে করুণস্বরে বলিলেন ।৬-৭

আর্য্যের আজ্ঞানুসারে যশস্বিনী ও সচ্চরিত্রা জনক-দুহিতাকে যথানির্দিষ্ট গঙ্গাতীরে বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। হে বীর। তারপর আপনার শ্রীচরণসেবা করিবার নিমিত্ত পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম ।৮-৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কালের গতি এইরূপ, অতএব আপনি শোক করিবেন না; কারণ, আপনার ন্যায় জ্ঞানবান্ মনস্বিগণ শোক করেন না ।১০

সংসারে যত ঐশ্বর্য্য আছে, কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, উত্থান হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী,

শক্তস্ত্বমাত্মনাত্মানং বিনেতুং মনসা মনঃ।
লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং
পুনঃ শোকমাত্মনঃ ॥১৩
নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ॥১৪
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৫
স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ।
ত্যজেমাং দুর্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব হ ॥১৬

এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ ॥১৭
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্য্যানুশাসনে ॥১৮
নিবৃত্তিশ্চাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ।
ভবদ্বাক্যৈঃ সুরুচিরৈরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সংযোগ অন্তে বিয়োগে পরিণত হয় এবং জীবের জীবন শেষে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১১

সেইজন্য স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং ধনে অতিশয় আসক্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।১২

হে কাকুৎস্থ! আপনি আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণোপাধিক জীবত্মা (ভোক্তাত্মা) দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে এবং মন দ্বারা মনোবৃত্তিকে এবং লোকসকলকে সংযত রাখিতে সমর্থ। সুতরাং আপনার নিজের শোক যে সংযত করিবেন, তাহাতে আর বলার কি আছে? ১৩

হে রঘুনন্দন! আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এইরূপ বিপত্তিকালেও বিমোহিত হন না। আপনি যদি এখন সদা দুঃখিত মনে থাকেন, তাহা হইলে ঐ অপবাদ পুনরায় আপনার উপর আসিবে।১৪

রাজন্! আপনি যে অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি পুনরায় তাঁহার জন্য সর্ব্বদা শোক করেন, তাহা হইলে আপনার সেই অপবাদ নিঃসন্দেহে পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে নগরমধ্যে সংঘোষিত হইবে।১৫

অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া এই দুর্ব্বল শোকবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, সন্তাপ করিবেন না।১৬

মহাত্মা লক্ষ্মণ মিত্রবৎসল কাকুৎস্থ রামকে এইরূপ বলিলে, তিনি পরম প্রীতিসহকারে লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ! তুমি যেরূপ বলিলে, সেইরূপই বটে। তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি।১৮

হে সৌম্য লক্ষ্মণ! এখন আমার শোক নিবৃত্ত ও সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে এবং তোমার সুন্দরবাক্যে আমি শান্তি লাভ করিলাম।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ লক্ষ্মণ-সমীপে কার্য্যার্থিনঃ পুরুষান্ প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারিণো রাজ্ঞো নৃগস্য শাপবৃত্তান্তস্য কথনম্, কার্য্যার্থিপুরুষান্ পর্য্যবেক্ষিতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামস্যাদেশশ্চ।]

লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্।
সুপ্রীতশ্চাভবদ্ রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।
যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ ॥২
যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে শুভলক্ষণ।
তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ্ব বচনং মম ॥৩
চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্য্যং পৌরজনস্য চ।
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥৪
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা।
কার্য্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ ॥৫
পৌরকার্য্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥৬
শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ।
বভূব পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥৭
স কদাচিদ্ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ ॥৮
ততঃ সঙ্গাদ্ গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ।
ব্রাহ্মণস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবর্ত্তিনঃ ॥৯
স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্ত্তো বৈ অন্বিষংস্তত্র তত্র হ।
নাপশ্যৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥১০

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামকর্ত্তৃক লক্ষ্মণের নিকট কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী নৃগরাজার শাপ বৃত্তান্ত কথন এবং কার্য্যার্থী পুরুষগণকে দেখিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান।]

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এরূপ অতিশয় অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন।১

হে সৌম্য! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং আমার মনের অনুগামী। বিশেষতঃ এরূপ সময়ে তোমার মত বন্ধু দুর্লভ।২

এতএব হে শুভলক্ষণ! আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর এবং শুনিয়া তদনুরূপ পালন কর।৩

হে সৌম্য! সুমিত্রানন্দন! চারি দিবস হইল—পৌরজনের কোন কার্য্য করা হয়নি, সেইজন্য আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।৪

অতএব হে পুরুষপ্রবর! তুমি প্রজা, পুরোহিত, মন্ত্রী, কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) প্রভৃতি পুরুষ কিংবা কার্য্যার্থিনী স্ত্রিগণকে আহ্বান কর।৫

যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য না করেন, তিনি বায়ুসঞ্চারবিহীন ঘোর নরকে নিপতিত হন,—ইহাতে সংশয় নাই।৬

শুনিয়াছি, পুরাকালে মহাযশস্বী নৃগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণ-ভক্ত, সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব।৭

সেই নরদেব নৃপতি নৃগ কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণভূষিতা এক কোটি সবৎসা গাভী দান করেন।৮

হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! তাহাতে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী কোন সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী রাজার গাভীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়।৯

গো স্বামী ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া বহু বৎসর নানা রাজ্যে সেই অপহৃতা গাভীর অন্বেষণ করিয়া কোথাও দেখিতে পাইলেন না।১০

ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্।
দদৃশে তাং স্বিকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥১১
অথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ।
আগচ্ছ শবলেত্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্ ॥১২
তস্য তং স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধার্ত্তস্য দ্বিজস্য বৈ।
অন্বগাৎ পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছন্তং পাবকোপমম্ ॥১৩
যোঽপি পালয়তে বিপ্রঃ সোঽপি গামন্বগাদ্ দ্রুতম্।
গত্বা চ তমৃষিং চষ্টে মম গৌরিতি সত্বরম্ ॥১৪
স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দত্তা নৃগেণ হ।
তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্ বিপশ্চিতোঃ ॥১৫
বিবদন্তৌ ততোঽন্যোন্যং দাতারমভিজগ্মতুঃ।
তৌ রাজভবনদ্বারি ন প্রাপ্তৌ নৃগশাসনম্ ॥১৬
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ ॥১৭

ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।
অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্ ॥১৮
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি।
বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ ॥১৯
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি।
উৎপস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্ত্তিবর্ধনঃ ॥২০
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ।
স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি ॥২১
কৃতা চ তেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি।
ভারাবতরণার্থং হি নর-নারায়ণাবুভৌ ॥২২
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে।
এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ ॥২৩
তাং গাং হি দুর্বলাং বৃদ্ধাং দদতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ।
এবং স রাজা তং শাপমুপভুঙ্‌ক্তে সুদারুণম্ ॥২৪

অনন্তর কোন সময়ে কনখলদেশে গমন করত এক ব্রাহ্মণের গৃহে সেই স্বকীয়া ধেনুকে দর্শন করিলেন। তখন ঐ গাভী নিরোগ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল এবং তাহার বৎসও অতিশয় বড় হইয়াছিল।১১

তারপর ব্রাহ্মণ স্বরক্ষিত নাম দ্বারা আহ্বান করিলেন—শবলে! এস, এস। তখন সেই গাভীও তাঁহার ঐ স্বর শ্রবণ করিল।১২

গাভী সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বর জানিতে পারিয়া অগ্রগামী ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।১৩

যে দ্বিজবর ঐ গাভীকে পালন করিতেন, তিনিও সত্বর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ঋষিবরকে বলিলেন,—এ গাভী আমার, রাজসিংহ নৃগ স্বহস্তে আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন। এইরূপে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণযুগলের তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল।১৪-১৫

পরিশেষে তাঁহারা উভয়েই বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজার নিকট গমন করিলেন। পরন্তু তাঁহারা রাজভবনের দ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও রাজগৃহপ্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই দুই শ্রেষ্ঠ মহাত্মা দ্বিজ ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন—তুমি যখন বিবাদ নির্ণয় করাইতে ইচ্ছুক প্রার্থিগণের কার্য্য সামাধা করিবার নিমিত্ত দর্শন দিতেছ না, সেই কারণে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস (গিরগিটি) হইবে। হে নৃপ! তুমি কৃকলাসদেহ লাভ করিয়া বহু শত ও সহস্র বৎসর গহ্বরে বাস করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু যদুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেবনামে বিখ্যাত পুরুষ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। রাজন্! তিনিই তোমাকে শাপ হইতে মোচন করিবেন। সেইজন্য তুমি কৃষ্ণাবতার সময় পর্য্যন্ত কৃকলাস হইয়া থাকিবে এবং ঐ কৃষ্ণাবতারকালেই তুমি নিষ্কৃতি পাইবে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সেই মহাবীর্য্য নর এবং নারায়ণ দুই ঋষি জগতের ভার হরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপে সেই বিপ্রদ্বয় নৃগরাজাকে শাপ প্রদান করত শান্ত হইলেন।১৬-২৩

তখন তাঁহারা সেই দুর্ব্বলা বৃদ্ধা গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে

কার্য্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে।
তচ্ছীঘ্রং দর্শনং মহ্যমভিবর্ত্তস্তু কার্য্যিণঃ ॥২৫
সুকৃতস্য হি কার্য্যস্য ফলং নাবৈতি পার্থিবঃ।
তস্মাদ্ গচ্ছ প্রতীক্ষস্ব সৌমিত্রে কার্য্যবাঙ্গনং ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সম্প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ! রাজা নৃগ এখনও সেই সুদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন।২৪

হে বীর! সেইজন্য কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) পুরুষের যদি বিবাদ নির্ণীত না হয়, তবে ঐ কলহ রাজাগণের দোষের নিমিত্ত পরিকল্পিত হয়। তাই কলহসমাধানেচ্ছু পুরুষেরা যাহাতে অতি সত্বর আমার দর্শন পায়,—তাহাই করিতে হইবে। প্রজাপালনরূপ পুণ্যকর্ম্মেরফল কি রাজা পাইবেন? অবশ্যই পাইবে। সেইহেতু লক্ষ্মণ! তুমি যাও এবং রাজদ্বারে প্রতীক্ষা কর; যদিই কোন কার্য্যার্থী পুরুষ আগমন করিয়া থাকে।২৫-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা নৃগেণ সুন্দরস্য শ্বভ্রস্য নির্ম্মাণম্, রাজ্যে পুত্রমভিষিচ্য তত্র চ প্রবিশ্য নৃগস্য শাপভোগঃ।]

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥১
অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ।
মহান্ নৃগস্য রাজর্ষের্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥২
শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভ।
কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমন্বিতৌ ॥৩
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
শৃণু সৌম্য যথা পূর্বং স রাজা শাপবিক্ষতঃ ॥৪
অথাধ্বনি গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় স নৃপস্তদা।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বান্ নৈগমান্ সপুরোধসঃ ॥৫
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্বাশ্চ প্রকৃতিস্তথা।
দুঃখেন সুসমাবিষ্টঃ শ্রূয়তাং মে সমাহিতাঃ ॥৬
নারদঃ পর্বতশ্চৈব মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্।
গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতাবনিন্দিতৌ ॥৭
কুমারোঽয়ং বসুর্নাম স চেহাদ্যাভিষিচ্যতাম্।
শ্বভ্রঞ্চ যৎ সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম ॥৮

চতুপঞ্চাশ সর্গ

[রাজা নৃগ কর্তৃক এক সুন্দর গুহা নির্মাণ, রাজ্যে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া সেই গুহায় প্রবেশ করত নৃগের শাপভোগ।]

রামের বাক্য শুনিয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে অতি তেজস্বী রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! ব্রাহ্মণযুগল সামান্য অপরাধে রাজর্ষি নৃগরাজকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ কঠোর শাপ প্রদান করিলেন।২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের শাপরূপ পাপসংযুক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই ক্রুদ্ধ দ্বিজদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন? ৩

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য! মহারাজ নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর।৪

তারপর ঐ দুই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলে রাজা নৃগ নিজ শাপবৃত্তান্ত জানিয়া তখন স্বীয় পুরোহিত, মন্ত্রীবর্গ, এবং পৌরগণকে আহ্বান করত একান্ত দুঃখিতচিত্তে

যত্রাহং সংক্ষয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্ ।
বর্ষঘ্নমেকং শ্বভ্রস্তু হিমঘ্নমপরং তথা ॥৯
গ্রীষ্মঘ্নং তু সুখস্পর্শমেকং কুর্বন্তু শিল্পিনঃ ।
ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ ॥১০
বিরোপ্যন্তাং বহুবিধাশ্ছায়াবন্তশ্চ গুল্মিনঃ ।
ক্রিয়তাং রমণীয়ঞ্চ শ্বভ্রাণাং সর্বতোদিশম্ ॥১১
সুখমত্র বসিষ্যামি যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়তাং তেষু নিত্যশঃ ॥১২
পরিবার্য্য যথা মে স্যুরধ্যর্ধং যোজনং তথা ।
এবং কৃত্বা বিধানং স সন্নিবেশ্য বসুং তদা ॥১৩
ধর্মনিত্যঃ প্রজা পুত্র ক্ষত্রধর্মেণ পালয় ।
প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ ॥১৪
নরশ্রেষ্ঠ সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে ।
মা কৃথাস্ত্বনুসন্তাপং মৎকৃতে হি নরর্ষভ ॥১৫
কৃতান্তঃ কুশলঃ পুত্র যেনাস্মি ব্যসনীকৃতঃ ।
প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি ॥১৬
লব্ধব্যান্যেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ ।
পূর্বে জাত্যন্তরে বৎস মা বিষাদং কুরুষ্ব হ ॥১৭
এবমুক্ত্বা নৃপস্তত্র সুতং রাজা মহাযশাঃ ।
শ্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভ ॥১৮
এবং প্রবিশ্যৈব নৃপস্তদানীং
　　শ্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ ।
সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা
　　শাপং দ্বিজাভ্যাং হি রুষা বিমুক্তম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বলিলেন,—আপনারা সাবধান হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।৫-৬

নারদ এবং পর্ব্বত—এই দুই ভদ্র (কল্যাণকারী)ও অনিন্দনীয় মুনি আমার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপের কথা কীর্ত্তন করত আমাকে মহৎ ভয় প্রদান করিয়া বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।৭

অতএব আমার এই বসুনামক রাজকুমারকে মদীয় সিংহাসনে অদ্য অভিষিক্ত করুন এবং শিল্পিদ্বারা আমার নিমিত্ত সুখস্পর্শ একটি বিবর নির্মাণ করান ।৮

আমি যাহাতে থাকিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপ ক্ষয় করিতে পারি, শিল্পিগণ আমার বাসের উপযোগী সেইরূপ একটি হিমনিবারক এবং অপর একটি গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ বিবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফলশালী বৃক্ষ ছায়াযুক্ত গুল্ম ও পুষ্পবতী লতা রোপণ করত গর্ত্তের রমণীয়তা সম্পাদন করুক। আমার চতুষ্পার্শের অর্ধযোজন পর্য্যন্ত যাহাতে সুগন্ধি পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করুন। যতদিন শাপাবসান না হয়, ততদিন আমি তাহাতে সুখে বাস করিব। সেইধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ নৃগ তৎকালে এইরূপ বিধান করিয়া বসুনামক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুত্র! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার সামান্য অপরাধ হইলেও দ্বিজদ্বয় কুপিত হইয়া আমাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অতএব পুরুষপ্রবর! তুমি আমার জন্য সন্তাপ করিওনা। পুত্র! যে আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, সেই মৎকৃত পূর্ব পূর্ব জন্মের প্রাচীন কর্মই অনুকূল-প্রতিকূল অর্থাৎ সুখ-দুঃখের প্রভু। স্বকৃত পূর্বজন্মের কর্ম্মানুসারে যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, মানব তাহা পাইয়া থাকে। এইরূপ অবশ্য গন্তব্য স্থানে গমন করে এবং যাহা লব্ধব্য, তাহাই লাভ করে; অধিক কি, সুখদুঃখও তদনুসারে ভোগ করে; অতএব হে বৎস! (আমার জন্য) বিষাদ পরিত্যাগ কর ।৯-১৭

হে পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণ! তখন মহাযশা রাজা নৃগ পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সেই সুন্দর গহ্বরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন ।১৮

এইরূপে মহাত্মা রাজা নৃগ উত্তম রত্নরাজি দ্বারা বিভূষিত বিবরে প্রবেশ করিয়া কোপপূর্ণ দ্বিজদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাপফল ভোগ করিতে লাগিলেন ।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মহর্ষের্বশিষ্ঠস্য রাজ্ঞো নিমেশ্চ পারস্পরিকাভিশাপেন দেহত্যাগঃ।]

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষ্বেহাপরাং কথাম্ ॥১
এবমুক্তস্তু রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ।
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
কথাং পরমধর্মিষ্ঠাং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥৩
আসীদ্ রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্য্যে ধর্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥৪
স রাজা বীর্য্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্।
নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাসে গৌতমস্য তু ॥৫
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্।
নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ ॥৬
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্।
যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥৭
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুতম্।
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্ ॥৮
অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোনিধিম্ ॥৯
তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্।
বৃতোঽহং পূর্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয় ॥১০

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমির পারস্পরিক অভিশাপে দেহত্যাগ।]

রামচন্দ্র বলিলেন,—লক্ষ্মণ! এই আমি নৃগরাজার শাপবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলিলাম। যদি এই প্রসঙ্গে তোমার অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর।১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন,—রাজন্! এই আশ্চর্য্যজনক কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন পরিতৃপ্ত হয় নাই।২

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমধর্মসমন্বিত অন্য উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।৩

লক্ষ্মণ! নিমি নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি অদ্বিতীয় বীর্য্যশালী, ধর্মনিষ্ঠ এবং মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ*। সেই পরাক্রান্ত রাজা তৎকালে গৌতমমুনির আশ্রম সমীপে দেবপুরীর ন্যায় রমণীয়া পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৪-৫

মহাযশা রাজর্ষি নিমি যেস্থানে বাস করিতেন, সেই সুন্দর নগর 'বৈজয়ন্ত' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।৬

মনোহর মহানগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আমি পিতা ইক্ষ্বাকুর মনে আহ্লাদ উৎপাদন করত 'দীর্ঘসত্র' অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী এক যজ্ঞ করিব।৭

অনন্তর নিমি নিজ পিতা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করিয়া (তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করত) প্রথমে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বরণ করিলেন।৮

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি পরে তপোধন ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে বরণ করিলেন।৯

কিন্তু তখন বশিষ্ঠ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ নিমিকে বলিলেন,—

* শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধে ৬।৪ শ্লোকে, বিষ্ণুপুরাণে ৪।২।১১ বচনে এবং মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ২।৫ শ্লোকে ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র দেখা যায়। তাঁহাদের প্রধান ছিলেন—বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড। এই দৃষ্টিতে নিমি দ্বিতীয় পুত্র—ইহাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণের এইস্থলে ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে নিমি দ্বাদশ পুত্র দেখান হইয়াছে। সেইহেতু বিশেষ গুণের জন্য তিন-প্রধানের মধ্যে নিমি দ্বিতীয় এবং অবস্থাক্রমে (রামায়ণে প্রদর্শিত) নিমি দ্বাদশ—ইহা বুঝিতে হইবে।

অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১
নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।
অযজদ্ধিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাকরোৎ ॥১২
ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
সকাশমাগতো রাজ্ঞো হৌত্রং কর্ত্তুমনিন্দিতঃ ॥১৩
তদন্তরমথাপশ্যদ্ গৌতমেনাভিপূরিতম্।
কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥১৪
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্ত্তং সমুপাবিশৎ।
তস্মিন্নহনি রাজর্ষির্নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্ ॥১৫
ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥১৬
যস্মাৎ ত্বমন্যং বৃতবান্ মামবজ্ঞায় পার্থিব।
চেতনেন বিনাভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি ॥১৭
ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্।
ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৮
অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥১৯
তস্মাৎ তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।
দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২০
ইতি রোষবশাদুভৌ তদানী-
মন্যোন্যং শপিতৌ নৃপ-দ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ
তত্তুল্যাধিগত-প্রভাববন্তৌ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ইন্দ্র অগ্রে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞ যতদিন না সমাপ্ত হয়, ততদিন তুমি আমার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা কর।১০

বশিষ্ঠ প্রস্থান করিলে বিপ্রেন্দ্র গৌতম বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এদিকে মহাত্মা বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।১১

নরাধিপ মহারাজ নিমি সেই ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরের সমীপে হিমালয়পার্শ্বে পঞ্চসহস্র বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।১২

ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতস্বভাব ভগবান বশিষ্ঠ রাজার যজ্ঞে হোতৃকর্ম করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। পরন্তু গৌতমমুনিকে সেই কার্য্য করিতে দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।১৩-১৪

তখন তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দুই ঘণ্টাকাল সেখানে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু সেই দিবস রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন, সেই কারণে রাজার দর্শন পাইলেন না। মহাত্মা বশিষ্ঠ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে ভূপাল! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তোমার শরীর অচেতন হইয়া পতিত হইবে।১৫-১৭

তারপর রাজা জাগরিত হইয়া বশিষ্ঠদত্ত শাপের কথা শ্রবণ করত ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠকে বলিলেন।১৮

আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, সেইজন্য আপনার আগমন-বার্ত্তা আমি জানিতে পারি নাই। তথাপি আপনি কোপে কলুষিত হইয়া আমার প্রতি দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপাগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছেন।১৯

অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! চিরন্তন শোভাযুক্ত আপনার দেহও অচেতন হইয়া পতিত হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই।২০

এইপ্রকার সেই সময়ে রোষবশতঃ ব্রহ্মসম প্রভাবশালী ঐ দুই দ্বিজেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে শাপ দিয়া সহসা উভয়েই দেহহীন হইলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মণো বাক্যেন বশিষ্ঠস্য বরুণবীর্য্যে আবেশঃ, উর্ব্বশীসমীপে বরুণেন কুম্ভস্যৈকস্যমধ্যে স্বীয়বীর্য্যস্যা-ধানম্, মিত্রস্য শাপেন ভূতলে রাজ্ঞঃ পুরূরবসঃ সমীপে আগম্য উর্ব্বশ্যাঃ পুত্রোৎপাদনঞ্চ।]

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥১
নিক্ষিপ্য দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ ॥৩
তৌ পরস্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধার্মিকৌ।
অভূতাং নৃপ-বিপ্রর্ষী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥৪
অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা জগাম পিতুরন্তিকম্ ॥৫
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্মবিৎ।
পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥৬

ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহত্বমুপাগমম্।
দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোঽহমণ্ডজ ॥৭
সর্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি।
লুপ্যন্তে সর্বকার্য্যাণি হীনদেহস্য বৈ প্রভো ॥৮
দেহস্যান্যস্য সদ্ভাবে প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরমিতপ্রভঃ ॥৯
মিত্রাবরুণজং তেজ আবিশ ত্বং মহাযশঃ।
অযোনিজস্ত্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম ॥
ধর্মেণ মহতা যুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্ ॥১০
এবমুক্তস্তু দেবেন অভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্।
কৃত্বা পিতামহং তূর্ণং প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ॥১১

ষট্পঞ্চাশ সর্গ

[ব্রহ্মার বাক্যে বশিষ্ঠের বরুণের বীর্য্যে আবেশ, বরুণ কর্তৃক উর্ব্বশীসমীপে এক কুম্ভমধ্যে নিজ বীর্য্যের আধান এবং মিত্রের শাপে ভূতলে রাজা পুরূরবার নিকট যাইয়া উর্ব্বশীর পুত্র উৎপাদন।]

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদীপ্ত তেজঃশালী রামকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! সেই দেবসম্মানিত দ্বিজবর এবং রাজা দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কিরূপে নূতন দেহ লাভ করিলেন? ২

ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষপ্রধান মহাতেজা রামকে লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন।৩

সেই ধার্ম্মিক তপোধন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি নিমি পরস্পর পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপ হইলেন।৪

পরন্তু পরম তেজস্বী মহামুনি বশিষ্ঠ অশরীর হইয়া অন্য স্থূলশরীর লাভের বাসনায় পিতার নিকট প্রস্থান করিলেন।৫

ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ পিতার নিকট গমন করত দেবদেব পিতামহের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া বায়ুরূপেই বলিলেন।৬

হে ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ডসম্ভব! দেবদেব মহাদেব! আমি নিমির শাপে দেহহীন হইয়া সম্প্রতি বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছি।৭

হে প্রভো! দেহহীন হইলে সকলেরই অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহহীন ব্যক্তির সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, অতএব অন্যদেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি কৃপা করুন। অনন্তর অমিততেজস্বী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি মিত্র (সূর্য্য) ও বরুণনিঃসৃত তেজে (বীর্য্যে) প্রবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! তুমি ঐ তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করত পুনরায় পুত্ররূপে আমার

তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণত্বমকারয়ৎ।
ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু উর্বশী পরমাপ্সরাঃ।
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সখিভির্বৃতা ॥১৩
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তিং বরুণালয়ে।
তদাবিশৎ পরো হর্ষো বরুণং চোর্বশীকৃতে ॥১৪
স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াপ্সরোবরাম্ ॥১৫
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তু বরুণং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা।
মিত্রেণাহং বৃতা সাক্ষাৎ পূর্বমেব সুরেশ্বর ॥১৬
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ইদং তেজঃ সমুৎস্রক্ষ্যে কুম্ভেঽস্মিন্ দেবনির্মিতে ॥১৭

এবমুৎস্রজ্য সুশ্রোণি ত্বয্যহং বরবর্ণিনি।
কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্ ॥১৮
তস্য তল্লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্।
উর্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥১৯
কামমেতদ্ ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্।
ভাবশ্চাপ্যধিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥২০
উর্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তন্মহদদ্ভুতম্।
জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্ কুম্ভে ন্যবাসৃজৎ ॥২১
উর্বশী ত্বগমৎ তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা।
তাস্তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্বশীমিদমব্রবীৎ ॥২২
ময়াভিমন্ত্রিতা পূর্বং কস্মাৎ ত্বমবসর্জিতা।
পতিমন্যং বৃতবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি ॥২৩

বশীভূত হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার প্রাজাপত্য লাভ করিবে।৮-১০

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ পিতামহকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া সত্বর বরুণালয়ে গমন করিলেন।১১

বশিষ্ঠের আগমন সময়ে মিত্রদেবও সুরপতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত মিলিত হইয়া বরুণরাজত্ব করিতেছিলেন।১২

এমন সময়ে প্রধান অপ্সরা উর্ব্বশী সখিগণের সহিত মিলিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।১৩

তখন সেই রূপবতী অপ্সরাকে ক্ষীর সাগরে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিতে বরুণের মনে অত্যন্ত উল্লাস হইল।১৪

তখন তিনি পদ্মপলাশনয়না পূর্ণচন্দ্রবদনা প্রধানা অপ্সরা উর্ব্বশীকে মৈথুনের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন।১৫

পরন্তু উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে বরুণকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্রদেব পূর্ব্বে আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।১৬

বরুণ কামশরে পীড়িত হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! হে সুন্দরি! যদি তুমি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে আমার এই বীর্য্য পরিত্যাগ করিব এবং এইরূপে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইব।১৭-১৮

লোকনাথ বরুণের সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীতিসহকারে বলিল।১৯

হে প্রভো! আপনার ইচ্ছানুসারে তাহাই হউক। আমার এই চিত্ত তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত এবং তোমারও আমাতে অধিক অনুরাগ, কিন্তু সম্প্রতি এই দেহ মিত্রদেবের অধীন (সুতরাং আপনি ঐ কুম্ভমধ্যেই বীর্য্যাধান করুন)।২০

বরুণ উর্ব্বশীর এই কথা শুনিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী অত্যন্ত অদ্ভুত নিজ তেজ (বীর্য্য) সেই কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন।২১

অনন্তর মিত্রদেব যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উর্ব্বশী তথায় গমন করিলে, মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে এই কথা বলিলেন।২২

রে দুষ্টচারিণি! আমি পূর্বে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পতিকে বরণ করিলে? ২৩

অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
মনুষ্যলোকমাস্থায় কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যসি ॥২৪

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ।
তমভ্যাগচ্ছ দুর্বুদ্ধে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥২৫

ততঃ সা শাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ।
প্রতিষ্ঠানে পুরূরবং বুধস্যাত্মজমৌরসম্ ॥২৬

তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ।
নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভূবেন্দ্রসমদ্যুতি ॥২৭

বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তেঽথ ত্রিদিবেশ্বরে।
শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্ ॥২৮

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং
তদোর্বশী চারুদতী সুনেত্রা।
বহূনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুভ্রূঃ
শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

এই অপরাধে আমার কাছে পতিত হইয়াছ, অতএব তুমি কিছুকাল মনুষ্যলোকে বাস করিবে।২৪

হে দুর্বুদ্ধে! তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশীরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর, তিনি তোমার ভর্ত্তা (পতি) হইবেন।২৫

অনন্তর উর্বশী এইরূপ শাপদোষে পুরূরব-প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার নিকটে গমন করিল।২৬

উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার এক শ্রীমান্ ও মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ। তিনি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন।২৭

সুরেশ্বর বাসব বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইন্দ্রসমপরাক্রান্ত সেই নহুষ ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শত সহস্র বৎসর যাবৎ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।২৮

এইরূপে সুভ্রূ চারুনয়না সুদতী উর্বশী মিত্রের শাপবশতঃ ভূলোকে বহু বৎসর বাস করিয়া শাপ ক্ষয় হইলে পুনর্বার বাসবের সভায় সমাগত হইল।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য নবকলেবরধারণম্, নিমেঃ প্রাণিনাং নয়নেষু নিবাসশ্চ।]

তাং শ্রুত্বা দিব্যসঙ্কাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্।
লক্ষ্মণঃ পরমপ্রীতো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥২
তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৩
যঃ স কুম্ভো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনোঃ।
তস্মিংস্তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ ॥৪
পূর্বং সমভবৎ তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
নাহং সুতস্তবেত্যুক্ত্বা মিত্রং তস্মাদপাক্রমৎ ॥৫
তদ্ধি তেজস্তু মিত্রস্য উর্বশ্যাঃ পূর্বমাহিতম্।
তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণম্ ॥৬
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ।
বসিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্ ॥৭
তমিক্ষ্বাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্।
বব্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্যাস্য হিতায় নঃ ॥৮
এবং ত্বপূর্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
কথিতো নির্গমঃ সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাভবৎ ॥৯
দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব এব তে।
তঞ্চ তে যাজয়ামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং মনীষিণঃ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠের নূতন শরীর ধারণ এবং নিমির সকল প্রাণীর নয়নে বাস।]

লক্ষ্মণ সেই দিব্য ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন।১

হে কাকুৎস্থ! সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমিকে দেবগণও সম্মান করিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ শরীর ত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন? ২

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের শরীরগ্রহণবিষয়ক সেই কথা বলিতে লাগিলেন।৩

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণের তেজঃপূর্ণ যে কুম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দুইজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ সম্ভূত হইলেন। তাঁহারা ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।৪

লক্ষ্মণ! প্রথমে ঐ ঘট হইতে মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য উৎপন্ন হন্। তিনি মিত্রকে 'আমি তোমার পুত্র নহি' এই কথা বলিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন।৫

ঐ তেজ (বীর্য্য) মিত্রদেবের ছিল। তিনি প্রথমে উর্বশীকে উদ্দেশ করিয়া সেই কুম্ভ মধ্যেই (যে কুম্ভেতে পরে বরুণ তেজ নিক্ষেপ করেন।) স্বীয় তেজ স্থাপিত করেন। তারপর বরুণের তেজ তাহার সহিত মিলিত হয়।৬

অনন্তর কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ—মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজঃপ্রভাবে সেই কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন।৭

হে সৌম্য! সেই অনিন্দনীয় মুনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকু নিজবংশের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।৮

হে বীর। মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহ পরিগ্রহের কথা বলিলাম। সম্প্রতি নিমির যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।৯

মনীষী মহর্ষিগণ রাজা নিমিকে দেহহীন দর্শন করিয়া তাঁহারা স্বয়ংই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।১০

তচ্চ দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি স্ম দ্বিজোত্তমাঃ।
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পৌরভৃত্যসমন্বিতাঃ ॥১১
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ভৃগুস্তত্রেদমব্রবীৎ।
আনয়িষ্যামি তে চেতস্তুষ্টোঽস্মি তব পার্থিব ॥১২
সুপ্রীতাশ্চ সুরাঃ সর্বে নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
বরং বরয় রাজর্ষে ক তে চেতো নিরূপ্যতাম্ ॥১৩
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেশ্চেতস্তদাব্রবীৎ।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ ॥১৪
বাঢ়মিত্যেব বিবুধা নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি ॥১৫
ত্বৎকৃতে চ নিমিষ্যন্তি চক্ষূংষি পৃথিবীপতে।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্বে জগ্মুর্যথাগতম্।
ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমের্দেহং সমাহরন্ ॥১৭
অরণিং তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্রুরোজসা।
মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্তদা ॥১৮
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ।
মথনান্মিথিরিত্যাহুর্জননাজ্জনকোঽভবৎ ॥১৯
যস্মাদ্ বিদেহাৎ সম্ভূতো বৈদেহস্তু ততঃ স্মৃতঃ।
এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোঽভবৎ ॥
মিথির্নাম মহাতেজাস্তেনায়ং মৈথিলোঽভবৎ ॥২০
ইতি সর্বমশেষতো ময়া
কথিতং সম্ভবকারণস্তু সৌম্য।
নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য
দ্বিজশাপাচ্চ যদদ্ভুতং নৃপস্য ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ পৌর ও ভৃত্যবর্গের সহিত সমবেত হইয়া গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা সেই রাজদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু বলিলেন,—হে পার্থিব! (রাজশরীরাভিমানী জীবাত্মন্!) আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার জীবচেতনাকে পুনঃ এই শরীরে আনয়ন করিব।১১-১২

সুরগণও পরম প্রীতিসহকারে নিমির চেতনাকে পুনরানয়ন করিবার অভিলাষে রাজাভিমানী জীবাত্মাকে বলিলেন,—হে রাজর্ষে! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমরা তোমার জীবচেতনাকে কোথায় স্থাপিত করিব? ১৩

সুরগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নিমি-চেতনা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি প্রাণিপুঞ্জের নেত্রে বাস করিতে ইচ্ছা করি। ইহা শুনিয়া দেবগণ নিমিচেতনাকে বলিলেন,—তাহাই হইবে; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের নেত্রে বিচরণ করিবে।১৪-১৫

হে পৃথিবীপতে! তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে তাহাতে তোমার যে ক্লান্তি হইবে, ঐ ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত প্রাণিগণ নিমেষ ধর্ম্ম (বারং বারং নেত্রবন্ধরূপ স্বভাব) প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এই কথা বলিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে গমন করিলেন। তারপর মহামনা ঋষিবৃন্দ মহাত্মা নিমির দেহ লইয়া তাহাতে অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিয়া বল পূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোম করিতে করিতে ঐ মহাত্মাগণ নিমির পুত্রের নিমিত্ত যখন অরণিমন্থন আরম্ভ করিলেন, তখন ঐ মন্থন হইতে মহাতপস্বী মিথি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থন দ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে 'মিথি' এবং অদ্ভুতভাবে জন্ম হওয়ায় 'জনক' নাম প্রদান করিলেন। তিনি বিদেহ-নিমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া 'বিদেহ' নামেও বিখ্যাত হন। এইরূপে পূর্ব্বে মহাতেজস্বী বিদেহরাজ জনক 'মিথি' নামে বিখ্যাত হন এবং সেই জন্যই জনকবংশ 'মৈথিল' বলিয়া পরিচিত।১৬-২০

হে সৌম্য! রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপে মহর্ষি বশিষ্ঠের এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শাপে নৃপতি নিমির যেরূপ অদ্ভুত জন্ম হইয়াছিল, তৎসমস্তই তোমার নিকটে বলিলাম।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[যযাতিং প্রতি শুক্রাচার্য্যস্য শাপঃ।]

এবং ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥১
মহদদ্ভুতমাশ্চর্য্যং বিদেহস্য পুরাতনম্।
নির্বৃত্তং রাজশার্দূল বসিষ্ঠস্য মুনেশ্চ হ ॥২
নিমিস্তু ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ।
ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৩
এবমুক্তস্তু তেনায়ং রামঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥৪
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।
ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে ॥৫
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা।
সত্ত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥৬
নহুষস্য সুতো রাজা যযাতি পৌরবর্ধনঃ।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥৭
একা তু তস্য রাজর্ষের্নাহুষস্য পুরস্কৃতা।
শর্মিষ্ঠা নাম দৈতেয়ী দুহিতা বৃষপর্বণঃ ॥৮
অন্যা তুশনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুষর্ষভ।
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা ॥৯
তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ।
শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তদা ॥১০
পূরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকৃতেন চ।
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥১১
ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
সহসে হৃদ্গতং দুঃখমবমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥১২
আবাঞ্চ সহিতৌ দেবি প্রবিশাব হুতাশনম্।
রাজা তু রমতাং সার্ধং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ ॥১৩
যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ।]

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান রামকে বলিলেন।১

হে রাজেন্দ্র! মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজা বিদেহের (নিমির) পুরাতন বৃত্তান্ত অত্যন্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক।২

রাজা নিমি ক্ষত্রিয় এবং বীর; বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত হইয়াও মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না।৩

অন্যমনপ্রসাদনকারিশ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়শিরোমণি রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বশাস্ত্রবিশারদ দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন—হে বীর! সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দেখা যায় না।৪-৫

হে সৌমিত্রে! যযাতি সত্ত্বগুণাবলম্বন করত যেরূপ দুঃসহ রোষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।৬

হে সৌম্য! পৌরজন প্রজাদিগের উন্নতিকারী নহুষের পুত্র যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল; ভূতলে তাঁহাদের রূপের তুলনা ছিল না।৭

তাহার মধ্যে বৃষপর্বকন্যা দৈত্যবংশজা শর্মিষ্ঠা সেই রাজর্ষি যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন।৮

হে পুরুষর্ষভ! শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, কিন্তু তিনি রাজা যযাতির সেরূপ প্রণয়পাত্রী ছিলেন না।৯

ঐ দুই যযাতিপত্নীর সমাহিতচিত্ত ও রূপবান্ দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা পূরুকে এবং দেবযানী যদুকে প্রসব করেন।১০

পরন্তু জননীর ও আপনার গুণে পূরু রাজার প্রিয় হইয়াছিলেন। যদু ইহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন।১১

মাতঃ! তুমি অনায়াসে মহৎকর্মকারী দেব ভার্গবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মানসিক দুঃখ এবং দুঃসহ অবমান সহ্য করিতেছ? ১২

পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা পরমার্ত্তস্য রোদতঃ।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥১৫

ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবস্তদা।
আগতস্ত্বরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা ॥১৬

দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্।
পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ ॥১৭

পৃচ্ছন্তমনকৃত্তং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮

অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিসত্তম।
ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু পশ্যামি জীবিতুম্ ॥১৯

ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামবমানিতাম্।
বৃক্ষস্যাবজ্ঞয়া ব্রহ্মংশ্ছিদ্যন্তে বৃক্ষজীবিনঃ ॥২০

অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব।
ময্যবজ্ঞাং প্রযুঙ্‌ক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে ॥২১

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপেনাভিপরীবৃতঃ।
ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্ ॥২২

যস্মান্মামবজানীষে নাহুষ ত্বং দুরাত্মবান্।
বয়সা জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্যসি ॥২৩

এবমুক্ত্বা দুহিতরং সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ।
পুনর্জগাম ব্রহ্মর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ ॥২৪

স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যঃ
সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্।
পুনর্যযৌ সূর্য্যসমানতেজা
দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায় ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকিয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দেবি! আমরা উভয়ে অনলে প্রবেশ করিব, রাজা দৈত্যতনয়ার সহিত বহুরাত্রি ধরিয়া ক্রীড়া করুন।১৩

যদি আপনার সহ্য হয়, তবে আপনি ক্ষমা করুন; কিন্তু আমি ক্ষমা করিব না, আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।১৪

পরম দুঃখিত হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রের কথা শ্রবণ করত দেবযানী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিলেন।১৫

তৎকালে ভার্গব কন্যার সেই মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে দেবযানীর সমীপে আগমন করিলেন।১৬

দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রফুল্ল এবং দুঃখিতচিত্ত দেখিয়া পিতা শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—ইহার কারণ কি? ১৭

অতিতেজস্বী ভার্গব বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন—হে মুনিসত্তম! আমি তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব অথবা অনলে বা জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিব—কোন মতে জীবন রক্ষা করিতে পারিব না।১৮-১৯

আপনি জানেন না, আমি কিরূপ দুঃখিত ও অপমানিত। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অবহেলা করিলে তাহার আশ্রিত পুষ্পাদি নষ্ট হইয়া যায়। হে ভৃগুনন্দন! আপনার প্রতি অবজ্ঞাভাব থাকায় রাজর্ষি যযাতি আমার প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, আমাকে অতিশয় আদর করিতেছেন না।২০-২১

কন্যার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নহুষতনয় যযাতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।২২

হে নহুষ-নন্দন! তুমি অতীব দুরাত্মা, এই কারণে আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ; অতএব তুমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় হইয়া যাইবে এবং তোমার দেহ শিথিল হইয়া পড়িবে। সেই মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এই কথা বলিয়া দুহিতাকে আশ্বাস প্রদান করত পুনর্বার স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।২৩-২৪

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও দ্বিজবরাগ্রগণ্য সেই ভার্গব এইরূপে নহুষতনয়কে শাপ প্রদানপূর্বক কন্যা দেবযানীকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া যাইলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুত্র-পুরবে স্ববৃদ্ধত্বং দত্ত্বা তদ্‌বিনিময়েন যযাতেস্তস্য যৌবনগ্রহণম্, বহুকালাৎ পরং ভোগতৃপ্তস্য তস্য তদ্‌যৌবনপ্রত্যর্পণম্, স্বরাজত্বে পুরোরভিষেকঃ, যদুং প্রতি যযাতেঃ শাপশ্চ ।]

শ্রুত্বা তুশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহুষাত্মজঃ ।
জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ ॥১
যদো ত্বমসি ধর্মজ্ঞো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
জরা পরমিকা পুত্র ভোগৈ রংস্যে মহাযশঃ ॥২
ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ ।
অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্স্যাম্যহং জরাম্ ॥৩
যদুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরর্ষভম্ ।
পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুঃ প্রতিগৃহ্ণাতু বৈ জরাম্ ॥৪
বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু সন্নিকর্ষাচ্চ পার্থিব ।
প্রতিগৃহ্ণাতু বৈ রাজন্ যৈঃ সহাশ্নাসি ভোজনম্ ॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পূরুমথাব্রবীৎ ।
ইয়ং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৬

নাহুষেণৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মি তব স্থিতঃ ॥৭
পুরোর্বচনমাজ্ঞায় নাহুষঃ পরয়া মুদা ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্ ॥৮
ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞান্ সহস্রশঃ ।
বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্ ॥৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পূরুমথাব্রবীৎ ।
আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্য্যাতয়স্ব মে ॥১০
ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা ।
তস্মাৎ প্রতিগৃহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ ॥১১
প্রীতশ্চাস্মি মহাবাহো শাসনস্য প্রতিগ্রহাৎ ।
ত্বাং চাহমভিষেক্ষ্যামি প্রীতিযুক্তো নরাধিপম্ ॥১২

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[পুত্র পূরুকে নিজ বৃদ্ধত্ব দিয়া যযাতির তাহার পরিবর্তে যৌবনগ্রহণ, ভোগে তৃপ্ত হইয়া বহুকালের পর ঐ যৌবনের প্রত্যর্পণ, স্বীয় রাজত্বে পূরুর অভিষেক এবং যদুর প্রতি শাপ ।]

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া রাজা যযাতি কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অপরকে জরা দিবার ক্ষমতা পাইয়া যদুকে বলিলেন। হে মহাযশাঃ পুত্র যদু! তুমি ধর্মজ্ঞ, অতএব আমার সুখের নিমিত্ত পরদেহে সঞ্চারণযোগ্য এই দারুণ জরা গ্রহণ কর। আমি ভোগ দ্বারা রমণ করিব অর্থাৎ স্বীয় ভোগকামনা পূর্ণ করিব ।১-২

হে বৎস! আমি ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া শেষে জরা গ্রহণ করিব ।৩

যদু সেই বাক্য শুনিয়া নরবর যযাতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার প্রিয়পুত্র পূরু জরা প্রতিগ্রহ করুক ।৪

হে পার্থিব! আপনি আপনার নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহার সহিত আপনি একত্রে আহার করেন, সেই আপনার জরা গ্রহণ করিবে ।৫

রাজা তাহার বাক্য শুনিয়া পূরুকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সুখ-সুবিধার জন্য তুমি এই জরা গ্রহণ কর ।৬

পূরু যযাতির কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি আপনার শাসনে অবস্থিত, অতএব আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম ।৭

নহুষপুত্র রাজা যযাতি পূরুর অঙ্গীকারসূচক অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতুল হর্ষ লাভ করত স্বীয় জরা পূরুর উপর সঞ্চারিত করিলেন ।৮

তারপর সেই তরুণ রাজা সহস্র সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বহু সহস্র বৎসর মেদিনী শাসন করিলেন ।৯

অনন্তর বহুকালের পর রাজা পূরুকে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি তোমার নিকট গচ্ছিত আমার জরা আনয়ন করত আমাকে প্রত্যর্পণ কর, (আমি তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করি)। হে পুত্র! আমি তোমার নিকট জরা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই জরা আমি

এবমুক্ত্বা সুতং পূরুং যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
দেবযানীসুতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ হ ॥১৩

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ।
প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং ত্বং প্রজার্থে বিফলো ভব ॥১৪

পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাত্ত্বমবমন্যসে।
রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥১৫

ন তু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যতি দুর্মতেঃ।
বংশোঽপি ভবতস্তুল্যো দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি ॥১৬

তমেবমুক্ত্বা রাজর্ষিঃ পূরুং রাজ্যবিবর্ধনম্।
অভিষেকেণ সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১৭

ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥১৮

পুরুশ্চকার তদ্ রাজ্যং ধর্মেণ মহতা বৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ ॥১৯

যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ ॥২০

এষ তূশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা।
ধারিতঃ ক্ষত্রধর্মেণ যং নিমিশ্চক্ষমে ন চ ॥২১

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্বকারিণাম্।
অনুবর্তামহে সৌম্য দোষে ন স্যাদ্ যথা নৃগে ॥২২

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননেন
প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব পূর্বা
কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পুনরায় গ্রহণ করিব; তুমি ক্লেশ পরিত্যাগ কর। হে মহাবাহো! আমার আদেশ পালন করায় আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। নহুষতনয় যযাতি পুত্র পূরুকে এইকথা বলিয়া ক্রোধভরে দেবযানীপুত্র যদুকে ইহা বলিলেন।১০-১৩

তুমি আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা না হইলে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না; অতএব তুমি নিজ সন্তানগণের রাজ্যাধিকার বিষয়ে বিফল হও। আমি তোমার পিতা ও গুরুস্বরূপ হইলেও তুমি অবমাননা করিয়াছ, অতএব তুমি দারুণ রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে।১৪-১৫

তুমি দুর্ম্মতি, অতএব তোমার বংশ তোমার ন্যায় দুর্বিনীত হইবে; তোমার সন্তান সোমকুলোৎপন্ন বংশ পরম্পরায় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না।১৬

যদুকে এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবর্দ্ধন পূরুকে পরম সমাদরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে প্রারব্ধ-ভোগ ক্ষয় হইবার পর সেই নহুষতনয় রাজা যযাতি দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১৭-১৮

মহাযশা পূরু মহৎ ধর্মে পরিবৃত হইয়া কাশীরাজ্যের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠনগর (রাজধানী) প্রতিষ্ঠাননামক নগরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।১৯

এদিকে যদু রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নগরে ও দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিতে লাগিলেন।২০

রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শুক্রাচার্য্যের শাপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমি ঋষি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই।২১

হে সৌম্য! তোমাকে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, সমস্ত সৎকর্মকারী মহাপুরুষকে অনুসরণ করিয়া আমরা কার্য্যার্থী মানবদিগের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিব, তাহা হইলে নৃগ রাজার ন্যায় আমাদিগের কোন দোষ হইবে না।২২

চন্দ্রতুল্য মনোহরবদন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে, আকাশে তারকাসকল বিরল হইতে লাগিল এবং পূর্বদিক্ অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ (লাল) হইল, মনে হইতে লাগিল—যেন ঐ দিক্ কুসুমরসরঞ্জিত রক্তবর্ণ বসন দ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)

[শ্রীরামস্য দ্বারে কার্য্যার্থিনঃ শুন আগমনম্, রাজসভায়াং তমানেতুং শ্রীরামস্যাদেশশ্চ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
ধর্ম্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ ॥১
রাজধর্ম্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশ্যপেন চ ॥২
মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্ম্মপাঠকৈঃ।
নীতিজ্ঞৈরথ সভ্যৈশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা ॥৩
সভা যথা মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৪
অথ রামোঽব্রবীত্তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্ধন ॥৫
কার্য্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্ত্তুং ত্বমুপাক্রম।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥৬
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্য্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
ন কশ্চিদব্রবীৎ তত্র মম কার্য্যমিহাস্ত বৈ ॥৭
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পক্বশস্যা বসুমতী সর্বৌষধিসমন্বিতা ॥৮
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্ম্মেণ শাসিতং সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥৯
দৃশ্যতে ন চ কার্য্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ ॥১০
অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।
ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্য্যিণঃ প্রবিচারয় ॥১১
সম্যক্‌প্রণীতয়া নীত্যা নাধর্ম্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মাদ্ রাজভয়াৎ সর্বে রক্ষন্তীহ পরস্পরম্ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ* (১)

[শ্রীরামের দ্বারে কার্য্যার্থী কুক্কুরের আগমন এবং তাকে দরবারে আনিতে শ্রীরামের আদেশ।]

অনন্তর কমলনয়ন রাজা রামচন্দ্র নির্ম্মল প্রভাতকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সভায় উপবেশন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, কশ্যপ ঋষি ও পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।১-২

তৎকালে অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজসিংহ রামচন্দ্রের ঐ সভা ব্যবহারবিদ্ মন্ত্রিবর্গ, ধর্ম্মপাঠক বিদ্বান্‌গণ, নীতিজ্ঞ পুরুষসকল, সভ্যবৃন্দ ও রাজগণে পূর্ণ ছিল।৩

অনায়াসে মহৎকারী মহারাজ রামচন্দ্রের সেই সভা যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪

অনন্তর রাম, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! তুমি বহির্গত হও এবং দেখ—কোন কোন কার্য্যার্থী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছেন। সুমিত্রাকুমার! তুমি (পুরদ্বারে যাইয়া) তাহাদিগকে এখানে পাঠাইতে আরম্ভ কর। সুলক্ষণ লক্ষ্মণ রামের কথানুসারে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্যার্থী-দিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; পরন্তু কেহই অদ্য আমার কার্য্য আছে—একথা বলিল না।৫ ৭

কারণ, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে আধি (মানসিক চিন্তা) ও ব্যাধি (শারীরিক পীড়া) কিছুই ছিল না এবং বসুমতী পক্বশস্যে ও ওষধিসমূহে পরিপূর্ণা ছিল।৮

তাঁহার রাজত্বকালে কোন বালকের মৃত্যু হইত না। সেইরূপ কোন যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিও মৃত্যু-মুখে পতিত হইত না; কারণ রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিতেন। সেইজন্য তৎকালে কোন বাধাই উপস্থিত হইত না।৯

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কাহাকেও কার্য্যার্থী (অভিযোগকারী) দেখা যাইত না। লক্ষ্মণ রাজসমীপে

*অতঃপর ক্রমে তিনটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ দেওয়া হইল। এই সর্গগুলি কোন টীকাকারই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু প্রসঙ্গের উপযোগী বলিয়া আমরা এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম। অন্য যে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত সর্গ আছে, তাহা এই কাণ্ডের শেষে প্রদর্শিত হইবে।

বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ ॥১৩
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ শ্বানং তাবদবস্থিতম্ ॥১৪
তমেবং বীক্ষমাণো বৈ বিক্রোশন্তং মুহুর্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বাথ লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্য্যবান্ ॥১৫
কিং তে কার্য্যং মহাভাগ ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত ॥১৬
সর্ব্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে।
ভয়েষ্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে ॥১৭
এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।
রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥১৮

নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তত্ত্বং ব্রূহি নৃপায় বৈ ॥১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত।
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মসু বৈ তথা ॥২০
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি।
নাত্র যোগ্যাস্তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা বয়ম্ ॥২১
প্রবেষ্টুং নাত্র শক্ষ্যামি ধর্ম্মো বিগ্রহবান্ নৃপঃ।
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥২২
ষাড়্গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্ত্তা স রাঘবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ ॥২৩
স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদস্তথা।
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বৈ বরুণস্তথা ॥২৪

গমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে রাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিলেন।১০

অনন্তর প্রসন্নচিত্ত রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—তুমি পুনর্বার যাইয়া কার্য্যার্থী পুরুষের অন্বেষণ করে।১১

সুপ্রযুক্ত রাজনীতির প্রভাবেই অধর্ম্ম কোনস্থানেই অবস্থিতি করিতে পারে না। রাজার ভয়ে ভীত হইয়াই প্রজারা ইহলোকে পরস্পরকে রক্ষা করে।১২

হে মহাবাহো! যদিও রাজকর্মচারীবৃন্দ মৎপ্রযুক্ত বাণরাজীর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমিও একাগ্রচিত্তে তাহাদিগকে রক্ষা কর।১৩

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন,—দ্বারদেশে একটি কুকুর অবস্থান করিতেছে।১৪

সে লক্ষ্মণকে দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিতেছিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

হে মহাভাগ! তোমার প্রয়োজন কি? নির্ভয়-চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর। কুকুর লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া বলিল।১৬

যিনি নিখিল প্রাণীর অভয় দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে আমার কি প্রয়োজন, তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।১৭

লক্ষ্মণ কুকুরের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রকে তাহা বলিবার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।১৮

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে তাহা জানাইয়া পুনর্ব্বার রাজ-ভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঐ কুকুরকে বলিলেন,—যদি তোমার কোন সত্য কথা বক্তব্য থাকে, তবে রাজাকেই তাহা নিবেদন কর।১৯

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে সারমেয় (কুকুর) বলিল,—আমরা দেবমন্দির, রাজালয়, ব্রাহ্মণভবন এবং যেস্থানে অনল, শতক্রতু ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু অবস্থিতি করেন, সেইস্থানে প্রবেশের যোগ্য নহি; কারণ, আমরা অধম-যোনিতে জন্মিয়াছি।২০-২১

হে সৌমিত্রি! বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, সত্যবাদী ও সংগ্রামদক্ষ রাজা রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম; অতএব আমি তথায় প্রবেশ করিতে পারিব না।২২

সেই রামচন্দ্র অন্যের মনপ্রসাদনকারিগণের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নীতি-বিশারদ এবং সন্ধি-বিগ্রহ-যানাদি ষড়্গুণপ্রয়োগের ক্ষেত্র জানেন।২৩

তস্য ত্বং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ।
অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্ ॥২৫
আনৃশংস্যান্মহাভাগ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ।
নৃপালয়ং প্রবিশ্যাথ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥২৬
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌশল্যানন্দবর্ধন।
যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো ॥২৭
শ্বা বৈ তে তিষ্ঠতে দ্বারি কার্য্যার্থী সমুপাগতঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্য্যার্থী যত্র তিষ্ঠতি ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, মৃত্যু, যম, ধনদ কুবের, বহ্নি, শতক্রতু ইন্দ্র ও বরুণ।২৪

হে সুমিত্রাতনয়! রামচন্দ্র প্রজাগণের প্রতিপালক আপনি তাঁহাকে (আমার অভিলাষ) জানান, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।২৫

তখন অতিশয় তেজস্বী মহাভাগ লক্ষ্মণ দয়াপরবশ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করত রামচন্দ্রকে বলিলেন।২৬

হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। হে মহাবাহো বিভো! আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি।২৭

পরন্তু কার্য্যার্থী সেই সারমেয় দ্বারদেশে আসিয়া আপনার অনুমতিপ্রার্থনায় সেখানে দাঁড়াইয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যে কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, অবিলম্বে তাহাকে প্রবেশ করাও।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রথম প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

[শ্বানং প্রতি শ্রীরামস্য নীতিঃ, তদিচ্ছয়া তস্যৈব প্রহারকারিণো ব্রাহ্মণস্য মঠাধীশত্বেন বরণম্, মঠাধীশত্বস্বীকারে দোষকথনঞ্চ।]

শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা।
শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥১
দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ।
বিবক্ষিতার্থং মে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্ ॥২
অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ।
ততো দৃষ্ট্বা স রাজানং সারমেয়োঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৩
রাজৈব কর্ত্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ।
রাজা সুপ্তেষু জাগর্ত্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ ॥৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২)

[কুক্কুরের প্রতি শ্রীরামের নীতি, তার ইচ্ছানুসারে তাকে প্রহারকারী ব্রাহ্মণের মঠাধীশপদে স্থাপন ও মঠাধীশ হওয়ার দোষ কথন।]

শ্রীরামের বাক্য শুনিয়া মতিমান্ লক্ষ্মণ তখন ঐ কুক্কুরকে সত্বর রাঘবের সম্মুখে ডাকিয়া আনিলেন এবং রামচন্দ্রকে (তাহার আসার কথা) নিবেদন করিলেন।১

রামচন্দ্র কুক্কুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—হে সারমেয়! তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ, আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর। তোমার কোন ভয় নাই।২

নীত্যা সুনীয়তা রাজা ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতা।
যদা ন পালয়েদ্ রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৫
রাজা কর্ত্তা চ গোপ্তা চ সর্ব্বস্য জগতঃ পিতা।
রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৬
ধারণাদ্ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৭
ধারণাদ্ বিদ্বিষাং চৈব ধর্ম্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৮
এষ রাজন্ পরো ধর্ম্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব।
নহি ধর্ম্মাদ্ ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ ॥৯
দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্।
এষ রাম পরো ধর্ম্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ ॥১০

ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুব্রত।
বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্মঃ সদ্ভিরাচরিতস্তু বৈ ॥১১
ধর্ম্মাণাস্ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ।
অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজন্নুক্তস্ত্বং রাজসত্তম ॥১২
প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি।
শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩
কিন্তে কার্য্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিস্রব্ধং মা চিরম্।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্ ॥১৪
ধর্ম্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্ম্মেণৈবানুপালয়েৎ।
ধর্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্ব্বভয়াপহঃ ॥১৫
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রূয়তাং মম রাঘব।
ভিক্ষুঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথে বসন্ ॥১৬

তখন সেই খণ্ডিতমস্তক সারমেয় রাজসভায় উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিল। তারপর সে রাজা রামকে দেখিয়া এই কথা বলিল ।৩

রাজাই প্রাণিপুঞ্জের কর্ত্তা ও নায়ক। সকলে নিদ্রিত হইলেও রাজা জাগরিত থাকেন এবং রাজাই প্রজাদিগকে পালন করেন ।৪

রাজাই সকলের রক্ষক এবং তিনিই সুনিয়মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন ; তিনি প্রজাপালন না করিলে সকলে বিনষ্ট হয় ।৫

রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাবর্গের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষা কর্ত্তা ; রাজাই কাল ও যুগ, তিনিই এই সমস্ত জগৎস্বরূপ ।৬

ধর্মানুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে এবং প্রজাগণকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ রাজাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন ।৭

রাজা নিজ শত্রুগণকেও ধারণ করিয়া থাকেন (অথবা ঐ দুষ্টগণকে শাসন করিয়া কর্ত্তব্যে স্থাপিত করেন) ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন, সেইজন্য রাজার শাসন ও পালনাদি কর্মকেই 'ধারণ' বলে এবং তাহাই 'ধর্ম্ম' ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ।৮

রাজন্! এই প্রজাপালনরূপ পরম ধর্ম্মই পরলোকে ফলপ্রদ হয়। হে রাঘব! আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্ম্মের নিকট দুর্লভ কিছুই নাই ।৯

হে মহারাজ! সাধুগণের পূজা, ব্যবহারে সরলতা, দয়া ও দান এই সকলই ইহলোক এবং পরলোকে রক্ষার হেতু, এই কারণে ইহাই পরম ধর্ম্ম ।১০

হে সুব্রত রঘুনন্দন! আপনি প্রমাণের প্রমাণ, বিশেষতঃ সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আপনারই জানা আছে ।১১

রাজন্! আপনি ধর্ম্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। অতএব হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞানবশে আপনার নিকট ধর্মের ব্যাখ্যা করিলাম ।১২

সেইজন্য আপনার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার উপর কুপিত হইবেন না। সারমেয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন ।১৩

অদ্য তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র নির্ভয়চিত্তে বল। সারমেয় রামের বাক্য শুনিয়া এইকথা বলিল ।১৪

ধর্ম্মের দ্বারা রাজা রাজ্যলাভ করেন এবং ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য পালন করিয়া থাকেন। ধর্মকর্মের আচরণ

তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃস্থঃ সম্প্রেষিতস্তদা ॥১৭
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্ব্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ।
অথ দ্বিজবরস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিঃ ॥১৮
কিন্তে কার্য্যং ময়া রাম তদ্ ব্রূহি মমানঘ।
এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোঽয়ং সারমেয়স্য বৈ দ্বিজ।
কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥২০
ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধো মিত্রমুখো রিপুঃ।
ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্ব্বং ক্রোধোঽপকর্ষতি ॥২১
তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।
ক্রোধেন সর্ব্বং হরতি তস্মাৎ ক্রোধং বিসর্জয়েৎ ॥২২
ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্।
কুর্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংহৃত্যেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥২৩
মনসা কর্ম্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ।
শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥২৪
ন তৎ কুর্য্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।
অরির্ব্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ ॥২৫
বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।
প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়েন কৃতির্ধ্রুবা ॥২৬
এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
দ্বিজঃ সর্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীদ্ রামসন্নিধৌ ॥২৭
ময়া দত্তপ্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥২৮

করেন বলিয়া রাজাই সকলের রক্ষক, বিশেষতঃ রাজাই সমস্ত জনগণের ভয়নাশ করিয়া থাকেন।১৫

হে রাঘব! ইহা জ্ঞাত হইয়া আমার যাহা কার্য্য, তাহা শ্রবণ করুন;—সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাশ্রমে বাস করেন। সেই ভিক্ষুক আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছেন। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারীকে প্রেরণ করিলে, সে সর্ব্বার্থসিদ্ধ-নামক পণ্ডিতকে আনয়ন করিল। অনন্তর মহাতেজস্বী দ্বিজবর সভামধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—'হে নিষ্পাপ রাম! আমাকে আপনার প্রয়োজন কি, তাহা বলুন। বিপ্রের এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন।১৬-১৯

হে দ্বিজ! আপনি এই সারমেয়কে যে প্রহার করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? হে বিপ্র! এই সারমেয় আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে দণ্ড দ্বারা গুরুতর আঘাত করিলেন? ২০

ক্রোধ জীবগণের প্রাণহারী শত্রু। ক্রোধ মিত্রমুখ* শত্রু, ক্রোধ সুতীক্ষ্ণ অসিস্বরূপ এবং ক্রোধ সমস্ত সদ্গুণই বিনষ্ট করে।২১

মনুষ্যের তপস্যা, যজ্ঞ ও দান—এসমস্তই ক্রোধে নষ্ট হইয়া থাকে; সেই কারণে ক্রোধকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।২২

ইন্দ্রিয়সকল দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ভোগ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয়; সেইজন্য ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিশূন্যচিত্তে ইন্দ্রিয়াশ্বদিগের সারথি হইয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।২৩

মনুষ্য দেহ, মন, বাক্য ও চক্ষুদ্বারা লোকের হিতানুষ্ঠান করিলে, কেহই সেই মানবের দ্বেষ করে না এবং সেও কোন পাপে লিপ্ত হয় না।২৪

আত্মা সংযত না হইলে যাহা করে অর্থাৎ দুষ্ট মন যেরূপ অনিষ্ট করিতে পারে, নিয়ত ক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সর্প কিংবা সুতীক্ষ্ণ অসিও তাহা করিতে পারে না।২৫

বিনয়শিক্ষা করিয়া মানব নিজ প্রকৃতি (স্বভাব) শোধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। নিজের দুষ্ট প্রকৃতি গোপন করিবার যত চেষ্টাই কর, কার্য্যকালে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে,—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।২৬

অক্লিষ্টকর্মা রাম ঐ বিপ্রকে এইরূপ বলিলে দ্বিজবর সর্ব্বার্থসিদ্ধ তাঁহার নিকট বলিলেন।২৭

* যে উপরে মিত্রভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে ও পরোক্ষে কার্য্যনাশ করার চেষ্টা করে, তাকে 'মিত্রমুখ' শত্রু বলে।

রথ্যাস্থিতস্ত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ।
অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু রথ্যান্তে বিষমং স্থিতঃ ॥২৯
ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোঽস্য রাঘব।
প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥৩০
ত্বয়া শস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্।
অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব্ব এব সভাসদঃ ॥৩১
কিং কার্য্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কোঽস্য পাত্যতাম্।
সম্যক্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৩২
ভৃগ্বাঙ্গিরসকুৎসাদ্যা বসিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ।
ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা ॥৩৩
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতাঃ।
অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥৩৪
ব্রুবতে রাঘবং সর্ব্বে রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ।
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা ॥৩৫
রাজা শাস্তা হি সর্ব্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব।
ত্রৈলোক্যস্য ভবাঞ্ছাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৩৬
এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে রাম যদি দেয়ো বরো মম ॥৩৭
প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি বিশ্রুতম্।
প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ ॥৩৮
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ ॥৩৯
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চিতঃ।
অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোঽব্রুবন্ ॥৪০
বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে।
এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ ॥৪১
ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্।
অথ পৃষ্ঠস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্ ॥৪২

আমি অসময়ে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইয়াছিলাম; সেই সময়ে ভিক্ষা না পাওয়ায় আমার মন ক্রোধে অত্যন্ত পূর্ণ ছিল, তাই ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি। পথের মধ্যস্থলে এই কুকুর অবস্থান করিতেছিল দেখিয়া আমি উহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলায়, এ আপন ইচ্ছামত পথপ্রান্তে গিয়া বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২৮-২৯

হে রঘুনন্দন! তৎকালে আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, তাই ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি; অতএব হে রাজরাজেন্দ্র! আমি অপরাধী, আমাকে দণ্ড প্রদান করুন।৩০

হে রাজেন্দ্র! আপনার নিকট শাসিত হইলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না। তখন রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩১

ইহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বলুন। অপরাধানুসারে দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, অতএব ইঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায়।৩২

সেই সভায় রাজকার্য্যবিশারদ বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আঙ্গিরস ও কুৎসপ্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকবৃন্দ, সচিববর্গ, মহাজনেরা ও অন্যান্য বহুতর পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। রাজধর্মে অভিজ্ঞ তাঁহারা সকলে একবাক্যে রামকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা বধ্য নহেন,—ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। তারপর মুনিগণ সকলে তখন রামকে আরও বলিলেন,—হে রাঘব! রাজা সমস্ত প্রজার শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আপনি তিন লোকের শাসনকর্ত্তা সাক্ষাৎ দেব সনাতন বিষ্ণু।৩৩-৩৬

তাঁহারা এইরূপ বলিবার পর সারমেয় বলিল,—রাম! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে আপনার বর দেয় হয়, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ করুন।৩৭

হে বীর নরাধিপ! 'তোমার কি করিব?' এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব আপনি এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি (মহন্ত) পদ প্রদান করুন। হে মহারাজ। ইঁহাকে কালঞ্জরপর্বতের এক মঠে কুলপতি পদ প্রদান করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে কুলপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন।৩৮-৩৯

তখন সেই ব্রাহ্মণও অর্চ্চিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তীতে

অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ।
দেব-দ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব ॥৪৩
সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা।
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥৪৪
সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্।
এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্ম্মাহিতে রতঃ ॥৪৫
ক্রুদ্ধো নৃশংসঃ পরুষ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্ম্মিকঃ।
কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব ॥৪৬
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ।
যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ॥৪৭
দেবেষ্বধিষ্ঠিতং কুর্য্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ।
ব্রহ্মস্বং দেবতাদ্রব্যং স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ ॥৪৮
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি।
ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব ॥৪৯
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে।
মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ ॥৫০
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পতত্যেব নরাধমঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৫১
শ্বাপ্যগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ।
মনস্বী পূর্ব্বজাত্যা স জাতিমাত্রোঽপদূষিতঃ ॥
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রামের সচিবগণ ঈষৎ হাস্যবদনে এই কথা বলিলেন,—হে মহাতেজস্বী মহারাজ! ইহাকে ত শাপ দেওয়া হইল না, বরং বর দেওয়াই হইল। রাম সচিববর্গের বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন ।৪০-৪১

আপনারা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন না, কুক্কুর ইহার কারণ অবগত আছে। তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল ।৪২

আমি সেই কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। হে রাঘব! দেব ও দ্বিজের পূজায় আমার পবিত্র অনুরাগ ছিল। আমি যজ্ঞ করিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই ভোজন করিতাম। দাস-দাসী সকলকে তাহাদের প্রাপ্যোচিত ভাগ প্রদান করিতাম এবং বিনীত, সুশীল ও সর্ব্বজীবের হিতে রত হইয়া দেবদ্রব্য রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতাম ।৪৩-৪৪

তথাপি আমি এই দরুণা অধমা গতি ও অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! এই অধার্ম্মিক নৃশংস ব্রাহ্মণ এইরূপে ক্রোধে ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের অনিষ্ট করে। অধিক কি, এই অবিদ্বান্ বিপ্র রুক্ষ স্বভাববশতঃ কুপিত হইয়া নিম্নতম চতুর্দ্দশ কুলকেও পাতিত করিবে ।৪৫-৪৬

অতএব এ কোনরূপেই কুলপতিপদ রক্ষা করিতে পারিবে না। পুত্র, বান্ধব ও পশুর সহিত যাহাকে নরকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকে দেবসেবায়, ব্রাহ্মণসেবায় অথবা গোসেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যে দেবতা দ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন ও বালকধন গ্রহণ করেন এবং দান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন, সে নিজ বন্ধুবর্গের সহিত বিনষ্ট হয়। হে রাঘব! যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য গ্রহণ করে, সে সদ্যই অবীচিনামক ঘোরতর নরকে পতিত হয়। অধিক কি, যে নরাধম মনে মনেও ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে, সে নরক হইতে নরকে নিপতিত হয়। মহাতেজা রাম তাহার বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল নয়ন হইলেন। এদিকে সারমেয় যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই প্রস্থান করিল। সেই মহাভাগ কুক্কুর কেবল জাতিমাত্রে দূষিত হইলেও পূর্ব্বজাতীয় গৌরববশতঃ মনস্বী ছিল, সুতরাং সে বারাণসীতে গিয়া প্রয়োপবেশন করিল ।৪৭-৫২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩)

[গৃধ্রোলূকবৃত্তান্তকথনম্।]

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে।
নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককূজিতে ॥১
সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজগণাবৃতে।
গৃধ্রোলূকৌ প্রবসতো বহুবর্ষগণানপি ॥২
অথোলুকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ।
মমেদমিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ ॥৩
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
তং প্রপদ্যাবহে শীঘ্রং যস্যৈতদ্ ভবনং ভবেৎ ॥৪
ইতি কৃত্বা মতিং ত্বাস্তু নিশ্চয়ার্থং সুনিশ্চিতাম্।
গৃধ্রোলুকৌ প্রপদ্যেতাং কোপবিষ্টৌ হ্যমর্ষিতৌ ॥৫
রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ।
তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা ॥৬

অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রধানস্ত্বং মতো মম ॥৭
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বিশিষ্টোঽসি মহাদ্যুতে।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥৮
দুর্নিরিক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবাংশ্চৈব গৌরবে।
সাগরশ্চৈব গাম্ভীর্য্যে লোকপালোপমো হ্যসি ॥৯
ক্ষান্ত্যা ধরণ্যা তুল্যোঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ।
গুরুস্ত্বং সর্ব্বসম্পন্নঃ কীর্ত্তির্যুক্তশ্চ রাঘব ॥১০
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা সর্ব্বাস্ত্রবিধিপারগঃ।
শৃণুষ্ব মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব ॥১১
মমালয়ং পূর্ব্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব।
উলুকো হরতে রাজংস্তত্র ত্বং ত্রাতুমর্হসি ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩)

[গৃধ্র ও উলূকের সংবাদ কথন।]

নানাবিধ বৃক্ষশোভিত সুন্দরগিরি ও নদীসকল দ্বারা শোভিত, সিহ ও ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ বহু কোকিলের কূজন-শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণে পূর্ণ কোন এক রমণীয় কাননে বহু বৎসরকাল একটি গৃধ্র ও একটি পেচক বাস করিত।১-২

একদা ঐ পাপাশয় গৃধ্র (শকুনি) পেচকের বাসাকে 'এই বাসা আমার' ইহা বলিয়া তাহার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল।৩

রাজীবলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকেরই রাজা, অতএব আমরা তাঁহার নিকটে সত্বর গমন করি, তিনি ইহা কাহার বাসা, তাহা বলিয়া দিবেন।৪

ক্রোধপরবশ গৃধ্র ও পেচক পরস্পরের কথা সহ্য না করিয়া মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত পূর্বক বিবাদের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইল।৫

কলহবশতঃ ব্যাকুলিতচিত্ত সেই গৃধ্র ও পেচক পরস্পর বিদ্বেষহেতু রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সত্বর রামের চরণযুগল স্পর্শ করিল।৬

পরে গৃধ্র নরপতিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে মহাতেজস্বিন্! আমার বিবেচনায় আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে প্রধান এবং বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আপনি সৌন্দর্য্যে যেন দ্বিতীয় চন্দ্র, প্রাণিগণের উৎকর্ষ অপকর্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, গৌরবে হিমালয়, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য এবং লোকপালের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। হে রঘুনন্দন! আপনি ক্ষমাগুণে ধরণী ও বেগে বায়ুসদৃশ, আপনি সকলের গুরু, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্।৭-১০

হে নরনাথ! আপনি শত্রুগণের অমর্ষী, দুর্জ্জয় এবং জেতা, বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী; অতএব হে রাম! আমার একটি নিবেদন আছে,—শ্রবণ করুন। হে রাঘব! আমার পূর্ব্ব অধিকৃত একটি আলয় ছিল, পেচক বাহুবলে তাহা কাড়িয়া লইতেছে; অতএব হে রাজন্! আমাকে

এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ।
সোমাচ্ছতক্রতোঃ সূর্য্যাদ্ধনদাদ্ বা যমাত্তথা ॥১৩
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ ভবতি মানুষঃ।
ত্বন্তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ ॥১৪
যাচতে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা বিভো।
সমং চরসি চান্বিষ্য তেন সোমাংশকো ভবান্ ॥১৫
ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ।
দাতা হর্ত্তাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্ ॥১৬
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতেষু তেজসা চানলোপমঃ।
অভীক্ষ্ণং তপসে লোকাংস্তেন ভাস্করসন্নিভঃ ॥১৭
সাক্ষাদ্ বিত্তেশতুল্যোঽসি অথবা ধনদাধিকঃ।
বিত্তেশস্যেব পদ্মা শ্রীর্নিত্যং তে রাজসত্তম ॥১৮
ধনদস্য তু কার্য্যেণ ধনদস্তেন নো ভবান্।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ॥১৯
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব।
ধর্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারে বিধিক্রমাৎ ॥২০
যস্য রুষ্যসি বৈ রাম তস্য মৃত্যুর্বিধাবতি।
গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিক্রমঃ ॥২১
যশ্চৈষ মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম।
আনৃশংস্যপরো রাজা সর্ব্বেষু ক্ষমযান্বিতঃ ॥২২
দুর্ব্বলস্য ত্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষোত্তমং চক্ষুরগতেঃ স গতির্ভবান্ ॥২৩
অস্মাকমপি নাথস্ত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্ম্মিক।
মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ ॥২৪
ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ॥২৫
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ ॥২৬
এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥২৭
হ্রীমন্তশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ।
তানাহূয় চ ধর্ম্মাত্মা পুষ্পকাদবতীর্য্য চ ॥২৮

পরিত্রাণ করুন। গৃধ্র ইহা কহিলে পেচক বলিল,—হে রাম! চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, কুবের ও যম ইঁহাদের অংশে রাজার জন্ম হয়, তিনি কেবল দেহমাত্র মনুষ্য। রাজন্! আপনি সর্ব্বচরাচরময় দেব নারায়ণ; আপনাতে সৌম্যত্ব সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে এবং আপনিও অন্বেষণ করত সমতা আচরণ করেন, এই জন্যই আপনাকে সোমাংশ বলিয়া থাকে।১১-১৫

হে প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের অভয়প্রদ; বিশেষতঃ দানের সময় দান, কোপকালে কোপহরণ ও দণ্ডের সময় রক্ষা করেন, সুতরাং আপনি আমাদিগের ইন্দ্রস্বরূপ। আপনি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, তেজে অনলতুল্য এবং সকলকে তাপ প্রদান করেন বলিয়াই সূর্য্যসদৃশ। হে রাজসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ ধনপতিতুল্য; কিংবা ধনদ কুবের অপেক্ষাও অধিক; কারণ, ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মহস্তা লক্ষ্মী সর্ব্বদা আপনার সন্নিহিতা; বিশেষতঃ ধনদের কার্য্য করেন বলিয়াই আপনি আমাদিগের ধনপতি। হে রাঘব! আপনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবেই তুল্যভাব, আপনি শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। আপনি ধর্ম ও ব্যবহারশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সর্বদা রাজ্য শাসন করেন। হে রাম! আপনার বিক্রম অত্যধিক; অতএব আপনি যাহার উপর কুপিত হন, মৃত্যুও তাহার নিকট ধাবিত হইয়া থাকে, এই কারণে আপনি যম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে নৃপসত্তম! নিখিল প্রাণীর প্রতি ক্ষমাগুণসম্পন্ন দয়াময় আপনার এই মানুষভাবই রাজা বলিয়া কীর্তিত হয়। রাজাই অনাথ ও দুর্বলের বল; যাহার চক্ষু নাই, আপনিই তাহার উত্তম চক্ষু এবং আপনিই অগতির গতি। হে ধার্মিক! আপনি আমাদিগের নাথ, অতএব আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। রাজন্! গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে। হে নরপুঙ্গব! আপনিই দেব ও মনুষ্য লোকের শাস্তা। রাম ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সচিববর্গকে আহ্বান করিলেন।১৬-২৫

গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ।
কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ॥২৯
এতন্মে কারণং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং সতম্ ॥৩০
ইয়ং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা।
উত্থিতৈরাবৃতা সর্ব্বা তদাপ্রভৃতি মে গৃহম্ ॥৩১
উলূকশ্চাব্রবীৎ রামং পাদপৈরুপশোভিতা।
যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সভাসদমুবাচ হ ॥৩২
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥৩৩
যে তু সভ্যাঃ সদো গত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ ॥৩৪
জানন্নথাব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াত্তথা।
সহস্রবারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি ॥৩৫
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥৩৬
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাব্রুবংস্তদা।
উলূকঃ শোভতে রাজন্ন তু গৃধ্রো মহামতে ॥৩৭
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ।
রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রাজা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৮
শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তেন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্।
বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥৩৯
সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥৪০
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্ক-নক্ষত্রা সপর্ব্বতমহাবনা।
সলিলার্ণবসম্পূর্ণং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪১
এক এব তদা হ্যাসীদ্ যুক্তো মেরুরিবাপরঃ।
পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ ॥৪২

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিমান্ কুলীন সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, নীতি-নিপুণ ও মন্ত্রণাকুশল মহাত্মা মন্ত্রিবর্গ রাজা দশরথের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, রঘূত্তম ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সেই সচিববর্গকে আহ্বান করত পুষ্পক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃধ্র ও পেচকের বিবাদের বিষয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গৃধ্র! কত বৎসর হইল—তুমি এই বাসা প্রস্তুত করিয়াছ, আমার নিকটে তাহা সত্য করিয়া বল। গৃধ্র ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিল।২৬-৩০

হে রাম! মনুষ্যগণ উত্থিত হইয়া যে অবধি এই বসুমতির চতুর্দিক্ আবৃত করিয়াছে, তাবৎকাল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পেচক রামকে বলিল,—রাজন্! এই পৃথিবী যে অবধি তরুরাজির দ্বারা শোভিত হইয়াছে, তৎকাল হইতেই আমার আলয় প্রস্তুত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাম সভাসদ্গণকে বলিলেন,—যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না, সে সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন না, তাহারা বৃদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হননা; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্য ছলসমন্বিত, সে সত্য সত্যই নহে। যে সভ্যগণ সভায় চিন্তা করিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন এবং যথাযোগ্য আপনার মত প্রকাশ না করেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী; অথবা যাহারা জানিয়াও কাম, ক্রোধ বা ভয়বশতঃ প্রশ্নের উত্তরপ্রদান না করেন, তাঁহারা নিজের উপর সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।৩১-৩৫

সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সেই পাশের একটি একটি মুক্ত হইয়া যায়, অতএব সত্য জানিয়া তৎক্ষণাৎ সত্যকথাই ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। সচিবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া রামকে বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্। পেচক যাহা বলিতেছে, তাহাই আদরণীয়; গৃধ্রের কথা সত্য নহে। মহারাজ! এখন আপনিই ইহার একমাত্র প্রমাণ; কারণ, রাজাই প্রজাগণের পরম গতি, রাজাকে আশ্রয়

তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্।
সুষ্বাপ দেবো ভূতাত্মা বহূন্ বর্ষগণানপি ॥৪৩

বিষ্ণৌ সুপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ।
রুদ্ধস্রোতস্তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাবিশৎ ॥৪৪

নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে।
স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ ॥৪৫

সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্ব্বতান্ সমহীরুহান্।
তদন্তরে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমনুষ্য-সরীসৃপান্ ॥৪৬

জরায়ুজাণ্ডজান্ সর্ব্বান্ স সসর্জ মহাতপাঃ।
তত্র শ্রোত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ ॥৪৭

দানবৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তত্র ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ ॥৪৮

বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা ॥৪৯

তেন শব্দেন সম্প্রাপ্তৌ দানবৌ হরিণা সহ।
অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধু-কৈটভৌ ॥৫০

মেদসা প্লাবিতা সর্ব্বা পৃথিবী চ সমন্ততঃ।
ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা ॥৫১

শুদ্ধাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষৈঃ সর্ব্বামপূরয়ৎ।
ওষধ্যঃ সর্ব্বশস্যানি নিষ্পদ্যন্ত পৃথগ্বিধাঃ ॥৫২

মেদো গন্ধা তু ধরণী মেদিনীত্যভিসংজ্ঞিতা।
তস্মান্ন গৃধ্রস্য গৃহমুলূকস্যেতি মে মতিঃ ॥৫৩

তস্মাদ্ গৃধ্রস্তু দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্ত্তা পরালয়ম্।
পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্ব্বিনীতে মহানয়ম্ ॥৫৪

অথাশরীরিণী বাণী অন্তরিক্ষাৎ প্রবোধিনী।
মাবধী রাম গৃধ্রং তং পূর্ব্বদগ্ধং তপোবলাৎ ॥৫৫

কালগৌতমদগ্ধোঽহয়ং প্রজানাথো নরেশ্বরঃ।
ব্রহ্মদত্তেতি নাম্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥৫৬

করিয়া প্রজাবর্গ বর্দ্ধিত হয় এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—পুরাণে যাহা উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।৩৬-৪০

পুরাকালে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পর্ব্বত ও বিশালবনযুক্ত স্বর্গপুরী এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য সাগর সলিলে পরিপ্লুত ছিল। তখন দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় একমাত্র বিষ্ণুই যোগাবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন ও পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত ঐ সময়ে বিষ্ণুর জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভূতাত্মা মহাতেজা দেব বিষ্ণু তাহাকে গ্রহণ করিয়া সাগরে প্রবেশ করত বহুবর্ষ শয়ান রহিলেন। বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে মহাযোগী ব্রহ্মা সমাহিত হইয়া সেই বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪১-৪৪

অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশে স্বর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মহাপ্রভু যোগী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। সেই অবকাশে মহাতপা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, মনুষ্য ও সর্প প্রভৃতি জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রজাসকল সৃজন করিলেন। তৎকালে মহাশক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ, ভয়ঙ্কররূপধারী মধু ও কৈটভনামক দানবযুগল বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইল। তাহারা তথায় প্রজাপতি স্বয়ম্ভুকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বেগে স্বয়ম্ভুর অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃতস্বরে চীৎকার করিলেন।৪৫-৪৯

নারায়ণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দানবযুগলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চক্রপ্রহারে উহাদের উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।৫০

তাহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদোদ্বারা পরিপ্লুত হইল। লোকধারী হরি পুনরায় তাহাকে বিশুদ্ধ করত সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। তখন নানাবিধ ওষধি ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং মেদোগন্ধযুক্ত বলিয়াই ধরণী মেদিনী নামে বিখ্যাত হইলেন; অতএব আমার বিবেচনায় ঐ গৃহ পেচকের, গৃধ্রের নহে। এই পাপাত্মা অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, বিশেষতঃ পরগৃহহরণ করিয়া পীড়া প্রদান করে, অতএব পাপাচার গৃধ্র দণ্ডনীয়।৫১-৫৪

ইত্যবসরে রামকে বুঝাইবার নিমিত্ত আকাশ বাণী হইল,—হে রাম! এই গৃধ্র পূর্ব্বেই গৌতমের তপোবলে

গৃহং ত্বস্যাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত।
সাগ্রং বর্ষশতঞ্চৈব ভোক্তব্যং নৃপসত্তম ॥৫৭
ব্রহ্মদত্তঃ স বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং নৃপঃ।
হার্দং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ ॥৫৮
মাংসমস্যাভবত্তত্র আহারে তু মহাত্মনঃ।
অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোঽস্য দারুণঃ ॥৫৯
গৃধ্রস্ত্বং ভব বৈ রাজন্মা মৈনং হ্যথ সোঽব্রবীৎ।
প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞানাম্মে মহাব্রত ॥৬০
শাপস্যান্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ।
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ ॥৬১
উৎপৎস্যতি কুলে রাজ্ঞাং রামো নাম মহাযশাঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ ॥৬২
তেন স্পৃষ্টো বিপাপস্ত্বং ভবিতা নরপুঙ্গব।
স্পৃষ্টো রামেণ তচ্ছ্রুত্বা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৬৩
গৃধ্রত্বং ত্যক্তবান্ রাজা দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
পুরুষো দিব্যরূপোঽভূদ্বভাষেদং স রাঘবম্ ॥৬৪
সাধু রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো।
বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্যান্তঃ কৃতস্ত্বয়া ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

দগ্ধ হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাকে বধ করিও না। হে নরেশ্বর! এই সত্যব্রত শূর পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন; ইনি কালরূপী গৌতমকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন। হে রাজসত্তম! দ্বিজবর গৌতম ইহার গৃহে উপনীত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করত বলিয়াছিলেন—হে রাজসত্তম! আমি শতাধিক বৎসরকাল ভোজন করিব।৫৫-৫৭

হে রাজন্! ব্রহ্মদত্ত সেই মহাতেজস্বী মুনিকে স্বয়ং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার মনোহর আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন, কিন্তু মহাত্মা গৌতমের আহারীয় দ্রব্যে মাংস ছিল, তদ্দর্শনে মুনি কুপিত হইয়া 'রাজন্! তুমি গৃধ্র হও' এই বলিয়া নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—হে মহাব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! শাপ দিবেন না! শাপ দিবেন না। অজ্ঞানবশতঃ এরূপ হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।৫৮-৬০

হে মহাভাগ অনঘ! আমার শাপের অবসান করুন। মুনিও অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিবেচনা করিয়া রাজাকে বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রামনামক মহাযশস্বী এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। হে নরবর! সেই মহাভাগ কমললোচন রামচন্দ্র তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি পাপমুক্ত হইবে। রাম ইহা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতি নরবর রাম ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন।৬১-৬৩

রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্রকলেবর ত্যাগ করিয়া মনোহর গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন।৬৪

হে ধর্ম্মজ্ঞ বিভো রাঘব! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম। আপনি আমার শাপের অবসান করিলেন।৬৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের তৃতীয় প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭২]　　[দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নীযাত্রা

আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশি ব।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ঔঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় এই আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

'দেবযানে'র সৌজন্যে :—

রাজা শ্রীরাম

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য সভায়াং চ্যবনাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম্, শ্রীরামেণ তেষাং সৎকারঃ, অভীষ্টকার্য্যং কর্ত্তুং তস্য প্রতিজ্ঞা, মহর্ষিভিঃ শ্রীরামস্য প্রশংসা চ ।]

তয়োঃ সংবদতোরেবং রাম-লক্ষ্মণয়োস্তদা ।
বাসন্তিকী নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্মদা ॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ ।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্য্যবিৎ ॥২
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ।
এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ ॥৩
ভার্গবং চ্যবনং চৈব পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ ।
দর্শনন্তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ ॥৪
প্রীয়মাণা নরব্যাঘ্র যমুনাতীরবাসিনঃ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ ॥৫
প্রবেশ্যন্তাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
রাজ্ঞস্ত্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাস্থো মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্ ।
শতং সমধিকং তত্র দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৭
প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাত্মনাম্ ।
তে দ্বিজাঃ পূর্ণকলসৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসংকৃতৈঃ ॥৮
গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামস্যাভ্যাহরন্ বহু ।
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥৯
তীর্থোদকানি সর্বাণি ফলানি বিবিধানি চ ।
উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্বানেব মহামুনীন্ ॥১০
ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপ্যবিশ্যতাম্ ।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥১১
বৃসীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে ।
উপবিষ্টানৃষীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥

ষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের দরবারে চ্যবন আদি মহর্ষিগণের শুভাগমন, শ্রীরামকর্ত্তৃক তাঁহাদের সৎকার ও অভীষ্ট কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণ দ্বারা শ্রীরামের প্রশংসা ।

মও লক্ষ্মণ প্রতিদিন এইরূপ পরস্পর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে করিতে প্রজাপালন কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। তখন শীত-গ্রীষ্ম বিবর্জ্জিত বসন্তকালের এক রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল ।১

তারপর ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইলে বিমল প্রভাতকালে পৌরকার্য্যনিপুণ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পূর্বাহ্নকালের নিত্য ক্রিয়া—সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করত বহির্গত হইয়া সকলের দৃষ্টিপথে আসিলেন ।২

তখন সুমন্ত্র আসিয়া রামকে বলিলেন,—রাজন্! দ্বারী এই তাপসগণকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাঁহারা সেখানে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! ভার্গব চ্যবনকে অগ্রে করত মহর্ষিগণ ত্বরান্বিত হইয়া আপনার দর্শনকামনায় আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।৩-৪

নরোত্তম! এই ঋষিগণ যমুনাতীরে বাস করেন এবং আপনার উপর ইঁহাদের বিশেষ প্রেম আছে। ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বলিলেন ।৫

(সূত!) ভার্গব প্রভৃতি মহাভাগ দ্বিজগণকে আনয়ন কর। তখন দ্বারপাল রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্দ্ধর্ষ তাপসগণকে রাজসভায় প্রবেশ করাইল। শত বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মহাত্মা তাপসগণ নিজ নিজ তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বিজগণ সমস্ত তীর্থের জলদ্বারা পরিপূর্ণ কলস এবং প্রচুর ফল-মূল লইয়া রামকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু রাম আনন্দের সহিত বিবিধ ফল ও সমস্ত

প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১২
কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি সমাহিতঃ।
আজ্ঞাপ্যোঽহং মহর্ষীণাং সর্বকামকরঃ সুখম্ ॥১৩
ইদং রাজ্যঞ্চ সকলং জীবিতঞ্চ হৃদি স্থিতম্।
সর্বমেব দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥১৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাধুকারো মহানভূৎ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্ ॥১৫
উচুশ্চৈব মহাত্মানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ ॥১৬

তীর্থজল গ্রহণ করিয়া সেই মহামুনিদিগকে বলিলেন।৬-১০

আপনারা এই সমস্ত উত্তম আসনে যথাযোগ্য উপবেশন করুন। মহর্ষিগণ রামের বাক্য শুনিয়া সুন্দর স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শক্রনগর-বিজয়ী রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিগণকে তথায় উপবেশন করিতে দেখিয়া হাতযোড় করত সংযতভাবে বলিলেন।১১-১২

আপনাদের শুভাগমনের কারণ কি? অনন্যভাবে আপনাদের কোন কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি মহর্ষিগণের আজ্ঞাবহ, সুতরাং আপনাদিগের সমুদয় অভিলাষ অক্লেশে পূর্ণ করিব।১৩

অধিক কি, এই রাজ্য, হৃদয়স্থিত জীবন ও আমার সমস্ত বৈভবই ব্রাহ্মণের কার্য্যের নিমিত্ত, ইহা আপনাদিগকে সত্য কথা বলিলাম।১৪

বহবঃ পার্থিবা রাজন্নাতিক্রান্তা মহাবলাঃ।
কার্য্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নাভ্যরোচয়ন্ ॥১৭
ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং
কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্।
ততশ্চ কর্ত্তা হ্যসি নাত্র সংশয়ো
মহাভয়াৎ ত্রাতুমৃষীংস্ত্বমর্হসি ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ রামের বাক্য শ্রবণকরত 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।১৫

ঐ মহাত্মা মহর্ষিগণ নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীপতে! এতাদৃশ বাক্যকথন আপনারই উপযুক্ত; অন্য কেহ এইরূপ কথা বলিতে পারে না।১৬

রাজন্! আমরা মহাবলশালী অনেক ভূমিপালের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ কার্য্যের গৌরব বিবেচনা করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অভিলাষ করেন নাই।১৭

আপনি আমাদের আগমনের কারণ না জানিয়াই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুতরাং আপনি যে সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; অতএব মহর্ষিগণকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে ঋষিভির্মধোর্বরপ্রাপ্তেঃ, লবণাসুরস্য বলস্যাত্যাচারস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, তস্তঃ সমাগতভয়ং দূরীকর্ত্তুং শ্রীরামসমীপে ঋষিণাং প্রার্থনা চ।]

ব্রুবদ্ভিরেবমৃষিভিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ।
কিং কার্য্যং ব্রূত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥১

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ।
ভয়ানাং শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর ॥২

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাজন্ দৈতেয়ঃ সুমহামতিঃ।
লোলাপুত্রোঽভবজ্জ্যেষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥৩

ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ ॥৪

স মধুর্বীর্য্যসম্পন্নো ধর্মে চ সুসমাহিতঃ (ক)।
বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ ॥৫

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্য্যং মহাপ্রভম্।
দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যং চৈতদুবাচ হ* ॥৬

ত্বয়ায়মতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ কৃতঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্ ॥৭

যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরুধ্যের্মহাসুর।
তাবচ্ছূলং তবেদং স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি ॥৮

যশ্চ মামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ।
তং শূলো ভস্মসাৎকৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্ ॥৯

একষষ্টিতম সর্গ

[ঋষিগণ কর্ত্তৃক রামের নিকট মধুর বরপ্রাপ্তি এবং লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কাহিনী বর্ণন। তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভয় দূর করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা।]

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিলে কাকুৎস্থ রাম বলিলেন,—মুনিগণ! আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে—বলুন। আপনাদের কোন ভয় নাই।১

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ভার্গব বলিলেন,—হে নরেশ্বর! দেশের এবং আমাদের ভয়ের মূল কারণ শ্রবণ করুন। রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুনামক কোন অতিশয় বুদ্ধিমান্ মহাসুর জন্মগ্রহণ করে।২-৩

সেই মহাসুর অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত, শরণাগতবৎসল ও স্থিরবুদ্ধি ছিল, সুতরাং অতিশয় উদারস্বভাব দেবতাদিগের সহিত তাহার অতুলনীয় প্রণয় হইয়াছিল।৪

সেই বীর্য্যবান্ মধু একাগ্রচিত্তে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে অদ্ভুত (দুর্লভ) বর দিয়াছিলেন।৫

মহাত্মা রুদ্র অতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় শূল হইতে মহাপ্রভ অতীব শক্তিশালী এক শূল উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

তুমি অতুল ধর্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, অতএব আমি পরম প্রীতি সহকারে তোমাকে এই উত্তম আয়ুধ (অস্ত্র) প্রদান করিতেছি।৭

হে মহাসুর! তুমি যতকাল সুর ও অসুরদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততকাল এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে; ইহার অন্যথাচরণ করিলে, ইহা তোমার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।৮

যে ব্যক্তি নিঃশঙ্ক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।৯

মহাসুর মধু রুদ্রের নিকট এইরূপ বর পাইয়া

(ক) পাঠান্তর:—ধর্মে চস্য সমাহিতঃ

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ৬নং শ্লোকের মধ্যস্থানে দেখা যায়।

বহুবর্ষসহস্রাণি রুদ্রপ্রীত্যাকরোত্তপঃ।
রুদ্রঃ প্রীতোঽভবত্তস্মৈ বরং দাতুং যযৌ চ সঃ ॥

এবং রুদ্রাদ্ বরং লব্ধ্বা ভূয় এব মহাসুরঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১০
ভগবন্মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।
ভবেত্তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি ॥১১
তং ব্রুবাণং মধুং দেবঃ সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাদেবো নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥১২
মা ভূত্তে বিফলা বাণী মৎপ্রসাদকৃতা শুভা।
ভবতঃ পুত্রমেকং তু শূলমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৩
যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি ॥১৪
এবং মধুর্বরং লব্ধ্বা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্ ॥১৫
তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসীতি যা।
বিশ্বাবসোরপত্যং সাপ্যনলায়াং মহাপ্রভা ॥১৬
তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো লবণো নাম দারুণঃ।
বাল্যাৎপ্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ ॥১৭
তং পুত্রং দুর্বিনীতং তু দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥১৮
স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্।
শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৯
স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেনাত্মনস্তথা।
সন্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্ ॥২০
এবং প্রভাবো লবণঃ শূলং চৈব তথাবিধম্।
শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥২১
বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্তৈর্ঋষিভিঃ পুরা।
অভয়ং যাচিতা বীর ত্রাতারং ন চ বিদ্মহে ॥২২
তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সবল-বাহনম্।

পুনর্ব্বার প্রণিপাত করত মহাদেবকে এই কথা বলিল।১০

হে দেব ভগবন্! আপনি সুরগণের ঈশ্বর, অতএব যাহাতে এই অনুত্তম শূল আমার বংশপরম্পরায় থাকে, তাহা করুন।১১

মধু এই কথা বলিলে, সর্ব্বভূতপতি মহাদেব বলিলেন,—হে সৌম্য! তাহা হইবে না।১২

তবে আমাকে প্রসন্ন জানিয়া তোমার যে এই শুভবাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহা একেবারে নিষ্ফল হইবে না; তোমার একটি পুত্র এই শূল প্রাপ্ত হইবে।১৩

এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের করতলে থাকিবে, ততদিন সে সকল প্রাণীর অবধ্য থাকিবে।১৪

মহাদেবের নিকট এই অদ্ভুত বর লাভ করিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ মধু দীপ্তিযুক্ত অদ্ভুত এক বিশাল আলয় নির্ম্মাণ করাইল।১৫

বিশ্বাবসুর ঔরসে অনলার গর্ভে উৎপন্না সুরূপা মহাভাগা কুম্ভীনসী তাহার প্রিয়তমা পত্নী ছিল।১৬

ঐ কুম্ভীনসীর মহাপরাক্রমশালী লবণ নামক এক পুত্র হয়। তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর, দুষ্টপ্রকৃতি লবণ বাল্যকাল হইতে কেবল পাপ কার্য্যেই রত ছিল।১৭

মধু পুত্র লবণকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং নিজে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কিন্তু তাহাকে সে কিছুই বলিল না।১৮

পরে মধু লবণের হস্তে শূল সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে বরপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত জানাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত বরুণালয়ে প্রবিষ্ট হইল।১৯

এক্ষণে এই লবণ স্বীয় দুষ্টস্বভাবে ত্রিলোকবাসী সকল লোককে বিশেষতঃ তাপসগণকে অত্যন্ত সন্তাপিত করিতেছে।২০

হে কাকুৎস্থ! লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহার শূলও সেইরূপ শক্তিশালী। অতঃপর আপনি যাহা কর্ত্তব্য হয়—করুন, যেহেতু আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি।২১

হে বীর রামচন্দ্র! ঋষিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পূর্ব্বে অনেক ভূপতির নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদের পরিত্রাণ করিতে অগ্রসর হন নাই।২২

ত্রাতারং বিদ্মহে তাত নান্যং ভুবি নরাধিপম্।
তৎ পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাদ্ভয়পীড়িতাম্ ॥২৩
ইতি রাম নিবেদিতং তু তে
ভয়জং কারণমুত্থিতঞ্চ যৎ।

হে তাত! আপনি রাবণকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিয়াছেন শুনিয়াই আমরা আপনাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছি, অন্য কোন নরপতিকে নহে। অতএব আপনি লবণাসুরের ভয়ে পীড়িত ঋষিগণকে পরিত্রাণ করুন।২৩

বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ
কুরু তং কামমহীনবিক্রম ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে মহাবিক্রম রাম! ভয়ের যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম। ইহার প্রতীকার করিতে আপনিই সমর্থ, অতএব আমাদের এই বাসনা পূর্ণ করুন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[ঋষীণাং সমীপে লবণাসুরস্যাহার-বিহারবিষয়ে শ্রীরামস্য প্রশ্নঃ, শত্রুঘ্নাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা লবণাসুরবধে তস্য নিয়োগশ্চ।]

তথোক্তে তানৃষীন্ রামঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক চ বর্ত্ততে ॥১
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব এব তে।
ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো ববৃধে যথা ॥২
আহারঃ সর্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ।
আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে যথা ॥৩
হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাণ্ডজান্।
মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্ ॥৪
ততোঽন্তরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ।
সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥৫
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনীন্।
ঘাতয়িষ্যামি তদ্ রক্ষো ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্ ॥৬

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[ঋষিগণের নিকট শ্রীরাম কর্তৃক লবণাসুরের আহার-বিহার বিষয়ে প্রশ্ন এবং শত্রুঘ্নের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকে লবণাসুরবধে নিয়োগ।]

মুনিগণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও ব্যবহারই বা কিরূপ? ১

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ঋষিগণ যেরূপ আহার-বিহারে লবণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন।২

সর্ব্বপ্রকার প্রাণী বিশেষতঃ তাপসগণই লবণের ভক্ষ্য; তাহার আচার-ব্যবহার ভয়ানক ক্রুরতাপূর্ণ এবং সে নিয়ত মধুবনে বাস করে।৩

সেই লবণ নিয়ত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণী বিনষ্ট করিয়া প্রত্যহ আহার করে।৪

সংহারকাল আসিলে যেরূপ মুখব্যাদন করিয়া

প্রতিজ্ঞায় তদা তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্।
স ভ্রাতৄন্ সহিতান্ সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥৭
কো হন্তা লবণং বীর কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্।
ভরতস্য মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ ॥৮
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥৯
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্য্যশৌর্য্যসমন্বিতম্।
লক্ষ্মণাবরজস্তস্থৌ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥১০
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্।
কৃতকর্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দন ॥১১
আর্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বযোধ্যা পরিপালিতা।
সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্য্যস্যাগমনং প্রতি ॥১২

দুঃখানি চ বহূনীহ অনুভূতানি পার্থিব।
শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাযশাঃ ॥১৩
ফলমূলাশনো ভূত্বা জটী চীরধরস্তথা।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেষ রাঘবনন্দনঃ ॥১৪
প্রেষ্যে ময়ি স্থিতে রাজন্ ন ভূয়ঃ ক্লেশমাপ্নুয়াৎ।
তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥১৫
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্।
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে ॥১৬
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদ্যবেক্ষসে।
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ॥১৭
নগরং যমুনাজুষ্টং তথা জনপদাংশ্চ শুভান্।
যো হি বংশং সমুৎপাট্য পার্থিবস্য নিবেশনে ॥১৮

কালান্তক যম গ্রাস করেন, সেইরূপ ঐ মহাবল লবণাসুর মুখব্যাদন করিয়া অন্য প্রাণীও ভক্ষণ করিয়া থাকে।৫

ঋষিগণের এইকথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই মহামুনিগণকে বলিলেন,—আপনাদের কোন ভয় নাই। আমি সেই রাক্ষসকে সংহার করিব।৬

রঘুনন্দন উগ্রতেজা মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেখানে উপস্থিত সকল ভ্রাতৃগণকে বলিলেন।৭

কোন বীর লবণকে নিহত করিবে? মহাবাহু ভরত এবং ধীমান্ শত্রুঘ্নের মধ্যে লবণাসুরবধরূপকর্ম্মের অংশ কাহার ভাগে দিব? ৮

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত বলিলেন,—আমি ইহাকে বধ করিব, আপনি আমাকেই এই কর্ম্মের অংশ দান করুন।৯

ভরতের শৌর্য্য ও ধৈর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।১০

তারপর নরপতি রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—মহাবাহু মধ্যম রঘুনন্দন (ভরত) কৃতকর্ম্মা।১১

যখন আপনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎকালে ইনি আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সন্তপ্তহৃদয়ে এই শূন্যা অযোধ্যাপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন।১২

রাজন্! এই মহাযশা ভরত নন্দীগ্রামে জটাচীর ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ ও কষ্টকর শয্যায় শয়ন প্রভৃতি বহুতর দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! এই রঘুনন্দন এত দুঃখ পাইয়া মাদৃশ আজ্ঞাকারী থাকিতেও আবার কেন তিনি ক্লেশ ভোগ করিবেন? শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাঘব পুনর্ব্বার বলিলেন।১৩-১৫

কাকুৎস্থ! শত্রুঘ্ন! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি মধুর শুভনগরে তোমাকে অভিষিক্ত করিব।১৬

হে মহাবাহো! যদি তুমি মনে কর, তবে ভরতকে কোনও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার; কারণ, তুমি বীর, কৃতবিদ্য ও রাজ্য স্থাপনে সমর্থ।১৭

তুমি যমুনাতীরে নূতন নগর ও বহুজনপদ স্থাপিত কর। হে বীর! যে নরপতি কোন রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া তথায় পুনর্ব্বার রাজনিয়োগ না করেন, তিনিও নরকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব আমার

ন বিধত্তে নৃপং তত্র নরকং স হি গচ্ছতি।
স ত্বং হত্বা মধুসুতং লবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥১৯
রাজ্যং প্রশাধি ধর্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে।
উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম ॥২০
বালেন পূর্বজস্যাজ্ঞা কর্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ।

বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি সেই পাপকর্মে কৃতনিশ্চয় মধুপুত্র লবণকে নিহত করিয়া ধর্মানুসারে তদীয় রাজ্য শাসন কর। হে বীর! আমার বাক্যমধ্যে তুমি কোন উত্তর প্রদান করিও না।১৮-২০

অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছস্ব মযোদ্যতম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিপ্রৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

কারণ, বালকের পক্ষে জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা পালন করা কর্তব্য, তাহাতে সংশয় নাই। হে কাকুৎস্থ! বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ বিধি অনুসারে মন্ত্রোচারণপূর্বক তোমার অভিষেক করিবেন। এখন আমার আদেশরূপ অভিষেক প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা স্বীকার কর।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ শত্রুঘ্নস্য রাজ্যাভিষেকঃ, লবণাসুরাৎ শত্রুঘ্নস্য রক্ষণোপায়নির্দ্ধারণঞ্চ।]

এবমুক্তস্তু রামেণ পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥১
অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর।
কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে ॥২
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং পুরুষর্ষভ।
তব চৈব মহাভাগ শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥৩

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক, লবণাসুরের শূল হইতে শত্রুঘ্নকে রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ।]

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন অতিশয় লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন।১

হে নরপতে কাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরূপে অভিষিক্ত হইবে? আমি ঐরূপ অভিষেককে অধর্ম বলিয়া মনে করি।২

হে পুরুষপ্রবর! হে মহাভাগ! আপনার আদেশ প্রতিপালন আমার অবশ্য কর্তব্য। তাহা ছাড়া আপনার আদেশ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।৩

ত্বত্তো ময়া শ্রুতং বীর শ্রুতিভ্যশ্চ ময়া শ্রুতম্।
নোত্তরং হি ময়া বাচ্যং মধ্যমে প্রতিজানতি ॥৪
ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে।
তস্যৈবং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
উত্তরং নহি বক্তব্যং জ্যেষ্ঠেনাভিহিতে পুনঃ।
অধর্মসহিতঞ্চৈব পরলোকবিবর্জিতম্ ॥৬

হে বীর! ইহা আপনার নিকট হইতে এবং বেদবাক্য হইতে শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে মধ্যম ভ্রাতা

সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামিতি চোত্তরম্।
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি মানদ ॥৭
কামকারো হ্যহং রাজংস্তবাস্য পুরুষর্ষভ।
অধর্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥৮
এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতং লক্ষ্মণং তথা ॥৯
সম্ভারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ।
অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥১০
পুরোধসঞ্চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃত্বিজস্তথা।
মন্ত্রিণশ্চৈব তান্ সর্বানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥১১

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথাকুর্বন্মহারথাঃ।
অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥১২
প্রবিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণাস্তথা।
ততোঽভিষেকো ববৃধে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
সম্প্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরস্য চ।
অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসন্নিভঃ ॥১৪
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ।
অভিষিক্তে তু শত্রুঘ্নে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥১৫
পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কৈকেয়ী তথা ॥১৬

প্রতিজ্ঞা করিবার পর আমার আর কিছু বলাই উচিত নয়।৪

আমার মুখ হইতে অতীব অনুচিত বাক্য নির্গত হইয়াছে যে, আমি যুদ্ধে লবণাসুরকে বধ করিব। হে পুরুষোত্তম! ঐ অনুচিত বাক্যের পরিণামেই আমার এই দুর্গতি। (জ্যেষ্ঠভ্রাতা থাকিতে আমাকে অভিষিক্ত হইতে হইবে)।৫

জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন কথা বলিলে, তাহার প্রত্যুত্তর করা আমার পক্ষে অনুচিত। পরন্তু যাহা অনুমতি করিয়াছেন, তদ্‌দ্বারা আমাকে পরলোকে সুখলাভ—ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হইবে।৬

হে কাকুৎস্থ! এখন আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধে আমি দ্বিতীয় কোন উত্তর করিব না। আমার অভিষেকরূপ দণ্ড হইয়াছে, পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিলে আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে। অতএব হে মানদ! আপনার বাক্যের আর দ্বিতীয় উত্তর করিব না।৭

হে পুরুষপ্রবর রাজন্ কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছানুসারে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমি তাহাই করিব; কিন্তু রাজ্যাভিষেক স্বীকার করিলাম বলিয়া আমার যে অধর্ম্ম হইবে, তাহা আপনি নাশ করুন।৮

মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাম সন্তুষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে বলিলেন।৯

তোমরা সাবধান হইয়া রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য আনয়ন কর, আমি আজই পুরুষব্যাঘ্র রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব।১০

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে পুরোহিত, বেদজ্ঞগণ, ঋত্বিক্‌বর্গ এবং মন্ত্রিগণকে আনয়ন কর।১১

মহারথ ভরত ও লক্ষ্মণ রাজার আদেশে পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া যথাদিষ্ট অভিষেককার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।১২

তৎকালে দ্বিজগণ ও ক্ষত্রিয়গণ নানাদেশ হইতে আসিয়া রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে মহাত্মা শত্রুঘ্নের বৈভবশালী অভিষেক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল।১৩-১৪

তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র এবং পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক কার্ত্তিকেয় যেরূপ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অক্লেশে মহৎকর্মকারী রাম কর্তৃক শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইলে পুরবাসীরা এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী,

চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ॥১৭
হতং লবণমাশংস্থঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনাৎ।
ততোঽভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ ॥
উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্যাভিপূরয়ন্ ॥১৮
অয়ং শরস্ত্বমোঘস্তে দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অনেন লবণং সৌম্য হন্তাসি রঘুনন্দন ॥১৯
সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
স্বয়ম্ভূরজিতো দিব্যো যং নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ ॥২০
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ ॥২১
মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।
স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন হতৌ যুধি ॥২২
তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভস্য মধুং তথা।
অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ ॥২৩
নায়ং ময়া শরঃ পূর্বং রাবণস্য বধার্থিনা।
মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং মহান্ ত্রাসো ভবেদিতি ॥২৪
যচ্চ তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেন মহাত্মনা।
দত্তং শত্রুবিনাশায় মধোরায়ুধমুত্তমম্ ॥২৫
তৎ সন্নিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমাসাদ্য প্রাপ্নোত্যাহারমুত্তমম্ ॥২৬
যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ কশ্চিদেনং সমাহ্বয়েৎ।
তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ করোতি হি ॥২৭
স ত্বং পুরুষশার্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ ॥২৮
অপ্রবিষ্টঞ্চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ।
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্ ॥২৯

সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিলাগণ মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিবৃন্দ শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়ায় "লবণ রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে" বলিয়াই মনে করিলেন। পরে রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার তেজ বৃদ্ধি করিবার মানসে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৫-১৮

রঘুনন্দন! সৌম্য! শত্রুঘ্ন! এই দিব্য বাণ অব্যর্থ এবং শত্রুনগরবিজয়কারী। (আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিলাম।) তুমি এই বাণে লবণাসুরকে বধ করিবে।১৯

হে কাকুৎস্থ! স্বয়ম্ভু, অজিত ও দিব্যরূপধারী বিষ্ণু যখন মহাসাগরে শয়ন করিয়াছিলেন, তৎকালে দেবতা ও অসুরগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। তখন তিনি সর্বপ্রাণীরই অদৃশ্য ছিলেন। বীর! সেই সময়েই ভগবান্ নারায়ণ কুপিত হইয়া দুরাত্মা মধু ও কৈটভকে বিনাশ এবং সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার জন্যই এই দিব্য শর সৃজন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, মধু, কৈটভ এবং সমস্ত রাক্ষসেরা তাহার বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল। সেইজন্য তিনি এই বাণদ্বারাই যুদ্ধে মধু ও কৈটভকে বিনষ্ট করিলেন। এই মুখ্যবাণে মধু ও কৈটভকে সংহার করিয়া ভগবান্ জীবগণের কর্মফলভোগের সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন লোক সৃজন করিয়াছিলেন।২০-২৩

শত্রুঘ্ন! আমি পূর্বে রাবণবধের সময়ে এই শর নিক্ষেপ করি নাই; কারণ, ইহাতে অত্যন্ত লোকক্ষয় হইবার আশঙ্কা ছিল।২৪

মহাত্মা ত্রিনয়ন মহাদেব শত্রুবিনাশবাসনায় সেই মধুকে যে উত্তম ও বিশাল মহাশূল প্রদান করিয়াছেন, মধু সেই শূলকে বারংবার পূজা করত আপনার গৃহে গুপ্তরূপে রাখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে।২৫-২৬

যদি কেহ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তবে ঐ রাক্ষস সেই শূলদ্বারা তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।২৭

হে পুরুষব্যাঘ্র! যে সময়ে ঐ শূল লবণাসুরের নিকট থাকিবে না এবং সে নগরের বাহিরে থাকিবে,

অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।
যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপযাস্যতি ॥৩০

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং শূলস্য চ বিপর্যয়ঃ।
শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কৃত্যং হি দুরতিক্রমম্ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তুমি সেই সময় সশস্ত্র হইয়া পুরদ্বারে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। হে মহাবাহো পুরুষশার্দ্দূল! যদি নগরে প্রবেশের পূর্ব্বেই সেই রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি রাক্ষস লবণকে অবশ্য নিপাত করিতে পারিবে।২৮-২৯

হে বীর! ইহার অন্যথা আচরণ করিলে, তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। আর যদি এইরূপ (মন্নির্দ্দিষ্ট আদেশ প্রতিপালন) কর, তবে সে বিনষ্ট হইবে।৩০

কিরূপে তাহাকে সেই শূলঅস্ত্র শূন্য করিয়া বিনাশ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলাম; কারণ, তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের সেই অব্যর্থ অস্ত্রের বেগ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামদেশানুসারেণ প্রথমে সৈন্যানি প্রেষয়িত্বা মাসাৎ পরং শত্রুঘ্নস্য গমনম্।]

এবমুক্ত্বা চ কাকুৎস্থং প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥১
ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।
রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥২
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং তথৈব নটনর্ত্তকাঃ ॥৩
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ।
আদায় গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্য্যাপ্তধনবাহনঃ ॥৪
বলঞ্চ সুভৃতং বীর হৃষ্টতুষ্টমনুদ্ধতম্।
সম্ভাষাসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম ॥৫
নহ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ।
সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥৬

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিয়া একমাস পরে শত্রুঘ্নেরও গমন।]

রঘুনন্দন রামচন্দ্র কাকুৎস্থ শত্রুঘ্নকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করত পুনর্ব্বার বলিলেন।১

হে পুরুষপ্রবর! এই চার হাজার অশ্ব, দুই হাজার রথ, একশত হাতী এবং মধ্যে মধ্যে পথে দোকান করিতে সমর্থ ব্যবসায়ী ক্রয়-বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের সহিত তোমার অনুগমন করিবে। সেই সঙ্গে মনোরঞ্জনের জন্য নট এবং নর্ত্তকীগণও যাইবে।২-৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন! তুমি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বিপুল অর্থ লইয়া গমন কর। সেইরূপ পর্য্যাপ্ত ধন এবং বাহনও নিকটে রাখিবে।৪

হে বীর নরশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে ভরণ-পোষণ করিয়াছি। ইহারা হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ, সন্তুষ্ট এবং বিনীতভাবে আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী।

অতো হৃষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতীং চমূম্।
এক এব ধনুষ্পাণির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্ ॥৭

যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্।
লবণস্তু মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্ ॥৮

ন তস্য মৃত্যুরন্যোঽস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ।
দর্শনং যোঽভিগচ্ছেত স বধ্যো লবণেন হি ॥৯

স গ্রীষ্মে অপযাতে তু বর্ষারাত্র উপাগতে।
হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্য দুর্মতেঃ ॥১০

মহর্ষীংস্তু পুরস্কৃত্য প্রযান্তু তব সৈনিকাঃ।
যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্ ॥১১

তত্র স্থাপ্য বলং সর্বং নদীতীরে সমাহিতঃ।
অগ্রতো ধনুষা সার্ধং গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম ॥১২

এবমুক্তস্তু রামেণ শত্রুঘ্নস্তান্ মহাবলান্।
সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥১৩

এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্যথ।
স্থাতব্যঞ্চাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্যচিৎ ॥১৪

তথা তাংস্তু সমাজ্ঞাপ্য প্রস্থাপ্য চ মহদ্ বলম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীং চাভ্যবাদয়ৎ ॥১৫

রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৬

পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্।

তুমি ইহাদিগকে মধুর বাক্যদ্বারা ও ধনদানে প্রসন্ন রাখিবে।৫

রাঘব! অত্যন্ত প্রসন্ন ভৃত্যগণ যেখানে (যেরূপ সঙ্কটকালে) (প্রভুর কার্য্য সমাধার জন্য) দাঁড়াইয়া থাকে বা সঙ্গে থাকে, সেখানে (সেইরূপ বিপত্তিকালে) অর্থ (ধন), স্ত্রী এবং ভ্রাতা বান্ধবাদিও থাকিতে সমর্থ হয় না (সেইজন্য উহাদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে)।৬

অতএব অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যে পূর্ণ বিশাল সেনাবাহিনী অগ্রে পাঠাইয়া পশ্চাৎ তুমি একাকী হাতে ধনুর্বাণ ধারণ করত মধুবনে গমন কর।৭

তুমি তথায় নিঃশঙ্কচিত্তে এরূপভাবে গমন করিবে, যেন মধুতনয় লবণ তোমাকে 'যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যাইতেছ' ইহা জানিতে না পারে।৮

হে পুরুষর্ষভ! আমি তোমাকে তাহার বধোপায় যাহা বলিয়া দিলাম, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কারণ, যে ব্যক্তি (শূলধারী) ঐ রাক্ষসের দর্শনপথে পতিত হইবে, তাহাকে সে বধ করিবে।৯

হে সৌম্য! যখন গ্রীষ্মঋতু চলিয়া যাইবে এবং বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়েই তুমি লবণাসুরকে বধ করিবে; কারণ ঐ দুর্বুদ্ধি রাক্ষসের উহাই বিনাশকাল।১০

এখন তোমার সৈনিকেরা মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করুক, পরে গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবী-সলিল উত্তীর্ণ হইবে।১১

মহাপরাক্রমশালিন্! তুমি সেই নদীতীরে সমস্ত সেনা স্থাপন করত কেবল একাকী ধনুর্ধারণপূর্বক সাবধানে ক্রমে ক্রমে অগ্রগামী হইবে।১২

রামচন্দ্র এইরূপ উপদেশবাক্য বলিলে শত্রুঘ্ন নিজ সেনাপতিগণকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন।১৩

দেখ, পথিমধ্যে যেখানে সেখানে অবস্থান করিতে হইবে—ইহাই আমরা স্থির করিয়াছি। তোমাদেরও সেখানে থাকিতে হইবে। যেখানেই থাক, বিরোধভাব মনে রাখিবে না—যাহাতে কাহারও মনে কোন কষ্ট হয়।১৪

এইরূপ ঐ সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দিয়া নিজ বিশাল সেনাবাহিনী অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাদেবীকে প্রণাম করিলেন।১৫

অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া মস্তকদ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুনরায় হাতযোড় করিয়া ভরত এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন।১৬

রামেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জগাম মহাবলঃ ॥১৭

প্রস্থাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা
গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসঙ্কুলাম্।
উবাস মাসং তু নরেন্দ্রপার্শ্বত-
স্ত্বথ প্রযাতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তারপর শত্রুঘ্ন সংযতচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। পুনরায় শত্রুনাশন মহাবল শত্রুঘ্ন রামের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত নির্গত হইলেন।১৭

এইরূপে উত্তম উত্তম হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ সেনাগণকে অগ্রে পাঠাইয়া রঘুবংশবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন একমাস যাবৎ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বাস করিলেন। তারপর তিনি লবণাসুর বধের জন্য প্রস্থিত হইলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নসমীপে মহর্ষি-বাল্মীকেঃ সুদাসপুত্র-কল্মাষপাদস্য বৃত্তান্ত কথনম্।]

প্রস্থাপ্য চ বলং সর্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি।
এক এবাশু শত্রুঘ্নো জগাম ত্বরিতং তদা ॥১
দ্বিরাত্রমন্তরে শূর উষ্য রাঘবনন্দনঃ।
বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্ ॥২
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩
ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃত্যাদিহাগতঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥৪
শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং স্বাগতং তে মহাযশঃ ॥৫
স্বমাশ্রমমিদং সৌম্য রাঘবাণাং কুলস্য বৈ।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥৬

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নের নিকট মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক সুদাসপুত্র কল্মাষপাদের বৃত্তান্ত কথন।]

নিজ সেনাগণকে অগ্রে পাঠাইয়া স্বয়ং রামসমীপে একমাস অবস্থান করত শত্রুঘ্ন একাকীই সত্বর মধুবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।১

রঘুনন্দন বীর শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে দুই রাত্রি অতিবাহিত করত তৃতীয় দিবসে বাল্মীকির উত্তম বাসস্থান পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।২

তিনি মুনিসত্তম মহাত্মা বাল্মীকিকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে এইকথা বলিলেন।৩

ভগবন্! গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য অদ্য এইস্থানে (রাত্রি) বাস করিতে বাসনা করি। কল্য প্রভাতে বরুণ-পালিত পশ্চিমদিকে গমন করিব।৪

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি হাস্য করত বলিলেন,—হে মহাযশাঃ! তোমার আগমন শুভ হউক।৫

হে সৌম্য! ইহা রঘুকুলের স্বীয় আশ্রম, অতএব

প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলঞ্চ ভোজনম্।
ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥৭
স ভুক্ত্বা ফলমূলঞ্চ মহর্ষিং তমুবাচ হ।
পূর্বা যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমসমীপতঃ ॥৮
তত্তস্য ভাষিতং শ্রুত্বা বাল্মীকির্বাক্যমব্রবীৎ।
শত্রুঘ্ন শৃণু যস্যেদং বভূবায়তনং পুরা ॥৯
যুষ্মাকং পূর্বকো রাজা সৌদাসস্তস্য ভূপতেঃ।
পুত্রো বীরসহো নাম বীর্য্যবানতিধার্মিকঃ ॥১০
স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে।
চঞ্চূর্য্যমাণং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্ ॥১১
শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ।
ভক্ষমাণাবসন্তুষ্টৌ পর্য্যাপ্তিং নৈব জগ্মতুঃ ॥১২
স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নির্মৃগঞ্চ বনং কৃতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা ॥১৩
বিনিপাত্য তমেকস্তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।
বিজ্বরো বিগতামর্ষো হতং রক্ষো হ্যবৈক্ষত ॥১৪
নিরীক্ষমাণং তং দৃষ্ট্বা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ।
সন্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসঞ্চেদমব্রবীৎ ॥১৫
যস্মাদনপরাধং তং সহায়ং মম জঘ্নিবান্।
তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু তদ্ রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কালপর্য্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽভবৎ ॥১৭
রাজাপি যজতে যজ্ঞমস্যাশ্রমসমীপতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোঽভ্যপালয়ৎ ॥১৮
তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্ বহুবর্ষগণায়ুতঃ।
সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ ॥১৯
অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ ॥২০

নিঃশঙ্কচিত্তে (মৎপ্রদত্ত) আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর।৬

অনন্তর শত্রুঘ্ন তাঁহার আতিথ্য স্বীকারপূর্বক ফলমূলাদি ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।৭

তিনি ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সেই মহর্ষিকে বলিলেন,—আশ্রম-সমীপে যে সকল প্রাচীন যজ্ঞীয় বৈভব (যূপাদি উপকরণ) দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন্ ব্যক্তির যজ্ঞোপকরণ ? ৮

তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন,—শত্রুঘ্ন! পূর্বকালে যাঁহার এই যজ্ঞভূমি ছিল, তাহা শ্রবণ কর।৯

তোমাদের পূর্বপুরুষ সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন, সেই ভূপতির অতি ধার্ম্মিক বীর্য্যবান্ বীরসহ (মিত্রসহ) নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।১০

সেই বীর সুদাসনন্দন বাল্যকালে একদিন মৃগয়া করিতে বনে যান। তিনি ঐ বনে দুইটী রাক্ষসকে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে দেখিলেন।১১

সেই ভয়ঙ্কর দুই রাক্ষস ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্বক বহুসহস্র মৃগগণকে খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিত না এবং তাহাদের উদরও পূর্ণ হইত না।১২

সৌদাস সেই মৃগশূন্য বন এবং রাক্ষসদ্বয়কে দর্শন করত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহাদের একটিকে বিনষ্ট করিলেন।১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস একটি রাক্ষসকে ধরাশায়ী করত নিশ্চিন্ত অমর্শহীন হইয়া মৃত রাক্ষসকে দেখিতে লাগিলেন। মৃত রাক্ষসের সঙ্গীকে যখন সৌদাস দেখিতে লাগিলেন, তখন ঐ দ্বিতীয় রাক্ষস ঘোরতর সন্তপ্ত হইয়া সৌদাসকে বলিল।১৪-১৫

তুমি আমার নিরপরাধ সহায়কে সংহার করিয়াছ, অতএব হে পাপিষ্ঠ নরেশ! তোমাকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব।১৬

রাক্ষস এই কথা বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল। দীর্ঘকালের পর সুদাসপুত্র মিত্রসহ অযোধ্যার রাজা হইলেন।১৭

তিনি রাজা হইয়াই এই আশ্রমের সমীপে অশ্বমেধ

অদ্য যজ্ঞাবসানান্তে সামিষং ভোজনং মম।
দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২১
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা।
সূদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ॥২২
হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্।
তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ ॥২৩
শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেষমথাকরোৎ ॥২৪
স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ।
ইদং স্বাদু হবিষ্যঞ্চ সামিষঞ্চান্নমাহৃতম্ ॥২৫
স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্দ্ধমুপাহরৎ।
মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসা হৃতম্ ॥২৬
জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভোজনাগতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥২৭
যস্মাত্ত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্দাতুমিচ্ছসি।
তস্মাদ্ ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৮
ততঃ ক্রুদ্ধস্তু সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
বসিষ্ঠং শপ্তুমারেভে ভার্য্যা চৈনমবারয়ৎ ॥২৯
রাজন্ প্রভুর্যতোঽস্মাকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
প্রতিশপ্তুং ন শক্তস্ত্বং দেবতুল্যং পুরোধসম্ ॥৩০
ততঃ ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্।
ব্যসর্জয়ত ধর্মাত্মা ততঃ পাদৌ সিষেচ চ ॥৩১
তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ পাদৌ তদা কল্মাষতাং গতৌ।
তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ ॥৩২

যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, বশিষ্ঠমুনি সেই মহাযজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন।১৮

সেই বিশাল যজ্ঞ বহুসহস্র বৎসরে সমাপ্ত হয়। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল।১৯

যজ্ঞের অবসানে রাক্ষস পূর্ব শত্রুতা মনে করিয়া বশিষ্ঠরূপ ধারণপূর্বক রাজা সৌদাসের নিকট গিয়া তাহাকে বলিল।২০

অদ্য যজ্ঞের অবসান দিন, অতএব আমাকে সত্বর সামিষ খাদ্য প্রদান কর—ইহাতে কোন বিচার করিও না।২১

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের কথা শুনিয়া পৃথিবীপতি সৌদাস পাকদক্ষ পাচকদিগকে বলিলেন।২২

তোমরা আজ শীঘ্রই মাংসযুক্ত হবিষ্য প্রস্তুত কর, এমনভাবে উহা প্রস্তুত কর, যেন স্বাদিষ্ট ভোজন হয় এবং গুরুও তাহাতে সন্তুষ্ট হন।২৩

ভূপতির আদেশ শুনিয়া পাচক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। (অদ্য গুরুদেবের অভক্ষ্য ভক্ষণে কেন প্রবৃত্তি হইল?) ইত্যবসরে সেই রাক্ষসও পাচকের বেশ ধারণ করিল।২৪

তারপর সে নরমাংস পাক করত রাজাকে বলিল,—এই সুস্বাদু উপাদেয় সামিষ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।২৫

হে নরবর! রাজা সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীর সহিত রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রস্তুত সেই সামিষ অন্ন বশিষ্ঠকে প্রদান করিলেন।২৬

দ্বিজবর বশিষ্ঠ সেই সামিষ খাদ্যে মনুষ্য মাংস আছে জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধচিত্তে বলিলেন।২৭

রাজন্! তুমি আমাকে এইরূপ খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব ইহাই তোমার খাদ্য হইবে, সংশয় নাই। (অর্থাৎ তুমি মনুষ্যভক্ষী রাক্ষস হইবে।) ২৮

তখন সৌদাসও কুপিত হইয়া হস্তে সলিল গ্রহণ পূর্বক শাপ দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।২৯

তিনি বলিলেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি আমাদিগের প্রভু; অতএব দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত নহে।৩০

তারপর ধর্মাত্মা নরপতি তেজোবলযুক্ত কোপময় জল নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই জলে রাজার পাদদ্বয় সিক্ত হইল।৩১

তাহাতে তাঁহার ঐ পদযুগল কল্মাষতা (কৃষ্ণবর্ণ)

কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ।
স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ॥
পুনর্বসিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা॥৩৩

তস্য শ্রুত্বা পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসা বিকৃতঞ্চ তৎ।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্॥৩৪

ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ।
নৈতচ্ছক্যং বৃথা কর্ত্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্॥৩৫

কালো দ্বাদশ বর্ষাণি শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি।
মৎপ্রাসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি॥৩৬

এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যারিসূদনঃ।
প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাম্বপালয়ৎ॥৩৭

তস্য কল্মাষপাদস্য যজ্ঞস্যায়তনং শুভম্।
আশ্রমস্য সমীপেঽস্য যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব॥৩৮

তস্য তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্।
বিবেশ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥

প্রাপ্ত হইল এবং তদবধি মহাযশা রাজা সৌদাস 'কল্মাষপাদ' হইলেন এবং ঐ নামেই খ্যাতিলাভ করিলেন। পরে রাজা পত্নীর সহিত বারংবার প্রণিপাত করিয়া মায়াব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠকে বলিলেন।৩২-৩৩

পৃথিবীপতির উক্ত বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসের দুর্ব্যবহার জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ পুরুষপ্রবর নরপতিকে বলিলেন।৩৪

আমি ক্রোধপরবশ হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা বৃথা করিতে আমি সমর্থ নহি, কিন্তু তোমাকে বর প্রদান করিতেছি।৩৫

রাজেন্দ্র! দ্বাদশ বৎসর অন্তে তোমার শাপের অবসান হইবে এবং আমার প্রসাদে দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাগুলি তোমার মনে থাকিবে না।৩৬

সেই শত্রুনাশন রাজা সৌদাস এইরূপে শাপভোগ করত পুনর্বার রাজ্যপদ পাইয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন।৩৭

রাঘব! তুমি আশ্রমসমীপে আমাকে যে যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সেই কল্মাষপাদ রাজার শুভ যজ্ঞভূমি।৩৮

শত্রুঘ্ন কল্মাষপাদ রাজার সেই সুদারুণ কথা শুনিয়া মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেব্যাঃ পুত্রয়োরুৎপত্তিঃ, বাল্মীকেস্তয়ো রক্ষাব্যবস্থা, শুভসন্দেশেনৈতেন প্রসন্নস্য শত্রুঘ্নস্য যমুনাতীরে গমনম্।]

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥১
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্ ॥২
ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।
ততো রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥৩
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ।
বালচন্দ্রপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ ॥৪
জগাম তত্র হৃষ্টাত্মা দদর্শ চ কুমারকৌ।
ভূতঘ্নীঞ্চাকরোৎ তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥৫
কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব তু স দ্বিজঃ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥৬
যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ।
নির্মার্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ ॥৭
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।
নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ ॥৮
এবং কুশ-লবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।
মৎকৃতাভ্যাঞ্চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥৯
তাং রক্ষাং জগৃহুস্তাঞ্চ মুনিহস্তাৎ সমাহিতাঃ।
অকুর্বংশ্চ ততো রক্ষাং তয়োর্বিগতকল্মষাঃ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[সীতাদেবীর দুই পুত্রের জন্মলাভ, বাল্মীকিকর্ত্তৃক তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই শুভসংবাদে প্রসন্ন হইয়া সেখান হইতে শত্রুঘ্নের যমুনাতীরে গমন।]

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পর্ণকুটিরে যে রাত্রিতে প্রবেশ করেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন।১

মুনিবালকগণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে বাল্মীকির নিকটে যাইয়া সীতার শুভ সন্তানপ্রসববৃত্তান্ত নিবেদন করিল।২

হে মহাতেজস্বিন্ ভগবন্! সেই রামপত্নী দুই পুত্র প্রসব করিয়াছেন, আপনি ঐ বালকদের অশুভগ্রহ নিবারণপূর্বক তাহাদের রক্ষাবিধান করুন।৩

মুনি কুমারগণের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেই স্থানে আগমন করিলেন। সীতার ঐ দুই পুত্র নূতন চন্দ্র অর্থাৎ সদ্য উদিত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও দেববালক সদৃশ।৪

মুনিবর আগমনপূর্বক প্রসন্নচিত্তে কুমারযুগলকে দর্শন করিলেন এবং তাহাদের নিমিত্ত রাক্ষস ও বালগ্রহ বিনাশিনী রক্ষার বিধান করিলেন।৫

(কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া মধ্যভাগে ছেদন করিলে তাহার অগ্রভাগ 'কুশমুষ্টি' এবং অধোভাগ 'লব' বলিয়া অভিহিত হয়।) সেই বিপ্র বাল্মীকি কুশমুষ্টি এবং লব লইয়া বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের দুইজনকে উহা প্রদান করিলেন।৬

ইহাদের মধ্যে যে বালক অগ্রে জন্মিয়াছে; সেই বালককে মন্ত্রসংস্কৃত কুশদ্বারা মার্জন করিতে হইবে, অতএব ইহার নাম 'কুশ' হইবে এবং উভয়ের মধ্যে যে বালক কনিষ্ঠ, বৃদ্ধাগণ একাগ্রভাবে লবদ্বারা তাহাকে মার্জন করিলে সেই বালক 'লব' নামে অভিহিত হইবে।৭-৮

এইরূপে যমজ বালকদ্বয় কুশ ও লব নামে অভিহিত হইবে এবং মৎকৃত এই নামেই ভূমণ্ডলে খ্যাতিলাভ করিবে।৯

অনন্তর নিষ্পাপ বৃদ্ধাগণ সমাহিত হইয়া মুনির

তথা তাং ক্রিয়মাণাঞ্চ বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ।
সঙ্কীর্তনঞ্চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ ॥১১
অর্দ্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্‌।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥১২
তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥১৩
প্রভাতে সুমহাবীর্য্যঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্‌।
মুনিং প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য যযৌ পশ্চান্মুখঃ পুনঃ ॥১৪
স গত্বা যমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।
ঋষীণাং পুণ্যকীর্তীনামাশ্রমে বাসমভ্যযাৎ ॥১৫
স তত্র মুনিভিঃ সার্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ।
কথাভিরভিরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥১৬
স কাঞ্চনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ
রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্‌।
কথাপ্রকারৈর্বহুভির্মহাত্মা
বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হস্ত হইতে সেই লবযুক্ত কুশমুষ্টি গ্রহণপূর্বক বালকযুগলের রক্ষা বিধান করিলেন।১০

এদিকে যখন সেই বৃদ্ধাগণ সকলে এইরূপে রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন, তখন সীতার শুভ দুই পুত্রপ্রসব, রামের নামসংকীর্ত্তন, বৃদ্ধাগণের তথাবিধ রক্ষাবিধান এবং বালকযুগলের গোত্র নাম প্রভৃতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। অর্দ্ধরাত্রসময়ে কুটীরমধ্যে শয়ন করিয়া শত্রুঘ্ন ঐ সমস্তই অতিশয় প্রিয়সংবাদ শুনিলেন এবং পর্ণশালামধ্যে যাইয়া সীতাকে বলিলেন,—'মা! সৌভাগ্য-ক্রমে আজ আপনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন।১১-১২

রামের পুত্রোৎপত্তি হওয়াতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের আনন্দের সীমা ছিল না। সেই বর্ষাকালের শ্রাবণমাসীয় সুদীর্ঘ রজনীও মহাত্মা শত্রুঘ্নের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন অতিবাহিত হইল। অনন্তর সেই মহাশক্তিশালী শত্রুঘ্ন প্রভাতকালে পূর্বাহ্ণকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির নিকট বিদায় গ্রহণকরত পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন।১৩-১৪

তিনি পথিমধ্যে সাত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া যমুনানদার তীরে উপস্থিত হইলেন এবং পুণ্যকীর্ত্তি মহর্ষিদিগের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।১৫

মহাযশা নরপতি শত্রুঘ্ন ভার্গব প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানাবিধ মনোরম বাক্যালাপ করত তাঁহাদের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

এইরূপে রাজকুমার রঘুকুলবীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন চ্যবন প্রভৃতি সমবেত মুনিগণের সহিত নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[চ্যবনমুনিনা শত্রুঘ্নসমীপে লবণাসুরশূলস্য শক্তিপরিচয়দানকালে রাজ্ঞো মান্ধাতুর্বিনাশসন্দেশস্য কথনম্‌ ।]

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্‌ ।
পপ্রচ্ছ চ্যবনং বিপ্রং লবণস্য যথাবলম্‌ ॥১
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্‌ কে চ পূর্বং বিনাশিতাঃ ।
অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতাঃ ॥২
তস্য তদ্‌ বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাশ্চ্যবনো রঘুনন্দনম্‌ ॥৩
অসংখ্যেয়ানি কর্মাণি যান্যস্য রঘুনন্দন ।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥৪
অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী ।
মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্‌ ॥৫
স কৃত্বা পৃথিবীং কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ ।
সুরলোকমিতো জেতুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ ॥৬
ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্‌ ।
মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া ॥৭
অর্ধাসনেন শত্রুস্য রাজ্যার্ধেন চ পার্থিবঃ ।
বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামধ্যরোহত ॥৮
তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ ।
সান্ত্বপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্‌ ॥৯
রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহেচ্ছসি ॥১০
যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে ।
দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥১১
ইন্দ্রমেবং ব্রুবাণং তং মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ ।
ক্ব মে শত্রু প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[চ্যবনমুনিকর্তৃক শত্রুঘ্নের নিকট লবণাসুরের শূলের শক্তির পরিচয়দানকালে রাজা মান্ধাতার নিধন সংবাদ কথন ।]

অনন্তর পুনরায় রাত্রিকাল আসিলে, শত্রুঘ্ন ভৃগুপুত্র দ্বিজবর চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! লবণরাক্ষসের বল কি পরিমাণ ? তাহার শূলেরই বা শক্তি কি প্রকার ? কোন্‌ কোন্‌ বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে গিয়া সেই উত্তম শূল দ্বারা নিহত হইয়াছে ? ১-২

মহাতেজা চ্যবন রঘুনন্দন মহাত্মা শত্রুঘ্নের এরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন ।৩

হে রঘুনন্দন ! লবণাসুরের কর্ম অসংখ্য । তাহার এমন একটি ঘটনার কথা বলিব, যাহা ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা মান্ধাতার সম্বন্ধের সহিত বিজড়িত । তুমি তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর ।৪

পুরাকালে ত্রিলোকবিখ্যাত, মহাপরাক্রমশালী, যুবনাশ্বতনয় বলবান্‌ মান্ধাতা অযোধ্যায় রাজা ছিলেন । সেই রাজা সমস্ত ভূমণ্ডল নিজের বশীভূত করিয়া পরিশেষে সুরলোক জয় করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন ।৫-৬

মান্ধাতা দেবলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলে ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা দেবগণের মনে নিদারুণ ভয় উপস্থিত হইল ।৭

রাজা মান্ধাতা 'আমি পৃথিবীর রাজা হইয়াও ইন্দ্রের অর্দ্ধরাজ্য এবং অর্দ্ধ সিংহাসন কাড়িয়া লইলে সুরগণ কর্তৃক সম্মানিত রাজা হইয়া থাকিব ।' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ।৮

ইন্দ্র যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার ঐ দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করত তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্বক এই কথা বলিলেন ।৯

হে পুরুষর্ষভ ! তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকেরও রাজা হইতে পার নাই, তথাপি মনুষ্যরাজ্য বশীভূত না করিয়াই দেবরাজ্য লইতে ইচ্ছা করিতেছ ? ১০

হে বীর ! যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।
মধুপুত্রো মধুবনে ন তেঽহজ্ঞাং কুরুতেঽনঘ ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্।
ব্রীড়িতোঽবাঙ্মুখো রাজা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥১৪
আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ ॥১৫
স কৃত্বা হৃদয়েঽমর্ষং সভৃত্য-বল-বাহনঃ।
আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্ত্তুমরিন্দমঃ ॥১৬
স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ ॥১৭
স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহূনি মধুনঃ সুতম্।
বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥১৮

চিরায়মাণে দূতে তু রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ।
অর্দয়ামাস তদ্ রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ ॥১৯
ততঃ প্রহস্য তদ্ রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
বধায় সানুবন্ধস্য মুমোচায়ুধমুত্তমম্ ॥২০
তচ্ছূলং দীপ্যমানন্তু সভৃত্য-বল-বাহনম্।
ভস্মীকৃত্বা নৃপং ভূমৌ লবণস্যাগমৎ করম্ ॥২১
এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবল-বাহনঃ।
শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্ ॥২২
শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অগৃহীতায়ুধং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব ॥২৩
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্মণি চ ত্বয়া
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং লবণস্য দুরাত্মনঃ ॥২৪

হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত দেবরাজ্য পালন কর।১১

ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মান্ধাতা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! ভূতলে আমার শাসন কোথায় প্রতিহত হইয়াছে? ১২

সহস্রনয়ন বাসব বলিলেন,—হে অনঘ (নিষ্পাপ)! মধুবননিবাসী মধুতনয় লবণনামক রাক্ষস তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে না।১৩

শ্রীমান্ নরপতি মান্ধাতা ইন্দ্রের মুখনির্গত সেই ঘোর অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং তখন আর কিছু বলিতে পারিলেন না।১৪

ঐ রাজা কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া সহস্রনয়ন সুরপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করত পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করিলেন।১৫

অরিন্দম পুরুষপ্রবর মান্ধাতা মধুপুত্রকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত আগমন করিলেন।১৬

সেই পুরুষপ্রবর সমরাভিলাষী হইয়া লবণাসুরের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।১৭

সেই দূত মধুপুত্রের নিকট গিয়া বহুতর অপ্রিয় কথা বলিল, তখন লবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।১৮

দূতের বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রাজা মান্ধাতা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং চতুর্দিকে শরবর্ষণ করত সেই রাক্ষসকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।১৯

তখন সেই রাক্ষস হাস্যপূর্বক হস্তে শূল ধারণ করিল ও ভৃত্যগণের সহিত রাজাকে সংহার করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তম অস্ত্র পরিত্যাগ করিল।২০

তৎকালে সেই দেদীপ্যমান শূল বাহন এবং ভৃত্যগণের সহিত রাজা মান্ধাতাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্বার লবণরাক্ষসের হস্তে উপস্থিত হইল।২১

হে সৌম্য! সেই মহারাজ মান্ধাতা এইরূপ সৈন্য এবং বাহনের সহিত নিহত হইয়াছেন; অতএব ঐ শূলের শক্তি অসীম ও সকল অস্ত্র হইতে অতিশ্রেষ্ঠ।২২

তুমি কল্য প্রভাতকালে শূলহীন অবস্থায় সত্বর লবণাসুরকে বধ করিবে, নিশ্চয়ই তোমার বিজয় লাভ হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।২৩

তুমি এইরূপ কার্য্য করিলে সকল লোকেরই কল্যাণ হইবে। আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণরাক্ষসের এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।২৪

শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরর্ষভ।
বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নেনাভূচ্চ পার্থিব ॥২৫
ত্বং শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্
বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে।
শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে
ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে নরবর ভূপাল! সেই শূলের শক্তি অসীম ও ঘোরতর। এইরূপে ইন্দ্রের প্রযত্নে লবণাসুরের শূলদ্বারা মান্ধাতা বিনাশ প্রাপ্ত হন।২৫

হে মহাত্মন্! কল্য প্রাতঃকালে লবণরাক্ষস গৃহে শূল রাখিয়া যখন মাংসাদি ভক্ষ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইবে, তখন তুমি সেই রাক্ষসকে নিশ্চয়ই বধ করিতে পারিবে,—ইহাতে আমার সংশয় নাই। হে রাজন্! এইরূপে নিশ্চয় তোমার জয় হইবে।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[আহারসংগ্রহায় লবণস্য বহির্গমনম্, মধুপুরদ্বারি শত্রুঘ্নস্যোপস্থিতিঃ
প্রত্যাগত-লবণেন সহ উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

কথাং কথয়তাং তেষাং জয়ং চাকাঙ্ক্ষতাং শুভম্।
ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ।
নির্গতস্তু পুরাদ্ বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ ॥২
এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥৩
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্মা স রাক্ষসঃ।
আগচ্ছদ্ বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্ ॥৪
ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্।
তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি ॥৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম।
ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হ্যসি ॥৬

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[আহার সংগ্রহের জন্য লবণাসুরের বহির্গমন, মধুপুরের দ্বারে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি এবং প্রত্যাগত লবণাসুরের সহিত ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

এইরূপ কথোপকথনপরায়ণ ও শত্রুঘ্নের শুভ-বিজয়াকাঙ্ক্ষী মুনিগণের সহিত মহাত্মা শত্রুঘ্নের শীঘ্রই রাত্রি অতিবাহিত হইল।১

তারপর নির্মল প্রভাতকালে বীর রাক্ষস লবণ ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহের প্রেরণায় পুরী হইতে নির্গত হইল। এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া হস্তে ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক মধুপুরীর দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২-৩

তারপর মধ্যাহ্নকালে সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষস বহু সহস্র প্রাণীর ভার বহন করিতে করিতে আগমন করিল এবং সশস্ত্র শত্রুঘ্নকে দ্বারে অবস্থিত দেখিয়া বলিল,—তুই এই অস্ত্রদ্বারা আমার কি করিতে পারিবি? ৪-৫

রে নরাধম! আমি ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ

আহারশ্চাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম।
স্বয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য মুখং কথমাসাদ্য দুর্মতে ॥৭
তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবাসৃজৎ ॥৮
তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
তেজোময়া মরীচ্যস্তু সর্বগাত্রৈর্বিনিষ্পতন্ ॥৯
উবাচ চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্।
যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥১০
পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ।
শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাঙ্ক্ষী তবাগতঃ ॥১১
তস্য মে যুদ্ধকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
শত্রুস্ত্বং সর্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥১২

তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু রাক্ষসঃ প্রহসন্নিব।
প্রত্যুবাচ নরশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি দুর্মতে ॥১৩
মম মাতৃস্বসুর্ভ্রাতা রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
হতো রামেণ দুর্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম ॥১৪
তচ্চ সর্বং ময়া ক্ষান্তং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্।
অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা ময়া যূয়ং বিশেষতঃ ॥১৫
নিহতাশ্চ হি তে সর্বে পরিভূতাস্তৃণং যথা।
ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ যূয়ঞ্চ পুরুষাধমাঃ ॥১৬
তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে।
তিষ্ঠ ত্বঞ্চ মুহূর্তন্তু যাবদায়ুধমানয়ে ॥১৭
ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্।
তমুবাচাশু শত্রুঘ্নঃ ক্ব মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥১৮

সহস্র সহস্র শস্ত্রধারী মানবকে ভক্ষণ করিয়াছি, অতএব তুই কাল প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিস্ (ইহাই বোধ হইতেছে)।৬

রে নরাধম! অদ্য আমার এই আহার পূর্ণ হয়নি। রে দুর্মতে! তুই আসিয়া কেন আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলি? লবণ হাস্যসহকারে বারংবার ঐরূপ বলিলে মহাপরাক্রমশালী শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।৭-৮

মহাত্মা শত্রুঘ্ন রোষাভিভূত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে তেজোময় কিরণপুঞ্জ নির্গত হইল।৯

তখন শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচর লবণকে বলিলেন,—রে দুর্বুদ্ধে! আমি তোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।১০

আমি দশরথের পুত্র, ধীমান্ রামের ভ্রাতা এবং শত্রুনাশ করি বলিয়া আমার নাম 'শত্রুঘ্ন'। আমি তোকে বধ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি।১১

আমি যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি, অতএব তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; রে রাক্ষসাধম! তুই সমস্ত প্রাণীরই শত্রু, সুতরাং আমার নিকট হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিবি না।১২

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাক্ষস হাস্যসহকারে নরোত্তম শত্রুঘ্নকে বলিল,—রে দুর্মতে! আমার সৌভাগ্যবশতঃই তুই এখানে আসিয়াছিস্।১৩

রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃস্বসা (মাসী) শূর্পণখার ভ্রাতা; রে দুর্বুদ্ধে! স্ত্রীর নিমিত্ত রাম সেই রাবণকে সংহার করিয়াছে।১৪

রাবণের সেই সকল কুলক্ষয় দেখিয়াও আমি ক্ষান্ত হইয়াছিলাম এবং বিশেষ করে অবজ্ঞাবশতঃ তোমাদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলাম।১৫

যাহারা অতীতে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে পরাভূত করিয়াছি ও বিনাশ করিয়াছি। যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, তাহাদেরও সেই দশা হইবে। বর্তমানে নরাধম তোকেও বধ করিব।১৬

রে দুর্মতে! তুই যুদ্ধাভিলাষী, অতএব আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর্, আমি নিজ অস্ত্র আনয়ন করি।১৭

বিশেষতঃ তোকে নিহত করিতে আমার যেরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন, আমি সেইরূপ অস্ত্রই সুসজ্জিত

স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মনা।
যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা প্রসরং শত্রবে দিশেৎ ॥
স হতো মন্দবুদ্ধিঃ স্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥১৯
তস্মাৎ সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং
শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি।
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং
রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিব। তখন শত্রুঘ্ন অতি সত্বর বলিলেন,—আজ তুই জীবন লইয়া কোথায় যাইবি? ১৮

তিনি আরও বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ মানবেরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিলে পরিত্যাগ করে না। বিশেষতঃ যে মনুষ্য নির্বুদ্ধিতাবশতঃ শত্রুকে অবকাশ দেয়, সেই মন্দবুদ্ধি মানব কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়। অতএব তুই ভাল করিয়া ইহলোক দর্শন কর্। তুই পাপাচারী, অধিকন্তু রঘুনন্দন রামচন্দ্রের ও ত্রিলোকের শত্রু, সুতরাং শাণিত বিবিধ শরজালে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৯-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নস্য লবণস্য চ যুদ্ধম্, লবণাসুরস্য বিনাশশ্চ।]

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১
পাণৌ পাণিং স নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।
লবণো রঘুশার্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ ॥২
তং ব্রুবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্।
শত্রুঘ্নো দেবশত্রুঘ্ন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩
শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জিতাস্ত্বয়া।
তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্ ॥৪
ঋষয়োঽপ্যদ্য পাপাত্মন্ ময়া ত্বাং নিহতং রণে।
পশ্যন্তু বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥৫
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দগ্ধে পতিতেঽদ্য নিশাচরে।
পুরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥৬

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ এবং লবণাসুর বধ।]

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া লবণ রাক্ষস অতিশয় কুপিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল,—আচ্ছা, থাক্ থাক্। তারপর হস্তে হস্ত ঘর্ষণ ও দন্ত কড়মড় করিয়া রঘুশার্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল।১-২

ঘোরদর্শন লবণাসুর এইরূপ বলিতে থাকিলে, সুরশত্রুনাশী শত্রুঘ্ন সেই রাক্ষসকে এই কথা বলিলেন।৩

যখন তুই অন্যান্য নরপতিকে পরাজয় করিয়াছিলি, তৎকালে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নাই, অতএব অদ্য আমার বাণে নিহত হইয়া শমন-ভবনে গমন করিবি।৪

রে দুরাত্মন্! দেবগণ যেমন রাবণকে নিহত দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্বান্ দ্বিজবর মহর্ষিগণ অদ্য তোকে আমার হস্তে নিহত দেখুন।৫

তুই আমার বাণে দগ্ধ হইয়া নিপাতিত হইলে, অদ্য নগর ও জনপদের সকলের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে।৬

অদ্য মদ্বাহুনিক্রান্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ।
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ ॥৭
এবমুক্তো মহাবৃক্ষং লবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
শত্রুঘ্নোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতধাচ্ছিনৎ ॥৮
তদ্দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম রাক্ষসঃ পুনরেব তু।
পাদপান্ সুবহূন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নায়াসৃজদ্ বলী ॥৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্।
ত্রিভিশ্চতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্বভিঃ ॥১০
ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্ রাক্ষসোপরি।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো বিব্যথে ন স রাক্ষসঃ ॥১১
ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
শিরস্যভ্যহনচ্ছূরং স্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ ॥১২
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ।
ঋষীণাং দেবসঙ্ঘানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা ॥১৩

সূর্য্যের কিরণ যেমন কমলের গর্ভে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বজ্রমুখ শর আমার বাহু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে।৭

রাক্ষসলবণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে বিশাল এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে, তিনি সেই বৃক্ষ শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।৮

বলবান্ রাক্ষস নিজের চেষ্টা বিফল দেখিয়া পুনরায় বহু বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের উপর নিক্ষেপ করিল।৯

তেজস্বী শত্রুঘ্নও নিজের দিকে আগত সেই প্রচুর বৃক্ষসমূহ নতপর্ব তিন চারটি শর দ্বারা এক একটি করিয়া ছেদন করিলেন।১০

তারপর পরাক্রমী শত্রুঘ্ন রাক্ষসের শরীরে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস তাহাতে ব্যথিত হইল না।১১

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাক্ষস লবণ হাস্য করত বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে প্রহার করিলে, তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।১২

তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্।
রক্ষো লব্ধান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥১৪
নাপি শূলং প্রজগ্রাহ তং দৃষ্ট্বা ভুবি পাতিতম্।
ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তান্ ভক্ষান্ সমুদাবহৎ ॥১৫
মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু পুনস্তস্থৌ ধৃতায়ুধঃ।
শত্রুঘ্নো বৈ পুরদ্বারি ঋষিভিঃ সম্প্রপূজিতঃ ॥১৬
ততো দিব্যমমোঘং তং জগ্রাহ শরমুত্তমম্।
জ্বলন্তং তেজসা ঘোরং পূরয়ন্তং দিশো দশ ॥১৭
বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুমন্দরসন্নিভম্।
নতং পর্বসু সর্বেষু সংযুগেষ্বপরাজিতম্ ॥১৮
অসৃক্চন্দনদিগ্ধাঙ্গং চারুপত্রং পতত্রিণম্।
দানবেন্দ্রাচলেন্দ্রাণামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥১৯
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতে।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি পরিত্রাসমুপাগমন্ ॥২০

সেই বীর নিপতিত হইলে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণের মধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল।১৩

শত্রুঘ্ন অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়াছেন—ইহা দেখিয়া লবণ ভাবিল শত্রুঘ্ন নিহত হইয়াছে। সেই সময় অক্লেশে পুরমধ্যে প্রবেশ করত শূল লইয়া আসিতে পারিত; কিন্তু মোহবশতঃ তাহা করিল না। পরন্তু শত্রুঘ্ন মরিয়াছেন ভাবিয়া পরমানন্দে সেই মাংসাদি ভক্ষসমূহ একত্র করিতে লাগিল।১৪-১৫

তৎপরে শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত ঋষিগণকর্তৃক প্রশংসিত হইয়া পুনর্বার পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।১৬

পরে শত্রুঘ্ন নতপর্ব অব্যর্থ ভীষণ উত্তম দিব্য বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ বাণ তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়া স্বীয় তেজে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিল।১৭

উহার মুখ বজ্রের ন্যায় কঠিন এবং বেগ ও বজ্রসদৃশ। ঐ বাণের সকল পর্বই নত ও উহা সংগ্রামে অপরাজেয় এবং মেরু ও মন্দর পর্বতের ন্যায় গুরুভারযুক্ত।১৮

উহার সমস্ত শরীর রক্ত চন্দনে চর্চিত, পক্ষিপক্ষ-

সদেবাসুরগন্ধর্বং মুনিভিঃ সাপ্সরোগণম্ ।
জগদ্ধি সর্বমস্বস্থং পিতামহমুপস্থিতম্ ॥২১
উবাচ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্ ।
দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সংক্ষয়ং প্রতি ॥২২
কচ্চিল্লোকক্ষয়ো দেব সম্প্রাপ্তো বা যুগক্ষয়ঃ ।
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বঞ্চ ন শ্রুতং প্রপিতামহ ॥২৩
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ভয়কারণমযাচষ্ট দেবানামভয়ঙ্করঃ ॥২৪
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং সর্বদেবতাঃ ।
বধায় লবণস্যাজৌ শরঃ শত্রুঘ্নধারিতঃ ॥২৫
তেজসা তস্য সম্মূঢ়াঃ সর্বে স্মঃ সুরসত্তমাঃ ।
এষ পূর্বস্য দেবস্য লোককর্ত্তুঃ সনাতনঃ ॥২৬
শরস্তেজোময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাগতম্ ।
এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ ॥২৭
সৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থে দৈত্যয়োস্তয়োঃ ।
এক এব প্রজানাতি বিষ্ণুস্তেজোময়ং শরম্ ॥২৮
এষা এব তনুঃ পূর্বা বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ ।
ইতো গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥২৯
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্ ।
তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ ॥৩০
আজগ্মুর্যত্র যুধ্যেতে শত্রুঘ্ন-লবণাবুভৌ ।
তং শরং দিব্যসঙ্কাশং শত্রুঘ্নকরধারিণম্ ॥৩১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ।
আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ ॥৩২
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা দদর্শ লবণং পুনঃ ।
আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা ॥৩৩
লবণঃ ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ।
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ধনুর্ধন্বিনাং বরঃ ॥৩৪

শোভিত ও পত্রসকল সুন্দর। ঐ বাণ দানবেন্দ্র, পর্বতরাজ এবং অসুরগণের ভয়ঙ্কর ।১৯

যুগান্তকালের (প্রলয়কালের) কালানলের ন্যায় প্রদীপ্ত সেই শর দর্শন করিয়া প্রাণিগণ ভীত হইয়া পড়িল ।২০

অধিক কি, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ এবং মুনিগণসহ সমস্ত জগৎ অস্বস্থ (ভয়বিহ্বল) হইয়া পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেবদেবেশ বরদাতা পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—এই লোকক্ষয় সম্ভাবনা দেখিয়া দেবতাদিগেরও ভয় এবং মোহ উপস্থিত হইয়াছে ।২১-২২

দেব! ইহা কি সমস্ত লোকক্ষয় অথবা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে? হে প্রপিতামহ! সংসারের এইরূপ বিধ্বংসকর অবস্থা আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ।২৩

তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া দেবতাদিগের ভয়নাশী লোকপিতামহ ব্রহ্মা আগত ভয়ের কারণ বলিতে লাগিলেন ।২৪

তিনি মধুর বচনে বলিলেন—হে অমরগণ! তোমরা শ্রবণ কর,—সংগ্রামে লবণরাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত শত্রুঘ্ন বাণ ধারণ করিয়াছেন ।২৫

হে সুরসত্তমগণ! আমরা সকলেই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। বৎসবৃন্দ! যাহা হইতে তোমরা ভীত হইয়াছ, সেই অক্ষয় তেজোময় বাণ লোককর্ত্তা আদিদেব বিষ্ণুর। সেই মহাত্মা বিষ্ণু মধু ও কৈটভ নামক দৈত্য যুগলকে সংহার করিবার জন্য এই মহাশর সৃজন করিয়াছিলেন। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই এই তেজোময় বাণকে জানেন; কারণ, উহাই তাঁহার প্রাচীন মূর্ত্তি। তোমরা এখান হইতে যাও এবং শ্রীরামের অনুজ (ছোট) ভ্রাতা মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে বধ করিতেছেন—দেখ। দেবগণ দেবদেব পিতামহের বাক্য শুনিয়া যে স্থানে শত্রুঘ্ন ও লবণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। তৎকালে সমস্ত প্রাণিগণ শত্রুঘ্নের হস্তে যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত সেই দিব্য শর দর্শন করিল। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন আকাশ দেবগণে পূর্ণ দেখিয়া

স মুমোচ মহাবাণং লবণস্য মহোরসি।
উরস্তস্য বিদার্য্যাশু প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥৩৫

গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবুধপূজিতঃ।
পুনরেবাগমৎ তূর্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥৩৬

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥৩৭

তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাং ॥৩৮

একেষুপাতেন ভয়ং নিপাত্য
লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ।
বিনির্বভাবুত্তমচাপবাণ-
স্তমঃপ্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ ॥৩৯

ততো হি দেবা ঋষিপন্নগাশ্চ
প্রপূজিরে হ্যপ্সরসশ্চ সর্বাঃ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথেরবাপ্ত-
স্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ করত পুনরায় লবণরাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লবণরাক্ষসও মহাত্মা শত্রুঘ্ন কর্তৃক বারংবার আহূত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধ করিতে আসিল। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন আকর্ণ ধনু আকর্ষণ পূর্বক লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অমরপূজিত দিব্য শর তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ রসাতলে প্রবেশ পূর্বক অবিলম্বে পুনর্বার ইক্ষ্বাকু-নন্দন শত্রুঘ্নের সন্নিধানে আগমন করিল।২৬-৩৬

নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল।৩৭

লবণ রাক্ষস নিহত হইলে সেই দিব্য মহাশূল সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই রুদ্রদেবের সমীপে গমন করিল।৩৮

অন্ধকার নাশ করত সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব উদিত হইয়া যেমন শোভিত হন, উত্তমধনুর্বাণধারী রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন একমাত্র শরনিপাতে ত্রিলোকের ভয় তিরোহিত করিয়া তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।৩৯

তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অপ্সরোগণ শত্রুঘ্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে দশরথনন্দন! তুমি সৌভাগ্যক্রমে নির্ভয়ে শত্রু জয় করিয়াছ এবং বিষধর সর্পের ন্যায় দুর্দ্দান্ত শত্রুও প্রশান্ত হইয়াছে।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[দেবানাং শত্রুঘ্নায় বরদানম্, দ্বাদশ বর্ষকালান্ যাবন্মধুপুরমাস্থায় ততঃ শ্রীরামং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নস্যাভিলাষশ্চ।]

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
ঊচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্ ॥১
দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বৎস দিষ্ট্যা লবণরাক্ষসঃ।
হতঃ পুরুষশার্দূল বরং বরয় সুব্রত ॥২
বরদাস্তু মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ।
বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তুভ্যমমোঘং দর্শনং হি নঃ ॥৩
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্ ॥৪
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥৫
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ ॥৬
তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহুস্তদা।
শত্রুঘ্নোঽপি মহাতেজাস্তাং সেনাং সমুপানয়ৎ ॥৭
সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্।
নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ ॥৮
স পুরা দিব্যসঙ্কাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।
নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ ॥৯
ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ।
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা ॥১০
অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ ॥
চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা ॥১১

সপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নকে দেবগণের বরদান এবং দ্বাদশ বর্ষকাল মধুপুরে বাস করিবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার শত্রুঘ্নের অভিলাষ।]

লবণ রাক্ষস নিহত হইলে ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দেবগণ শত্রুনাশন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন।১

হে বৎস। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি বিজয় লাভ করিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমেই লবণাসুর নিহত হইয়াছে। অতএব হে সুব্রত পুরুষপ্রবর। তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।২

হে মহাবাহো। তোমাকে আমরা বরদান করিতে আসিয়াছি। আমরা তোমার বিজয় কামনা করি। আমাদের দর্শন অমোঘ অর্থাৎ কখনও বিফল হয় না।৩

সংযতস্বভাব মহাবাহু বীর শত্রুঘ্ন দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।৪

(হে দেবতাবৃন্দ।) এই দেবনির্মিত রমণীয়া মধুপুরী মনোহর রাজধানীরূপে জনবহুল বাসভূমি হইবে—ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট বর।৫

দেবগণ প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার রমণীয় নগরে বীর্য্যবান্ সৈন্যদিগের বাসস্থান হইবে—সংশয় নাই।৬

মহাত্মা দেবগণ ঐরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহাতেজস্বী শত্রুঘ্নও সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে আনয়ন করিলেন (মধুপুরে আসিতে অনুমতি দিলেন)।৭

সৈন্যগণ শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিল। শত্রুঘ্নও শ্রাবণ মাস হইতে নগর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।৮

তখন হইতে শুভ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সেই দিব্য নগর নির্মিত হইল। ঐ নগরে কাহারও কোন ভয় ছিল না। সেখানে বীর সেনাগণেরও বাসস্থান নির্মিত হইল।৯

ঐ প্রদেশের ক্ষেত্রসকল শস্যশোভিত হইল, ইন্দ্র

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ।
তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতাম্ ॥১২
আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানং সমন্ততঃ।
শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথান্যৈর্দৈব-মানুষৈঃ ॥১৩
তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্।
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্ ॥১৪
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুজঃ।
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ ॥১৫

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্।
রাম পাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে ॥১৬
ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং
নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্।
নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে
দধে মতিং রঘুকুলবংশবর্দ্ধন ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বীরপুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া নীরোগ হইল।১০

সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ, চত্বর ও বিপণি (বাজারাদি) তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। নগরের পণ্যশালাসকল বিবিধ পণ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ঐ নগরে বাস করিতে লাগিল।১১

লবণরাক্ষস পূর্বে যে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন সেইগুলি পুনর্ব্বার সুধাধবলিত (চূণকাম) করিয়া নানাবিধ কারুকার্য্যে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।১২

স্থানে স্থানে বহু উত্তম উপবন, বিহারভূমি ও দেবতা এবং মনুষ্যদিগের সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য সুন্দর বস্তুসমূহ তাহার শোভা বৃদ্ধি করিল।১৩

সেই দিব্যনগরীতে বণিক্‌গণ নানাদেশ হইতে আসিয়া বিবিধ পণ্যবস্তু ক্রয়বিক্রয় করত তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল।১৪

পূর্ণমনোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।১৫

এইরূপে মধুরা (মথুরা) নগরী সংস্থাপন করত দ্বাদশ বর্ষের পরে শত্রুঘ্নের মনে রামের পাদপদ্ম দর্শনের অভিলাষ হইল।১৬

রঘুবংশবর্দ্ধন রাজা শত্রুঘ্ন নানা জনগণে পরিবৃতা, অমরপুরীতুল্যা সেই মধুরানগরী সংস্থাপনপূর্বক রঘুপতি রামচন্দ্রের চরণ দর্শন করিবার নিমিত্ত মতিস্থির করিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কতিপয়ৈঃ সৈন্যৈঃ সহ শত্রুঘ্নস্যাযোধ্যানগরীগমনম্, পথি বাল্মীকেরাশ্রমে শ্রীরামচরিতগীতিশ্রবণেন বিস্ময়লাভশ্চ।]

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চকমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ ॥১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবর্ত্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ ॥২
স গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বাল্মীকাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥৩
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং জগ্রাহ মুনিহস্ততঃ ॥৪
বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥৫
উবাচ চ মুনির্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।
সুদুষ্করং কৃতং কর্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া ॥৬
বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবল-বাহনাঃ।
লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ ॥৭
স ত্বয়া নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ।
জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা ॥৮
রাবণস্য বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।
ইদঞ্চ সুমহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমযত্নতঃ ॥৯
প্রীতিশ্চাস্মিন্ পরা জাতা দেবনাং লবণে হতে।
ভূতানাং চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥১০
তচ্চ যুদ্ধং ময়া দৃষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব ॥১১
মমাপি পরমা প্রীতির্হৃদি শত্রুঘ্ন বর্ত্ততে।
উপঘ্রাস্যামি তে মূর্দ্ধ্নি স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ ॥১২

একসপ্ততিতম সর্গ

[কতিপয় সৈন্যের সহিত শত্রুঘ্নের অযোধ্যানগরীতে গমন এবং পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে রামচরিত গান শ্রবণে বিস্ময় লাভ।]

দ্বাদশ বৎসরের পর শত্রুঘ্ন কতিপয় সৈন্য ও অনুচর সঙ্গে লইয়া রামপালিত অযোধ্যা নগরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।১

তারপর তিনি মুখ্য মুখ্য মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে তথায় রাখিয়া শত শ্রেষ্ঠ অশ্বে সংযুক্ত বহু রথ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।২

মহাযশস্বী পুরুষপ্রবর শত্রুঘ্ন তথা হইতে যাত্রা করিয়া গণনাপূর্বক কোথাও প্রতিদিন অন্তর কোথাও আট দিন অন্তর এইভাবে পথিমধ্যে অবস্থান করিয়া পরে বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বাস করিলেন।৩

তিনি মুনিবর বাল্মীকির পদতলে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।৪

সেখানে মহর্ষি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে শুনাইবার জন্য সহস্র সহস্র মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।৫

সেই মুনিবর প্রথম শত্রুঘ্নকে লবণরাক্ষসের নিধন বার্ত্তা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—তুমি লবণকে সংহার করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ।৬

হে সৌম্য! মহাবাহো! বহু মহাবল ভূপাল লবণ-রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া সৈন্য ও বাহনের সহিত নিহত হইয়াছে।৭

হে পুরুষর্ষভ! তুমি নিজ পরাক্রমে সেই পাপী লবণরাক্ষসকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া (তাহার জন্য) জগতের ভয় দূর করিয়াছ।৮

শ্রীরামচন্দ্র ঘোরতর রাবণের বধ অনেক আয়াসে

ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্নি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামতিঃ।
আতিথ্যমকরোত্তস্য যে চ তস্য পদানুগাঃ ॥১৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্য্যমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথা কৃতম্ ॥১৪
তন্ত্রীলয়সমাযুক্তং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্।
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্ ॥১৫
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরা কৃতম্।
তান্যক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ ॥১৬
শ্রুত্বা পুরুষশার্দুলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ।
স মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞো বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ ॥১৭
তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্ত্তমানমিবাশৃণোৎ।
পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসম্পদম্ ॥১৮
অবাঙ্মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যাশ্চর্য্যমিতি চাব্রুবন্।
পরস্পরঞ্চ যে তত্র সৈনিকাঃ সম্বভাষিরে ॥১৯
কিমিদং ক্ব চ বর্ত্তামঃ কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্।
অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টস্তমাশ্রমপদে পুনঃ ॥২০
শৃণুমঃ কিমিদং স্বপ্নে গীতবন্ধনমুত্তমম্।
বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্ ॥২১
সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্।
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীৎ সর্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্ ॥২২

করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি এই মহৎ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিয়াছ।৯

লবণরাক্ষস নিহত হওয়ায় দেবগণের অতিশয় প্রীতি হইয়াছে; অধিক কি, তুমি সমস্ত জীব এবং জগতের প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছ।১০

হে পুরুষর্ষভ রঘুকুলনন্দন! আমি ইন্দ্রের সভায় বসিয়া দিব্য চক্ষুদ্বারা সেই সংগ্রাম ভালভাবেই দেখিয়াছি।১১

হে শত্রুঘ্ন! আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। অতএব আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব, কারণ ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা।১২

মহামতি মুনিবর বাল্মীকি এই বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করত আতিথ্যদ্বারা তাঁহার এবং তদীয় অনুচরবর্গের সৎকার করিলেন।১৩

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজন করিলেন এবং সেই সময় শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক পূর্বে যেরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ রাম-চরিত্রের ক্রমশঃ বর্ণনা শ্রবণ করিলেন। ঐ রামচরিত গীত অতিশয় মধুর (অর্থাৎ প্রিয়) ও উত্তম।১৪

(মহর্ষি বাল্মীকি পূর্ব হইতেই এই রামচরিত গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নকে তাহাই শোনান হইতেছে।) কাব্যগান বীণার লয়ের (সুরালাপের) সহিত হইতেছিল। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা—এই তিন স্থানে মন্দ্র, মধ্যম ও তারস্বর—এই তিন স্বরের ভেদে উচ্চারিত হইতেছিল। উহা সংস্কৃত ভাষায় নির্মিত হইয়া ব্যাকরণ, ছন্দ, কাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের লক্ষণদ্বারা সুশোভিত ছিল এবং গানোচিত তালে তালে গীত হইতেছিল। ঐ গীতিকাব্যের প্রতিটি অক্ষর ও বাক্য সত্য ঘটনাই প্রকাশ করিতেছিল এবং প্রথম যে বৃত্তান্ত সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহারই যথার্থ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছিল। ঐ অদ্ভুত কাব্যগান শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন এবং পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি মুহূর্তকাল মোহমগ্ন থাকিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞা লাভ করত বারংবার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সেই গীতে অতীত ঘটনাসকল বর্তমানবৎ শ্রবণ করিলেন। রাজা শত্রুঘ্নের যে সকল অনুচরবর্গ আসিয়াছিল, তাহারা ঐ গীত শ্রবণ করত দীন ও নতমস্তক হইয়া, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!" এই কথা বলিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের যে সমস্ত সৈনিক সেখানে ছিল, তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল।১৫-১৯

একি! আমরা কোথায়? এখন কোন স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? (কি আশ্চর্য্য!) যাহা পূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অদ্য তাহাই এই আশ্রমমধ্যে শ্রবণ করিলাম।২০

আমরা কি এই উত্তম কাব্যগীতি স্বপ্নে শ্রবণ

সৈনিকানক্ষমোঽস্মাকং পরিপ্রষ্টুমিহেদৃশঃ।
আশ্চর্য্যাণি বহূনীহ ভবন্ত্যস্যাশ্রমে মুনেঃ ॥২৩
ন তু কৌতূহলাদ্ যুক্তমন্বেষ্টুং তং মহামুনিম্।
এবং তদ্ বাক্যমুক্ত্বা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ ॥
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং স্বং নিবেশং যযৌ তদা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিতেছি? সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিল।২১

হে নরবর! আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তখন শত্রুঘ্ন কৌতূহলাক্রান্ত সমস্ত সৈন্যগণকে বলিলেন।২২

এইরূপ কোন বিষয় উঁহাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হইবে না; কারণ, এই মুনির আশ্রমে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আছে।২৩

কৌতূহলবশতঃ মহামুনিকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন তৎকালে সৈনিকদিগকে এইরূপ বলিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করত স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বাল্মীকিসমীপাদ্ গমনানুমতিং সম্প্রার্থ্য অযোধ্যায়াঞ্চাগম্য শ্রীরামাদিভিঃ সহ শত্রুঘ্নস্য মিলনম্, সপ্ত দিবসানি তত্র স্থিত্বা পুনর্মধুপুরীগমনঞ্চ।]

তং শয়ানং নরব্যাঘ্রং নিদ্রা নাভ্যাগমৎ তদা।
চিন্তয়ানমনেকার্থং রামগীতমনুত্তমম্ ॥১
তস্য শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাত্রির্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥২
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকক্রমম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩
ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্।
ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি সহৈভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ॥৪
ইত্যেবং বাদিনং তং তু শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্।
বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ স রাঘবম্ ॥৫
সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য সুপ্রভম্।
অযোধ্যামগমত্তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনম্ ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[বাল্মীকির নিকট হইতে বিদায় লইয়া অযোধ্যায় আগমনপূর্বক শ্রীরামাদির সহিত শত্রুঘ্নের মিলন এবং সাত দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় মধুপুরীতে গমন।]

নরোত্তম মহাত্মা শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া মনোহর রাম-চরিত গানের বিষয় ও সেই সঙ্গে আরও নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

তৎকালে নানা চিন্তায় কিছুতেই তাহার নিদ্রা হইল না। বীণার লয়ের সহিত সুমধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই রাত্রি সত্বর অতিবাহিত হইল। তারপর ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রুঘ্ন প্রাতঃকালোচিত নিত্য কর্ম সমাধা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবর বাল্মীকিকে বলিলেন।২-৩

ভগবন্! রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব কঠোর ব্রতপালনকারী এই অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি ইচ্ছা করি।৪

স প্রবিষ্টঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ ॥৭
স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পশ্যন্নমরমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা ॥৮
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৯
যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্বং তৎ কৃতবানহম্।
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাস্য নিবেশিতা ॥১০
দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন।
নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥১১
স মে প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্বামিতবিক্রম।
মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসাম্যহম্ ॥১২

এবং ব্রুবাণং শত্রুঘ্নং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শূর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥১৩
নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব।
প্রজা হি পরিপাল্যা হি ক্ষাত্রধর্মেণ রাঘব ॥১৪
কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্।
আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গন্তাসি চ পুরং তব ॥১৫
মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্ ॥১৬
তস্মাত্ত্বং বস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ।
ঊর্ধ্বং গন্তাসি মধুরাং সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥১৭
রামস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং মনোঽনুগম্।
শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যেব চাব্রবীৎ ॥১৮

শত্রুনাশন রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।৫

শ্রীরামকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত শত্রুঘ্নও মুনিবর বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া সুন্দর দীপ্তিমান্ রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করিলেন।৬

মহাবাহু ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে মহাতেজস্বী রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন।৭

যেরূপ অমরগণের মধ্যস্থিত সহস্রনয়ন ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে অবস্থান করেন, সেইরূপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহরবদন শ্রীরাম মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান আছেন। শত্রুঘ্ন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত, সত্যপরাক্রম ও মহাত্মা রামচন্দ্রকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।৮-৯

মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় সম্পাদন করিয়াছি, সেই পাপী লবণ রাক্ষস নিহত হইয়াছে এবং সেখানে এক নগরী স্থাপন করিয়াছি।১০

হে মহারাজ রঘুনন্দন! আপনার বিচ্ছেদে অতি কষ্টে এই দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু আর আপনার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি না।১১

হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! যেরূপ বৎস (ছোট বালক) নিজ মাকে ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনাকে ছাড়িয়া আমি চিরকাল থাকিতে পারিব না, অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন।১২

শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে, রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে বীর! ইহা ক্ষত্রিয়ের আচার নহে, অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর।১৩

রঘুনন্দন! রাজারা প্রবাসে থাকিয়াও অবসন্ন (দুঃখী) হন্ না। রঘুবংশধর! বিশেষতঃ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে রাজাদিগের প্রজাপালন অবশ্য কর্ত্তব্য।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও এবং আমাকে দর্শন করিয়া পুনর্বার নিজ নগরে ফিরিয়া যাইও।১৫

তোমাকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল তথাকার রাজ্য

সপ্তরাত্রঞ্চ কাকুৎস্থো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া।
উষ্য তত্র মহেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে ॥১৯

আমন্ত্র্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
ভরতং লক্ষ্মণং চৈব মহারথমুপাহরৎ ॥২০

দূরং পদ্ভ্যামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাশু পুরীং তদা ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

রক্ষা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি।১৬

হে কাকুৎস্থ! তুমি অনেকদিন পর আসিয়াছ, সুতরাং এক্ষণে আমার কাছে সাতদিন থাক, তাহার পরে সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যগণের সহিত পুনরায় মধুরাপুরীতে যাইও।১৭

রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্মসঙ্গত মনের অনুকূল কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন দুঃখিতভাবে বলিলেন,—যাহা আপনার আজ্ঞা,—তাহাই করিব।১৮

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে সেই মহাধনুর্দ্ধর কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন সপ্ত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া মধুরায় যাইতে উদ্যত হইলেন।১৯

তারপর সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইয়া এক বিশাল রথে আরোহণ করিলেন।২০

তখন মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ পাদচারে (পায়ে হাঁটিয়া) কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর শত্রুঘ্নও অবিলম্বে মধুরাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[স্বীয়-মৃতবালকং নীত্বা কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্য রাজদ্বারি আগমনম্, রাজানং দোষিণং বিবিচ্য তস্য বিলাপশ্চ।]

প্রস্থাপ্য তু স শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্ ॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জনপদো দ্বিজঃ।
মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥২

রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহদুঃখসমন্বিতঃ।
অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩
কিং নু মে দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্।
যদহং পুত্রমেকং তু পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥৪

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[স্বীয় মৃত বালককে লইয়া এক ব্রাহ্মণের রাজদ্বারে আগমন এবং রাজাকে দোষী করিয়া তাহার বিলাপ।]

শত্রুঘ্নকে মধুপুরী পাঠাইয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সুখে রাজ্যপালন পূর্বক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।১

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত বালক লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।২

সেই বৃদ্ধ পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র!' ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপবাক্যে রোদন করিতে করিতে বলিলেন।৩

অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥৫
অল্পৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
অহঞ্চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥৬
ন স্মরাম্যনৃতং হ্যুক্তং ন চ হিংসাং স্মরাম্যহম্।
সর্বেষাং প্রাণিনাং পাপং ন স্মরামি কদাচন ॥৭
কেনাদ্য দুষ্কৃতেনায়ং বাল এব মমাত্মজঃ।
অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥৮
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্।
মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে হ্যয়ম্ ॥৯
রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
যথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥১০
নহ্যন্যবিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুতো ভয়ম্।
স রাজন্ জীবয়স্বৈনং বালং মৃত্যুবশং গতম্ ॥১১
রাজদ্বারি মরিষ্যামি পত্ন্যা সার্ধমনাথবৎ।
ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব ॥১২
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যসি।
উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে তবাস্মিন্ সুমহাবল ॥১৩
ইদন্তু পতিতং তস্মাৎ তব রাম বশে স্থিতান্।
কালস্য বশমাপন্নাঃ স্বল্পং হি নহি নঃ সুখম্ ॥১৪
সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামং নাথমিহাসাদ্য বালান্তকরণং ধ্রুবম্ ॥১৫
রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ।
অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥১৬

হায়, আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য আজ আমার একটীমাত্র পুত্রকেও মৃত দেখিতে হইল।৪

হা পুত্র! এখন তুমি বালক। যৌবনও প্রাপ্ত হও নাই। কেবল পাঁচ হাজার দিন * (১৩ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন) তোমার বয়স। তথাপি তুমি আমাকে কষ্ট দিবার জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে? ৫

হা পুত্র! তোমার জননী এবং আমি তোমার শোকে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিব—সংশয় নাই।৬

আমি যে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, কি কোন প্রাণিহিংসা অথবা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না।৭

তবে আমার কোন পাপে এইপুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গমন করিল? ৮

রামরাজ্যে কোথাও এইরূপ বালকের ভয়ঙ্কর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহা পূর্বে দেখি নাই বা শ্রবণও করি নাই।৯

সম্প্রতি রামশাসিত রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু ঘটিতেছে, অতএব রামের কোন বিশেষ পাপ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।১০

হে রাজন্! অন্য রাজার রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু হইতে কোন ভয় নাই। সেইজন্য যেরূপে হউক এই মৃত্যুমুখে পতিত বালককে তোমায় জীবিত করিতে হইবে। নতুবা রাজদ্বারে আমি পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব। হে রাম! তারপর তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপ লইয়া সুখী হও।১১-১২

হে মহাবল! আমরা তোমার এই রাজ্যে সুখে বাস করিয়াছি, সেইজন্য হে রাজন্! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হইবে।১৩

হে রাম! তোমার অধীনস্থ আমাদের উপর এই বালকমরণরূপী দুঃখ সহসা পতিত হইয়াছে। যাহার জন্য আমরাও কালের বশীভূত হইয়াছি। সেইহেতু তোমার এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই।১৪

সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই দেশ, তোমার

* মূলে যে 'পঞ্চবর্ষসহস্রকম্' পদ আছে, উহাতে বর্ষ শব্দের অর্থ দিন বুঝিতে হইবে। অন্যথায় 'অপ্রাপ্তযৌবনং' পদের সহিত বর্ষ শব্দের বিরোধ ঘটিবে। বর্ষ শব্দের দিন অর্থে শাস্ত্রান্তরে প্রয়োগ আছে। যথা—'সহস্রসংবৎসরং সত্রমুপাসীৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্যে সংবৎসর শব্দ দিনের বাচক—স্বীকৃত হইয়াছে।

যদ্ বা পরেষ্বযুক্তানি জনা জনপদেষু চ।
কুর্বতে ন চ রক্ষাস্তি তদা কালকৃতং ভয়ম্ ॥১৭

সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুরে জনপদে চাপি তথা বালবধো হ্যয়ম্ ॥১৮

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপরুধ্য মুহুর্মুহুঃ।
রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগূহতি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

মত অধিপতি পাইয়া অনাথ হইয়াছে এবং নিশ্চয় সেই কারণেই এই রাজ্যে বালকের অকালে মৃত্যু হইয়াছে।১৫

রাজার দোষে যখন প্রজাগণের বিধিবৎ পালন না হইবে, তখন প্রজাগণের এইরূপ বিপত্তি ভোগ হইবে। রাজা দুরাচারী হইলে প্রজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।১৬

অথবা নগর ও জনপদসমূহে স্থিত প্রজাবর্গ অনুচিতকর্ম—পাপাচার করিতেছে, সেই স্থলে রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ অনুচিতকর্মকারীদিগকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই, তখনই দেশের প্রজাগণের অকাল মৃত্যুর ভয় হইয়া থাকে।১৭-১৮

সেই দ্বিজ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বহুবিধ বাক্যে বারংবার রাজাকে অনুরোধ করত মৃত পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[নারদেন শ্রীরামসমীপে একস্য তপস্বিনঃ শূদ্রস্যাধর্মাচরণেন ব্রাহ্মণ-বালকমৃত্যুকারণস্য বর্ণনম্।]

তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্।
শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥১

স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ভ্রাতৄংশ্চ সহ নৈগমান্ ॥২

ততো দ্বিজা বসিষ্ঠেন সার্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ।
রাজানং দেবসঙ্কাশং বর্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্ ॥৩

মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥৪

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[নারদ কর্তৃক শ্রীরামের নিকট এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচরণের ফলে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ বর্ণন।]

রঘুনন্দন রাম সেই ব্রাহ্মণের দুঃখ ও শোকপূর্ণ সমস্ত করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন।১

ইহাতে রামচন্দ্র দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি কাতর হইয়া স্বীয় মন্ত্রীদিগকে এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মহাজনগণের সহিত ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিলেন।২

সেই সময় বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আট জন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেবসদৃশ রাজাকে বলিলেন—'বর্দ্ধিত হউন' অর্থাৎ মহারাজের 'জয়' হউক।৩-৪

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বে আসনেষূপবেশিতাঃ।
মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫
মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব যথার্হমনুকূলিতাঃ।
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥৬
রাঘবঃ সর্বমাচষ্টে দ্বিজোঽয়মুপরোধতে।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ ॥৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্।
শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বালস্য সংক্ষয়ঃ ॥৮
শ্রুত্বা কর্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ্ব রঘুনন্দন।
পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ ॥৯
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।
তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে ত্বনাবৃতে ॥১০
অমৃত্যবস্তদা সর্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্ ॥১১
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পুর্বেণ তপসান্বিতাঃ।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ পূর্বজন্মনি ॥১২
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ তৎ সর্বং যৎ পূর্বমবরঞ্চ যৎ ॥১৩
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্যসমন্বিতম্।
অপশ্যন্তস্তু তে সর্বে বিশেষমধিকং ততঃ ॥১৪
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্বর্ণ্যস্য সম্মতম্।
তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্মভূতে হ্যনাবৃতে ॥১৫
অধর্মঃ পাদমেকন্তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে।
অধর্মেণ হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি ॥১৬
আমিষং যচ্চ পূর্বেষাং রাজসঞ্চ মলং ভৃশম্।
অনৃতং নাম তদ্ ভূতং পাদেন পৃথিবীতলে ॥১৭
অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্মতঃ।
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং পূর্বমায়ুষঃ পরিনিষ্ঠিতম্ ॥১৮

রামচন্দ্র সমুপস্থিত ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন।৫

তারপর মন্ত্রী মহাজনদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে তাঁহারও উপবিষ্ট হইলেন। সেই সমস্ত দীপ্ততেজা ঋষিগণ উপবিষ্ট হইলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র তাঁহাদের সমক্ষে ব্রাহ্মণের বাক্য আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন,—এই দ্বিজবর রাজদ্বারে ধরণা দিয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী রাজা রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিগণের সমক্ষে এই শুভ বাক্য উত্তর করিলেন। রাজন্! রঘুনন্দন! এই বালকের যেরূপে অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।৬-৮

আমার বাক্য শুনিয়া যাহা কর্তব্যরূপে বিবেচিত হইবে, তাহা পালন করিবেন। হে রাজন্! প্রথমে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যায় রত ছিলেন।৯

তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি কখনও তপস্যা করিতেন না। সেই সত্যযুগ তপোবলপ্রভাবে জাজ্বল্যমান ছিল। তখন ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য ছিল ও অজ্ঞানরূপ আবরণ ছিল না। সেইজন্য ঐ যুগের মনুষ্যগণ সকলেই ত্রিকালদর্শী ও অকালমৃত্যুরহিত ছিলেন। সত্যযুগের অবসানে (ব্রাহ্মণত্ববুদ্ধি শিথিল হওয়ায়) ত্রেতাযুগের আগমন হইল। এই যুগে সুদৃঢ় শরীরধারী ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ছিল এবং ক্ষত্রিয়গণই সেইরূপ তপস্যা করিতে লাগিলেন। যে সকল মহাত্মা মানবেরা ত্রেতাযুগে তপস্যানুষ্ঠানে নিরত আছেন, ইঁহাদের অপেক্ষা সত্যযুগের মনুষ্যগণ তপোবলে ও বীর্য্যবলে আধিক্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যা ও বীর্য্যে ক্ষত্রিয় ন্যূন ছিলেন; কিন্তু ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান শক্তিশালী হইলেন। তথাপি ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষ দ্বারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ আধিক্য দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকগণ সর্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ধর্মবহুল পাপরহিত ত্রেতাযুগে ধর্মদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে; অধর্ম পৃথিবীতলে এক পাদ নিক্ষেপ করিল।

পাতিতে ত্বনৃতে তস্মিন্নধর্মেণ মহীতলে।
শুভান্যেবাচরঁল্লোকঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥১৯
ত্রেতাযুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোঽতপ্যন্ত তে সর্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ ॥২০
স্বধর্মঃ পরমস্তেষাং বৈশশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে তেষামধর্মে চানৃতে চ হ।
ততঃ পূর্বে পুনর্হ্রাসমগমন্নৃপসত্তম ॥২২
ততঃ পাদমধর্মস্য দ্বিতীয়মবতারয়ৎ।
ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত ॥২৩
তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্তমানে যুগক্ষয়ে।
অধর্মশ্চানৃতং চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ ॥২৪
অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্
বৈ তপ আবিশৎ ॥২৫
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্মং যুগতস্তু নরর্ষভ ॥২৬
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥২৭
অধর্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ ॥২৮
অদ্য তপ্যতি দুর্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।
যো হ্যধর্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু ॥২৯

সেই কারণে লোকসকল অধর্মে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের তেজ মন্দ হইল।১০-১৬

সত্যযুগে জীবিকার সাধনভূত কৃষি আদি রজোগুণ-মূলক কর্মকে 'অনৃত' বলা হইত এবং উহা মলসদৃশ একেবারে ত্যাজ্য ছিল। ঐ 'অনৃত'ই অধর্মের এক পাদ হইয়া ত্রেতাযুগে ভূতলে অবস্থিত ছিল।১৭

এইরূপ অনৃত (অসত্য) রূপী এক পাদ ভূতলে রাখিয়া অধর্ম ত্রেতাযুগে সত্যযুগের অপেক্ষা আয়ু সীমিত করিয়া দিল।১৮

অধর্মবশতঃ ভূতলে এক পাদ মিথ্যা পতিত হইলেও লোকসকল সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া আয়ুঃক্ষয়পরিহার-বাসনায় যজ্ঞ দান প্রভৃতি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতেছিল।১৯

ত্রেতাযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তপশ্চাচরণ করিতেছেন, আর বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।২০

ইহাই (সেবাকর্ম) তাঁহাদিগের (বৈশ্য-শূদ্রদিগের) পরম ধর্ম। বিশেষতঃ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের পূজা—আদর সৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহাদের পরম ধর্ম।২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রেতাযুগের অবসানকালে বৈশ্য ও শূদ্রের অনৃতরূপ অধর্মপ্রাপ্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেন।২২

তাহারপর অধর্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে আবির্ভাব হইল। তখন ঐ যুগের দ্বাপর নাম হইল।২৩

হে পুরুষর্ষভ! সেই দ্বাপরযুগের ধর্মের পাদদ্বয় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অধর্ম এবং মিথ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।২৪

এই দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপস্যারূপ কর্ম প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ এবং দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ ক্রমশঃ তপস্যা করিবার অধিকারী হইলেন।২৫

হে নরোত্তম! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় লইয়া তপস্যারূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রদিগের তপস্যারূপ ধর্মে অধিকার ছিল না।২৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! একদা এমন সময় আসিবে, যখন হীনবর্ণের মনুষ্যও কঠোর তপস্যা করিবে। কলিযুগ

করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রঞ্চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ ॥৩০
অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগস্তু প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥৩১
ষড়্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্।
স ত্বং পুরুষশার্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্ ॥৩২
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর।
এবং চেদ্ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ নৃণাং চায়ুর্বিবর্ধনম্ ॥
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

আসিলে ভবিষ্যতে শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন মনুষ্যগণ তপস্যা করিবেন।২৭

হে রাজন্! দ্বাপরযুগেও শূদ্রজাতির তপস্যা করা পরম অধর্ম; কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোন দুর্বুদ্ধি শূদ্রজাতি আপনার দেশসমীপে ঘোর তপস্যা করিতেছে; হে মহারাজ! সেই কারণেই এই বালক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দুর্মতি মানব যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম অথবা অকার্য্য করে, সেই নগরে কিংবা রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং সেই রাজাও শীঘ্র নরকে যান,—সন্দেহ নাই।২৮-৩০

রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করত অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃত কার্য্যসকলের পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ লাভ করেন।৩১

যে রাজা প্রজাদিগের শুভকর্মের ষড়্ভাগের উপভোক্তা, তিনি প্রজাগণকে কেন রক্ষা করিবেন না? অতএব হে পুরুষোত্তম! আপনি স্বীয় রাজ্য অনুসন্ধান করুন। হে নরবর! যেখানে পাপকার্য্য দেখিবেন, যত্নপূর্বক তাহা নিবারণ করিবেন; এইরূপ করিলে প্রজাগণের সহিত আপনার ধর্ম ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং এই বালকের প্রাণ লাভ হইবে।৩২-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পুষ্পকবিমানমারুহ্য রাজ্যস্য সর্বদিক্ষু পরিভ্রমতঃ শ্রীরামস্য দুষ্কর্মানুসন্ধানম্, সর্বত্র সৎকর্মানুষ্ঠানং দৃষ্ট্বা দক্ষিণদিশি কস্যচিৎ তপস্বিনঃ সমীপে গমনঞ্চ।]

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত।
বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয় ॥২
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥৩
যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু ॥৪

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাম কর্তৃক দুষ্কর্মের অনুসন্ধান এবং সর্বত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান দর্শনের পর দক্ষিণদিকে এক তপস্বীর নিকট গমন।]

রামচন্দ্র নারদের সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত লক্ষ্মণকে এইকথা বলিলেন।১

হে সৌম্য সুব্রত! দ্বিজবরকে ভাল করিয়া সান্ত্বনা কর এবং বালকের সেই শরীর তৈলদ্রোণীমধ্যে রক্ষা কর।২

হে সৌম্য! বালকের দেহ যাহাতে বিকৃত বা নষ্ট হইয়া না যায়, তুমি সেইজন্য উত্তম গন্ধ এবং সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাহার রক্ষার ব্যবস্থা কর।৩

শুভাচারসম্পন্ন বালকের শরীর যাহাতে সুরক্ষিত

'এবং সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥৫

ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন সমীপে রাঘবস্য বৈ ॥৬

সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ।
বশ্যস্তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ ॥৭

ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষীন্ স বিমানং সোঽধ্যরোহত ॥৮

ধনুর্গৃহীত্বা তূণী চ খড়্গঞ্চ রুচিরপ্রভম্।
নিক্ষিপ্য নগরে চৈতৌ সৌমিত্রি-ভরতাবুভৌ ॥৯

প্রায়াৎ প্রতীচীং হরিতং বিচিন্বংশ্চ ততস্ততঃ।
উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবৃতাম্ ॥১০

অপশ্যমানস্তত্রাপি স্বল্পমপ্যথ দুষ্কৃতম্।
পূর্বামপি দিশং সর্বামথাপশ্যন্নরাধিপঃ ॥১১

প্রবিশুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্মলাম্।
পুষ্পকস্থো মহাবাহুস্তদাপশ্যন্নরাধিপঃ ॥১২

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।
শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥১৩

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাঁল্লম্বমানমধোমুখম্ ॥১৪

রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত ॥১৫

কস্ত্বাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্ত্তসে দৃঢ়বিক্রম।
কৌতূহলাৎ ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথির্হ্যহম্ ॥১৬

কোঽর্থো মনীষিতস্তুভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথবা।
বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্যস্যৈঃ সুদুশ্চরম্ ॥১৭

থাকে, নষ্ট বা খণ্ডিত না হয়, তুমি তাহার উপায় কর। মহাযশস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মনে মনে পুষ্পক বিমানকে ধ্যান করিলেন এবং বলিলেন—হে মহাযশাঃ! তুমি আগমন কর।৪-৫

রামের ইঙ্গিত অবগত হইয়া সেই হেমভূষিত পুষ্পক মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।৬

তখন সেই পুষ্পক বিমান প্রণত হইয়া বলিল,—হে মহাবাহো নরাধিপ! আমি আপনার অধীনস্থ কিঙ্কর, আপনার সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।৭

পুষ্পকের মনোহর বাক্য শ্রবণপূর্বক নরপতি রামচন্দ্র মহর্ষিগণকে অভিবাদন করত ঐ বিমানে আরোহণ করিলেন।৮

ধনু, বাণপূর্ণ দুইটি তূণীর এবং মনোহর খড়্গ গ্রহণপূর্বক ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীমান্ রাম পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ পশ্চিমদিকে শূদ্র তপস্বীর অন্বেষণ করিয়া হিমালয় পরিবৃত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।৯-১০

তথায় স্বল্প পাপকার্য্যও অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে না পাইয়া নরপতি রামচন্দ্র পূর্বাভিমুখ হইয়া সমস্ত পূর্বদিক দেখিতে লাগিলেন।১১

মহাবাহু নরনাথ রামচন্দ্র পুষ্পকরথে থাকিয়াই বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত দর্পণতলের ন্যায় নির্মল পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন পাপকর্মকারীকে দেখিতে পাইলেন না।১২

অনন্তর রাজর্ষি দশরথনন্দন রাম দক্ষিণদিকে আগমন করিয়া শৈবলপর্বতের উত্তরপার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন।১৩

শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে লম্বমান তপোনিরত এক তপস্বীকে দেখিলেন। তিনি অধোমুখ হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেছেন।১৪

মহারাজ শ্রীরঘুনাথ উগ্রতপস্যায় রত ঐ তপস্বীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে সুব্রত! আপনি ধন্য।১৫

হে তপোবৃদ্ধ! আমি দশরথনন্দন রামচন্দ্র, কৌতূহল-

যমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস।
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জয়ঃ ॥
বৈশ্যস্তৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যবাগ্‌ ভব ॥১৮
ইত্যেবমুক্তঃ স নরাধিপেন
অবাক্‌শিরা দাশরথায় তস্মৈ।
উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায়
যৎকারণঞ্চৈব তপঃপ্রযত্নঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দৃঢ়বিক্রম! আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ১৬

আপনি যে অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কি? স্বর্গ লাভ অথবা অন্য কোন্ বর আপনার প্রার্থনীয়? ১৭

হে তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি আমায় সত্য কথা বলুন।১৮

নরপতি রামচন্দ্র অধোমুখস্থিত তপস্বীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সেই নরোত্তম দাশরথি রামকে নিজের জাতি এবং যে কারণে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য শম্বুকবধঃ, দৈবতৈস্তস্য প্রশংসনম্, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষিণাগস্ত্যেন তস্য সৎকারঃ, ভূষণাদিদানঞ্চ।]

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ ॥২
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ ॥৩
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য কোশাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥৪

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরামের শম্বুক বধ, দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার (শ্রীরামের) প্রশংসা, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্যকর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার এবং ভূষণাদি দান।]

অক্লিষ্টকর্মা রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই তপস্বী অধোমুখে থাকিয়াই বলিলেন।১

হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! সশরীরে দেবলোকে যাইয়া দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। সেইজন্য এই উগ্র তপস্যা করিতেছি।২

হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। দেবলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াই এই তপস্যা করিতেছি। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন।৩

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসুর্মুহুর্মুহুঃ ॥৫

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্।
পুষ্পাণাং বায়ুমুক্তানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ ॥৬

সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্।
সুরকার্য্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে ॥৭

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাঙ্ নহি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন ॥৮

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্ ॥৯

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু।
দিশন্তু বরমেতং মে ঈপ্সিতং পরমং মম ॥১০

মমাপচারাদ্ বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥১১

তং জীবয়থ ভদ্রং বো নানৃতং কর্তুমর্হথ।
দ্বিজস্য সংশ্রুতোঽর্থো মে জীবয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥১২

রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।
প্রত্যূচু রাঘবং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমন্বিতম্ ॥১৩

নির্বৃতো ভব কাকুৎস্থ সোঽস্মিন্নহনি বালকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥১৪

যস্মিন্মুহূর্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত ॥১৫

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সাধু যাম নরর্ষভ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব ॥১৬

তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাদ্যুতেঃ।
দ্বাদশং হি গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ ॥১৭

সেই শূদ্র শম্বুক এই কথা বলিতেছে, ঐ সময় রঘুনন্দন রাম কোষ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ নিষ্কাষিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।৪

ঐ শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ 'সাধু সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৫

তারপর তাঁহার উপর দেবগণ দিব্য ও গন্ধযুক্ত অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সেই দিব্য সুগন্ধি পুষ্প সকল বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল।৬

দেবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন,—হে দেব! মহামতে! আপনি এই দেবকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলেন।৭

হে অরিন্দম রঘুনন্দন! এই ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া আপনার হস্তে নিহত হইলেও স্বর্গভাগী হইল না; হে সৌম্য! তোমার যে বর ইচ্ছা হয়, তাহাই গ্রহণ কর।৮

দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) বলিলেন।৯

যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দ্বিজতনয় পুনর্জ্জীবিত হউক,—এই বর প্রদান করুন, ইহাই আমার পরম অভিলষিত বর।১০

ব্রাহ্মণের ঐ একমাত্র বালকপুত্র আমার দোষেই অকালে কালকর্তৃক শমন-ভবনে নীত হইয়াছে।১১

আমি 'আপনার পুত্রকে জীবিত করিব' এই বলিয়া দ্বিজবরের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব তাহাকে জীবিত করুন। আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না, ইহাতে আপনাদের মঙ্গল হইবে।১২

শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ রাঘবের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে প্রসন্ন হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন।১৩

হে কাকুৎস্থ! সেই বালক জীবিত হইয়া এই দিবসেই পুনর্বার বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, অতএব আপনি চিন্তাত্যাগ করুন (প্রসন্ন হউন)।১৪

হে কাকুৎস্থ! এই শূদ্র যে মুহূর্তে নিপতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণ বালকের দেহে জীবনসঞ্চার হইয়াছে।১৫

হে নরোত্তম রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক। আমরা এখন যথাসুখে গমন করিতেছি। মুনিবর

কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্।
ত্বং চাপি গচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্ ॥১৮
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানস্তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥১৯
ততো দেবাঃ প্রযাতাস্তে বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ।
রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্ ॥২০
দৃষ্ট্বা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ।
অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥২১
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্।
জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥২২
গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
ততোঽভিবাদয়ামাস অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥২৩
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ ॥২৪
তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাতপাঃ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥২৫
ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।
অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি স্থিতঃ ॥২৬
সুরা হি কথয়ন্তি ত্বমাগতং শূদ্রঘাতিনম্।
ব্রাহ্মণস্য তু ধর্মেণ ত্বয়া জীবাপিতঃ সুতঃ ॥২৭
উষ্যতাং চেহ রজনীং সকাশে মম রাঘব।
প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তাসি পুরমেব হি ॥২৮
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ ॥২৯

অগস্ত্যকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা জাগিয়াছে।১৬

সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে।১৭

রঘুনন্দন! এইজন্য আমরা সেই মহামুনিকে অভিনন্দন জানাবার নিমিত্ত গমন করিব। রাঘব! আপনার মঙ্গল হউক। আপনিও সেই মহর্ষিকে দেখিতে গমন করুন।১৮

রঘুনন্দন রামচন্দ্র 'আচ্ছা, তাহাই হউক'—এইরূপে দেবগণের বাক্য অঙ্গীকার পূর্বক সেই সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন।১৯

অনন্তর দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে আরোহণ করত কুম্ভযোনির তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্রও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।২০

তপোনিধি ধর্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমানভাবে পূজা করিলেন।২১

দেবগণও পূজা গ্রহণ করত সেই মহামুনিকে অভিনন্দিত করিয়া অনুগামীদিগের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।২২

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন।২৩

নরপতি রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মাকে অভিবাদন করত তাঁহার নিকট পরম আতিথ্য লাভ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।২৪

সেই সময় মহাতপস্বী ও মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ রাঘব! আপনার কুশল ত? আজি সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন।২৫

হে রাজন্ রামচন্দ্র! আপনি উত্তম গুণগ্রামে বিভূষিত, এই কারণে আমি আপনাকে বড়ই ভালবাসি। আপনি সর্বদা আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি আমার আলয়ে অতিথি হওয়ায় আরও আদরণীয় হইয়াছেন।২৬

দেবগণ আমাকে বলিলেন,—আপনি (অধর্মপরায়ণ) শূদ্র শম্বুককে বধ করিয়া এখানে আসিতেছেন এবং ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণ-বালককে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।২৭

হে রাঘব! আজ রাত্রিতে আমার নিকট এই আশ্রমে আপনি বাস করুন। কল্য প্রাতে পুষ্পক

ইদং চাভরণং সৌম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥৩০
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।
দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে ॥৩১
ভরণে হি ভবাঞ্ শক্তঃ ফলানাং মহতামপি।
ত্বং হি শক্তস্তারয়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ ॥৩২
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবত্তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ।
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্ ।
অথোবাচ মহাত্মানমিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥৩৩
রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্।
প্রতিগ্রহোঽয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ ॥৩৪
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ।
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ ॥৩৫
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্ বক্তুমর্হসি।
এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহানৃষিঃ ॥৩৬
আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে।
অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাণাস্তু শতক্রতুঃ ॥৩৭
তাঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাদ্রবন্।
সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ ॥৩৮
প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং নরপুঙ্গবম্।
যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধূতপাপাশ্চরেমহি ॥৩৯
ন বসামো বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ।
ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্ ॥৪০
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত।
ততো দদুর্লোকপালাঃ সর্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ ॥৪১
অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ।
তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ ॥৪২

বিমানে করিয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিবেন। আপনি সমস্ত দেবতাদিগের প্রভু, সনাতন পুরুষ ও শ্রীমান্ নারায়ণ এবং এই জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।২৮-২৯

হে সৌম্য! এই বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত দিব্য আভরণ, যাহা স্বীয় দিব্যরূপে ও তেজে প্রকাশিত রহিয়াছে।৩০

কাকুৎস্থ! রাঘব! প্রাপ্তবস্তুর পুনর্দানে অতিশয় ফললাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনি ইহা গ্রহণ করিলে আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।৩১

হে নরেন্দ্র! আপনিই এই সকল আভরণ ধারণ করিতে ও সুমহৎ ফলসকল প্রদান করিতে সমর্থ। আপনি স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন।৩২

রাজন্! এই আভরণ আপনাকেই দিব, আপনি ইহা বিধিপূর্বক গ্রহণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথ ও বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র মহাত্মা অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করত স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ করা) ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও নিন্দনীয়। বিপ্রবর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা অত্যন্ত গর্হিত, সুতরাং আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে প্রতিগ্রহ করিব? ৩৩-৩৫

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত বস্তু কিরূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি,—তাহা বলুন? রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন।৩৬

রাম! ব্রহ্মস্বরূপ প্রাচীনতম সত্যযুগে সমস্ত প্রজাই রাজাহীন ছিল, কিন্তু সুরগণের মধ্যে শতক্রতু ইন্দ্র রাজা ছিলেন।৩৭

তখন ঐ প্রজারা রাজার নিমিত্ত দেবদেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং বলিল,—হে দেব! আপনি সুরগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি আমাদের মধ্যেও কোন নরশ্রেষ্ঠকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন; তাহা হইলেই আমরা তাহাকে পূজা প্রদান করত নিষ্পাপ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতে পারি।৩৮-৩৯

আমরা কোন মতেই রাজাহীন হইয়া থাকিব না,—ইহাই আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়াছি। অনন্তর

ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্‌।
তত্রেন্দ্রেণ চ ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ ॥৪৩
বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ।
কৌবেরেণ তু ভাগেন বিত্তপাভাং দদৌ তদা ॥৪৪
যস্তু যাম্যোঽভবদ্ভাগস্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ।
তত্রেন্দ্রেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন ॥৪৫
প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে তারণার্থং মম প্রভো।
তদ্ রামঃ প্রতিজগ্রাহ মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৪৬
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্‌।
প্রতিগৃহ্য ততো রামস্তদাভরণমুত্তমম্‌ ॥৪৭
আগমং তস্য দীপ্তস্য প্রষ্টুমেবোপচক্রমে।
অত্যদ্ভুতমিদং দিব্যং বপুষা যুক্তমদ্ভুতম্‌ ৪৮
কথং বা ভবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহৃতম্‌।
কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্‌ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ ॥৪৯
আশ্চর্য্যাণাং বহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্‌।
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৫০
শৃণু রাম যথাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান কর। তাহা শুনিয়া লোকপালগণ নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান করিলেন।৪০-৪১

সেই সময় ব্রহ্মা ক্ষুপিত হইলেন অর্থাৎ হাঁচিলেন। তাহাতে ক্ষুপ নামে এক নৃপতি উৎপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা ঐ রাজাতে লোকপালগণ কর্তৃক প্রদত্ত তেজের অংশ যোজনা করিলেন।৪২

তারপর ব্রহ্মা ঐ ক্ষুপকে প্রজাগণের শাসক নৃপপদ প্রদান করিলেন। তখন সেই মহীপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশ দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।৪৩

তিনি বরুণের অংশ দ্বারা প্রজাপুঞ্জের শরীর পোষণ এবং যমের যে অংশ ছিল, রাজা তাহার দ্বারা প্রজাদিগকে (অপরাধ করার পর) শাস্তি প্রদান করিতেছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! (আপনি রাজা, সুতরাং আপনিও সেই লোকপালগণের তেজের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।) আপনার সেই ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বারা এই আভরণ গ্রহণ করুন। হে প্রভো! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। তখন রামচন্দ্র মহাত্মা মুনি অগস্ত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল সেই বিচিত্র দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন সেই অত্যুত্তম সর্বোজ্জ্বল আভরণ গ্রহণ করত তাহার প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন,— হে মহাযশস্বী মুনে! অত্যন্ত অদ্ভুত ও দিব্য আকৃতিযুক্ত এই আভরণ আপনি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন? অথবা ইহা কোন্ স্থান হইতে কোন্ ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে? হে ব্রহ্মন্! এই জন্যই আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনিই বহু আশ্চর্য্যজনক উত্তম নিধি। কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, মুনিবর অগস্ত্য বলিলেন,—রাম! পূর্বে ত্রেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।৪৪-৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন এক-স্বর্গীয়-পুরুষস্য শবভক্ষণবৃত্তান্তকথনম্ ।]

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্ ।
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জিতম্ ॥১

তস্মিন্নির্মানুষেঽরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্ ।
অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদারণ্যমুপাগমম্ ॥২

তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং ন শশাক হ ।
ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুরূপৈশ্চ পাদপৈঃ ॥৩

তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্ ।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥৪

পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্ ।
তদাশ্চর্য্যমিবাত্যর্থং সুখাস্বাদমনুত্তমম্ ॥৫

অরজস্কং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিগণাযুতম্ ।
তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদদ্ভুতমাশ্রমম্ ॥৬

পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জিতম্ ।
তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ ॥৭

প্রভাতে কল্যমুত্থায় সরস্তদুপচক্রমে ।
অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ ক্বচিৎ ॥৮

পক্ষিভেদেন পুষ্টাঙ্গং সমাশ্রিতসরোবরম্ ।
তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্তোয়াশয়ে নৃপ ।
তমর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্ত্তং তত্র রাঘব ॥৯

বিষ্ঠিতোঽস্মি সরস্তীরে কিন্নিদং স্যাদিতি প্রভো
অথাপশ্যং মুহূর্ত্তাৎ তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥১০

বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ।
অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন ॥১১

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[মহর্ষি অগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শবভক্ষণ-প্রসঙ্গ কথন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,)—হে রাম ! পুরাকালে ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দিকে শতযোজনব্যাপী মৃগ ও পক্ষিশূন্য একটি বহু বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল ।১

হে সৌম্য ! আমি সেই নির্মানুষ অরণ্যমধ্যে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কোন সময়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলাম ।২

কিন্তু সুস্বাদু ফলমূল এবং বহুরূপ কাননসমূহ-সমন্বিত সেই বিশাল অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিরূপণ করিতে পারিলাম না ।৩

সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে হংস ও কারণ্ডবে পূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভিত শতযোজন বিস্তীর্ণ একটী সরোবর আমার দৃষ্টিগোচর হইল ।৪

উহাতে পদ্ম ও উৎপলসমূহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে কোনরূপ শৈবাল (শেওলা) দেখা যায় না। ঐ সরোবর অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় আমার মনে হইতেছিল। উহার জল অতি স্বচ্ছ এবং স্বাদিষ্ট ছিল ।৫

উহাতে কোনরূপ পঙ্ক ছিল না এবং কেহ পারাপার করিতে সমর্থ হইত না। উহার মধ্যে সুন্দর পক্ষিগণ বিচরণ করিত। সেই সরোবরের সমীপে একটি সুমহৎ অদ্ভুত পুরাতন পবিত্র আশ্রম দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন তপস্বী ছিল না। পুরুষোত্তম! আমি সেই আশ্রমে গ্রীষ্মকালের রাত্রিযাপন করত রাত্রিশেষে প্রভাতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃস্নানাদি সমাধান করিবার নিমিত্ত সেই সরোবরের তীরে গমন করিয়া দেখিলাম,—সেই জলাশয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট ও অত্যন্ত নির্মল মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে ।৬-৮

কিন্তু হে নৃপ! সেই জলাশয়ের তীরস্থিত ঐ মৃতদেহের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই ।৮ হে প্রভো! রঘুনন্দন! আমি এই বিষয়ের কারণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়া সেই সরোবরের

উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্ ।
গায়ন্তি কাশ্চিদ্ রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ ॥১২

মৃদঙ্গ-বীণা-পণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ ।
অপরাশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈর্মহাধনৈঃ ॥১৩

দোধূয়ুর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ ।
ততঃ সিংহাসনং হিত্বা মেরুকূটমিবাংশুমান্ ॥১৪

পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য চ ।
তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥১৫

ততো ভুক্ত্বা যথাকামং মাংসং বহু সুপীবরম্ ।
অবতীর্য্য সরঃ স্বর্গী সম্প্রস্টুমুপচক্রমে ॥১৬

উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন ।
আরোঢুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্ ॥১৭

তমহং দেবসঙ্কাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ ।
অথাহমব্রুবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥১৮

কো ভবান্ দেবসঙ্কাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ ।
ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং বক্তুমর্হসি ॥১৯

কস্য স্যাদীদৃশো ভাব আহারো দেবসম্মতঃ ।
আশ্চর্য্যং বর্ত্ততে সৌম্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
নাহমৌপয়িকং মন্যে তব ভক্ষ্যমিমং শবম্ ॥২০

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী
কৌতূহলাৎ সূনৃতয়া গিরা চ ।
শ্রুত্বা চ বাক্যং মম সর্বমেতৎ
সর্বং তথা চাকথয়ন্মমেতি ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তীরে ক্ষণকাল অবস্থান করিলাম। ইত্যবসরে মুহূর্তকাল-মধ্যেই হংসসংযুক্ত, পরম রমণীয়, অদ্ভুতদর্শন ও মনের ন্যায় বেগগামী একটী দিব্য বিমান দেখিতে পাইলাম। হে বীর রঘুনন্দন! দেখিলাম,—একজন পরম রূপবান্ স্বর্গীয় পুরুষ সেই বিমানমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং দিব্য ভূষণে ভূষিত অসংখ্য অপ্সরোগণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সেই অপ্সরোগণের মধ্যে কেহ মধুর সঙ্গীত, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি বাদ্যধ্বনি করিতেছিল এবং কেহ নৃত্য করিতেছিল। অপর কতকগুলি প্রফুল্লকমলনয়না অপ্সরা তদীয় মুখমণ্ডলে সুবর্ণ দণ্ডসমন্বিত মহামূল্য চামর ব্যজন করিতেছিল। হে রঘুনন্দন রাম! যেরূপ অংশুমালী সূর্য্য মেরুপর্বত পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্গবাসী পুরুষ ক্ষণকাল পরে বিমান পরিত্যাগ করত ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া আমার সম্মুখেই সেই শবদেহ ভক্ষণ করিলেন।৯-১৫

তারপর ইচ্ছানুসারে সেই স্থূল মাংস প্রচুর ভোজন করত স্বর্গীয় পুরুষ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন।১৬

রঘুনন্দন! যথাবিধি হস্তমুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুনর্বার ঐ স্বর্গবাসী পুরুষ সেই উত্তম বিমানবরে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।১৭

হে পুরুষপ্রবর! আমি সেই দেবসদৃশ পুরুষকে বিমানে আরোহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম।১৮

হে সৌম্য! হে দেবোপম পুরুষ! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এতাদৃশ নিন্দনীয় আহার ভক্ষণ করিলেন,—তাহা বলুন।১৯

হে দেবতুল্যতেজস্বী পুরুষ! আপনার ঈদৃশ দিব্য স্বরূপ অথচ এইরূপ ঘৃণিত আহার কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল? হে সৌম্য! আমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ এই শবকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি না।২০

হে নরেন্দ্র! সেই স্বর্গীয় পুরুষকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি আমার সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজ্ঞা শ্বেতেন নিজশবদেহভক্ষণরূপাদ্ভুতবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্ ।]

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥১
শৃণু ব্রহ্মন্ পুরা বৃত্তং মমেতৎ সুখ-দুঃখয়োঃ ।
অনতিক্রমণীয়ঞ্চ যথা পৃচ্ছসি মাং দ্বিজ ॥২
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ ।
সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্ ॥৩
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত ।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ ॥৪
ততঃ পিতরি স্বর্যাতে পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।
তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্যঞ্চ সুসমাহিতঃ ॥৫
এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সুব্রত ।
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ ॥৬
সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ বিজ্ঞাতায়ুর্দ্বিজোত্তম ।
কালধর্মং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগমম্ ॥৭
সোঽহং বনমিদং দুর্গং মৃগ-পক্ষিবিবর্জিতম্ ।
তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টোঽস্মি সমীপে সরসঃ শুভে ॥৮
ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে অভিষিচ্য মহীপতিম্ ।
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্ ॥৯
সোঽহং বর্ষসহস্রাণি তপস্ত্রীণি মহাবনে ।
তপ্ত্বা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥১০
তস্যেমে স্বর্গভূতস্য ক্ষুৎ-পিপাসে দ্বিজোত্তম ।
বাধেতে পরমোদার ততোঽহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুবাচ হ ।
ভগবন্ ব্রহ্মলোকোঽয়ং ক্ষুৎ-পিপাসাবিবর্জিতঃ ॥১২

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

[রাজা শ্বেতকর্তৃক অগস্ত্যমুনির নিকট নিজ শবদেহ ভক্ষণরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন ।]

(মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—) হে রঘুনন্দন রাম ! সেই স্বর্গীয় পুরুষ মৎকথিত শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন ।১

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার এই সুখ-দুঃখের অলঙ্ঘনীয় কারণ, যাহা পূর্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন ।২

হে দ্বিজ ! পূর্বকালে বিদর্ভদেশে ত্রিলোকবিখ্যাত মহাযশস্বী শক্তিশালী 'সুদেব' নামক নরপতি আমার পিতা ছিলেন ।৩

হে ব্রহ্মন্ ! তাঁহার দুই পত্নীতে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে আমি শ্বেত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম । আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ।৪

অনন্তর কালক্রমে পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, পৌরগণ আমাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং আমি অত্যন্ত সাবধান হইয়া ধর্মের অনুকূলে রাজ্য করিতে লাগিলাম ।৫

হে সুব্রত ! এইরূপে ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করিতে করিতে আমার সহস্র বৎসর অতীত হইল ।৬

হে দ্বিজোত্তম ! আমি কোন এক লক্ষণ দ্বারা নিজ জীবনকাল অবগত হইয়া এবং হৃদয়ে মৃত্যুকাল স্থির রাখিয়া বনে গমন করিলাম ।৭

ঐ সময়েই আমি এই সরোবরের সুন্দর তটভূমিতে স্থিত পশুপক্ষিশূন্য দুর্গম বনে তপস্যা করিবার জন্য প্রবেশ করিলাম ।৮

ভ্রাতা ভূপতি সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত এই সরোবর প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছি ।৯

এইরূপে এই মহাবনে তিন সহস্র বৎসর অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম ।১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পরম উদার মহর্ষে ! ব্রহ্মলোকে

কস্যায়ং কর্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো হ্যহম্ ।
আহারঃ কশ্চ মে দেব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥১৩
পিতামহস্তু মামাহ তবাহারঃ সুদেবজ ।
স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥১৪
স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্বতা তপ উত্তমম্ ।
অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিন্মহামতে ॥১৫
দত্তং ন তেঽস্তি সূক্ষ্মোঽপি তপ এব নিষেবসে ।
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া ॥১৬
স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্ ।
ভক্ষয়িত্বা মৃতরসং তেন বৃত্তির্ভবিষ্যতি ॥১৭
যদা তু তদ্ বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স মহানৃষিঃ ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্ বিমোক্ষ্যসে ॥১৮
স হি তারয়িতুং সৌম্য শক্তঃ সুরগণানপি ।
কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥১৯
সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্ ।
আহারং গর্হিতং কুর্মি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥২০
বহূন্ বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া ।
ক্ষয়ং নাভ্যেতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা ॥২১
তস্য মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদস্মান্ বিমোক্ষয় ।
অন্যেষাং ন গতির্হ্যত্র কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্ ॥২২
ইদমাভরণং সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম ।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥২৩
ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ ব্রহ্মর্ষে দদাত্যাভরণানি চ ॥২৪

যাইয়াও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তাহাতে আমার ইন্দ্রিয়সকল ব্যথিত হইয়া উঠিল ।১১

তখন ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া বলিলাম,—হে ভগবন্! এই ব্রহ্মলোক ক্ষুধা-তৃষ্ণাবর্জিত, পরন্তু আমি কোন্ কর্মের ফলে এ স্থানেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া কাতর হইতেছি? হে দেব! হে পিতামহ! সম্প্রতি আমি কি আহার করিব, তাহা বলুন ।১২-১৩

ইহা শ্রবণ করিয়া পিতামহ বলিলেন,—হে সুদেব-নন্দন! তুমি মর্তলোকে যাইয়া নিজ শরীরের সুস্বাদু মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ কর,—ইহাই তোমার আহার ।১৪

হে মহামতে শ্বেত! তুমি উত্তম তপস্যা করিয়া কেবল স্বীয় শরীর পোষণ করিয়াছ। দানরূপী বীজ বপন না করিলে, কিছুই জমা হয় না—কোন ভোজ্যপদার্থ উপলব্ধ হয় না ।১৫

তুমি দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিবৃন্দকে কখনও কিছু অল্প দান কর নাই, কেবল তপস্যাই করিয়াছ। বৎস! সেই কারণেই স্বর্গগত হইয়াও ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা পীড়িত হইতেছ ।১৬

হে শ্বেত! সম্প্রতি তুমি আহার দ্বারা সুপুষ্ট স্বীয় অনুত্তম শরীরকেই অমৃতরসের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাক; তাহাতেই তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে ।১৭

হে শ্বেত! পরে যখন দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখনই তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে ।১৮

হে সৌম্য! মহাবাহো! সেই মহর্ষি সুরগণকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তোমার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির ত কথাই নাই ।১৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি দেবদেব ভগবান্ পিতামহের সেই আদেশ অনুসারেই এই নিন্দনীয় স্বশরীর ভক্ষণ করিয়া থাকি ।২০

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষে! ইহা ভক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় তৃপ্তিলাভ করি এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু বৎসর হইল, আমি ইহা ভক্ষণ করিতেছি, তথাপি ইহার অনুমাত্র ক্ষয় হইতেছে না ।২১

হে সৌম্য! আমি এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি। আপনি আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন; কারণ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য ভিন্ন অপরের এস্থানে আসিবার শক্তি নাই, (সুতরাং আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনিই সেই ব্রাহ্মণসত্তম অগস্ত্য) ।২২

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।
তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥২৫

তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্।
তারণায়োপজগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥২৬

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে।
মানুষঃ পূর্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ ॥২৭

প্রনষ্টে তু শরীরেঽসৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবং সুখম্ ॥২৮

তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম।
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হে সৌম্য! দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন এবং আমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই আভরণ গ্রহণ করুন।২৩

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষে! এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য আভরণসকলও আপনাকে প্রদান করিতেছি।২৪

হে ভগবন্! মুনিপুঙ্গব! (অধিক আর কি বলিব) আপনাকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ও ভোগসকল প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমার উপর কৃপা করুন।২৫

রাঘব! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পরিত্রাণের নিমিত্তই উত্তম আভরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম।২৬

আমি এই সুন্দর আভরণ প্রতিগ্রহ করিলে, সেই রাজর্ষির পূর্বতন মনুষ্য দেহটি বিনষ্ট হইল।২৭

শরীর নষ্ট হওয়াতে রাজর্ষিও অতিশয় পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া যথাসুখে স্বর্গলোকে গমন করিলেন।২৮

হে কাকুৎস্থ! সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা শ্বেত ক্ষুধা-তৃষ্ণানিবারণের জন্য পূর্বোক্ত কারণবশতঃ আমাকে এই অদ্ভুত দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ইক্ষ্বাকুপুত্রস্য রাজ্ঞো দণ্ডকস্য রাজত্ববর্ণনম্।]

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ।
গৌরবাদ্ বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥১
ভগবংস্তদ্ বনং ঘোরং তপস্তপ্যতি যত্র সঃ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা কথং তদমৃগদ্বিজম্ ॥২
তদ্ বনং স কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জিতম্।
তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
বাক্যং পরমতেজস্বী বক্তুমেবোপচক্রমে ॥৪
পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুঃ কুলনন্দনঃ ॥৫
তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি দুর্জয়ম্।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কর্তেত্যুবাচ তম্ ॥৬
তথৈব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব।
ততঃ পরমসন্তুষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ ॥৭
প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্তা চাসি ন সংশয়ঃ।
দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডমকারণে ॥৮
অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ।
স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥৯
তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক।
ধর্মো হি পরমো লোকে কুর্বতস্তে ভবিষ্যতি ॥১০
ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥১১
প্রযাতে ত্রিদিবে তস্মিন্নিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ।
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১২

ঊনাশীতিতম সর্গ

[ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডকের রাজত্ব বর্ণন।]

অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া আগ্রহসহকারে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ভগবন্! সেই বিদর্ভদেশীয় রাজা শ্বেত যে বনে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ বন কি কারণে পশুপক্ষি শূন্য হইল? ২

মনুষ্যগণ কর্তৃক পরিবর্জিত সেই শূন্য বনে বিদর্ভরাজ কি প্রকারে তপস্যা করিতে প্রবিষ্ট হইলেন? আমি এই সকল বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।৩

রামচন্দ্রের এইরূপ কৌতূহল পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তেজস্বী অগস্ত্য পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪

হে কুলনন্দন রাম! প্রাচীন সত্য যুগে (বর্ণ এবং আশ্রম সকলের বিভাগ ও তদীয় ধর্মাদি প্রবর্তনকারী) দণ্ডধর মনুর ইক্ষ্বাকু নামক এক সদাশয় পুত্র ছিলেন। তিনি বংশের আনন্দবর্দ্ধন করিত।৫

মনু সেই দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভূমণ্ডলে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ সৃষ্টি কর।৬

রাঘব! পুত্র ইক্ষ্বাকু তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলে, মনু অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে বলিলেন।৭

হে পরমোদার পুত্র! আমি প্রীত হইলাম; তুমি মৎকথিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে,—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজা পালন করিবে, কিন্তু অকারণে কখনও দণ্ড প্রয়োগ করিও না।৮

কারণ, অপরাধী মনুষ্যগণের উপর যে দণ্ড পতিত হয়, বিধি অনুসারে প্রযুক্ত সেই দণ্ডই মহীপতিকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া থাকে।৯

অতএব হে মহাবাহো পুত্র! তুমি সমুচিত

কর্মভির্বহুরূপৈশ্চ তৈস্তৈর্মনুসুতস্তদা।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা শতং দেবসুতোপমান্ ॥১৩
তেষামবরজস্তাত সর্বেষাং রঘুনন্দন।
মূঢ়শ্চাকৃতবিদ্যশ্চ ন শুশ্রূষতি পূর্বজান্ ॥১৪
নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽল্পমেধসঃ।
অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেঽস্য ভবিষ্যতি ॥১৫
অপশ্যমানস্তং দেশং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব।
বিন্ধ্য-শৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যং প্রাদাদরিন্দম ॥১৬
স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্ রম্যে পর্বতরোধসি।
পুরং চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্ ॥১৭
পুরস্য চাকরোন্নাম মধুমন্তমিতি প্রভো।
পুরোহিতং তূশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্ ॥১৮
এবং স রাজা তদ্ রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ।
প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥১৯
ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
সার্ধঞ্চ তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহান্মহাত্মা
শক্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

দণ্ডপ্রদান বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, তাহা হইলেই তোমার ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হইবে।১০

মনু সমাহিতচিত্তে স্বীয় পুত্রকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ করত সুরপুরের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।১১

মনু সুরলোকে গমন করিলে, অতুল প্রভাবশালী মনুনন্দন ধর্মাত্মা ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহুপুত্র উৎপাদন করিব'—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১২

তখন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বহুবিধ কর্মদ্বারা ধর্মাত্মা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু দেবসুত-সদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৩

হে তাত রঘুনন্দন! সেই শতপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অতিশয় মূঢ় ও বিদ্যাহীন ছিলেন এবং অগ্রজ ভ্রাতাগণের সেবা করিতেন না।১৪

ইহার শরীরে অবশ্যই দণ্ড পতিত হইবে এই ভাবিয়া পিতা ইক্ষ্বাকু সেই মন্দবুদ্ধির নাম 'দণ্ড' রাখিলেন।১৫

হে অরিন্দম রাম! ঐ পুত্রের যোগ্য অন্য কোন ভয়ঙ্কর দেশ না দেখিয়া তাহাকে বিন্ধ্য ও শৈবলপর্বতের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন।১৬

রাম! দণ্ড সেই রমণীয় পর্বত-মধ্যবর্তী ভূভাগে রাজা হইয়া অনুপম অতি উত্তম নগর স্থাপন করিলেন।১৭

দণ্ড ঐ নগরের নাম মধুমন্ত রাখিলেন এবং উত্তম ব্রতপালক শুক্রাচার্য্যকে স্বীয় পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।১৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গে রাজ্য করেন, সেইরূপ সেই রাজা দণ্ডও পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট জনগণপূর্ণ এই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।১৯

যেরূপ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন, সেইরূপ মনুজেন্দ্র-নন্দন মহাত্মা দণ্ডও শুক্রাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দণ্ডকস্য ভার্গবকন্যয়া সহ বলাৎকারঃ ।]

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ ।
অস্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে ॥১
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণায়ুতম্ ।
অকরোৎ তত্র দান্তাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥২
অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্ রাজা ভার্গবমাশ্রমম্ ।
রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রে মাসি মনোরমে ॥৩
তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি ।
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্ ॥৪
স দৃষ্ট্বা তাং সুদুর্মেধা অনঙ্গশরপীড়িতঃ ।
অভিগম্য সুসংবিগ্নাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৫
কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য বাপি সুতা শুভে ।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং শুভাননে ॥৬

তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং ত্বিদম্ ॥৭
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥৮
মা মাং স্পৃশ বলাদ্ রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্ ।
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ শিষ্যো মহাত্মনঃ ॥৯
ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ ।
যদি বান্যন্ময়া কার্য্যং ধর্মদৃষ্টেন সৎপথা ॥১০
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্ ।
অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্ ॥১১
ক্রোধেন হি পিতা মেঽসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ ।
দাস্যতে চানবদ্যাঙ্গ তব মা যাচিতঃ পিতা ॥১২

অশীতিতম সর্গ

[রাজা দণ্ডকের ভার্গবকন্যার সহিত বলাৎকার ।]

মহর্ষি কুম্ভজ অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহার অবশিষ্ট বৃত্তান্তসকল বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১

হে কাকুৎস্থ! সেই জিতেন্দ্রিয় রাজা দণ্ড বহু বর্ষকাল সেখানে নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।২

তারপর কোন একসময়ে রাজা দণ্ড মনোরম চৈত্র মাসে শুক্রাচার্য্যের রমণীয় আশ্রমে গমন করিলেন ।৩

সেখানে শুক্রাচার্য্যের সর্বোত্তম সুন্দরী কন্যা, যাহার রূপের তুলনা এই ভূতলে দেখা যায় না—বনপ্রান্তে তিনি বিচরণ করিতেছেন—রাজা দণ্ড তাহা দেখিলেন ।৪

দুর্বুদ্ধি দণ্ড তাহাকে দেখিয়াই কামবাণে পীড়িত হইয়া ভীতা কন্যার নিকটে গিয়া বলিলেন ।৫

হে শুভে সুশ্রোণি! তুমি কাহার নন্দিনী এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? হে শুভাননে! আমি তোমার দর্শনাবধি কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি বলিয়াই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ।৬

মোহে উন্মত্ত কামী দণ্ড এই কথা বলিলে ভৃগুনন্দিনী সানুনয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন ।৭

হে রাজেন্দ্র! আমি অনায়াসে মহৎকর্মকারী ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমার নাম অরজা। আমি আশ্রমে বাস করি—ইহা জানিবেন ।৮

হে রাজন্! আপনি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করিবেন না; কারণ, আমি পিতার অধীনে স্থিতা কুমারী কন্যা। রাজেন্দ্র! বিশেষতঃ আমার মহাত্মা তপোধন পিতা আপনার গুরু এবং আপনিও তাঁহার শিষ্য ।৯

তিনি মহাতপস্বী, সুতরাং যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে আপনাকে শাপ প্রদান করিয়া মহাবিপদে ফেলিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আমার প্রতি আপনার একান্ত অভিলাষ থাকে, তবে ধর্মসঙ্গত উপায়ে অতিশয়

এবং ব্রুবাণামরজাং দণ্ডঃ কামবশং গতঃ।
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্ ॥১৩
প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমর্হসি।
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্য্যন্তে বরাননে ॥১৪
ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্।
ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ভজমানং সুবিহ্বলম্ ॥১৫
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য বলাদ্ বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥১৬
তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্।
নগরং প্রযযাবাশু মধুমন্তমনুত্তমম্ ॥১৭
অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমস্যাবিদূরতঃ।
প্রতীক্ষতে সুসন্ত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

তেজস্বী পিতার নিকট প্রার্থনা করুন, নতুবা আপনি স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ানক ফল ভোগ করিবেন।১০-১১

আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনকেও দগ্ধ করিতে পারেন। হে অনবদ্যাঙ্গ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি প্রার্থনা করিলেই তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।১২

অরজা এই কথা বলিলে, কামবশীভূত মদোন্মত্ত দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।১৩

হে সুবদনে! হে সুশ্রোণি! তোমার নিমিত্ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অতএব আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, শীঘ্র প্রসন্ন হও।১৪

হে সুন্দরি! আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে স্বীকার কর। অধিক কি বলিব, যদি তোমাকে প্রাপ্ত হইতে আমার প্রাণ যায়, অথবা নিদারুণ পাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।১৫

বলশালী দণ্ড এই কথা বলিয়াই সেই কম্পিতাঙ্গী কন্যাকে বলপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া মৈথুনধর্মে প্রবৃত্ত হইলেন।১৬

রাঘব! দণ্ড এই মহাঘোর নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করিয়াই সত্বর স্বীয় অনুত্তম মধুমন্তনগরে প্রস্থান করিলেন।১৭

অরজাও রোদন করিতে করিতে সভয়ে আশ্রমের অনতিদূরে দেবসন্নিভ পিতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

একাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শুক্রাচার্য্যস্যাভিশাপেন সপরিবার-নৃপ-দণ্ডস্য তদীয়রাজ্যস্য চ বিনাশশ্চ ।]

স মুহূর্ত্তাদুপশ্রুত্য দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ সংন্যবর্ত্তত ॥১
সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্ ।
জ্যোৎস্নামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রত্যুষে ন বিরাজতীম্ ॥২
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্ত্তস্য বিশেষতঃ ।
নির্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীঞ্ শিষ্যাংশ্চৈতদুবাচ হ ॥৩
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ ।
বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং ক্রুদ্ধাদগ্নিশিখামিব ॥৪
ক্ষয়োঽস্য দুর্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ ।
যঃ প্রদীপ্তাং হুতাশস্য শিখাং বৈ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥৫
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্ ।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্মণঃ ॥৬
সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সপুত্র-বল-বাহনঃ ।
পাপকর্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ ॥৭
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্মতেঃ ।
ধক্ষ্যতে পাংসুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ ॥৮
সর্ব্বসত্ত্বানি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ ।
মহতা পাংসুবর্ষেণ বিলয়ং সর্বতোঽগমন্ ॥৯
দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সর্বং সমুচ্ছ্রয়ম্ ।
পাংসুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥১০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমাশ্রমনিবাসিনম্ ।
জনং জনপদান্তেষু স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ ॥১১
শ্রুত্বা তূশনসো বাক্যং সোঽশ্রমাবসথো জনঃ ।
নিষ্ক্রান্তো বিষয়াৎ তস্মাৎ স্থানং চক্রেঽথ বাহ্যতঃ ॥১২

একাশীতিতম সর্গ

[শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ডের ও তাঁহার রাজ্যের বিনাশ ।]

রাম ! সেই মহর্ষিও মুহূর্তকালমধ্যে শিষ্যের মুখে অরজার উপর অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করত ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।১

তিনি দেখিলেন,—প্রভাতকালে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের শোভাহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় অরজা ধুলি-ধুসরা হইয়া দীনমনে অবস্থান করিতেছেন ।২

একে তিনি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কন্যার এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন ।৩

ক্রুদ্ধ আমার নিকট হইতে শাস্ত্র বিপরীত আচরণকারী অজ্ঞানী রাজা দণ্ডের অগ্নিশিখাসদৃশ কি ঘোর বিপত্তি ঘটিবে, তোমরা দর্শন কর ।৪

সেই দুর্মতি দুরাত্মা যখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন অবশ্যই অনুচরবর্গের সহিত তাহার বিনাশ উপস্থিত ।৫

যখন সেই দুর্বুদ্ধি এতাদৃশ ঘোরতর পাপ করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই ঐ পাপকর্মের ফল পাইবে ।৬

সেই পাপাচার দুর্মতি নৃপতি সপ্তরাত্রের মধ্যেই পুত্র, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত নিহত হইবে ।৭

দেবরাজ ইন্দ্র প্রভূত ধূলিবর্ষণে সেই দুর্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ।৮

এস্থানে যে সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী আছে, তৎসমস্তই সেই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে ।৯

এই ভূভাগের যে পর্য্যন্ত দণ্ডের শাসনাধীন, তাহার চরাচর প্রাণিমাত্রেই সপ্তরাত্রির মধ্যে ধূলিবর্ষণ দ্বারা অদৃশ্য (বিনষ্ট) হইবে ।১০

এই কথা বলিবার পর ভৃগুনন্দন ক্রোধে আরক্ত চক্ষু

স তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।
ইহৈব বস দুর্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা ॥১৩
ইদং যোজন পর্য্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্।
অরজে বিজ্বরা ভুঙ্‌ক্ষ্ব কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥১৪
ত্বৎসমীপে চ যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি তাং নিশাম্।
অবধ্যাঃ পাংসুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিত্যদা ॥১৫
শ্রুত্বা নিয়োগং ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশদুঃখিতা ॥১৬
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসমন্যত্র সমকারয়ৎ।
তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সভৃত্যবলবাহনম্ ॥১৭
সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ ভুতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিন্ধ্যশৈবলয়োর্নৃপ ॥১৮

শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্ম্যে সহিতে কৃতে।
ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ॥১৯
তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতোঽভবৎ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥২০
সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ত্ততে।
এতে মহর্ষয়ঃ সর্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ॥২১
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র আদিত্যং পর্য্যুপাসতে।
স তৈর্ব্রাহ্মণমভ্যস্তং সহিতৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
রবিরস্তঙ্গতো রাম গচ্ছোদকমুপস্পৃশ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

হইয়া স্বীয় আশ্রমবাসিজনগণকে বলিলেন—তোমরা দণ্ডরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া অবস্থান কর।১১

আশ্রমবাসিগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়াই দণ্ডরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সীমার বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিতে লাগিল।১২

ভৃগুনন্দন আশ্রমবাসী মুনিগণকে এই কথা বলিয়াই অরজাকে বলিলেন,—দুর্বুদ্ধি! তুমি নিজ মনকে পরমাত্মার ধ্যানে একাগ্র করিয়া এই আশ্রমেই অবস্থান কর।১৩

অরজে! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এই যোজনবিস্তৃত মনোরম সরোবর মধ্যে বাস করত স্বীয় অপরাধক্ষয়ের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা কর।১৪

এই সপ্তরাত্রিমধ্যে যে সকলপ্রাণী তোমার সমীপে আসিয়া অবস্থান করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।১৫

ব্রহ্মর্ষি শক্রাচার্য্যের এতাদৃশ আদেশ শ্রবণ করত ভৃগুনন্দিনী অরজা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া পিতাকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন।১৬

তৎপরে ভার্গব অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবাদী শুক্রাচার্য্যের অব্যর্থ অভিসম্পাতে রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সপ্তাহের মধ্যে ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রাজন্! এই সেই বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী দণ্ডরাজ্য, ইহা সেই দুরাত্মার অপরাধে এইরূপ ব্রহ্মর্ষির শাপগ্রস্ত হইয়াছে। হে কাকুৎস্থ! তদবধিই এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে কথিত হইয়া থাকে।১৭-১৯

তৎপরে তপস্বীগণ এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জনস্থান হইয়াছে। রাঘব! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আপনাকে বলিলাম।২০

হে বীর! সম্প্রতি সন্ধ্যাপাসনার সময় অতীত হইতেছে। হে নরব্যাঘ্র! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ স্নানাদি ক্রিয়া সমাধাপূর্বক পূর্ণকলসে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। রাম! সূর্য্যদেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের নিকট ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগবিশেষে) উল্লিখিত মন্ত্রস্তুতি শ্রবণপূর্বক পূজা গ্রহণ করত অস্তগামী হইতেছেন, অতএব আপনি যাইয়া আচমন ও স্নানাদি করুন। (তারপর সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হউন)।২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[অগস্ত্যাশ্রমাদযোধ্যায়াং শ্রীরামস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্।
অপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যমপ্সরোগণসেবিতম্ ॥১
তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
আশ্রমং প্রাবিশদ্ রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ ॥২
তস্যাগস্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্।
শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকল্পয়ৎ ॥৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥৪
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় কৃত্বাহ্নিকমরিন্দমঃ।
ঋষিং সমুপচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ ॥৫
অভিবাদ্যাব্রবীদ্ রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্।
আপৃচ্ছে স্বাং পুরীং গন্তুং মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৬
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ।
দ্রষ্টুং চৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ ॥৭
তথা বদতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্মনেত্রস্তপোধনঃ ॥৮
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ॥৯
মুহূর্ত্তমপি রাম ত্বাং যেঽনুপশ্যন্তি কেচন।
পাবিতাঃ স্বর্গভূতাশ্চ পূজ্যাস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥১০
যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভুবি।
হতাস্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ ॥১১
ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্বদেহিনাম্।
ভুবি ত্বাং কথয়ন্তো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘবঃ ॥১২

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

[অগস্ত্যাশ্রম হইতে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামের প্রত্যাবর্তন।]

ঋষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যাপাসনা করিবার নিমিত্ত সেই অপ্সরাগণসেবিত পবিত্র সরোবরের নিকট গমন করিলেন।১

সেখানে আচমন পূর্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাধা করিয়া পুনর্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।২

মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার আহারের নিমিত্ত বহুবিধ সুখাদ্য ফল, মূল, (জরা অবস্থানিবারক দিব্য) ওষধি ও পবিত্র শালী তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন অন্নাদি প্রদান করিলেন।৩

নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম রামচন্দ্রও সেই অমৃততুল্য ভক্ষ্যদ্রব্যসকল ভোজন করত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তথায় সেই রাত্রিযাপন করিলেন।৪

অনন্তর পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রাতঃকার্য্য সমাধা করত স্বগৃহে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট যাইলেন।৫

সেখানে কুম্ভজ মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া রাম বলিলেন,—ভগবন্! আমি নিজ গৃহে যাইবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি, আপনি আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিন।৬

আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি; সময়ান্তরে আত্মাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পুনর্বার আপনাকে দেখিতে আসিব।৭

রামচন্দ্র এইরূপ অদ্ভুত কথা বলিলে ধর্মদর্শী তপোধন অগস্ত্য অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন।৮

হে রাম! আপনার এই কথা অতি অদ্ভুত ও মনোহর। হে রঘুনন্দন! আপনিই নিখিল প্রাণীকে পবিত্র করিতে সমর্থ।৯

রাম! যাঁহারা আপনাকে মুহূর্তমাত্রও দর্শন করেন, তাঁহারাই লোকপাবন স্বর্গের অধিকারী ও দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকেন।১০

ত্বং গচ্ছারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ ।
অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমৃষিং সত্যশীলিনম্ ॥১৪
অভিবাদ্য ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ সর্বাংস্তপোধনান্ ।
অধ্যারোহৎ তদব্যগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥১৫
তং প্রযান্তং মুনিগণা আশীর্বাদৈঃ সমন্ততঃ ।
অপূজয়ন্ মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥১৬
খস্থঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে ।
শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে ॥১৭
ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ ।
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষামবাতরৎ ॥১৮
ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্ ।
বিসর্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চ প্রভুঃ ॥১৯
কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব গত্বা তৌ লঘুবিক্রমৌ ॥
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাপয়ত মা চিরম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

যে প্রাণিগণ আপনাকে কুদৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বে নরকগামী হইয়া যমদণ্ড প্রাপ্ত হয় ।১১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অধিক কি বলিব, আপনি দেহীদিগের পক্ষে এতাদৃশ পবিত্রকারী যে, আপনার লীলাব্যাখ্যা এবং কীর্তন করিলেও পৃথিবীস্থ যাবৎ প্রাণী সিদ্ধিলাভ করে ।১২

আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন করুন। পথিমধ্যে আপনার কোন ভয় নাই। আপনি ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন; কারণ, আপনিই জগতের পরম আশ্রয় ।১৩

মুনি এই কথা বলিলে, প্রাজ্ঞ নৃপতি রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সত্যশীল ঋষিসত্তমকে অভিবাদন করিলেন ।১৪

রাম ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং অপর তপোধনদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন ।১৫

যেরূপ অমরগণ মহেন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত করেন, তদ্রূপ সেই মহেন্দ্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রস্থানকালে মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আশীর্বাদ করিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন ।১৬

তৎকালে হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে করিয়া আকাশে অবস্থিত রামচন্দ্র বর্ষাকালে মেঘ সমীপস্থিত শশধরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।১৭

রঘুনন্দন তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক স্থানে স্থানে জনপদ-বাসীদিগের পূজা লাভ করত মধ্যাহ্নসময়ে অযোধ্যার মধ্যমকক্ষায় উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন ।১৮

তারপর প্রভু রামচন্দ্র সেই ইচ্ছাগতি মনোহর বিমানকে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক; তুমি গমন কর,—এই বলিয়া বিসর্জন করিলেন ।১৯

অনন্তর কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালককে বলিলেন,—দৌবারিক! তুমি শীঘ্র বিক্রমপ্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত ভরত ও লক্ষ্মণের নিকট আমার আগমন বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার সমীপে আহ্বান কর ।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য বাক্যেন শ্রীরামস্য রাজসূয়যজ্ঞকরণেচ্ছায়া নিবৃত্তিঃ ।]

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥১
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ ।
পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
কৃতং ময়া যথা তথ্যং দ্বিজকার্য্যমনুত্তমম্ ।
ধর্মসেতুমথো ভূয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ ॥৩
অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্মসেতুর্মতো মম ।
ধর্মপ্রবচনং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৪
যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্ ।
সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্মস্তু শাশ্বতঃ ॥৫
ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
সুহুতেন সুযজ্ঞেন বরুণত্বমুপাগমৎ ॥৬
সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ ।
প্রাপ্তশ্চ সর্বলোকেষু কীর্ত্তিং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৭
অস্মিন্নহনি যচ্ছ্রেয়শ্চিন্ত্যতাং তন্ময়া সহ ।
হিতং চায়তিযুক্তঞ্চ প্রযতৌ বক্তুমর্হথঃ ॥৮
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৯
ত্বয়ি ধর্মঃ পরঃ সাধো ত্বয়ি সর্বা বসুন্ধরা ।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম ॥১০
মহীপালাশ্চ সর্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ ।
নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥১১
পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্ রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল ।
পৃথিব্যা গতিভূতোঽসি প্রাণিনামপি রাঘব ॥১২

ত্র্যশীতিতম সর্গ

[ভরতের বাক্যে শ্রীরামের রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ হইতে নিবৃত্তি ।]

ক্লেশরহিত কর্মকারী রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল কুমারদ্বয় ভরত ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করত রঘুনন্দনের নিকট নিবেদন করিল ।১

রঘুবংশধর রামচন্দ্র ভরত এবং লক্ষ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া আলিঙ্গন করত বলিলেন ।২

হে রঘুবংশীয় রাজকুমারযুগল ! ব্রাহ্মণগণের পরম উত্তম কার্য্য যথাযথরূপে সম্পন্ন করিয়াছি। আমি পুনঃ রাজধর্মের চরম সীমারূপ রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি ।৩

আমার মতে ধর্মসেতু (রাজসূয়) অক্ষয় এবং অবিনাশী ফলদাতা। ইহাই ধর্মের পোষক ও সমস্ত পাপ বিনাশকারী ।৪

তোমরা দুইজনে আমার আত্মা, অতএব আমার ইচ্ছা—তোমাদের সহিত এই সর্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করি ; কারণ, উহাতেই রাজার শাশ্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ।৫

শত্রুনাশী মিত্রদেব উত্তম আহুতিযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছেন ।৬

ধর্মজ্ঞ সোমদেব ধর্মানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্বলোকের মধ্যে কীর্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৭

অতএব তোমরা অদ্যই স্থিরভাবে আমার সহিত বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করিলে বর্তমানে (ইহলোকে) ও ভবিষ্যতে (পরলোকে) মঙ্গল হইবে—এরূপ পরামর্শ দাও ।৮

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ।৯

হে সাধো ! আপনাতে উত্তম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে।

স ত্বমেবং বিধং যজ্ঞমাহর্ত্তাসি কথং নৃপ।
পৃথিব্যা রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥১৩
পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ।
সর্বেষাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্বকোপজঃ ॥১৪
সর্বং পুরুষশার্দূল গুণৈরতুলবিক্রম।
পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ত্ততে ॥১৫
ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥১৬
উবাচ চ শুভং বাক্যং কৈকেয্যানন্দবর্ধনম্।
প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টোঽস্মি তবাদ্য বচনেঽনঘ ॥১৭
ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাগতম্।
ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্ ॥১৮
এষ তস্মদভিপ্রায়াদ্ রাজসূয়াৎ ক্রতূত্তমাৎ।
নিবর্ত্তয়ামি ধর্মজ্ঞ তব সুব্যাহৃতেন চ ॥১৯
লোকপীড়াকরং কর্ম ন কর্ত্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।
বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ ॥
তস্মাচ্ছৃণোমি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

হে অমিতবিক্রম মহাবাহো! যশ এবং সমগ্রা বসুন্ধরাও আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।১০

দেবগণ যেরূপ প্রজাপতিকে মহাত্মা এবং লোকনাথ বলিয়া জানেন, সেইরূপ আমরা ও মহীপালগণও আপনাকে মহাত্মা এবং লোকনাথ বলিয়া জানি ও জানেন।১১

হে মহাবল! রাজন্! পুত্রগণ পিতাকে যেভাবে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ আপনাকে নৃপগণ দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন! আপনি সম্পূর্ণ প্রাণিগণ এবং সমগ্র পৃথিবীর আশ্রয়।১২

হে রাজন্! পুনরায় আপনি কি প্রকারে এইরূপ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; যাহাতে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? ১৩

পৃথিবীতে যে সমস্ত পুরুষার্থী পুরুষ আছেন, তাঁহাদের সকলের কোপে ঐ যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে।১৪

হে অতুলবিক্রম পুরুষশার্দূল! আপনার সদ্‌গুণে সারা জগৎ আপনার বশীভূত। সুতরাং জগতের প্রাণীদিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত নহে।১৫

ভরতের এতাদৃশ সুধাময় বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন।১৬

তখন তিনি কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন এই ভরতকে শুভ বাক্যে বলিলেন,—হে নিষ্পাপ ভরত! অদ্য তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।১৭

হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমার মুখনির্গত উদার ও ধর্মসঙ্গত বচন পৃথ্বীদেবীকে রক্ষা করিবে।১৮

হে ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার সাধু বাক্য অনুসারেই এই অভিপ্রেত সর্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ হইতে বিরত হইলাম।১৯

কারণ, যাহা লোকের পীড়াকর হয়, এরূপ কার্য্য করা বিচক্ষণের উচিত নহে। হে মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ! বালককথিত শুভ বাক্যও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আমি সেই জন্যই তোমার যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিলাম।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ

[অশ্বমেধযজ্ঞং প্রস্তূয় লক্ষ্মণেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুরবৃত্তান্তস্য কথনম্, বৃত্রাসুরস্য তপস্যা, শ্রীভগবদ্-বিষ্ণুসমীপং গত্বা বৃত্রাসুরবধায়েন্দ্রস্যানুরোধশ্চ ।]

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি ।
লক্ষ্মণোঽথ শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥১
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্ ।
পাবনস্তব দুর্ধর্ষো রোচতাং রঘুনন্দন ॥২
শ্রূয়তে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাত্মনি ।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রো হয়মেধেন পাবিতঃ ॥৩
পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে ।
বৃত্রো নাম মহানাসীদ্ দৈতেয়ো লোকসম্মতঃ ॥৪
বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্ত্রিগুণং ততঃ ।
অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ স্নেহাৎ পশ্যতি সর্বতঃ ॥৫
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
শশাস পৃথিবীং স্ফীতাং ধর্মেণ সুসমাহিতঃ ॥৬
তস্মিন্ প্রশাসতি তদা সর্বকামদুঘা মহী ।
রসবন্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৭
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ ।
স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙ্‌ক্তে স্ফীতমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৮
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্ ।
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরৎ সুখম্ ॥৯
স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্ ।
তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥১০

চতুরাশীতিতম সর্গ

[অশ্বমেধযজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত কথন, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের অনুরোধ।]

মহাত্মা রাম ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন শেষ হইলে, লক্ষ্মণ রঘুনন্দনকে এই শুভ বাক্য বলিলেন।১

হে রাঘব! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপ নাশক, পরম পাবন ও দুষ্কর। অতএব আপনি ইহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হউন।২

মহাত্মা ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া যেরূপে অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে একটি পুরাবৃত্ত শুনা যায়।৩

হে মহাবাহো! পূর্বকালে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর সৌহার্দ্দভাবাপন্ন হইয়া একত্রে বাস করিত এবং সেই সময়েই বৃত্র নামক এক মহা অসুর ছিল। যাহাকে সকল লোক আদর করিত।৪

সেই মহাত্মা বৃত্রের দেহ শতযোজন বিস্তৃত এবং তিনশত যোজন দীর্ঘ ছিল। সে অনুরাগভরে সকল লোককে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিত।৫

ঐ ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ বৃত্র অতি সাবধানে ধনধানে পূর্ণ এই সমগ্রা বসুন্ধরা শাসন করিত।৬

তাহার শাসনকালে পৃথিবী সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করিতেন এবং ফল, মূল ও পুষ্পসকল সুরস হইয়াছিল।৭

কর্ষণ ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার অন্নাদি ভোগ্যবস্তু পৃথিবী উৎপাদন করিতেন এবং ধনে ধান্যে সর্বদা পূর্ণ থাকিতেন। ঐ অসুর এই প্রকার সমৃদ্ধিশালী ও অদ্ভুত রাজ্য উপভোগ করিতেছিল। এক সময় তাহার মনোমধ্যে এইরূপ বিচার উৎপন্ন হইল কি যে, আমি উত্তম তপস্যা করিব; কারণ, তপস্যাই পরম শ্রেয়স্কর এবং অন্য সুখসকল মোহমাত্র।৮-৯

তখন সে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে * রাজা করিয়া

* 'মধুরেশ্বর', শব্দের অর্থ টীকাকারগণ বিভিন্ন প্রকারে করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লিখিত হইল। তিলক টীকাকার মধুরেশ্বরকে মধুর নামক রাজা বলিয়াছেন। রামায়ণশিরোমণিকার মধুর বক্তাদিগের ঈশ্বর এবং রামায়ণভূষণকার 'মধুর'—সৌম্যস্বভাবের রাজা অথবা মধুরানগরীর স্বামী বলিয়াছেন।

তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্ত্তবৎ।
বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১১
তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্বে বিনির্জিতাঃ।
বলবান্ স হি ধর্মাত্মা নৈনাং শক্ষ্যামি শাসিতুম্ ॥১২
যদ্যসৌ তপ আতিষ্ঠেদ্ ভূয় এব সুরেশ্বর।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদস্য বশানুগাঃ ॥১৩
তং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল।
ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর ॥১৪
যদা হি প্রীতিসংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতঃ।
তদাপ্রভৃতি লোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্ ॥১৫
স ত্বং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ।
ত্বৎকৃতেন হি সর্বং স্যাৎ প্রশান্তমরুজং জগৎ ॥১৬
ইমে হি সর্বে বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ।
বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্ব হ ॥১৭
ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেষাং মহাত্মনাম্।
অসহ্যমিদমন্যেষামগতীনাং গতির্ভবান্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

পুরবাসিগণের ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। তারপর কঠোর তপস্যা করিয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল।১০

সে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে, বাসব অতিশয় কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করত বলিলেন।১১

হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা দ্বারা সকল লোককেই জয় করিয়াছে; ঐ ধর্মাত্মা অসুর (তপস্যায়) বলবান্ হইয়াছে, সুতরাং আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না।১২

হে সুরেশ্বর! সে যদি আরও অধিক কাল তপস্যা করে, তাহা হইলে যে কাল পর্য্যন্ত তিন লোক আছে, তাবৎকাল আমাদিগকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে।১৩

হে মহাবল সুরেশ্বর! আপনি পরম উদার ঐ অসুরকে উপেক্ষা করিতেছেন। (এইজন্য সে শক্তিশালী হইতেছে)। কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বৃত্র ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিবে না।১৪

হে বিষ্ণো! যে অবধি আপনার সহিত তাহার সৌহার্দ্দ হইয়াছে, সেই অবধিই সে লোকসকলের আধিপত্য লাভ করিয়াছে।১৫

সম্প্রতি আপনি একাগ্রভাবে সকল লোকের উপর কৃপা করুন, আপনি রক্ষা করিলেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিরাময় হইবে।১৬

হে বিষ্ণো! দেবগণ সকলে আপনার দিকেই তাকাইয়া আছেন, অতএব আপনি দুর্জয় বৃত্রকে বধ করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করুন।১৭

প্রভো! আপনি পূর্বে প্রতিনিয়ত মহাত্মা দেবতাগণের সাহায্য করিয়াছেন। যদিও আপনার এই সাহায্য দৈত্যগণের পক্ষে অসহনীয় হইবে, (অথবা এই অসুর অন্যের অজেয়, সুতরাং) তথাপি আপনিই আমাদের একমাত্র গতি।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুরাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্র-বজ্রাদিষু ভগবদ্‌বিষ্ণুতেজসঃ প্রবেশঃ, ইন্দ্রবজ্রেণ বৃত্রাসুরস্য সংহারঃ, ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্তস্যেন্দ্রস্য অন্ধকারময়প্রদেশে গমনঞ্চ।]

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ কথয়েত্যাহ সুব্রত ॥১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুব্রতঃ ॥২
সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্।
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥৩
পূর্বং সৌহৃদবদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্যেহ মহাত্মনঃ।
তেন যুষ্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হন্মি মহাসুরম্ ॥৪
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং সুখমুত্তমম্।
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ॥৫
ত্রেধাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৬
একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি ॥৭
তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্।
এবমেতন্ন সন্দেহো যথা বদসি দৈত্যহন্ ॥৮
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ।
ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্বেন তেজসা ॥৯
ততঃ সর্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ।
তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥১০
তেঽপশ্যংস্তেজসা ভূতং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্।
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাম্বরম্ ॥১১
দৃষ্ট্বৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্।
কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥১২

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

[ভগবান্ বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্র ও বজ্র আদিতে প্রবেশ, ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ এবং ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত ইন্দ্রের অন্ধকারময় প্রদেশে গমন।]

শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি এই বৃত্রবধবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে, সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন সুব্রত লক্ষ্মণ পুনর্বার সেই দিব্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।১-২

সহস্রলোচন ইন্দ্রের এবং সমস্ত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে বলিলেন।৩

(হে দেবগণ!) তোমাদের এই প্রার্থনা করিবার পূর্ব হইতেই আমি মহাত্মা বৃত্রাসুরের সহিত সৌহার্দ্দবন্ধনে আবদ্ধ আছি, তোমাদের প্রিয় হইলেও সম্প্রতি স্বয়ং ঐ মহাসুরকে বধ করিতে পারিতেছি না।৪

পরন্তু তোমাদের উত্তম সুখের ব্যবস্থা করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। সেইজন্য যে উপায়ে দেবরাজ বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি আমার স্বরূপভূত তেজকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব, যাহাতে দেবরাজ বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।৫-৬

প্রথম ভাগ ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করিবে, দ্বিতীয়ভাগ বজ্রমধ্যে ব্যাপ্ত হইবে এবং তৃতীয় ভাগ ভূতলে গমন করিবে; তাহা হইলেই বাসব বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।৭

সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা বলিলে, দেবগণ বলিলেন,—হে দৈত্যবিনাশক! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হইবে; তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে পরমোদার! আপনার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি আমরা বৃত্রকে বধ করিবার বাসনায় প্রস্থান করিলাম, আপনি তেজদ্বারা বাসবকে অনুগৃহীত করুন।৮-৯

অনন্তর ইন্দ্রাদি সমস্ত মহামনস্বী দেবগণ যেস্থানে মহাসুর বৃত্র তপস্যা করিতেছিল, সেই অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন।১০

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠ

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমূর্ধনি ॥১৩
কালাগ্নিনেব ঘোরেণ দীপ্তেনেব মহার্চিষা।
পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ॥১৪
অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ।
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ ॥১৫
তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাশু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অপতচ্চাস্য গাত্রেষু তমিন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ ॥১৬
হতারয়ঃ প্রনষ্টেন্দ্রাঃ দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্ ॥১৭
ত্বং গতিঃ পরমেশান পূর্বজো জগতঃ পিতা।
রক্ষার্থং সর্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্ ॥১৮
হতশ্চায়ং ত্বয়া বৃত্রো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্।
বাধতে সুরশার্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ ॥১৯
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্ ॥২০
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥২১
এবং সন্দিশ্য তাং বাণীং দেবানাং চামৃতোপমাম্।
জগাম বিষ্ণুর্দেবেশঃ স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

বৃত্র স্বীয় তেজে সবদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এরূপ তপস্যায় নিরত আছে, তাহাতে যেন নভোমণ্ডলকে দগ্ধ ও ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করত অবস্থান করিতেছে।১১

সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই দেবগণ ভীত হইলেন এবং কি প্রকারে এই অসুরকে বধ করা যায় এবং আমরাও পরাজিত না হই, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।১২

সুরগণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সহস্রলোচন পুরন্দর দুই হস্তে বজ্রগ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।১৩

ইন্দ্রের ঐ বজ্র প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং দীপ্তিমান্ ছিল। তাহা হইতে অতিশয় বিশাল শিখা উঠিতে লাগিল। এইরূপ বজ্রের আঘাতে খণ্ডিত হইয়া যখন বৃত্রাসুরের মস্তক পতিত হইল, তখন সারা বিশ্ব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।১৪

নিরপরাধ বৃত্রকে বধ করা উচিত নয়, সেইজন্য মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন এবং অতি শীঘ্র সবলোকের অন্তে লোকালোক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া অন্ধকারময় প্রদেশে গমন করিলেন।১৫

বাসব প্রস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ করিল; সুতরাং দেবেন্দ্রও দুঃখভাগী হইলেন। দেবতাদিগের শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও ইন্দ্রবিহীন হইয়া ত্রিভুবনপতি বিষ্ণুর নিকট গমন করত বারংবার তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।১৬-১৭

(দেবগণ বলিলেন,--) হে পরমেশ্বর! আপনিই সমস্ত জগতের আশ্রয় এবং আদি পিতা। বলিতে কি, নিখিল প্রাণীর রক্ষার নিমিত্তই আপনি এই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন।১৮

হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ব্রহ্মহত্যা বাসবকে কষ্ট দিতেছে, অতএব তাঁহার ব্রহ্মহত্যা মোচনের উপায় করুন।১৯

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র আমাকে পূজা করুক, আমি তাহা হইলে বজ্রধারীকে পবিত্র করিব।২০

পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞপুরুষ আমার আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহার কোনরূপ ভয় থাকিবে না।২১

সুরেশ্বর বিষ্ণু দেবগণকে এই অমৃততুল্য মধুর বাক্য বলিয়া সুরগণকৃত স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পরম ধামে গমন করিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রং বিনা জগতি অশান্তিঃ, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানেন ইন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যায়া মুক্তিলাভশ্চ ।]

তদা বৃত্রবধং সর্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ ।
কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষং প্রচক্রমে ॥১
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে ।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে ন বৃত্রহা ॥২
সোহন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ ।
কালং তত্রাবসৎ কঞ্চিদ্ বেষ্টমান ইবোরগঃ ॥৩
অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ ।
ভূমিশ্চ ধ্বস্তসঙ্কাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা ॥৪
নিঃস্রোতসস্তে সর্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা ।
সংক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোহভবৎ ॥৫
ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সম্ভ্রান্তমনসঃ সুরাঃ ।
যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং তং যজ্ঞং সমুপানয়ন্ ॥৬

ততঃ সর্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ ।
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥৭
তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষমাবৃতং ব্রহ্মহত্যয়া ।
তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে ॥৮
ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।
ববৃতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বর ॥৯
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ ।
অভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং ক্ব মে স্থানং বিধাস্যথ ॥১০
তে তামূচুস্ততো দেবাস্তুষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ ।
চতুর্ধা বিভজাত্মানমাত্মনৈব দুরাসদে ॥১১
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্ ।
সন্দধৌ স্থানমন্যত্র বরয়ামাস দুর্বসা ॥১২

ষড়শীতিতম সর্গ

[ইন্দ্র বিনা জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ ।]

নরোত্তম লক্ষ্মণ সম্পূর্ণরূপে বৃত্রবধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শেষ কথা এইরূপভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১

দেবগণের ভয়প্রদ মহাবীর্য্য বৃত্র এইরূপে নিহত হইলে বৃত্রঘাতী ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন ।২

লোকসকলের অন্তিম সীমা আশ্রয় করিয়া তিনি কুণ্ডলস্থিত সর্পের ন্যায় বিচেতন হইয়া সেই অন্ধকারময় স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন ।৩

এদিকে দেবেন্দ্র অদৃশ্য হওয়ায় সারা সংসার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পৃথিবী নীরস ও ধ্বস্তপ্রায় এবং তাহার কাননসকল শুষ্ক হইয়া যাইল। নদীসমূহ ও হ্রদসকলে স্রোত দেখা যাইল না। জীবগণ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল ।৪-৫

এইরূপে লোকসকল ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহাতে দেবতাদিগের হৃদয় ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া যাইল। তখন তাঁহারা পূর্বে বিষ্ণু যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ স্মরণ করিলেন ।৬

তারপর দেবগণ বৃহস্পতি ও মহর্ষিগণের সহিত যেস্থানে ভয়মোহিত বাসব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন ।৭

তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আবৃত দর্শনে তাঁহাকে পূর্ববর্তী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ।৮

হে নরেন্দ্র ! এইরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে পূত হইবার নিমিত্ত মহাত্মা মহেন্দ্রের ঐ মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল ।৯

তারপর যখন ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তখন ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে নির্গত হইয়া দেবগণকে বলিল,—আমি কোথায় অবস্থান করিব ? আপনারা আমার স্থান নির্দেশ করুন ।১০

একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী ॥১৩
ভূম্যামহং সর্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা।
বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥১৪
যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু।
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী ॥১৫
হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ ॥১৬
প্রত্যুচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্বসে।
তথা ভবন্তু তৎ সর্বং সাধয়স্ব যদীপ্সিতম্ ॥১৭
ততঃ প্রীত্যান্বিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে।
বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥১৮
প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।
যজ্ঞং চাদ্ভুতসঙ্কাশং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ ॥১৯

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রসাদো রঘুনন্দন।
যজস্ব সুমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিব ॥২০

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃ-
পতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ
স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥

তৎশ্রবণে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া তাকে বলিলেন,—হে দুর্জয় শক্তিমতি ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত কর।১১

দুর্বসা অর্থাৎ বাসস্থানবিবর্জিত ব্রহ্মহত্যা সুরগণের বাক্য শ্রবণে আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিল এবং অন্যত্র বাসাভিলাষিণী হইয়া স্থান চাহিল।১২

(ব্রহ্মহত্যা বলিল)—এক অংশে আমি কামচারিণী ও অন্যের দর্পনাশিনী হইয়া বর্ষাকালের চারি মাস জলপূর্ণ নদীসমূহে বাস করিব।১৩

আমি সত্য করিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি যে, দ্বিতীয় অংশে আমি সর্বসময়ে ভূমিতলে বাস করিব।১৪

আমার যে তৃতীয়াংশ, ইহা দ্বারা দর্পপূর্ণা যুবতীগণের শরীরে দর্পঘাতিনী অর্থাৎ পুরুষ-সম্ভোগ-সুখ-বিঘাতিনী হইয়া প্রতি মাসে তিন রাত্রি বাস করিব।১৫

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহারা মিথ্যা কথা বলিয়া অন্যকে কলঙ্কিত করেন না, সেই ব্রাহ্মণগণকে যাহারা নিহত করিবে, আমি এই অবশিষ্ট চতুর্থ অংশে তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।১৬

তৎশ্রবণে দেবগণ বলিলেন,—দুর্বসে! তুমি যেরূপ বলিলে, সেইরূপই হইবে; সত্বর নিজ অভীষ্টসাধনে যত্নবতী হও।১৭

তারপর দেবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। এদিকে ইন্দ্র নিশ্চিন্ত, নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ হইলেন।১৮

দেবরাজ পুনরায় নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত জগৎ প্রশান্ত হইল এবং তিনিও সেই সময় অদ্ভুত শক্তিশালী ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন।১৯

হে মহাভাগ মহারাজ রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব, অতএব আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।২০

মহেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ও বলবান্ মহাত্মা মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এতাদৃশ মনোহর উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইলেন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ লক্ষ্মণসমীপে রাজ্ঞ ইলস্য কথায়া বর্ণনম্, রাজ্ঞ ইলস্যৈকৈকমাসং যাবৎ স্ত্রীত্ব-পুরুষত্বপ্রাপ্তিশ্চ।]

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥১
এবমেব নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ বাজিমেধফলঞ্চ যৎ ॥২
শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥৩
স রাজা পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহাযশাঃ।
রাজ্যং চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥৪
সুরৈশ্চ পরমোদারৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাধনৈঃ।
নাগ-রাক্ষস-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাত্মভিঃ ॥৫
পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্ত্তৈ রঘুনন্দন।
অবিভ্যংশ্চ ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য মহাত্মনঃ ॥৬
স রাজা তাদৃশোঽপ্যাসীদ্ ধর্মে বীর্য্যে চ নিষ্ঠিতঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ ॥৭
স প্রচক্রে মহাবাহুর্মৃগয়াং রুচিরে বনে।
চৈত্রে মনোরমে মাসে সভৃত্য-বল-বাহনঃ ॥৮
প্রজঘ্নে স নৃপোঽরণ্যে মৃগাঞ্ছতসহস্রশঃ।
হত্বৈব তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৯
নানামৃগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা।
যত্র জাতো মাহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥১০
তস্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।
রময়ামাস দুর্দ্ধর্ষঃ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ ॥১১
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানমুমেশো গোপতিধ্বজঃ।
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সংস্তস্মিন্ পর্বতনির্ঝরে ॥১২

সপ্তাশীতিতম সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট রাজা ইলের কথা বর্ণন, রাজা ইলের এক একমাস পর্য্যন্ত স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি।]

মহাতেজস্বী বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন।১

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি বৃত্রবধের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ে যাহা বর্ণন করিলে, তাহা সেইরূপই বটে।২

হে সৌম্য! শুনিয়াছি, পূর্বকালে বাহ্লিকদেশে কর্দম প্রজাপতির শ্রীমান্ ইলনামক এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন।৩

হে নরোত্তম! সেই মহাযশস্বী মহীপতি সমগ্র বসুন্ধরা নিজ বশে আনিয়া রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন।৪

হে সৌম্য! উদারস্বভাব দেবগণ, মহাধন দৈত্যবৃন্দ এবং মহাবল নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণও ভয়ে ভীত হইয়া সর্বদা রাজা ইলের স্তুতি পূজা করিতেন। ঐ মহাত্মা নরপতি রুষ্ট হইলে, ত্রিলোকের সকল প্রাণীই সন্ত্রস্ত হইত।৫-৬

এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াও সেই পরমোদার মহাযশস্বী বাহ্লিপতি রাজা ইল স্বীয় বুদ্ধিতে ধর্ম ও পরাক্রমে স্থির ছিলেন।৭

কোন সময়ে মনোরম বসন্তকাল উপস্থিত হইলে সেই মহাবাহু রাজা ইল ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত এক মনোহর বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন।৮

ঐ নৃপ বনে শত শত ও সহস্র সহস্র মৃগ বধ করিলেন; কিন্তু তথাপি মহাত্মা নৃপতির তৃপ্তি হইল না।৯

মহামনা ইলের হস্তে নানাপ্রকার দশ হাজার পশু নিহত হইল। তখন তাহারা ভয়ে যেস্থানে মহাসেন

যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।
বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনাভবন্ ॥১৩
যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ ॥১৪
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে।
স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যাল-মৃগ-পক্ষিণম্ ॥১৫
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন।
তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্দৃষ্ট্বাত্মানং তথাগতম্ ॥১৬
উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ।
ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্ ॥১৭
জগাম শরণং রাজা সভৃত্য-বল-বাহনঃ।
ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥১৮
প্রজাপতিসুতং বাক্যমুবাচ বরদঃ স্বয়ম্।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল ॥১৯
পুরুষত্বমৃতে সৌম্য বরং বরয় সুব্রত।
ততঃ স রাজা শোকার্ত্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা ॥২০
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং সুরোত্তমাৎ।
ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ ॥২১
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বেণৈবান্তরাত্মনা।
ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামসি ভামিনী ॥২২
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌম্যেন চক্ষুষা।
হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ ॥২৩
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা।
অর্ধস্য দেবো বরদো বরার্ধস্য তব হ্যহম্ ॥২৪

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিল। দেবেশ্বর দুর্জ্জয় শঙ্কর অনুচরগণের সহিত শৈল-রাজসুতা উমাদেবীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন।১০-১১

যাঁহার ধ্বজায় বৃষভের চিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে, সেই উমাপতি ভগবান্ শঙ্কর নিজেকে স্ত্রীরূপে প্রকটিত করিয়া দেবী পার্বতীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেখানকার পর্বতীয় নির্ঝর প্রদেশের নিকট তাঁহার সহিত রমণ করিতেছিলেন। সেই বনপ্রদেশে যে যে ভাগে পুরুষ পদবাচ্য প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল।১২-১৩

সেখানে যা কিছু চরাচর প্রাণী ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীরূপে রূপায়িত হইল। কর্দমনন্দন রাজা ইল সহস্র সহস্র মৃগবধ করিতে করিতে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার সর্প, মৃগ ও পক্ষী সকলকে এবং অনুচরবর্গের সহিত আপনাকে স্ত্রীরূপে দর্শন করিলেন। তখন নিজের এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।১৪-১৬

ইহা মহাদেবেরই কার্য্য জানিতে পারিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। অনন্তর সেই নরপতি ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত জটাজুটধারী মহাত্মা নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। পার্বতীর সহিত বিরাজমান বরদাতা স্বয়ং মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করত সেই প্রজাপতিনন্দনকে বলিলেন,—হে কর্দমকুমার! মহাবল! রাজর্ষে! গাত্রোত্থান কর। হে সাধো! সুব্রত! তুমি পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য যে কোন বর আমার নিকট প্রার্থনা কর। সেই স্ত্রীরূপী শোকার্ত রাজা সুরসত্তম মহাত্মা মহাদেব কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, তাঁহার নিকট অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। কিন্তু নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া সর্বান্তঃকরণে শৈলরাজনন্দিনী উমাদেবীকে প্রণাম করত বলিলেন,—সকল বরের অধিশ্বরী দেবি! আপনি সকলকেই বাঞ্ছিত বর দিয়া থাকেন এবং আপনার দর্শন কখনই বিফল হয় না; অতএব হে ভামিনি! প্রসন্ন-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। দেবী শিবসন্নিধানে সেই রাজর্ষির মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া মহেশ্বরের সম্মতি অনুসারে এই শুভবাক্য বলিলেন,—তুমি আমাদের উভয়ের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছ, মহাদেব তোমাকে প্রার্থিত বরের অর্দ্ধভাগ দিতে পারেন এবং আমি তাহার অপরার্দ্ধ প্রদান করিতে পারি। অতএব আমার নিকট স্ত্রীরূপধারণ ও পুরুষরূপ ধারণের মধ্যে যাহা তোমার অভিলষিত হইবে, তাহা প্রার্থনা

তস্মাদর্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রী-পুংসোর্যাবদিচ্ছসি।
তদদ্ভুততরং শ্রুত্বা দেব্যা বরমনুত্তমম্ ॥২৫
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাব্রবীৎ।
যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥২৬
মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।
ঈপ্সিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরাননা ॥২৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি ॥২৮
স্ত্রীভূতশ্চ পরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্।
এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কার্দমিঃ ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

কর। দেবীর এতাদৃশ অনুত্তম অদ্ভুত বরার্দ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ইল আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—হে দেবি! আপনি অতুলনীয় রূপধারিণী, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন পর্য্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হই। দেবী মহীপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন,—হে রাজন্! তাহাই হইবে; কিন্তু যখন পুরুষ হইবে, তখন স্ত্রীস্বভাবসকল এবং যখন স্ত্রী হইবে তখন পৌরুষ স্বভাবসকল তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। এইরূপে সেই কর্দম-নন্দন নৃপতি পর্য্যায়ক্রমে একমাস পুরুষ ও একমাস ইলা নাম্নী ত্রৈলোক্য সুন্দরী রমণী হইতেন।১৭-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

[বুধেলয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ, স্ত্রীভ্যঃ 'কিন্নরী'ত্যাখ্যাং দত্ত্বা পর্বতে স্থাতুং বুধস্য নির্দেশশ্চ।]

তাং কথামৈলসম্বদ্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ ॥১
তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিস্তরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ ॥২
কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্ত্তয়ামাস দুর্গতিঃ।
পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্ত্তয়ত্যসৌ ॥৩
তয়োস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগমম্ ॥৪

অষ্টাশীতিতম সর্গ

[ইলা ও বুধের পরস্পর সাক্ষাৎকার; বুধ কর্তৃক সেই স্ত্রীগণকে কিন্নরী নাম দিয়া পর্বতে থাকিতে আদেশ দান।]

রামচন্দ্র-কথিত ইলাসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন।১

তাঁহারা দুইজনে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামকে মহাত্মা মহারাজ ইলের স্ত্রী-পুরুষভাবলাভের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।২

সেই রাজা স্ত্রীরূপী হইয়া তো মহা দুর্গতিতে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় কিরূপে কাল কাটাইতেন এবং পুরুষ হইয়াই বা কি প্রকারে কালাতিপাত করিতেন? ৩

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রী ভূত্বা লোকসুন্দরী।
তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেহস্য পূর্বং পদানুগাঃ ॥৫
তৎকাননং বিগাহ্যাশু বিজহ্রে লোকসুন্দরী।
দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং পদ্ভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা ॥৬
বাহনানি চ সর্বাণি সন্ত্যক্ত্বা বৈ সমন্ততঃ।
পর্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা ॥৭
অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং নানাপক্ষিগণাযুতম্ ॥৮
দদর্শ সা ইলা তস্মিন্ বুধং সোমসুতং তদা।
জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণং সোমমিবোদিতম্ ॥৯
তপন্তঞ্চ তপস্তীব্রমম্ভোমধ্যে দুরাসদম্।
যশস্করং কামকরং তারুণ্যে পর্য্যবস্থিতম্ ॥১০
সা তং জলাশয়ং সর্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা।
সহ তৈঃ পূর্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈঃ রঘুনন্দন ॥১১

বুধস্তু তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ।
নোপলেভে তদাত্মানং স চচাল তদাম্ভসি ॥১২
ইলাং নিরীক্ষ্যমাণস্তু ত্রৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্।
চিন্তাং সমভ্যতিক্রামৎ কা ন্বিয়ং দেবতাধিকা ॥১৩
ন দেবীষু ন নাগীষু নাসুরীষ্বপ্সরঃসু চ।
দৃষ্টপূর্বা ময়া কাচিদ্ রূপেণানেন শোভিতা ॥১৪
সদৃশীয়ং মম ভবেদ্ যদি নান্যপরিগ্রহঃ।
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ কূলমুপাগমৎ ॥১৫
আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
শব্দাপয়ত ধর্মাত্মা তাশ্চৈনঞ্চ ববন্দিরে ॥১৬
স তাঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী।
কিমর্থমাগতা চৈব সর্বমাখ্যাত মা চিরম্ ॥১৭
শুভন্তু তস্য তদ্ বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্।
শ্রুত্বা স্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বা উচুর্মধুরয়া গিরা ॥১৮

তাঁহাদের এতাদৃশ কৌতূহলপূর্ণ বাক্য শুনিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুনর্বার সেই নৃপতির যথোপলব্ধি বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪

এইরূপে সেই নরপতি প্রথম মাসে ত্রিভুবন-সুন্দরী কমললোচনা নারী হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন পূর্ব সহচরগণের সহিত পদব্রজে বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাপূর্ণ কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৫-৬

এক দিবস সেই স্ত্রীরূপী ইলা বাহনসকলকে পরিত্যাগ করত পর্বতসমূহের মধ্যভাগে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৭

তারপর সেই পর্বতীয় বনভূমির অনতিদূরে একটী মনোহর সরোবর আছে। উহাতে নানাবিধ পক্ষী বাস করে।৮

ইলা এই সরোবরে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বীয় শরীর দ্বারা দীপ্যমান সোমনন্দন বুধকে দর্শন করিলেন।৯

তিনি জলমধ্যে তীব্র তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাকে কেহ পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যশস্বী, পূর্ণকাম ও তরুণ অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন। হে রঘুনন্দন! ইলা বুধদর্শনে বিস্মিতা হইয়া পূর্বে যাহারা পুরুষ ছিল, সেই স্ত্রীভাবাপন্ন অনুচরগণের সহিত ঐ সরোবরের জল আলোড়িত করিতে লাগিলেন।১০-১১

বুধও তাঁহাকে দেখিয়াই কামবাণে বিদ্ধ হইলেন এবং আত্মসংযম করিতে না পারিয়া জলমধ্যে বিচলিত হইয়া পড়িলেন।১২

তিনি ত্রৈলোক্যের রূপসমষ্টি অপেক্ষা রূপবতী ইলাকে দর্শন করত উদ্‌গতচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেবাঙ্গনা হইতেও অধিক রূপবতী এই স্ত্রী কে? আমি পূর্বে দেবী, নাগকামিনী, অসুর-রমণী বা অপ্সরাগণের মধ্যে এরূপ রূপবতী রমণী ত কখনও দেখি নাই।১৩-১৪

যদি এই রমণীকে অন্য কেহ বিবাহ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রমণী আমারই যোগ্য স্ত্রী হইতে পারে। বুধ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করত জল হইতে তীরে উত্থিত হইলেন।১৫

তারপর ধর্মাত্মা বুধ আশ্রমে আগমন করত সেই

অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ত্ততে সদা।
অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ ॥১৯
তদ্ বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য চ।
বিদ্যামাবর্ত্তনীং পুণ্যামাবর্ত্তয়তি স দ্বিজঃ ॥২০
সোঽর্থং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা।
সর্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ ॥২১
অত্র কিংপুরুষীর্ভূত্বা শৈলরোধসি বৎস্যথ।
আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥২২
মূল-পত্র-ফলৈঃ সর্বা বর্ত্তয়িষ্যথ নিত্যদা।
স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষান্নাম ভর্তৄন্ সমুপলপ্স্যথ ॥২৩
তাঃ শ্রুত্বা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষীকৃতাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে শৈলং বধ্বস্তা বহুলাস্তদা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রেষ্ঠ রমণীগণকে আহ্বান করিলে, তাহারা তাঁহার সমীপে গিয়া প্রণাম করিল।১৬

অনন্তর ধর্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রৈলোক্য সুন্দরী রমণী কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? এই সমস্ত আমার নিকট বল—বিলম্ব করিও না।১৭

নারীগণ তাঁহারা এতাদৃশ শ্রুতিমনোহর মধুরাক্ষর শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল।১৮

এই সুন্দরী আমাদিগের সদা কর্ত্রী; ইনি অবিবাহিতা সেইজন্যই আমাদিগের সহিত এই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।১৯

দ্বিজ বুধ রমণীবৃন্দের এই সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করত পুণ্যময়ী আবর্তনী বিদ্যার আবর্তন (স্মরণ) করিলেন।২০

তাহাতে নৃপতি ইলের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া মুনিবর সেই সমস্ত কামিনীগণকে বলিলেন।২১

তোমরা কিংপুরুষী (কিন্নরী) হইয়া এই পর্বতপ্রদেশে বাস কর এবং এই পর্বতে তোমরা অতি শীঘ্র নিবাস স্থান প্রস্তুত কর।২২

মূল, পত্র ও ফল দ্বারা তোমাদের সকলকে জীবন-নির্বাহ করিতে হইবে এবং তোমরাও কিংপুরুষগণকে ভর্তৃরূপে প্রাপ্ত হইবে।২৩

কিংপুরুষী নামে প্রসিদ্ধ ঐ স্ত্রীগণ সোমপুত্র বুধের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া সেই পর্বতের সমীপে আবাস স্থাপন করিল। উহারা সংখ্যায় অধিক ছিল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

ঊননবতিতমঃ সর্গঃ

[বুধেলয়োঃ সমাগমঃ, তেন পুরূরবস উৎপত্তিশ্চ ।]

শ্রুত্বা কিংপুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা ।
আশ্চর্য্যমিতি চ ব্রূতামুভৌ রামং জনেশ্বরম্ ॥১
অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ ।
কথয়ামাস ধর্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ ॥২
সর্বাস্তা বিদ্রুতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীর্ঋষিসত্তমঃ ।
উবাচ রূপসম্পন্নাং তাং স্ত্রিয়ং প্রহসন্নিব ॥৩
সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে ।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুষা ॥৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শূন্যে স্বজনবর্জিতে ।
ইলা সুরুচিরপ্রখ্যং প্রত্যুবাচ মহাপ্রভম্ ॥৫
অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্ত্তিনী ।
প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬
তস্যাস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ ।
স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চন্দ্রমসঃ সুতঃ ॥৭
বুধস্য মাধবো মাসস্তামিলাং রুচিরাননাম্ ।
গতো রময়তোঽত্যর্থং ক্ষণবৎ তস্য কামিনঃ ॥৮
অথ মাসে তু সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥৯
সোঽপশ্যৎ সোমজং তত্র তপন্তং সলিলাশয়ে ।
ঊর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥১০
ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ ।
ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্যং ক নু তে মামকা গতাঃ ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্ ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ পরয়া গিরা ॥১২

ঊননবতিতম সর্গ

[বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুরূরবার উৎপত্তি ।]

কিংপুরুষীগণের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করত ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়ে জনেশ্বর রামচন্দ্রকে বলিলেন,—ইহা ত অতি আশ্চর্য্যজনক সংবাদ ।১

ধর্মাত্মা মহাযশস্বী রামচন্দ্র পুনর্বার প্রজাপতি কর্দমের পুত্র ইলের এইরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।২

ঐ সমস্ত কিন্নরীগণ পর্বতপ্রান্তে চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বুধ ঈষৎ হাস্য করত সেই রূপবতী রমণীকে বলিলেন ।৩

অয়ি সুমুখি! আমি ভগবান্ সোমের প্রিয় পুত্র। সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমাকে স্নেহনয়নে নিরীক্ষণ পূর্বক ভজনা কর ।৪

সেই স্বজনবর্জিত শূন্য প্রদেশে বুধের কথা শুনিয়া ইলা পরমসুন্দর মহাতেজস্বী বুধকে এইরূপ বলিলেন ।৫

হে সৌম্য সোমনন্দন! আমি স্বাধীনা, কিন্তু সম্প্রতি আপনার বশবর্তিনী হইলাম, আপনি আমাকে অনুশাসন অথবা আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন ।৬

কামবশীভূত চন্দ্রনন্দন বুধ ইলার এতাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ।৭

এইরূপে সেই সুবদনা ইলার সহিত অতিশয় রমণকারী কামোন্মত্ত বুধের সমগ্র বৈশাখ মাস ক্ষণমাত্রের ন্যায় অতীত হইল ।৮

এদিকে মাস সম্পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন শ্রীমান্ প্রজাপতিনন্দন রাজা ইলও শয্যাতে জাগরিত হইলেন ।৯

তারপর তিনি দেখিলেন,—সোমনন্দন বুধ ঊর্দ্ধবাহু ও অবলম্বন শূন্য হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন ।১০

ভগবন্! আমি এই দুর্গম পর্বতে অনুচরবর্গের সহিত প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার সেই

অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
ত্বঞ্চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দিতঃ ॥১৩
সমাশ্বসিহি ভদ্রন্তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
ফলমূলাশনো বীর নিবসেহ যথাসুখম্ ॥১৪
স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহামতিঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ ॥১৫
ত্যক্ষ্যাম্যহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ।
বর্ত্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৬
সুতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ।
শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে ॥১৭

নহি শক্ষ্যাম্যহং হিত্বা ভৃত্যদারান্ সুখান্বিতান্।
প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥১৮
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্ভুতম্।
সান্ত্বপূর্বমথোবাচ বাসস্ত ইহ রোচতাম্ ॥১৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্দমেয় মহাবল।
সংবৎসরোষিতস্ত্বেহ কারয়িষ্যামি তে হিতম্ ॥২০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥২১
মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ত্যনিশং সদা।
মাসং পুরুষভাবেন ধর্মবুদ্ধিং চকার সঃ ॥২২

সৈন্যগণকে দেখিতেছি না কেন? আমার সৈন্যগণ কোথায় গেল? ১১

তখন রাজর্ষি ইলের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত সোমনন্দন উত্তম বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন।১২

(রাজন্!) তোমার অনুচরবর্গ ভীষণ শিলাবর্ষণে নিহত হইয়াছে এবং তুমি ঝড়-বৃষ্টিতে অত্যন্ত ভীত হইয়া এই আশ্রমপদে নিদ্রিত হইয়াছিলে।১৩

হে বীর! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফলমূল ভোজন করত যথাসুখে এইস্থানে অবস্থান কর।১৪

মহামতি রাজা ইল বুধের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভৃত্যগণের নাশহেতু দীনভাবে পুনর্বার বলিলেন।১৫

হে ব্রহ্মন্! আমি ভৃত্যবিহীন হইয়াও স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি, সুতরাং এখানে ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব আপনি আমাকে স্বরাজ্যে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।১৬

হে ব্রহ্মন্! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অতিশয় ধার্ম্মিক ও মহাযশস্বী। তাহার নাম শশবিন্দু। সেই আমার রাজ্যের অধিকারী হইবে।১৭

হে মহাতেজাঃ! দেশে যে আমার সেবক এবং স্ত্রী-পুত্র আদি পরিবারবর্গের লোক সুখে বাস করিতেছে, আমি তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি আর আমাকে এস্থানে (স্ত্রী-পুত্রাদিকে ছাড়িয়া) অবস্থানরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না।১৮

রাজেন্দ্র ইল এই কথা বলিলে, বুধ সান্ত্বনাদান করত এই পরম অদ্ভুত বাক্য বলিলেন,—এই স্থানে বাস করাই তুমি স্বীকার করিয়া লও।১৯

হে মহাবল কর্দমপুত্র! তুমি সন্তপ্ত হইও না, তুমি সংবৎসরকাল বাস করিলে আমি তোমার হিতসাধন করিব।২০

অক্লিষ্টকর্মা বুধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত ব্রহ্মবাদী ঐ মহাত্মার কথানুসারে রাজা ইল সেই স্থানেই বাস করিতে নিশ্চয় করিলেন।২১

তৎকালে তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া নিরন্তর বুধের সহিত রমণ করিতেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্মাচরণে নিরত থাকিতেন। এইরূপে আটমাস অতীত হইলে নবম মাসে সুন্দরী ইলা সোমসুত বুধ হইতে পুরূরবা নামক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী ও তেজস্বী ছিলেন। সুন্দরী ইলা

ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্।
জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমূর্জ্জিতম্ ॥২৩

জাতমাত্রে সুশ্রোণী পিতুর্হস্তে ন্যবেশয়ৎ।
বুধস্য সমবর্ণঞ্চ ইলা পুত্রং মহাবলম্ ॥২৪

বুধস্তু পুরুষীভূতং স বৈ সংবৎসরান্তরম্।
কথাভী রময়ামাস ধর্ম্মযুক্তাভিরাত্মবান্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊননবতিতমঃ সর্গঃ ॥

জাত মাত্রেই সেই বালককে তাহার পিতা বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ পুত্র বুধের ন্যায় অপরূপ সুন্দর ছিল।২২-২৪

সংবৎসর মধ্যে যে যে মাসে ইলা পুরুষ হইতেন, সেই সেই মাস বুধ সংযমী হইয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ সর্গঃ

[অশ্বমেধানুষ্ঠানেনেলায়াঃ পুরুষত্বপ্রাপ্তিঃ।]

অথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্।
উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ ॥১
ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা।
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি ॥২
তয়োস্তদ্ বাক্যমাধুর্য্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ।
রামঃ পুনরুবাচেমাং প্রজাপতিসুতে কথাম্ ॥৩
পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্।
সংবর্তং পরমোদারমাজুহাব মহাযশাঃ ॥৪
চ্যবনং ভৃগুপুত্রঞ্চ মুনিং চারিষ্টনেমিনম্।
প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্বাসসং মুনিম্ ॥৫
এতান্ সর্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞস্তত্ত্বদর্শনঃ।
উবাচ সর্বান্ সুহৃদো ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতান্ ॥৬
অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দমস্য ইলঃ সুতঃ।
জানীতৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্ ॥৭
তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ।
কর্দমস্তু মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমৎ ॥৮

নবতিতম সর্গ

[অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি।]

রামচন্দ্র পুরূরবার অদ্ভুত জন্মবিবরণ এইরূপে বর্ণনা করিলে, মহাযশস্বী ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন।১

হে নরশ্রেষ্ঠ! ইলা সোমনন্দনের নিকট সংবৎসর-কাল বাস করত তৎপরে কি করিলেন? আপনি যথার্থরূপে আমাদের নিকট তাহা বলুন।২

তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসাসূচক এতাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র সেই প্রজাপতিনন্দন ইলের বিষয় পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।৩

যখন মহাবীর ইল একমাস কাল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তখন পরমবুদ্ধিমান্ মহাযশস্বী বুধ পরম উদার মহাত্মা সংবর্ত্তকে আহ্বান করিলেন।৪

ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেমি, প্রমোদন মোদকর ও দুর্ব্বাসামুনিকেও আমন্ত্রিত করিলেন।৫

পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ।
ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥৯
তে সর্বে হৃষ্টমনসঃ পরস্পরসমাগমে।
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্‌বাক্যান্যথাব্রুবন্ ॥১০
কর্দমস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্।
দ্বিজাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি ॥১১
নান্যং পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্।
নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ ॥১২
তস্মাদ্ যজামহে সর্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্।
কর্দমেনৈবমুক্তাস্তু সর্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ ॥১৩
রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং রুদ্রস্যারাধনং প্রতি।
সংবর্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১৪
মরুত্ত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ।
ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ ॥১৫
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ।
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা ॥১৬
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসন্নিধৌ।
প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৭
অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্।
তথা বদতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ ॥১৮
প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুষস্ত্বিলা।
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ॥১৯
ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত।
নিবৃত্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে ॥২০

ইঁহাদের সকলকে আহ্বান করত বাক্‌প্রয়োগনিপুণ ও তত্ত্বদর্শী বুধ ধৈর্য্যদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাগত সকলকে বলিলেন।৬

এই মহাবাহু রাজা ইল প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র; ইনি যেরূপে এতাদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। অতএব যাহাতে ইঁহার কল্যাণ হয়, তাহার উপায় করুন।৭

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত বুধের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী কর্দ্দম সেই আশ্রমে উপনীত হইলেন।৮

তাঁহার সহিত মহাতেজস্বী পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার এবং ওঁকারও সেই আশ্রমে আগমন করিলেন।৯

এইরূপে পরস্পর সমাগত হইয়া মিলিত হইলে তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে বাহ্লিপতি ইলের হিতাভিলাষে পৃথক্‌রূপে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।১০

প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবীপতি যাহাতে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, আপনারা সকলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করুন।১১

এই নরপতি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ভগবান্ উমাপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও ইঁহার প্রকৃত ঔষধ দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নাই, যাহা সেই মহাত্মা মহাদেবের অধিক প্রিয় হইতে পারে।১২

অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই নরেন্দ্রের নিমিত্ত সেই দুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিব। কর্দ্দম এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভগবান্ রুদ্রের আরাধনার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি সংবর্ত্তের শিষ্য শত্রুনগর-বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি মরুত্ত সেই যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। বুধের আশ্রমসমীপে সেই সুমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল।১৩-১৫

তাহাতে মহাযশস্বী রুদ্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি ইলের সম্মুখেই পরম প্রীতিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের ভক্তি ও এই অশ্বমেধ দ্বারা অতিশয় প্রীত হইয়াছি।১৬-১৭

সম্প্রতি এই বাহ্লিকরাজের কি শুভ ও প্রিয়কার্য্য

যথাগতং দ্বিজাঃ সর্বে তেঽগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ।
রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্ ॥২১
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।
শশবিন্দুশ্চ রাজর্ষির্বাহ্লিং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২২
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।
স কালে প্রাপ্তবাঁল্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্ ॥২৩
ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্।
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভৌ ॥
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদপি দুর্লভম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

করিব? দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে এইরূপ প্রসন্ন করিলেন, যাহাতে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয়। তখন মহাদেবও প্রীতিসহকারে তাঁহাকে পুনর্বার পুরুষত্ব প্রদান করিলেন।১৮-১৯

অতিশয় তেজস্বী মহাদেব ইলাকে পুরুষত্ব দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত ও মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, বহুদর্শী ব্রাহ্মণগণও যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিক দেশ ছাড়িয়া মধ্যদেশে (গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমনিকটে) এক পরম উত্তম এবং যশস্বী নগর স্থাপন করিলেন, যাহার নাম প্রতিষ্ঠানপুর।* শত্রুপুরজয়ী শশবিন্দু বাহ্লিকদেশের রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র বলবান্ রাজা ইল প্রতিষ্ঠান নগরের শাসক হইলেন। তারপর কালক্রমে রাজা ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইলানন্দন রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব যে, ইল একবার স্ত্রী হইয়াও পুনর্বার তৎপ্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্য দুর্লভ বস্তুও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২০-২৪

* প্রয়াগ হইতে পূর্বে গঙ্গার তীরবর্ত্তী বর্ত্তমানে যে ঝুসী নামে স্থান, তাহাই প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠানপুর।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত

একনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুজ্ঞয়া অশ্বমেধযজ্ঞপ্রস্তুতিঃ।]

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাতৃভ্যামমিতপ্রভঃ।
লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ ॥১
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্যপম্।
দ্বিজাংশ্চ সর্বপ্রবরানশ্বমেধপুরস্কৃতান্ ॥২
এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা ॥৩
তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥৪
তে দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্।
রাঘবং সুদুরাধর্ষমাশীর্ভিঃ সমপূজয়ন্ ॥৫
প্রাঞ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥৬
তেঽপি রামস্য তচ্ছ্রুত্বা নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্।
অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্বশঃ ॥৭
স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভৃশং প্রীতোঽভবৎ তদা ॥৮
বিজ্ঞায় কর্ম তত্তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥৯
যথা মহদ্ভির্হরিভির্বহুভিশ্চ বনৌকসাম্।
সার্ধমাগচ্ছ ভদ্রং তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্ ॥১০
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞমায়াত্বতুলবিক্রমঃ ॥১১
রাজানশ্চ মহাভাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু যজ্ঞং ভূমিনিরীক্ষকাঃ ॥১২

একনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি।]

অমিততেজস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ভ্রাতৃযুগল ভরত ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্বার এই ধর্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।১

লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইতে সমর্থ, ব্রাহ্মণদিগের অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ এবং অপর ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত আমি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধানে সুলক্ষণ অশ্ব বিসর্জন করিব।২-৩

রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্রগামী লক্ষ্মণ সেই দ্বিজবরগণকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করাইলেন।৪

ঋষিগণও অত্যন্ত দুর্জয় ও দেবোপম রামচন্দ্রকে দর্শন করত তৎকর্তৃক অভিবাদিত হইয়া আশীর্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।৫

অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে অশ্বমেধবিষয়ক ধর্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।৬

তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করত ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা করিলেন।৭

রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অদ্ভুত জ্ঞানযুক্ত অশ্বমেধ-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।৮

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে তাঁহাদের স্বীকৃতি পাইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট এই সংবাদ পাঠাও যে, হে কপীশ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বনবাসী বিশালকায় বানরগণের সহিত অশ্বমেধযজ্ঞ মহোৎসবের আনন্দানুভবের জন্য আগমন কর।৯-১০

অতুলবিক্রম রাক্ষসরাজ বিভীষণ যেন যথেচ্ছ গমনশীল রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া এই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে সমাগত হয়।১১

লক্ষ্মণ! যে সকল মহাভাগ মহীপতি নিয়ত আমার

দেশান্তরগতা যে চ দ্বিজা ধর্মসমাহিতাঃ।
আমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ ॥১৩
ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহূয়ন্তাং তপোধনাঃ।
দেশান্তরগতাঃ সর্বে সদারাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ॥১৪
তথৈব তালাবচরাস্তথৈব নটনর্তকাঃ।
যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে ॥১৫
আজ্ঞাপ্যতাং মহাবাহো তদ্ধি পুণ্যমনুত্তমম্।
শান্তয়শ্চ মহাবাহো প্রবর্ত্তন্তাং সমন্ততঃ ॥১৬
শতশশ্চাপি ধর্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যমনুত্তমম্।
অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন ॥১৭
তুষ্টঃ পুষ্টশ্চ সর্বোঽসৌ মানিতশ্চ যথাবিধি।
প্রতিযাস্যতি ধর্মজ্ঞ শীঘ্রমামন্ত্র্যতাং জনঃ ॥১৮
শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুষ্মতাম্।
অযুতং তিলমুদ্গস্য প্রযাত্বগ্রে মহাবল ॥১৯
চণকানাং কুলিত্থানাং মাষাণাং লবণস্য চ।
অতোঽনুরূপং স্নেহঞ্চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ ॥২০
সুবর্ণকোট্যো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে সমাধিনা ॥২১
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ সর্বে চ নটনর্ত্তকাঃ।
সূদা নার্য্যশ্চ বহবো নিত্যং যৌবনশালিনঃ ॥২২
ভরতেন তু সার্ধন্তে যান্তু সৈন্যানি চাগ্রতঃ।
নৈগমান্ বাল-বৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতান্ ॥২৩
কর্মান্তিকান্ বর্ধকিনঃ কোশাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্।
মম মাতৃস্তথা সর্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ ॥২৪
কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ ॥২৫
উপকার্য্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ ॥২৬

হিতাভিলাষী, তাঁহারা অনুচরবর্গের সহিত সত্বর সমাগত হইয়া যজ্ঞভূমি নিরীক্ষণ করুন।১২

আমার হিতাভিলাষী যে সকল ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ কার্য্যবশতঃ দেশান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অশ্বমেধযজ্ঞে আমন্ত্রণ কর।১৩

হে মহাবাহো! তপোধন ঋষিগণকে এবং দেশান্তরস্থিত সস্ত্রীক দ্বিজাতিদিগকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর।১৪

সেইরূপ তাল (সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ) দিয়া রঙ্গভূমিতে বিচরণকারী সূত্রধার, নট ও নর্ত্তকগণকেও এই যজ্ঞে আহ্বান কর। হে বীর! নৈমিষারণ্য মধ্যে গোমতী নদীতীর অতি পবিত্র ক্ষেত্র, অতএব সেই স্থানেই অতি বিশাল যজ্ঞভূমি নির্মাণ করিতে আদেশ কর এবং চতুর্দ্দিকে শান্তি কর্ম্মও প্রবর্ত্তিত কর।১৫-১৬

শত শত ধর্মজ্ঞ পুরুষ নৈমিষারণ্যে যাইয়া মৎকৃত অতি উত্তম অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ দর্শন করত কৃতার্থ হউক।১৭

ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ! শীঘ্র লোকসকলকে আহ্বান কর। যাহারা যজ্ঞে আসিবে, তাহারা যেন বিধিপূর্বক তুষ্ট, আহারাদিতে পুষ্ট ও দানাদিদ্বারা সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া যায়।১৮

হে মহাবল! ভারবাহী লক্ষ পশু অভগ্নতণ্ডুল এবং দশসহস্র পশু তিল, মুগ, চণক (ছলা), কুলিত্থ, মাষ ও লবণ লইয়া অগ্রে গমন করুক। ইহার অনুরূপ ঘৃত, তৈল, দুধ ও দধি এবং চন্দন ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য প্রেরিত হউক। শতকোটি সুবর্ণ এবং শতকোটি রজত লইয়া ভরত অতিসাবধানে অগ্রে গমন করুক।১৯-২১

নট, নর্ত্তক ও নবযৌবনা কামিনীগণ এবং পথিমধ্যে আবশ্যক বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে বাজার বসাইতে সমর্থ ব্যবসায়ীরা ভরতের সহিত গমন করুক।২২

ভরতের আগে আগে সৈন্যগণও গমন করুক। মহাযশস্বী ভরত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান, বালক, বৃদ্ধ, কিঙ্কর, কোষাধ্যক্ষ, আমার মাতৃগণ, কুমারান্তঃপুর (ভরতাদির স্ত্রী), বণিক্‌জন, বর্দ্ধকী এবং যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া সাবধানে অগ্রে যাত্রা করুক।২৩-২৫

অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্।
ভরতঃ স তদা মাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥২৭

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্ ॥২৮

নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র মহাতেজস্বী পার্থিবগণের নিমিত্ত এই মহার্হ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।২৬

ভরত বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্র গ্রহণ করত শত্রুঘ্ন ও মহাবল অনুচরবর্গের সহিত অগ্রগামী হইলেন।২৭

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্য্যে রত হইল।২৮

বিভীষণ বহু রাক্ষস ও রমণীগণের সহিত সমাগত হইয়া মহাত্মা উগ্রতপা ঋষিগণের পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইল।২৯

মহাত্ম বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্যাশ্বমেধযজ্ঞে দান-মানয়োর্বৈশিষ্টম্।]

তৎ সর্বমখিলেনাশু প্রস্থাপ্য ভরতাগ্রজঃ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং মুমোচ হ ॥১

ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্ধমশ্বে চ বিনিযুজ্য চ।
ততোঽভ্যগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্ ॥২

যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥৩

নৈমিষে বসতস্তস্য সর্ব এব নরাধিপাঃ।
আনিন্যুরুপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥৪

অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ।
ভরতঃ সহ শত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে ॥৫

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
পরিবেষণঞ্চ বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে ॥৬

বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত ॥৭

উপকার্য্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ ॥৮

দ্বিনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞের দান-মানের বিশেষতা।]

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র এইরূপে নিখিল দ্রব্য পূর্ণরূপে প্রেরণ করত কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ উত্তম লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব বিসর্জ্জন করিলেন।১

পুরোহিতগণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করত স্বয়ং সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন।২

সেখানে নির্মিত অত্যন্ত অদ্ভুত যজ্ঞভূমি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—অতি সুন্দর হইয়াছে।৩

তিনি নৈমিষারণ্যে নিবাস করিলে, তাঁহার নিকট নানাদেশীয় নরপতিগণ বহুবিধ উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামচন্দ্রও তাঁহাদিগকে যথাবিধি স্বাগত সৎকার করিলেন।৪

রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন সমবেত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন।৫

এবং সুবিহিতো যজ্ঞো হ্যশ্বমেধো হ্যবর্ত্তত।
লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্য্যা প্রবর্ত্তত ॥৯

ঈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্।
নান্যঃ শব্দোঽভবৎ তত্র হয়মেধে মহাত্মনঃ ॥১০

ছন্দতো দেহি দেহীতি যাবৎ তুষ্যন্তি যাচকাঃ।
তাবৎ সর্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যে মহাত্মনঃ ॥১১

বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ।
ন নিঃসৃতং ভবত্যোষ্ঠাদ্ বচনং যাবদর্থিনাম্ ॥১২

তাবদ্ বানর-রক্ষোভির্দত্তমেবাভ্যদৃশ্যত।
ন কশ্চিন্মলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ ॥১৩

তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে।
যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥১৪

নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলঙ্কৃতম্।
যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ ॥১৫

বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।
হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্ ॥১৬

অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।
ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥১৭

ঈদৃশো দৃষ্টপূর্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ।
সর্বত্র বানরাস্তস্থুঃ সর্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ ॥১৮

বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্।
ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্বগুণান্বিতঃ ॥
সংবৎসরমথো সাগ্রং বর্ত্ততে ন চ হীয়তে ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তখন সুগ্রীবের সহিত মহামনস্বী বানরগণ সংযতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিল।৬

বহু রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ অত্যন্ত সাবধান হইয়া উগ্রতপস্বী ঋষিগণের কিঙ্করররূপে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সেই যজ্ঞে যে সকল রাজা অনুচরবর্গের সহিত সমাগত হইয়াছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলকেই বহুমূল্য বাসস্থান প্রদান করিলেন।৭-৮

এইরূপে সেই সুবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্তিত হইল এবং যজ্ঞীয় অশ্ব লক্ষ্মণ সাবধানে রক্ষা করিয়া অশ্বের ভূমণ্ডলে ভ্রমণরূপ কার্য্য সমাধা করিলেন।৯

তৎকালে রাজসিংহ মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অনুত্তম মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল। ঐ যজ্ঞে সর্বদিকে কেবল একটি শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, যতক্ষণ না যাচক সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ তাহার ইচ্ছানুসারে 'দাও দাও' এই শব্দ; অন্য শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। মহাত্মা রামের ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে প্রার্থীগণকে সব কিছু প্রদত্ত হইতে লাগিল।১০-১১

প্রার্থীদিগের মুখ হইতে 'দাও' এই শব্দ নির্গত হইতে না হইতেই বানর এবং রাক্ষসগণ গুড়জাত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য ও খাণ্ডব(মিষ্টান্নবিশেষ)সকল প্রদান করিতে লাগিল—ইহা নয়নগোচর হইল। রাজা রামের সেই হৃষ্টপুষ্ট জনপূর্ণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কেহ মলিন, দীন বা ক্লিষ্ট রহিল না। রাজা রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞে যে সকল দীর্ঘজীবী তপোধন মহর্ষি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্বে কখন এরূপ যজ্ঞ এবং এরূপ প্রভূত দানসামগ্রী দেখিয়াছেন কিনা, চিন্তা করিয়াও স্মরণ করিতে পারিলেন না। এই যজ্ঞে সুবর্ণ প্রার্থীকে সুবর্ণ, ধনার্থীকে ধন ও রত্নার্থীকে রত্ন প্রদত্ত হইতেছে। নিরন্তর প্রদত্ত হিরণ্য, সুবর্ণ, রত্ন এবং বস্ত্রের রাশি (চতুর্দিকে) দেখা যাইতেছে। ইন্দ্র সোম, যম এবং বরুণের যজ্ঞেও পূর্বে কখন এরূপ দেখা যায় নাই। এইরূপে রাজসিংহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বানর ও রাক্ষসগণ সর্বত্র পর্য্যটন করত হস্তপূর্ণ করিয়া বস্ত্র, ধন ও অন্ন যাচকগণকে তত্তদ্ বস্তু দিতে লাগিল। রাজসিংহ শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ একবৎসরের অধিককাল চলিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় হইল না, বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।১২-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামযজ্ঞে মহর্ষি-বাল্মীকেরাগমনম্, তৎকৃতরামায়ণং গাতুং কুশ-লবৌ প্রতি আদেশশ্চ ।]

বর্ত্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে ।
সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥১
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্ ।
একান্ত ঋষিবাহানাং চকার উটজাঞ্ শুভান্ ॥২
শকটাংশ্চ বহূন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্ ।
বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ ॥৩
আসীৎ সুপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ।
বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্ ॥৪
স শিষ্যাবব্রবীদ্ধৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা ॥৫
ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ ॥৬
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে ।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥৭
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ ।
জাতানি পর্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্ ॥৮
ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ ।
মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ ॥৯
যদি শব্দাপয়েদ্ রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগং প্রবর্ত্ততাম্ ॥১০
দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা ।
প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা ॥১১
লোভশ্চাপি ন কর্ত্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া ।
কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা ॥১২

ত্রিনবতিতম সর্গ

[শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন এবং তাঁহার রামায়ণ গীতি গাহিতে কুশ ও লবের প্রতি আদেশ ।]

এইরূপে সেই অত্যন্ত অদ্ভুত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইতে থাকিলে, শিষ্যগণের সহিত ঋষিপ্রবর ভগবান্ বাল্মীকি আগমন করিলেন ।১

তিনি সেই দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া ঋষিসমূহের বাসস্থানের জন্য নির্মিত আবাসের নিকট সুন্দর পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন ।২

রাজভৃত্যগণ বাল্মীকির আবাসগৃহের অদূরে অন্নাদিতে পূর্ণ বহু শকট এবং অতি উৎকৃষ্ট ফল-মূলসকল স্থাপিত করিল ।৩

রাজা শ্রীরাম এবং বহুসংখ্যক মহাত্মা মুনিগণদ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হইয়া মহাতেজস্বী ও আত্মজ্ঞানী বাল্মীকিমুনি অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ।৪

অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য কুশ ও লবকে বলিলেন,—তোমরা হৃষ্টান্তঃকরণে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে ও রাজপথে পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ গীতিকাব্য গান কর ।৫-৬

শ্রীরামচন্দ্রের গৃহদ্বারে ও যেস্থানে যজ্ঞকার্য্য হইতেছে, সেখানে যাইয়া যজ্ঞস্থলে ঋষিগণের সম্মুখে রামায়ণ গীতিকাব্য বিশেষরূপে গান কর ।৭

এই পর্বতশিখরে স্থিত বৃক্ষে উৎপন্ন স্বাদিষ্ট বিবিধ উত্তম ফল ক্ষুধা সময়ে ভক্ষণ করিতে করিতে গান করিতে থাক ।৮

হে বৎস-যুগল ! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল ও মূল পরিত্যাগ করিও না ; কারণ, এই সকল ভক্ষণ করিলে তোমাদের কোন শ্রম হইবে না এবং কণ্ঠস্বরের মধুরতা নষ্ট হইবে না ।৯

যদি মহারাজ রামচন্দ্র উপবিষ্ট ঋষিসমূহের সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করেন,

যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবং নরাধিপম্ ॥১৩
ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ ॥১৪
আদিপ্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্।
পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ ॥১৫
তদ্ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।
গায়তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥১৬
ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা।
বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ ॥১৭
সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ।
তথৈব করবাবেতি নির্জগ্মতুররিন্দমৌ ॥১৮
তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ
নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং
যথাশ্বিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তাহা হইলে তোমরা তথায় যথাযোগ্য সঙ্গীত করিতে থাকিবে।১০

আমি পূর্বে বহু প্রমাণ দেখাইয়া যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রতিদিন মধুর স্বরে বিংশতি সর্গ গান করিবে।১১

ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যক নাই, অতএব তোমরা লোভবশতঃ কোনমতে ধন গ্রহণ করিবে না।১২

যদি রামচন্দ্র তোমাদিগকে 'তোমরা কাহার পুত্র?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এইমাত্র বলিবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।১৩

তোমরা স্থানবিশেষে এই শ্রুতিমধুর মনোহরধ্বনি করত নির্ভয়ে গান করিতে থাকিবে। রাজা ধর্ম্মতঃ নিখিল জীবের পিতা, অতএব তোমরা তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদি হইতে গান করিবে। তোমরা কল্য প্রভাতে একমনে হৃষ্টান্তঃকরণে তন্ত্রীলয়সংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিও।১৪-১৬

পরমোদার প্রাচেতস ঋষিবর বাল্মীকি শিষ্যযুগলকে বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।১৭

জানকীনন্দন অরিন্দম কুশ ও লব মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া 'আমরা তাহাই করিব' এই বলিয়া নির্গত হইলেন।১৮

অশ্বিনীকুমারযুগল যেরূপ ভার্গব-কথিত সংহিতা শ্রবণ করেন, তদ্রূপ কুশ ও লব মহর্ষি-ভাষিত বাক্য মনোমধ্যে ধারণপূর্বক উৎসুকহৃদয়ে সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

[লব-কুশয়ো রামায়ণকাব্যগানম্ ।]

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্বং সর্বং তত্রোপগায়তাম্ ॥১
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্য্যবিনির্মিতাম্ ।
অপূর্বাং পাঠ্যজাতীঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্ ॥২
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্ ।
বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ ॥৩
অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্ ।
পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা ॥৪
পৌরাণিকাঞ্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্ ॥৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্ ।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্য্যবিশারদান্ ॥৭
ভাষাজ্ঞানিঙ্গিতজ্ঞাংশ্চ নৈগমাংশ্চাপ্যশেষতঃ ।
হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্ ॥৮
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্ ।
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্ ॥৯
শাস্ত্রজ্ঞান্ নীতিনিপুণান্ বেদান্তার্থপ্রকাশকান্ ।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥১০
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্ ।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥১১
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্ ।
ন চ তৃপ্তিং যযুঃ সর্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা ॥১২

চতুর্নবতিতম সর্গ

[লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণকাব্য গান ।]

রজনী প্রভাত হইলে, লব-কুশ স্নান ও হোমাদি কার্য্য সমাধান করত মহর্ষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সেখানে সম্পূর্ণ রামায়ণ সঙ্গীত করিতে লাগিলেন ।১

সেই আদিকবিনির্ম্মিত, অপূর্ব ষড়্জাদিস্বর-সমন্বিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নানা গেয় অলঙ্কার-শোভিত সঙ্গীত শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিলেন ।২

নরেন্দ্র রাঘব বালক দুইটির মুখে বহুবিধ প্রমাণ—ধ্বনি-পরিচ্ছেদের সাধনভূত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত—এই ত্রিবিধ রূপে আবৃত্তি অথবা সপ্তবিধ স্বরসমূহের ভেদ প্রদর্শনার্থ নানাছন্দে নির্মিত এবং তন্ত্রীলয়-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন ।৩

তারপর নরোত্তম শ্রীরাম কর্মানুষ্ঠান হইতে অবকাশ পাইলে মহামুনি, রাজা, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, পৌরাণিক, বৈয়াকরণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরসকলের লক্ষণজ্ঞ, গীতশ্রবণে উৎসুক শ্রেষ্ঠ দ্বিজ, সামুদ্রিক লক্ষণ ও সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নিগমাগমকুশলী কিংবা পুরবাসী, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দসকলের চরণ ও তাহার লঘু-গুরু অক্ষর এবং উহার সম্বন্ধের জ্ঞাতা বিদ্বান্, বৈদিকছন্দে অভিজ্ঞ পণ্ডিত, স্বরসকলের হ্রস্ব-দীর্ঘ আদি মাত্রা বিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ্যা-পারদর্শী, ক্রিয়াবান্, কার্য্যকুশল পুরুষ, বিভিন্নভাষাবিদ্, ইঙ্গিতজ্ঞ ও মহাজনদিগকে আহ্বান করিলেন। শুধু ইঁহাদিগকেই নহে, পরন্তু যাঁহারা তর্কপ্রয়োগনিপুণ নৈয়ায়িক, যুক্তিবাদী, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সভ্যগণ, ছন্দবিদ্, পুরাণ ও বেদজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, চিত্রকলায় বিদ্বান্, ধর্মশাস্ত্রানুকূল সদাচারবিজ্ঞ, দর্শন ও কল্পসূত্রে পারদর্শী এবং বেদান্তার্থ প্রকাশক ব্রহ্মবিদ্গণকেও আহ্বান করিয়া শ্রীরাম রামায়ণ-গায়ক দুইজনকে বসাইলেন ।৪-১০

তারপর তাঁহাদের কথানুসারে মুনিবালক কুশ ও লব শ্রোতৃবর্গের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন ।১১

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ ॥১৩
উচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোত্থিতৌ ॥১৪
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ ॥১৫
এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ।
প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্বসর্গং নারদদর্শিতম্ ॥১৬
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশত্যগায়তাম্।
ততোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত ॥১৭
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
অষ্টাদশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনৌ ॥১৮
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো
বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯

এইরূপে সেই গন্ধর্বশাস্ত্রোক্ত সুমধুর অলৌকিক গীত আরম্ভ হইল। শ্রোতৃগণ—গেয়বস্তুর বিশেষতা নিবন্ধন বারংবার ঐ গান শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।১২

সমুদয় মহর্ষি ও মহাপরাক্রমশালী নৃপতিগণ বারংবার বালক-যুগলকে এইরূপভাবে দেখিতে লাগিলেন যেন চক্ষু দ্বারা তাহাদের রূপমাধুরী পান করিতেছেন।১৩

তাঁহারা একমনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, এই বালক দুইটি যেন রামচন্দ্রেরই সদৃশ। ইহারা বিম্ব হইতে প্রকটিত প্রতিবিম্বের ন্যায় মনে হইতেছে।১৪

যদি এই গায়কযুগলের মস্তকে জটা ও পরিধানে বল্কল না থাকিত, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের কোনই পার্থক্য থাকিত না।১৫

পৌর ও জানপদবর্গ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এদিকে গায়কযুগলও নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে রামায়ণের আদি হইতে গান আরম্ভ করিলেন।১৬

দীয়মানং সুবর্ণং তু নাগৃহ্লীতাং কুশীলবৌ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ ॥২০
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে ॥২১
তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ ॥২২
তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ।
পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥২৩
কিং প্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ।
কর্ত্তা কাব্যস্য মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ॥২৪
পৃচ্ছন্তং রাঘবং বাক্যমূচতুর্মুনিদারকৌ।
বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্ ॥
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্ ॥২৫
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎসহস্রকম্।
উপাখ্যানশতং চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা ॥২৬

তাঁহারা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শ্রবণ করত অপরাহ্ণ সময়ে ভ্রাতা ভরতকে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ! এই মহাত্মা গায়কযুগলকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহাদের অভিলাষানুরূপ অপর দ্রব্যাদিও প্রদান কর। আজ্ঞা পাইয়া ভরত শীঘ্র ঐ দুই বালককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা কুশ ও লব তাহা গ্রহণ করিলেন না, উপরন্তু মহাত্মা দুইজন বিস্ময় সহকারে বলিলেন,—ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? ১৭-২০

আমরা বনমধ্যে বাস করি এবং বনজাত ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি; সুতরাং এই সুবর্ণ বা হিরণ্য লইয়া আমরা বনমধ্যে কি করিব? ২১

বালকযুগল এই কথা বলিলে, শ্রোতাদের মনে অতিশয় কৌতূহল জাগিল। তখন রামচন্দ্র ও শ্রোতৃগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।২২

আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্‌কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা ॥২৭
কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব।
প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবত্তাবৎ সর্বস্য বর্ততে ॥২৮
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজঞ্ছ্রবণায় মহারথ।
কর্মান্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণুষ্ব সহানুজঃ ॥২৯
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবম্।
প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩০
রামোঽপি মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
শ্রুত্বা তদ্গীতিমাধুর্য্যং কর্মশালামুপাগমৎ ॥৩১
শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তং
কুশী-লবাভ্যাং পরীগীয়মানম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র ইহা শুনিতে উৎসুক হইলেন যে, কি, এই কাব্যের উপলব্ধি কোথা হইতে হইল? তখন মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ মুনিবালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।২৩

এই কাব্যের পরিমাণ (শ্লোক সংখ্যা) কত এবং এই কাব্যের কর্ত্তা কে এবং সেই মুনিপ্রবর কোথায়? ২৪

রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি-বালক-যুগল উত্তর করিলেন,—ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা,—তিনি এই কাব্যে আপনার সমগ্র চরিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই যজ্ঞ সন্নিধানেই উপস্থিত আছেন।২৫

সেই তপস্বী কবিবিরচিত এই মহাকাব্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান আছে।২৬

মহাত্মা এই মহাকাব্যে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তপর্য্যন্ত পাঁচশত সর্গ ও ছয় কাণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন এবং উত্তরকাণ্ডও তিনি রচনা করিয়াছেন।২৭

আমাদিগের গুরু ঋষিপ্রবর বাল্মীকি আপনার চরিত অবলম্বন করিয়া এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।২৮

হে মহারথ! যদি আপনার এই কাব্য শুনিতে মতি (অভিলাষ) হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অনুজগণের সহিত (নিয়মিতভাবে) ইহা শ্রবণ করুন।২৯

মুনিবালক-যুগলের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' বলিলেন। তৎপরে সেই দুই ভ্রাতা লব ও কুশ শ্রীরঘুনাথের অনুমতি লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যেখানে মুনিবর অবস্থান করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেন।৩০

শ্রীরামও মহাত্মা মুনিবৃন্দ ও ভূপতিগণের সহিত ঐ মধুর সঙ্গীত শুনিয়া কর্মশালায় (যজ্ঞমণ্ডপে) চলিয়া যাইলেন।৩১

রামচন্দ্র এইরূপে প্রথমদিন কতিপয় সর্গযুক্ত, সুন্দর স্বর ও মধুর শব্দপূর্ণ, তাল-লয় সমন্বিত এবং বীণাধ্বনির ব্যঞ্জনার সহিত সম্পৃক্ত সেই কুশীলবের সুমধুর রামায়ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শুদ্ধতাপ্রমাণায় তাং শপথং কারয়িতুং শ্রীরামস্য বিচারঃ।]

রামো বহূন্যহান্যেব তদ্গীতং পরমং শুভম্।
সুশ্রাব মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ ॥১
তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ ॥২
দূতাঞ্ছুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া।
মদ্বচো ব্রূত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে ॥৩
যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্ ॥৪
ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মে লঘু ॥৫
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতি পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ ॥৬

শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
দূতাঃ সম্প্রযযুর্বাটং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ ॥৭
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্।
উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি মধুরাণি চ ॥৮
তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৯
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥১০
তথোক্তা মুনিনা সর্বে রাজদূতা মহৌজসঃ।
প্রত্যেত্য রাঘবং সর্বং মুনিবাক্যং বভাষিরে ॥১১
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ।
ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত ॥১২

পঞ্চনবতিতম সর্গ

[সীতার শুদ্ধতা প্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহাকে শপথ করাইতে শ্রীরামের বিচার।]

রামচন্দ্র এইরূপে মহর্ষি, ভূপতি ও বানরগণের সহিত বহুদিবস সেই উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।১

পরে রামায়ণগানেই কুশ ও লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া সভামধ্যেই শুদ্ধাচারী দূতগণকে আহ্বান করত নিজবুদ্ধিতে বিচার করিয়া বলিলেন,— তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া আমার এই কথাগুলি বল।২-৩

জানকীর চরিত্র যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয়, তবে তিনি মহামুনির অনুমতি লইয়া স্বীয় বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন।৪

তোমরা মহর্ষির এবং সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সীতা যদি বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে সত্বর আমাকে আসিয়া বলিবে।৫

তাহা হইলে জনকনন্দিনী মৈথিলী কল্য প্রাতেই সভামধ্যে আসিয়া আমার কলঙ্ক দূর করার জন্যই শপথ করুন।৬

রামচন্দ্রের এই অত্যন্ত অদ্ভুত কথা শ্রবণ করত দূতগণ বিস্মিত হইয়া সত্বর মহামুনি বাল্মীকির নিকট গমন করিল।৭

মহাত্মা বাল্মীকি অতুলনীয় তেজস্বী এবং স্বীয় তেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিলেন। ঐ দূতেরা যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত রামের সেই কোমল ও মধুর কথাগুলি নিবেদন করিল।৮

মহাতেজস্বী বাল্মীকিও তাহাদের বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন।৯

তাহাই হইবে, তোমাদের মঙ্গল হউক। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, অতএব রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, সীতা তাহাই করিবেন।১০

মহামুনি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রাজদূতগণ মহাশক্তিশালী রাঘবসমীপে আগমন করিয়া মুনিবাক্য নিবেদন করিল।১১

ভবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চৈবান্যোঽপি কাঙ্ক্ষতে ॥১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥১৪
রাজানশ্চ মহাত্মানঃ প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ ॥১৫
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তাঞ্ছত্রুসূদনঃ ॥১৬
ইতি সম্প্রবিচার্য্য রাজসিংহঃ
শ্বোভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ্জ মুনীন্ নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্
স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামচন্দ্র মহাত্মা বাল্মীকির উত্তর শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া সমাগত মহর্ষি ও ভূপতিদিগকে বলিলেন।১২

পূজ্যপাদ মহর্ষি, আপনারা সকলে শিষ্যগণের সহিত সভামধ্যে উপস্থিত আছেন। অনুচরবৃন্দের সহিত রাজগণও সভায় সমবেত হইয়াছেন। আপনারা এবং অপর যাহাদের অভিলাষ হয়, তাহারা সকলেই সীতার শপথগ্রহণ দর্শন করিবেন।১৩

মহাত্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।১৪

মহাবল নৃপতিগণ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে এতাদৃশ কার্য্য একমাত্র আপনাতেই সম্ভবপর হইতে পারে—অন্যের নহে। শত্রুসূদন রামচন্দ্রও রাজগণের বাক্য শ্রবণে 'কল্য এই কার্য্য সমাধা হইবে' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।১৫-১৬

মহানুভাব মহাত্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপে 'কল্য সীতার শপথ হইবে' বলিয়া সমাগত মহর্ষি ও রাজগণকে নিজ নিজ স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

[মহর্ষিবাল্মীকিনা সীতায়াঃ পবিত্রতায়াঃ সমর্থনম্।]

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতমা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥৪
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ হ্যগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ ॥৫
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥৬

ষণ্ণবতিতম সর্গ

[মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন।]

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, মহাতেজস্বী রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলেন।১

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপস্বী দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘজীবী

রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ ॥৭
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ।
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৮
জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ যোগনিষ্ঠাস্তথাপরে।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥৯
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥১০
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্ ॥১১
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রাহ্মণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥১২
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্ ॥১৩
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ ॥১৪
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্ ॥১৫
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥১৬
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৭
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥১৯
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥২০

মার্কণ্ডেয়, মহাযশস্বী মৌদ্‌গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র, নারদ, পর্বত, মহাযশা গৌতম, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ ও তপোনিধি অগস্ত্য এবং অপর সুব্রত মহামুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমাগত হইলেন।২-৬

মহাশক্তিধর রাক্ষস ও মহাবল বানরগণ—এই সব মহাত্মা কৌতূহলপরবশ হইয়া সভায় উপস্থিত হইল।৭

তীক্ষ্ণব্রতধারী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সীতার শপথ দেখিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে আগমন করিলেন।৮

সীতার শপথগ্রহণ দেখিবার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ ও যোগনিষ্ঠ সকল ব্যক্তিই উপস্থিত হইলেন।৯

এইরূপ সকলে সমাগত হইয়া পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন করিলে, মুনিবর বাল্মীকি সীতার সহিত আগমন করিলেন।১০

জনকনন্দিনী হাত যোড় করিয়া মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অধোবদনে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন।১১

তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সভামধ্যে সকলে মহান্ সাধুবাদ করিয়া উঠিল।১২

অনন্তর দুঃখজনিত বিশালশোকে ক্ষুব্ধান্তঃকরণ সকল দর্শকের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল।১৩

দর্শকগণের মধ্যে কেহ সীতার, কেহ রামের, কেহ বা সীতারাম উভয়ের গুণকীর্ত্তন করত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।১৪

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন।১৫

হে দশরথনন্দন রাম! সীতা পতিব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী হইলেও তুমি লোকাপবাদ-ভয়ে ইঁহাকে আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে।১৬

কিন্তু হে মহাব্রত! তুমি লোকাপবাদে ভীত, এই কারণে ইনি তোমার লোকাপবাদ ভয় যাহাতে দূর হয়, তাহার প্রত্যয় দিবেন; তুমি ইহাকে অনুমতি প্রদান কর।১৭

হে রাম! জানকী-গর্ভজাত এই দুর্দ্ধর্ষ (দুর্জয়)

মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥২১

অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥২২

ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥২৩

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রবিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥

যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র—ইহা আমি সত্য বলিতেছি।১৮

হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার (বরুণের) দশমপুত্র। আমি যে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুটি বালক তোমারই পুত্র।১৯

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি জানকী দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার ফলভাগী হইব না।২০

জানকী যদি নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে আমি কায়-মনোবাক্যে যে পাপ কর্ম্ম করিনাই, সেই পাপরহিত পুণ্যকর্মের ফল পাইব।২১

রাঘব! আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা সীতার শুদ্ধিবিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়া তবে তাঁহাকে বনের মধ্যে এক ঝরণার নিকট রক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।২২

এই সীতা যদিও আচার-ব্যবহারে শুদ্ধা, পাপহীনা এবং পতিকেই দেবতা বলিয়া পূজা করেন, তথাপি লোকাপবাদভয়ে ভীত আপনার বিশ্বাসোৎপাদন করিবেন।২৩

রাজকুমার! আমি দিব্যদৃষ্টিদ্বারা ইহা পূর্বেই জানিয়াছিলাম যে, এই সীতা সচ্চরিত্রা, সেইজন্যই তিনি আমার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আপনি কেবল লোকাপবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া এই শুদ্ধা পতিপরায়ণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ শপথগ্রহণম্, রসাতলে প্রবেশশ্চ ।]

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত ।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্ ॥১
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥২
প্রত্যয়শ্চ পুরা বৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥৩
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী ।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥৫
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ মহেন্দ্রাদ্যা মহৌজসঃ ॥৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ ॥৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে দৃষ্টমানসাঃ ॥৮
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবং পুনরব্রবীদ্ ॥৯
প্রত্যয়ো মে নরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥১০
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১১
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥১২

সপ্তনবতিতম সর্গ

[সীতার শপথ গ্রহণ ও রসাতলে প্রবেশ ।]

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র জনসমূহমধ্যে সেই সুন্দরী সীতাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন ।১

হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ। সীতাসম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার নির্ম্মলবাক্যে সীতার উপর আমার প্রত্যয় (বিশ্বাস) হইয়াছে ।২

বৈদেহী পূর্বেও দেবগণের সম্মুখে প্রত্যয়প্রদান ও শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম ।৩

কিন্তু অতি প্রবল লোকাপবাদ হইতে লাগিল। সেইজন্যই আমি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হে ব্রাহ্মন্! আমি জানি—সীতা নিষ্পাপ, তথাপি লোকাপবাদভয়ে আমি সীতাকে ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ।৪

এই যমজাত কুশ ও লব যে আমারই পুত্র, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই; তথাপি বৈদেহী ত্রিজগৎবাসী সকলের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আমার প্রীতিপাত্র হউন ।৫

রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সীতার সেই শপথসময়ে মহেন্দ্র আদি সমস্ত মহাতেজস্বী দেবতা পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া সেখানে সমবেত হইলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুৎ, সাধ্য, মহর্ষি, সর্প, গরুড় ও সিদ্ধগণ এবং অপর সুরসত্তমগণ প্রসন্ন হইয়া সীতার শপথ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুকচিত্তে সভামধ্যে সমাগত হইলেন। তখন রামচন্দ্র দেবতা ও মহর্ষিবৃন্দকে দর্শন করিয়া পুনর্বার বলিলেন ।৬-৯

হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ! যদিও বাল্মীকির নির্ম্মল বাক্যে সীতার বিশুদ্ধিবিষয়ে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে,

সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥১৩
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৬
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥১৭
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥১৮

তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥১৯
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥২০
সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্ ॥২১
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥২২
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥২৩
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥২৪

তথাপি জনসমাজমধ্যে বিদেহকুমারী সীতার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইলে, আমার অধিক আনন্দ হইবে।১০

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, দিব্যগন্ধবাহী, মনোহর, শুভসূচক ও পবিত্র দেবোত্তম বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনসমূহকে আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন।১১

পূর্বতন সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও সেই অভাবনীয় অদ্ভুত বায়ুবহন দর্শন করিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত মানবগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।১২

অনন্তর কাষায়বসনা (গেরুয়াবস্ত্রধারিণী) সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।১৩

আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন (স্পর্শ করা দূরে থাকুক) মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগবতী পৃথিবী আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর (পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করার জন্য গহ্বর) দান করুন।১৪

যদি আমি কায়মনোবাক্যে সর্বদা কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন।১৫

রামচন্দ্র ভিন্ন আমি অন্য কাহাকেও জানি না, এই কথা যদি আমি সত্য বলিয়া থাকি, তবে পৃথ্বীদেবী আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।১৬

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল;—ভূতল হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল।১৭

অমিতবিক্রম দিব্যরত্ন-বিভূষিত নাগগণ দিব্যরূপ ধারণ পূর্বক মস্তকে ঐ দিব্য সিংহাসন ধরিয়া আছেন।১৮

ধরণীদেবী দুই হস্ত দ্বারা জানকীকে তন্মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাদ্বারা অভিনন্দিত করত আসনে বসাইলেন।১৯

সীতাদেবী এইরূপে আসনে উপবেশন পূর্বক রসাতল প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, স্বর্গ হইতে তাহার উপরে অবিরল-ধারে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।২০

দেবগণের মধ্য হইতে সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন—সীতে! তুমি ধন্যা, তুমি ধন্যা; কারণ, তোমার চরিত্র এইরূপ পরমপবিত্র।২১

সীতার পাতালপ্রবেশ দেখিয়া আকাশস্থিত দেবগণ প্রসন্নচিত্তে এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন।২২

যজ্ঞভূমিস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ রাজগণও বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন। অন্তরিক্ষ ও ভূতলস্থিত চরাচর প্রাণী এবং পাতালে মহাকায় (বিশালদেহ) দানব ও নাগগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।২৩-২৪

কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥২৫
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

তখন কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ নিমীলিতলোচনে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল এবং কেহ বা নিশ্চলভাবে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।২৫

সীতার সেই পাতালপ্রবেশ দেখিয়া তৎকালে সেখানে সমাগত সকলেই হর্ষ ও শোকে মগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতার্থে রামস্য খেদঃ, ব্রহ্মণস্তস্মৈ প্রবোধদানম্, উত্তরকাণ্ডস্য শেষাংশং শ্রোতুমুৎসাহপ্রদানঞ্চ।]

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ব্ববানরাঃ
চুক্রুশুঃ সাধু সাধ্বিতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ ॥১
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥২
স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ ॥৩
অভূতপূর্ব্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥৪
সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কা পারে মহোদধেঃ।
ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্ব্বসুধাতলাৎ ॥৫
বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্য্যাত্যতাং মম।
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি ॥৬

অষ্টনবতিতম সর্গ

[সীতার জন্য শ্রীরামের খেদ, ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহাকে প্রবোধ দান এবং উত্তরকাণ্ডের শেষ অংশ শুনিতে উৎসাহ প্রদান।]

বিদেহকুমারী সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্রের নিকটে মহর্ষিগণ ও বানরবৃন্দ 'সাধু সাধু' রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১

রামচন্দ্রও নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ও অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্বক কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে অবস্থান করিলেন।২

তৎপরে বহুক্ষণ রোদন করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে ক্রোধে ও শোকে আকুল হইয়া বলিলেন।৩

আজ আমার মনে অভূতপূর্ব শোকস্পর্শ করিতেছে; কারণ, আমার সম্মুখেই দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সীতা অদৃশ্যা হইলেন।৪

পূর্বে সীতা সমুদ্রপারে লঙ্কায় নীতা হইয়া আমার দর্শনের অগোচরে ছিলেন, কিন্তু তখন তথা হইতেও আমি তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি যে বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ৫

হে দেবি বসুধে! সীতাকে আমার সম্মুখে আনিয়া

কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী।
কর্ষতা ফালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা ॥৭
তস্মান্নির্য্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া ॥৮
আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোঽহং মৈথিলীকৃতে।
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে ॥৯
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং বিধমিষ্যামি তে স্থিতিম্।
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবন্ত্বিহ ॥১০
এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥১১
রাম রাম ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি সুব্রত।
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং ভাবং মন্ত্রং চামিত্রকর্শন ॥১২

ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
ইমং মুহূর্তং দুর্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্ ॥১৩
সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ ॥১৪
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অস্যাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ব্রবীমি নিবোধ তৎ ॥১৫
এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।
সর্ব্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৬
জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখ-দুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্ব্বং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১৭
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে ॥১৮

দাও, নতুবা এমন ক্রোধ প্রদর্শন করিব, যাহাতে আমার প্রভাব জানিতে পারিবে।৬

পূর্বে হলহস্ত জনক কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি আমার প্রকৃত শ্বশ্রূ।৭

অতএব তুমি সীতাকে ফিরাইয়া দাও, কিংবা আমাকেও বিবরে স্থান দাও। আমি পাতালে অথবা সুরলোকে সীতার সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি।৮

আমি মিথিলেশকুমারী সীতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র তাহাকে আনয়ন কর। হে বসুধে! যদি তুমি সীতাকে না দাও, তাহা হইলে আমি পর্বত ও বনের সহিত তোমার স্থিতি বিনষ্ট করিয়া দিব এবং সকল ভূভাগ ধ্বংস করিব; তাহা হইলে সমস্তই জলময় হইয়া যাইবে।৯-১০

রামচন্দ্র ক্রোধ ও শোকের বশীভূত হইয়া এই কথা বলিলে, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা বলিলেন।১১

হে সুব্রত রাম! তোমার এরূপ সন্তাপ করা উচিত নহে। হে শত্রুনাশন! তুমি পূর্বে কি ছিলে এবং কি নিমিত্ত মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা স্মরণ কর।১২

হে মহাবাহো! হে সুব্রত! আমি তোমাকে এই অত্যুত্তম গূঢ় রহস্য স্মরণ করাইয়া দিতাম না; কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ বীর! সম্প্রতি আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত 'তুমি বিষ্ণু হইতে অবতীর্ণ' ইহা স্মরণ কর।১৩

তোমার চিরানুরক্তা স্বতঃশুদ্ধা সাধ্বী সীতা তোমার উপরে একাগ্রতারূপতপোবলে আনন্দের সহিত নাগলোকে গমন করিয়াছেন।১৪

সুরপুরে তাঁহার সহিত তোমার পুনর্ব্বার মিলন হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বীর! এই সভাসম্মুখে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৫

হে রাম! নিখিল কাব্যের মধ্যে উত্তম ও শুভ এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিলেই তোমার জীবন-সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জ্ঞান জন্মিবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৬

হে বীর! তুমি জন্ম হইতে সে সকল সুখ-দুঃখ (স্বেচ্ছায়) ভোগ করিয়াছ এবং (সীতার অন্তর্দ্ধানের পর) ভবিষ্যতে যাহা করিতে হইবে, বাল্মীকি তৎসমস্ত ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন।১৭

হে রাম! এই আদিকাব্য সম্পূর্ণ তোমাকে অবলম্বন

শ্রুতং তে পূর্ব্বমেতদ্ধি ময়া সর্ব্বং সুরৈঃ সহ।
দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্ ॥১৯
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ॥২০
উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমুত্তমম্ ॥২১
ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্
পরমঋষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন ॥২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ ॥২৩
যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা ন্যবর্তন্ত মহৌজসঃ ॥২৪
উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে।
ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্ ॥২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।
ভগবঞ্ছ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ॥২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে সম্প্রবর্ততাম্।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশী-লবৌ ॥২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ।
তামেব শোচতঃ সীতাং সা ব্যতীতা চ শর্ব্বরী ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াই রচিত। রঘুকুলনায়ক তুমি বিনা আর কে কাব্য-সমূহের যশোভাগী হইবে? তুমিই এই আদি কাব্যের নায়ক।১৮

দেবগণের সহিত পূর্ব্বে আমি তোমার সম্বন্ধযুক্ত দিব্য ও অদ্ভুত এই কাব্য শ্রবণ করিয়াছি। ইহাতে কোন বিষয় গোপন করা হয় নাই এবং যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই সত্য।১৯

হে পুরুষোত্তম! তুমি সাবধান হইয়া ধর্মানুসারে ভবিষ্যদ্ ঘটনাসমন্বিত রামায়ণকাব্যের অবশিষ্টভাগ (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ কর।২০

হে মহাযশস্বী ও মহাতেজস্বী রাম! এই কাব্যের অন্তিমভাগের নাম উত্তরকাণ্ড। মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি এই উত্তমভাগ শ্রবণ কর।২১

হে বীর কাকুৎস্থ রঘুনন্দন! এই কাব্যের অত্যুত্তম শেষভাগ তোমার ন্যায় পরম রাজর্ষি ভিন্ন ইহা অপর কাহারও শ্রোতব্য নহে।২২

ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই বন্ধুগণ ও দেবগণের সহিত স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২৩

যে সমস্ত ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাতেজস্বী মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের ভবিষ্যদ্‌বিবরণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পিতামহের অনুমতি অনুসারে তথায় অবস্থিতি করিলেন। পরমতেজস্বী রামচন্দ্র দেবদেব পিতামহের মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করত বাল্মীকিকে বলিলেন,—ভগবন্! এই ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ সকলেই আপনার কার্য্যের উত্তর ভাগের ভাবী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কল্য প্রাতে তাহার গান আরম্ভ হউক। রামচন্দ্রও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমাগত জনগণকে বিদায় দিলেন এবং কুশ ও লবকে লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। তারপর সীতার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।২৪-২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

ঊনশততমঃ সর্গঃ

[সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশানন্তরং শ্রীরামস্য জীবনযাত্রা, রামরাজ্যস্য স্থিতিঃ, মাতৃণাং পরলোকগমনাদিবর্ণনঞ্চ।]

রজন্যাস্তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।
গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ ॥১
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু।
ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশী-লবৌ ॥২
প্রবিষ্টায়াং তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা।
তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরদুর্ম্মনাঃ ॥৩
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥৪
বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্ব্বানৃক্ষ-বানর-রাক্ষসান্।
জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্ব্বং বিসৃজ্য চ ॥৫
এবং সমাপ্য যজ্ঞন্তু বিধিবৎ স তু রাঘবঃ
ততো বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৬
হৃদি কৃত্বা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ।
ইষ্টযজ্ঞো নরপতিঃ পুত্রদ্বয়সমন্বিতঃ ॥৭
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ ॥৮
দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধানথাকরোৎ।
বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্ ॥৯
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১০
এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য ব্যতীয়াদ্ রাঘবস্য চ ॥১১
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি স্থিতা রামস্য শাসনে।
অনুরঞ্জন্তি রাজানো হ্যহন্যহনি রাঘবম্ ॥১২

ঊনশততম সর্গ

[সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং মাতৃগণের পরলোকগমনাদির বর্ণন।]

রাত্রিশেষে প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন মহর্ষিগণকে আহ্বান করত স্বীয় পুত্রযুগলকে নিঃশঙ্কচিত্তে রামায়ণ গান করিতে বলিলেন।১

অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবিষ্ট হইলে, কুশ ও লব ভাবী বৃত্তান্তসম্বলিত (আদিকাব্য রামায়ণের) উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন।২

এদিকে নিজ সত্যবৈভবের প্রভাবে সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে ও অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।৩

তিনি বৈদেহী সীতার অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত শোকে ব্যথিত হইয়া অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।৪

সেইজন্য বহুবিধ ধনদান দ্বারা সমাগত ভূপতি, ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও অন্যান্য জনগণকে এবং উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিয়া মনোমধ্যে সীতাকে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া রঘুনন্দন রাজা রামচন্দ্র নিজ দুই পুত্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেও রঘুনন্দন আর দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন না। প্রত্যেক যজ্ঞে যখন ধর্ম্মপত্নীর আবশ্যকতা দেখিতেন, তখন তিনি স্বর্ণের সীতাপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞাদি নির্বাহ করিতেন।৫-৮

শ্রীমান্ রঘুনন্দন দশহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তাহার দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; যাহাতে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছিলেন।৯

শ্রীমান্ রাম পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং অন্য উত্তম যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সকল যজ্ঞে বহু ধনরাশি ব্যয় হইয়াছিল।১০

কালে বর্ষতি পর্য্যন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং জনপদাস্তথা ॥১৩

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা।
নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্ম্মমুপাগমৎ ॥১৫

অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্ম্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদেবে পর্য্যবস্থিতা ॥১৬

সর্ব্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বধর্ম্মঞ্চ লেভিরে ॥১৭

তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি।
মাতৃণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু ॥১৮

পিত্র্যাণি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।
চকার রামো ধর্ম্মাত্মা পিতৃন্ দেবান্ বিবর্ধয়ন্ ॥১৯

এবং বর্ষসহস্রাণি বহূন্যথ যযুঃ সুখম্।
যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্ম্মং বর্ধয়ানস্য সর্ব্বদা ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ঊনশততমঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে রাজত্ব করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের বহু সময় ধর্মপালন প্রযত্নেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।১১

ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণ নিরন্তর তাঁহার আজ্ঞার অধীনে ছিল এবং ভূপতিবৃন্দ প্রতিদিন শ্রীরঘুনাথকে প্রসন্ন রাখিতেন।১২

তাঁহার রাজত্বকালে পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করায় সদা সুভিক্ষ থাকিত, কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। দিক্‌সমূহ সর্বদা নির্মল ছিল এবং নগর ও জনপদসকল হৃষ্ট জনগণে সদা পরিপূর্ণ থাকিত।১৩

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কাহারও অকালমৃত্যু হইত না। কোনপ্রাণী ব্যাধিপীড়িত হয় নাই এবং সংসারে কোন অনর্থ (উপদ্রব) দেখা যাইত না।১৪

এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পুত্র-পৌত্র-পরিবৃতা যশস্বিনী রাম-জননী কৌশল্যা কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইলেন।১৫

সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৈকেয়ী তাঁহার (কৌশল্যার) পথের অনুসরণ করিলেন অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহারা বহুপ্রকার ধর্মকার্য্য করিয়া সাকেতধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেখানে অতিশয় আনন্দের সহিত রাজা দশরথের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ঐ মহাভাগাগণ সমস্ত ধর্মকর্মের পূর্ণ ফললাভ করিলেন।১৬-১৭

রামচন্দ্রও সময়ে সময়ে সকল মাতৃদিগের উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ তপস্বিগণের মধ্যে নির্বিশেষে উত্তম বস্তুসকল দান করিতে লাগিলেন।১৮

ধর্মাত্মা শ্রীরাম পৈতৃক রত্নরাশিদ্বারা অতি দুঃসাধ্য যজ্ঞসকল (অশ্বমেধাদি ও পিণ্ডাত্মক পিতৃযজ্ঞ) সম্পাদন করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের সন্তোষ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।১৯

এইরূপে নিরন্তর বহুবিধ যজ্ঞকার্য্য করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি করত মহাত্মা রামচন্দ্র বহুসহস্র বৎসর আনন্দের সহিত অতিবাহিত করিলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঊনশততম সর্গ সমাপ্ত।

শততমঃ সর্গঃ

[কেকয়দেশাদ্ ব্রহ্মর্ষি-গার্গ্যস্যাগমনম্, তৎসন্দেশানুসারেণ শ্রীরামানুজ্ঞয়া গন্ধর্বদেশানাক্রমিতুং কুমারৈঃ সহ ভরতস্য প্রস্থানঞ্চ।]

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে ॥১
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।
দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্ ॥২
কম্বলানি চ রত্নানি চিত্রবস্ত্রমথোত্তমম্।
রামায় প্রদদৌ রাজা শুভান্যাভরণানি চ ॥৩
শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিং গার্গ্যমাগতম্।
মাতুলস্যাশ্বপতিনঃ প্রহিতং তন্মহাধনম্ ॥৪
প্রত্যুদ্গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।
গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্ ॥৫
তথা সম্পূজ্য তমৃষিং তদ্ধনং প্রতিগৃহ্য চ।
পৃষ্ট্বা প্রতিপদং সর্ব্বং কুশলং মাতুলস্য চ ॥৬
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে।
কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ ॥৭
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্য্যবিস্তরম্ ॥৮
বক্তুমদ্ভুতসঙ্কাশং রাঘবায়োপচক্রমে।
মাতুলস্তে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ ॥৯
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ ॥১০
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।
তঞ্চ রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ ॥
শৈলূষস্য সুতা বীর তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ ॥১১

শততম সর্গ

[কেকয়দেশ হইতে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের আগমন এবং তাঁহার সংবাদ অনুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সহিত ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্থান।]

অনন্তর কিছুকালের পর একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ নিজ পুরোহিত অঙ্গিরানন্দন অমিততেজস্বী ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীরামকে প্রীতিপ্রদ অনুত্তম উপহার দিবার জন্য তাঁহার সহিত দশসহস্র অশ্ব, বহু কম্বল, নানাপ্রকার রত্ন, উত্তম চিত্র বস্ত্র ও বহুবিধ শুভ আভরণ প্রেরণ করিলেন।১-৩

ধীমান্ রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে, মাতুল যুধাজিৎ প্রেরিত বহুমূল্য ধনরাশি লইয়া মহর্ষি গার্গ্য অযোধ্যায় আসিয়াছেন, তখন তিনি অনুজবর্গের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিয়া যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতিকে পূজা করেন, তদ্রূপ গার্গ্যকে পূজা করিলেন।৪-৫

এইরূপে মহর্ষির আদর সৎকার করিয়া মাতুল-প্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র মহর্ষির ও মাতুলের সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৬

তারপর মহাভাগ গার্গ্য উপবেশন করিলে রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মামা যুধাজিৎ কি সংবাদ বলিয়াছেন—যাহার জন্য সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মীদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন? রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে মহর্ষি গার্গ্য তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাবাহো! তোমার মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ প্রীতিচিত্তে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা যদি তোমার অভিমত হয়, তবে শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন,—হে বীর! সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে যে ফলমূলশোভিত মনোহর

তান্ বিনির্জ্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্বনগরং শুভম্ ।
নিবেশয় মহাবাহো স্বে পুরে সুসমাহিতে ॥১২
অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ ।
রোচতাং তে মহাবাহো নাহং ত্বামহিতং বদে ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্মাতুলস্য চ ।
উবাচ বাঢ়মিত্যেব ভরতং চান্ববৈক্ষত ॥১৪
সোঽব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ সাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্ ।
ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিষ্যতঃ ॥১৫
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ ।
মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্ম্মেণ সুসমাহিতৌ ॥১৬
ভরতং চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ ।
নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ দ্বে পুরে বিভজিষ্যতঃ ॥১৭
নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ ।
আগমিষ্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্ম্মিকঃ ॥১৮
ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতং সবলানুগম্ ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ ॥১৯
নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃসুতম্ ।
ভরতঃ সহ সৈন্যেন কুমারাভ্যাং বিনির্যযৌ ॥২০
সা সেনা শক্রযুক্তেব নগরান্নির্যযাবথ ।
রাঘবানুগতা দূরং দুরাধর্ষা সুরৈরপি ॥২১
মাংসাশিনশ্চ যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সুমহান্তি চ ।
অনুজগ্মুর্হি ভরতং রুধিরস্য পিপাসয়া ॥২২
ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ ।
গন্ধর্ব্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ ॥২৩

গন্ধর্ব্বদেশ আছে, তিনকোটি যুদ্ধনিপুণ মহাবল গন্ধর্ব শৈলূষ পুত্রগণ নিরন্তর সশস্ত্রে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে ।৭-১১

হে মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া সেখানে এক সুন্দর গন্ধর্বনগর স্থাপিত কর। তারপর নিজের জন্য উত্তম সাধনসম্পন্ন দুইটি নগর নির্মাণ কর। সেই দেশ পরম রমণীয়। সেখানে অন্যের কাহারও গতি নাই অর্থাৎ কেহই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি তাহা জয় করিতে অভিলাষ কর। আমি তোমাকে এরূপ কোন পরামর্শ দিব না, যাহা তোমার অমঙ্গলকর হইবে ।১২-১৩

রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্য ও মাতুলের কথা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তারপর ভরতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ।১৪

অনন্তর শ্রীরঘুনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল নামক এই বীর কুমারযুগল ঐ দেশে বিচরণ করিবে এবং মাতুলকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ধর্মানুসারে সেই দেশ শাসন করিবে ।১৫-১৬

কুমারযুগল ভরতকে অগ্রে করিয়া সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনন্দনগণকে নিহত করিয়া সেই রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করিবে ।১৭

অতিশয় ধার্ম্মিক ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত ও স্বীয় পুত্রকে তথায় স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করিবে ।১৮

রামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষিকে এই কথা বলিয়া ভরতকে সসৈন্যে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং সেইসময় কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন ।১৯

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরানন্দন গার্গ্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত সসৈন্যে নগর হইতে নির্গত হইলেন ।২০

ইন্দ্রপ্রেরিত দেবসেনার ন্যায় ঐ সেনা নগর হইতে বহির্গত হইল। রামচন্দ্রও কিয়দ্দূর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই সেনা দেবগণেরও দুর্জ্জয় ছিল ।২১

মাংসাশী জীবগণ ও বিশালদেহ রাক্ষসেরা রক্তপানাভিলাষে ভরতের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল ।২২

মাংসভক্ষক ক্রূর প্রকৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ গন্ধর্বপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ঐ সেনার অনুগামী হইল ।২৩

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং খেচরাণাঞ্চ পক্ষিণাম্ ।
বহূনি বৈ সহস্রাণি সেনায়া যযুরগ্রতঃ ॥২৪
অধ্যর্ধমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

বহুসহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর ও আকাশচারী পক্ষী সেই সেনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল ।২৪

পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস বাস করত হৃষ্টপুষ্টজনপূর্ণা রাঘব-বাহিনী কুশলের সহিত কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল ।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত ।

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[গন্ধর্বান্ হত্বা তত্র ভরতস্য নগরদ্বয়স্থাপনম্, পুত্রয়োঃ হস্তেষু তৎ সমর্প্য পুনরযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ ।]

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ ।
যুধাজিদ্ গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ ॥১
স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ ।
ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্ব্বান্ কামরূপিণঃ ॥২
ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৈঃ ।
গন্ধর্ব্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ ॥৩
শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ ॥৪
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ ॥৫
খড়্গ-শক্তি-ধনুর্গ্রাহা নদ্যঃ শোণিতসংস্রবাঃ ।
নৃকলেবরবাহিন্যঃ প্রবৃত্তাঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥৬
ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্ ।
সংবর্ত্তং নামো ভরতো গন্ধর্ব্বেষ্বভ্যচোদয়ৎ ॥৭
তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্ত্তেন বিদারিতাঃ ।
ক্ষণেনাভিহতাস্তেন তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনা ॥৮

একাধিকশততম সর্গ

[ভরত কর্ত্তৃক গন্ধর্বগণকে সংহার করিয়া দুইটি সুন্দর নগর স্থাপন এবং তাহা পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ পূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ।]

মহর্ষি গার্গ্যের সহিত স্বয়ং ভরত সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কেকয়রাজ যুধাজিৎ অতিশয় প্রীত হইলেন ।১

তারপর বিশালজনসমূহে পরিবৃত হইয়া কেকয়রাজ সত্বর বহির্গত হইলেন এবং ভরতের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী গন্ধর্বদিগের দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।২

ভরত ও যুধাজিৎ উভয়ে মিলিয়া তীব্রগতিতে সেনা ও অনুচরবর্গের সহিত গন্ধর্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন ।৩

তথাকার মহাবীর্য্য গন্ধর্বগণ ভরতের আগমন বার্ত্তা-শ্রবণে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল ।৪

অনন্তর সপ্তরাত্র মহাভয়ঙ্কর তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না ।৫

সেই যুদ্ধে চতুর্দ্দিকে খড়্গ, শক্তি ও ধনুকরূপ গ্রাহ-(হিংস্রজলজন্তু) বিশিষ্ট নরদেহবাহিনী রক্তনদীসকল প্রবাহিত হইল ।৬

তদ্‌যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তাদৃশানাং মহাত্মনাম্ ॥৯
হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥১১
ধনরত্নৌঘসঙ্কীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে।
অন্যোন্যসঙ্ঘর্ষকৃতে স্পর্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ ॥১২
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে ॥১৩
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্ব্বহুভির্বৃতে ॥১৪
শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে ॥১৫
নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ীসুতঃ ॥১৬
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবাপরম্।
রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥১৭
শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ব্ববধমুত্তমম্।
নিবেশনঞ্চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতোঽস্য রাঘবঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর রামানুজ মহাত্মা ভরত রুষ্ট হইয়া গন্ধর্বগণের প্রতি সংবর্ত্তনামক নিদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।৭

মহাত্মা ভরত ক্ষণকাল মধ্যে তিনকোটি গন্ধর্ব সংহার করিলেন। ঐ গন্ধর্ব্বগণ সেই কালপাশে বদ্ধ হইয়া সংবর্ত্তাস্ত্রে বিদারিত হইল।৮

এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেবতাগণ কখনও দেখিয়াছেন কিনা, তাহা তাঁহাদের স্মরণ হইল না। নিমেষ কালমধ্যে মহাশক্তিশালী গন্ধর্বগণ বিনষ্ট হইল। এইরূপে সেই গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইলে, কেকয়ী-নন্দন ভরত সেখানে দুইটি সমৃদ্ধশালী উত্তম নগর বসাইলেন।৯-১০

সেই মনোহর গন্ধর্বদেশে 'তক্ষশিলা' নামে নগর বসাইয়া তক্ষকে এবং গান্ধারদেশে 'পুষ্কলাবত' নামক নগর বসাইয়া পুষ্কলকে সমর্পণ করিলেন।১১

সেই উভয় নগরই ধনরত্নে পরিপূর্ণ এবং বহু কাননে উপশোভিত হইয়া বিবিধ গুণে নিজ নিজ সৌন্দর্য্যের আধিক্য প্রদর্শনের জন্য দ্বন্দ্বে আসক্ত পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল।১২

ঐ উভয় নগরের শোভা পরম মনোহর ছিল। দুই স্থানেরই ব্যবহার (ব্যাপার) নিষ্কপট, শুদ্ধ ও সরল। নগরদ্বয় উদ্যান ও বিবিধ যানে পূর্ণ ছিল। সে পুরীদ্বয়ের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ মনোহর বিপনি (বাজার) স্থাপিত হইল।১৩

শ্রেষ্ঠ দুই নগরের রমণীয়তা অতীশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সপ্তকক্ষসমন্বিত বড় বড় অট্টালিকাসকল তথায় শোভা পাইতে লাগিল।১৪

স্থানে স্থানে সুরম্য দেবালয়সকল ও চতুঃপার্শ্বে তাল, তমাল, বকুল ও তিলকবৃক্ষে সেই পুরীদ্বয় অতিশয় মনোহর হইল।১৫

এইরূপে রামানুজ কৈকেয়ীপুত্র ভরত সেই রাজ্যে পুত্রদ্বয়কে স্থাপন পূর্বক তথায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।১৬

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বাসব যেরূপে ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন, তদ্রূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপর মূর্ত্তির ন্যায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন।১৭

গন্ধর্বযুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং পুরদ্বয় যেরূপ সংস্থাপিত হইয়াছে, ভরত যথাক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্রও অতিশয় প্রসন্ন হইলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাজ্ঞয়া ভরত-লক্ষ্মণাভ্যাং কারুপথদেশস্য বিবিধরাজ্যেষু কুমারস্যাঙ্গদস্য চন্দ্রকেতোশ্চ নিযুক্তিঃ।]

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বাক্যং চাদ্ভুতসঙ্কাশং ভ্রাতৄন্ প্রোবাচ রাঘবঃ ॥১
ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ।
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢ়বিক্রমৌ ॥২
ইমৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাম্।
রমণীয়ো হ্যসংবাধো রমেতাং যত্র ধন্বিনৌ ॥৩
ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্যান্নাশ্রমাণাং বিনাশনম্।
স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥৪
তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥৫
নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদস্য মহাত্মনঃ।
চন্দ্রকেতোঃ সুরুচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্ ॥৬
তদ্ বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
তঞ্চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ ॥৭
অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।
রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥৮
চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা ॥৯
ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকঞ্চ চক্রিরে ॥১০

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞায় ভরত ও লক্ষ্মণকর্তৃক কারুপথদেশের বিভিন্ন রাজ্যে কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর নিযুক্তি।]

রামচন্দ্র সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণকে এই পরমাদ্ভুত বাক্য বলিলেন।১

সুমিত্রানন্দন! তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু পরম ধার্ম্মিক এবং রাজ্যরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়পরাক্রমশালী।২

অতএব এই দুই ধনুর্ধারী যথায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবে, এইরূপ কোন রমণীয় প্রদেশ অনুসন্ধান কর, আমি ইহাদিগকে তথায় অভিষিক্ত করিব।৩

হে সৌম্য! যে স্থানে ইহারা বাস করিলে অন্য রাজারা পীড়িত ও আশ্রমসকল বিনষ্ট হইবে না এবং আমরাও অপরাধী হইব না, এরূপ কোন স্থান সন্ধান কর।৪

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ভরত প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—কারুপথদেশ পরমরমণীয় ও সেখানে কোনরূপ রোগ-ব্যাধির ভয় নাই।৫

সেই স্থানেই মহাত্মা অঙ্গদের নূতন রাজ্য স্থাপিত করুন এবং চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্তনামে নূতন নগর নির্মিত হউক, যে নগর সুন্দর ও ব্যাধিপ্রভৃতি উপদ্রব হীন হইবে।৬

রামচন্দ্র ভরতের বাক্য গ্রহণ করত কারুপথদেশ নিজ অধিকারে আনিয়া তথায় অঙ্গদকে স্থাপিত করিলেন।৭

অক্লিষ্টকর্ম্মা (যে কর্ম করিলে মনে কোন ক্লেশ অনুতাপ বা খেদ আসে না—তাদৃশ সুকর্মকারীকে অক্লিষ্টকর্মা বলা হয়।) রাম কারুপথদেশে অঙ্গদের জন্য পরম রমণীয়া ও সুরক্ষিতা অঙ্গদীয়া নাম্নী পুরীনির্মাণ করাইলেন। (এবং তথায় অঙ্গদকে স্থাপিত করিলেন।) ৮

মল্ল চন্দ্রকেতুকে মল্লভূমিতে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার সেই পুরী স্বর্গপুরীসদৃশী রমণীয়া এবং চন্দ্রকান্তা নামে বিখ্যাত হইল।৯

অনন্তর যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত পরম প্রীতি লাভ করিলেন ও কুমারদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১০

অভিষিচ্য কুমারৌ দ্বৌ প্রস্থাপ্য সুসমাহিতৌ।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমুদঙ্মুখম্ ॥১১
অঙ্গদং চাপি সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
চন্দ্রকেতোস্তু ভরতঃ পার্ষ্ণিগ্রাহো বভূব হ ॥১২
লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।
পুত্রে স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥১৩
ভরতোঽপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোঽধিকম্।
অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ ॥১৪
উভৌ সৌমিত্রি-ভরতৌ রামপাদ বশুব্রতৌ।
কালং গতমপি স্নেহান্ন জজ্ঞাতেঽতিধার্ম্মিকৌ ॥১৫
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেষাং যযুস্তদা।
ধর্ম্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্য্যেষু নিত্যদা ॥১৬
বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ
শ্রিয়া বৃতা ধর্ম্মপুরে চ সংস্থিতাঃ।
ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসো
হুতাগ্নয়ঃ সাধুমহাধ্বরে ত্রয়ঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

সাবধানচিত্ত দুই কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিমদেশ ও চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।১১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের সহিত গমন করিলেন এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সহায়ক হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন।১২

লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া পুরীতে সংবৎসর অবস্থান করত শত্রুদিগের অজেয় পুত্রকে সেখানে স্থিতি করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।১৩

ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্তা নগরীতে অবস্থান করত পুনর্বার অযোধ্যায় আসিয়া শ্রীরামের চরণসেবা করিতে লাগিলেন।১৪

অতিশয় ধার্ম্মিক ভরত ও লক্ষ্মণের শ্রীরামের চরণে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। শ্রীরামের চরণসেবা করিতে করিতেই তাহাদের বহু সময় অতিবাহিত হইত। পরন্তু স্নেহাধিক্যের কারণ তাঁহাদের উহা বোধই হইত না।১৫

সেই সময় রাম, ভরত ও লক্ষ্মণ—এই তিন ভ্রাতা পুরবাসিগণের কার্য্যে সদা সংসক্ত এবং ধর্মপালনে চেষ্টিত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহাদের দশহাজার বৎসর অতিবাহিত হইল।১৬

ধর্মসাধনভূত অযোধ্যাপুরীতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বসবাসকারী পূর্ণমনোরথ ঐ তিন ভ্রাতা যথাকালে নগরীর মধ্যে বিচরণ করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাযজ্ঞে আহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত এবং দীপ্ততেজস্বী গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে কালস্যাগমনম্, কঠোরশপথং সম্পাদ্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্ম্মপরে স্থিতে।
কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥১
সোঽব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তং যশস্বিনম্।
মাং নিবেদয় রামায় সম্প্রাপ্তং কার্য্যগৌরবাৎ ॥২
দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ।
রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্য্যেণ হি মহাবলঃ ॥৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্ ॥৪
জয়স্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে।
দূতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপসা ভাস্করপ্রভঃ ॥৫
তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণেনোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ।
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যধৃক্ ॥৬
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রবেশয়ত তং মুনিম্।
জ্বলন্তমেব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংশুভিঃ ॥৭
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্দ্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥৮
তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্।
দদৌ কুশলমব্যগ্রং প্রষ্টুং চৈবোপচক্রমে ॥৯
পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ।
আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাযশাঃ ॥১০

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের নিকট কালের আগমন এবং এক কঠোর শপথ করাইয়া বার্ত্তালাপ।]

অনন্তর ধর্মনিরত রামচন্দ্রের এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইল। তৎপরে একদা কাল তাপসরূপ ধারণপূর্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।১

তিনি দ্বারদেশে ধৈর্য্যশালী যশস্বী লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—আমি এক মহৎ কর্মের জন্য আসিয়াছি, তুমি রামচন্দ্রকে আমার কথা নিবেদন কর।২

হে মহাবল! আমি অমিততেজস্বী অতিবল মহর্ষির দূত, কোন অত্যাবশ্যক কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছি।৩

মহর্ষির বাক্যশ্রবণে সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া শ্রীরামের নিকট গমন করত নিবেদন করিলেন,—এক তাপস আসিয়াছেন।৪

হে মহাতেজস্বী মহারাজ! আপনি রাজধর্ম দ্বারা ইহলোক ও পরলোক বিজয় লাভ করুন। তপঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কোন তাপস-দূত আপনার দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছেন।৫

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—বৎস! মহাতেজস্বী বার্ত্তাবহকে শীঘ্র লইয়া আইস।৬

তখন লক্ষ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই তেজঃপ্রজ্বলিত ও স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত মহর্ষিকে রামসমীপে আনয়ন করিলেন।৭

সেই তপস্বী নিজ তেজে দীপ্তিমান্ রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার অভ্যুদয় (জয়) হউক।৮

মহাতেজস্বী রামচন্দ্রও অর্ঘ্যাদি দ্বারা মহর্ষিকে পূজা করিলেন এবং শান্তভাবে কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন।৯

শ্রীরাম কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মহাযশস্বী বাক্যবিশারদ তাপসবর দিব্য সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলেন।১০

তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে।
প্রাপয়াস্য চ বাক্যানি যতো দূতস্ত্বমাগতঃ ॥১১

চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত।
দ্বন্দ্বে হ্যেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদ্যবেক্ষসে ॥১২

যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বধ্যো ভবিতা তব।
ভবেদ্ বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে ॥১৩

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জ্জয় ॥১৪

স মে বধ্যঃ খলু ভবেদ্ বাচং দ্বন্দ্বসমীরিতম্।
ঋষের্মম চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্ বা শৃণুয়াচ্চ যঃ ॥১৫

ততো নিক্ষিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং দ্বারি সংগ্রহম্
তমুবাচ মুনে বাক্যং কথয়স্বেতি রাঘবঃ ॥১৬

তত্তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ।
কথয়স্বাবিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ত্ততে ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র বলিলেন,—হে মহামতে! আপনার আগমন শুভ হউক; আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বাক্যসকল বলুন।১১

রাজসিংহ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কাল বলিলেন,—যদি আপনি মঙ্গল চান, তাহা হইলে যেখানে আপনি ও আমি এই দুজনে থাকিব, সেইখানেই আমাদের আলোচনা হইবে।১২

যদি আপনার সেই মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, তবে এইরূপ নিয়ম করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদিগের এই সংবাদ শ্রবণ বা আমাদিগকে নির্জ্জনে দর্শন করিবে, সে আপনার বধ্য হইবে।১৩

ইহা শ্রবণ করত রামচন্দ্র "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! দ্বারপালকে বিদায় দিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারে অবস্থান কর।১৪

লক্ষ্মণ! এই মহর্ষি এবং আমি যে পর্য্যন্ত নির্জ্জনে অবস্থান করিব, তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সে আমার বধ্য হইবে।১৫

তারপর কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে নিযুক্ত করিয়া তাপসকে বলিলেন,—মুনে! আপনার বক্তব্য বলুন।১৬

যাহা বলিবার জন্য মহর্ষি অতিবল কর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইয়াছেন এবং যাহা আপনার অভীষ্ট বাক্য, তাহা নিশঙ্কচিত্তে আমায় বলুন। উহা শুনিবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

[কালস্য শ্রীরামসমীপে ব্রহ্মণো বার্ত্তাকথনম্, শ্রীরামস্যাঙ্গীকারশ্চ।]

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল ॥১
তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ ॥২
পিতামহশ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ।
সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্ ॥৩
সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ মায়য়া স্বয়মেব হি।
মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্ব্বমজীজনঃ ॥৪
ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্।
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ চ সত্ত্বৌ মহাবলৌ ॥৫
মধুঞ্চ কৈটভং চৈব যয়োরস্থিচয়ৈর্বৃতা।
ইয়ং পর্ব্বতসম্বাধা মেদিনী চাভবত্তদা ॥৬
পদ্মে দিব্যেঽর্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি।
প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম্ম ময়ি সর্ব্বং নিবেশিতম্ ॥৭
সোঽহং সংন্যস্তভারো হি ত্বামুপাস্য জগৎপতিম্।
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্ ॥৮
ততস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষাৎ তস্মাদ্ভাবাৎ সনাতনাৎ।
রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্ ॥৯
অদিত্যাং বীর্য্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৄণাং বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে ॥১০

চতুরধিকশততম সর্গ

[কালকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মার সংবাদ কথন এবং শ্রীরামের অঙ্গীকার।]

তারপর ঐ তাপস বলিলেন,—হে মহাবল মহাতেজস্বী রাজন্! আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন—পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠাইয়াছেন।১

হে বীর! শত্রুনগরজয়ী আমি আপনার পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির সময় মায়াদ্বারা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইজন্য আমি আপনার পুত্র। আমাকে সকলে সর্বসংহারকারী কাল বলিয়া থাকে।২

লোকপতি প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন যে, হে সৌম্য! আপনি সকল লোককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।৩

হে বিভো! আপনি পূর্বকালে নিজ মায়া দ্বারা সকল লোককে নিজমধ্যে লীন করত মহার্ণবে শয়ান থাকিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।৪

তারপর বিশাল ফণা ও শরীর যুক্ত এবং জলশায়ী অনন্ত নামে নাগকে মায়াদ্বারা সৃষ্টি করিয়া অপর দুইটি মহাবল প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ, যাহাদের অস্থিসমূহে পূর্ণা এবং পর্বতে আবৃত হইয়া মেদিনী উৎপত্তিলাভ করেন।৫-৬

তৎপরে নাভিস্থিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দিব্য পদ্ম হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া প্রাজাপত্য কর্ম (প্রজাসৃজন কর্ম) সম্পাদনার জন্য সম্পূর্ণ কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত করেন।৭

হে বিভো! আপনার নিকট এইরূপ ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমি জগদীশ্বর আপনাকে উপাসনা করত এই প্রার্থনা করিলাম,—(হে প্রভো!) আপনি আমার সৃষ্ট এই ভূতসকলকে রক্ষা করুন; কারণ আপনি আমার তেজ (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) প্রদানকারী।৮

তখন আপনি আমার সেই প্রার্থনা স্বীকার করেন এবং প্রণিগণের রক্ষার জন্য অপরিমেয় সনাতনপুরুষভাব হইতে জগৎ পালক বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হন।৯

কোন সময় কার্য্যবশতঃ আপনি অদিতির গর্ভে বীর্যবান্ পুত্ররূপে (বামনরূপে) জন্মপরিগ্রহ করত ইন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণের শক্তিবর্দ্ধন ও আবশ্যক প্রয়োজনে তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন।১০

স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতাং বর।
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ ॥১১
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা ॥১২
স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রং পূর্ণায়ুর্মানুষেম্বিহ।
কালোঽয়ং তে নরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্তিতুম্ ॥১৩
যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপাসিতুম্।
বস বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ ॥১৪
অথ বা বিজীগিষা তে সুরলোকায় রাঘব।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥১৫
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্।
রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বসংহারমব্রবীৎ ॥১৬
শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্।
প্রীতির্হি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা ॥১৭
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্য্যার্থং মম সম্ভবঃ।
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ॥১৮
হৃদ্গতো হ্যসি সম্প্রাপ্তো ন মে তত্র বিচারণা।
ময়া হি সর্ব্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্তিনা ॥
স্থাতব্যং সর্ব্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হে জগদীশ্বর! সেই আপনিই প্রজাসকলকে নষ্টপ্রায় দেখিয়া রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইবার মনস্থ করিলেন।১১

এবং পূর্ব্বে আপনি স্বয়ংই একাদশ সহস্রবৎসর মর্ত্তলোকে বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।১২

হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি নিজ সেই সঙ্কল্পানুযায়ী ভূতলে (রাজা দশরথের) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু আপনি যে সময়ের নিমিত্ত মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন, আপনার সেই কাল পূর্ণ হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আপনার আমাদের নিকট আগমন করার সময় হইয়াছে।১৩

হে বীর মহারাজ! পিতামহ আরও বলিয়াছেন যে, যদি আপনি পুনর্ব্বার অধিক কালপর্য্যন্ত প্রজাপালন করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে মর্ত্তলোকে বাস করুন। আপনার মঙ্গল হউক।১৪

অথবা হে রাঘব! যদি আপনার দেবলোক পালন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বধামে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেবগণকে সনাথ ও নিশ্চিন্ত করুন।১৫

কালকথিত পিতামহের বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র হাস্য করিয়া সেই সর্ব-সংহারক কালকে বলিলেন।১৬

(কাল!) তোমার মুখে দেবদের পিতামহের পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিতে পাইয়া তোমার আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।১৭

ত্রিলোকের কার্য্যসাধনের নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; সম্প্রতি তোমার আগমন শুভ হউক; আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানেই গমন করিব।১৮

হে সর্বসংহারিন্ কাল! আমি মনে মনে তোমার চিন্তা করিতেছিলাম, সেই অনুসারে তুমি এখানে আসিয়াছ—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতামহ ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে আমার সকলকর্ম্মেই দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

[দুর্বাসসঃ শাপভয়ান্নিয়মং পরিহায় তদীয়াগমনবৃত্তান্তং জ্ঞাপয়িতুং লক্ষ্মণস্য শ্রীরামসমীপে গমনম্, দুর্বাসসে মুনয়ে শ্রীরামস্য ভোজনদানম্, তদ্‌গমনান্তরং লক্ষ্মণায় শ্রীরামস্য চিন্তা চ।]

তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্ব্বাসা ভগবানৃষিঃ।
রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥১
সোঽভিগম্য তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ।
রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেঽর্থোঽতিবর্ত্ততে ॥২
মুনেস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩
কিং কার্য্যং ব্রূহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোম্যহম্।
ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্ত্তং পরিপাল্যতাম্ ॥৪
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিশার্দ্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥৫
অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়।
অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে ন নিবেদয়সে যদি।
বিষয়ং ত্বাং পুরং চৈব শপিষ্যে রাঘবং তথা ॥৬
ভরতং চৈব সৌমিত্রে যুষ্মাকং যা চ সন্ততিঃ।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥৭
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥৮
একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ব্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥৯

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

[দুর্বাসার শাপের ভয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য লক্ষ্মণের শ্রীরামের নিকট গমন, শ্রীরামকর্ত্তৃক দুর্বাসামুনিকে ভোজনদান এবং তাঁহার গমনের লক্ষ্মণের জন্য চিন্তা।]

এইরূপে তাঁহাদের (শ্রীরাম ও কালের) কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে ঋষিপ্রবর ভগবান্ দুর্বাসা রামচন্দ্রের দর্শনাভীলাষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।১

সেই ঋষিসত্তম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া বলিলেন,—শীঘ্র আমাকে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও; নতুবা আমার এক প্রয়োজন (কার্য্য) নষ্ট হইতে চলিয়াছে।২

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ মহাত্মা মুনিবর দুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন।৩

ভগবন্! আপনার কি কার্য্য আছে—বলুন। কি প্রয়োজন? আমি আপনার কি সেবা করিব? ব্রহ্মন্! রামচন্দ্র কার্য্যান্তরে ব্যগ্র আছেন, অতএব মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।৪

ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা তাহা শ্রবণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং নেত্রানলে লক্ষ্মণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই বলিলেন।৫

সুমিত্রাকুমার! এইক্ষণেই শ্রীরামকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাও। সুমিত্রানন্দন! এখনই যদি তুমি আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন না কর, তাহা হইলে রামকে, তোমাকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদের রাজ্য, পুরী ও সন্তানগণকেও শাপ প্রদান করিব। আমি আর হৃদয়ে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।৬-৭

মহাত্মা দুর্বাসার এতাদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল তাঁহার নিশ্চয়বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন।৮

'সকলের বিনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার একারই মরণ ভাল' নিজ বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন।৯

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ।
নিঃসৃত্য ত্বরিতো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ ॥১০
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১১
তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ।
প্রত্যাহ রামং দুর্ব্বসাঃ শ্রূয়তাং ধর্ম্মবৎসল ॥১২
অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্মম রাঘব।
সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ।
ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপাহরৎ ॥১৪
স তু ভুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
সাধু রামেতি সম্ভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ ॥১৫
তস্মিন্ গতে মুনিবরে স্বাশ্রমং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ ॥১৬
দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্‌ঘোরদর্শনম্।
অবাঙ্‌মুখো দীনমনা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ ॥১৭
ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ।
নৈতদস্তীতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র কালকে বিদায় দিলেন এবং সত্বর বহির্গত হইয়া অত্রিনন্দন দুর্বাসাকে দর্শন করিলেন।১০

সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা দুর্বাসাকে প্রণাম করত শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—কি কার্য্য করিতে হইবে? ১১

প্রভু মুনিবর দুর্বাসাও শ্রীরামচন্দ্র-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মবৎসল! শ্রবণ কর।১২

হে নিষ্পাপ রাম! আমি সহস্র বৎসর কাল যে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সমাপ্ত হইয়াছে; সম্প্রতি ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব এখন আপনার যেরূপ অন্নই ভোজনের জন্য প্রস্তুত আছে, তাহাই গ্রহণ করিব।১৩

রাজা রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রস্তুত আহার্য্য প্রদান করিলেন।১৪

মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাও সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করত স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১৫

মহাভাগ দুর্বাসা প্রস্থিত হইলে, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র কাল-কথিত বাক্য স্মরণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।১৬

তিনি সেই ঘোরদর্শন কালবাক্য স্মরণ করত একান্ত দুঃখসন্তপ্ত হইলেন। তখন দীনমনা রামের মুখ অধোদিকে স্থাপিত হইল, সেই সময় তিনি কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না।১৭

তারপর কালের বাক্য বহুক্ষণ চিন্তা করত 'আমার এই সমস্ত কিছুই থাকিবে না' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাযশস্বী রাম মৌনাবলম্বন করিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য লক্ষ্মণবর্জনম্, লক্ষ্মণস্য স্বশরীরেণ স্বর্গগমনঞ্চ ।]

অবাঙ্মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপ্লুতম্ ।
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হৃষ্টো মধুরমব্রবীৎ ॥১
ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি ।
পূর্বনির্ম্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী ॥২
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযান্তি নরকং নরাঃ ॥৩
যদি প্রীতির্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি ।
জহি মাং নির্ব্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্ম্মং বৰ্দ্ধয় রাঘব ॥৪
লক্ষ্মণেন তথোক্তস্তু রামঃ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মন্ত্রিণঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসম্ ॥৫
অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মধ্যে স রাঘবঃ ।
দুর্ব্বাসোঽভিগমং চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ ॥৬

তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে সোপাধ্যায়াঃ সমাসত ।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৭
দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্ ।
লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ ॥৮
ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ ।
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্ম্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ ॥৯
ততো ধর্ম্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
সদেবর্ষিগণং সর্ব্বং বিনশ্যেত্তু ন সংশয়ঃ ॥১০
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ত্রৈলোক্যস্যাভিপালনাৎ ।
লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য জগৎ স্বস্থং কুরুষ্ব হ ॥১১
তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্ ।
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১২

ষড়ধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামের লক্ষ্মণ বর্জন এবং লক্ষ্মণের স্বশরীরে স্বর্গগমন ।]

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মলিনভাবে ও অধোবদনে অবস্থান করিতে দেখিয়া হর্ষসহকারে মধুর বাক্যে বলিলেন ।১

হে মহাবাহো ! আমার জন্য আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নহে ; কারণ, পূর্বজন্মে কৃত কর্মবন্ধনরূপ কালের গতিই এইরূপ ।২

হে সৌম্য কাকুৎস্থ ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন ; কারণ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মানবগণ নরকে গমন করে ।৩

হে মহারাজ রঘুনন্দন ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে ও আমাকে কৃপাপাত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি করুন ।৪

লক্ষ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, মন্ত্রি ও পুরোহিতগণকে আহ্বান করত তাঁহাদিগের নিকট তাপসসমীপে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও দুর্বাসার আগমন বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন ।৫-৬

তাহা শ্রবণ করত উপাধ্যায় ও মন্ত্রিবর্গ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; পরন্তু মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ এই কথা বলিলেন ।৭

হে যশস্বী মহাবাহো রাম ! আমি পূর্বে তপোবলে তোমার রোমহর্ষণ ক্ষয় ও লক্ষ্মণের সহিত তোমার বিয়োগ দর্শন করিয়াছি ।৮

কাল অতিশয় বলবান্, তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না ; কারণ, প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইলে ধর্ম লোপ হয় ।৯

তারপর ধর্ম লোপ হইলে, দেবর্ষিগণের সহিত চরাচর ত্রৈলোক্যও যে বিনষ্ট হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।১০

বিসর্জ্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্ ॥১৩
রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ ॥১৪
স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ ॥১৫
অনিঃশ্বসন্তং যুক্তং তং সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা ॥১৬
অদৃশ্যং সর্ব্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্।
প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ ॥১৭
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হে পুরুষোত্তম! ত্রৈলোক্যকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে স্বস্থ কর।১১

সমবেত পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সভামধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের তাদৃশ ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন।১২

সুমিত্রাকুমার! ধর্মের বিপর্য্যয় করা উচিত নহে, অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; কারণ, সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই তুল্য।১৩

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ নিজগৃহে প্রবেশ না করিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে সত্বর প্রস্থান করিলেন।১৪

তিনি সরযূতীরে গমন করত আচমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান পূর্বক ইন্দ্রিয়দ্বারসকল রোধ করত আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন না।১৫

এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া লক্ষ্মণ শ্বাসগ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিলে, সেই সময় ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা, মহর্ষিবৃন্দ ও অপ্সরাগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।১৬

মহাবল লক্ষ্মণ নিজ শরীরের সহিত সমস্ত মনুষ্যগণের অদৃশ্য হইলেন। সেইসময় দেবরাজ লক্ষ্মণকে লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিলেন।১৭

তখন শ্রেষ্ঠ দেবগণ বিষ্ণুর চতুর্থভাগ লক্ষ্মণকে সুরপুরে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং পরমানন্দে রঘুবংশধর লক্ষ্মণকে পূজা করিলেন।১৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠদেবস্য বাক্যেন পুরবাসিভিঃ সহ মহাপ্রয়াণং গন্তুং শ্রীরামস্য বিচারঃ, কুশ-লবয়ো রাজ্যাভিষেকশ্চ ।]

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমাহিতঃ ।
পুরোধসং মন্ত্রিণঞ্চ নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্ম্মবৎসলম্ ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাস্যাম্যহং বনম্ ॥২
প্রবেশয়ত সম্ভারান্ মা ভূৎ কালাত্যয়ো যথা ।
অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্ ॥৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো ভৃশম্ ।
মূর্দ্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্ ॥৪
ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্ ।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৫
সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি ।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন ॥৬
ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিচ্য নরাধিপ ।
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ॥৭
শত্রুঘ্নস্য চ গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতবিক্রমাঃ ।
ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্ ॥৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্ ।
পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ ।
জ্ঞাত্বৈষামীপ্সিতং কার্য্যং মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥১০
বসিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্ ।
কিং করোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্ব্বান্ বচনমব্রবীৎ ॥১১

সপ্তাধিকশততম সর্গ

[বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পুরবাসীদিগকে লইয়া মহাপ্রয়াণে যাইতে শ্রীরামের বিচার ও কুশ এবং লবের রাজ্যাভিষেক ।]

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে ও শোকে মগ্ন শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিত, মন্ত্রী ও মহাজনগণকে এই কথা বলিলেন ।১

আমি অদ্যই বীর ধর্ম্মবৎসল ভরতকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিব ।২

কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর অভিষেকের দ্রব্যসকল আনয়ন কর ; কারণ, লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছে, আমি অদ্যই সেই পথে গমন করিব ।৩

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত প্রজাবর্গ ভূতলে অবনতমস্তকে প্রণত হইয়া প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ।৪

ভরতও রামবাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল হতচৈতন্যবৎ অবস্থান করিয়া রাজ্যসম্পদের নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন ।৫

রাজন্! রঘুনন্দন! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনাকে ছাড়া রাজ্যলাভ করিতে বা স্বর্গে যাইতে অভিলাষ করি না ।৬

হে রাজন্! এই কুমারযুগল কুশ ও লবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করুন ।৭

ত্বরিতগামী দূতগণ বিলম্ব না করিয়া সত্বর শত্রুঘ্ন সমীপে গমন করত আমাদিগের এই গমন বিবরণ নিবেদন করুক ।৮

ভরতের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দুঃখসন্তপ্ত পৌরগণকে অধোমুখে অবস্থিত দেখিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন ।৯

বৎস রাম! ঐ দেখ, প্রজাবর্গ ভূতলে পতিত

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রুবন্ ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি ॥১২
পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ ।
সপুত্র-দারাঃ কাকুৎস্থ সমং গচ্ছাম সৎপথম্ ॥১৩
তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা ।
বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্ব্বান্নো নয় ঈশ্বর ॥১৪
এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ ।
হৃদ্গতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ ॥১৫
পৌরাণাং দৃঢ়ভক্তিঞ্চ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ।
স্বকৃতান্তং চান্ববেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ ॥১৬
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশী-লবৌ ॥১৭
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ ।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুর্মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় চাসকৃৎ ॥১৮
রথানাং তু সহস্রাণি নাগানামযুতানি চ ।
দশ চাশ্বসহস্রাণি একৈকস্য ধনং দদৌ ॥১৯
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ ।
স্বে পুরে প্রেষয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ ॥২০
অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা ।
দূতান্ সম্প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

হইয়াছে, অতএব ইহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কার্য্য কর ; কদাচ ইহাদের অপ্রিয়কার্য্য করিও না ।১০

বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র প্রজাগণকে উত্থাপিত করত সকলকে বলিলেন,—আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব ? ১১

তখন সমস্ত প্রজাগণ রামচন্দ্রকে বলিল,—হে রাম ! আপনি যেখানে গমন করিবেন, আমরাও সেখানে আপনার অনুগমন করিব ।১২

হে কাকুৎস্থ ! যদি পুরবাসীদিগের প্রতি আপনার প্রীতি ও অত্যন্ত স্নেহ থাকে, তবে আমরা ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত আপনার অনুগামী হইয়া সৎপথে গমন করিব ।১৩

হে ঈশ্বর ! যদি আমরা আপনার পরিত্যাজ্য না হই, তবে আপনি তপোবন, দুর্গ, নদী অথবা সাগর প্রভৃতির মধ্যে যেস্থানে গমন করিবেন, আমাদের সকলকেই সেইস্থানে লইয়া চলুন ।১৪

হে মহারাজ ! আপনার অনুগমনই অর্থাৎ আপনার সহিত গমন করিতে অনুমতি দানই আমাদের উপর আপনার মহতী কৃপা ও পরম বর। আপনার সহিত যাইতে পারিলেই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব ।১৫

রামচন্দ্র পৌরগণের তাদৃশ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করত সেই দিবসেই মহাত্মা কুশ লবের মধ্যে বীর কুশকে দক্ষিণ কোশল রাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাপুরে অভিষিক্ত সেই কুমারযুগলকে ক্রোড়ে বসাইয়া আলিঙ্গন করত বারংবার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন ।১৬-১৮

তারপর তাঁহাদের প্রত্যেককে সহস্র রথ, দশ হাজার হস্তী ও এক লক্ষ অশ্ব প্রদান করিলেন ।১৯

দুই ভ্রাতা কুশ ও লবকে বহু ধন এবং বহু রত্ন প্রদান করত হৃষ্টপুষ্ট জনগণের সহিত নিজ নিজ পুরে প্রেরণ করিলেন ।২০

এইরূপে রঘুনন্দন রাম বীরবর কুমারযুগলকে অভিষিক্ত ও নিজ নিজ পুরে পাঠাইয়া মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃভিঃ সুগ্রীবাদিবানরৈর্ভল্লূকৈশ্চ সহ শ্রীরামস্য পরমধামগমনে নিশ্চয়ঃ, মৈন্দ-দ্বিবিদ-বিভীষণ-জাম্ববদ্ধনুমন্ত্যঃ পৃথিব্যাং স্থাতুমাদেশদানঞ্চ।]

তে দূতা রামবাক্যেন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ।
প্রজগ্মুর্মধুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসং ন চাধ্বনি ॥১
ততস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ সম্প্রাপ্য মধুরামথ।
শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যুঃ সর্ব্বমেব তৎ ॥২
লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
পুত্রয়োরভিষেকঞ্চ পৌরানুগমনং তথা ॥৩
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্ব্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা ॥৪
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ।
অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা ॥৫
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ।
এবং সর্ব্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥৬
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্ত্বর রাজেতি চাব্রুবন্।
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ॥৭
প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধসম্।
তেষাং সর্ব্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ ॥৮
আত্মনশ্চ বিপর্য্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চন্নরাধিপঃ ॥৯
সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ ॥
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥১০
সুবাহুং মধুরায়াঞ্চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্।
যযৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥১১

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[ভ্রাতৃবৃন্দ, সুগ্রীবাদি বানর ও ভল্লুকগণের সহিত শ্রীরামের পরমধামগমনে নিশ্চয় এবং বিভীষণ, হনুমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে আদেশদান।]

রামচন্দ্রের আদেশবাক্যে প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী দূতগণ পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম না করিয়াই সত্বর মথুরাভিমুখে গমন করিল।১

তারপর তাহারা তিন দিন ও তিন রাত্রির মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নসমীপে যথাযথ সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল।২

তাহারা শত্রুঘ্নের নিকটে লক্ষ্মণ-বর্জন, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, শ্রীরামের দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও পৌরগণের অনুগমনের বিষয় নিবেদন করিল। আরও বলিল,—বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্র বিন্ধ্যপর্বতের নিকট কুশের জন্য 'কুশাবতী' নামে এক রমণীয়া নগরী নির্মাণ করাইয়াছেন।৩-৪

সেইরূপ লবের জন্য যে রমণীয়া পুরী স্থাপনা করিয়াছেন—তাহার নাম 'শ্রাবস্তী'। রাজন্! এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র ও ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, অতএব আপনি সত্বর হউন। দূতগণ অতি শীঘ্র মহাত্মা শত্রুঘ্নকে এই সমস্ত নিবেদন করিয়া বিরত হইল। দূতগণের মুখে তাদৃশ নিদারুণ কুলক্ষয়ের কথা শ্রবণ করত রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও কাঞ্চননামক পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন।৫-৮

ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার ভাবী দেহত্যাগের কথাও বলিলেন। অনন্তর বীর নরপতি শত্রুঘ্ন স্বীয় পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৯

পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সুবাহু মধুরা (মথুরা) এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজ্যলাভ করিলেন। তারপর রাজা শত্রুঘ্ন

স দদর্শ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সূক্ষ্মক্ষৌমাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্ধমক্ষয়ৈঃ ॥১২

সোঽভিবাদ্য ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥১৩

কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥১৪

ন চান্যদদ্য বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্।
বিহন্যমানমিচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ ॥১৫

তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ।
বাঢ়মিত্যেব শত্রুঘ্নং রামো বাক্যমুবাচ হ ॥১৬

তস্য বাক্যস্য বাক্যান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ।
ঋক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ ॥১৭

সুগ্রীবং তে পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং স্থিতম্ ॥১৮

দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্ব্বাণাং সুতাস্তথা।
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥১৯

তে রামমভিবাদ্যোচুঃ সর্ব্বে বানর-রাক্ষসাঃ।
তবানুগমনে রাজন্ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সমাগতাঃ ॥২০

যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষোত্তম।
যমদণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম বিনিপতিতাঃ ॥২১

এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ।
প্রণম্য বিধিবদ্ বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ ॥২২

মথুরারাজ্যের সেনাসকল দুইভাগে বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন। এইরূপে বিভাজনযোগ্য ধন সকলও ভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দান করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে স্থাপিত করিলেন।১০

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মথুরাতে ও শত্রুঘাতীকে বিদিশা রাজ্যে স্থাপিত করত কেবল একমাত্র রথে করিয়াই অযোধ্যায় গমন করিলেন।১১

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া জাজ্বল্যমান অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত ও সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্রধারী মহাত্মা রামচন্দ্রকে অবিনাশী মুনিগণের মধ্যে বিরাজমান দর্শন করিলেন।১২

অনন্তর শত্রুঘ্ন নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মজ্ঞ রামকে অভিবাদন করিলেন এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মকে চিন্তাকরত তাঁহাকে বলিলেন।১৩

হে রঘুনন্দন! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি; হে রাজন্! সম্প্রতি আমিও আপনার সহিত গমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি জানিবেন।১৪

হে বীর! আজ আমার এই ইচ্ছার বিপরীত আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, তাহা হইলে ইহা হইতে আর অধিক দণ্ড আমার হইবে না। আমি ইহা চাহি না যে, আমার ন্যায় সেবক দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘিত হউক।১৫

শত্রুঘ্নের এই বীরোচিত অধ্যবসায় জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—তাহাই হউক। তাঁহার ঐ উক্তি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক কামরূপী বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসসমুদায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।১৬-১৭

স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে অগ্রে করিয়া তাহারা সকলে সেই স্থানে সমাগত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবপুত্র, কেহ ঋষিকুমার এবং কেহবা গন্ধর্বগণের তনয় ছিল। তাহারা রামচন্দ্রের দেহত্যাগের বিষয় জানিতে পারিয়া সকলে সমবেত হইল।১৮-১৯

তারপর ঐ বানর ও রাক্ষসগণ সকলে রামকে প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমরা আপনার অনুগমন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি।২০

হে পুরুষোত্তম! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিব,—আপনি যমদণ্ড উদ্যত করত আমাদিগকে বধ করিয়াছেন।২১

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥২৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো রময়তাং বরঃ।
বানরেন্দ্রমথোবাচ মৈত্রং তস্যানুচিন্তয়ন্ ॥২৪
সখে শৃণুষ্ব সুগ্রীব ন ত্বয়াহং বিনাকৃতঃ।
গচ্ছেয়ং দেবলোকং বা পরমং বা পদং মহৎ ॥২৫
তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢ়মিত্যব্রবীৎ স্বয়ম্।
বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাযশাঃ ॥২৬
যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ।
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি ॥২৭
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবৎ রাজ্যং তবাস্ত্বিহ ॥২৮
শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্।
প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি ॥২৯
কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল।
আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকু-কুলদৈবতম্ ॥৩০
আরাধনীয়মনিশং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ ॥৩১
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্।
তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥৩২
জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
মৎকথাঃ প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বরঃ ॥৩৩
তাবদ্ রমস্ব সুপ্রীতো মদ্‌বাক্যমনুপালয়ন্।
এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা ॥৩৪

সেই সময়ের মধ্যে মহাবল সুগ্রীব বীরবর রামচন্দ্রকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া এই অভিপ্রায় জানাইতে উদ্যত হইল।২২

হে নররাজ! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি। আমাকে আপনার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।২৩

অন্যের মন আকর্ষণকারীদিগের শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁহার ঐ বাক্য শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীবের মিত্রতা বিষয় চিন্তা করত তাহাকে বলিলেন।২৪

সখে সুগ্রীব! আমার কথা শোন। আমি তোমাকে না লইয়া দেবলোক এবং পরমপদপরম ধামেও যাইব না।২৫

পূর্বোক্ত বানর ও রাক্ষসগণের সেই কথা শুনিয়া মহাযশস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। তারপর রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বলিলেন।২৬

মহাবল রাক্ষসরাজ বিভীষণ! যে পর্য্যন্ত জীবগণ প্রাণধারণ করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি দেহ ধারণ করিয়া লঙ্কায় অবস্থান করিবে।২৭

হে বীর! যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী এবং লোকমধ্যে রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, তাবৎকাল এই পৃথিবীতে তোমার রাজ্য থাকিবে।২৮

রাক্ষসেশ্বর! বন্ধুত্ববশতঃই তোমাকে এরূপ আদেশ করিলাম, অতএব তুমি আমার এই আদেশ পালন এবং ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। আমার আদেশের বিপরীত উত্তর করিও না।২৯

হে মহাবল রাক্ষসেন্দ্র! তোমাকে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রবণ কর,—ইন্দ্রাদি দেবগণেরও সদা আরাধ্য ইক্ষ্বাকুগণের সেই কুলদেবতা জগন্নাথকে আরাধনা কর। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের রাজা বিভীষণ "রামচন্দ্রের আদেশ" এই চিন্তা করত "তাহাই হউক" বলিয়া রামবাক্য স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমান্‌কে বলিলেন।৩০-৩২

তুমি দীর্ঘজীবন বিষয়ে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার অন্যথা করিও না। হে কপীশ্বর! যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তুমি হৃষ্টান্তঃকরণে আমার আদেশ পালন করিয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ কর। মহাত্মা রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত হনুমান্ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কথা প্রচারিত

বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ।
যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী ॥৩৫
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্।
জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা ॥৩৬
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিধং চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ।
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্ব্বদা ॥৩৭

তানেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষ-বানরান্।
উবাচ বাঢ়ং গচ্ছধ্বং ময়া সার্দ্ধং যথোদিতম্ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

থাকিবে, তাবৎকাল আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিব। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র বৃদ্ধ জাম্ববান্‌কেও সেই কথা বলিয়া মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত কলিকাল উপস্থিত না হয়, ততদিন জাম্ববানের সহিত তোমরা পাঁচজন (জাম্ববান্, বিভীষণ, হনুমান, মৈন্দ ও দ্বিবিদ) পৃথিবীতে জীবিত থাক (অবস্থান কর)। (ইঁহাদের মধ্যে হনুমান্ ও বিভীষণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন। কেবল জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদ দ্বাপরের শেষে কলিকালের আগমন সময়ে কৃষ্ণকর্তৃক নিহত (জাম্ববান্ কৃষ্ণ দ্বারা নিহত হইয়াছিল।) ও স্বয়ংই মৃত হইয়াছিল্) ।৩৩-৩৭

রামচন্দ্র বিভীষণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া অবশিষ্ট ঋক্ষ ও বানরগণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তোমরা নিজ কথানুসারে আমার সহিত গমন কর।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[পরমধামগমনায় বহির্গতেন শ্রীরামেণ সহ সর্বেষামযোধ্যাবাসিনাং প্রস্থানম্।]

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ ॥১
অগ্নিহোত্রং ব্রজত্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ।
বাজপেয়াতপত্রঞ্চ শোভমানং মহাপথে ॥২

ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্ব্বং নিরবশেষতঃ।
চকার বিধিবদ্ ধর্ম্মং মাহাপ্রস্থানিকং বিধিম্ ॥৩
ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্তয়ন্ পরম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ ॥৪

নবাধিকশততম সর্গ

[পরমধামে গমনের জন্য বহির্গত শ্রীরামের সহিত সমস্ত অযোধ্যাবাসিগণের প্রস্থান।]

রাত্রিশেষে যখন প্রভাত হইল, তখন বিশালবক্ষা মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন।১

আমার অগ্নিহোত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণগণের সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করুন। মহাপ্রস্থানের পথে এই যাত্রার সময় আমার বাজপেয়যজ্ঞের সুন্দর ছত্রও আমার অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হউক।২

তাঁহার এইরূপ বলার পর তেজস্বী বশিষ্ঠমুনি মহাপ্রস্থানের অন্যান্য উপযুক্ত ক্রিয়াসকল বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিলেন।৩

অনন্তর সূক্ষ্মবস্ত্রধারী রামচন্দ্র দুই হস্তে কুশ লইয়া

অব্যাহরন্ কচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি।
নির্জ্জগাম গৃহাৎ তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংশুমান্ ॥৫
রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সপদ্মা শ্রীরুপাশ্রিতা।
সব্যেঽপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥৬
শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়তমুত্তমম্।
তথায়ুধাশ্চ তে সর্ব্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ ॥৭
বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্ব্বরক্ষিণী।
ওঙ্কারোঽথ বষট্কারঃ সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব মহীসুরাঃ।
অন্বগচ্ছন্ মহাত্মানং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥৯
তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হ্যন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সবৃদ্ধ-বাল-দাসীকাঃ সবর্ষবরকিঙ্করাঃ ॥১০

সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
রামং গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুব্রতাঃ ॥১১
তে চ সর্ব্বে মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুর্মহামতিম্ ॥১২
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্র-পশু-বান্ধবাঃ।
সর্ব্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ ॥১৩
ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥১৪
ততঃ সস্ত্রীপুমাংসস্তে সপক্ষি-পশু-বান্ধবাঃ।
রাঘবস্যানুগাঃ সর্ব্বে হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ ॥১৫
স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ বানরাঃ।
দৃঢ়ং কিলকিলাশব্দৈঃ সর্ব্বং রামমনুব্রতম্ ॥১৬

পরব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সরযূ অভিমুখে গমন করিলেন।৪

সেই সময় তিনি বেদপাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিলেন না। চলা ছাড়া তিনি অন্য কোন দ্বিতীয় চেষ্টাও করিলেন না এবং তিনি (সমস্ত লৌকিক সুখ পরিত্যাগ করত) দেদীপ্যমান্ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।৫

তৎকালে পদ্মাবতী (পদ্মহস্তা) লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্ব ও পৃথিবী দেবী বামপার্শ্ব আশ্রয় করিলেন এবং ব্যবসায় (সংহার)-শক্তি তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।৬

নানাবিধ শর, সুবৃহৎ উত্তম ধনু ও অপর অস্ত্রসকল পুরুষমূর্ত্তি ধারণপূর্বক তাঁহার অনুগামী হইল।৭

চারি বেদ ব্রাহ্মণ বেশধারণ করত তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্বরক্ষণসমর্থা গায়ত্রী এবং প্রণব ও বষট্কার ভক্তিভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।৮

তৎকালে মহাত্মা মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই উন্মুক্ত ব্রহ্মলোকের দ্বারস্বরূপ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন।৯

অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ বৃদ্ধ, বালক, দাসী এবং অন্তঃপুরচর নপুংসক কিঙ্করগণের সহিত সরযূতীর অভিমুখে গত রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইল।১০

ভরত ভক্তিভরে অগ্নিহোত্র রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়া তাঁহাকেই আপনার একমাত্র গতি জানিয়া শত্রুঘ্নও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন।১১

সমাগত মহাত্মাগণ এবং ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রের অগ্নি, কলত্র ও পুত্রগণের সহিত পরম বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন।১২

মন্ত্রি ও ভৃত্যবর্গ নিজ নিজ পুত্র, বান্ধব, পশু ও অনুচরবর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।১৩

রামের গুণে অনুরক্ত হৃষ্টপুষ্ট-জনপূর্ণ নিষ্পাপ প্রজাবর্গ সপরিবারে পশু, পক্ষী ও বান্ধবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে মহাপ্রয়াণগামী রামচন্দ্রের অনুগমন করিল।১৪-১৫

হৃষ্টপুষ্ট রামভক্ত বানরগণ স্নান করত সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কিলকিল শব্দ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল।১৬

ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ।
হৃষ্টং সমুদিতং সর্ব্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্ ॥১৭
দ্রষ্টুকামোঽথ নির্যান্তং রামং জানপদো জনঃ।
যঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি দৃষ্ট্বৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ ॥১৮
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।
আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥১৯
যানি ভূতানি নগরেঽপ্যন্তর্ধানগতানি চ।
রাঘবং তান্যনুযযুঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্ ॥২০

তৎকালে কেহই লজ্জিত, দুঃখিত বা দীনভাবাপন্ন হন নাই। পরন্তু সকলেই একত্র হইয়া হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হওয়ায় তাঁহাদিগকে তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল।১৭

যে সকল জনপদবাসী মহাপ্রয়াণোন্মুখ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও স্বর্গে গমন করিবার জন্য তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।১৮

এইরূপে ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ একাগ্রচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল।১৯

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্ব্বাণি রামগমনে অনুজগ্মুর্হি তান্যপি ॥২১
নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে।
তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অযোধ্যানগরীমধ্যে ভূত-প্রেতাদিতে যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারাও স্বর্গগমনোদ্যত রাঘবের অনুগামী হইল।২০

অধিক কি, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা রামচন্দ্রকে গমন করিতে দেখিল, তাহারা সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল।২১

তৎকালে অযোধ্যায় শ্বাসগ্রহণকারী কোন ক্ষুদ্র প্রাণীও রহিয়াছে,—ইহা দেখা গেল না। সেই সময়ে যাহারা পশু-পক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনি জাত ছিল, তাহারাও ভক্তির সহিত শ্রীরামের অনুগমন করিল।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভ্রাতৃভিঃ সহ শ্রীরামস্য বিষ্ণুরূপে প্রবেশঃ, আগতানাং সমেষাং প্রাণিনাং সন্তানকলোকলাভশ্চ।]

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥১
তাং নদীমাকুলাবর্তাং সর্বত্রানুসরন্ নৃপঃ।
আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ ॥২
অথ তস্মিন্ মুহূর্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৩
আযযৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ।
বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ ॥৪
দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।
স্বয়ম্প্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥৫
পুণ্যা বাতা ববুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ।
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দৈবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ ॥৬

তস্মিংস্তূর্য্যশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঙ্কুলে।
সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে ॥৭
ততঃ পিতামহো বাণীং ত্বন্তরিক্ষাদভাষত।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥৮
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্।
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্ ॥৯
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাকাশং সনাতনম্।
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে ॥১০
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্ব্বপরিগ্রহাম্।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥১১

দশাধিকশততম সর্গ

[ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামের বিষ্ণুরূপে প্রবেশ এবং আগত সকলজীবেরই সন্তানকলোক প্রাপ্তি।]

অযোধ্যা হইতে সার্দ্ধৈকযোজন (দেড় যোজন পথ) গমন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিতা পুণ্যসলিলা সরযূ নদীকে দর্শন করিলেন।১

সরযূর তখন সর্বত্র ঘূর্ণী উঠিতেছিল। সেখানে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া রঘুনন্দন রাজা রাম প্রজাগণের সহিত এক উত্তম স্থানে আসিলেন।২

তারপর সেই মুহূর্ত্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা শতকোটি দিব্য বিমানে পরিবৃত হইয়া ঋষি ও দেবগণের সহিত যেখানে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র স্বর্গগমনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, সেই স্থানে আসিলেন।৩-৪

তখন নির্ম্মল গগনতল স্বয়ম্প্রভ পুণ্যকীর্ত্তি স্বর্গবাসীদিগের দিব্য তেজে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।৫

সুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল এবং দেবগণ রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শত শত তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দ্বারা পরিপূর্ণ সরযূ সলিলে পাদক্ষেপ করিলেন।৬-৭

তখন অন্তরীক্ষ হইতে পিতামহ বলিলেন,—হে রাঘব! হে বিষ্ণো! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই স্বধামে যাইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।৮

হে মহাবাহো! ভ্রাতৃগণের সহিত স্বীয় সনাতন দেহে প্রবেশ করুন, অথবা যে শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই গ্রহণ করুন।৯

অতএব হে মহাতেজাঃ! আপনার সেই বৈষ্ণবী তনু এবং সনাতন আকাশময় অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ—এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহাতেই বিরাজ করুন। হে দেব! আপনি সকল লোকের একমাত্র আশ্রয়। আপনার পুরাতন পত্নী বিশাললোচনা (সর্ববিষয়-দর্শিনী) যোগমায়া (আহ্লাদিনী শক্তি) ভিন্ন অপর

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥১২
ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ।
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥১৩
যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যাঃ।
সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাশ্চ দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥১৪
সর্ব্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্।
সাধুসাধ্বিতি তৈর্দেবৈস্ত্রিদিবং গতকল্মষম্ ॥১৫
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত ॥১৬
ইমে হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুযাতা যশস্বিনঃ।
ভক্তা হি ভক্তিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে ॥১৭

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।
লোকান্ সন্তানকান্ নাম যাস্যন্তীমে সমাগতাঃ ॥১৮
যচ্চ তির্য্যগ্‌গতং কিঞ্চিৎ ত্বামেবমনুচিন্তয়ৎ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি ॥১৯
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে।
বানরাশ্চ স্বিকাং যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ ॥২০
যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে সুরেভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ।
তেষু প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥২১
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং স্বান্ পিতৄন্ প্রতিপেদিরে।
তথা ব্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ ॥২২
ভেজিরে সরযূং সর্ব্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ।
অবগাহ্যাপ্সু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ ॥২৩

কেহই আপনাকে যথার্থরূপে জানে না; কারণ, আপনি অচিন্ত্য, অবিনাশী ও জরা আদি অবস্থাশূন্য পরব্রহ্ম। অতএব হে মহাতেজস্বী রাঘবেন্দ্র! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, সেই স্বরূপেই প্রবেশ করুন (প্রতিষ্ঠিত হউন)।১০-১১

পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে মহামতি রামচন্দ্র কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করত অনুজগণের সহিত সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন।১২

অনন্তর অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদগণ সেই বিষ্ণুর স্বরূপে স্থিত দেবকে পূজা করিতে লাগিলেন।১৩

দিব্য ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর গুণগান করিতে লাগিলেন।১৪

সেই দেবগণ সাধু ধ্বনি করিতে করিতে বলিলেন—(আপনার পদার্পণে) সমস্ত স্বর্গধাম হৃষ্ট, পুলোকিত ও নিষ্পাপ হইল। তৎপরে মহাতেজস্বী বিষ্ণু পিতামহকে বলিলেন,—হে সুব্রত! এই জনসমূহকে উত্তমলোক প্রদান কর।১৫-১৬

ইহারা সকলেই যশস্বী এবং আমার ভক্ত, স্নেহবশতঃ আমার জন্য দেহত্যাগ করিয়া আমার অনুগামী হইয়াছে, অতএব ইহারা সকলেই সর্বদা আমার অনুগ্রহের পাত্র।১৭

বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্‌গুরু প্রভু ব্রহ্মা বলিলেন,—(ভগবন্!) এই সমাগত প্রাণিগণ সন্তানক-লোকে গমন করিবে।১৮

হে বিষ্ণো! পশুপক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিজাত কোন জীবও যদি ভক্তি সহকারে আপনাকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ প্রাণিগণও ব্রহ্মলোকসমীপে স্থিত ও ব্রহ্মার সত্য-সঙ্কল্পাদি উত্তম গুণসমূহে যুক্ত সন্তানকনামক লোকে বসতি লাভ করিবে। যে বানর ও ভল্লুকগণ যে যে দেবতা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা তাহাতেই প্রবিষ্ট হইল। সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। এইরূপ অন্য বানরগণও সমস্ত দেবগণকে দেখিতে দেখিতে নিজ নিজ পিতার স্বরূপ লাভ করিল। দেবেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তখন সরযূর গোপ্রতার ঘাটে আগত লোকসমূহ আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে সরযূতে অবগাহিত হইল।১৯-২২

তৎকালে সমাগত প্রাণীগণের মধ্যে যাহারা

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোঽধ্যরোহত।
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ শতানি সরযূজলম্ ॥২৪
সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাসুরবপুংষি তু।
দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্ ॥২৫
গত্বা তু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণি চ।
প্রাপ্য তত্তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্ ॥২৬

সরযূজলে স্নান করত প্রাণত্যাগ করিল, তাহারা সকলেই মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। পশুপক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিগত শত শত প্রাণী সরযূজলে অবগাহন করিয়া তেজস্বী দেহ ধারণকরত দিব্যলোকে গমন করিল এবং তথায় নিজ দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ।২৩-২৫

তথাকার স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তৎকালে সেই সরযূজলে প্রবেশ করিয়া তাহার জলে নিজ নিজ শরীর ক্লিন্ন করত দেবলোকে গমন করিল ।২৬

তস্মিন্ যেঽপি সমাপন্নাঃ ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ।
তেঽপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্ নিক্ষিপ্য চাম্ভসি ॥২৭
ততঃ সমাগতান্ সর্ব্বান্ স্থাপ্য লোকগুরুর্দিবি।
হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জ্জগাম ত্রিদিবং মহৎ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অধিক কি, ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসাদি যে সকল প্রাণী সেই সময় আসিয়াছিল, তাহারা সকলে সরযূজলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিল ।২৭

তারপর জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা সমাগত সকল প্রাণীকে স্বর্গে স্থান প্রদান করত হৃষ্ট ও প্রমোদিত দেবগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন ।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামায়কাব্যস্যোপসংহারঃ, তস্য মহিমা চ।]

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।
রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥৩
ইদমখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।
রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ ॥৪

একাদশাধিকশততম সর্গ

[রামায়ণ কাব্যের উপসংহার ও তাহার মহিমা।]

(কুশ ও লব বলিলেন,—) মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত উত্তরকাণ্ডসমন্বিত এই অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান রামায়ণ-নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মা এই রামায়ণের অতিশয় আদর করেন ।১

এইরূপে ভগবান্ রাম পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণুরূপে পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনিই চরাচরপ্রাণীর সহিত সমস্ত ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন ।২

স্বর্গধামে দেবগণ গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে নিত্য এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া থাকেন ।৩

এই রামায়ণনামক উপাখ্যান আয়ু বর্দ্ধন ও সৌভাগ্য প্রদান করে এবং বেদের ন্যায় শ্লোকের

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥৫
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥৬
বাচকায় চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুর্হিরণ্যকম্ ।
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৭
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ ।
সপুত্রপৌত্রো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য চেহ মহীয়তে ॥৮
রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ ।
সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্ নাবসীদতি ॥৯
অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্ ।
ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি ॥১০
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষ্যং সহোত্তরম্ ।
কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ ব্রহ্মাপ্যন্বমন্যত ॥১১

পাপনাশ করে, অতএব পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে ইহা শ্রবণ করাইবেন ।৪

ইহা পাঠ করিলে, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র ও নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিবে এবং যে (প্রতিদিন) ইহার এক পাদমাত্রও পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।৫

যে ব্যক্তি প্রতিদিন বহু পাপকর্ম করিয়া থাকে, সেও যদি ইহার একটি মাত্র শ্লোক পাঠ করে, তবে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।৬

রামায়ণ পাঠককে বস্ত্র, হিরণ্য ও ধেনু দান করা কর্ত্তব্য ; কারণ, পাঠক পরিতুষ্ট হইলে দেবগণও সন্তুষ্ট হন ।৭

মনুষ্য এই আয়ুবর্দ্ধক রামায়ণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, ইহলোক এবং পরলোকে পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখলাভ করে ।৮

যে প্রত্যহ একাগ্রচিত্তে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নকালে এই রামায়ণ পাঠ করে, সে কখনও অবসন্ন হইবে না অর্থাৎ দুঃখলাভ করিবে না ।৯

অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ ।
লভতে শ্রবণাদেব সর্গস্যৈকস্য মানবঃ ॥১২
প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি ॥১৩
গতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্ ।
হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি ॥১৪
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সদৃশাবুভৌ ।
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তঃ শৃণুতে রাঘবীং কথাম্ ॥১৫
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।
আদিকাব্যমিদং ত্বার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥১৬
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং তনুম্ ।
পুত্রদারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা ॥১৭
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ ।
গায়ত্র্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুত্তমম্ ॥১৮

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রমণীয় অযোধ্যাপুরী বহুবর্ষকাল শূন্য থাকিয়া ঋষভ রাজার রাজত্বকালে পুনর্বার তাহাতে বসতি স্থাপিত হইবে ।১০

প্রচেতানন্দন বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তির পর ভবিষ্যদ্‌ঘটনা ও উত্তরকাণ্ডের সহিত এই আয়ুর্বর্দ্ধক উপাখ্যান রচনা করেন। পরে ব্রহ্মা ইহা অনুমোদন করেন। এই কাব্যের এক সর্গ শ্রবণ করামাত্র মানুষ একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দশহাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে ।১১-১২

যিনি এই রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি পবিত্র নদী, নৈমিষারণ্যাদি বন এবং কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যক্ষেত্র সমূহে যাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। যিনি সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে একভার সুবর্ণ দান করেন এবং যিনি প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করেন, ইহারা উভয়েই সমান পুণ্যভাগী। যে ব্যক্তি উত্তম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীরঘুনাথের কথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি পূর্বকালে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য এই

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং চরিতং রাঘবস্য হ।
ভক্ত্যা নিষ্কল্মষো ভূত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥১৯
চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি।
শ্রাবয়েদিদমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ॥২০
যস্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ।
সোঽসুক্ষয়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥২১
পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥২২

রামায়ণ সদা ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সারূপ্যলাভ করেন। ইহার শ্রবণে স্ত্রী-পুত্র-প্রাপ্তি এবং ধন ও সন্ততির বৃদ্ধি হয়। ইহা পূর্ণতঃ সত্য—এই বুঝিয়া মনকে বশীভূত করত তাহা শ্রবণ করিবে। এই পরম উত্তম কাব্য গায়ত্রী স্বরূপ।১৩-১৮

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিভাবে শ্রীরঘুনাথের এই চরিত্র পাঠ করিবেন কিংবা শ্রবণ করিবেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবেন।১৯

যাহার কল্যাণলাভের ইচ্ছা আছে, তাহার নিত্য শ্রীরামের চিন্তা করা উচিত। প্রতিদিন এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে।২০

যে ব্যক্তি শ্রীরঘুনাথের এই চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনি প্রাণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন—ইহাতে সংশয় নাই।২১

চতুর্ব্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু।
তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা ॥২৩
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥২৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্দ্ধতাম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহও শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করেন—সংশয় নাই।২২

শ্রীরঘুনন্দনের এই চরিত্র সদা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চারি পুরুষার্থপ্রদানকারী। সেইজন্য প্রতিদিন যত্নের সহিত নিরন্তর এই উত্তম কাব্য শ্রবণ করা উচিত।২৩

যে ব্যক্তি রামায়ণকাব্যের শ্লোকের এক চরণ বা একপাদ ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মধামে গমন করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক সম্মানিত হন্।২৪

এইরূপে এই পুরাতন আখ্যান সকলে বিশ্বাসের সহিত পাঠ করুন। আপনাদের কল্যাণ হউক। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শক্তির জয় হউক।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসোঙ্কারনাথ-পাদপঙ্কেরুহমমধুপায়ি-
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং
উত্তরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণং সম্পূর্ণম ॥

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)*

[রাবণস্য অশ্মনগরগমনম্, তত্র বালিনা সহ আলাপশ্চ ।]

ততোঽশ্মনগরং ভূয়ো বিচেরুর্যুদ্ধদুর্মদাঃ ।
যত্রাপশ্যদ্দশগ্রীবো গৃহং পরমভাস্বরম্ ॥১
বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।
সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥২
বজ্রস্ফটিকসোপানং কিঙ্কিনীজালসংবৃতম্ ।
বহ্বাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা গৃহবরং রম্যং দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
কস্যেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসন্নিভম্ ॥৪
গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীহি ভবনোত্তমম্ ।
এবমুক্তঃ প্রহস্তস্তু প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥৫
স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্‌দ্বারং পুনঃ কক্ষ্যান্তরে যযৌ ।
সপ্তকক্ষ্যান্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥৬
ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ ।
শ্রুত্বা স তু মহাহাসমূর্ধ্বরোমাভবত্তদা ॥৭
জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালীবিমোহিতঃ ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ স্থিতঃ ॥৮
তথা দৃষ্ট্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ ।
বিনির্গম্যাব্রবীৎ সর্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥৯
অথ রাম দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ ।
প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ বেশ্মাথ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥১০
বদ্ধমৌলির্বপুষ্মাংশ্চ পুরুষোঽস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বো ভয়ানকঃ ॥১১
রক্তাক্ষশ্চারুদশনো বিম্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ ।
মহাভীষণনাসশ্চ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥১২
রূঢ়শ্মশ্রুর্নিগূঢ়াস্থির্দংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ ।
গৃহীত্বা লোহমুষলং দ্বারং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥১৩
অথ সন্দর্শনাত্তস্য ঊর্ধ্বরোমা বভূব সঃ ।
হৃদয়ং কম্পতে চাস্য বেপথুশ্চাপ্যজায়ত ॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১)

[অশ্মনগরে রাবণের গমন এবং সেখানে বলির সহিত আলাপ ।]

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ পুনর্বার অশ্মনগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দশানন সেস্থানে বাসব-ভবনের ন্যায় রমণীয় পরম ভাস্বর এক গৃহ দর্শন করিল। ঐ ভবনের সমস্ত তোরণ বৈদূর্য্যমণিদ্বারা বিরচিত, সোপানশ্রেণী—হীরক ও স্ফটিক প্রস্তরে গঠিত এবং স্তম্ভসমূহ স্বর্ণময় কিঙ্কিণীজালে সমাবৃত। সেই ভবনের চতুর্দিক বহুতর আসনযুক্ত বেদিকা দ্বারা এবং মুক্তামালায় বিভূষিত রহিয়াছে। প্রতাপবান্ দশানন সেই রম্য উত্তম গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—মেরু ও মন্দরসদৃশ এই রমণীয় ভবন কাহার? ১-৪ প্রহস্ত! তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া উত্তম ভবনের বিষয় অবগত হও। রাবণের বাক্যে প্রহস্ত ঐ উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।৫

সে সেই গৃহের দ্বার শূন্য দেখিয়া পুনর্বার কক্ষ্যান্তরে যাইল; ক্রমে সপ্ত কক্ষ্যার মধ্যে গমন করিয়া জ্বালা (তেজঃপুঞ্জ) দর্শনপূর্বক তাহার মধ্যে এক পুরুষকে দেখিল। সেই পুরুষ হৃষ্ট হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; তৎকালে প্রহস্ত তাদৃশ উচ্চ হাস্য শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইল।৬-৭ সেই জ্বালামধ্যে অবস্থিত বিমোহিত স্বর্ণমাল্যধারী পুরুষ আদিত্যের ন্যায় দুর্দর্শনীয় হইয়া সাক্ষাৎ যমসদৃশ অবস্থিত রহিয়াছেন।৮ নিশাচর প্রহস্ত সেইরূপ দর্শন করত সত্বর নির্গত হইয়া রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।৯ রাম! তৎপরে খণ্ডকজ্জলরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দশানন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল।১০

ইত্যবসরে জ্বলন্ত জিহ্বা-সমন্বিত বদ্ধমস্তক দীর্ঘদেহী ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বার আবৃত করিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন।১১ যাঁহার নয়ন লোহিত, নাসা অতীব ভীষণ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুদৃশ্য, দন্ত সুচারু, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, হনু বিশাল, অস্থিসকল স্থূল ও সংহত; সেই জাতশ্মশ্রু চারুদর্শন রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লৌহময় মুষল গ্রহণপূর্বক দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি

*এই প্রক্ষিপ্ত সর্গগুলি উত্তরকাণ্ডের ২৩ সর্গের পর দেখা যায়।

নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি দৃষ্ট্বা রাম ব্যচিন্তয়ৎ।
অথ চিন্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোঽব্রবীৎ ॥১৫
কিং ত্বং চিন্তয়সে রক্ষো ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥১৬
এবমুক্ত্বা স তদ্রক্ষঃ পুনর্বচনমব্রবীৎ।
যোৎস্যসে বলিনা সার্দ্ধমথবা মন্যসে কথম্ ॥১৭
রাবণোঽভিহিতো ভূয় ঊর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত।
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্‌ব্রূহি বদতাং বর।
তেনৈব সার্দ্ধং যোৎস্যামি যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥১৯
স এনং পুনরপ্যাহ দানবেন্দ্রোঽত্র তিষ্ঠতি।
এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২০
বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥২১
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ।
প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরু-বিপ্রপ্রিয়ঃ সদা ॥২২
কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ।
দক্ষঃ সর্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥২৩
এষ গচ্ছতি বাত্যেষা জ্বলতে তপতে তথা।
দেবৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ পন্নগৈশ্চ পতত্রিভিঃ ॥২৪
ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি।
বলিনা যদি তে যোদ্ধুং রোচতে রাক্ষসেশ্বর ॥২৫
প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মে চিরম্।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥২৬
স বিলোক্যাথ লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥২৭
অথ সন্দর্শনাদেব বলির্বৈ বিশ্বরূপবান্।
স গৃহীত্বা চ তদ্রক্ষঃ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাব্রবীৎ ॥২৮

করিতেছেন।১২-১৩ অনন্তর তাঁহার দর্শনে রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ ভয়ঙ্কর নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে সেই পুরুষই চিন্তাপরায়ণ রাবণকে বলিলেন।১৪-১৫

রাক্ষস! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? বিশ্বস্ত-মানসে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত কর। বীর! আমি তোমার যুদ্ধবাসনা মিটাইব।১৬ তিনি এইরূপ বলিয়া পুনর্বার সেই রাক্ষসকে বলিলেন,—তুমি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা অন্য কোনপ্রকার ইচ্ছা করিয়াছ? ১৭ রাবণ এইরূপ অভিহিত হইয়া রোমাঞ্চিত হইল; পরিশেষে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক বলিতে লাগিল,—বাগ্মীদিগের শ্রেষ্ঠ। গৃহমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে? আপনি তাহা বলুন; আমি তাহারই সহিত সংগ্রাম করিব অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন।১৮-১৯

সেই পুরুষ পুনর্বার রাবণকে বলিলেন,—অতিশয় উদারস্বভাব, সত্যপরাক্রম বীর দানবপতি বলি এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এই বীর নানাবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত, বাল-সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পাশহস্ত যমতুল্য ভয়ঙ্কর ও সমরে অপরাঙ্মুখ। এই গুণসাগর বলবান্ বলি রাজা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সমস্ত জয় করায় দুর্জয় হইয়াছেন। ইনি গুরু ও বিপ্রের প্রিয়, সতত প্রিয়ংবদ এবং সমস্ত বস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করেন।২০-২২ সর্বগুণে বিভূষিত সৌম্যদর্শন সত্যবাদী মহাতেজস্বী বীর বলি,—স্বাধ্যায়-নিরত, কার্য্যে অতিশয় দক্ষ এবং কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি বহন হইয়া বায়ুর কার্য্য, জ্বলিত হইয়া অনলের কার্য্য এবং তাপ প্রদান করিয়া তপনের কার্য্য করিতেন। অধিক কি, ইনি—দেব, ভূত, সর্প ও পক্ষিগণের সহিত গমন করিতেন। যিনি ভয় কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তুমি সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা করিয়াছ? মহাবল রাক্ষসেশ্বর! যদি বলির সহিত সংগ্রাম করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তবে অবিলম্বে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ কর। দশানন ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলির নিকট প্রবেশ করিল।২৩-২৬

অনন্তর তথায় অবস্থিত আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অনলসদৃশ সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই বিশ্বরূপবান্

দশগ্রীব মহাবাহো কং তে কামং করোম্যহম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি ত্বং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥২৯
এবমুক্তস্তু বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিষ্ণুনা পুরা ॥৩০
সোঽহং মোক্ষয়িতুং শক্তো বন্ধনাত্ত্বাং ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তে ততো হাসং বলির্মুক্ত্বেনমব্রবীৎ ॥৩১
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ।
য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারে তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥৩২
এতেন দানবেন্দ্রশ্চ তথান্যে বলবত্তরাঃ।
বশং নীতা বলবতা পূর্বে পূর্বতরাশ্চ যে ॥৩৩
বদ্ধঃ সোঽহমনেনৈবং কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ।
ক এনং পুরুষো লোকে বঞ্চয়িষ্যতি মানবঃ ॥৩৪
সর্বভূতাপহর্ত্তা বৈ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
কর্ত্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥৩৫
ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
কলিশ্চৈবৈষ কালশ্চ সর্বভূতাপহারকঃ ॥৩৬
লোকত্রয়স্য সর্বস্য হর্ত্তা স্রষ্টা তথৈব চ।
সংহরত্যেষ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥৩৭
পুনশ্চ সৃজতে সর্বাসনাদ্যন্তং মহেশ্বরঃ।
ইষ্টং চৈব হি দত্তঞ্চ হুতং চৈব নিশাচর ॥৩৮
সর্বমেব হি লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ।
নৈবং বিধং মহদ্ভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥৩৯
অহং ত্বং চৈব পৌলস্ত্য যে চান্যে পূর্ববত্তরাঃ।
নেতা হ্যেষাং মহদ্ভূতং পশুং রশনয়া যথা ॥৪০
বৃত্রো দনুঃ শুক্রঃ শম্ভুর্নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ।
কালনেমিশ্চ প্রাহ্লাদিঃ কূটো বৈরোচনো মৃদুঃ ॥৪১
যমলার্জুনৌ চ কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ।
এতে তপন্তি দ্যোতন্তি বান্তি বর্ষন্তি চৈব হি ॥৪২

বলি দর্শনমাত্রেই সেই রাক্ষসকে গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক বলিলেন,—মহাবাহো দশানন! আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? রক্ষেসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা ব্যক্ত কর।২৭-২৯ তখন রাবণ বলিকে এইরূপ বলিল,—মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে বন্ধনদশা হইতে মোচন করিতে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। রাবণ এইরূপ বলিলে, বলি হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন।৩০-৩১

রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি,—শ্রবণ কর। এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্বতন যে সকল দানবেন্দ্র ও অপরাপর বলবত্তর ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্বক পূর্বে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাবণ! এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করিয়াছেন; ইনি কৃতান্তের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়, অতএব ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি ইহাকে বঞ্চনা করিবে?৩২-৩৪ যিনি আমার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, এই জগৎস্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরই প্রাণিগণের সংহর্তা, কর্তা এবং কারয়িতা। তুমিও ইহাকে অবগত নহ, আমিও অবগত নহি। এই প্রভু,—সর্বভূতের অপহারক কাল, কলি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ, ইনি সমস্ত লোকত্রয়ের সৃজন ও সংহার করেন এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবনিবহের সংহার করিয়া থাকেন। এই মহেশ্বর আদ্যন্তরহিত সমস্তই পুনর্বার সৃজন করেন। নিশাচর! এই লোকেশ দান, যজ্ঞ ও হুত এই সমস্তের বিধান এবং রক্ষা করেন—সংশয় নাই। এইপ্রকার মহাভূত ভুবনত্রয়ে বিদ্যমান নাই।৩৫-৩৯

পৌলস্ত্য! এই মহাপ্রাণী পাশ দ্বারা বদ্ধ পশুর ন্যায় সকলকে বদ্ধ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব পূর্ব দানবসকল, তুমি এবং আমি—সকলেরই নেতা। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কূট, মৃদু বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধু, কৈটভ—ইঁহারা সকলেই চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল ও বাসবের আধিপত্য হরণ করিয়া স্বয়ংই বস্তু সকলকে প্রকাশিত, তাপিত, বহন ও বর্ষণ করিতেন।৪০-৪২ সকলেই শত যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, সকলেই সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান

সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বৈস্তপ্তং মহত্তপঃ।
সর্বে তে সুমহাত্মানঃ সর্বে বৈ যোগধর্মিণঃ ॥৪৩
সর্বৈরৈশ্বর্য্যমাসাদ্য ভুক্তং ভোগৈর্মহত্তরৈঃ।
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ প্রজাশ্চ পরিপালিতাঃ ॥৪৪
স্বপক্ষেষ্বনুগোপ্তারঃ প্রহন্তারঃ পরেষ্বপি।
সামরেষ্বপি লোকেষু নৈতেষাং বিদ্যতে সমম্ ॥৪৫
শূরাস্ত্বাভিজনোপেতাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
সর্ববিদ্যাপ্রবেত্তারঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকাঃ ॥৪৬
সর্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ।
যুদ্ধে সুরগণাঃ সর্বে নির্জিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥৪৭
দেবানামপ্রিয়ে সক্তাঃ স্বপক্ষপরিপালকাঃ।
প্রমত্তাশ্চোপসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ ॥৪৮
যঃ দানবান্ প্রধর্ষেত্ত তদেষাং বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
উপায়পূর্বকং নাশং স বেত্তা ভগবান্ হরিঃ ॥৪৯
প্রাদুর্ভাবং বিকুরুতে যেনৈতন্নিধনং নয়েৎ।
পুনরেবাত্মনাত্মানমধিষ্ঠায় স তিষ্ঠতি ॥৫০

এবমেতেন দেবেন দানবেন্দ্রো মহাত্মনা।
তে হি সর্বে ক্ষয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥৫১
সমরে চ দুরাধর্ষাঃ শ্রূয়ন্তে যেঽপরাজিতাঃ।
তেঽপি নীতা মহদ্ভূতাঃ কৃতান্তবলচোদিতাঃ ॥৫২
এবমুক্ত্বাথ প্রোবাচ রাক্ষসং দানবেশ্বরঃ।
যদেতদ্দৃশ্যতে বীর চক্রং দীপ্তানলোপমম্ ॥৫৩
এতদ্গৃহীত্বা গচ্ছ ত্বং মম পার্শ্বং মহাবল।
ততোঽহং তব ব্যাখ্যাস্যে মুক্তিকারণমব্যয়ম্ ॥৫৪
তৎ কুরুষ্ব মহাবাহো মা বিলম্বস্ব রাবণ।
এতচ্ছ্রুত্বা গতো রক্ষঃ প্রহসংশ্চ মহাবলঃ ॥৫৫
যত্র স্থিতং মহাদিব্যং কুণ্ডলং রঘুনন্দন।
লীলয়োৎপাটনং চক্রে রাবণো বলদর্পিতঃ ॥৫৬
ন চ চালয়িতুং শক্তো রাবণোঽভূৎ কথঞ্চন।
লজ্জয়া স পুনর্ভূয়ো যত্নং চক্রে মহাবলঃ ॥৫৭
উৎক্ষিপ্তমাত্রে দিব্যে চ পপাত ভুবি রাক্ষসঃ।
ছিন্নমূলো যথা শালো রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥৫৮

করিয়াছিলেন এবং সকলেই অতিশয় মহাত্মা ও যোগ-ধর্মাবলম্বী।৪৩ তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মহত্তর ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করত দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সমস্ত প্রজা পালন করিয়াছেন।৪৪ তাঁহারা সকলেই স্বপক্ষের প্রতিপালক এবং শত্রুপক্ষের নিহন্তা; তাঁহাদের তুল্য ব্যক্তি দেবলোক ও অমরলোকে নাই।৪৫

তাঁহারা বীর, সমস্ত অভিজনে পরিবৃত সর্ববিদ্যাবিশারদ, সমস্ত শাস্ত্র ও অস্ত্রের পারদর্শী এবং সমরে অপরাঙ্মুখ।৪৬ সেই সকল মহাত্মাই সহস্র সহস্র সুরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্যসকল ভোগ করিয়াছেন।৪৭ বালসূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন প্রমত্ত দানবেরা বিষয় উপভোগে নিরত ছিলেন। তাঁহারা স্বপক্ষ জনগণের প্রতিপালক এবং দেববৃন্দের অপ্রিয় কার্য্যে আসক্ত ছিলেন।৪৮ যিনি সতত দানবদিগকে নিপীড়িত করেন, সেই বিষ্ণুই ইঁহাদের ঈশ্বর। বিশেষতঃ সেই ভগবান হরিই ইঁহাদিগকে উপায় পূর্বক বিনাশ করিতে জানেন।৪৯ যিনি এই সমস্ত সৃজন করেন, তিনিই সমস্ত সংহার করিয়া পুনর্বার সংহারকালে আত্মদ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থান করেন।৫০

সেই কামরূপী বলবান্ দানবেন্দ্রসকল এইরূপে ঐ মহাত্মা দেবতাকর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি,—যে সকল দানব সমরে অপরাজিত ও দুর্ধর্ষ সেই প্রবলতম দানবেরা কৃতান্তবলের বশবর্তী হইয়া ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।৫১-৫২ দানবেশ্বর বলি এইরূপ বলিয়া পুনর্বার রাক্ষসকে বলিলেন,—মহাবল বীর! প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় যে চক্র দেখিতে পাইতেছ, ইহা গ্রহণ করিয়া আমার পার্শ্বে আগমন কর; পরে আমি তোমার নিকট অব্যয় মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করিব।৫৩-৫৪ অতএব হে মহাবাহো রাবণ! ঐ কার্য্য সম্পাদন কর, বিলম্ব করিও না। রঘুনন্দন! মহাবল রাক্ষস শ্রবণমাত্র উপহাস করিয়া যেস্থানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডল ছিল,

এতস্মিন্নন্তরে জজ্ঞে শব্দঃ পুষ্পকসম্ভবঃ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবৈর্মুক্তো হাহাকৃতো মহান্ ॥৫৯
ততো রক্ষো মুহূর্ত্তেন চেতনাং লভ্য চোত্থিতম্।
লজ্জয়াবনতীভূতং বলির্বাক্যমুবাচ হ ॥৬০
আগচ্ছ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাক্যং শৃণু ময়োদিতম্।
যত্ত্বয়া চোদ্যতং বীর কুণ্ডলং মণিভূষিতম্ ॥৬১
এতদ্ধি পূর্বজস্যাসীৎ কর্ণাভরণমীক্ষ্যতাম্।
এতৎ পতিতবচ্চৈবমত্র ভূমৌ মহাবল ॥৬২
অন্যৎ পর্বতসানৌ হি পতিতং কুণ্ডলাদনু।
মুকুটং বেদিসামীপ্যে পতিতং যুধ্যতো ভুবি ॥৬৩
হিরণ্যকশিপোঃ পূর্বং মম পূর্বপিতামহাৎ।
ন তস্য কালো মৃত্যুর্বা ন ব্যাধির্ন বিহিংসকাঃ ॥৬৪
ন দিবা মরণং তস্য ন রাত্রৌ সন্ধ্যয়োর্নহি।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন চ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ ॥৬৫
বিদ্যতে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তস্য নাস্ত্রেণ কেনচিৎ।
প্রহ্লাদেন সমং চক্রে বাদং পরমদারুণম্ ॥৬৬
তস্য বাদে সমুৎপন্নে ধীরো লোকভয়ঙ্করঃ।
সর্ববর্য্যস্য বীরস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥৬৭
উৎপন্নো রাক্ষসশ্রেষ্ঠা নৃসিংহাকৃতিরূপধৃক্।
দৃষ্টঞ্চ তেন রৌদ্রেণ ক্ষুব্ধং সর্বমশেষতঃ ॥৬৮
তত উদ্ধৃত্য বাহুভ্যাং নখৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ ॥৬৯
তস্য দেবাধিদেবস্য গদতো মে শৃণুষ্বিহ।
বাক্যং পরমভাবেন যদি তে বর্ত্ততে হৃদি ॥৭০
ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ।
ঋষীণাং চৈব মুখ্যানাং শতান্যব্দসহস্রশঃ ॥৭১
বশং নীতানি সর্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭২

তথায় গমন করিল। বলদর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইল না। অধিকন্তু লজ্জাবশতঃ পুনঃ পুনঃ তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।৫৫-৫৭

দিব্যকুণ্ডল উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্রই রাক্ষস রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে পুষ্পকসম্ভূত শব্দ সমুত্থিত হইল এবং রাক্ষসপতির সচিবেরাও মহান্ হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিল।৫৮-৫৯ পরে রাক্ষস মুহূর্তকাল মধ্যে চেতনা লাভ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া লজ্জায় অবনত হইয়া রহিল। তখন বলি রাজা তাহাকে বলিলেন যে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীর! আমার নিকট আগমন করিয়া মদুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। মণি-ভূষিত যে কুণ্ডল উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, ইহা আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। মহাবল! দেখ, ইহা এই ভূতলে এইরূপে পতিত রহিয়াছে।৬০-৬২ অন্য কুণ্ডল পর্বতসানুতে পতিত আছে। এই কুণ্ডল ভিন্ন মুকুটও তাঁহার যুদ্ধকালে বেদির সন্নিহিত ভূবিভাগে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে।৬৩

পূর্বকালে আমার পূর্ব পিতামহ সেই হিরণ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু বা ব্যাধি—কেহই হিংসুক ছিল না এবং দিবসে, রাত্রিকালে অথবা উভয় সন্ধ্যার সময়েও তাঁহার মরণ হইত না। কোন শাস্ত্র, শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হইত না।৬৪-৬৫ রাক্ষসবর! অধিক কি, কোন অস্ত্রেই তাঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। কেবল তিনি প্রহ্লাদের সহিত নিদারুণ বিবাদ করিয়াছিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে, নৃসিংহ আকৃতির ন্যায় রূপধারী লোকনিবহের ভয়ঙ্কর বীর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই রৌদ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সমস্ত সংসারই নিঃশেষে ক্ষুব্ধ হইল।৬৪-৬৮

পরে তিনি বাহুযুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নখর দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই সেই নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারী হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন।৬৯ যদি তোমার হৃদয়ে পরম ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তবে সেই দেবাদিদেবের বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।৭০ এই যে পুরুষ দ্বারে অধিষ্ঠিত

ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা।
পাশহস্তো মহাজ্বাল ঊর্ধ্বরোমা ভয়ানকঃ ॥৭৩
দংষ্ট্রালো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোমবান্।
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥৭৪
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বনিবর্তকঃ।
পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জিতঃ ॥৭৫
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ ব্যথা বা দানবেশ্বর।
এনন্তু নাভিজানামি তন্তবান্ ব্যক্তুমর্হতি ॥৭৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনোঽব্রবীৎ।
এষ ত্রৈলোক্যধাতা চ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৭৭
অনন্তঃ কপিলো জিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ক্রতুধামা সুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ ॥৭৮
দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ ॥৭৯

জ্বালামালী মহাবাহো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
এষ ধারয়তে লোকানেষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ ॥৮০
এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ।
এষ যজ্ঞশ্চ যাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ ॥৮১
সর্বদেবময়শ্চৈব সর্বভূতময়স্তথা।
সর্বলোকময়শ্চৈব সর্বজ্ঞানময়স্তথা ॥৮২
সর্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ।
বীরহা বীর চক্ষুষ্মাংস্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ ॥৮৩
এনং মুনিগণাঃ সর্বে চিন্তয়ন্তীহ মোক্ষিণঃ।
য এনং বেত্তি পুরুষং ন চ পাপৈর্বিলিপ্যতে ॥৮৪
স্মৃত্বাস্য স্তুত্বা তথৈষ্ট্বা চ সর্বমস্মাদবাপ্যতে।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাবণো নির্যযৌ তদা ॥৮৫
ক্রোধসংরক্তনয়ন উদ্যতাস্ত্রো মহাবলঃ।
তথাভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা হরির্মুষলধৃক্ প্রভুঃ ॥৮৬

রহিয়াছেন,—ইনি, সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত দেবতা ও শত শত প্রধান ঋষিসকলকে সহস্র সংবৎসর বশীভূত রাখিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল।৭১-৭২ আমি নিরতিশয় জ্বালাসমন্বিত পাশহস্ত ঊর্দ্ধরোমা ভয়ানক প্রেতেশ্বর কৃতান্তকে মৃত্যুর সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি।৭৩ যাঁহার নয়ন লোহিত, দন্ত বিশাল, জিহ্বা বিদ্যুৎসদৃশ, সর্প ও বৃশ্চিকই যাঁহার রোম ও যাঁহার বেগ ভয়ানক; যিনি আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখ এবং পাপসমূহের বিনাশক, সেই সর্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর শমনকে আমি সমরে জয় করিয়াছি।৭৪-৭৫

দানবেশ্বর! আমার তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা ব্যথা হয় নাই, কিন্তু আমি ইঁহাকে জানি না; অতএব আপনি ইঁহার বিষয় আমাকে বলুন। বিরোচন-নন্দন বলি রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—ইনি ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা প্রভু নারায়ণ হরি; ইনিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, মহাতেজস্বী নরসিংহ, যজ্ঞস্বরূপ, পাশহস্ত, ভয়ানক এবং উত্তম আশ্রয়।৭৬-৭৮ ইনিই দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন এবং পুরাণ পুরুষোত্তম। ইনি সুরপতি এবং সুরগণের শ্রেষ্ঠ। ইঁহার দ্যুতি নীলমেঘ-সদৃশ।৭৯ হে মহাবাহো! ইনি জ্বালামালায় পরিবৃত, যোগী এবং ভক্তগণেরপ্রিয়, এই প্রভুই লোকসকল সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার পালন করিতেছেন।৮০

এই মহাবলই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। ইনি যজ্ঞ, যাজ্য এবং চক্রায়ুধধারী স্বয়ং শ্রীহরি। এই হরিই সমস্ত দেবতাস্বরূপ, নিখিল ভূতময়, সমস্ত লোকময় এবং জ্ঞানময়।৮১-৮২ হে বীর! সর্বরূপময় দিবরূপধারী হরিই বীরঘাতী মহাভুজ বলদেব। এই চক্ষুষ্মান্ হরি ত্রিলোকগুরু ও অব্যয়; নিখিল মুনিগণ মোক্ষ-অভিলাষী হইয়া ইহলোকে ইঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু যিনি এই পুরুষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি পাপসমূহে লিপ্ত হন না।৮৩-৮৪

ইঁহার যজন, স্তব ও স্মরণ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে সমস্তই লাভ করা যায়। মহাবল রাবণ এতাদৃশ বচন শ্রবণপূর্বক কোপে নয়ন লোহিত করত অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক নির্গত হইল। রাম! মুষলধারী প্রভু হরি তাঁহার

নৈনং হন্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িত্বেতি রূপধৃক্ ।
অন্তর্ধানং গতো রাম ব্রহ্মণঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥৮৭
ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রমন্ বরুণালয়াৎ ॥
যেনৈব সম্প্রবিষ্টঃ স পথা তেনৈব নির্যযৌ ॥৮৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ(১) ॥

এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, অধুনা এই পাপকে নিহত করিব না সেই দিব্য রূপধারী পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় অন্তর্হিত হইলেন ॥৮৫-৮৭

রাক্ষস রাবণ তথায় সেই পুরুষকে দেখিতে পাইল না। সুতরাং হর্ষবশতঃ সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ রাক্ষস যে পথ অবলম্বন করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই নির্গত হইল ॥৮৮

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

[রাবণস্য সূর্য্যলোকজয়ঃ ।]

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সূর্য্যলোকং জগাম হ ।
মেরুশৃঙ্গে বরে রম্যে উষিত্বা তত্র শর্ব্বরীম্ ॥১
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য রবেস্তুরগসন্নিভম্ ।
নানাপাতগতির্দিব্যং বিহারবিয়তি স্থিতম্ ॥২
যত্রাপশ্যদ্ রবিং দেবং সর্বতেজোময়ং শুভম্ ।
বরকাঞ্চনকেয়ূররক্তাম্বরবিভূষিতম্ ॥৩
কুণ্ডলাভ্যাং শুভাভ্যাং তু ভ্রাজন্ মুখবিলাসিনম্ ।
কেয়ূরনিষ্কাভরণং রক্তমালাবলম্বিনম্ ॥৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং সহস্রকিরণোজ্জ্বলম্ ।
তমাদিদেবমাদিত্যমুচ্চৈঃশ্রবসবাহনম্ ॥৫
অনাদ্যন্তমমধ্যঞ্চ লোকসাক্ষিং জগৎপতিম্ ।
তং দৃষ্ট্বা প্রবরং দেবং রাবণো রক্ষসাং বরঃ ॥৬
স প্রহস্তমুবাচাথ রবিতেজোবলার্দিতঃ ।
গচ্ছামাত্য বদস্বৈনং নিদেশান্মম শাসনম্ ॥৭
যুদ্ধার্থং রাবণঃ প্রাপ্তো যুদ্ধং তস্য প্রদীয়তাম্ ।
নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি পক্ষমেকতরং কুরু ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২)

[রাবণের সূর্য্যলোক জয়।]

অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই রমণীয় শ্রেষ্ঠতম সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করিল। অবশেষে সূর্য্যাশ্বতুল্য দিব্য-পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হইয়া সূর্য্যলোক অভিমুখে প্রস্থিত হইল। আকাশের যেস্থানে বিহার করা যায়, ঐ বিমান তৎপ্রদেশে অবস্থিত ; উহার গতি নানাবিধ, রাবণ সেই স্থানে গিয়া সমস্ত তেজোময় শুভ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিল। শুভ কুণ্ডল-যুগল দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে, তাঁহার শরীর লোহিত-বসনে বিভূষিত, বিমল কাঞ্চন-রচিত কেয়ূর ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তমালায় সুসজ্জিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং সহস্র কিরণমালায় উজ্জ্বল। সেই জগতের একমাত্র গতি লোকসাক্ষী আদিদেব আদিত্য আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত এবং উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্বে আরূঢ়। পরে রাক্ষসগণ-শ্রেষ্ঠ রাবণ সেই দেবপ্রবর দিবাকরকে নিরীক্ষণ করত তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে বলিল,—অমাত্য! তুমি আমার নির্দ্দেশানুসারে গমন করিয়া

তস্য তদ্বচনাদ্ রক্ষঃ সূর্য্যস্যান্তিকমাগমৎ।
পিঙ্গলং দণ্ডিনং চৈব পশ্যতে দ্বারপালকৌ ॥৯
তাভ্যামাখ্যায় তৎ সর্বং রাবণস্য বিনিশ্চয়ম্।
তূষ্ণীমাস্তে প্রহস্তস্তু তত্র তেজোঽংশুদীপিতঃ ॥১০
দণ্ডী গতো রবেঃ পার্শ্বং প্রণম্যাখ্যাতবান্ রবেঃ।
শ্রুত্বা তু সূর্য্যস্তদ্বৃত্তং দণ্ডিনো রাবণস্য হ ॥১১
উবাচ বচনং ধীমান্ বুদ্ধিপূর্বং ক্ষপাপহঃ।
গচ্ছ দণ্ডিন্ জয়স্বৈনং নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥১২
যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতং কার্য্যঃ কঞ্চিৎ কালং ক্ষপাচরম্।'
স গত্বা বচনাত্তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
কথয়ামাস তৎ সর্বং সূর্য্যোক্তবচনং তদা।
স শ্রুত্বা বচনং তস্য দণ্ডিনো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
ঘোষয়িত্বা জগামাথ স্বজয়ং রাক্ষসাধিপঃ ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২) ॥

মদীয় এই শাসন বিজ্ঞাপন কর যে, রাবণ যুদ্ধবাসনায় আগমন করিয়াছেন; অতএব যুদ্ধ দান কর অথবা 'পরাজিত হইলাম' এইকথা বল,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে একতর পক্ষ অবলম্বন কর।১-৮

রাক্ষস তাহার সেই বচনানুসারে সূর্য্য-সন্নিধানে আগমন করিল এবং সেখানে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামক দ্বারপালযুগলের দর্শন পাইল।৯ পরে প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞার বৃত্তান্ত বলিল; কিন্তু স্বয়ং তীব্র কিরণ-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া তথায় মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।১০

দণ্ডী রবির পার্শ্বে গমন করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিল। পরন্তু অন্ধকারক্ষয়কারী ধীমান্ সূর্য্য দণ্ডি-সমীপে রাবণের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনাপূর্বক এই কথা বলিলেন,—দণ্ডিন্! তুমি যাও, গিয়া উহাকে পরাজয় কর অথবা 'নির্জ্জিত হইলাম' এই কথা বল; প্রত্যুত তোমার যাহা অভিলষিত, তাহাই কর। সে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বাক্যানুসারে নিশাচরের নিকট গমন করিয়া তখন মহাকায় রাক্ষসের নিকট সূর্য্যকথিত সেই সমস্ত বাক্য বলিল। অনন্তর সেই রাক্ষসাধিপতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সেই দণ্ডীর বাক্য শুনিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করত প্রস্থান করিল।১১-১৪

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩)

[রাবণস্য সোমলোকযাত্রা, পথি পর্ব্বতেন সহ বিবিধকথোপকথনঞ্চ ।]

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সোমলোকং জগাম হ ।
মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুষ্য বীর্য্যবান্ ॥১

অথ স্যন্দনমারূঢ়ো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ।
অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্তু গচ্ছতি ॥২

রতিশ্রান্তোঽপ্সরোঽঙ্কেষু চুম্বিতৈঃ স বিবুধ্যতে ।
দৃষ্টস্তু পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কৌতুহলান্বিতঃ ॥৩

অথাপশ্যদৃষিং তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্ ।
স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনৈবাগতো হ্যসি ॥৪

কোঽয়ং স্যন্দনমারূঢ়ো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ ।
নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥৫

রাবণেনৈবমুক্তস্তু পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ।
শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহামতে ॥৬

অনেন নির্জ্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ ।
এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুসুখং স্থানমুত্তমম্ ॥৭

তপসা নির্জ্জিতা যদ্বত্ত্বতা রাক্ষসাধিপ ।
প্রযাতি পুণ্যকৃত্তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥৮

ত্বং তু রাক্ষসশার্দ্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
নৈবেদৃশেষু ক্রুধ্যন্তি বলিনো ধর্মচারিষু ॥৯

অথাপশ্যদ্ রথবরং মহাকায়ং মহৌজসম্ ।
জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥১০

কৈষ গচ্ছতি দেবর্ষে ভ্রাজমানো মহাদ্যুতিঃ ।
কিন্নরৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্ ॥১১

শ্রুত্বা চৈনমুবাচাথ পর্বতো মুনিসত্তমঃ ।
এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ্বনিবর্তকঃ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩)

[রাবণের সোমলোকযাত্রা ও পথে পর্ব্বতমুনির সহিত বিবিধ কথোপকথন ।]

লঙ্কাধিপতি রাবণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সুমেরুর রমণীয় বনে রাত্রিযাপনপূর্বক সোমলোকে গমন করিল ।১ তৎকালে দিব্যমালা ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ প্রধান প্রধান অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন ।২ সেই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরাগণের অঙ্কে শয়ান থাকিয়া চুম্বন দ্বারা জাগরিত হইতেছেন। রাবণ ঐ পুরুষকে এতাদৃশ অবস্থায় দর্শন করিয়া কৌতুহলান্বিত হইল ।৩ ইত্যবসরে তথায় পর্বতনামক ঋষিকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবর্ষে ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত ? আপনি যথাসময়েই সমাগত হইয়াছেন। অপ্সরাগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া রথারোহণ পূর্বক নির্লজ্জের ন্যায় যাইতেছে—এ ব্যক্তি কে ? এ কি কাহাকেও ভয় করে না ? ৪-৫

পর্বত ঋষি রাবণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—বৎস মহামতে ! যথাযথ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।৬ ইনি তপোবলে সমস্ত লোক জয় এবং ব্রহ্মারও সন্তোষসম্পাদন করিয়াছেন, সুতরাং মোক্ষ অভিলাষে অতীব সুখাস্পদ উত্তম স্থানে গমন করিতেছেন। রাক্ষসাধিপ ! তুমি যেমন তপস্যা দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ লোকসকল জয় করিয়া সোম পান করত যাইতেছেন,—সংশয় নাই ।৬-৮ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি শূর এবং সত্যপরাক্রম ; অতএব বলবান্ ব্যক্তি ঈদৃশ ধর্মচারী জনগণের প্রতি কুপিত হন না। ইত্যবসরে রাবণ একখানি মহাকায় উত্তম রথ দেখিতে পাইল। তাহার সমস্ত অবয়ব নিরতিশয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান এবং গীত ও বাদিত্রের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ ।৯-১০

তখন রাবণ বলিল,—দেবর্ষে ! এই মহাতেজস্বী পুরুষ কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ করিতে করিতে কোথায় গমন করিতেছেন ? ১১

অনন্তর মুনিসত্তম পর্বত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—এই বীর যোদ্ধা এবং সমরে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই ।১২ এই কার্য্যকুশল রণজয়ী বীর যুদ্ধ করিতে করিতে সংগ্রামে প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হওত প্রভুর জন্য জীবন বিসর্জন করিয়াছেন। ইনি সমরে

যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
কৃতী শরো রণে জেতা স্বাম্যর্থে ত্যক্তজীবিতঃ ॥১৩
সংগ্রামে নিহতোঽমিত্রৈর্হত্বা চ সমরে বহূন্।
ইন্দ্রস্যাতিথিরেবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি ॥১৪
নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোঽয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ ॥১৫
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ।
য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাঞ্চনে ॥১৬
অপ্সরোগণসংযুক্তে পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ॥১৭
এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন তু মহাদ্যুতিঃ।
পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
এতে বৈ যান্তি রাজানো ব্রূহি ত্বমৃষিসত্তম।
কো হ্যত্র যাচিতো দদ্যাদ্ যুদ্ধাতিথ্যং মমাদ্য বৈ ॥১৯
তৎ মমাখ্যাহি ধর্ম্মজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্ম্মতঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণং পর্ব্বতস্তদা ॥২০
স্বর্গার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপাঃ।
বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥২১
স তু রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্।
মান্ধাতেত্যভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥২২
পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ
কুতোঽসৌ তিষ্ঠতে রাজা তৎ সমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥২৩
সোঽহং যাস্যামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুঙ্গবঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনির্বচনমব্রবীৎ ॥২৪
যুবনাশ্বসুতো রাজা মান্ধাতা রাজসত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিষ্যতি ॥২৫
অথাপশ্যন্মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যে বরদর্পিতঃ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মান্ধাতারং নৃপোত্তমম্ ॥২৬

শত্রুদল সংহার করত শত্রুকর্তৃক সংগ্রামে নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি হইয়াছেন; অথবা এই নরসত্তম যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই নৃত্য গীত-পরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন। রাবণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল,—দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন যে ব্যক্তি যাইতেছেন—ইনি কে? ১৩-১৫

পর্বতঋষি রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্! যাঁহার সমস্ত অবয়ব স্বর্ণ দ্বারা রচিত, যিনি অপ্সরারাজিশোভিত বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা। মহারাজ! পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদন-সমন্বিত এই মহাদ্যুতি পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বেগগামী যান দ্বারা গমন করিতেছেন। পর্বতমুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা যাইতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া আমাকে অদ্য যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, আপনি তাহা বলুন। বিশেষতঃ হে ধর্মজ্ঞ! ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতা, অতএব আপনি মৎসন্নিধানে সেই ব্যক্তির নাম নির্দেশ করুন। রাবণ মুনিকে এই কথা বলিলে, তখন পর্বতমুনি রাবণকে বলিলেন।১৬-২০

মহারাজ! এই সকল নরপতি স্বর্গাভিলাষী,—ইঁহারা যুদ্ধার্থী নহেন; অতএব যিনি তোমাকে যুদ্ধপ্রদান করিবেন, আমি তাহার কথা বলিতেছি। সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর অতীব তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজা আছেন, তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন। পর্বতমুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—সুব্রত! ঐ রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন, আপনি বিস্তারক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন। যেস্থানে সেই নরপতি থাকেন, আমি তথায় গমন করিব। পর্বতমুনি রাবণের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যুবনাশ্ব পুত্র রাজসত্তম রাজা মান্ধাতা সাগরান্তা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয় করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন।২১-২৫

অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত বরগর্ব্বিত মহাবাহু রাবণ অযোধ্যাপতি নৃপোত্তম বীর মান্ধাতাকে অবলোকন করিল।২৬ সেই সাতদ্বীপের অধিপতি, মহেন্দ্রপ্রতিম

সপ্তদ্বীপাধিপং যান্তং স্যন্দনেন বিরাজতা।
কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ মাহেন্দ্রাভেণ ভাস্বতা ॥২৭
জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥২৮
এবমুক্তো দশগ্রীবং প্রহস্যেদমুবাচ হ।
যদি তে জীবিতং নেষ্টং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস ॥২৯
মান্ধাতুর্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে ॥৩০
কিং পুনর্মানুষাত্ত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ।
এবমুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সম্প্রজ্বলন্নিব ॥৩১
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
অথ ক্রুদ্ধাস্তু সচিবা রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৩২
ববর্ষুঃ শরজালানি ক্রুদ্ধা যুদ্ধবিশারদাঃ।
অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥৩৩
ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্বে প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ।
মহোদর-বিরূপাক্ষাদ্যকম্পনপুরোগমাঃ ॥৩৪

অথ প্রহস্তস্তু নৃপমিষুবর্ষৈরবাকিরৎ।
অপ্রাপ্তানেব তান্ সর্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ ॥৩৫
ভুশুণ্ডীভিশ্চ ভল্লৈশ্চ ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ।
নররাজেন দহ্যন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা ॥৩৬
ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্।
তোমরৈশ্চ মহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ ॥৩৭
ততো মুহুর্ভ্রাময়িত্বা মুদ্গরং যমসন্নিভম্।
প্রাহরৎ সোঽতিবেগেন রাক্ষসস্য রথং প্রতি ॥৩৮
স পপাত মহাবেগো মুদ্গরো বজ্রসন্নিভঃ।
স তূর্ণং পতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ ॥৩৯
তদা স নৃপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদগতবলো বভৌ।
সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্ট্বা যথাম্বু লবণাম্ভসঃ ॥৪০
ততো রক্ষোবলং সর্বং হাহাভূতমচেতসম্।
পরিবার্য্যাথ তং তস্থৌ রাক্ষসেন্দ্রং সমন্ততঃ ॥৪১
ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
মান্ধাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভৃশম্ ॥৪২

প্রভাশালী বিচিত্রবর্ণে সুরঞ্জিত দেদীপ্যমান কাঞ্চনময় বিমানে আরূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি দিব্যগন্ধ ও অনুলেপনে রঞ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। দশানন তাঁহাকে বলিল যে, আমার সহিত যুদ্ধ কর।২৭-২৮ রাবণ মান্ধাতাকে এই কথা বলিলে, তিনি দশাননকে উপহাস করিয়া এইরূপ বলিলেন,—রাক্ষস! যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।২৯

মান্ধাতার বচন শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিল,—মানুষের ত কথাই নাই; বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হই নাই; সুতরাং তুমি মনুষ্য, তোমার নিকট রাবণ ভীত হইবে? তখন রাক্ষসপতি রাবণ এইরূপ বলিয়া যেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই যুদ্ধদুর্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। অনন্তর দুরাত্মা রাবণের সমরবিশারদ মন্ত্রিসকল কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতি পুরগামী যোধবৃন্দ, বলবান্ রাজাকর্তৃক শিলা-শানিত শরসমূহে তাড়িত হইল।৩০-৩৪

কিন্তু প্রহস্ত শরসকল বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিল। নৃপশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা সেই সকল শর না আসিতে আসিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৃণভার যেমন অনল দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ নররাজ ভুষুণ্ডী, ভিন্দিপাল, ভল্ল এবং তোমরবৃন্দ দ্বারা তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন শরদ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপবর কুপিত হইয়া পুনর্বার অতিবেগগামী পাঁচটি তোমর দ্বারা তাহাকে বিদারণ করিলেন।৩৫-৩৭ পরে যমপ্রতিম মুদ্গর বারংবার ঘূর্ণিত করিয়া অতীব বেগে রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে প্রহার করিলেন।৩৮ সেই বজ্রসন্নিভ মুদ্গর মহাবেগে নিপতিত হইয়া শক্রধনুর ন্যায় অবিলম্বে রাবণকে পাতিত করিল।৩৯ লবণ-সাগরের সলিল যেমন সম্পূর্ণ সুধাকর স্পর্শ করিয়া

মূর্চ্ছিতস্তু নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ।
চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষ্বেড়ন্তো মহাবলাঃ ॥৪৩
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন অযোধ্যাধিপতিস্তদা।
দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শত্রুং পূজ্যমানং নিশাচরৈঃ ॥৪৪
জাতকোপো দুরাধর্ষশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ।
মহতা শরবর্ষেণ পাতয়দ্ রাক্ষসং বলম্ ॥৪৫
চাপস্যৈব নিনাদেন তস্য বাণরবেণ চ।
সঞ্চাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধূত ইব সাগরঃ ॥৪৬
তদ্যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং নর-রাক্ষসসঙ্কুলম্।
অথাবিষ্টৌ মহাত্মানৌ নর-রাক্ষসসত্তমৌ ॥৪৭
কার্ম্মুকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতৌ তদা।
মান্ধাতা রাবণং চৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্ ॥৪৮
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ শরবর্ষং মুমোচতুঃ।
তৌ পরস্পরসংক্ষোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ ॥৪৯
কার্ম্মুকেহস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুঞ্চত।
আগ্নেয়েন তু মান্ধাতা তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥৫০
গান্ধর্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট্।
গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাস্ত্রং সর্বভূতভয়াবহম্ ॥৫১
চোদয়ামাস মান্ধাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ।
তদস্ত্রং ঘোররূপস্তু ত্রৈলোক্যভয়বর্দ্ধনম্ ॥৫২
দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বরদানাত্তু রুদ্রস্য তপসারাধিতং মহৎ ॥৫৩
ততঃ সঙ্কম্পতে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
দেবাশ্চ কম্পিতাঃ সর্বে লয়ং নাগাশ্চ সঙ্গতাঃ ॥৫৪

স্ফীত (বর্দ্ধিত) হয়, তদ্রূপ তৎকালে সেই নরপতি মান্ধাতা প্রীতিবশতঃ হর্ষে স্ফীতবীর্য্য হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৪০

তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করত সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।৪১ পরে লোকরাবণ লঙ্কাপতি রাবণ বহু বিলম্বে আশ্বাসিত হইয়া মান্ধাতাকে অত্যন্ত বেদনা প্রদান করিতে লাগিল।৪২ নরপতি বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাবল নিশাচরেরা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আস্ফালন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল।৪৩ তখন অযোধ্যাপতি মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত সেই শত্রুকে নিশাচর-মন্ত্রিবৃন্দ দ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া কুপিত হইলেন।৪৪ সূর্য্য ও চন্দ্রসমানকান্তি দুরাধর্ষ মান্ধাতা নিরতিশয় শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। পরে সেনাসকল উচ্ছ্বসিত সাগরের ন্যায় তাঁহার চাপ এবং বাণ নিনাদেই সর্বতোভাবে বিচলিত হইল।৪৫-৪৬

অধিক কি, নর ও রাক্ষসে পূর্ণ সেই সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাত্মা বীর নরসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসরাজ দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া চাপ এবং অসি ধারণপূর্বক তৎকালে সমরে প্রবিষ্ট হইলেন। মান্ধাতা নিরতিশয় রোষের বশবর্ত্তী হইয়া রাবণের উপরে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাবণও নিতান্ত কোপপরবশ হইয়া সেই নৃপতির প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। পরস্পরের সংক্ষোভবশতঃ তাঁহারা উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণ শরাসনে রৌদ্র অস্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা সন্ধান করিল, কিন্তু নররাজ মান্ধাতা আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন।৪৭-৫০

দশানন গান্ধর্ব অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল, মান্ধাতা বারুণ অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। পরন্তু রাবণ ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিল, মান্ধাতাও দিব্য পাশুপত মহাস্ত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ মহাস্ত্র তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া রুদ্রের বরদান প্রভাবে লব্ধ হয়। সেই ত্রিলোকের ভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া চরাচর প্রাণীপুঞ্জ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল। অধিক কি, দেবতাসকলও কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ লয়প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে মুনিসত্তম

অথ তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ।
পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥৫৫
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্ ।
তৌ তু কৃত্বা তদা প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা ॥
সম্প্রস্থিতৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩) ॥

পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিবিধ সোপালম্ভ বাক্য দ্বারা নরপতি মান্ধাতা এবং রাক্ষসসত্তম রাবণকে নিবারণ করিলেন। পরন্তু তাঁহারা তৎকালে নর ও রাক্ষসের প্রীতিবন্ধন করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্তে সেই পথেই প্রস্থান করিলেন।৫১-৫৬

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪)

[সোমলোকং গন্তুমুদ্যতং রাবণং প্রতি পিতামহস্যোক্তির্বরপ্রদানঞ্চ।]

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
দশযোজনসাহস্রং প্রথমস্তু মরুৎপথম্ ॥১
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং হি হংসাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ।
অথ উর্ধ্বং তু গত্বা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্ ॥২
দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে।
তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যশঃ স্থিতাঃ ॥৩
আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ।
অথ গত্বা তৃতীয়স্তু বায়োঃ পন্থানমুত্তমম্ ॥৪
নিত্যং যত্র স্থিতা সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ।
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥৫
চতুর্থং বায়ুমার্গস্তু শীঘ্রং গত্বা পরন্তপ।
বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাশ্চ সবিনায়কাঃ ॥৬
অথ গত্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্।
দশৈব চ সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥৭
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ।
কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪)

[সোমলোকগামী রাবণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ও বরপ্রদান।]

বিপ্রযুগল গমন করিলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ দশ সহস্র যোজন পরিমিত প্রথম বায়ুপথে গমন করিল।১

সেইস্থানে সর্বগুণান্বিত হংসসকল সর্বদা অবস্থিতি করে। ইহার উর্দ্ধে দ্বিতীয় বায়ুপথ; ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই স্থানে অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রহ্মজ এই ত্রিবিধ মেঘসকল সন্নিহিত হইয়া সর্বদা অবস্থিতি করে। (অনলসম্ভূত বাষ্প হইতে যে‍‍সকল মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহারাই অগ্নিজ; বাসব পর্বতের পক্ষ ছেদন করেন, সেই পক্ষ হইতে যে সকল মেঘসম্ভূত হয়, তাহারাই পক্ষজ; আর যাহারা ব্রহ্মার নিশ্বাসে জন্মায়, তাহারা ব্রহ্মজ।) দশানন দ্বিতীয় বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া অনুত্তম তৃতীয় বায়ুপথে যাইল। ইহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে মনস্বী, সিদ্ধ ও চারণগণ নিয়ত অবস্থিত রহিয়াছেন।২-৫

পরন্তপ রাম! রাবণ অবিলম্বে চতুর্থ বায়ুমার্গে গমন করিল। এইস্থানে ভূত ও বিনায়কবর্গ সতত বসতি করে। পরে অতি ত্বরায় পঞ্চম বায়ুগোচরে প্রস্থান করিল; তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন।৬-৭ সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা এবং কুমুদ প্রভৃতি নাগসকল অধিষ্ঠিত

গঙ্গাতোয়েষু ক্রীড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্বশঃ।
ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেশলীকৃতম্ ॥৯
জলং পুণ্যং প্রপততি হিমং বর্ষতি রাঘব।
ততো জগাম ষষ্ঠং স বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে ॥১০
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ।
যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসৎকৃতঃ ॥১১
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি।
সপ্তমে বায়ুমার্গে চ যত্রৈতে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥১২
অত ঊর্দ্ধন্তু গত্বা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু।
অষ্টমং বায়ুমার্গন্তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥১৩
আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা।
বায়ুনা ধার্য্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥১৪
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।
অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥১৫
চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র নক্ষত্রগ্রহসংযুতঃ।
শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ ॥১৬
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্বসত্ত্বসুখাবহাঃ।
ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দ্দহন্নিব ॥১৭
স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্ রাবণং তদা।
নাসহংস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥১৮
রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোঽথৈনমব্রবীৎ।
রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্ত্তাম ইতো বয়ম্ ॥১৯
চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ।
স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশোর্দহনাত্মকঃ ॥২০
এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিস্ফার্য্য ধনুরুদ্যম্য নারাচৈস্তমপীড়য়ৎ ॥২১
অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সোমলোকং ত্বরান্বিতঃ।
দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্ বিশ্রবসঃ সুত ॥২২

রহিয়াছেন, অধিকন্তু যাহারা শীকর (জলবিন্দু) বর্ষণ করে, তাদৃশ হস্তীসকল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিয়া তাঁহার পবিত্র বারি বারংবার বর্ষণ করিতেছে। রাঘব! তথায় বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত রবিকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত এবং হিমবৃষ্টি হইতেছে। হে মহাতেজস্বিন্! পরে সেই রাক্ষস দশানন ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল।৬-১০

ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। সেই স্থানে গরুড়—জ্ঞাতি ও বান্ধব দ্বারা সৎকৃত হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছেন। পরে দশ সহস্র যোজনের উপরে সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল। সেইস্থানে এই ঋষিসকল অধিষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার দশসহস্র যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গে গমন করিল; এই স্থানে গঙ্গা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।১১-১৩ সেই মহাবেগবতী, অতিশয় শব্দকারিণী ও আকাশ-গঙ্গা নামে বিখ্যাতা গঙ্গা বায়ুকর্তৃক ধৃতা হইয়া আদিত্যপথে প্রতিষ্ঠিত আছেন।১৪ অতঃপর যে স্থানে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন, তাহা বর্ণন করিতেছি। ইহার অশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা গ্রহ-নক্ষত্রসমূহে সংযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। পরন্তু সর্বপ্রাণীর সুখাবহ শত সহস্র রশ্মিসকল চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া লোকসমূহকে প্রকাশিত করিতেছে। পরে চন্দ্রমা দৃষ্টিমাত্রেই দশাননকে যেন দহন করিলেন, ফলতঃ তিনি শীতাগ্নি দ্বারা রাবণকে অবিলম্বে সর্বতোভাবে দগ্ধ করিলেন। তখন তাহার সচিবসকল শীতাগ্নির ভয়ে ব্যথিত হইয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিল না।১৫-১৮

অনন্তর প্রহস্ত 'জয়' শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাবণকে বলিল,—'রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আমরা এই স্থান হইতে নিবৃত্ত হইব।১৯

রাজেন্দ্র! শীতাংশু চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক; সুতরাং চন্দ্রমার রশ্মিপ্রতাপ দ্বারা রাক্ষসদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।২০ প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণে রাবণ কোপাকুল-হৃদয়ে কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া আস্ফালন পূর্বক নারাচনিকর দ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিল।২১ তৎকালে ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া সোমলোকে আগমনপূর্বক দশাননকে বলিলেন,—সাক্ষাৎ বিশ্রবাতনয় মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না; অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান

গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীডয়স্ব বৈ।
লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥২৩
মন্ত্রং চেমং প্রদাস্যামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা।
যস্ত্বিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥২৪
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্দেবমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥২৫
যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্মিক।
যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥২৬
অসুরেষু চ সর্ব্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥২৭
এবমুক্তো দশগ্রীবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ ॥২৮
অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্।
জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥২৯
অজপ্ত্বা রাক্ষসপতে ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ॥৩০
মন্ত্রপ্রকীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্।
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ॥৩১
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ ॥৩২
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনো বলঃ ॥৩৩
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ ॥৩৪
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তগস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥৩৫
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ ॥৩৬
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ।
সর্বগঃ সর্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥৩৭
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জ্জটীস্তথা।
মাননীয়শ্চ ওঙ্কারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥

কর; কারণ এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী।২২-২৩

অধিকন্তু তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রদান করিব। যে সময়ে প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে যে এই মন্ত্র সর্বথা স্মরণ করে, সে মৃত্যুর বশীভূত হয় না।২৪ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা বলিলে, সে কৃতাঞ্জলিপূর্বক দেব পিতামহকে বলিল,—লোকনাথ! মহাব্রত দেব! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে যদি মন্ত্র দেয় হয়, তবে তাহা প্রদান করুন। হে মহাভাগ ধার্ম্মিক! যে মন্ত্র জপ করিয়া আমি—দেব, দানব, অসুর এবং গরুড়াদি পক্ষিগণের মধ্যে নির্ভয় হইব। দেবেশ! অধিক কি, আপনার প্রসাদে আমি অজেয় হইব, ইহাতে সংশয় নাই।২৫-২৭ ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া দশাননকে এই কথা কহিলেন যে, রাক্ষসরাজ! প্রাণ-বিনাশকালেই মন্ত্র জপ করা উচিত, নিত্য জপ করা কর্ত্তব্য নহে।২৮ রাক্ষসপতে! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হয়, অতএব তুমি মন্ত্র জপ করিয়াই অজেয় হইবে।২৯

রাক্ষসনাথ! মন্ত্র জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। অতএব রাক্ষসপুঙ্গব! আমি মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০ এই মন্ত্র সঙ্কীর্তন মাত্রেই তুমি সমরে জয় লাভ করিবে,—হে সুরাসুর-নমস্কৃত দেবদেবেশ! ব্যাঘ্রাজিন-বসনধারিন্ মহাদেব! তুমি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বাল, বৃদ্ধ এবং হরিবৎ পিঙ্গলনয়ন; অতএব তোমায় নমস্কার। দেব! তুমি ত্রিলোকের প্রভু এবং ঈশ্বর, অতএব তুমি অর্চনীয়। তুমি হর, হরিতনেমী, যুগান্তদহন, বল, গণেশ, লোকশম্ভু, মহাভুজ, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্র ও মহেশ্বর—তোমায় নমস্কার।৩১-৩৪

তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তগ, তপস্যার পারগামী, অব্যয় ও পশুপতি—তোমায় নমস্কার। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী,

মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ ॥৩৮
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্ ।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা ॥৩৯
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পুষ্ণো দশননাশনঃ ॥৪০
জ্বরহর্ত্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ ॥৪১
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ ।
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্ প্রদক্ষিণবামনঃ ॥৪২
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্ ।
শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা ॥৪৩
ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকলোচনঃ ।
বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ॥৪৪
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ।
ধর্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্মা ভূতভাবনঃ ॥৪৫
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ ।
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ॥৪৬
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্বজীবময়স্তথা ॥৪৭
সর্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ববন্ধবিমোক্ষকঃ ।
মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্বদা নিধনোত্তমঃ ॥৪৮
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্বহরস্তথা ।
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৯
ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
সর্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ॥
জপ্তমেতদ্দশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্ ॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩) ॥

—

মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মহাযশা ও মুকুটী—তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন, সর্বগ, সর্বহারী, স্রষ্টা, অব্যয় ও জগদ্গুরু—তোমায় নমস্কার। তুমি—কমণ্ডলুধর দেবতা, পিনাকী, ধূর্জটী, মাননীয় ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত,—তোমাকে নমস্কার। তুমি—ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণা-পণব-তূণধারী, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয় এবং অমর—তোমায় নমস্কার।৩৫-৩৯

তুমি—শ্মশানবাসী, ভগবান্, অনিন্দিত, উমাপতি, ভগনয়ননিপাতী, পূষা ও দশননাশন—তোমাকে নমস্কার। তুমি—জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু এবং প্রদীপ্ত বিশাম্পতি মুনি—তোমাকে প্রণাম। তুমি—চতুর্থ লোকসত্তম, বেপনকর, উন্মাদী, বামন, বামদেব ও প্রাক্ প্রদক্ষিণবামন—তোমায় নমস্কার। তুমি,—ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী, কুটিল, শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী এবং বসুস্তম্ভন—তোমাকে নমস্কার। তুমি,—ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু, মধুলোচন, বানস্পত্য, বাজসন ও নিত্যাশ্রম-পূজিত—তোমাকে নমস্কার।৪০-৪৪

তুমি,—জগতের ধাতা, কর্ত্তা, শাশ্বতপুরুষ, ধ্রুব, ধর্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্মা ও ভূতভাবন—তোমাকে নমস্কার। তুমি—ত্রিনেত্র, বহুরূপ, অযুত সূর্য্যসমপ্রভ দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রাঙ্কিতজট—তোমায় নমস্কার। তুমি,—নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য এবং সর্বজীবময়—তোমাকে নমস্কার। তুমি—সর্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ববন্ধনমোক্ষক, মোহন, বন্ধন ও সতত নিধনোত্তম—তোমাকে নমস্কার। তুমি—পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্বহর, হরিৎশ্মশ্রু, ধনুর্ধারী, ভীম এবং ভীমপরাক্রম—তোমাকে নমস্কার।৪৫-৪৯ মৎকথিত পুণ্যতম এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সমস্ত পাপের অপহারক, শরণার্থীদিগের শরণ্য এবং পুণ্যজনক। দশগ্রীব! ইহা জপ্ত হইলে সমস্ত শত্রু নাশ করে।৫০

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪)

[রাবণস্য কপিলদর্শনম, পাতালপ্রবেশঃ, পাতালাৎ প্রত্যাগমনঞ্চ ।]

দত্ত্বা তু রাবণস্যৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং পিতামহঃ ॥১
রাবণোঽপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমত্তথা ।
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ ॥২
পশ্চিমার্ণবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ ।
দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ ॥৩
মহাজাম্বুনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ ।
দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসন্নিভঃ ॥৪
দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ ।
শরভাণাং যথা সিংহো হস্তিষ্বৈরাবতো যথা ॥৫
পর্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্ ।
তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহাবলম্ ॥৬
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ।
অভবত্তস্য সা দৃষ্টিগ্র্হমালা ইবাকুলা ॥৭
দন্তান্ সন্দশতঃ শব্দো যন্ত্রস্যেবাভিভিদ্যতঃ ।
জগর্জ্জোচ্চৈঃ স বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ ॥৮
স গর্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্লম্বহস্তং ভয়ানকম্ ।
দংষ্ট্রালং বিকটং চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্ ॥৯
মণ্ডূককুক্ষিং সিংহাস্যং কৈলাসশিখরোপমম্ ।
পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরাম্বুজম্ ॥১০
মহানাদং মহাকায়ং মনোঽনিলসমং জবে ।
ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্ ॥১১
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং কিঙ্কিণীজালনিস্বনম্ ।
মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশেঽবলম্বয়া ॥১২
ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্ ।
সোঽঞ্জনাচলসঙ্কাশং কাঞ্চনাচলসন্নিভম্ ॥১৩
প্রাহরদ্ রাক্ষসপতিঃ শূল-শক্ত্যৃষ্টি-পট্টিশৈঃ ।
দ্বীপিনা চ যথা সিংহ ঋষভেণেব কুঞ্জরঃ ॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪)

[রাবণের কপিল দর্শন, পাতালে প্রবেশ এবং পাতাল হইতে প্রত্যাগমন ।]

শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন পিতামহ রাবণকে বর দান করিয়া অবিলম্বে পুনর্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।১ রাবণও পিতামহসন্নিধানে বর লাভ করিয়া দেব, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি প্রভূত শত্রু সংহারপূর্বক পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।২ কিয়ৎকাল অতীত হইলে লোকপীড়ক রাক্ষস রাবণ সচিবগণের সহিত পশ্চিম সাগরে আসিল। তখন দশানন সেই দ্বীপে অগ্নিতুল্যতেজস্বী এক পুরুষকে দর্শন করিল।৩ সেই বিমল সুবর্ণবর্ণ পুরুষ তথায় একাকী অবস্থিত রহিয়াছেন। যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে দেবেশ, গ্রহগণের মধ্যে ভাস্কর, শরভসমূহের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্বত সকলের মধ্যে সুমেরু এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাত প্রধান, তদ্রূপ সেই কালানল-সমান ভীষণাকার পুরুষও পুরুষসকলের মধ্যে প্রধান। সেই মহাবল পুরুষকে দ্বীপমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া দশানন বলিল,—আমাকে যুদ্ধ দান কর। তখন তাঁহার নয়ন সকল গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল এবং সর্বতোভাবে বিদ্যমান যন্ত্রের ন্যায় দন্ত সন্দংশনের শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে বলবান্ দশাননও অমাত্যগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল।৪-৮

কজ্জলপর্বততুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসপতি বিবিধ নিনাদে গর্জন করিয়া সুবর্ণাচল-সদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন সেই পুরুষকে প্রহার করিল। তাঁহার বদন সিংহমুখ-সদৃশ, দন্ত বিশাল, গ্রীবা কম্বুতুল্য, বাহু লম্বমান, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূক(ব্যাঙ্)প্রতিম, পাদতল কমল-সদৃশ, করকমল ও তালু রক্তবর্ণ, বেগ—মন ও অনিল সমান, কণ্ঠদেশে স্বর্ণবর্ণ পদ্মের মাল্য বিলম্বিত, ধ্বনি কিঙ্কিণীজালের ন্যায় সুমধুর, শরীর জ্বালামালায় পরিবৃত; পৃষ্ঠদেশের তূণীর আবদ্ধ; দেহ কৈলাসশিখর-সদৃশ বিশাল এবং নিনাদ

সুমেরুরিব নাগেন্দ্রৈর্নদীবেগৈরিবার্ণবঃ।
অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫
যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুর্মতে।
রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥১৬
তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি।
ধর্মস্তস্য তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ ॥১৭
ঊরূ হ্যাশ্রিত্য তস্যাতে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ।
বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিপার্শ্বয়োঃ ॥১৮
মধ্যেঽষ্টৌ বসবস্তস্য সমুদ্রাঃ কুক্ষিতঃ স্থিতাঃ।
পার্শ্বাদিষু দিশঃ সর্বাঃ সর্বসন্ধিষু মারুতঃ ॥১৯
পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ॥২০
গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ।
সুবর্ণবরদানানি কক্ষলোমানুগানি চ ॥২১
হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ।
নরস্তু তং সমাশ্রিত্য চাস্থিভূতা ব্যবস্থিতাঃ ॥২২
পাণির্বজ্রোঽভবত্তস্য শরীরে দ্যৌরবস্থিতা।
কৃকাটিকায়াং সন্ধ্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ ॥২৩
বাহূ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ।
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ ॥২৪
কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ ॥২৫
করজানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্য্যমুমুক্ষবঃ।
অগ্নিরাস্যমভূত্তস্য স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতৌ ॥২৬
পক্ষমাসর্ত্তবশ্চৈব দংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ।
নাসে কুহূরমাবাস্যা ছিদ্রেষু বায়বঃ স্থিতাঃ ॥২৭
গ্রীবা তস্যাভবদ্দেবী বীণা চাপি সরস্বতী।
নাসত্যৌ শ্রবণে চোভৌ নেত্রে চ শশিভাস্করৌ ॥২৮
বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ।
সুবৃত্তানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥২৯
এতানি নররূপস্য তস্য দেহাশ্রিতানি বৈ।
তেন বজ্রপ্রহারেণ লব্ধমাত্রেণ লীলয়া ॥৩০

সুমহান্। ঘণ্টাচামর সমন্বিত, ভীমমূর্তি, ভয়ানক ও বিকটাকার পুরুষ কমলমাল্যে বিভূষিত এবং ঋগ্বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় শোভমান। রাক্ষসপতি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। হস্তীর প্রহারে সিংহ যেরূপ বিচলিত হয় না, ঋষভের প্রহারে কুঞ্জর যেরূপ বিচলিত হয় না এবং নদীবেগ দ্বারা সাগর যেমন বিচলিত হয় না, তদ্রূপ সেই পুরুষ প্রহার দ্বারা বিকম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু রাক্ষসকে বলিলেন,—দুর্মতি নিশাচর! আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব। রাবণের বেগ সর্বলোকের ভয়াবহ, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেগ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। জগতের সিদ্ধির হেতু ধর্ম এবং তপস্যা তাঁহার উরুযুগল অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মন্মথ—শিশ্ন, বিশ্বেদেবগণ—কটিদেশ, মারুত বস্তির পার্শ্বদ্বয়, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সাগরসকল কুক্ষিদেশ, দিক্‌সমস্ত পার্শ্বাদি স্থান, মারুত সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ পৃষ্ঠ এবং পিতামহ হৃদয় আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন।৯-২০

পবিত্র গোদান, ভূমিদান এবং বিমল সুবর্ণদান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যসকল তাঁহার কক্ষলোম আশ্রয় করিয়াছে। পরন্তু হিমবান্, হেমকূট, মন্দর ও মেরুপর্বত সেই পুরুষকে আশ্রয়পূর্বক অস্থিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র তাঁহার পাণি, স্বর্গ শরীর, জলবাহ মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা অবটু (গ্রীবা) এবং ধাতা, বিধাতা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া আছে। শেষ, বাসুকী, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ সর্প, তক্ষক ও উপতক্ষক বীষবীর্য্যমুমুক্ষু হইয়া অঙ্গুলিসকল আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছে। অগ্নি তাঁহার বদন; রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল; পক্ষ, মাস ও ঋতুসকল উভয় দশনশ্রেণী; কুহূ ও অমাবস্যা নাসাদ্বয়; বায়ুনিবহ ছিদ্রসকল, দেবী বাণী সরস্বতী গ্রীবা; অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগল এবং সোম ও সূর্য্য নয়নদ্বয়

পাণিনা পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে।
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্ ॥৩১
ঋগ্বেদপ্রতিমঃ সোঽথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ।
প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পর্বতসন্নিভঃ ॥৩২
উত্থায় চ দশগ্রীব আহূয় সচিবান্ স্বয়ম্।
ক গতঃ সহসা ব্রূত প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ ॥৩৩
এবমুক্তা রাবণেন রাক্ষসাস্তে তদাব্রুবন্।
প্রবিষ্টঃ স নরোঽত্রৈব দেব-দানব-দর্পহা ॥৩৪
অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিব পন্নগম্।
স তু শীঘ্রং বিলদ্বারং সপ্রবিবেশ সুদুর্মতিঃ ॥৩৫
প্রবিবেশ চ তদ্দ্বারং রাবণো নির্ভয়স্তদা।
স প্রবিশ্য ত্বপশ্যদ্ বৈ নীলাঞ্জনচয়োপমান্ ॥৩৬
কেয়ূরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্।
বরহাটকরত্নাদ্যৈর্বিবিধৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥৩৭
দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্তস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্।
নৃত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ ॥৩৮
নৃত্যন্তোঽপশ্যতৈতাংস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
দ্বারস্থো রাবণস্তত্র ত্রিষু লোকেষু নির্ভয়ঃ ॥৩৯
যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তুল্যাংস্তানপি সর্ব্বশঃ।
একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ ॥৪০
চতুর্ভুজান্মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা দশগ্রীব ঊর্দ্ধরোমা বভূব হ ॥৪১
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরস্ততঃ শীঘ্রং বিনির্যযৌ।
অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্ ॥৪২
পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্মনা।
শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ ॥৪৩
দিব্যস্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
দিব্যাম্বরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যস্যৈকভূষণম্ ॥৪৪
বালব্যজনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা।
লক্ষ্মী দেবী সপদ্মা বৈ ভ্রাজতে লোকসুন্দরী ॥৪৫
প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রো দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।
জিঘৃক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাস্থিতাম্ ॥৪৬

আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বেদাঙ্গসকল, যজ্ঞনিচয়, যাহারা তারারূপী—তৎসমুদয় সুবৃত্ত বাক্যবৃন্দ, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্যা সেই নররূপীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরুষ বজ্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন পাণিদ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকে নিপীড়িত করিয়া মহীতলে নিপাতিত করিলেন। পদ্মমালায় বিভূষিত ঋগ্বেদপ্রতিম পর্বতসদৃশ সেই পুরুষ নিশাচরকে নিপতিত জানিয়া অপরাপর রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বয়ং পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দশগ্রীব উত্থিত হইয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া বলিল,—সেই পুরুষ সহসা কোথায় গমন করিল, তোমরা তাহা আমার নিকটে বল।২১-৩৩

তৎকালে প্রহস্ত, শুক এবং সারণ প্রভৃতি রাক্ষস সচিবসকল রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, সেই দেব ও দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করিয়া বেগে গমন করে, তদ্রূপ সেই সুদুর্মতি রাক্ষস অবিলম্বে বিলদ্বারে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু প্রবেশ করিয়া কেয়ূরধারী বীরসকলকে দর্শন করিল। সেই নীলাঞ্জনচয়সদৃশ বীরগণ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ ও রত্নরাজি দ্বারা বিরচিত নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত। দশানন পুনরায় দেখিল যে, অগ্নিতুল্যবিমলদ্যুতি নির্ভয় তিন কোটী মহাত্মা পুরুষ নিয়ত উৎসবে উৎসুক হইয়া তথায় নৃত্য করিতেছেন। তখন ত্রিলোকমধ্যে নির্ভয় ভীমবিক্রম রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া নৃত্যপরায়ণ পুরুষদিগকে দেখিতে লাগিল। সেই পুরুষ যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সর্বতোভাবে তৎসদৃশ; সেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষসকলের বর্ণ, বেশ এবং সৌন্দর্য্য একরূপ। স্বয়ম্ভূ কর্তৃক লব্ধবর রাক্ষস দশানন তথায় সেই পুরুষগণকে নিরীক্ষণ করত রোমাঞ্চিত হইয়া অতি ত্বরায় সে স্থান হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর

বিনাপি সচিবৈস্তত্র রাবণো দুর্ম্মতিস্তদা।
হস্তে গ্রহীতুমন্বিচ্ছন্মন্মথেন বশীকৃতঃ ॥৪৭
সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্ রাবণঃ কালচোদিতঃ।
অথ সুপ্তো মহাবাহুঃ পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ ॥৪৮
গ্রহীতুকামং তং জ্ঞাত্বা ব্যপবিদ্ধপটং তদা।
জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্ ॥৪৯
তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ।
কৃত্তমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে ॥৫০
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বচনং চেদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাদ্য বিদ্যতে ॥৫১
প্রজাপতিবরো রক্ষ্যস্তেন জীবসি রাক্ষস।
গচ্ছ রাবণ বিস্রব্ধো নাধুনা মরণং তব ॥৫২

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ।
এবমুক্তস্তদোত্থায় রাবণো দেবকণ্টকঃ ॥৫৩
লোমহর্ষণমাপন্নো হ্যব্রবীত্তং মহাদ্যুতিম্।
কো ভবান্ বীর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ ॥৫৪
ব্রূহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
এবমুক্তস্ততো দেবো রাবণেন দুরাত্মনা ॥৫৫
প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
কিং তে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর ॥৫৬
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ ॥৫৭
ন স জাতো জনিষ্যো বা মম তুল্যঃ সুরেষ্বপি।
প্রজাপতিবরং যো হি লঙ্ঘয়েদ্ বীর্য্যমাশ্রিতঃ ॥৫৮

দশানন দেখিল যে, পাতালে কোন গৃহের মধ্যে শয্যাতলে এক পরম পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন।৩৪-৪২

তাঁহার ভবন, শয্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ এবং মহামূল্য; ঐ পুরুষ পাবকদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সেই শয্যায় শয়ান আছেন। ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র ভূষণস্বরূপ দিব্যবসন-পরিধানা সাধ্বী দেবী দিব্য মাল্যভূষণে ভূষিত এবং দিব্য অনুলেপনরঞ্জিত হইয়া করপল্লব দ্বারা বালব্যজন ধারণপূর্ব্বক তথায় অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। অধিক কি, সেই লোকসুন্দরী সপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পরন্তু পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসপতি সেই চারুহাসিনীকে অবলোকন করিয়া সিংহাসনে আসীনা সাধ্বীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিল। কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া সুপ্ত সর্প গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ সচিববিহীন দুর্মতি দশানন তখন মন্মথের বশবর্ত্তী হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল। অনন্তর পাবকাচ্ছাদিত সুপ্ত মহাবাহু পুরুষ তৎকালে রাক্ষসের অভিলাষ জানিতে পারিলেন। অবশেষে সেই দেব তখন বিগলিত-বসন রাক্ষসপতিকে অবলম্বন করিয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন।৪৩-৪৯

লোকপীড়ক রাবণ তেজদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা মহীতলে নিপতিত হইল। তখন সেই পুরুষ রাক্ষসকে পতিত জানিয়া এইরূপ বলিলেন যে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্থিত হও। অদ্য তোমার মৃত্যু হইবে না। নিশাচর! প্রজাপতি-প্রদত্ত বরই তোমার রক্ষক, সেইজন্য তুমি জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! অধুনা তোমার মৃত্যু নাই, অতএব বিশ্বস্তভাবে গমন কর। রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীত হইল; অধিক কি, সেই দেবকণ্টক তৎকালে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতশরীরে উত্থিত হইয়া সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে বলিল,—'আপনি কে?' আপনি যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় দ্যুতিশালী এবং বীর্য্যবান্।৫০-৫৪

অতএব, দেব! আপনি কে, কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহা বলুন। অনন্তর সেই দেব দুর্ম্মতি রাবণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে নিশাচর দশানন! আমাকে জানিয়া তোমার ফল কি? তিনি দশাননকে এই কথা বলিলে, রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—প্রজাপতির বচনানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই; কিন্তু

ন তত্র পরিহারোঽস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্ব্বলঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো মে কুর্য্যাদ্ বরং বৃথা ॥৫৯

অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্।
অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বদ্ধস্তান্নান্যতঃ প্রভো ॥৬০

যশস্যং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ত্বদ্ধস্তান্মরণং মম।
অথাস্য গাত্রে সম্পশ্যদ্ রাবণো ভীমবিক্রমঃ ॥৬১

তস্য দেবস্য সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥৬২

রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা।
সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৬৩

গ্রহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োঽথ ভুজঙ্গমাঃ ॥৬৪

যে চান্যে দেবতাযক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ।
গাত্রেষু শয়নস্থস্য দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥৬৫

আহ রামোঽথ ধর্ম্মাত্মা হ্যগস্ত্যং মুনিসত্তমম্।
দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোঽসৌ তিস্রঃ
কোট্যস্তু কাশ্চ তাঃ ॥৬৬

শয়ানঃ পুরুষঃ কোঽসৌ দৈত্য-দানব-দর্পহা।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা হ্যগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৭

শ্রূয়তামভিধাস্যামি দেবদেব সনাতন।
ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে ॥৬৮

যে তু নৃত্যন্তি বৈ তত্র স্বরাস্তে তস্য ধীমতঃ।
তুল্যতেজঃ প্রভাবাস্তে কপিলস্য নরস্য বৈ ॥৬৯

যিনি প্রতাপ আশ্রয় করিয়া প্রজাপতির বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, মৎসদৃশ পরাক্রান্ত সেই পুরুষ সুরলোকেও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না।৫৫-৫৮ তথাপি সে বিষয়ে আমার অনাদর নাই, প্রযত্নও অতি সামান্য। সুরশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার বর ব্যর্থ করিবেন, তাদৃশ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে দেখিতে পাই না; সুতরাং আমি অমর; অতএব আমার অন্তঃকরণে ভয় প্রবিষ্ট হইতে পারিবেনা। প্রভো! যদিও আমার মৃত্যু নাই বটে, তথাপি যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনার হস্ত ব্যতীত অপর কাহারও হস্তে না হয়।৫৫-৬০

আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্য এবং শ্লাঘনীয়। তৎপরে ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার শরীরে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য ও বসুগণ, অশ্বিনীযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল, গিরি-সমুদয়, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা, অগ্নিত্রয়, গ্রহ, তারা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, বেদজ্ঞ মহর্ষি ও ভুজগগণ, আকাশ, গরুড়, দৈত্য, যক্ষ এবং রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য দেবতাসকল সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করত শয়নস্থ পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন।৬১-৬৫

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে বলিলেন,—দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? আর অপর যে তিনকোটী পুরুষের কথা বলিলেন, তাঁহারাই বা কে? দৈত্য ও দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে? তখন অগস্ত্য ঋষি রামের বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—দেবদেব সনাতন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দ্বীপস্থিত নর ভগবান্ কপিলনামে অভিহিত হন। তিনিই শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ; তিনিই শাশ্বত অব্যয় অচ্যুত অনাদি জগৎকারণ বিষ্ণু। তিনিই প্রাণীপুঞ্জের সৃজন ও সংহারকর্ত্তা। পরন্তু যে সকল দেবতা তথায় নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নরকপিলের সদৃশ তেজ এবং প্রভাবসম্পন্ন। রাম! তিনি কুপিত হইয়া পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে তৎকালে নিরীক্ষণ করেন নাই; সুতরাং রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই। সূচক ব্যক্তি যেমন রহস্যভেদ করে, তদ্রূপ তিনি বাক্যবাণে তাহাকে অবিলম্বে বিদ্ধ করিলেন, সুতরাং

নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টস্তু রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্ রাম রাবণঃ ॥৭০

স্বিন্নগাত্রো নগপ্রখ্যো রাবণঃ পতিতো ভুবি।
বাক্ছরৈস্তং বিভেদাশু রহস্যং পিশুনো যথা ॥৭১

অথ দীর্ঘেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ।
আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥৭২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪) ॥

পর্বতপ্রতিম রাবণ স্বিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। পরে সেই মহাতেজা রাক্ষস বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যেস্থানে সচিববর্গ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় আগমন করিল।৬৬-৭২

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪) সমাপ্ত

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৫)

[বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্মবৃত্তান্ত কথনম্।]

এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাঘবোঽগস্ত্যমব্রবীৎ।
য এষক্ষর্রজা নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা ॥১
জননী কা চ ভবনং সা ত্বয়া পরিকীর্তিতা।
বালিসুগ্রীবয়োশ্চাপি নামনী কেন হেতুনা ॥২
এতদ্ ব্রহ্মন্ সমাচক্ষ্ব কৌতূহলমিদং হি নঃ।
স প্রোক্তো রাঘবেণৈবমগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩
শৃণু রাম কথামেতাং যথাপূর্বং সমাসতঃ।
নারদঃ কথয়ামাস মমাশ্রমমুপাগতঃ ॥৪
কদাচিদটমানোঽসাবতিধর্মমুপাগতঃ।
অর্চিতস্তু যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫
সুখাসীনঃ কথামেনাং ময়া পৃষ্টঃ স কৌতুকাৎ
কথয়ামাস ধর্মাত্মা মহর্ষে শ্রূয়তামিতি ॥৬
মেরুর্নগবরঃ শ্রীমান্ জাম্বূনদময়ঃ শুভঃ।
তস্য যন্মধ্যমং শৃঙ্গং সর্বদৈবতপূজিতম্ ॥৭
তস্মিন্ দিব্যা সদা রম্যা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা।
তস্যামাস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্মুখঃ ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫)

[বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন।]

রঘুনন্দন রাম এই নিখিল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পুনর্বার অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আপনি যে ঋক্ষরজার নাম কীর্ত্তন করিলেন, তিনি বালী ও সুগ্রীবের পিতা কিন্তু ইঁহাদের জননী কে এবং উৎপত্তি কিরূপে হইল? আপনি বালী এবং সুগ্রীবের মাতা অথবা তাহার কথা আমাকে বলেন নাই, সুতরাং এ বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব ব্রহ্মন্। আপনি ইহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। সেই অগস্ত্য ঋষিকে রাঘব এইকথা প্রশ্ন করিলে,—তিনি বলিলেন।১-৩ রাম। পুরাকালে নারদ যেরূপে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংক্ষেপতঃ এই বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কোন সময়ে নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমিও ন্যায়ানুসারে বিধিদৃষ্ট কার্য্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। তারপর তিনি সুখে উপবেশন করিলে আমি কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা

যোগমভ্যাসতস্তস্য নেত্রাভ্যাং যদশ্রুস্রবৎ ।
তদ্‌গৃহীতং ভগবতা পাণিনা চর্চিতস্তু তৎ ॥৯
নিক্ষিপ্তমাত্রং তদ্ভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ।
তস্মিন্নশ্রুকণে রাম বানরঃ সম্বভূব হ ॥১০
উৎপন্নমাত্রস্তু তদা বানরশ্চ নরোত্তম ।
সমাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈরুক্তঃ কিল মহাত্মনা ॥১১
পশ্য শৈলং সুবিস্তীর্ণং সুরৈরধ্যুষিতং সদা ।
তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুমূলফলাশনঃ ॥১২
মমান্তিকচরো নিত্যং ভব বানরপুঙ্গব ।
কঞ্চিৎ কালমিহাস্স্ব ত্বং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১৩
এবমুক্তঃ স বৈ তেন ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবদেবস্য রাঘব ॥১৪
উক্তবাঁল্লোকভর্তারমাদিদেবং জগৎপতিম্ ।
যথাজ্ঞাপয়সে দেব স্থিতোঽহং তব শাসনে ॥১৫

করিলাম। সেই ধর্ম্মাত্মা মুনি আমাকে বলিলেন,—মহর্ষে! শ্রবণ কর।৪-৬

স্বর্ণময় শ্রীমান্ পর্বতরাজ মেরুনামক এক শুভ পর্বত আছে। সমস্ত দেবগণের পূজিত তাহার মধ্যম শৃঙ্গে শত-যোজন-বিস্তীর্ণা রমণীয়া দিব্যা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত; কমলযোনি চতুর্মুখ দেব ব্রহ্মা সেই সভায় সর্বদা বিরাজ করেন।৭-৮ একদা যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয়, ভগবান্ স্বীয় হস্তদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া গাত্রে বিলেপন করিলেন।৯ রাম! লোককর্তা ব্রহ্মাকর্তৃক উহা ভূতলে পতিত হইবামাত্রই সেই অশ্রুকণায় এক বানর উৎপন্ন হইল।১০ নরোত্তম! বানরের উৎপত্তি হইবামাত্রই মহাত্মা পিতামহ প্রিয়বাক্যদ্বারা তাহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া বলিলেন।১১ বানরবর! দেখ, এই সুবিস্তীর্ণ পর্বতে সুরগণ সর্বদা বাস করেন, তুমি এই রমণীয় গিরিবরে প্রচুর ফলমূল ভক্ষণ করত আমার নিকট নিয়ত অবস্থিতি কর। এই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেই পরিশেষে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে।১২-১৩

এবমুক্তা হরির্দেবং যযৌ হৃষ্টমনাস্তদা ।
স তদা দ্রুমখণ্ডেষু ফলপুষ্পধনেষু চ ॥১৬
গচ্ছন্নতিবলঃ শীঘ্রং বনে ফলকৃতাশনঃ ।
চিন্বন্ মধূনি মুখ্যানি চিন্বন্ পুষ্পাণ্যনেকশঃ ॥১৭
দিনে দিনে চ সায়াহ্নে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ ।
গৃহীত্বা রাম মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥১৮
ব্রহ্মণো দেবদেবস্য পাদমূলে ন্যবেদয়ৎ ।
এবং তস্য গতঃ কালো বহুঃ পর্য্যটতো গিরিম্ ॥১৯
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সমতীতস্য রাঘব ।
ঋক্ষরাড়্ বানরশ্রেষ্ঠস্তৃষয়া পরিপীড়িতঃ ॥২০
উত্তরং মেরুশিখরং গতস্তত্র চ দৃষ্টবান্ ।
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং প্রসন্নসলিলং সরঃ ॥২১
চলৎকেসরমাত্মানং কৃত্বা তস্য তটে স্থিতঃ ।
দদর্শ তস্মিন্ সরসি বক্ত্রচ্ছায়ামথাত্মনঃ ॥২২

রঘুনন্দন! সেই বানরোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ কথা বলিলে, সে দেবদেব পিতামহের চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করত লোককর্তা আদিদেব জগৎপতি ব্রহ্মাকে বলিল,—দেব! আমি আপনার শাসনাধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব।১৪-১৫ হৃষ্টচিত্ত বানর তৎকালে দেব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিল। এমন কি, সেই অতিবল বানর সত্বর বনে গমন করিয়া তখন ফলপুষ্প-সমন্বিত তরুরাজিতে বিচরণ করত ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। বানর প্রতিদিন প্রচুর পুষ্প এবং উত্তম মধু সঞ্চয় করত সায়ংকালে ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিত। রাম! বানর উত্তম উত্তম পুষ্প ও ফলসকল সংগ্রহ করিয়া দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে সমর্পণ করিত। পর্বতে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।১৬-১৯

রাঘব! কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর বানরবর ঋক্ষরজা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর-মেরুশিখরে গমন করিল। বানর তথায় নানাজাতীয় পক্ষিগণের

কোঽয়মস্মিন্ মম রিপুর্বসতান্তর্জ্জলে মহান্।
রূপং জলান্তর্গতং তত্তু বীক্ষ্য তস্য স্বতো হরিঃ ॥২৩
ক্রোধাবিষ্টমনা হ্যেষ নিয়তং মাবমন্যতে।
তদস্য দুষ্টভাবস্য পুষ্কলং কুমতেগৃর্হম্ ॥২৪
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা স বৈ বানরচাপলাৎ।
আপ্লুত্য চাপতত্তস্মিন্ হ্রদে বানরসত্তমঃ ॥২৫
উৎপ্লুত্য তস্মাৎ স হ্রদাদুত্থিতঃ প্লবগঃ পুনঃ।
তস্মিন্নেব ক্ষণে রাম স্ত্রীত্বং প্রাপ স বানরঃ ॥২৬
মনোজ্ঞরূপা সা নারী লাবণ্যললিতা শুভা।
বিস্তীর্ণজঘনা সুভ্রূর্নীলকুন্তলমূর্ধজা ॥২৭
মুগ্ধসস্মিতবক্ত্রা চ পীনস্তনতটা শুভা।
হ্রদতীরে চ সা ভাতি ঋজুযষ্টির্লতা যথা ॥২৮
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা সর্ব্বচিত্তপ্রমাথিনী।
লক্ষ্মীব পদ্মরহিতা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব নির্ম্মলা ॥২৯
রূপেণাপ্যভবৎ সা তু শ্রিয়ং দেবীমুমা যথা।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বা তথাভূৎ সা বরাঙ্গনা ॥৩০
এতস্মিন্নন্তরে দেবো নিবৃত্তঃ সুরনায়কঃ।
পাদাবুপাস্য দেবস্য ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা ॥৩১
তস্যামেব চ বেলায়ামাদিত্যোঽপি পরিভ্রমন্।
তস্মিন্নেব পদে সোঽভূদ্ যস্মিন্ সা তনুমধ্যমা ॥৩২
যুগপৎ সা তদা দৃষ্টা দেবাভ্যাং সুরসুন্দরী।
কন্দর্পবশগৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা তাং সম্বভূবতুঃ ॥৩৩
ততঃ ক্ষুভিতসর্ব্বাঙ্গৌ সুরেন্দ্রৌ পন্নগাবিব।
তদ্রূপমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা ত্যাজিতৌ ধৈর্য্যমাত্মনঃ ॥৩৪
ততস্তস্যাং সুরেন্দ্রেণ স্কন্নং শিরসি পাতিতম্।
অনাসাদ্যৈব তাং নারীং সন্নিবৃত্তমথাভবৎ ॥৩৫
ততঃ সা বানরপতিং জজ্ঞে বানরমীশ্বরম্।
অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৬

নাদ দ্বারা নিনাদিত নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহার তটে অবস্থিত হইয়া শরীরের কেশরসকল সঞ্চালিত করিতে করিতে সেই সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া অবলোকন করিল।২০-২২

ঐ বানর সরোবরমধ্যে আপনার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জলমধ্যে বসতি করিতেছে, এই মদীয় মহাশত্রু কে? এ কোপাবিষ্টচিত্ত হইয়া নিয়ত আমাকে অবমাননা করিতেছে, সেই কারণে আমি এই দুষ্টস্বভাব কুবুদ্ধির উত্তমগৃহে প্রবেশ করিব।২৩-২৪ সেই বানরসত্তম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরসুলভ চপলতাবশতঃ ঐ হ্রদে লম্ফপ্রদান করিল। রাম! লম্ফপ্রদান করিয়া পুনর্বার সেই হ্রদ হইতে উঠিল; কিন্তু সেই বানর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করিল।২৫-২৬

সেই সুন্দরী নারীর রূপ ও লাবণ্য সুন্দর, মস্তকের কেশকলাপ নীল, ভ্রূ উত্তম, জঘন বিশাল, বদন মনোহর ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত, স্তনতট পীন, অঙ্গযষ্টি সরল, সেই শোভান্বিতা রমণী হ্রদতীরে লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৭-২৮ অধিক কি, সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা নির্ম্মল সুধাংশুর জ্যোৎস্না এবং অপদ্ম লক্ষ্মীর ন্যায় সকলের চিত্তের উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। ঐ বরাঙ্গনা লক্ষ্মী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালিনী উমার ন্যায় সৌন্দর্য্য বিকাশ দ্বারা সমস্ত দিক্ প্রকাশিত করিয়া সে স্থানে বিরাজ করিল।২৯-৩০

ঐ সময়ে সুরনায়ক দেবরাজ বাসব ব্রহ্মার পাদবন্দনা করিয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন। সেই সময়ে আদিত্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই ক্ষীণ-মধ্যমা রমণীর সম্মুখপথে আগমন করিলেন। তৎকালে সেই সুরসুন্দরী যুগপৎ দেবযুগলের নয়নপথে নিপতিত হইল; বাসব এবং আদিত্য তাহাকে দর্শন করিয়াই কামের বশবর্ত্তী হইলেন। পরে অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া সেই সুরেন্দ্রদ্বয়ের সর্বাঙ্গ ক্ষুব্ধ হইল, তাঁহারা সর্পের ন্যায় অধীর হইলেন। অবশেষে সেই রমণীকে না পাইয়াই তাহার মস্তকে স্খলিত বীর্য্যপাত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।৩১-৩৫

পরে সেই রমণী মহাত্মা বাসবের অমোঘবীর্য্য দ্বারা বানরপতি এবং শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন

বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ।
ভাস্করেণাপি তস্যাং বৈ কন্দর্পবশবর্ত্তিনা ॥৩৭
বীজং নিষিক্তং গ্রীবায়াং বিধানমনুবর্ত্তত।
তেনাপি সা বরতনুর্নোক্তা কিঞ্চিদ্বচঃ শুভম্ ॥৩৮
নিবৃত্তমদনশ্চাথ সূর্য্যোঽপি সমপদ্যত।
গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত ॥৩৯
এবমুৎপাদ্য তৌ বীরৌ বানরেন্দ্রৌ মহাবলৌ।
দত্ত্বা তু কাঞ্চনীং মালাং বানরেন্দ্রস্য বালিনঃ ॥৪০
অক্ষয্যাং গুণসম্পূর্ণাং শক্রস্তু ত্রিদিবং যযৌ।
সূর্য্যোঽপি স্বসুতস্যৈব নিরূপ্য পবনাত্মজম্ ॥৪১
কৃত্যেষু ব্যবসায়েষু জগাম সবিতাং বরম্।
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়ামুদিতে চ দিবাকরে ॥৪২
স তদ্বানররূপস্তু প্রতিপেদে পুনর্নৃপ।
স এব বানরো ভূত্বা পুত্রৌ স্বস্য প্লবঙ্গমৌ ॥৪৩
পিঙ্গেক্ষণৌ হরিবরৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ।
মধূন্যমৃতকল্পানি পায়িতৌ তেন তৌ তদা ॥৪৪

করিল। বালে (কেশে) সেই পতিত বীজই বালী নামে অভিহিত হইল। ভাস্করও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন; কিন্তু সেই সুন্দরী রমণী তাহাতেও কিছুমাত্র শুভবাক্য বলিল না।৩৬-৩৮ সূর্য্যও মদন ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং সেই গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব উৎপন্ন হইল।৩৯ ইন্দ্র এইরূপে মহাবল বীর বানরবর বালীকে উৎপাদন করিয়া তাহাকে গুণসম্পূর্ণা অক্ষয়া কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গপুরে গমন করিলেন। সূর্য্যও মহাবল বানরবীর সুগ্রীবকে উৎপাদন পূর্ব্বক পবনতনয়কে স্বীয় পুত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। রাজন্! সেই নিশা অতিবাহিত হইয়া দিবাকর উদিত হইলে, ঋক্ষরজা পুনর্ব্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। তৎকালে সেই পিঙ্গলনয়ন কামরূপী বলবান্ বানরবর বালী এবং সুগ্রীবকে অমৃতকল্প মধু পান করাইল।৪০-৪৪

গৃহ্য ঋক্ষরজাস্তৌ তু ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ।
দৃষ্ট্বর্ক্ষরজসং পুত্রং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪৫
বহুশঃ সান্ত্বয়ামাস পুত্রাভ্যাং সহিতং হরিম্।
সান্ত্বয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্দেবদূতমথাদিশৎ ॥৪৬
গচ্ছ মদ্বচনাদ্দূত কিষ্কিন্ধাং নাম বৈ শুভাম্।
সা হ্যস্য গুণসম্পন্না মহতী চ পুরী শুভা ॥৪৭
তত্র বানরযূথানি সুবহূনি বসন্তি চ।
বহুরত্নসমাকীর্ণা বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ॥৪৮
পুণ্যা পুণ্যবতী দুর্গা চাতুর্বর্ণ্যপুরস্কৃতা।
বিশ্বকর্ম্মকৃতা দিব্যা মন্নিয়োগাশ্চ শোভনা ॥৪৯
তত্রর্ক্ষরজসং দৃষ্ট্বা সপুত্রং বানরর্ষভম্।
যূথপালান্ সমাহূয় যাংশ্চান্যান্ প্রাকৃতান্ হরীন্ ॥৫০
তেষাং সম্ভাব্য সর্ব্বেষাং মদীয়ং জনসংসদি।
অভিষেচয় রাজানমারোপ্য মহদাসনে ॥৫১
দৃষ্টমাত্রাশ্চ তে সর্ব্বে বানরেণ চ ধীমতা।
অস্যর্ক্ষরজসো নিত্যং ভবিষ্যন্তি বশানুগাঃ ॥৫২

পরন্তু সেই ঋক্ষরজা বানর হইয়া স্বীয় তনয় সেই প্লবঙ্গমযুগলকে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পুত্র ঋক্ষরজাকে দর্শন করত পুত্রযুগলের সহিত তাহাকে বারংবার সান্ত্বনা করিয়া পরে দেবদূতকে আদেশ করিলেন যে, দূত! মদীয় বাক্যানুসারে উত্তম কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই নগর বিশাল গুণসম্পন্ন এবং ইহাদের পক্ষে শুভদায়ক; কারণ, সে স্থানে বহুবিধ বানর দলবদ্ধ হইয়া বসতি করিতেছে। আমার আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা এই শোভান্বিতা পবিত্রা দিব্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা অন্যের দুর্গম, পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, নানাজাতীয় রত্ন দ্বারা আকীর্ণ, চাতুর্বর্ণ্যের বাসভূমি এবং কামরূপ বানরগণের আবাসস্থল। সে স্থানে গিয়া অন্যান্য সাধারণ বানরগণসহ দলপতিদিগকে আহ্বান করিয়া বানরবর সপুত্র ঋক্ষরজাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মদীয় আদেশ বলিবে, পরে জনসমাজে ইহাকে উৎকৃষ্ট আসনে

ইত্যেবমুক্তে বচনে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।
পুরতঃ কৃত্য দূতোঽসৌ প্রযযৌ তাং পুরীং শুভাম্॥৫৩
স প্রবিশ্যানিলগতিস্তাং গুহাং বানরোত্তমঃ।
স্থাপয়ামাস রাজনং পিতামহনিয়োগতঃ ॥৫৪
রাজ্যাভিষেকবিধিনা স্নাতোঽথাভ্যর্চিতস্তথা।
স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ ॥৫৫
আজ্ঞাপয়ামাস হরীন্ সর্ব্বান্ মুদিতমানসঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যাং যে প্লবঙ্গমাঃ ॥৫৬
বালি-সুগ্রীবয়োরেব এষ চর্ক্ষরজাঃ পিতা।
জননী চৈষ তু হরিরিত্যেতদ্ভদ্রমস্তু তে ॥৫৭

যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নরঃ।
সিধ্যন্তি তস্য কার্য্যার্থা মনসো হর্ষবর্দ্ধনাঃ ॥৫৮
এতচ্চ সর্ব্বং কথিতং ময়া বিভো
প্রবিস্তরেণেহ যথার্থতস্তৎ।
উৎপত্তিরেষা রজনীচরাণা-
মুক্তা তথৈবেহ হরীশ্বরাণাম্ ॥৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৫) ॥

উপবেশনে করাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। শ্রীমান্ বানর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র তাহারা সকলে এই ঋক্ষরজার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বাক্য বলিলে, দূত সেই হরীশ্বরকে অগ্রে লইয়া শুভা কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন করিলেন। সেই দূত অনিলের ন্যায় ত্বরিতগমনে কিষ্কিন্ধার গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া বানরবরকে পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীমান মুকুট পরিধান এবং উত্তম অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া রাজ্যাভিষেক বিধি অনুসারে স্নান করত অভিষিক্ত হইলেন ।৪৫-৫৫

অধিক কি, ঋক্ষরজা সর্বতোভাবে অর্চ্চিত হইয়া সন্তুষ্টমানসে সসাগরা সপ্তদ্বীপা সমগ্র মেদিনীতে যে সকল বানর ছিল, সেই সমস্ত বানরদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। এই ঋক্ষরজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং সে-ই ইহাদের জননী, এই ইহার বৃত্তান্ত। তোমার মঙ্গল হউক। যে বিদ্বান ইহা শ্রবণ করান এবং যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার আনন্দপ্রদ কার্য্যসকল সিদ্ধ হয়। প্রভো! রজনীচর (রাক্ষস) এবং হরীশ্বরদিগের এই উৎপত্তি বিবরণ বিস্তৃতভাবে যথাযথ সমস্তই বর্ণন করিলাম* ।৫৬-৫৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫) সমাপ্ত।

---

* এই (৫) সর্গ হইতে (৯) সর্গ পর্য্যন্ত কয়টি সর্গ বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গের পর দেখা যায়

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৬)

[সীতাহরণকারণবর্ণনম্ ।]

এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং পৌরাণীং রাঘবস্তদা ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরো বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥১

রাঘবোঽথ ঋষের্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ।
কথেয়ং মহতী পুণ্যা ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতা ময়া ॥২

বৃহৎ কৌতূহলে চাস্মিন্ সংবৃত্তো মুনিপুঙ্গব ।
উৎপত্তির্যাদৃশী দিব্যা বালি-সুগ্রীবয়োর্দ্বিজ ॥৩

কিঞ্চাত্র মম ব্রহ্মর্ষে সুরেন্দ্র-তপনাবুভৌ ।
জাতৌ বানরশার্দূলৌ বলেন বলিনাং বরৌ ॥৪

এবমুক্তে তু রামেণ কুম্ভযোনিরভাষত ।
এবমেতন্মহাবাহো বৃত্তমাসীৎ পুরা কিল ॥৫

অথাপরাং কথাং দিব্যাং শৃণু রাজন্ সনাতনীম্ ।
যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন পুরা হৃতা ॥৬

তত্তেঽহং কীর্তয়িষ্যামি সমাধিং শ্রবণে কুরু ।
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতি সুতং প্রভুম্ ॥৭

সনৎকুমারমাসীনং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
বপুষা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥৮

বিনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
উক্তবান্ রাবণো রাম তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥৯

কো হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ ।
যং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্ ॥১০

কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ
এতন্মে শংস ভগবন্ বিস্তরেণ তপোধন ॥১১

বিদিত্বা হৃদগতন্তস্য ধ্যানদৃষ্টির্মহাযশাঃ ।
উবাচ রাবণং প্রেম্না শ্রূয়তামিতি পুত্রক ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬)

[সীতাহরণের কারণ বর্ণন ।]

রঘুনন্দন বীর রাম ভ্রাতৃগণের সহিত এই পৌরাণিক দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।১ রামচন্দ্র ঋষির বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—আপনার প্রসাদে এই পবিত্র বৃহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম।২ মুনিবর! এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষে! বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি বিবরণ যেরূপ দিব্য, তাহাতে ইন্দ্রপুত্র বানরশার্দূল বালী এবং সূর্য্যের তনয় কপিবর সুগ্রীব উভয়েই যে সকল বলবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩-৪ রাম এই কথা বলিলে কুম্ভযোনি অগস্ত্য বলিলেন,—"মহাবাহো! পুরাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।৫

রাজন্! অন্য এক পুরাতন মনোহর কথা শ্রবণ কর। রাম! রাবণ যে কারণে পূর্বকালে বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিল, আমি সেই বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্বক, শ্রবণ কর। রাম! সত্যযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর প্রজাপতি-তনয় প্রভু সনৎকুমার তেজোদ্বারা যেন জ্বলিত হইয়াই আসীন ছিলেন; সেই সময়ে রাক্ষসপতি রাবণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাম! রাবণ বিনীতভাবে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করত সেই সত্যবাদী ঋষিকে বলিল,—দেবতারা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন, ইহলোকে সেই দেবতাদিগের মধ্যে কে বলবান্? ৬-১০

দ্বিজগণ কাহার পূজা করেন এবং যোগীগণই বা নিয়ত কাহার ধ্যান করেন? ভগবন্ তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আমাকে বলুন।১১ মহাযশস্বী ঋষি ধ্যানচক্ষু দ্বারা তাহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাবণকে প্রীতিসহকারে বলিলেন,—পুত্র! শ্রবণ কর।১২

যো বৈ ভর্ত্তা জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তিং ন বিদ্মহে।
সুরাসুরৈর্নতো নিত্যং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১৩
যস্য নাভ্যুদ্ভবো ব্রহ্মা বিশ্বস্য জগতঃ পতিঃ।
যেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং বিশ্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১৪
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা বিধিনা হরিমধ্বরে।
পিবন্তি হ্যমৃতং চৈব মানিতাশ্চ যজন্তি তম্ ॥১৫
পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্ ॥১৬
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে চান্যে চামরদ্বিষঃ।
সর্ব্বান্ জয়তি সংগ্রামে সদা সর্বৈঃ স পূজ্যতে ॥১৭
শ্রুত্বা মহর্ষেস্তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা পুনরেব মহামুনিম্ ॥১৮
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে হতাঃ সমরেঽরয়ঃ।
কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে কিঞ্চ তে হরিণা হতাঃ ॥১৯

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ।
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি দিবঃ স্থলম্ ॥২০
পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে।
পূর্ব্বার্জিতৈঃ সুখৈর্দুঃখৈর্জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তি চ ॥২১
যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজং-
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং নরেন্দ্রাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ ॥২২
শ্রুত্বা ততস্তদ্বচনং নিশাচরঃ
সনৎকুমারস্য মুখাদ্ বিনির্গতম্।
তথা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ
কথং ন যাস্যামি হরিং মহাহবে ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৬) ॥

—

যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালন করেন এবং যাঁহারা উৎপত্তি আমরা বিদিত নহি, সুর এবং অসুরগণ সেই প্রভু নারায়ণ হরিকেই নমস্কার করিয়া থাকেন।১৩

বিশ্ব জগৎপতি ব্রহ্মা যাঁহার নাভিস্থল উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, দেবতারা সেই হরিকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে যথাবিধি অমৃত পান করিয়া থাকেন এবং সম্মান সহকারে তাঁহারই পূজা করেন।১৪-১৫

অধিক কি, বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যোগীরা নিয়ত তাঁহার ধ্যান এবং ক্রতু সকল দ্বারা তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকেন। দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা সুরগণের বিদ্বেষ করে, তিনি সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজয় করেন। অধিক কি, সকল সময়েই তিনি সর্বজনকর্তৃক পূজিত হন।১৬-১৭

রাক্ষসাধিপ রাবণ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণত হইয়া পুনরায় মহামুনিকে বলিল,—দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যে সকল শত্রু, সুরগণ কর্তৃক হত হইয়াছে, তাঁহার কি গতি হইবে এবং যাহারা হরি কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহারাই বা কি গতি লাভ করিবে।১৮-১৯ মহামুনি রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—দেবগণ যাহাদিগকে নিপাত করিয়াছেন, তাহারা অক্ষয় স্বর্গভূমি লাভ করত পুনর্বার তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করিবে। কারণ, পূর্বজন্মার্জিত পাপ-পুণ্যের ফলে জীবসকলের জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।২০-২১

রাজন্! যাহারা ত্রিলোকনাথ চক্রধর জনার্দন কর্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই নরোত্তমগণ তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, অতএব সেই দেবের ক্রোধও বরের তুল্য। নিশাচর দশানন সনৎকুমারমুনির মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, কিরূপে হরিকে মহাসমরে প্রাপ্ত হইব? ২২-২৩

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৭)

[সনৎকুমারেণ সহ রাবণস্য উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

এবং চিন্তয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিঃ ॥১
মনসশ্চেপ্সিতং যত্তদ্ভবিষ্যতি মহাহবে।
সুখী ভব মহাবাহো কঞ্চিৎ কালমুদীক্ষ্য চ ॥২
এবং শ্রুত্বা মহাবাহুস্তমৃষিং প্রত্যুবাচ সঃ।
কীদৃশং লক্ষণং তস্য ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ ॥৩
রাক্ষসেশবচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ প্রত্যভাষত।
শ্রূয়তাং সর্বামাখ্যাস্যে তব রাক্ষসপুঙ্গব ॥৪
স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৫
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ।
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ ॥৬
ওঙ্কারশ্চৈব সত্যশ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
ধরাধরধরো দেবো হ্যনন্তঃ ইতি বিশ্রুতঃ ॥৭
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
দিবাকরশ্চৈব যমশ্চ সোমঃ।
স এব কালো হ্যনিলোঽনলশ্চ
স ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্রঃ স এব চাপঃ ॥৮
বিদ্যোততি জ্বলতি ভাতি লোকান্
সৃজত্যয়ং সংহরতি প্রশাস্তি।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়লোকনাথো-
বিষ্ণুঃ পুরাণে ভবনাশকৈকঃ ॥৯
অথবা বহুনানেন কিমুক্তেন দশানন।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১০
নীলোৎপলদলশ্যামঃ কিঞ্জল্কারুণবাসসা।
প্রাবৃট্ কালে যথা ব্যোম্নি সতড়িত্তোয়দো যথা ॥১১
শ্রীমান্মেঘবপুঃ শ্যামঃ শ্রীমৎ পঙ্কজলোচনঃ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ককৃতলক্ষণঃ ॥১২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৭)

[সনৎকুমারের সহিত রাবণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

দুষ্টপ্রকৃতি দশানন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, মহামুনি সনৎকুমার পুনর্বার তাহাকে বলিলেন।১

মহাবাহো! তুমি সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।২

মহাবাহু রাবণ এই কথা শুনিয়া সেই মুনিকে বলিল,—তাহার লক্ষণ কিরূপ? আপনি যথাক্রমে সমস্ত বর্ণনা করুন।৩ মহামুনি সনৎকুমার রাক্ষসপতির বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—রাক্ষসবর! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত কথাই বলিতেছি। সেই সনাতনদেব অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্বত্রগামী; তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যই ব্যাপিয়া আছেন।৪-৫ তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী এবং কি নগরী সর্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন।৬

তিনি ওঁকারস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সাবিত্রীস্বরূপ এবং পৃথিবীস্বরূপ; অধিক কি, তিনি ধরাধরধারী অনন্তদেব নামে বিখ্যাত।৭ তিনিই রাত্রি, দিন, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, অনল, জল, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্র; সুতরাং তিনি সকল লোককে প্রজ্বলিত, প্রকাশিত এবং সূর্য্যরূপে সন্তপ্ত করেন। এমন কি, তিনিই সৃজন, সংহার এবং পালন করেন। একমাত্র সংসারনাশক অব্যয় লোকনাথ পুরাণ বিষ্ণু এই ক্রীড়া করিয়া থাকেন।৮-৯ অথবা দশানন! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—তিনি এই চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া আছেন।১০

নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ দেব বিষ্ণু পদ্মকিঞ্জল্কতুল্য

তস্য নিত্যং শরীরস্থা মেঘস্যেব শতহ্রদাঃ।
সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩
ন শক্যঃ স সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥১৪
ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভিস্ত সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া ॥১৫
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ ॥১৬
অথবা পৃচ্ছ্য রক্ষেন্দ্র যদি তং দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি তে সর্বং শ্রূয়তাং যদি রোচতে ॥১৭
কৃতে যুগে ব্যতীতে বৈ মুখে ত্রেতাযুগস্য তু।
হিতার্থং দেব-মর্ত্যানাং ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ যো রাজা ভাব্যো দশরথো ভুবি।
তস্য সূনুর্মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি ॥১৯
মহাতেজা মহাবুদ্ধির্মহাবলপরাক্রমঃ।
মহাবাহুর্মহাসত্ত্বঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥২০
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরে শত্রুভিস্তদা।
ভবিতা হি তদা রামো নরো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥২১
পিতুর্নিয়োগাৎ স বিভুর্দণ্ডকে বিবিধে জনে।
বিচরিষ্যতি ধর্মাত্মা ভ্রাত্রা সহ মহামনাঃ ॥২২
তস্য পত্নী মহাভাগ লক্ষ্মী সীতেতি বিশ্রুতা।
দুহিতা জনকস্যৈষা উত্থিতা বসুধাতলাৎ ॥২৩
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সর্বলক্ষণলক্ষিতা।
ছায়েবানুগতা রামং নিশাকরমিব প্রভা ॥২৪
শীলাচারগুণোপেতা সাধ্বী ধৈর্য্যসমন্বিতা।
সহস্রাংশো রশ্মিরিব হ্যেকা মূর্তিরিব স্থিতা ॥২৫
এবং তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাবণবিস্তরাৎ।
মহতো দেবদেবস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ ॥২৬

পীতবাস দ্বারা বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালাশোভিত আকাশস্থিত মেঘের ন্যায় শোভিত হন।১১ সেই শ্রীমানের শরীর মেঘের ন্যায় শ্যামলবর্ণ, লোচন শোভাসম্পন্ন কমলসদৃশ, ও শশধরের কলঙ্কের ন্যায় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত।১২ সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমণ্ডলে স্থিত বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার শরীরে থাকিয়া নিয়ত দেহ আবরণ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। এমন কি, কি সুরগণ, কি অসুরগণ, কি নাগগণ কেহই তাহাকে দেখিতে সমর্থ হন না; কিন্তু তিনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন্। তাত! যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পায় না।১৩-১৫

কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাতে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন তাঁহাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং যাঁহারা তন্মনা হইয়াছেন, তাদৃশ ভক্তগণ তাঁহার দর্শন করিতে সক্ষম হন।১৬ রাক্ষসেন্দ্র! যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে অথবা তোমার যদি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহা শ্রবণ কর—আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিতেছি।১৭ সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মনুষ্যগণের হিতের নিমিত্ত তিনি রাজদেহ ধারণ করিবেন।১৮ ভূতলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথনামে যে এক রাজা হইবেন, তাহার এক মহাতেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার নাম হইবে—'রাম'।১৯ সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীসম, অত্যন্ত তেজস্বী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিশালবাহু এবং মহাত্মা।২০

তিনি সমরে আদিত্যের ন্যায় শত্রুগণের দুষ্প্রেক্ষ্য; অধিক কি, সেই সময় প্রভু নারায়ণই রামরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন।২১ মহামনা বিভু ধর্মাত্মা রাম পিতার নিয়োগবশতঃ ভ্রাতার সহিত দণ্ডক প্রভৃতি নানা বনে বিচরণ করিবেন।২২ তাঁহার পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে খ্যাতি লাভ করিবেন, সেই জনক-দুহিতা সীতা বসুধাতল হইতে উত্থিতা হইবেন।২৩ সেই সর্বলক্ষণ-সমন্বিত সীতা ইহলোকের মধ্যে অপ্রতিম রূপবতী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবেন; অধিক কি, প্রভা (চন্দ্রপত্নী) যেমন

এবং শ্রুত্বা মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্রং প্রতাপবান্।
ত্বয়া সহ বিরোধেচ্ছুশ্চিন্তয়ামাস রাঘব ॥২৭
সনৎকুমারাত্তদ্বাক্যং চিন্তয়ানো মুহুর্মুহুঃ।
রাবণো মুমুদে শ্রীমান্ যুদ্ধার্থং বিচচার হ ॥২৮
শ্রুত্বা চ তাং কথাং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
শিরসশ্চালনং কৃত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥২৯
শ্রুত্বা তু বাক্যং স নরেশ্বরস্তদা
মুদা যুতো বিস্ময়মানচক্ষুঃ।
পুনশ্চ তং জ্ঞানবতাং প্রধান-
মুবাচ বাক্যং বদ মে পুরাতনম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৭) ॥

সর্বদা চন্দ্রের অনুগত থাকে, সেইরূপ তিনি ছায়ার ন্যায় রামের অনুগতা হইবেন।২৪ সেই সাধ্বী—স্বভাব, আচার এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিতা; তিনি সূর্য্যের রশ্মি ও অদ্বিতীয় মূর্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবেন।২৫

রাবণ! দেবদেব শাশ্বত অব্যয় মহান্ নারায়ণের এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে তোমাকে বলিলাম।২৬ রাঘব! এইরূপ শুনিয়া মহাবাহু প্রতাপবান্ রাক্ষসপতি তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।২৭ শ্রীমান্ রাবণ সনৎকুমার ঋষির সেই বাক্য বারংবার স্মরণ করত হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল।২৮ রাম সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে মস্তক সঞ্চালিত করিলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।২৯

অধিক কি, সেই নরবর তখন সেই বাক্য শ্রবণে বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে হৃষ্টচিত্তে জ্ঞানিপ্রবর মুনিকে পুনর্বার বলিলেন,—আপনি আমাকে পুরাতন কথা বলুন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৭) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৮)

[অগস্ত্যেন শ্রীরামসমীপে কথাশেষবৃত্তান্তস্য বর্ণন।]

ততঃ পুনর্মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাযশাঃ।
উবাচ রামং প্রণতং পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥১
শ্রূয়তামিতি চোবাচ রামং সত্যপরাক্রমম্।
কথাশেষং মহাতেজাঃ কথয়ামাস স প্রভুঃ ॥২
যথাখ্যানং শ্রুতং চৈব যথাবৃত্তং যথা তথা।
প্রীতাত্মা কথয়ামাস রাঘবায় মহামতিঃ ॥৩
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা।
সুতা জনকরাজস্য হৃতা রাম মহামতে ॥৪
এতাং কথাং মহাবাহো নারদঃ সুমহাযশাঃ।
কথয়ামাস দুর্দ্ধর্ষো মেরৌ গিরিবরোত্তমে ॥৫
দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
কথাশেষং পুনঃ সোঽথ কথয়ামাস রাঘব ॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮)

[অগস্ত্য, কর্তৃক শ্রীরামের নিকট অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন।]

তৎপরে মহাযশস্বী কুম্ভযোনি মহাতেজা অগস্ত্য পিতামহ যেমন ঈশ্বরকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রণত রামকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।১ মহামতে! শ্রবণ কর,—এই কথা বলিয়া মহাতেজা প্রভু অগস্ত্য মুনি সত্যপরাক্রম রামকে যেরূপ তিনি শুনিয়াছিলেন এবং যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ অবশিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।২-৩

মহাবাহু মহামতি রাম! দুরাত্মা রাবণ এই নিমিত্তই জনকরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। গিরিবর

নারদঃ সুমহাতেজাঃ প্রহসন্নিব মানদ।
তাং কথাং শৃণু রাজেন্দ্র মহাপাপপ্রণাশনীম্ ॥৭

যাং তু শ্রুত্বা মহাবাহো ঋষয়ো দৈবতৈঃ সহ।
উচুস্তং নারদং সর্বে হর্ষপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥৮

যশ্চেমাং শ্রাবয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।
স পুত্রপৌত্রবান্ রাম স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৮) ॥

সুমেরু পর্বতে অতি তেজস্বী নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন।৪-৫

রাঘব! সেই মহাতেজা নারদ দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে যেন হাস্য করিয়াই পুনর্বার এই অবশিষ্ট কথা বলিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি সেই মহাপাপনাশিনী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবাহো রাম! সেই কথা শুনিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণ বিস্ফারিতলোচনে নারদকে বলিলেন যে, যিনি ভক্তিপূর্বক এই কথা শুনিবেন অথবা শুনাইবেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদির সহিত স্বর্গে গিয়া সুখী হইবেন।৬-৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮) সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৯)

[শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্তকথনম্।]

ততঃ স রাক্ষসো রাম পর্য্যটন্ পৃথিবীতলে।
বিজয়ার্থী মহাশূরৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ॥১

দৈত্য-দানব-রক্ষঃসু যং শৃণোতি বলাধিকম্।
সমাহ্বয়তি যুদ্ধার্থী রাবণো বলদর্পিতঃ ॥২

এবং স পর্য্যটন্ সর্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
ব্রহ্মলোকান্নিবর্তন্তং সমাসাদ্যাথ রাবণঃ ॥৩

ব্রজন্তং মেঘপৃষ্ঠস্থমংশুমন্তমিবাপরম্।
তমভিসৃত্য প্রীতাত্মা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪

উবাচ হৃষ্টমনসা নারদং রাবণস্তদা।
আব্রহ্মভুবনং লোকাস্ত্বয়া দৃষ্টা হ্যনেকশঃ ॥৫

কস্মিন্ লোকে মহাভাগ মানবা বলবত্তরাঃ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি তৈঃ সার্দ্ধং যথাকামং যদৃচ্ছয়া ॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৯)

[শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্ত কথন।]

অনন্তর সেই বিজয়াভিলাষী রাক্ষসপতি দশানন মহাবীর নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করিতে লাগিল।১ অধিক কি, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসের মধ্যে কাহাকেও অধিক বলবান্ বলিয়া শুনিতে পাইলেই বলদর্পিত রাবণ তখনই যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল।২ মহীপাল রাম! রাবণ এইরূপে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পথিমধ্যে ব্রহ্মলোক হইতে নারদকে আসিতে দেখিল।৩ নারদ দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় মেঘের উপর দিয়া গমন করিতে ছিলেন, রাবণ প্রীতচিত্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিল। তখন রাবণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া নারদকে বলিল—আপনি ব্রহ্মা হইতে ভুবন পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বহুবার দর্শন করিয়াছেন।৪-৫

অতএব হে মহাভাগ! কোন লোকের মানবেরা

চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্ ।
অস্তি রাজন্ মহাদ্বীপং ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ ॥৭
তত্র তে চন্দ্রসঙ্কাশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যা মেঘস্তনিতনিঃস্বনাঃ ॥৮
মহামাত্রা ধৈর্য্যবন্তো মহাপরিঘবাহবঃ ।
শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবঃ রাক্ষসাধিপ ॥৯
বলবীর্য্যসমোপেতান্ যাদৃশাংস্ত্বমিহেচ্ছসি ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১০
কথং নারদঃ জায়ন্তে তস্মিন্ দ্বীপে মহাবলাঃ ।
শ্বেতদ্বীপে কথং বাসঃ প্রাপ্তস্তৈস্তু মহাত্মভিঃ ॥১১
এতন্মে সর্বমাখ্যাহি প্রভো নারদ তত্ত্বতঃ ।
ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্বং হস্তামলকবৎ সদা ॥১২
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদঃ প্রত্যুবাচ হ ।
অনন্যমনসো নিত্যং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৩
তদারাধনসক্তাশ্চ তচ্চিত্তাস্তৎপরায়ণাঃ ।
একান্তভাবানুগতাস্তে নরা রাক্ষসাধিপ ॥১৪
তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা নরা নারায়ণং সদা ।
শ্বেতদ্বীপে তু তৈর্বাস অর্জিতঃ সুমহাত্মভিঃ ॥১৫
যে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গমানম্য সংযুগে ।
চক্রায়ুধেন দেবেন তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥১৬
নহি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভির্ন সংযমৈঃ ।
ন চ দানফলৈর্মুখ্যৈঃ স লোকঃ প্রাপ্যতে সুখম্ ॥১৭
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ সুবিস্মিতঃ ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং তেন যোৎস্যামি সংযুগে ॥১৮
আপৃচ্ছ্য নারদং প্রায়াচ্ছ্বেতদ্বীপায় রাবণঃ ।
নারদোঽপি চিরং ধ্যাত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥১৯
দিদৃক্ষুঃ পরমাশ্চর্য্যং তত্রৈব ত্বরিতং যযৌ ।
স হি কেলিকরো বিপ্রো নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ ॥২০
রাবণোঽপি যযৌ তত্র রাক্ষসৈঃ সহ রাঘব ।
মহতা সিংহনাদেন দারয়ন্ স দিশো দশ ॥২১
গতে তু নারদে তত্র রাবণোঽপি মহাযশাঃ ।
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং দুর্লভং যৎ সুরৈরপি ॥২২

অধিক বলবান্? আমি তাহাদের সহিত ইচ্ছামত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। নারদ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—রাজন্! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে। তথায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্যশালী মহাবল মানবসকল বসতি করে; তাহাদের শরীর বিশাল, স্বর মেঘগর্জন সদৃশ, বর্ণ চন্দ্র তুল্য, বাহুসকল সুবৃহৎ অর্গলের ন্যায় অতি দীর্ঘ। রাক্ষসাধিপ! ইহলোকে তুমি যাদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মানবসকল ইচ্ছা করিতেছ, তাদৃশ মানবসকলকে আমি শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি। রাবণ নারদের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল।৬-১০

নারদ! শ্বেতদ্বীপে মানবসকল কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? আর সেই মহাত্মারা কি প্রকারে শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিল? ১১ প্রভো নারদ! আপনি হস্তামলকের ন্যায় সমস্ত জগৎ সর্বদা দর্শন করিতেছেন, অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। নারদ রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে রাক্ষসপতে! সেই শ্বেতদ্বীপবাসী মানবেরা অনন্যমনা, একমাত্র নারায়ণের আরাধনায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে। অধিক কি, তাহারা নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক একাগ্রভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়াছে। সেই সকল মহাত্মারা তদ্গতচিত্তে নারায়ণে জীবন সমর্পণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিয়াছে।১২-১৫ পরন্তু চক্রায়ুধধারী লোকনাথ দেব নারায়ণ শার্ঙ্গধনু আনত করিয়া যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে।১৬ তাত! কি যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি প্রধান দানফল, সকল কিছুতেই এতাদৃশ স্বর্গ লোকবাসরূপ সুখ লাভ হয় না।১৭ দশানন নারদের বাক্যশ্রবণে বিস্মিত হইয়া বহুকাল চিন্তা করত বলিল,—আমি তাঁহারই সহিত সংগ্রাম করিব।১৮ রাবণ নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্বেত দ্বীপে প্রস্থান করিল। বিপ্রবর নারদ সর্বদা সমরপ্রিয় এবং ক্রীড়াকৌতূহলী, সুতরাং অধিককাল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য সংগ্রাম দর্শন করিবার

তেজসা তস্য দ্বীপস্য রাবণস্য বলীয়সঃ।
ততস্য পুষ্পকং যানং বাতবেগসমাহতম্ ॥২৩
অবস্থাতুং ন শক্নোতি বাতাহত ইবাম্বুদঃ।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য দ্বীপমাসাদ্য দুর্দৃশম্ ॥২৪
অব্রুবন্ রাবণং ভীতা রাক্ষসা জাতসা ধ্বসাঃ।
রাক্ষসেন্দ্র বয়ং মূঢ়া ভ্রষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥২৫
অবস্থাতুং ন শক্ষ্যামো যুদ্ধং কর্ত্তুং কথঞ্চন।
এবমুক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে সর্ব এব নিশাচরাঃ ॥২৬
রাবণোঽপি হি তদ্‌যানং পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ॥২৭
গতস্তু পুষ্পকং ত্রাম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
কৃত্বা রূপং মহাভীমং সর্বরাক্ষসবর্জিতঃ ॥২৮
প্রবিবেশ তদা তস্মিন্ শ্বেতদ্বীপে স রাবণঃ।
প্রবিশন্নেব তত্রাশু নারীভিরুপলক্ষিতঃ ॥২৯

একয়া সস্মিতং কৃত্বা হস্তে গৃহ্য দশাননম্।
পৃষ্টশ্চাগমনং ব্রূহি কিমর্থমিহ চাগতঃ ॥৩০
কো বা ত্বং কস্য বা পুত্রঃ কেন বা প্রহিতো বদ।
ইত্যুক্তো রাবণো রাজন্ ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥৩১
অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন ॥৩২
এবং কথয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
প্রাহসংস্তে ততঃ সর্বে সুস্বনং যুবতীজনাঃ ॥৩৩
তাসামেকা ততঃ ক্রুদ্ধা বালবদ্ গৃহ্য লীলয়া।
ভ্রামিতস্তু সখীমধ্যে মধ্যে গৃহ্য দশাননম্ ॥৩৪
সখীমন্যাং সমাহূয় পশ্য ত্বং কীটকং ধৃতম্।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভম্ ॥৩৫
হস্তাদ্ধস্তং স চ ক্ষিপ্তো ভ্রাম্যতে ভ্রমলালসঃ।
ভ্রাম্যমাণেন বলিনা রাক্ষসেন বিপশ্চিতা ॥৩৬

বাসনায় কৌতূহলান্বিত হইয়া সত্বর শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন।১৯-২০

রাঘব! রাবণও ঘোরতর সিংহনাদে দশ দিক্ বিদারিত করিয়া রাক্ষসগণের সহিত তথায় গমন করিল।২১ নারদ সে স্থানে উপস্থিত হইলে, মহাযশা রাবণ সুরগণেরও সুদুর্লভ শ্বেতনামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইল।২২ কিন্তু সেই দ্বীপের তেজঃপ্রভাবে বলবান্ রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ুবেগ দ্বারা সমাহত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে পারিল না। রাক্ষসপতির রাত্রিচর সচিববর্গ দুর্দর্শনীয় দ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সভয়ে রাবণকে বলিল,—নিশাচরনাথ! আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছি।২৩-২৫ আমরা এখানে অবস্থান করিতেই পারিতেছি না, কিরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব? এই কথা বলিয়া সেই সমস্ত নিশাচরেরা পলায়ন করিল।২৬

তখন রাবণও সেই হেমভূষিত পুষ্পক বিমানের সহিত রাক্ষসদিগকে বিদায় দিল। রাম! পুষ্পক রথ বিদায় হইলে, রাক্ষসপতি রাবণ মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া একাকীই সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াই সত্বর রমণীগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।২৭-২৯ তাহাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হস্ত ধারণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কিজন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ,—তাহা বল,।২৭-৩০

তুমি কে? কাহার পুত্র? কেই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে? রাজন্! রাক্ষস রাবণ এই কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিল,—আমি বিশ্রবামুনির পুত্র, আমার নাম রাবণ; আমি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া এস্থানে আসিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।৩১-৩২

সেই দুরাত্মা রাবণ ইহা বলিলে, যুবতীসকল মধুরস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী কুপিত হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে দশাননকে বালকের ন্যায় গ্রহণ করিল; অবশেষে তাহার মধ্যদেশ গ্রহণ পূর্বক সখীগণের মধ্যে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল এবং অন্য সখীকে আহ্বান করিয়া বলিল, এই দেখ ধৃত কীটের মত বিংশতিবাহু দশমুখ রাবণকে ঘূর্ণিত করিতেছি।৩৩-৩৫

রাক্ষস ভ্রমণবশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি

পাণাবেকাথ সন্দষ্টা রোষেণ বনিতা শুভা।
মুক্তস্তয়াশুভঃ কীটো ধুন্বন্ত্যা হস্তবেদনাৎ ॥৩৭
গৃহীত্বান্যা তু রক্ষেন্দ্রমুৎপপাত বিহায়সা।
ততস্তামপি সংক্রুদ্ধো বিদদার নখৈর্ভৃশম্ ॥৩৮
তয়া সহ বিনির্ধূতঃ সহসৈব নিশাচরঃ।
পপাত সোঽম্ভসো মধ্যে সাগরস্য ভয়াতুরঃ ॥৩৯
পর্বতস্যেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্।
প্রাপতৎ সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ ॥৪০
এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ।
যুবতীভির্বিগৃহ্যাশু ভ্রামিতশ্চ ততস্ততঃ ॥৪১
নারদোঽপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য ধর্ষিতম্।
বিস্ময়ং সুচিরং কৃত্বা প্রজহাস ননর্ত্ত চ ॥৪২
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা।
বিজ্ঞায়াপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া ॥৪৩

ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শার্ঙ্গপদ্মায়ুধো বজ্রী সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৪৪
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদেবাভিপূজিতঃ।
পদ্মনাভো মহাযোগী ভক্তানামভয়প্রদঃ ॥৪৫
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
কিং ন বেৎসি ত্বমাত্মানং যথা নারায়ণো হ্যহম্ ॥৪৬
মা মুহ্যস্ব মহাভাগ স্মর চাত্মানমাত্মনা।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরস্ত্বং হি হ্যেবমাহ পিতামহঃ ॥৪৭
ত্রিগুণশ্চ ত্রিবেদী চ ত্রিধামা চ ত্রিরাঘব।
ত্রিকালকর্ম ত্রৈবিদ্য ত্রিদশারিপ্রমর্দনঃ ॥৪৮
ত্বয়াক্রান্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ পুরাণৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।
ত্বং মহেন্দ্রানুজঃ শ্রীমান্ বলিবন্ধনকারণাৎ ॥৪৯
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ।
লোকাননুগ্রহীতুং বৈ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ॥৫০

হস্ত হইতে হস্তান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমিত হইতে লাগিল, পরন্তু বলশালী বিদ্বান্ রাক্ষস ঘূর্ণিত হওয়ায় কুপিত হইয়া সেই শুভা বনিতার পাণিতলে দংশন করিল। অমনি সেই রমণী হস্তবেদনায় ব্যথিত হইয়া ঐ অশুভ কীটকে ছাড়িয়া দিল।৩৬-৩৭ কিন্তু অন্য এক রমণী রাক্ষসরাজকে লইয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল, অমনি রাক্ষস কুপিত হইয়া নখর দ্বারা তাহাকেও অতিশয় বিদারণ করিল, ভয়াতুর নিশাচর রাবণ সেই রমণীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সাগর-সলিলের মধ্যে পতিত হইল।৩৮-৩৯

যেমন পর্বতশিখর বজ্রদ্বারা বিদারিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ রাবণও উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাগরমধ্যে পতিত হইল। রাম! শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতীরা অবিলম্বে তাহাকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ বারংবার ঘূর্ণিত করিয়াছিল।৪০-৪১ মহাতেজা নারদও রাবণকে নিপীড়িত জানিয়া বিস্ময়লাভ করত বহুকাল হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।৪২ মহাবাহো রাম! দুরাত্মা রাবণ এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইয়াই তোমা হইতে মৃত্যুকামনা করত সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল।৪৩ তুমি শঙ্খ-চক্রধারী নারায়ণ, তুমি সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত দেব শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্মিতধনু) ও পদ্মধারী, তুমি সমস্ত দেবগণের পূজিত শ্রীবৎসাঙ্কিত হৃষীকেশ, তুমি মহাযোগী পদ্মনাভ এবং ভক্তগণের অভয়প্রদ।৪৪-৪৫

তুমি রাবণবধার্থে মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তুমি 'আমি নারায়ণ' এই নিজ স্বরূপ জানিতেছ না কেন? মহাভাগ! মোহপ্রাপ্ত হইও না, আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে স্মরণ কর। তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ইহা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।৪৬-৪৭ হে রাঘব! তুমি সত্ত্ব-রজ-তমোগুণস্বরূপ; তুমি ঋক্, যজু, সাম—এই তিন বেদ; তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এই তিন লোকবাসী; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই তিন কালেই তুমি কার্য্য করিয়া থাক; তুমি ধনুর্ব্বেদ; গান্ধর্ব্ববেদ, আয়ুর্ব্বেদ—এই ত্রিবেদ পারদর্শী; তুমি দেবগণের শত্রুসংহারকারী; তুমি অদিতির গর্ভসম্ভূত মহেন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ বামন হইয়া বলিকে বন্ধন করিবার জন্য পুরাতন ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি সেই সনাতন

তদিদং সাধিতং কার্য্যং সুরাণাং সুরসত্তম।
নিহতো রাবণঃ পাপঃ সপুত্র-বল-বান্ধবঃ ॥৫১
প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥৫২
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।
ত্বদর্থমিহ চোৎপন্না জনকস্য গৃহে প্রভো ॥৫৩
লঙ্কামানীয় যত্নেন মাতেব পরিরক্ষিতা।
এবমেতৎ সমাখ্যাতং তব রাম মহাযশঃ ॥৫৪
মমাপি নারদেনোক্তমৃষিণা দীর্ঘজীবিনা।
যথা সনৎকুমারেণ ব্যাখ্যাতং তস্য রক্ষসঃ ॥৫৫
তেনাপি চ তদেবাশু কৃতং সর্বমশেষতঃ।
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৫৬
অন্নং তদক্ষয়ং দত্তং পিতৄণামুপতিষ্ঠতি।
এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৫৭
পরং বিস্ময়মাপন্নো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
বানরাঃ সহসুগ্রীবা রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ ॥৫৮
রাজানশ্চ সহামাত্যা যে চান্যেঽপি সমাগতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্মসমন্বিতাঃ ॥৫৯
সর্বে চোৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে হর্ষসমন্বিতাঃ।
রামমেবানুপশ্যন্তি ভৃশমত্যন্তহর্ষিতাঃ ॥৬০
ততোঽগস্ত্যো মহাতেজা রাঘবং চেদমব্রবীৎ।
দৃষ্টাঃ সভাজিতাশ্চাপি রাম যাস্যামহে বয়ম্ ॥
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে পূজিতাস্তে যথাগতম্ ॥৬১
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপ-বানরান্।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ ॥৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৯) ॥

বিষ্ণু; কেবল লোকসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ।৪৮-৫০

অতএব সুরসত্তম! তুমি পুত্র, বান্ধব ও সৈন্যের সহিত পাপ দশাননকে নিহত করিয়া সুরগণের সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ।৫১ অধিক কি, হে সুরেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত দেবতাগণ এবং তপোধন ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সমস্ত জগৎও শান্তি লাভ করিয়াছে।৫২ প্রভো! মহাভাগা লক্ষ্মীই সীতা, তিনি বসুধাতল-সম্ভূত হইয়া তোমার জন্যই জনক-গৃহে উৎপন্না হইয়াছেন।৫৩ রাবণ তাঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া যত্নসহকারে মাতার ন্যায় সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিল। মহাযশস্বী রাম! সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম।৫৪

সেই সনৎকুমার রাবণরাক্ষসের কৃত কার্য্যকলাপ নারদের নিকট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, দীর্ঘজীবী নারদ ঋষিও আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে তাহা বলিয়াছিলেন। যে বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসন্নিধানে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয়। রঘুনন্দন রাজীবলোচন রাম এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, রাজগণ, অমাত্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সমাগত ধর্মসমন্বিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হর্ষবশতঃ উৎফুল্ল নয়ন হইলেন। এমন কি, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া রামকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।৫৫-৬০

অনন্তর মহাতেজা অগস্ত্য রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—রাম! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়াছি এবং সম্মানিত হইয়াছি; অতএব আমরা গমন করিব। তাঁহারা সকলে সম্মান লাভ করত এইরূপ কহিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে প্রস্থান করিলেন।৬১

তারপর দিবাকর অস্তগত হইলে, রাম বানরগণ এবং রাজগণকে বিদায় দিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। ক্রমে রজনী সমাগত হইলে, তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।৬২

উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

অথ রামায়ণবিধানম্

রামায়ণে শ্রুতে দদ্যাদ্ রথং হেমময়ং সুধীঃ।
চতুর্ভির্বাজিভির্যুক্তং তথা ক্ষৌমপতাকয়া ॥
রত্নৈশ্চবিবিধৈর্যুক্তং কিঙ্কিণীনাদনাদিতম্ ॥১
সম্পাদিতে রথে রম্যে ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছতমষ্টোত্তরং সুধীঃ ॥২
এবং কৃতে বিধানে চ মহাকাব্যফলপ্রদম্।
রামায়ণং ভবেন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩

ইতি রামায়ণবিধানম্।

অথ রামায়ণ বিধান

বিজ্ঞ পুরুষ রামায়ণ শ্রবণ করিয়া ক্ষৌমপতাকা শোভিত, বিবিধ রত্নসংযুক্ত, কিঙ্কিণীনাদিত এবং অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত হেমময় রথ দান করিবেন।১

রমণীয় রথদানকার্য্য সম্পাদিত হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবেন। অতঃপর একশত আটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন।২

এইরূপ নিয়মে এই মহাকাব্য রামায়ণ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই যথোক্ত ফললাভ হইবে,—তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।৩

রামায়ণবিধান সমাপ্ত।

অথ রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ

শ্রুত্বা রামায়ণং পূর্ণং দদ্যাদ্ ব্যাসায় দক্ষিণাম্।
সুবর্ণং ধেনুসংযুক্তং বাসাংসি বিবিধানি চ ॥১
কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দদ্যাদঙ্গুলীয়কমেব চ।
শয্যাসনং তথাচ্ছত্রমুপানৎ করকন্তথা ॥২
ভূমিদানং তথান্নস্য দানং তাম্বূলমেব চ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং লেহ্যং চোষ্যং সহর্দ্ধিমৎ ॥৩
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
লভতে শ্রবণাদেবাধ্যায়স্যৈকস্য মানবঃ ॥৪

প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি।
কৃতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্ ॥৫

অথ রামায়ণ-শ্রবণবিধান

এই পবিত্র রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পাঠককে দক্ষিণা দিবে। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা সুবর্ণ দক্ষিণা, ধেনু, বিবিধ বস্ত্র, কর্ণযুগলে কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক, শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু, ভূমি, অন্ন, তাম্বুল (পান) এবং চর্ব্য-চোষ্য প্রভৃতি বহুবিধ মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন।১-৩

সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়,—রামায়ণের এক অধ্যায় শ্রবণ করিলে সেই ফল লাভ হইবে।৪

গঙ্গাদি নদী ও প্রয়াগাদি তীর্থে স্নান এবং নৈমিষ প্রভৃতি পুণ্য অরণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিলে যে ফল হয়, রামায়ণ শ্রবণ করিলে সেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে যে ব্যক্তি সূর্য্য গ্রহণ-

হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি।
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সম এব সঃ ॥৬
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমা যুক্তো লভতে রাঘবীং কথাম্।
সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৭
আদিকাব্যমিদং সর্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥৮
পুত্রদারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা।
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ ॥৯

ইতি রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ।

কালে কুরুক্ষেত্রে বহু সুবর্ণ প্রদান করিয়াছেন এবং যে মনুষ্য রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই সমান ফল প্রাপ্ত হন। যে মানব অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত এই রামকথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিবেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র লাভ হইবে এবং তাহার সম্পদ্ ও সন্ততিসকল সংবর্দ্ধিত হইবে; অতএব জিতেন্দ্রিয় হইয়া সত্যজ্ঞানে ইহা শ্রবণ করা উচিত।৫-৯

রামায়ণ-শ্রবণবিধি সমাপ্ত।

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥১
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥২
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৩
মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৃণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্ ॥৪

শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে বারংবার প্রণাম করি।১ যে যে স্থানে রামকথা কীর্ত্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণনয়নে অবস্থান করেন; সেই রাক্ষসবিনাশী মারুতি (বায়ুপুত্র)-কে প্রণাম করি।২ সর্বশক্তিমান্ রামভদ্র রামচন্দ্র হইলেন—রঘুপতি, সীতাপতি ও জগৎপতি; আমরা সেই রামকে প্রণাম করি।৩ এই রামায়ণের লেখক, পাঠক ও শ্রোতা সকলেই মঙ্গল লাভ করেন। যে পৃথিবীতে রামায়ণ থাকে, সেই রাজ্যের রাজাও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।৪